

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ: ଉତ୍କଳ, ଗୁରୁତ୍ବ, ଶକ୍ତି

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ: ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଧିକ, ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର

কোর্টের মনোযোগ হইয়াছে। আমরা অনেক বার আর্জি করিয়া আনিতেছি অনেক বিচারপতি যখনমুখে আদালতে উপস্থিত হন না বলিয়া আর্জি প্রত্যাখ্যাত ও নাকির্গণ্যের দ্বারা পরে মাই কটে ও ফাঁসি দেওয়া হইতে হয়। আজ যদি হাই কোর্ট নেই, ফাঁসি দেওয়া করেন, কেবল আর্জি প্রত্যাখ্যাত ও নাকির্গণ্যের দ্বারা আদালতের আদালতের আদালতের হইবে।

—৩০—

ভারতবর্ষের গণপরিষদ সম্মতি এই আদালতের, যে সকল প্রাচীন বাতী অথবা কীর্তনস্মৃতি এদেশীয়দের লিপ্সু নৈপুণ্যের পরিচায়ক, সেগুলির রক্ষার্থ স্থানীয় গণপরিষদ সকল বিশেষ যত্ন করেন। আমরা লাভ নর্থকোর এই মনোমুগ্ধতা মর্শ্বন অত্যন্ত আশ্চর্য্যিত হইলাম। এদেশীয়দের পূর্ব কীর্তি গুলির লোপ না হয় লাভ নর্থকোর একান্ত চেষ্টা। এ চেষ্টা তাঁহার প্রজাতন্ত্রের অপর পরিচায়ক। ইহাতে তাঁহার মনোমুগ্ধতাও প্রকাশ পাইতেছে। অপর কীর্তি রক্ষার ইচ্ছা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রে উদ্ভূত হয় না।

—৩১—

কাহার প্রতি অনাচার ও অত্যাচার হইলে আমরাই প্রথম পুরুষেরা তাহার রোদনে কর্ণপাত করেন, এই কারণে আজ কালি অনেক আত্মহুৎ নিবেদন করিয়া প্রধান রাজপুরুষদের নিকটে আবেদন করিতে আসিতে পারিতেন। আমরা যে দিন একখানি আবেদন পত্রের প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম, আজ আর এ প্রকার প্রসঙ্গ করা হইতেছে। প্রকৃত কেশনাথ পণ্ডিত অযোধ্যার অন্যতম তালুদার মহারাজ মানসিংহকে ১০০০ টাকা কর্জ দেন। মানসিংহ লোকা কর্জ গ্রহণ করিয়াছেন। তদিকে গণপরিষদ

১৮৭০ অক্টোবর ২৪ আইন নামে এক আইন করিয়াছেন। কেশনাথের তালুদারের নামে আদালতে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিবেন, সে পথ নাই। এই আইনে তাঁহার নিষেধ করিয়াছে। আইনে বাধ্য আছে, জমিদারীর উদ্ধৃত্ত অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু যিনি মানসিংহের তালুকের তত্ত্বাধীক্ষক হইয়াছেন, তিনি টাকা উদ্ধৃত্ত হইতেছেন না বলিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছেন না। কেশনাথ পণ্ডিত এই কারণে নিরুপায় হইয়া মহাজুতব লাভ নর্থকোর নিকটে আবেদন করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না। আইনে আছে যদি জমিদারীর উপস্থিত উদ্ধৃত্ত না হয়, অন্ততঃ জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইবে। যদি একান্ত উদ্ধৃত্ত না হয়, অন্ততঃ কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াও মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করা বিধের সম্বন্ধ নাই। ঋণগ্রাহীদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করা গণপরিষদের যেমন উদ্দেশ্য, ঋণ দাতাদিগকে রক্ষা করাও তেমনি কর্তব্য। তাহা না করিলে অতিশয় বিচার হয়। ১৮৭০ অক্টোবর ২৪ তালুদারদিগকে বাঁহারা কর্জ দিতেছেন, তাঁহারা আইন না জানিয়া ও বিবেচনা না করিয়া কর্জ দিলেন কেন, তাঁহাদিগের বিবরণ এ কথা বলিবার যেমন পথ আছে, কেশনাথ পণ্ডিতের বিবরণে সঙ্গত বলিবার পথ নাই। তিনি যখন কর্জ দিয়াছেন, তখন আইন হয় নাই। আদালতে অভিযোগ করিয়া টাকা আদায় করিতে পারিবেন না, তখন তিনি তাহা জানিতেন না, অতএব তাঁহার ও তৎসদৃশ বাজুদিগের বিবরণে কিছু বিশেষ বিবেচনা করা কর্তব্য হয়।

এই প্রসঙ্গে উক্ত আইনের বিধে

কিছু বলা আমাদেরই অভিপ্রেত হইল। এই আইনটা করা গণপরিষদের লক্ষ্যবিশেষের কারণ হইয়াছে। অন্য পক্ষ মহাজনদিগকে সাবধান করিয়া কর্জ দিতে হইবে; তাঁহারা আর হাত পাতিলেই টাকা পাইবেন না। অন্যদিকে টাকা পাইতে না বলিয়া তালুদারদিগের অপব্যয়শীলতার যে অভিযোগ হইয়াছিল, যেহেতু যে তাঁহার নিরুত্তর হইবে একটা নয়, আর একটা মতঃ অনিষ্টের নিবারণ হইবে। সে অনিষ্ট এট, তালুদারেরা তালুদার বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ করিতে, টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেন না, তালুক বিক্রয় হইয়া যায়। উঠা অনেক গময়ে যত যত হইয়া বিক্রয় হইত। দেশ মধ্যে এক একটা বৃহৎ সম্পত্তি অর্থও না থাকিলে দেশের জীবিত হয় না। সম্পত্তির যত্নে দেশের জীবিত হয় না। সম্পত্তির প্রধান কারণ তাহা বলা বাহুল্য। এদেশে ঋণগ্রাহীদের আইন নাই। উল্লিখিত আইনটা বহুল অংশে তৎকারী সাধন করিবে সম্ভব নাই। অন্য অন্য দেশেও এই আইনটা প্রচলিত করা কর্তব্য।

—৩২—

/ বাবু মিউনিসিপালিটি ও ট্রাস্ট
রক্ষক ১৮৭১।

মিউনিসিপাল কমিশনারেরা প্রকার মনোমুগ্ধ হইয়া বিরোজিত না হওয়াতে সময়ে সময়ে প্রজাবর্ণের যে অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, আমরা অনেকবার এই পত্রিকায় তাহার আন্দোলন করিয়াছি। অন্য যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইতেছে এটা তাহারই অন্যতম উদাহরণ।

কিচ্চিন্দন হইল, বকোর্ট মার্কেট বাজার দেশের ব্যবসায়িক সভায় এই ভাবে একটা আইন করিয়া প্রস্তাব করেন যে বাবুদার গ্যাসের আলোর শতকরা দুই টাকা টাক্স হইবে। রাজস্ব বিভাগের ঠাকুর আপত্তি করিয়া বলেন, রাজস্ব

মত না গিয়া আইন করা উচিত হয় না।
মত প্রকাশের নিমিত্ত উৎসৃষ্ট সময়
দেওয়া হইত। এ বিষয়ে আমাদের লেপ্টে-
নন্ট বাহাদুর এই বলিয়া আপত্তি বণ্ডন
করেন যে যখন কমিশনদের এ বিষয়ে
মত দিয়াছেন তখন ইহাতে প্রজাদের
মত আছেই আছে। কারণ কমিশনদের
প্রজাদের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ। তাঁহারা
প্রজাদিগের মতই বাস্তব করিয়া থাকেন।
তবে তাঁহার এই অনুরোধ হইয়াছে রাজা
বল্লভমোহন ঠাকুরের অনুরোধে তিন
সপ্তাহ সময় দিয়াছেন এবং প্রজাদের
মত জানিবার জন্য গেজেটে উহা প্রচার
করিবার আদেশ করিয়াছেন। এতলে
আর একটা কথা না বলিলে পাঠকগণ
হাবড়ার প্রজাদের প্রকৃত বিপদটি বুঝিতে
পারিবেন না। হাবড়ার কমিশনের সভা-
স্থারা হাবড়ার এই গাংয়ের আলোর
জন্য বর্ষে বর্ষে বিংশতি সপ্তক করিয়া
টাকা দিবেন বলিয়া বিংশতি বৎসরের
নিমিত্ত কন্ট্রাক্ট করিয়াছেন। এখন
প্রজারা মরুৎ আর বাঁচরু তাহাদের
আর ঘাড় নাড়িবার ঘো নাই। যদি
তাঁহারা দুই টাকা রেটে আলোর টাক্স
দিতে অসম্মত হয়, তাহাদের হাউসের
টাক্সের ফণ্ড হইতে কমিশনদের এ
বাং দিবেন। সুতরাং আমে মধ্যবর্তী
কুৎসিত রাস্তাগুলির কখনও কিছু
উন্নতি হইবে তাহার আর আশা রহিল
না। তবে ইহাতে কতকগুলি লোকের
মঙ্গল আছে। যে সকল সম্পন্ন লোকের
বাড়ীর নিকটবর্তী রাস্তাগুলি পাকা
হইয়াছে ও এই সকল রাস্তা সঙ্কটকাল
হইতে সমস্ত রাত্রি গাশ দ্বারা আলো-
কময় হইতেছে সেই সমস্ত ভাগবান
ব্যক্তিরা যথার্থই সুখ। তাঁহারা যে টাক্স
দেন পূর্বে হইতেই তাহার বেশ আশা
পাইতেছেন, আরো যদি এটা টাক্স
না দিতে হয় অথবা কমিশনদের

কন্ট্রাক্টের দৌলতে আলোর অনাধা না
হয়, তাহা হইলে বোল আনাই লাভ।
আমরা শুনিলাম, এই সকল রাস্তা যাহাতে
টাক্স না দিতে হয় তাহা মিত্র রামকৃষ্ণ
পুর্বে শীল বাবুদের ব্যাপানে একটা সভা
করিয়া এই সভা হইতে লেপ্টনন্ট গবর্ন-
রের নিকট এই বিষয়ে দরখাস্ত করিবেন।
তাঁহারা কি ইচ্ছা করেন যে হাবড়া
মিউনিসিপালিটির অধিকারে অন্যান্য
বিষয় হইতে যে টাকা আদায় হই-
তেছে তাহারা এই তাঁহারা আলোক
সুখ ভোগ করিবেন? যদি তাঁহাদের
রাস্তাগুলির ন্যায় সমুদায় মিউনিসিপা-
লিটির অধিকারে রাস্তাগুলি ভাগ
হইত তাহাতে ক্ষতি ছিল না। উহার
বার আনা রাস্তা যার পর নাই অপ-
কৃত। বর্ষাকালে সেই সকল রাস্তায়
চলিতে হইলে যেটুকু হয়, তাহা ভুক্ত
ভোগী ব্যক্তি ব্যতিরেকে বুঝিতে
পারেন না। এই স্থানবাসী একজন ব্যক্তি
কথায় কথায় এক দিন বলিলেন যে
বর্ষাকালের প্রারম্ভে কোন প্রতিবেশীর
কোন বিপদ ঘটিলে শুদ্ধ রাস্তার দুর্গ-
মতাগ্রবৃত্ত কেই সাহায্য দানে অগ্রসর
হয় না। ইহা কি সামান্য পারিতোষের
বিষয়?

পাঠকগণ! উপরে যে সম্পন্ন লোক
দিগের সভার কথা বলিলাম, তন্মিত্ত
হাবড়া প্রজাসাধারণ নামে আর একটা
সভা আছে। উহা আর এক বৎসর
হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই টাক্সের
বিষয়ে সাধারণ প্রজার মত জানিবার
নিমিত্ত ২৫ এপ্রিল সেই সভার অধিবে-
শন হইয়াছিল। তাহাতে এই স্থির হই-
য়াছে যখন কমিশনদের গ্যাসের
কন্ট্রাক্টের অনর্থক হইবে না এবং হাউস
টাক্সের ফণ্ড হইতে বর্ষে বর্ষে বিশ
তাজার টাকা গেলে রাস্তা ঘাট ভাগ
হাবড়ার সজাবান নাই তখন যে যে স্থানে

আলো দেওয়া হইয়াছে সেই সেই স্থানের
লোকদিগের যতই কষ্ট কষ্টক যুক্ত-
মার্গাদেশে তাহাদিগেরই টাক্স দেওয়া
উচিত। কিন্তু যাহাতে এই আলো আর
অধিক স্থানে না দেওয়া হয় এবং দ্বিজ
প্রজাদিগের উপরে আর টাক্স ভার
পতিত না হয় তজ্জন্য তাঁহারা লেপ্টন-
ন্ট গবর্নরের নিকট আবেদন করিবেন স্থির
করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ দেখুন, আমরা
কেন মিউনিসিপাল স্বাধীনতা লুপ-
নভোগ করিতেছি। এই মিউনিসিপাল
স্বাধীনতার প্রশংসা আমাদের লেপ্ট-
নন্ট গবর্নর কাহেল নাহেবের সুখ ধরে
না। লাভ নর্থকক যদি তাঁহার মিউনি-
সিপাল বিল পাশ করিয়া দিতেন, এত
দিন এই সুখ প্রজার নাসিকা পদে
চড়া উঠিত সন্দেহ নাই। যদি এত
বয়ে বাস্তবিক প্রজার স্বাধীনতা থাকিত,
তাহাদিগের মতে কমিশনের নিয়োগ
ও তাহাদিগের মতে বাস্তবিক কাজ
হইত, কখন হাবড়ার উন্নতিত ঘটনা
হইত না। পূর্বে প্রজার সভাস্থানে
কাজ হইলে এখন উন্নতিত হইত সভা
হইত দুই প্রকার আবেদন হইবার
চেউ: হইবে কেন? হাবড়া প্রজাসা-
ধারণ সভা যে কতবার অবধারণ করিয়াছেন,
তাঁহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের অমু-
মতি হইতেছে। উহাতে উত্তর দিক
রক্ষা হইতেছে। কমিশনদের যে কন্ট্রাক্ট
করিয়াছেন, তাহার বিপরীত হইতেছে না,
পক্ষান্তরে দ্বিজগণ অধিকতর বর
যতনা হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে।



১২৭৯ অব্দে রসালো ইতিহাস।

জগদীশ্বরের রূপা ও আশ্ব, সংবাদ
দাতা ও পত্রপ্রেরকগণের উৎসাহদান
গুণে ১২৭৯ অব্দ অতিফলকরিত। আম
নূতন বর্ষের কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

শক্তিক্রমেণে নব বস্ত্রের গুণাগুণ ও
কলাকল্য হ্রাস করিয়া থাকেন; আমাদি-
গের ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা নাই,
সুতরাং আমরা গত বর্ষের কলাকল
বর্ণন করিয়া পাঠকগণের আতিশাধন
করিলাম।

রাজনীতি।

লাড লরেন্সের বর্ণন জনরল গবে
প্রতিষ্ঠা অধি এদেশে কেবল অসম্ভো-
সেরই বৃদ্ধি হইতেছিল। যে প্রাণী সদা
পর্যাপ্ত পজাবে কিছু দিনের জন্য
প্রবর্তিত হয়, লাড লরেন্স তৎপরে লাড
মের তাহা সমুদয় ভারতবর্ষে প্রচলিত
করিবার চেষ্টা পান। তাহাই এই বিজা
তীর প্রজাবিরোধের কারণ। এই উত্তর
অধিকারকালে রাজপুতবোরা তেজস্বিতা
বাপনেন যে পরিমাণে যথেষ্ট ব্যবহার
করেন, প্রজাগণের মনে সেই পরিমাণে
অসম্ভব ও রাজপুতবর্ণের সাধুত্বের
প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। উত্তরোত্তর অস-
ম্ভবত্বের সঞ্চার বৃদ্ধি হইতেছিল, যদি
আর কিছু দিন প্রকৃত হইত, এদেশে
ইংলান্ড অধিকার ক্রমে স্থাপন হইয়া
আনিত সম্ভব নাই। বোধ হয় বিধাতা
এদেশীয়দিগের হৃৎকর্ষণে বিদ্যমান হই
য়াই মনোমুগ্ধ লাড নর্থক্রফকে আনিয়া
উপনীত করিলেন। তাঁহার আগমনে
লোকে অনেক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন এবং
উত্তর উপরে সকল শ্রেণীর বিশ্বাস
জন্মিয়াছে।

গত বৎসরের রাজনীতি সংক্রান্ত
ঘটনায় মধ্যোপনিষদের সাহিত্য সাফল্য
প্রধান। কুশিখেরা ক্রমশই অগ্রসর হই-
তেছিলেন। ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট তাঁহাদি
গকে সাত্রাটের একটি মীমা নির্দিষ্ট
করিতে বলেন। তদনুসারে সাত্রাট আল
কুশতার বদকমান এবং ওয়াকান পর্য্যন্ত
‘দামী’ নিয়ম আলি খাঁর রাজ্য মীমা
শিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে এই লাড

হইয়াছে, আপাততঃ লোকের মনে যে
চাকলা হইয়াছিল তাহার অনেক নিবী-
রণ হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের একজন দূত ইংলণ্ডে
গমন করিয়া সম্রাট কলিকাতা হইয়া
ব্রহ্মদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। রাজার
সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সন্ধি হই-
য়াছে তাহার পরিবর্ত করা এই দূত
প্রেরণের উদ্দেশ্য। কল কি হইয়াছে
প্রকাশ পায় নাই।

ইয়ারথন্দ হইতে এক জন দূত
এখানে কিছুদিন থাকিয়া তুরন্তে গমন
করিয়াছেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি করা
তাঁহার উদ্দেশ্য। এখান হইতে ফরসা-
ইথ সাহেব ইয়ারথন্দে গমন করিতে-
ছেন।

১২৭৮ অব্দের আদিবায় বৃত্তান্ত বর্ণন
কালে আমাদিগকে কেবল আক্ষেপ
করিতে হইয়াছিল। লাড লরেন্স ও
লাডমের জনাগত অপব্যয় ও দুতন কর
স্থাপন করিয়া দেশকে বিত্রস্ত করিয়া
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু লাড নর্থক্রফ ইনকম
ট্যাক্স রহিত ও স্থানীয় কর প্রভৃতি রুদ্ধ
করিয়া দেশে পুনরীক শান্তি স্থাপন
করিয়াছেন। মহাসভার রাজস্বকমিটি
এবারও অনেক পরিশ্রম করিয়া অনেক
কুশল্য ও অশ্রাব্যের বিষয় প্রকাশ
করিয়াছেন। বারিক ও সেনাদলের জন্য
যে আত্মসিক অপব্যয় হইতেছে তাহা
সম্রাট সার চারলস টিবিগিয়ান প্রকাশ
করিয়া দিয়াছেন। আমরা এতদিন ভারত
বর্ষের ডেট সেক্রেটারিকে যাবতীয় রাজ-
স্বস্বত্বিত গোলযোগের কারণ বলিয়া
জানিতাম। বাস্তবিক তিনি কারণ নছেন।
লাড আর্গাইল অনেক প্রতিবাদ করিয়া
ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হরণ করা
গ্লাডস্টোন সাহেবের নিম্নের রাজনীতি।
তিনি ইহা করিয়া কিরূপে ইংলণ্ডের
টাকা বাঁচাইয়া থাকেন। রাজস্ব কমিটি

হইতে এই আনিডের নিবারণ হয়, ইহা
সকলেরই প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষের সভার আবেদনাদ্বারা
এখন অধি ডেট সেক্রেটারি কিছু
সকাল সকাল মহাসভায় এদেশের আর
বারের হিসাব উপস্থিত করিতে সম্মত
হইয়াছেন। এপর্যন্ত মহাসভার অধিবে-
শনের শেষাংশে উহা উপস্থিত করা
হইত। কেহই এবিষয়ে মনোবোণ
দিতেন না।

লাড নর্থক্রফের উপরে বিশ্বাস হও-
য়াতে লোকের আশা জন্মিয়াছে যে তিনি
রাজস্বস্বত্বিত অত্যাচারের সম্পূর্ণরূপে
নিবারণ করিবেন। আর একটা গুলফ
এই, তিনি যত্নে রাজস্বের ভার লইয়া-
ছেন। ভারতবর্ষের বিশেষ মৌতগের
বিষয় এই যে সার রিচার্ড টেম্পল চলিয়া
নাইতেছেন এবং সার উইলিয়াম মিউর
রাজস্ব মন্ত্রী হইতেছেন।

শাসনকার্য।

এসব কথা এবং সার বিশেষ কোন
পরিবর্ত হয় নাই। তবে সার জন ট্রেচি
ভারতবর্ষের কোজিন তাগ কাউন্সিল
ভারতবর্ষ মৌতগা বলিয়া জান করিতে-
ছেন। এই কর্মচারী অল্পযুক্ত লোক
নহেন, কিন্তু ইনি নিঃসমবাহিত প্রাণীর
উপাসক। এই প্রাণী ভারতবর্ষের
উপযোগী নহে সুতরাং যতদিন তাঁহার
পরামর্শে কার্য হইয়াছে, ততদিন অনি-
টই ঘটিয়াছে। সার জন ট্রেচি উত্তর পশ্চি
মাঞ্চলের শাসন কর্তা হইতেছেন। তিনি
যে কৃতকার্য হইবেন, সে বোধ হইতেছে
না। ইডেন সাহেব ব্রহ্মদেশে নিযুক্ত
হইয়াছেন। অল্পকালমধ্যে তাঁহার
অধীনে ব্রহ্ম দেশের অবয়বের পরিবর্ত
হইয়াছে। কাংগেল সাহেবের পর তাঁহা-
রই বঙ্গদেশের শাসন কর্তৃত্ব পদ পাই-
বার সম্ভাবনা আছে।

বিচার।

প্রিবি কোর্সিলে যেতনতোগি বিচা-

রূপান্তর নিয়োগ হওয়াতে এক্ষণে শীত্র শীত্র আপীল নিষ্পত্তি হইতেছে, তাহাতে এদেশে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি বেগি ও এলফিনস্টোন জাকসন প্রাপ্ত্যগ করিয়াছেন। উভয়েই এতদেশীয়দিগের বহু ও প্রজ্ঞাতাজন ছিলেন। তন্মিত্ত এদেশীয়েরা তাঁহাদিগের স্বত্বাভিমান অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা দুঃখ সহকারে বলিতেছি পরবর্ত্তন পিককের গমনাবধি প্রধানতম বিচারালয়ের প্রতি নোকেব তত প্রজ্ঞা নাই। বিচারপতিগণ কিছু দিন হইল আবেদন প্রাপ্তের কঠিন নিয়ম কঠোরে আপীল প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। তাহাতে দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে সুবিচারের দ্বার এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল বলিলে অতুক্তি হয় না। সুস্পৃতি এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। এবারও আমরা আক্ষেপ করিতেছি আলাহাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাসের প্রধানতম বিচারালয়ে এক এক জন এতদেশীয়কে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয় নাই।

গত বৎসর ফৌজদারি বিচার সহজে ভারতবর্ষ অতিশয় ভাগ্যহীন হইয়াছেন। ১ লা ফৌজদারি অবধি সূতন ফৌজদারী আইন প্রচলিত হইয়াছে। এই আইনের অনুসারে প্রত্যর্ষিত প্রায় সূতন লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার মধ্যেই অত্যাচারের আরম্ভ হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি এক্ষণে রাস্তার লোককে ধরিয়া মোদার দিলেও তাহা আইনগত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জেলার জজদিগের ক্ষমতা বর্ধক করা হইয়াছে। মাজিস্ট্রেটেরা সর্কসর্কী হইয়াছেন। আটনের এই অবস্থা, তাহার উপরে কায়েল সাহেবের রাজনীতি, এলগুনি প্রকৃত সমালয় হইয়াছে বলিলে অতুক্তি হয় না। যে কুঙ্গলী ক্রায়ে আছে

এখানেও তাহা প্রবর্তিত হইয়াছে। ফল কথা এই, যে বিচার প্রণালী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গর্ভ ও গৌরবের বিষয় ছিল ফৌজদারী সহজে তাহা আর নাই। সর্কসর্কীরা এই আইন রহিত করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ও ফেট-সেক্রেটারির নিকটে অনেক রোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছে। এই আনন্দি আমাদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহের কলঙ্কগ্রস্ত রহিল।

ব্যবস্থা।

এবার ব্যবস্থা সহজে অধিক লিখি। বার বিষয় নাই। তবে কায়েল সাহেব স্বাধীনতা দান বাগ্মনেশে জয়নাক মিউনিসিপাল আইন করিয়াছিলেন, লাড মর্থক্রক তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এট আইন বিধিবদ্ধ হইলে কে না উৎসাহ যাইত। পঞ্জাবের মিউনিসিপাল বিল ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কুরসংক্রান্ত বিলগুলি অম্যাপিও বিধিবদ্ধ হয় নাই। ঐ উত্তর বিলের প্রতিই সর্কসর্কীরা গৌরব আপত্তি আছে। উচ্চ হইতে অনিষ্ট ঘটবার আশঙ্কা হইতেছে। লাড মর্থক্রক সর্কদা আইন পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। অতএব ব্যবস্থা সহজে ভারতবর্ষ কিছুদিন শাস্তিভোগ করিবেন বোধ হইতেছে। ডিকেন সাহেবের এদেশে তাগ সাধারণের আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। ৪৬ হাউস সাহেব সূতন আনিয়াছেন, অতএব এখন তাঁহার বিষয়ে কিছু ভাল মন্তব্য বলা বাইতে পারে না। কিন্তু তিনি নিয়ম বহির্ভূত প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন তাহা ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কায়েল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আর সেকলে প্রভু নাই। তিনি কয়েকবার ব্যবস্থাসংক্রান্ত মন্ত্রির নিকটে আগমন হইয়াছেন।

রাজা রসনাথ ঠাকুর গত বর্ষে

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে প্রাপ্ত হইয়াছেন। লাড মর্থক্রক নিজে তাঁহাকে এই পদ ও ডাক্তার উপাধি দান করিয়াছেন। এতদিন রাজা সর্কারদিগকে শোভার্থ নিয়োজিত করা হইত; লাড মর্থক্রক এই রাজনীতির পরিবর্ত করিয়াছেন।

শিক্ষা।

ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রণালী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। প্রতিবৎসর বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কায়েল সাহেব যে প্রকার উচ্চশিক্ষার পন্থাতে লাগিয়াছিলেন তাহার কতক শাস্ত্র হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রস্তর নিধান সময়ে লাড মর্থক্রক ও লেপ্টনেন্ট গবর্নর উভয়েই প্রকাশ্য রূপে বলেন উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ দেওয়াই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট যে দান করিয়াছিলেন তাহাই চলিতেছে। ১৮৫৮ অব্দে সমুদায় ভারতবর্ষের শিক্ষার নিমিত্ত ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এবার কেবল বঙ্গদেশের নিমিত্ত কায়েল সাহেব ২৭,০৯,৬৭৪ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কালেজ স্কুলের কারণ ৪,৮৪,১৬২ টাকা জেলা স্কুল প্রভৃতির নিমিত্ত ৬,৫৯,২১৪ দেওয়া হইয়াছে। ৬,১৬,২৯৪ টাকা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের এবং নিম্নতর বিদ্যালয়ের (কায়েল সাহেবের প্রায় শুষ্ক পাঠশালার) নিমিত্ত ৫৩০০০০ টাকা ব্যয় হইবে। সিবিএল সার্ভিস প্রোগ্রাম একবার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কায়েল সাহেব ব্যারাম ও পদার্থ বিদ্যার যে উৎসাহ দিতেছেন তাহার ফল আপাততঃ না হউক ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে। কায়েল সাহেবের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই, ব্যবহারী ক্ষমতা মাজিস্ট্রেটদিগের হস্তগত হইবে। এটা বিভ্রমনার বিষয় শোঁহ নাই। ইহাতে শিক্ষা বিভাগের অনঙ্গন

হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষা বিভাগটিকে পূর্বেই মারি এক জনের কর্তৃত্বাধীনে রাখাই কর্তব্য।

পুলিষ।

মুন্সিফ জৌজদারী আটনে শাসন সংক্রান্ত কর্তৃত্বাধিগণের হস্তে অসীম ক্ষমতা অর্পিত হওয়াতে পুলিষের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতার পুলিষ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। গত বৎসর করেকটা বিশেষ অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। রাজধানীর পুলিষের অবস্থা অতিশয় লজ্জাকর। পুলিষের নিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্বাধিগণ পরস্পর পাটলে অনেক দুর্কর্ম করিতে পারে সাধারণের এই সংস্কার। রাজধানীর পুলিষের সংশোধন করা অতিশয় আবশ্যিক।

অন্য অন্য বিষয়।

গত বৎসর একটা অকৃত পূর্ক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ফ্রেডে সার্কেলের ভারতবর্ষের স্বার্থ রক্ষার্থ চেডী, তদ্বাদান বঙ্গদেশ ও বোম্বাই হস্তে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, তাই টনের সভা ও ঐ সভার উজ্জ্বলবক্তৃত্ব তাই ঘটনা।

গত বৎসর সমুদায় পূর্ববর্তী শান্তি ভোগ করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে সভাপতি মসুভ টিগস অসাধারণ চেডী পাইয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। অদ্যাপিও ফ্রান্সে কিয়ৎ সংশয় জর্জবীরদিগের মৈত্র্য আছে; কিন্তু যুদ্ধের বার স্বরূপ যে টাফা হিতে হইবে তাহা সভা পরিশোধ হইতেছে। জর্জবীর সম্মুখের সম্মানের বিষয় এই গত দুই সভা তিনি টিগসের সাহায্য করিতেছেন। গত আগুয়ারি মাসে সম্মুখী তৃতীয় নেপলিয়ন এগ ভ্যাগ করিয়াছেন।

ইটালির রাজার দ্বিতীয় পুত্র আমে-
ডিরম কিছু দিন স্পেনের রাজা হইয়া

ছিলেন। কিন্তু তথায় হঠাৎলি বহু বিজ্ঞোহ ও প্রজাতিগের ঐক্যবানীম নিবন্ধন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। স্পেনে সাধারণ তত্ত্ব হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত হস্তকাণ্ড বেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হয় নাই। ইউরোপের অন্য অন্য প্রদেশে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই।

আমেরিকারও সম্পূর্ণ শান্তি ভোগ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ঘটনা এই স্নাতকটোন নাথের আয়ারলণ্ডের বিধিবিধানের বিল বিধিবদ্ধ করিতে না পারিয়া পদ ত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন। রাজী তন্নিমিত্ত ডিসরেগি সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী হইতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই, স্নাতকটোন সাহেব পুনর্বার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এটা ভারতবর্ষের পক্ষে সুখের বিষয় নহে। টোরি মন্ত্রিগণ এদেশের স্বাভাবিক বন্ধু, বিশেষতঃ লাড আর্গাইল পদ ত্যাগ করেন ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। স্নাতকটোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব গেলে লাড আর্গাইলও স্ব পদ হইতে অপস্থত হইতেন, ভারতবর্ষের ছন্দুট দোষে তাহা ঘটিল না।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট দাস বাবদায় নিবারণার্থ মর বাটন ফ্রান্সকে জান জিবারের সুলতানের নিকটে প্রেরণ করেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নাই।

ভারতবর্ষের সভা।

এই সভা গত বৎসর আপনাদিগের পূর্ণতম মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সভাগণ বদেশীভূতদিগের স্বার্থ রক্ষার সর্বতোভাবে চেডী পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের চেডীয়া মিউনিশিপাল বিল প্রস্তাব হইয়াছে। তাঁহাদিগের আবেদন মাসুমারে ভারতবর্ষের আর বারের হিমায কিছু অগ্রে মহাভাষ্য এদিত হইবে। ভারতবর্ষের সভা এক্ষণে যে

বেশের একটা প্রধান ক্ষমতা স্বরূপ হইয়াছেন তাহা সকলেই কৃতজ্ঞতামরকারে স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টও তাঁহা বিগকে স্বাধীরাণ প্রতিনিধি বলিয়া জান করেন। এই কারণেই সভার অধ্যক্ষ রাজা রমানাথ ঠাকুরকে বাবদ্যাপক সভায় অন্যতর সভা করা হইয়াছে।

উপসংহার।

সাধারণো বিবেচনা করিলে : ২৭৯
সকলকে নিশ্চয় করা যায় না। সকল স্থানে উত্তমরূপে শাসন হয় নাই বটে; কিন্তু কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। শস্য বরাবর সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বর্জমান প্রকৃতি স্থানের গীড়া অনেক কমিয়াছে। অন্য কোন স্থানে মারীতর হয় নাই। শিক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। বাণিজ্যের উত্তম অবস্থা। মুগ্ধ ইনকম টাক্স উঠিয়া গিয়াছে। প্রধান শাসনকর্তা ও তাঁহার জগৎবর্তী কন্যা মিল বেরিও সামাজিক গুণে সকল জ্ঞেয় প্রেমাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকটে আমা-
দিগের এখনও অনেক প্রার্থনীয় আছে। তাঁহারা অনুকূল হইয়া সেগুলি পূর্ণ করেন এই আমাদের সাধন্য নিবেদন।

—০—

বহুবিধাধিকার দ্বিতীয় পুস্তক (১)।
বিদ্যাসাগরের বেনন নাম, পুস্তকখানি ওদ একপ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার এগার বিব্যা অসামান্য বুদ্ধি, বিপক্ষ মত বস্তুনের অমৃত ক্ষমতা, মীমাংসা করিবার অসাধারণ শক্তি, বিপুল পরিজ্ঞান ও অবিচলিত অধ্যবসায়ি অনেকগুলি অজুনার গুণের সর্বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি যে কত পরিজ্ঞানে কত এত্ব হইতে কত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কেমন চমৎকার রূপে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি প্রত্যাহিত পুস্তকখানি পাঠনা করিয়াছেন, তাহা আর হৃদয়লব্ধ করিয়া দেওয়া সাধ্যমত নহে।

(১) প্রকৃত দ্বন্দ্ববস্তুর প্রমাণের ন্যায় কলিকাতা সংস্কৃত দপ্তরে মুদ্রিত।

বহুবিবাহ রহিত হও। উচিত কি না, তাহার বিচার করিয়া বিদ্যাসাগর প্রথমমে পুস্তক প্রণয়ন করেন, শ্রীযুক্ত তারানাথ ভট্ট-বাচস্পতি, গঙ্গাধর কবিরত্ন, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল শ্রীতিস্বর ও সত্যজ্ঞান সাম-জ্ঞামী, এই পাঁচ ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক ঐ উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপ। তাহার পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদিগের যেমন বিপুল আশ্চর্য হইল, তেমনি এক অংশে অতিশয় অসন্তোষ জন্মিল। তিনি যদি প্রতিবাদিগণের প্রতি গালিঘরানি বিষয়ে কিঞ্চিৎ হস্ত সংকোচ করিতেন, তাহার পুস্তক খানি সর্জনস্বত্বের ও সম্বন্ধ ব্যক্তি মাত্রেয় স্বত্বস্বত্ব হইত লক্ষ্য হইত।

পুস্তকখানির রচনা মধুর বিশদ ও উজ্জ্বল হইয়াছে। পাঠকালে প্রতিপক্ষ মনে হইল, প্রোক্ত ভাষায় সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের তুল্য অতি অল্প লোকের আছে। বোধ হয়, ব্যক্তিগত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার অত্যধিক বাসনা নিবন্ধন পুস্তক খানির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ দোষ ঘটয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ ইংলিশ সোমবার।

বিরোধের প্রদর্শন বোম্বাই হইতে বহু জগৎ প্রেরিত হইয়াছে, তথ্যে উক্ত প্রেসি-ডেন্সিতে দেশীয় ভাষায় যে যে সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় তাহার এক এক খণ্ড পাঠান হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ ১১ খানি ওজরাটীর ১৫ মহারাষ্ট্রীয় ১৩ ইংলীজী ও মহারাষ্ট্রীয় ১ ইংলীজী ও ওজরাটী এবং একখানি হিন্দী ভাষার সংবাদ পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত দুই একজন সংবাদ পত্র সম্পাদ-ককে পাঠাইলে ভাল হইত।

এতদিনের পর বিজোহী নিরাজ মহ-শ্বয় খাঁর বিচারের শেষ হইয়াছে। রাজ জেহান্দা ও হত্যাপরাধ প্রমাণ হওয়াতে ইহার মৃত্যু মওর আদ্য হইয়াছে। নিরাজ মহশ্বয়ের ১৬ বৎসর পূর্বের অপরাধ

একগে প্রমাণ করিয়া হও হওয়া হইল, একগে কাশেল সাহের যে দুইজন কোজদারী আইন করিয়াছেন, তাহাতে কোন ব্যক্তি আদালত হইতে অব্যাহতি পাইলেও ২০ বৎসর পরে গবর্ণমেন্ট তাহাকে ধরিয়া পুনরায় হও দিতে পারিলেন। এক ব্যক্তি বহুকাল পূর্বে কোন দুর্ঘট্য করিয়া পরে যদি সজ্ঞিত হয়, আদালতের বিবেচনায় তখন তাহাকে আর সেই পূর্ব অপরাধের হও হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু আদাল-তের রাজপুত্রেরা যে পর্বের অনুসরণ করেন, তাহাতে অন্য নরক বাতহা।

গাজিপুতে ওলাউঠার আতঙ্ক প্রাচু-র্ভব হইয়াছে। মহর দুটিতে অতিফল বিবির জন্য বহুসংখ্য লোক মৃত্যুর আগমন করিয়াছে। ওলাউঠাও ভীষণ দূষ্টি ধারণ করিয়াছে।

গত ৩১ এ আগস্ট তারিখ রায়সাহেব দুইমাসের ত্রিদিপ ইণ্ডিয়া বাণিজ্য সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা য়' ১৮৭২-৭৩ অব্দে ১৫১১১৩১২২ টাকার বাণিজ্য জব্বা আমদানী এবং ৪০৭৭১৩৪০০ টাকার জব্বা রপ্তানী হয়। ১৮৭১-৭২ অব্দে ১৫১৪১৮৭৪৬ টাকার বাণিজ্য জব্বা আম দানী ও ৫০০০০০০০ টাকার জব্বা রপ্তানী হয়। আমদানী শুল্ক ১৮৭২-৭৩ অব্দে ৩১২২১০৭২ এবং ১৮৭১-৭২ অব্দে ৩১১৭৮-৪৪৮ টাকা সংগৃহীত হয়।

২১ এ মার্চ পর্যন্ত একসপ্তাহের মধ্যে পূর্বভারতবর্ষের রেলওয়ে কোম্পানির ৫০৮-১১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৪০০২১০ টাকা হয়। উক্ত সপ্তাহে গত বৎসর অপেক্ষা ২০০৬০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা আশ্চর্যিত হইলাম, কলিকাতা মেট্রিক হস্পিতাল বাটী নির্মাণার্থ ইহার মধ্যেই ৭০১২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার যাকনামারা পুনর্বার ১ হাজার টাকা দিয়াছেন। বণিকেরাও এবিষয়ে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

পারিসের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, কিছুদিন হইল বোলবা-

ডিকোসিনিস নামক স্থানে দুই জীলোকে খোরতর বন্দুক হইয়া গিয়াছে। উহারা উভয়েই এক ব্যক্তির প্রাণের পাশে বন্ধ হয়। পরে ছুরিকা দ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া বিবাদের উজ্জনার্থ চোটা পাঠ। উভয়েই ওকতর রূপে আত্ম হইয়াছে। উহারা যে ব্যক্তির প্রাণের পাশে বন্ধ হয় উহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। এরূপ ঘটনা এই দুইজন শুনা গেল। ইউরোপীয় জীলোক-দিগের সকলই সন্তোষ।

শুনা যাইতেছে কলিকাতার "জাতীয় লাইব্রেরি" নামক পুস্তকালয় হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, গত বৎসর পঞ্জাবের ৩২ টা বিভাগে ৪৮ জন দুইজন দুইজন ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখিলে এক একজন কমিশনার ৮ মাসের অধিককাল কোন বিভাগে থাকিতে পারেন না। এরূপ ব্যবস্থার শাসন কাব্য কখনই সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

জাপান গেজেট বলেন, "ভাষা ২৬। আজ্য দিয়াছেন, কেহ তাহার ছোট খাতিতে পারিলেন না। জাপানের মিকোডো আম-বিগের কাশেল সাহেরের বড় দাং।

ইণ্ডিয়ান ডেনিমিউন লিখিয়াছেন "গত ৩১ এ মার্চ মর রিচার্ড টেম্পলের ৩ বৎসর বয়স্ক প্রিয় কন্যা মিস ইনকম টাকের চুক্তি হইয়াছে। ঐটার পিতা অতিশয় লোকে সম্ভ্রম হইয়াছেন। ডাক্তার মর্কটক অস্ত্রমকাল পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।" ডাক্তার মর্কটক স্থানীয় কর সকলের এইরূপ চিকিৎসা করেন আদালতের ইচ্ছা। ইনকম টাক উঠিয়া য'ওয়াতে রাজা কানীক বাহাদুর কৃতজ্ঞতা স্বচক করেকটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া লর্ড মর্কটকে উপহার দিয়াছেন। ইনি ক্রমে সংস্কৃত শ্লোকের রূপটান পক্ষী হইয়া উঠিলেন।

২৭ এ ইংলিশ মঙ্গলবার।

অমরাবতীর যে বিভাগে তুলা উৎসব হয়, তথায় এরূপ উৎসব বৃদ্ধি হইয়াছে যে ইহার মধ্যেই পুকারী ও কুপাদি শুক হইয়া গিয়াছে। এবার সর্বত্রই এতদে প্রাচুর্ভাব অধিক দেখা যাইতেছে। এত

সীমিত বর্ষা না হওয়াতেই এইরূপ হই-
রাছে।

২৮-২ অক্টোবর উত্তরপশ্চিমাকালোৎ বন-
শালী স্যাক্সিগণ সাধারণের উপকারার্থ ১০০-
৫০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কাঞ্চল সচিব
দর্শন করুন।

সেক্সাধারে জুরের অভ্যন্ত প্রাচুর্য্য
হইয়াছে।

বীজেন গ্রামের রাজা বিদ্যাবিনয়
বিলুপ্ত বন্যাস্ত্রা প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-
ছেন। সম্প্রতি তিনি মাজাজ প্রেসিডে-
ন্সিতে বিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রত্ব স্থাপ-
নার্থ মাসিক ২ লক্ষ টাকা বিবিল অধীকার
করিয়াছেন।

মাজাজে হাউস টাক্স দ্বারা যে টাকা
সংগৃহীত হয়, কোন কোন স্থলে ঐ টাকা
গবর্নমেন্টের অনুমতি বিনা স্থলে ব্যয় করা
হইয়াছিল বলিয়া মাজাজ গবর্নমেন্ট উক্ত
টাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন। যে সকল স্থল
ঐ টাকার চলিয়া আসিতেছিল, সেগুলি
উঠিয়া না যায়, এ নিমিত্ত প্রাথমিক কণ্ড
হইতে আপাততঃ ঐ ব্যয় বেওয়া হইবে,
আগামী বর্ষে স্থানীয় কণ্ড হইতে উহার
ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। রাস্তার বিষয়ে
যে ব্যয় হইত তাহা কমাইয়া ঐ টাকা
বিদ্যাবিনয় বেওয়া হইবে। লর্ড মর্ফ্রকের
অধীকার টাক্স উঠাইবার কাল।

১লা এপ্রেল পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে
বোম্বাইয়ে ৩৪০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।
কলিকাতা অগ্নিকাণ্ড বোম্বাইয়ে অধিবাসীর
সংখ্যা অংশ কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক।

কলিকাতা পোষ্ট অফিসের কেরমো-
হন মল্লিক নামক একজন কেরানী এবং
দেবীলাল নামক একজন পেয়দা কয়েক
খানি পত্র চুরি করিয়াছিল বলিয়া গত
সেপ্টেম্বরে বিচারপতি ম্যাকফার্সন সাহেব
কঠিন পরিশ্রমের সহিত কেরমোহনের দুই
মাস ও দেবীলালের ছয় মাস কারাবাসের
আজ্ঞা দিয়াছেন। কেরমোহন অনেক দিন
কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জুরিরা অনুমতি
করিতে তাহার অংশ দণ্ড হইয়াছে। যাহার
উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব, তদু লোকের উচিত
হয় না।

এতদ্বারা ডিক্রী নামক যে ব্যক্তি
সিবিলা ডিক্রীকে হত্যা করে গত সেপ-
টম্বরে উহার কনীর আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে।
এ ব্যক্তি দুরাপানে মত্ত হইয়া হত্যা করি-
রাছে এই বলিয়া কমা প্রার্থনা করে, কিন্তু
তাহাতে কোন কল হইল না।

লণ্ডন ও এডিনবরা রেলওয়েতে নিত্যা
মাইবার এক প্রকার হুডন গাড়ি আবিষ্কৃত
হইয়াছে। ঐ গাড়ীতে অতি সচ্ছন্দে নিত্যা
যাওয়া যায় এবং বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।
ঐরূপ গাড়ি বাঙালী দেশে হইলে রেলওয়ে
কোম্পানির বিলুপ্ত লাভ হয়। যাহার কোন
কাজ না থাকে, সে ব্যক্তিও নিত্যা মাইবার
অভিলাষে গাড়ি চাডিতে বাইবে।

কলিকাতার প্রেসিডেন্ট বারিউর উক্ত
সাহেব এরোপ পরিভ্রমণ করিতেছেন।
ইংলণ্ড গিয়া প্রিবি কাউন্সিলে কার্য্য করি-
বেন, এই ইচ্ছা করিয়াছেন। উক্ত সাহে-
বের ন্যায় উপযুক্ত বারিউর অংশ দেখা
যায়।

আমেরিকা অন্যান্য বিশ্বের ন্যায় জুহা-
চুরিতেও ইংলণ্ড প্রভৃতি ক পত্রা করি-
তেছে। সম্প্রতি কয়েক জন আমেরিকান
ইংলণ্ডের ব্যক্তি হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা
আল করিয়া লইয়াছে।

মজারপুত্রের ছোট আদালতী
ফুলিয়া বেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস জীবন করিয়াছেন,
সেমাণ্ডি কফান সেটপিস্টলবার্গ হইতে
বাস্তা করিবার পূর্বে এই সংবার পান যে
আবদুল রহমান খাঁ সময় মধ্যে শাস্ত্র ভাবে
অবস্থান করিতেছেন। তিনি সেট পিস্টল
বার্গ ট্রিগল দুটোকে বলিয়াছেন, আবদুল
রহমান খাঁর সম্বন্ধে টাইমস পত্রে যাহা
লিখিত হয়, তাহা আবদুল কনীর গবর্নমেন্ট
আবদুল রহমানকে বলিয়াছেন, তিনি যদি
শাস্ত্রভাবে থাকিতে পারেন, তাহাকে কনীর
রাজ্য মধ্যে আনিবে বেওয়া হইবে। এই আব-
দুল রহমান হইতে ভবিষ্যতে বহু অনর্থের
উৎপত্তি হইবে সম্ভব নয়।

২৫ ডিসেম্বর ত্রিভূতি কালেক্টর জন্য
গবর্নমেন্টের ২০১০০০ একর জমি আ-
দা হইয়াছে। ইহার রাজস্ব হইতে বর্ষে বর্ষ

৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। ছাত্রবিশেষ
বেতন প্রদত্তিতেও বৎসরে দুইলক্ষ টাকা
উঠে। এক ত্রিভূতি কালেক্টর ত এই গেল,
এবিকে বহুবিশেষ তাবৎ গবর্নমেন্ট কালেক্ট
কালেক্টর এই ক্ষেত্রে বার্ষিক ৩ লক্ষের
কিছু অধিক টাকা গবর্নমেন্টের দান হইবে।
ইহাতেও অনেক প্রধান পুরুষ গবর্নমেন্টকে
লিখা বিবরে অনেক টাকা দিতে হইতেছে
বলিয়া আক্ষেপ করেন।

মালিয়ার অন্তর্গত মিওনও নামক
দ্বীপে একটা আগের গিরির অগ্ন্যুৎপাত
হইয়া ৪ শতেরও অধিক লোকের মৃত্যু
হইয়াছে।

২৮ এপ্রিল বুধবার।

লর্ড ও লেডি হার্ট ২৩ এ এপ্রেল
মাজাজ হইতে পার্শ্বত যাত্রা করিবেন। এত
বিলম্বে কেন?

ইংলিসমান বলেন, লেপ্টনেন্ট গবর্নর
আগামী ২৩ এ এপ্রেল কলিকাতা হইতে
দারজিগত যাত্রা করিবেন। ১৮ ই জুন
পর্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবেন। লেপ্ট
নেন্ট গবর্নর কি আর পার্শ্বত যাত্রার লোভ
সম্বরণ করিতে পারিবেন না?

একজন স্থানীয় একটা আদালত পটল
পাত্রা মাধাউয়া উহা সিকি বলিয়া একটা
জীলোককে বেওয়াতে বিচারপতি ম্যাক
ফার্সন কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার
১৮ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।
আধ পরসায় এত লাভ সকলের আগে
গটে না।

সাতক্ষীরা সব ভবিষ্যতের অন্তর্গত
ভালমাওয়া গ্রামে একটা জীলোক এক
আশ্চর্য্য সম্ভান প্রসব করিয়াছে। সম্ভান-
টির নড়ি দেশে চর্চাবরণ হয় মাই। একটা
রোপা মুজা মদুল স্থান আধরণ জীন
থাকতে তথা হইতে বর্ষে বর্ষে মদুল
উদর হইতে ঐয় সম্ভান মাতী বহির্গত
হয়। সম্ভানটী ১০ মদী যাত্রা জীবিত ছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এক
স্থানে একজন ইউরোপীয় সিংহ্রণ খাইয়া
বাটীতে আসিতেছিল। পথে একজন পাইন্ট
মুহানকে দেখিতে পাইয়া এক বক্তব্য
করে। ঐ আশাতেই পর দিন জুরি

দুই হইল। ইউরোপীয়েরা আজি কালি কুসুরের নামে দেশীয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জুরি সিচারে ইহারা গায়েই মুক্তিলাভ করে। যেখানে কোন রূপে নিষেধ প্রমাণ করা না যায় সেখানে এক এক খুঁড় কারণ প্রদর্শন করিয়া জুরিরেরা উদ্ধারগকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সে দিন একজন ইউরোপীয় ভাষিকারীর অপরাধ প্রমাণ হইলে উহার একটী খুঁড়াতী আছে এই কারণ প্রদর্শন করিয়া জুরিরেরা উদ্ধারকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সকল কারণে ইউরোপীয় দিগের প্রশংসিত বুদ্ধি হইয়াছে, "নিগার" বধে সিধানিগের আর ভয় হয় না।

খুলনা সভ্যবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটী স্থানে এক গুরুত্বের একটী গাভি এক বসন্ত রোগে প্রসব করিয়াছে। উদ্ধারিগের শরীরে লোম নাই। দুইটীই অস্বাভাবিক জীবিত রহিয়াছে।

২৯ এ টেত্র শুক্রস্পতিবার।

মুগদলার লোড বেগির কলিকাতার আসিয়াছেন।

ইংলিসমান বলেন, মাস্ত্রাজে গত ২০ বৎসরের মধ্যে দ্রব্যাদির মূল্য বিপণ : ই-রাইছে এবং লোকের বেতন শতকরা ৫০ বৃদ্ধি হইয়াছে। কেবল মাস্ত্রাজে কেন ভারত দেশের আয় সকলই দ্রব্যাদির মূল্য পূর্বা-পেক্ষা বৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত সেমবার ইয়ারগন্ধের রাজদুত বোম্বাই হইতে হুজুর বাজা করিয়াছেন।

টেত্র সংক্রান্তি ও ইংরাজী পক্ষাঘ উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্ট কল্য হইতে মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ হইবে।

ইংলিসমান বলেন, ১০ সপ্তাহে কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ২৪০০ টাকা আর হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ২১১০ টাকা আর হয়। অন্যথায় বার সংক্ষেপ করিতে এই আর বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব হইতে সাধারণ ইয়া কাল করিলে কতিপয় হইতে হইত না।

বিজ্ঞাপনগেজেটের ক'বলস্ব সংবাদবাহতা লিখিয়াছেন, কলীয়েরা ইয়ারগন্ধে এক টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হইয়াছে, এবং কোকচ ও বোম্বাইতেও উহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল প্রদেশে উহা বিস্তারিত হইয়াছে সেগুলি ছিল তথায় টেলিগ্রাফ লাইনও ছিল। এক্ষণে উকগল্প অজমণ করিতে যাইতেছেন। ইলিয়া জিহ্বা রাজ্য মধ্যেও টেলিগ্রাফ লাইন করিতেছেন। কলীয়েরা শব্দে শব্দে সকল সুবিধাই করি

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল এবার গবর্নমেন্টের যে টাকা আর হইয়াছে উহা উপযুক্ত পরিমাণে টাকার তত্ত্ব ৫৮৬ মাইল হয়। পাশাপাশি করিয়া লাজাইলে উহা কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত যায়, গরুর গাড়িতে বেঝাই করিয়া গাড়ি শ্রেনীও তাহে দাড় করাইলে কলিকাতা হইতে মগরা টেলন পর্যন্ত গাড়ির শ্রেনী বার। পাঁচশ মনি নৌকায় বোঝাই করিয়া নৌকা এক শ্রেনীতে রাখিলে উহা বেড়াকাল পথ ব্যাপিয়া থাকে। অনেক বর্ধমানের মহারা জকে ধনধান ব্যক্তিবিরের উপযোগ জান করেন, কিন্তু তাঁহার সদৃশ চারিলাত মহারাজের আর গবর্নমেন্টের আরের তুল্য। আর এত দটে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই কিছুতেই টানা টানি ঘুচে না।

বর্ধকালে গকা পার হইয়া বরাণসী গমন করিতে নৌকা জলমগ্ন হইয়া প্রতীবর্ধ লোকের দুঃখ হয়। বীজম এংয়ের রাজা ইহাতে ককণ্ড হইয়া তথায় নিজ্বায়ে এক খামি জীয়ার রাখিবেন। এই খামিপ্রাণ প্রকাশ করেন। ইহাতে উক্তর পশ্চিমাকলের গবর্নমেন্ট রাজ্যকে বলিয়া পুঠাইয়াছেন, কানপুরের রেলওয়ে সেতু হইলে তহুতা সানমান সেতুটী রাজ ঘাটে লইয়া আসিবার কথা হইতেছে, অতঃপাতি এই জীয়ার রাজঘাটে না রাখিয়া অন্য কোন ঘাটে রাখেন। যদি নুয়া জীবন রক্ষা করা রাজার উদ্দেশ্য হয় আমাদিগের বিবেচনায় গজানদীতে এক-খামি জীয়ার রাখা কর্তব্য। বর্ধকালে এই নদী ভীষণতরঙ্গ ধারণ করিয়া অনেক লোকের প্রাণ সংহার করে।

৩০ এ টেত্র শুক্রবার।

গত কল্য সন্ধ্যা কালে অমরেন্দ্র হববা উল রেলি মেজর জেনারল মর্দাং এং হুই টলি টোবস্ মেইল ট্রেণে সিনলার গমন করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল যে নীচ জনে মিলিয়া শ্যামপুরের এক ব্যক্তিকে ভাড়া করে উদ্ধারিগের দুই জনের ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। আর তিন জন অব্যাহতি পাইয়াছে।

বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কলীয়েরা বহু সংখ্যা সৈন্য লইয়া উরগঞ্জ আক্রমণ করিতে গিয়াছে।

একশ্রে ভারতবর্ষে ১১-২০০৬-০২ টাকার নোট প্রচলিত আছে।

লক্ষ্য টাইমস বলেন, কতকগুলি একত্র বসিয়া কথাবার্তা করিতেছে হাত মধ্যে এক রাখাল তথায় কুসুরের দুইরী তীক্ষ্ণতা

ও হকতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিল, "আমার আঙ্গুর কেতে দুই গক মালিরাইছে। কুসুরটী নিকটেই নিখিত ছিল। এই কথা শুনিবামাত্র দৌড়িয়া ক্ষেত্রের নিকট গেল, কিন্তু গক দেখিতে পাইল না, কিরিয়া আসিল। রাখাল আবার বলিল, ক্ষেত্রে গক মালিরাইছে, কুসুরও পুনরায় দৌড়িয়া গেল ক্ষেত্রে গক দেখিতে না পাইয়া আবার কিরিয়া আইল। রাখাল তৃতীয় বার ঐরূপ বলাতে কুসুর কোঁড়ক দুইতে পারিল এবং লাল লালিডিতে নাড়িতে তাহার প্রান্তর নিকটে একরূপ তাহে লম্ব করিতে লাগিল যে উহা দেখিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

মেজর মাক ডোনালাভের হত্যাকারি দিগকে ধরিবার জন্য আমীর সিয়র আলী বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি পুনরায় লালপুরের নরোজ খাঁ এবং জেলালাবাদের গবর্ন সাহমর্দ খাঁকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহারা বিরাম খাঁ ও তাঁহার সহচরদিগকে জীবিত অবস্থা হুত যে অবস্থায় হইক ধরিয়া আনিবেন। এবং বিরাম খাঁ ও তাঁহার জাতা ইমারাত উজ্জীর সম্পত্তি সকল বাজেয়াপ্ত করিবেন।

ইনকম টাক্স উঠিয়া যাওয়াতে বোম্বাই গবর্নমেন্ট শীত শীত তৎসংক্রান্ত বার কথা-ইবার চেষ্টা করিতেছেন। এলা এটেল কালেইয়ের আফিসের অর্ধেক কেরানীকে জবাব দেওয়া হইয়াছে, আর অর্ধেক ৩ মাসের মোটিল সেওরা হইয়াছে।

হেবেশিট বোডের মনি সাংসন হুজুর তল্কবুদ্ধি করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি প্রতি গালামে এক টাকা করিয়া তল্ক বুদ্ধি করিতে বলেন। হুজুর মূল্যবুদ্ধি ও বিলাসজীবো তল্ক বুদ্ধি করিয়া আর বৃদ্ধির চেষ্টা করাই উচিত।

সিদ্ধিরাজ রাজা নইমিত্তালে মাজা করি রাছেন। প্রায়কাল তথায় আতিবাহিত করি বেন। কল্য বসি আমাদিগের প্রধান পুরু-যেরা বনে বাস করেন ইহারও বোধ হয় তদনুকরণে কাম্য হন না।

উজ্জয়িনীর মেলাতে ইহার মধ্যেই বহু সংখ্যা যাজির সমাগম হইতেছে। বার বৎসর অন্তর এক এক বার এই মেলা হয়।

ইনকম টাক্স উঠিয়া যাওয়াতে বোম্বাই গেজেট বড়ই উৎসাহিত হইয়াছেন। সম্পাদক লিখিয়াছেন, "ইনকম টাক্স উঠিয়া গেল, আর্পণরতার আর হইল।" লাভ নষ্টকেন্দ্র শাসনকাল উক্ত সম্পাদক অনেক স্থলেই এই কথা আর্পণরতার আর বর্শন রিবেদ্যক।

হুজুরীয়ে যে হোমি বাজা হয় প্রতি বৎসর উহাতে মেসে হুজির সংবৎ পাওরা দান। এ বৎসরও কতিপয় হুজী অর্পণ করিয়াছেন। গোলামালে জুতা হুজী চিরকাল প্রসিদ্ধ, হুজী হুজির কথা ত কখন শুনা যায় নাই।

কলিকাতা গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের স্কুল ডিপার্টমেন্টের প্রথম শিক্ষক জিহুজ বাহাদুরীচরণচৌপাধ্যায় পেন্সন লওয়াতে তাঁহার ছাত্রেরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া দুই খানি পত্র তাঁহাকে উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। উহার এক এক খণ্ড আমাবিগের হস্তগত হইয়াছে। উহার এক খানি সংস্কৃত ও এক খানি বাঙালী পদ্যময়। ভারী বাবু শিক্ষার প্রণালীর যে সর্বশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, উহা দ্বারা তাহা সুন্দর ভাবে জানা বাটতেছে। ছাত্রগণ তাঁহার একান্ত অধরক্ত ছিল। তিনি বাওয়াতে সংস্কৃত কলেজের বিশেষ কতি হইল সম্বন্ধ নাই।

১লা ইশ্বাহ শনিবার।

ইংলিশমানের পারিসসহ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত যুদ্ধের পর তথ্যর ভিক্ষুর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে কি গির্জা সভাদি সাধারণ গৃহ সর্বত্রই উদ্ভাসিতগের গমনাগমন লোকের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। লন্ডনটর বড় বড় সরের স্ত্রীলোকেই অধিক সংখ্যায় ভিক্ষা করেন। যুদ্ধের এই সকল বিষয়র ফল।

পারিসের বলেন, বঙ্গদেশে এখনও ১১-১৪০৮ টাকা আয়ের নিকট ভূমি আছে, হবার অধিকাংশ দেওয়ানর। অজোড়রের পারভাগ গবর্নমেন্ট অগ্রেই প্রাস করিয়াছেন, সামান্য বলিয়া গবর্নমেন্ট বাধ্য গ্রহণ করেন নাই, অসীমারেরা তাহার কিরৎংশ কাড়িয়া লইয়াছেন। এদিকে লোক না করিয়া যে সকল পতিত ভূমি আছে, তাহার আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কি ভাল হয় না?

মাস্তাজের অন্তর্গত কালিকাতার রাজার বেওয়ারে ও তাঁহার চারিজন সহচরকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। পারিসের বলেন, প্রকাশীড়ন এই দুঃখিনার কারণ।

সবরহা এই সকল ঘটনা প্রাধিকার ও অপ্রীতিকর শাসনকর্তৃগণের উদ্ভাষা হয় না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

কলিকাতার একজন তাঁতি গ্রীকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবেশীরা তাকে তিরস্কার করে, এই হুংসে সে আত্মহত্যা চেষ্টা পাওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাহার ৬ মাস কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। তাঁতির বুদ্ধি চির-প্রসিদ্ধ।

সংবাদ পড়ে দুই হইল, সার্ভ নর্থকক বজেট পরীক্ষা করিয়া ৫০০০০ টাকা ভুল বাহির করিয়াছেন। আরো চেষ্টা পাঠিলে বেশ হয় আরো বাহির হইতে পারে। আর ব্যয় বৃত্তান্তে আমাবিগের কিঞ্চিৎখাত বিদ্বাস নাই।

জে, এম, উড্রো নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার ওষধির আবিষ্কার করিয়াছেন, শৃগাল অথবা কুকুর নষ্ট ব্যক্তি উহার রস পান করিলে আরোগ্যলাভ করিতে পারে। দাক্ষিণাত্যের পুরুষ এদেশে এই ওষধি জন্মে। গবর্নমেন্ট পরীক্ষার জন্য কতকগুলি ওষধির সংগ্রহার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন।

মাস্তাজে রথবাত্রার অংশ সমারোহ হয় না। উক্ত প্রেসিডেন্সির প্যালেসের নামক স্থানের রথবাত্রার এবৎসর ২০ সহস্র বাজী উপস্থিত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় সনাতার।

লণ্ডন ৪ ই এপ্রেল। সর জে জেজিয়ার ইউকেটস উপত্যকা রেলওয়ের অগ্রভূলে যে প্রকাশ করেন, কমলা বাজী তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গত কল্যা ফস্টে সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি কমলা বাজীতে উপস্থিত করা হয়। ২১ এ এপ্রেল উক্ত দ্বিতীয় বার পরিত হইবে।

এম, বস্টে কংসী জাতিসাধারণ সভার প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল। গত রাতিতে কমলা বাজীতে একটি ডক সর সি. উইলফোর্ডের বাকের উত্তরদানকালে দীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অধিনায়ক আরও বার পড়ে। তিনি বলিলেন, যে সকল অধিনায়ক তাহা উচিত কিনা তাহা বিবেচিত হইতেছে।

সিনর ডিক্টারস চিন্তারি কমিটিজ দল রাখেন, এক্ষণে স্পেনের অস্থা উত্তর। সাধা

রণের মন বেগুন চকল হইয়াছিল এক্ষণে আর সে তাহ নাই।

লণ্ডন ৭ ই এপ্রেল। লিবারপুলের কতকগুলি হুজ চাউলের কলে অগ্নি কাণ্ড হইয়া প্রায় ১০০০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। লো সাহেব আর বার বৃত্তান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দের রাজস্ব ৭৬৬০২০০০ টাকা, বার ৭০৭১৪০০০ টাকা। ১৮৭৪ অব্দের রাজস্ব ৭৬৬১৭০০০ এবং বার ৭১৮৭১০০০ টাকা। তিনি প্রস্তাব কর্তৃক এবং ইনকম ট্যাক্স এক পেমির হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হইবে।

গত রাতিতে কমলা বাজীতে সান্ত্রোম সাহেব টেম্পলটন সাহেবের বাকের উত্তরদান কালে বলিয়াছেন, আইন ব্যবসায়ীদিগের মতে কালিষ্টদিগের চাঁদা ও দান আইনবিরুদ্ধ মর্মে।

মার্জি মাসে গ্রেট ব্রিটন ৪১তে ২১৭৫০০০০ টাকার বাণিজ্য ব্রহ্ম, রুগানী এবং ২৯৮৭৫০০০ টাকার বাণিজ্য ব্রহ্ম আদানানী হইয়াছে।

ক্রিস অব এয়েলস ২৪ এ মার্জি বিএন্য যাত্রা করিয়াছেন।

পোপ শীতল হইয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। কমলা হুজক খালের শুষ্ক হুজি করার অগ্রভূলে এবং রেলও ট্রাঙ্ক ও অট্রো তাহার প্রাতিভুলে মত দিয়াছেন।

কমিটিটি নাগালে শীতল জাতি সাধারণ করি-
শন সংবেদ হইবেন।

লো সাহেব কমলা বাজীতে বলিয়াছেন, গত বৎসর জাতীয় কণের ৬৮৬১০০০ টাকা পরিত প্রোথিত হয়।

৮ ই মে হইতে তিনি প্রস্তাব কমলা ৪১, ৮ ই মে হইতে ৪১। কলিকাতা হইতে যে মেট্রল ১৪ ই মার্জি এবং বে বাই হইতে ১৭ মার্জি যাত্রা করে উক্ত অধ্য প্রাক্ত কালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল টাকার। অধ্য অষ্ট-
লিরা হইতে ৫১৩০০০০ টাকা ইংলণ্ডের বাজি
কমলা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই এপ্রেল। আর বার বৃত্তান্ত সাধা
রণের সন্তোষকর হইয়াছে।

পারিস ৯ ই এপ্রেল। লিভারপোল মিউনিসি-
পাল কাউন্সিলেরা পর তথ্য করিয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশাশ্রমারী

নিম্নোক্ত।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩১ এ মার্জি। প্রিয়তম সি এম. সানগু। দি
কলপাটকৃত্য প্রতিনিধি অভিধিক্ত সনাতনী
কমিশনার হইয়াছেন। অভিধিক্ত সনাতনী কমিশ-
নারদের তুর্ভীক মেনীতে প্রতিদান হইবে।

১লা এপ্রেল। ত্রিগুণ ডবলিউ ই, ওয়াড সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার প্রতিমিগ পুলিশ মাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি ১৮৬৯ অব্দে ২ আইনের ৪ খারজুসারে কলিকাতার একজন জজিগ অব দি শিগ হইলেন।

২রা এপ্রেল। ত্রিগুণ ডবলিউ এচ, বার্বার সাহেব ১৮৭০ অব্দে ১ আইন অনুসারে ২৪ পরগণার কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিগুণ এচ, বেজিগ সাহেব একজন সহকারী সব ডেপুটী অফিসে একেপ্ট হইলেন।

ত্রিগুণ এ. কুন্ডিয়ান সাহেব বারানসী একে জিজে একজন সহকারী সব ডেপুটী অফিসে একেপ্ট হইলেন।

ত্রিগুণ জি, এম, গ্রেগরি সাহেব বিহার একে জিজে সহকারী সব ডেপুটী অফিসে একেপ্ট হইলেন।

ত্রিগুণ জে, সি, শ্য সাহেব বারানসী একে জিজে একজন সহকারী সব ডেপুটী অফিসে একেপ্ট হইলেন।

ত্রিগুণ এল এল পাট্ট সাহেব বারানসী একে জিজে একজন প্রতিমিগ সহকারী সব ডেপুটী অফিসে একেপ্ট হইলেন।

ত্রিগুণ জে সি সার্জন সাহেব বারানসী একে জিজে একজন প্রতিমিগ সহকারী সব ডেপুটী অফিসে একেপ্ট হইলেন।

৪টা এপ্রেল। ত্রিগুণ জে, সি, ক্লিক সাহেবের জজপদে ২১ল ত্রিগুণ সি, এচ, টমি সাহেব (এম, এ) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিমিগ জি জগাল হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল হায়া বাখর একে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

৭ই এপ্রেল। ত্রিগুণ বাবু মনোমুখ বন্দোপাধ্যায় ২৪ পরগণার ১৮৪৩ অব্দে ১৫ আইন অনুসারে প্রতিমিগ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৫০ অব্দে ৯ আইন অনুসারে প্রতিমিগ ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ত্রিগুণ এ. ও রাউন্ড সাহেব রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের একজন সহকারী হইলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জমলী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় স্টকে বদলী হইলেন।

৮ই এপ্রেল। ত্রিগুণ কালেন ই, ডবলিউ সাহেব সাহেব লক্ষীপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিগুণ লেন্টন জে, ই, সান্তিমান সাহেব ১৮৩০ অব্দে ৯ আইন অনুসারে মৌলবীপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কাটাডা প্রতিমিগ প্রতিমিগ সহকারী কমিশন ত্রিগুণ ডবলিউ সি লোবেন সাহেব সন্তক শ্রেনীর একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিশন হইলেন।

ত্রিগুণ কালেন এ, এল, স্কোটার সাহেব

কিছু দিনের জন্য রমহাং, প্রতিমিগ কাটাডা-মেন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাটোনমেন্টের জোট আদালতের প্রতিমিগ জজ হইলেন, ইনি ২৪ পরগণার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু জমলীতে হইলেন।

এচ. এল, ডাব্লিউ সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি।

বিহার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ মার্চ। সব আসিষ্টেন্ট সার্জন চন্দ্রনাথ বিশ্বাস কাটাডা ডিস্পেনসারি ভার পাইলেন।

সব আসিষ্টেন্ট সার্জন বিপিনবিহারী, ডাল মঙ্গলকোট ডিস্পেনসারি ভার পাইলেন।

আসিষ্টেন্ট সার্জন ত্রিগুণ জে এম জোয়াব জমলী হইতে বীরভূমে বদলী হইলেন।

২রা এপ্রেল। ত্রিগুণ বাবু শশিচন্দ্র দত্ত ১৮৬৯ অব্দে ২ আইনের ৪ খারজুসারে কলিকাতার একজন জজিগ অব দি শিগ হইলেন।

৪টা এপ্রেল। পাটনার অধ্যাপক বহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ত্রিগুণ জে হোয়াইট সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৬ই এপ্রেল। বাবু নরোত্তম মজির মুন্সি, ৪০৪৩ নিম্নলিখিত জুজডিনেট জজিগের পদোন্নতি হইল।

মৌলবী সায়দ আবদুল্লাহ তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে, বাবু জগদীশ চন্দ্র হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে।

বাবু সমুদ্রলাল হোয়াইটস চন্দ্র হইলেন। মুন্সিগব্বারের জুজডিনেট জজ হইলেন। ইনি একজন বঙ্গমুন্সির জোট আদালতের জজ হইলেন।

৭ই এপ্রেল। বাবু বোলাকর্ষ কিছুদিনের জন্য পূর্ণিয়ার প্রতিমিগ জুজডিনেট জজ হইলেন।

বাবু কেরোরের স্বয়ং একজন প্রতিমিগ জুজডিনেট জজ এবং ২৪ পরগণার একজন অতিরিক্ত জুজডিনেট জজ হইলেন।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ শীল ২৪ পরগণার প্রতিমিগ জুজডিনেট জজ হইলেন।

৮ই এপ্রেল। বাবু মহম্মদ মিত্র পূর্ণিয়ার অধ্যাপক কবরের প্রতিমিগ মুন্সি হইলেন।

এ. মাজিষ্ট্রেট বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের জুজিগ সেক্রেটারি।

—৩—

আমাদিগের রাজসাহিহ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। সকল স্থানেই একজন ওজনে জব্দা-নির জয়বিজয় হইয়া সকলেরই প্রার্থনার। তমিতে পাই গবর্নমেন্টের এ সম্বন্ধে একটা আদেশ আছে। কিন্তু এ আদেশের লক্ষ্য

কংশ স্থানেই আমরা তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করিতেছি। কাঁচা তিল পাকা ওজনের প্রাপ্তন এ প্রদেশে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলম্বিতা বানার অধ্যাপক লালপুর প্রকৃতি পরীতে আবার তাহারও (কাঁচা ওজনের) বিলম্ব টেল-কণা দুই হইল। এই সকল স্থানে কাঁচা, পিতল প্রকৃতি বাতু জব্বার অনেক কারবার আছে। অন্যান্য জব্বা যে ওজনে বিক্রীত হয়, উক্ত বাতুময় জব্বা বি তাহা হইতে দুই তোলা নুন ওজনে (অর্থাৎ ৫৮ তোলা ওজনে) বিক্রীত হইতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিচ্ছি, উহাটির প্রচলিত এবং গবর্নমেন্টের নিয়ম অনুসারেই হইয়া থাকে। যতটা আদর এই কথার বিশ্বাস করিতে না পারিরা, অথবা ঘটাপত্রের নিকট এ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে উপবিষ্ট হইবার বাসনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পূর্বক উপদেশ দিলে প্রদেশীয় লোকের অনেক অসুবিধা নিবারিত হইতে পারে, এবং মহাশয়ও সর্বসাধারণের ভিত্তিভাজন হইলেন সন্দেহ নাই।

২। আমরা শুনিলাম, নিম্ন বঙ্গ প্রদেশে তাকদর ও তাহার কর্মচারিগের কর্ণের বোঝানুসন্ধানের নিমিত্ত সজ্ঞাতি যে একজন স্পেশাল ইন্সপেক্টর বাহির হইয়াছেন, তিনি নাকি কাংকোও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিলেও সমস্ত রেকর্ড দেখিয়া নিজে বেরূপ বোঝ গুণ বিবেচনা করিতেছেন, তাহাই রিপোর্ট করিয়া উপরিভূত কার্য কারকবিগের গোচর করিতেছেন। একথা যদি সত্য হয়, নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তাহার যে বোঝ দুই হয়, তাহাকে তদবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া রিপোর্ট করা কি উচিত নহে? হতভাগ্য তাক কর্ণটোরিগের প্রতি অন্যান্য না হয় তৎপক্ষে যত করা কি গবর্নমেন্টের কর্তব্য নয়?

৩। আজি কালি কাংকো পাঠশালার দুই অধিগেও বিলম্ব উঠিয়াছে। এপ্রদেশে প্রতি মাউটপোটে, প্রতিগ্রামে, অধিক কি প্রতি পাড়ার দুই তিনটা করিয়া পাঠশালা স্থাপনের দায়িত্ব হইতেছে। পাথরা

নহে। তবে যে সকল ক্ষেত্র জাল করে, সেটারেও তাহাদের কি করিবে? সকল ক্ষেত্র বেওয়ার্থ পরিচিত নহে। পরিচিত হইলে যদি ক্ষেত্রের প্রাথমিকভাবে অন্যের নামেই ওর্দি করা হয়, তাহা হইলেই বেওয়ার্থ সম্পূর্ণ হইবে। যে সকল ক্ষেত্র জাল করার নাম গোপন করিয়া জাল করিতে মনসে অপরকে নামে উপস্থাপন করিয়া দর, সরকারী কর্ম কর্তৃক তাহাদের কি করিবে? বহু মকদ্দমার খেতর দ্বারা উক্ত জাল নিগারন হইতে পারে। কারণ অনেক বেওয়ার্থের পরিচিত। আমরা গবর্নমেন্টে মনোযোগ। নিকটে সন্নিহিত প্রাথমিক করি, একের জন্য অন্যের অস্থিমা না করিয়া বেওয়ার্থ ও ক্ষেত্রের জাল করিতে না পারে তাহা হইবে অসম্ভব।

১৮৭৩। একান্ত সম্বন্ধ
বেওয়ার্থ। জীবনময় যোগ।

—০০—

মহাশয়! কি যেত কি কল্প কি ধনী কি নীতি কি জ্ঞান কি চরিত্র সকলের প্রতি পক্ষপাতশূন্য হইয়া সমভাবে বিচার বিতরণ করা। সর্বত্রই সমান প্রাধান্য পৌরব; কিন্তু এই প্রাধান্য অনুসারে সকল সময়ে কার্য হইবে কি না, নির্ধারণিত হইতে পারে। সর্বসাধারণের অবগত হইতে পারিবেন।

কয়েক বৎসরবিধি অযোগ্য প্রদেশের তালুকদারেরা বিস্তর টাকা কর্ত্ত লইতে আরম্ভ করেন। জমীদারী বন্ধক রাখিতে অনেকই নামে হুদে তাঁহাদেরই টাকা বেন। শেষে অনেকের জমীদারী বিক্রয় হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখি। তাঁহাদের দাবীর গবর্নমেন্ট ১৮৭০ সালের ১৪ আইন বিধিবদ্ধ করেন। উক্ত আইনের দুই মর্মে এই যে তৎপ্রথম জমীদারী আইনের ক্রিয়াকর্ম গবর্নমেন্ট একজন মেনেজার কর্ত্তে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবেন। উক্ত তত্ত্বাবধায়ক ঐকমে গবর্নমেন্ট রাজস্ব প্রদান, পরে জমীদারীর ও জমীদারের দাবী দায় ও তাৎপরে যদি কিছু অংশিত থাকে, তাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবেন। ঋণ প্রদান; সুপরিবারে সমাধারে প্রাথমিক কর

প্রাথমিক গবর্নমেন্টের তাঁহাতে কোন চিন্তা নাই। রাজস্ব আদায় ও তালুকদার প্রতিপালন হইলেই হইল। আইনের মধ্যে বিধি আছে বটে যে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াই ঋণ পরিশোধের উপায় কল্পনা করিয়া প্রাধান্য কর্ত্তে বিধিগত সত্যটি লইয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন, কিন্তু ঋণ পরিশোধ হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার কেহ নাই।

১৮৬৯ সালে জিহুজ কেশনাক পাণ্ডিত নামে এক ব্যক্তি মহারাজ মানসিংহকে ১০০০০ টাকা কর্ত্ত দেন। ১৫ টাকা লাভ করা বার্ষিক হুদ ও এক বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবেন এই অঙ্গীকার অনুসারে টাকা দেওয়া হয়। এক বৎসরের পূর্বেই মানসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ১৮৭০ সালের ১৪ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে এত দিন ঐ টাকা হুদ আসিল আদায় হইয়া থাকিত। কিন্তু ঐ আইন দ্বারা ঋণ প্রদানবিধিকে বিচারালয়ে ন্যূন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় বলেন টাকা উদ্ধৃত হয় না, কি প্রকারে ঋণ পরিশোধ করা যাইতে পারে। মানসিংহের মৃত্যুর পর ১১ টাকা হুদ কমিয়া ৬ টাকা দর। হইয়াছে, কিন্তু ঋণ প্রদাতা এ পর্যন্ত এক পরশা পাইলেন না। এখন তাঁহাদের সংসার চলিবার কি উপায়? এই কি ব্রিটিশ ন্যায়পরতা ও সমর্থিতা?

উক্ত ঋণ প্রদাতা লাভ নব্বত্রকের সমীপে একখানি আইনের পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম অনেক বহুগা মজা করিতেছেন, কিন্তু নিয়মবদ্ধিত বেশবাসবস্ত্র; তাঁহাদের এত দূর সাধন হয় না যে সাধন করেন। এক্ষণে আইন মানুস নিবেদন এই, উক্ত ঋণ প্রদাতা আতিশয় কষ্ট পাইতেছেন, আমাদিগের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রাজ্ঞাঃকর্ত্তর গবর্নর জেনারেল তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ তৃণানুজ্ঞা করিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিবার কোন উপায় করিয়া দিব।

অনুগত

জিঃ—

—০০—

সে বিবস কেশব বাবু হিমুধর্মে প্রবলতা দেখিয়া হাটকার করিয়াছিলেন, এখন আবার এক হতে সাধন ও এক হতে হিমুগণকে প্রাপ্ত হইলেন। যেমন দুখে তেমনি সুখে, ঐহিকের এই বিধানের ইহা এক সুখী হরণ হইল।

এখন হিমু জামাদিগের মনে জিহুজ-তেছে, তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি। বোধ হয় তাহা এ সময়ের অনুপযোগী হইবে না।

হিমু জামাদিগের কেহ কোথাও নাই। তাঁহারা বা বাণের নিকটেও যথোচিত শ্রীতি পান না, গোড়া গোড়ালিকেরা তাঁহাদের গলায় মালা না দেখিলেই বলেন, ওরা পুতান।

তাঁহারা সাহেবদিগের সখিত মিশিতে পারেন না। কারণ, সাহেবদিগের সখিত সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদের আর কোন আগ্রহ নাই।

সাহেবেরা যেমন বলেন, তাঁহারা যেমন হইয়া পড়ত হইলেন, তা তাঁদের কর্ম নয়। কারণ তাঁহাদের কুলশীলের বোধ অধিক। বিশেষতঃ তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতা প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কোন দল বাঁধিতে, কোন দল ভাঙিতে বা কোন দলকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হরণ করিতে চান না। তাঁহারা কিছুই চান না, কেবল আপনাদিগকে রক্ষা করিতে চান। কিন্তু তা পারেন কি না সন্দেহ।

নিশ্চেষ্টতা একবারে নিশ্চেষ্ট। খোলা গালের উপর একটা পিরণ দিলে উদ্ভাসিত হয়। পিরণের পরিবর্তে একটা কেউ পরিলে আরো উদ্ভাসিত হয়। উদ্ভাসিত এমন সহজ পথ থাকিতেও তাঁহারা উদ্ভাসিত হইতে পারেন না। জীলোকেরা মতে কষ্ট থাকিয়া মনে করে, সকলেই কল মানুস সকলেই বঞ্চিত। কথা কয়। একি কয় দুর্ভিক্ষ? একবার সত্যমূলে গিয়া সাহেবের চোখেরা দেখিলে ও ইড়ি বিড়ি শুনিলে তাঁহাদের মনের সে অন্ধকার কোথায় গলাইয়া যায়, হিমু জামাদারা তাহা বলেন না।

যুগের না ত একবারে ছাড়। *কি এক
সতীত্বকোষিহুর গেয়েছেন, তার জন্য পাল
পাল বিবাহ প্রতিপালন করিতে হইতেছে।
তারই জন্য * আমি মরিষে জীৱ নশা কি
হইবে * এই ভাবিয়া ইহারা কোন উগ্র
সাহসের ক'থো অগ্রসর হইতে পারেন
না। তারই জন্য সমস্ত দেশটা জড় গ্রাম
হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়া বাহিরেছে, এ দিকে
সাহেবদের সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার হয়
না। সাহেবেরা জীৱের সংসর্গ না পাইলে
সুখী হইবেন না। ইহারা কেবল বলেন, তা
“কি করিব?”

এই হিন্দুজাতিরগের আবার আকাঙ্ক্ষা
কতন। তাঁহারা বলেন, সাহেবেরা “বল”
নামক নৃত্যগীত তাগ কখন, হিন্দু জীৱের
সেবা পাঠিবেন। তা কি কখন হয়? কাহার
কথায় তাঁহারা তাঁহাদের চিরন্তন এথা
ত্যাগ করিবেন? পৃথিবীর মধ্যে কেবা
হিন্দুদিগেরই চিরন্তন এথা (বহুকালের
পলিগ্রা) পলিগ্রা উঠিয়াছে, অতএব তাঁহা
ত্যাগ। অতএব উগ্রতনীরে প্রকাশ মনে
প্রয়োজনের অনুরূপ আপনাদিগকে উন্নত
করুন। “বল” লিখিলে সাহেবদের সঙ্গে
খোলাখুলি ব্যবহার হইবে না। এজন্য
বল কেবল বাহু অঙ্গদ্বয়ের গোষ্ঠিকত দ্বা-
রান দিল, অনেক জিনিষের “চলিয়া বাই-
হার” নাম হিন্দুদিগের “বল” লক্ষ্যীয়
ভয় ও কুৎসারটা যদি “চলিয়া যায়”
তাঁহা হইলে বড় সুবিধা হইবে।

কিন্তু তরু আশঙ্কা করি, হিন্দু জাতি-
দিগের কপালে সে সুখ ঘটিবে না। দেশের
সমস্ত লোক এই বিষয়ে অসংসারিণী
ও উদ্ভটি প্রাপ্ত হউন, হিন্দু জাতির যেন
আছেন, তেমনি থাকিবেন।

তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই, হিন্দুধর্ম, হিন্দু
জীব, হিন্দু বর্ষাবার সহিত তাঁহাদের জীবন
অনুযায়। তাঁহারা আগ্রহে এই সমস্ত রক্ষা
করিবেন। সমস্ত বহুদেশ যদি অবিভক্তাবা-
লায় হয়, তাঁহারা অন্যজ বাহিবেন। পৈয়ে
কোন যতে এই সমস্ত রক্ষা করিতে না পারেন
তাঁহা নাই। হিন্দু জীবের শৈব হইবে, তাঁহা-
দেরও শেষ হইবে। অতঃপর তাঁহাদের বিচার

তাঁহাদের নাই। তাঁহারা হিন্দুজাতির এই
জন্য তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা। বাহারা ইহা
দের উপর জরাজাত করিবেন, তাঁহারা
পৃথিবীতে বাহা ইচ্ছা, কখন। হিন্দুদের
পক্ষে সঙ্গে তাঁহারা হয় পৃথিবী হইতে এক
বারে লণ্ঠিত হইবেন, অথবা দেখানো হয়,
অসম্মান করিবেন।

১৮ এ ১৮৯১ জিঃ—
১৭২৪ শক }

বিহারিলাল বাবুর পিতা চন্দ্রশেখর
ওপ জিহুক বাহু মাঘবঙ্গ সেনের বাটীতে
নিযুক্ত না হইবার আশঙ্কা নাকি এক
আবেদন পত্র জাপাইয়া অজ্ঞাত ইন্দ্র সমা-
জের সভাপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন?
তাঁহাতে তিনি সত্য বিষয় কতনুর গোপন
করিয়াছেন তাঁহা এতলে দেখা যামার মতি-
প্রোত নহে। কিন্তু তাঁহাকে আমি আশঙ্কা
করি, তিনি এমনত বুদ্ধিমান হইয়া কেন
এতপরিবৃদ্ধিতার কার্য করিলেন? কনেকে
ত বিলাতে গিয়াছে, ও দেশে আসিয়া
সমাজভুক্ত হইয়াছে। তবে চন্দ্রশেখর
বাবুর কেন এত ভয়?

১। কেনব বাবু বিলাত হইতে আসিয়া
বেবল জীপুত ভাই ভগিনী ও বিববা মাতা
সহ একত্র আছেন এমন নহে। বুড়া জেঠা
ও তাঁহাদের পরিবারস্থ সমুদয় লোকের
সঙ্গে এক ঘূষে বাস করিতেছেন এবং
তাঁহার জী ভগিনী ও ভ্রাতৃ ইচ্ছামত পিতা-
ল ও স্বভ্রাতালয়ে বাহিয়া কবাধে দীর্ঘকাল
বাসনা করিতেছেন। অতঃ ইহাদের কেহই
ইন্দ্র সমাজভুক্ত হন নাই।

২। প্রতাপ বাবু বিলাতে যান নাই বটে,
কিন্তু মঙ্গলিক কাল জাগ্রতে থাকিয়া
সাহেবের সঙ্গে আহারাদি করিয়া-
ছেন এবং এই রূপে আহারে হিন্দুজনের
তিন দিগ অসম্মান হইবার প্রমাণ করিয়া-
ছেন। ইনিও অপরিবারভুক্ত হইয়াছেন।
ইহঁদের পরিবারভুক্ত সকলে কি ইন্দ্র সমাজে
চলিয়া বাহিতেছেন না?

৩। তাঁজর গোপালচন্দ্র তাঁহা ইহঁদের মত

বিলাতে ছাড়ার গেলেন। তথ্য তিনি নিজ
হিন্দু পরিবারে গৃহীত হইয়াছেন।

৪। বণিকজ্যেষ্ঠপুত্র জিহুক শ্যামদাস-
কের আশ্রিতা জীবীকেশ মল্লিক একজন
বিলাতের ফেরত। অশ্বখিন হইল অতি
রিজ মবা গান ঘোষে তাঁহার অশ্বখু
হইয়াছে, তাহা না হইলে তিনিও সমাজ
ভুক্ত হইয়াছেন।

৫। ব'গ লু চরণ লাহা এখানকার এক
জন অতি সমতা ব্যক্তি। তাঁহার লাহা
শ্যামদাস লাহা বিলাত হইতে অনেক কাল
হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন ও অশ্বখী
গোঁড়া হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া আছেন।

৬। প্রসিদ্ধ বাবু দিগবর মিজের পুত্র
বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে হিন্দু
সমাজে গৃহীত হন। ইহঁদের অনেককাল পরে
দৌড়া হইতে পারিয়া তাঁহার অপহৃত
হয়।

৭। যুব রূপচরণ চাকরের পুত্র হইলে
বাবু বিহারী বাবুর সঙ্গে বিলাতে এক গাড়ী
ছিগেন। তিনি এখানে আসিয়াই অশ্ব-
খী জাপান সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

৮। বারিটার বাবু মনোমোহন ঘোষের
পুত্রের অস্বাশ্রিত সময়ে তাঁহার হকুমদারের
বাটীতে সমুদয় জাগ্রত পাঠিতের নিযুক্ত
হইয়াছিল। তাঁহারা তৎপার অধায়ে অসম
ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। আমেরিকা মহাদেশের অধিনায়
ডেনেরেতা নামক যিনি কুৎসার ঘেড়ার
গোষ্ঠিত কর দায়িত্ব প্রাপ্ত বাবু মন লাল
হে তাঁহার চিকিৎসক হইয়া কখনও অস্বা
মহাদেশ থাকেন, অতঃ হিন্দু সমাজভুক্ত
আছেন। ইনি না কি একবার কলিকাতায়
ও বৃহৎ ৪০০ কুনি সেখানে বহুতঃ ভ্রমণ
আনিয়াছেন, ইহঁদেরও অস্বা অস্বা সমাজ
গৃহীত হইয়াছে। অতঃ দিগ বহুতঃ বহুতঃ
অস্বা কত ব্যক্তি আসিয়া এই অস্বা
হইয়াছে, তাঁহা এতলে দেখা যাইবে।
তবে চন্দ্রশেখর বাবু * তাঁহাদের মত
“তিনটি” আমি কখনো নাহি * প্রথম ভ্রমণ
কিছু কাল কেন করিলেন? অতঃ অস্বা
বাবুর পুত্র প্রাণসংকটের প্রকট প্রমাণ
স্বাধী জীপুত বাবু ওপ জিহুক * অস্বা

অভীষ্ট হইল বিলাতে গিয়াছেন। তিনি শীতকালে প্রত্যগমন করিবেন। মাধব বাবুর সঙ্গে সমাজসঙ্ঘ হইতে পারিলেই যদি গুরুত্বপূর্ণ মহাপ্রসঙ্গ হইতে পারিলেই যদি তিনি সেনজীর পুত্রের প্রত্যগমনকাল প্রতীক্ষা করিলেই তঁহীর মনোভীতি মিটাই হইত। হয় তখন সেনজী মহাপ্রসঙ্গ তাঁহাকে গৃহে অভ্যর্থনা করিত। নইলে বাই-তেই। বাবা হইবার হইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু এখনও যদি চুপ করিয়া থাকেন, কালে জয়ী হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মের প্রলভতা ও স্থিতি স্থাপকতা গুণের কথা ধর্মের পাণ্ডিত্যের যুক্তকর্ত্তে নীকার করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বাবুকে কিবা তাঁহার পুত্রকে বিলাতে বাইবার ঘোষে কেহই সমাজসঙ্ঘ হইতে পারিবে না।

“মূলতঃ” চন্দ্রশেখর বাবুকে বিক্রপ করিয়া তাঁহার প্রতি কতগুলি অবাচ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে। তাহাতে তাঁহার মুখস্থ হইবার কোন কারণ দেখি না। তবুও উদ্ভট হইলে নির্দোষকে সংশয় করে, তাহা কি মূলতঃ ঘটিয়াছে? বাবা হউক চন্দ্রশেখর বাবুর ক’লম থাকাই শ্রেয়ঃ। ভাল ভাবার লেখা হইলে অত্যধিক দোষ বাই-তেছে। ইতার লোকের উপকারের জন্য নাকি কেবল বাবু পত্রিকা বামা সাপ্তাহিক পত্রিকা কপে এক পরসামূল্য স্থাপন করিয়া দিবার করেন। জঘন্য ভাষার বাচালতা না থাকিলে ইতার লোকের নিকট আদরনীয় হইবে না, এই আশঙ্কায় কি আত্মবিক্রম প্রচার করা উচিত রূপে লিখিয়া থাকেন? কখনো না। তবু লোকের লেখনী হইতে দেখি এই রূপ ভাষা কেমন নির্ভর কর?

—১০—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ৪ঠা এপ্রেল।

স্থানের নাম	সর্ব কমতি জল
	কুট ইক
মোহনাবা	২ ৩
ভায়া হইতে জমিদার	
৭৫ মাইলের মধ্যে	২ ৩

জমিদার হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৪০ মাইলের মধ্যে	২ ৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২ ৬
সন ১৮৭০ সালের ৭ই এপ্রেল বহরমপুর গজ	
ঘাটের জলের মাপ।	

কুট	ইক
২	৪

বহরমপুর } জমিদার, ই, উইলকিন্স
৭ই এপ্রেল } কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
১৮৭২ } লোকাল রিবার ডিভিজন

—০—

১৮৮০ সালের উৎসাহ ও ১৮৭০ অব্দের এপ্রেল মাসে যে সকল ঐক্য মহাপ্রসঙ্গের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইলে তাহাদি-গর স্মরণার্থ নিম্নে নাম প্রকাশ হইল।

জমিদার বাবু রামেশ্বর মালিয়া

সেহাউ শেখ

- রামেশ্বর বাবু—পটমতী
- কান্তিকান্ত মল্ল—চাঁপাটগ্রাম
- মেদিনাপুর পাবলিক—লাহোরের
- রামচন্দ্র রায়—গোবিন্দপুর
- মনোমোহন দে—বড়শুল
- পুলিন বিহারি সেন—বহরমপুর
- গোলোকচন্দ্র বসু—কলিকাতার
- ধর্মদাস বোম—জাভা
- মহেশনাথ মুখোপাধ্যায়—কলি
- তারকনাথ চক্রবর্তী—তমোলুক
- হরকানাথ বোম

গোবিন্দনাথ মল্ল

- রসময় দাস—ভারমণ্ড হারবার
- নিমাইচন্দ্র রায়—মালদহ
- ভরচন্দ্র রায়—রতনপুর
- দিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহুবাটী গ্রাম

- উপেন্দ্রচন্দ্র মল্ল—তালসাগর
- কালীনাথ বিদ্যাস—মধুপুর
- শিবচন্দ্র সিংহ—কানপুর
- মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইটা
- বহিষচন্দ্র জোয়ার্দার—বুদাবন

- জমিদার—সিমলা
- সি, এক, মেজাব—কলিকাতা

মূল্য প্রাপ্তি।

যদিও হস্তাক্ষরস্বাক্ষরে প্রকাশ করি-তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সমগ্র সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

জমিদার বাবু চৌধুরী মহোদয়গণ গজকোড়াই ১০

• লক্ষ্মীনাথ বসু—বৈষ্ণব ১০

• প্যারীমোহন চৌধুরী জগদল ১০

• আভতোষ মিত্র—রাজপুর ৫০

• তওলা রিডিংস ১০

• জিহরগাল—বেলসিংহ ১০

• বিহারিলাল সেন জাহানাবাদ ৫০

• শিবচন্দ্র শীল—চুচুড়া ১০

• জীনাথনাথ—কলিকাতা ১০

• অমরনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১০

• শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার পানিহাটী ১০

• গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় আগরা ১০

• রাজনারায়ণ কোত্তর রেগিডা ৫০

• অমরনাথ তত্ত্বনিধি বর্ধমান ১০

• বিহারিলাল রায়—লাগুটীয়া ১০

• কলসিচাঁদ গোলোচা আজিমগঞ্জ ১০

• জীরাণ মজুমদার—রংপুর ১০

• প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চক'মুজাপুর ১০

রানী শরৎচন্দ্র দেবী—পুটীয়া ১০

এই পত্র কলিকাতার হকিমপুর লোণাপুর টেবলের হকিম চাকড়িপোতার জমিদার হরকানাথ বিহার্য্যবর্গের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রোজকেই করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

২৩ সংখ্যা।

“প্রবক্তা প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিময়নী ন হীযতা।”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা

সন ১২৮০। ১০ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ এপ্রেল।

মক্খলে মাদুলসবেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

নিবন্ধন।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল মেডিসিন্ এণ্ড
ফিজিকাল ডায়গনোসিস্
অব ডিসীজ্
অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং বাহ্যিক
চৌতক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বহুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
বলেবর ৮-পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০ আনা। উহার বাছাই অতি
শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর। চুঁচুকার প্রচ্ছদভার
মিকট এবং কলিগাতা লালবাজার হিন্দু-
ষ্টেনে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
মিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। পৃথিবীভিত্তিক জাতীয় ধাতু-শিল্প।
ছই ভাগ একত্র বাছাই, মূল্য ২, ডাকমাছল
১/০ উক্ত ছই টিকানার পাওয়া যায়। গতি
নীকে ক্রি ক্রি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রভুতি বর্ধি ৭৫০ মা,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিল্প
ভূমিষ্ট হওয়া অবধি ছই বৎসর পর্যন্ত
তাঁহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিল্পবিগের গীড়ার পূর্ক-
লক্ষণ ও তাহাবিগের কয়েকটি গুরুতর
গীড়ার চিকিৎসা অণালী, এতদ্বিধ বাব
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনা পুনা পর্জ্যাব
নিকারগোলায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি

অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবরণ এত
পুস্তকে কথোপকথনমূলে অতি সরল চমিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২-টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিজ্ঞানিক রোগের
চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতলিখিত চিকিৎসা
অণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেলি মেডিকাল জর্নাল অর্থাৎ
চিকিৎসা বর্নন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৮টামি) ১/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১/১০

এতোকের ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত ছই টিকানার পাওয়া যায়।

—

জেলা রাজসাহির কোর্ট অফ ওরাতের
অধীন বানসিলা নিবাসী শ্রীযুক্তী স্বর্ণময়ী
দেবীর ডেট ডুজ ডিহী ৫৫ আমের মধ্যে
৩ নং প্রাণ্ডিবিগনে ডিঃ মব ডিবিগনে
১৮২ নং হোলডিং ও তদুপস্থিত
মোহালা পাকা বাটী বাহা হুত বাবু মাধব
চন্দ্র সাওতলের নামে বিখ্যাত আছে এবং
বাহা বার্ষিক ৬০০ ছয় শত টাকা ডাক্তার
মহর কলিকাতার ছোট আদালতের জজ
শ্রীযুক্ত বাবু কুলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিলী
লাছে তাহা কোর্ট অফ ওরাতের অনুমতি

ক্রমে জেলা ২৪ পং শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহে-
বের দ্বারা আগামী ১ মা জুন তারিখে
বিক্রয় করা হইবেক, অতএব বাহারা ঐ বাটী
বে নিয়মে ও মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন
আগামী ৩১ মে তারিখের পূর্বে জেলা ২৪
পং শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবকে পত্র দ্বারা
জানাইবেন।

সন ১৮৭৩ সাল } রাজসাহির প্রতিনিধি
৭ টি জেলা } কালেক্টর

—

“সেতার শিখা।

ঐ মনোমোহকর বস্ত শিখা বিধায়ক
গ্রন্থ। বাবু কুলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য
৪ টাকা, ডাকমাছল ৬ আনা। কলিকাতা
বহুবাজারস্থ ইষ্টানবোপ বস্ত্রালয়ে প্রাপ্য।

—

“প্রানোহিনী ১ ম বণ্ড।

আকার একত্রিশ করমারও অধিক-
প্রতিবৎসর তিনবার প্রচারিত হইবে।

১ ম বণ্ডের মূল্য।

পর্যাংল।

বিজ্ঞাপন।

অন্তঃসাহরণে দ্রুত সংবাদ।

“মরমে মরিয়া নবি আছি ডিরকাল।”

আশী (ক্রমঃ) বনবাসিনী-সীতার
আক্ষেপ। কথ্যপের প্রতি দিতি। রাসদীপা
(ক্রমঃ)

পর্যাংল।

বিভিন্ন অঙ্গীকার (ক্রমঃ) কল্পনা
মুকুট (ক্রমঃ) পাগলের প্রাণ (ক্রমঃ)

স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি প্রতি বৎসে
মূল্য ডাক মাছল সহিত ১৮০

স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি ঐ ঐ ১৮০

পাকোড় } জিঃগব্বর চক্রবর্তী
এমোদিনি সভা }
২২ চেত্র ১২৮০ } সহকারী সম্পাদক ।

বাল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা

অনুবাদ ।

মাসে ১০ করমা । বার্ষিক মূল্য ৫১ টাকা
ডাক মাছল সহিত । কলিকাতা উত্তর
ইটালী চিলিডীঘাটা রোড ১০৬ নং ভবনে
পাওয়া যায় ।

জিঃদাঃগোবিন্দ ভট্টাচার্য ।

—*—

সংগ্রহীত খাত্ত পারায়ণ পুস্তক, বাহাতে
খাত্ত, খাত্ত, সঙ্কর, অক্ষরাদি উপসর্গ
যোগে খাত্তর ভিন্নার্থ, খাত্ত শব্দ এবং
শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষারিদিগের জন্য)
গণ, পর খাত্তকপাদি বিশেষরূপে বিবৃত
আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল-
য়ের সর্বত্র পাইবেন । মূল্য ১৮০ টাকা ।

কলিকাতা জানবাজার ট্রীট
নং ৯১ । ১২৭২ } জিঃলালকমল
১লা অগ্রহায়ণ } বিদ্যাজুঘন

—*—

জিঃসুখ বাবু ব্রহ্মমোহন সঙ্গিক প্রণীত
" সাময়িক জিকোণমিতি " সংস্কৃত যন্ত্রের
পুস্তকালয়ে বিকল্পার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য
এক টাকা চারি আনা মাত্র । ডাক মাছলদি
/০ অনা ।

জিঃজীৱন চটোপাধ্যায় ।

অধ্যক্ষ ।

—*—

বিজ্ঞান পুস্তক, সাগরাকরে মুদ্রিত ।
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক-
ধ্যক্ষ জিঃগব্বর চক্রবর্তীর নিকট
পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম ভাগ ।

জিঃগব্বর চক্রবর্তী প্রণীত
দ্বিতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ

প্রথম ভাগ ১০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ ।

জিঃগব্বর চক্রবর্তী প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১০

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত ১১০

মংসাপুরাণ । ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

জিঃগব্বর চক্রবর্তী প্রণীত

বাঙ্গলাভূবান সমেত ১১ ম খণ্ড ১০

বিদ্যাজুঘন চরিত (সম্পূর্ণ)

জিঃগব্বর চক্রবর্তী প্রণীত

বাঙ্গলাভূবান সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২১০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী

অভিধান, পূর্ণাঙ্গ । ইহাতে ন পর্য্যন্ত

আছে । ৪ পেজি ১২৫ করমা, ৫০০ পৃষ্ঠা

মূল্য ৫ টাকা ।

ইউনিভারসিটি প্রিন্টার্স এম এ, বি

এল কৃত ৬ নং ডগলসের অর্থ পুস্তক

মূল্য ১ এক টাকা ।

৩ নং হটতে ৬ নং পর্য্যন্ত ডগলসের

অর্থ পুস্তক সমুদায়ে বাবসারিদিগকে ২৫

পাঁচিশ টাকা হির কমিশন দেওয়া যায় ।

পইটিকেন রীডার নং ১ নং ২ প্রোজ-

রীডার নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল

ক্রাশ বকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ

পুস্তক সমুদায়ে শত করা ৭৫ পঁচাত্তর

টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায় ।

দেবনাগর লং প্রাইমার অক্ষর, ব্যাপ্টেট

মিসম প্রেসের ছাঁদ ছুতন তিন মণ

প্রস্তুত আছে । কলিকাতা কলেজ ট্রীট ১১ নং

জি, সি, ঘোষের পুস্তকালয় ।

—*—

রাণীগঞ্জ পটোরি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
ব্রহ্ম আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্নলিখিত ব্রহ্মগুলি ওদমে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে ।

স্নেহ করা প্রস্তর নির্মিত নর্দানার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জটলন ও
বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল-ইট ।

মেথিরাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ
টাইল-ইট ।

ফারার ব্রিক ।

ফারার স্ট্রো ।

বাটার মর্দমা - ও অন্যান্য যে সকল

কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্নেহ করা
পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুত
নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা

নং হেফিডস ট্রীট } বরল এণ্ড কোং ।

—*—

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ
নিয়ম করাই আমাদের উদ্দেশ্য । মফস্ব-
লের বাবস্তীর গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য
গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতার ও আশ-
কাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প
গ্রাহকে মাসিক মূল্য বিদ্যা থাকেন । গ্রাহক
গণকে জানান বাইতেছে, এই কারণে সোম-
প্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে ।
এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা কতি
মাই ।

—*—

যিনি এক দিবসে জীবায়ার জড়সহজ
দর্শন করিয়া ছুই মাসের মধ্যে আত্মজান
লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেড)
পত্র দ্বারা জানাইবেন, অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান
রত্নাকর পুস্তকের মধ্যস্থসারে যোগসামন
করিবেন । এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক
মাছল ৮ । সহর জিরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য ।

জিঃশবচন্দ্র রায় কন্দকার ।

—*—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ।

গণপ্রবক্তা ।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান্দ জেন ।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০ । ৮০ পাতা
পরিমিত পুস্তকাদিতে প্রতি রবিবারে
প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা
সংবাদ বরিন বিজ্ঞী

কেবল বিবেকের জ্বালাম্বির দর উপনিষৎ
পদ্ম রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিকা
রৈমরিক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয়
ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় এক-
টিত হয়। দ্বিতীয় অতি ১৩ ১০ আনা। অগ্রিম
বাধিক ৮ বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক ২। ডাক
মাফুল সমেত প্রায় ১০ আনা মাসে।

ঐচ্ছিকচরণ শুভ।

সৌমপ্রকাশ।

১০ ই বৈশাখ সৌমবার।

ব্যক্তিচারিত্রী ধর্মবিচার হইতে
বাক্য হইবে কি না?

একথা যে ভারতবর্ষে মনু আজি
বিজ্ঞ হারীত প্রভৃতি অবিগণ হিন্দু ধর্ম
শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, সেই
ভারতবর্ষে আজি কাউচ, জাকসন,
মাকবি, পটিকাস্ত্র প্রভৃতি ব্যবস্থা দিতে
আরম্ভ করিয়াছেন। মনু প্রভৃতি মহর্ষি
গণ ধর্ম উপকারের ভারতম্য বিবে-
চনা করিয়া ধর্মাদিকার নিরূপণ করিয়া-
গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সাহেব
বিচারপতিগণ যে ব্যক্তি হইতে ইহকাল
ও পরকাল উভয় কালে ধর্ম উপ-
কার সত্তাবনা আছে, তাহারই ধর্মাদি-
কার ব্যবস্থা দিতেছেন। ব্যক্তিচারিত্রী ইহ
লোকে কেবল যে পতিকুলকে কলঙ্কিত
করে একপন মর, অন্যে ধর্মাদিকারী হইলে
পতির পারলৌকিক উপকার লাভের
যে সত্তাবনা ছিল, তাহারও বিষয়
ব্যবহৃত করিয়া থাকে। আমাদের সাহেব
ব্যবস্থাপকগণ জীহু-বাহন
রত্নমণ্ডল প্রভৃতি অসিদ্ধ সংগ্রহকার-
হিগেরও যশে হস্তা হইয়াছেন। জীহুত
বাহনাদি মনুপ্রভৃতির বচন বাখ্যা
করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া
গিয়াছেন, সাহেব ব্যবস্থাপকগণ তাহার
বিশ্রীকবানী হইয়াছেন, সুতরাং এখন
আর জীহুত বাহনাদির কথা কে প্রায়
করিয়া প্রচারে। কোথা হইয়া পুত্র-

লেন। সাহেব ব্যবস্থাপকগণের বিশেষ
কমতা এই যে ইহারা কখন সংস্কৃত
লক্ষ্য করেন না, কি ভাবে কিরূপ
সংস্কৃত লক্ষ্য প্রযুক্ত হয়, তাহা জানেন
না, তথাপি ব্যবস্থা দিতেছেন।

আমরা কিনিমিত্ত এসকল কথা
কহিলাম, এখন পাঠকগণ অবহিত
হইয়া তাহা গ্রহণ করুন। এক বিধবা
ধর্মাদিকার উত্তরাধিকারিণী হইয়া
ব্যক্তিচারিত্রী হয়। এদেশের লোকের
সংস্কার এই, ব্যক্তিচারিত্রী হইলে ধর্ম
অধিকার থাকেনা। এ সংস্কার শাস্ত্র-
মূলক অমূলক নহে। এই সংস্কারের
পরতন্ত্র হইয়া উক্ত ব্যক্তিচারিত্রীর
ভর্তৃধনের অনন্তর অধিকারিণী তাহাকে
অধিকারভূক্ত করিবার অভিপ্রায়ে
মকদ্দমা উপস্থিত করে। হাইকোর্টে
নয় জন বিচারপতি ত্রৈ বিষয়ের
বিচার করিয়াছেন। ছয় জন বিধবা
ধর্মাদিকারিণী থাকিবে, এই মত দিয়া-
ছেন, আর তিনজন বিচারপতি উহার
বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন। বিচার-
পতিগণের রায় এপর্যন্ত আমাদের
হস্তগত হয় নাই। কে কোন শাস্ত্র বা কি
যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা এল-
গ্রেছে তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে
পারিলাম না। যাহারা ব্যক্তিচারিত্রী ধর্ম-
াদিকারিণী থাকিবে বলিয়া রায় প্রকাশ
করিয়াছেন, তাহাদিগের রায় যে কিরূপে
এদেশীয় শাস্ত্র সম্মত হইল, তাহা
আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ধর্মাদি-
কার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে দায়ভাগেরই অবি-
সর্বাদিত প্রামাণ্য ও আধাণ্য। সেই
দায়ভাগের যে প্রকার ধর্মাদিকার
ব্যবস্থা দিয়াছেন, যদি তদ্রূপ তদ্রূপ করিয়া
তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যায় কোন
রূপে বোধ হয় না যে ব্যক্তিচারিত্রীর ধর্ম-
াদিকার অব্যাহত রাখা শাস্ত্রকারদিগের
অভিপ্রায়। পিতৃবানাদি দ্বারা বাহা

হইতে হত ধর্ম অধিকার উপকার
হইবার সত্তাবনা আছে, ধর্মশাস্ত্রকারেরা
অগ্রে তাহারই ধর্মাদিকার ব্যবস্থা দিয়া-
ছেন। পুত্র হত ধর্মী তাহার পিতা ও
পিতামহাদির পিতৃদান করে, এই
নিমিত্ত সর্বপ্রকারে তাহার অধিকার। ব্যক্তি
চারিত্রী হত ধর্মীর পিতৃদান করিবে
নে আশা নাই।

“সর্বোচ্চ ধর্মযুক্তাত্মাগিনো জ্বা-
মহন্তি বস্তৃধর্মেন জ্বাযাতি প্রতিপাদ্যতি
জ্যোত্বোহপি তমভাগং কুরীত।” এই
আপস্তম্ববচন উদ্ধৃত করিয়া দায়ভাগকার
লিখিয়াছেন “আপস্তম্বসংমতঃ পিত্রা
বৈর্যোর্বৈধিকস্য কর্মণোহসংস্কৃতঃ
সুতঃ প্রৌঠোনাপরোবেদপারগইতি
পুরাণেনৈকং বদ্যং জ্ঞাতে
পিতরং সুতইত্যাদি বচনেন পুত্র-
কর্তৃকতয়া মহাকলঙ্কভেদেতৎকর্ম বেতনং
ধনসম্বন্ধং অতন্তদকুরীতঃ কৃতোবে-
তনং।” আপস্তম্ব বচনের অর্থ এই,
অনুপনীত পুত্র পিতার ঐর্ষ্য
বৈধিক কর্ম করিলে যেমন হয়, বেদ
পারগ অপার ব্যক্তিতে করিলে সেমন
হয় না, ধর্মাদিকার সেই কর্মের বেতন
বরণ। অতএব পুত্র যদি সেই কর্ম না
করে সে ধন পাঠিবে কেন? “তবেৎ
পুত্রাদিভি জগত্যঃ প্রভৃতি পিতৃঃ
পরলো কোচিতমহোপকারনিম্পাদনাৎ
হতস্য তস্য চ পার্জনবিধিনা পিতৃ-
দানাৎ পুত্রাদ্যর্থং তত্তনং হতমেবোপ-
করোতীতি নারদাশ্রমং পুত্রাদিনাৎ
ধর্মিত্বং ক্রমং তথোপকারকত্বেনৈব
ধনসম্বন্ধং মনুরণ্যাহ। জ্যোতেন জাত
মাজেন পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণামি
মুনৈশ্চৈব সত্যম্ভাবম্। মর্ত্যি। তস্মাদিতি
হেতুশাসনাৎ দায়ভাগপ্রকরণেচ পুত্রা
দিনাৎ নানাবিধ পিত্রাভ্যুপকারককর্তৃক-
নস্য অনন্যপ্রয়োজনকত্বাৎ উপকারহা
বেদধনসম্বন্ধোন্নোন্নমতইতিগম্যজ্যোতি

পুত্রাদি মঙ্গল আদি পিতার পরগণা কোটিত মনোপকার করে এবং পার্শ্ব বিধিতে পিতৃদান করিয়া থাকে, ফলতঃ ধন পুত্রাদিগত হইলে তাহাতে সন্তের উপকার সম্ভাবনা আছে, অতএব শাস্ত্রে পুত্রাদির ধনাধিকারের কথা যে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে। মনুও উপকার সম্বন্ধে ধনাধিকারের কথা কহিয়াছেন ইত্যাদি।

পাঠকগণ দেখুন শাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট করেই কহিতেছেন যিনি পিতৃদানাদি দ্বারা পরগণাকে সন্তের উপকার করিবেন, তিনিই ধনাধিকারী হইবেন, আর যিনি তাহা না করিবেন তিনি ধনাধিকারী হইবেন না। ধনাধিকার সময়ে শাস্ত্রকারেরা এত আঁটা আঁট কহিতেছেন, আর ধনাধিকারের পর তাঁহার সমুদায় আশা করিয়া ফেলিবেন, ইহা কোনক্রমে সম্ভাবিত নহে। ধনাধিকারী হইয়া তাহার পর যদি কোন পুত্র বিপথ গামী হইয়া পিতৃদানে বিমুখ হয়, তাহার স্বত্ব অবিশ্রুত থাকিবে, শাস্ত্রকারদিগের ইহা অভিপ্রেত, কেহই ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। ধনাধিকারের ন্যায় উপকার সম্বন্ধেই ধনভোগ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত সেবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

পুত্রের ধনাধিকার ব্যবস্থা পত্নীর ধনাধিকারের আদর্শভূত। পুত্র অধার্মিক হইলে শাস্ত্রকারদিগের মতে যখন অধিকারচ্যুত হইতেছে, তখন পত্নী বিপথ গামিনী হইয়াও অধিকারিনী থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে।

শাস্ত্রকারেরা পাতিতকে স্বত্বসংস্কার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল নিম্নিত কার্যের সেবন পাতিতের কারণ। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পিতৃদানাদি নিম্নিতকর্তৃত্বাৎ নিম্নিতকর্তৃত্বাৎ

সেবনাৎ । অনিগ্রহাকেন্দ্রিগাৎ নরঃ পতনশৃঙ্খলিতঃ । মনুষ্য বিধিত কার্যের অনুষ্ঠান, নিম্নিত কার্যের সেবন এবং ইন্দ্রিয়ার অবমন এই করকারণে পতন প্রাপ্ত হয়। শূলপাণি লিখিয়াছেন “পতন শব্দার্থমাহ গোতমঃ । দ্বিজাতিকর্মভো হানিঃ পতনং । দ্বিজাতিকর্ম শ্রৌতঃ অগ্নিগোত্রাদিঃ স্তোত্রমষ্টকাদিঃ তেভোহানি রনধিকারঃ, ইহ দ্বিজাতিগ্রহণং প্রাধান্যার্থঃ শূদ্রাদেবপি বাক্যান্তরেণ পতন্তীত্যভিধানাৎ ।” গোতম পতন শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন, শ্রৌত স্তোত্রাদি কার্যে অনধিকার। এখানে দ্বিজাতি শব্দ প্রাধান্যার্থে গৃহীত হইয়াছে। শূদ্রাদিও ঐরূপ বাক্যান্তরে পতিত হয় এই রূপ কথিত হইয়াছে। দেবল বলিয়াছেন, “যং স্যাদনভিগম্যার পাপং কর্ম সক্রুৎ কৃতং । তস্যায়ং নিষ্কৃতিঃ পোক্তা ধর্ম-বিধির্ন্যন্যন্যিতিঃ ।” অর্থাৎ প্রাথমিকানন্দাৎ দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং তৃতীয়ে ত্রিগুণং শ্রৌতং চতুর্থেনাশ্রিত্য নিষ্কৃতিঃ ।” অর্থাৎ সৎ না করিয়া যদি একবার পাপ কর্ম করে, ধর্মজ পণ্ডিতেরা তাহারই এই নিষ্কৃতি কহিয়াছেন। পাপকার্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের যে বিধি বলা হইল, দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে তাহার দ্বিগুণ, তৃতীয়ে ত্রিগুণ, চতুর্থেনাশ্রিত্য নাই। এতদ্বারা হৃদয়রূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, ব্যক্তিকার্য নিম্নিত কার্যের আচরণ নিবন্ধন ধর্ম কার্যে অধিকার থাকে না। যদি ধর্মকার্যে অধিকার না রহিল, ব্যক্তিকার্যের পিতৃদানাদি দ্বারা ভৃত্যের উপকার সাধনে অধিকার রহিল না। অতএব তাদৃশ ব্যক্তির হস্তে ধনরাখা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ইহা কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইতেছে না। ব্যক্তিকার্যকে যে অধিকার চ্যুত করিবে, তাহার স্পষ্ট বচনও আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন “হতাধিকারঃ মলিনাঃ পিতৃদানোপকীর্ণনীং । পরিভূতামধঃ-

শয্যাং নাসিয়েৎ ব্যক্তিকার্যনীং ।” অধিকার হরণ করিয়া মলিনবেশে ব্যক্তিকার্যনীকে নীচে শয়ন করাইয়া রাখিবে, তাহার আহার মাত্র গ্রহণ করিবে তাহাকে আর কিছু দিবে না।

বিচারপতিগণ কি এই সকল শাস্ত্র হইতে এই প্রমাণ পাইয়াছেন যে যে স্ত্রী স্বামি সম্পত্তির একবার উত্তরাধিকারিনী হয়, ব্যক্তিকার্যনী হইলেও সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না? বিচারকর্তৃগণ যদি ঈশ্বরচীর হইয়া বিচার করেন, করুন তাঁহাদিগের হস্তে নরোক্ত বিচার ক্ষমতা আছে। তাঁহারা বিচার করিলে অন্য কথা কহিয়া কি ক'বেন? আমাদিগের কথা এই তাঁহারা শাস্ত্রকারদিগকে ঐরূপে চিত্তা করেন কেন? ব্যক্তিকার্য নিবন্ধন স্বত্বসংস্কৃত হয়, তদ্বোধক শাস্ত্র নাই তাঁহারা যেন একথা না বলেন।

কোন কোন সমাচার পত্র সম্পাদক বিববাহিরের প্রতি দয়াস্বীকৃত হইয়া উল্লিখিত ছাত্রজন বিচারপতির মতে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা অনুমোদন করুন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদিগের দুঃখ এই যে তাঁহারা যোগ্য স্বামে দয়াপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। ব্যক্তিকার্যনী দ্বারা পাত্র নয়। যে ব্যক্তি দাতার ধনে প্রতিপালিত হয়, সে যদি তাহার আশ্রয় করে, তাহার উপরে কি কখন দয়া আছে? তাহার উপরে দয়া করিবার কোন কারণও দেখা যায় না। সে ধনচ্যুত হইলে কি প্রকারে তাহার প্রোক্ষাদান সংস্থান হইবে এ চিন্তা থাকিলেও এক দিন ব্যক্তিকার্যনী প্রতি করণার উদয় সম্ভাবনা থাকিত কিন্তু যখন সে স্বার্থে ভাগ করিয়া অন্যকে আশ্রয় করিল, তখন তাহার ভরণপোষণের ভাবনা কি? আর যদিই তাহার বাস্তবিক কষ্ট হয়, শাস্ত্রমত উদ্বেদ করিয়া তাহাকে আশ্রয়ান বোন

ক্রম সঙ্গত হয় না। আমাদিগের সহ-
যোগী গভর্ণমেন্ট বিধবানিগের প্রতি উপ-
জীবের যে অশঙ্ক্য করিয়াছেন, তাহা
অস্বীকার কর। কেহ কি সহজে স্বপরি-
বারের দুর্নাম ঘোষণা করে? যদি বল
দুর্নামোক্ত প্রবণ হইলে শিক বিদিক জ্ঞান
থাকে না, দুঃখাদি তখন না করিতে
পারে, এমন কথ্য নাই। তাহার উত্তর
এই, আজ কালি কি কেহ কাহার মিথ্যা
প্রাণি করিয়া গরি পাইতে পারে? হুই
এক জনের দণ্ড হইলেই সকলকে মৌনাবল-
ম্বন করিতে হইবে সম্ভব নাই।

—০১০—

ভারতবর্ষের ভূমি উপরে স্তম্ভ
কর হইয়া উঠে কি না?

সেইজন মর চারলস ট্রিবিয়ান
রাজস্ব কমিটির নিবটে করিয়াছেন,
ভারতবর্ষের ভূমির রাজস্বের দিন দিন
দ্রুত বৃদ্ধি ও পরিবর্তন হইয়া থাকিতে
চিৎরাণ এক রূপ থাকে, তাহা করা
কঠিন। কেবল এক চারলস ট্রিবিয়ান-
নের নয় ভারতবর্ষের অসংখ্য বহুজ
ব্যক্তিমানের এই মত। এদেশের
লোকের ভূমির উপরে বৈজ্ঞানিক মাত্রা, অন্য
কোন দেশের লোকের একরূপ নয়।
তাহার কারণ এই, অন্য অন্য দেশের
লোকেরা মাংসাশী, শস্যের উপরে তাহা
দিগের ভাবনা নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে
শস্যই এদেশের লোকের জীবনযতি।
ভূমি সেই শস্যের প্রসূত। এদেশের
অন্য অন্য দেশের লোকের মাত্র
বাঁধা জির নহেন। এতটুকু উদ-
নিগের ভূমির প্রতি অত্যধিক মায়া জন্ম
বার অপর কারণ। ভূমিই ইহাদিগের
ধন। বন্দনোঁ বাহ্যে ধান্য থাকে, যে
আশ্রয়তে ধনী জ্ঞান করিয়া থাকে।
অধিক দিন গারে বিদেশত ধনুর সহিত
মাথাই হইলে অন্য স্তম্ভস্ত জিজ্ঞাসার
মাত্র ধানের কুশল জিজ্ঞাসা করা হইয়া

থাকে। এতদ্বারাই ভূমির প্রতি এদে-
শের লোকের যে কেমন মায়া তাহার
পরিচয় হইতেছে। ঐ মায়া অপর
প্রমাণ এই, ইহারা পৌরুষপ্রমাণ
স্বর্ণরৌপ্য পরিভাগ করিতে পারেন,
তথাপি এক বিস্তৃত প্রমাণ ভূমি ভাগ
করিতে পারেন না। যে দেশে ভূমির
প্রতি এত মায়া সে দেশে ভূমির রাজ-
স্বের দিন দিন বৃদ্ধি করিলে লোকের যে
আত্যন্তিক মর্ষবেদনা উপস্থিত হুই, তাহা
বলা বাজ্জি। রথাকর বলিচা গবর্ণমেন্ট
ভূমির উপরে টাকার প্রতি হুই পরস
করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা-
তেই লোকের যে প্রকার অসন্তোষ জন্মি-
য়াছে, পাঁচ টাকা ইনকমট্যাক্সেও তত
হয় নাই। বোধ হয়, এই কারণেই পূর্ক-
কার সিন্ডিকেটের ভূমির করপ্রণের
একটা গীমা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া
ছিলেন। মজু বণেন, “পঞ্চাশস্তাগ
আধেরোজা পশুহিগায়োঃ। ধান্য-
নামউমোভাগঃ সন্তোদাদিশ এব বা।”
রাজা ধানের সন্ত অটম বা দ্বাদশ ভাগ
গ্রহণ করিবেন। ভূমির উৎকর্ষ অপর্য-
বিত্তনায় সন্ত অটম ও দ্বাদশভাগ
গ্রহণ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু সচরাচর
সন্তভাগ গ্রহণ করাই হইত। কানিধাস
“বস্তাহশবৃত্তেরপি ধর্ম এবঃ” এই বলিয়া
রাজাকে বস্তাহশবৃত্ত শব্দ দ্বারা নির্দেশ
করিয়াছেন। রাজা কেবল ধানের মাত্র
অন্য অন্য বিষয়েও বস্তাহশবৃত্তভাগী
ছিলেন। মজু কহিয়াছেন “আদনীতাপ
যজ্ঞভাগঃ জনানামমুগর্পিণ্যঃ। সন্তোদাধি-
রমানাঞ্চ পুণ্ড্রানুকলম্য চ। পত্রশাক
কুশাণ্ডাণ্ডবৈদল্য চ চরুণাং। যদান্যো
ভাণ্ডানাং সন্তোদাধিঃ সন্তোদাধিঃ। বাতা
কুম্ভাঃ সন্তোদাধিঃ সন্তোদাধিঃ। ইতি
যজ্ঞভাগে গ্রহণ করিবেন। ঐ মজুই
অসঙ্গত কর গ্রহণ করিয়া প্রজাপতিদের
নিবেদ করিয়াছেন “যথা কথেন

যুক্তো রাজা কর্তা চ কর্ণনাং। তথা-
বেদা নৃপোবাষ্ট্রে কণ্ঠায়ে সন্তোদ-
করান। যথাপ্পাপমদ্যাহাং বাধ্যো-
সন্তোদাধিঃ। তথাপ্পাপোঃ প্রহী
তথোরাষ্ট্রাং রাজাদিকঃ করঃ।”
রাজার কর্ণাদি কার্যের এবং কুম্ভবণিক্
প্রভৃতি কুশাদি কার্যের বৈজ্ঞানিক
ভাগী হন, সেইরূপে বিবেচনা করিয়া রাজা
রাজ্য কর কণ্ঠনা করিবেন। যেমন
জ্যোতিষবংশজমর রক্ত কীর মধুর অম্প
অম্প অম্প তখন করে, রাজা সেইরূপে
মূলের উদ্ভব না করিয়া রাজ্য হইতে
অম্প অম্প বাবিক কর গ্রহণ করিবেন।
এদেশের ভূমি হইতে গবর্ণমেন্টের
যে আয় হয়, তাহা সামান্য নয়। যে
গবর্ণমেন্টের রাজস্ব সূচী অতিশয় বল-
বতী, এ আয় তখন করিয়া মাত্র রাজার
মজুর অমির মাত্র তাহারও সূচী মন্দ
হইয়া যায়। অত্রতা ভূমির আর যেসামান্য
নয়, ইউরোপ বর্ত্তের প্রধান আয়গুলির
সহিত মিলাইয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট
প্রতীয়মান হয়। গ্রেট ব্রিটেন বাণিজ্য
প্রধান এদেশ। সেখানে ১৮৭২-৭৩ অব্দে
স্বাক্ষ ২০৩০০০০০ টাকা এবং আয়-
করিতে ২৩৩২০০০০ টাকা আয় হয়।
ফ্রান্সে ১৮৭২ অব্দে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত
কর ১৩৩৩০০০০ টাকা এবং অসা-
ক্ষাৎ কর ৩১৫৭২৮০০ টাকা, ট্যাক্স
প্রভৃতি ২২৯৩২৫০০ টাকা স্তম্ভ ও
লবণ ১৬১৭৭০০০ টাকা। জর্জি-
য়া ১৮৭২ অব্দে রাজকীয় ভূমির আয়
৯৫৮৭০০০০ এবং বনের আয় ১৩৯০০০০০
সমুদারে ২০৫২১০০০ টাকা। রাশিয়ার
১৮৭২ অব্দে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত কর ১৪৪৩
৭১৯৮০ অসাধ্যকর ৩১৭৫৮৮০৮০
টাকা। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ১৮৭১-৭২
অব্দের ভূমির রাজস্ব ২৭০১৭০০০
টাকা।
বেখানিকার ভূমির আর ইউরোপ

পত্রের প্রসার প্রদান প্রদেশের প্রদান প্রদান আয়ের তুল্য কক্ষা ও উচ্চ কক্ষা প্রাপ্ত হইবে, সেখানে ভূমির আয়ের আরও করিতে গেলে যে প্রজাপী ভূমির আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন কি? মনুষ্য-মুখ্য প্রজাপী করিয়া করগ্রহণের উপ-দেশ দিতে পারেন। যদি আর ভূমির উপরে কর দিতে গেলে সেট মূল্যের যে উৎপাদন হইবে, তাহাও অল্প মাত্র মনে হয় না। পূর্ণরূপে উৎপাদন মাত্র আর বৃদ্ধি করিবার যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে থাকে, ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও অনেক ভূমি পতিত আছে এবং অনেক ভূমি বন জঙ্গলে পূর্ণ করিয়া আছে, সেই সকলের উদ্ধার করিয়া আর বৃদ্ধিও চেষ্টা করুন তাহাতে কেবল ভূমি ঘটিত আর বৃদ্ধি নয়, বাণিজ্য ঘটিত আরও বৃদ্ধি হইবে এবং দেশেরও অপূর্ণ শ্রীলাভ হইবে।

কাহেল সাহেব ৬ নম্বর
সংবাদ উদ্ধৃত।

কাহেল সাহেবের যে প্রকার কার্য প্রণালী প্রস্তুত হইতেছে, তিনি যদি এদেশের সরকারী সম্পত্তি স্থানী রাজ্য হন, তাহা হইলেই উহার ফল দর্শনের কথঞ্চিৎ আশা থাকে। তিনি যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবিত নহে। এক প্রযুক্ত ভারত বর্ষের সরকারী মঙ্গল সাধন করেন, তাহার এই ইচ্ছা। কিন্তু এর এক দিনে উহা সম্পন্ন হইবার নয়। তাহার দুটি রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের নাম বঙ্গ-দেশের কোষায় কোন দ্রব্য আছে, কোন দ্রব্য দ্বারা দেশের বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে, কি নিমিত্ত তাহা হইতেছে না, এ সকলের অনুষ্ঠান কেউ চুরিতেছে। তাহার কতকগুলি কুসংস্কার আছে, কতকভাবে প্রচা-রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে লক্ষ্য

হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু পদার্থ সংক্রান্ত উন্নতি সাধন সম্বন্ধে তাহার কুসংস্কারের তাৎপর্য প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে না। এ বিষয়ে তাহার কৃত্যার্থতা লাভের সমধিক সম্ভাবনা আছে। এখন সময়ে কুণাইলে হয়। এদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের প্রবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে তাহার নবিশেষ যত্ন আছে। এদেশে যে উৎকৃষ্ট সেতুন প্রাকৃত কাঠ জমিতে পারে এবং এই সকল কাঠ উদ্দেশ্যের বাণিজ্য কাঠ অপেক্ষা শুল্ক হইতে পারে, তাহা তিনি সম্ভব করিয়াছেন। যাহাতে বাণিজ্য কাঠের চাহ অধিক হয়, সে বিষয়ে তিনি নবিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন। পাটের কমিশনারদিগের একখানি রিপোর্ট গত দুইবারের গেজেটে প্রকাশিত হই-রাছে। কমিশনারগণবারাসত, বাকুইপুং, ভূগলী, চুয়াডাঙ্গা ও যশোরের কমিশনার দর্শন করিয়াছেন, গত বৎসর যে পাট হয়, তাহার চতুর্থাংশ অবিক্রীত পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব কমিশনারগণ পাটের চাহের উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন কিনা তাহাও মনে হয়। কিন্তু একে একটা উপকার হইতেছে, কৃষক ও বণিক গণ সন্তুষ্ট হইবেন। এবার প্রয়োজনীয় পাট হওয়াতে অনেকের ক্ষতি ঘটা করিতে হইয়াছে।

গত সংবাদ গেজেটে অনুমমুখের চাহ সম্বন্ধে বেল্টনট পোর্টারের মত প্রকাশ হইয়াছে। তাহা হইলে তাহা নিতান্ত ফরিদপুর ও বালিয়া প্রভৃতি জায়গায় চাহা, ঢাকা, গঙ্গা কুনের কিয়দংশ ইত্যুপে প্রচুর হইবে। কাহেল সাহেব অনুমান করেন বিশিষ্ট উৎসাহ দান করিলে এই পুণ্য অধিক পরিমাণে জমিয়া উঠা একটা প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইবে। তাহার এ সকল বিষয়ে যখন যত্ন জমি-রাছে, তখন কতকগুলি আদর্শ ক্ষেত্র করা আবশ্যিক। কেবল গেজেটে প্রকাশ

প্রকাশ করিয়া ইতীহাস সত্তাবন নাই। তাহার আদর্শ ক্ষেত্র করিবার সাংস্কার আছে, তদনুসারে কার্য আরম্ভ করুন। এদেশের লোকেরা সহজে সংশয়ে আরোহণ করেন না। একমাত্র কণ দর্শনই ইচ্ছাধিগের উৎসাহের উদ্বোধক। এদেশীরাইগের আর সকল বিষয়েই আলোচনা ও উদ্যোগী অধিক। তাহা অপেক্ষা ইচ্ছাধিগের আর কোন কার্যে হস্ত হন না। লাভ প্রদর্শন দ্বারা কার্য প্রবর্তিত করিতে হয়। তাহা একটা দুর্ভাগ্য প্রদর্শিত হইতেছে। কালকাতার ব্রিটিশ ফোর্সের মধ্যে গীতরাখাতি। তাহার উত্তম ওলের চাহ হয়; কিন্তু গঙ্গা পুণ্য পাতের ক্রয়কেরা কখন এই প্রকার চাহের পরীক্ষা করিল না।

কাহেল সাহেব ৬ নম্বর

আজি কালি বাঙ্গালী চিকিৎসা চক্র প্রাণী করা ও বাঙ্গালী গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র দেখা এতিনেরই সমান দ্রব্য মতি-রাছে। বাণিজ্যের বিশেষ বিদ্যা নাই, ক্ষমতা নাই, অর্থগণের কোন উপায় নাই, তাহাও এই তিনটি বিষয় এক চেষ্টা করিয়া লইয়াছে। এই তিনটি বিষয় দ্বারা মনো আজি কালি গ্রন্থ গণ ও সমাচার পত্র প্রদর্শন কাহীজের কিছু অ-ধিক প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে। বা-হার কোথা কিছু না জুটিল, তিন গ্রন্থ ও সংবাদপত্র লিখিতে বসিয়া গেলেন। এমন উদ্ভব ব্যবসায় আর নাই। কিছু কাগজ ছাপার খরচ সংগ্রহ করিতে পারিলে হইল। ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহা নিবন্ধে দেখিয়া ব-দিত হয় না। তাহা এই সকল গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাহা দিগে প্রমাণিত হইবে। তাহা নিবন্ধে দেখিয়া ব-দিত হয় না। তাহা এই সকল গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাহা দিগে প্রমাণিত হইবে। তাহা নিবন্ধে দেখিয়া ব-দিত হয় না। তাহা এই সকল গ্রন্থ ও সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাহা দিগে প্রমাণিত হইবে।

অন্যত্র কোম গ্রন্থ বা সংবাদ পত্র তাঁরা
দিয়ে মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। অধিক
কুমিল্লা করিয়া এবং আমরা সন্তান
পাঠকগণের সময় নষ্ট করিতে চাই।
এখন আমাদের বক্তব্যটি ব্যক্ত
করিয়া বলি। যে দিন আমাদের
হস্তে এক খানি নূতন গ্রন্থ বা সমাচার
পত্র উপস্থিত না হয়, সে দিন মিথ্যা।
কিন্তু আমরা যখন সেই গ্রন্থ বা
সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসি তখন
আমাদের অন্তঃকরণে বিজাতীয়
কোভে উদয় হয়। এই কথা মনে
হয়, বাঙ্গলা ভাষার কণাল কি মন্দ,
যাংমিগের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই,
তাঁরাই লেখক হইয়াছে। বাঙ্গলা
ভাষা বিকৃত। সংস্কৃত, একথা
বলিলে বোধ হয় অস্বাভাবিক হয় না।
অতএব সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে বা-
ঙ্গলা গ্রন্থ বা সমাচার পত্র গ্রহণ
সুপ্রভাৱে সম্পন্ন হইবে উহা কোন
ক্রমেই সম্ভব নহে। কিন্তু চমৎকার
এক, যে সকল ব্যক্তি এখন সংস্কৃতের
অপেক্ষা লন নাই, তাঁরাই আর যাঁ-
ঙ্গলা লেখক হইয়াছেন। লেখকদের
কতগুলি ইংরাজী ও বাংলা প্রবেশ
করিয়াছেন। তাঁরাই সংস্কৃত জ্ঞান
না থাকতে আর একটা মারাত্মক দোষ
যুটিয়াছে। ভাষাটি ক্রমে ইংরাজী হইয়া
উঠিতেছে। এখন আমরা কয়েকটা উদা-
হরণ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি,
সন্তান পাঠকগণ ক্রিষ্ট হইয়া অবলম্বন
করিয়া গ্রহণ করুন। একজন ইংরাজী
ও বাংলা কাহেল সাহেবের বিষয়ে লিখিয়া
ছেন “রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট
জ্ঞানী, তিনি আমাদের চক্ষের সম্মুখে
সর্বদা শতদল কর্তার ক্ষমতা রাখিতে
চাহেন, সকল বিষয়ে তিনি নিজের ইচ্ছা
এবল করিতে চাহেন। কিন্তু আমরা বুঝি-
য়া দিলে তিনি জম সংশোধন করিতে

পারেন, আমরা তাঁহার প্রমাণ পাই-
য়াছি ইত্যাদি।” আমরা যাঁহার লেখা
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইনি ১২ বৎসরে-
রও অধিক কাল সংবাদ পত্রে লিখিত-
ছেন, তথাপি ইহার এই লেখার ছটা।
ইনি সংস্কৃত জানেন না, কখন সংস্কৃত
গ্রন্থ সম্পর্ক করেন নাই, কিন্তু ইংরাজীতে
বিলক্ষণ সুদপ্ত। এই কারণেই প্রায়
লিখন পারিপাটী হইয়াছে। আর এক-
জন ইংরাজী ও বাংলা সমাচারপত্র সম্পা-
দক লিখিয়াছেন “এদেশীয়েরা অস্বাভা-
বিক হুতাকে গ্লানিহুতক মনে করেন
এবং আত্মীয় স্বজনের হুতু লইয়া
আন্দোলন করিতে মনে ভারি বেদনা
পান। সুতরাং এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছা
করিয়া তাঁহাদের বহুবাক্যের অপহুত
প্রকাশ করিবেন না ইত্যাদি।”

এখন এক খানি নূতন গ্রন্থ হইতে
কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দি পাঠকগণ গ্রহণ
করুন। গ্রন্থকার একটা সমুদয় উদ্ধৃত
করিয়া তাহার এই বাখ্য্য করিয়াছেন
“যথোক্তান্যপি কথ্যপি পরিহার্য্যিছো-
ত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে সমেচ স্যাৎ বেদা-
ভ্যাসে চ যত্ববান। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কথ্য
তাৎকালে পরিত্যাগ করিয়া ও আত্মো-
পাসনাতে এবং প্রাপ্য উপনিষদাদি
বেদান্তালে উত্তম জ্ঞান যত্ন করিবেন।

এখন পাঠকগণ কিরূপে চিন্তা
করুন এরাগ প্রতীকারের উদয় কি?
এই সকল ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষার অনিষ্ট
করিয়া বাঙ্গলাদেশের বার পর নাই
অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, অতএব উহার
রাজদ্বারে দণ্ডনীয় মন্দে নাই। উহার
যে প্রকার অপরাধী, গিলডিনও হইলেই
উচিত হয়। কিন্তু আমরা যে দেশের অস্থ-
রোধ করি না। তাহা হইলে একটা ভাল
দল গড়িয়া দাও। যাঁহার সুরক্ষা
কুটাইয়া কথঞ্চিৎ অস্থ করিয়া পাইতে-
ছেন, তাঁহারা মাথা পড়িবেন। বিশেষতঃ

ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুগ্রহে আমাদি-
গের এ সকল বিষয়ে যে সুতর স্বাধীনতা
লাভ হইয়াছে, তাহার ব্যাঘাত জন্মিবে।
পাঠকগণই একটা উপায় চিন্তা করুন।

গোপালপুরের ডাকঘর।

সোমপ্রকাশ হইতে এই ডাকঘরটির
জন্মলাভ হয়। সোমপ্রকাশের সহিত ইহার
যনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সোমপ্রকাশের শুভাশুভ
চিন্তার ন্যায় ইহারও শুভাশুভ আমাদি-
গের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমরা
বর্তমান ববে ইহার আরও বৃদ্ধি দর্শ-
ন করিয়া একান্ত আশীষ লাভ করিলাম,
পাঠকগণও উহার অংশভাগী হউন। এ
বৎসর এই ডাকঘরে গড়ে ২১৪০ টাকা
মাসিক আর এবং ৫৫০০ টাকা মাসিক
বার ও ১৫৯ টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে।
গড়ে প্রতি মাসে যত চিঠি ও সমা-
চার পত্রাদি আমদানী ও রপ্তানী
হইয়াছে নিয়ে তাহার একটা হিসাব
দেওয়া গেল। আমদানী টিকিট দেওয়া
চিঠি ৫১০, বেয়ারিং ৩৫০, সারভিল পত্র
১১০, রেজিষ্টার ১০০, সংবাদ পত্র ৭৫
বহি ও অন্য অন্য কাগজ পত্র ১১
ইত্যাদি। রপ্তানী টিকিট দেওয়া চিঠি
৩৩০, বেয়ারিং ৪৯০, সারভিল ১৭৫
রেজিষ্টার ৬৫, সংবাদ পত্র ১৮০০
ইত্যাদি।

আমরা এই ডাকঘরটির আমদানী
ও রপ্তানী চিঠি পত্রাদি ও তদুলক
আর ব্যয় দর্শন করিয়া যেমন সন্তোষ-
লাভ করিলাম, তেমনি একটা বিষয়ে
অসন্তুষ্ট হইলাম। এখানকার ডেপুটি
পোষ্ট মাষ্টারের বেতন অতি সামান্য
১৫ টাকা মাত্র। এখানে বেতন আর
হইতেছে এখানকার ডেপুটি পোষ্ট
মাষ্টারের অস্থতঃ ২৫ টাকা বেতন
৩৩০০ টি। এখন যিনি উক্ত পদে
আছেন ইনি সমুদয় বিষয়ের স্থান-
না-

এবার ৩০০ হুজুমেট লিবিং সার্ভিস গণীকার্ণির মধ্যে ৩১ জন গণীকার্ণি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ২৯ প্রথম ও ৩০ জন দ্বিতীয় সৈন্যে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ইউনাইটেড স্টেটের ম্যায় ইংলণ্ডেও অল্পবয়স্ক সশস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অল্পেরা এ বিষয়ে শিক্ষা করিতে এবং শিক্ষা দিতে চক্ষুস্থান ব্যক্তিগণের তুল্যত্ব হইতে পারে সম্ভব নাই। এক, জি কংগ্রেস সংঘের সশস্ত্রের মর্দালি বিদ্যালয় সমুদয়ের ডাইরেক্টর হইয়াছেন। কংগ্রেস-সাধারণতঃ উক্ত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণ কিও কাজ?

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সর ডিচাড টেম্পল নিম্নলিখিত হাইবার পুর্বে মেণ্ডাল হইয়া বাইবেল ১ অর্জনকর্তৃত্বকে রাজ্য বিদ্যে কিছু উপদেশ দিবার জন্য মেণ্ডালে হাওয়া হইতেছে না কি?

আমেরিকায় একটা লিম্পিফিয়ার দ্বাপনের প্রস্তাব হইতেছে। এ নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা মূলদন সংগ্রহ আবশ্যিক। সকলে অনুমান করিতেছেন, ওইসময় এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবেন। এক্ষণে ওইসময়ের দুইজন মন্ত্রী হইয়াছেন বোধ হয় এ অনুমান বিফল হইবে না।

অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে প্রাচুর্য্যকি ন্যস্ত হইলে কিরূপ অনিষ্ট ঘটে সেবিন কলুটোলা পানার বারোদা হারা তাঁহা সপ্রমাণ হইয়াছে। বারোদা বার শিবচন্দ্র আটকে জিজ্ঞাসা করেন “তোমকোঁ হারি? তিনি “আরমি হারি” এই উত্তর দেন, এই তাঁহার অপরূপ। বারোদা সাহেবের ইহা সহ্য হইবে কেন, তিনি তৎক্ষণাতঃ যথা গরম হইয়া গালা গালি দেন এবং তাঁহার অসম্মাননা করেন। ইহার ২০০ টাকা জরিমানা এবং পরচুক্তি দণ্ড হইয়াছে।

৩১ ই টেম্পার মঙ্গলবার।

জাপান গবর্নমেন্ট বিদেশীরাগিরের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য কয়েকটি বন্দর খুলিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইর গবর্নর সর পি ও ডব্লিউস অনার অনুকরণীয় একটা কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার সহাবলে

যে যখন যে ব্যয় হইবে তিনি বলিয়া ছেন, সে ব্যয় গবর্নমেন্টকে দিতে হইবে না, তিনি নিজে বিবেন। এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য শাসন কর্তৃগণের একান্ত অনুকরণীয়। ইহাদিগের ভোগ ভুজা চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা শাসনিক মুখের জন্য যে টাকা ব্যয় হয় তাঁহা তাঁহাদিগের নিজের দেওয়াই কর্তব্য। নিজে নিজে ব্যয় দিলে গবর্নমেন্টের প্রতি এতদূর তত আপত্তি থাকে না।

গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন, লুসিট হুকের জন্য যে মেডাল করা হইয়াছে উক্ত হুকে যত পুঁলব কর্ভারী গিরাছিল উহা-নিগকে তাহা দেওয়া হইবে।

গত কেজরারি মাসে পঞ্জাবে ২০৮১ পোকের হুত্ব হইয়াছে। ১৮২৭ বসন্তে এবং ১২১২ জনের জ্বরে হুত্ব হয়। বাঙ্গলাদেশে বসন্তের এত প্রাদুর্ভাব নাই বটে কিন্তু ওলা উঠা প্রভৃতি অন্যান্য রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

গত ১০ ই এপ্রেল কানপুর হইতে লক্ষ্মীতে যে মালগাড়ি বাইতেছিল উমাও টেননে উপনীত হইবার পুর্বে উক্ত হুই থানি গাড়ি সমুদার অব্যাহতির সহিত পুড়িয়া যায়। ঐ গাড়িতে উচ্চতর বিলাতি কাপড় ও কাশ্মীরী শালই অধিক ছিল। বারগেল ভারি গেল। লঙ্কো পুড়িয়া না য'ত এই সকল জব্য রাখিবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির সেই রূপ গাড়ি প্রস্তুত করাই কর্তব্য।

গত সংক্রান্তি দিবসে বানীর হরিদ্রিত প্রবাহিনী সভার প্রথম সাধারণিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

কল্যাণপুর হু টা ২০ মিনিটের সময় লর্ড মর্ফ্রক অরবরল দিল বোরিওর সম-ভিন্যাহারে কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত যাত্রা করেন। তাঁহার গমনকালে এদেশীয় কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্নমেন্ট হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা রমনার ঠাকুর সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ মর্ফ্রকের সহিত কথোপকথন করেন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে টাকের কথা উল্লেখ

করা হয়। মর্ফ্রক তাঁহাবিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, এক্ষণে তিনি টাক সঞ্চয়ে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, কত দূর তাহার অনুসরণ করিতে পারিবেন বৎসরের শেষ না হইলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। লর্ড মর্ফ্রককে বোধহয় অন্য ভাবভা ও কলিকাতা সৈন্য লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। টা হারা লর্ড মর্ফ্রকের প্রজা বাৎসল্যেরই পরিচয় হইতেছে।

৩২ ই টেম্পার বুধবার।

২৪ পরগণার হুজুমেট জজ বার কলসামস হুখোপাদায় শেখানের জন্য আবেদন করিয়াছেন। বার ডজেন্সহুয়ার শীল তাঁহার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

গত ৮ ই এপ্রেল আলাকাবাব হাইদ্রুলে সর উইলিয়াম মিতর এলাকাবের যে সকল ইংরাজী উচ্চ সংস্কৃত পারসী বিদ্যালয়ে গবর্নমেন্ট সাহায্য নাই, সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে অল্পমান করিয়া সামান্য পরীক্ষা করিয়া শিক্ষকসংগে ১৫০ এবং ছাত্রদিগকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেন। ছাত্র সংখ্যা ৫০০ হইয়াছিল। পরীক্ষিত ছাত্রের মধ্যে ৫০ টাকি পারিতোষিক বিতৃত সাহায্য হইয়াছে।

গত পূর্ব শনিবার প্রাতে এলাকাবাব জেলখানার দিকটে একজন মুসলমানের কান্দী হইয়াছে। এ ব্যক্তি একটা খলককে হত্যা করিয়াছিল।

কেশব বাবুর জীলখালে বিদ্যালয়ের একটা ছাত্রীকে বিজয়নন্দ্রায়ের রাজা মালিক ৮ টাকা ছাত্রীত্ব প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল বারগণীতে বসন্ত ও ওলাউঠার অন্ত্য প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমফালের একখানি সংবাদ পত্রের একজন সংবাদবাত্তা একটা দুইজন বিদ্যমতদ্বার বিদ্য লিখিয়াছেন তিনি বলেন, দেবগুনের অন্তর্গত খামিলি পুন্ডের শিক্ষক তাঁহার কতকগুলি ছাত্রের নামে এই বলিয়া মাজিটেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে তাহারা তাঁহাকে ভয় করিতে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছে

বোধ হয় এই শিক্ষকসকল আশাশ্রিতের ক'লে স'হস্রের পাঠশালার শিক্ষকদিগের মতোই হইবেন।

৬ ই টীশাখ শুক্লাবর্তিবার।

১২ টি এপ্রেল রেক্সন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তৎকালীন রাজদ্রুত তথ্য উপনীত হইয়াছে, কিন্তু তিনি ইংলণ্ড ও কলিকাতার যেরূপ সমান গ'ণ্ড হইয়াছেন, তত্বতা প্রদানতম কবিশমর উৎসাহক সেট-কণ সন্ধানসংকারে অত্যাধনা করিতে অসম্মত হওয়াতে তিনি জাগাজ হইতে দীর্ঘে অবতীর্ণ হন নাই। বোধ হয় দ্রুত জ্ঞানের না' যে আশাশ্রিতের প্রাপ্তকথেরা যখন অর্পণে থাকেন তখন তাঁহারা আপ-মানিককে বিটোরিয়া অপেক্ষা বড় জ্ঞান করেন।

অযোধ্যার অন্তর্গত জিহের রাজা ইণ্ডিয়ান রিকরম এসোসিয়েশন সভার ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হই-লাম, বেঙ্গলি ন্যাসনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ-গণ স্থির করিয়াছেন, এক্ষণে কিছু সমাজ হইতে প্রীলোক অভিনেতা পাওয়া যায় না বলিয়া বেশাবিগকে এই কার্যে নিযুক্ত করিবেন। কেও অব ইণ্ডিয়া মধ্যস্থ বলি-য়াছেন, তাহা হইলে বাকালী নাটক হইতে যে কিছু উন্নতর আশা ছিল সে সমু-দাহের লোপ হইয়া মানাকণ বিষময় কল উৎপাদিত হইবে। আমরা জ্ঞানি অধ্যক্ষগণ সকলেই শিক্ষিত, কিন্তু তাঁহাদিগের এই সংকল্প দর্শনে আশাশ্রিতের আর তাঁহাদি-গকে শিক্ষিত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

বোম্বাই হাইকোর্টের একজন দেশীয় উকীল বিএনার প্রদর্শনে বাটতেছেন। আশাশ্রিতের কলিকাতার কি প্রদর্শনে পাঠাইবার যোগ্য কোন উকীল নাই?

গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন ১৮৭৪ সালে বাঙ্গালার ৪৫০০০ শিশুক অধিক্ষেতের অধিক বিস্তার করবেন না। ইহার অধিক যদি অতিক্রম আছে উহা ১৮৭৫ অব্দের জুলাই মাসের মধ্যে হইবে। ইহার মধ্যেই অধিক্ষেতের দ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগে ৪৭ টী মাত্র উচ্চাভিমানের পদ আছে, ইহার সর্ব প্রথম পদের বেতন ১২৫০ টাকা মাত্র।

১৭ জুনিয়রমেন্ট সরকার মিরর পজে নিগিরাছেন, আর সকল ডিপেন্ডারিতে রাজিকালে প্রচুর পরিমাণে মর পাওয়া যায়। জুনিয়র বড় অধ্যক্ষ বলেন নাই, অনেক ডিপেন্ডারি বিশেষতঃ কলিকাতার ডিপেন্ডারিগুলিকে মদের দোকান বলিলে গোপন করিয়া দিয়া যায় না। তিনি বলেন, ডিপেন্ডারি অধ্যক্ষগণের সংখ্যার আছে, ঐসদার্থনা হইলেও তাঁহারা বিনা লাই-সেন্সে ও আউট পাসান্ত হুয়া বিস্তার করিতে পারেন। গবর্নমেন্টের এই আনন্ট নিহারণার্থ অবিলম্বে একটা আইন করা কর্তব্য। আইনটা একটা হওয়া চাই যে কুটনাইন অথবা কিবর ফিক্সড বলিয়া টিকিট দিয়া হুয়া বিস্তার করিতে না পারে।

বর্ডম্যান, উডিবা, ঢাকা, টেগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে রবি-কার্যের বড়ই অনিষ্ট হইতেছে। আশাশ্রি-গের এককলেও বৃষ্টি হয় নাই। গ্রীষ্মের আতিশয্যানিবন্ধন লোকের দ্বার পর নাই কষ্ট হইয়াছে। গত বর্ষে রাত্তিমত বহী হয় নাই এখনও বৃষ্টি হইতেছে না, আশাশ্রিতের রাজ্যের ন্যায় অর্থাৎ কি অপের অনটন ঘটাইয়াছে।

৭ ই টীশাখ শুক্লাবর্তিবার।

জয়পুরের রাজা এই মাসের শেষে গিম লায় গমন করিবেন। আজিলে তিনি স্থির হইয়া আছেন আশ্রয়ের বিষয়। আমরা জ্ঞানিতাম বাঁহারা অনুকরণ করেন, তাঁহা-দিগের আবেশ অধিক।

গত ১০ ই এপ্রেল ম'জাজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দানার্থ গতর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সম্রাট বক্তৃতার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই দিবস মায়ামসংহে দুইবার ভূমিকম্প হয়।

দুবাভিনেট মটর সিভিল সার্জিসের যে ব্যবস পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, গত কলের কলিকাতা গেজেটে উহার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৪ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ

হইয়াছেন। ইহার মাসিক এক শত ও ত্রিশ টকা বেতনের কর্তৃক পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২৮ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৫১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। লেপ্টনন্ট গবর্নর মধ্যর দান কালে কিছু দুক্ক হত হইয়াছিলেন, বাহাদিগের মধ্যর কিছু কম ছিল তাঁহাদিগকেও উত্তীর্ণ করি-য়াছেন। অনেকে হাত পা ভাঙিয়া পরীক্ষা দিলেন বটে, কিন্তু আশাশ্রুত ফল সকলের ভাগো ঘটয়া উঠিল না। কায়েল বাঁহেব বলিয়াছেন, বাহারা অধিক বেতনের কর্তৃক পাইবার জন্য পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে পান এত কর্তৃক নাই। তাহাদিগকে অল্প বেতনের কর্তৃক গ্রহণ করিতে হইবে। গত ৮ মাসের মধ্যে যে সকল সব ডেপুটীকে নিযুক্ত করা হয় (উপরি উক্ত পরীক্ষা না নিলে ইহার কর্তৃত্ব হইবে এই নিয়ম করা হয়) উহা-দিগের মধ্যে একজন মাত্র পরীক্ষা উপ-স্থিত হইয়াছিলেন। কায়েল সাংহেব ইহা-দিগকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছেন। ইহার না পারেন মোড়া চাতিতে না পারেন নৌচা নৌড়ি করিতে এনিগে না পারিলেও কর্তৃক থাকে না। উভয় সঙ্কট হইয়াছে।

৫ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার ৩১০ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্বে সপ্তাহে একদশেক ৩০ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪১ জনের ওলাউঠার মৃত্যু হয়। পূর্বে এমন সময়ে কলিকাতার ওলাউঠার অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত।

মাস্ত্রাজ রেলওয়েতে মিডা বাইবার জন্য উৎকৃষ্ট গাড়ি সকল আসিয়াছে। এই গাড়িতে উঠিয়া বঙ্গদূর অভি সঙ্ঘে যাওয়া যায়। আশাশ্রিতের পূর্বে ভারতবর্ষের রেলওয়ে কোম্পানি এইরূপ গাড়ি আনয়ন কখন না, বিক্ষণ লাভ করিতে পারিবেন।

বিএনার জর্জন গেজেটে লেডি এলেন বরা নামে একটা জীৱ মৃত্যু লঘাণ লিখিত হইয়াছে। ইনি একজন সামান্য রমণী ছিলেন না। মরবার বিবাহ করিয়াছিলেন। অতঃপাশী পরলোক গমন করিলে অতি

হুজুৰ্গাৰ আৱশ্যকীয় নৈক আবহুল নামক এক ব্যক্তিকে তথেনীয়া সীতানুসংগে বিবাহ করেন। ইহাৰ বিবাহ কৰিতে কোন আতিথি এয়া থাকিল না। ইংলণ্ডে এক গুণ কত-গুলি সাক্ষী আছে।

সম্প্রতি শালমাৰ গেজেটে পৃথিবীৰ গবৰ্ণমেণ্ট সমূহৰ গণের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, যে সংখ্যা গুলি বেওয়া হইতেছে। উহা কোটিগুণে গণ্য হইবে।

ইংলণ্ড ৭২০, ফ্রান্স ৩১০ কনীয় ৩৫৫, অষ্ট্রিয়া ৩০৬, স্পেন ২৬১, তুৰ্ক ১২৪, হলণ্ড ৮০ পোৰ্টুগালে ৬৪ বেলজিয়ম ২৭, গ্রীস ১৮, রোমেনিও ১০, ডেনমার্ক ১২, জৰ্জিয়া ১৭০, ইউনাইটেড ষ্টেটস ২২০ আমেরিকাৰ অন্যান্য দেশ ১০২, আফ্রিকা ৩৯, ভাৰতবৰ্ষ ১০৮ জাপান ২৭ কক্টেলিও ৩৮। সমুদায় গণ সংখ্যা ৪ হাজাৰ কোটিৰ উপৰ হইবে।

বিদ্যালয়িত যুগো গবৰ্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪ টাকা	১০২৮—১০২৮/০
৪ " কোং	১০২৮—১০২৮/০
৪৪ " "	১০৬—১০৬১০
৪৪ " "	১০৬—১০৬১০
৪৪ " "	১০৬৪—১০৬৪/০
৪৪ " "	১১০৪—১১০৪/০

৮ ই টৈশাখ শনিবার।

মক্কাবাসী অগ্ৰাধ ২ ঘটিকার সময় লাভ নৰ্বজ্জকের বিশেষ ট্ৰেণ আলাহাবাদে উপনীত হয়। পর উইনিয়ম বিউরের সহিত একত্ৰ যত্ন সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় অস্থায়ী অগ্ৰাধা করিয়াছিলেন।

কমিশনার সেক্সপিয়র সাহেবের অত্যাধিকার ৭৪৭৬ টাকা উত্তরণে। বারানসীয়া রাজ্য প্রত্যাহ করিয়াছেন, তিনি ইতিপূর্বে বরিশাহজাদিগের পাঠের জন্য যে ৬ হাজাৰ সৰ্বস্ব টাকা বেন সেই টাকা এই কণ্ডে যোগ করা হয়। এটি উত্তম প্রত্যাহই হইয়াছে। এই রূপ পূৰ্ণগাৰ্ণি টিহুই অধিকতাল স্থায়ী হয়।

২৬ ই এপ্রেল এনীয়ার সমুদ্র উইলি হম জাহাৰ প্রধান সেমাগতি মলটিকি ও প্রধান যন্ত্ৰী বিসন। সন্টপ্ৰিটসবৰ্গে গমন

করিবেন। উহাদিগের এ গমনের উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন এশিয়া কন্টিনেণ্টেৰ তথ্যাবলি অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া কনীয়ার সহিত যুক্ততা করিতেছেন কনীয়ার মধ্য আসিয়ার জয় লইয়া ব্যস্ত এজন্য এশীয়ার সহিত ইমজী বন্ধনে যত্নবান হইয়াছেন।

উপনগরের মিউনিসিপালিটির কর্তৃক সিগের কর্ণালকতা বেধিয়া আমরা আফ্রা-দিত হইলাম, গড়পায়ে ওলাউঠা হইয়াছে এই সংবাদ পাঠিবামাত্র উহারা চতুর্দিকের নদীয়া পরিষ্কার পাচা পুষ্করিণীর সংস্কার চূৰ্ণজ্বল তুলিয়া ফেলা ইত্যাদি কার্য্য করিতে পীড়া এক ব্যতীৰে অতর্কিত হইয়াছে। এম পরিষ্কৃত থাকিলে ওলাউঠার যে শান্তি হয় ইহা তাহার দৃষ্টান্ত।

ইউরোপীয় সন্যাস।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল—ডবলিউ এনসলি এবং ট. জি. বার্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় ভাটিকোটের জজ হইয়াছেন বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হই-
তেছে।

গত শনিবার কাস জৰ্জবিকে আর ১০ মিলিয়ন দণ্ড দিয়াছেন।

মড্ৰিড ১১ ই এপ্রেল—বাসিলোনায়া মাদকোম গোলমোগ নষ্ট। গিৰ্জাগুলি পুনরায় গোলা চড়িতেছে। কালিষ্টবা পয়সখী মগর লেমন কবে, কিন্তু শতপথে শলাঘন করতে উহা নগের ৩০০ লোক হতাহত হইয়াছে।

ক্যাম্বোডিয়াতে একজন চুফন কাম্বোডিয়ান নিহত হইয়াছেন। ইনি শান্তি স্থাপনাবলি শেষে চেষ্টা পাঠাইয়াছেন।

সানসালে দেয়া চক্ৰে সংবাদ আসিয়াছে যে ১২ ই এপ্রেল ২০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই এপ্রেল—সান্ডটোন কাণ্ডি-নিগের চাহার বিঘায়ে যেরূপ ভাব লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে সংবাদ প্রত্যাশিত হইয়াছে যে, যেরূপে করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল—সর ১০০ কিলো ২৪ ই এপ্রেল বোম্বাইতে উপনীত হইয়াছেন। রোম হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে এখানে অশান্তি হইয়াছে।

এডেন ১০ ই এপ্রেল—১০০ কিলো ৬ ই এপ্রেল মাঝেমাঝে ১০০ কিলো

এডেন মক্কা যাত্রা করেন। ১২ ই এপ্রেল তথায় উপনীত হন।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল—কলিন ৩ কিলোমিটার হোনার কারাগোলা হইতে লণ্ডন কান্ডাচে।

লণ্ডন ১১ ই এপ্রেল—ইংলণ্ডের বাক্সের ডিক্টেটের হার সমান তাহাই প্রত্যাশিত।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল টৈশাখ। কান্ডাচে হইতে যে মেইল ২১ ই এপ্রেল ২৪ ই এপ্রেল হইতে ২৪ ই এপ্রেল যাত্রা করিয়াছেন। অন্য প্রত্যেকালে উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই এপ্রেল। অটিন ৩০০০০০০০০ নামক যে বই বাস্তব ইংলণ্ডে ১০০০০০০০০ জাল করিয়া টাকার উদাহরণ দিয়া হইয়াছে।

সেন্টপিটসবিগ ১৪ ই এপ্রেল। শব্দেতে গহ ববাহ আরম্ভ হইয়াছে। শব্দ উহার প্রধান মন্ত্ৰীকে কন্যায় দিয়াছেন, জাহাৰ পিতৃব্য ও অন্যান্য সমুদায় ব্যক্তকে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং গবৰ্ণমেণ্ট সেনাধিপতি মক্কা কন্যায় বন্দী দশকে প্রেরণ করিয়াছেন।

গবৰ্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবৰ্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই এপ্রেল। আদ্যামের সহকারী কমিশনার কাম্বোডিয়া, বি. মিচেল সাহেব কমিশনে প্রতিপন্ন।

মগ্গাখালির প্রথম জেবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চক্ৰ-মাজেখট ও ডেপুটী কালেক্টর জিগুজ এন. জে. মিউরের সাহেব পৌজনাচী আইনের ৪৪ শর্তা অনুসারে ক্ষমতা পাঠিলেন। যে কাম্বোডিয়া চক্ৰে ডিক্টিট মাজিষ্ট্রেটের অনুপস্থিত কালে তিনি এই ক্ষমতায় কার্য্য করবেন।

জিগুজ বাস্তব মগ্গাখালির বাস্তব ডিক্টিট জিগুজ কমিটির একজন সভ্য হইলেন।

১০ ই এপ্রেল। মহম্মদ সাহেব ডিক্টিট ইজিয়ার ১৮৭১ অধিদে ১০ আইনের ৪১ শর্তা অনুসারে উক্ত জেবীর তথ্যের কমিটির একজন অতিরিক্ত সভ্য হইলেন।

১২ ই এপ্রেল। জিগুজ জে. গোগান সাহেব কলিকতায় দিনের জন্য বীরভূমের জেবীর ডিক্টিট ও কাম্বোডিয়া হইলেন।

১৪ ই এপ্রেল। জিগুজ জে. কাম্বোডিয়া

এখন কেবল হিন্দু স্থানে ও হিন্দু সমাজের মধ্যে বহু রাখিলে কাজ হইবে না, দেশবাসীর ন্যায় ইংরাজ সমাজে পেন্টুলন্ ও হিন্দুসমাজে পট্ট বস্ত্র পরিধান হইই চাই। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতিধর্ম উপবীত সহ উপনয় ও ধর্মভাষা অবলম্বন করিয়া সভ্য পৃথিবীতে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন বলিতে পারি না, কেদার বাবুর দ্বারা মূলতামের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৩। লাহোর জাতিসমাজের সম্পাদক জীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিংহ সেদিন আসিয়াছিলেন। একদিন সীতানাথ ঘোষের বাড়ীতে স্মরণোপাসনা হইয়াছিল, সীতানাথ ঘোষ প্রকাশ্যরূপে উপস্থিত বঙ্গীর জাতিধর্ম নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঘোষ হইলে সন্তোষ দর্শকগণের হৃদয় কতকিঞ্চি আত্ম হইয়াছিল। সীতানাথ ঘোষের নবজন্মের জন্ম ও বিশেষ প্রার্থনা করা হইয়াছিল।

৪। গত ছোলির সময় অজয় বেন্দ্রীয় দেশের কয়েকজন ঈসানোর সহিত ছাউনীর কোতোয়াল ও পুলিশের আর কএক জনের সহিত বিবাদ ও দাঙ্গা হইয়াছিল। ঈসানাদাক সাহেব কোতোয়ালের নামে ক্যান্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করিতে তাহার এক মাসের কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। অনিলাম ইহাতে কোতোয়ালের তত্ত্ব দোষ ছিল না, তবে ছাউনীতে ঈসানাদাকের উপর আটনের প্রভাব বড় লাগে না। এই জন্যই কোতোয়াল বড় প্রাপ্ত হইল।

৫। যে হত্যাকারী কান্দীরি পাণ্ডের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছিল কএকদিন হইল তাহার কারাবাস হইয়াছে।

৬। এখানকার কমিসনর ও ডেপুটি কমিসনর উভয়েই চুটী লইয়া বিলাতে চলিলেন। তাঁহাদের গৃহে হুতন লোক আসিয়াছে।

৭। টেটরেলওরের জন্য পূর্বে ভারত-বর্ষীয় ও গজাব রেলওয়ে অপেক্ষা সংকীর্ণ রাস্তা প্রস্তুত হইবার-দ্রুত হইয়াছিল এবং সেইরূপ প্রস্তুত হইতেছিল, সংপ্রতি তিনি-

লাম বিলাত হইতে ভারতবর্গে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ রাস্তা অন্যান্য রেলওয়ের ন্যায় বিস্তৃত হয়, ইহাতে খরচেরও বৃদ্ধি হইবে, একেবারে মতলব খাটি করিয়া কাজ করিলে অনর্থক খরচ বাড়ি না।

৮। এবার এখানকার মহরমটা ভাল করিয়া দেখিয়াছি। দেখিলাম অনেক তালি তাজিয়া (গঁএরা) হইয়াছিল এবং সমারোহ ও কম হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও হুদী নামে যে দুই সম্প্রদায় আছে এখানে তাহাদের বড় বিবাদ বিসম্বাদ দেখিলাম না। এ সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের সহিত এ উৎসবে মিশিয়া থাকে। মুসলমান সমাজে উপাসনার নিয়ম প্রভৃতি বেশ বেধা গেল, তবে ইহাদের মধ্যে শুদ্ধতা ও কঠোরতা অধিক রক্তাক্ত করিতেছে।

৯। কলিকাতা জাতিসমাজের অধ্যক্ষ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নবোপবীতধারী পুত্রের সহিত অদ্বৈতসংলগ্ন করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণতন কলিকাতার আটর ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্মালোচনা মতদূর পারেন উদ্দীপন করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডের সভ্যতা সম্পদ বেশীর লোকবিশেষের নিকট এতদূর চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা তাঁহার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। "পূর্ণতন মদ্য কি হুতন বোতলে শোভা পায়।"

প্রেরিত।

মান্যবর জীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সকলেই বলিয়া থাকেন, চিকিৎসা কার্যের ন্যায় গুরুতর কার্য আর নাই। কিন্তু আজ কালিকার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহার ন্যায় সহজ কার্য দ্বিতীয় নাই। লেখা পড়া না শিখিলে কেরানী হওয়া যায় না, কিন্তু যেন করিলেই অন্য রূপে একজন চিকিৎসক হওয়া যায়। বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় এটা একটা বেওয়ারিস ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি যুগ্ম-বর্ধপত্র লোক অর্থোপার্জনের কোন উপায় না পাইয়া শেষে এই ব্যবসায় আশ্রয়

করে, 'গবর্নমেন্ট এপিডেমিক নিদারগার' বহু চেটী পাইতেছেন; কিন্তু ইচ্ছাধিগের এক একজন এক একটা এপিডেমিকের তুল্য। এক এক এপিডেমিকে যত লোকের মৃত্যু হয়, এই বলের রক্ত মৃত্যু সংখ্যা তদপেক্ষা হ্রাস হইবে না। গবর্নমেন্ট জামাদিগকে এক সকল যমকিনারের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন না, এক্ষণে মেডিকেল কলেজের যে সকল উত্তীর্ণ ও উপযুক্ত ছাত্র নানা স্থানে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারা যদি অর্ধেকই চিকিৎসা ব্যবসায়ের এক মাজ লক্ষ্য বিবেচনা না করেন, এই বলের কতক প্রাদুর্ভাব কমিয়া যাইতে পারে নাই। যে কারণে আমরা মদ্য এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম তাহা এই—

চিকিৎসাপোতা নিবাসী জীযুক্ত বাবু অদ্বৈতলাল ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি উক্ত গ্রামে একটা উৎকৃষ্ট ঔষধালয় খুলিয়া চিকিৎসা কার্য করিয়াছেন। ইনি এই বৎসরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ইংরাজী প্রোগ্রাম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্যান্য সাধারণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সহিত ইহার একটু বিশেষ আছে। ইনি পরীক্ষা দিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন তাল পরীক্ষা দিয়াছেন বলিয়াই যে আমরা ইহার গণ্যবোধে প্রস্তুত হইতেছি। এতদূর নয়, ইহার চিকিৎসা উপপুণ্য অমায়িকতা ও সজ্ঞানতা প্রভৃতি গুণ গ্রাম মর্ম্মে আমরা একান্ত বিমোহিত হইয়াছি। এ অতুল্য লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অর্থিক পরিস্রাব করিয়া চিকিৎসা করান তাঁহাদিগের সাহায্য রক্ত নয়, এই কারণে অনেক বিদ্য চিকিৎসায়া অথবা হাতুড়িয়ার চিকিৎসার অকালে কাল আসে পতিত হয়। এতদর্শনে কলিকাতা হইয়া অমৃত বাবু এই নিয়ম করিয়াছেন, এক টাকার অধিক দশমী লইবেন না, এবং সঙ্গত মূল্যে ঔষধ দিবেন। শুদ্ধ এই নয় যে সকল ব্যক্তির অবস্থা নিত্যই মন্দ বিদ্য বিজ্ঞানে তাহাদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি ইনি সময়ে রোগী পাইলে প্রায়ই, অপরোক্ষ করিয়া বলেন। ইহার দাঁতুড়িও

রোগনিবারণ পটুতা দর্শনে বোধ হইতেছে ইনি পরিণামে একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার হইবেন। অল্প পয়সায় এবং কোন কোন স্থলে বিনা পয়সায় একজন ছুটি কিংবা লাভ অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। ইহার কাষা প্রণালী দর্শনে এই প্রাচীর-মণি হয়, পরপোকা'রই ইহার চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য, অর্ধোপার্জন অসুবিধিক যত। এক বোতল দুটির জলে চৌদ্দ আনা চার্জ করা, গঙ্গায় লইয়া যাইতেছে, ১০ মিনিট পরে ফুটাইলে, তাহাকে অর্ধ গণে ধরিয়া ঐযথ বিয়া পয়সা লওয়া অথবা ইচ্ছা করিয়া পসু হওয়া ইত্যাদি না করিয়া অন্যান্য চিকিৎসা করণ অমৃত বাবুর এই সমুদায়ের অনুসরণ করেন এই আশাধিগের ইচ্ছা। এক্ষণে অমৃত বাবু অনাত্ম না গিয়া এই স্থানে থাকিয়া সাধারণের উপকার সাধন করেন ইহাই আশীর্বাদ।

ত্রিঃ—

—০০—

সম্প্রতি গবর্নমেন্ট হইতে এই আদেশ হইয়াছে যে, চম্রকোণা হইতে বাটাল সবর ঘাট পর্যন্ত ঘাসীর রাস্তাটা পাকা করা হয়। এই রাস্তাটির দ্বারে ধরে ইট সাজান হইতেছে। ইট প্রস্তুত করিবার বার ও কউ গবর্নমেন্টকে ভোগ করিতে হইল না। বাটাল চম্রকোণার ৮ ক্রোশ দূরত্বের মধ্যে রাস্তাটিও দুানাবিক ২ ক্রোশ প্রস্থ। এতদূর রাস্তা পাকা করিতে অত ইট কোথা হইতে জুটিল, এ বিষয় জামিয়ার জন্য পাঠক মহাশয়দিগের কৌতুহল জাগ্রত থাকুক নাই।

বাটালের সর্বকোণে সম্বিধিত বড়বা নামে এক গ্রাম আছে। উণ পক্ষে রাজা সভাসিংহের রাজধানী ছিল। সেই সভাসিংহের বংশোদ্ভূত দুর্গ সাম্রাজ্য গবর্নমেন্টকে উক্ত রথ্যা নির্মাণে সাহায্যমান করিতেছে।

সভাসিংহের রাজ্য প্রাপ্তি বিদ্যে ইতিহাসে কোথা বিবরণ পাওয়া যায় না। কখনো তিনি সমুদ্র পাইয়াছেন

লেন, তাহা কেবল উপন্যাস যোগ্য চিত্রকল্প গল্পে পূর্ণ। এইরূপ জনশ্রুতি তিনি চেতনা ও সত্যতা পরিগণার প্রাপ্যপালী রাজ্য ছিলেন। ১১০০ সালে উৎকলের আক গান সম্রাট বহিন বীর সঙ্গে মিলিয়া তিনি সর্বসাম্রাজ্যিক পরিভ্রম করিয়া তাঁহার পরমা চক্করী কন্যাকে আশ্রয় করেন। রাজকন্যার তামিল অণমান অসহ্য জ্ঞান করিয়া চুরিচিহ্নিতা সভাসিংহের প্রাণবধ করেন এবং শেষে আপনিও সেই চুরিকার দ্বারা দেহভাগ করেন।

সভাসিংহের দুর্গ সমুদারে প্রায় অর্ধ-ক্রোশ বাণী। শেষ প্রকোষ্ঠের বহির্ভাগে এক পরিখা আছে। কতকদূর পরে দ্বিতীয় পরিখা। দ্বিতীয় পরিখার চতুর্দিকে প্রাপ্ত প্রাচীর, চারিদিকে চারিটি সিংহদ্বার। কিম্বদন্তী আছে এই স্থানে কামান সাজান থাকিত। তাহার পরেই সৈন্যদের বসতিবাটী। তাহার পর তৃতীয় পরিখা। তৃতীয় পরিখার পরে পুনরায় প্রাচীর। এই প্রাচীরের দ্বারে কথ শালী, কতিশালী প্রভৃতি ছিল। ব্যবহার-মন্দির, দেবমন্দির, পুষ্করিণী প্রভৃতির চিত্র রখিয়াছে। মৃত্তিকা মধ্য হইতে এক দেব মন্দির থাকির হইয়াছে। ঘাসীর নীচে যে একটা কুঠী বাধির হইয়াছে, তাহা কি ছিল বিশেষ বুঝা যায় না। অনুমান হয় গুপ্ত-ধনাগার হইবে। কেন না তাহার ভিত্তি ৫ হাত প্রস্থ। পরে মৃত্তকারাশি, পুনরায় ঐ প্রমাণ ভিত্তি ও বুঠী। এই সকল ও অন্যান্য কুঠীর বনিয়াম একতল গৃহের সমোচ্চ হইবে। এই কক্ষে যে একটা প্রাঙ্গণ রখিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় সেখানে মৃত্য গীতাদি হইত। এটা বড় বড় খানওয়ালার চকরা পাইবে। সর্বশেষে অন্তঃপুর। তদ্বাধা একটা পুকুর আছে।

এই মাত্র সামান্য মৃত্তিকা খান্ড হইয়াছে, সকল ঘাটী দৌড়াইলে অনেক গৃহ থাকির হইবে বোধ হয়।

চম্রকোণা রাস্তাটি মধ্যপরিখার দ্বার-বিদ্যে গিয়াছে।

বড়বার কোন লোক নিজ পুষ্করিণী খান্ড সময়ে ২০ হাত দীর্ঘ এক খানা প্রস্তর

পাইয়াছেন। তাহা দেখিলেই বোধ হয় উহা সৈন্যদের অস্ত্রাধিত করিবার প্রস্তর ছিল খাণ দ্বারা মধ্যভাগ নিম্ন ও উত্তর পার্শ্ব উন্নত হইয়া গিয়াছে।

ঘাটী খুঁড়িবার সময় এক খান ইট পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত আছে “মতং নরেন্দ্রে” আর এক খানা ইট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে “ভক্তমজ”। যে বাবুটির উপরে ইটক উত্তোলনের ভার আছে, অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন, যদি আর কোন একজন ইট পাওয়া যায়, বাহা “মতং নরেন্দ্রে” এই অর্থ বাক্যকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে এবং বাহা “ভক্তমজ” র পরে কি শাক লেখা আছে যোজিত করিতে পারে। রক্তকর্য্য হইলে বারান্তরে একাংশ প্রয়াস রহিল।

সভাসিংহের যেসকল ঐশ্বর্যের কথা লেখা গেল, কালমাঝাঘো তাহা মৃত্তিকা প্রাপ্তি ও অজলাকীর হইয়া মীন হইয়াছে। সভাসিংহ অধিক দিনের লোক না হইলেও তৎসমীর কেহ উত্তরাধিকারী না থাকিতে তাবৎ ঐশ্বর্য্য শতশত হইয়া জুমিলাই হইবে আশ্চর্য্য নহে।

১৮৭৩ } অনুগত
৮ ই এপ্রেল } ত্রিঃ—

—০০—

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি আপনাদের লোক বিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে এই ভালুকা গ্রাম নিবাসী ছাষী প্রজাগণ বৎসরোনাশি উপকৃত হইবেন ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন।

আপনি সময়ে সময়ে আপনার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুলিশের কায্যের বিবরণ ও তাহাদের অত্যাচারের কথা লিখিয়া থাকেন কিন্তু কখন কখনগরের পুলিশ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে দেখা যায় না। নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি পাঠ করিলে কখনগর পুলিশ কিরূপ কাজ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বহুকাল পরে গত বৎসর ইজাভনাসে আদ্যের আদ্যে এক স্বর্ণকার গৃহে অথমতঃ

হুঁরি হুঁরি তাহাতে প্রাই ১০০১০০ শত টাকার জব্বা হুঁরি হুঁরি। পুলিশ তবাক করিতে আসিয়া তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহাতেই চোরেরা সাহসী হইয়া আশ্বিন মাসে সন্ধ্যার সময়ে এক ঘর-তার বাটীতে হুঁরি করে। তাহাতেও পুলিশ কোন কাজই করিতে পারেন নাই। এই হুঁরি হুঁরিতে চোরদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তাহারা এক্ষণে অকুতোভয়ে রাজির যে কোন সময়ে যথা ইচ্ছা হুঁরি করিতেছে। গত ২২রা এপ্রেল দুধবারে এই তালুকা প্রায়ে দুই বাটীতে এক কালীন সিনে বিরাহিল। ইহার মধ্যে একটি বাড়ী ইষ্টক নির্মিত। উক্ত রাজ্যেই এই প্রায়ের নিকটস্থ একটি পল্লীতে এক কর্ণকারের কোঠাতে সিনে বিরাহ তাহার অনেকগুলি জব্বা লইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত হুঁজে অবগত হইলাম যে উক্ত দুধবার রাত্রে কুমলগরের অধীন ডাক্তারালী নামক আর একটি প্রায়ে এক কলুর বাড়ীতে সিনে হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানেই চোর ধৃত হয় নাই। যে খানার অধীন প্রায়ের মধ্যে এক রাজ্যেই চোরী সিনে হয় এবং কোন স্থানেই চোর ধরা পড়ে নাই সেখানকার পুলিশ কেমন কার্যক্ষম তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পূর্বে যসো মধ্যে পুলিশের লোকেরা চৌকিদারিগের কার্য দেখিবার জন্য রাজ্যে রৌঁদে আসিতেন। কিন্তু এখন আর তাহা আসেন না। চৌকিদারেরা এক্ষণে নিশে-চিতে আপন গৃহে নিজা যায়। কখন রাজ্যে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। কেবল আমরা অনর্থক চৌকিদারি টান্স বিরাহ আসিতেছি। মাজি-স্ট্রেট সাহেব পুলিশের কার্যের কোন তবাক করেন এমন বোধ হয় না। তাহা হইলে আমরা কুমলগরের এক নিকটবর্তী হইয়াও কেন চোর ভয়ে এত ভীত থাকি। যাহা হউক আমাদের এক্ষণে নিবেদন যে কর্তৃপ-ক্ষেরা এ বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং যাহাতে আমরা নিঃসম্পত্তি লইয়া রাজ্যে যথেষ্ট নিজা থাইতে পারি তাহা করিয়া এই

চৌর শীড়িত হুঁরী প্রজাবিগের হুঁর দিবা-রণ করেন।

তালুকা
২৭ এ প্রের

একান্ত বন্দন
প্রতিঃ

—:—

• প্রীতকালে বিদ্যালয় সমূহে বাহুবীজন করা (টানা পাখা হুঁরা) যে আবশ্যক, তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা যে কেবল দুখসেবা বিষয় এমন নহে, বরং প্রীতজনিত শীড়া হইতেও রক্ষা করে। অনেক বিদ্যালয়ে টানা পাখা দ্বারা বাহু-সকলিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদিগের হুঁরদুই বশতঃ কলিকাতার সম্বন্ধিত এত বারাকপুরস্থ গবর্নমেন্টের ইংরাজি বিদ্যাল-য়ের ডাণ্ডো তাহা হয় না। একে অপারিসর গৃহ ও বহুহাস্ত সমাগম, তাহাতে আবার মিশ্রাশস্ত্র প্রচণ্ড মাজিওর দুর্বিষহ উত্তাপ। ইহা যে কতদূর অসহনীয় ক্রেশাবহ, ও অনিউজনক তাহা বোধ করি, পাঠক মাজেই বুঝিতে পারিতেছেন। জাজগণ পিজ্জিরাবদ বিবৃতির ন্যায় অবকচ্ছ হইয়া হুঁপহ প্রীতনালে মদ হইতে থাকে, ইহাতে যে কতদূর অনিউচোপারনের সম্ভাবনা, তাহা সজনয় পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এম্বলে কেহ অনুমান করিবেন না যে, এই বিদ্যালয়ে টানা পাখা নাই। এখানে ৩১৪ খানি টানা পাখা কড়িকাঠে একপ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, যে সহসা দেখিলে কে বিবেচনা করিবেন ইহার কার্য হয় না? কিন্তু ইহা যে ঐবধালয়ের "শো বটলের" ন্যায় কেবল দর্শনোজ্জয়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রহিয়াছে, তাহা অজস্র ছাজ ও শিক্ষকগণ ভিন্ন অন্য কাহারও আশ বোধগম্য নহে। এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় বেসুন, যদি এই টানা পাখাগুলির কার্য না হইল, তবে একপ ভাবে তাহাদিগকে কুল-ইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? যেহ সকল যদি বর্ষণ না করিয়া কেবলমাত্র গগন দুশোভিত করিয়া রহে, তাহা হইলে কি তুচ্ছ চাক্তক কুলের বাহিরত্বা নিবারণ হয়, কতক নহে।

অন্য অন্য স্থানে গবর্নমেন্টের বিদ্যা-লয়ে টানা পাখা সকলিত হইয়া থাকে,

কিন্তু বারাকপুরস্থ বিদ্যালয় গবর্নমেন্টের নিকট এমন কি অপরাধী যে, তদন্ত হুঁজ-গণের নিমিত্ত টানা পাখা সকলিত হইবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা মনোযোগ করেন না দেখিয়াই আমরা গবর্নমেন্ট দ্বারে আর্জনান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপসং-হারকালে আমাদিগের প্রার্থনা যে, গবর্ন-মেন্ট সেই মোহুলামান টানা পাখা গুলিকে টানিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া অজস্র ছাজ গণের মঙ্গল হাসন করুন।

৩১ টৈশাখ
১২৮০

একান্ত বন্দন
কসাই হুঁজ সা
বারাকপুর।

সেদিন রাইপুরে এক তরানিক অগ্নিকণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা ২ টার সময় রাই-পুরের প্রান্তর দেশের এক খানি গৃহে অগ্নি স্পর্শ করে। বিগত বর্ষীয় অধোভিত্ত পাঠ-মাণে বারি বর্ষিত হয় নাই বলিয়া প্রায়ের অভ্যন্তরে যে এক একটি পুতুর ছিল, তাহা শুক হইয়া যায়। সেদিন বাহুও একটু প্রবলবেগ ধারণ করে। সুতরাং যত্না দর বিকল হইয়া যায়। নানা উদ্যোগেও অগ্নির প্রচণ্ডতার কিছুমাত্র নিবারণ হইয়া উঠে নাই। একে একে সমস্ত গৃহগুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাইপুর আদখানি কিছু সাহায্য নহে। যে পাকা গৃহগুলি আছে, তৎসমুদায় ভিন্ন প্রায় তাবৎ গৃহই অগ্নিগুণে পাকিত হইয়াছে। বিশেষ গগনায় জানা গেল, অতুন চারি পাশ গৃহ অগ্নিস্পর্শে বহু হইয়া গিয়াছে। এতদ্বিভজন যে কত ক্ষতি হই-য়াছে, তাহার ইয়তা করা দুঃসাধ্য। তবে মোটামুটি হিসাবে দেখা গেল, ৩০,০০,০০০ ট্রিশ হাজার টাকার অধিক লোকের ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, এমন অবস্থায় প্রজার ১১শা মোটনে গবর্নমেন্টের অগ্রসর হওয়া বিধেয় কি না। আর ডাক্তার-দেরই বা গবর্নমেন্টের সহায়তা প্রার্থী হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা একবার পর্যালোচনা করা অপরিহার্য হইতেছে না।

রাইপুর আদখানি বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্তে অগ্রনদীর উপকূলে অবস্থানিত। বর্ধমান হইতে নীচুমে যে সংক্রামক জ্বর

এবেশ করিয়াছে, তাহার প্রথম বন্ধা এই রাইপুরকেই সম্বন্ধ করিয়া গিয়াছে। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলি, তাহার এই বন্ধা যাত্রীর কৌশলভিত্তিক পদ্ধতি। এই সম্প্রদায় সময় মধ্যে কত যে লোক নগর হইয়াছে তাহার নিশ্চয় করা প্রকট। যে লোক-গুলি জীবিত আছে, তাহাদিগকে জীবন্ত বনিয়া আখ্যাত করিলে বোধ হয় অত্যন্ত দোষে দুষিত হইতে পারেন না। তাহার কেবল প্রাণে প্রাণে বাচিয়া রহিয়াছে। বলিতে কি নীরোগ শরীর এক ব্যক্তিকেও রাইপুরে বোঝা যায় না। হঠাৎ যাত্রী কিছু সংখ্যক ছিল সবুজায়ই পথ ও ঐক্য ব্যয়ে ব্যয়িত হইয়াছে। এমন স্থলে গাঙ্গিবাহু সর্বদা হওয়া কতদূর হেতু, তাহা সহস্র পাঠকমাজেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা স্পষ্টাভি-মানে বলিতেছি, রাইপুরের অধিকাংশ লোকই নিভীক নিঃশব্দ তাহাদের কিছুমাত্র সংস্থান না। বর্ষাও সমীপবর্তী। গবর্ণ-মেন্ট বরাদ্দ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আঁত তাহাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা কোম বিয়েরই অবধারণ বর্ণনা করিতেছি না। এমত একজন প্রধান কর্তৃপক্ষ এই আবেদন করিয়া প্রায়শঃ শোচ-নীয় অবস্থা ঘটকে দর্শন করিলে আম-দের অভিসার পূর্ণ হয়।

এস্থলে আর একটা কথা উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারি-তেছি না। রাইপুরের অধিকাংশ অধিবাসীই ক্ষান্ত। বিলাতী কাপড়ের বহুল প্রচুরের সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্বাবধানের ব্যবসায় ভীমভাব ধারণ করিয়াছে। গবর্ণমেন্ট রূপান্তরিত না করিলে তাহাদের যে কি দশা হইবে, তাহা আপনাই স্থির করিয়া নিন।

যে যে বানশীল মৎস্যবিদগণ রাইপুরের স্থানি প্রজাদের সমর্থন করিবেন, তাঁহা-দের নাম আগমন নিকটে প্রেরণ করিব। রূপা করিয়া সাধারণ প্রচারণা ও তা-দের নাম সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন। গত সপ্তাহে নিম্নলিখিত বান পাওয়া গিয়াছে।

ঐযুক্ত বাবু বেবেজ্ঞপ্রসন্ন সিংহ মগধ ১০০
যুগ মির্জাপুর উপকরণ তাহার মূল্য ৫০
মোট ১৫০

রাইপুর
খামা কসবা } অনুগত
জেলা বীরভূম } জিগো—
৩রা ঈশাব

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ১১ই এপ্রেল।

স্থানের নাম	সর্ব কমতি জল	ফুট	ইক
মোহানার		২	৩
তথা হইতে জমিদার			
৭৪ মাইলের মধ্যে		২	৩
জমিদার হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		২	
বহরমপুর হইতে কাটোরা			
৫০ মাইলের মধ্যে		২	৩
কাটোরা হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে		২	৩

সন ১৮৭০ সালের ১৪ ই এপ্রেল বহরমপুর
গজ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইক
বহরমপুর		১
১৪ ই এপ্রেল		
১৮৭২		

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসিদ্ধকারে প্রকাশ করি-তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

ঐযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
যশোহর চৌধুরী ১০
" " নরেন্দ্র পাল চৌধুরী—নাটুন ১০
" " অরুণচন্দ্র পাণ্ডা—বেড়মুখপুর ১০
" " জিগু মল্লিক—বানীপুর ৫০
" " হরেন্দ্র সরকার—পদ্মজার ৫০
" " রমণীমোহন রায় চৌধুরী
ভুবনগড় ১০
" " রাজা হরেন্দ্রনাথ দেব বাহাদুর
শ্রীমহেশ্বর পুর ৫০
" " জগদীশ চন্দ্র মহাপাত্র মহাপাত্র
মহাপাত্র ১০
৮০ মোট ২৬০ ১১ ঈশাব ১০

জগদীশচন্দ্র বিদ্যালয়—জয়মতী ১০
" " জিগদীশচন্দ্র সিংহ
কাশীপুর ১০
বহুভাষার সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ৫০
বালিকা স্কুল ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না। ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫০ টাকা; বন্ধস্থলে মাথল সমস্ত অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুণ্ডি, বরাদ্দ চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর বাহাতে বাহা হুণ্ডি হুণ্ডি, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-বেন। কিন্তু কেহ যেন চিকিট প্রেরণ না করেন চিকিট প্রেরণ করিলে পুণ্ডিত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-প্রকাশ গ্রহণে অসিদ্ধ হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরিয়া দেওয়া হইবে না।

যখন বিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠি-উবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি করিয়া এবং গ্রহণ, বিলা ও আগমন নাম স্পষ্টাকরে লিখিয়া ঐযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যালয়ের নামে পাঠাইয়া দেন। বাঁহাণিরের নুতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পৃষ্ঠে তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-বিগকে প্রেরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা হইবে।

সোমপ্রকাশের ডিক্রি আসিলে আমরা নীচ পাঠিব।

বাঁহাণী মাথল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৬০ হুই আনা তাহার পর ১০ বেড় আনা দিতে হইবে। বিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত অতঃপূর্ব বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব কোণপুত্র টেম্পের দক্ষিণ চাকড়িপোতার ঐযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যালয়ের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ ।

২৪ সংখ্যা ।

“ প্রযুক্তনাং প্রকৃতিস্থিতায় যারিষ: নরস্বনী স্মৃতিমধনী ন দ্বীযনা ”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
প্রথম বাৎসরিক ৫১ টাকা

সম ১২৮৬ । ১৭ ই বৈশাখ । ইং ১৮৭৩ । ২৮ এ এপ্রেল ।

মকমলে মাহুল সমেত প্রথম
বার্ষিক ১০৭ মন টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

১ নং লাট। চৌধুরি জমিদার সন্নিক
বানির উপাধিত রাজা পৃথিবীজিত পাল প্রতি
বানির নামীর বিশেষ রিজিষ্টার তমসুক বাবত
সম ১৮৭২ সালের ১৫ নং নকসার জেলা
মেদিনীপুরের সবডিমেট জজের গত ১০ ই
জুলাই তারিখের ডিনী অফিসের আগামী ১০ ই
জুন শুক্রবার বেলা ২ এর পর গড়ে
উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবডিমেট জজ
আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মূল্যবান
জমীদারী মীলাম হইবেক ।

মেদিনীপুর সব রোজটারি অধীন পুলিষ
টেবল নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রোজি-
টারি নং ২০০৫ তৌজি নং ১৮০৮ নারায়ণ
গড় পরগণার মোজ নারায়ণগড় ও উদয়
গতি মোজা ও চকহারের বাহার সদর পুন্দিব
১২০২৯৮৮ টাকা এই সম্পত্তিতে দারিকের
যে কিছু সত্ত্ব লভ্য আছে তাহাই মীলাম
হইবেক ।

২ নং লাট। শত্ৰুনাথ সংপতির ইখা-
পিতরাম পৃথিবীজিত পাল প্রতিবানির নামীর
বিশেষরোজিটারি তমসুক বাবত জেলা মেদিনী
পুরের সবডিমেট জজের গত ১২ এ সেপ্টে
ম্বর তারিখের ডিনী অফিসের আগামী ১০ ই
জুন শুক্রবার বেলা দুই এর পর গড়ে নিম্নলি-
খিত সম্পত্তি সম ১৮৫৯ সালের ৮ আইন
সমত মীলাম হইবেক, পুলিষ টেবল সবল
সবশেজিটারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাহার
পরগণার মহাল কোলেঙ্গা বাহার সদর
তক্ষি ৩৫৪২১০ টাকা এই মহালে দারি-

কর যে কিছু সত্ত্ব লভ্য আছে তাহাই মীলাম
হইবেক ।

সবডিমেট জজ
জেলা মেদিনীপুর ।

মৎস্যগরা নাটক ।

বহুবাজার ইষ্টানহোপ বজ্রালরে সেম-
টেল প্রেসে, পি এস ডি রোজারিওর
অফিসে ও অন্য অন্য পুস্তকালরে প্রাপ্য ।
মূল্য ১ টাকা ডাকমাছল ৮০ আনা ।

—o—

খ্রীষ্টক বাবু বিচারিলাসনন্দি কর্তৃক
সংগৃহীত ও প্রচারিত বিক্টোরিয়া পত্রিকা
এবং বাঙ্গলা ডাইরেটরি কলিকাতা চৈত্রপু
রোড ১১২ নং বাটির নিম্নতলস্থ গৃহ ম্যাশ-
নাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালরে বিক্র-
য়ার্থ প্রস্তুত আছে । মূল্য ১।০ এক টাকা
চারি আনা ।

ঔষেজুগুনাথ মজ ম্যানেজার ।

—

আরুর্জের সার সংগ্রহ ।

ইহার ৩৪ ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে । খদে
শব্দের প্রাচীনকরণ কলিকাতা মদন মিত্রের
লেনে ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসা সংগ্রহ কার্য্য
গরে খ্রীষ্টবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকটে
মূল্য পাঠাইবেক ।

—o—

“ সেতার শিক্ষা ”

ঐ মনোমোহকর ২য় শিক্ষা বিধায়ক
গ্রন্থ । বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক । মূল্য

৪ টাকা, ডাকমাছল ৬ আনা । কলিকাতা
বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ বজ্রালরে প্রাপ্য ।

বঙ্গভাষার ।

ফ্রিমিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল ডায়াগনোসিস্
অব ডিজীজ্
অর্থ্যৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব ।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । উহার
কপের ৮ পেজি কর্ণার ২৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০ আনা । উহার বাছাই অতি
শোভা এবং সুন্দর । চুইচকার এম্বিকর্ডার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
ষ্টেলে খ্রীষ্টক বাবু গুরুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায় ।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক ।

১। গৃহীয়াত্রেই জাতব্য খাজী-শিক্ষা
দুই ভাগ একত্র বাছাই, মূল্য ২, ডাকমাছল
৮০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায় । গর্তি
নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সমস্ত কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না,
নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু
ভূমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত
তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-
লক্ষণ ও তাহাদিগের করণকী গুরুতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধ

কের ব্যাংকার চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার নিবারণোপায়, স্বতঃস্ফূর্ত চিকিৎসা প্রকৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবস্থা জাতীয় বিষয় এই পুস্তকে কনোপকরণস্থলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার অর্থাৎ বিজুটিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতলিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বোজাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জার্নাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১০

৫। উদ্ভিদ বিচার (২টানি) ১০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১০

এডোকেস ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওরা যায়।

—০—

বাণ্যিকি রানারগের বাঙ্গলা

অনুবাদ।

মানে ১০ ফরমা। বার্ষিক মূল্য ৫০ টাকা ডাক মাছল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিকিৎসাটী রোড ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীদামোদিন্দ্র জট্টাচার্য।

—০—

সংক্রান্ত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, বাহাতে ধাতু, ধাতুর্ধ, সন্ধর্ষক, অকর্ম্মকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর তির্যার্থ, ধাতুজ লক্ষ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষ্যাদিগের জন্য) গণ, পর ধাতুজপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্বত্র পাইবেন। মূল্য ১৪০ টাকা।

কলিকাতা জানকীজারটীট

নং ৯১। ১২৭৯

১লা অগ্রহায়ণ

শ্রীলালকমল

বিদ্যালয়

—০—

জিহুজ বাবু ব্রজমোহন মলিক প্রণীত "সামন্তলিক ত্রিকোণমিতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য

এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাছলারি ১০ আনা।

শ্রীচতুর্ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষ।

—

বিক্রেয় পুস্তক, নাগরাকের মুদ্রিত।*

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকালয় শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ১০

প্রথম ভাগ ১০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১০

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত ১৪০

মন্ত্যপুস্তক। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার কর্তৃক

বাঙ্গালীভাষায় সমেত ১১ ম বহু ১০

বিদ্যালয়স্থল চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার কর্তৃক

বাঙ্গালীভাষায় সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২৪০

উইলসন সাহেবকর্তৃক সংস্কৃত ইংরাজী

অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে ন পর্য্যন্ত

আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা

মূল্য ৫ টাকা।

ইউনিভারসিটি প্রিজুয়েন্ট এম. এ. বি

এল কর্তৃক ৬ নং ডগলসের অর্থ পুস্তক

মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ নং পর্য্যন্ত ডগলসের

অর্থ পুস্তক সমুদায়ে ব্যবসারিগণকে ১৫

পঁচিশ টাকা হিঃ কমিশন দেওয়া যায়।

পাইটিকেল রীডার নং ১ নং ২ প্রোজ-

রীডার নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল

ক্লাশ বকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ

পুস্তক সমুদায়ে শত করা ৫৫ পঁচাত্তর

টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

দেবনাগরী লংগ্রাইনার অক্ষর, ব্যাপ্টিক

মিসন প্রেসের হুইদ মুদ্রন তিন লগ

প্রস্তুত আছে। কলিকাতা কলেজ ট্রীট ১১ নং

জি, সি, সোমের পুস্তকালয়।

—০—

রানীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাঁহার প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার ত্র্য আবশ্যক হয় আবেদন করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ত্র্যগুলি শুদ'মে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেজ করা প্রস্তুত নির্মিত নকশামাত্র পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অংশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেথিরাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্দিকে টাইল ইট।

করার ব্রিক।

ফারার স্টে।

বাটী নকশা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুত নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

নং হেষ্টিংস ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—০—

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একমিথ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মধ্যব-
লের ব্যবহারী গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য
গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতারও অধি-
কাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প
গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিরা থাকেন। গ্রাহক
গণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোম-
প্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে।
এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা কতি
নাই।

—০—

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সংস্কার
দর্শন করিয়া ছই মাসের মধ্যে আত্মজান
লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে (পেট্র)
পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান
রত্নাকর পুস্তকের সর্বমুদ্রার যোগদান

করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক
মাছল ৮। সহর জিরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য।

অকেশবচস্র রায় কর্মকার

— ০ —

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭৬ প্রবন্ধ।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকাস লেন।
সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা
পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে
প্রকাশিত হয়। ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীর
সংবাদ খবর বিক্রী কামদানী ও রক্তানি
বিশেষ বিদেশের জবাবির দর উপস্থিত
গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা
বৈদ্যিক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকার
ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রক-
টিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ১০ আনা। অগ্রিম
বাধি ৮ বাধ্যসিক ৪ ট্রেনাসিক ২৪ ডাক
মাছল গনিত প্রায় ১০ আনা মানে।

জিহুগাচরণ চন্দ্র।

— ০ —

জমিদারি বিক্রয়।

এইখানো সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে, জেলা বীনডুমের সামিল ১৬ নং
স্তৌণী জমিদারি সাট হুতেশপুরের করম
৮/০ আনার চিত্রিত ইলামবাজার গ্রামসহ
২২ মোজা বাহা ৯ নয় তক পত্তনি বন্দোবস্ত
অন্তে উক্ত অংশে বর্তমান সনের ১৯০ টোপা
খবির ইং ৩১ এ মে বেলা দুই এরের
সবর আমানের কুটী ইলামবাজার প্রকাশ্য
নীলামে দ্বারা বাইবেক ও সর্জ উক্ত ডাককা-
রিতে ৭২কালে রোবা ও দুই সপ্তাহ মধ্যে
সমুদায় পনের টাকা দখল করিলে মিস্ত্র
বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্তনিহারদিগের মিস্ট্র আদায় ৬৫৫৬/১
বান নবর মামজুদারি ৪২৩৪/৭
বাকী দুমকা ২৩২২/৬

বাঃ শ্রী এফিন এণ্ড কোং
সোং ইলামবাজার বৌগপুর
রেলওয়ে ষ্টেশন।

— ০ —

ভারত সংস্কারক।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১২৮০ বৈশাখ হইতে প্রকাশ হইতেছে।

লেখ্য বিষয়—ধর্ম, নীতি, রাজনীতি
শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি।

মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক ৬ ছয় টাকা।

" বাধ্যসিক ৩০ "

" ট্রেনাসিক ২ "

প্রতি সংখ্যা ১০ চারি আনা মাত্র।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

নং ২৫ বেদিয়া টোলা লেন পটোলডালা।

সোমবার।

১৭ ই বৈশাখ সোমবার।

বাঙালি ধর্মাদিকার হইতে

বাক্য হইতে বাক্য ?

(১৬০০ পৃষ্ঠা)

আমরা গতবারে প্রতিপন্ন করিয়াছি,
যিনি ঔর্দ্ধমৈত্রিক জিহা করিয়া হত
ধর্মপারলৌকিক উপকার সাধন করি-
বেন, তিনিই ধর্মাদিকারী হইবেন, যিনি
তাগ না করিবেন, তিনি ধর্মাদিকারী
হইবেন না এবং ধর্মাদিকারী হইয়াও
যিনি ধর্ম স্থানিঃ ঔর্দ্ধমৈত্রিক জিহা অসু-
ষ্ঠানে বিমুগ্ধ হইবেন, তিনি অধিকার
চ্যুত হইবেন। শাস্ত্রকারেরা ধর্মাদি-
কারকে সেই সেই কর্তব্য বেতন বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্মাদিকার যখন
কর্তব্য বেতন হইল, তখন কর্ম না করিলে
যে বেতন বঞ্চিত হইবে, তাহা কি সহজে
বুঝা যাইতেছে না? যে কর্ম কর্তব্য না
করে, কে তাহাকে বেতন দিবে থাকে?
শাস্ত্রকারেরা ল্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন,
পত্নী ধর্মাদিকারী হইয়া যবে অবিভ
ধাকিবে তাহা তাহাকে হত ধর্ম
অর্গাধ নিকা নৈমিত্তিক জিহা অসু-
ষ্ঠান করিতে হইবে। দায়ভাগকার লিখিয়া-
ছেন "তথা দান ধর্মো জীবাং স্বপতি-
দায়ভাগ উপভোগকঃ স্মৃতঃ। দায়ভাগঃ
শ্রিঃ কুর্য়ুঃ পতিদায়ঃ কথনন। উপ-

ভোগোপি ন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানা-
ধিনা কিন্তু অশরীর ধারণে পত্নী-
কারকত্বং দেহধারণোচিতভোগাভা-
সুজ্ঞানং এবঞ্চ ভর্তৃ গোষ্ঠমৈত্রিক জিহা
ধর্মং দানাদিকমপাসুতঃ, অত এব দায়-
ভাগঃ শ্রিঃ কুর্য়ুঃ পতিদায়ভাগঃ
অপহারক ধনস্থানসুপযোগে ভবতি।
নারীগণ পতি ধনের উপভোগই
করিবে, কখন এই ধনের অপহার করিবে
না। উহার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি করিয়া
যে উহার উপভোগ করিবে, তাহা শাস্ত্র
কারদিগের অভিমত নহে। বাহাতে
শরীর রক্ষা হইয়া পারলৌকিক জিহা
দ্বারা পতির উপকার সাধন করা যায়,
তাদৃশ ভোগই শাস্ত্রকারদিগের অসু-
ষ্ঠান ঔর্দ্ধমৈত্রিক জিহাদির নিমিত্ত
দানাদিরও অসু-
ষ্ঠান হইয়াছে, পত্নী পতিধনের অপহার
করিবে না। যে ব্যয়ে ধনস্থানির পারলৌ-
কিক উপকার সহজ না থাকে, তাদৃশ
ব্যয়কেই অপহার শব্দ দ্বারা নির্দেশ
করা হইয়াছে।

পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন
শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় কিরূপ।
ইহাতে ল্পষ্ট বুঝাইতেছে না যে পত্নী
পতিধনের উত্তাধিকারী হইয়া এই ধনে
সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানও অসু-
ষ্ঠান করিয়া গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া উপপতির
নিক্ত আমোদ করিয়া বেড়াইবে, শাস্ত্র-
কারেরা তদ্বিমিত্ত তাহাকে ধন দিবার
ব্যবস্থা দেন নাই। পত্নী কেবল সামান্য
অশন বসন দ্বারা কথঞ্চিৎ শরীর ধারণ
করিয়া পতি ঘৃণে থাকিয়া পতির পর-
লৌকিকার্থনানা প্রকার ধর্ম কর্তব্য অসু-
ষ্ঠান করিবেন, ইহাই কি শাস্ত্রার্থ নহে?
আমাদিগের দেশ ব্যবহার বি এই
শাস্ত্রের অনুরূপ নয়? সতী বিধবারা যে
কঠোর তপস্বী হইত পালন করেন,
তাহা কাহার বাবদিত আছে? তপস্বী

দ্বারা পতির অধিকতর উপকার সাধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা ঐক্যচর্য্যকেই সহমরণাদির অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ দায়ভাগের নিয়মিত লেখাটী একবার পাঠ করুন। “তদাহ কাত্যায়নঃ। অপুত্রা শরনং ভর্তৃঃ পালয়ন্তী গুণে স্তিতা। ভূমীতামরণং কাশ্যনায়াদা উর্দ্ধমাগ্নুযুঃ।” অপুত্রা বিধবা ভর্তৃগৃহে থাকিয়া ভর্তার শরনে পালন করিয়া মরণ পর্য্যন্ত জিতে-প্রিয় হইয়া সত পতির ধন ভোগ করিবে।

সাহেব বিচারপতিদিগের কি বিপরীত বিচার! কি ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা! কেবল যে শাস্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে এরূপ নয়, গাণীয়াসীদিগের বিলক্ষণ প্রায়শ্চর্য্য করা হইয়াছে। যাহারা দেশের শান্তি সংস্থাপিত ও ধর্ম্মনীতির উন্নতি সাধন, তাঁহাদেরই হইতে এই কাজ! ইহাতে কেবল শাস্ত্রের নয় দেশেরও বিলক্ষণ অবমাননা হইয়াছে।

বিচারপতিরা কেমন বিপরীত বিচার করিয়াছেন, পাঠকগণ এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন। বোধ করুন, একজন বিধবা পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া একজন মুসলমানের সহিত ব্যক্তিচারিণী হইল। মুসলমানের সহিত আহার বিহার শয়নাদি চলিতে লাগিল। এরূপ জীবিত পতির পারলৌকিক ফিয়ার সমুদানে প্ররুতি হইবার লজ্জা না আছে কি না? প্ররুতি সম্মিলেও তাদৃশ জীবিত পিতৃোদিকাদি শাস্ত্রানুসারে পতির নরকমিস্তারক হইবে কি না? মুসলমান সংসর্গে উহার পতিভাষ্য জারি আছে নাকি নাই। পতিভেদে ধনসম্বন্ধ থাকে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক যে পতন সর্ব্ব তোমুখী অভ্যুত্থা আছে, তাহাও যদি পতিভেদে হয়, তাহা হইলে ধনসম্বন্ধ থাকে না।

হইয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা বিভাগের যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, পতিভেদে তাহার অন্যতর। দায়ভাগে লিখিত হইয়াছে “তথা অপপাত্রিতস্য ত্রিক্ষিপিতোদকানি নিবর্ত্তন্তে, অপপাত্রিতো ভিন্নোদকীকৃতঃ। তথা বৃহস্পতিঃ। সর্বাণ্যমোহপাণ্ডবান্ নাভঃ স্যাৎ ঠৈতৃকে ধনে। তৎপিতৃদয়াঃ শ্রোত্রিয়া যে তেবাঃ তদভিধীতে। উত্তমর্গাধমর্গভঃ পিতরং জায়তে সূতঃ। অতস্তদ্বিংশী-তেন নাস্তি তেন প্রয়োজনং। তথা গব্য কিং ক্রিয়তে যা ন মেহুন গর্ভিনী। কোহর্থঃ পুত্রের জাতেন যোন বিদ্বান ন ধার্মিকঃ। শাস্ত্র শৌর্য্যার্থ রহিতস্তপো বিজ্ঞানবর্জিতঃ। আচার্য্যিনঃ পুত্রস্ত মুক্তোত্তরসমস্ত সঃ।” যে ব্যক্তি জাতাস্তর হয়, তাহার ধন পিতৃ ও উরক সহজ নিবৃত্ত হয়। সে ধনাধিকারী হইতে পারে না, ধনাধিকারী হইয়া যদি ঐরূপ হয় তাহার ধনাধিকার থাকে না বৃহস্পতি ঐরূপ করিয়াছেন, সর্বাণ্যপুত্রও যদি গুণবান না হয়, পিতার ধন পাইবার যোগ্য হয় না। সত ধনির পিতৃ দাতা শ্রোত্রিয়দিগেরই সেই ধনে আধিকার হয়। পুত্র উত্তম ও অধম ভগ্ন হইতে পিতাকে পরিজ্ঞান করে। যে পুত্র জ্ঞান করিতে না পারে, তাহাতে প্রয়োজন কি? যে গরু প্রসব হয় না, ও গর্ভবতী হয় না, তাহাতে উপকার কি? যে পুত্র বিদ্বান ও ধার্মিক না হয়, সে পুত্রের দাতা কি? যাহার শাস্ত্র জ্ঞান নাই, শৌর্য্য নাই, অর্থ নাই, তপস্যা নাই, আচার্য্যীন তাদৃশ পুত্র বিষ্ঠা মুত্র ভূগা।

পুত্র অধার্মিক হইলেই যখন তাহার ধনাধিকার নিবৃত্ত হইতেছে, তখন পত্নী বিশেষগামিনী হইলে যে ধনাধিকারে বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

উপরে যে উদাহরণটি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যেন পাঠকগণের স্মরণ

থাকে। সে উদাহরণ—সত ধনির পত্নী ধনাধিকারে পুত্র মুসলমানের সহিত ব্যক্তিচারে রত হইল। মুসল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমান হইলে যে পতিভেদ হয়, তাহা সম্মান্য কা-বার নিমিত্ত প্রায়শ পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। পতিভেদ হইলে তাহার যে স্বত্ব ক্ষয় হইয়া যায়, তাহারই প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক হইতেছে।

দায়ভাগকার বলেন “মরণোপরম মাত্রঃ বিবাক্তঃ কিন্তু পতিভেদে প্রজাতিভেদে পালক্যরুতি স্বত্বপিতৃঃ প্রভৃতি স্যামাৎ। তদাহ নারদঃ। মাতৃনিবৃত্তে রজসি সত্যায়ু। তগিনীষু চ। বিনাষ্টে বাৎসর্য্যে পিতৃপুত্রভক্ষণে। বিনাষ্টে পতিভেদে অশরণে বৃহস্পতিঃ। তদ্যৎ পতিভেদে নিম্পূহস্তোপারতৈঃ স্বত্বাপথম ইত্যেকঃ কালঃ, অপারশচ সতি স্বত্বভিক্ষাত ইতি কালদ্বয়ং মেথুক্তং।” কেবল যে স্বত্বাই একমাত্র বিভাগ কাল তাহা নহে, পতিভেদে প্রজাতিভেদে বৃহস্পতিভেদে, কারণ এ কয় স্তলেই স্বত্ব নশের ভূগ্য হইয়াছে। নারদ ঐ কথা করিয়াছেন মাতার ব্রজোনিষ্ঠ হইলে তগিনীগণের বিবাহ দেওয়া হইলে পিতা পতিভেদে বৃহস্পতিভেদে অথবা বিরতস্তপ্ত হইলে বিভাগ হইবে। অতএব পতিভেদে নিম্পূহস্ত ও স্বত্বনিবৃত্ত পিতার স্বত্ব নশ বিভাগের একটী কাল, অপর স্বত্ব থাকিতেও পিতার ইস্তাধীন বিভাগ হইতে পারে। বিভাগের এই দুই কাল মুক্তিগিত।

ধনাধিকারিণী বিধবা মুসলমান হইলে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, আর যদি মুসলমান না হইয়া স্বজাতির সহিত ব্যক্তিচারালক্ষ হয়, ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, আত্মসিদ্ধি সাহেব বিচারপতিগণ কি এরূপ ব্যবস্থা দানে সাক্ষী হইবেন? স্বজাতিভেদে ব্যক্তি

চারানক হইলেও যে পাপিতা আছে, গভীরে তাহা সন্ধান করা হইরাছে। হারভার্ডের আর এক স্থলে লিখিত হইরাছে “তদাহ বাজবল্কঃ। পতিত তৎপুত্রঃ ক্রীঃ পত্নীকৃতকো জড়ঃ। অজ্ঞাচিহ্নসারোগ্যঃ স্ত্রীভর্তব্যান্তে নিরংশকাঃ। নিরংশকদ্বয়পি পতিত তৎপুত্রব্যতিরিক্তভর্তব্যঃ। তদাহ দেবলঃ। যতে পিতরি ন স্ত্রীকৃতকো জড়ঃ। পতিতঃ পতিতাপত্যঃ পিতৃদায়িত্বশর্তাগিনঃ। তেবাং পতিত-বর্জিতভ্যক্তবস্ত্রঃ প্রদীপ্যতে। তৎপুত্রঃ পিতৃদায়িত্বশর্তে লভেতন্মোবধর্ম্মতাঃ। পতিতপদেন তৎপুত্রসাপুংসানং পতিতাপন্নং পতিতদ্বাং। তদাহ বৌধায়নঃ। অতীতবাবহারান্ গ্রামা-চ্ছাভৈর্বিভূঃ অজ্ঞাতস্ত্রীব্যাগনি বাধিতাবীন্দ্রকার্ণিঃ পতিত তজ্জাত-বর্জঃ। তজ্জাতঃ পিতৃদেউ পতিতঃ পত্নী যশস্যাধৌপপাতিকঃ। ঐরসা-অপি নৈতেৎসং লভেতন্মোবধর্ম্মতাঃ কুতঃ।” বাজবল্ক বলেন, পতিত ভাচার পুত্র ক্রীঃ পত্নী উদ্বৃত্ত জড় অজ্ঞাচিহ্নসারোগ্যঃ স্ত্রীভর্তব্যান্তে নিরংশকাঃ না দিয়া কেবল গ্রামা-চ্ছাভন দিবে। পতিত ও ভাচার পুত্রকে গ্রামাচ্ছাভনও দিবে না। দেবল তাহাই বলিয়াছেন, পিতার যত্ন হইলে স্ত্রীকৃতকৃত্রোণী উদ্বৃত্ত জড় অজ্ঞা পতিত পতিতাপত্য এবং প্রজ্ঞিত প্রজ্ঞিত দায়িত্বশর্তাগী হইবে না। পতিত ও তৎপুত্র ব্যতিক্রম আর সকলকে অন্ন বস্ত্র দিবে। বৌধায়ন কহিয়াছেন পতিত ও তৎপুত্রকে পরিভাগ করিয়া অজ্ঞ জড় প্রজ্ঞিতকে গ্রামাচ্ছাভন দিয়া প্রতিপালন করিবে। নারদ বলেন, পিতৃদেউ পতিত নপুংসক ও উপপা-তকগণ ইহারা ঐরস হইলেও অংশ পাইবে না, কেবলপুত্র এই সকল মোব

এক হইলে তাহার অংশ পাইবার সন্ধাননা কি? আমরাও বলি ঐরস পুত্র যখন পাপিতা ও উপপাতকামি মোবদ্রক হইলে অংশ পাইতেছে না, অংশ প্রাপ্তির পর পতিত হইলে ভাচার হইতে বঞ্চিত হইতেছে, তখন স্ত্রী যে বঞ্চিত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? বাজবল্কঃ স্ত্রীভর্তব্যতির অগুত্র স্ত্রীর গ্রামাচ্ছাভন প্রদত্তে কহিয়াছেন “অপুত্রা যোষিতস্ত্রীভর্তব্যঃ সাধুর্তব্যঃ। নি-রস্যাঃ ব্যতিরিক্তাঃ প্রতিকুলান্তেব চ।” ইহা বিধির অগুত্র স্ত্রীঃ যদি সাধুর্তব্য হয়, তাহা হইলেই তরুণ পোষণ করিবে, আর যদি ব্যতিরিক্তা হয় সুব করিয়া দিবে। দায়িত্বগণকার পত্নীভাব ক্রমেই ধর্ম্মাধিকারিতার বাবস্থা করিয়াছেন। যে সমস্ত পরিণীত স্ত্রীর পত্নীভাব নাই, তাহারা কেবল গ্রামাচ্ছাভন পাইবে, কিন্তু গ্রামাচ্ছাভন প্রাপ্ত হইয়া যদি সংপথে না থাকে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। নারদ এই প্রদত্তে কহিয়াছেন, “রক্ষসি সগাং তর্জুশ্চৈবান্ধুরিত রাস্ত চ।” যদি সংপথে থাকে, তাহা হইলেই গ্রামাচ্ছাভন পাইবে, আর যদি সংপথে না থাকে, গ্রামাচ্ছাভন কাড়িয়া লইবে। শাস্ত্রকারেরা অস-তীর গ্রামাচ্ছাভন কাড়িয়া লইবার যখন বাবস্থা দিতেছেন, তখন পত্নী ধর্ম্মাধিকারিণী হইয়া ব্যতিরিক্তা হইলে ধর্ম্মাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, একথা বাঁহারা বলেন, ভাচার-বিধির তুল্য ভ্রান্ত আর নাই।

অতীত সত্য উক্ত বিষয়ের প্রতি-বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বিলাত আগিল হইবার চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। সনা-তন ধর্ম্মরক্ষিণী সত্য মৌনাব-লয়ন করিয়া আছেন কেন? এ সময়ে ভাচারিণের মৌনাবলয়ন শোভা পাই-

তেছে না। এ বিষয়ে ভাচারিণেরই প্রধান অধিকার। কেবল শাস্ত্রের উল্লেখ নয়, ব্যতিরিক্তাও বিলাতন প্রভৃতির হইতে চলিল, এ বিষয়ে যদি ভাচারী কথা না কন কে আর কথা কহিবে।

কাহেল সাহেবের জন্ম ও মাজি-
ট্রেটবিধির যেমন
সুতর বহু।

কাহেল সাহেব যেহেতু চারিত্র্য এমন ভাল বাসেন যে বাঁহা বিধির হইতে সেই যেহেতু চারিত্র্য অগুত্র বাঁহা সত্য-বনা আছে, তাহা বিধির উপরেও তিনি প্রসন্ন নহেন। দেওয়ানী বিচারপতিগণ সেই যেহেতু চারিত্র্য অন্তরায়। এই কারণে ভাচারী ভাচার চক্ষুশূল হইয়া-ছেন। ভাচার যদি সম্পূর্ণ কমতা থাকিত, বোধ হয় এই বিচারপতিদের এত দিন লোপ হইত। প্রেণী অথবা ব্যতিক্রম না করিয়া আইন অনুসারে কাজ করা বর্তমান লেটনন্ট গবর্নরের মতে অতি-নির্ভরিতার কার্য। পঞ্জাব যখন প্রথম অধিকার করা হয়, তখন তত্ত্ব কথ্য-রিগণ বৃকতলে অগুত্রে বলিয়া অনেক বিবাদের সীমাংসা করিয়াছিলেন। মাজি-ট্রেট প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়াছেন। এক খণ্ড ভূমি লইয়া হই ব্যতিক্রমি বাঁহা হইতেছিল। মাজিট্রেটকে দেখিয়া হই অনেক নালীশ করিল। তিনি নিকট হই চারি জনকে ডাকিয়া সুখে সুখে প্রমাণ লইয়া একজনের অগুত্রে নিশ্চি-ক্রিলেন এবং তদন্তে অপর ব্যক্তিকে ভূমি দিতে বলিলেন। বাঁহা প্রতিকুলে আজ্ঞা দেওয়া হইল, সে কিংকং আপত্তি করিল, অমনি মাজিট্রেট সাহেব তাহাকে হই চারুক লাগাইয়া দিলেন। “বিচার সুন্দর হইরাছে” বলিয়া সে ব্যক্তি পূর্তে হাত তুলিতে তুলিতে চলিয়া গেল। কাহেল সাহেবের মতে ইহাই উৎকৃষ্ট বিচার প্রণালী। তিন সংগ্রহ বৎসর

পূর্বে এই প্রকার বিচার প্রণালী ছিল। কিন্তু “ হুজুগ ” নামে পৃথিবীর লোকের সংস্কার পরিবর্তনসহকারে এ প্রণালীর পরিবর্তন হইয়াছে। এক্ষণকার লোকের সংস্কার এই বিবাদ ভ্রমনার্থ পুথক প্রবাদের লোক এবং পুথক প্রণালীর প্রচোজন। কাহেল সাহেব পৃথিবীর সমুদায় লোক অপেক্ষা অধিক বজেন। সুতরাং পৃথিবীর লোকে বাহাকে উন্নতি বলেন, তাঁহার মতে সেটা অযোগ্য। হুজুগের বিষয় এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে অনীম ক্ষমতা দেন নাই। কালিগুলা চন্দ্র করিতেন যদি যাবতীর রোমকের এক ক্ষুদ্র হইত, তাহা হইলে তিনি এক আঘাতে তাহারিগের সমস্ত ক্ষেদন করিতে পারিতেন। এদেশের শাসন, বিচার ও সামাজিক প্রণালীসমূহ আমাদিগের বর্তমান শাসন কর্তার সেই প্রকার অভিপ্রায়। কালিগুলা সমুদয় রোমকে বধ করিতে পারেন নাই, কাহেল সাহেবও পৃথক সংস্কারের মধ্যে বঙ্গদেশের সমুদায়ের পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। শাসন সংক্রান্ত কর্মচারিগের দ্বারা অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে কেবল এই লাভ হইবে লোকে তাহা অত্যাচার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। পক্ষান্তরে বিচারপতিগণের প্রতি সর্বসাধারণের সজ্ঞা সমান থাকিবে এবং যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসার কারণ তাঁহারা বিচাৰালয়ের মুখাপেক্ষা করিবেন। কাহেল সাহেবের নিয়ম পরিবর্তন করা যেমন সহজ লোকের মনের ভাব পরিবর্তন করা যেমন সহজ নয়।

বিচারপতিদিগকে এককালে বিচার করিতে না পারিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাতে তাঁহাদিগের সম্মানের লাঘব হয়, সেই ব্যবস্থা করিতেছেন। এপর্যন্ত জেলার জজ ও আতিথিক জজেরা মাসিক ২৫০০ টাকা বেতন পাইতেন।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ১৮০০ অবধি ১৯১৬ টাকা বেতন হইত। কর্মচারিগণ মাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে জেলার জজ পদ প্রাপ্ত হইতেন। বরাবর এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। সকলেই ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু কাহেল সাহেব জজদিগের বেতন কমাইতেছেন। তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা ২২০০ ও ২৫০০ টাকা পাইবেন। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বলেন, বিচার সংক্রান্ত কর্মচারিগণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শাসন সংক্রান্ত কর্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া উচিত। কাহেল সাহেবের মূলে জন্ম হইতেছে। যদি সিভিল সার্জনে প্রবেশাবলি বিচার ও শাসন সম্বন্ধে পুথক কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত, তাহা হইলে উভয় বিভাগকে তুল্য করিয়া বেতনের বন্দোবস্ত করিলে চলিত। কিন্তু সকল সিভিলিয়ানকেই সনকারি মাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে আরত করিয়া উত্পন্ন লাভ করিতে হয়। সুতরাং বন্দোবস্ত অনুসারে কোন সময়ে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কর্মচারিগণের প্রভেদ আরত হইবে? এ বন্দোবস্ত অনুসারে উপকার কিছুই হইবে না। কেবল জেলার জজের পদের অগৌরব হইতেছে। এটা তাঁহার ইচ্ছাচার প্রদর্শনের অপর উদাহরণ মাত্র। আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের জিজ্ঞাসা করিতেছি তাঁহারা আর কত দিন ইহাকে বর্ণেচ্ছ বাহাচার করিতে দিবেন? ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের সময়ে কতকগুলি লোকে আপন আপন সংস্কার অনুসারে যেমন সমাজের গঠন করিতে গিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিয়াছিল, কাহেল সাহেবের হস্ত রোধ না করিলে ইনিও সেইরূপ বঙ্গদেশের শাসন ও বিচার উভয় প্রণালীই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের সময়ে এতদূর

বর্ষ পরিবর্তিয়ার লোকদিগের বিষয় বে কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা বিলুপ্ত হইয়াছেন।

—০—
মহা আশিয়ার কল্যাণ
অতঃপর

কার্বেজ যেমন বোমের হইয়াছিল, ক্রিশিয়ার যেমন ইংলণ্ডের হইয়াছে। কার্বেজের উন্নতি দর্শন বা প্রাপ্ত করিলে বোমকেরা অতিশয় আশ্চর্য ও শঙ্কা কাতর হইতেন, ইংলণ্ডও তেমন নয়। আশিয়ার ক্রিশিয়ার ক্রিষ্টিয়ান দর্শন করিয়া শঙ্কা কাতর হইতেছেন। তবে বিশেষ এই বোম কার্বেজের স্পষ্ট শত্রুতাচরণ করিতেন, ইংলণ্ড তাহা করিতে পারিতেছেন না। এখন তখন কার মত কাল নাই। তখনকার লোকের মনে যে ভাবের উদয় হইত, তাঁহারা বাক্য ও কার্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এখন তাহা হইবার ঘো নাই। এখন তাহা করিতে গেলে “ অগভা ” এই বিশেষণ ভাষন হইতে হয়। মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে না পারিলে আজ কালি যত ভাষনা করা যায় না। ক্রী নিরুজ্জন গুণে অন্য পুরুষের নিক্ত এক আনন্দে উপবেশন করিয়া হাস্য কোতুকাদি করিতেছে, পূর্বে কার লোকে তদর্শনে তাহাকে বাড়িয়া গেলো নিশ্চয় করিয়া পরিত্যাগ করিতেন। এখন সে পরিত্যাগের পথ নাই। এখন ক্রিয়ানিষ্পত্তি দর্শন ব্যতিতই বাক্য-চারিত্র্য নিষ্পত্তি হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্তাব এই চমৎকার গুণ হইয়াছে। অতঃপর যদি ক্রিশিয়ার বাস্তবিক ভারতবর্ষের প্রতি লোক থাকে, আর সেই লোক চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে ক্রিশিয়ার যদি মহা আশিয়ার অর্থ পার্থী সম্পাদন করিয়া সেই পথ প্রস্তুত করেন ইংলণ্ড ইহা সুনিতে পারিলেও কিছু

বলিতে পারিবেন না। কিছু বসন্তসভা তা
বিরুদ্ধ কার্য। বিশেষতঃ কৃষি। যে
দুই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে
কিছু বলিবার পথও রাখেন নাই।
প্রথম, বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। দ্বিতীয়
কৃষির বন্দোবস্তের কার্যক্রমমোচন।
ইহার উপরে কথা নাই। বাণিজ্য আর
জাতি বাণিজ্যের উন্নতির কথা শুনিলে
আলগা হইয়া পড়েন। উহার সহিত
আর একটা বিষয়ের যোগ হইয়াছে।
অনেকের এই জন্মাত্মক সংস্কার জন্ম
রাছে কৃষির মধ্য আশ্রিত্যের জরাজ
করিলে তত্রতা লোকেরা সত্যতালোক
সম্পন্ন হইয়া উঠিবেন। তাহাতে পৃথিবীর
অশেষবিধ কাণ্ড লোকের সন্তোষনা
আছে। এই কল্যাণ ভারতবর্ষের পরি-
ণত হইবে কিনা, উহার। সেবিবেচনা
করেন না। যুগান্তিত পৃথিবীর যে উপ-
কার লাভ, তাহা প্রার্থনীয় নহে।

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন,
ভারতবর্ষের অতিদুর্ভে আগমন কৃষিয়ার
উদ্দেশ্য নহে। কৃষি। যদি বীনবল ও
ভিন্ন দেশের জরকার্যে বিরতস্থ হই-
তেন, আমরা এ সিদ্ধান্তটিকে সঙ্গত
বলিয়া গণনা করিতাম। ইংলও প্রতি-
শ্রমে প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাপি
কৃষি। নানা ছল করিয়া স্থানে স্থানে
সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। সে বিন তুর্ক
মানসিগেব দেশে ৩০০০ সৈন্য পাঠাইয়া
দিরাহিলেন। অস্ত্রবজ্র নীমা লইয়া
পারস্যের সহিত বিবাদ চলিতেছে।

কৃষিয়ার সহিত ইংলওর পারস্যের
সংঘর্ষ হইবার আর একটা কারণ এই,
কৃষিয়ার যুদ্ধবর্ষ, যুদ্ধ ঘটিলে অগ-
তের যে অশকার হয়, তাহা বেত্রণ বুঝিয়া
ইংলও কাজ করেন, কৃষি। সেত্রণ
করেন না। তাহার জগীবা হুতিই বল-
বতী। কৃষিয়ার যে বার্ষিক আয় হয়,
তাহার দুই তৃতীর অংশ সৈনিক ব্যয়ে

ও দুই পর্ষাবসিত হয়। ১৮৭২ অব্দে যে
আর ব্যয় নির্ণীত হয়, তাহাতে কৃষিয়ার
৬৮০৫৬৫০৯ টাকা বার্ষিক আয় নির্ধা-
রিত হইয়াছে। উহার মধ্যে সৈনিক
ব্যয় ২১৪৫২৬১৮ টাকা। যুদ্ধ স্থলে
১২১৩২৫৯ সৈন্য সংগৃহীত হয়। ইহার
চতুর্থ অংশ সৈন্যও যদি ভারতবর্ষে
আনীত হয়, ভারতবর্ষই সৈনিকবণ
তাহার নিকটে মুক্তিমের বলিয়া পরিগণিত
হইবে সন্দেহ নাই। ১৮৭১ অব্দে ভারত
বর্ষের যে সৈন্য সংখ্যা করা হয় তাহা
এই, রাজকীয় ইউরোপীয় সৈন্য ৬১২৫৮
ইউরোপীয় আফ্রিকার ২২৬৯ এদেশীয়
সৈন্য ১০১৮০১ সমুদারে যে ১৯১০৪৭।
ভারতবর্ষের সৈন্যগণ যদি কৃষিয়ারিগের
অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত হয়, তাহা
হইলেও উহার। উহারিগের পরাভবে
সমর্থ হইবে, সে সন্তোষনা নাই। উহার।
সংখ্যার ইহারিগের অপেক্ষা বহুগুণ
অধিক হইবে। মহাকবি ভারবি
বলেন “একবর্ত্তন্বাহি রণে জরাজীঃ”
যে পক্ষে বীর্ষ্য সৈন্য ও অস্ত্রবল
থাকে, জরাজীর্ষ্য সেই পক্ষকেই আশ্রয়
করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সৈন্য-
গণের বীর্ষ্য ও অস্ত্রবলের যে উৎকর্ষ
আছে, কৃষিয়ারিগের সৈন্য সংখ্যার
নিকটে তাহা বীন হইবে সন্দেহ নাই।
জর্জিয়ারে তাহার প্রমাণ। কাসী
সৈনিকদিগের, নৈনপুর্বা অধিক, তথাপি
উহার। জর্জিয়ারিগের সৈন্য বহুল বলিয়া
তাহারিগের নিকটে পরাস্ত হইল।
তবে এক ভাঙ্গা এই, মহামতি লাউ
নর্থব্রুক সময়ে ভারতবর্ষের সিংহাসনে
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পূর্বেগত কোন
কোন গবর্নর জেনরলের অবিস্থলকারি
তাদি দোষে ভারতবর্ষের সকল সম্প্র-
দায়ই বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। লাউ
নর্থব্রুকের রাজনীতির গুণে সেই অশ-
রাগ নির্দোষোন্মুখ হইয়াছে। এজা

অনুরক্ত থাকিলে শত্রু যত অবল হউক,
তাহার কৃত্যার্থতা লাভ হুইট হয়।

—*—

বিক্রেটারি। পঞ্জিকা ও বাঙ্গলা ডাই-
রেটরি (১) ইহাতে পঞ্জিকা ও ডাই-
রেটরি জাতীয় বিষয় সকল অতি বিস্তা-
রিত রূপে লিখিত হইয়াছে। বিষয়ী
লোকের সম্রাচর যে সকল বিষয় জানি-
বার প্রয়োজন হয়, ইহাতে তাহার অধি-
কাংশ পরিবেশিত হইয়াছে। ইহার দুই
কাণ্ডের ন্যায় ছবিগুলিও অতি সুন্দর
হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই টেম্পার সোমবার।

এ সম্বন্ধে “ভারত সংস্কারক নামে”
একখানি ও করমা পরিমিত সাপ্তাহিক সম্বাদ
পত্র আশ্রয়িত হইয়াছে। এখানি
এই ৭ ই টেম্পার হইতে প্রচারিত হইতে
আরম্ভ হইয়াছে। ইহার নাম হারাই উদ্দে-
শ্যের এক প্রকার পরিচয় হইতেছে। বর্ত-
মান সংখ্যায় যে করকটী ওস্তাব লিখিত
হইয়াছে তদ্বশনে বোধ হইতেছে তদ্বশ্যে
এখানি বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিতে
পারিবে। ইহার কাগজ ও মুদ্রণ কার্যও
সুন্দর হইয়াছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
১ টাকা মাত্র।

লাউ নর্থব্রুক ১৮ ই এপ্রেল অপরাজিত
৫ ঘটিকার সময় সিমনার উপনীত হইয়া-
ছেন। ইহার সিমনা গমনের প্রজ্ঞার
যে অর্পণ করিত হইলে, ইনি যদি শীতল স্থানে
বাসনিবন্ধন হইত উক্ত বনী শক্তি, বিনিয়োগ
হইত। প্রজ্ঞার হিতার্থের কোন উপায়
উদ্ভাবন করিয়া উহার প্রতিদান করেন
তাহা হইলে উক্ত সিমনা গমনে প্রজ্ঞার
আর তত অসন্তোষ থাকিবে না। অন্য অন্য
গবর্নর জেনরলের ন্যায় আমোদার্থ ইহার
সিমনা বাস আশ্রয়িতের একপ বোধ
হয় না।

(১) উক্ত বিহারিগাল নদি প্রবীত,
কলিকাতা সিপুলাটা, মাদিকতলা ৫। ১৪৮
মং প্রভন বাঙ্গলা ব্যয় হুতি। মূল্য ১.০।

আগামী কল্যা লেপ্টনেন্ট গবর্নর ক'লেস সাহেব বারজিলাং সাত্তা করিবেন। আমরা আশীতত্ত্ব কিছু দিনের জন্য সুস্থিত হইলাম বটে, কিন্তু কালেস সাহেবের মস্তিষ্ক একে অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাৱেতে গর্জনের শীতল ছায়ায় আত্ম উজ্জ্বলভাৱে করিবে। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া কি কুতন কাণ্ড করিয়া বলেন ইহাই ভাবিয়া আতুল হইতেছি।

লর্ড নর্থব্রক ইনকম ট্যাক্স তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া চতুর্দিক হইতে তাঁহার নিকটে রত্নসভাভূক্ত পত্র আসিতেছে। টেম্পল সাহেব এখনও ইনকম ট্যাক্সের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি ইহার অনুকূল ভুক্তি প্রদর্শন করিয়া বড় বড় মিনিট লিখিতেছেন। এখন কেবল রোমন্থি, তাঁহার পোক বিনোদনের এক মাত্র উপায়।

ন্যাসন্যাস শেণার পাঠে অবগত হওয়া গেল, অধ্য কলিকাতা মাধ্যমসা গলিতে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ এ পত্রান্তে প্রকাশিত হয় নাই।

জুরিট বিবরণিহালায় জী শিকার বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইতেছে। ছাদীয়া কেবল অচিরেই মনে পরার্থবিবাহর অনুশীলনেও প্রবৃত্ত হইতেছেন। পরীক্ষণী ছাদীয়া স্থানে স্থানে কর্ষ করিতেছেন। ক্রমে পুত্র বের হয় উঠিল।

সে দিন হাটখোলা ঘাটের নিকটে একটি ইউরোপীয়ের শব পাওয়া গিয়াছে। উহার নাম ও বালস্থান জানা যায় নাই। ইহার অনুসন্ধান হইতেছে।

কটকের একজন মুসলমান কান্টেক্টর অপরাধিদিগকে এক কুতনবিধ দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ অপরাধ করিলে তিনি উহার “মাক্কেদ” দণ্ডবিধান করেন। কালেক্টরটি বোধ হয় পূর্বে বহুকাল গুরুগিরি করিয়া থাকিবেন, সে অভ্যাস এখনও বিদ্যুত হইতে পারেন নাই।

উড়িষ্যার কমিশনার শিখা বিভাগে সাক্ষাতিবিগের অশেফা অধিকসংখ্য উড়িষ্যাকে কর্ষ দিতেছেন। জজস্য বাধ্য-

শিখা ইহাতে কুহু হইয়া বলিতেছেন, “কমিশনার সাহেব এক দিনের পর এক জন পাঁকা উড়িয়া হইয়াছেন” যেখানে ছাত্র ও শিক্ষক উড়িয়া, সেখানে তাঁহার “সাহেব” থাকিলে চলে কৈ? অজ্ঞি কালি আমাধিগের রাজপুত্রদেরা ওপের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া স্থানের অনুরোধ করিতেছেন। এটা বিপরীত নীতি ইট ফলোপথায়িনী হইবে এ সত্য কথা নাই।

আমরা ভারতবর্ষের সত্যের একটি উৎকৃষ্ট চেষ্টা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম। তাঁহার ভারতবর্ষের গবর্নর মেন্টের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন, বার্ষিক আয় ব্যয় বৃত্তান্তের বিষয় বিশেষতঃ কর-বার জন্য একটি চিরস্থায়ী রাজস্ব কমিটি নিযুক্ত করা হয়, তিন্ন তিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ চিহ্নিত অর্চিহ্নিত কর্ণ-চারীর উচ্চতা সভা হইবেন। ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা অভিগ্নর শেচনীয়া। লর্ড নর্থব্রক যথেষ্ট ইহার ভারপ্রদান করিতে আ-মাদের কতক আশা জন্মিয়াছে। এসময়ে যদি এরূপ একটা কমিটি নিযুক্ত হন লর্ড নর্থব্রক তাঁহানিগের নিকটে হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইবেন। উত্তরে পরামর্শ করিয়া কার্য করিলে অচিরকাল মধ্যে রাজস্বের উৎকর্ষ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

১৮৭২ অব্দে ব্রিটিশ প্রদেশে ধনধানী ব্যক্তিরা ৫১৭৯ টাকা সাধারণের হিতকর কার্যে ব্যয় করিয়াছেন।

সেদিন বাংলাদেশে এরূপ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে যে আনিয়ার সাগি পদার্থ ভাঙিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বেংগাই ও বরদা রেলওয়েতে দুর্ঘটনা হইয়া ৫১৭ জন গুরুতর এবং অনেকে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। বীর্ঘবান ঐযং না হইলে রেলওয়ের এই রোগীর শান্তি হইবে না।

১১ ই বৈশাখ হজলবার।

কলিকাতা প্রদেশিক বাতবা সমাজের গত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর সত্য ২০১১৪ টাকা আর এবং ৮০২১১ টাকা ব্যয় হয়। গত মে মাসে লর্ড নর্থব্রক এই সভার সালিক ১০০ টাকা দিবার

অতি প্রাণ প্রকাশ করেন। কলিকাতার এক জন বাণিক ছাত্রের টাকা দিয়াছেন, তিনি কয়েক বৎসর এই দান করিতেছেন। গত এপ্রেল মাসে বাবু শ্যামচরণ লাহা প্রতিজ্ঞ ইউরোপীয়দিগের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা দান করেন এবং দেশীয় প্রতিজ্ঞদিগের সাহায্যার্থ আর ৫০০ টাকা নেটিন কমিটির হস্তে প্রদান করেন। আমরা এই একটি আশ্চর্য দেখিতেছি, লর্ড নর্থব্রকের এই লক্ষ্য ক'মে বিলক্ষণ যত্ন আছে, কিন্তু কালেস সাহেবের ইহা ভাল লাগে না। অথবা তিনি শাসন কার্য লইয়া যেরূপ ব্যস্ত এ সকল বিষয়ে মন দিবার তাঁহার অবসর কৈ?

উত্তর পশ্চিমাকলের মধ্যপ্রদেশীয় দেশীয় সভার পরীক্ষা সম্বন্ধে লেপ্টনেন্ট গবর্নর বলিয়াছেন, পরীক্ষার ফল উত্তম হইয়াছে বটে, কিন্তু বাংলাকে সাধারণ পাঠ্যপুস্তক পরামর্শ দেখা দেখি করিয়া প্রায় উত্তর দিবে। ভবিষ্যতে এ নিমিত্ত বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। পরীক্ষা কালে শিক্ষকগণকে যেত রূপে নিযুক্ত করা হয় তাঁহার অজ্ঞেয়ত নহে। যখন শিক্ষকগণকে পরীক্ষা কালে তত্ত্ব করা অনাগ্র বোধ হইতেছে তখন শিক্ষকগণকে পরীক্ষক করা যে নিতান্ত ন্যায্যবিকল্প তাটা আর বলিবার এয়োজন নাই।

বাঁকি খ'জনার মকদ্দমার ভার ক'মে ইর দিগের হস্ত হইতে দেওয়ানী আদালতে বাঁচাতে অনেক মকদ্দমা পরিচালিত হইতেছে। এই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্নরকে বঙ্গদেশে ১ মাসের জন্য ২১ জন অতিরিক্ত মুদ্রাক্ষর নিযুক্ত করিয়াছেন। মুদ্রাক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যিক এ কথা অনেক দিন হইতেই বলা হইতেছে।

পুলিষ ডিপোইট কটাক আনি গেল, একটা ১৪ বৎসর বয়স্ক বালিকা দুই লোকের পরামর্শে গুরুত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ১৪ আইন অনুসারে রেজিষ্টার করিবার জন্য উর্দাফি থানার হইয়া ব'ও-রিতে তখন সে ভীত হইয়া বলিল তাঁহার আশী আছে। এই আইন অনুসারে বধ্যবধ

কাজ হইলে অনেকাংশে স্বর্ধনীতির রক্ষা হইতে পারে।

সম্রাতি উত্তর পশ্চিমাকলের হাট-কোট্টে একটি জুতাবান বকদ্দমার নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। একটি হিন্দু স্ত্রীলোক এই বলিয়া মালীশ করে, তাহার পুত্রের সহিত আর এক ব্যক্তির কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল। তিনি ঐ কন্যাটী পাইবার প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, যখন সম্বন্ধ হইয়াছে তখন ঐ কন্যা তাহার পুত্রের স্ত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বকদ্দমা অগ্রাণ্য হইয়াছে। সম্বন্ধ আর বিবাহ উভয়ই তুমি হিন্দুশাস্ত্রের এরূপ আভিপ্রায় নহে।

খামরা ভুলিয়া চুখিত হইলাম শান্তি-পুরের জমীদার বাবু ইশানচন্দ্র রায় সম্রাতি দেহভাগ করিয়াছেন। ইহার বয়স অধিক হয় নাই। তিনি অতি সচরিত্র ও লোক হিতৈষী ছিলেন।

মাস্তাজ এমিনরাম বলেন, তথায় ঐখা তিগায়া নিগদন লোকের অভ্যাস কই হই-রাছে। এই ঐখায়ে অনেক কিছু না, শুউক সম্পাদকের বিলম্বন দুর্ভাগ্য্য ঘটাইয়াছে। তিনি কাখেল সাংসহকে পঞ্জাবের সেন্ট-মন্ট গবর্নর বলিয়া নিধিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর অন্তর্গত করবার বেগিয়া জাতির যুবকবলে নানা রূপ স্বর্ধনীতি বিকল্প কার্যের রুচি হওয়ারকৈ উহাংগের প্রাচীন সম্রাটর এক সভা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন, কেহ এরূপ সমাজ অথবা নীতি বিকল্প কার্য করিলে তাহাকে সমাজহত্যাত করা হইবে। গত সপ্তাহে কয়েকজন যুবকের ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সহবাস অপরাধে সমাজহত্যাত দণ্ড হইয়াছে। এই দুটাত বর্ধনে উক্ত সমাজ চকল হইয়াছেন। আমাংগের সমাজে যখন চলানির নিরম ছিল তখন এত স্বর্ধন্যবহার ছিল না। এক্ষণে সমাজের আর সেধণ আটা আটা নাই, লোকেও যার বা ইচ্ছা সে মিটীকচিত্তে তাহাই করিতেছে।

গত শুক্রবার প্রাতঃকালে প্রেসি-ডেন্সি জেলে এডওয়ার্ড ডিক্‌জের কন্যি হইয়া গিয়াছে।

যেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া-ছেন। “মাঘরা পূর্ণীষাধি অবগত হিলাম যে, বীজ যাত্রেই অকুরোংপাদিকা পতি আছে কিন্তু একটি বীজ হইতে যে ২।৩ টী অকুর উদ্ভব হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তাণা এক্ষণে জাত হইলাম। এই বীরগোদা গ্রামে একটি জাংগলের বাটীতে একটি নারিকেল হইতে ২ টী অকুর উদ্ভব হইয়াছে ও তাহা বর্ধিত হইয়া প্রায় ২।৩ ফুট পর্য্যন্ত বাড়ি-রাছে। বৃক্ষরূপে বোটা নহে। অপর বীরগো-দার ২ কোণ বাক্ষিণে সফরিয়া নামক গ্রামে একটি নারিকেলের ৩ টী অকুর হইয়া তাং-রও বৃক্ষ ২।৩ ফুট বর্ধিত হইয়াছে।”

বেকস টাইমস বলেন, গোংগালখের কুলিদিগের অভ্যাস ওলডিটা হইতেছে।

ইংলিসমান বলেন, সর বার্টল ক্রিয়ার বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়া মধ্য বংশের সর পি ওডহাউসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইবেন। বোম্বাইর ইকুলা সভা তাঁহাকে এক ভোজে দিব্যি সংকল্প করি-রাছেন। ক্রিয়ার ত জানিবারে কিছুই করিয়া আগিতে পারিলেন না বাইবার সময় এ উপরিলাভ গুলি ছাড়িবে কেন?

বারাণসীর কমিশনার সেজগিরার সাংসহ বিহার লইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন দিব্যর জন্য বারাণসী ইনস্টিটিউটে এক সভা হয়। বারাণসীর রাজা সভা পতির আসন গ্রহণ করেন। নগরের বাব-তীয় দেশীয় সন্ততি ব্যক্তি সভাস্থলে উপ-স্থিত ছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় এম-লীরাংগের নিকট হইতে ভক্তি ও সম্মান লাভের ইচ্ছা করেন তাহাংগের কন্তসা ইহাংগের প্রতি সেজগিরার সাংসহের ন্যায় ব্যবহার করেন, বলপূর্বক দেলায় গ্রহণের কাল আর নাই।

বারিউর এড, মিনেট লাংহের কিছু দিনের জন্য হাইকোর্টের আভিনিধি রিসিবার হইয়াছেন। উইলকিন্সন সাংসহ গজাংগে গিয়াছেন।

১২ ই টেম্‌স্‌ বুধবার।

ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রকাশ সম্বন্ধে একটি

বুতন নক্সাবন্ড হইয়াছে। প্রথম খণ্ড (ইহাতে মিরোগ প্রভৃতি থাকিবে) এবং ৪১৫ খণ্ড (ইহাতে যে সকল আইন পাস হইয়াছে অথবা বিবেচনার্থ কাউন্সিলে উপ-স্থিত হইয়াছে সেই গুলি থাকিবে) লিম-লার প্রচারিত হইবে। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড কলিকাতার প্রকাশিত হইবে। ইহাতে কন্ট্রোলার জেনারল এবং হাইকোর্ট প্রভৃতির বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপন থাকিবে। লিমলার সহিত রাজপুত্রগণের ক্রমে বনিউতাব বাড়িটিতেছে।

চম্বার বর্তমান রাজা গোপাল সিংহ দুপরিটেওটে কর্নেল মাকওটর দুর্ভাব-হারে অভ্যাস নিরুক্ত হইয়া পুত্র লাভ নর্থ-ক্রকের নিকটে অভিযোগ করিবার জন্য কয়েকজন সম্ভর লইয়া রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন “চম্বার এরূপ রাজা হইয়া থাকা অপেক্ষা গবর্নর জেনারলের সহিত হইয়া থাকা ভাল।” রাজার উক্ত অভ্যাস দুপরিটেওটের সৌজম্যের বৈরুপ পরিচয় হইয়াছে, বোধ হয়, আর কিছুতে এরূপ হইবার নয়। এই সকল মহাপুরুষ হইতেই বিজোহানি ঘটনা হয়।

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক আভিজিৎ সংখ্যা রেজিউরি করা সংবাদ পত্রের সে এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জংগা বার, বকবেশে সংবাদ, পত্রের সংখ্যার ৩৭ ইংরাজী, ৪৭ দেশীয় ও দেশীয় ও ইংরাজী। মাস্তাজে ৩৫ ইংরাজী ২০ দেশীয় এবং ৩০ দেশীয় ও ইংরাজী। বোম্বাইয়ে ৩০ ইংরাজী ৩০ দেশীয় এবং ২০ ইংরাজী ও দেশীয়। এরূপ পর্য্যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ২০২১৬, পঞ্জাবে ১০,২০১ মধ্য প্রদেশে ২১০২ অবোধ্যার ৪১১১। অন্ধ্রদেশে ৭২। সিদ্ধিতে ৮১০। রাজপুতানার ২ খানি দেশীয় এবং ১ খানি ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্র আছে।

১১ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্বভারতবর্ষের রেলওয়ে কোম্পানির ৫০০ ৬১০ টিকা আর হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৪৫৭০০ টিকা হইয়াছিল। এ বৎসর ৭০২৭০ টিকা অধিক আর হইয়াছে।

মাস্ত্রাজ বিদ্যালয়ের উ-২ন ছাত্র-
বিগকে উপাধিমান কালে পোর্টার সাহেব
যে বক্তৃতা করেন, তৎসময়ে এখিনিয়ম
লিখিয়াছেন, তারতন্যের বর্তমান শিক্ষা
প্রণালীর বিচার করিতে গেলে, উচ্চশিক্ষা
ভাল কি না, এ বিবেচনা না করিয়া এনি-
ময়ে এক্ষণে গবর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থা করিতেছেন
তত্ত্ব ব্যতীত উচ্চতর শিক্ষা তাৎপর্যই বিচার
করা কর্তব্য। সম্প্রদায়িক শিক্ষার একটি নীতি
করিয়া সেই পর্যন্ত সকল শ্রেণীকে শিক্ষা
দিবার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে এদেশ
হইতে দুর্ভাগ্য দূর করিয়া পরে প্রজাতির
শিক্ষার ভার তাহাদিগের উপরই নিষ্কণ
করিতে হইবে। কাশ্মীর সাহেব আর একজন
সহকারী গাইলেন।

নাহাউমের রাজার মৃত্যু হইয়াছে।

গত ১৫ ই এপ্রেল আর্মীর সিরার আলী
খাঁর জাতুশুজ মহম্মদ ইন্সেল খাঁর
লাহোরে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি রাজবিদ্বেষ-
হাশিরাবে লাহোরে কারাবদ্ধ ছিলেন।

ইংলণ্ডের রেলওয়েতে দুর্ঘটনা নিবন্ধন
রেলওয়ে কোম্পানি সমুদকে ক্ষতি পূরণার্থ
কম টাকা দিতে হয় না। ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত
উদ্বোধনকে এ বিষয়ে ২০৪৮৫৯০ টাকা
দিতে হইয়াছে। তারতন্যের রেলওয়ে
সমুদে ক্ষতিপূরণের কথা ত শুনা যায় না,
কিন্তু এখন দিন নাই যে দিন দুর্ঘটনার কথা
আহাদিগের ক্ষতিগণের না হয়।

বিজ্ঞাপনক্রমে কাম্বুলস্থ সংবাদবাহতা
বলেন, মরক্কো খাঁ আমীরকে পত্র লিখি-
রাছেন, তিনি যেজর মাকডোমাল্ডের
হত্যাকারী বিরাট খাঁকে হত্যার জন্য
ঈশ্বর পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু বিরাট খাঁ
তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহার
কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আর আর পরিবারকে
বন্দী এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হই-
য়াছে।

নল'কের একব্যক্তিত্বভায়ে একটি বাল-
কের অঙ্গ হইতে খলখার ছুরি করিয়াছিল
খলিয়া খালিষ্ট্রে তাহার ৩ মাস কারাবাস
হও যেন। সে বোম্বাইর হাইকোর্টে আপীল

করিতে অজেরা তাহার ১৮ মাস কারাবাসের
ব্যবস্থা করিয়াছেন। খান ছাড়াইতে গিয়া
চালিগলার বাহার এই এক উৎকৃষ্ট উদ্য-
মর।

বিজয়পুর প্রদেশের অঙ্গরাজ পেরকো-
টের চৌধুরী আমর সিংহ এবং এসক সিংহ
উক্ত প্রদেশে একটি সুল ও চিৎবৎসার
নির্বাণার্থ মৃত্যুর পূর্বে গবর্ণমেন্টের হস্তে
২০ সহস্র টাকা দিয়া গিয়াছেন। এদ্বারা
অন্যান্য ধনশালী ব্যক্তির যথার্থ অনুকর-
ণীয়।

সাংগঠিক সংবাদ বলেন, "একটি রোজ
শিশু একদিন একটি আড়ম্বর দেখিতে
পাইয়া তাহাকে হরিয়া আপনাতর ক্রুর
রাখিয়া খেলা করে। ইতি মধ্যে তাহার
রক্তক ডাড়া সাপ দেখিয়া তাহাকে তাড়া-
বার চেষ্টা করে। কিন্তু সাপ তাহাকে তাড়া
করিতে সে দূরে পলায়ন করে। সাপ তাহা-
কে তাড়াইয়া আবার উক্ত শিশুর ডোলে
আইসে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা না
করিয়া আপনি চলিয়া যায়।" বালকটি যথ-
পর পূর্ণজন্মে শতকাল পুত্র ছিল।

১০ ই ইংলীশ বৃহস্পতিবার।

সেনিন পাকানন ভেওয়ারি নামক এক
জন ব্রজবাসী কলবাগানে তাহার একটি
বজাতির স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া মৃত হই-
য়াছে।

কনীয়েরা তুর্কোমানদিগকে পরাভূত
করিয়া ১২ ই মার্চ আট্রিক এবং গজের
মহী পাহা হইয়া আট্রিক এবং পারস্যের
সেনাবাহকের অনুমতি ক্রমে ১৮ ই মার্চ
আকালা সেতু দ্বারা পুনরায় ঐ মহী পাহা
হইয়া যায়।

এবার প্রায় সর্বত্রই লোকের বৃত্তির
জনা হাহাকার করিতেছে। উত্তাপ এত
বৃদ্ধি হইয়াছে যে, বেলা ১০।১১ টার
পর বাহিরে বাওয়া কঠিন হয়। বৃত্তি
না হওয়াতে কেবল যে লোকের কষ্ট
ও নানী ক্ষতি হইতেছে এরূপ নয়
নীড়াদিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে।
আমি শুনে যে বৃত্তি হইয়াছে তাহা

পর্যাপ্ত নহে। গত সপ্তাহ বর্তমান বিভাগে
সামান্য বৃত্তি হইয়া গিয়াছে। বর্তমান
এবং মেসিনীপুরে এখনও জ্বর, ওলাউঠা
ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। ২৪ পর-
গণা এবং মল্লার স্থানে ২ ওলাউঠা হই-
তেছে। এখানে বৃত্তি হয় নাই। দুর্গসিমা-
বাদ ও পানবার বৃত্তি হইয়াছে খটে, কিন্তু
রাজসাহী বিভাগের অন্যান্য স্থানে
বৃত্তি একান্ত আশঙ্ক্য হইয়াছে। ঢাকায়
বৃত্তি হইয়াছে কিন্তু করিমপুর বাধাগ্রস্ত
যতন সিংহে লোকের পানীর অভাব
অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। উদ্ভিদার বৃত্তি
হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে।

৮ ই এপ্রেল মারো পর্তুগে একটি
প্রবল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

আগামী ১ লা মে বৃহস্পতিবার চতুর্থ
কোম্বারী সেলিম খান হইবে।

১২ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের
মধ্যে কলিকাতায় ২৬০ লোকের মৃত্যু
হইয়াছে। ইহার পূর্বে সপ্তাহ অপেক্ষা ২০
জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গত শুক্রবার বোম্বাইয়ে যে প্রদর্শন
হয় তাহাতে প্রায় ৩৫২০ বর্ষক উপস্থিত
হইয়াছিল।

ইংলিসমান বলেন, এবংসর হাইড্রো-
বাস কেট রেলওয়ের ৫০ মাইল রাস্তা
বাণিজ্যার্থ খোলা হইবে। সমুদায় রাস্তা
শেষ হইতে ৩ বৎসর লাগিবে।

১৮৭২। ৭৩ অব্দে উত্তর পশ্চিমাকলের
গবর্ণমেন্ট দেশীয় তাহার রচিত উৎকৃষ্ট
উৎকৃষ্ট পুস্তকের পুরস্কারার্থ ৫৫৫০ টাকা
দিয়াছেন। যিউর কলেজের অধ্যাপক
মুন্সী বাকমউল্লা করেক খান উৎকৃষ্ট
অল্প পুস্তক রচনা করিয়া ১৫০০ টাকা
পুরস্কার পান। এইটাই সর্ব প্রথম পুর-
স্কার। বঙ্গদেশের পুরস্কার অন্য একরকম।

সর বাটল ফিয়ারের মত্যাটে
গমনে এই কাজ হইয়াছে, সাহেব তর্কি
আর জীতবাস আমদানী করিতে
দিবেন না বলিয়া এক সন্ধি পত্র
স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি আরো বাল

জয় বিজয়ের একাধা-বাজা সকল উঠা-
ইরা বিবন। হাজাঘট তীরবর্তী মজুমার
শিখবিরগের সহিত একপাশে অবস্থিত হইয়াছে।
মুশারারের পোলিটিকাল রেসিডেন্ট
পারস্য উপসাগরের অপর দিক দ্বীপ তীর
এদেশে আসিতে এই ব্যবসায় না থাকে
তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

গত ২২ এ এপ্রেল সন্ধ্যাকালে লাভ
ও লেডি মেশিরর সিমলার উপনীত হই-
রাছেন। সেখানে লাভ মেশিররের
পীড়া হওরাতেই এই বিলাস হইয়াছে।
দিল্লীতে বসন্তের অভ্যাস প্রচুর হইয়াছে।

কলিকাতার প্রতিমিথি পুলিশ কমি-
শনার ওয়ারেন্স সাহেব খীর কার্যভার
এত, কয়েক সাহেবের হস্তে দিয়া ও যানের
বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে লেন্টনট গব-
র্নর কলিকাতা হইতে দারজিলিং যাত্রা
করিয়াছেন। যেমন নিয়ম আছে টিটি পত্র
সকল কলিকাতায় তির তির ডিপার্ট-
মেন্টে প্রেরিত হইবে। তিনি ১৫ ই জুন
পর্যন্ত তথায় থাকিবেন।

বোম্বাই আগসি বলেন, গত মার্চ
মাসের মধ্যে ৬ জন পারসী বৃদ্ধ ও জন
বিবকে বিবাহ করিয়াছেন। দুই জনের
সেক্সারিয়ে এক জনের অন্যগড়ে এক
জনের জলকরে আর দুই জনের বিকামিতে
বিবাহ হয়। ইহাবিশেষের মধ্যে দুই জন
এক কর্ণেলের কন্যা। উহাবিশেষের প্রত্যেক-
কে এক এক লক্ষ টাকা বেওয়া হই-
য়াছে।

১৪ ই বৈশাখ শুক্রবার।

শিরদিল্লীর লীমাপ্রতি সংবাদবাহী
লিখিয়াছেন, আধীর সিয়ার আলী জিয়াউর
সহকারী গবর্নর আশ্রয় থাকে উক্তপদ
পরিচালনা করিয়া কারলে আনিতে অধী-
কার করিতে সক্ষম জাহান খাঁ কপীরা ও
পারস্যের সহিত যোগ দিয়াছেন।

সেন্টপিটার্সবার্গ হইতে সংবাদ আসি-
য়াছে, শিবির খাঁ বোধ হয় কপীরাবিরগের
প্রতিবন্ধকতা করণ করিবেন না।

গত শনিবার রাজা রাধাকান্ত দেবের নটি
মন্দিরে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া
গিয়াছে। প্রায় ৩ শত বেশীর সন্তান লোক
ও কতকগুলি ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন।
নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দর্শনে কোন
কোন ইংরাজী সম্পাদক চট্টোয়া উপস্থিত ছিলেন।

যেদিন একজন উড়িয়া বাটীতে বাইবে
বলিয়া কয়েকটা টাকা লইয়া উলুবেড়িয়ার
এক খানি জীয়াংরে উঠে। তথায় এক মহালু
জাহাঙ্গীর উহাকে ছুটি গরসা দিয়া জীয়াংরে গিয়া
জল খাইয়া আসিতে বলে। সে টাকা কয়টা
সহিত কাপড়ের পুটলিটা এই জাহাঙ্গীরের
নিকটে রাখিয়া জল খাইতে যায়, আসিয়া
দেখে সে জাহাঙ্গীরও নাই সে পুটলিও নাই।
জাহাঙ্গীরি যোগা পায়ে দুখিয়াই হরা একাশ
করিয়াছিল।

এবংসর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ১৬৫৫১৭০
টাকা আর ও ১৭১২০৮৭০ টাকা ব্যয় হই-
য়াছে। ব্যয় অধিক চাই।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আব্দুল
খাঁ পুনরায় শিতার খানিট চেষ্টার বহুতর
করিতেছেন। এই সংবাদে কংবুলের সকলে
অত্যন্ত অশুভিত হইয়াছেন। মুলসমান
জাতির পিতৃভক্তির এই রূপ সংবাদ সচরা-
চর শুনিতে পাওয়া যায়।

বেরাণসি খাঁর সীমায় লক্ষ্মীনারওয়ার
বে যেলা হয়, এই মার্চ ও এপ্রেল মাসে
তথায় প্রায় ৬০ হাজার ব্যক্তির সমাগম
হইয়া থাকে। ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করিতে
পারিলে এত মেলাগুলির দ্বারা বাণিজ্য
কর্মের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা
আছে।

বোম্বাই চাইকোট বড় গোলযোগ ঘটি-
য়াছে। বিচারপতি কেবল এক বাসর
বিদায় লইতেছেন, বিচারপতি লর্ড
পলভাগ করিতেছেন, বিচারপতি গিল
গবর্নর জেনরলের কাউন্সিলে প্রবেশ
করিতেছেন।

যেদিন টানার মেসিরনে ৫ জন
পুরুষ ও একটা জীলোবের ডাকবাসিনী
অপরূপে বাজাজীবন উপভোগ করিতে
লাগিয়া হইয়াছে। ইহার পর দ্বীপ এখান

লোকবিরগের নিকট হইতে আর আশ্রয়
দেওয়া ও হত্যার ভয় প্রদর্শন করিয়া
অর্থ গ্রহণ করিত।

গত ২২সর বোম্বাই গবর্নমেন্ট স্কুলের
সংখ্যা ৫১৪ এবং ছাত্রসংখ্যা ৩০৭০
বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে গবর্নমেন্ট ৩১৪-
৫২০ টাকা বেন এবং স্থানীয় ফণ্ড হইতে
১২২৬০০০ টাকা বেওয়া হয়।

সম্প্রতি মাজাজের পানইলা পিলে
নামক এক ব্যক্তি বেলমুক্তনে সংযুক্ত
শিক্ষার উৎসাহ দানার্থে হৃত্যাকালে
২০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা	শিকা	১০২৮—১০২৮০
৪ " "	কোং	১০২৮—১০২৮০
৪ " "	"	১০২৮—১০২৮০
৪ " "	"	১০২৮—১০২৮০
৪ " "	"	১০২৮—১০২৮০
৪ " "	"	১০২৮—১০২৮০

১৫ ই বৈশাখ শনিবার।

গত মঙ্গলবার লাভ হবার আশ্রয়
হইতে নীলগিরিতে যাত্রা করিয়াছেন।

সিদ্ধির রাজা মোরাদাবাদ হইতে
আগ্রা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

আগামী মাসে জুনাগড় রাজ্যের উত্তর-
বিক্রীর বিবাহ হইবে। বিবাহে ৫ লক্ষ
টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার পর সন্তানদি
হইবার ব্যয় আছে।

গত কলা খালি ব্যক্তির ডাইরেটর
বিগের যে সভা হয় তাহাতে জুন ও ডিসেম্বর
উক্ত পত্র করা আদ টাকা কমান হইয়াছে।

বোম্বাইর প্রাক্ত সমাজের সভাপতি অজা-
তীয় দরিদ্র বিবাহ ও অনাধারিতগের সমা-
যার্থ কয়েক দিনের মধ্যে ২৪০০ টাকা উপা-
সংগ্রহ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদর্শন দর্শনাদি গমনের টিকি-
টের মূল্য চারি আনা করিতে দর্শকের
সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। গত শনি
বার ৫১৮৭ এবং রবিবার ৫৫১৭ ব্যক্তি
টিকিটের জন্য গেল। যে অকুলদের আশ্রয়
করা হইয়াছিল বোধ হয় এতদূর টিকিট
বিক্রয় হইলে তাহাদের পূরণ নহবে।

পিরমিয়রের সীমান্তিত সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, জাহুর বাঁ দিরাটে পৌঁড়িত হইয়াছেন। জাহুর তাঁরাকে সাক্ষ্যনাটক এক পত্র লিখিয়াছেন। সকলে অনুমান করিতেছেন, দিরাট বাঁ জাহুরিলা জাহুরি ডিস্ নিগের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই আশ্রয় স্থানটির পথে লুণ্ঠনাদি করিয়া জাহুরিলা নির্ভর করে। এই আশ্রয় স্থানটির প্রায় ৩ সপ্তাহ হইবে। জাহুরিলা দিরাট আলী ও ইংরাজ আশ্রয় উভয়ের পরম শত্রু। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন, জাহুরিলা ইহাঙ্গিরের জাহুরিলা ব্যবসার। ইহাঙ্গি পুত্র-গণকে বাল্য কাল হইতে চুরি বিদ্যাশিক্ষায়। বেরালে একটা সজ্জা খনন করিয়া ছোট বালক দিগকে উহার মধ্য দিয়া গভীরত করায়, এবং এই কর্তব্য কথা বলে "বাল সাহা বাল সাহা বাল সাহা।" উহার অর্থ চোর হও, চোর হও, চোর হও।

—:—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
আদেশাঙ্গুলারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৭ ই এপ্রেল। জিহুজ ডবলিউ ডি প্রাট এবং এ. ডি. লারিমোর সাহেব চতুর্থ জেনীতে সও প্রতিমিথি বিজিট পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইয়াছেন।

১৩ ই এপ্রেল। মৌলবী সাঈদ ইকবাল হোসেন মহোদয় সাহেব রেজিষ্টার হইবেন।
২৪ পরগণার প্রতিমিথি জাইন্ট মাজি-
স্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর জিহুজ এফর্গস সাহেব
১৮৭১ অক্টোবর ৭ আইন (ভারতবর্ষীয় উপ-
নিয়োগ সংক্রান্ত আইন) অনুসারে উক্ত
বিভাগে মাজিষ্ট্রেটের কর্মত্যাগ পাইলেন।

১৭ ই এপ্রেল। বাবু মোহাম্মদ আলী পাটনা ডিষ্ট্রিক্ট জুজ কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।
মৌলবী হালিলউদ্দীন পাটনা ডিষ্ট্রিক্ট
জুজ কমিটির সভ্য হইবেন।

হরপ্রসন্ন শর্মা রায় বাহাদুর এক জন
বিশেষ আভিযুক্ত সহকারী কমিশনার হই-
লেন।

জিহুজ এস, ই, জে, রুর্ক সাহেব বাল-

সহায় আভিযুক্ত চান বাবির অবৈতনিক মাজি-
স্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় জেনীর মাজিষ্ট্রে-
টের কর্মত্যাগ পাইলেন।

জিহুজ সি. পি. এল. বেলে সাহেব
কিছু দিনের জন্য চতুর্থ জেনীতে বাহাদুর
প্রতিমিথি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু মোহাম্মদ সিংহ সাহেব পরগ-
নার জুজ সচিবের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হই-
বেন।

১৮ ই এপ্রেল। জিহুজ এস, বি. বি.
কিছু সাহেব সর্বের জুনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট
হইয়াছেন কিছু আপাততঃ মওদাখালিতে
চতুর্থ জেনীর প্রতিমিথি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক-
টর থাকিতে হইবে।

জিহুজ জে, এস আরমষ্ট ও সাহেব প্রথম
জেনীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইবেন।

জিহুজ জে, বকসওয়েল দ্বিতীয় জেনীর
জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হই
বেন। কিছু আপাততঃ প্রথম জেনীতে প্রতি-
মিথি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
থাকিবেন।

মুনসিফকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর জিহুজ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় পট্টা-
খালি বিভাগের ভার পাইলেন।

দ্বিতীয় জেনীর সব আর্সিষ্ট্রাক্ট সার্জন
আবদারগ কান্ত গরি বসোহরের দায়িত্ব চিকিৎসা
শালার ভার পাইলেন।

বাবু মল্লের চান রায় বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্ট
রোড কমিটির এক জন সভ্য হইলেন।

জিহুজ এস, বি. রচকোড সাহেব কিছু
দিনের জন্য ত্রিপুরার প্রতিমিথি ডিষ্ট্রিক্ট
পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

জিহুজ সি, জেমিস কিছু দিনের জন্য
মোহাম্মদপুর প্রতিমিথি ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস
সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইবেন।

১৯ ই এপ্রেল। জিহুজ টি, নর্মাল সাহেব
৪১৫৪ মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হই-
লেন এবং প্রথম জেনীর প্রতিমিথি জাইন্ট
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন। ইনি
প্রথম জেনীর মাজিষ্ট্রেটের কর্মত্যাগ পাইলেন।

জিহুজ এফ বুকমান এম, এ, কিছুদিনের
জন্য কলিকাতা মহানগর প্রতিমিথি প্রিন্সিপাল
হইলেন।

বাবু চন্দ্রশঙ্কর হর জরপুর টাউন কমিটির
একজন সভ্য হইলেন।

সব আর্সিষ্ট্রাক্ট সার্জন আবদারগ বাহু

প্যালামৌ বিভাগে এবং তদ্রূপে দায়িত্ব চিকিৎসা
শালার ভার পাইলেন।

সব আর্সিষ্ট্রাক্ট সার্জন উপেন্দ্রনাথ সেন বেণু
সরাই বিভাগের এবং তদ্রূপে দায়িত্ব চিকিৎসা-
শালার ভার পাইলেন।

জিহুজ কালেক্টর ডবলিউ এল সাহুওয়েল
কিছু দিনের জন্য বাহাদুরের প্রতিমিথি
কালেক্টরমেন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কালেক্টর-
মেন্টের ছোট আফালকের প্রতিমিথি জজ
হইয়াছেন। ইনি প্রথম জেনীর মাজিষ্ট্রেটের
কর্মত্যাগ চালান করিতে পারিবেন।

১৮৭১ অক্টোবর ৭ আইনের ৮৫ ধারাজু-
সারে কিছু লিখিত আভিযুক্তের মাজিষ্ট্রেটের
কার্য এবং মাজিষ্ট্রেটের কর্মত্যাগ চালান করিতে
পারিবেন।

আফালপুরের প্রথম জেনীর প্রতিমিথি
জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুজ
টি, টি, এলেন, সাহেব।

পুরিয়ার প্রথম জেনীর প্রতিমিথি কলেক্ট
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুজ এফ
ওয়াইয়ার।

মুন্সেফের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদার।

মুম্বার আভিযুক্ত সহকারী কমিশনার
জিহুজ ডবলিউ এম শিখ।

২২ ই এপ্রেল। সাহেবের দ্বিতীয় জেনীর
প্রতিমিথি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক-
টর।

জিহুজ এ, ডবলিউ ক্রাণ সাহেব কিছু
দিনের জন্য ত্রিপুরার আভিযুক্ত বরতাল
বিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
জিহুজ বাবু তগবানচন্দ্র বাবু কাটোয়া বিভা-
গের ভার পাইলেন এবং দ্বিতীয় জেনীর
মাজিষ্ট্রেটের কর্মত্যাগ পাইলেন।

জিহুজ টি এম কার্গিস সাহেব মওদার এক
জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয়
জেনীর মাজিষ্ট্রেটের কর্মত্যাগ পাইলেন।

জিহুজ এফ এম ডুয়াত বাহাদুর একজন
মিউনিসিপাল কমিশনার হইবেন এবং কিছু-
দিনের জন্য তদ্রূপে মিউনিসিপাল কমিশনার
দিগের বাইল চেয়ারম্যান হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুন্সেফের মিউনিসিপাল
কমিশনার হইবেন।

জিহুজ এফ, বি পর্জিস, কপেল সি, মরে
টোয়, জে, সি, প্রাক্ট।

বাবু হরপ্রসাদ সেন রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

মেহেরপুরের সংস্কারী মাধ্যমেট ও কলেজের প্রিন্সিপাল কর্তৃক জিওর জেনারেল মাধ্যমেটের কমতা পাইলেন।

জিওর জে. জে. লিথলে কিছুদিনের জন্য চতুর্থ জেনারেল মাধ্যমেটের প্রতিমিথি প্রিন্সিপাল ও কলেজের হইবেন।

এক এল ডাব্লিউয়ার।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই এপ্রেল। বাবু কৃষ্ণনাথ রায় কিছুদিনের জন্য আলীপুরের একজন প্রতিমিথি মুখ্য হইবেন।

বাবু চন্দ্রবাবুসাহেব কিছুদিনের জন্য পাটনার প্রতিমিথি অতিরিক্ত মুখ্য হইবেন।

১৭ ই এপ্রেল। বাবু রামচন্দ্র চাকি কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁও প্রতিমিথি মুখ্য হইবেন।

এ. মাকেজি

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

অতিরিক্ত সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সনাতন।

লণ্ডন ১৬ ই এপ্রেল টেলিগ্রাম। অর্থাৎ পশ্চিম আমেরিকার জন্য ইংলণ্ডে বাস্ক হইতে ১০০০০০ টাকা প্রদত্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। সুইসিয়ানাকে খেঁচ কাউন্সিলের সহিত কাউন্সিলের একটী বৃদ্ধ ঘটনা হইয়াছে। যে সকল কাক কোর্ট হাউস রক্ষা করিতেছিল। উহারিগের দুই শতকে বন্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে।

পোপ জর্জে মাফ্য লাভ করিতেছেন, কিন্তু পরে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় গত কল্যাণে তিনি শয়ানগত ছিলেন।

বায়ন নীতির সত্যকে শীর্ণিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। টাইমস পত্র জনগণের অবস্থা করিয়াছেন, সর সাংস্কৃত, লোভ বেকার এবং আর্থিক পরিস্থিতি এবং শীতকালে দুর্ভিক্ষ হওয়া এবং দেশের অধিবাসিনীগের দারিদ্র্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ ই এপ্রেল। সব সাংস্কৃতের মৃত্যু বিষয়ে উত্তরাধিকার করেন আফিস কোন সংবাদ পান নাই।

লণ্ডন ১৯ ই এপ্রেল। আটক উপত্যকার সুকাননিগের স্বেচ্ছা প্রদত্ত হয় তাহাতে

জনীয় সৈন্যগণ সীমা সজ্ঞন করিতে জনীয়ের সহিত পারস্পরিক পত্র লেখালিখি হইয়াছে।

আলেকজান্ড্রিয়ার প্রিন্সিপাল কমল মিশরের গবর্নমেন্টকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তিনি সর্বস্বত্বের স্বত্বাধিকার কিছুই জানেন না।

লণ্ডন ১৯ ই এপ্রেল। পোপ অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত কল্যাণে তিনি শয়ানগত হইতে উঠিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

ডক গবর্নমেন্ট আবারো সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন।

কালেক্টর পুনরায় পরাক্রম হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ ই এপ্রেল। শনিবার পারসের সাহায্যসামারোহে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ ই এপ্রেল। গত কল্যাণে পোপ ডিষ্ট্রিক্ট অব এডিনবরাহে পীর বাজিতে আত্মীয় করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ ই এপ্রেল। ডকো এটান র্গ আক্রমণ করিয়া আক্রান্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ ই এপ্রেল। অন্য সন্ধ্যাকালে কমল বাজিতে লাভ এন ফিল্ড অনববল বর্কেব থাকে প্রভুত্বের বলিলেন, সর মাইল ফিয়ারের কার্যসম্পন্ন তিনি কিছুই বলিতে পারেন না।

স ডকো বলিলেন তিনি এসোসিয়েসনে স্থানীয় কর সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিচার করিতে পারিলেন না।

ইষ্ট উইক সাহেব বলেন, জনীয়া জর্মেই মধ্য এসিয়ায় আগ্রহ হইতেছেন।

ইংলণ্ডের পারসের সহিত বিষয় বক্তৃতা স্থাপন ওয়াহর আভিপ্রায়।

প্রান্ত ডক বলিলেন, তিনি আশা করেন, পারসের সাহায্যে যে ইংলণ্ডে বাইবেল প্রচারিত অনেক কাজ হইবে। তিনি বলিলেন, জনীয়া জর্মে আগ্রহ হইতেছেন বলিয়া তাহাতে ডকের বিষয় কিছুই নাই তবে সাবধান হওয়া আবশ্যিক।

সর জন ডাকের পদে ই. সি. বেল এদ্যামস কান্টনিলের এক জন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ ই এপ্রেল। বিয়ার মলের মৃত্যু রুশি হওয়াতে ফ্রান্সে ফোটে তরানক দাপ হইয়া গিয়াছে। ১৬ খানি জুরার দোকান লুণ্ঠ করা হইয়াছে। টেনগাধ জুলি করিয়া ১২ জনকে হত্যা ও ৩৭ জনকে আহত করিয়াছে। ১২০ জন গত হইয়াছে।

ঢাকা অঞ্চলের সংবাদদাতা লিখি-
রাইছেন—

বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। ধানের গাছসকল মরিয়া বাই-তেছে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ অলক্ষ্য উপস্থিত হইয়াছে। বর্ষা নীচ হইতে না হয়, এদেশের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। মগরে ও অনেক প্রদেশে ওলাউতা ও বন্য প্রভৃতি রোগ দেখা গিয়াছে।

ঢাকা কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত নীচের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। এমিণাল জেন্ট স'হেব না কি এই জন্য গবর্নমেন্টে লিখিয়াছেন।

গত ৪ঠা টিএল পূর্ববঙ্গরক্ষা কমিটি প্রথমে বিক্রমপুর হিতসাহিনী সভার আহ্বেশন হয়। প্রথমতঃ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হয়। এই সভা বিক্রমপুরের অনেক হিতসাহিন করিয়াছেন এবং সমগ্র সময়ে গবর্নমেন্টেও আহ্বেশন করিয়াছেন। তত্ত্বের বেশে চিকিৎসালয় স্থাপন ও পুষ্করী খনন প্রভৃতি অনেক কার্য করিয়াছেন। আমতা রিপোর্ট ভবিষ্যৎ বিশেষ সাহায্যদাতা করলাম। দ্বিতীয়তঃ বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ও বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ ও ডাক্তার বাবু রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কয়েকজন বক্তৃতা করেন।

এ বিবস উক্ত মার্টিনিকের জগদ্বাধ কুলের পুরস্কারদান কার্যেও সমাহিত হইয়া গিয়াছে। কমিশনার প্রভৃতি প্রথম প্রথম সাহেবেরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদিগকে পুরস্কার দান ও তত্ত্ব পূর্ববর্তী শিক্ষক বাবু রজনীকান্ত চৌধুরীকে ২০০ টাকা মূল্যের একটী ঘড়ী দেওয়া হয়। বাবু কিশোরীলাল রায় জগদ্বাধ কুলের অধ্যক্ষ। তিনি নিজের নাম চিত্রাঙ্গদীয়া করবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়ে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে এত ছাত্র হইতেছে যে ডাক্তার কোন বিদ্যালয়ে তত ছাত্র নাই। সুযোগ্য ছেডমাস্টার বাবু গোপীমোহন বসাকের যত্নে এই বিদ্যালয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। জনীয়া ব'দ বৈশেষ নিমিত্ত এইরূপ অর্থব্যয় করেন,

এদেশের দুর্দশা নীচ নুতন হইয়া উঠিয়াছে ।

১৮০১ ।

গোয়ামি দুর্গাপুর সংবাদান্তে
লিখিতঃ—

২২ ই টৈশাখ ১২৮০ একটা হিন্দুধর্ম
রক্ষণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে । সভ্যগণ
“ গোয়ামি দুর্গাপুর হিন্দুধর্ম প্রচারিত
সভা ” এই নামে হইয়াছে । সভার আর মূল্য
বলিয়া সকোরা ইত্যাকে আশ্রিতঃ পার্থক্য
সভা করিয়াছেন । এদেশের অধিকাংশ
লোক না হিন্দু, না মুসলমান, অর্থাৎ কোন
ধর্মের উত্তরাধিকার বিশেষ আস্থা দেখা যায়
না । ধর্মসভা সংস্থাপনে যে অধিক পরি-
মাণে অর্থব্যয় করা হইয়া থাকে ১২০০ টাকা
লোকের দ্বারা যে সভার ক্রমশঃ নির্মল হয়
ও ইহাদের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠে এবং
সকলেই স্বীকার করেন । স্থানে স্থানে একপ
সভা হওয়াতে এদেশের বিশেষ মঙ্গল হই-
বার সম্ভাবনা ।

গত কল্যাণে একটি ভয়ানক অগ্নি-
কণ্ড হইয়া গিয়াছে । বোম্বাই প্রান্তের
সময় অত্র সংস্থাপিত বাবু রামগোবিন্দ মুখো-
পাধ্যায়ের গোয়ালে প্রথমে এই অগ্নি সংলগ্ন
হয় । এই সময় প্রায়ে আর একটি সংস্থাপিত
লোকের বাড়িতে একটি অসামান্য আকারে
উক্ত বাবুর বাড়ির আর সকলেই এই স্থানে
উপস্থিত ছিলেন । হঠাৎ অগ্নি লাগিয়াছে
তদ্বারা অনেক লোক এই স্থানে উপস্থিত
হয় । দেখিতে দেখিতে অগ্নি নিকটস্থ অনেক
বাড়িতে সংলগ্ন হইল । কিন্তু অনেক
লোক উপস্থিত থাকিতে অন্য কারো বড়
অনিষ্ট হয় নাই । উক্ত বাবুর ও তাঁহার বাড়ির
মিকটক একটি বিশেষ বিশেষ অনিষ্ট হই-
য়াছে । বাবুর একটি গোয়ালটী বহু হইয়া
বিতরিত হইয়াছে । এক মাসের মধ্যেই
এই স্থানে মৃত্যু ১০০ অগ্নিকণ্ড হইয়া গেল ।
এদেশে পুণ্ডরীকী না থাকিতে অগ্নি লাগিলে
সহজে নির্ধারণ করা যায় না । এক একটি
সামান্য ঘরে অগ্নি লাগিলে আর এক
একটি গ্রাম ভয়ানক হইয়া যায় । অত্র

ভাষ্যের কার্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খলরূপে
চলিয়া থাকে । চিঠি প্রভৃতি পাঠিতে
লোকের অত্যন্ত বিলম্ব হয় । সরকারি
আলস্য ভাষ্যের কারণ মত একজন লোকে
রমার ও সরকারি কার্য করিয়া উঠিতে
পারে না । তিন ক্রোশ ব্যাপিরা এই ভাষ্য
ঘর হইতে চিঠি বিল হইয়া থাকে । আমরা
অনুরোধ করিতেছি অত্রস্থ সুযোগ্য ইন-
স্পেক্টর বাবু এই ভাষ্যের আর দেখিয়া
একজন যত্নরূপে রমার নিযুক্ত করুন মতুবা
সংস্কারের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে ।

প্রেরিত ।

মান্যবর জি. যুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে ।

গত রবিবার ১৭ ই টৈশাখ দ্বিতীয় বাবু
রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িতে জাতীয় সভার
মাসিক অধিবেশন হয় । সমস্ত সভ্যগণের
অধিক সংখ্যা বিচারপতি বে বিচার করিয়া-
ছেন যে জাতীয় সভা হইলেও দূত
স্বামীর সম্পত্তি হইতে অধিকারভূক্ত হইবে
না, অধিবাসে জি. যুক্ত বাবু প্রাথমিক পণ্ডিত
মহাশয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন ।
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে উক্ত
বিচার আরও যুক্তি বিবর্তিত হইয়াছে । হিন্দু-
শাস্ত্রে অসত্য বিবরণ অসংখ্য নূর থাকুক
বহুনির্ভরিতা আছে । অসত্য বিবরণে অসি-
ম্পত্তির অধিকারে অধিকৃত থাকিলে যে
অনন্ত সামাজিক ও পারিবারিক অনিষ্টের
সূত্রপাত হইবে ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরই বিবর্তিত
আছে ।

উক্ত সভার সেই অধিবেশনে নির্ধারিত
হইল যে এই বক্তব্যের সিদ্ধান্তে প্রতিকো-
পিলে প্রতিবাদ করা আবশ্যিক ও উচিত ।
জি. যুক্ত বাবু বিজ্ঞানসম্মত ঠাকুরের প্রাথমিক
সুসারে সেই স্থলেই চিঠির সুসংগতি
হইল ।

রাজ্য কমলকর দেব বাবু ৫০০
বাবু বিজ্ঞানসম্মত ঠাকুর ৫০০
বাবু বিজ্ঞানসম্মত ঠাকুর ১০০
বাবু প্রাথমিক পণ্ডিত ৫০
বাবু ইন্সপেক্টর ৫০

অন্যান্য ২০০

প্রদান করেন । তৎপরে
বাবু বিজ্ঞানসম্মত ঠাকুর ১০০
বাবু অসম্মত ঠাকুর ১০০
মহেশচন্দ্র নাথ ২৫
তারিখ তৎকালীন ২৫
হারিলাল বিদ্যাবাস ২০

প্রদান করিয়াছেন । অতীতে আর
১০০ টাকা ব্যয় হইবে । এক্ষণে হিন্দুধর্ম-
প্রচারী ব্যক্তি যাইবে ইহা সাব্যস্ত এই মত-
কর্মের অনুষ্ঠান করেন ইহাই গোয়ামিগের
প্রার্থনা । বাবুর বাবা বিবর্তিত ইহা সোম-
প্রকাশ কার্যালয়ে পাঠাইলেই হইবে ।

১০ ই টৈশাখসোমবার } অতীত হিন্দু
১২৮০ সাল

—০১—

* জাতীয়সম্মত দেশক

কালং বঙ্গদেশস্থিত ।

ব্রাহ্মণ্য চিত্রিত

১০০ মণ্ডোয় মণ্ডোয় ১০

বাবু বিজ্ঞানসম্মত ১০১ পৃষ্ঠা ।

সংবিধির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? অগতঃ
সংস্থাপনকর্তাই যদি সওদাগরির প্রকৃত
উদ্দেশ্য হয় (বস্তুতঃ তাহাই নটে) তবে
অপরূপ বিশেষে একবিধ মতের নিয়মকরা
উচিত, অথবা ব্যক্তি ভেদে অবস্থা ভেদে
মতের বিভিন্ন নিয়ম করা আবশ্যিক ? অস-
ম্মতের ব্যবহার শাস্ত্রে অপরূপ বিশেষে
দেশ কালের অনুরূপ অপরূপের পক্ষে সাম-
র্থ্যের অনুরূপ সওদাগরির ব্যবস্থা আছে ।
উপর উক্ত বাস্তবিক্য বস্তু স্পষ্টিকরে
তাঁরা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে । বর্তমান
মত বিধিতে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪৫ আইনে)
যদিও স্পষ্ট বাক্যে উক্তবিধ বিধান করা
হয় নাই, কিন্তু অপরূপ বিশেষে বহুবিধ
মতের ব্যবস্থা করার ব্যবস্থাপকদের উক্ত
অভিপ্রায় অর্থসিদ্ধ হইতেছে, তাহাতে
সন্দেহ নাই । বিচার ব্যবস্থারিরা এই সমস্ত
প্রায় কলে পরিণত করিতে পারেন, কেহ
কেহ করিয়াও থাকেন । কিন্তু সত্য কথা
বলিতে কি, অনেক নীতিজ্ঞ প্রায়ই সও
নীতির এই অবস্থার ভেদে দুইটি চলে না ।
তাঁহাতে জনসমাজের বহুল অকল্যাণ ঘটে ।
মূল্যবান নিবন্ধন পাঠ করিয়া করণপথে

দশ বৎসর কারাবাস 'কি অর্থ দও অথবা উত্তরদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। যেন কর' একজন বিজ্ঞানশালী, আর একজন নির্জন এই উত্তর ব্যক্তি দুলাবান্ মিহর্শন পাণ্ডে ক্রিয় করণপরাধে অভিযুক্ত হইল, উত্তরেরই বৈদ্য সপ্রমাণ হইল এবং বিচারপতির বখা।—
 বোম্বাই বিবেচনার ক্ষটিতে উত্তরেরই সত্বে দুজ্ঞা অর্থ দণ্ডের অথবা অর্থদণ্ডবিতে অক্ষম হইলে আড়াই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। বলা বাহুল্য যে, এখানে বনবান ব্যক্তি অবনীলাক্রেমে সত্বে দুজ্ঞা অর্থদণ্ড দিয়া মুক্তি পাইলেন, আর বনবান হত-ভাগ্য হরিজ দাক্ষণ কারাক্রমে নিপীড়িত হইতে লাগিল। ইহাই কি বণ্ডনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য? তাহা কখনই নহে। সমাজের শান্তি বিধান, লোকের নীতিজ্ঞান সম্পাদ-নার্থই বণ্ডবিধি স্থাপিত হইয়াছে। বনবান অক্রেমে সত্বে দুজ্ঞা বণ্ড দিতে পারিলেন। তাহাতে তাঁহার কিক্রিয়াত কটাহুতব হইল না, বেদনাও লাগিল না। তাহাঁর ইহাতে কি নীতিজ্ঞান হইল? তিনি এই জ্ঞান লাভ করিলেন "বন বাহুল্য থাকিলে কোন অপরাধই মারাত্মক হয় না। যে কোন রূপ আপন উপস্থিত হইক না কেন, বন সাহায্যে সকলই বিস্মৃতি হয়।" জন সমাজ এতদ্বারা কি শিক্ষা ক্রি-সেন? "বনিত হর্ষেৎকুল যুধ শোভা অভিমানেব্রিম মরুদপ্রভা বর্ণনিক্ষিপ্ত পবনজী বেধিয়া এবং গর্জোচ্ছত বাঘি-ন্যাস ভূমিরা কি শিক্ষা করিলেন? এই শিখিলেন "বর্তমান বণ্ডবিধি দুর্নীতি শিক্ষার উপযোগী নয়, শাস্তি সংস্থাপকও নয়, এবং দণ্ডের বিমুখ্যত কঠোরতাও নাই।" পক্ষান্তরে বনবানদের কঠোরতর কারাক্রমে দেখিয়া যদি কিছু শিক্ষা হয়, তবে তাহা এই টেব আর কিছুই নয় যে ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের বণ্ডনীতির প্রকৃতিই এই যে হতভাগ্য সত্বে দুজ্ঞা পাণ্ডে পড়িয়া শান্তি ভোগ করে। আর সত্বে দুজ্ঞা ভাগ্য-বানদের নির্জনে বেহুতাগ করিতে থাকে।"
 পরিবেশে বিচারব্যবসার মহামতিদি-গকে আদর্শ লবিনয় অনুশোধ করিতেছি যে

অপরাধের সামর্থ্যানিমর্থ্য বিবেচনা করিয়া বণ্ডবান না করিলে হয় ত প্রযুক্ত বণ্ড অতি তীব্রতর হয়, নতুবা শিপীলিকারপনমৎ বার্থ ও নিরর্থ হইয়া যায়, ইহা বেন তাহাঁরা লববে স্বরণ করেন।

কলিকাতা } জৈকলাসচক্র বই

মহাশয়! এই শহর দুর্ভাগ্যবানের কাঁচা পাকা সমস্ত রাস্তার দুই পাশ বহু সংখ্যক কসাইয়ের ও কাবাবের দোকান দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। এই শহর মধ্যে বিস্তর হিন্দুর বাস ও দোকান আছে। কসাইয়েরা বাতারাভের রাস্তার নিকটস্থ কোন কোন হিন্দুর বাড়ীর ও দোকানের নিকট দোকান করিয়া গো, ঘেহ, ছাগ, মুরগী প্রভৃতি প্রাণী বধ করিয়া কোন কোন রাস্তার কবির পাশ করিয়া অশ্লিষ্ট ও গলিত মাংস লটকাইয়া রাখে ও খুলা-মাংসে কাবাব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে এবং চাবড়া, মলমুল নাদী ভূড়ি প্রভৃতি ঘৃণা জনক বস্তু সকল হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচর স্থানে কেলিয়া দেয়। সম্পাদক মহাশয়! এ শহরে ১৮৬১ অব্দের ৫ আইনের ৩৪ ধারা জারি আছে, কোন ব্যক্তি এই ধারার অপ-রাধ করিলে বণ্ডিতও হইয়া থাকে। কিন্তু কসাইয়েরা সর্বসাধারণের গমগমন স্থানে এবং শহর রাস্তার ঘৃণাজনক কার্য করিয়া উক্ত আইনের ৩৪ ধারার অপরাধ করিতেছে তথাপি তাহারা অপরাধী হয় না অতিশয় আশ্চর্যের বিষয়। অপর, এখানে অন্যান্য স্থানের পশু সকল চুরি হইয়া মৃত না হই-বার কারণ এই, চোরেরা রাজিমোমে অপ-হৃত পশু বিক্রয় করিয়া যায়, কসাইয়েরা অশ্লু মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া রাজিমোমেই বধ ও টুকরা টুকরা করিয়া বিবেশে দোকানে বিক্রয় করিয়া থাকে। একস্থানে সমুদায় কসাইয়ের বাস ও দোকান থাকিলে এরূপ ঘটনা কথ-নই হইতে পারে না। কারণ "জাতির ইন্দ্রী জাতি" কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের অগ্রগর হইলে অমরাগেই চোরা পশু বিক্রয় সংবাদ পূর্বে প্রেরিত হইতে

পারে, কেবল মানা স্থানে কসাইদিগের বাস থাকিতে অপহৃত পশুর সন্ধান হয় না। মহাশয়! এখান রাজধানী কলিকাতা শহরে ঢাকা ও পশ্চিমবঙ্গে ও গোঁড়া বাজার প্রভৃতি স্থানে সর্বসাধারণের অগম্য এবং দুষ্টির অগোচর কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে পশুবধ ও মাংসাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। পূর্বে দুর্ভাগ্যবানও এরূপ হিন্দুধর্মী কটহার অশ্লিষ্ট কসাইটোলা নামক স্থানে কাঁচা রাস্তার এই সকল দোকান ছিল। এক্ষণে কর্তৃপক্ষের সাধারণের স্বার্থের ও শীড়ার প্রতি দৃষ্টি না থাকিতে এই সকল কসাই উক্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সমস্ত শহরের ঐর সমুদায় রাস্তা ঘটিবিল অথবা জাকিয়া গজ পর্যন্ত ৩।৪ মাইল পথ এই সকল ঘণাজনক বস্তুতে পরিপূর্ণ করিতে হিন্দু মুসল-মান সর্বসাধারণের ঘৃণাজনিত পীড়া উপস্থিত হইয়া শহর ক্রমে জীকট হইতেছে। এতদ্বিবন্ধন লেণ্ডমন্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আদালতের লিঃঃ প্রার্থনা এই যে শহর দুর্ভাগ্যবানের সর্ব-সাধারণের বাতারাভের পাঁচ ও কাঁচা রাস্তার নিকট হইতে সমুদায় ঘণাজনক দোকান উঠাইয়া দিয়া আদালতের নিকট ও পীড়া নিবারণ করেন।

১৪ এপ্রেল
১৮৭০ } অনুগত
জীয়া:—

বরক—বহাওয়পুর।

এই প্রচণ্ড জীয়াতাপ সকলেই অনুভব করিতেছেন, এসময়ে জ্বর ও লাউতা প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইলে যে কিল্লণ দাক্ষণ শিপালা উপস্থিত হয় তাহা বর্ণন করাই বাহুল্য। এক্ষণে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে। ডাক্তারেরা এই সকল পীড়ার শিপালা, গাজদাহ, উত্তরের বিপুলমত, মস্তকের উত্ততা প্রভৃতির উপশমের নিদিষ্ট কথার কথার বরক ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা বেন, বাস্তবিকও বরকের ব্যবহার দ্বারা এই সকল উপদ্রবের বহুল উপশম হয় তাহা সত্যতঃ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, কিন্তু এই বহরমপুরে সাধারণের পক্ষে সেই বরক প্রাপ্তির কোন উপায় নাই। এখানে বরক ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না, সংশোধনা-চর্চা করিয়া বরক আদাইয়া থাকেন বটে,

পীড়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা কাহাকেও
হেন না এমন কথাও নহে, কিন্তু তাঁহাদের
নিকট হইতে বরফ আনান সকলের পক্ষে
সুসাধ্য হয় না। এই জন্য সময়ে সময়ে
অনেককে বরফের নিমিত্ত খড়ই ত্রুণ
পাইতে হয়, এমন কি কখন কখন উঠা
না পাওয়াতে রোগীর প্রাণ বিয়োগ পর্যন্ত
ঘটিয়া থাকে। অন্ততঃ এরূপ অবস্থায় যদি
বহরমপুরে এক খনি বরফের বোঝান হয়
তাঁহাই সকলের প্রার্থনীয়। সেহেতু বাঁচঞা-
পরাজমুখ ভক্তলোকেরা আশ্রয়ক সময়ে
মূল্য দিয়া বরফ পাইতে পারেন। কিন্তু
এখানে কেবল এরূপ বিক্রেতে বোঝানবারের
বোঝান চলিতে পারিবে এরূপ আমাদের
শোধ হয় না। অন্ততঃ আমাদের প্রাথমিক
ধন্যতা জীযুক্ত যত্নরাণী সর্বমন্ত্রী ও জীযুক্ত
বাবু অন্নদা প্রসাদ রায় যত্নশরকে অনুমতি
করি যে তাঁহারা আপন আপন ভবনে এক
একটা বরফের কল রাখুন অথবা এই কাজে
মাসের জন্য নিরন্তরভাবে কিংকিৎ কিংকিৎ
বরফ আনয়ন করুন এবং পীড়িত লোকেরা
প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে অস্বাধে প্রদান
করুন। পীড়িত ভিন্ন অন্য লোকেরা কেবল
বিলাসের জন্য উঠা লইতে না পারেন
তদন্ততাকরের সার্কিকিটে প্রবেশ করি-
বার সীতি করিলেই চলিতে পারিবে। উক্ত
যত্নরাণী ও অন্নদা বাবু এই কার্যটি যদি
করেন তাহা হইলে অজ্ঞতা সাধারণ
লোকের মনোপকার হইবে অথচ ইহাতে
তাঁহাদের নিতান্ত অধিক ব্যয় হইবে না।
এই কার্যে পুণ্য যশঃ ও লোকসুখজনকতা
ভিন্নই থাকে। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়গণ ইহা
তাঁহাদের জরুরীমত করিয়া দিয়া আমা-
দের অভিলষিত সাধন করেন এই প্রার্থনা।

বসন্তিক

বহরমপুর বাসিনাঃ ।

—১৩—

নদীরার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৮ই এপ্রেল।

আবের নাম সর্ব কমতি জল

কুট ইক

মোহানার

২—০

ভবা হইতে জমিদার

৭১ মাইলের মধ্যে ২—০

জমিদার হইতে বহরমপুর

৪৭ মাইলের মধ্যে ১—০

বহরমপুর হইতে কাটোয়া

৫০ মাইলের মধ্যে ২—৫

কাটোয়া হইতে নদীয়া

৪১ মাইলের মধ্যে ২—৫

সন ১৮৭৩ সালের ২১ এ এপ্রেল বহরমপুর
গজ খাটের জলের যাপ।

কুট ইক

৪ ৫

বহরমপুর } জীযুক্ত সি, টি, উইলসন
২১ এ এপ্রেল } ক্রিষ্টিয়ান ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
১৮৭২ } লোকাল রিবার ডিবিজন

—০—

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা ভক্তজ্ঞানসাধকরা প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্রাট
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

জীযুক্ত বাবু বিরালাল বসু

শিল্পাধ্যক্ষ হাটখোলা ১০

মৌলবী মহম্মদ রসিদ খাঁ চৌধুরী

নাটোর ১০

" " শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

কানৌপুর ১০

" " রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর

আজিমগঞ্জ। ১০

" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু

জেলা মালদহ ১০

" " হরচন্দ্র রায়—নাটোর ১০

খড়দহ কুলীনপাড়া জুঁতনাইল

আলোসিয়েসন ৫০

" " মহিমচন্দ্র জোড়ার—বৃন্দাবন ১০

" " জিনারায়ণ ঘোষাল—গঙ্গাটীকুরি ৫০

" " লক্ষীনারায়ণ চন্দ্র—হাটখোলা ১০

" " কানীনাথ দত্ত—বহরমপুর ১০

মংগরাজ ভাগীরথী মহোদয়—হুগলি

কটক ১০

" " নবুরেশচন্দ্র দেবরায়—হাটখোলা ১০

" " রামসুন্দর মুখার্জী—বহরমপুর ১০

" " কৈলাসচন্দ্র দত্ত—বহরমপুর ৫০

—০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা, মকদ্দমে বাহুল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা। ছয়
মাসের ভাণ্ডে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। মোট, ছটি, বারাত চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর বাহাতে বাহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিম্নলিখিত ভাবে পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম প্যাকায়ে
লিখিয়া জীযুক্ত হারকামাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁহাধিগের ভূতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-
দিগকে শরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
হইবে।

সোমপ্রকাশের টিটি আসিলে আমরা
নীতি পাইব।

বাঁহারা মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৭০ হুই আনা তাহার পর ১০
হুই আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত যত্ন বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র। কলিকাতার হকিমপুর
সোমপ্রকাশের হকিম চান্দীলাভার
জীযুক্ত হারকামাথ বিদ্যাভূষণের বাসিতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

২৫ সংখ্যা।

“প্রবক্তার প্রতিনিধিত্ব দায়িত্ব: সর্বস্বান্তি ন হইয়া।”

গ্রন্থ বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা

সন ১২৮০। ২৪ এপ্রিল। ইং ১৮৭৩। ৫ ই মে।

মকমলে মাহুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০১ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ গ্রন্থচরিত্র-
গণকে জানান হইতেছে যে, যিনি বর্তমান
বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্বে প্রচলিত বঙ্গভাষার
আদিম কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত
রঙ্গপুরের ইতিহাস (ইতিহাস) উত্তমরূপে
লিখিতে পারিবেন, কাকিনীরাধিপতি শ্রী
শ্রীকুমার মহিমারঙ্গন রায় চৌধুরী মহা-
শয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ টুকুই শত টাকা
পুরস্কার প্রদান করিবেন। গ্রন্থের সদস্য
বিচারের ভার সুস্বিহার ফুল সমূহের
অপারটেন্টেট শ্রীকুমার বাবু কানীকান্ত মুখো-
পাধ্যায় ও চাকলে কাকিনীয়ার প্রধান কর্ম
চারী শ্রীকুমার বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং
শ্রীকুমার বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের
অতি অর্পিত নইল। প্রাপ্তক মহাশয়গণের
মধ্যে অধিকাংশ বক্তি বাহার লেখা ইংকুট
বলিচা বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কা-
রাহ হইবেন।

১৮৮০ বঙ্গাব্দ

শ্রীরাধাকান্ত রায়

১১ ই চৈত্র

দ্বিতীয় মুকী কাকিনী
রাধাকান্ত।

১ নং লাট। চৌধুরী কলোজর মজিক

বাধির উপাধিত রাজা পৃথিবীজ্ঞ পাম প্রতি
বাধির মাসীর বিশেষ রেজিষ্টারিত মজিক বাধিত
সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদমার জেলা
মেদিনীপুরের সবডিভিউ জজের গত ১২ ই
জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী

১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ ঘটর গতে
উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবডিভিউ জজ
আদালতে নিম্নলিখিত বৃহৎ ও মধ্যম
জমীদারী নীলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারির অধীন পুলিশ
ষ্টেশন নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজি-
ষ্টারি নং ২০০৫ ভৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণ
গড় পরগণার মোজা নারায়ণগড় ও তদন্ত-
গত মোজা ও চকহারের বাহার সদর তফস্বি
১২৩২৯৮৪ টাকা এই সম্পত্তিতে দারিকের
বে কিছু বড় লভ্য আছে তাহাই নীলাম
হইবেক।

২ নং লাট। শঙ্করনাথ সংপতির ইথা-
পিত রাজা পৃথিবীজ্ঞ পাম প্রতিবাধির মাসীর
বিশেষ রেজিষ্টারিত মজিক বাধিত জেলা মেদিনী
পুরের সবডিভিউ জজের গত ১২ এ সেপ্টে
ম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ ই
জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরগতে নিম্নলি-
খিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন
মতে নীলাম হইবেক, পুলিশ ষ্টেশন সবল
সব রেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খান্দার
পরগণার মহাল কোলেন্দা বাহার সদর
তফস্বি ৩৫৪২১০ টাকা এই মহালে দারি-
কেব বে কিছু বড় লভ্য আছে তাহাই নীলাম
হইবেক।

সবডিভিউ জজ

জেলা মেদিনীপুর।

—o—

শ্রীকুমার বাবু বিচারিলালদাস কর্তৃক
সংগৃহীত ও প্রচারিত বিজ্ঞাপিত পত্রিকা
এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি কলিকাতা চিত্রপুর

রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহ মাল-
মাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকালয়ে বিজ্ঞ-
পার্য প্রস্তুত আছে। মূল্য ১।০ এক টাকা
চারি আনা।

শ্রীকুমারনাথ হস্ত ম্যানেজার।

আর জর্জের দার সংগ্রহ।

ইহার ৩৪ ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে। যবে
শহিৎদেবী গ্রাহকগণ কলিকাতা সদর শিক্তের
লেনে ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসা সংগ্রহ কার্য
লয়ে শ্রীকুমারনাথ হস্ত ম্যানেজারের নিকটে
মূল্য পাঠাইবেন।

সেতার শিক্ষা।

এ মনোমোহকর ৩২ শিকি বিহারক
গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক। মূল্য
৪ টাকা, ডাকমাছল ৬ আনা। কলিকাতা
বহুজ্ঞানস্থ ইষ্টানবোণ বজার লয়ে পাঠাই।

বঙ্গভাষার।

ক্রিনিকাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিকাল ডায়গনোসিস

অব ডিক্রী

অর্থায়

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পৃষ্ঠা কর্তার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০ আনা। উহার বাঙ্গলাই অতি

শোভা এবং হৃদয়। চট্টগ্রাম এখকর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-কলেজে শ্রীমুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকালীন অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবিদ্যার ইচ্ছা জাতীয় ধাতু-শিক্ষা দুই ভাগে একত্র বাক্যই, মূল্য ২, ডাকমাছল ১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি নীচে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের সময় কি কি করিলে প্রভুত্ব কর্তৃপক্ষ পার না, নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত জাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব-লক্ষণ ও তাহারিগণের করণকর্তী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধা বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব নিবারণোপায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতীয় বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধায় নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলিকাতা অর্থাৎ বিজ্ঞানিক রোগের চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্নাল অর্থাৎ চিকিৎসা মর্গ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৮ টানি)

১/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী

১/০

এতদ্ব্যতিরিক্ত ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

—•—

রাজ্যিক রামায়ণের বাংলা

অনুবাদ।

মাসে ১০ করমা। বার্ষিক মূল্য ৫০ টাকা ডাক মাছল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিলিডীঘাটা রোড ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্রামায়ণের তটোচ্চার্য।

—•—

সংগৃহীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, বাংলাতে ধাতু, ধাতুর্ধ, লক্ষণ, অক্ষরাদি উপলব্ধি যোগে ধাতুর তিমার্ধ, ধাতুজ লক্ষ এবং লক্ষের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষারিবিগের জন্য) গণ, পদ ধাতুপাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্বত্র পাইবেন। মূল্য ১৪০ টাকা।

কলিকাতা জামবাজার ট্রীট নং ১২। ১২৭২২ } শ্রীলালকমল
১লা অগ্রহারণ } বিদ্যাভূষণ

শ্রীমুক্ত বাবু ব্রজমোহন সঙ্গিক প্রণীত "সামন্তলিক জিকোণমিত" সংস্কৃত বস্তুর পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাছলদি ১/০ আনা।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষ।

বিক্রয় পুস্তক, সাপরাফের মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক। ধাক শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার প্রণীত তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ

ঐমধ্যম কাগজ ১/০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার রচিত

বালালাজীবন সমেত ১৫ ম খণ্ড

বিদ্যাভূষণের চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার রচিত

বালালাজীবন সমেত

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন)

উইলসন সাহেবরচিত সংস্কৃত ইংরাজী

অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে ৫ পর্যন্ত

আছে। ৪ পেজি ১২৫ করমা, ৫০০ পৃষ্ঠা

মূল্য ৫ টাকা।

ইউনিভারসিটি গ্রাজুয়েট এস. এ. বি এল ক্লাস ৩ নং ডিগ্রির অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হইতে ৬ নং পর্যন্ত ডিগ্রির অর্থ পুস্তক সমুদায়ের ব্যবসারিগণকে ২৫ পঁচিশ টাকা হিচ কমিশন দেওয়া যায়।

পইটিকেল রীডার নং ১ নং ২ প্রোজ-রীডার নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল লক্ষণ বুকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ পুস্তক সমুদায়ের শত করা ৭৫ পঁচাত্তর টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

দেবনাগরী নং প্রাইমার অক্ষর, ব্যাপ্টিক মিসেস প্রেন্সের হাঁদ হুতন তিন মণ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা কলেজ ট্রীট ১১ নং জি, সি, ঘোষের পুস্তকালয়।

—•—

রাণীমতী পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার জব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ কল প্রস্তুত নির্মিত মদ্যমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। যেতিয়াতে রসাইবার নিমিত্ত চট্টোপাধ্যায় টাইল ইট।

কয়ার গ্রিক।

ফায়ার ক্রো।

বাটীর নর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার গ্রিক প্রস্তুত নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা,

নং হেভিওস ট্রীট } বরগ এণ্ড কোং।

—•—

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদেরিগের উদ্দেশ্য। মফস-লার বাবতীর প্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য

সুখীত হইয়া থাকে, কলিকাতার এ অধি-
কায়ক প্রাক্তন অগ্রিম দুলা-মেনে: অতি অল্প
প্রাচুর্যে মাসিক দুলা বিক্রি থাকেন। প্রাক্তন
গণকে জানান হাইতেছে, এই কারণে সোম-
প্রকাশের মাসিক দুলা রহিত করা হইয়াছে।
এ নিয়মে প্রাক্তনদের লাভ হিন্দা কতি
নাই।

—০০—

বিশিষ্টক হিবসে জীবাত্মার জড়সংঘ
দর্শন করিয়া হুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান
লাভ করিতে চাহেন তিনি আমাকে (পেড)
পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্ঘ বিজ্ঞান
রত্নাকর পুস্তকের মর্মানুসারে বোগসাধন
করিবেন। এই পুস্তকের দুলা ১ টাকা, ডাক
মাছল ৮। গহর জিরামপুরে আমার নিকটে
আগুবা।

ক্রিকেলবচস্ব রার কর্মকার

—০—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

জগদ্বস্ত।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকস' মেনে।
সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা
পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে
এক শ ২৪, ইহাতে পত্রিকা জাহাজীর
সংবাদ খরিন বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি
দেশ বিদেশের জবাবদির দর উপস্থিত
গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা
বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয়
ব্যাপার এবং সাহিত্য ও মানা বিষয় প্রক-
টিত হয়। দুলা প্রতি ৭৩।০ আনা। অগ্রিম
বার্ষিক ৮ বাৎসরিক ৪ ট্রেনাসিক ২৪ ডাক
মাছল গমত আর ১০ আনা মাসে।

জিহুগচরণ শুভ।

—০০—

জমীদারি বিক্রয়।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা
হাইতেছে, মেলা বীরভূমের সামিল ১৬ নং
তোলী জমীদারি লাট মতেশপুরের করম
১/৫ আনার চিত্রিত ইলাসবাজার গ্রামসহ
২২ মোজা বাহা ৯ নং ওক পতনি বন্দোবস্ত
আছে, উক্ত অংশ বর্তমান মনের ১৯৫ টোন্ট

পরিবার ইং ৩১ এ মে বেলা হুই এতদ্বারা
নমস্কে আদানের হুই ইলাসবাজারে একাশ্য
নীলামস দরা হাইবেক-ও সর্ব উক্ত ডাককা-
রিকে তৎকালে রোবা ও হুই সপ্তাহ মধ্যে
সমুদায় পনের টাকা দখিল করি: ম নিশ্চর
বিক্রয় করা হাইবেক।

পতনিদারমিগের নিকট আমার ৬৫৫৬/১
বান নদর মালমুজারি ৪২৩৪/৭
বাকী দুলা ২৩২২/৬

বাঃ জী এফিস এওং কোং
মোং ইলাসবাজার মৌলপুর
রেলওয়ে ষ্টেশন।
ভারত সংস্কারক।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১২৮০ বৈশাখ হইতে প্রকাশ হইতেছে।
প্রথম বিষয়—মর্ঘ, নীতি, রাজনীতি
শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি।
দুলা।

অগ্রিম বার্ষিক ৬ ছয় টাকা।
" বাৎসরিক ৩০ "
" ট্রেনাসিক ২ "
প্রতি সংখ্যা ১০ চারি আনা মাত্র।
প্রাচীন ভারত বস্ত্র।

নং ২৫ বেনিরা টোলা মেন পটোলডালা।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ বৈশাখ সোমবার।

বাংলাদেশী দমাধিকার হইতে

বক্তিত হইবে কি না?

(তৃতীয় অধ্যায়)

আমরা গতবারে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা
নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি গভী
বাংলাদেশী হইলে ধনাধিকারী হয় না
এবং ধনাধিকারের পর বাঙালির ঘটি-
লেও তাহার ধনাধিকার থাকে না।
গত হুই বারেই আমরা একমাত্র দার-
ভাগ অবলম্বন করিয়া সমস্ত সমর্থন করি-
রাছি, অন্য অন্য প্রকৃতির এবিধে কিরণ
মীমাংসা করিয়াছেন, তজ্জন্মেণের অবসর
প্রাপ্ত হই নাই। আজি এই সেই মীমাং-
সার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু

আর একটি মতন ইচ্ছা মনোমধ্যে উদ্ভিত
হওয়াতে এই ইচ্ছার নিচোয় করিতে
হইল। মতন ইচ্ছাটি এই, সংহিতা-
কারেরা জীর বাঙালির বিষয়ে কিরণ
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সংগ্রহ
কর্তারা তাহার কিরণ মীমাংসা করি-
য়াছেন, দেশ ব্যবহার কিরণ, পূর্বকালে
মহাপুত্র বাঙালি কিরণ ব্যবহার করিয়া
প্রিয়াছেন, ইত্যাদি কতকটা বিষয়ের
উল্লেখ আজি আমরা প্রস্তুত হইলাম।

এখানে সংহিতাকারমিগের পদ্যস্বর
বিকল্পবৎ প্রতীতিমান কতক ভুলি বচন
উদ্ধৃত হইতেছে। অত্রি বলেন “ম জী
হুয়তি জায়েণ জাফাণোহেবকর্মণা।
নাণোহুতপুত্ৰীবাভাং নাগ্নির্দ্বিভিত।
কর্মণা। পূর্বং জিহু: হুইকৃত্তাঃ সোম-
জর্জবহুভিতঃ। তুজতে মনবাঃ পশ্চাৎ
ম তা হুয়তি কহির্ভিতঃ। অগবর্ভে
বোগর্ভঃ জীণাং বোনে নিবেবাতে।
অশুভা না ভবেদ্বারী বাবৎ গর্ভঃ ন
হুজতি। বিমুক্তে তু জ তাশলো রজ-
শচাপি এতুশাতে। তবা না শুভাতে নারী:
বিমণং কাফনং বধা। পুংঃ বিপ্র-
বিপন্নঃ বা যদি বা বিপ্রভারিতা। ১৫৮।
হ্রী অতুতা বা চৌরতুতা তথাপিবা
ন ত্যাক্য হুবিভা নারী ন কামোহগ্যা
বিধীরতে।

জী উপপত্তি সংসর্গে জাফাণ বেদ-
বিকল্প কর্মের আচরণে এবং জল দুত
পুত্ৰী বোগে অগ্নি অপবিত্র জবা
বাহে হুট হয় না। সোম গজর্জ
বহি প্রভৃতি রেবগণে পূর্বের জীদিগকে
উপভোগ করিয়াছেন, সমুদায় পশ্চাৎ
ভোগ করিতেছে। অতএব তাহার কোন
কালেই হুট নহে। অগবর্ভ বাঙালির
সংযোগে জীর বেগর্ভ হয়, বাবৎ জী
সেই গর্ভ পরিভাগ না করে, তাবৎ
অশুভ থাকে। সেই গর্ভ-হুত হইয়া পুন-
র্জার হাভো দর্শন হইলে সে বিমল কাক-

নেত্র-মায় বিস্তৃত হয়। যে বহু বিপ্রতি-
গত হইয়া কিংবা প্রত্যাহিত হইয়া। বলপূ-
র্বক উপভুক্ত হয় অথবা চৌরভুক্ত হয়
দুবিধ সেই স্ত্রী ত্যাগ্য হয় না। যেহেতু
তাহার ত্যাগে উদ্ধা ছিল না।

বিশিষ্ট কহিয়াছেন “ত্যাগ্যঃ পুত্রাশ্চ
শিষ্যাশ্চ সংস্পৃষ্টঃ পাপকর্যতিঃ।
পরিভাষা পরিভাষাঃ পতিভোজো-
ন্যধাভবেৎ।” স্ত্রী পুত্র শিষ্য ইহার
পাপী হইলে পরিভাগ করিবে অন্যথা
পতিত হইতে হইবে।

শান্তাতপ বলেন “দীক্ষিতস্ত্রী
প্রসঙ্গেন আর্যে ভূতরক্তদৃক্। সপাতক
বিস্তৃতার্থে প্রাণাপত্যদ্বয়ং চরেৎ। অজা-
তিজাগমনে জারতে হৃদয়েণী।
তৎ পাপস্য বিস্তৃতার্থে প্রাণাপত্যদ্বয়ং
চরেৎ। এতে দোষা নরগাঃ
পুন্সরকান্তে ন সংশয়ঃ। স্ত্রীগামপি তব
দ্যোতে তন্তং পুরুষসঙ্গমাৎ।”

দীক্ষিত স্ত্রী সংসর্গ করিয়া দুই রক্ত
রোগপ্রাপ্ত এবং অজাতি স্ত্রী গমনে হৃদয়
ত্রণবিশিষ্ট হয়। এই শাপের শুদ্ধি নিমিত্ত
প্রাণাপত্যদ্বয় করিবে। নরকান্তে নরের এই
সকল দোষ হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয়
নাই। স্ত্রীও সেই সেই পুরুষ সংসর্গে
এই সকল দোষ ঘটয়া থাকে।

শঙ্ক লিখিয়াছেন “সাত্বর্থা বা
বহেদমিৎ সা ত্বর্থা বা পতিভ্রতা। সা
ত্বর্থা বা পতিপ্রাণা সা ত্বর্থা বা প্রজা-
বতী।”

যেই ত্বর্থা যে অগ্নি বচন করে, সেই
ত্বর্থা যে পতিভ্রতা, সেই ত্বর্থা যে
পতিপ্রাণা, সেই ত্বর্থা যাহার সম্মান
হয়। ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে পতিভ্রতা
না হয় সে ত্বর্থাই নয়।

বাসু সংহিতায় লিখিত হইয়াছে
“সাত্বর্থাপান্যতোগর্তং ত্যাগ্য। তবতি
পাপিনী। মহাপাতকদৃষ্টা পতিগর্ত-
হিনাশিনী।।

সে (স্ত্রী) অন্য হইতে গর্তপ্রাপ্ত,
মহাপাতক দৃষ্ট, ও পতিগর্তগর্তহিনা-
শকারিনী হইলে ত্যাগ্য হয়।

কাত্যায়ন বলেন “পতিভুক্তজা
মোহাৎ স্ত্রী কিং কিং ন নরকং ত্রজেৎ।
কুক্ষৌ মনুষ্যত্যাং প্রাণা কিং কিং
হুংহং ন বিমতি।”

স্ত্রী পতিকে উলঙ্ঘন অর্থাৎ ব্যক্তি
চার করিয়া কি কি নরক প্রাপ্ত না হয়।
কটে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া কি
কি কটে ভোগ না করে।

যম কহিয়াছেন “অগ্রে মাতিবিকং
দৃষ্টা মধো তু যবনীপতিং। অগ্রে বার্কু
বিকং দৃষ্টা নিরাণাঃ পিতরোগতাঃ।
মণ্ডিবীভূতচেত ত্বর্থা: যাতৈব ব্যক্তিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্রমতে যন্ত নৈব মাতি-
বিকঃ স্মৃতঃ।”

পিতৃগণ আঁহে স্থলে মাতিবিক
বার্কু বিক (সুদধো) ও শূদ্রাঃ
পাপিপ্রাণ প্রাণগকে দেখিয়া হতশ
হইয়া কিরিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিচারিণী
ত্বর্থা কৈ মণ্ডিবী বলে। যে ব্যক্তি স্ত্রীর
সেই ব্যক্তিচার দোষ কমা করে তাহাকে
মাতিবিক বলা যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন “নীচাভিগমনঃ
গর্তপাতনঃ তর্জুভিঃ সনঃ। বিশেষণত-
নীযানি স্ত্রীগামেতান্যপি ক্রবৎ।”

নীচ পুরুষে গমন, গর্তপাতন; ও
তর্জার অনিউচেষ্টা এগুলি স্ত্রীর পতি-
ভোর বিশেষ কারণ।

ব্যক্তিচারিণী দনাধিকার হইতে
বঞ্চিত না হয়, যাহারা এই পক্ষের পক্ষ-
পাতী, তাহার অজিগ-চিতার উদ্ধৃত
বচন কর্তী দর্শন করিয়া হয় ত এতদগণ
অনন্দনাগরে মগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু
আমরা দেখিতেছি, তাহারিগের
আজ্ঞাধের কোন কারণ নাই। পাঠকগণ
কি ভাবিতেছেন, ব্যক্তিচারে দোষ নাই
এই কথা বলা অজিগুনির অতিশ্রুতি?

সে অতিশ্রুতি হইলে অন্য অন্য দুনি বচন
গুলির সহিত অত্রি ব্যাক্যের ত বিবোধ
হইল। যদি বাস্তবিক বিবোধ হয়,
তবে তাহার ব্যাক্য আত্মা করা হইবে?
কারণ ব্যাক্য প্রমাণ করিয়াই বা
কর্তব্য অবধারণ করা হইবে?
অন্য অন্য ক্লেশগণ অত্রির অপেক্ষা
নিকটে নহেন। কলতঃ অত্রি দুনির মত
ব্যক্তিচারে দোষ নাই এমিত্যন্ত কথা
কোনক্রমেই গম্যত হইতে পারে না।
কোন দেশের কোন ব্যবস্থাপক এরূপ
দুর্লভ উপদেশ দিয়া যান নাই। এ উপ-
দেশে সমাজ রক্ষা হয় না। অতএব
অত্রি এত বড় একজন ব্যবস্থাপক হইয়া
যে ব্যক্তিচারে অনুমোদন করিবেন
ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।
তাহার ঐরূপ বলিবার বিশেষ অতিপ্রায়
আছে। সে অতিপ্রায় এই, অন্যের দুর্কৃত্য
নিবন্ধন স্ত্রীর অনিস্কার যদি ব্যক্তি-
চার ঘটনা হয় সে অপরাধে তাহাকে
পরিভাগ করী নিভাধ নৃশংসের
কার্য্য হয়। এই নিমিত্ত তিনি ব্যবস্থা
দিয়াছেন, তাহা শুধু স্থলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত
করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইবে “স্বয়ং বিপ্র-
তিপ্লবী বা” ইত্যাদি বচন দ্বারা তাণ-
স্পষ্ট প্রতীকমান হইতেছে। “ন কামোহ
স্যাধিবীরতে” এই হেতু উপনাস্ত হই
হইয়াছে। অনিস্কারে দোষ ঘটনা হইলে
এরূপ ক্ষমা প্রদর্শন ঐদার্যের কার্য্য
সম্পন্ন নাই। বী-মিত্রোদয় ও স্মৃতি
চন্দ্রিকাকার প্রকৃতি সংগ্রহ কাণ্ডেরা মনু
বচন প্রসঙ্গ করিয়া এইরূপ মীমাংসা
করিয়াছেন।

স্মৃতি চন্দ্রিকাকার ত্যাগ্যত্যাগ্য
স্ত্রী বিষয় বলিয়া হুঁসী প্রকরণ লিখিয়া-
ছেন। ত্যাগ্য স্ত্রী বিষয় প্রকরণের
কিরদংশ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে। উহা
পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারি-

বেশ, আমরা উপরিগণিত অত্রি বচনের
যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই
সংগ্রহক রচনায় অন্তিমতঃ। সে একর-
ণী এই:—“অথ তাজা স্ত্রী বিবাহিণী।
তত্র নারঃ। অন্যান্যঃ তাজতোধর্মঃ
সান্নোমান্যঃ বিকুর্তোঃ। স্ত্রীপুংসয়ো
নতুত্যা। ব্যক্তিচাঃদুতে স্ত্রিয়াঃ। বিবাহ
সংক্রান্তীন্যোতীনজাতীয়াস্ত্রীপুংসয়ো ব-
নোমান্যবিশেষেন অন্যান্যঃ তাজতোধর্মঃ
সান্নোমান্যঃ নারিণ্যর্থঃ। উচ্যত
বিবাহসংক্রান্ত্যাজ্যব্যক্তিচাররূপ নিমিত-
মন্তব্যে ন ত্যাগঃ। অসেন ব্যক্তিচারে
সতি উচ্যত। অন্ত্যেব ত্যাগইত্যর্থঃ।
তত্র স্বস্বস্বব্যক্তিচারিণী
বিবাহঃ। যাহা স্বস্বস্বব্যক্তিচারিণী
বিবাহে ইতি সম্বন্ধঃ।

নারি বলিতেছেন, যাহা বিবাহের
বিবাহবিধি নাই, তাহা হীনজাতীর
স্ত্রীপুংসয়ে বিবাহ করিয়া যদি পরস্পরকে
পরিভাগ করে, তাহাতে দোষ হয় না।
কিন্তু যাহা বিবাহ আছে, তাহার
যদি ব্যক্তিচার ব্যতিক্রম স্ত্রীকে পরি-
ভাগ করে, তাহা হইলে দোষ হয়।
ইহাতে এই বলা হইল, বিবাহিতা স্ত্রী
যদি ব্যক্তিচারিণী হয় তাহাকে পরিভাগ
কার্যে। সেই পরিভাগ ব্যবহার স্ত্রী
বিবাহক নয়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছায়
ব্যক্তিচারে রত হয়, তাহাকেই ত্যাগ
করিবে। যম স্বস্বস্বব্যক্তিচারিণী নারীর পরি-
ভাগের কথাই কহিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া
দেখুন, অন্য অন্য স্থির বচনের সহিত
অত্রি বচনের ত্রৈক্য হইতেছে কি না?
যদি কোন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি স্ত্রীর অনিচ্ছায়
বলপূর্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করে,
তাহাতে তাহার অপরাধ কি? অন্য
অন্য স্থিরগণ প্রাশস্তিত কহাইয়া তাহা
স্ত্রীকে প্রদত্ত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

অত্রিও সেই অনিচ্ছাকৃত ব্যক্তিচার সং-
ঘটন স্থলে প্রাশস্তিত কহাইয়া শুদ্ধ করিয়া
লইবার উদ্দেশ্যে কহিয়াছেন উপশান্তি
সংসর্গে স্ত্রীর দোষ হয় না। কিন্তু যে স্ত্রী
ইচ্ছাপূর্বক পরপুরুষগামিনী হয়, তাহার
দোষ হয় না, এ কথা বলা অত্রির অতি-
শ্রেণে নহে। সে অতিশ্রেণে হইলে তিনি
যে স্ত্রী বিনা সম্মতিতে বলপূর্বক উপ-
ভুক্ত হইয়াছে সে পারিত্যজ্য হইবে না
এবচনটি লিখিতেন না। অতএব একটী
মাত্র বচন অথবা বচনের এক অংশ মাত্র
দেখিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা যুক্তি-
সঙ্গত হয় না। স্ববিধের পরস্পর বিরুদ্ধ-
বৎ অত্যন্তমান বচনের মীমাংসার
মীমাংসা শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি
মীমাংসা শাস্ত্র না থাকিত, কোন বিষ-
য়েই কর্তব্য নির্ণয় হইত না। অতএব হত
ব্যক্তির ধনাদিকার নির্ণয় স্থলে যাজ্ঞ-
বল্ক্য বিষ্ণু প্রভৃতি কহিতেছেন, পত্নী
ধনচারিণী হইবে। শঙ্ক লিখিত পৈতৃ-
ননী রস বলেন অতএব হত ব্যক্তির ধন
জাতগামি হয়, তদভাবে পিতামাতা
অথবা জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রাপ্ত হন। বেবল
বলেন সহোদর, কন্যা অথবা জীবিত
পিতা অতএব হত ব্যক্তির ধন তুল্যরূপে
গ্রহণ করিবে। সমুদায় স্থলিই যদি বচন,
কাহার ব্যক্তিই অনাস্থার যোগ্য নহে।
যদি সংগ্রহকাবেরা মীমাংসা শাস্ত্র দ্বারা
ঐ সকল বচনের মীমাংসা না করিতেন,
অতএব হত ব্যক্তির ধনাদিকার লইয়া
পিতা জাতা মাতা পত্নী কন্যা সকলে
তুল্য সংগ্রাম উপস্থিত করিতেন। আম-
দিগের আদালত সকলের বিলক্ষণ
স্বীকৃতি হইত, উকীলেরাও তুলোদর
হইতেন। প্রত্যেকটি জনমে দীর্ঘ হইয়া
উঠিল। অতএব ব্যক্তিচার সহজে এ-
শের ব্যবহার বিরূপ, লোকের ব্যক্তিচা-
রের প্রতি বিরূপ বিবেচ্য, বিবেচ্যের
কারণই বা কি? রাম গোতম প্রভৃতি

আপন আপন স্ত্রীর প্রতি বিরূপ ব্যব-
হার করিয়াছিলেন, এ লজ্জা হে গৌতম
উল্লেখ সমর্থ হইলাম না।

—০০—
হাবতার আলোর টাক্স
বৃদ্ধির চেষ্টা।

“যিনি ইচ্ছা করিয়া না বুঝেন
তীর্থাৎ কেহই বুঝিতে পারে না।”
আমাদের সুযোগ্য পেন্টনষ্ট গবর্নর বাহা-
দুর চিরপ্রচলিত এই প্রসিদ্ধ বাক্যটির
উদাহরণ স্থল হইবেন এমন মনে করি না।
আমরা অনেক বার দেখিয়াছি কাহেল
সাধেব না বুঝিয়া কোন একটী কাজ
আরম্ভ করিয়া যেমন উহার অনিষ্টকারিতা
বুঝিতে পারিয়াছেন অমনি সেই কার্য
হইতে বিরত হইয়াছেন। আমরা তাহার
এই মর্শীমান শুণ্ডীর অনেক বার প্রশংসা
করিয়াছি। কাহেল সাধেবের বিষয়ে
আমাদিগের অনেক দিন এই সিদ্ধান্ত
হইয়াছে তিনি যে কাজটি যুক্তি-
যুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন অস-
মুচিত হইলে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন
যুক্তি বিরুদ্ধ হইলে প্রতিনিবৃত্ত হই-
তেও সমুচিত হন না। এইজন্যই আমরা
তাহার আরম্ভ কার্য দ্বারা প্রচার অনিষ্ট
সত্ত্বিমা বুঝিলে তাহাকে বুঝাইয়া
দিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া থাকি,
মনে করি যে তিনি ঠিক বুঝিলেই উহা
হইতে নিশ্চয় বিরত হইবেন।

আমরা ৩৪ বৈশাখের পক্ষে হাব-
দার গানের টাক্স বৃদ্ধির বিষয়টি পেন্ট-
নষ্ট বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন
পাইয়াছিলাম, এবারেও পাইতেছি। যদি
ইহাতেও না বুঝেন তাহা হইলে তিনি
কেবল যে প্রস্তাবের শীর্ষস্থান লিখিত
প্রসিদ্ধ বাক্যের উদাহরণ স্থল হইবেন
এরূপ নয়, তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তাগী
হইতে হইবে। বোধ হয় তিনি বেশ
আনন্দ মিউনিসিপাল কমিশনরেরা এ

পৰ্য্যন্ত বাস্তবিক প্রজ্ঞা মনোনিবেশিত হন নাই। উহার প্রজ্ঞা দলের নাম নাক্ত প্রতিনিধি। তিনি এটিও বেশ জানেন যে মিউনিসিপাল সভাতে ইংরাজ সভ্যের সংখ্যাই অধিক এবং ইংরাজ সভ্যদের উদ্দেশ্যের স্ফূর্ত প্রজ্ঞাধারণের উদ্দেশ্যের প্রায়ই মিলন হয় না। বিশেষতঃ ব্যক্তিগতের এটি অবস্থিত নয় হাবড়া মিউনিসিপাল ইংরাজ সভ্যেরা শুদ্ধ আপনাদিগের বিলাসমুখ সন্তোষের নিমিত্তই হাবড়াতে গ্যাসের আলো লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিবৎসর বিশ্রুতি সন্তোষ করিয়া টাকা দিবে বলিয়া একুশ বৎসরের কট্টাঙ্গি করিয়াছেন। কাহেল সাহেব কি এখনও বুঝেন নাই যে কমিশনদের এই কাজটী বাবতী-প্রজ্ঞাবর্ণের সম্পূর্ণ অনতিমত? লেপ্টেনেন্ট বাহাদুর কি ইহাই বুঝিয়াছেন যে এই বিষয়টিতে প্রজ্ঞা সাধারণের অমত হইবে এটি পূর্বে জানিতে না পারিয়াই কমিশনদের এই কাজটী করিয়াছেন? আমাদের সংস্কার এইরূপ যে কমিশনদের তত্ত্ব প্রজ্ঞাবর্ণের অবস্থা পূর্বে হইতেই জানেন এবং ইহাও বিশ্রুতি জানেন গ্রাম সমুদায়ের ব্যয় বা চৌক আনা রাস্তার অবস্থা যারপর নাই অশুদ্ধ। উহার কি ইহা বুঝেন না যে সমুদায় রাস্তা পাকা না করিয়া সাধারণের মত টাকা আলোতে ব্যয় করা বা উহার অন্য নূতন টাঙ্গ লওয়া অশুদ্ধ? কমিশনের সংশয়ের ইহা বুঝিয়াও যে এইরূপ করিয়াছেন বিলাসমুখভোগের একান্ত ইচ্ছাই তাহার এক মাত্র কারণ সম্প্রদায় নাই। উহার কি জাবিয়াছেন যে গ্যাসের ব্যয় আশ্রিতঃ সাধারণ ধন হইতে চলুক, পশ্চৎ ব্যবস্থাপক সভা হইতে অনায়াসেই টাঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া লইবেন, তাহার কি এই সিদ্ধান্ত করিয়া কাজ করিয়াছেন যে যখন হাবড়াতে এক

জন সাহেব বাসা করিয়া রাখিয়াছেন তখন গ্যাসের আলোর ব্যয় প্রজ্ঞাদের ক্ষতি নিহিত করিতে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর অসম্মত হইবেন না। এখন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর হাবড়ার অধিবাস্ত গ্রামগুলির রাস্তা ঘাটের হ্রবস্থা, প্রজ্ঞাদিগের অবস্থা ও কমিশনদিগের কার্যে হাবড়া সকলই বেশ করিয়া বুঝিলেন। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি এই বিষয়ে হাবড়া মিউনিসিপালটির অধিকার কুত্ব প্রজ্ঞাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কেন? এই সমস্ত লোক গ্যাসের আলো চায় কি না এবং উহার টাঙ্গ দিতে প্রস্তুত আছে কি না, তিনি কি ইহা জানিতে চান? তাহা হইলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে তাহার এই আলো চান না উহার টাঙ্গ দিতেও শক্ত নহেন। যদি তিনি ইহা জানিতে চান যে, যেখানে টুকুতে গ্যাস দেওয়া হইয়াছে সেখানকার লোকে উহার সম্মতি কি না এবং টাঙ্গ দিতে চায় কি না? ইহার উত্তর আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি বাসাতে সাহেবগুলি হাবড়া টাঙ্গ দিতে কেহই সম্মত নহেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর বাহাদুর প্রজ্ঞাদের এই মত জানিলেন এখন তিনি কি এই মিউনিসিপালটির মর্মে গ্যাসের টাঙ্গ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কমিশনদের হস্তে দিবার নিমিত্ত বিল পাস করিবেন? যখন গ্যাসের কট্টাকটী খুঁচবার নহে তখন উহার নিমিত্ত এই স্থানটিতে টাঙ্গ লইতেই হইবে যদি এই মনে করিয়া আইন করেন তবে এই আইনটী শুদ্ধ এই স্থান টুকুর মধ্যেই সঙ্কুচিত করিয়া না রাখিতেছেন কেন? যদি বলেন একটি টাঙনের ভিতর একবিধ আইন হওয়াই উচিত, আইন আংশিক হইতে পারে না একখাটী স্থানিতে সুকৃষ্ণ বটে কিন্তু কাজে তাহা নয়। যেমন একটি বিস্তীর্ণ

কট্টাকটী প্রায়ের হাত পাঁচ ছয় স্থান সঙ্কুচিত করিয়া ফুল গাছ বসাইয়া সেইটীর পুস্পোদ্যান নাম দিলে যেমন অসঙ্গত হয়, সমুদায় হাবড়া মিউনিসিপালটীকে হাবড়া টাউন নাম দেওয়াও সেইরূপ হইয়াছে। এই শব্দটী ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্তে স্থানিতে যেমন মিউনিসিপাল হাবড়া মিউনিসিপালের কর্তে তেমনি কর্তৃক বোধ হয়। এতলে আমরা অনুরোধ করিতেছি লেপ্টেনেন্ট বাহাদুর হাবড়া টাউন শব্দটির অর্থের সঙ্কোচ করুন, না হয় আইনটীকে সঙ্কুচিত করিয়া লইুন। তিনি শিবপুর গামকুড়পুর প্রভৃতি গ্রাম সমুদায়ের হাবড়া প্রজ্ঞার আশ্রিত আবেদন পত্র পাইয়া গত সভার বলিয়াছেন যে এই বৎসর বনকারীরা আলোর রেট বৃদ্ধির আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন কিন্তু বিলে তাহার প্রতিবিধান করা গিয়াছে। প্রতিবিধানটী এই যখন কমিশনদের হাবড়ার আর কোথাও গ্যাস লইয়া ঘাটবাব ইচ্ছা করিবেন তখন আরো তাহার সভা করিয়া সেই স্থানের বিশেষ বিবরণ বর্ণনামে লিখিয়া পাঠাইবেন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর এই বিষয়ে গেজেটে আজ্ঞা প্রচার করিলে কমিশনদের তখন গ্যাস দিয়া টাঙ্গ লইতে পারিবেন। মনে করুন এ সমস্ত ইতিমত হইল, তাহাও প্রজ্ঞাদের সেই ভরই রহিল। বিলে এমন কিছু নাই যে কমিশনদের অধিকাংশ প্রজ্ঞার মত লইয়া সভাদি করিবেন বা লেপ্টেনেন্ট বাহাদুর তাহাদের মত লইয়া আজ্ঞা প্রচার করিবেন। যদি কাহেল সাহেব আবেদনকারীদের চীৎকারে গভ্য মতই মানুস্কপ বর্ণনাত করেন তবে আমরা উপরে টাউন শব্দের অর্থ সঙ্কোচ বা আইনটির সঙ্কোচের যে কথা কহিলাম তাহার অন্যতর করুন তাহা হইলে সকল দিকই রক্ষা পাইবে

উঁচর প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধাত কিছু নাই। তিনি গত সত্তার এই মর্মে বলিয়াছেন যে “যখন হাওয়া টাউনসী ইংরাজপ্রধান স্থান হইয়াছে তখন উচ্চতর গণ্যের আশ্রয় টাঙ্গ হুজির নিম্নতর কমিশনদের বাবস্থাপক সত্তার আশ্রয় লইতে পারেন।” আমরা ইংরাজ হিংস্র বিলাসপুত্রের হিংসা করি না, তবে উচ্চতর ঐ পুত্রের চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেশীয় দরিদ্র প্রজা-বেদ উপর পীড়ন করা না হয় গবর্ণমেণ্টে নিকট এই মাত্র প্রার্থনা। বিশেষতঃ স্থানীয় টাঙ্গের তার একবার মন্তকে পাড়িলে দেশীয়দিগকে চিরকালই বহন করিতে হইবে। ইংরাজ ইংরাজের ন্যায় বালা উঠাইয়া বাইতে পারিবেন না। আমরা এখনই শুনিতেছি বাবড়ার সাহেব মলের অনেকের ইচ্ছা যে গণ্যের আলোচী কোম্পানির বাগান পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। লেফটেনন্ট বাবড়ার বর্তমান বিলের ইচ্ছা প্রসারিত কিস্তি রাণিলে কমিশনদের যে সাহেব মলের ঐ ইচ্ছা কিস্তি করিতে বিব্রত করিবেন এমন বিবেচনা হয় না। ঐ নিমিত্তই অবেদনকারিরা গাল বিস্তারিত আশঙ্কার এতদূর কাতর হইয়া চীৎকার করিতেছেন। পাছে লেফটেনন্ট বাবড়ার কমিশনদের বখার ফুলিয়া সাহেব মলের বিলাস পুত্র প্রকৃতি চরিতার্থ করিতে গিয়া না বুঝিয়া বহুসংখ্য গরিব প্রজার মন্তকে একবারে চিরকালের মত অসহ্য করতার নিক্ষেপ করেন, উচ্চতর এই ভয় যথাসময়েই আবেদন পত্রদ্বারা উক্ত মহামহিমকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরাও এই বিষয়টি উচ্চতর যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিলাম। এখন তিনি আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ মনী-তান উপর অনুগ্রহ করিয়া করিলে কোন মলেরই আর কোন কথা কহিবার পথ থাকিবে না, এই প্রস্তাবটি লিখন দাদ

হইলে আমরা শুনিলাম তিনি বাবড়ার দরিদ্র প্রজাদের প্রতি দয়া করাহেন। উচ্চতর ইচ্ছা এই, যেখানে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানেই টাঙ্গ হুজির তিন এই ইচ্ছার অনুগ্রহ বাবস্থা করেন, তদর্থই আমরা এত অনুগ্রহ করিতে দিলাম। তবে একপে অপর অনুগ্রহ এই আইনটিকেও এইরূপ করিয়া করা হয়, যে কমিশনদের ইচ্ছামত উচ্চতর বিস্তার বা সংকোচ করিতে না পারেন।

উপসংহারকালে রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও বাবু দিগবর মিত্র-ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্তব্য। উচ্চতর যে গরিব প্রজাদের প্রকৃত অবস্থাটি লেফটেনন্টগবর্ণর বাবড়ার ও অন্যান্য সত্তা,দিগকে বুঝাইয়া দিতে বহু পাইয়া-ছেন, ইচ্ছাতে উচ্চতরদিগের বখার প্রজা-বাসল্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেফটেনন্ট গবর্ণর বাবড়ার বাবড়ার এ বিষয়টি ভাল রূপ বুঝিতে পারেন তত্ক্ষণা উচ্চতর যে যত্নের ক্রটি করেন নাই, সেটি আমরা বেশ বুঝিয়াছি।

—১—

মোক্ষদানী পীঠা।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে এই প্রস্তাব করেন, একপে উচ্চতর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে এখন মোক্ষদানী পরীক্ষা রহিত করা কর্তব্য। আমরা সর্বোত্তররূপে ইহার অনুমোদন করিতেছি। মোক্ষদানিদের মধ্যে অনেক সংলোক আছেন সত্তা; কিন্তু ইচ্ছা-দিগের সংখ্যা অধিক নয়, অতঃপর এই নিয়ম করা কর্তব্য, যাঁহারা অল্পতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতীর গীতিকা বিবেদ উচ্চতরদিগের তিন আর কাহাকে মোক্ষদানী করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ করিলে কেবল নিম্ন আদালতের বিচার ভাগ হইবে এরূপ নয়, জুজুচুরি অনেক কমিয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর

একটি প্রস্তাব আছে। সকল আদালত বিশেষতঃ খেলার জজের আদালতে কতকগুলি লোক মোক্ষদানী বলিয়া পরিচয় দিয়া উপার্জন করে। ইচ্ছা-দিগের কোন প্রকার প্রাশংসা পায় নাই। আইনের সঙ্কিত ইচ্ছা-দিগের কখন দেখা নাফাৎ হয় নাই বলিলে অস্বাভাবিক হয় না। এই সকল ব্যক্তি সকল আদালতেই জমণ করিয়া বেড়ায়, কেহ সন্দেহ না করিতে আদালতে তাহাকে পাইয়া যেন। সুখ পঞ্জিপ্রসারদিগকে পাইলে, ইচ্ছা-দিগের আদালতের সীমা থাকে না, যে লোক একটা উণ্ডল জুটাইয়া দিয়া বৎসিকিত্ত তাহাকে দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় আশ্রয় করিয়া থাকে। সন্দেহময় সময়ে সঙ্কল আর মোক্ষদানকে দেখা পান না, ইচ্ছার ফল কি হয় তাহা সন্দেহই অনুমান হইতেছে। এই সকল লোকের জুজুচুরি উপলব্ধি বিকা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ম হইয়াছে উচ্চতর দালালের নিকটে সন্দেহ না লইতে পারিবেন না। এখানেও সেই প্রকার নিয়ম করা উচিত। এই মোক্ষদান নামধারী দালাল হইতে বিস্তর মিথ্যা সন্দেহ হইয়া থাকে।

—২—

অন্ততঃ আইন একটা

অনুগ্রহণ।

এদেশের আইনের একটা বিশেষ অঙ্গ বৈকল্য লক্ষিত হইতেছে। আইন লজ্জনকারিদিগের দণ্ডার্থ দণ্ডবিধি ও নানাবিধ বিশেষ ও স্থানীয় আইন আছে বটে; কিন্তু যে সকল অপরাধের দণ্ডবিধানার্থ ঐ সকল আইনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অধিকাংশ সামাজিক। আমাদের বাবস্থাপকগণ গবর্ণমেণ্টের অবজ্ঞাকারিদিগের দণ্ড বিধান বিষয়ে তাদৃশ যত্নান হন নাই; স্পষ্টরূপে গবর্ণমেণ্টের অন্তিম লোপের চেষ্টা না করিলে গবর্ণমেণ্ট সন্তোষ করেন না।

কেহ গবর্ণমেন্ট ও আদালতকে অবজ্ঞা করিলে এদেশে আর দণ্ড হয় না। গত লোক আদালতের সমন অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ড পাইয়া থাকে? নিম্নে রাজী ও তাঁহার আদালতকে অবজ্ঞা করিবার একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

লেন্টনট গবর্ণরের বাটীর অনতিদূর খতী জিরাট রামচন্দ্রপুরে কাজ আবহুল হানিফ নামক এক ব্যক্তি ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই স্ত্রী, কনিষ্ঠা স্ত্রী গর্ভজাতা অগ্রাণ্ড বয়স্কা একটা বন্যা আছে। বন্যা হস্তবাক্তির সম্পত্তির দল আনার এবং দুই স্ত্রী এক আনা করিয়া দুই আনার অধিকারিনী। কিন্তু জ্যেষ্ঠা স্ত্রী সানু বিবি কয়েকজন মোক্তার ও ধূর্ত লোকের পরামর্শে আবহুল হানিফের উইল বলিয়া এক খানি দলীল রেজিষ্টারি করায়। এই দলীলে লিখিত থাকে যে অপর স্ত্রীলোকটী আবহুল হানিফের বিবাহিত স্ত্রী নহে, রক্ষিত বেশ্যা মাত্র। এই উইলের বলে সে মরণ্যকে সমুদায় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিল। ফৌজদারিতে মালীশ হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত উইল দর্শন করিয়া কনিষ্ঠা স্ত্রী সাহেবদারদকে বেওয়ানী আদালতে নাইতে বলিলেন। তদন্তের ২৪ পরগণার হুত প্রধান অধ্যক্ষ অজ বাবু কৈলাস চন্দ্র দেবের নিকটে মকদ্দমা হইল। এই মকদ্দমায় সানু বিবি বলিল যে ফৌজদারিতে যে উইল দাখিল হয় সে ভাঙ্গা জানেন না। অথচ যে সকল লোকে উইলের দাবী কর এবং উইল রেজিষ্টারি করায় তাহারা বেওয়ানী মকদ্দমায় যোগাড় করিতেছিল। বাবু কৈলাসচন্দ্র দেব সাহেব জানের অনুকূল ভিত্তি দিয়া সানু বিবি লিখিয়া মোক্তার অপরাধে নীজদারি দিলেন। ফৌজদারী আদালত

তাহার ক্ষেপ্তার করিবার অদেশ

দিয়া বাহার পুলিশের উপরে পরমানা পাঠাইলেন কিন্তু কয়েকজন মোক্তার তাহার সাহায্য করতে পুলিশ কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেননা। সানু বিবির সম্পত্তি ফ্রোক করিবার খাজা হইল। কিন্তু মোক্তারেরা পুর্কি সাধবান হইয়াছিল। সফর আলি নামক একজন মোক্তার বলিল যে সানু বিবি তাহার নিকটে আপনার বাবতীর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে। এক ব্যক্তি আমোক্তার হইয়া দলীল রেজিষ্টারি করাইয়াছিল এবং যড়যন্ত্রকারিগণ দাবী করিয়াছিল। তদবধি সানু বিবির আর উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। যড়যন্ত্রকারিগণের ইচ্ছাও চেষ্টা এই কোন প্রকারে হুত কামির সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। এখন স্ত্রীর অংশ তাগাদিগের হস্তগত হইল; কিন্তু অধিকাংশ সম্পত্তি সাহেবদারদের হস্তে পতিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে একজন মোক্তার তাহার নিকটে দশ কাঠা জুমি ও এক সহস্র টাকা মগব টায় এবং এই কথা বলে না দিলে সে তাহাকে উৎসন্ন দিবে। কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাহাতে ভীত হইল। তাহ্মিন্ত যড়যন্ত্রকারিগণ একপ্রকার আইনটিক কোম্পানি করিয়া নানা প্রকার মকদ্দমা চালাইতে লাগিল। প্রথমতঃ সানু বিবির বলিয়া সাহেব জানের সম্পত্তি ফ্রোক করান হইল। অনেক চেষ্টার পর মৌলবী আবহুল লতিফ সম্পত্তি খালাস দিলেন। সানু বিবি কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহার আমোক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া বিস্তর মকদ্দমা চালাইতেছে। সাহেব জান আপত্তি করে যে সানু বিবি যখন ফৌজদারী আদালতের অজ্ঞা অমান্য করিয়া পলাতক রহিয়াছে তখন সে কোন আদালতে কোন প্রকার মকদ্দমা চালাইতে পারে না। কিন্তু এই আপত্তি প্রায় হইল নাই।

আমরা আদালতের প্রতি হোমারোপ করিতেছি না। আদালতের অপরাধ নাই। আইন অজবিকল। ইংলণ্ডের আইনের অনুসারে যে ব্যক্তি রাজার ক্ষমতা অঙ্ক করে সে কোন প্রকার আইনের সাহায্য পায় না। এদেশে সে আইন নাই। এই হোমের সংশোধন করা আবশ্যিক। সানু বিবি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়া পলাতক রহিয়াছে, অথচ ওঁরকে এক ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে তাহার আমোক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া সাহেব জানের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মকদ্দমা চালাইতেছে!! সানু বিবির কৌশলারিতে সমর্থনের পর এই আমোক্তার নাম লিখিত হয়। আইন অনুসারে আমোক্তার অপরাধী; কিন্তু কোন ব্যক্তি ইহাকে দণ্ড বেওয়া উচিত বিবেচনা করেন না; যে উইল ভাঙ্গা বলিয়া নির্দিষ্ট হয় দুই জন মোক্তার তাহাকে উত্তর করাইয়াছিল। ইহারা নিকিয়ে আদালতে মোক্তারী করিতেছে। এদেশে সাহেবদার মকদ্দমায় মকদ্দমায় হস্তক্ষেপ হইতেছে। যখন ২৪ পরগণার লেন্টনট গবর্ণরের চাকের উপরে বর্তমান হুত চন্দ্র লোকে আইনকে অত্যাচারের কারণ করিয়া জুলিয়াছে, তখন মকদ্দমে যে কিরণ ৪৪ সহজে তাহা অনুমান হইতেছে, পূর্বোক্ত সমস্ত আলি দে কবলা দ্বারা আপন স্বতঃস্ফূর্ত করিবার চেষ্টা পার তাহা কৃত্রিম সমন্বয় হওয়াতে ২৪ পরগণার জুজুর্গ (অর্থাৎ প্রধানতম বিচারালয়ের) ১০ বাট সাহেব তাহাকে ও আর ১০ জন যড়যন্ত্রকারিকে ফৌজদারিতে বন্দী করেন। কিন্তু মকদ্দমায় প্রাপ্ত সমানে চলিয়াছে। এবং হস্তগত সাহেবদার ক্রমশঃ সফল হইতেছে। আমরা লেন্টনট গবর্ণরকে অনুরোধ করিতেছি যে এই সকল মকদ্দমা ঘটনিকাক্রমে পত্রগুলি একত্র

করিয়াছেন যে, তাহার স্বামী মাউরোজী হোসেন জী একটি বিষ্ণু জীৱ সহিত লব্ধ করিয়াছেন। অতএব তিনি আর সে স্বামীর সহিত লব্ধ করিবেন না। এবে শীঘ্রেরা পিতৃপিতৃ সত্যতঃ অনুকরণ করিতে গিয়া আপনাদিগের আপন পুত্র সন্তান রাখিবেন।

দ্বিতীয় একটি অতীত কেঁতুক'র বটনা লিখিত হইয়াছে। সে'কল'তে এক ব্যক্তি একটি মালিক'র সহিত কেঁতুক'ল করে। মালিক'জী জানিত না যে উহার বিবাহ হইয়াছে। প্রান্তবন্দীরাও বিবাহ জানিতে পারিয়া তাহাকে ধরিয়া ২ টাকা জরিমানা করায় এবং পরে উহাকে কতকগুলি জীলোকের হস্তে অর্পণ করে। জীলোকেরা উহার যতক যুগল করিয়া এবং গোপ কটিয়া দেয় পরে যতক যত্ন দুই ময়দা চাপিয়া দিয়া উহাকে ছাড়িয়া দেয়। উহার যত্নগার এখনও দেখ হয় নাই।

তীতে গেলে খাবার আছে।

তন'ব'তে:হ'র বটল কিয়ার জুন মাসের কতকদিন পর্যন্ত সিমলার থাকিয়া বাইবে। য'র ভাণ্ডা ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছেন, পূর্ণত বসি করিয়া না য'ওরা কুল হয় না।

মহিমুর তুতপূর্ণ রাজার সমাধি স্থানের উপর একটি অরণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য ময়ীপুর প্যালেস কও হইতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গার্মেন্টে বলিয়াছেন ম'কিন ভারতবর্ষে গুটির চাস হয় কি না তাহার পরীক্ষার জন্য ২৭৭ তরু আর অধিক পার করা পরামর্শ দেন।

দেবিন অযোগ্যের অন্তর্গত বলরামপুরে তরানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গ্রাম ১২৮০ ঘূহ বহু ও কতকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে। রাজা অগ্নিপীড়িত লোকদিগের অনেক সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতার অগ্নি নির্মূল্যার্থে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, অন্য অন্য নগরেও একই উপায় অবলম্বন করা যুত্ব্য।

মাস্ত্র'জ' যেইলেক্ট একজন সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন, ৪০ গণিত সেনাধিন ৫ মাস হইল তথায় আসিয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যেই তাহারিগের অল্প আস্থা তদ্ব' হইয়াছে, যে এক শতেরও অধিক টেনাকে পূর্ণত প্রাপ্তে পাঠাইতে হইয়াছে। কেবল আবাদিগের রাজপুত্রবর্গের নয় টেনাগ'রও মিত্র জুটির জল বাহু অসহ্য হইয়া উঠিল, পূর্ণত থাকের সাংক্রামিকতা ক্রমে বর্ধমানের আর অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

কর্নেল ওয়াটসন যথ্য ভারতবর্ষে গবর্নর জেনারলের এজেন্ট হইয়াছেন।

পাঠার রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে রপ্তানী তুলক উঠাইয়া দিয়াছেন।

কিছু দিন হইল, কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের মাজিষ্ট্রেট মিলার সাহেবের নিকটে এক ব্যক্তি শপথ পূর্বক সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিতে তিনি তাঁহাকে তদ্বিনিত্ত জিব করেন এবং উক্তরূপে সাক্ষ্য না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এ বিষয় সংবাদ পরে বর্ণন করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি এন্ট সাহেব তাহাকে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, এতী তাহার আইন বিকল্প কাজ হইয়াছে। এই ১ লা যে হইতে কাবেল সাহেবের যে সুতন শপথের আইন প্রচলিত হইতেছে তাহাতেই সকল গোলাযোগি বিচারা বাইবে।

ইডেন সাহেব অতবন্দী রাজদূতকে গুপ্তমেন্টে হাউসে আত্মানার্ব তাহার সেক্রেটারিকে প্রেরণ করেন। তাহার সমানার্ব ভোণকনি হইবে না, এই কথা শুনিয়া তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইতে অসম্মত হইয়াছেন। যখন কর্নেল কি'ট একটি লিখি করিবার জন্য রাজ্যীয় প্রতিনিধি অরণ মাঝালাইয়ে গিয়াছিলেন, তাহার সমানার্ব ভোণকনি করা হয় নাই। অতএব অতবন্দী রাজদূতের এ সম্মানের আশা করা অন্যায়া।

১৮ ই টবশাখ মঙ্গলবার।

আদরা অনুকল্প হইয়া সকলের-গোচর করিতেছি আগামী ৩১ টবশাখে আরম্ভ করিয়া ৩ দিন নবদীপ হরিভক্তি প্রদারিনী সত্য অধিবেশন হইবে। সত্যমূলে বেল

পাঠারি ৩৭৫। আজ কালি অনেক ২ হরি ভক্তি প্রদারিনীও তৎসদৃশ সত্য হইয়াছে। ২০৪ ডর লোকে বলিয়া থাকে তত্তের ভা না হইলে লব্ধ কেহ রাম: লব্ধ না। বিষ্ণু মহাপ্রেরা কি তেমনি পাঠারি হরি অরণ্যগত হইতেছেন?

২২ লসমান বলে, কিছুদিন হইল পু'লব সংসার পান কালিঘাট হইতে এক জীলোক পলাইয়া যায়, অনুসন্ধানে এক পিত হইল, উহাকে ধৃত্য করিয়া এক মিস্ত্রকে পু'রিয়া পশ্চিমবঙ্গে পাঠান হইয়াছে। ৩ জনকে সন্দেহ করিয়া ধরা হয় উহাদের মধ্যে একজন তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য পু'লব মূল্য দিতেও টেকে রাজ্য টাকা উৎকোচ দেয়। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এই টাক লইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত করেন। আসাবীবিগের অপরাধ প্রমাণ না হওয়াতে যতদূর অগ্রাহ্য এবং এই রাজ্য টাকা বীজেনাশ করা হয়। রাজ্য টাকা উৎকোচ বিবাহ কারণ কি? অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

ভুক্তার প্রাতঃকালে সেন্টমন্ট গবর্নর নারিজিলিতে উপনীত হইয়াছেন।

আপানের সুতন টেনিক মফোবতের নিবন করা হইয়াছে, পাণ্ডুর সমরে ৩৫৫০ টেনা থাকিবে সুতকালে টেনা সংখ্যা ৫০ ২০০ বৃদ্ধি করা হইবে।

ইংল্যান্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মিত্র টেট রেলওয়ে করিবার যে কল্পনা করা হইতেছিল তাহা এতদিনের পর পরি-ত্যাগ হইল। প্রাধানতম ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সর্বপ্রকৃতি অন্যান্য কথো গ্রি লাঞ্ছন হয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ টাকার অধিকাংশ নষ্ট হইবে সম্ভব নাই। এই অপব্যয়গুলি কি দরিত্র প্রজা-নীতনকারী কর সৃষ্টির কারণ নয়?

এবার মাস্ত্র'জ' বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন এম, এ, ৫ জন বি, এল, এবং ২২ জন বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বোম্বাইর নবাব খীর রাজ্যতঃ অন্য হস্তে অর্পণ করিয়া ইংরোপানিনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কটী ও জল তিন আর কিছুই

আহার করেন না। ইনি কি বাণপ্রস্থার্ম
আশ্রয় করিলেন?

মিহর পক্ষে লিখিত হইয়াছে, সর্দার
হরলালসিংহ তাঁরত সংস্কার সম্রাট বার্ষিক
৫০ টাকা দান আদায় করিয়াছেন।

হাবদার বাবু আবদাশজঙ্গ দ্বিতীয় ইংলণ্ডে
যাত্রা করিয়াছেন।

গঙ্গার সেতু বাধাবার জন্য যে ১৮টী
মৌহমর পট্টন নির্মিত হইতেছে উহার
প্রথমটী গতকলা গবর্নমেন্ট ডকইয়ার্ড
হইতে ভাঙ্গান হইয়াছে। আগামী ৩১ এ
মার্চ পবাস্ত সেতুটী খোলা হইবে এইরূপ
সত্ৰাবনা করা হইতেছে।

রেসুনৈ অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে।

সংবাদ পক্ষে লিখিত হইয়াছে, লর্ড
মর্ফ্রক বলিয়াছেন, বারাকপুরে যদি একটি
সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন করা হয় তিনি
অতিশয় বিশেষ সাহায্য করিবেন।

মিহর শিশুর ভূমিরাছেন হটিকোটের
কোন জজের পদ পূরা হইলেই উহা ওরা-
কোঁপ সাহেবকে দেওয়া হইবে।

আগামী বর্ষে কনৌজ সদ্যটের কম্যার
সহিত আমাধিগের রাজপুত্র ডিউক অব
এডিনবারার বিবাহ হইবে। এই সময় রাজ্যের
সেন্টেপটিন বর্গে বাইবার সত্ৰাবনা আছে।
আছে। কনৌজার সহিত কুটুখিতা হইলে
আর ভারতবর্ষের নিমিত্ত কনৌজা হইতে
ইংলণ্ডের কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে
না।

আগামী বৃহস্পতিবার হটিকোটের চতুর্থ
ফৌজদারি সেসিয়ন্স আরম্ভ হইবে।

একগুণে ৪০ জনেরও অধিক জাপান
দেশীয় যুবক বালিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে
অধ্যয়ন করিতেছেন।

পাইকপাড়ার রাজবংশ হিন্দু ক্যাথলিক
এনিউইটি ফণ্ডে ২৫০০ টাকা দান করিয়া-
ছেন।

১১ এ বৈশাখ বুধবার।

সংবাদপক্ষে দুটী হইল, মালাবারের জজের
আদালতে একটি ভূতন আকারের ক্ষতিপূর
ণের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একটি
যুবক কোন লেডিকে একটি গোলাব ফুল

বের। উহার পাণ্ডুর মধ্যে একপ্রকার
ভীত বরিচের ওড়া ছিল জীলোকটী উহার
আগ লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অচেতন হইয়া
পড়িল। পরিশেষে এরূপ পীড়িত হয়, যে
২১০ ফন ডাক্তারকে নিরস্তর তাহার নিকটে
হাঁটিতে হয়। জীলোকটীর বানী এই সকল
ব্যয় হিসাব করিয়া ৭০০ টাকা ক্ষতি পূর-
ণের মালীশ করিয়াছেন। বিলাতি সত্যতার
নিকটে কিছুই ভুতন নহে।

অটলগের একখানি সংবাদপক্ষে লিখিত
হইয়াছে, গ্ল'সগোর অপব্যায়ামিক হাঁসপা
ড়ালে একটি রোগী উপস্থিত হয়, তাহার
দৃষ্টিশক্তি রহিত হইয়াছিল। চিকিৎসক
একটী বরগোশের চকু তাহার চকুর স্থানে
স্থাপন করিতে সে একগুণে বিলক্ষণ দেখিতে
পাইতেছে।

বরদার ওটকুমার আমানবান কালেক
২৫০০০ টাকা নিবারণ সংকল্প করিয়াছেন।

বীজম এন্ডমের রাজা মুসলমান এওর
ওরিএটেল কালেক ৩০০০ টাকা দান করি
য়াছেন।

লণ্ডন পোষ্ট অফিসে কর্তৃকালি হও
য়াতে সম্প্রতি ১১ জন জী লোকের জন্য
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহার নিমিত্ত ২
হাজার জী লোক আবেদন করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি নদীয়া হইতে বেঙ্গল ক্রিষ্টি
য়ান হেডালতে লিখিয়াছেন, গত ২১ এ
এপ্রেল তথ্য ১০ বৎসর বয়স একটি জ্ঞান
বালিকাকে অতি নির্ভররূপে হত্যা করা হয়।
সে এই রাত্রি তাহার স্বামীর সহিত একত্র
শয়ন করিয়াছিল, বখন হত্যাকাণ্ড একা-
লিত হইল তখন স্বামী তথ্য উপস্থিত
ছিল না, সে আসিয়া এই ঘটনা দেখিয়া
অত্যন্ত বিস্মিতের ন্যায় ভাব প্রকাশ করে।
এ ব্যক্তিই তাহার জীর হত্যাকারী এই
সন্দেহ করিয়া তাহাকে এবং এই সব কক-
নগরে পাঠান হইয়াছে।

কলকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে,
গত রবিবার রাত্রিতে কাম্বির কয়েকটী
বাকের দোকানে অগ্নি লাগিয়া ২০ জন মৃত
ও অনেক আহত হইয়াছে।

আগামী কলা হইতে রাত্রি ৯ টার সময়
সত্ৰাকালীন জোপজনি হইবে।

পাতিরালায় সত্য সত্য নামে একটি সভা
সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুবিগের সামাজিক
এবং ধর্ম সংক্রান্ত ঐতিহ্যের সংশোধন
ইহার উদ্দেশ্য।

দেশীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম-
বনী প্রস্তুত করার জন্য যে এক কমিটী
সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্যতর সদ্য ত্রিযুক্ত বার
জগদীশচন্দ্র মল্লিক মুম্বাইরূপে নিয়ম কর্তব্য
সাধন করিয়াছেন বলিয়া লেন্টেনট গবর্নর
তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ৩৫০ টাকা উপহার
দিয়াছেন। লেন্টেনট গবর্নরের এ অনুষ্ঠান
আমাদিগের একান্ত আশীষ্য।

২০ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার বোম্বাইর প্রদর্শন বন্ধ হই
য়াছে।

লর্ড মর্ফ্রক বেঙ্গল সেক্রেটারিএটের
ভূতপূর্ব হেড অফিসটো বার লিচজ
হজকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান
করিয়াছেন।

ডাক্তার ফেরার সর্পদৈবুত ব্যক্তিকে
কৃত্রিম স্থান প্রস্থান জিহবার দ্বারা বাঁচাইবার
যে উপায় উদ্ভাবন করেন, অস্ত্রবিগের পক্ষে
উহা পরীক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্ট এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।
ডাক্তার জোসেল ইওরাই সত্ৰাবনা এবং
ডাক্তার রিচার্ডস ও মাক্কেজ সভা হইয়া-
ছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, লাহোরের রাজা
জরবন্স সিংহ সম্প্রতি একটি তীর্থে গিয়া-
ছিলেন তথ্য তাহার প্রায় ১০৪০০০ টাকা
মূল্যের সপ্ত যুক্ত ও অলম্বারাদ হুঁরি
মিগ্রাছে। তীর্থে ফল হাতে হাতে কপি-
রাছে।

মাণী পাণ্ডা বালা বিবাহ নামে একখানি
এক পরমা মূল্যের মাসিক পত্রিকা আমাধি
গের হস্তগত হইয়াছে। এখানি এই বৈশাখ
মাস হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হই-
য়াছে। বালাবিন্দুদের দেব এনর্শন
ইহার উদ্দেশ্য। আমাধি মূল্যের প্রদর্শন

অনেকগুলি এক পাতা দুয়ের কাগজ বেধিতে পাইতেছি।

পিরমিরর বলেন, সম্প্রতি ডেপুটি শেইখ বীর অস্বর্গত খুজি নামক পল্লীতে এক কালে তাম্রাকৃত কথা পিতাছে।

ফেও অল ইণ্ডিয়া সংবাদ পরিচালক, লর্ড নর্থব্রুক ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া দেও-রাত্তে উইলিংডোয়ারে নিরাক্ত হইয়াছেন, কিন্তু উক্ত সম্পাদক এ সংবাদে বিশ্বাস করেন না। লর্ড সাগাইল যে খাতুর লোকতান্ত্রিক উচ্চারিত বিবরণ শুনিয়া বিশ্বাস করেন নাই। লর্ড নর্থব্রুক রাজস্ব সংক্রান্ত যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডের সকলেও উচ্চারিত প্রশংসা করিয়াছেন।

গতকাল বেলা ৩টার পর আমাদিগের এখানে বৈঠক প্রবল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ১২৭১ সালের বর্ষাকালে একথা হয় নাই। ফের সকল জলে প্রাবৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে উচ্চদমণ জল হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার কুমারটুলী ঘাটে প্রায় ৫ হাত দীর্ঘ একটা ভাস্কর ধরা পড়িয়াছে।

ফেও অল ইণ্ডিয়া বলেন, যেকোন ম্যাকলিনডের হত্যাকাণ্ডে বিরোধী অবস্থান গকুরের বাণীতে প্রকাশিত করি-
য়াছেন। মোরারী জাতি সংখ্যা ১০০০০০ হইবে, ইহার মধ্যে ২০০০০ জন অস্বাভাবিক।

লেন্টন গবর্নর আজ্ঞা দিয়াছেন আসা-
যের অবস্থান ও স্থলসমূহে নাকুলার পরিবর্তে আসামীর ভাষা ব্যবহৃত হইবে।
দিল্লির এবং অন্যান্য স্থলে উক্ত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং আসামীর ভাষার সংবাদ পত্র সকলও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

২১ এপ্রিল শুক্রবার।

দিল্লী গেজেট বলেন, পিট্রিরর রাজা ইংলণ্ডে বাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গত রবিবার অপরাহ্নে কাছড়াপাড়ার অর্ড ও ডরানক শিলাভূমি হইয়া গিয়াছে। এক একটা শিলার ব্যাস ৩ ইঞ্চিও অধিক হইবে।

আমরা সংবাদ পাইলাম ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রায় দুই কোশ দূরবর্তী-
নামোদর নদের দক্ষিণতীরস্থ আউটপোর্ট পুণ্ড্রহুতার অন্তঃপাতী জিরামপুর ও তদ্রিক টবর্তী কতগুলি গ্রামে ওলাউয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রাণত্যাগ হইয়াছে। তথায় চিকিৎসা-
সকলই একটা চিকিৎসালয় কর পত্র প্রের-
কের এই প্রার্থনা।

কাঞ্চল সাহেব যেমন বঙ্গদেশের সিভিল জজদিগের বেতন কমাইতেছেন সেরা উই-
লিয়াম মিউর তেমনই উক্ত পশ্চিমাতলে উচ্চদিগের দুর্ভাগ্য বিষয়ে কড়া কড়ি করিতে
ছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা	সিকা	১০২৪—১০২৬০
৪ "	কোং	১০২৬০—১০৩০
৪৪ "	"	১০৩৪০—১০৩৭
৪৮ "	"	১০৪১০—১০৪৬০
৪৯ "	"	১০৪৬—১০৫
৫৪ "	"	১১০৪—১১০৬০

২২ এপ্রিল শনিবার।

এক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে ১১২০৫০৬১০ টাকার গবর্নমেন্ট নোট প্রচলিত আছে।

লিবারপুলে মার্চুর নামক সংবাদপত্রে
লিখিত হইয়াছে, হুইলার ও হিউজেস নামক দুই ব্যক্তি দুইপাশে মন্ত হইয়া পরস্পর
বিবাদ করে। হুইলার প্রথমে হিউজেসের
নাক কামড়াইবার চেষ্টা পায়, তাহাকে
রক্তক্ষরণ না হওয়াতে পরিশেষে হাতত্যাগ
হিউজেসের একটা কাণ এককালে কামড়া-
ইয়া লয়। হুইলার বলে সে আত্মরক্ষা
এরূপ করিয়াছে। এটা অসম্ভাবিত নয়, দুর্ভা-
গেরাই নাক কাণ কামড়াই জয়লাভের
চেষ্টা পায়।

এক ব্যক্তি রাজপুরের জিহ্বা জীবাণু
উৎসারিত চিকিৎসার প্রশংসা করিয়া
লিখিয়াছেন। “আমি ডাক্তার মহাশয়ের
একটা কার্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া
করিয়াছিলাম। যখন তিনি আমাদের
বাড়ীতে আসিলেন অনেকগুলি রোগী
আমাদের বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া থাকিত,
বাইবার সময় তিনি সকলকে দেখিয়া তাহা-

দিগের প্রত্যেকের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া
দিতেম। আমাদের বাড়ীর নিকটে প্রায় ৪৫
টি হরিজের বাড়ীতে এই রূপ ওলাউয়া হই-
য়াছিল তিনি আমাদের বাড়ীতে বাইবার
সময় বিনা ভিজিতে তাহাদিগের বাড়ীতে
বাইয়া উত্তমরূপ চিকিৎসা দিয়া অনেককে
মুক্ত করিয়াছেন” ইত্যাদি।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ওইশাখার বিভাগ।

২২ এপ্রিল। রাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট
জিহ্বা জি, এচ ডাবলিউ সাহেব ১৮৭১ অব্দের
৭ আইনের ৮৫ ধারানুসারে উক্ত এদেশে মাজি-
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

২০ এপ্রিল। লেন্টন ডবলিউ এ হল-
কুহ সাহেব ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারা-
নুসারে লেন্টন গবর্নমেন্টের অধীনস্থ এদেশে এক
জন জজিস অফ দি পিস হইলেন।

জিহ্বা জি, এচ ডাবলিউ সাহেব জিহ্বা-
নগর জন্ম চতুর্থ জেনারেল চন্দ্রাবাদের প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৪ এপ্রিল। প্রতিনিধি সহকারী পুলিশ
সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিহ্বা জি, এচ ডাবলিউ
সাহেব চট্টগ্রাম পরগণা এদেশে এক জন
দ্বিতীয় জেনারেল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

পুরী অস্বর্গত খুজার তহসিলদার ভাগবত
মহাশয় তৃতীয় জেনারেল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাই-
লেন।

জিহ্বা জি, এচ ডাবলিউ এচ এম গণ সাহেব পুরী
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং
কৌশলার কার্য বিধির ৪০ ধারানুসারে খুজার
বিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
জিহ্বা জি, এচ ডাবলিউ সাহেব কৌশলার কার্য
বিধির ৪০ ধারানুসারে কলিকাতা পাড়া বিভা-
গের ভার পাইবেন।

জিহ্বা জি, এচ ডাবলিউ সাহেব চট্টগ্রামের
মিউনিসিপাল কমিশনারদিগের বাইস চেয়ারম্যান
হইবেন।

২১ এপ্রিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কিছু
দিনের জন্য ডেপুটি কালেক্টর হইলেন এবং
১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে পাটনা
গয়া এবং সাহাবাদে জল সেচন কার্যের জন্য
জমি গ্রহণের নিমিত্ত কালেক্টরের ক্ষমতা পাই-
লেন।

বাঁহু হাজেজবাহার।

জীহুজ জি বাঁহুই সাধে।

এক এল ডাল্লিয়ার।

বহুসেনীর গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সনাতার।

সপ্তম ২৪ এ এপ্রেল। আরল ডিল'ওয়ার
সম্মত করিয়াছেন। তাহার একজন অতি
সাম্মতী জী লোকের মুখুই ইহার কারণ।

সো সাধেবের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাব অন্য
কমল বাঁহুতে প্রোহা হইয়াছে।

সপ্তম ২৫ এ এপ্রেল ইংকাল। অন্য ইংস
গের ব্যাংকে ১০০০০ টাকা জমা দেওয়া
হইয়াছে।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, পারস্যের
সাহায্যে কোজাবি বিহার জন্য যে ব্যয় হইবে
তারত্ববর্ধের রাজস্ব হইতে তাহা গ্রহণ করা
গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় নহে।

সপ্তম ২৬ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমল
রাত্রিতে বলা হইয়াছে, আশাশুভা দেশীর জাতি
দ্বিগুণে পরাক্রম করিয়াছে। কিন্তু তাহারিগেরও
অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাহারি আর অগ্রসর
হইতে পারিতেছেন না। আরো অধিক ইন্দা
প্রেরিত হইয়াছে।

সপ্তম ২৮ এ এপ্রেল। লাক্ষসারার ও
ইরকসারার রেলওয়ের গাড়ির কারখানা পুড়িয়া
গিয়াছে। প্রায় ২০০০০০ টাবার বস্তু নষ্ট
হইয়াছে।

ডেপুটি জাহাঙ্গীর নগর ও সেনাদলের উৎকর্ষ
বিধানার্থ বিশেষ ব্যয় পাইতেছেন। সুশোপকরণ
সামগ্রী পূর্ব ১৪ খানি দ্বিবার তথায় পাঠান
হইয়াছে।

সেন্ট পিটার্সবার্গ ২৭ এ এপ্রেল। রুশ্বির
সম্রাট এখানে উপনীত হইয়াছেন। অতি সমা-
দবে তাহার আত্মান করা হইয়াছে।

সপ্তম ২৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমল
রাত্রিতে প্রান্তিক ট্রাপেলটনের বকোর উত্তর
ভাগে কালে, বলিরাছেন, তারতবর্ধীরদ্বিগুণে
সুশোপকরণ বিষয়ে ধর্ম ও নীতি লঙ্ঘন গবর্নমেন্টের
বে রাজনীতি আছে তাহার পরিবর্তন করা
গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় নহে।

গত রাত্রিতে পোশের পীড়ার বৃদ্ধি হয়।
তাহার নিমিত্ত সকলেই পুনরায় চিকিত্সা হইয়া
ছেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গ ২৮ এ এপ্রেল। উক্ত দিবসে

বিএমাজে প্রিন্স বিনবার্গের সহিত কাউন্ট
গটসকো সাফাং হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস
এবং প্রিন্স অর্থার এখানে উপনীত হইয়াছেন।

সপ্তম ৩০ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে কমল
রাত্রিতে বামিলটন সাধেব প্রস্তাব করেন গবর্নমেন্টের
আইরিশ রেলওয়ে সমুদয় করা কর্তব্য।
সাঁডরেন ইহার প্রতিবাদ করেন এবং উক্ত
প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

পোপ জেবে আত্মা লাভ করিতেছেন।

—৩—

আমাদিগের তমোজুক্‌হ সংবাদ-
বাতা লিখিয়াছেন।

মহাপ্রভু! বর্তমান বৎসর মোক্‌তা জনপ-
দের বাঁহোর অবস্থা নিতান্ত অশ্রীতিকর।
জলাভাব এই বিপদের কারণ। এজন্য মহা-
সমরে তমোজুক্‌হের তুতপূর্ণ সুযোগাভি-
মাজেট্টে জীহুজ বাঁহু হামাকর চট্টোপা-
ধ্যায় মহাপ্রভু গবর্নমেন্টের আদেশানুসারে
বাঁহোর ভ্রমবস্থা অত্যন্ত পথ্যবৈকল্য করিয়া
প্রজাতিগকে এমন আশা প্রদান করেন,
বাঁহাতে তাহারি বের রাজস্ব হইতে কথ-
কিৎকণে পরিচুক্ত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি
করি শেষ আদেশ প্রবণে দীন প্রজাতিগের
জবরের শোণিত পরিচুক্ত হইয়াছে। গবর্ন-
মেন্টে সাফাং লহজে যে কিছু রাজস্ব প্রজা-
তিগকে ছাড় দিবেন বোধ হয় না প্রজাতি
জমীদারিগের নিকট আশ্রিত করিতে
পারে। মনে কখন প্রজাতি বাঁহাৎসরে জমী-
দারকে রাজস্ব না দিয়া নিমন্ত রছিল
জমীদার প্রাপ্য রাজস্বের জন্য বিচারালয়ে
অভিযোগ করিলেন তখন বিচারপতি
মোকদ্দমা তিক্‌কী কি ডিসমিস করিবেন?
ডিসমিসের কি কোন কারণ আছে?
আমরা দূর জমী কামিতাম মোক্‌তা অতি
সুস্থান এজন্য গবর্নমেন্টে সাফাং লহজে
এস্থানের উপর ভূতি রাখেন কিন্তু তকোর
বুঁকি সে শুভভূতিও শুভাইল!! তথাপি এবং
সরে গবর্নমেন্টের অতুল রাজ কো'স অনটন
বুঁধিত নয়! এই পাত্র খানি ককণ্ড চিত্র
জীহুজ বর্তমান বিভাগের কবিশনর বহু-
লাও মহোদয় পাঠ করিয়া যদি প্রজা-
তিগের প্রতি সকলক অনুগ্রহ করেন তবেই
মক্‌স লহজে অনেক প্রজা বাঁহাৎসান তাগ

করিয়া পল্লিরন করিবে। বাঁহা, শুকা,
প্রাধান এসুদ্যার দুখটমার মোক্‌তা বাঁহাৎসি-
গের গবর্নমেন্টেই একমাত্র শিষ্টদ্বিতীয় কিন্তু
এবৎসর আমাদিগের কি দুর্ভাগ্যগুণে যে
গবর্নমেন্টে প্রাপ্য নির্দিষ্টরূপে প্রচার করি-
লেন বলিতে পারি না। বাঁহা হউক গবর্ন-
মেন্টে অনুবাদক মহাপ্রভু এই দীনদ্বিতীয়ের
মোহন বেন বাঁহাৎসানে জাপান পক্ষে অনুদান
হয় ইহাই প্রার্থনীয়।

১৪ ই বৈশাখ
১২৮০

—৪—

আমাদিগের রাজসাহিহ সংবাদ
বাতা লিখিয়াছেন।

১। আজি কালি এপ্রদেশে যেমন
উত্তাপের আধিক্য তেমনি আগুনের তর-
নক প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে। এক সপ্তা-
হের মধ্যে এমন একদিনও গত হইতে দেখি-
লাম না যে দিন আগুণ দুই একটী বিশেষ
মোক্‌তার বিহার আমাদিগের কর্ণগোচর
না হইল। সে দিন মোক্‌তার রাজ্যে ডি-
কন আগুণও হইয়া বহুতর মোক্‌তার সর্গ-
বাস্ত হইয়া গেল। তখনকার বিলাপিত্তীর
আগুণগোচর বিহার প্রবণেও চমৎকৃত হই-
য়াছি, আজি আবার পুটীয়ার দুর্ভাগ্য তত-
শুনরা বার পর মাই দুঃখিত হইয়াছি। গত
১৩ ই এপ্রেল বেলা ১৪ টার সময় তত-
বাজারে আগুণও হইয়া তিনটী দালানসহ
প্রায় ৩৪ শত ঘর দাহ হইয়া গিয়াছে।
এই দাহ কাণ্ডে জুনকম্পে অনুমান ৩।২৪
লক্ষ টাকার সর্জন্য হইয়াছে। শুনিলাম
এক জন মেটিব ডাকাতের পরিধের পত্র
তিহ সমস্তই দাহ হইয়াছে। আকা!
সর্জন্যে এইতর বেচারির অধিক
ক্ষতি হইয়াছে।

২। বিলম্বিরা মুসল্কী চৌকী এবং
লিব হওয়ার সম্প্রতি তত-
প্রকাশ্য মিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।
প্রসিদ্ধ দানশীলা জীহুজমতী লরংজুক্‌কী
বেবী মহোদয় এই ঘর ১০৫ টাকা মূল্যে
নিজে খরিদ করিয়া তাহার সেলপুত্র
জুলের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন।

৩। সুউড়ার অঙ্গগতি গোমামি দুর্গা-
পুরের নিকটস্থ একজন প্রবল জমিদারের
প্রজা পীড়ন সংবাদ শুনিয়া আমরা যার
পর মাই চুপিত হইরাছি। পাবনার অন্য-
তর জমিদারের প্রজাপীড়ন জন্য দুর্গাপুর
বিশয় কি তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই?

৪। গত ২২এ এপ্রেল বিলম্বিতরা
খানার অঙ্গগতি আডালী আউটপোন্টের
নিবন্ধ বড়ল নবে খেওরার নৌকা জলমগ্ন
হইয়া অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হই-
রাছে। শুনিলাম একখানি জীর্ণ ভরীতে
৬০।৭০ জন লোক উত্তোলন করাই এই দুর্ঘ-
টনা সংঘটনের মূল কারণ। পার্টিসিগের
বেরণ প্রভুর বুদ্ধি হইরাছে তাহাতে যে
এইরূপ ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত না হয়
ইহাই আশ্বস্তের বিষয়।

—০—

আমাদের কাটোরাহু সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

এবার এপ্রিলে এখনও দ্বিদি দিন
ক্রীড়ার আধিক্য হইয়া উঠিতেছে, যথো-
ক দিন করেক বিমু বারি পতন এ ক্রীড়া-
ধিকার করণ।

কাটোরা বিদ্যালয়ের অবস্থা বিলক্ষণ
উন্নতিলাভী। তাহার সুযোগ্য হেডমাস্টার
চন্দ্র বাবু স্বকীয় অসাধারণ কার্য দক্ষতা ও
সাধুতা বলে সকলের নিকটই তিনি বিশেষ
সম্মানের দরাজ হইয়াছেন।

বর্তমান তেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও সুপেক
বাবুকে পাইয়া অনেক দিনের পর কাটোরা
একরূপ শান্ত্যাবধারণ করিয়াছিল, কিন্তু
দুঃখের বিষয় এই যে সম্প্রতি তেপুটী বাবু
যে ইচ্ছার অন্যত্র প্রতিগমন করিতেছেন,
এতজন্য সকলেই বিষম বিবাদিত হইয়া-
ছেন।

ক্রীড়াতে জ্ঞান প্রদারিনী নারী একটি
মহতী সভা সংস্থাপিত হইরাছে।

—০—

বালেশ্বর জিলার কাকড়া পরগণার
অন্তঃপাতী দেহুড়াহু সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

১। ইবদী সেনাপতি নামক একজন

নগরীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা দেখিয়া
আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও আশ্চর্য্যবিত
হইরাছি। সে, সেবিবস সন্ধ্যার সময়ে জল
খাইয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে শরন করে
রাত্রি ১১ টার সময়ে তাহাকে তাত খাইতে
তাকিবার দেখা গেল, সে মহানিত্রায় অতি-
দ্রুত রহিয়াছে। তাহার চেহারা (অবিকল
জীবিত মনুষ্যমত) দেখিয়া প্রথমতঃ সকলে
মনে করেন, কোন কারণে যোহ জখিয়াছে,
কিন্তু অনেক পরীক্ষার পর বিদ্যাল বটল বে
তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে। পর দিবস
বেলা এক প্রহর পর্যন্ত সেই প্রকার শরীর
ছিল, কিন্তু মৃত্যু কিছু স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া
ছিল। আমরা জানি, তাহার কোন পীড়াহি
ছিল না, মৃত্যুবিবসও কোন অনুভব হয় নাই।
বিখ্যাত নামা ইকলাস বাবু প্রভৃতির পুঙ্খ-
নুপুঙ্খ পরীক্ষার পর সর্পাঘাত বলিয়া
প্রতীতি হইল না। আকস্মিক সন্নিপাত
উক্ত ঘটনার মূল কারণ বলিয়া উপলব্ধি হই-
রাছে। সে কিছু বৃদ্ধ হইয়াছিল তাহাও
নহে, পূর্ণ যৌবনাবস্থা ভোগ করিতেছিল।

উল্লিখিত ঘটনার দুই দিবস পরে আমরা
সংবাদ পাইলাম, উক্ত ইবদী সেনাপতির
মৃত্যু দিবস দিবাকালে এখানকার পশ্চিম
দিকবর্তী মাফাকলি নামক গ্রামে একজন
কৃষক অনেক লোকের সহিত একটা পুষ্ক-
রিণীতে মৎস্য ধরিতেছিল। যা সেওরা
যাত্র একটা মৎস্যের উপর যেমন চাষি
চাপিল, অমনি অবলম্বীর হইয়া চলিয়া
পড়িল। নিকটস্থ অপরায়ণ লোক তাহা
দেখিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া স্থলে
আনিয়া কেলিবাঁদায় তাহার জীবন বাসু
বহির্গত হইল। জলে সর্পাঘাত হইল বলিয়া
সকলে অনুমান করেন।

ইবদী সেনাপতির মৃত্যুর ৫ দিবস পরে
সংবাদ দাতার বাগগ্রামের নিকটবর্তী বহ-
রনা নামক গ্রামে নিম্নলিখিত দুর্ঘটনা সং-
টিত হইরাছে। উক্ত গ্রামনিবাসী নিমাই বে
নামক এক ব্যক্তি রাত্রি কালে আপনার
কোঠা ঘরের নিম্ন তালার দুইটি কন্যা ও
জীর সহিত শরন করিয়াছিল। একটা কন্যা
তাহার কাছে অপরটা তাহার (নিমাই দের)

জীর কোলে কিঞ্চিৎ দূরে শরন করিয়াছিল।
রাত্রি প্রত্যন্ত হইবার কিছু কণ পূর্বে উক্ত
কোঠা ঘরের জীর্ণ ছাদ ভাঙিয়া নিমাই দের
উপরে পতিত হওরাতে তাহার ক্রোড়স্থিত
কন্যাটী তৎক্ষণাৎ পকস্থ প্রাপ্ত হয়। এবেদ
লোকেটা শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার ঘরে
এবেদ পূর্বক নিমাই বেদে বাহির করিয়া
আনিয়া দেখিল সবুজ শরীর চূর্ণ হইয়া
স্পন্দহীন হইরাছে, এবং বাহির করিয়া
আনিয়া যাত্র তাহার জীবন বহির্গত হইল।
তাহার পূর্ণগর্ভা জীর উপরেও ছাদের
তলদেশ পতিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্বলতা
হওরাতে ইবদীর কণার সাংঘাতিক আঘাত
লাগে নাই। জীর সহিত তাহার ক্রোড়স্থ
কন্যাটী জীবন পাইরাছে। কিন্তু ওকতর
আঘাত লাগিবার তাহার গর্ভ অতিশয়
বেদনা যুক্ত হইরাছে। ছাদের যে ভাগ
পূর্বে পতিত হইয়াছিল, জীলোকটী সেই
বিগে শরন করিয়াছিল। খিচীল কাঠ কড়ি
ও বাঁশ তাহার কোঠাঘরের বরগার কাঁচা
করিতেছিল। গৃহদাহের উপক্রম হইতে
রক্ষা পাইবার জন্য নিমাই বে ঘরে
ছাব করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অবহেলায়
যেবে রক্ষকই জীবননাশক হইল। এখ-
মতঃ কোঠার যে ভাগ পতিত হইয়াছিল,
যদি অবহেলা না করিয়া সমুদায়টা কেলিয়া
কিছা সংস্কার করিয়া থাকিত, তাহা হইলে
কউ পাইয়া অবশ্যে মৃত্যু মুখে পতিত
হইত না। কর্তব্য কার্যের প্রতি উদাসীন
ব্যক্তিগণ উল্লিখিত সংবাদে শিক্ষা পাইতে
পারেন। সকল বিষয়ের অগত্যা শেষ প্রায়
জীবন নাশক হইয়া থাকে।

২। শুনিলাম বালেশ্বরের অঙ্গগতি বালিয়া-
পাল খানার নিকট হইতে কামারী নামক
গ্রাম পর্যন্ত একটা সরকারী রাস্তা প্রস্তুত
হইবে। তজজন্য গবর্নমেন্ট রোড শেব কও
হইতে বর্তমান সনের জন্য (বতনুর কর্ত্ত
হইতে পারে) এক হাজার টাকা মঞ্জুর
করিয়াছেন। এ অকলে রাস্তার অভাব ছিল
ইহাতে সে অভাব অনেকাংশে দূরীকৃত
হইবে। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ন
মেন্ট সংস্কার যেমন বন্দোবস্ত (বর্তমান

সনে বতহুর কাবা' হইতে পারে হইতে, আগামী কোন কোন সনে কিছু কিছু কর্তৃ হইয়া শেষ হইত (করিয়াছেন তাহাতে অনেক ব্যয়ের পর প্রস্তাবিত রাজ্যী হইত হইবে। উল্লিখিত রাজ্যীর আর সমস্ত ভাগ সুবর্ণ রেখা নদীর অধিকার মধ্যে পড়িয়াছে। এক হাজার টাকার মতী উঠিলে রাজ্যীর কলের অংশ পরিমাণ বিশেষ হইবে। আর প্রতি বৎসর সুবর্ণ রেখা নদীতে প্রবল বন্যা হইয়া থাকে, তাহাতে সুবর্ণ না হইলে প্রস্তাবিত রাজ্যী ভগ্নকলের হইয়া গবর্ণমেন্টের কতক টাকা নদীগর্ভগারী হইবে। অতএব আমরা প্রার্থনা করি, এই বৎসরই যেন উক্ত রাজ্যী সম্পূর্ণ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরো প্রার্থিত বিষয় আছে।

কয়েক বৎসর হইল, উক্ত জেলার অন্তর্গত রাজ্য হইতে বালিয়াপাল ও জলেশ্বর হইতে কামাখ্যা পর্যন্ত দুইটী রাজ্য প্রত্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ও সুবর্ণ না হওয়াতে বর্ষাকালে রাজ্য হয় (বিশেষ বালিয়াপালের রাজ্য) এমনি ভয়ানকস্থান হয় যে, লোকে বয়ালে যাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বালিয়াপালের রাজ্য দিয়া বালেশ্বর যাইতে ইচ্ছা করে না। অপর দিগে রাজ্য না থাকিতে অগত্যা যাইতে হয়। তাহার বর্ষাকালে বালিয়াপালের রাজ্য দিয়া বালেশ্বর গমন করিয়াছেন, তাহারাই রাজ্যের কঠোর বিবরণ অনুভব করিবেন, নচেৎ বর্ষাকালে সে স্থান অপর কাছ উপলব্ধি করান যায় না। প্রত্যন্ত হইলাম, বর্তমানে উক্ত রাজ্য হয় সংকুত হইতেছে। আমরা প্রার্থনা করি যেন এই বৎসরই রাজ্য সম্পূর্ণ হয়। জলে স্থর হইতে কামাখ্যা পর্যন্ত বেরাজ্য প্রত্যন্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটা খাল বহিরাছে। প্রত্যন্ত হইতেছি, বর্তমান বৎসরে উক্ত খালদ্বয়ের উপরে পুল হইবে না। তজ্জন্য আমরা পূর্বদিকে ও বালেশ্বরের মালিক্ট্রেট ও কালেক্টর বীমস সাহেব মহোদয়ের নিকটে সবিস্তর প্রার্থনা করিতেছি, তাহার পক্ষিপণের প্রতি অনুকূল হইয়া মহা ও নালার খালদ্বয়ে দুইটা পুল প্রত্যন্ত

করাইবার জন্য উপযুক্ত কর্তার প্রতি আবেদন প্রদান করেন।

৩। সংপ্রতি এ অঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া জীবগণের উপকার সাধন করিতেছে। যদি অল্প দিবসের মধ্যে আর না হয়, তাহা হইলে অধিক দিন উপকার সাধন করিতে পারিবে না।

৪। সংকর্যের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য রোঁও বিন বিন উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। কিছুদিন গত হইল, বিরা এয়া এক বন্টা থাকিতে দুই জন প্রত্যন্তক একজন বেশার ঘরে উপস্থিত হইয়া কহিল "তোমাকে বাঁচু লইয়া যাইতে বর্ত্ত করিয়াছেন এবং দুইটা টাকা দিয়াছেন ভাণ করিয়া আমাদের সঙ্গে চল।" বেশা: তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুভ হইয়া তাহারিগকে জল খাওয়াইয়া অলসারে ভূষিত হইয়া তাহাদের প্রত্যন্ত দুইটা টাকা ও নিজের পরিবার লইয়া বাবুর মনোরঞ্জনার্থ গমন করিল। পূর্বাঙ্ক বাবুর বাড়ী বেশার গৃহ হইতে আর ৪।৫ মাইল দূরত্বী হইবে। তাহার জমিক গমন করিতে বেনারসপূর্ণ জনপ্রাণিহীন মাঠে সন্ধ্যা হইল। এমত সময়ে আর একজন তাবের সহ মিল এবং সকলে উক্ত বেশাকে ধরিয়া সমুদায় অলসার ও পরিবার বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক কিকিধুর চলিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে দুর্ভিক্ষবশত সেই বেশা এই মাত্র বলিল যে, "আমি তোমাহিগকে চিনি, উচিত দণ্ডবিধান করাইব।" তাহাতে তাহারি করিয়া আসিয়া অত্যন্ত প্রহার করে, সৌভাগ্য এই তাহার প্রাণ নষ্ট করে নাই। উক্ত বেশা সেই রাজ্যেই বালিয়াপাল থানার সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টর জিহুজ বাবু চৈতন্যচরণ রায় মহাশয়ের নিকটে জ্ঞানায়। তাহাতে তিনি অতিদক্ষতার সহিত তথাক করিয়া আসামীগকে ধৃত করেন। জিহুজ মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাশয়ের বিচারে হেঁদী দণ্ডিত হইয়াছে। প্রত্যন্ত হওয়া ব্যতীত বেশার অপরন্ত অলসারের মূল্য আর ২০। ২৫ টাকা হইবে। উল্লিখিত সংবাদ রাজ্যী বারাকদাগের পক্ষে বিশেষ উপকারক হইবে।

প্রেরিত।

মানাবর জিহুজ মোমগ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেয়।

গত ১৮ ই এপ্রেল ভারতবর্ষের শাসনকর্তা শিমলা শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। শীতকালে তুবার প'তে শিমলা শিখর গুজ বর্ণ হইয়াছিল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ ও জীবজন্ত সকলেই শীতে কাতর ও কম্পাদিতকলে-বর হইয়া আপন আপন আবাসে কদ্ধ ছিল। ঐশ্বের আবির্ভাবে সেতার অন্তর্ভূত হইয়াছে। সকলই সুতন দেহ ও সুতন ভাব ধারণ করিতেছে। অধুনা বৃক্ষ সকল পূর্ণ শোভিত, মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিরতছে ও উজ্জ্বল শৈল পুত্র সকল শীতের অত্যায়ে অস্তিরমা বিচরণ স্থান হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি আপনি কলিকাতায় ঐশ্বের উত্তাপে উৎপীড়িত হইতেছেন। অনুভব করি একবার যেন যেন তাবুন যেন শিমলা উপলে বসিয়া আছেন, তাহা হইলে কেমন আনন্দ তাবের উদর হইবে। সুবোর শীত'দারক উত্তাপ নাই, সমাগতির মন্দ মন্দ হিল্লোলে গাত্র শিথ হইবে আর ঐশ্বকালে শিমলা ছাড়িয়া গাটতে ইচ্ছা হইবে না। এই জন্যই আমাহিগের র'জ পুত্রগণ শিমলাপ্রিয়। কেনইবা 'প্রিয় হই-বেন না। অত্বেকালে ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানবাসী লোক সকল ঐশ্বের প্রত্যবে গৃহ হইতে বহির্গমনে কষ্ট বোধ করেন, এমন সময়ে উক্ত শিমলাচলের সুপ্রিয় সানুতে বসিয়া পার্বন সুখভোগ করিতে কাহার অনিচ্ছা? সম্পাদক মহাশয় যদি আপনি শিমলার আসিবার সমুদায় প'থের ও ভবনুযায়ী অন্যান্য বিলাস জবা সকলি প্রাপ্ত হন এবং আপনায় এক পরসাত্ত বরচ না হয়, অন্যের অর্থে একাধিপত্য করিতে পান, এরূপ অবস্থায় কি শিমলার আসিতে চান না? বলিতে পারি না তাহা হইল আপনি যুগ্মী।

১৮ই এপ্রেল রাজি ৮ টার পর মধ্যাহ্ন লভ'বর্জক শিমলায় উপনীত হইয়াছেন। তাহার পরাপণে শিমলা উপল উৎসবের

হইয়াছে। পরদিন বেলা ১২ টার সময়
উহার সম্মানসূচক ভোজপানি হয়। সক-
লেই ভক্ত হইয়া নিজ নিজ কামের অভি-
বিত্ত হইতেছে। যদিও গণ আপন আপন
বিপণি সকল বিবিধ একত্রে সুসজ্জিত
করিতেছেন। রাজ পথ সকল সম্মানিত
হইতেছে। মিউনিসিপাল কমিটির কর্তৃ-
পক্ষেরা আগ্রহবান হইয়া কোথায় কে
রখাদি অপরিষ্কার করিয়াছে কিনা অনুসন্ধান
করিতেছেন। গৃহস্থগণ রাজকর্মচারীদের
ভরে সজ্জিত হইয়া গৃহবাণী পরিষ্কার
করিতেছেন। সমাজবিগণ উজ্জাসিত ভিজে
চতুর্দিক হইতে অর্ধোপার্জনভিলাষে নিম-
লয় আসিতেছে।

গত ৬ই এপ্রেল সন্ধ্যা ৮ টায় আয়ো-
জিত কারিগরী সভার মাসিক অধিবেশন
হইয়া গিয়াছে। এখানে কতিপয় বঙ্গবাসী
একত্রিত হইয়া এই সভা সংস্থাপন করিয়া-
ছেন। সভাতে অত্রস্থ বঙ্গবাসীগণ আয়ো-
জিত লাভ করিয়া এই সন্ধ্যা শিখরে বঙ্গ-
শের গৌরব বিস্তার করিতে পারেন তাহাই
সভার উদ্দেশ্য। ১৮৭২ সালের ৬ অক্টোবর
এই সভার জন্ম দিন। এই অল্প
কালের মধ্যে অনেক গুলি হিতকর কার্যে
সভা ব্যস্তরূপে করিয়াছেন। সভ্যদের উদ্-
ত্তির নিমিত্ত একটা পুস্তকালয় সভার আ-
ওঁতীভূত হইয়াছে। অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ
ক'রের গ্রন্থ সকল সংগ্রহীত হইয়াছে। বহিঃ-
দিগের সাহায্যার্থ সভ্যগণে একটা দান-
বার স্থাপিত হইয়াছে। এই সভার দ্বারা
সভ্যগণে একটা সুস্থাপন বিহারণী সভা
স্থাপিত হইয়াছে হিন্দু ধর্মের গৌরবভি
করা সভার দ্বারা একটা উদ্দেশ্য।

—২০২—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৪ এপ্রেল।

স্থানের নাম	সর্ব কমতি জল
	কুট ইক
মোহামার	২—৩
তথ্য হইতে অঙ্গিপুর	
৭৪ মাইলের মধ্যে	২—৩
অঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	২

বহরমপুর হইতে কাটোয়া

৫০ মাইলের মধ্যে	২—৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২—৩
গঙ্গা	৩—৩
ভাতারগাঁও	২
হাট বোলিয়া	২
কড়	২
বোল হাট	২
আলিকদহ	২
কুকাগজ	২

সন ১৮৭৩ সালের ২৮ এপ্রেল বহরমপুর
গঙ্গা হাটের অশের মধ্যে।

কুট ইক
৩ ৪

বহরমপুর } জীহুক স, ই, উইল একজি
২৮ এপ্রেল } কিস্তির বজ্রনিয়ন্ত্রনদীয়া
১৮৭২ } লোকাল রিবার ডিভিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা রক্তজ্ঞানসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তকে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জীহুক বাবু কেজবোহন সিংহ	
দিনাজপুর	১০
সমিকদিন মহম্মদ—৭৩৩	১০
সৈয়দ আকতার হোসেন	
রানীমঙ্গল	১০
শ্রীমন্তে বোম	
ডিহাঘাটবপুর	৪৪
শিবচন্দ্র দেব—কোয়াল	১০
প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া	
কুচবিহার	১০
চন্দ্রশেখর সাহা—দৌলতাবাদ	৪৪
মতিলাল চৌপাধ্যায়	
কুচবিহারী	৪৪
চন্দ্রমোহন গুহ—গেরালপাড়া	১০
অগনিজ্ঞানারাম রায় চৌধুরী	
পীরগাছা	১০
গোপালচন্দ্র দাস—রতনপুর	১০
রামধানব বহু—কটক	১০
উপেন্দ্রনাথ রায়—পুঁড়া	৪৪
মহেন্দ্রনাথ চৌপাধ্যায়	
কাঁপিজবেটীক্বেব	১০
মোহনপুর পাবলিক লাইব্রেরি	১০
শ্রীনাথ সরকার—প্রিপুর	১০
রামজয় মহম্মদ	
মামেনসিং	১০

—২০৩—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত করে কটী শেষ নিয়ম।

অগ্রেম মূল্য না পাঠিলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইংরেজ অগ্রেম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৪৪০ টাকা, মসখলে মাহুল সমেত
অগ্রেম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৪৪০ টাকা। ছয়
মাসের মধ্যে অগ্রেম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। নোট, কপি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অনাত্তর বাঁহাতে বাঁহাটর সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ বেন টিকিট প্রেরণ না করিলে
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিম্নলিখিত ভাণ্ডার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অসিদ্ধ হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া বেওয়া হইবে না।

যখন তিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা বেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া জীহুক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।
বাঁহাটের নুতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে বাঁহাটের নমোজ্ঞেপ করিয়া বাঁহা-
টকে অরণ করাইয়া বেওয়া দাওবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ দহন করা
হইবে।

সোমপ্রকাশের ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
নীতি পাইব।

বাঁহাট মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিলে, বাঁহাটের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে বাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ১০ হই আনা তাহার পর ১০
বেড় আনা দিতে হইবে। তিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিলে, বাঁহাট
সহিত বক্তব্য বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সেখপুত্র ভৈরবের দক্ষিণ দক্ষিণপূর্ব
জীহুক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের দ্বারিতে
প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

২৬ সংখ্যা।

“প্রদত্ততা প্রতিনিধিত্ব পার্থিব: মনস্কামী অনুমতি ন স্বীকৃতি।”

অগ্রিম বার্ষিক দুলা ১০ টাকা।
অগ্রিম বার্ষিক ৫১ টাকা।

সন ১২৮০। ৩১ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭৩। ১২ ই মে।

মকদ্দমে বাহুলসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০১ নং টাকা এবং
বার্ষিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

খনিজিগের প্রতি।

বিক্রয়ের নিমিত্ত—২৫ মূল্যের বাট
ডেনহাইলি খোরার এবং মিশন রে। এই
উক্ত দিলে বারাতা আছে, এক্ষণে সমুদায়
মাসিক ভাড়া ১৪০০ টাকা।

১৮৯৪ অব্দে মা'কশন এও বরন
কে. পানির দ্বারা নির্মিত, যে সকল কাঠ
নির্মিত প্রকৃতি আছে সে সমুদায় টিক
কাঠের।

স্বত্ব নিশ্চিত।

বাটীসি গবর্নমেন্ট পেগার করেনি
ডিপার্টমেন্টের পাশ্চাত্য।

এই স্থানের সম্পত্তির ক্রমেই মূল্য বৃদ্ধি
হয়।

অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা নিম্নলি-
খিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে
হইবে।

২ ডেলহাউস } আর, সি লেপেজ
কোঁরা }
কলিকাতা } (নিমিত্ত)

—১—

অর্থ. ভা. আবেদন বন্ধ হয়; কিন্তু
অর্থের সংস্থান হইয়াছে মর্জনাধারকে
জ্ঞাত করিতেছি যে, আগামী জ্যৈষ্ঠ
মাসের মধ্যে পুনরায় আবেদন প্রকাশিত
হইবে। এক্ষণে মহোদয়গণ আমার নিকট
পত্র লিখিলে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারি-
বে।

বারুইপুর } জি. প্রিয়নাথ গুপ্ত
১৮৭৩ } সম্পাদক

—০—

২০০ শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্বারা মর্জনাধার প্রচুরচরিতা
গণকে জানান হইতেছে যে, যিনি বর্তমান
বর্ষের চৈত্র মাসের পূর্বে প্রচলিত বন্ধাবার
আধিক্য কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত
রঙ্গপুরের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস) উক্তমুদ্রণে
লিখিতে পারিবেন, কাকিনীরাধিপতি জিল
জি. কুমার মহিমারঙ্গর রায় চৌধুরী মহা-
শয় তাঁহাকে উপরি উক্ত ২০০ ছই শত টাকা
পুরস্কার প্রদান করিবেন। প্রস্তাবের সমস্ত
বিচারের ভার কুচবিহার জল সমূহের
জগদীশচন্দ্র জি. কুমার বাবু কালীকান্ত মুখো-
পাধ্যায় ও চাকলে কাকিনীয়ার প্রধান কর্ম
চারী জি. কুমার বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং
জি. কুমার বাবু গুরুচরণ সরকার মহাশয়গণের
প্রতি অর্পিত হইল। প্রাপ্ত মহাশয়গণের
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বাহার লেখা উৎকৃষ্ট
বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কা-
রাহ হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দ } জি. প্রিয়নাথ রায়
১১ ই চৈত্র } দ্বিতীয় মুখী কাকিনী
রায়বাসী।

—২—

১ নং লাট। চৌধুরী জগদীশ্বর মজিক
বাবুর উপাধিত রাজা পৃথিবীবল্লভ পাল প্রতি
বাবুর নামীয় বিশেষ রেজিষ্টারিত সমস্ত বাবত
সন ১৮৭২ সালের ১৫ নং মকদ্দমার জেলা
মেদিনীপুরের সবডিভিউ জজের গত ১২ ই
জুলাই তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী
১৩ ই জুন শুক্রবার বেলা ২ প্রহর গতে
উক্ত জেলা মেদিনীপুরের সবডিভিউ জজ

আদালতে নিম্নলিখিত হুজু ও মূল্যবান
সমীচায়ী নিলাম হইবেক।

মেদিনীপুর সব রেজিষ্টারিত অধীন পুলিশ
ষ্টেশন নারায়ণগড়ের অন্তর্গত এ রেজি-
ষ্টারি নং ২০০৫ তৌজি নং ১৮৩৮ নারায়ণ
গড় পরগণার মোজা নারায়ণগড় ও তদন্ত-
গত মোজা এ চকহাওয়ার বাহার সময় তথ্য
১২০২৯৮৪ টাকা এই সম্পত্তিতে হারিকের
যে কিছু বন্ধ লভ্য আছে তাহাই নিলাম
হইবেক।

২ নং লাট। পৃথিবীবল্লভ পাল প্রতিবাসীর নামীয়
বিশেষ রেজিষ্টারিত সমস্ত বাবত জেলা মেদিনী
পুরের সবডিভিউ জজের গত ১৯ এ সেপ্টে-
ম্বর তারিখের ডিক্রী অনুসারে আগামী ১৩ই
জুন শুক্রবার বেলা দুই প্রহরগতে নিম্নলি-
খিত সম্পত্তি সন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন
মতে নিলাম হইবেক, পুলিশ ষ্টেশন সবল
সবরেজিষ্টারি মেদিনীপুরের অন্তর্গত খান্দার
পরগণার মহাল কোলেন্দা বাহার সময়
তথ্য ৩৫৪:১০ টাকা এই মহালে হারি-
কের যে কিছু বন্ধ লভ্য আছে তাহাই নিলাম
হইবেক।

সবডিভিউ জজ

জেলা মেদিনীপুর।

—৩—

জি. কুমার বাবু বিচারিলালসি বর্জক
সংগৃহীত ও প্রচারিত বিজ্ঞাপিতা পত্রিকা
এবং বাজলা ডাইরেটরি কলিকাতা চৈত্র
রোড ১১২ নং বাটীর নিম্নলিখিত পৃথক-
মাল ট্রেডিং কোম্পানির পুস্তকাদি বিক্র-

স্বার্থ প্রসূত আছে। মূল্য ২০ এক টাকা চারি আনা।

ঐবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ম্যানেজার।

—০—

“সেতার শিক্ষা।”

ঐ মনোমোহনকর যন্ত্র শিক্ষা বিধারক গ্রন্থ। বাবু কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত। মূল্য ৪ টাকা, ডাকমাছল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ বস্ত্রালয়ে প্রাপ্য।

—০—

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড্

ক্লিনিক্যাল ডায়গনোসিস্

অব্ ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়রচিত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কপের ৮ পেজি কর্ণার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাছল ১০ আনা। উহার বাজাই অতি শোক এবং হুম্বর। চুচুড়ার প্রমুখতম নিকট এম্ কলিকাতা মালবাজার হিন্দু-ষ্ট্রেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎসংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীদেরই জাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা হুই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২, ডাকমাছল ১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু জন্মিত হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত ভাবাবেগে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ন-লক্ষণ ও তাহারিগের করেকটী ক্ষতের পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃপুনঃ গর্ভপ্রাব নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল ভাষায়

ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিজ্ঞানিক রোগের চিকিৎসা মূল্য ৩০। এতদ্বিধ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্নাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৪ টাঙ্গি)

১/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী

১/০

এতদ্ব্যতিরিক্ত ডাকমাছল এক আনা। উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

—০—

বাস্তবিক রামায়ণের বাঙ্গলা

অনুবাদ।

মাসে ১০ করমা। বার্ষিক মূল্য ৫১ টাকা ডাক মাছল সহিত। কলিকাতা উত্তর ইটালী চিকিৎসীঘাটা রোড ১০৬ নং ভবনে পাওয়া যায়।

শ্রীদামোদরভট্টাচার্য।

—০—

সংপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, বাহাতে ধাতু, ধাতুর্ধ, সন্ধর্ধক, অসন্ধর্ধকাদি উপসর্গ যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতভাষ্যাদিগণের জন্য) গণ, পদ ধাতুগণাদি বিশেষরূপে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকালয়ের সর্বত্র পাইবেন। মূল্য ১৪০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজারষ্ট্রীট

নং ৯১। ১০৭৯

১লা অগ্রহায়ণ

শ্রীমালকমল

বিদ্যালয়

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক প্রণীত “সামাজিক ত্রিকোণমিতি” সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাছলাদি ১/০ আনা।

শ্রীচন্দ্রচরণ চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষ।

—০—

বিক্রয় পুস্তক, বাগরাকরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ক শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ

১/০

ঐমধ্যম ভাগ

১/০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

১/০

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত

১১/০

সংস্কারপুণ্য। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার রচিত

বাল্মীকিহীন সমেত ১১ ম খণ্ড

১০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্নাথ তর্কালঙ্কার রচিত

বাল্মীকিহীন সমেত

২

তদ্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন)

২১/০

উইলসন সাহেবরচিত সংস্কৃত উৎসাহী অভিজ্ঞান, পূর্ণাঙ্গ। ইহা নূন পর্য্যন্ত আছে। ৪ পেজি ১২৫ করমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

ইউসিভারসিটি প্রিজিউট এম এ, বি এল রচিত ৬ নং ডগলসের অর্থ পুস্তক মূল্য ১ এক টাকা।

৩ নং হটতে ৬ নং পর্য্যন্ত ডগলসের অর্থ পুস্তক সমুদায়ের বাবদারিদিগকে ১৫ পঁচিশ টাকা হিঙ্গ কমিশন দেওয়া যায়।

পাইটকেল রীডার নং ১ নং ২ প্রোজ-রীডার নং ১ নং ২ নং ৩ নং ৪ এবং মরাল ক্রাশ বকের এই সাত প্রকার পুস্তকের অর্থ পুস্তক সমুদায়ের শত করা ৭৫ পঁচাত্তর টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যায়।

দেবনাগরী সংগ্রাহিমার অক্ষর, ব্যাপ্টিউ মিসন প্রেসের ছাঁদ হুতন তিন মণ প্রস্তুত আছে। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং জি, সি, ঘোষের পুস্তকালয়।

—০—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার

ক্রয় আবশ্যক হইয়া আসিয়াছিল। উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ক্রয়গুলি শুধুমাত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেস বরা প্রস্তুত নির্দিষ্ট মর্দমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাবের টাইল ইট। যেখানতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফরার ব্রিক।

ফরার স্লে।

বাটী মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফরার ব্রিক প্রস্তুতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, আবশ্যক হইলে মিস্র লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কলিকাতা

নং হেডিক্স টীট } বরপ এণ্ড কোং।

সংসদগড়া নাটক।

বহুবাজারস্থ টায়ালহোপ স্ট্রালরে সেন্টেল প্রেসে, পি এস ডি রোজারিওর আফিসে ও অন্য অন্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাছল ৮০ আনা।

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সফলতার বাবতীর গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতার ও অধিকাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহক গণকে জানান হইতেছে, এই কারণে সোমপ্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা কতি নাই।

যিনি এক দিবসে জীবাশ্মের জটসমূহ দর্শন করিয়া ছুই মাসের মধ্যে আত্মজান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাদের (পেড) পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান

রত্নাকর পুস্তকের মর্দমাদ্বারা যোগসাধন করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক মাছল ৮। লন্ডন গ্রীসামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্য।

জীবেশবস্ত্র হার কর্মকার

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

গুপ্তবস্ত্র।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান্দ সেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে প্রকাশ হয়, ইহাতে পত্রিকা জাহাজীর সংবাদ বহির বিক্রী আমদানী ও রপ্তানি দেশ বিদেশের অবস্থার দর উপস্থিত গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা বৈয়াকিক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ১০ আনা। অগ্রিম বার্ষিক ৮ বা আনিক ৪ ত্রৈমাসিক ২। ডাক মাছল সমেত প্রায় ১০ আনা মানে।

জীর্ণগঠন ও গুপ্ত।

জমিদারি বিক্রয়।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে, জেলা বীরভূমের মামিল ১৬ নং তৌজী জমিদারি লাট মন্ডলপুরের ফরম ১/৫ আনার চিত্রিত ইলামবাজার গ্রামসহ ২২ মৌজা বাহা ৯ নর তক পত্তনি বন্দোবস্ত আছে উক্ত অংশ বর্তমান সনের ১৯৫ টাট শমিবার ইং ৩১ এ মে বেলা ছুই প্রহরের সময়ে আমাদের কুঠী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামনে ধরা হইবেক ও সর্ব উক্ত ডাকদারিকতৎকালে রোবা ও ছুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পনের টাকা দখল করিলে নিশ্চয় বিক্রয় করা হইবেক।

পত্তনিহারদিগের নিকট আহার ৩৫৫৬/১
হার সনদ মালগুজারি ৪২৩৪/৭
বাকী দুমফা ২৩২২/৬

বাঃ জি এফিস এণ্ড কোং
মোঃ ইলামবাজার মৌলপুর
রেলওয়ে ষ্টেশন।

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ বৈশাখ সোমবার।

ব্যক্তিগারিনী ধনাধিকার হইতে

বঞ্চিত হইবে কি না?

(চতুর্থ পৃষ্ঠা)

মানাসংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গতবারে প্রকাশ করা হইয়াছে, শাস্ত্রকারেরা ব্যক্তিগারিনীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। যে তাহা হয়, তাহার দৈব ও পিতৃা কর্ত্তে অধিকার থাকে না। বাহার আত্মাদি বর্থে অধিকার না রহিল, তাহার হস্তে ধন থাকিবার সম্ভাবনা কি? ধনাধিকার আত্মাদি কর্ত্তের বেতন স্বরূপ, শাস্ত্রকারদিগের এই মত, পাঠকগণের যেন এটা স্মরণ থাকে। সংহিতাকারদিগেরই যে কেবল ব্যক্তিগারিনীর প্রতি বিদ্বেষ রহিল এক্ষণ নয়, সমাজেরও ব্যক্তিগারিনীর উপরে অতিশয় বিদ্বেষ। সমাজের কেহ ব্যক্তিগারিনীকে ছুই চক্ষে দেখিতে পারেন না। গৃহস্থের অন্য অন্য অংশবাদ বঞ্চিত হয়, শ্রী কন্যাদির ব্যক্তিগারিনী অংশবাদ কোন ক্রমে সহ্য হয় না। ঐ নিম্না নিত্যই অরুদ্র হইয়া উঠে। কত পরিবার ব্যক্তিগার কলঙ্কপঙ্ক স্পর্শে মলিন হইয়া গিয়াছে। কত পরিবার সমাজবর্জিত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালের লোকেরাই কেবল ব্যক্তিগারের বিদ্বেষ করেন না। অহল্যা দেবরাজের সহিত ব্যক্তিগারিনী হইলে গৌতমমুনির কোণে উক্তরের যে হুর্দিশা ঘটয়াছিল, তাহা আমাদের পোষা পাঠকগণের অনেকের অধিগত নয়। নীতা রামের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিলেন, দশক্রীণ গৃহবাসের পর তিনি অগ্নি পত্নীকার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পতি-প্রাণা সেই নীতাদেবীও লোকপরিবাদ ভয়ে পূর্ণগর্ভ সময়ে অরণ্যে পরিত্যক্ত হন।

ব্যক্তিগারিনীর প্রতি এক্ষণ লোক

বিচ্ছেদের একটা বিশেষ কারণ আছে। হিন্দুজাতির সংস্কার এই, যত্নের পর পুত্র পৌত্রাদি আত্মতর্পণাদি না করিলে নরক বিস্তার হয় না। তদর্থ সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত এদেশীয়বিগো অধিকন্তর যত্ন। এরূপ যত্ন অন্য কোন জাতির দৃষ্ট হয় না। সন্তানোৎপত্তির বিলম্ব হইলে এদেশীয়েরা কত যোগ যজ্ঞ কত দেবতার আরাধনা ও কত ত্রুত নিয়ম করিয়া থাকেন। দশরথ প্রভৃতি কত রাজগণ সন্তানাবী হইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। শাস্ত্র কারেরা বলেন “জায়মানোষ্টৈ ত্র্যাক্ষ-ণস্ত্রিভির্দেবান জায়তে ত্র্যক্ষর্ষোণ দ্বিভিঃ যজ্ঞেন দেবেভাঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এববা অনৃণোবঃ পুত্রী যজ্ঞা ত্র্যক্ষর্ষো-বান্। কণং দেবস্য যাগেন দ্বীপাং দান-কর্মণা। সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধ-য়িত্বা পরিভ্রজেৎ।” মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবগণ স্বর্গলগ্ন ও পিতৃগণ এই তিন ঋণে জগদান হয়। অনন্তর যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ দানকর্মদ্বারা স্বর্গলগ্ন ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃগণ হইতে মুক্তিলাভের কারণ এই, পিতা আপনি যেমন মিতা নৈমি-তিক জিহা কাণ্ডের অশ্রুতান দ্বারা পিতৃ-লোকের তৃপ্তি ও উদ্ধার সাধনের কারণ হইয়াছিলেন, আপনাদের পর পুত্রাদিও সেইরূপ পিতৃ লোকের তৃপ্তি ও উদ্ধার সাধনের কারণ হইবে। কিন্তু পুত্র পৌত্রাদির অঙ্গগুরুত্ব যদি বোঝা ঘটে, তাহা পুত্রাদি হইতে সে অতীতসিদ্ধি হয় না। ব্যভিচার দেবজাত পুত্রাদির অশ্রুতি জিহা কলাপাদি সমুদায় গুণ হইয়া যায়। তদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি অথবা উদ্ধার সাধন সম্ভাবনা নাই। কবিত্তরু কালিদাস রঘুবংশে এ বিষয়টী স্পষ্টরূপে প্রতি-পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রাজা দিলীপের সন্তান না হওয়াতে তিনি সন্তানাবী হইয়া

বশিষ্ঠ মুনির আজ্ঞামে গমন করিলেন। গুরু ও গুরুপত্নীর চরণ বন্দন ও কুশল জিজ্ঞাসার পর দিলীপ কহিলেন।

“কিন্তু বহাং তদৈতস্যামদুটনদুশ-প্রাজং। ন সামবতি সতীপা রতু-পুংপি মেদিনী-ভূনশ্মতঃ পরং বংশাঃ পিতৃবিচ্ছেদমর্শিনঃ। ন প্রকামভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধাসংগ্রহতৎ পরাঃ। মৎপরং ভুলং মবা ভূনমাবজিতং মরা। পরং পূর্বেঃ শ্বনিশ্বাটৈঃ কবোকমুণ্ডভুক্তৈঃ। নোহমিহাভাবিতুদ্বাখ্যা প্রজালোপনিমী-লিতঃ। প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকা-লোকইবাচলঃ। লোকাধরভূতং পুণ্যং তপোদানসমুদ্ভবং। সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ-শাশ্বতি পরজৈচ শর্ঘবে। তদা হীনং বিধাতর্য্যং কথং পশ্যস্ব দূরমে। সিন্ধুং যরমিব স্রোতং বজ্রমাজ্জমরুককং। অগম্যপীডং ভগবদ্গুণমধ্যমেবহি মে। অরুহমমিহালানমনির্জ্ঞানস্য দম্বিনঃ। তদ্বাস্তুচো যথা তাত সংবিধাতুং তথা-চপি। ইক্ষুকুণ্ডং দ্রুপোহর্ষে তদধী-নাহি সিদ্ধরঃ।”

কিন্তু তোমার এই পুত্রবধূতে আজিও সন্তান দেখিতে পাইলাম না। এই সতীপা পৃথিবী রত্নসমকারিণী হইয়াও আমাকে শ্রীত করিতেছে না। আমার পিতৃ পিতামহাদি পুরুপুরুদেরা আমার পর পিতৃবিচ্ছেদ হইবে দেখিয়া শ্রাদ্ধে উদর পূরিয়া আহার করেন না এবং আমি যে জল জল দান করি, আমার পর তাহা আর মিলিবে না ভাবিয়া হৃৎখেদীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাহাতে সেই জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তাহারা সেই উষ্ণজল পান করিয়া থাকেন। যজ্ঞ কার্যের অশ্রুতান দ্বারা দেবগণ মোচন হওয়াতে আমার আত্মা বিস্তৃত আর সন্তান না হওয়াতে নিমীলিতপ্রায় হইয়া আছে। অতএব আমি লোকালোক পর-তের ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশময় হইয়া

আছি। তপস্যা ও দান জিহা হইতে যে পুণ্য জন্মে, তাহা লোকান্তরে সুখকর হয়, আর শুদ্ধবংশোদ্ভব সন্তান হইতে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে সুখ হইয়া থাকে। জলসেকাদি দ্বারা স্রো-পূরক যে বৃক্ষকে বর্জিত করা যায়, তাহা ফলহীন হইলে তাহাকে দেখিয়া যেমন দুঃখিত হইতে হয়, আপনি তেমনি আমাকে সেই সন্তানহীন দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন না কেন? অরুহমজ্ঞান যন্ত্রির বন্ধন স্তম্ভের ন্যায় সেই পিতৃগণ আমার আত্মনিক দুঃখদায়ক হইয়াছে। অতএব আপনি আমাকে তাহা হইতে মুক্ত করুন। ইক্ষুকুণ্ডবংশের কার্যসিদ্ধি আপ-নারই অধীন।

এদেশে জীর্ণগের স্বাধীনতা নাই। তাহার কারণ কি? ব্যভিচার শঙ্কহনেই কারণ। জীর্ণাতি দুর্জলজ্জর। স্বাধীনতা প্রদান করিলে পর পুত্রব সংগে পাছে ব্যভিচার ঘটনা হয়, এই শঙ্কায় শাস্ত্র কারেরা জীর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের নিষেধ করি-য়াছেন। বীরমিত্রোদরে লিখিত হইয়াছে “তথাহি মনুঃ। অযত্নত্যাঃ স্ত্রিঃ কাযাঃ পুরুটৈঃ সৈবদিবানিশং। বিবরেহু চ সমজতাঃ সংস্থাপ্যাহাশ্বনোঃশে। পুরুটৈঃ ভর্ষুপু-রুটৈঃ। বিবরে দণ্ডেহুভূতচাকলাদ বিবরে। নারদোহপি। স্বাতন্ত্র্যং বিপ্র-শক্তি কুলে জাতাশপি স্ত্রিঃ। অযা-তন্ত্র্যমতন্ত্র্যং প্রজাপতিরকম্পাৎ। অতোহমৈতরপি স্বস্ত্রীণামস্বাতন্ত্র্যং যথা-ভাতি, তথা কম্পাতিতব্যামিত্যশয়ঃ। পুরুষেণ স্বস্ত্রী ব্যভিচারারম্ভশ্যঃ রক্ষ-ণীয়া। তথাচ স্বাতন্ত্র্যঃ। একত্রতন্ত্র ভাবং পরেন্স্রিরাণংহতরাস কুলমক্ষ-কারিণোক্তবশি জীবতি জারজঃ কুণ্ডো যতে ভর্ষরি নোলকন্তব্যং রেতোহপ-যাতাং জাগ্রাং রক্ষেৎ জারিণিশে কুল-নাশঃ কুলনাশে তন্তনাশ স্তম্ভনাশে দেব-পিতৃ বজ্রনাশঃ দেব পিতৃবজ্রনাশে আত্ম-

নাশঃ আত্মনাশে সর্গদ্বিনাশ ইতি। এক
ত্রৈলোক্যভাবাৎ জীবাৎ একভবতি
মিরমাৎ মনুসিং। আৎ প্রযুক্তিং চরিত্রক
কুলমাঙ্গানমাভত। স্বর্ঘ্যৎ হি প্রযুক্তেন
জাতিং রক্ষনং হি রক্ষতি।

মনু কহিয়াছেন কি দিবা কি রাত্রি
কোন সময়েই ভর্তা জীকে স্বাধীনতা দান
করিবেন না। স্বপ্নে না। রাতিতে জী
চাঞ্চল্য দেখ ঘটনা হয়। অতএব আত্ম-
বশে রাখা কর্তব্য। নারদও বলিয়াছেন
সংকুলজাত জীও যদি স্বাধীনতা প্রাপ্ত
হয়, তাহারও চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। এই
कारणे বিধাতা জীও পরাধীনতা কল্পনা
করিয়াছেন। পুরুষের কর্তব্য স্বস্তীকে
বাক্তিচার হইতে অবশ্য রক্ষা করেন।
ভারীত এই কথাই কহিয়াছেন জীও এক
ভর্তৃচার যে মিরমা আছে, তাহার স্বাধীন
হইলে উৎসাহ পরেক্সিয়োগত হইয়া
কুল-স্ব-কারিণী হয়। ভর্তা জীবিত
ধাকিতে উপপত্তি সংসর্গে যে পুত্র জন্মে
শাস্ত্রচরণে। তাহাকে কুণ্ডলদ্বারা
নির্দেশ করিয়াছেন, ভর্তার সত্যের পর
যে পুত্র জন্মে তাহাকে পোনক বনে।
অতএব পাপপুরুষের রেতোছপলাত
হইতে জীকে রক্ষা করিবে। আরো বিপথ
গামিনী হইলে কুলনাশ হয়, কুলনাশে
সম্মান নাশ হয়, সম্মান নাশ হইলে দেব
পিতৃ বজ্রবাণ হয়, দেবপিতৃবজ্রনাশে
আত্ম নাশ হয়, আত্মনাশ হইলে সর্গ-
স্বনাশ হয়। মনুও কহিয়াছেন, জীকে
রক্ষা করিলে নিজ সম্মান চরিত্র কুল
আত্ম ও স্বর্ঘ্য রক্ষা করা হয়।

এদেশে যে বান্য বিবাহ প্রচলিত
হইয়াছে, ব্যক্তিচার শত্রু, তাহার অন্যায়
প্রধনে কারণ। এদেশ উচ্চমান।
এখানে জীণোকের অঙ্গ বরষেই রজো-
যোগ হয়। রজোযোগের পর গর্ভ হই-
বার সম্ভাবনা। বেশী উচ্চ বান্য অঙ্গ
বরষেই পুরুষের সহিত আঙ্গাঙ্গিগ্ণা

বলবতী হইয়া থাকে। রজস্বলা হইবার
পরও যদি বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহার
গর্ভ সঞ্চার হইয়া জ্ঞান হত্যা দিগে ঘটিয়া
কেবল যে কুল কলঙ্কিত হয় একটা মন্ত,
যে জী দৈব ঠৈজ্যাব্যবতীর কার্যে অনাধি-
কারিণী হয়। তাহার গর্ভজাত সম্মান
হইতে পিতৃলোকের জগৎপুত্র পাইবার
প্রত্যাশা থাকে না। এই কারণে শাস্ত্র-
কারেরা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যা
সম্মানের বিবাহ দিবার বিধি বিধায়েন।
উদ্ধাহতঃ লিখিত হইয়াছে:—

“অঙ্গিরাঃ। আরুতে তীর্থগমনে
প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ষণি। কালাভ্যয়ে চ
কন্যায়াঃ কালদোষান বিদ্যতে। অউবর্ষা
ভবেৎ গোত্রী নববর্ষা তু রোহিণী। দশমে
কন্যাক প্রোক্তা অতউর্দ্ধং রজস্বলা।
তস্যাং সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যাক
বুধৈঃ। প্রসাতব্য। অযজ্ঞেন ন দোষঃ
কালদোষতঃ। যমঃ। কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি
বাহুপ্রসূতঃ গৃহে বসেৎ। জগতঃ। পিতৃ-
স্তন্যঃ। সা কন্যা বরষেৎ স্বয়ং। মহা-
ভারতে। ত্রিংশদর্ঘঃ বোড়শবর্ষীয়াং
ভাষ্যং বিশেষতঃ নান্যকং। অতোচ-
রুতে রজস্বিনী কন্যাং দশ্যৎ পিতা সক্রতঃ।
মহামোহঃ। স্পৃশদেনমেনাঐধন বিধিঃ
সত্যং। নম্রিকানাগভার্তব্য, অনাধা
প্রুতে রজস্বিনী। অত্রিকাশাপৌ। পিতৃ
গেহেচ বা কন্যা রজঃ পশ্যতাসংকৃতা।
জগতঃ। পিতৃস্তন্যঃ। সা কন্যা বুধনী
শ্রুতা। যন্তু তাৎপর্যেৎ কন্যাং প্রাপ্তো
জ্ঞানজন্মঃ। অপ্রোক্তোমপাণ্ডিত্যং
তৎ। বন্যং বুধনীপতিং।”

অঙ্গিরা বলেন একবার তীর্থ গমনের
পর পুনরায় তীর্থগমনে গলে প্রতিজ্ঞাত
কর্ষণে এবং কন্যার বিবাহ যোগ্যকাল
প্রাপ্ত হইলে সেই স্থলে কালদোষ হয়
না। অউবর্ষাকে গোত্রী, নববর্ষাকে
রোহিণী, ও দশমবর্ষাকাকে কন্যা
বলে, তাহার পর রজস্বলা। অতএব

দশম বৎসর বয়স হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি-
দিগের কর্তব্য যত্নপূর্বক কন্যা দান
করেন। এস্থলে কাল দোষে দোষ হয়
না। যম কহিয়াছেন যে কন্যা পাত্র হস্তে
প্রদত্ত না হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত
পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতার
জ্ঞান হত্যা হয়। সেই কন্যা স্বচর্য
হইবে। মহাভারতে আছে ত্রিংশদর্ঘ-
বয়স্ক পুরুষ ব্যাধার রজোযোগ হয় নাই
একটা বোড়শবর্ষীয়া কন্যার পাণি
গ্রহণ করিবে। অতএব যত্ন হইবার
পূর্বে পিতা কন্যা দান করিবেন। যত্ন
হইলে পিতার মহামোহ হয়, সাধুদিগের
এই বিধি। অত্রি ও কাশ্যপ বলেন যে
কন্যা অবিবাহিত হইয়া পিতৃগৃহে রজো
দর্শন করে তাহার পিতার জ্ঞানহত্যা
দোষ হয় এবং সেই কন্যা বুধনী(শূত্রা)
ভাব প্রাপ্ত হয়। যে জ্ঞানগ বিবেচনা
করিতে না পারিয়া তাহার পাণিগ্রহণ
করে, সে অপ্রোক্তো ও অপাণ্ডিত্য হয়,
তাহাকে সকলে বুধনীপতি বলিয়া
জানে।

জন্মে প্রস্রাবী নীচ হইয়া উঠিল,
অতএব অন্য সমান্তর ধর্ম্যরক্ষণী সভা ও
জাতীর সত্যের নিকটে একটী প্রস্তাব
করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা হই
তেছে। উক্ত দুই সভা মফস্বলে
উচ্চদিগের যে সকল শাখা সভা আছে
তাচাদিগের সহিত একবাক্য হইয়া তাই
কোট প্রস্তাবিত বিষয়ে যে আবিচার করি
য়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া আবে
দন পত্র যথা স্থানে প্রেরণ করুন। যদি
এবার প্রতিবাদে পরাভূত হইয়া নৌনা
বগমী হইয়া থাকেন, তাহার নিশ্চয়
জানিবেন, পরবর্ত্তে এদেশের শাস্ত্র-
জ্ঞানে দাড়াই বিবরের এতদিন যে
বিচার ক্রিতেছিলেন, এই আবি
তাহার উচ্ছেদ হইল।

১-১১ সংক্ষেপের একটি
উদাহরণ।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মার্জা-
টোন সাহেব বার্ষিক ৫০০০০ টাকা মাত্র
বেতন পান। আমাদিগের লেপ্টেনেন্ট গব-
র্নর সার জর্জ কায়েল সাহেব তাঁহার
দ্বিগুণ পাইয়া থাকেন। ইহার মাসিক
বেতন ৮৩৩৩/৪। কলিকাতা হাইকোর্টের
কনিষ্ঠ জজেরাও বার্ষিক ৫০০০০
টাকা বেতন পান। যাহারা এদেশের
উপরি পদস্থ কর্মচারিদিগের বেতন
ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা বিলক্ষণ মুক্তহস্ততা
প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্য কোন দেশের
কোন কর্মচারির বেতন বিধান বিষয়ে
কেহ একপদ হাত মস্ক করেন নাই। আমেরি-
কার সভাপতি উইলিয়াম গ্রোভে সাহেব
বার্ষিক ৩৭৫০০ টাকা মাত্র বেতন প্রাপ্ত
হন। ঐ সভাপতির বেতন কমতা ও তাঁহার
হস্তে যত কার্যভার, বাঙ্গলা দেশের
লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের তাহার শতাংশের
একাত্তর নাই। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্নর
আমেরিকার সভাপতির বেতনের আয়
তিন গুণ অধিক পাইয়া থাকেন। তৃতীয়
নেপোলিয়নের রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত
হইবার পর ক্লাসে যে সাধারণ তত্ত্ব
হইয়াছে, লুই আডল্ফ টিয়ার্স তাহার
সভাপতি। এখন তাঁহাকে ক্লাসের
সকলময়কর্তা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয়
না। সেই টিয়ার্স বার্ষিক ২৪০০০০ টাকা
বেতন পাইতেছেন। পঞ্চাশের ভারত-
বর্ষের গবর্নর জেনারেল তাঁহার অপেক্ষা
অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। ভারত-
বর্ষের গবর্নর জেনারেলের মাসিক বেতন
২০৯০০ টাকা। যাহাদিগের টাকা তাঁহারা
যদি বেতনবিধাতা হইতেন, তাঁহারা
কখন এত হাত লম্বা করিতে পারিতেন
না। যখন একজনের টাকা আর একজন
বেতন পান, তখন একপদ হস্তা আশ্চ-
র্যের বিষয় নহে। যাহারা ভারতবর্ষের

উপরিপদস্থ কর্মচারী তাঁহারা বিদে-
শী, স্বদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহা-
দিগকে এখানে আনিতে হইয়াছে। কোন
প্রকার প্রলোভন না থাকিলে তাঁহারা
আগিবেন কেন? এ আশঙ্কিত মুক্তিগ-
নয়, একথা আমরা বলি না, কিন্তু বিবে-
চনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে,
এ প্রলোভনটী নিতান্ত অতিরিক্ত হই-
য়াছে। উচ্চ পদস্থ কর্মচারিদিগের বেতন
এত অধিক হইয়াছে যে গবর্নর জেন-
রেল, গবর্নর, লেপ্টেনেন্ট গবর্নর, কমিশনার,
হাই কোর্টের জজ, জিলা জজ, মাজি-
স্ট্রেট প্রভৃতির বেতনের চতুর্থাংশ
অন্যায়কমান যায়। কলসপরিমাণ
জল তুলিয়া লইলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের
যেমন হ্রাস লক্ষিত হয় না, আমাদিগের
উচ্চপদস্থ কর্মচারিদিগের বেতনের চতুর্থাংশ
গ্রহণ করিলেও তেমন বেতন
কমান হইল একপদ বোধ হইবে না। ঐ
অর্থ যদি বাঁচান যায়, মত ইচ্ছাভের
সত্তাবনা অনেক। কায়েল সাহেব নে
বাঙ্গলা পাঠশালার স্থিতি করিয়াছেন,
তাঁহার দ্বারা তাহার ব্যয় অন্যায়কমান
হইয়া আরো উদ্ধৃত থাকিবে সম্ভব
নাই। যেমন সম্পদ সম্পদের, বিপদবিপ-
দের অনুগামী হয়, তেমন এক ইন্টের
অপর ইন্ট অনুগামী হইয়া থাকে। উল্লি-
খিত প্রকারে যে অর্থ লগ্ন হইবে, তাহার
নিমিত্ত যে আদেশিক কর করিবার
প্রয়োজন হইত, তাহা আর হইবে না।

বর্তমান কর্মচারিদিগের বেতনের
চতুর্থাংশ গ্রহণ করিলে তাহাদিগের
আত্যন্তিক অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে। অত-
এব আমাদিগের প্রস্তাব বর্তমান কর্ম-
চারিদিগের বিবরণ নয়। যখন যে উচ্চ
পদস্থ কর্মচারী অপস্থত হইবেন, তখন
তাঁহার বেতনের চতুর্থাংশ লুপ্ত করা
হইবে। একপদ করিলে কাহারও অসন্তোষ
প্রদেয় অথচ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

আমাদিগের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর
কায়েল সাহেব ব্যয়সংক্ষেপ প্রিয়। তিনি
ব্যয়সংক্ষেপ কার্যনির্বাহ করিবার অতি
প্রায়ে মূঢ়ন সিবিল সার্জিসে ও সব
ডেপুটি গবর্নর স্থিতি করিয়াছেন। অতএব
আমাদিগের প্রস্তাব যে তাঁহার অস্বা-
কর হইবে, একপদ বোধ হয় না। লাড
মর্থট্রক ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়াছেন।
প্রাদেশিক করবৃদ্ধিও প্রতিরোধ করিয়া
ছেন। ইহার পরিণাম কিরূপ হয়, তিনি
তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ব্যয়
সংক্ষেপই তাঁহার অভীষ্টলাভের প্রধান-
তম উপায়। অতএব আমাদিগের প্রস্তাব
যে তাঁহার অসুখোদয়ী হইবে, সেবিষ-
য়েও সংশয় হইতেছে না। লাড বেলিফ
আপনার বেতন কনাইয়া গিয়া প্রবঞ্চিত
করিয়াছেন। লাড মর্থট্রক যদি ঐ
পদের পঞ্চক ভন, দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য স্থল
হইবেন সম্ভব নাই।

—১—

চন্দ্রকিশোর কবিদাসের আত্ম-
দোক উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর কবিদাস অসু-
ক্লেশে একটা ভ্রমস্থল করিয়াছেন।
এ সংবাদ আমাদিগের ন্যায় পাঠকগ-
ণের হৃদয়পরিতোষক হইবে সম্ভব
নাই। আত্মক্লেশে চিকিৎসা যে শ্রীমীন
হইয়াছে, এ প্রকার ভ্রমস্থল হইবে অসম-
ভার একটা প্রধান কারণ। বৈদ্যেরা
প্রায় মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত করিয়া
রাখিতে পারেন না। স্মৃতরাং প্রয়োজন
মত উত্তম ঔষধ পাওয়া যায় না। এই
কারণে অনেকে আত্মক্লেশে চিকিৎসা
স্বয়ং বৈদ্য প্রদর্শন করেন। এদেশের
দিগের যেমন হাতু, বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত
চিকিৎসা তাহার অনুগ্রহ। যদি প্রাচ্য
জনমত অক্লান্ত উৎসাহে ঔষধ পাওয়া
যায়, ইহা যে বিশেষকলোদায়ী হয়,
তাঁহা সম্মান করিবার নিমিত্ত অধিকতর

প্রবাস পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। যে সকল কবিরাজ আজি কালি কলিকাতার লক্ষ্যনামা হইরাছেন, তাঁহাদের দ্বারা ই তাহা লক্ষ্যমণি হইতেছে।

আমরা ইংরাজী ঔষধালয়ের অপেক্ষা চমুকিশোরের ঔষধালয়ের একটী বিশেষ গুণ বেধিতেছি। কবিরাজ তাঁহার ঔষধালয়ের প্রাণ্য ঔষধ সকলের নাম ও মূল্য লিখিয়া বিক্রাছেন। ইংরাজী ঔষধালয়ের এ গুণ নাই। সকল ঔষধালয়ে এক ঔষধের একরূপ মূল্য নহে। যাঁহার যে ইচ্ছা, সেইরূপ মূল্য লইয়া থাকেন। তদ্বিব্রতন অনেক সময়ে রোগিবিশেষকে বিবস বিপদাগ্র হইতে হয়।

যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা প্রস্তুত না করিয়া তাহার উপকরণ সামগ্রী লংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চমুকিশোর যেমন বিবেচনামূলক কার্য করিয়াছেন, তেমন অধিক দিনের প্রস্তুত করা যে সকল ঔষধ হীনবীৰ্য্য হইয়া যায়, সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া যেন সুবিবেচনার কার্য করেন। ঔষধে উপকার দর্শে না একবার একরূপ টিলে পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভ হুইট হইবে সংশয় নাই। এ মাথা ও মাতাবের লবণ ও গুড় বিক্রয় করা নহে। যাঁহার একবার ঠকা গোধ হইবে, তিনি আর কলিকাতা কোলমারী বালাখানা সুখে হইবেন না। চমুকিশোরের এটীও বিবেচনা করা কর্তব্য তাঁহাকে আনুর্কোমোক্ত চিকিৎসা প্রণালীর বিপন্ন বশের উদ্ধার করিতে হইবে। ক্ষতি স্বীকার না করিলে এ সত্যটি শিদ্ধি হওয়া হুইবে।

—১—
লেন্টনট গবর্নরের একটী
সুতন আজ্ঞা।

সর জর্জ কায়েল সাহেব সম্প্রতি এই
আদেশ দিরাছেন, গবর্নমেন্ট যে সমস্ত

বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করেন, অতঃ পর
হুই মাস অন্তর তাহার বিল স্বাক্ষর করা
হইবে। এ প্রকার আজ্ঞা দিবার কারণ
এই, মাসে মাসে বিল স্বাক্ষর করিবার
ব্যবস্থা থাকিলে ইনস্পেক্টরদিগকে
তাহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়,
তাঁহারা মকদ্দমে গিয়া যথোচিতরূপে
বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিবার অবসর
পান না। যাঁহারা বিবেচ্য বিষয়ের সর্কার
দর্শন না করিয়া কর্তব্য অবহারণ
করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ সুকিউ
সুখের হইরাছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমা
দিগের এ সুকিউতে তুষ্টিলাভ হইতেছে
না। কায়েল সাহেব কি তত্ত্বাবধানকেই
বিদ্যালয়ের প্রকৃত জীবনহেতু স্থির
করিরাছেন? বাস্তবিক তাহা নহে।
অর্থসম্বলতাই বিদ্যালয়ের প্রকৃত
জীবন ও উন্নতির মূল। যে বিদ্যালয়ের
অর্থের একান্ত অনটন, সেখানে সমুদায়ই
বিশৃঙ্খলময়। যে শরীরের সংস্থান এক
কালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, চিকিৎসা
শাস্ত্রপাঠশালী সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরও তাহার
স্বাস্থ্যসম্পাদন চেষ্টার কৃতার্থতা লাভ
হুইবে হয়। হুই মাস অন্তর বিল স্বাক্ষর
করিবার ব্যবস্থা না করিয়া কায়েল সাহে-
বের এই ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল,
ইনস্পেক্টরেরা সর্কারা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাব-
ধান করিয়া বেড়াইবেন, যখন যে স্থলে
উপস্থিত হইবেন তখন সেই স্থলের
বিলে স্বাক্ষর করিবেন। আমরা বোধ
করিতেছি, কায়েল সাহেবের সূতনব্যবহার
যত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এ ব্যবহার
কোন স্থলেই তত বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা
নাই। যদি কার্যগতিতে কোন স্থানে
অসমত বিলম্ব হয়, মূল আফিসের
কর্ত্তারি তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সেই স্থানে বিল
পাঠাইয়া দিবেন। এখন এক মাস অন্তর
বিল স্বাক্ষর হইবার নিয়ম আছে, কিন্তু
এখন এক এক স্থলে বিল স্বাক্ষর হইয়া

টাকা পাইবার যে অসমত বিলম্ব হয়,
কায়েল সাহেব তন্মিলে চমকুত হইবেন।
বর্ত্তমান জিলার কোন বিদ্যালয়ের
সেক্রেটারি কথার কথায় আমাদিগের
নিকটে কহিলেন, তাঁহার স্থলের নবে-
য় মাসের বিল আজিও স্বাক্ষর হয়
নাই। হুই মাসের নিয়ম হইলে এই অল্প
সরে ত বিল স্বাক্ষর হইবে। তাহা হইলে
কায়েল সাহেবকে বড় তাবিত্ত হইবে
না। এক বৎসরের মধ্যে একবার বিল
স্বাক্ষর হইলেও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ
শিক্ষকগণের সহিত আপনাদিগকে তাগ্য
বান জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই। আমা-
দিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে কায়েল সাহেব
বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন উদ্দেশ্য করিয়া
যে নিয়ম করিতেছেন, তাহা অনু-
মতিরই কারণ হইবে।

—২—

সর জর্জ কায়েল সাহেবের
উপাধিলাভ।

সর জর্জ কায়েল সাহেব বাঙ্গলা দেশে
অনেক কার্য করিয়াছেন বলিয়া ইংলণ্ডে
শ্রী মনুট হইয়া তাঁহাকে নাইট উপাধি
দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই
উপাধি লাভে আশ্চর্য্যমিত হইরাছি কি
না পরে তাহা কহিতেছি। প্রথমতঃ
আমাদিগের লিঙ্গালা এই, তিনি গো-
লাঙ্গুল ধরিয়া সাক্ষিগণের শপথ করি-
বার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা কি
তাঁহারই পুরস্কার? তিনি সূতন কোল-
মারি আইন করিয়া বিচারপতিদিগকে যে
যথেষ্ট ক্ষমতা দিরাছেন ইহা কি তাঁহারই
পুরস্কার? রথাকর করিয়া কৃষকদিগের
নাড়ীতে যে পাক দিরাছেন ইহা কি তাঁহার
ই পুরস্কার? এদেশীয়দিগের শিক্ষাকা-
র্যের প্রাণ ও সূতন মিউনিসিপাল বিল
করিবার যে চেষ্টা পাইরাছিলেন ইহা
কি তাঁহারই পুরস্কার? তবে এক বিষয়ে
তিনি পুরস্কার পাইতে পারেন। বল:

দেশে যে করেকজন লেণ্টনষ্ট গবর্নর
হইয়া গিরাজেন তাঁহাও তুল্য পরিচর্য
শীতলশী ও সর্গ বিবরণে অনুসন্ধান-
কারী কেহ হন নাই। এ অংশে তিনি
পুরস্কার পাইতে পারেন ইংলণ্ডে-
খরী যদি তাঁহাকে এই করেকটী
জনের পুরস্কার স্বরূপ নাইট উপাধি
দান করিয়া থাকেন তাহা আত্মজ্ঞানের
বিষয় সন্দেহ নাই। এ অংশে তিনি
পুরস্কার পাইবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য
পাত্র। তাঁহার এই পুরস্কার দেখিয়া
অনেকে তাঁহার ন্যায় প্রমোদিত হইবার
অর্থানে যত্নবান হইবেন। তাঁহার পরে
যিনি বাঙ্গলা দেশের লেণ্টনষ্ট গবর্নর
হইবেন, তিনি যদি তাঁহার (কাহেল
নাহেবেব) খেয়ালগুলি পরিচয় করিয়া
তাঁহার ন্যায় অদ্যাবধায় সম্পূর্ণ প্রমোদিত
ও সর্গ বিবরণে তথ্যসমৃদ্ধ হন তাহা
হইলে বাঙ্গলা দেশ প্রকৃত শৌভাগ্য
শালী হইবেন সন্দেহ নাই।

—৪০—

ভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজস্ব ফল।

মুসলমানদিগের অধিকারকালে ভাঙ্গ
পুলিষ ছিল না। ভাগ বিচার ছিল না,
ভাল আইন ছিল না, যে আইন ছিল তদনু-
সারে কার্য হইত না। রাজ কর্মচারিরা
উৎকোচগ্রাহী ছিল। স্বয়ং নবাবেরাই
পর্যাপগারী ছিলেন, সুতরাং নানা
প্রকার অত্যাচার হইত। আমাদিগের
পূর্ব পুরুষদিগকে সময়ে সময়ে সেই
অত্যাচার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে হইত।
কিন্তু তাঁহারা অনেক বিষয়ে সুখী
ছিলেন। সকল সুখের মূল যে স্বাধীনতা,
অনেক বিষয়ে তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণরূপে
ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের
পক্ষাঘাত ছিল। তাঁহারা আপন আপন
শাস্ত্রানুসারে চলিতে পারিতেন। তাঁহারা
আপনাদিগের শাস্ত্রানুসারে হাঙ্গামি
অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। আজ

অধিকারে পুলিষ প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত
উৎকর্ষ হওয়াতে আমাদিগের অনেক
সুখ অক্ষয় হইয়াছে বটে; কিন্তু অধি-
কাংশ বিষয়ে আমরা স্বাধীনতা সুখে
বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদিগের শাস্ত্রের
আর সে প্রভুত্ব নাই। এখন ইংরাজ
রাজপুরুষদিগের হস্তে তাহার পরমাণু।
হিন্দুধর্ম্ম পরিচয় করিয়া যদি কেহ
মুসলমান বা খৃষ্টান হয়, শাস্ত্রকারেরা
তাহার ধর্ম্মাধিকারের ব্যবস্থা দেন নাই।
শাস্ত্রানুসারে তাহার পতিত হয়।
কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষেরা ঐ সকল
পতিতকে ধন বিবেচনেন। বাস্তবিকরূপে
ধর্ম্মাধিকারিণী হইলে তাহার অধিকার
যাচ না, ইংরাজ রাজপুরুষেরা আজ
কালি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এই একটী
নুতন মত প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্রকা-
রেরা আমাদিগকে যোগ্যার্জিত ধনের
যে যথেষ্ট বিনিয়োগ ক্ষমতা দিয়া গিয়া
ছেন ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহাও
রহিত করিলেন। এ সকল ত অস্প-
কথা। এখন তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে
আমাদিগের ধাতু ও প্রকৃতিরও পরি-
বর্ত্ত করিতে চাইতেছে। কতকগুলি
ইংরাজ সিদ্ধান্ত গিলেন, এদেশে খ্রীষ্ট
প্রধান, এখানকার লোকে খ্রীষ্ট কালেই
পরিভ্রম করিতে পারেন, শীত কালে
পারেন না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া শীত-
কালে বিদ্যায় বয় কথিত ব্যবস্থা
করিলেন। আমাদিগের খ্রীষ্ট কালে
খাটিতে পারি না, শীত কালে খাটিতে
পারি, তাহারো তাহা বুঝিলেন না।
তাঁহাদিগের মতানুসারে আমাদিগকে
স্বতাব বদলাইতে হইল। এত প্রকার
স্বতাব বদলাইয়াই বা নিস্তার পাই নেক-
আবার কতকগুলির মত এই, খ্রীষ্টকালে
আমাদিগকে পক্ষিত বাস করিতে
হইবে। আমরা শুমিসাম লাভ ইউনিয়-
ট্রাউন পাইক পাড়ার প্রসিদ্ধ স্তর রাজ্য-

প্রতাপ সিংহ ও ইখর সিংহের পুত্রদি-
গের প্রতি আদেশ দিয়াছে, তাহাদিগকে
দারজিলিঙে বাইতে হইবে। বালকদি-
গের কর্তৃপক্ষ বলেন তাহাদিগের রোগ
নাই, অসুখ নাই, সুস্থ শরীরে এ পক্ষিত
বাস রোগ কেন? এ কাহিনীতে কি
ফল হইবে। আমরা উপরে কহিয়াছি,
সাত্তেবের ইচ্ছার আমাদিগকে ধাতুপরি-
বর্ত্ত করিতে হইবে। ইউনিয় ট্রাউনের
ইচ্ছা হইয়াছে, পক্ষিতে বাইতে চাইবে।
অতএব বাইতেই হইবে, তাহার কি অন্যথা
আছে? গিলমার না পাঠাইয়া দারজি-
লিঙে পাঠান হইতেছে কেন? আমরা
ত ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।
কেহ কেহ বলেন, যিনি ঐ বালকদিগকে
শিক্ষা দেন, তাঁহাদের বিবির শীড়া হ্র-
সাতে ভাঙরেরো তাঁহাকে দারজিলিঙে
গিয়া থাকিতে বহিরাগতেন। সাত্তেবকেও
সেই সঙ্গে বাইতে চাইতেছে। এত
কারণে বালকদিগকেও তথায় বাইতে
হইবে। এ কারণে আমাদিগের বিদ্যায়
জাখিল না। আমরা লাভ নর্থকোর উপা-
দেই ইহার অনুসন্ধানের তার সমর্থন
করিলাম। যদি ঐ বালকদিগকে
হয়, উহার তুল্য অসুস্থ বাপার আর
নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৩০ এপ্রিল নোমপ্রকাশ।

ডের কন্সট্রল থার মিকটর সীমার যে
সকল ওয়ার্জিট সর্ব্বদা উপভোগ করিত
উক্তের মতাব উভয়দিগের ১১০ জনকে
গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

যে ওয়ার্জিটদিগের সদন্যর্থ সম্পত্তি
বোম্বাইর এতদল দেশীয় পদাধিক ইমাম
প্রেরিত করিয়াছে, উভয়দিগের রাজ্য
পুত্রদিগের দারজিলিঙে করিয়াছে। এই আশ্রিত
উপভোগ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়,
এই কালে ইলহাভিগের উপভোগের নিবারণ
এই এখন কোন উপায় বিধায় কর্তব্য।

সম্রাট অটোকে কিছু অধিকক্ষণ স্বাস্থ্য
দুর্ব্বলতা বোধ করিয়াছেন।

জাভা : বন্দিত্ব কামিসমর টেলি-

এক করিছিলেন, টালিকুর গভন এবং উহার ব্যবসায়ী অধিবাসীর মত। সংবাদ লইয়া শ্রীমৎ হোসেনের নিকটে নুতন গিয়াছে।

अथवा नानिवादिता मुद्रा बहिर्गच्छ ।

কলীরা শিব'দুহে কোন্‌ইংলতীর সংবাহ
পঞ্জের সংবাহনাতিকে আঁঠিতে দিবেন না
বলিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার মধ্যেই মর্নিং
পোন্ডি মামিক সংবাহ পত্র একজন সংবাহ
নাতিকে টিহরণে প্রেরণ করিয়াছেন।
কলীর টেননাবিগের পূর্বে শিবায় উপস্থিত
হইবেন এই আশায় তিনি ঠিকমান রেল
দিয়া বাইতেছেন। যথেষ্ট ব্যবসারের স্বার্থ
হইবে এই আশায় কি কলীরা সংবাহ-
নাতীর গবর্নর বিষয় করিয়াছেন।

আমরা চুখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি
২৩। যে সিমলা হটতে টেলিগ্রাফ আলি-
রাছে, রংবার রাজিতে পাতিরালাং রাজার
জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

শেখার হিন্দুরা অভ্যন্তরীণ পৌরসভা
আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যাক বে কোম্পানির
কার্য্য দ্বারা অধিক সংখ্যা মঙ্গল্য নষ্ট হও-
নাজে 'ই'কারা মাকল বেবের সন্তোষার্থ
ব্যাক বেব 'ই'কারে একমাস ধরিয়া বর্জ্যেৎসব
করিবার সংকল্প করিয়াছেন। 'ই'কার জন
জ্ঞান একত্র হইয়া সমুদ্রতীরে একটি অগ্নি
কুণ্ড করিয়া প্রতিদিন উৎসাহে হুত উতল
চক্ষন কাঁচ প্রদান করিবেন। শেষ দিবসে
৪।৫ মণ হুত উৎসাহে ঢালিয়া বেওয়া হইবে,
উছা প্রোক্ত বহিরা সমুদ্রে গিয়া পড়িবে।
ইত্যদিগকে হিন্দুধর্মের ঈশ্বর সম্প্রদায়
নাথ লিখে যোগ করা অনায়াস হয় না।

টাকমস অব ইন্ডিয়া বলেন, আগামী শীতকালে পুমার নিকটে সৈন্যনির্গোপ একটি শিফা শিবির তৈরি। ইচ্ছা হলে ১০০ ১২ জন সৈন্য সমবেত এবং ১০ ১২ জন টাকা বার বারই শিরে ঝুঁকিয়ে। একে সৈনিক বায়েই থেকে নাম বহন উপরে আজি কালি আবার এই একটি নৃতন ব্যঙ্গ বৃদ্ধি গোঁদের উপর বিশেষভাবে ন্যায় হইয়াছে।

কিছু দিন পরে যাজ্ঞাজ্ঞে একটি
কল ও পুণ্ডরীকাদেশন করে উহাতে
পুণ্ডরীক মার্জিত যাজ্ঞাজ্ঞ গবর্নমেণ্টে ৫০০
টাকা দিয়েছেন। যখন বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্টে
এদেশীয় কৃতিজ্ঞান জ্ঞানাদির উন্নতি
পক্ষে যত্নবান বলিয়া তাগ করেন, তখন
উঁহারা এত দীর্ঘকালের অনুসরণ করা কর্তব্য।

আর দু'ক' আস' হইল পোষ্ট বেলেয়ার
হইত যে ও জন কয়েদি পলাইল করে

এবং মাস্ত্রাজে উত্তীর্ণ হইয়া, উহারিা দ্বৃত্ত
হইয়াছে।

সুদীর্ঘ আত্মকথা'র পরিবারবর্গ ছিরাটে
 তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। ইহা দ্বারা
 যোধ হইতেছে আদীর তাঁহাকে ছিরাটে
 হইতে আশ্রয় করিবেন বলিয়া, যে সংবাদ
 প্রচারিত হয় তাহা সত্যলক নহে।

२६५ ईशानाथ मठ लखनौ ।

মূলধানে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে।
একণ জলকষ্ট আর কখন সেখানে হয় নাই।
ঢালের নাইক এক ধানি ফীয়ার সুখ
খাল বিয়া ২৮ দিন ৮ ঘটায় লিবারশুল
হইতে বোকাইরে উপনীত হইয়াছে। অরুজ
খাল হওয়াতে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের
অনেক বৈকল্য হইয়াছে।

কোন উকীলকে যথেষ্ট জ্ঞান অদ্বৈত
প্রদীপিত করা যায় কিনা, সম্প্রতি এই এক
প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। জজ উকীলের পক্ষ
কুলে মত দেওয়াতে এবিধর চাই কোর্টের
বিচারার্থ অর্পিত হইবার কথা হইতেছে।

সেদিন মিলার সাহেবের নিকটে একটি
কৌতুকাবহ মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। দুইজন
দেশীয় স্ত্রীপুরুষ একাধা রাস্তায় পরস্পর
বিবাদ করিয়াছিল। বিবাদের কারণ
জিজ্ঞাসা করিতে আমি বলিল যে কেন
বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে বাইতে চার, তাহার
স্ত্রী বাইতে নিষেধ করে, সে নিষেধ না
মানিয়া যেমন বাইতেছিল তাহার স্ত্রী
রাস্তায় আসিয়া তাহাকে ধরে, তাহাতেই
বিবাদ হইতেছিল। মাজিস্ট্রেট বলিলেন,
বাঁহিরে না আসিয়া ঘরে বিবাদ মিটাইয়া
নিমন্ত্রণে গেলেই হইত। এই বলিয়া উভয়-
পক্ষের প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরি-
মানা করিয়াছেন। এই মকদ্দমটী বেল্লণ
কৌতুকাবহ মিলার সাহেবের রক্ত সীমার
দীর্ঘতরুণতরুণ জ্ঞান নহে। তিনি দুই
৫০ মণ দণ্ড করিলেন বটে, কিন্তু প্রকরণকে
কোনোমতেই দণ্ড হইল না। আসার প্রকরণ হেঁয়তী
দণ্ড দণ্ড করিল।

সেদিন অযোধ্যার কুতূর্ণী বজার এক জন বেগমের প্রায় ৩০ হাজার টাকার দল-
কাগানি চুরি হয়। বেঙ্গল পুলিশ গোপরি-
গকে ধরিয়েছেন। অপর দ্রব্যের অধি-
কাংশ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহা অনুসন্ধান
হইতেছে। বেঙ্গল পুলিশ তাই হে ডোর
দখিত পাঠেন।

সংগ্রহিত হইতে অধিকার ১০০
পুস্তক গ্রন্থ লক্ষ টাকার মূল্য ১০০০
হইয়াছে।

२.५) यह देशवासियों के सुख-सुविधा है।

ইংলিসম্যান বলেন, কএম বিটুন হইতে পার্শ্বত লবেশে ব্যতিহার জন্য যে এক ক্যারিড কোম্পানি আছে উহার বন্দোবস্ত বিষয়ে কতক উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। ইহার কারণ এই সম্প্রতি লন্ড'নবাসী যখন পার্শ্বত প্রবেশে গমন করেন, কনুয়ে গিরা তাঁহার কয়েকটা বাক্স বশকৃত হয়। লন্ড'নবাসীর বাক্স চুরি গিয়াছে বলিয়াই এই উন্নতি চেষ্টা হইতেছে। নতুনা বোম হয় এই নয়। ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন যদি রেল পথিরা একজন রেলওয়ে ডাটাবেইয়ের মৃত্যু হয় তাহা হইলে রেলওয়ের দুইটনা লকল কমিয়া যায়। বড়লোক বিশেষ পাড়-লেই লীন হোনের মঙ্গল হইবার পথ হয়।

সিদ্দলানামিঃগকে আর কেবল বিহার ও ক্রান্তির উপর নির্ভর করিতে চাইবে না । গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার তথ্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি এবং অশনিপাত ও শিলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে ।

সর উইলিয়াম এন্ড লেডি ফিউর গভ
সোমবার আলবার্ট হাউসে কনফারেন্স
যাত্রা করিয়াছেন। বড় লেডিও গভের
সঙ্গে বিলাসবহুল যাত্রা করিয়াছেন, যথেষ্ট
সময়কার জন্য সম্প্রদায়িকগণের জন্য পুরণ
করিবার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে।

রাজসাহী মহোদেয় এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ডব্লিউ জয়নুজ্জামান নামক শিল্পাধিকারী বর্তমান কালে গিয়াছে। এবার সকলে হইতেই শিল্পাধিকারী সংবাদ পাওয়া যাইবে।

বোম্বাই প্রদেশে অনেক লাভ হইয়াছে।
 টিকিট প্রভৃতি বিক্রয় হারাতে টাকা আর
 গা সবুজ বসন্ত বামে উছা হইতে ১৯০০
 টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য লাভ দুই
 কথ্য মগদ লাভ লাভ । এই টাকা ছাড়া
 কোন সৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া ।

গত সপ্তাহে পঞ্চায়ে প্রচুর পরিমাণে
বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

२१ ए ऐवनाथ सुहृन्नात्तुवः ।

এরা মেথলায় যে গায়েশক বিশেষ
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়,
বর্তমান বিভাগে সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়াছে।
হাতে অন্যান্য শস্যের বিলক্ষণ উপকার
হইয়াছে, কিন্তু শিলাবর্ষণ হওয়াতে ভল ও
তুলার কতক ক্ষতি করিয়াছে। জুইন
কতক প্রাচুর্য্য আছে। বীরভূমে বসন্ত ও
এলাউয়া দেখা দিয়াছে। ২৪ পরগণার স্থানে
স্থানে বসন্ত জ্বর ও এলাউয়া চহতেছে।
রাজসাহী বিভাগে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের
বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। বৃষ্টি হওয়ার

অন্যত্র বৃষ্টি হওয়াতে পাটের বড় ক্ষতি
ক'রিয়েছে। টাকার লম্বাতির অসুখী তল
পীড়ানিরও বড় আতঙ্কিত নাই। পাটনার
শিলারিণি নিবন্ধন প'রের অত্যন্ত ক্ষতি
হইয়াছে।

সীতানে নানা গোলযোগ ঘটিতেছে।
বিপাকের মীর আলম খাঁর প্রায় সবুধর
জুর্ন বিবিক'র করিয়াছে। কেবল নাসারাতা-
ব'ল অধিকার করিত পাটের নাই, তখন
মীর একপে রক্তিরাজেন। কিলানারালি
এবং জাফানিগান অসরোণ করিয়া উভারা
মীরের প্রায় ২০৭ লোককে বন্দী করিয়া
লইয়া গিয়াছে।

১৮ এপ্রিলখ শুক্রবার।

লার্ড ও লেডি রবার্ট উভয়কে উপ-
নীত হইয়াছেন, রক্ততা জল বা'রু বদি সন্ধ্যা
না হয় এই আশঙ্কা করিয়া কোনস্থ একটী
বাটী লইয়া রাখা হইয়াছে। আমাধিগের
রাজপুরুষগণের ভাব দেখিয়া বোধ হয়,
কিছারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ আসনার্থ
আইসেন নাই, পী'ডত হইয়াই বা'রু পরিভ্র-
নার্থ এদেশে আসিয়াছেন।

ডি. রিচার্ডস সাহেব রুজিম খাঁস
প্রাশাস দ্বারা সর্গৎশনের চিকিৎসা'র যে
পত্রিকা করিতেছেন তাহার কয়েকটী বৃত্তান্ত
এবারের ইণ্ডিয়ান মেডিকল গেজেটে একা
শিত হইয়াছে। যে কয়েকটী পত্রিকা হই-
রাছে তাহার কোনটীতে জীবন রক্ষা হয়
নাই বটে। কিন্তু হংশনের পর অনেককণ
পর্যন্ত জীবন রক্ষা হইয়াছিল। একটী বৃত্ত-
ন্তের প্রতি এই পত্রিকা করিয়া দেখা গিয়াছে
কুতুরটী ২৪ ঘণ্টারও অধিক কাল জীবিত
ছিল।

১৯ এপ্রিলখ শনিবার।

একপে আবার অন্য বহিতেছে, কনীর
সম্রাটের কমানার সহিত ডিউক অব এডিন-
বরার ময়, প্রিন্স অর্গেরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির
হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
বিক্রী হইতেছে—

৪ টাকার	গিলা	১০২৬—১০২৬০
৪ " "	কেং	১০০—১০০০
৪১ " "	"	১০৪১৬—১০৪১৬০
৪১ " "	"	১০৪১৬—১০৪১৬০
৪১ " "	"	১০৪—১০৪১০
৪১ " "	"	১১০৬০—১১১০৬

ইউরোপীয় সনাচার।

লণ্ডন ১ লা মে। গত কল্য বিএনার প্রদর্শন
খোলা হইয়াছে। ইঞ্জিন্স অব ওয়েলস লিগা
আর্থর, জর্জ রায় পুরস্কার অটোরার অর্চিতি

উকেরা এবং অন্যান্য রাজবংশীয়েরা উপস্থিত
ছিলেন। বহু সংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিলেন।
এই সম্বন্ধে অগুষ্ঠানের উপস্থিতি বিবরে সম্রাট
এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন, এই উপ-
কারিতা সাধারণ লোকের হিতৈষিতা এবং
অন্যান্যে ক্ষতিব সাধনা সাপেক্ষ।

লণ্ডন ১ লা মে। ইটালি'র চেম্বার মন্ত্রিবর্গের
লজিনাক কনভেন সম্মেল টাবেটোতে ২ কোটি
৩০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়া একটী অগ্নিগোর স্থাপ-
নের প্রস্তাব করিয়াছেন।

অন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হটতে জর্জি'র জন্য
৫৫০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা মে। শ্বিথ সাহেব অসাক্যৎ
সংক্রান্ত কনভেন আরো লঘুকরণ করিবার পূর্বে
বাজকীয় স্থানীয় ও সাংক্যৎ সংক্রান্ত কন স্থাপন
সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের প্রতিবাদ জানিবার জন্য
যে প্রস্তাব করেন, তাই নিবস তর্ক বিতর্কের পর
অন্য কথায় সত্য এক বাক্যে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য
করিয়াছেন।

ইটালির মন্ত্রি সভা পুন জাগণ করিয়াছেন।
লণ্ডন ৩ রা মে। সেনাপতি গারিবল্ডির
তয়ানক পীড়া হইয়াছে।

ফ্রান্স জর্জি'র চতুর্থ কিল্লির টাকা বিয়া
ছেন।

লণ্ডন ৪ টা মে। দিবা দুজের ওয়েমবার্ণ
সেনাপল নামাজাতানে উপনীত হইয়াছে।

চু'স কটলন্ড অগ্রবর্তী সেনাপল অতি কষ্টে
অগ্রসর হইতেছে। ইসরা গণের স্বাভাৱীতিকর।
রোম হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, রাজা
মন্ত্রিগণকে পুনরায় পর গ্রহণার্থ অগ্রবোধ করিয়া
ছেন।

লণ্ডন ৫ ই মে। ডিরনের একটী সেতু যখন
টমার উপরে লোক ছিল সেই সময় তাহিয়া
পড়িতে ৫০ জন জলময় হইয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই মে। লাড বাটীতে জুডিলেচ
বিল তৃতীয় বার পরিত্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ড প্রস্তাব করিয়াছেন ওয়াশিংটনের
মিলেড কমিশন কানাডার সীমান্তির কমিবেন।

পোপ পুনরায় সযাগত হইয়াছেন ইটালির
মন্ত্রিগণ পুনরায় সযাগত গ্রহণ করিয়াছেন।

ডন আলফো এখনও স্পেনে রহিয়াছেন।
কারলিষ্টেরা পুনঃ পুনঃ ত্বরীকৃত ইইংলণ্ডে
তথ্যপি যুদ্ধে বিবত হইতেছে না।

লণ্ডন ৬ ই মে। ফলেট সাহেবের ডবলিনের
বিপ্ল বিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি
কমিটী দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে।

পারসোব সাহ'র সহিত সাক্ষাৎ করিবার
জন্য সর হেনরি রিফিনকে প্রতিনিধি প্ররপ
পাঠান হইল।

—০ঃ—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশাঙ্গসারী

নিয়োগ।

হাজর ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এপ্রিল। সিংহভূমের প্রতিনিধি

ডেপুটী কমিশনার জিগুজ কাগেন্দ্র সিং, এচ, গা
পেই সাহেব কটকের করম মন্ডনের স্থপরিণে
গেটের অতিরিক্ত সহকারী হইবেন।

৩০ এপ্রিল। ২৪ পদনার অতিরিক্ত
বসিরহাট বিভাগের ভার প্রাপ্ত অফিসার মোব-
রডাকার দায়িত্ব চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ
সভার অতিরিক্ত সভ্য হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য
জিন্দাব বিভাগের ভার পাইবেন।

১ লা মে। জিগুজ ও. এষ্টক সাহেব কিছু
দিনের জন্য জিগুজের প্রতিনিধি ডিক্টিট পুলিশ
স্থপরিণেগেট হইবেন।

বীর ভূক্তের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী
কালেক্টর জিগুজ বাবু তারিণী কুমার ঘোষ রাজ
সাহেব বদলী হইলেন।

৫ ই মে। তৃতীয় জেনারেল সব আসিষ্টাণ্ট
সার্জন অফর কুমার দে মুবসিদাখানের দায়িত্ব
চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

তৃতীয় জেনারেল সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বেনী
মাধব বহু বীরভূমের দায়িত্ব চিকিৎসালয়ের
ভার পাইবেন।

জিগুজের সহকারী পুলিশ স্থপরিণেগেট
জিগুজ এ. বেড কোড সাহেব ডাকার বদলী
হইলেন।

জিগুজ ডবলিউ কোরান সাহেব ডোইনাগ
পুর ডিক্টিট পুলিশ কমিটীর সভ্য হইবেন।

৬ ই মে। ময়দাখিত আকিসবেরা দ্বিতীয়
জেনারেল প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনার হইবেন।

জিগুজ কাগেন্দ্র আর, সি. মাম সাহেব।

জিগুজ কাগেন্দ্র টি, এচ. লিউইন সাহেব।

জিগুজ টি শ্বিথ সাহেব তৃতীয় জেনারেল
ডেপুটী কমিশনারের প্রতিনিধি হইবেন।

জিগুজ জে, সি গেডিস সাহেব প্রথম
জেনারেল বাখর গকের আইটে মাজিষ্টেট ও
ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

জিগুজ জে, এস, আরমট ও সাহেব কিছু
দিনের জন্য চতুর্থ জেনারেল পুণীর প্রতিনিধি
মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ এল ডাম্পিয়ার।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

বিহার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

জিগুজ বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু
দিনের জন্য সাগিরামের প্রতিনিধি মুগোক
হইবেন।

১ লা মে। বাবু অতুল বিহারী ঘোষ কিছু
দিনের জন্য জিগুজের একজন প্রতিনিধি অতি
রিক্ত মুগোক হইবেন।

৬ ই মে। বাবু অতুলচরণ দে কিছুদিনের
জন্য জিগুজের প্রতিনিধি স্থপরিণেগেট জজ
হইবেন।

জিগুজ এল, ডবলিউ হাডিসন সাহেব ময়মন
সিংহের স্থপরিণেগেট জজ হইবেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত স্থপরিণেগেট জজ

মৌলবী মুহম্মদীন তৃতীয় শ্রেণীর স্কলারশিপে
জয়ের পক্ষে তর্কিত করিলেন।

ক্রীড়ক বাবু কেনাথেশ্বর রাই চতুর্থ শ্রেণীতে
বাক্ত্য প্রবাহে পদে পদে জয় হইলেন।

নিম্নলিখিত মুসলমানদের পদোন্নতি হইল।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে লখন শ্রেণীতে।

ক্রীড়ক বাবু তালিবিদ্রব মুখোপাধ্যায়
জাহানাবাদে তৃতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে
মৌলবী সারথ আখতার হোসেন তামপুর
শ্রেণীতে।

ক্রীড়ক বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি. এল
বাক্ত্য প্রবাহে অস্বাভাবিক পটু স্বাধীনভাবে তৃতীয়
শ্রেণীর মুসলক হইলেন।

এ. ম. কৈল

বঙ্গদেশীয় গবেষকের

জনিয়র সেক্রেটারি

—

আমাদিগের হাইটমার্স সংবাদ

স্বাস্থ্য নির্ধারণের—

১। গত ১২ ই ম'য়ের সোমপ্রকাশে
অত্রতা স্কলারশিপের কথা লিখিত হইয়াছিল,
তাহা অস্বাভাবিক হইয়া শিক্ষানিষ্ঠাদের
ভিত্তিতে নিকট ঘোরিত হয়। ভিত্তিতে
প্রকৃত ঘটনা জানিবার নিমিত্ত দাখল পূর্ণ
চক্রের ইনস্পেক্টরের নিকট ইককিয়ার্ড জল
করেন। ইনস্পেক্টর আবার স্বাস্থ্য ডেপুটী
ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন।
ডেপুটী ইনস্পেক্টর সেই স্কলারশিপ স্কলার
সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করিয়া কারণ
জিজ্ঞাসা করেন। সেক্রেটারী স্কলার গৌরব
রক্ষার্থ আমাদিগের বিজ্ঞে রিপোর্ট করিয়া-
ছেন। প্রত্যাহিত বিষয়ে ডেপুটী ইনস্পেক্টর
কিঞ্চিৎ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা
আমরা এ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই।
ইনস্পেক্টর ভিত্তিতে নিকট যে রিপোর্ট
প্রেরণ করেন, তাহা আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে
পতিত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর সেক্রেটারী
র সহিত একমত হইয়া আমাদিগের
লেখাকে মিথ্যাযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়া-
ছেন। অতএব এ বিষয়ে তুচ্ছভাবে অবল-
ম্বন করা বিবেচনায় বলিয়া আমরা অপাসাধ্য
অমত রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাস্তব
স্বাধীনতা সঙ্ঘের অনুরোধে মণ্ডলকে
আগ্রহে সন্তোষের অনুরোধ করিতেছি। তিনি
যেন ইহার সম্পূর্ণ স্কলার প্রকাশ করেন।
অন্যথা ভিত্তিতে নিকট সোমপ্রকাশ
ও তৎসম্বন্ধে দাখল অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন
হইলেন।

অত্রতা স্কলার বিষয়ে স্বাস্থ্য নির্ধারিত
হইয়াছিল, তাহা স্কলার নহে। স্কলার সঙ্ঘ-

স্বাগত অনুষ্ঠান বর্ষে আমরা অনেক বার
সোমপ্রকাশে বিস্তারিত প্রকাশ করি-
য়াছি। সম্পাদক স্কলার প্রতি মনোযোগ
দিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এতিকে স্থানীয়
লোকেও এ বিষয়ে নিত্যই ইহাসীনভাবে
প্রদর্শন করেন। কিঞ্চিৎ ছাত্র সংখ্যা পরি-
বর্তিত হয়, কিঞ্চিৎ স্কলার অবস্থা উন্নত
হয়, কিঞ্চিৎ ছাত্রগণ উৎসাহিত হয়,
এগুলিতে তাঁহারা কিছু মাত্র মনোযোগ
বিধান করেন না। আমরা অনেকবার এ
অভিযোগ করিয়াছি প্রথম শিক্ষক কর্তৃক
নিষিদ্ধ হইলে বিদ্যালয়ের অবস্থা বেরূপ
হয়, হাইটমার্স স্কলার জাহানাবাদে বসিত
নাই। নানা কারণে ততপূর্ণ প্রদান শিক্ষক
অকর্তব্যে নিত্যই ইহাসীন প্রদর্শন করি-
তেন। এতদ্ব্যতন তাঁহারা পদচ্যুতি ও বস্তু
মান প্রদান শিক্ষকের কার্য প্রদান সময়ে
স্কলার নিত্যই ভয়ঙ্কর পতিত হয়।
আমরা গত ১২ ই ম'য়ের সোমপ্রকাশে
তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছি। সে সময়ে
স্কলার যে নিত্যই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হই-
য়াছিল, এটা অবশ্যই বাক্ত্য ম'য়েই
স্বীকার করিবেন। বর্তমানে প্রদান শিক্ষক
একসময়ে বলিয়াছিলেন "আমরা কার্য
প্রদান সময়ে স্কলার অস্বাভাবিক কাল উপ-
স্থিত হইয়াছিল।" অধিক কি সেক্রেটারীও
প্রদান শিক্ষকে বলিয়াছিলেন, স্কলার
অবস্থা নিত্যই মন্দ লাগিত হইতেছে,
আপনি হইয়া প্রদান শিক্ষকতা প্রদান
করিলে আমি নিত্যই সন্তুষ্ট হইব। এই বাক্য
গুলি কি স্কলার তদানীন্তন সময়ের উন্নতির
পরিচায়ক? সাধারণ ইচ্ছাতে কি স্কলার
উন্নত ও উৎসাহিত হইলেন? কোন
অবস্থায় বাক্ত্য এই শোচনীয় দশা দশনে
বাসিত না হন। আমাদিগের অপরাধ এই,
আমরা স্কলার সেই শোচনীয় অবস্থার
উল্লেখ করিয়া গাভীকার প্রদর্শন করিয়াছি-
লাম। ইচ্ছাতে কি বিজ্ঞানিত প্রকাশ পাচ-
য়ে? এটা কি অস্বাভাবিক লক্ষণ নয়?
হাতের অভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিয়া
উপস্থাপিত কামনা করে, তাহারা কি স্কলার
পক্ষান্তরে হাতের বিষয়িক পদান স্কলার
বলিয়া প্রদর্শন করে, তাহারা কি স্কলার
এটা আমরা মুখোমুখি সেক্রেটারীর মণ্ডলকে
জিজ্ঞাসা করিতেছি। নীতিশাস্ত্রিকেরা
তাঁহাদিগকে কি গুরু শত্রু বলিয়া উল্লেখ
করেন নাই?

কেবল যে সেক্রেটারী ও প্রদান শিক্ষ-
কই সে সময়ে স্কলার অবস্থা অপরূপ বলি-
য়াছেন একপাশ, ডেপুটী ইনস্পেক্টরও

স্কলার দেখিয়া যথো যথো অস্বাভাবিক
মণ্ডল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডেপুটী
ইনস্পেক্টর ক্রীড়ক বাবু বিদ্যাবিনোদ গুপ্ত
১১৭২ অব্দের ১২ এ জুলাইর অত্রতা স্কলার
পরিদর্শন করিয়া নিত্যই অস্বাভাবিক
মণ্ডল প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য শ্রেণীর
কোন ছাত্রও একটি প্রদানের সন্তোষজনক
উত্তর দিতে পারে নাই। প্রদান পাঠিত
সে সময়ে নিত্যই বাক্ত্য প্রদান হইতেন
অস্বাভাবিক স্কলার নিত্যই অস্বাভাবিক
উল্লেখিত সময়ে প্রদান শ্রেণীতে স্কলার
মাত্র ছাত্র ছিল। বাক্ত্য প্রদানের একটি
কিছু উন্নতি প্রদর্শন করে। প্রদান শিক্ষক
এই স্কলার ছাত্রের অস্বাভাবিক দশা
ছিলেন। বাক্ত্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ
বিধান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।
এক স্কলার প্রদান শিক্ষকের দশা
পরিচয়তা!!!

তৎপারবর্তী ডেপুটী ইনস্পেক্টর ক্রীড়ক
বাবু উমাকান্ত রাই গত ১১৭২ অব্দের
১২ এ আগস্ট এক স্কলার পরিদর্শন করিতে
গিয়া। নির্ধারণের—আমি হাতের
বিজ্ঞানের সমুদায় ছাত্রের পক্ষের প্রদান
দাখ। ইচ্ছাতে আমি কিছুমাত্র সন্তোষপ্রাপ্ত
করিতে পারিলাম না। ইচ্ছাতে স্কলার
প্রদান ও বাক্ত্য প্রদান নিত্যই অস্বা-
ভাবিক ও অস্বাভাবিক। গত ১১৭২ অব্দের
১২ এ ডিসেম্বর উক্ত ডেপুটী ইনস্পেক্টর
মণ্ডল এক স্কলার পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ
প্রদান। সেদিন বিজ্ঞানের জন্মক
ডেপুটী ইনস্পেক্টর স্কলার পরিদর্শন করিয়া
মুগ্ধ করে স্কলার অবস্থা অপরূপ পরি-
দর্শন। বর্তমান প্রদান পাঠিত নিত্যই
অস্বাভাবিক পদান বাক্ত্য। কেবল হাতের
অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। তবে এক স্কলার
এত প্রদান প্রদান একটি ছাত্র বাক্ত্য
ছাত্রের পক্ষের উন্নতি হইয়া থাকে।
ইতিও একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,
"আমি না থাকিলে এক সময়ে হাতের
স্কলার প্রদান হইত।" অস্বাভাবিক শিক্ষক
তৎপারবর্তী স্কলার সেক্রেটারী ও মণ্ডল
যথো স্কলার অবস্থা মন্দ বলিয়া উল্লেখ
করিতেন। ইচ্ছাতে কি আমাদিগের বাক্ত্য
দাখ। পরিদর্শন হইতেছে না? স্কলার
অস্বাভাবিক প্রদান বাক্ত্য প্রদান
গকে মিথ্যাযুক্ত বলিয়া দাখ। কি স্কলার
প্রদান দাখ। আমি এক মণ্ডলের অস্বাভাবিক
করেন তিনি কি সমাজের নিকট নিত্য
ও ইচ্ছার নিকট প্রদান প্রদান দাখ।
আমরা স্কলার কি প্রদান প্রদান

স্কুলের অমর্য্য নিক্ষেপ করি মারি। বিদ্যালয়ের জমী অংশটির আশার সঙ্গীত হইয়াই আমরা উল্লসিত হইয়াছিলাম।

এই ঘটনার সোমপ্রকাশে ইংরাজী শ্রেণীর বিষয়ে বাক্য লিখিত হইয়াছে, তাহাও অবদার্য্য নহে। তাহাও শিক্ষক সনন কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন উক্ত শ্রেণীতে একটি ক্লাস ছিল না। যাহারা ইংরাজী বিভাগে ছিল, তাহারা নানা কারণে উক্ত বিভাগের ক্লাস ত্যাগ করিয়া সাতালা বিভাগে প্রবেশ পূর্বক বাস্তবিক ছাত্রপরিপূর্ণতা গঠন করে। সুনির্বাচিত সেক্রেটারীও মধ্যে মধ্যে ইংরাজী শ্রেণীর প্রতি ক্লাসের হইয়া স্কুলটিকে যেমন সাতালা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। এই সকল কারণেই আমরা বিনিয়োগ লাম, যখন ইংরাজী বিভাগের অসঙ্গ দশা গ্রস্ত হইয়াছে, তখন উহার পোষণার্থ অর্থক ব্যতিমানেও টাকা ব্যয় করিবার অবশ্যকতা নাই। হাইটমর স্কুল একেবারে ইংরাজী বিভাগ না থাকে, এটা আমাদের দুঃখিতম নয়। এই স্কুলে উচ্চতরশিক্ষার ইংরাজী বিভাগ থাকলে আমরা সবটুকু সহ্য সহ্যই নাই। হাইটমর স্কুল উন্নত শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলরূপে পরিণত হউক তাহা হইতে আমরা অবশ্যই আশা করি। এটা সেক্রেটারীর ঘোরতর বিষয় হাইটমরের ঘোরতর বিষয় এবং আমাদের ঘোরতর বিষয় সন্দেহ নাই।

পূর্ববক্তৃতার ইনস্পেক্টর যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারে আমরা নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছি। অপর তেজ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমরা লেখনির ব্যর্থতা কিরূপে ক্ষান্ত হইতাম। কিন্তু সনন সার্ক সচিবের ন্যায় লোক উৎপাদনকারী হইয়াছেন, তখন আর আমরা কিরূপে ক্ষান্ত হইতাম না। ডিরেক্টর যখন উহার প্রতি অনুমোদনের ভার স্বগ্রহণ করিয়াছেন, তখন উহার অর্থনৈতিক স্বতন্ত্রতা কতকটা ছিল। আমরা স্থানীয় লোক ক্লাস ও কলেক্টরটিকে সনন করিয়া যে বিষয় প্রকাশ করিলাম, তিনি দুঃখবোধে ভীত-বর্তী হইয়াই উপস্থিতি ব্যক্তিরা লেখনির এক কক্ষেরে তাহা বিচার্য্য করিলেন, এটা সাতালা হইবার বিষয় নহে। ইনস্পেক্টর যখন সনন সার্ক ও লেখনির সনন করিয়া, সেইজন্য অসঙ্গ দশা সৃষ্টি করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আমরা ভীতবর্তী করি বৈরুট বাবু হাইটমরের স্কুলে প্রবেশ ও হাইটমর স্কুলের অসঙ্গ বিষয়ে তিনি কিরূপে অবগত আছেন? এখন কি

এই স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন? ইনকম ট্যাক্সের অসঙ্গ হওয়ারে মাফাতার নামে একবার মাত্র হাইটমরে তাঁহার স্তব্ধগমন হইয়াছিল!!! কিন্তু তখন যে স্কুল দেখিয়াছিলেন তাহা ত আমাদের ঘোরতর ভয় না। স্কুল দেখিলেও স্কুলের তাৎকালিক উন্নত অবস্থার প্রতি হতাশা থাকিলেন। যে অবস্থার সত্যিকার বর্ণিত অবস্থার তুলনা করা বিবেচনা সম্ভব নহে। আমরা হুঁশিত হইলাম, বৈরুট বাবু নিতান্ত উপযুক্ত ও বিবেচক হইয়াও কঠোর একটা সনন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এটা বীর-অনোচিত কার্য্য নহে। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই, আমরা বহু দিন হইতে সার্ক সচিবকে একজন উপযুক্ত ও উদার ইনস্পেক্টর বলিয়া জানিতাম; কিন্তু তাঁহার লিখিত রিপোর্টখানি পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত চকল হইয়াছি। রিপোর্টখানি হইতে অনুমোদনের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি একান্তরূপে বলিয়াছেন, দেশীয় সদাশয়দের দ্বারা সেক্রেটারীর বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, সংবাদদাতার লেখাও তাহার সমান্তর্য্য সন্দেহ নাই। একজন ইনস্পেক্টরের এতটা বাক্য মার্জী নহে।

সার্ক সচিব সেক্রেটারীর সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহাতে তাঁহার সত্যিকার একমাত্র অসঙ্গ্যন করিতেছি। সেক্রেটারীর পূর্ব বাক্যের একজন আশঙ্কিত জমীদার সন্দেহ নাই। তিনি বিবিধ সনন প্রদানবলে সমকাল-বর্তী সংস্কারদিকে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে এতটুকুও সনন স্থানীয় করিতেছি, সনন ও সনন চক্কা সনন প্রকাশ্য করিতেছি এবং বিস্ময় ও সজ্ঞিততা প্রত্যক্ষিত করিতে সমর্থ হইতেছি। ফলতঃ আমরা শাসনকারী বাবু হইতে অনেক প্রত্যাশা করিয়া থাকি। তিনি এই মর্মে সনন সনন পরিদর্শনকারী অংশিক হইয়াছেন। তাহা সনন সননের সনন সনন হইতে না। সত্য কথা বলিলে কি তিনি হাইটমরের একটি রত অগ্রণ। তিনি সময়ে সময়ে সনন উদারতা ও মার্জিত্য প্রদর্শন পরিদর্শন করেন, তাহা নিতান্ত অনুচিত ও অসঙ্গ্যপূর্ণ। শাসনকারী বাবু এইরূপ অগ্রণিত হইয়াও সনন বিষয়ে সনন সনন সনন সনন করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শিথিল-প্রতি অভিহিত করি।

সেক্রেটারী উক্ত বহু সননের আধার

হইয়াও সত্যকে অস্বীকার করিতে বৈরুট অবস্থা প্রায়শ পাওয়াইছে, তাহা আমাদের গের একটি অসঙ্গ্য ও অসঙ্গ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যদি স্কুলের পূর্ণতন অবস্থাগত অবনতি ঘটার করিয়া বর্তমান উন্নতি প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য অংশিক হইত। কিন্তু তিনি সনন উৎপাদনকারী হইয়া আমাদের বিধা পাবে দুঃখিত করিয়াছেন। এটা নিতান্ত বিষয় ও ক্ষোভের হইতেছে। তিনি স্কুলের কর্তা ও বিদ্যাত। আমরা তাঁহার নিকট স্কুলের অসঙ্গ্য অভিযোগ করিয়া উপাশি প্রার্থনা করিলাম; তিনি ইহাতে অস্বীকার ও অসঙ্গ্য হইয়া আমাদের বিবেচনা বালকবালিকাগুলি প্রত্যক্ষ বলিয়া দূর করিয়া দিলেন!!! এটা তাঁহার তাক্যাবল-সিত উচ্চতার পরিচায়ক। কিন্তু স্কুলস্থ হইয়াই নিরোধ করা কাহার সাধ্য? স্কুলস্থ ছাত্রসনকে অস্বীকার করা কাহার সাধ্য? স্কুলস্থ সত্যকে অস্বীকার করা কাহার সাধ্য? যিনি ইহা করিতে সনন প্রদর্শন করেন, তিনিই বহুসন সনন সনন নাই। সত্য এক দিন অস্বীকার হইবার প্রতি-ভাগিত হইবে। আমরা এক দিন অবশ্যই সত্যের পথে। ইহা সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি সননকে সনন পথে পরিচালিত করিয়া সনন সননের প্রকাশ করুন। আমরা বহুবার এই সোমপ্রকাশে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ ও সনন প্রদর্শন করিয়াছি। সোমপ্রকাশের কাৰ্য্য স্কুলে সনন সনন হইবে। নিতান্ত হুৎসাহ-করে জানিতেছি প্রত্যাশিত বিষয়ে তাঁহার সনন একমাত্র হইতে পারিলাম না। তিনি এখার সনন জীবা প্রদর্শন করিয়া আমাদের গের অসঙ্গ্য সনন করিয়াছেন। মহাজনের সনন সনন হইতে এতটা সনন নির্গত হয়, তাহা আমরা জানিতাম না।

সত্য হউক, আমরা এক্ষণে সনন সনন করে পাঠকগণকে সনন করি, আমাদের লেখা সার্ক হইয়াছে। সনন সনন-কারী হইয়া আমাদের সনন করিতেছে। যে ইংরাজী বিভাগে একটি মাত্র ছাত্র ছিল না, বর্তমান প্রথম শিক্ষকের অব্যবসায় ও উৎসাহে এই করেই সনন তাহাতে ১৮ জন ছাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এখানেই একজনের মাইনর গার্ল এ সনন সনন আছে। প্রথম শিক্ষক সনন-রত। সনন প্রত্যাশ্যমানে উৎসাহ ও অব্যবসায় সনন হইয়া অসঙ্গ্য পরিপূর্ণ। সনন

উৎসাহের সঙ্গে ইনি স্কুলকে নবজীবন প্রদান করেছেন। স্বকর্মসম্পন্ন অধ্যাপক ও পণ্ডিতের অধ্যাপনা মনোহর শিক্ষক ও পণ্ডিতের অধ্যাপনা মনোহর। আমরা এক্ষণে ইহঁদের সমীপে স্কুলের নবজীবনমাত্রা এই শিক্ষক দ্বয়ের মতল কামনা করি। বর্তমান প্রত্যয়ের উপলব্ধির কারণে।

২। এসংর এখানে বিলম্ব বৃদ্ধি হই-
তেছে। এসংর বন্ধন কবি কার্যের বিলম্ব
হুবিধা। জবাবগণ মধ্য আঙ্গুলসহকারে
ধালা মণন করিতেছে। স্বকর্মসম্পন্ন এই
আঙ্গুলসহকারে আঙ্গুলসহকারে
সকল হয় বটে, কিন্তু পরস্পরেই বিবাদ
আগিয়া অস্ত্রকরণ কালিমহর করে। স্বত
ভাগ্যগণ এই অস্ত্রভেদী পরিপ্রয় করিয়া
যায়া সত্তর করবে, জমীদার, পত্তনীদার,
বরণজমীদার প্রভৃতির কণ পরিপ্রয় করি
তেই তৎসমুদয় প্রায় নিঃশেষিত হইবে।
অবশিষ্ট অংশ আবার দুই ত্রিভুজ সেসে
উড়াইয়া যাবে।

—:—

আমাদিগের ক্রিষ্টীয় সংবাদমাত্রা
নিখিরাছেন:—

এক জ্ঞান আশ্রম হইতে কিছু অর্থো-
পার্জন করিয়া নথিগল্পে আইলে। সেখান
হইতে বাটী হইবার নিমিত্ত এক ধান
মৌকা ভাড়া করে। নৌকায় তিনজন
চণ্ডাল দাড়া ছিল। অর্থ লোকে পাণ্ডিত্যের
মদীর এক নিষ্ঠুর স্থানে মৌকা লইয়া গিয়া
জ্ঞানকে হত্যা করে ও ভাণ্ডার দুইদেহ
মদীতীরে পুড়িয়া রাখে। অনেক দিবস
পরে হত্যাকাণ্ড প্রকাশ হইয়া এই নিষ্ঠুরের
দুঃস্থ হইলে জ্ঞানের অস্থি এই মদীতীরে
পাওয়া যায়। সেসনের বিচারে উক্ত পাণ্ডি-
তের কণীশ হতুমহইরাছে।

ক্রিষ্ট ১০৮ টী আইয়েটী স্কুল হই-
বার জন্য আবেদন হয়। তৎপরে প্রায়
১০২ টী স্থাপিত হইয়াছে। বাকী কয়েকটিও
অল্প দিবসের মধ্যেই স্থাপিত হইবে।
উক্ত স্কুল সকল পরিদর্শনার্থ এখা-

কার ডিষ্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত
সদরলাও সাহেব মাইক্রেট তিন জন সব
ডেপুটী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিবার জন্য
গবর্ণমেন্টে লিখিয়াছেন। সেখান হইতে
বক্তার হইয়া আসিলেই উক্ত ইনস্পেক্টর
সকল নিযুক্ত হইবে। আমরা ভরসা করি
সদরলাও সাহেব উক্ত কার্যে এজেলার
লোকদিগকেই নিযুক্ত করিবেন। কেননা
এজেলার লোক দ্বারা এ জেলার বহুদূর
উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ছিল জেলার লোক
দ্বারা তত দূর হইবার নহে। বিশেষতঃ
অবেশের কার্যে অবশ্যীয় লোকদিগেরই
দাওয়া অধিক।

অত্রতা মিলন স্কুল উঠিয়া গিয়াছে।
ক্রিষ্টের পরম বন্ধু হুত মহাশয় আইজ
সাহেব এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন।
কলিকাতার বেঙ্গল হোমার সাহেব হইতে
প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হয় ক্রিষ্টেও
সেইরূপ আইজ সাহেব হইতে বিদ্যালয়
আরম্ভ হয়। তাঁহার স্কুল হইতে এই ক্রিষ্ট-
টের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া
লেখ করা যায় না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

ভবানীপুর জাতি-সমাজের
সভাদিগের সাধারণ সভা।

গত ৯ ই টেম্বার রবিবার অপরাহ্ন
২৪ ঘটীর সময় হুত বাবু মীলমণি মিত্র মহাশয়
রয়ে ভবনে ভবানীপুর জাতিসমাজের সভা
গণের এক সাধারণ সভা হয়। সমাজের
২২ জন সভ্য এবং অপর কতকগুলি ভ্রাতৃ
লোক উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব সাধারণতঃ শ্রীযুক্ত অরুণাচল চক্র-
বর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সোম-
প্রকাশ হইতে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন
এবং বলিলেন যে, সকল সভ্যই কর্মচারী
প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তৎ-
সূত্রে ভবানীপুর জাতি-সমাজেরও কর্মচারী
পূর্বে বর্ষে বর্ষে নিযুক্ত হইত। কিন্তু সভ্যগ-
ণের অমনোযোগ বশতঃ উক্ত নিয়মসূত্রে

কয়েক বৎসর কার্য না হওয়াতে পুরাতন
কর্মচারিগণ যেন যেন স্থির করিয়াছিলেন,
তাঁহারা ভবিষ্যৎকালের জন্য নিযুক্ত হইয়া-
ছেন। তাঁহাদের সেই অবদান করণ্য গত
বৎসর হুত কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল
কিন্তু তাঁহারা হুত অধ্যক্ষগণের হস্তে সমা-
জের কার্যভার অর্পণ করেন নাই। আমরা
হুতন বর্ষ উপস্থিত। নব বৎসরের জন্য
কর্মচারী নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই
সভা করা হইয়াছে। গত বর্ষের অধ্যক্ষগণ
সমাজের কার্যভার আশ্রয়বিগের হস্তে
লইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছি
লেন এবং এ বৎসর তাঁহারা নিযুক্ত হই-
বেন তাঁহাদিগকেই বা কি করিতে হইবে
ইহাও এই সভার বিশেষ্য।

পরে সভাপতি মহাশয় সভাকে জ্ঞাত
করিলেন যে শ্রীযুক্ত মীতলচন্দ্র ঘোষাধ্যায়
ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী এই
সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না বলিয়া
দুঃখ প্রকাশ করিয়া গত লিখিয়াছেন এবং
প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল প্রতাপ
এই সভার বিশেষ্য তাহাতে তাঁহাদিগের
সম্পূর্ণ অতিমত আছে। তৎপরে তিনি
সম্পাদককে গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ
এবং গত বর্ষের সাধারণ সভার পর উক্ত
বিবাহি বলের পরস্পর যে সকল গল্প দেখা
যয় তৎসমুদয় সভার অঙ্গভূতির নিমিত্ত পাঠ
করিতে অনুরোধ করায় সম্পাদক তৎসমুদয়
কার্য করিলেন।

শ্রীযুক্ত অরুণাচল মিত্র এই প্রস্তাব করি-
লেন যে "সমাজের কার্য নির্ধারণ ১৯৮০
সালের জন্য নিম্ন লিখিত কর্মচারী সকল
নিযুক্ত হন:—

শ্রীযুক্ত ইন্ডোক্রান্ত বসু }
পাণ্ডিত্য মণি }
" উচ্চতর দাস } অধ্যক্ষ
" শ্রীকান্ত মল্লিক }
" শ্রীকান্ত মল্লিক সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাবের
পেঁয়কতা করিলেন, সর্ব সাধারণতঃ তাহাই
অবধারিত হইল।

শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মল্লিক এই প্রস্তাব
করিলেন যে "উক্ত কর্মচারিগণকে সমাজে

স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ সভাগণের অর্থ সমগ্রায়ণ করিয়া তৎসমুদয় সম্বল পাট বাঁধি জমা দেওয়ায় বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় । তিনি যতদূর সমর্থনার্থ নিম্ন লিখিত ৪ টী খুঁজি অনুসন্ধান করিলেন ।

প্রথম । গত বৎসর সূত্রন কর্তৃকারী নিযুক্ত করিবার মানিনে সভাপতিগণের সাধারণ সভা করিবার প্রস্তাব হইলে পুরাতন কর্তৃকারীগণ এবং আর কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এক ট্রিউটীজ বিধিযুক্ত লিখিত পঠিত করিয়া প্রতিকার করেন । এই ভীত হইয়া সমাজের কর্তব্য ও সম্পত্তি সম্বন্ধে সভাগণের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার হরণ করিয়া তৎসমুদয়ে কেবল তাঁহাদিগের অস্থাবর সম্পত্তির সূতিকরা হইয়াছে । তাঁহাদিগের কর্তব্য সকল আন্দোলন করিলে ইচ্ছাই প্রতিপন্ন হইবে যে তাঁহারা কয়েক জনেই সমাজে একাধিপত্য করিতে চান এবং আর সমুদায় সভা তাঁহাদিগের ইচ্ছার অধীনে থাকেন । জাতি-সমাজে এরূপ একাধিপত্যকে স্থান দেওয়া কোন মতে কল্পনা হয় না । যে জাতি সমাজে কোন প্রভু বা কোন উপদেষ্টার বা অবতার বিশেষের আধিপত্য নাই, যে জাতি সমাজে অজ্ঞার ঘানীমত সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন, সেই জাতিসমাজে মনুষ্যের একাধিপত্য ইহা ভাবিতে গেলেও স্থান পাইত না ।

দ্বিতীয় । জাতি-সমাজের কর্তব্য প্রাণী-নির ভ্রমশূন্য করিবার ও জাতির উদ্দেশ্য পূরণের তাহার সম্পত্তি সমুদয় ব্যবহার করিবার সমাজের সভাগণের অধিকার আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া ৬৮০০ জনের জাতিসমাজ একত্রে বহু অধিবেশন চলিতেছে এবং এ পর্যন্ত উক্ত পক্ষ এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে সক্ষম করেন নাই । সুতরাং বিচারালয় কর্তৃক মীমাংসা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । ফলতঃ বর্তমান সময়ে এই প্রস্তাবের মীমাংসা জাতি-সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রায়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে । সমুদয় ভ্রাতৃবর্গে ১০০ টী জাতি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের অনেকেরই উপস্থান

গৃহ আছে । গত ৭ বৎসরের মধ্যে এই প্রকার চারিটা ঘটনা ঘটিয়াছে । ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জাতি-সমাজের সভাগণ আপনাবিগের অর্থ ও অধিকার পরিভ্রাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । তখনগও ও প্রাকার জাতিগণও আশ্বাসের দ্বারা নিশ্চিন্ত পতিত হন । দৌত্যসংক্রমে উক্ত দুই স্থানের বিবাহ আগুন আগুন বীমাংসিত হইয়া যায় কিন্তু এখানকার বিজ্ঞ সভাপতিগণকে ধর্ম ও বিশ্বাস সাহায্যে ব্যত্যাচার করিতে তাঁহাদিগের ধর্ম হৃদয় নিবারণ করে না সুতরাং রাজ দ্বারে বাওয়া তিন আর উপায় কি আছে ।

তৃতীয় । প্রতিপক্ষগণের কার্য দ্বারা যে সমস্ত অসম্মতি উৎপাদিত হইয়াছে, তৎসমুদয় নিবারণ করিবার তার কেবল আশ্বাসিত হইতে পারিত । এই সময়ে আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর কোন কালে আশ্বাসিত হইতে পারিতাম । পুরুষেরা এই অসম্মতির প্রতিকার করিতে সক্ষম হইব না ও হইবেন না । আমরা এই স্থান বাসী ও এই সমাজের সভ্য ; প্রকৃত প্রস্তাবে আমরাই ইহার রক্ষক ও ট্রিউটী । এ সময়ে অবহেলা করিলে আপনাবিগের অনন্তরতী পুরুষদের নিকট কল্পনা কর্তব্যের ত্রুটির জন্য আমরা বিগত অপরাধী হইতে হইব ।

চতুর্থ । ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্য প্রতীত হইবে যে আমরাই এই অধিবেশনের কারণ । আমরা যদি এই অধিবেশন উপস্থাপন না করিতাম, জমিদার ও মণ্ডল ট্রিউটীজের সৃষ্টি হইত না । কাল সন্ধ্যায় প্রতিপক্ষীয়েরা অপরূপ হইতেন, সমাজের কর্তব্য স্মরণ করিয়াই আমাদের কয়েক পতিত হইত । কিন্তু আমরা প্রতীক্ষা করিতে পারি নাই । কর্তব্য জ্ঞান অতিশয় গুরু বলিয়া বোধ হইয়াছিল । কিন্তু এ অবস্থায় যদি আমরা ক্ষমতা থাকি, এই অধিবেশনের পূর্বে সমাজ যে ভ্রমশূন্য অবস্থায় পরিভ্রাণ করিতেছিল, তাহা পক্ষাঘাত অধিক মীমাংসার ভাণ্ডারকে পরিভ্রাণ করিয়া বাইতে হইবে । সমাজ সে অবস্থা হইতে আর কখন পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না ।

পরে দ্বিতীয় রাজদ্বারে বাইতে নিষেধ করেন, প্রস্তাবকর্তা তাঁহাদিগের কতকগুলি আপত্তির স্বপ্ন করিলেন । তিনি বলিলেন যে কেহ কেহ বলেন এ প্রকার আচরণ জাতি-ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী । এ কথা আর কোন অর্থই বোধগম্য হয় না । জাতিধর্ম সমাজের ধর্ম-নহে, যে সর্বত্র অপরূপ হইলেও জাতিধর্ম নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে । যদি কোন জাতির নিজের বিবাহ সম্বন্ধে কোন বিধি বাট, তাহা হইলেও ধর্ম এ কথা সমস্ত বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল । কিন্তু বিবাহ সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তি । অতএব আচরণভাণ্ডার জাতিধর্ম কখনই অপরাধী হইতে পারেন না । কেহ কেহ বলেন যে বর্তমান সভাপতিগণের সমাজ গৃহে ধর্মতঃ কোন অধিকার নাই । যে হেতু তাহার নির্ধারণ সময়ে তাঁহারা সভা ছিলেন না ও অর্থ সাধারণ করেন নাই । এ সমস্ত বাক্য সভা হইলেও সভা যাজকেরই যে সমাজগৃহে অধিকার আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না । এমন কি যদি এই গৃহ নির্মাণের ব্যয় কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক নির্মাণিত হইত এবং তিনি এই গৃহ সমাজকে দান করিতেন, সভা নির্মাণের তাহাতে অধিকার নাই এ কথা তাঁহার সূত্র ও ধর্মতঃ ও ব্যতিক্রম শোভা পাইত না । ফলতঃ কেবল সমাজ সাধারণেরই অর্থব্যয় ভরতালের সভাগণেরই ব্যবহার্য্য হইত। অর্থদান করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অগোচর বোধ হয় অসমর্থ ও অসম্মত কথা আর হইতে পারে না । প্রত্যুতঃ প্রতিপক্ষগণেরই উক্ত গৃহে কোন অধিকার নাই । কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই সমাজের সভাপতি ও সভ্য নহেন । তাঁহাদের বর্তমান আচরণ বেধিতা সহিতৈক্য ব্যক্তি মাত্রই অসম্মতি হইয়াছেন । কেহ কেহ আরও বলেন ভ্রাতৃসংসদেই বিচারালয়ে যাওয়ার কথা উচিত । সভা বটে যে এ দেশীয় বিবাহকর্তারা যথোপযুক্ত পূর্ণ করিবার জন্য অর্থপূর্ণ পথে পরিশ্রম করেন, কিন্তু যখন এক দিকে মানী জমিদার, ও তদ্রূপ লোক এবং অপরদিকে জাতিগণ, সেখানে উক্তরা আশ্রয় কোন কারণ নাই ।

ক্রীতজন্মগোস্ত্রবাহ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পৌষকতা করিলেন এবং সর্ব সম্মতি ক্রমে তাহাই ধূম্য হইয়া সভা তত্ব হইল।

শ্রী—

আমরা গত ২ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে তেঁওথার পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার যে করেকটা কারণ নির্দেশ করিয়াছিলাম, গত ১৫ ই চৈত্রের অমৃতবাজার পত্রিকায় উ.ন.বা. আফরিত জরৈক পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পত্রপ্রেরকের সঙ্গে তেঁওথার না হইয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হওয়া বিধেয়। তিনি অমৃত নিরবলম্বনে রাখেন নাই। অল্পত যুক্তিহারা তাহার বিলম্ব সমর্থন করিয়াছেন। সে অল্পত যুক্তি এই—পূর্ববঙ্গ ও কলিকাতা গান্ধী যাত্রিগণ শিবালয়ের ঘাটে থোয়া নৌকার পার হইয়া, শিবালয় দিয়া ডাক ও সাধারণগম্য একটা রাস্তা গিয়াছে, শিবালয়ে একটা টেলিগ্রাফ আফিস আছে, অতএব পোষ্ট আফিস শিবালয়ে করাই কর্তব্য। পত্রপ্রেরকের প্রদর্শিত কারণগুলি পোষ্ট আফিসের পাঁকে অনুকূল কি না বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। যে যে কারণে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়া থাকে, পত্রপ্রেরক তাহার একটরও উল্লেখ করেন নাই। কেবল কতকগুলি প্রালাপব্যাক্য দ্বারা পত্র স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রাস্তা আছে বলিয়াই কি শিবালয়ে পোষ্ট আফিস করা উচিত? সাধারণে রাস্তা দিয়া গন্তব্য স্থানে যায়মাত্র। এই পৃথিবীমণ্ডলের সহিত পোষ্ট আফিসের কি সম্বন্ধ? হাইবার সময়ে কি ইহার দর্শনী দিয়া পোষ্ট আফিসের আর বৃদ্ধি করিয়া থাকে? শিবালয়ে একটা টেলিগ্রাফ আফিস আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই আফিস চিরস্থায়ী নহে। বর্ষাসময়ে পঞ্জার বেগে টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হয় বলিয়া গোয়ালন্দে অপর তীরবর্তী শিবালয়ে একটা স্বতন্ত্র আফিস করা হইয়াছে। কেবল বর্ষার কয়েক মাসই ইহার কাবা হইয়া থাকে। এই আফিসের সহিতও ডাকঘরের কোন সংশ্লিষ্ট নাই।

শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলে পোষ্টের লাইনের সহিতও তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে যে ডাক ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়, তাহা যেমন গোয়ালন্দে ডাকঘরে না হইয়া বরাবর পঞ্জাপার হইয়া চলিয়া যায়, শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলেও সেইরূপ চলিয়া যাইবে। সুতরাং ইহার সহিত পোষ্ট আফিসের সংশ্লিষ্ট কোথায়? পত্রপ্রেরক একস্থলে বলিয়াছেন, শিবালয় যেরূপ গুলজার হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে এখানে একটা পুলিশ টেবল স্থাপন করাও কর্তব্য। আমরা পত্রপ্রেরকের এইবাক্যে হাস্যমহরণ করিতে পারিলাম না। শিবালয় কিসে গুলজার হইল? শিবালয়ে একটা অর্ধলক্ষ সাধারণগম্য পথও নষ্ট চত্বরে মত এক ঘনি দোকান আছে মাত্র। পক্ষান্তরে তেঁওথার একটা বৃহৎ বাজারও স্থল আছে। শিবালয় অপেক্ষা তেঁওথার বহুসংখ্য ভক্ত স্কোর বাস। তেঁওথার এতদূর অনেকসংখ্যক ডাকের চিঠিপত্র আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। শিবালয়ে কখনো ডাকের পত্র যায়? কখনোই না তথা হইতে প্রেরিত হয়? এটা আমরা পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তেঁওথায় যে একটা ডাক বাজ আছে, তাহাতে প্রতি মাসে ২০২৫ টাকা আর হইয়া থাকে। এট রূপ লাভ দেখিয়াই ঢাকা বিভাগের ইন্সপেক্টর পোষ্ট মাষ্টার ও আফরগজের ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার তেঁওথার পোষ্ট আফিস স্থাপন করিতে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহোদয়ের অনুরোধ করিয়াছেন। বর্তমান বিভাগের সুযোগ্য কর্তৃত্বগণ যখন তেঁওথাকে পোষ্ট আফিস স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তখন সম্ভব পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিবালয়ে পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার নিষিদ্ধ দীংকার করা বিতর্কনীয়। কলকাতা শিবালয়ে এমন কোন লাভই নাই বাহাতে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইতে পারে। হাইবার কেবল রাস্তার বোলাই দিয়া পোষ্ট আফিস স্থাপনের প্রার্থনা করে, তাহাযোগে

অপেক্ষা অনুরোধী ও অবিস্মার্তী আর নাই।

পত্রপ্রেরক একস্থলে বলিয়াছেন, শিবালয়ে পোষ্ট আফিস হইলে তেঁওথার নিগণের অনেক সুবিধা হইবে, কারণ তেঁওথার আফরগজ অপেক্ষা শিবালয়ের অধিক নিকটবর্তী। এটা সত্য বাক্য সন্দেহ নাই। এইরূপ সত্য বাক্যে অপারের ঢাক পুলিশ বৃদ্ধি বিনোদন করা সামান্য অগন্ততার লক্ষণ নহে। পত্রপ্রেরক যে পোষ্ট তেঁওথার নিগণকে আশ্রয় করিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ শিবালয় নিগণকে আশ্রয় প্রদান করিতেছি, তেঁওথার পোষ্ট আফিস হইলে শিবালয় নিগণের বখেট সুবিধা হইবে, কারণ শিবালয় আফরগজ অপেক্ষা তেঁওথার অধিক নিকটবর্তী!!

আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তেঁওথার পোষ্ট আফিস স্থাপনের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। পত্রপ্রেরক এতদূর জ্বরে তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমরাগের কিছু মাত্র ক্ষোভ নাই। কিন্তু তিনি পত্রমধ্যে যেরূপ চললতা ও অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিরতিশয় ক্ষোভের হইতেছে। প্রতিবাদ করিয়া অমৃত নুতন করিতে চাইলে যথোচিত গাঙ্গানী অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু আমরা চুপ্চাপ্ট হইলাম, পত্রপ্রেরক প্রতিবার সময়ে এই গাঙ্গানীর মীমা অভিযম করিয়াছেন। অভিযানবিন্যস্ত প্রতিবাদ কি জ্বরগ্রাসী ও সিদ্ধান্তপ্রদর্শক হইয়া থাকে? ইহাতে কি প্রসবাবকতার নিরবচ্ছিন্ন শূন্যজরতা পরিষ্কৃত ও গুণসমৃদ্ধ অপভূত হয় না?

পরিশেষে আমরা পত্রপ্রেরককে জানাইতেছি তেঁওথার বলিলে রাস্তার সাইটঘর, ও সমাজঘর এই তিন খানি গ্রাম প্রকায়ী থাকে। এতদ্বিধক স্থানীয় লোক কর্তৃক রাস্তার তেঁওথার, সাইট ঘর তেঁওথার প্রভৃতি নামে গ্রাম অভিধিত হয়, কিন্তু একেবারেই ঘরই তেঁওথার নামে সর্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের কংগ্রেস পত্রের সাইটঘরকে তেঁওথার বলিয়া লেখা হইয়া থাকে। পূর্বে সাইটঘরে রেলওয়ে কোম্পানির যে খেচুটা উত্তরণ ছিল, তাহার নামও "তেঁওথার" হ'ত

কৌণে * রাণী ভায়াছিল। তৎপরে আমরা
কেন্দ্র কল্যাণের প্রত্যেক পৌর নিমিত্তই
পৌর আফিস স্থাপনের প্রার্থনা সময়ে
স্থানের নাম তৈয়াস করা নিষিদ্ধ করি-
তাহি। বিশেষতঃ যখন প্রাচীন লোকে
পৌর আফিস স্থাপনের প্রার্থনা করিয়া
পোর্টম্যান্টের বৈশিষ্ট্যের নিকট একখানি
আবেদন প্রেরণ করেন তখনও স্থানের
নাম তৈয়াস বলিয়া নিষিদ্ধ করাছিল।
তদুপস্থলে আমাদিগের তৈয়াস পৌর
আফিস স্থাপনের প্রার্থনা করা কতদূর
সম্ভব হইয়াছে সবজ্ঞেই বিবেচিত হইবে।
কিন্তু প্রাচীর প্রকৃত নামের অপস্থাব করা
আমাদিগের অতিশয় মনঃবলিয়া আমরা
পত্রের লিখিত সময়ে তৈয়াস বলিয়া
লিখিয়া থাকি। * হাউটঘর * হাউটঘর নামে
সর্বদা প্রসিদ্ধ হইলে আমরা সম্ভবতঃ বই অস-
ম্ভব নই।

স্থানের সহিত আমাদিগের কোন সংশ্লিষ্ট
নাই। প্রাচীন লিখিত স্মৃতিস্মৃতি হইয়া
পৌর আফিসের কার্যভার গ্রহণ করিতে
স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা ইচ্ছা
রূপ লিখিয়াছিলাম।

আমরা তৈয়াস পুলিস তৈয়াস স্থাপন
করিবার প্রার্থনা করিয়াছি, পত্রপ্রেরক এ
প্রকার কোথাও দেখিতে পাইলেন? এক
কালক্রমের পুলিস দ্বারা আশ্রিতক। সুস-
ন্দার হয় না বলিয়া আমরা তাহার একটি
শাখা স্থাপন করিবার অনুরোধ করিয়াছি-
লাম। তৈয়াস পুলিস বৈ ৭ করা হউক,
এরূপ কবা সোমপ্রকাশের কোথাও লিখিত
হয় নাই। এরূপ অকপোল কল্পিত ব্যক্তির
প্রতিবাদ করা নিরতিশয় বিশেষতঃ নিম্ন।
পত্রপ্রেরক মতঃপর সংবাদন হইয়া পত্রাদি
পাঠ পূর্বক তাহার প্রতিবাদ করিবেন।
অন্যথা তাঁহাকে অমসমাধে উপস্থিত
হইতে হইবে।

হাউটঘর

জিঃ—

—৫—
মুলা প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসংকারে প্রকাশ করি-
তাহি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল সাহা

বর্ধমান

১০

* * চেমনাথ দত্ত—মজীলপুর	১০
* * রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আমসেটপুর বুজী	১০
* * সুগলকিশোর দাস ছাতক	১১০
* * মনোহর সুখোপাধ্যায় কলিকাতা	৫৫০
* * মরসিং দত্ত—কলিকাতা	১০
* * বেনীমাধব সুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোনা গোবিন্দপুর	১০
* * শ্যামচরণ বিশ্বাস গোবিন্দপুর	৫৫০
রায়া দীনবন্ধু মিত্র—মুকুটী ট্রীট	১০
* * পুলিনবিহারি সেন বহরমপুর	১০
* * শ্যামচরণ শ্রীমানী কলিকাতা	৫৫০
* * হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী—কলিকাতা	১০
* * আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—রঙ্গপুর	৫৫০
* * কৈলাসচন্দ্রনাথ বসু পটৌল ডাঙ্গা	১০

—১০১—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ২ রা মে।

স্থানের নাম	সর্ব কমতি জল কুট ইচ্ছ
মোহানার	২—০
তথা হইতে জলপুর	
৭৪ মাইলের মধ্যে	২—০
জলপুর হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	১—০
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	২—৪
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২—৭

সন ১৮৭০ সালের ৫ ই মে বহরমপুর গঙ্গা
ঘাটের পলের যাপ।

কুট ইচ্ছ
১ ২

বহরমপুর
৫ ই মে
১৮৭২

শ্রীযুক্ত সি. ক. উইলসন এন্ড জি
কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
লোকাল রিবার ডিভিজন

—১০২—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিবন্ধ।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্ষিক ৫৫০ টাকা, মফস্বলে যাহুল সময়ে
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্ষিক ৫৫০ টাকা। ছর
মাসের দুানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। যেটি, জুটি, বরাতি চিঠি, যদি অর্ডার,
ইহার অন্যতর বাণীতে ইহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অসিদ্ধ হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরিয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম পত্রটাকারে
লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাংলাদেশের নতুন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পূর্বে তাঁহাদিগের নামোন্মেষ করিয়া তাঁহা-
দিগকে প্রেরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

সোমপ্রকাশের ডাকঘরে টিটি আসিলে আমরা
নীতি পাইব।

বাংলাদেশ যাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৮০ দুই আনা তাহার পর ১০
দুই আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত যতদূর বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোমপ্রকাশের দক্ষিণ চান্দীপোতার
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসীতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

২৭ সংখ্যা।

“স্বচ্ছতাং প্রতিনিয়তায় পার্থিবঃ নরস্বামী স্তিমিত্বেন ন হোয়নাম্।”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বার্ষিক ৫৫ টাকা।

সম ১২৮০। ৭ টোষ্ঠ। ১৮ ১৮৭৩। ১৯ এ মে।

মকবলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০। ১৯ টাকা এবং
বার্ষিক ৫৫ টাকা।

নিবন্ধনপত্র।

সরস্বতী কণেড়া।

একশ্রমী সুতন রকমের মটিক। কলিকাতা
অন্তর্যাকার পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্ত।
মূল্য এক টাকা।

ক্রিয়াজনক রায়।

—০—

শ্রীযুক্ত পাণ্ডিত ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর
জ্যেষ্ঠ “স্বচ্ছতাং প্রতিনিয়তায় পার্থিবঃ
নরস্বামী স্তিমিত্বেন ন হোয়নাম্।”
একশ্রমী সুতন রকমের মটিক। কলিকাতা
১৩ নং কর্ণওয়ালিস
স্ট্রিট স দ্বিতীয় পুরুষের বিজ্ঞাপন
প্রাপ্ত। মূল্য ১ এক টাকা ডাক
মাসুল ইত্যাদি। ১০ আনা।

উচ্চাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—০—

“ভক্তি রসায়ন” জীব গোখারীর টাকা
ও বাসলা অম্বুবাদ সহিত সংখ্যাজ্ঞানে
সুত্রিত হইতেছে, ইহার ২ সংখ্যা সুত্রিত
হইয়াছে মূল্য প্রতি স খাচারি ১০ আনা ডাক
মাসুল এক আনা। একশ্রমী সুতন রকমের
মটিক। কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস
স্ট্রিট স দ্বিতীয় পুরুষের বিজ্ঞাপন
প্রাপ্ত। মূল্য ১ এক টাকা ডাক
মাসুল ইত্যাদি। ১০ আনা।

শ্রীকলিদাস নাথ

কলিকাতা বড়বাড়ার

কামারি পটী।

—০—

ধনিদেবী প্রতি।

বিজ্ঞানের নিমিত্ত—হে মূল্যের বাটী

ডেনহাউসি হোয়ার এবং মিশন রো এই
ইজার নিকে বারাতা আছে, একশ্রমী সুতন
মটিক। কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস
স্ট্রিট স দ্বিতীয় পুরুষের বিজ্ঞাপন
প্রাপ্ত। মূল্য ১ এক টাকা ডাক
মাসুল ইত্যাদি। ১০ আনা।

১৮৭৩ অ.স. মার্চেন্ট এণ্ড বরন
কে. স্প্যানির দ্বারা নির্মিত, যে সকল কাঠ
নির্মিত প্রবাদি আছে সে সমুদায় টিক
কাঠের।

অন্ত নির্মিত।

বাজীরা গবর্নমেন্ট পেপার করেজি
ডিপার্টমেন্টের প্রাপ্ত।

এই স্থানের স্প্যানির ক্রমেই মূল্য বৃদ্ধি
হয়।

অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলি-
খিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে
হইবে।

২ ডেনহাউসি } আর, সি মেগের
হোয়ার }
কলিকাতা } (নিবন্ধন)

—০—

২০০ নং টাকা পুস্তক।

এতদ্বারা সর্জসাধারণ গ্রন্থচরিত্র
গণকে জানান হইতেছে যে, যিনি বর্তমান
বর্ষের উচ্চ নালের পূর্বে প্রচলিত বক্তব্য
আদিম কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত
রাজপুত্রের ইতিহাস (ইতিহাস) উত্তমরূপে
লিখিতে পারিবেন, কলিকাতা ১৩ নং
কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট স দ্বিতীয় পুরুষের
বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত। মূল্য ১ এক টাকা ডাক
মাসুল ইত্যাদি। ১০ আনা।

পাণ্ডার ও চাকলে কলিকাতার প্রধান কর্ম
চানী শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন রায় এবং
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস সরকার মহাশয়গণের
প্রতি অর্পিত হইল। প্রাপ্ত। মহাশয়গণের
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি যাহার লেখা উৎকৃষ্ট
বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই পুরস্কা-
রার্থ হইবেন।

১৮৭৩ বঙ্গাব্দ

১১ তৈজ

জিলাধিকারক রায়
দ্বিতীয় মুন্সী কাকিনীয়া
রাজবাড়ী।

বঙ্গভাষায়।

কলিকাতা মেডিসিন এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস

অব ডিজিজ

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বহুলাধ মুখোপাধ্যায়কর্তৃক উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পেজি কর্ণার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩
ডাকমাসুল ১০ আনা। উহার ব্যাকাই অতি
পোক্ত এবং সুন্দর। চুড়ুদার এখকর্তার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকর্তৃক অন্যান্য পুস্তক।

১। বৃহৎসংহিতায় জাতক্য দার্শনিক
হুই ভাগ একত্র ব্যাকাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল
১/০ উক্ত হুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি
নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের

সমুদ্র কি কি করিলে অতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে প্রসঙ্গ করিতে পারেন, আর শিশু ভূমিষ্ট করিয়া আনাও ছুই সংসদ পর্য্যন্ত ডাক্তারকে বিরুদ্ধে প্রতিপালন করিতে হয়। এষ্টগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্বা-লক্ষণ ও ডাক্তারদিগের কার্যকরী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, বহুদিন ধাপ কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুষ্টি পুষ্টি গুরুতর নিবারণের কারণ, হৃৎসংস্কার চিকিৎসা গুরুতর অন্যান্য রোগ এবং অবস্থা জটিলতা, নবর এষ্ট পুস্তকে কথোপকথনক্রমে অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে; সাধারণতঃ স্থি-ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ 'বিল্ডিং' রোগের চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেজলি মের্ডিকাল জর্নাল অর্থাৎ চিকিৎসা মর্শন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাতুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ মাস সংস্করণ)

মূল্য ১০

৫। উদ্ভিদ বিচার (৪ টাকি)

১০০

৬। কুইনাইন প্রোগ্রেস-প্রণালী

১১০

এতৎকের ডাকমাতুল এক আনা।

উক্ত ছুই চিকিৎসা পাওয়া যায়।



সংগৃহীত খাত পারায়ণ পুস্তক, বাহাতে খাত, খাত, সর্গরক, অকর্ষকাদি উপসর্গ যোগে খাতের জিজ্ঞার্থ, খাতের সর্গ এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষাভিগণ্যে জন্য) গণ, পদ খাতকপাদি বিশেষকণে বিবৃত আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল-য়ের সর্বত্র পাইবেন। মূল্য ১৪০ টাকা।

কলিকাতা আনবাজার দ্বীপ

সং ১১। ১২৭২

১লা অগ্রহায়ণ

শ্রীলালকমল

বিদ্যাক্ষরণ



শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেনচন্দ্র মল্লিক প্রণীত "সামাজিক ত্রিকোণমিতি" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য

এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাছলাদি ১০ আনা।

শ্রীচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষ।



রাণীপল্লী গটোরি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার ত্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ত্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেজ করা প্রস্তুত নির্মিত মর্দমান পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অভিশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইউ। মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইউ।

করাব ত্রিক।

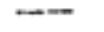
কারার রে।

বাটীর মর্দমান ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজ করা পাইপ, টাইল এবং কারার ত্রিক প্রস্তুত নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

নং হেভিগেট দ্বীপ

বরদ এণ্ড কোং।



সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ নিয়ম করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। মতব-মের ব্যবহারী গ্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে, কলিকাতার ও অধি-কাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিরা থাকেন। গ্রাহক গণকে জানান যাইতেছে, এই কারণে সোম-প্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে। এ নিয়মে গ্রাহকদিগের লাভ বিনা কতি-নাই।



যিনি এক দিবসে জীবাসার জটলবদ্ধ মর্শন করিয়া ছুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাদের (পেড)

পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্গ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তকের মর্দমান দ্বারা যোগাযোগ করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক-মাছলা ১। সত্বর শ্রীমদপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কণ্ডকার।



সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৫ প্রবন্ধ।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর স্টেশন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা পরিমিত, পুস্তকাকারে প্রতি ৩ বৎসরে প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা কাহাজীর সংবাদ বর্ষের বিজ্ঞী কামদানী ও রপ্তানী দেশ বিদেশের জবাবদিহির উপরিত্ত গদ্য রায় আইন সমাজসংগ্রহ শিক্ষা বৈদ্যিক সাংসারিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রক-টিত হয়। মূল্য প্রতি বৎসর ১০ আনা। অগ্রিম বাৎসরিক বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিক ২৪ ডাক মাছলা সমেত প্রায় ১০ আনা মানে।

শ্রীহৃদয়চন্দ্র গুপ্ত।



জমীদারি বিজ্ঞান।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, জেলা বীরভূমের সার্মিল ১৬ নং খোঁপী জমীদারি মাটি মতেশপুরের করম ১/৫ আনার চিত্রিত উল্লম্বাক্ষর গ্রামসহ ২২ মোজা ভাড়া ২ মরতক পাত, ন বন্দোবস্ত আছে। উক্ত অংশ বর্ষমানের মধ্যে ১২ টা ষ্ট শনিবার ইং ৩১ এ মে বেলা ছুই এহরের সময়ে আমোদের কুটী ইলামবাজারে প্রকাশ্য নীলামে দরা যাইবেক ও সর্ব উক্ত ডাককা-রিকে তৎকালে রোবা ও ছুই সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় গনের টাকা দখল করিয়া নিশ্চয় বিক্রয় করা যাইবেক।

পত্নীমহারদিকের নিকট আমার ৬৫৫৬০১

বার সদর মালতাকারি ৪০০৪/৭

বাকী মূল্য ২০২২/৬

বাহাঃ এফিন এণ্ড কোং

মোঃ ইলামবাজার খোঁপার

রেলওয়ে ষ্টেশন।

“বিরোদর” নামক সংস্কৃত বাসিক পত্র প্রকাশীকেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিশারদ ঘারা সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এখন সংস্কৃত ভাষা-ছাত্রদের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা মাত্র। গ্রন্থের মূল্য নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাহোর } উমরীন্দ্র রায়
মুম্বাই } সহকারী রেজিষ্টার

সোমপ্রকাশ।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ব্যক্তিগণের অধিকার হইতে

বঞ্চিত হইবে কিনা?

(পঞ্চম প্রস্তাব)

অস্বাভাবিক প্রকৃতির প্রায়শ্চৈ একটা সহজ সুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠক-গণ কিঞ্চিৎ অক্লিমবেশ সহকারে পাঠ করিয়া এই বুদ্ধিতে পারিবেন, কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের বিচার পরিগণ শাস্ত্রে মর্গ্য না বুদ্ধি কেমন অন্যায় বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা না বুঝেন শাস্ত্র না জানেন দেশবাস্তব। এদেশীয়দিগের সংস্কার এই, বিবাহসংস্কারের পর স্ত্রী পতির সহিত একগোত্র ও একশীল হইয়া যায়। স্ত্রীর কিছুই সত্ত্ব থাকে না। পতির ধর্ম্মই ধর্ম্ম, পতির অর্থই অর্থ। পতির সুখে সুখ, পতির দুখে দুখ। এরূপ একটা দৃঢ়তর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া উঠে যে স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকে, পাতিত্যাদি বিশেষ কারণ ব্যতীত তৎপার বিচ্ছেদ হয় না। পতির মৃত্যুতের তাহা অতিশয় ভাবে থাকে। সেই অস্বাভাবিক জানাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা তর্ক শাসন পালন ও পতির স্বার্থানিষ্টা নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাবির অমৃত্যুতের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যে পবিত্র সম্প্রদায় সৎকর্ম্ম এই চুস্ত্রবাস্তবের মূল, ব্যক্তিগণ যোয্য যতিলে তাহার অপবিত্রতা জ্ঞিয়া তাহার বে বিচ্ছেদ হইয়া যায়, সৎকর্ম্ম কি তাহা

বুঝা যাইতেছে না? শাস্ত্র কারেরা বলেন “অপিতৃতা চ বা মাতৃবনগোত্রা চ বা পিতৃঃ। না প্রাপ্তা দ্বিজাতীনাং দার কৰ্ম্মণি মৈথুনৈঃ। দারকৰ্ম্মণি তর্ঘ্যাত সম্পাদকে কৰ্ম্মণি। মৈথুনে মিতুনশব্দ বাচ্য স্ত্রীপুংসমাধে আধাম পুত্রোৎপত্তাযৌ সাক্ষ্যতা। অতএব ভট্টাচার্য্য আত্মঃ। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহী গৃহমুচ্যতে। তথা হি সন্থিতঃ সর্গান পুরুষাৰ্থান্ সমমুত্তে। অগোত্রাৎ ত্রাশান্তে নারীবিবাহাৎ সপ্তমে পদে। যত্নে মহাত পিতাভ্যনাং ত্রাতাভ্যামুত্তে পিতৃঃ। তৎ শুক্রবেত জীবন্তং সংস্থিতক্ ম লজ্জয়েৎ। নান্তি স্ত্রীণাং পৃথক বজ্জোন-ত্রতং নাপুণোহিতং। পতিঃ শুক্রবেত যেন তেন স্বর্গে মহীরভে। পাণিগ্রাস্য নারী স্ত্রী জীবতোবা মৃতস্য বা। পতি-লোকমভীপস্বী নাচরেন্ কিল্লমগ্রিয়ং। কামদ্ব কপয়েৎ দেহং পুণ্ড্রমুলফলঃ ততৈঃ। ন তু নানাপি গৃহীতাং পতৈ। প্রেতে পরম্য তু। আশ্রয়ে স্মৃতিতত্ত্বচ লোকাচারে চ স্মৃতিঃ। শরীরার্জং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যকলে সমা।”

যে স্ত্রী মাতার অস্পিত ও পিতার অসগোত্র, সে দারক্রিয়া ও স্ত্রীপুরুষ মাধ্য আশ্রয়াদি ও পুত্রোৎপাদনাদি কার্যে প্রাপ্ত। গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহীণীকে গৃহ বলা যায়। পুরুষ সেই গৃহীণীর সহিত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্ম্ম কল ভোগী হয়। নারী সপ্তপদী গমনের পর পিতৃগোত্র হইতে ত্রুট হয়। পিতা যাহাকে কন্যাবাস করেন, তিনি যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কন্যা তাহার শুক্রদ্বা করিবে, তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে লজ্জন করিবে না অর্থাৎ পর-পুরুষ গামিনী হইবে না। স্ত্রীলোকের পৃথক বজ্জ ত্রুট ও উপবাস নাই। পতির শুক্রদ্বাবেই তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। বামী জীবিত থাকুন আর মৃত্যুস্থানে

পতিত হউন, নারী স্ত্রী তাহার কোন অশ্রিয় কার্য করিবে না। স্ত্রী পুণ্ড্র মূলদ্বারা বহু দেহ পাত করিবে, তথাপি পতির মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না। বেদে স্মৃতি শাস্ত্রে লোক ব্যবহারে পতিভেদে পত্নীকে পুণ্যাপুণ্যের সমকলভাগী শরীরার্জ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে সম্প্রদায় সৎকর্ম্ম নিবন্ধন পতি যেন পত্নীর অধিকার জ্ঞিয়াছিল, ব্যক্তিগার নিবন্ধন যদি সেই সৎকর্ম্ম ছিল হইয়া গেল, তাহার হস্তে ধন থাকে কিরূপে লজ্জত হইতে পারে?

আমরা পূর্বে এক প্রস্তাবে শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, পাতিত্য স্বত্বাংশগমের একটা কারণ। ব্যক্তিগার পাতিত্যের কারণ। এ সুক্তি-ভেদে ব্যক্তিগারী বিবাহার হস্তে পতির উত্তরাধিকারলভ্য ধন রাখা সঙ্গত হইতেছে না। ব্যক্তিগার নিবন্ধন যে পাতিত্য জন্মে, মহাতারতকার স্পষ্টাক্ষরে তাহার নির্দেশ করিয়াছেন। পাঠকগণ একবার নীচতমা স্বত্বের উপাখ্যানটা পাঠ করুন। নীচতমা কহিতেছেন:—

“অথ্য প্রকৃতি মধ্যমা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা। একএব পতির্নারীয়া যাব-জীবৎ পরায়ণং। মৃত জীবতি বাতশ্মি-দ্রাণরং প্রাপ্তুং চানরং। অতিথমা পরং নারী পতিব্যতি ন সংস্রং। অপতীনান্ত নারীণামভ্যভুক্তি পাতকং। যদ্যন্ত চেৎ ধনং সক্ষং বৃথাভোগাতবদ্ধ তাঃ। অকীর্তিঃ পরিব্রাশ্চ নিতাং তাসাং ভবন্ত বৈ।

আজি অবাধি আমি এই নিয়ম করি-লাম, পতিই স্ত্রীর যাবজ্জীবন নাও। বামী মরিয়া যাউক আর জীবিত থাকুক এ। অন্যপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে না। নারী অন্যপুরুষগামিনী হইলে নিঃসংশয়

পতিত হইবে। আজি অবধি পতি স্ত্রী
রমণী অন্য পুরুষ গামিনী হইলে তাহার
পাতক জন্মিবে। যদি কিছু দম থাকে,
সে ভোগ করিতে পাইবে না। তাহার
নিত্য অশ্রু ও লোক নিন্দা হইবে।

পাঠকগণ দেখুন, দীর্ঘতম স্পষ্টীক-
রেই ব্যক্তিচারিণীকে ধনাধিকার
হইতে বঞ্চিত করিতেছেন।

আমাদিগের উত্তরোপীয়া বিচারপতি-
গণ যদি অভিনিবেশপূরক কিছুকাল
সংস্কৃত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্যালোচনা
করিতেন, তাঁহারা কখন ব্যক্তিচারি-
ণীর হস্তে ধনাধিকার রাখিবার নিমিত্ত
যত্ববান হইতেন না। আমাদিগের শাস্ত্র-
কারেরা ব্যক্তিচারিণী পুরুষ উভয়কেই
সম চক্ষে দর্শন করিতেন। পর স্ত্রী গমনের
কথা দূরে থাকুক বৈশ্য গমনেও শাস্ত্র-
গোপ লিখিত ও প্রারম্ভিত উপদেষ্ট হই-
রাছে। প্রারম্ভিত বিবেককার মহামহো-
পাধ্যায় শূন্যপাণি লিখিয়াছেন:—

“ অথ বৈশ্যগমনপ্রারম্ভিতঃ।

তত্র সহর্ষঃ। পশু বৈশ্যভিগমনে প্রাজ্ঞা-
পত্যাং বিধীয়তে। তেন বৈশ্যগমনে
প্রাজ্ঞাপত্যাং তদশতো বৈহুরেকা
হেয়া। এতৎ সঙ্কটং গমনে, অভ্যাগে তু
চান্দ্রারণেন চৈকেন সর্কণাপক্ষয়োত
বেৎ ইত্যাপস্তম্বচনাং চান্দ্রারণঃ।

সহর্ষ বৈশ্যগমনে প্রাজ্ঞাপত্যের
বিধি দিরাছেন। যদি প্রাজ্ঞাপত্য করিতে
না পারে এক ছেত বান করিবে। এক
বার যদি বৈশ্য গমন করে, তাহারই
প্রারম্ভিত প্রাজ্ঞাপত্য। যে ব্যক্তি পুনঃ
পুনঃ বৈশ্য গমন করিরাছে, তাহার
স্তম্ভের নিমিত্ত চান্দ্রারণ ব্যবস্থা। শাস্ত্র-
কারেরা বৈশ্যগামী পুরুষের যখন
প্রারম্ভিতরূপে প্রাজ্ঞাপত্যাদি বিধানের
অনুষ্ঠান দিরাছেন, তখন পুরুষাত্মক
গামিনী স্ত্রী ধনাধিকার হরণ রূপ দণ্ড
বিধান শাস্ত্রকারদের অভিমত নয়,

এ সিদ্ধান্ত করা একান্ত কৌতুকাবহ
সম্ভব নাহি। ফলতঃ আমাদিগের প্রধান-
তম বিচারালয়টি আজি কালি নিত্যান্ত
সারশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতেই
মধ্যে মধ্যে একএকটি ক্ষত্ব বিচার
প্রচার হইতেছে। আমাদিগের বিচার
পতিরা আমাদিগের শাস্ত্র বিবরে এমন
অনভিজ্ঞ যে ব্যক্তিচারিণী পতির ধনাধি-
কার হইতে বঞ্চিত হয় এই একটী
সামান্য সিদ্ধান্তও অবগত নছেন। ব্যক্তি-
চার নিবন্ধন যে পাতিত্য জন্মে এতটুকু
এদেশের অশিক্ষিত সিদ্ধান্ত নহে। এদে-
শের প্রচলিত ব্যবহারও এই, ব্যক্তিচারি-
ণী হইয়া কেহ ধনাধিকারিণী থাকিতে
পারে না। স্ত্রীলোকের ব্যক্তিচার সোম
ঘটিলে যে পাতিত্য জন্মে, নিয়ে
তাহার যে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইতেছে,
বোধ হয় ইহার তুল্য স্পষ্ট দ্বিতীয় প্রমাণ
আর নাই। প্রারম্ভিত বিবেকে লিখিত
হইরাছে:

“ অথ সমোক্তমবর্ণদ্বিতীপুরুষ ব্যক্তি
চারিত মবর্ণীগবর্ণস্ত্রী গমনে প্রারম্ভিতঃ।
একপুরুষ ব্যক্তিচারিত স্ত্রী গমনে পতিত
স্ত্রী সংসর্গ প্রারম্ভিতমেব। ”

এক পুরুষ ব্যক্তিচারিত স্ত্রীগমনে পতিত
স্ত্রী সংসর্গের প্রারম্ভিত করিতে হইবে।

ব্যক্তিচারিণী বিধবার হস্ত হইতে
ধনাধিকার হরণ করিবার এতস্তম্ভ যে
সমস্ত স্পষ্ট প্রমাণ আছে, আগামী
বারে সেগুলির উল্লেখ করিবার ইচ্ছা
রাহিল। এবারে আর প্রস্তাব দীর্ঘ করি-
বার ইচ্ছা নাই।

—৪৪—
কাহেল নাহেবের শাসন
প্রণালী।

শাসনকর্তা স্বহস্তে সমুদায় ক্ষমতা
একত্র করিলে সচরাচর যে সমস্ত অনিষ্ট
ঘটিয়া থাকে, আমাদিগের বর্তমান লেপ্ট
নাট গবর্ণরের প্রবর্তিত শাসন প্রণালীতে
তাহার দুই একটী করিয়া ক্রমে দেখাদি-
তেছে। কোর্ডের বিষয় এই, কাহেল নাহেব

জুরোদর্শন ও ইতিহাসের নিকটে শিক্ষা
লাভ করিতে পারিলেন না। আমাদিগের
সংস্কার এই, যে দেশের সচিব বত দীর্ঘ
কাল সংগ্রহ কা, ততই সেই দেশের
স্বভাব নীতি নীতি আচার ব্যবহার
প্রভৃতি অধিক জানা যায়। কিন্তু কাহেল
নাহেবের বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত
হইতেছে তিনি বিবম ক্রমে পাত্ত
হইরাছেন সম্ভব নাই। তাঁহা এই
ক্রমে আমাদিগের অধিকতর পরি-
পূর্ণ হইতেছে। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর
কালে যে সকল ইংরাজ এ দেশ শাসন
করেন, তাঁহারা এ ক্রমে পতিত হন নাই।
লাভ কর্তৃগণালিগ যখন এদেশে প্রচু-
ত শাসন প্রণালী স্থাপন করেন, তখন তিনি
অব্যবস্থার প্রকৃত অভিজ্ঞতা বুঝিয়া
কায়্য করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সংশয়
নাই। কারণ, তিনি শাসন সংক্রান্ত কর্ম
কারকগণের হস্ত হইতে (১৭৯৩ অব্দে
২ আউনের দ্বারা) বিচারের ক্ষমতা
হরণ করিয়াছিলেন। ঐ মহৎ রাজনীতিজ্ঞ
১৭৯৩ অব্দের ৩ আউন দ্বারা বিচার
লয়ের সমুখ গবর্ণমেন্টকে অপর অপর
অর্থি প্রত্যাখ্যান ন্যায় নতশিরা করিবার
বিধি বিধান করেন। ঐ বিধি এদেশের
পক্ষে সূতন নহে। সুগলমান রাজ্যের
শেবাংশে যাবতীর বিষয় বিশৃঙ্খল হই-
রাছিল বটে কিন্তু লোকে ঐ অবস্থাকে
অভ্যুত্থানের অবস্থা বলিয়া জ্ঞান করি-
তেন। কাহেল নাহেব ও নিয়ম বঞ্চিত
কর্মচারিগণ যেরূপ জাবুন লোকে ঐ
সকল অভ্যুত্থানকে কখন শাসন প্রণালীর
অঙ্গস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন
নাই। অব্যবস্থাকাল অবধি এদেশে দেশ
শাসন, বিচার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার
প্রভৃতি যাবতীর বিষয়ের নিয়মাবলি
লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। রাজগণ
তাহার বিপরীত কার্য করিতে আর
সাহসী হইতেন না। যিনি বিপরীত

করিতেন প্রজ্ঞাপন তাঁহাকে ছাড়াই
বলিয়া গণনা করিতেন। সাধারণের
নৈম প্রকার কষ্ট অথবা অসম্মল হইলে
রাজাকে তাহার দায়ী হইতে হইত।
ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর মূল এই—
“রাজা ভাল করিতে পারেন, মন্দ
করিতে পারেন না” এদেশেরও শাসন
প্রণালীর এই মূল ছিল। আমাদিগকে
বহু শতাব্দীকাল বিদেশীরাগের আক্র-
মণ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে
সত্য কিন্তু রাজার প্রকৃত কৰ্ম্ম, এ-
এবং প্রজাদিগকে কতদূর সক্ষম করা ও
কতদূর তাহাদিগকে রাজনীতি সংক্রান্ত
স্বাধীনতা দেওয়া রাজার উচিত সে সম্বন্ধে
আমরা কিছুই বিস্মৃত হই নাই। হিন্দু
জাতির ঐশ্বর্য্যগুণ সর্বকাল প্রসিদ্ধ।
বীহারা আমাদিগের এই ঐশ্বর্য্য গুণ
দেখিয়া তাবৎ যে আমরা শাসন কর্ত্তার
বথেষ্টাচারিতাকে তাঁহার স্বাভাবিক
স্বয়ং বলিয়া জ্ঞান করি, তাঁহারা অতিশয়
ক্রমে পতিত হন। যেখানে আমাদিগের
আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, কি হইবার সম্ভা-
বনা থাকে, সেখানে আমরা মৌনবল-
য়ন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন কাল
বধি শাসন কর্ত্তা ও প্রজার পরস্পরের
সম্বন্ধ-ঘটিত আমাদিগের সংস্কার অপরি-
বর্ত্তিত রহিয়াছে। আমরা এই ঐশ্বর্য্য গুণে
সচস্র কষ্টে পতিত হইয়াও এককালে
হতাশ হই না। তবে আমাদিগের
নৌতাগ্য পূর্বা পুনরায় উদ্ভূত হইবে
আমরা সেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকি
জুনের বিবর এই লাভ করণওয়ালস
প্রকৃতি সাজাজোর প্রথমাবস্থায় যে
সংস্কারের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন
এত কাল পরে তাহার অংশাংশের
চেষ্টা হইতেছে।

কাহেল সাহেব যে প্রণালীর পক্ষ-
পাতী, তাহার স্বরূপটি কি একবার
তাহারা দেখা উচিত। প্রজার সম্পত্তি ও

জীবনরক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যিক, কোন
প্রণালীই তাহার অংশাংশ করেন না।
বস্তুতঃ যে গবর্ণমেন্টে প্রজার সম্পত্তি ও
জীবন রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা
নিগের নিজের জীবন বিকল। এক ব্যক্তি
অপরের উপরে অত্যাচার অথবা তাহার
সম্পত্তি অপহরণ করিলে সকল প্রণালী-
তেই নিশীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিয়া
থাকে। তবে যেখানে আইনের সহিমা
অধিক, সেখানে বিচারের নিয়ম অধিক
বিকসিত। মিথ্যাদাক্ষ্য জালপ্রকৃতি
ধরিবার উপায় বিস্তৃত। এ প্রণালী
অনুসারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে
হইলে অধিক বিলম্ব হয়। উত্তম ফললাভ
করিতে হইবে—ই বলিবার প্রয়োজন হয়।
কাহেল সাহেব কি বলিতে পারেন “কে
কাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইল, বা কে
কাহাকে প্রহার করিল আমরা তাহা
বেগিবার প্রয়োজন রাখে না। আমি
যে শাসন কর্ত্তা তাহা সকলে স্বীকার এবং
আমি যে আজ্ঞা দিব, বিনা প্রত্নে তাহা
সকলে শিরোধার্য্য করিলেই যথেষ্ট
হইল।” তিনিও সুবিচার বিতরণ করি-
বার অভিলাষী সম্ভেদ নাই। কিন্তু সে
বিচার তিনি চুই কথার সারিতে চান।
একদা এক আকারে বিবাদ ঘটনা হয়
যা। প্রত্যেক দুজন দুজন ও তরানক জটিল
মকদ্দম হইয়া থাকে। অল্প পুঠে বলিয়া
এ সকলের মীমাংসা করিতে পারেন
এমন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোক
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিশে-
ষতঃ বিনা শিক্ষার এ কাজ হয় না। অত
এব স্পষ্টই বুঝা গাইতেছে কাহেল সাহেব
যে প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা
সমাজের উন্নতির অনুরূপ নহে।

লেন্টনল্ট গবর্ণরের একান্ত ইচ্ছা
এই যে শাসন কর্ত্তৃগণ বঙ্গদেশেও সর্ব
সর্ব্বা হন, বঙ্গদেশ তাঁহাদিগের দ্বারাই
শাসিত হয়। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া

দেখা যায় প্রতীক্ষমান হইবে, বঙ্গদেশ
নিজাঙ্গনের দ্বারা শাসিত হইতেছে।
উৎকৃষ্ট সমাজ মাজেরই এই অবস্থা।
বিচারালয় দ্বারা শাসনিক বাঙ্গালীর মত ?
চারালয় কি রাজার প্রতিনিধি মতে ?
আমাদিগের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত
গণের মধ্যে কোঁতবারী নৈত্যের তার
অধিকাংশ সমর্পিত আছে। কিন্তু
লোকে বিচারকালে তাঁহাদিগকে লেন্ট-
নল্ট গবর্ণরের মতে, প্রধানতম বিচারাল-
য়ের অধীনস্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।
এ সংস্কারে কি কেবল বেজেটের
বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা
আছে ? কাহেল সাহেব যে শাসনপ্রণালী
প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, বথেষ্টাচারিতা
তাহার অন্তরঙ্গ। কিন্তু লোকে সে বথেষ্ট-
জ্ঞাচারিতা ভাল বাহেন না। তাঁহারা
আইন ও আদালত দ্বারা শাসিত হই-
বার বাগনা করেন। যদি অনুধাবন করিয়া
দেখা যায়, স্পষ্ট বুঝি হইবে স্বয়ং লেন্ট-
নল্ট গবর্ণরকেই আইন ও আদালতের
নিকটে মস্তক নত করিতে হয়। লেন্টনল্ট
গবর্ণর মনে করিলে কি কাহার জুনি
কাড়িয়া লইতে পারেন ? কোন মালি-
ক্টেট কি বিনা বিচারে কাহার দণ্ড দিতে
সমর্থ হন ? তবে কাহেল সাহেবের
শাসন প্রণালীর এই কল হইয়াছে পুলিষের
অত্যাচার বাড়িয়াছে। হাওয়া পুলিষ
প্রকৃতির অত্যাচার ইহার প্রমাণ। শাসন
কর্ত্তা স্বয়ং যখন বিচারপতিদিগকে অধঃ
পাতিত করিবার চেষ্টার আছেন, তখন
পুলিষ যে তাঁহাদিগকে অসম্মদা করিবেন
তাহা আশ্চর্য্যের মত। তিনি দোষ
স্বীকার করাইবার নিমিত্ত পুলিষের বৈধিক
যন্ত্রণা হীনকে “আগ্রহাভিষয়” বলিয়া
নিবেশ করিয়াছেন। অতএব পুলিষ
যে এই ইঙ্গিত বুঝিয়া অন্যতর বহিষ্ঠুত
কার্য্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।
মালিষ্টেট মিলার একজন অধিকে দুতন

আটন অল্পবয়সে শরণ করান নাই বলিয়া পেস্টী টিও তাঁর দোষকে ভাঙিয়া ফিরাই পাঠে নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সম্প্রতি পুণ্ডিত হইতে যে সকল অত্যাচার হইয়াছে, তাঁহার একটীরও তিনি যে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং অত্যাচার কারিগরিদের দণ্ড দিবার নিমিত্ত কয়েকটি গণকে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমরা এক্ষণে শুনি নাই। বোধ হয়, তিনি ভাবেন ইহা করিলে গবর্ণমেন্টের অপমান হইবে। স্পষ্টতঃ গবর্ণমেন্টে চুড়ির প্রস্তাব দিয়াছেন বটে কিন্তু চোর ধরা গড়িলে দণ্ড হইত, আমাদেগের আদর্শ শাসনকর্ত্তা আরও কিছু প্রদর্শন করিয়াছেন। উপসংহারে বলিয়া এটি, কায়েম সাহেবের এই শাসন কামালী চলিলে আমাদিগের ধান প্রাণ মান রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে।

গবর্ণমেন্টে নিকট কতকগুলি
প্রকার ভাষা: অব্যবস্থা।

“রাজা পশ্চাতি কর্ণপাতঃ” রাজা: ত চোপ থাকিতে অন্ধ, হঠাৎ প্রজার হুগে দর্শন করেন না, কর্ণে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেন্টের সময়ে সময়ে সে কর্ণও থাকে না। অশ্রদ্ধাশ্রদ্ধে প্রজার বক্ষস্থল ভালিয়া গেলেও চাহিয়া দেখেন না, তারপরে চীৎকার করিলেও সে শব্দ শ্রবণ করেন না, এতদ্ভিন্ন হুগের বিবরণ। প্রজার হুগে কর্ণপাত না করিলেও রাজার আদর্শ হয় না, যদি ইংরাজী মত হয়, ইউরোপ, কিন্তু আমরা এ মত বুঝি না। আমরা হিন্দু, হিন্দু শাস্ত্রকাণ্ডে যে মত লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই বুঝিতে পারি। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট যখন হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে আমাদিগের মতেই চলিতে হইবে। ভগবান মনু বলেনঃ—

“যোঃরক্ষনং বলিমানন্তে
করং শুদ্ধকং পার্থিবঃ।

প্রতিভাগলং দণ্ডকং
সম্বোধনকং ত্রৈলোক্যং।”

যে রাজা রক্ষা না করিয়া বলি শুদ্ধ কর কল কুলুমানের ভাগ ও দণ্ড করিয়া অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি সমস্ত মরকগামী হন।

মাতলা রেলওয়ের গাড়িয়া টেবনের লিখিত প্রায় ২০০০ ঘর প্রজার অনন্ত হুববস্থা আমাদিগকে এই আক্ষেপ বাক্য প্রযোগে প্রবর্তিত করিয়াছে। উহাদিগের হুগের কথা শুনিলে আর্ত পায়-ওঁহও চক্ষে জল আসিলে। এই টেবনের নিজ পূর্বে অংশে বাংলার দক্ষিণ তীর প্রায় এক মাইল পথ খোলা আছে। সেই স্থান দিয়া লোণা জল আনিয়া গ্রাম ও ক্ষেত্রাদি স্রাবিত করিতেছে। গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণী লবণায় হইয়া গিয়াছে। সেই জল পান করিয়া মানুষ ও গরু উভয়ই মৃত্যুবর্তক পীড়া হইতেছে। যে যে ক্ষেত্রে লোণা জল প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কৃষি কার্যের আশা নাই। এক শীঘ্র ধানো কাঁচাব না, কিন্তু প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ খাজনা দিতে হইবে। ধান খাজনা না দিবে, জমীদার ১০ আটন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবেন। এ কটে প্রজার ভিত্তি বাণ সস্তাবনা কি? একে রোগ একটী নয়, তাহার উপরে উপসর্গ সহস্র যেহেতু শস্য উৎপন্ন হইয় না, প্রজার আর বস্তু হইল, কিন্তু লোণা জলের অসুগ্রহে বারের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইল। প্রজা: চিকিৎসার কাজ বা পাঠ কোথায়? জমীদারের খাজনা বা কোথা হইতে দেয়? পরিবারই বা কিরূপে প্রতিপালন করে? বহু কালের বাস, মায়া পরিভ্রমণ করিয়াও ছাড়িয়া যাইতে পারে না। উহারা বিব্রমসম্বটে পাড়িয়াছে। উহাদিগের যে কেমন কষ্ট, বাহারা এই কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহারাই বুঝিতে পারি-

তেছে, বাহারা শাসনকর্ত্তার উক্ত আশ্রয়ে বিরাজ করিতেছেন অথবা বাহারা গবর্ণমেন্টে বসিয়া আনবোলা টানিতেছেন, তাঁহাদিগের বুকের সস্তাবনা নাই।

যে বাংলার লোণা জল আনিয়া উল্লিখিত প্রজাগণের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেই বাংলার ধারে পূর্বে গবর্ণমেন্টের বাঁধ ছিল। জমীদার মাছের জমাবে লোভে টাকা জমা দিয়া প্রায় এই বাঁধ মোহামত করিবার ভার লন। গবর্ণমেন্ট তদবধি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। জমীদার এতদিন মাছের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝিয়া বাঁধ কাটাইতেন ও বাঁধাইতেন। তাহাতে প্রজার ধানের ব্যাঘাত হইত না, অন্য প্রকার অনিষ্টও ঘটিত না। একদবার জমীদার বেহাচার বিশ্বনাথ চন্দ্র ও তাঁহার দারাদগণ। তাঁহাদিগের বিবরণ রিসিটের জিন্মা হইয়াছে। রিসিটের হস্তান্তর হওয়া অবধি উল্লিখিত বাংলার দক্ষিণ তীর এক বারে খোলা রহিয়াছে। তাহা আর সময়ে বাঁধা বা কাটা হয় না। প্রজা: যে অনন্ত হুববস্থা হইয়াছে, তাহারা তাহা জানাইলে রিসিটের তাহাতে কর্ণপাত করেন না। কর্ণপাত না করিবার একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। রিসিটের কেবল ডেটের আর দর্শন করেন। আরের কোন ব্যাঘাত নাই। বাহারা গমস্তা আছে, তাহারা মাছের জমা লইতেছে, কদিকে যে সকল জমীদার ধান হইতেছে না, বল অথ ১০ আটন দ্বারা তাহার খাজনা আদায় করিতেছে। সুতরাং বিবরণের আরের সূন্যতা নাই। রিসিটের কেবল মেইন আদায় দেখেন, প্রজা: গেল কি খাতিল, তাহা দেখেন না। দীর্ঘায় তাহা দেখিবারও প্রয়োজন নাই। রিসিটের উপেক্ষা করিলেন বলিয়া কি এই প্রজাগুলি উৎসন্ন হইবে? এ বিষয়টি আমাদিগের বর্তমান

গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিগোচর হইলে তাঁহার।
যে উপেক্ষা করিবেন, আমাদিগের এরূপ
বোধ হয় না। আমরা শুনিলাম, ঐ
বঁধটী বঁধিতে অধিক ব্যয় হয়। ২। ও
হাজার টাকা হইলে বঁধটী হইতে
পারে। এই সামান্য ব্যয়ই নিমিত্ত ৪। ৫
খানি গ্রামের প্রজা উৎসন্ন হয় ও
প্রায় ১০০০০ দশ হাজার বিঘা জমী
পতিত হইয়া বন হইয়া যায়, ইহা সামান্য
হুঃখের বিষয় নহে। রাজা থাকিতে
প্রচার এত কষ্ট ইহা কোনক্রমেই সহ্য
হয় না। প্রজারা একবার আলীপুরের
জুইট ও আগিউট মাঝেট্টেটকে
আনিয়া আপনাদিগের দুঃবস্থা দেখা
ইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের হইতে
উদ্ধারিগের দুঃবস্থা দূর হয় নাই। এই
নিমিত্তই আমরা উপরে কহিলাম, আমা-
দিগের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজার
হুঃখ দর্শন বিষয়ে চক্ষু বর্ণ উভয়
হীন হইয়া থাকেন।

জন ফুর্ট মিলের হুজু।

দাতা শতাব্দীতে এটী চির প্রসিদ্ধ
আশীর্বাদ। দানশীল ব্যক্তির সন্তান হয়
ইহা কামারই আর্থনীর নহে। বিবেক-
শীল ব্যক্তি মাঝেই দাতার হুজুকে
দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করেন।
সুতরাং তাঁহার হুজুতে সকলেই হুঃখিত
হন। বিদ্বান ব্যক্তির হুজু দাতার অপেক্ষা
শতগুণে অধিক শোচনীয়। দাতাগণ যে
সকল বস্তু দান করেন, কালে তাহার
ক্ষয় হয়, এবং পৃথিবীর সকলে তাহার
ক্ষয় ভোগী হয় না। বিদ্বান ব্যক্তি সে
মহৎ বস্তু দান করেন, কোন কালে
তাহার ক্ষয় হয় না, এবং পৃথিবীর সমু-
দয় নোকে চিরকাল তাহার কল ভোগ
করিয়া থাকেন। অতএব বিদ্বান ব্যক্তির
হুজু পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ
নাই। জন ফুর্ট মিলের হুজু ইংলণ্ডের

যেত্রণ হইয়াছে, আমাদিগেরও সেইরূপ
হুঃখের বিষয় হইয়াছে। তিনি বর্তমান
শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ দর্শন ও বিজ্ঞান-
বিদ ব্যক্তি। তিনি খ্রীষ্টাব্দের উন্নতির
অতিশয় সশঙ্ক ছিলেন। রমণীগণ পুরুষ
দিগের ন্যায় শালিগ্রামেষ্ঠ মহামন্ডার
সভা শব্দীভূত অধিকৃত হন, তাঁহার আশ-
রিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। এতরূপ
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নূতন প্রকার মত প্রচার
হওয়াতে নানা জনে তাঁহার বিষয়ে নানা
প্রকার শঙ্কা করিতেন। জগতের চলিত
মতের বৈপরীত্য দর্শন করিলে লোকের
মনে নানা আশঙ্কার উদয় হওয়া অসম-
র্থক নয়। অনেকে তাঁহার নাস্তিক্য শঙ্কা
করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি নাস্তিক
ছিলেন না। তিনি স্বয়ংই কহিয়াছিলেন,
তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন,
তাহার এক খানি হইতেও নাস্তিক্যগত
নিঃসৃত হইতেছে না।

জন ফুর্ট মিল ভারতবর্ষের ইতি-
হাস লেখক জেমস মিলের পুত্র। ফুর্ট
মিল, কখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন
নাই। তিনি কিঞ্চিৎ বস্তুজ্ঞান ছিলেন।
তাঁহার স্বভাব বিনয়ময় ও হৃদয় উৎসাহ
পূর্ণ ছিল। তিনি অতি ধীরে ধীরে
কথা করিতেন।

—০—

য. নিকা গভন।

চাঁদা পুলিষ ঈশ্বর নাশিত ও
তাঁহার কন্যাকে লইয়া যে অভিন্ন
করেন, আজি তাহার যবনিকা পতন
হইল। অত্যাচার বৃত্তান্তটী বোধ হয়
পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। যদি কেহ
বিস্মৃত হইয়া থাকেন, এই আশ-
ঙ্কায় বৃত্তান্তটির পুনরায় সংক্ষেপে
উল্লেখ করিয়া ঐ অত্যাচারের যে ফল
ফলিয়াছে অন্য তাহা পাঠকগণের গোচর
করা গেল। ঈশ্বর নাশিতের কন্যা
মোহিনী পুলিষের হেড কনফেবল

টেকলাস মণ্ডলের সহিত বাতিচারিণী
হয়। ঈশ্বর এবিষয় জানিতে পারিয়া এক
দিবস উদ্যোগের উত্তরকে উৎসর্গ করে।
ইহাতে টেকলাস কুণ্ডিত হইয়া তাহাকে
ভয় প্রদর্শন করে। পরে অবশ্যে
এক দিন মোহিনী অস্থির হইল।
টেকলাস তাহাচাঁদ নিমর্চাদ ও সর্জন
পাওউল প্রভৃতি কয়েকজন পুলিষের
মহাত্মা ঈশ্বর তাঁহার কন্যাকে হত্যা
করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভি-
যোগ উপস্থিত করিল। ঈশ্বর হাজতে
গেল, অগ্ন্যজ্ঞান হইতে আরক্ত হইল।
মোহিনী পিতাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া
নেপথ্য হইতে বহির্গত হইল। সকলে
হতমোহিনীকে জীবিত দেখিয়া বিস্ময়া-
গত হইলেন। আবালত অপ্রতিভ হইয়া
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া পুলিষকে লইয়া
টানাটানি আরম্ভ করিলেন। টেকলাস
প্রভৃতিকে পেলিয়নে প্রেরণ করা
হইল। টেকলাসের ৯ নিমর্চাদের ৬
এবং তাহাচাঁদের ৩ বৎসর কঠিন পরি-
শ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে।
আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে যদি আমরা
বিচারপতি হইতাম ইহার অপেক্ষা গুরু
দণ্ড বিধান করিতাম।

—০—

জমিদার দর্পণ (১) গ্রন্থখানির জমী-
দার দর্পণ নাম মেওরা হইয়াছে বটে, কিন্তু
ইহা আমাদিগের দারদার বিচার ও জুরি
প্রণালী প্রভৃতির শোচনীয় দশা দর্শনের
দর্পণভূত হইয়াছে। সেদন আমায়ত দরি-
দ্রেরই বস। কিন্তু যাহার অর্থবল আছে
তাঁহার কলহরূপ। গজটী অতি সামান্য।
কিন্তু মফসলের জমিদারেরা আজিও বৈরণ
অত্যাচার করে এবং অত্যাচারকারিতা বিনা
বলে বৈরণ দাব্যভিত্তি পার তাহা অসা-
ধ্য কপে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার কল-
হরূপ।

(১) ঐতিহাসিক মীকমশাক জমীদার দর্পণ
২০১ নং কর্তৃত্বপ্রাপ্ত, উক্ত গ্রন্থে যাহা দুঃখ,
মুখ্যতঃ আদি জন।

অতিগন্যক একজন ফিরিঙ্গি গোয়েস নামে এক অবিবাহিতা দুগ্ধতর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ওলি পরে ছুরিকাঘাতা আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে। শুনা গেল তৎহার গোয়েসকে বিবাহ করিবার বড় ইচ্ছা হয়, গোয়েসের মাতা সম্মত না হওয়াতে সে পানোহত হইয়া এই কণ্ড করিয়াছে। ওরাকোণ সত্যেব কি বলেন, ইহা দ্বারা কি দুরার ওণ বাধ্য হইতেছে না?

লাহোরত সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কশিয়ার লিখিত খবার একটী হুজু হইয়া গিয়াছে। দিবসমত্রে পরাজিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার মধ্য মধ্যে রাজিকালের অসঙ্গত বুদ্ধি কশীরদিগকে আক্রমণ করিতেছে। সিংহ শূণ্যসের হুজু বর্শনে আঘাত কর না।

শকট সিংহ চব্বার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে সিংহাসন গিয়া গবর্নর জেনারেলের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। সম্রাট চব্বার বর্তমান রাজ্যে তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় লাভ নর্থকর শকট সিংহের এই আবেদনের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

আমাদিগের একজন সহযোগী লিখিয়াছেন, একজন জাফন তাহার জীকে পুনরায় বিবাহ নিয়া ৩০০ টাকা লইয়াছে। জীর বরস ২। ১০ বৎসর হইবে। সে জীর জাতা ও মাতার সহিত যোগ করিয়া এই কার্য করে। বানীজীর জাতা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং নিজে সম্রাটের করে। বিবাহের পর সম্রাট প্রকাশিত হয়। তাই বলিয়া পরিচয় না দিয়া গিয়া বলিয়া পরিচয় দিলে আরো কিছু অধিক রসাল হইত।

সম্রাট হাইকোর্ট এই মীমাংসা করিয়াছেন হোট আদালতের হুজু ডিকী অনুসারে খলার দর বিক্রীত হইতে পারিবে না। সে সকল দরিত্রের দুই এক খানি খোলার দর ভিন্ন আর কোন সমল নাই তাহার বিপর্যায় আর পড়িলে উল্ল বহুক বিয়া উড়া লইত। এই রীতি স্বেচ্ছা হইতে উড়া খালিছে। হাইকোর্ট যে

মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে কেহ আর তাহারিগকে খোলার দর বহুক রাখিয়া টাকা দিবে না। ইহাকেই বলে হিত করিতে গিয়া বিপরীত করা।

১লা ট্র্যাভ মঙ্গলবার।

গাজিহান নামক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে গত মার্চ মাসের এক সপ্তাহ মধ্যে লওনের ভিন্ন ভিন্ন দাতব্যালয়ে ৯ ব্যক্তি স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া ১০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। একদ্বারা ইংলণ্ডের বহুশ্রমিতা ও নিঃস্বার্থ পরিত্রিততার পরিচয় হইতেছে সন্দেহ নাই। আমাদিগের একটী কোড হয়, ইংলণ্ডের দরার প্রান্ত আফ্রিকা পর্যন্ত প্রবাহিত হয় কিন্তু অধীন ভারতবর্ষের দ্বায়ে ইহার দরার উত্তেজিত হয় না। ডিকগোর অগ্নিশীত ব্যক্তিরিগের সাচ্ছায়া ইংলণ্ডে এক স্থানে বলিয়া এক মন্টার মনোমল্লক টাকা চাঁদার সংগৃহীত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা অগ্নিকাণ্ড জলপ্রাণ হুজিকানিতে মারা গেলেও ইংলণ্ডে এক পরমা দিতে দেখা যায় না।

গত সোমবার আদালতের একটী অতি সাধনিক জোখাফিয়া হইয়া গিয়াছে। এই দিবস রাজিতে যখন অতৃষ্ণ হইতেছিল সেই সময়ে চেংয়েরা জজ আদালতের মালখানার প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫।৬ মত টাকার খলসারি ছুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশ যেমন করিয়া থাকেন, অনুসন্ধান করিতেছেন!! এই সকল স্থানে ছুরী করিতেই চোরের দাচুদী প্রকাশ হয়। দুহুকটিকের শর্শিলক ছুরি করিতে গিয়া করিয়াছিল, অরণ সিং কণ্ঠে হইবে যে কল্য প্রান্তকালে সকলে ঘোঁরা যেন প্রাণসো করে।

সেদিন এডেনে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

গত কলার ইংলিশমানে রল ওনস্ট সংবাদ দাতার পক্ষে একটী চমৎকার জুলা হইয়াছে। "বার মিন্টার" স্থলে "ওরার মিন্টার" হইয়াছে। এটী "জরদেবের গীত গোবিন্দ" স্থলে বোশদেবের বিলা দুকীর" মারি হইয়াছে।

লেফটেনেন্ট গবর্নর হারজিলাতের প্রায় ১২ কোশ দূরবর্তী দুয়লত নর্থক'স্থানে পদাধিকারী হইয়া গমন করিয়াছেন। কাজ নম উক্ত না হউক, লেফটেনেন্ট গবর্নরের আসসা নাই এই ইহার প্রদান ওণ।

১২সর মালেকজার পার্জতীর মেসার কামা অতি দুন্দরকণে লক্ষ্য হইয়া গিয়াছে। লাভ নর্থক ওনস্ট অনেক সম্রাট ব্যক্তি ইহা দেখিতে গিয়াছিলেন। এই মেসার মিউর ও জী ১০ বিক্রয় হইয়া থাকে। যে স্থানে জী ১০ এর সেধ নামে ইংলণ্ড নিগের বড় অমত। হইয়াছিল। জীগুলি ৭০ ভাগে ১০০ টাকা পর্যন্ত দুলা বিক্রীত হইয়াছে। ইংরাজদিগের ইচ্ছাতে কোঁচুক কর্তে পারে বটে কিন্তু আমাদিগের এসানাবে কোঁচুক হইতেছে না। আমরা এখানে প্রতিদান বিবাহদিগের কন্যা জয় বিক্রয় দেখিতেছি।

ইউরোপ মেসার রেলওয়ের দুইজন টেলিগ্রাফ কর্মচারী একটী টেলিগ্রাম না পাঠাইয়া গোরককে পাঠাইয়াছে বলিয়া উহার নিকট হইতে পরমা লর। উক্ত কোম্পানির পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উহারিগের নামে ওরারেট বাহির করিয়াছেন। বাহারা চকুরী করিতে গিয়া উপরিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহারিগের প্রত্যক এই রূপ চর্চা দিষ্টা থাকে। ওখানি কোঁচ উপরিলাভের মাত্র পরিভাগ করিতে পারে না। ইহার আশ্চর্য। অথবা আশ্চর্য কি যে বেতন দেয়া হয়, ছুরি না করিলে চলে না।

গত ডিসেম্বর মাসে কোম ডিপার্টমেন্টের অণ্ড নেজেটারি পঞ্জায়ের লেফটেনেন্ট গবর্নরকে এই বলিয়া এক পত্র লেখেন যে, পদার্থবিজ্ঞান, মানসিক বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরাজী গ্রন্থ সমুদয় বেঙ্গীর ভাষাতে অনুবাদিত হয় মানে নর্থককের অভিপ্রায়। কিংপে এত অত্যাচারিত হইতে পারে তদ্বিম্বরে ভবিষ্যৎ মনে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহারা এত অনুবাদ করিবেন তাহা ইংলণ্ড হইলে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট অনুবাদ করুক।

অপ সাক্ষ্য ও সম্মানচিত্র প্রদান করা উৎসাহিত করিবেন। এই পত্রের এক এক খণ্ড উত্তরাধিকারিক এবং বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের নিকটে পাঠান হইয়াছে। যাহা মর্মান্তিক বৈয়াক্য প্রভৃতির লোক, তাঁহার প্রাপ্য সাধু ইচ্ছা হওয়াই বৈয়াক্যিক।

নেটিল পাবলিক ও পাবলিক বালেন, ম'জাজি ও র'ও'ই ব'রিক'ও'র সাংখ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কেব কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অনেকের কেবল পালকী ভাড়া সা'র হইতেছে। উকীল মোজারদিগের অবস্থাও ইহা। বারিকের, উকীল, মোজারেরা এখন পাড়ায় পাড়ায় মাত্ৰ পরিতে বা'উন, না গেলে তা'র উপায় বেধি না।

বোম্বাইর রাজকৃত গজাবের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের সহিত সংক্রান্ত করিবার জন্য কাশ্মীরে গিয়াছেন।

মাদ্রাস এবং কোম্বাট প্রদেশে পক্ষপাল আসিয়াছে।

লাভ মর্মান্তিক গর'র প্রসিদ্ধ টিকারী বংশীয় গব'র'মরক সিংকে "মহারাজ উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

২ রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

এবার বঙ্গদেশীয় অধিকেন্দ্র প্রথম হইবার যে বিজ্ঞীত হয়, তাঁহার এবং মালবার অধিকেন্দ্রের এক ম'সের শুদ্ধ বেরপ অনুমান করা হইয়াছিল তবণেকা ২০৩৪০ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। এই সকল লাভ দেখিয়া গবর্নমেন্ট পক্ষের প্রভুত্ব স্থানে অধিকেন্দ্রের চ'গের উন্নতি চেষ্টার আছেন। আমাদিগের গবর্নমেন্টের দেখ এই ব'চ'তে লাভ আছে তা'হা যদি লোকের ক'জার অনৈক্য হয় তা'হাতে ক্ষতি হইবে না।

ইংলিসমানে শুনিয়াছেন, ভারতীয় উদ্বার মাণিতের বহুতম বিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য লেফটেন্যান্ট গবর্নর মাজিষ্ট্রেটকে পাত্র নিবেদন বলিয়া সে জনরব হয়, তা'হা অসম্ভব। ইদ্বার যে লেফটেন্যান্ট গবর্নরের মাণিত সে কথায় সত্য নহে। এই বিষয় জনরব হ'রাইয়া সপ্রমাণ হইতেছে, পুলিশ দ্বারা কাণি এমন সত্যাপনাদী হইয়া

উঠিয়াছে যে সত্য অগ্ৰাহ করিলেও সফল হইতে পারে না।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ ওরাইল টমসন সাংকেব সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, সমুদ্রের গভীরতা ২৪০০০ ফীট অথবা ৫ মাইল পর্যন্ত মাপ করা হইয়াছে। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ৩০ হাজার ফীট। কেব কে বলেন, সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা যত সাগরের গভীরতাও তত কিছু সাগরের গভীরতা যে ৩০ হাজার ফীট হ'ল এখনও প্রকাশিত হয় নাই। টমসন সাংকেব ও ম'চল গভীর সমুদ্র গর্ত হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজীব সকল উত্তোলন করিয়াছেন। উৎসাহিগের চক্ষু আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে ৩ মাইল জলের নিচেও অ'লোক প্রবেশ করে, নতুবা এত সকল জ'নের চক্ষুর প্রয়োজন হইত না।

টাইমস দল হওয়া বলেন, মহারাজ দলীক সিংকে নত' উপাধি দেওয়া উচিত। আর কেব কি উচিত পোষ করেন?

কুও দল হওয়া বলেন, কশ্মীরেরা থিবা অধিকার করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক মঙ্গলবার টেলিগ্রাম পাঠিয়াছেন, কশ্মীর উরগজ অধিকার করিয়াছেন। আব্দুল রহমানকে সেপটিগটস'বর্গে রাজ্য প্রদান করা হইয়াছে। কশ্মীরে আব্দুল রহমানকে হস্তগত করিবার চেষ্টার আছেন।

উক্ত পাত্রে দেখা গেল প্রধানতম, গবর্নর কিংবা গবর্নর জেনরলের দেশীয় অভিক্রোশ কেবল ৫ বছর পর্যন্ত পদস্থ থাকিবেন। ইক'রিগের ক'য়'কাল ৫ বছর বলিয়া এইরূপ করা হইল না কি?

মাজাজির কেন ফুলের পরীক্ষাকালে পরীক্ষক একটা বালককে জিজ্ঞাসা করেন, "তুই ডেরা কোথায় বাস করিবে?" বালক উত্তর করিল "বুকের সাধারণ"। উত্তরটী কোড়াকবহ বটে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে উত্তরটী নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তুই ডেরা সময়ে ইংরাজেরা বনচর বিশেষ ছিলেন।

ইমামগঞ্জের এক ব্যক্তি পুনা পুনা খালা বলিয়া একজনকে খোপাইয়াছিল বলিয়া পুলিশে তাহার ১০ টাকা দণ্ড হইয়াছে।

কলিকাতার সাধারণ জুরির তালিকাতে ২০৫৫ জনের নাম আছে। ইহার মধ্যে ১৩০ জন খৃষ্টান। বিশেষ জুরির সংখ্যা ২০০, ইহার মধ্যে ১৩১ জন ইউরোপীয়। জুরির দল ত বিলক্ষণ পুষ্ট দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে কয় জন মুশিক্ষিত জুরর আছেন? অধিকাংশ জুরর কাঠের পুতুলের মায় কেবল চাপকান পোষ্টুলন পরিয়া বলিয়া থাকেন মাত্র।

কলিকাতার ড্রেনের কার্য নীচ নীচ করা হইতেছে। বর্ষা আরম্ভের পূর্বে কলিকাতার উত্তর বিভাগের অধীশের ড্রেনের কার্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে?

ইণ্ডিয়ান ডেলিউটসে লিখিত হইয়াছে, পাবলিক ওয়ার্কের হিসাব পত্রের বিভাগটী বরাবর সিমলায় থাকিবে। সিমলা হইতেই সকল কাজ কর্তৃক চলে, কলিকাতায় আর না আসিতে হয়, আমাদিগের রাজপুত্রগণের একান্ত ইচ্ছা। ক্রমে সিমলাই রাজধানী হইয়া উঠিবে এইরূপ আশা দেখা যাইতেছে।

সম্রাতি ঢাকা শাঁকারি রাজ্যে একটা অল্পত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প'জের ৩৮ এবং পাজীর ১০ মাস বয়স। পাজী বলিতে না পারাতে একটা ধায়ার মধ্যে বসাইয়া বিবাহ কার্য নির্বাহ হয়। আর কিছু দিন পরে গর্ভ ল্পর্শ করিয়া "তুভাযহৎ সম্রাট" বলিয়া সম্রাধান করা হইবে। এই রোগে সাঙ্গলা বেশ উৎসাহ গেল।

আগামী ২৪ এ মে লাভ মর্মান্তিক গিমলায় একটা দরবার করিবেন।

বিজীগেজেটের সংবাদবাহী লিখিয়াছেন, তুমাইনের কতকগুলি চ'ক্ষেজে অগ্নি লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। গত বছর অপেক্ষা এবৎসর অনেক কম চা জন্মিবে। কাপুলের অনেক বণিক পূর্ণ হইতে অনেক চা-ক্ষেজে চা-জর করিয়া তা'হা ছিলেন, তা'হাদিগেরই সর্বনাশ।

ত্রিভুজের অন্তর্গত লারসেনের বারি-
রাইসপালি মার্ভার জর্জের খীর বায়ে
একটা চিকিৎসালয় স্থাপন এবং উহার
কার্য নির্মাণার্থ ১২২০০ টাকা প্রদান
করাতে লেন্টনট গবর্নর তাঁহাকে
ধন্যবাদ দিয়া এ বিষয় গেজেটে প্রকাশ
করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। অনেক কেবল
ধন্যবাদে তৃপ্ত লাভ করেন না। ইহাকে
একটা উপাধি দান করিলেন না কেন? আজ
কালি উপাধি ত ছড়াইয়া বসিতেছে।

১০ ই মে পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া
গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় উক্তিয়া
ভিন্ন আর সর্বত্র প্রায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।
বর্ষাধীন এবং নদীয়ার স্থানে স্থানে আরো
কতক বৃষ্টি আবশ্যিক। ১৭ এ এপ্রেল নওয়া
খালিজে অতিশয় শুষ্ক হইয়া অনেক বৃক্ষ
ও গৃহাদি পতিত হইয়াছে। বর্ষাধীনে জ্বর
এলাউটা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।
সকল স্থানেই প্রায় এই তিন পীড়ার আবি-
র্ভাব দেখা যাইতেছে।

গত মার্চ মাসে ছপলী পোট্ট আফিস
হইয়া একটা ভীতিকারুণীর আটসে, কুক
কেলবি কোম্পানি ইতা পাঠান। কেনিথ
ম্যাকিংর নামক এক ব্যক্তি ইহা গ্রহণ
করাতে উক্ত কোম্পানি তাঁহার নামে এক
ওয়ারেন্ট বাহির করেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর
এটি সাংকেব ও ওয়ারেন্ট লইয়া পূর্ব তীর্থে
নদীর রেলওয়ের মাঝে নামক একজন
গাড়ীকে প্রেষার করিয়া তাহাকে হাজতে
বেন, পরে তাহার বাটীতে খানাতল্লাসি
করিয়া কিছু না পাওয়াতে তাহার জামীন
লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে
প্রেষার করিবার কারণ এই, কেনিথের
সহিত এই গাড়ীর অবরোধকৃত কতক সোঁসা
দৃশ্য আছে। অসুখীয় লইল একজন,
পুলিশের অধে তাহাতে গেল আর একজন,
তাঁহার সেই অপমান কষ্ট স্বর্ণনাশ প্রকৃতির
অতিপূরণ করে কে? এই সংবাদটি পাঠ
করিয়া পূর্বকার একটু গল্প আমাদিগের
স্বপ্নপথে আতঙ্ক হইল। এক আক্ষণ
খোঁষার বাটীতে কাণ্ড বিড়াহিলেন।
খোঁষার বোঁরায়া চিরকালই সমান। কাণ্ড

দিতে অসম্মত বিলম্ব হইল। কার্য্যকতি
হওয়াতে আক্ষণ অতিশয় ক্লান্ত হইলেন।
জুড়হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে
আর একজন খোঁষা সেই বাটীতে আসিয়া
উপস্থিত হইল। আক্ষণ যেমন শুনিলেন
খোঁষা আসিয়াছে, অমনি উঠিয়া গিয়া
তাঁহাকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। খোঁষা
অবাক হইয়া রহিল, নিকটস্থ ব্যক্তির
আক্ষণকে নিবারণ করিয়া কহিল যে খোঁষা
আপনার কাণ্ড লইয়া গিয়াছে, এ সে
খোঁষা নয়। তখন আক্ষণ ক্ষান্ত হইয়া বলি-
লেন ও যে সে খোঁষা নয়, আমি এ বিবেচনা
করি কখন। আমাদিগের রেলওয়ে কর্তৃচা-
রিত্রাও যে সেইরূপ বিবেচনা করিবার অব-
সর পাইলেন না, এটা সাংঘাত্য কোঁতুকাবধ
নহে।

সম্প্রতি হিরাট হইতে সংবাদ আসি-
য়াছে, হিরাটের গবর্নর মহাশয় জাফুব খাঁ
আবদুল রহমানকে গোপনে এই বলিয়া
পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি আমীরের বংশ
স্বংস করিবার কল্পনা করিতেছেন, তিনি
এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করেন এবং
যদি সুবিধা হয় আবদুলের ঈশতুক রাজ্যও
জয় করিয়া লওয়া হইবে। তুর্কি স্থানের
রাজা নিতান্ত বিলাস পরতন্ত্র হইয়া উঠি-
য়াছেন, তুর্কিগণেরা জাফানসহকারে আর
মূলকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তুর্কি
স্থান গ্রহণ করিয়া আবদুল ও জাফুব খাঁ
উভয়ে একত্র হইয়া কবুলে আক্রমণ করি-
বেন। আবদুল রহমান ইহার এই উক্তির দ্বারা
ছেন, তাহাতে এই সকল কল্পনা কার্য্যে
পরিণত হয় তিনি তাহারই অবসর প্রতীক্ষা
করিয়া যাছেন। আবদুল রহমান ও জাফুব
খাঁ উভয়ে সিরার খানীর অনেক বিশদ
হইবার বিলম্ব সন্ধান আছে।

৩রা ইজ্যৈষ্ঠ বুধসম্ভাবার।

ত্রিভুজ বার হরচন্দ্র বহু টাকা আত্মসমাজ
গৃহে আত্মদর্শ বিকল্প বক্তৃতা করিয়াছি-
লেন বলিয়া টাকা প্রকাশ সম্পাদক অধিক
হইয়াছেন। অবাক হইবারই কথা। ইহা-
কেই বলে কুক বলিয়া বাড়ি উল্লান। আক্ষ
বর্ষের জন্মে কুতনয় গেল, এখন অম্মেকেই
কুক বলিয়া বাড়ি উল্লান।

এসপাহে বক্তৃতিরের দ্বিতীয় সংখ্যা
আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমাদিগের
অনুরোধ এই সম্পাদক স্রীতিমত বুদ্ধালা
লিখিবার বিষয়ে বেন কিকিৎ হস্তবান হন।

দুই নামক একপানি এক পরসী মুলোর
সাপ্তাহিক সম্ভার পত্র এ সপ্তাহে আমাদি-
গের হস্তগত হইয়াছে। এক পরসী মুলোর
কাজ চলিতেছে দেখিয়া আমদা আমদাত
হইলাম। অধিকসংখ্যা লোকের লেখা
পড়ার যে অনুরাগ জন্মিয়াছে এটা তাৎপর্য
প্রমাণ।

সিরাসদহ পুলিশ কোর্টে দুইজন বহুজন
কুক তার বাহাদুর তিন্ন আর একজন মাজি-
স্ট্রেট হইলেন। নবাব আসগার খানী উক্ত
কোর্টে অধৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদ পাই-
য়াছেন। বর্ত সিচাপতিত পদ বাতীন
হইতেছে তত মকদ্দমা বাড়িতেছে কি না
এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যিক।

৩রা মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে
কলিকাতায় ১৮৬ জন লোকের মৃত্যু হই-
য়াছে। গত সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ২০০ হই-
ল।

৪ঠা ইজ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

ইতিমধ্যে টেটস্‌মান বলেন, সম্প্রতি
পুনর্নাতে একজন জম্মাঙ্গ শাস্ত্রী আসিয়াছেন।
এব্যক্তি অসাধারণ কবি। ইহার বিশেষ গুণ
এই ইত্যাকে কবিতার্ক প্রদান করিলে ইনি
তৎক্ষণাৎ অপরূপ পূরণ করিয়া দিতে
পারেন। জগদীশ্বর কবিত্ব শক্তিধারা ইহার
দর্শনমন্দিরের কতি পূরণ করিয়াছেন।

মাস্তাজ টাঙ্গন বলেন, একজন দুগল
মান একটু গৃহে অগ্নি দিবার চেষ্টা করিতে
করার সৈন্যদল জম্মা তাহার ৭ বৎসর
খীপাঙ্গর পালের আজ্ঞা দিয়াছেন। আর
কারেরা অগ্নি ব্যক্তিকে আততায়ী বলিয়া
নিবেদন করিয়াছেন।

সৈন্য করতার সৈন্যদলে আর একটা
পোচনী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ডেলি-
মেন্টে লিখিত হইয়াছে, একজন বেনীয়
পাঞ্জি ছুরাণানে মত হইয়া ছাগল নামে
কীর শিক্ত কন্যাকে হত্যা করে। সৈন্যদল
জম্মা উপর একদিবসের জন্য কারাবও
বিধান করিয়াছেন। এ ব্যক্তি যেথন ও

তিতে কন্যাকে হত্যা করে, জজও কি
সওয়ানকালে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া
করিয়াছিলেন? কি জরানক! স্বরাপাটীরা
না করিতে পারে এমন কাজ নাই। উহা
গের মাংসেতে এমনই পুষ্টি যে একদা
একজন মাতাল একটী চুটপুট জ্ঞানকে
বেধিয়া লোভ প্রযুক্ত বলিয়াছিল “আজ!
তচ্ছা! মশাই কি মথর। ইহা হয় যে
পাটলে তচ্ছা! মশাইকে চুট করিয়া
কেনি।

চট্টগ্রাম পূর্বত প্রদেশের ডেপুটী কমি
শনার লিউটেন সাহেব তত্ত্বতা লোকনিগের
যে প্রবাস বাসা সকল সংগ্রহ করিয়াছেন
বহুদেশীয় গবর্নমেন্ট সেগুলি সাধারণে
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবাস গুলি দেখিয়া
বোধ হইতেছে, অসত্য আভিরাও সাধারণ
নীতিজ্ঞানবিহীন হয় না। একটী প্রবাস
সংকা এই, সমুদ্রের মধ্য স্থান হইতে যেমন
তীর বেধা হয় না, সোতাগোর মধ্য হইতে
ত্রেমনি আগমন শীল বিপদ বেধা হয় না।

একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন একটী
জীলোক আর একজনকে খাটী যারিয়া
ছিলেন বলিয়া এক সরকারী বাজিটেট
কঠিন পরিপ্রায়ের সহিত উহার এক বৎসর
করাবিত হইয়াছেন। আটাই কারাদণ্ড কলে
খাড়াগিয়া জীলোকেরা এতী যেন যেন
করিয়া রাখেন।

৪১ল সমর পত্রিকা হুইট হইল, ২১ এ
ইশাখ রাজিতে ইহা বাটীর সহিত
রাজ্যধরপুত্র গ্রামের কংসারী বাটীতে ডাকা
ইতী হইয়া গিয়াছে। একজন পাইক হত
ও অনেক দ্রব্য বিস্ট হইয়াছে। আবাদি-
গের পুণ্যি মাছেন, ডাকাইতেরা এতী তাজা
আনে না। জামিলে তাহারা কখন পুণ্যের
বিজ্ঞান মুখ তক করিত না।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

সংক্রিয় লোকের কিছুকনের বিবাহ গত-
রাতে উইলসন সাহেব কলিকাতা বিশ্বদ-
মাগিদের প্রতিবিধি রেজিষ্টার হইয়াছেন।

মেওয়ারের গণিতিকাল এজেন্ট লিখ-
রাছেন, তপার এক প্রকার আতি আছে,
হুই ডাকাইতি উহাঙ্গিগের ব্যবসায়।

উহারা কবিচার্য্য এডুটি কোন পরিপ্রায়ের
কার্য্য করে না, কেবল হুই ডাকাইতি দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ করে। উহারা বার্ষিক এপ্রেল
যে এই কয়েকমাস হুলবুত হইয়া লামা স্থানে
গমন করিয়া নিজনিজ ব্যবসায় চালাইতে
থাকে। আবাদিগের বেধিয়া আভির সহিত
ইহাঙ্গিগের সৌলভূষা হুই হইতেছে। জম
কাতরবিগেরই হুই ডাকাইতী জীবনোপায়
হয় এতী তাহার অন্যতর হুইয়াছে।

বিখ্যাত পুস্তক বিক্রিতা চারলস লও
মান সাহেব হুইকালে ২০ লক্ষ টাকার
সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। একজন বাঙ্গালি
বাংলাবিন দুখুখিগের করিয়াও এত টাকা
জমাইতে পারেন না।

সম্পত্তি অর্থন কাগজ প্রযুক্তকারীরা
লসোর হুই হইতে কাগজ ও কাগড়
করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এতী
কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রের মাহিমা।

একজন লিখিয়াছেন “সেবিন পাটনা
কলেজের ছাত্রেরা অশ্রমান সহ্য করিতে না
পারিয়া স্কুল ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।
প্রেসিডেন্সিতেও সর্বত্রই গোলমাল হটে।
সম্পত্তি যে ব্যাপার ঘটিয়াছে ইহা সকলের
উপর, জগলী কলেজের ছাত্রের (সেকেন্ড
খাট ও কোর্স ইয়ার মাজ) খোরেট লাইব
কি অশ্রমান করেন, তাহারাও স্কুল
ছাড়িয়া আর ৭৮ দিন চলিয়া গিয়াছে।”

বাহারা ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করে, এক
আন্ত তেজবিতা তাহাঙ্গিগের অঙ্ককরণকে
একান্ত আনন্দ করিয়া লয়। উহারা যেন করে
পিটোটার পরিহার ও পূজা পূজা ব্যতিক্রম
করিলেই তেজবিতা প্রকাশকরা উহারা আর
মানবীর বাজিবিগের বখোচিত সম্মান করে
না, সুতরাং তাহাঙ্গিগেরও উহাঙ্গিগের
উপরে ঘেহ লকার হয় না। উহাই বিবাদের
মূল হইয়াছে।

মির্জাপুর খিসম স্কুল হইতে এক বাজি
লিখিয়াছেন “গত ২ রা সেপ্তেম্বর একজন
গবর্নমেন্ট কর্মচারী এক যজ্ঞিধারণ পুণ্যক আবা-
নের স্কুলে অধ্যাপক প্রবেশ করিয়া পঞ্চম
শ্রেণীর একটী বালককে প্রহার করিতে লাগি-
লেন।” সংবাদি পক্ষে লিখিয়া আতিকার

প্রার্থনা করিতে হয়, ইহা সেহলপ বিহার নয়।

“জিহা কেবল দুত্তরং” যেমন দুত্তর
ত্রেমনি দুত্তরং ইহাই এ বিহারের প্রতীকা
রের প্রথম উপায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই মে বৈকাল। ইংলণ্ডের বাঙ্কের
ডিস্ কাউন্ট পতকরা ৫ টাকা করা হইয়াছে।

আলা ইংলণ্ডের বাঙ্ক হইতে অর্থের জন্য
১৫০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই মে। অবজার্স বুলেন,
আগামী ফেব্রুয়ারিতে পলিটিকামেন্টের একবার
অধিবেশন হইবে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানই
বিশেষ প্রসঙ্গ লাভ করিয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই মে। পর বাটিল কিয়ার জার
কিয়ারে গিয়া অকৃতকাব্য হইয়া আসিয়া
ছেন, তৎ সম্বন্ধে কালের সহিত ইংলণ্ডের মজি
বর্গের পত্র লেখালিখ হইয়াছে। ইহার কারণ
এই, জুলতান বলিয়াছেন, ইংলণ্ড ও ক্রাসী
উক্ত গবর্নমেন্ট জানজিবাসের স্বাধীনতা রক্ষাব
প্রতিজ্ঞা আছেন, একদে ইংলণ্ড সরবাটিল কিয়া
রকে তত্ত্বতা দাপ ব্যবসায় নিহারণার্থ প্রেরণ
করাতে সেই স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা
হইবে। অতএব তিনি কালের নিবটে এই
প্রার্থনা করিতেছেন, কাল ঠাহাকে ইংলণ্ডের
এই আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। কাল যে
জুলতানকে উহার সাহায্যের উপর নির্ভর
করিতে বাধ্য করেন, এ কথা কাল অস্বীকার
করিয়া বলিয়াছেন, তিনি জানজিবাসের স্বাধীনতা
ক্রাসী এডেন্টকে পর বাটিল কিয়ারের সাহায্য
করিতে আত্মা দিয়াছেন।

ক্রিস অব ডেলস এন্ড ক্রিস আবার
পেই তেগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মে। পোটসমন্ট হইতে
কতকগুলি সেনা ও কামান আসাণ্টিনগের যে
গোলাবার হইতেছে তাহার নিহারণার্থ প্রেরিত
হইবে।

ডেলি টেলিগ্রাফে খবর পতন সংবাদ
লিখিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই মে। ক্রিসলেন সাহেব লেকার
সাহেবের বাকের উক্তর মানকালে বলিয়াছেন,
গোলডকোই হতে যে লণ্ডন আসিয়াছে
তাহা জীতিকর নহে। হুই যোবতর হুইয় পর
ক্যান্ডিসরা পালানন কবে, আসাণ্টিনা (ইহা
সংখ্যার ৪০০০) কেস কোই বটেল পত্ন
অগ্রসর হয়। আসাণ্টিনা রাজা এত পত্র লিখিয়া
বলিয়াছেন, তিনি এলিসা পুনঃগ্রহণে হুই সংবাদ
করিয়াছেন।

জমই রাষ্ট্র বিলের মুদ্রা হইয়াছে।

মাজি হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আডমি
রাল টোপটী পত্ন হইয়াছেন, ঐ সলো অমনো
প্রধান বাজি পোটসমন্ট লণ্ডন করিয়া
ছেন। মার্শল গিরানো বিয়াটিয়ে হইয়াছেন।

লগুন ১০ ই মে। অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে লাভ
হইতে উভয়দিগে বিধিবিধানের সংক্রান্ত আই
নের পাণ্ডা লম্বা বিস্তারিত্য পরিত হয়।

পোশের হোই হইয়াছিল, এ অবস্থা লাভ
১ ঘণ্টা কাল ছিল। ইহাতে তিনি অতিশয় দুর্ভাগ
হইয়া পড়িয়াছেন।

লগুন ১৪ ই মে। গাভাইন সাহেব বেজলি
সাহেবের সাহেবের উত্তর দিককালে বলিয়াছেন,
ভারতবর্ষীয় রাজ্য সংক্রান্ত সিলেট কমিটি
ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষী লইয়া যাওয়ার বে
প্রার্থনা করেন গবর্নমেন্টে তাহাতে সম্মত হইয়া
ছেন। গবর্নর জেনরল যে সকল ব্যক্তিকে মনো
নীত করিবেন তাহাদিগকেই লইয়া যাওয়া
হইবে এবং উহার ব্যয় দেওয়া হইবে।

আমেরিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে,
জুসিয়ানার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

আমুসবে কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হইয়া
ছেন।

—০:০—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশাঙ্গুসারী

নিয়োগ।

রাজ্য ও সামরিক বিভাগ।

১০ ই এপ্রেল। মুন্সী আইনজীবী ও লসখা
লির সব রেজিষ্টার হইবেন।

৭ ই মে। যশোরের কসিমপুর ও বাখরগঞ্জের
প্রতিমিদি অতিরিক্ত জজ এ. বি. কালকর
সাহেবকে আবেদন, কিছু দিন যশোর ও কসিম
পুরের অতিরিক্ত সেশিয়ন জজের প্রতিনিধিত্ব
করিতে হইবে।

৯ ই মে। নবীয়ার ডেপুটী কালেক্টর-বাবু
কালীপ্রসন্ন সরকার ১৮৭১ আর্ডার ১০ আইন
(বি. সি.) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাই
লেন।

বাবু শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য
উক্ত পদে অস্থায়ী প্রতিনিধি প্রদান শিক্ষক
হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
মৌলবী সাহাবুজ্জামান উদ্দীন জেনে কিছুদিনের
জায় হাজিপুর বিভাগের ভার পাইবেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেক্টর বাবু বিমানন্দ মুখোপাধ্যায় কিছুদি
নের জন্য ২৪ পরগণার সদর টেসনে বদলী
হইলেন।

মিয়লিখিত বজ্রিগণ পঞ্চাঙ্গিখিত স্থানে
সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। বাবু মহানন্দ ওল
২৪ পরগণা। বাবু ক্ষেত্রমোহন রায়
নদীয়া। বাবু শরৎচন্দ্র দত্ত যশোর। বাবু
অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় মুন্সিগঞ্জ। বাবু
উমাকান্ত দাস জৈনপুর। বাবু শরৎচন্দ্র দাস
পূর্ণিয়া। বাবু চণ্ডীচরণ বসু চাঁক।

বাবু হিমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঢাকা

বিভাগে ১৮৪৩ আর্ডার ১৫ আইন অনুসারে
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৬৩ আর্ডার ৯
আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি
হইবেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইলেন।

১০ ই মে। জৈনপুর শিলালান সাহেব কিছু
দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে পাবনার প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১২ ই মে। জৈনপুর আর এক, রামগনি
সাহেব জর্জ সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পদায়
পূর্ণিবালায় বিভাগের স্থল সমূহের প্রতিনিধি
ইনস্পেক্টর হইবেন।

জৈনপুর টি. জি চারলস সাহেব সাহেবের সর
কারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন এবং সেন
রান উপবিভাগে রহিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু
মেদীনী প্রসাদ সিং কিছুদিনের জন্য তৃতীয়
বিভাগের ভার পাইবেন।

১৩ ই মে। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টেণ্ট
সার্জন খেলাসাব দাস কিছুদিনের জন্য মুন্সি
গের দায়িত্ব চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৪ পরগণার জিন্না জিন্না স্থানের ভার লাভ
মিয়লিখিত জাকসবের: ১৮৭১ আর্ডার
১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা
পাইলেন।

জৈনপুর জি. ই. পোটার সাহেব বারাসাত।
জে. ই. বি. জে. সাহেব ডায়মন্ডহারবার।
জৈনপুর বাবু উদয়চন্দ্র মিত্র বসিরহাট। বাবু
মহিমচন্দ্র পাল লাভাইপুর। বাবু বিজয়নাথ
মুখোপাধ্যায় লাভাইপুর।

বাবু গোবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস পাটনা বিভাগে
১৮৪৩ আর্ডার ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী
মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৬৩ আর্ডার ৯ আইন
অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন
এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইলেন।

বাবু উমাকান্ত দাস চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৪৩
আর্ডার ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
এবং ১৮৬৩ আর্ডার ৯ আইন অনুসারে
ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

লেন্টনকে এড. সেন্ট প্যাট্রিক মাজিষ্ট্রেট
সাহেব আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী
কমিশনার হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজি
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

এড. এল. ডাব্লিউ।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারী।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ই মে। তেরাই উপবিভাগের সহকারী
কমিশনার জৈনপুর এ. ডাবলিউ পাল সাহেব মুন্সি
গের এবং সমুদায় বারজিলি বিভাগের হোটে
আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

হারজিলিঙের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার
জৈনপুর সি. ই. গোলডসবের সাহেব উক্ত বিভা
গের মুন্সিগের ক্ষমতা পাইলেন।

১০ ই মে। জৈনপুর বাবু মহিমচন্দ্র বিশ্বাস
১৩৪৩ আর্ডার একমাস অধিক মুন্সিগঞ্জের
অতিরিক্ত জজের ক্ষমতা পাইলেন।

জৈনপুর এস. রা. সাহেব কিছুদিনের জন্য
জৈনপুর প্রতিনিধি জজ হইবেন।

এ. বি. ও

রাজেশ্বরী গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারী।

—০:১—

আমুসবে বীরভূমস্থ বঙ্গবান্দা

নিবর্তিত।

১। রাইপুরের বঙ্গবান্দা অধিবাসীরা
গবর্নমেন্টের সমস্ত লাভের আশে উঠেন
এবং প্রতিবাদ। কিছু গবর্নমেন্টে যে কর্ম
ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন তাহার কোন

লক্ষণ দেখা বাইতেছে না। কলকাতা প্রজা
রক্ষা করা যদি গবর্নমেন্টের কর্তব্য কার্য
যদি অসম্পন্ন থাকে, তবে রাইপুরের

মুন্সি প্রজাগণ গবর্নমেন্টের কৃপাভূতি পাইবার
সম্পূর্ণ অধিকারী। তাহারা যে যে স্থানে
আপন আপন গৃহের পুনঃসংস্কার অথবা

ভাড়া সেহিনকার লোমপ্রকাশে বিবৃত
হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই

হয়। গবর্নমেন্ট এখন কিছু কিছু সাহায্য
করিলে আশঙ্কা পাইয়া যায়। আমরা

পুনরায় স্ফটিকভাবে বলিতেছি, অধি
বাসীরা নিত্যকাল অসংগতিপর। কোনরূপ

সহায়তা না পাইলে আপন আপন গৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবেন না।

২। রাইপুরের অধিবাসীদের সমস্ত
করিবার জন্য কতিপয় মৎস্য ও

মহোদয়কে সাহায্যে প্রার্থনা করা হই
য়াছে। বোধ হয় তাহারা কৃপা বিতরণে

কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।

৩। সে দিন লোম প্রকাশের
দেবে প্রসন্ন সিংহ মহাশয় মগ ১০০ পাত

টাকা হান করিয়াছেন বলিয়া খাওয়া
শক্ত হয়, তাহা জয় রণতঃ লেখা হইয়া

ছিল। বিশেষ অনুসন্ধান আবিষ্কার হইয়া
নগর কিছুমাত্র বেন না। তবে রাইপুরের

অপ্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারের সাধারণের কৃত্রিম

ওলি তালিকার আছে, তাহা হইতে ১২০০টি
রুপ নিত্যন্ত জোড়ীমহিগকে বেওয়া হই-
য়াছে । ইহার দ্বারা যেটাবুটি হিসাবে ঘরিতে
গেলে ৩০০ শিন সত টাকার জু'ন হইবে
না ।

৪। একজুটটার ২০০ জিনারগণ
মিন মণার জু'ন বা'ব শিনের শিনের
টোটে হইতে ১০ টাকার মনে এ গুণোণকরণ
সবাব দান করিয়াছেন ।

তাং ১৩ এ টোপা
১২০০ সাল

আমাদিগের করতামপুস্তক সংবাদ
সাতা লিখিয়াছেন:—

অনেকে শুনিয়া থাকিবেন মুনিগণ
প্রভৃতি পূর্ণতন হিন্দুবা অনমনে সিকানে
তপস্যা করতেন । পঞ্জাব প্রদেশে ঈশ্বরী
মা'মে এক গাকার সপ্তমণ অংক তাহার
সময়ে সময়ে দীর্ঘকাল অনাচারে থাকে ।
প্রবাস আছে ইহার রসনা হারা শারীরিক
কাণ্ড এক কালে কচ্ছ করিয়া রাখে, হুতরাং
এরূপ সময়ে ইবাদিগের মনোবৃত্তি সন্তোজ
থাকে কহাট এরূপ বোধ হয় না । কিন্তু আশ্চ
বোঁর বিষয় এই যে চুড়াডেহা সবডিবিজনের
অসংকত দামুডহরা এ'য়ে জিমতী দামী
মাত্রী এক বিধবা বহুকাল অনাচারে আছে
অথচ শারীরিক তুচ্ছ সুদুরার সন্তত সন্তোজ
রহিয়াছে । অনেক অনেক সময়ে ইহাকে
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন । শুনিয়া
আগামী টোপা মাসে কখনগরে পুনরায় ইহার
পরীক্ষা হইবে । আমরা ইহাকে অচক্ষে
দেখিয়াছি । কারণে সে এতাদৃশী দশা
প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও জিজ্ঞাসা করি-
য়াছি কিং পরিচয়গের বিষয় এই যে তুচ্ছ
মূল কোন কারণ তাহার নিকট হইতে
প্রকাশ পায় না । এই ত্রীলোকী সন্তত
পুণ্ডকার্যে ব্যাপৃত থাকে । আপনীর শরীর
রক্ষণার্থে কেবল গা'তে টেলমদন ও আন
করিয়া থাকে । এটী যে কোন বস্তুগণে ঘটি-
রাছে তাহাঘরে অনুমানও অনেক মতে ।
কোন পার্শ্বতত্ত্ববিদ্যাবিদ পাণ্ডিত্যের
কি'য়ে পরিচয় খোঁজার করিয়া ইহার
আবিষ্কার কর্ণব্য ।

আগামী ১৪ ই টোপা করতামপুস্তকের
এক সতর সাধনসঙ্গিক আবিবেশন হইবে ।

তাং ১৭ এ টোপা
১২০০ সাল

—০:০—

লাহোর হইতে একব্যক্তি লিখিয়া
ছেন:—

১৭ ও এপ্রেল রবিবার লাহোর আশ-
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, প্রতিষ্ঠার দিন মহান
উৎসব হইয়াছিল । প্রথমে আক্ষণ পূজা-
তন মন্দির হইতে প্রাতঃকাল সাড়ে পাঁচ-
টার সময় বাজির হইয়া সংকীর্জন করিতে
করিতে সতর প্রাক্ষণ করিয়া বেলা আট
টার সময় জুতন মন্দিরে উপস্থিত হন ।
এখানে আশের সংখ্যা প্রতি বৎসর । হুতরাং
সংকীর্জনের প্রথম অংক দ্বা'দী ম'দী হই-
য়াছিল । পরে অখানকার সংস্কৃত কালজের
কতকগুলি পঞ্জাবী হিন্দুবালাক আসিয়া
হুমধুর করে গান করিয়া সাধারণের অনীম
ীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন । এই সকল
ছাত্র বিত্ত হিন্দুধর্মাবলম্বী হইয়াও যে
আমাদিগের সহিত সঙ্গীত করিয়াছিলেন
তা'হার প্রতি কারণ ই'হারা সরলমতাব,
ই'হারা জা'নেন যে গরমণিতা পরমেশ্বরের নাম
সংকীর্জন করিতে কোন বিশেষ সমাজ বা
বিশেষ জাতির সীমিত মিলবার আবশ্যক
করে না । যেখানে সেখানে হউক না কেন
সেই মঙ্গলদাতার মঙ্গলময় নাম গ্রহণ করি-
লেই আপনীর মঙ্গল হয় । অনন্তর আরও
অনেক ওলি হিন্দুবালালী ও পঞ্জাবী
আসিয়া এই উৎসবে মিলিত হন । বেলা আটটা
অবধি দীন হরিজনিগকে আটা ও ডাউল
বেওয়া হয় । এক টা হইতে তিন টা অবধি
সঙ্গীত হয় পরে প্রায় তরটা অবধি পুনরায়
উপাসনা হয় । এই উপাসনার পর কিছু-
কাল সকলে বিশ্রাম লাভ করেন । অনন্তর
রাত্রি সাড়ে সাড়টার সময় হালিসহর
নিবাসী জীতুল বাবু করচন্দ্র মজুমদার একটী
ইংরাজী বক্তৃতা করেন । বক্তৃতাটি অতি-
শয় দীর্ঘ । হুতরাং তাহার সা'র ম'জ আপ
নার পার্শ্বগণের নিকট প্রকাশ করিতেছি ।
তা'হার মর্ম এই যে অ'লম্ব্য হিন্দু, খৃষ্ট ব

দুসলমান মর্ম হইতে (১) উৎপন্ন হয় মাই
বরং অন্য সকল মর্মের গভন ভূমি
এ পুণ্ডোজ ধর্মাবলম্বিগণ যেতন ই'হাদের
অবতারবিখ্যাকার করিয়া এই সকল অব-
তারগণকে পূজা করেন তাহেতা তা'রা
করেন না, ই'হারা কেবল সেই নিত্য শুভ
সর্বসম্মতীয় ই'হাদেরই উপাসনা করেন
ইত্যাদি বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে পুনরায়
সংগীত করিতে করিতে সতর প্রাক্ষণ করা
হয় । এই সময় হুইজন পঞ্জাবী বালক এমন
মিষ্ট করে গান করিয়াছিল যে তা'রা তত
করিবার সময় সকলের মন জু'দ হইয়াছিল ।

১৭ এ টোপা
১২০০ সাল

আমাদিগের খুদমহু সংবাদসাতা
লিখিয়াছেন:—

২। একগণ এ অঞ্চলে সাধারণতঃ চৌরের
উপদ্রব কিছু কম বটে । কিন্তু আর এক
মাস অতীত হইল, এই বসন্তে সে একটী
চুরি হইয়া যায়, তাহাতে বিশেষ কিছু
হুতন দেখা গেল । চৌরেরা একটী গুহের
খোঁয়া ও টাইল উঠাইয়া সমস্ত গা'র চুরি
করিয়া লইয়া গিয়াছে !!

৩। এই প্রা'মে নাপুণালোর ঘাট নাদে
গঙ্গাজীতর একটী ঘাট, শব চৌরের অন্য
নির্দিষ্ট আছে । ঘাটটী অসংখ্য সম্পূর্ণ
দ'লগা'লে অবস্থিত । তাহাতে তথায় শব
বাহ হইলে, যে অধিকাংশ অধিবাসীকেই
কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তা'রা বলা বাহুল্য ।
যদি কেবল এই প্রা'মেই শব বাহ হয়,
তা'রা হইলে আর প্রতিবিরতই বাহু সহ-
কারে চুড়াডের গীড়াজনক বিবৎ চূর্ণিত
ভোগ করিয়া আমাদিগকে বহু দুলা আশ্রয়
মুখ নিসর্জন দিতে হয় না । অজানা বত
আক্ষেপের ও কথা থাকে না, কিন্তু তা'রা
না হইয়া চতুর্দিকে আর এক দিবসের পথ
হইতে শব আনীত হইয়া থাকে । তাহাতে
অশান ভূমি এক ব'ও আর বিরাম প্রাপ্ত

(১) ১৭ ও এপ্রেল রবিবার লাহোর আশ-
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, প্রতিষ্ঠার দিন মহান
উৎসব হইয়াছিল । প্রথমে আক্ষণ পূজা-
তন মন্দির হইতে প্রাতঃকাল সাড়ে পাঁচ-
টার সময় বাজির হইয়া সংকীর্জন করিতে
করিতে সতর প্রাক্ষণ করিয়া বেলা আট
টার সময় জুতন মন্দিরে উপস্থিত হন ।

যুগ বেঁধে পান মা এবং জী ৩।৪ জোখী
রাজার মধ্যে আবার দু' একটা স্থান এরপ
আছে যে, গাড়িতে যাতে কইলে তখন
অর্ধ মাইল ভ্রমে (টে'ল বাড়ি) আর খোলা
ভটি পাইবার উপায় নাই । এক্ষণে গাড়ি
জাড়া আর ৩।৪ টাকার পরিমাণ যাত্রা আবার
আজিকালির দীর্ঘতায় র যাব্দ নদী ও
প্রতিবাহীকে ২।৪ দিন পর্যন্তই অসিতে
হয় বা আক্ষীদিকে আর ২।১ দিন বিচার
লয়ে উপস্থিত করাইতে হয় তবে সোণার
সোহাগা হয় । ইহাদের শারীরিক ক্লেশ ও
অনর্থক সময় বাণের তথ্য বলা বাহুল্য । যক-
দমা উপস্থিত হলে অনেকটাই সময়দিন ও
তাজি ২ টা পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে
হয় । যিনি এতটা বেশের তুচ্ছবোধী,
তিনিই আদিনিগের ব্যাকার যাব একে কথ-
চিত্র লক্ষ্য করিবেন । বাণা চড়ক যদি বাস্তবিক
পুণে একজন যুগ্মে অইসেন তাহা হইলে
রেলওয়ে, গবর্নমেন্টের চাকুরী অথ-
বা লজ গব, ও গবানদী প্রভৃতির সুযোগে
পূর্ণোক্ত সময় এইমত আদিনিগের
পক্ষে পরম যত্নের বিষয় হয় । এতদ-
কালে বাস্তবিকপুই যে উপযুক্ত স্থান তাহাতে
কাটারই ভিন্ন দর নাই । এক্ষণে গবর্নমেন্ট
আদিনিগের প্রত্যাবর্তী কার্যে পরিণত
করেন, ইহাই আদিনিগের প্রার্থনীয় ।

ক্রিঃ—

নদীয়ার নদী ।

সন ১৮৭০ সনের ১ ই মে ।

স্থানের নাম	সর্ব কমতি জল	ফুট	ইঞ্চ
মোহাম্মদ		২—৩	
তথা হইতে অধিপুত্র			
৭৪ মাইলের মধ্যে		২—৩	
জুপিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		১—	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে		২—৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে		২—৩	

গঙ্গার মহানদী	৩—৩
ভাটগাঁও	২
ভাটগাঁও	২
১ মৎ কড	২
বোল মাটি	২
আলিকদ	২
রতগঞ্জ	২

সন ১৮৭০ সনের ১২ ই মে বহরমপুর গঙ্গ
বাটের জলের মাণ ।

	ফুট	ইঞ্চ
বহরমপুর	১০	৬
১০ ই মে	১০	৬
১৮৭২	১০	৬

১৮৭৩ অব্দে (১৮৮০ সালের) প্রথম
মাসে যে সকল ঐক্যক মঙ্গলগের সোম প্র-
কাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদের
সরগর্ভ নাম প্রকাশিত হইল ।

জিহ্মক বাহু নদীম চন্দ্রমাণ মেনিগীপুর ।

- ১. রাজানন্দচন্দ্রনারায়ণ—বামুদা ।
- ২. ইজ্ঞানার্থ প্রকাশ—মোহাম্মদেয়া ।
- ৩. রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
মজুরপুর ।
- ৪. রাজা বাহুচন্দ্র গেরি মহা
ভারতেশ্বর ।
- ৫. মৌলবী আবদুল মজিদ
কাজির বাজার জিহ্ম ।
- ৬. গোল সাহিত্য সমাজ ।
- ৭. হারকানাথ মুখোপাধ্যায়
কালনা রামেশ্বরপুর ।
- ৮. গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী জয়ীদার
বানিকোড়া ।
- ৯. কিশোরচন্দ্র ভট্ট—বদমগঞ্জ ।
- ১০. ইজ্ঞানার্থ মুখোপাধ্যায় উকীল
দ্বিমাঙ্গপুর ।
- ১১. কেশবচন্দ্র কর্ণকার—জিহ্মপুর ।
- ১২. অম্বা প্রসাদ রায়—কালীমণ্ডিয়ার ।
- ১৩. করিম চৌধুরী জাকার—বাটোয়া ।
- ১৪. পণ্ডিত মনুজীয়া অধীন
মাণিকগঞ্জ ।
- ১৫. প্রজ্ঞানন্দ বাল—মোহাম্মদ ।

- ১. শিবচন্দ্র সিংহ—মুসলমানপুর ।
- ২. করিমচন্দ্র বহু—সিমুলিয়া গ্রাম ।
- ৩. চিত্তামণি চৌধুরী জয়ীদার
রঘুনন্দপুর ।
- ৪. রাজকুমার সিংহ—শীতল খুচি ।
- ৫. হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কিরোজপুর ।
- ৬. ত্রৈলোক্যনাথ রায়—আমলপুর ।
- ৭. শিবনাথ মিত্র—বারান্দী ।
- ৮. জয়দাস মুখোপাধ্যায়—অম্বাধ্যা ।
- ৯. রাজানন্দ সরকার—অম্বাধ্যা ।
- ১০. উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পঞ্জাব ।
- ১১. রঘুনন্দন লাল—দানপুর ।
- ১২. যজ্ঞেশ্বর দাস—মোহাম্মদ ।
- ১৩. হরচন্দ্র সিংহ—বুটবাজার ।
- ১৪. কালী প্রসাদ ভট্ট—মোহাম্মদ ।

—১০—

মুলা প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে এ কথ কতি-
তাই নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ মন্তব্যে
বোম প্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন ।

জিহ্মক বাহু হারানন্দ রায়

- ১. হারানন্দ রায়
বাটগাঁও । ১০
- ২. হরপ্রসাদ ভট্টগাঁও
কাঁকন মণিধ্যা ৪৫০
- ৩. ইজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গোবিন্দপুর ৪৫০
- ৪. অম্বাধিকারি মুখোপাধ্যায়
অম্বপুর ১০
- ৫. কাছাড় ডিবেজীন্দ্র রায়
কাছাড় ডিবেজীন্দ্র রায় ১০
- ৬. শ্যামলাল মিত্র—গয়া ১০
- ৭. জগদীশ পাবলিক লাইব্রেরি ১০
- ৮. শিবচন্দ্র সিংহ—কালপুর ১০
- ৯. গিরিশচন্দ্র বো—সোণারপুর ৩৪
- ১০. ভারতচন্দ্র চক্রবর্তী
দ্বিমাঙ্গ ৪৫০

পুটীয়া ইউজেন্টের আনোনিমে

সন সত্য ৪৫০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোণারপুর ডেবনের দক্ষিণ চান্ডিশোভার
জিহ্মক হারকানাথ বিদ্যাকৃষ্ণের বাসিতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ ।

২৮ সংখ্যা ।

“প্রবক্তাণাং প্রকৃতিবিশেষায় পার্থিবঃ সত্যেনা অসম্ভবতী ন হীযতাং ।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫০ টাকা

সন ১২৮০ । ১৪ ই টোকাঠ । ১২ ১৮৭৩ । এ ২৬ মে ।

মকমলে মাসুলসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা ।

সিদ্ধান্ত ।

মে'রানীপুর স্বরূপ মাণস-পুস্তকভাণ্ডারের
নিমিত্ত যে কোন মহাভা পুস্তক, পত্রিকা
ও অন্যকণ সাহায্য দান করিবেন, পুস্তকা-
লয় তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বপ্নে আবদ্ধ
থাকিবে ।

মে ১৮৭৩ খৃ ।

—ঃঃ—

কাকিনীরা শতদ্রুজ ব্রতালয়ের বিক্রয়
পুস্তক । মূল্য ও ডাকমাহুল পাঠাইলে
প্রাপ্তব্য ।

৬ তারাশঙ্কর মৈত্রেয় কৃত কমলাদত্তা-
হরণ প্রথম ভাগ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ । ১০
বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত হরি
বাসর তত্ত্বসার প্রথম ভাগ ১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১০
জগদীশ তর্কালঙ্কার কৃত বুধেলা রহস্য
নাটক ১০

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী
খণ্ড প্রথম ভাগ ১০
মহারানী বৃন্দাবনী কৃত বেহাওদত্ত
নাটক ১০
প্রজ্ঞানন্দ রায় কৃত কবিতা কুহস
মালা । ১০

জ্যোৎস্না বহু বিদ্যানি নাটক ১০
ঐপূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী
বিক্রেতা ।

—ঃঃ—

সরসো ভণ্ডেরা ।

একখানি সুতন রকমের নাটক । কলিকাতা
অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য ।
মূল্য এক টাকা ।

ঐচ্ছন্দ্যে রাখ ।

—ঃঃ—

ঐযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
প্রণীত “বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত
কি না এতদ্বিবাক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক”
প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস
স্ট্রীট সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ
স্থাপিত আছে । মূল্য ১ এক টাকা ডাক
মাহুল ইত্যাদি ১০ আনা ।

ঐচৌচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

—ঃঃ—

বঙ্গভাষার ।

ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
কিজিকাল ডায়াগনোসিস
অব ডিজিজ
অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব ।

ডাক্তার ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । উহার
কমের ৮ পেজি কর্ণওয়ালিস ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬
ডাকমাহুল ১০ আনা । উহার বাজাই অতি
শোভা এবং সুন্দর । চুচুকার প্রত্নকর্তার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
হোলে ঐযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায় ।

তৎকৃত অম্যান্য পুস্তক ।

১। গৃহবাস্তুরেই জাতবা খাজা-শিকা
ছই ভাগ একত্র ব'জাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল
১/০ উক্ত ছই টিকানার পাওয়া যায় । গর্ভি-
নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
চ'র্মট হওয়া অবধি ছই বৎসর পর্যন্ত
ভাষাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্জ-
লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটি গুরুতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বির বাধ-
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনা পুনা গর্ভজাব
নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসর চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতবা বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল চলিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে । সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
১ টাকা অবধারণ করা গেল ।

২। কলার অর্থাৎ বিসৃষ্টিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০ । এতলিখিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায় ।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্নাল অর্থাৎ
চিকিৎসা মর্শন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাহুল সমেত ৬ টাকা ।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)
মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৮টানি) ১০/০

৬। সুইসাইন্স প্রোগ্রেস-প্রণালী ১/১০

প্রত্যেকের ডাকমাগল এক আনা।
উক্ত দুই টিকানায় পাওর দাও।

—৪৪—

সংক্রান্ত খাতু পাঠ্যপুস্তক, বাণ্যে
খাতু, খাতুর্গ, সন্দর্ভক, সন্দর্ভকাদি উপসর্গ
যোগে খাতুর ভিন্নার্থ, খাতুজ শব্দ এবং
শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃতভাষ্যনির্দেশক)।
পদ, পদ খাতুকণাদি বিশেষকণে বিবৃত
আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল-
য়ের সর্বত্র পাউবেন। মূল্য ১৪ টাকা।

কলিকাতা জামজারটীট
নং ১১। ১২৭৯ } জিলাসকল
এম। অগ্রহারণ } বিদ্যালয়

—৪৫—

ঐযুক্ত বাবু ব্রজেনচন্দ্র সন্নিক্ত প্রসীত
“সামাজিক জিওগেমি” সংস্কৃত বস্তুর
পুস্তকালয়ে বক্রার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য
এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডাক মাগলদি
/০ আনা।

ঐযুক্ত চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

—৪৬—

রাণীপুত্র পটারি ওয়ার্ক।
যদি কাহার প্রস্তুত নির্দিষ্ট কোন প্রকার
জন্ম আবশ্যক হয়, আশ্রয় করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রযুক্তি গুণে বিক্রয়
প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ বরা প্রস্তুত নির্দিষ্ট নর্দামার পাইল
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অংশন ও
বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাউনের টাইল ইট।
যেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ
টাইল ইট।

করার ব্রিক।

কারার ক্রে।

বাটী ও মন্দির ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা
পাইল, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রযুক্তি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলিকাতা।

৭ নং বেডিংস স্ট্রীট } বরন এন্ড কোং।

—৪৭—

সোমপ্রকাশের মূল্য বিষয়ে একবিধ
নিয়ম করাই আমাদের উদ্দেশ্য। মূল্য-
বোধের বাস্তবিক প্রাহকের নিকটে অগ্রিম মূল্য
গ্রহীত হইয়া থাকে, কলিকাতার ও অধি-
কাংশ গ্রাহক অগ্রিম মূল্য দেন, অতি অল্প
গ্রাহকে মাসিক মূল্য দিয়া থাকেন। গ্রাহক
গণকে জানান বাইরেছে, এই কারণে সোম-
প্রকাশের মাসিক মূল্য রহিত করা হইয়াছে।
এ নিয়মে গ্রাহকগণের লাভ বিনা কতি
নাই।

—৪৮—

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ
দর্শন করিয়া দুই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান
লাভ কবিত্তে চাহেন, তিনি আমাকে (পেড)
পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরস্পর বিজ্ঞান
রত্নাকর পুস্তকের মধ্যস্থতায় যোগসাধন
করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক
মাগল ৬। সহর জিরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্তবা।

জীবেশবচন প্রায় কলিকাতা।

—৪৯—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।
অধ্যক্ষ।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর লেন।
সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা
পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে
প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা আত্মজ্ঞান
সংবাদ বর্ষিক বিক্রী আনন্দানী ও রত্নানী
দেশ বিদেশের প্রবাসিদের দর উপস্থিত
গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা
বৈষয়িক সাংসারিক সামাজিক ও রাজনীতি
ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রক-
টিত হয়। মূল্য প্রতি বৎসর ১০ আনা। অগ্রিম
বার্ষিক ৮ বাৎসরিক ৮ ট্রেন্সালিক ২০ ডাক
মাগল মনেত প্রায় ১০ আনা মাসে।

ঐযুক্ত চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

বাতিচারিণী ধর্মাবতার হইতে

বাক্য হইবে কি না?

(যদি প্রত্যয়)

গতবারে সঙ্গীনি করা হইয়াছে,

বিবাহ পবিত্র দাম্পত্য সহজের মূল এবং

দাম্পত্য সহজ বিধবার ধর্মাবতার লাভের
মূল, বাতিচারিণী ধর্মাবতার সেই সহজের
বিচ্ছেদ হইয়া যায়। সহজ বিচ্ছিন্ন হই-
লেও বাতিচারিণীর হস্তে ধর্ম-রাখা যে
কেমন বিলম্ব কৰ্ম্ম, একটী সহজ যুক্তি
দ্বারা তাহা প্রতীতিত হইতেছে। বোধ
কর আমি জীবিত থাকিতে জী বাতি-
চারিণী হইল। অপর ব্যক্তি তাহাকে
বাহির করিয়া লইয়া গেল। জী যখন
পলায়ন করে, সেই সময়ে স্বামির মণি
মুক্তা প্রবালাদি কতকগুলি বস্তুসমূহা জব্দ
লইয়া যায়। স্বামী সেই প্রযুক্তি পাই-
বেন কি না? যদি আমায় তাহা পাই-
লেই একল জব্দ দেওয়াইয়া দেন, বাতি-
চারিণী তাহা কোনক্রমে স্বামীর হস্তে
রাখিতে না পারে, তাহা হইলে স্বামী
হৃৎকালে আগনার পারলৌকিক জিহ্বা
নির্লীকার্য জী হস্তে যে ধন দিঃ স্বাম,
জী যদি পারলৌকিক জিহ্বা না করিয়া
সেই ধন উপপতির সহিত ভোগ করি-
বার বাসনা করে, সে ধন তাহার হস্তে
রাখা কি যুক্তিগত হয়? স্বামী জীবন-
কালে অপরূপ জব্দ ফিরা পান,
তাহার কারণ এই, তাঁহার ভোগ বাসনা
আছে। যদি তাঁহার ভোগ বাসনা না
থাকে, তিনি ইচ্ছা করিয়া সেই বাতি-
চারিণী জীকে দান করেন, কোন কথা
থাকে না। ঐরূপ স্বামী হৃৎকালে স্বামী
জীকে ধন দিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার
বাসনা এই, যে জী তাঁহার স্বর্গার্থ ঐ ধন
মিত্য নৈমিত্তিক জিহ্বা কলাপাদির অন্-
তান করিবেন। যদি জী বাতিচারিণী হইয়া
তাহা না করিল, স্বামির মনোরথ পূর্ণ হইল
না। অতএব সে ধন সে জী হস্তে রাখা
কিরূপে নাড়াগুণক হয়? যে ব্যক্তি হইতে
সেই মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা
আছে, ধন বাতিচারিণীর হস্তে হইতে
কাহার হস্তে বাওরাই কি সম্ভব নয়?
বীরমিত্রোদয়কার ল্পটাকরে এই কথা
লিখিয়াছেন:—

“ বজাধঃ প্রবাসুং পন্নং
অত্রানধিকৃত্যন্ত য়ে ।
অতিকথ্যজন্তে নরো
প্রাসাদ্ধানতামনাঃ ।

পুত্রবানামপি পুত্রাদীনঃ বজা-
নধিকৃত্যনঃ রিকথনধিকারঃ বদন্তো
নতাপুপন্যায়েন সুতরামভর্জ্যনঃ তব-
নধিনাংগীনাং ধনসমৃদ্ধং নিরসান্তি ।
যজ্ঞেঃ উদ্দেশঃ প্রবাসুং পন্নং হইয়াছে ।
যাহারা সেই যজ্ঞে অধিকারী, তাহারা
ধনভাগী হইয়া না। তাহারা কেবল প্রাসা-
দ্যাদিনে পাই ।

শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞে অধিকারী পুরু-
ষের ধন ধন্যধিকার নিরাস করিতেছেন,
তখন নতাপুপন্যায় যজ্ঞে অধিকা-
রিত্ব বিধবার ধন্যধিকার থাকে না,
একথা বলা হইয়াছে ।

“ ধন সমৃদ্ধং নিরসান্তি ”। এই
বাক্যটির ধন্যধিকারের পূর ও উত্তর
উভয়কালেই তুল্যরূপে অর্থ হইতেছে ।
যজ্ঞে অধিকারী বলিয়া যদি ধনে অধি-
কার না জন্মিল, ধন্যধিকারের পর যজ্ঞে
অধিকার হইলে সেই ধন যে তাহার
হস্তে থাকিবে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা
যাইতেছে ।

উক্ত প্রস্তাবিত ব্যক্তিচারিত্রীর বিষয়ে
কিছু বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন ।

শক্তিচর্য্যভিচারীয়াঃ পত্ন্যা হারী-
তেন ধন প্রচণ্ডং নিদিক্তং ।
বিধবা যৌবনস্থা চেৎ
নারী ভবতি কক্শা ।
আয়ুসঃ কপণার্থস্থ
মাতবঃ জীবনং তদা ।

ব্যক্তিচারিত্রী কু ভরণমপি ন । আচ্ছিন্দু
রিতরাশু চেভ্যভিচারীয়াঃ । যত্ন ব্যক্তিচা-
রিত্রীনামপি অশন বসন মানসুকাঃ ।
এবমেবং বিধিং কুর্ঘ্যৎ
যৌবনস্থ পতিভাষ্যপি ।

বস্ত্র দ্রব্যাণাং দেহক

বলেযুশ্চ ইত্যাদি ইতি ।

তদপি প্রারম্ভিতাবধি ।

তাৎ তদকুর্তীনাঙ্ক অমেনাপি নিরু-
শনমিত্যাদি ।

হারীত শক্তিতব্যভিচারী পত্নীর
ধনপ্রচণ্ডের নিবেদন করিয়াছেন । যৌবনস্থা
বিধবা নারী যদি কক্শা হয়, তাহার
জীবন সাপনার্থ কেবল প্রাসাদ্য-
দন দিবে । যাহার ব্যক্তিচার স্পষ্ট দৃষ্ট
হইয়াছে, সে প্রাসাদ্যদনও পাইবে না ।
কারণ ব্যক্তিচারিত্রীর প্রাসাদ্যদন
কাড়িয়া লইবে, শাস্ত্রকারেরা এই
কথা কহিয়াছেন । তবে যে পতিত
স্ত্রীকে অর্থাৎ ব্যক্তিচারিত্রীকে অল্পবস্ত্র
দিবে ও তাহাকে গৃহের নিকটে বাস
করিতে দিবে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বিধি
দিয়াছেন, ব্যক্তিচারিত্রী যে পর্য্যন্ত প্রার-
ম্ভিত না করে, সেই পর্য্যন্ত সে বিধান ।
যাহারা উচ্ছ্রতা বশতঃ প্রারম্ভিত না
করবে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে ।

স্ত্রী স্বাবসাদিধনের অধিকারিত্রী হইয়া
ব্যক্তিচারিত্রী হইলে সে যে তাহা হইতে
বঞ্চিত হয়, যাহারা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ
পান নাই, তাহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবিষ্ট
হইয়া জবাব করুন, বীরমিজোদরকার স্পষ্ট
বাক্যে ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহাদিগের
সেই ধন কাড়িয়া লইবে । কাত্যায়ন
কহিতেছেনঃ—

ভোক্তুমর্হতি কুংস্রাং শং

গুরুশুক্রাণ্যে রতঃ ।

ন কুর্ঘ্যৎ যদি শুক্রবাৎ

টেলপিণ্ডে নিরোজয়েৎ ।

অপকারজিয়াযুক্তা

নির্লজ্জা চাখ্যনাসিকাঃ ।

ব্যক্তিচারিত্রীয়া চ

স্ত্রী ধনং ন চ সাহতি ।

নাহঁতীতানেন ন দেহঃ জীবনপর্য্য-

প্তমপি । যতমপি চ তাদৃশ্যাঃ লক্শ্যাদিপ

পহরণীমিত্তি যতমপুণ্ডঃ ভবতি ।

যদি গুরুশুক্রবায় রত হয়, সমুদায়
অংশভোগ করিতে পাইবে । আর যদি
শুক্রবায় না করে, তাহাকে কেবল অন্ন
বস্ত্র দিবে । যে স্ত্রী স্বামির অনিষ্ট চেষ্টা
করে, অর্থনাশ করে, নির্লজ্জা হয় এবং
ব্যক্তিচারে রত হয়, সে স্ত্রী ধন পাইবার
যোগ্য নয় । ধন পাইবার যোগ্য নয় এই
কথা বসাতে জীবন পর্য্যন্ত ধন দেওয়াও
বিধেয় নয়, ইহা বুঝাইতেছে, দেওয়া হই-
লেও কাড়িয়া লইবে, এই দুই কথাই
বলা হইয়াছে ।

আমাদিগের বিচারপতিগণ ইহার
অপেক্ষা আর স্পষ্ট প্রমাণ কি চান ? যে
সকল সমাচার পত্র সম্পাদক তাঁহাদিগের
পুঙ্খবাহী হইয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা
এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেখিয়াও আর ব্যক্তি-
চারিত্রীর পক্ষপাতী হইবেন ? আমা-
দিগের বিচারপতিগণ শাস্ত্রের মন্তকে
যে পদাঘাত করিয়াছেন, সম্পাদকেরা
তাহাতে কি মন্তকে হইয়াছেন ? আমাদি-
গের শাস্ত্রের ও দেশীয় আচার ব্যবহার-
দির অবমাননা হইলে তাঁহারা যদি অল-
স্কউ না হন তবে কেন কথায় কথায়
ইংলণ্ডেশ্বরীর অগ্নিহুত যোদগার উল্লেখ
করিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন ? আমা-
দিগের গবর্ণমেন্টে দায়িত্বধারী সমুদায়
এদেশের শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্র
তাঁহাদিগের যুক্তির অসুস্থ হউক, আর
প্রতিকূল হউক, তদনুসারেই বিচার
করিতে হইবে, তাহার অন্যথা করা হইবে
না । বিচার পতিরা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া
যে বিচার করিলেন, এটা কি অন্যায় হয়
নাই ? অন্যায় কার্য্যের অনুমোদনার্থই
কি সমাচার পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে ?
যুক্তিও কি ব্যক্তিচারিত্রীর হস্তে ধন রাখি-
বার নিবেদন করিতেছে না ।

চোর খাবার চমৎকার

দৌলত

হাটের ভাঙার পুত্র বিচার

(মোটামুখে শুনে যেওনা শুধু)
রাসায় এদেশের প্রবাস থাকে হইয়া
উঠিয়াছে। অতীত রক্ত বিন্দু সকলেই
এ গল্প লইয়া আমোদ করিয়া থাকে।
আমরা এত দিন এই বিচারের কথা
শুনিয়াই আসিতেছিলাম; কিন্তু আজ
কাল আমাদিগের বর্তমান লেপ্টেনেন্ট
গবর্নরের শাসন প্রণালী ও পুলিশ কর্ম-
চারিগণ এই বিচার আমাদিগের চক্ষুর
গোচর করিয়া দিচ্ছে। আজ ৮ দিন
হইল, আমাদিগের এই আমের সংলাপ
কোমলিতা আমে দিবাভাগে একটী
চুরি-হা। তাহার বৃত্তান্ত এই—

এক দরিদ্র জীলোক একখানি ঘরে
বাগ করে। তাহার দুই মাত্র পুত্র, তন্মধ্যে
সংসারে আর কেহ নাই। পুত্র দুই কলি
কাতার মন্দর ঢালাই কর্তব্য করে। ২২-
কিঞ্চিৎ বেতন পায়, তাহাতেই দিন-
পাত হয়। জীলোকটী সন্তুষ্ট মোষ্ঠ
পুত্রটির বিবাহ দিবার আয়োজন করেন,
কিছু গচ্ছা গড়াইরাছিলেন, নগদ টাকাও
কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক
ভগিনীপুত্রের শীড়া হওয়াতে এক দিন
তাহাকে দেখিতে যান। ঘরে চাৰি বন্ধ
করিয়া গেলেন। ভগিনী পুত্রকে দেখিয়া
বাটিতে আসিয়া দেখিলেন, তালা ভাঙা
ও দ্বার খোলা রহিয়াছে। গৃহ মধ্যে
প্রবেশ করিয়া দেখেন, বাজ মধ্য
সে নগদ টাকা নাই, সে অলঙ্কার নাই।
নগদ ২১৯ টাকা, একখানি বাজ ও এক
ছদ্দা গোটে ছিল। সমুদায়ই লইয়া
গিয়াছে। জীলোকটী যে সময়ে চাৰি
বন্ধ করিয়া যান, যে সময়ে তাঁহার বাজির
পার্শ্বে এক ব্যক্তি গাছে উঠিয়া আস্ত
পাড়িতেছিল। সে সমুদায় জানিত,
এবং জীলোকটী যে চাৰি বন্ধ করিয়া,

গেলেন, তাহাও দেখিয়াছিল। আমের
পাঁচ জনে তাহাকে চোর সম্বন্ধ করিয়া
চৌকীদারের জিম্মা করিয়া দিল। চৌকী-
দার তাহাকে থানায় লইয়া গেল। কতক
দূর গিয়া চৌকীদার ফিরিয়া আসিল;
কিন্তু চোর নে নজ্জ ফিরিয়া আইল না,
সে বোধ্য। গেল; তাহার নির্ণয় নাই।
চৌকীদার এখন এই কথা বলে, চোর
কতক পথ গিয়া বলে, সে যে বাটিতে
চাকরী বনে, সেইখানে মাল আছে,
বাঁধির করিয়া দিবে। চৌকীদার সেই
জন্য তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিল।
সে তাহান মনিবে; বাজির মধ্যে প্রবেশ
করিল, চৌকীদার আর তাহাকে
দেখিতে পাইল না। সা ইনস্পেক্টর
পর দিন তাহার ক'রে আসিলেন।
তাহাকে চোর বলিয়া হঠাৎ হয়, সে
যাহার বাটিতে কর্মকাজ করে,
তাহাকে আনিয়া বলিলেন তোমাকে
চোর হাজির করিয়া দিতে হইবে।
তাহার উপরে শীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল
এবং জামিন লওয়া হইল। এই কারণেই
আমরা উপরে কহিলাম, হাটের
হাজার বিচার। চৌকীদার চোর ছাড়িয়া
দিল, তাহার উপরে শীড়াপীড়ি হইল
না। যে চোর ছাড়িয়া দেয় নাই
তাহার উপরেই শীড়ন। কেমন পঠরণ
এই চোর ধরিবার চমৎকার। চৌকীদার
নয়? ওরিকে চোরিত জব্দ পুনরায়
পাইবার যে আশা ছিল, তাহা ওচ্ছিন্ন
হইল। চৌকীদার যদি চোর ছাড়িয়া না
দিত, সব ইনস্পেক্টর তাহাকে সময়ে
পাইয়া যদি চোরিত জব্বের উদ্ধার
দেখা পাইতেন, বোধ হয় অপহৃত জব্দ
গুলি পাওয়া যাইত। কিন্তু বৃদ্ধের
সংস্কৃতে আর পঁচীর প্রাকৃত ঘর
পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। পুলিশ কর্মচারি
দিগেরই গুণ গরিমায় দরিদ্র জীলো-
কটির সর্বনাশ হইল। তিনি যে আর

ইহার পর আপনায় অপহৃত জব্দ
পাইবেন, আর সে আশা নাই। সে
জব্দ এতদিনে আনাত্তর ও রূপান্তর
হইল।

এই আমাদিগের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর
কায়েল সাহেবের শাসন প্রণালী ফল।
গোমে ৪৭১ খৃষ্টাব্দে পূর্বে কি শাসন
কায্য কি বিচার কায্য সকল যিগের
সমুদায় ক্ষমতা যেরূপ পেট্রিফিকেশনের
হস্তে ছিল, সে ক্ষমতার কোন নীমাব-
হন ছিল না, তাহাদিগের কায্যের কোন
লিখিত আইন ছিল না, তাহা না যা হজ্জা
তাই করিতেন, যেইরূপ আমাদিগের
শাসন সংক্রান্ত কর্মচারিগণ সর্বস্ব-
কার বঙ্গনমুক্ত হইয়া কায্য সম্পাদন
করেন, কায়েল সাহেবের এই ইচ্ছা। কর্ম
চারিগিরের আচরণ তাহা আমাদিগের
তাহাই জ্ঞানম হইতেছে। উদাহরণের
কায্য দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যেন কে
কোন নিয়মের অধীন নহে। তাহা যে
টঙ্ক, সে তাই করিতেছে। লেপ্টেনেন্ট
গবর্নরের যে এ মত বিধে অমোদন
আছে, তাহাও বিদ্যমান বোধ হইতেছে।
অন্য বিষয় হইলে তিনি এতদ পোর
পরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ মিনিট
লিখিয়া যান। সেই মিনিট অনর্গল
গালি বর্ষণ করিতে থাকে; কিন্তু এ সকল
বিষয়ে তিনি এক কালে সুসভাশূণ্য
হইয়া আছেন। তাহাও পুনিব কর্মচারি-
গির, কেবল মাণিত তাহার কন্যাক
হতা করিয়াছে, ইহা স্বীকার করা ইয়া
নিমন্ত জীলোকের উর মধ্যে চৌকীদারের
দাও পয্যন্ত প্রবেশিত করিয়াছিল!!
লেপ্টেনেন্ট গবর্নর তাহাতেও বাতনিস্পতি
করিলেন না!! কর্মচারিগিরের সাধুতার
উপরে তাঁহার অতলা ভক্তি। এই সকল
অভ্যচার তাহাৎই ফল বরূপ ফল
তেছে। তাঁহার বিশ্বাস যেরূপ হউক,
তাঁহার মত যে প্রকার হউক, এদেশে

সে মত চলিবে না। এখানে সে মত ভাল-
ইতে গেলে কেবল আমিরের জ্যেষ্ঠ প্রা-
ধিক্য হইবে। এদেশে মমুর প্রভুত্বের বেশ।
মমু বিলম্বণ মামুর চিনিতেম। তিনি
কর্মচারিদিগের উপরে বহুপ বিখ্যাস
করিতে করিতেছেন তদনুসারে কার্য
না করিলে কাহেল নাহেব কোনক্রমেস্ত
কাহা হইতে পারিবেন না তাহা এইঃ—

রাজ্যোচ্চি বক্ষাধিকৃতঃ।

পরম্বাদারিনঃ শঠাঃ।

ভৃত্যভ্যাপ্তি প্রাপ্তেণ

ভেদ্যারক্ষেমিমাঃ প্রজাঃ।

আরই শঠ ও পরম্বাদীরা রাজত্ব
হয়। অতএব রাজা ভাতিদিগের হইতে
এই সকল প্রজাকে রক্ষা করিবেন।

কাহেল নাহেব যে শাসন এগালী
প্রার্থিত করিতেছেন, তাহাতে ত হুই
কর্মচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজা রক্ষার
কোন উপায় দেখিতেছি না। যদি কিছু
কাল এই শাসন এগালী অপরিবর্তিত
থাকে, নবাবদিগের গত অধিকার
কালের বঙ্গদেশে পুনরুত্থান হইবে
সন্দেহ নাই। আমদিগের দুঃখ এই বঙ্গ
দেশ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া পরি-
শেষে যে যত্নকিঞ্চৎ স্বল্প দুঃখ ভোগী
হইয়াছিলেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হই-
লেন। পরপর কর্তী পুলিশের অত্যা-
চার সংবাদ কাহেল নাহেব বেন এক
বার আশা করেন। অচিরকাল মধ্যে
যে আর কর্তী সংবাদ পাইবেন, তাহা-
রও সম্ভাবনা হইয়াছে।

—১—

উদ্দেশ্যঃ ১৮৭১-৭২ অব্দে

শিক্ষাসংক্রান্ত হিসাব ও

লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের

সংক্ষেপ প্রকাশ।

অজ্ঞানতার কারণে দীর্ঘশিখা এবং
মহাভূমি মধ্যে বহুতর দর্শন করিয়া
আমদের না হয়। বঙ্গদেশে তিমিরাজ
বঙ্গদেশে তেমনি বিদ্যাজ্যোতির্ভূত

হইয়াছে। অতএব তদুদ্যমে যে আমদের
উন্নয়ন হইবে তাহা আশ্চর্যের নহে। সমু-
দায় বঙ্গদেশে পণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া
আমাদিগের আশঙ্ক নহে, লেখা পড়া
কিছু ছিল না বলিলেই হয়, তবু অনেক
হইয়াছে, এই বলিয়া আশঙ্ক। আশিও
অনেক গ্রাম গও দুর্ভ হইয়া আছে।
সেখানে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে
নাই। এতপণ্ড অনেক গ্রাম আছে,
সেখানকার লোকে কিছু কিছু শিখি-
য়াছে বটে কিন্তু যে শিক্ষার বলে সমা-
জের সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ হয়, আজিও
অনেক স্থলে তাহা হয় নাই। লেপ্টেনাণ্ট
গবর্নর স্বয়ংই তাহা এক প্রকার স্বীকার
করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৮৭১ অব্দে
৩১ মার্চ বঙ্গদেশে গবর্নমেন্টের নিজ ও
সাহায্যকৃত ৪২২৮ বিদ্যালয় ছিল এবং
১৮৭২ অব্দে ৩১ মার্চ ৪৪১২ বিদ্যালয়
হইল। ১৮৭১ অব্দে এই উত্তর বিদ্যালয়ের
ছাত্র সংখ্যা ১৬৩৮৫৪ এবং ১৮৭২
অব্দে ১৬৬১৪০। যাহাতে গবর্নমেন্টের
সাহায্য নাই, ১৮৭২ অব্দে তাহা গণনায়
১০৯০৯ এবং উহার ছাত্র ১৬৯৯৫৩
হইয়াছে। এতদ্বারা গ্রামা পাঠশালা
২০০০০ এবং উহার ছাত্র ৪৫০০০০ অনু-
মান করা হইয়াছে। সমুদায় লোক সংখ্যা
ধরিয়া যদি হিসাব করা যায় ১৫০ জনের
মধ্যে ১ জনের মাত্র শিক্ষা হইতেছে।
এ সংখ্যা যে অতি ন্যূনাত্মক লেপ্টেনাণ্ট
গবর্নর তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া
ছেন। এ অংশে তাঁহার সহিত আমাদি-
গের মতের বড় বিসম্বাদ হইতেছে না।
যে অংশে তাঁহার সহিত আমাদিগের
মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য হইতেছে, তাহা
এইঃ—

যাহারা বলেন উচ্চশ্রেণী ও মধ্য-
শ্রেণীর বিদ্যালয়ে হুই তৃতীয় অংশ
বালক নীচের ক্রমে পড়ে, তাহাদিগের
বিবরণে যে হয় তাহা প্রাথমিক

শিক্ষার বার বলি। গণনা করিতে
হইবে। যদি এরূপ হইল তাহা হইলে এই
সকল বিদ্যালয়ে যে বার হইতেছে তাহার
হুই তৃতীয় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার বার
হইতেছে বলিতে হইবে। লেপ্টেনাণ্ট
গবর্নর এ মুক্তির অনুমোদন করেন
না। তিনি বলেন, পাঠশালার এই
বারে উহার অপেক্ষা পাঁচগুণ
অধিক বালকের শিক্ষা হইতে পারে।
লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর আমাদিগের সমাজের
ও গ্রামের অত্যন্তরীণ অবস্থা ও গ্রাম-
বাসিন্দিগের মনোগত ভাব জানেন না
বাল্যকাল এরূপ কহিতেছেন। তিনি পাঠ-
শালার যে বার করিতে আরম্ভ করিয়া-
ছেন, উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির সবি-
শেষ উন্নতি হইলে সে বাচ্চের প্রয়োজনই
হয় না। উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যত
অধিক লোক দেখা পড়া শিখিবে, ততই
অনা অনা লোকের দেখা পড়া শিক্ষার
প্রয়োজন হইবে। তাহারা প্রতিবেশি-
দিগকে দুর্ভ হইয়া কোনক্রমেই নিশ্চিন্ত
থাকিতে পারিবেন না। তাহারা স্বতঃ
পরঃ চেষ্টা পাইয়া দুর্ভ প্রতিবেশিগ-
দের দেখা পড়া শিক্ষার উপায় করি-
বেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর অনুসন্ধান
করিয়া দেখিবেন, অনেক কৃতদিত্য ব্যক্তি
আত্মাকে বঞ্চিত করিয়াও অনেক স্থলে
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। মহারানী
স্বর্ণময়ী রানী শরৎ সুন্দরী বর্জমানের
মহারাজ প্রভৃতি বিদ্যাবিদ্যা যে মান
করেন, তাহা আশ্চর্যের নহে। তাহাদি-
গের অগাধ বিশ্বাস আছে, তাহারা অনা-
য়াসে ১০ টাকা ব্যয় করিতে পারেন।
কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গিত নাই যাহারা
উপরে কাশড় বাঁধি। অন্যান্য বিদ্যা
শিক্ষার্থী মান করেন, তাহাদিগের মানই
অধিকতর প্রশংসনীয়। তাহাদিগের
মানই নবাব কাছ হয়। তাহাদিগের এই
চেষ্টায় জীবিত লাভ হইতেছে। তাহাদি-

গের স্বাধীন করিয়া কামা করিবার জরুর
বলবতী হইতেছে, গবর্ণমেন্ট ক্রমেই সত
সংক্রান্ত বার সচিব দ্বারা করিতেছেন,
এবং লেখা পড়া আরও আরাম রূপে হই-
তেছে। লেফটেন্যান্ট গবর্ণর যে উদ্যোগ
উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও সেই উদ্য-
োগটী গ্রহণ করিলাম। জীবন্ত অধ্ব-
চ্ছ বিদ্যালয়গুলি বালিকাভার যে বিদ্যাল-
য়টী চালাইতেছেন, তাহাতে কাকার
সাহায্য নাই। গবর্ণমেন্ট যদি বিদ্যাল-
য়টিকে লেখা পড়া না শিখাইতে, তাহা
তহলে কি আশা এই বিদ্যালয়টী দেখিতে
পাইতেন। মোটে যত বিদ্যালয়গণের
নাম লেখা পড়া শিখিবেন, ততই
উদ্যোগ বিদ্যালয়গণের নাম গবর্ণমেন্ট সত
সত বিদ্যালয় দেখিতে পাইবেন। উদ্ভ-
ক্ত শিক্ষা দানের কেবল এই মাত্র ফল
নয়, দেশকে সংস্কৃত করিয়া তুলিবার
আর কাকার ক্ষমতা নাই। জাতিবোঁয়
গবর্ণমেন্ট যদি উক্ত লেখার বিদ্যালয় না
করিয়া কায়েল সাহেবের নাম কেবল
সামান্য পাঠশালা করিয়া সন্তুষ্ট থাকি-
তেন, লেফটেন্যান্ট গবর্ণর উদ্ভে। সাহেবের
রিপোর্ট উপলক্ষে যে আনন্দ প্রকাশ
করিয়াছেন, আজি কি তিনি সে আনন্দ
প্রকাশ করিতে পারিতেন?

এতলে আমরা লেফটেন্যান্ট গবর্ণরকে
আর একটা কথা কহিতেছি, তিনি যে
শ্রমী নিমিত্ত পাঠশালা করিতেছেন,
সে শ্রমীর অবস্থার বাবৎ উন্নতি না
হইতেছে তাহা তিনি সচল চেষ্টা করি-
য়াও সম্পূর্ণরূপে রুতকার্য্য হইতে পারি-
বেন না। লেফটেন্যান্ট গবর্ণর অনুমান করি-
য়াছেন, বাঙ্গলা দেশে আর ২০০০০
পাঠশালা আছে। আমরা কহিতেছি,
নিম্ন শ্রেণীর অবস্থার বত উৎকর্ষ
হইবে, ততই এই পাঠশালায় সংখ্যা
বৃদ্ধি হইবে, গবর্ণমেন্ট সাহায্য করুন, না
করুন, সে অপেক্ষা থাকিবে না।

উদ্ভে। সাহেবের রিপোর্টে স্পষ্ট
দৃষ্ট হইতেছে, সীমিতকর অবস্থা অতি-
শয় শোচনীয়। কলিকাতা ও তদ্রিকট
বন্দীস্থানে যে কিছু শিক্ষা হউক, দূর
পল্লীগ্রামে কিছুনা শিক্ষা হইতেছে
না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।
১৪ পরগনার ১৭৪০৭ স্ট্রীলোকের মধ্যে
৬ টী মাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে।
সীমিতকর একজন দূরবস্থা হইবার অনেক
গুলি কারণ আছে, বাবৎ মেণ্ডলি অণ
নীত না হইবে, তাহাও উদ্যোগ উন্নতি
হওয়া উক্ত। প্রথমতঃ আজিও বহুল
পরিমাণে পুরুষের লেখা পড়া হয় নাই।
মহানিগের লেখা পড়া জ্ঞান নাই
স্ট্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা তহলে
বিপদ ঘটবে। তাহানিগের এই সংস্কার।
তাহানিগের একজন সংস্কার হইবার
কতক মূল্য আছে। বোধ কর, একটা
বালিকা লেখা পড়া শিখিল, এক মুখের
মতিত সাধারণ বিবাহ হইল। মুখবতল
প্রবেশে সচরাচর এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়া
থাকে। স্ট্রীলোকটির মনে লেখা পড়া
শিখিতেছে বালিকা অভিমান আছে,
স্বামী মূর্থ, সুতরাং তাহার প্রতি অপ্রত্যা
জ্ঞান। বোধো যোগো মিলন না হইলে
প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অল্প। স্ট্রীলোক-
দের সম্প্রদায় প্রণয় না থাকিলে সংসার
বিষয়া হইয়া উঠে। 'চতুর্থতঃ অনেকের
অবস্থা মন্দ। অনেক স্ট্রীলোককে স্বয়ং
সামান্য গৃহ কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ট্রীলোক
কিছু লেখা পড়া শিখে, তাহার সামান্য
গৃহকর্ম্ম করিতে যুগা আছে। স্বামির তেমন
অবস্থান নহ, যে সে অন্য লোক দ্বারা
তাহা সম্পন্ন করিয়া লয়। সুতরাং
সংসারে বিবস বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে।
তৃতীয়তঃ এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচ-
লিত। বত দিন পিতা মাতা জীবিত
থাকেন, তত দিন সন্তানের কোন

বিষয়ে জড়িত থাকে না। পূজবধু
কিছু লেখা পড়া শিখিয়া স্বস্ত্রালয়ে
আইলেন। তাঁহার ইচ্ছা আরো লেখা
পড়া করেন, তাঁহার খামিবও ইচ্ছা
আরো কিছু শিখান। কিন্তু মাতা পিতা
প্রতিবাদী হইলেন; সুতরাং তাঁহা
দিককে নিরস্ত হইতে হইল।

বাল্যবিবাহ অথবা প্রাকৃতিক বিবাহের
পূর্বে অধিক লেখা পড়া শিক্ষা হইবার
সম্ভাবনা অল্প। এই অবস্থার ফলে অশ-
রিত না হইলে সুচারুরূপ স্ট্রী শিক্ষা
হইবার কোনক্রমেই সম্ভাবনা নাই।
ইহাও এদেশের পুরুষদিগকে উদ্যোগশিক্ষা
দানের আবশ্যকতা কহিয়া দিতেছে।
উদ্যোগ শিক্ষা ভিন্ন আর কারো এমন
সামর্থ্য নাই যে এই অবস্থার গুলিকে অশ-
রিত করে।

উদ্ভে। সাহেব যে আর একটা কথা
উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বাবাদে সচরাচর হই
তেছে, গবর্ণমেন্ট এদেশীয়দিগকে যত
উচ্চ প্রকার শিক্ষাদান করিবেন, ততই
এদেশের মঙ্গল হইবে। সে কথাটী এই।
তিনি বলেন বঙ্গদেশে যত মাধ্যমিক
বিদ্যালয় আছে, তাহার যে গুলিতে
এদেশীয়দিগের অধ্যাক্ষতা আছে, মিশ-
নারিদিগের বিদ্যালয় অপেক্ষা মেণ্ডলি
উচ্চতর। সুশিক্ষিত এদেশীয়েরা সকল
বিষয়েই পাকিস্তান প্রদর্শনে সমর্থ হন।
স্ট্রীলোককে যে বিষয়ে ফেলিয়া দিবে,
সেই বিষয়েই তাঁহার কাড়িয়া ছাড়িয়া
উঠিবেন। গবর্ণমেন্ট স্ট্রীলোককে সকল
বিষয়ে বিশ্বাস করেন না। উদ্যোগ উন্নতির
বিষয়। মিশনারি বিদ্যালয়ে যে ভাল
লেখা পড়া শিক্ষা হয় না, তাহার কারণ
এই, খুঁট ধর্ম্মে দীক্ষিত করাই
স্ট্রীলোকের মুখ্য উদ্দেশ্য, শিক্ষাদান
মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। স্ট্রীলোকের শিক্ষা
দান কার্য্যটী ফল বহুলিও নিতান্ত
অত্যুক্তি হয় না। মিশনারিরা জোর করি

বেন না, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়াই
আমরা এইরূপ আক্ষেপ করিলাম।

—
যাও রহে।

মা'মু'র যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাটী বড়
প্রবল। মা'মু'র খবর অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তণ
কণ্ড বিনোদনের সুযোগ না পাই, তখন
বাগযুদ্ধ দ্বারাও উহার বিনোদন করিয়া
থাকে। ইংরাজীতে ভারতবর্ষের গ্রাম-
নগর নদ-নদী প্রভৃতির নাম লিখিবার
প্রণালী নাই; এবং ভারতবর্ষের গবর্ণ-
মেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না।
এই বিষয় লইয়া তুঙ্গুল সংগ্রাম চলি-
রাছে। এখন ঐ নামগুলি লোকে ইচ্ছা
মত লিখিয়া থাকেন। ভাষাতে উহার
নানাজুগুণ হয়। কতকগুলির মত এই,
নানোজুগুণ না হইয়া একরূপ হওয়া উচিত।
অনোরা নিয়মবদ্ধ হইতে চান না। তাঁহা-
দিগের মত এই, যাহার যেমন ইচ্ছা
তিনি তেমনি লিখিবেন। এ বিষয়
লইয়া বিবাদের ত কোন কারণ দেখা
বাইতেছে না। একবিধ প্রণালী অবশ্যই
বিধেয়। ভাষাতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ
কষ্ট হইবে বটে কিন্তু উত্তরকালে উহা
সকলের সুখের কারণ হইবে। বাঁহারা
এক একটা শব্দে দুই তিনটা করিয়া
অক্ষর লুপ্ত করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের
নামের নিয়ম বন্ধনে এত ভর করিতেছেন
কেন? নিয়মবন্ধন ব্যতিরেকে কোন
বিষয় সুশৃঙ্খল হয় না। এবিষয়ে গেল্টমেন্ট
গবর্ণর কায়েস নায়েবের মত আমা-
দিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় হইতেছে।

ধর্ম শিক্ষার বিষয়ে আমাদিগের
ইচ্ছা এই, অগতে যত প্রকার ধর্ম প্রচ-
লিত আছে, সমুদায়ই উপধর্মস্বীকৃত।
যদি ভাষা ক্রমে বঙ্গদেশ ইংরাজী
শিক্ষার প্রভাবে উপধর্মের হস্ত হইতে
মুক্ত হইয়া এক জাতির আরাধনরূপ
বিশ্বজাতির মূল ধর্মের আশ্রয়স্থান হইবে;

লখন করিয়া সুখী হইতেছেন, এমন
সময়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা দিয়া সেই
বঙ্গদেশকে উপধর্ম পক্ষে মজ্জিত করি-
বার চেষ্টা হইতেছে কেন? ধর্ম শিক্ষা
করিয়া যে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা
হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রচলিত
নীতি গ্রন্থ গুলি পাঠে কি সে ফললাভ
হয় না?

নবশো বগেরা (১)।

নামটাই কেবল কৌতুকাবহ নয়, গ্রন্থ-
বাসিকেও কৌতুকাবহ বাক্যদ্বারা পরিপূ-
রিত করা হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ
করিয়া দুই ঘণ্টা কাল আনন্দ ভোগ করি-
রাছি। আমাদিগের সমাজ মধ্যে আজ
কাল যে সমস্ত বোঝ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে,
গ্রন্থ মধ্যে তাহার অনেক গুলির মিস্রা করা
হইয়াছে বটে কিন্তু গ্রন্থখানি অজিনবেশ
পূর্বক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীকমান হয়,
কন্যা বিক্রয়ের দোষ কীর্জন করাই গ্রন্থকা-
রের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঁহারা কন্যা বিক্রয়
করে, তাহারা অতি নীচ প্রকৃতি হইয়া যায়
না থাকে তাহাদিগের দশা না থাকে কন্যার
শুভাশুভ চিন্তা, না থাকে ভক্ততা, না থাকে
চক্ষুর লজ্জা। গ্রন্থকর্তা, মুসলমানের এগুলির
বর্ণন করিয়াছেন। রামধন মজুমদার ও
গোপীমোহন ভট্টাচার্যের চরিত্র পাঠ
করিলে দৃঢ়তর রূপে এই সংস্কার জন্মে
কন্যা বিক্রয়তর ভুল্য জঘন্য লোক পৃথিবীতে
আর নাই। রামধনের জাত সাভুলাল
হিন্দীতে আপন জাতপুত্রীর নরশত টাকা
নীলাম ডাক ডাকে, তাহাতেই গ্রন্থের
নবশো বগেরা নামকরণ হইয়াছে।

গ্রন্থের বৈরাগ্য নাম রাখা হইয়াছে, ও রাম
ধনের চরিত্র বৈরাগ্য বর্ণন করা হইয়াছে।
রামধনের বন্যা সরলার বিবাহ ঘটনা কিন্তু
তদনুকরণ হয় নাই। বাঁহারা কন্যার এত
অধিক পণ দিয়া তাহাদিগের সংসারে কন্যা

(১) এবানি নাটকাকারে রচিত, গ্রন্থকা-
রের নাম নাই, কলিকাতা। বহুবাক্যের ৫২ নং
বিদেহায় বন্দোপাধ্যায়ের গুলি, শ্রীযুক্ত কোম্পা-
নির যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

দান ঘটয়া উঠে না। অশীতিপর, দুর্ভিক্ষ,
কুশল ঘূর্ণেরাই তাহাদিগের লক্ষ্য হুত
হইয়া থাকে; কিন্তু সরলাকে উক্ত পাত্রে
হস্তগত করা হইয়াছে। এ অংশে গ্রন্থকর্তার
ক্রটি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সরলার রক্তের সহিত বিবাহ হয়।
রক্তকে রমানাথ মজুমদারের ভাগিনের
বলিয়া সকলে জানিত, বাস্তবিক রক্ত
কানাই ঘোষালের পুত্র। উহার ভগ্ন হইয়া-
মাত্র রমানাথের ভাগিনী বিন্দ্যবাসিনী খাত্তী
ও সাভুলালদ্বারা উহাকে চুরি করিয়া লইয়া
যান। খাত্তী এই রব করিয়া বেগ বে ছেলে-
টিকে স্থানান্তরিত করিয়া গিয়াছে এ গুট বৃত্তান্ত
সকলে জানিত না। রক্ত রমানাথের ভাগি-
নের ইহাই প্রচার ছিল। এই কারণে
বিবাহ সভার অতিথির গোলাযোগ উপস্থিত
হয়। অনেকে এই আপত্তি করে, মাতামহ
গোত্রের বিবাহ, শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। এই
গোল করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভা
হইতে উঠিয়া বাইবার উপক্রম করিতেছে,
এমন সময়ে কানাই ঘোষাল কাশীভক্ত হিন্দ্য
বাসিনীর চিঠি পানিয়া গুট বৃত্তান্ত প্রকাশ
করিয়াছিলেন। রক্ত রক্তনায় এ অংশটী যদি
টন জোঙ্গ নামক ইংরাজী নবেলের অন্তর্ভুক্ত
না হইত, অবিকতর সমরভারী হইত সন্দেহ
নাই। সাভুলালের অনেক স্থলের গাঁজা-
খুরী কথা ও রক্তনের বন্ধু ভ্রাতৃ নবীন বাবুর
জ্যেষ্ঠ পুত্রিয়া আমরা হাল) সমরণ করিতে
পারি নাই। গ্রন্থের অধিক অংশ গ্রন্থসমীক্ষার
হইয়াছে। লেখকী সরল ও সুমিষ্ট হই-
য়াছে।

আমরা উপরে কহিয়াছি কন্যা বিক্রয়ের
দোষ কীর্জন করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।
বাঁহারা আমাদিগের সমাজের অভ্যন্তরীণ
বৃত্তান্ত না জানেন, তাঁহারা মনে করিতে
পারেন আমাদিগের দেশের সকলেই কন্যা
বিক্রয় করে, সকলেই জঘন্য। বাস্তবিক
তাহা নয়। যে সকল ব্যক্তির লেখা পড়া
জ্ঞান আছে, ভক্ততা আছে, মান সম্মানে
মায়া আছে, তাঁহারা এ পবিত্র কাজ করেন
না। শাস্ত্রকারেরা কন্যা বিক্রয়ের বিচার
নিষেধ করিয়াছেন। কাশীপ কহিয়াছেন—

শ্রুতেন যে ঐশ্বর্য্য
স্বহুতাং লোভমোহিতাঃ ।
আত্মবিকল্পঃ পাণ্য
মহাকলিঃ কারিণঃ ।
পতন্তি নরকে ঘোর
মস্তি চাপলমঃ কুণঃ ।

বেশকল ব্যক্তি মোহে মোহিত হইয়া
শুল্ক গ্রহণ করিয়া পন্যাসান করে, আত্ম
বিকল্পকারী মনোপাণী সেই সকল ব্যক্তি
ঘোর নরকে পতিত হয় এবং চাপল্যবশত
নরকে পতিত করে ।

ব্রাহ্মণ্যবির শুল্ক গ্রহণ করে থাকুক
বান মনু বলেন “ আদমীক ন পুত্রোপি
কন্যাঃ দুহিতরং ননং ” কন্যাহীন করিয়া
শুভ্রও শুল্ক গ্রহণ করিবে না ।

আমরা উপসংহারকালে পুনরায় কহি-
তেছি বাহ্যিকের কাণ্ডগ্রহ নাই, শাস্ত্রজ্ঞান
নাই, কন্যা প্রভৃতির উপর দয়া নাই, তাহা
বাই কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে ।

বিবিধ সংবাদ ।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ গোমবার ।

এবার চট্টগ্রামের এড, পাবলিশার্স এবং
মাসিক গল্পের বাবু রজনী কান্ত সেন গিল-
ক্রাইস্ট ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছেন ।

গত বৃহস্পতিবার টাউনহাусে অভিনয়-
গের এক সভা হয় । ডাউলিন সাহেবের
বৃত্তাভ্যাসে এই পর্বে একজন বাইসহেয়ার
মাসিক নির্বাচনের জন্য এই সভা হইয়াছিল ।
আমরা অজ্ঞানিত হইলাম, বাবু উমেশচন্দ্র
মজুমদার ১০০ টাকা মাসিক বেতনে এই পর্বে
নিযুক্ত করা হইয়াছে । প্রতি মাসে ৫০
টাকা বেতন রহি হইয়া পরে ১২০০ টাকা
পর্য্যন্ত হইবে । কেবল তাঁরনামে সাহে-
বকে এই পদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন
কিন্তু অধিকাংশ অভিনয় উমেশ বাবু পক্ষ
হওয়াতে তাঁহাকেই এই পদ দেওয়া হই-
য়াছে । উপযুক্ত পাত্রেই কার্য্যভার ন্যস্ত
হইয়াছে ।

ইংলিসমান ভূমিহাছেন অনবরত ই,
সি বেলি সাহেব পুনরায় কলিকাতা বিখ্যি-
য়ালয়ের বাইস চাপেলর হইয়াছেন । আর

কি দুজন লোক পাঠরা যার না ? দুজনের
যেমন উৎসাহ থাকে, পুরাতনের যেমন থাকে
না ।

আসিতে তেজুর অভিনয় প্রারম্ভ হই
রাছে । শত করা আর ৬০ জন এই পাঠার
কটী পাঠিতেছে ।

পিরমিরর বলেন, কলীরা সমুদ্রের কন্যার
মস্তি কেঁদুনের ডিউকের বিবাহ হইবে ।
আমরা ত ডিউক অব এডিনবার্গ কথা শুনি-
য়াছিলাম । শেষে পিতৃপালকের বিবাহ
ব্যাপার যেন না হয় ।

এন্সল এবং বার্চ সাহেব হাইকোর্টের
জজ হইয়াছেন বলিয়া এজেন্টে একশিত
হইয়াছে । এক্ষণকার হাইকোর্টের জজদি-
গের নিয়োগ সংবাদ ভিন্ন প্রায় সংবাদ
পাঠকগণের গোঁচর করা আদ্যবিরের ভাণ্ডে
মস্তিহা না ।

পিরমিরর বলেন, কলীরা বিদ্যা অবি-
কার করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত
হয় তাহা অযুক্ত । বিহার ৪৫ জোশ সুব-
বর্তী উরগজ নামক স্থান কলীয়েতা অধিকা
করিয়াছেন । অন্যান্য যে টেলিগ্রাম আন-
রাছে তদ্বশনে এই কথাই অধিকতর সম্ভব
বলিয়া বোধ হয় ।

হাসল এবং সেরাডের অযুক্ত বেজর
ম্যাকডোনাল্ডের হত্যাকাণ্ডকে আশ্রয়
বিহাছে বলিয়া উত্তানিগের চাক্ষা অজ্ঞান
করিবার প্রস্তাব করিয়া প্রধানতম গণবৈ-
কটের নিকটে পঠান হইয়াছে । কে এ
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হয়
না । বোধ হয় বাহারা যুদ্ধ দেখিতে ভাল
নামেন ।

বহুবিশেষ ম্যার অযোগ্যত্রেও শুল্কের
পাঠা পুস্তকের পরীক্ষা জন্য এক কমিটি
নিযুক্ত করা হইয়াছে ।

আমরা ভাবিয়াছিলাম মিস আক্রয়েড
হইতে এবশের অনেক উপকার হইবে,
কিন্তু তাঁহার যোগ্যতা তাই দেখা বাহিতেছে,
তাঁহাতে যোগ্যতা তাঁহার এবশের ভাল
করা করে থাকুক, তিনি ম্যার কিছুদিন এই
উক্ত বেশে থাকিলে তাঁহার নিজেরই গুণরা-
ইয়া উঠা ভার হইবে । সম্ভ্রান্তি তিনি না কি

কেশব বাবুকে এক দিন বটীতে ডাকিয়া
গল্পচিত্রভঙ্গনা করিয়াছেন । ইহার কারণ
এই, মিরর ও হুলড পত্র কেশব বাবুর । এই
দুই পত্রে লিখিত হইয়াছিল “ মিস আক্র-
য়েড বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ডায়ানথা-
রিকা হইবেন এই কথা জনসম্মুখিত হইবে ” ।
ইহাতেই আক্রয়েডের শোণিত উজ্জ্বল হইয়া
উঠিয়াছে । এতদ্বারা একজন যুগের স্ত্রীলোকের
মস্তি ধমরা উঠা সম্ভব নয় । এই ভাণ্ডা
কেশব বাবু উক্ত মিসের প্রাণবিক্রম
কর্ম্মীর সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়া এক
চটি লিখেন । আক্রয়েড তদ্বশে লিখিয়া-
ছেন “ আপনি পদ ত্যাগ করিতে বাঁচি
রাছি, বড় স্বামী হইয়াছি, আপনীর মস্তি
উক্ত পত্র হইতে সম্ভব আছে জানিলে আপ-
নাকে সভ্য করিয়া না । ” মিস মীমা
নামের করিয়া কোণ পক্ষাণ করিয়াছেন
বলিয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া, কিন্তু
তাঁহার ভোগের কারণ যত্নে । তিনি যান
তরং পদান হইয়া স্ত্রী বিদ্যালয় কর্ত্তে-
ছেন, তখন তাঁহাকে বেথুন বিদ্যালয়ের
ডায়ানথারিকা বলিয়া সম্মানিত প্রচার করা
মিরর ও হুলডের ভাল কাজ হয় না ।
এবং মিরর টাংলাওর আর ৭১ কোটি টাকা
সম্মানে ব্যয় করিবে আবেদনী আর ১০
কোটি । ভারতবর্ষের আর ৪৮ কোটি, সম্মানে
আবেদনী ও অধিকমের আর ৫৭৮ ১১
কোটি । ইংলও শীত প্রাধান বেশ, ইংলওর
শ্র ১০ কোটি টাকার মাসিক সেবন সভ্য হয়,
কিন্তু উক্ত প্রাধান বেশকে ১১ কোটি টাকার
মাসিক ছাত্রা আরো উক্ত করিলে তন্ময়ে যে
ইহা দাম্পত্যের আকর্ষণে উঠিয়া যাইবে ।

গত বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে
১২০৬ ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন । হাস্পাতালে
৪১০০০ রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে ।
মেডিকেল কলেজ হইতে তন্ময়ে ২৬২৭৭
ছাত্র বহির্গত হইতেছে, এটা উদ্ভূতির চিত্র
সন্দেহ নাই, কিন্তু পাঠার উদ্ভূতি না হইলে
এ উদ্ভূতির প্রয়োজন হইত না ।

দিল্লী বালাজুর গড় ডিওরানি ফিরোজ
পুর বাতানী এবং অমৃতসারে বসন্তের
বিস্তার প্রাচুর্য্য হইয়াছে ।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

কিছুদিন হইল আনেন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা যশোজ্যোত্স্নের নামে যে আভিযোগ করেন, গতকলা বিচারপতি মাককান্দার ও পণ্ডিতের তাহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। মককান্দার আশ্রয় হইয়াছে। ফরিদা-দিকে আসামিদিগের সমুদায় খবর দিতে হইবে। বোধ হয় আনেন্দ্র মোহন ইহাতে ক্ষান্ত হইবেন না, প্রাথমিকভাবে আপীল করিবেন। প্রায়শ্চুত ঠাকুরের বোম্বাই এখন এই টাকার আশ্রয় হইতেছে।

সম্প্রতি পুনরুত্থিত একটা ১০।১৭ বৎসর বয়স্ক বালিকার প্রতি তাহার স্বামী মৃত্যুর ও শাওড়ী আত্মতুষ্টি করিয়াছে। প্রথমে তাহার শরীরের আশ্রয় দত্ত করিয়া পরে তাহা পা বাগিয়া দুই তিন দিন অনাহারে ফেলিয়া রাখা হয়। কি তরানক! বাল্য বিবাহ নিবন্ধন এদেশের অনেক স্ত্রী লোককে প্রায় এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

সেহিন শেখ বেগী নামক এক ব্যক্তি আট মাস আশ্রয় মূল্যের একখণ্ড কাপড় চুরি করিয়াছিল বলিয়া হাটকার সেসিঃনে বিচারার্থ আর্পিত হয়। যখন এই ব্যক্তি এই কাপড় চুরি করে তখন সে তৌর্যাপাড়াই কানাকড় ছিল। ইহার পূর্বে একটা ডাকাইতি মকদ-মায় ইহার ৭ বৎসর মেয়ে হইয়াছিল। এ তিন ২।৪ মাস বেয়াদি অনেকবার হইয়া গিয়াছে। এ বার হাটকার আভিযোগ সেসিঃন জন টেটেনমায় সাংঘে তাহার ১০ বৎসর ছিপাঙ্গুর বাস আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার সমুদায় পাণের এককালে প্রায়শ্চুত হইল।

মিস আক্রমোভের প্রত্যাখ্যাত স্ত্রী বিদ্যালয়ে মহারানী স্বর্ণময়ী ৫০০ এবং বর্জম'নের মহারাজ ৬০০ টাকা দান করিয়াছেন। এক-কালীন দান ও মাসিক চাঁদা দ্বারাও আরো কতক টাকা উঠিয়াছে।

দায়জালিত নিউস বেলন, পাঞ্জাবীদিগের নিকটে গবর্নমেন্টের বৈতিক বৃদ্ধির বাগান আছে উহা পরিবর্তিত করা হইবে। এ পরামর্শ ভাল হইয়াছে।

অত্যন্ত বৃষ্টি নিবন্ধন পূর্ণ সকল অগম্য হওয়াতে পঞ্জাবের লেফটেনেন্ট গবর্নরের কাছীয়ে বহিতে 'বলদ' হইয়াছে। এ সকল রাজ্য তৎপালক ওয়ার্ড বিভাগের মধ্যস্থতা করিয়াছেন?

আমরা দুঃখিত হইলাম, বারানসীর সুব-ডিনেট জজ বাবু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। সর উইলিয়াম' মিউর ইহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং আশা করিতেন।

গত সপ্তাহে কাঞ্চল সাংঘে দুমসং হইতে দায়জালিতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার দুমসং গমন যে কল হইল শীত তাহা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে। কাঞ্চল সাংঘে যখন গিয়াছেন তখন একটা না একটা করিয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই।

২০ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

সম্প্রতি বারানসীতে একটা আশ্রয় জুরাচুরির বিচার হইতেছে। মদিলাল নামক আশ্রয় একজন বণিক পোষ্ট আফিসের দুই জন কর্মচারিকে মাসে ১০০ টাকা দিত এবং মধ্য প্রদেশের কোম্পানির উত্তর পশ্চিমাকলের কোম্পানিদিগের নিকট যে সকল চিঠি পাঠাইত সে এই চিঠি উৎসাহিতের নিকট হইতে লইয়া গুণগ্রাহিত্ব তাহার নিজের এজেন্ট দিগকে টাকা দিমার জন্য জাল চিঠি পাঠাইত। উহার যে ডাকের এই-রূপে টাকা সংগ্রহ করিত সে এক্ষণে ময়নার সাক্ষী হইয়াছে। জুরাচুরির দলও বরা পড়িয়াছে।

বরানসীর বারু শশিলাদ বন্দোপাধ্যায়ের কতকগুলি বিলাতী চিঠি লইয়া গড় কোড়াকার দটনা হইয়া গিয়াছে। মিস কার্পেটার এক পত্নের মরিয়া শশি-বারকে বড় চিঠি লেখেন, তিনি তাহার একখানিও না পাওরিতে মিস কার্পেটারকে এবিষয় জানান। তিনি ইহা কেটেসেজেটারিকে কেটেসেজেটারি গবর্নর জেনরলকে গবর্নর জেনরল পোষ্ট আফিসের ডিক্টর জেনরলকে ইহার অনুসন্ধান করিতে বলেন, কয়েক ডাক ঘরের নিষ্পত্তি কর্তব্যদিগের

উপরে তথী হয়। প্রকৃত ঘটনা এত, মিস কার্পেটার "শশিলাদ বাবু" "কলিকাতা" এইরূপ শিরোনাম লিখেন। পের'দারা কলিকাতায় একশ লোক খুজিয়া না পাও-রিতে পত্র গুলি ডেড লেটার আফিসে দেয়। কিছু দিন পরে গবর্নমেন্ট গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল কলিকাতার (শশিলাদের পত্র-বর্ডে) তা'রাণদ বাবু'র বাবু কেব আফেন চিঠি লইয়া যান। কখনগরের এক তা'রাণদ বাবু'র আপনায় মনে করিয়া চিঠি গুলি লইয়া যান, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। এই ব্যক্তি গাড়ি করিয়া চিঠি গুলি লইয়া কলিকাতার গ'ল গ'ল ফেরেন। কা'কে দিবেল খুজিয়া পান না। পরে প্রকৃত শ'স বাবু জানিতে পারিয়া পত্র লিখিলে তিনি সপ্ত-দার পাঠাইয়া দেন। এখন ডাক ঘরের লোক তাঁহারই নামে ম'লীস করিতে উদ্যত। মিস কার্পেটারের কলিকাতা এবং গবর্নমেন্ট গেজেটের তা'রাণদ এই দুই আয়েতে কি ডুপল ক'ওই ঘটাইল।

পঞ্জাবের লেফটেনেন্ট গবর্নর প'বলিক ওয়ার্ড বিভাগের বজেট হইতে এক লক্ষ টাকা লইয়া উহা শিক্ষা বিভাগে প্রদান করিয়াছেন। প'বলিক ওয়ার্ড বিভাগ হইতে বাহা লওয়া হয় তাহাই লাভ।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

গত ১৮ ই যে বারানসী জেীর অ'লের পারিতোষিক দান কর্ম্ম আভি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অ'লের একটা গ্রামের বাটী না থাকিতে বড়ই অসুবিধা ছিল এক্ষণে ইহার আভি হইয়াছে। কতক টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই বাটী নির্মাণে ৩০০০ টাকা লাগিবে অনুমান করা হইয়াছে। পোষ্টের সাংঘে এবং মজদুর মুসলেকেরা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন বলাতেই মানেজারেরা বাটী আভি করিয়া দিয়াছেন।

১৮৭১—৭২ অ'লের ব'জমেনীর শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখিয়া লেফটেনেন্ট গবর্নর উভো সাংঘে বকে মনোহর দিহা। গবর্নমেন্ট মুরসিদাবাদের ম'লাদ

এতদ্ব্যতীত কন্যাকে নিজামত ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক উচ্চাধিকার দিবার্থ ১০ টাকা উপহার দিবার আশ্রয় দিরাইছেন ।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্যচিত্ত হইলাম ডাক্তার মাহারাজের প্রতিজ্ঞা এবং নীতি প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া মাহারাজী স্বয়ং ১০০ টাকা দান করিয়াছেন । ইচ্ছাশক্তি মনোশক্তি ক্রমে প্রবলি বাক্য করিয়া উঠিল ।

১৮৭১-৭২ অর্থে বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশ সমুদ্র সমকম টাক্স দ্বারা ১৬৩২৭১৫ টাকা আদায় হয়, যার মধ্যে ১৬২৮৭০৮ টাকা লাভ থাকে । লাভ ১১ লক্ষ বটে কিন্তু অসুস্থ ১৪ লক্ষেরও অধিক ।

গত সোমবার কলিকাতার গিরি বাবুর লেন হতে একজন ইউরোপীয়কে অচেতন-নতায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিছুকাল পরে মৃত্যু হয় । এবারিক আশা দিক সুযোগে মৃত্যু হইয়া হোটে পাড়িয়া থাকিত । এই কারণে ইহার মৃত্যু হইয়াছে ।

যে দিন গড় পাঁচের এক ব্যক্তি ছাঁচের উপর নিজে বসিতেছিল, অকস্মাৎ উপর উপর হইতে পাড়িয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে ।

গত ১৭ ই মে মার্জিটো-লার গবর্নমেন্ট সচিবালয় কর্তৃক মাহারাজের অধীশাস সাহেব সচিবালয় কর্তৃক দান করা অতি সমা-তোকে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । উক্ত বিদ্যালয়ের ভবন স্থান ৪০০ হইতে ।

ডবলিন ট্রিনিটি কলেজের সম্প্রদায়ের অধ্যাপক ডাক্তার লটনার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে ।

গোম্বার নদী ভাঙি করিয়াস কিছু দিনের জন্য ভাঙিয়া হাইকোর্টের প্রতি-নিধি লক্ষ করিয়াছেন ।

লক্ষ্মীপুর নদীর একজন জীতদাসীর মৃত্যু হইয়াছে উপর সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্তি মান্য ও ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে । রিন জন বালকে, এ নদী ভাঙিয়া জী-ছিল । মৃত্যু দেখুন ভাঙিয়াছে আজিও দাস বাবু প্রভৃতি করিয়াছে ।

১১ ই ইংলিষ্ঠ শুক্রবার ।

সম্প্রতি বেঙ্গলপুত্রের রাজার রাজ্য মধ্যে অগ্নিকান্ড হইয়া গিয়া ১০ শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ।

গত শুক্রবার রামপুরের রাজার প্রধান মন্ত্রী ওসমান বীকে মৃত্যু করা হইয়াছে । এ রাজ্য অতি সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে এইবার প্রাণ সংগ্রহিলেন ।

শিওরার রাজা নিমলার গেরাছন ।
ডাক্তার ডিমি এক লক্ষকাল থাকিবেন । এত অল্প দিন কেন ?

জগদেন্দ্রের মৃত্যুদিককে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে ।

আমরা গিরি লেটমেন্ট গবর্নর গেলি অনুসর প্রতি বৎসর মৃত্যু হইয়াছেন, বাংলায় গেলি অনুসর চলেই জীবিত হয় । তিনি প্রতিবৎসে মৃত্যু হইয়াছেন । কোন বিষয়েই অনুসর গিরি নাহি, কাজ শেষ হয়না এই কথা ।

বোম্বাইর একজন পারসী রাজার ১২১ ১১ টাকার এক খান বাজারের কুড়িয়া পাঠিয়া মাহারাজের চেক দ্বারা দিবার জন্য গাড়িভাড়া করিয়া তাহার বাড়িতে যায়, সে ব্যক্তি এই টাকা পাঠিয়া আশ্চর্যিত হইয়া উঠে এক টাকা গাড়ি ভাড়া ও এক টাকা পুস্তক দিবার । কি বহানাতা ! বেশি হয় সে রাজ্যে দিবার নিজে কর নাই ।

১২ ই ইংলিষ্ঠ শনিবার ।

পানমাল গেজেটে লিখিত হইয়াছে, জিম্বার মৃত্যুর পর অবধি ১৭ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা সামরিক বিভাগের উন্নতি করিতেছে । সর্বত্র রেলওয়ে নির্মাণ প্রাচীর দুর্গের সংস্কার ও নতুন দুর্গ নির্মাণ ইত্যাদি সাংবাদিক রণতরির নির্মাণ এবং ইন্দোনাসিগকে সুশিক্ষিত ও কামান গোলা বাকব প্রভৃতি বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে । কাম্পিয়ান কুব কনৌর রণতরিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে । একটা খাল কাটিয়া ইহার সর্বত্র লক্ষ মৃত্যুর দোষ করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে । কেবল কর্তার অনটন পূরণের বিশেষ কোন উপায় হইয়া উঠিতেছে না । সেই অত্যাচার প্রণয়ন করিয়া মৃত্যু দিয়া অধিকার করিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের বিবেক জ্ঞানের হইতেছে ।

সম্প্রতি টিকাপোর একটি জীলোক-মুন্ডিত করিয়া দিবার করিবার প্রস্তাব করি-রাহেন, প্রায় ১০ হাজার টিকিট করা হই-য়াছে, মাহারাজের টিকিট উঠিবে তাহাকে যদি উহার মনোনীত না হয় এই ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিয়া অপর ব্যক্তিকে তিনি মনোনীত করিবেন । কিছুদিন পূর্বে অর্থে রিকার একটি জীলোক করিয়া এই শির কর যে পুস্তকের লিখিত প্রায় হইবে তাহাকেই বিবাহ করা যাইবে । এ জীলোকটি বেশি হয় ও সত্যের সত্য নয় । বাহা হউক এ একটি বিষয় পাতা ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ১৬ ই মে । কলিকাতার সর্কার সাহেব ৮০০ টন সর্কার পুত্রাভিত এবং মেটেরো মগের পুত্র হইয়াছে ।

পারিস ১৬ ই মে । একজন অগ্নি-নিমিত্ত এবং লেজিটিমিট টিগাসকে পদচ্যুত করিয়া ডক ডিউমেলকে সত পতি করিবার সংকল্প করিয়াছেন ।

লণ্ডন ১৭ ই মে । গত রাত্রে কমলবারীতে মিডাল সাহেবের প্রস্তাব ৩১ জনের সম্মত এবং ৩৫ জনের মত অগ্রাহ্য হইয়াছে । গত টোম বালিগাচেন বেগের আধিকার লোক ইহার বিরুদ্ধ বানী ।

পারিস ১৬ ই মে । সোমবার হইতে জাতি সাধারণ সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে । এম গলাড এবং এম লিভের শর ভাগ স্তবক পত্র গ্রাহ্য হইয়াছে ।

লণ্ডন ১৭ ই মে । ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ডিক্টা-উন্টের হার শত করা ৩ করা হইয়াছে ।

আমি ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জন্মিলির জন্য ১৮০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে ।

লণ্ডন ১৮ এ মে । ডেলি টেলিগ্রাফ টিফিন্স হইতে টেলিগ্রাম পাঠিয়াছেন, খিলা কনৌয়া বর্ত্তক দীক্ষিত হইয়াছে, খা বন্ধীকৃত হইয়াছেন ।

পারিসের সর্কার কনৌয়া রেলওয়ের প্রথম ট্রেন জাতিগত উপনীত হইয়াছেন ।

লণ্ডন ১৯ এ মে । খিবার পতন সংবাদে প্রতিনিয়ত করা হইয়াছে ।

লণ্ডন ২০ এ মে । আমি ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জন্মিলির জন্য ৮০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে ।

লণ্ডন ২০ এ মে । সেউপটসবার্গ হইতে খিবার পতন সংবাদে প্রতিনিয়ত করিয়া টেলি-গ্রাম আলাপ্য ।

পারিসের সর্কার মজাউক উপনীত হইয়াছেন তাহার ই চাকে আত্ম সমালোচনা হইয়াছে ।

বার্সেলিস ২০ এ মে । সকলে বলেছেন কাম্পিটার পরের জিঞ্জিবে অর্ডে টাকা ফাগেল ব্যাঙ্ক হইতে দিবার মানস করিয়াছেন ।

সং জন রাউলও শিখের মৃত্যু হইয়াছে ।

—০—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশাঙ্গুসারী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

১লা মে । প্ৰায় চিকিৎসা কর্মচারী জীবিত মাত্র আকলিকার সাহেব বিজ্ঞানের জন্য চিকি-ত্তির চিকিৎসা তার পাঠিবেন ।

১৭ ই মে । জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত কালেক্টর বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু ১৮৭০ অর্থে ১০ আইন অঙ্গ-সারে জন্ম গ্রহণ জন্য কালেক্টরের কর্মতা পাই-লেন ।

পুণ্ডরীক প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় পানচবি জেলায় বদলী হইলেন।

আলীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় পানচবি জেলায় বদলী হইলেন।

সব আর্সিষ্ট্যান্ট সার্জন বেনীমাদব দত্ত মহম্মদপুর বাতুলার জেলায় বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি নির্বাহী সার্জন আরবাব সাহেব বাবুজীর প্রতিনিধি সিংহল সার্জন হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কলু' নামের জন্য মাস্টার উপবিভাগের ডাব পাঠিলেন।

লগুয়াখালীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. ব্রাউন সাহেব উক্ত বিভাগের ডিউটি হোড কমিটির বাইস চেয়ারম্যান হইলেন।

রেবেরেণ্ড এচ. বনটিন সাহেব 'সিদ্দা' এবং জয়ন্তীলাল পর্দার ডিউটি স্কুল কমিটির সেক্রেটারি হইলেন।

কটকের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদের উক্ত জেলার আশ্রমবাসীর প্রতিনিধি সব রোজটার হইলেন।

নাগাপুরের প্রতিনিধি পালিটিকাল এজেন্ট জি. এ. লেফটেন্যান্ট জে. বটলান সাহেব প্রথম জেলার সহকারী কমিশনার হইলেন। বিজ্ঞ আপাততঃ নাগাপুরের প্রতিনিধি পালিটিকাল এজেন্ট থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় জেলার সহকারী কমিশনার জায়েন এম ও বায়েড সাহেব প্রথম জেলার সহকারী কমিশনার হইলেন।

তৃতীয় জেলার সহকারী কমিশনার লেফটেন্যান্ট ডবলিউ. এ. জে. জে. কিলুইনের জন্য যেতিয়া জেলার সহকারী কমিশনারের কার্য করিবেন।

জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য সিংহল জেলার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি হইলেন।

জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য চতুর্থ জেলার বড়জীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

এক. এচ. পিলিট সাহেব তৃতীয় জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

লগুয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

বীজপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

বর্ধমানের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

নন্দীয়া প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

চাকার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

বর্ধমানের প্রতিনিধি নির্বাহী ও সেনিটর জজ দ্বিতীয় জেলার বর্ধমানের জজ হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডিউটি ও সেনিটর জজ জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

বর্ধমান সিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

একতম মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

জি. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

সিলেটের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

পানচবির প্রতিনিধি কমিশনার এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

ডাক্তার জগদেব রায় ও স্যাকিটর ও. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

এচ. এল. ডাব্লিউ. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

—০—

আমাদিগের মেদিনীপুর বালাগোবিন্দ পুর হু. সংবাদপত্র লিখিতাভেদে—

সংগঠিত আমাদিগের এ. এ. সি. এ. কেলি সাহেব কিলুইনের জন্য পুণ্ডরীক মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

রাহে। থাকবন্তের ব্যাপারই তাহাৎ : : করণ। আমরা অংগত অর্থাৎ ১৮৫৫ ৫৬

স'ল হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় দশবৎসর বঙ্গদেশে অন্তরালী ও জরীপের কার্য কর, কিন্তু তৎকালে তাহাতে কেবল 'বীজু'.

মেদিনীপুর, হুগলী এই তিন জিলার ক'জ কোন বিশেষ কারণে যত্ন কর নাই।

পুনরায় ক'জার হইবার আশা ছিল। তবুসারে দুইবৎসর পূর্বে হুগলীতে অ'স হইয়া গজনবৎসর হইতে মেদিনীপুরে সের ক'জ চলিতেছে।

আমরা প্রতিদিন পাঠে ও বরোদু প'র-প'রায় বর্গী বা মণ্ডারী হইতে উপস্থিত হইয়া যে ত'প অংগত ও প্রাপ্ত অর্থাৎ, যোগ

হয়, থাকবন্তের আমদানের উপস্থিত তাহা হইতে কোন অংশে জ্ঞান নহে। প্রথমে

ইহার যে এ'মে হইতেছে সেখানকার মুখ্য ও হৌকীয়ারকে ডাকিয়া উত্তম র'ত

হ'ত। নীচা চাউল ইত্যাদি আহারের ব'ত। ব'ত জন্য ত'ডিমা করে এবং এ'মের অর্থে

কেরও অধিক বাঁশ কাটা হইয়া ফেলে। ৩২

প'রে জমীদার ও ত'ত'প'কীর আমদা ব.

গোমতীকে তলন করিয়া জরীপের ক'জ নিতে গলে এবং অন্তরালী জ'না ৫'৪

গ্রাম্য সমস্ত প্রজাকে (অবশ্যক না থাকিলে) জাজির থাকিতে ব'গে। অনেক ত'লে

হুটমতি নির্ভর আমদানো প্রজা মুখ্য ও গোমতীকে ল'ত'র করিয়া ব'গে, অ'ব'ত

স'ল বিশেষে ক'ব'র প'র'ত করিয়া তাহা : প্রত্যেক এ'মে মাল সাধারণ ইত্যাদি

অনেক র'কম জমী ব'গে। প্রত্যেক র'কম জমীর ও ইজমালি ম'ব'লের কি এ'মের

সীম'মে প্রত্যেক অ'ব'দ'দ'র নিত' ১০০ ট'কা হিসাবে চাকিয়া ব'সে। ১০০

আমিষিগের মুলতানস্থ সংবাদ
মাতা লিখিয়াছেন।

১। মুলতানের গ্রাম ১৩ মাইল দূর
চন্দ্রভাগা নদীর উপকূলস্থ সের-সা নামক
স্থান পর্য্যন্ত পঞ্জাব রেলওয়ে বিস্তৃত হই-
য়াছে। সের সা একটি সামান্য গ্রাম, ৬৫
একটি অশেফাকৃত ধনী জমিদার বাতীত
এখানে আর কোন বিশেষ ব্যক্তি
করে না। এখানে প্রতি বর্ষে উৎসবমূলক
সমারোহে একটি মেলা হয়। তাহাতে অগণ্য
লোকের সমাগম হয় এবং বেশাবিগের
ভূতা, মজ সুত ও মুলতানবিগের উৎসব
তিথ আর কিছুই হয় না। এস্থানের জন্য
রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। সের
সার নিকট বন্দর ঘাট। এখানে ইওস কুটীলা
কোম্পানির বাতীর শকট করাচি হইতে
হায় এবং তথা হইতে আইসে, এই জন্য
রেলওয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।
মুলতান হইতে এ পর্য্যন্ত রেলওয়েতে
আগমন করিয়া তৃতী সংযোগে পরপারে
উত্তীর্ণ হইয়া ২। ৬ ক্রোশ পরে বসকরগড়
নামক জেলা। আমি ১২ এ এপ্রেল এক
স্থানে পৌঁছলাম। বসকরগড় গ্রামের
বেতিত একটি ক্ষুদ্র নগরী। গ্রামের বাহ-
রেও বসতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুঁতকা নির্মিত
গ্রহ আছে। এস্থানের রাজপথ সকল অতি
ক্ষুদ্র। নানাবিধ রক্ত ছুটপায়ে থাকিয়া
রাস্তার শোভা ও ছায়া বিধান করিতেছে।
মুলতান অপেক্ষা এখানকার জনের খাদ্য
অনেক নিরুচ্চ বোধ হইল, এখানে ডেপুটী
কমিসনর, ডিষ্টিট গুণরিটেণ্টেণ্ট আর
পুলিশ তিন জনাবা থাকিল ও কার্যালয়
নাই। কার্য্যালয়কে এখানেও দুইটী
বাকালী অবস্থিত করিতেছেন। আমি এক
জনের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ
তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ২০ এ এপ্রেল
রজনীযোগে বন্দ-যুক্ত বেশীর শকট
রোহণে ডেরাগাজীখাঁর অভিমুখে যাত্রা
করিলাম। ১২ এ এপ্রেল গ্রামে সিদ্দু
নদের উপকূলে উত্তীর্ণ হইলাম। দ্বিও সিদ্দু
নদের এ অংশটী তত গভীর নহে কিন্তু নীচ
কাল অপেক্ষা এ সময়ে অনেক নিম্নত হই-

রাতে। শুনিলাম জুন জুলাই মাসে ইহা
এক নিম্নত ও বেগবান হয় বেন অকুল
সমুদ্র তরঙ্গায়নম হইয়া প্রবাহিত হইতে
পারে। পারিপারের জন্য চক্র যুক্ত একখানি
বন্দ তরনী আছে। এই নদ পার হইতে
বেলা বিশ্রমের অতীত হইল। নদীর অপর
পারে বহু বিস্তৃত বাসুকায়র ভড়া আছে,
সেই ভড়া উত্তীর্ণ হইয়া গ্রাম দুই ক্রোশ
পরে ডেরাগাজীখাঁ নামক নগরে পৌঁছি-
লাম। মহানগর। অতিক পার হইলাম, হিন্দু
স্থান একরূপ পার হইয়া যখন রাজো
প্রবেশ করিলাম, হিন্দুত্বও আমদের গেল।
ডেরাগাজীখাঁ নদ নগর নহে। মুলতান
হইতে ডেরাগাজীখাঁ পর্য্যন্ত বরাবর
অসংখ্য খেজুর গাছ দেখিলাম। এখানকার
রাজপথ সকল বিস্তৃত ও রক্ষাদিত দ্বারা
মুশোভিত ও ছায়া যুক্ত। এখানকারও নগ-
রাংশটী প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে
কয়েক জন ধনী রইস আছেন, উঁচরাগাবর
জেনরল ও লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের দরবারে
খাসম গ্রাণ্ড হন। এখানে ডেপুটী কমিসনর
খালের জন্য দুই জন একজিকিউটিভ এজি-
নিয়ার ও একজন গুণরিটেণ্টেণ্ট এজিনি-
য়ার ও ডিষ্টিট গুণরিটেণ্টেণ্ট অব পুলিস
প্রভৃতির ককটী থাকিল আছে। একটি
গবর্নমেন্ট স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়
আছে। আমি পঞ্জাবের যে সকল নগর
দেখিলাম তথায় বিদ্যালয়িকার জন্য বিদ্যা
শিক্ষা কম লোক করে। গ্রাম সকল বালক
অল্প পাঠ্যক্রম হস্তলিপিতে বৈদগু্য লাভ
করিয়া ১০১৫ টাকার সামান্য কেরানীগিরি
কর্মে নিযুক্ত হইয়া বাবজীবন দাসত্ব শৃঙ্খল
বদ্ধ হইয়া লাহোবের তৌদায়োর করিতে
থাকে। তথাপি জন্মস্থান পরিভ্রমণ করিয়া
লাহোরে বাহিরা বিদ্যালয় করিতে চায়
না। বালকদের পিতা মাতাও পুত্র হইতে
বাহিতে দেয় না। ডেরাগাজীখাঁর হিন্দু
অপেক্ষা মুলতানের সংখ্যা অধিক। এখানে
একটী মাত্র বাঙ্গালী আছেন। দ্বার নিকট
অনেক বিসের বিশেষ উপকূল হইয়াছে,
পথে যে সকল কষ্ট হইয়াছিল ইহার নিকট
সে সকল কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে।
বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহার অনেকগুলি সঙ্গ

আছে। গ্রাম ৩ দিন থাকিয়া ১৪ এ এপ্রেল
রজনীযোগে যাত্রা করিলাম। ডেরাগ-
জীখাঁ এখান হইতে গ্রাম ৬০ ক্রোশ
দূরে। এই ৬০ ক্রোশ পথ কষ্টের পথ
কেবল বাসুকায়র এককায়র চারিটিকে
ধু ধু করিতেছে যথো যথো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল।
ডেরাগাজীখাঁ পার হইয়া পথের শোভা
দৃষ্টিগোচর হয়। পথের যথো যথো গা-
য়েট নির্মিত একটি একটি বাঙ্গালা ঘর
আছে। ইহাতে পথিকবিগের অনেক সুবিধা
হয় মাতৃগা কষ্টের সীমা থাকিত না। ৬০
ক্রোশ পথের যথো যথো ভরমক হই।
১০১২ ক্রোশ অস্তর একটি একটি বৃণ
ভাগর জল এমনই বিধান ও কসায় যে
যুগে যে-ওয়া যায় না কিন্তু আতপ তাণিত
তৃষ্ণান্ত পথিকগণ ও গো যেনাধি অস্ত্রাণ
তাহাই অস্ত্রানবধনে পান ও তাহাতেই
পান করিতেছে। পথের ঐমি কট
বে সবে অত্যাচার না থাকিলে অত্যাচার
জন্ম পাওয়া যায় না। পথের মধ্যে ১০১২ টী
এমন জরানক নিম্নস্থি আছে যে তথায়
শকটায়ি বাস পতিত হইলে জীবনশা
থাকে না আবার এই নিম্ন স্থিতে হুয়া ও
চৌরের জয়। পূর্বে এই স্থানে কত লোকের
জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হইত। এখন ইংরাজ
শাসনের প্রভাবে সে ভয়ের অনেক লাঘব
হইয়াছে। ডেরা এস্থলবার আসিতে
৬০ ক্রোশ থাকিতে আমাদের শকটের বহর
ক্রম ও গতিত তথ্য পাবিল আর এক
পূর্ণও চলিতে পারিল না, অগত্যা
ইহা বাহনে আসিতে বাধ্য হইলাম। পথিক
গণের যথো বোধ হয় অনেকে একটা
যান আরোহণ করেন নাই, উষ্ট্রের পূর্বে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলির দ্বারা একরূপ আত্ম
খুলাহা যে-ওয়া হয়। দুই পায়ে পু-
কুড়ির দ্বারা আসনে বসিয়া যাহেন ১০।
এই আসনকে কাজেয়া কহে। এই মাতৃক
দ্বা প্রবেশে অন্য যান অপেক্ষা এক ১০০
উপযুক্ত। এই যানে শ্রীত রোহণের
ক্রিষ্ট হয় বলিয়া এখানে আমি মাত্র ১০০
অবশেষে উপরান্তর না দেখিয়া ১০০০
আসিতে হইল। এইরূপ অসুখের ১০

ভোগ করিয়া ও এ প্রদেশ রজনী
 হি প্রদেশের সমস্ত ভোগ্যাদি বী নগরে
 পৌছিলো। এত দিনেই ২২য় চারি-
 নিক মন্ত্রজ্ঞান পৌঁছাই দেবল গ্রামে
 কুতুরের পক্ষি প্রাণের মত ভীত। এত
 নগর ও পঞ্জাবের জনানা নগরের নারি
 এতীর দ্বারা পরিচালিত। আমি ভোরের দ্বার
 রক্ষককে বলিয়া নগর ছাড়ি দূর করাইয়া
 নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ নগরটী
 নিত্যন্ত সুস্থ নহে কিন্তু গৃহানি নিত্যন্ত
 সামান্য, এত সকল গুলিই দৃষ্টিকা নির্মিত
 তাহাও পরিষ্কার নহে, কিন্তু রক্ষণ ও গুলি
 সকল লাগের ও মূলতানাদি অপেক্ষা প্রশস্ত
 ও পরিষ্কার। ভোজ্য গাছা খার পর আর
 গোরু গাছ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।
 এখানে অল্পই খেজুর গাছ আছে, আম-
 গাছও এখানে নাই বলিলেও হয়, কেবল
 শিশু বনফা উ গিলু করিল প্রভৃতি জঙ্গলিক
 বৃক্ষই অধিক। এত ১২ দিন হইল আমি
 এখানে আসিয়াছি। অতী ইজার্ত মাসের
 প্রথম সপ্তাহ, কিন্তু এক দিনও গ্রীষ্ম অনুভব
 করি নাই। আগ্রা অধিকাংশ অংশে এত
 মেঘচ্ছন্ন দেখিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে
 বৃষ্টি বরিষ বর্ষণও হইতেছে। এত ও
 রাজিতে বিলম্ব শীতল বায়ু প্রবাহিত হই-
 তেছে। এ সময়ে মূলতানে রাজ্যকালে অনা-
 রত স্থানে পরন করিয়াও গ্রীষ্মের অসহ্য
 বস্তুনা ভোগ করিতে হয়। এখানে আজিও
 লোকে গৃহের অভ্যন্তরে সজ্জা পরন করি
 তেছে। বোধ হয় মূলতান অপেক্ষা এখানে
 গ্রীষ্মের প্রভাব অনেক কম, কিন্তু এখানকার
 জল বায়ু মূলতান অপেক্ষা অনেক মিত্র
 বোধ হইতেছে। এখানে ছাঁইনীও আছে।
 পঞ্জাব সামান্য রক্ষার জন্য এখানে বেশী
 দুই দল পারাটিক সেনা, একদল অশ্বারোহী
 ও একদল গোলন্দাজ আছে। ইহা ব্যতীত
 অত্রই অকালগত ন্যূনক দুর্গে অল্প
 সংখ্যক গোরা অবস্থিত করে। এখানে
 অনেক গুলি গবর্নমেণ্টের কার্যালয় আছে।
 কমিশনরের অফিস ডেপুটী কমিশনরের
 কাছারি, এ প্রদেশের দুটি সম্পত্তি প্রভৃতির
 যোগে গত করবার জন্য একজন সেক্রেটারি

কমিশনর একজন সেক্রেটারি অফিসর
 সৈনিক গুলিগির জন্য একজন একজিকিউ-
 টিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি আছে। ইহা ব্যতীত
 একটা সৈনিক কার্যালয় আছে। এখানে
 একটা গবর্নমেণ্টের সাহায্যকৃত মিসনরি
 স্কুল আছে, তাহাতে অল্প সংখ্যক ছাত্র
 অধ্যয়ন করে। আজিও এখানকার কিছুই
 জ্ঞানিতে পারি নাই। স্থিত হইয়া ক্রমে
 ক্রমে এখান হইতে অনেক দূরত্ব দূরত্ব
 সংবাদ ও এ সকলের বৃত্তান্ত লিখিয়া
 পাঠকগণের তৃপ্তি সাধনে যত্নশীল হইব,
 অন্য এই পর্য্যন্ত।

প্রেরিত ।

মানাবর ত্রিযুক্ত গোমগ্রকাশ সম্পাদক
 মহাশর সমীপে যু।

ঘাঁটাল টোলগেট ও তাহার
 অত্যাচার।

ঘাঁটাল হইতে চন্দ্রকোণা রাজ্য বরাবর
 ঘাঁটালের পশ্চিম সীমার একটা টোলগেট
 আছে। শুনিতে পাই যে এ বৎসর অর্ধাৎ
 এপ্রিল মাস হইতে পূর্ণবর্ষ অপেক্ষা বিশত
 টাকা মূল্য ৪০০০ টারি চাকার টাকায় উহা
 নিলাম হইয়াছে। শুধু মাত্র টাকার এত
 বিস্তারতা নয়, টোলের কাঁহেরও বিস্তারতা
 দেখা যায়। সেগুলি গত বৎসর অপেক্ষা
 কোন কোন বিষয়ে অধিক, ও অবশিষ্ট
 বিষয়গুলি সমান। তাহা হইলেই গত বর্ষ
 অপেক্ষা এ বৎসর নিলাম সরস, কিন্তু টোল
 হারটী নীরস। দেখিলাম যে উহা মূল্যবৃত্ত
 ও ঘেঁহনীপুতের আটাইট মাজিষ্ট্রেট ওল
 ডরাম সাহেবের উচ্চাভিলাষ আছে। এ
 বৎসরের ইজারদার যে প্রকার ভরানক
 লোক, উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য
 ব্যস্ততা সময়ে থাকর করাইয়া থাকিবে
 বোধ হয়, নচেৎ মাজিষ্ট্রেট বাকিহর বিশেষ
 সর্জজ হইয়া তাদুগ অত্যাচারজনক টোল
 হারে থাকর করিয়াছেন বিশ্বাস হয় না,
 নিলামের মূল্য কম লব্ধ হার বেশী ইহা
 তাহার সজ্জাহের কারণ হইত। বিশেষতঃ
 বৈদ্যবাণী প্রভৃতি টোল গেটে এমন হার
 নাই।

গত বর্ষের সকল হারের সম্বিত তুলনা
 না করিয়া যে গুলিতে বিশেষ চক্ষু পড়ে
 তাহার উল্লেখ করিতেছি। গতবর্ষে বলহ
 যাত্রাতে ৫ পাই ছিল এবং ১।২ বা,
 ৩ দিনান্তে বাইলেও পূর্বে ইজারদার তাহাই
 আদায় করিতেন। কিন্তু নব বার এ বৎসর
 ১০ পাই করাইয়াছেন, এবং টেনিলে এক
 দিনের যাত্রাত্ত বাহা লেখা আছে সেখানে
 তিনি হব্যাস্তগমন অর্থ করিয়া লক্ষ্য হইলেই
 বিত্তপ জিওগ লইতেছেন। গত বর্ষে দুটিয়া
 লোকের টোল ছিল না, এ বৎসর তিনি
 তাহা করাইয়াছেন এবং ইজারদার ভোগ্য-
 ধরের অর্থ গ্রহণ পটুই ২ খানা কাপড়ের
 গাঁঠনী বা ১ কোদাল, বা ১ গিউনিও মোট
 হইতেছে। বাহার এতোক মোটে তিনি
 ৩৫ পাই লইতেছেন। ত্রীলোকে ২।৪
 পরসার দুটো কি বেগুন বিক্রয় করিতে এই
 রাজ্য দ্বিগা ঘাঁটাল রাজ্যের গেলে অথবা
 কেহ উক্ত দুপোর জব্বা রাজ্যের হইতে
 কিনিয়া এই রাজ্য দ্বিগা গেলে তাহার নিকট
 হইতে মোট বলিয়া টোল আদায় করিতে-
 ছেন। এই প্রকারে ১৪ মাসের মধ্যে লোক
 সকলকে তিনি এমন বিস্তার করিয়া তুলি-
 রাছেন যে পুণ্য কমকৌতল ব্যতীত আর
 কেহ তাঁহার সঞ্চয় নাই। দুরবাসারীরা
 বিত্তপ জিওগ টোল দিবার ভয়ে স্থানান্তর
 হইতে জব্বাদি জব্ব করতে ত্রিভিংশালী
 ঘাঁটাল বন্দরের ব্যবসায় কতক পরিমাণে
 চিলা পড়িতেছে। ফলতঃ এমন অত্যাচারী
 কিছুদিন থাকিলেই ঘাঁটালকে হোলপাড়
 করিয়া উৎসন্ন করিবে। পুলিশ সাধারণ পক্ষে
 থাকে, তাহার পক্ষে অসম্ভব কি আছে ?
 আমরা প্রত্যক্ষই তাহার অত্যাচারের
 সংবাদ পাই। আজি অল্প গাঁঠনীবারকে
 গালাগালি ও জব্বদারি, কালি অল্প দুটো
 নেচুনীকে তিরদার, অপর দিন দুটি পুটিলি
 কসে কপিলাতা রাজীকে নেছজাত প্রভৃতি
 বিষয়ক সর্বাচার আমাধের কর্ণে আইসে।
 এ সকল শুনিয়া কালিই বিভাগের সুপার্টা-
 ইজার গোপাল বার, শিলাই বিভাগের
 ওভাসারির নবীন বার প্রভৃতি কতিপয়
 ভক্ত লোক ইজারদারকে ডাকিয়া সমস্ত
 কথা বলিলেন। তাহা শুনে সে ব্যক্তি গণ-
 নার অযোগ্য মোটে হামুল লওয়া অধী-

বহিঃকরিল এবং একবার বাতাসাতে বলহ
বাহীনের নিকট বিগুণ জিগুণ কর লওয়া
হইবে না অধীকার করিল, কিন্তু লোভীর পক্ষে
লোভ সংবরণ অসাধ্য, সুতরাং অত্যাচার
তাহাই করিল।

আমরা এখনে ক্ষুদ্র ঘোটে মাগুল লওয়া
বন্দ্য করিতাম না। এক দিন প্রত্যক্ষ
করা উচিত বিবেচনায়া আমি ও ইংরেজী
স্কুলের ছেত মাটির বারু প্রাণ্ডক নবীন
বারু তৃত্যকে ক্রিয় ঘোটে দিলাম।
তাহাতে একটা ক্ষুদ্র বাসিন ২ খানি
পুস্তক ১ খানি কাগজ ছিল। সন্ধ্যার সময়
উক্ত ক্রিয় দুটে রাত্তা দিয়া বাইতেছে
এমন সময় ইজারদারের লোক মাগুল চাছিল
এবং সে বিতে অধীকার করিলে কর্তা বারু
দুহাতা হস্ত হইতে শালা প্রকৃতি রসাল
রসাল গোলাগুলি আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত
একজন পুলসমান কনটেবল তাহাকে মাগুল
হেওয়ারটার জন্য হকাম করিতে লাগিল।
আমরা গোণের ঐ লোকটীকে মাগুল দাখিল
করিতে শিখাইলে সে তাহা করিল।

এরিক ওভাসীয়ার নবীন বারু ও
ডেপুটী গোটে মাটির কেরার বারু জন
দীর্ঘক চক্রাকাণা বলদবাহীকে বলহ লইয়া
বাইতে অনুমতি বিলেন এবং অত্যাচার
প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পুলিস সব ইন্সপেক্টর
কাত্তিক বারুকে তথা কেরিক ওভাসীয়ার
জগবজু বারুকে সঙ্গে লইয়া টোল গেটে
এমন সময় উপস্থিত হইলেন। এখন ইজার-
দার উক্ত বলদবাহীনের নিকট হইতে অতি
রিক্ত মাগুল লইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি
করিতেছে। বলদবাহীরা বারুদের সংকাতে
মাগুল দাখিল করিল।

আমাদের লোকটীকে বারুদের আগমন
পর্যন্ত সেখানে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম।
দারোগা বারু আমাদের প্রাধুখাও তাঁর
অধীন হইয়া প্রাণ্ডক কনটেবলকে বুজি-
লেন কিন্তু তখন সে গলিয়ন করিয়াছে।
দারোগা বারু সকলের সমক্ষে ঘোটে ওজন
করিয়া দেখিলেন ৩০ সের হইল।
তখন তিনি ইজারদারকে কহিলেন তুমি
কি ওজনের জবো মাইলি দিতে পার?
তাহাতে সে উত্তর করে সে বিঘরে আমি

উপদেশ পাই নাই এবং আজি আমি এই
ঘোটার মাগুল লই নাই। তখন নিকটস্থ
লোক দ্বারা প্রমাণ লইয়া দারোগা বারু
জানিলেন যে সে মাগুল লইয়াছে এবং
প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক মাগুল লয়। দারোগা
বারু পর দিন ডেপুটী মাঞ্জিষ্ট্রেটের নিকট
রিপোর্ট করিলেন। রিপোর্ট বিরূপ করিয়া-
ছেন তাহা আমি না।

ইজারদার বলে আমি ১ দিনকে দুর্বার
কাল অর্থ করি।

আমরাও এক্ষণে সংবাদপত্র দ্বারা গবর্ন-
মেন্টের গোচর করি যে এগুলি অত্যাচার
কি না? ক্ষুদ্র ঘোটে মাগুল লওয়াও বাহ্য-
লোকের নিকটে মাগুল লওয়াও তাহা, কারণ
কোন ব্যক্তি বিনম্রত কাগজ না লইয়া
বিশেষ বাইতে পারে? দুটে কাক প্রকৃতি
বিক্রয়কারীদের নিকট মাগুল লওয়া পূর্ব
অত্যাচার। অধিক অত্যাচার এই যে
কোথায় কনটেবল উপস্থিত থাকিয়া উল্লিখিত
সমুদায় অত্যাচার নিবারণ করিবে, তাহা না
করিয়া তাহারাই আবার পুষ্টিপূরক হয়।
ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে বেফাল পুলিশ
দ্বারা অত্যাচার নিবারণিত না হইয়া বৃদ্ধি
পায়। সুতরাং এতদ্বারা বেশ পীড়িত না
হয়, গবর্নমেন্টের তদ্বিষয়ে একবার কটাক্ষ
করিবার সময় আসিয়াছে।

সংগ্রহিত আমাদের বক্তব্য এই খাটাল
টোল গেটে গবর্নমেন্টের বাহা কিছু উপাধি
হইবার সম্ভাবনা আছে, বর্তমান ইজারদার
বা তৎসমলোক থাকিলে সমুদয় নিকল
হইবে। তাহাকে অধিকার চ্যুত না করিলে
ভক্তহতা নাই।

১৪ ইংল্যান্ড
১২৮০

একজন বন্দ্য
ক্রিকে

—০—

মহাশয়—আমরা সিন্ডি উত্তর পাড়া
নিবাসী কয়েক বজু একত্রিত হইয়া নিক-
টস্থ গ্রাম সমুদয়ের নিকটায় নিরাক্রম তত-
দংশীয় জী, পুকুর, বাসক ও বালিকাদি-
গের ভরণপোষণের সাহায্যার্থে ভক্তকরী নামে
একটা সভা সংস্থাপন করিয়াছি। গত, ২২

সরের ২ রা ইংল্যান্ডে উদা জয়গ্রহণ করিয়া
পরম ককণায়র জগদীশ্বরের অনুতপ্তায়
বহুবিধ আশ্রয় বিপদ অতিক্রম করিয়া
বিত্তির বৎসরে পরণেপ করিয়াছে। গত
২ রা ইংল্যান্ডে সভার ক্রম ভিবি উপলক্ষে
কতকগুলি কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ করা
হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত সভা চইতে ১৫ জন
অনাথ ও অনাথাকে উপযুক্ত ভোজ্য
ও পরিধেয় মংলে মংলে প্রদান করা হই-
তেছে। কিন্তু সাহায্যকারীর অভাবে ইহার
বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।
এজন্য আমরা বেশকিছুতরী পরিশ্রম পরা-
য়ণ সংগ্রহণ সমীপে বিনীতভাবে প্রার্থনা
করিতেছি যে তাঁহারা যত বহানাতা গুণে
এক ক্ষুদ্র সভার প্রতি রূপাংলোকন
করিয়া ইহার উন্নতি সাধন ও আবাদিগকে
জির বাধিত করুন।

গতবৎসরের আয় ব্যয় বিবরণ।

এক কানীন দান প্রাপ্ত	১০৪।০
ব্যাকরকারীদিগের দান	২১১৪।০
সমষ্টি	৩৪৭৮।০
ব্যয়	৩০৮৪।০
স্থিতি	৩৯৪।০
ভোজ্যবস্তু	১২১৮।০
বস্ত্র	১৮৮৮।০
মগন পরমা	২২৮।০
কাঙ্গালী ভোজন	১১০।০
অন্যান্য খরচ	১৪৮।০
	৩০৮৪।০

উত্তর পাড়া
১৪ ইংল্যান্ড
১২৮০

নিম্নলিখিত
ক্রীয়েদীমানব পাল
সম্পাদক।

পারনার উৎকৃষ্ট সমাধিত।

কলিকাতায় যে সকল হস্তের অমিদানী
হয়, তাহার মধ্যে পারনা প্রদেশের পারনা-
তই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু গত ২ বৎসর যাবৎ
এই হস্তের অমিদানী এক কালে বহু হই-
য়াছে। ১৮৭৮ সালে পূর্ব বাঙ্গালার ৫০
প্রবল বর্ষা হয়, তাহার পরেই পারনা প্রদেশ
একটা ভয়ানক গো মতক হয়, যে প্রদেশের
ব্যবসিগকে ৩।৪ দিনের পথ হুঃ পোত

বৃদ্ধজের করিয়া আনিয়া কৃষিকর্ম করিতে
হইয়াছিল। গয়া জব্বা মাজ একটা দুখীয়া
ও দুখীলা হইয়াছিল সে নিত্যা ব্যবসারের
সহ দুখীদি সংগ্রহ কর'ও সাধারণের পক্ষে
অতিশয় কষ্টের হইত। ঐনমিত্তিক করিয়া
উপলক্ষে কলিকাতা হইতে মারিফত
(যাহা এদেশের লোকের কোন সময়ে
ভাল বাসে না) না আনিলে জিয়া
সমাধা হইত না।

সেই জল গ্রাবনের পর প্রায় দুইবৎসর
হইতে চলিল, কিন্তু হুতাবি আর পূর্ণবৎ
হুলত হইল না। এই দুই বৎসর মধ্যে বে
পরিমাণে গো বুদ্ধি হওয়ার আশা করা বাইতে
পারে, তাহার কিছুই হয় নাই। গো বুদ্ধি
না হইবার একটি প্রধান কারণ গোকর পাই-
কাড়ি। এই ব্যবসায় যত দিন স্থগিত কর'
না হইবে, ততদিন গো বুদ্ধি হইয়া গয়া জব্বা
হুলত হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশঃ গো সংখ্যা
ভুল হইয়া যুগ্ম দুখীলা হইবারই অধিক
সম্ভাবনা।

পাখনা জেলার মধ্যে বেগাছী, দুজা-
নগর, ভবানীগঞ্জ, দুখুড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটা
ছোট আছে। এই কল হাটে অনেক গোক
বিক্রয় হয়। কতক গুলি গো ব্যবসায়ী আছে
ইছাদিগকে পাইকাড় বলে। সেই পাইক-
ডেরা এই কল গোক জয় করিয়া কলিকাতা
লইয়া কলটিদিগের নিকট বিক্রয় করে।
এইরূপ গো ব্যবসায় দ্বারা এদেশের অনেক
গোক অন্যত্র নীত হওয়াতে এদেশের গো
সংখ্যা ক্রমশঃ হুল হইতেছে। যদি জল
গ্রাবনের সময় হইতে গো ব্যবসায় স্থগিত
করা হইত, তাহা হইলে এতদিন গো সংখ্যা
বৃদ্ধি হইয়া এদেশে পূর্ণবৎ হুলত হুলো
হুতাবি বিক্রয় হইত। পূর্বে এ এদেশের
নিত্য ও ঐনমিত্তিক ব্যয় হইয়াও প্রায়
২৫০০ মণ উৎকৃষ্ট গয়া হুত কলিকাতার
প্রেরিত হইত। ইহা তির অন্যান্য স্থানেও
নীত হইত। এক্ষণে এত অংশ পরিমাণে
হুত উৎপন্ন হয় যে তাহাতে স্থানীয়
ব্যয়েরই সুলান হয় না এবং এরূপ অধিক
হুলো বিক্রয় হয় যে সেই হুলো জয় করিয়া
অন্যত্র লইয়া কেহ লাভ করিতে পারে না।

গো ব্যবসায় রুদ্ধ না হইলে এদেশে পূর্ণ-
বৎ প্রচুর পরিমাণে হুত উৎপন্ন হইবার
সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পাখনা নিবাসিনঃ ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৬ ই মে ।

স্থানের নাম	সর্ব কয়তি জল	ফুট	ইঞ্চ
মোহানগর		২—০	
তথা হইতে জরিপুর			
৭৪ মাইলের মধ্যে		২—০	
জরিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		১—৬	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে		২—০	
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে		৩—	

সন ১৮৭৩ সালের ১৬ ই মে বহরমপুর গজ
ঘাটের জলের মাপ।

—:—

হুলা প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সোমপ্রকাশের দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন।

ক্রিয়ক বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হামিরপুর	৫৪০
" " রামচন্দ্র রায়—গোবিন্দপুর		১০
" " অন্নদা প্রসাদ দে—জিরামপুর		১০
" " রাজচন্দ্র বহু—বেলগাছি		১০
" " আদিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	সিমুলিয়া	৫৪০
" " নিমাইচন্দ্র রায়—কানীয়াচক		১০
" " জ্বরনামা দাস বেদিনীপুর		
পুস্তকালয়		৫৪০
ময়মনসিংহ মর্দাল স্কুলের অধীন		
হাডিং বিদ্যালয়		১০
বগুড়া পাবলিক লাইব্রেরি		৫৪০
লাতকীরা পাবলিক লাইব্রেরি		১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম দ্বুলা না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম দ্বুলা বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৪০ টাকা, মক্কেলে মাহুল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫৪০ টাকা। হুপ
মাসের দ্ব্যনে অগ্রিম দ্বুলা গ্রহণ করা যায়
না। নোট, ছপ্তি, বরগু চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর যাহাতে বঁহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা দ্বুলা প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ বেশ টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
দ্বুলা নিষ্পেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট দ্বুলা
কিরাইরা দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের দ্বুলা পাঠা-
ইবেন, তাহা বেশ রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া ক্রিয়ক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নায়ে পাঠাইয়া যেন।

বঁহারিগের তুতন দ্বুলা দ্বিবার সময় নিকট
হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পূর্বে তাঁহারিগের নামোন্মেষ করিয়া তাঁহা-
দিগকে সরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে টিটি আসিলে আমরা
নীত পাইব।

বঁহারী মাহুল না দিয়া পত্রাবি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহারিগের সেই পত্রাবি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৮০ ছই আনা তাহার পর ১০
বেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত যত্ন বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার হকিমপুর
সোমপ্রকাশ টেকের হকিম দ্বারকানাথ
ক্রিয়ক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিক্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ্রু জগৎ।

২৯ সংখ্যা।

“প্রবন্ধনা প্রতিনিধিতায় আশ্রিতঃ নবম্বলো অনিন্দনীয় ন জীবনা।”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাপ্তাহিক ২১ টাকা।

সম ১২৮০। ২১ এপ্রিল। ইং ১৮৭৩। ৩রা জুন।

মূল্যে মূল্য ১০ টাকা অগ্রিম
সাপ্তাহিক ১০ টাকা এবং
সাপ্তাহিক ২১ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

সোমপ্রকাশের কার্য সম্পাদক

কৃত্ত বিজ্ঞাপন।

প্রবন্ধনা সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য
১০ টাকা নোট পাঠাইয়া থাকেন।
সময়ে সময়ে ১০ খণ্ডে পাওয়া যায়, এই ১০
টাকার নোট ১২ খণ্ড করা আনাদিগের
হস্তগত হয়। ১০ পর্যন্ত যত নোট আসি
রাছে, তাহার এক বাহিরেও মনোরম হস্ত
হয়, এর নোট, সেই বিষয়ে মনন সময়ে
মহর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি এক-
দিন একজন চুই খণ্ড নোট মনো আনা নোটের
মধ্যে আনাদিগের হস্ত পড়িত হইয়া,
আনাদিগের পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া মনো
মিলাইয়া লওয়া হয় না। যাহাকে এই নোট
দেওয়া হয়, তিনি ভুলভায়ে গিয়া দেখ
লেন, মনোরম সম্পূর্ণ মিলে নাই। কিন্তু কে
পাঠাইয়াছেন, আনাদিগের তাহা মনোরম নাই।
যাহার কেবল টাকা মনো করা হয়, ১০
টাকার নোট বলিয়া ভাঙাও মনো রাখা হয়
না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে
পারিতে হইয়া। আনাদিগের ১০ টাকা খণ্ড
হইয়া আছে, কিন্তু যিনি এই নোট পাঠাইয়া
ছেন, তাহার ১০ টাকা বাক হইয়াছে। আর
এই সাধাণে জানান যাইতেছে, যিনি এই
নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি মোটের বদল
ভাঙিয়া লন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও
জানান যাইতেছে, যখন যিনি নোট পাঠা-
ইবেন, ভাল করিয়া মনোর মিলাইয়া পাঠা-
ইয়া দেন। এই চুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের
মনোর এই—

এক
৪ ৩২৫৭৮

এক
৪ ৩২৫৭৮

অবকা-হোমিণী। মাসিক

পত্রিকা।

যে মনো উক্ত নামেরে যেখানি পত্রিকা
প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছে। এখানি
অত্র মাস হইতে প্রতি মাসে রয়েল
১৬ পেন্সী কর্ণার এক কর্ণী করিয়া বাহির
হইবে। সা ৩২। বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য
কৌতুক কথা ১২ খণ্ডে ইত্যাদি সরিষেশিত
থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, ১০ আনা।
মকসদ : গ্রাহকগণকে এইছাড়া ১০
আনা ডাক মাহুল দিতে হইবে। পত্র এক-
বেড় ৮ মাসের মনোর মনোরকারীর নিকট
অবিলম্বে মূল্য দ্বিত নার মনো লিখিয়া
পাঠাইবেন।

অনিন্দনীয় ডটোপাখ্যার,
জাহানীপুর, কলকাতা,
কলিকাতা।

কলিকাতা, শতচক্র ব্রাহ্মণের বিক্রয়
পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাহুল পাঠাইলে
প্রাপ্তব্য।

৬ তারিখের মনোরম কৃত্ত কলকাতা	
হরণ প্রথম ভাগ	১০
এ দ্বিতীয় ভাগ।	১০
বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত্ত হরি	
বাসর তত্ত্বদার প্রথম ভাগ	১০
এ দ্বিতীয় ভাগ	১০
মকসদী বর্কালঙ্কার কৃত্ত বুদ্ধেলা রহস্য	
নাটক	১০
গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত্ত কল্যাণী	
বৎ প্রথম ভাগ	১০

মহারাজী বুদ্ধেশ্বরী কৃত্ত বেলায়েবদ

নাটক	১০
একজন রায় কৃত্ত কবিতা কৃত্ত	
মাজা।	১০
শ্রেয়ান্সি বহু বিদ্যানি নাটক	১০
ঐপূর্ণচন্দ্র লালিতী	
বিক্রেতা।	

মনোরম কলকাতা।

একখানি কৃত্ত মনোরম নাটক। কলিকাতা
অগ্রিমবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
মূল্য এক টাকা।

ঐচ্ছানাথ রায়।

ঐচ্ছানাথ পণ্ডিত ইচ্ছানাথ বিদ্যালয়
এবং “বহুবিবাহ রচিত ৩৩রা উচিত
কি না এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক”
এবং হইয়া কলিকাতা ১০ নং কর্ণওয়ালিস
স্ট্রীট স অত যত্নের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ
স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক
মাহুল ইত্যাদি ১০ আনা।

ঐচ্ছানাথ ডটোপাখ্যার।

বঙ্গভাষায়।

কলিকাতা, বেডলিং এণ্ড
কলিকাতা ভাষাগোবিন্দ
অব ভিক্টোর
অর্থীং

রোগ-বিচার এবং বাহির

ভৌতিক মিশর তত্ত্ব।

ভাঙার বহুলাধ বুদ্ধেশ্বরী কৃত্ত উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পৃষ্ঠা ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাহুল ১০ আনা। উক্ত বাছাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চিত্রকার গ্রন্থকার নিকট এবং কলিকাতা জালবাজার চন্দ্র-টোলে শ্রীগুরু বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকালীন অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহমন্ত্রের উদ্ভাটন্য (শ্রীশ্রী) চুই ভাগ একত্র বাক্যই, মূল্য ২, ডাকমাহুল ১০। উক্ত চুই চাকামায় পাওয়া যায়। গতি নীকে কি কি নরমে রাখিতে হয়, এসবের সমস্ত কি কি কবলে সত্যি কষ্ট পাওয়া না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু জন্মিত হইবে অথবা চুই বৎসর পর্যন্ত জাহাজে কিরূপে লাগে লাগান করিতে হয় এতগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার প্রকার লক্ষণ ও তাহাদিগের করতলী গুরুত্ব পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতগুলি বাপ কের ব্যাকের চিকিৎসা, পুত্র পুত্রী গর্ভপ্রাব নিবারণোপায়, স্বতঃস্ফূর্ত চিকিৎসা প্রকৃতি অন্যান্য নরকর্ম অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কলোপকথনরূপে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার অর্থাৎ বিহুটিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতগুলি চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বহুলি মেডিকেল জুয়াল অর্থাৎ চিকিৎসা দপন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বাসিক মূল্য ডাকমাহুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১০

৫। উদ্ভিদ বিচার (৪ টা নি)

১০

৬। কুটুমাইন্স প্রোগ্রেস-প্রণালী

১০

প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক আনা। উক্ত চুই চাকামায় পাওয়া যায়।

সংক্রান্ত খাত্তোপায়ন পুস্তক, বাগাতে খাত্তোপায়ন, সত্বক, অক্ষয়কাদি উপদর্শ

যোগে খাত্তোপায়ন, খাত্তোপায়ন - ১১
শব্দার্থসংগ্রহ (সংস্কৃত ভাষাশাস্ত্রের জন্য)
গণ, পদ খাত্তোপায়ন বিশেষরূপে বিস্তৃত
আছে। উহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল-
য়ের সর্বত্র পাইবেন মূল্য ১০ টাকা।

কলিকাতা জালবাজার চুই

নং ১১ ১৯৭৯

১লা অগ্রহায়ণ

শ্রীলালকমল

বিদ্যাভূষণ

রাণীপ্রিয় গাটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রাপ্তি নির্দিষ্ট কোন প্রকার
জব্য অবশ্যক হয় অথবা বহির্দেশে উহা
প্রাপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত জব্যগুলি গুরুত্ব বিস্তারিত
প্রাপ্ত আছে।

গোত্র বরাণ প্রাপ্ত নির্দিষ্ট মনোমার পাঠ্য
এবং উহার নিমিত্ত স্টিকন জন্মণ ও
বৈশিষ্ট্য।

ইটালী দেশীয় ছাউন পাইল ইট
মেসিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চিত্রাঙ্কণ
টাইল ইট।

ফ্যাব্রিক।

ফ্যাব্রিক।

বাকী ২৫০০ ও অন্যান্য যে সকল
কার্ণের নিমিত্ত উপরি উক্ত গোল করা
পাইল, টাইল এবং ফ্যাব্রিক প্রাপ্ত
নিমিত্ত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রাপ্ত
করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

৭১২ হেজিটেল ট্রাট

বরণ প্রাপ্ত বোহ।

যদি এক দিবসে জীবাত্মার জন্মসম্বন্ধ
দর্শন করিয়া চুই মাসের মধ্যে আত্মজান
লাভ করিতে চান, তিনি আমাকে (পেত)
পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরমার্থ বিজ্ঞান
রত্নাকর পুস্তকের সর্বস্বত্বস্বারে যোগদান
করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক
মাহুল ১। সত্বর শ্রীরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্ত।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

চতুর্থ প্রস্ত।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর লেন।
সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা
পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে
প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীর
সংবাদ খবর বিজ্ঞী আমদানী ও রপ্তানী
দেশ বিদেশের প্রবাসীর দর উপস্থিত
সমন্বিত আইন সমাচারসংগ্রহ শিক্ষা
বৈদ্যিক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকর
ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রক-
টিত হয়। মূল্য প্রতি খণ্ড ১০ আনা। অগ্রিম
বাধিক ৮ বাৎসরিক ৪ ট্রেনাসিক ২। ডাক
মাহুল সমেত প্রায় ১০ আনা মাসে।

শ্রীহর্গচরণ প্রাপ্ত।

সোমপ্রকাশ

১২ এপ্রিল সোমবার।

আমাদিগের একজন বন্ধু মে দিন
আমাদিগের নিকট গভীর ভাবে যে
একটি গল্প কহিয়া পরিশেষে তাঁহার
কনের ভাব প্রকাশ করিলেন, আমরা
সেই গল্পটি অবিকল পত্র প্রাপ্ত করিয়া
প্রস্তাব বিবরণে আমাদিগের ও বন্ধু
প্রকাশ করিলাম।

বাক্য কহিলেন “তুমিদিগের
গ্রামের একজন রাস্তায় যাত্রা
পাথকদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হয় বলিয়া
কোন একজন সন্তুষ্ট বাক্তি তাঁহাদিগের
সুবিধা করিয়া নিবার নিমিত্ত প্রত্যেক
পাথকের নিকট হইতে বহু কাল কিছু
কিছু পরমা গ্ৰহণ করিয়া আসিতেছেন।
সন্তুষ্ট সন্তুষ্টের প্রতি তাঁহাদিগের
প্রগাঢ় ভক্তি থাকিতে তাঁহারা তাঁহা-
দিগের দত্ত পরমা হইতে পর্যাপ্ত টাকা
সংগ্রহ হইয়াছে জানিয়াও সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট
শরকে একাল পর্যন্ত কোন কথাই কন
নাই। কিন্তু সকল বিষয়েই এক একটা
মীমা আছে। সেই রাস্তাটি ক্রমেই সম-
ধিক হুর্গন ও পাথকদিগের ক্লেশ ক্রমেই

অন্য হওয়াতে ভক্তি আর কতদিন
উঁচাচিৎ মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে
পারে। উঁচাচিৎ এই সজ্জা মহাশয়ের
এখন বর্ণনাক্রমে জানাইলেন,
তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেন, পরে
উঁচাচিৎ আপনাদের দুঃখের কথা শুনি
কর্তৃজীর গোচর করিলেন তিনি শুনিয়াও
শুনিলেন না।*

বাঙ্গালী আবাদিগের নিকটে এই
গল্পটী করিয়া এ বিষয়ে পথিক
দিগের ইতিকর্তব্যতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা
করিলেন। আমরা অন্তরন্বনে অস-
জ্জ্বলিত চিত্তে এই পরামর্শ দিলাম
যে, এই হুগোই উঁচাচিৎ সেই সজ্জার
নামে অভিযোগ করুন। আমরাও
উঁচাচিৎ নাম পত্রস্থ করিয়া উঁচাচিৎ অসু-
চিত ব্যবহারের বিষয় গবর্ণমেন্টের ও
সাহায্যের গোচর করিব। পাঠকগণ
আপনারাও হয় ত এই পরামর্শটিকে
সহপরামর্শ বলিয়া মনে করিতেছেন
এবং গবর্ণমেন্টের হস্তে নাম পাঠিয়ে
হও দিবেন মনে করিতেছেন। পরি-
শেষে বাঙ্গালকে সজ্জার পত্রের
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে নামটী কহি-
লেন তাহাতে আমাদের পরামর্শ
আর স্থল রহিল না, পাঠকগণও সেই
নাম অবশ্যে অধোবদন হইবেন এবং
গবর্ণমেন্টের হস্তে ধারণে কর প্রকাশ
করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই।
পাঠক সাধারণেই হয় ত চমৎকৃত হইয়া
ভাবিতেছেন যে এমন এতল পরাক্রান্ত
কে আছে যে তাহার নামে অভিযোগ
চলে না এবং গবর্ণমেন্টের হস্তে দানে
শিথিলহস্ত হইবেন? সাধারণের এই
চিন্তাটী যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু আমাদের
কথাও নিতান্ত যুক্তিবদ্ধ নয়। অব-
শেষে আমাদের বাধ্য করিলেন, তিনি
গবর্ণমেন্ট এই শব্দটির পরিবর্তে সজ্জা
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয়

পাঠকগণের বিশ্বাস এককণে দুর্বীকৃত
হইল। যে জন্য এই গল্পটী করা হইল
তাহা এই—

১৯ এ চৈত্রের গোমপ্রকাশে (৩১৭
পৃষ্ঠায়) ভড়পাড়ার যাটের রাস্তার দূর
বহা বিষয়ক এক খানি প্রেরিত পত্র
প্রকাশ হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টের অসুবা-
দক ইংরাজিতে উঁচাচিৎ অসুবাদও
করেন। পত্র প্রেরক কিছু দিন পরে উঁচাচিৎ
ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা
বলিয়াছিলাম “বখন উঁচাচিৎ প্রার্থনা
সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও বখন উঁচাচিৎ অসুবাদ
হইয়াছে, তখন উঁচাচিৎ অবশ্যই কর্তৃপ-
ক্ষের গোচর হইয়াছে এবং ফলোদয়ের
অবশ্য সত্যবনা হইয়াছে।” আমরা
এই কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া “পত্র
প্রেরক যেন আমাদেরকেই কতকদূর
দাখী করিয়া জুলিয়াছেন। এট কারণে
এই বিষয়টী পুনর্বার পত্রস্থ করিতে
হইল। ইহা যে ইংরাজীতে অসুবাদিত
হইবে, সে জন্য অসুবাদকে বিশেষ অসু-
বোধ করিতে হইবে না, তবে গবর্ণমে-
ন্টের নিকট অসুবোধ এই যে এতদূর
প্রচারটী যেন পূর্বে বাতের মত বিফল
না হয়।

আমরা এতলে গবর্ণমেন্টকে গুটি-
কৃত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভড়পা-
ড়ার যাটে বাগাচা পার হয়, তাহা দিগের
মত এক একটী পরসার অদ্ভুত মার্কিদি
গের বেতন অপরাজ্জ গবর্ণমেন্টে (১) অন্য
কি না? ফেরিফেরের মতগুলি
উদ্দেশ্য আছে তাহার মধ্যে রাস্তা যাটের
সুবিধা করিয়া দেওয়াটী প্রধান কি না?
যদি এই গুলি যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্বীকার
করা হয় তবে ভড়পাড়ার যাটে বাগাচা

(১) গবর্ণমেন্টের ফেরিফেরের মিউনিসিপালি-
টির হাতে আগিলেও গবর্ণমেন্টের অধীন বলিয়া
মিউনিসিপালিটিতে প্রায়শঃ গবর্ণমেন্টের সহিত
অভিন্ন ভাব বহন এ জন্য গবর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র হই
করোয়া করা হইল।

পার হয়, তাহা দিগের মত পরসার হইতে
এই যাটে বাগাচা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া
দেওয়া যে যুক্তিনিষ্ঠ, সেটী অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলেন “এই ফেরিফেরের টাকা খিদি-
রপুরের মিউনিসিপালিটিতে অন্য কথা।
এই স্থানের কমিশনরের। উঁচাচিৎ
খিদিরপুর পারের রাস্তা পরিষ্কার রাখি-
রাছেন। ভড়পাড়ার পারের দূর উঁচাচিৎ
দিগের সম্পর্ক নাই।” এ স্থলে আমা-
দিগের পুনরায় জিজ্ঞাসা এই, এই ফেরিফেরের
সমুদয় টাকা খিদিরপুরে কেন অন্যায়?
কমিশনরের। কি বল পূর্বে উঁচাচিৎ আদার
করেন? না, এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ট হইতে
তাঁহারা কোন আদেশ পাইয়াছেন?
যদি বলেন “ফেরিফেরের টাকা পূর্বে
বাঙ্গাল গবর্ণমেন্টের হাতে থাকিত এবং
এই এক মাত হইতে সমস্ত রাস্তা যাট
প্রস্তুত হইত, পরে রাস্তাদিগের জন্য মিউ-
নিসিপালিটির সৃষ্টি হইলে এই ফেরিফেরের
টাকা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে খিদির
পুরেই অন্য হইয়া আসিতেছে।” ফেরিফেরের
সমুদয় টাকা খিদিরপুরে অন্য করিয়া
মততে আজ্ঞা দিবার কারণ কি? একটী
ভাড়া আর ত কিছুই বেধিতে পাই না।
ফেরিফেরের পরসার আদারকারী আমাদের
টোকা দূর খানি চিরকাল খিদির পুরের
পারেই আছে। ভড়পাড়ার চড়টী
বাগাচা ডুবিয়া যায় বলিয়া সেখানে ঘর
হইবার সুবিধা নাই। গবর্ণমেন্ট কি এই
কারণেই বাগাচা মিউনিসিপালিটিকে
এই ফেরিফেরের আধিকারে চির বঞ্চিত
করিয়া রাখিবেন? এই কারণেই কি
গবর্ণমেন্ট এই ফেরিফেরের টাকার প্রস্তুত
উদ্দেশ্য সাধনে চির পরাধীন থাকিবেন?
পারমাজীদেব রাস্তাদিগের সুবিধার নিমিত্ত
যে রাজ্য ফেরি আদার করিতেছেন,
স্বাধীন সেই রাজ্যের নিকট কখন অবশ্যই
রাস্তা পাইবে, যে বিষয়ে ফেরিফেরের মত

দৈবদান। আর কেহ একপত্র প্রতিজ্ঞা
পরিণালনে ত্রৈলোক্য করিলে গর্ভমণ্ডল কি
ভাষাতে সমান ভাষা? সেই সেই
ভাষাতে 'চরিত্র' ও 'কৌশল' টাকার
বিধি দাখিল করিতে ও যাত্রীদিগের
সংস্থা করিয়া দিতে হইত। যদি বলেন
এ টাকার দ্বারা খিদিরপুর পালের
ঘাটের বাস্তবী প্রস্তুত হইয়া পড়িত
রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি
খিদিরপুর পালের ঘাটের বাস্তবী
কিছু কয়েক মাস পরিমিত মাত্র। আর
এ বাস্তবী কতগুলি মনোযোগীরা
সুবিধার জন্য রাখা হয়। উদাহরণে
নিকট স্বতন্ত্র কণ্ড আনয়ন হয়। ফলতঃ
ফেরি হইতে যাত্রা আনয়ন হয়, তাহার
সংস্থারের একপত্র ও এ রাস্তা, টিকিট
অন্য ব্যক্তি হয় কিনা সম্ভব। যাত্রা
হউক, আমরা পুনরায় প্রতিজ্ঞা করি,
যাত্রীরা খিদিরপুর হইতে ভড়পাড়ার
ঘাটে বা এই ঘাটে হইতে খিদিরপুরে
যায় হইয়া যান, তাহাঁদিগের সাধারণ
কয়েক ভড়পাড়ার রাস্তার কটী ভোগ
করিতে হয় কিনা? যদি এই কটী যাত্রী
সাধারণেরই হইল, তবে সাধারণ দত্ত
টাকা দ্বারা সাধারণের পথ কেনই বা না
প্রস্তুত হইবে? কেনই বা এ যাত্রীরা চির-
কাল পরমা দিয়া এই কটী ভোগ করিয়া
চুপ করিয়া থাকিবে? যদি বলেন এ
স্থানীরা বাবু মিউনিসিপালিটির অধীন,
অত্র ভাষা কমিশনারের উপর প্রস্তুত কারয়া
দিবেন। তাহাঁদিগের হস্ত হইলে যাত্রীদিগের
আর কোন কথা থাকে না। ফেরির দত্ত
টাকাতাই হউক আর অন্যভাবে হউক
তাহাদের পক্ষে হইল সমান। রাস্তা
পাইলেই তাহারা চুপ করিয়া থাকে।
কিন্তু যুক্তির নিকট হুজুগ সমান হই-
তে না। ফেরির সমুদয় টাকা খিদির-
পুরে থাকা হইতে দেওয়া যে অন্যায় এবং
যাত্রীদিগের দত্ত পদ্যাগু নিকট

থাকিতে তাহাদের সুবিধার জন্য অন্য
কণ্ড হইতে অর্থ দিতে বলা যে অন্যায়
অন্যায় এটি গর্ভমণ্ডলকে অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে। আপনার ভাগল লাঞ্চার
দিকে কাটিলে কেহ কিছু করিতে পারে
না মত্তা; কিন্তু কেহই ভাগলের স্বামীকে
অবিবেচক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে
হাড়ে না।

নিখিতে নিখিতে প্রস্তাবী দীর্ঘ
হইয়া পড়িল। আর একটা কথা লিখিয়া
প্রস্তাবীর উপস্থাপন করা যাইতেছে।
সেই ১৯ এপ্রিলের প্রেরিত ভড়পাড়ার
ঘাটের নিকটের দৌরাছোর কথাও
লিখিত হইয়াছিল। সেই দৌরাছোর
নামান্য নচে। উহা পক্ষে প্রকাশিত
হওয়াতে কমিয়া যাত্ৰা দূরে থাকুক,
সম্প্রদায় সাংঘাতিক হইয়াই উঠিতেছে।
পারাপারের পানিসিঙল সেই সে
কালের খেতার জিহ্বা উঠায় নিকট
নয় নাট, কোন নৌকাতেই নৌকা নাই,
একজন করিয়া মাঝি ভাল খরিয়া থাকে
মাত্র। ডোট লোক আরোহী হুই এক
জনকে নৌকা টানাইয়া নৌকা পার করে।
এক ত এইকড়ি ক্রফানের দিন, তাহাতে
নৌকা নাই, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা,
তাহাতে বোতাই বজ্রিষ তেজিষ জন
বলিতে কি ভড়পাড়া বা খিদিরপুরের
থোয়া ঘাটী দৌরালে কমিকাতা নিকট
বগিয়া কেমন বিখ্যাত করিতে পারেন
না। আমরা এই ঘাটের সমুদয় অত্যা-
চারের কথা এবারে প্রকাশ করিতে
পারিলাম না, বারাহুরে লিখিবার চেষ্টা
রহিল।

এক্ষণে উপস্থাপন গর্ভমণ্ডল
নিকট প্রার্থনা এই যে এই ঘাটের পারা-
পার গামী হুণী প্রজাদিগের প্রতি যেন
তাহাঁদিগের মাহু সম্প্রদায় দৃষ্টিপাত হয়।

বর্তমান কালের রাজনীতিজ্ঞতা

ও কতকগুলি রাজপুত্রের
বিশেষতঃ সংস্থা।

বিজ্ঞানের যে দিন দিন উন্নতি হই-

তেছে, তাহার অণুভব করা কাহারও
সাধারণ নয়। কিন্তু রাজনীতি ও স্বার্থ-
নীতি ক্ষুদ্রতর যে নুতন কিছু
উন্নতি হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না।
প্রাচীনকালের স্বার্থ ও রাজনীতিজ্ঞ।
যে নীতি পথ অবলম্বিত করিয়াছেন,
বর্তমান স্বার্থ ও রাজনীতিজ্ঞ। সেই
পথে চলিতেছেন। ইহাঁদিগের হস্তে
এ পথের কিছুমাত্র সংস্কার হয় নাই,
বরং পথটি অধিকতর দুর্ভিত হইয়াছে,
একদা বাগানে অভ্যুত্থিত হয় না। তবে
বিশেষের মধ্যে এই, প্রাচীন কালের
রাজনীতিজ্ঞদিগের চতুর্ভুতাদি সুব্যবস্থা
ছিল, ইহাঁদিগের এইগুলি সুব্যবস্থা
হইয়াছে। প্রাচীন কালের প্রজ্ঞা
রাজনীতিক নিত্য হুঙ্কোষ বগিয়া
বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যে সে ব্যক্তির
হস্তে সমস্ত কট করিবার ঘোনা। তাহার
অর্থ এই, রাজনীতিজ্ঞদিগের চরিত্র বৃদ্ধা-
ভার উঠিয়া কখন কি ভাব অবস্থান
কেন, তাহা নির্ণয় করিবার অন্যায় সাধ্য
নাই। যিনি যত ভাবে গোপন করিয়া
কার্য করিতে পারেন, যিনি যত চতু-
রতা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিয়া স্বার্থ
সাধন করিতে পারেন, তিনিই পরিপক্ক
রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অধিকতর প্রশংসিত
হইয়া থাকেন। আর তাহা প্রাচীন
কালের রাজনীতিজ্ঞতার প্রধান আদর্শ-
ভূত। তিনি যে যেমন রাজনীতিজ্ঞ
ছিলেন, সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস তাহার পরি-
চয় দিয়া দিতেছে। সেই হুঙ্কোষ রাজ-
নীতি বর্তমান রাজনীতিজ্ঞদিগের গুণে
হুঙ্কোষের হইয়া উঠিয়াছে। সরলতার
সচিত্র উদাহরণের সাক্ষ্য নাই। যিনি
যত অধিকতর কুটিল বুদ্ধি হন, তাহার
তত প্রশংসা হয়। প্রচার মর্কনাশ হউক

অন্যে স্বার্থ হানি হউক, যে রাজনীতিজ্ঞ তাহাতে জ্ঞেপ না করিয়া নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ হন, (অর্থাৎ এমন বিকৃত) লোকের নিকটে তাহার আদরের পরিমীমা থাকে না। পক্ষান্তরে, যিনি অন্যের স্বার্থ হানি সত্ত্বেও নিজের অথবা নিজ প্রভুর স্বার্থ সাধনে সমর্থ না হন, তিনি অপসার্য বলিয়া দ্বিগুণ ও তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। যাঁহারা নিজের বা নিজ প্রভুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রজার ইচ্ছাধীন চেষ্টা পান, তাঁহাদিগের কু কথা নাই, যাঁহারা নিজ ও নিজ প্রভু ও প্রজা কাহারই আশ্রয় না করিয়া স্বাধীন সম্পাদন করেন, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বলিত হন না। লর্ড ক্লাইব ওয়াশিংটন যেহিঁস ও লর্ড ডেনহাউসের রাজনীতিজ্ঞতার প্রশংসা অনেক ইংরাজে মুখে ধরে না। লর্ড বেকিঙ্ক লর্ড কানিং ও লর্ড মর্থফোর্ড তাহার সত্যাপেক্ষ এক মংশ লাভ করিতে পারেন নাই, পারিবেন এ সম্ভাবনাও নাই, মহাভূক্ত লর্ড মর্থফোর্ড প্রজার অন্যেদের ঘোষণা আয়ত্তর রীতি ও আদেশিক করি স্থগিত করিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট নীতির ই লগে প্রশংসা হওয়া দুই খাঁকুক, আমবা শুনিতেছি অনেকে তাঁহার উপরে বিরূপ হইয়াছেন।

উপরে রাজনীতির কাক্ষিক্ষত্রুণ বর্ণন করা হইল। প্রাচীন কালে ইহার যে রূপ ছিল, এখনও তাহাই অবিকল আছে বটে সে বোঝায় না। এখনকার রাজনীতিজ্ঞেরাও সরলভাবে প্রজার মঙ্গল চিহ্নিত ভাল বাসেন না। যখন ভারতবর্ষে প্রথম ইনকম ট্যাক্সের সৃষ্টি হয়, তৎকালে সরকার ১৯টি বিলিয়ন তাহার এই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইনকম ট্যাক্স করিলে প্রজার আত্মিক অসুস্থতা জন্মিবে।

প্রজার মনের ভাব অবগত হইয়া তাঁহার যে প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল, তিনি তদনুসারেই সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞদের আদরণীয় না হইয়া পরচ্যুত হইলেন। পুরীর কালেক্টর গেডিস সাহেব প্রাদেশিক করের বিষয়েও ত্রুপ অভিজ্ঞ প্রকাশ করিয়া অবমানিত হইয়াছেন। রাজনীতি এমন অসুস্থ পদার্থ যে ইহার নিকটে সচরাচর স্পষ্টবাদিতা সাংগতিকতা ও ধার্মিকতাদি কোন গুণই স্থান প্রাপ্ত হয় না। এক মাত্র স্বার্থ সাধনই ইহার লক্ষ্য ভূত।

এই রাজনীতি জঘন্য হউক আর প্রশংসনীয় হউক, তাহার গুণ দোষ বর্ণন এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এই রাজনীতির সর্বোত্তম নিবন্ধন কতকগুলি রাজপুরুষের যে একটা বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার উল্লেখ বিরাট ক্ষোভ প্রকাশ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সকল রাজপুরুষের মত এই, রাজ্য সহজে যে কাজ করিতে হইবে, সকলকে অবমত হইয়া করিতে হইবে, তাহাতে যদি কাহার নিজ সংস্কারের বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়, তাহাও করা উচিত। তাহা না করিলে এদেশের লোকে বিজোহী হইবেন, গায়েবদিগের প্রতি অভক্তি করিবেন, গায়েবদিগের প্রেরণা নাই ইত্যাদি জানিতে পারিবেন। ইত্যাদি জানিতে পারিলে গবর্ণমেন্ট আর কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

দেশীয় পাঠকগণ! আপনারা বলুন দেখি, এটা কি বিপরীত সংস্কার নয়? কতকগুলি রাজপুরুষ একরূপ কহিতেছেন, আর কতকগুলি অন্যের কহিতেছেন। এখানে পাঠকগণ বোধ কর কতকগুলির মতের সহিত তোমাদিগের মতের প্রেরণা হইল, আর কতকগুলির মতের সহিত

অনৈক্য হইল। বাহাদিগের মতের সহিত অনৈক্য হইল, তাহাদিগের প্রতি কি তোমাদিগের বিরোধ প্রেরণা উদ্দীপিত হয়? গায়েবদিগের প্রতি কি অভক্তি জন্মে? আমরা ত জানি যাঁহারা যথার্থ কথা কহেন, তাঁহাদিগের গুণেই কেবল সংস্কার জাতির প্রতি ভক্তি উদয় হয়। তাঁহারা যদি যথার্থ কথা না কহিতেন, তাহা হইলেই ইংরাজ জাতির উপরে অভক্তি জন্মিত। আমাদের মুখেও কোত সংস্কারে জিজ্ঞাসা এই রাজপুরুষগণের একরূপ বিপরীত সংস্কার আর কত দিন থাকিবে? এদেশীয় কৃতবিদ্যগণ হইতে তাঁহাদিগের এত অভক্তি কেন? তাহারা আজও এদেশীয়দিগকে চিনিতে পারিলেন না? এদেশে তাঁহাদিগের যখন কোন কুসংস্কার ও অসংস্কারের প্রেরণা হয়, তখন যদি তাঁহারা একবার এই চিন্তা করেন, এদেশীয়েরা উচ্চ জাতিতে পারিলে কি মনে করিবেন। তাহা হইলে পরম মঙ্গল হয়। সে সময়ে তাঁহাদিগের এদেশীয়দিগকে মনে হয় না কেন? স্থানান্তরপ্রাপ্তি এক খানি প্রেরিতপত্র আমাদেরকে এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে প্রবর্তিত করিয়াছে। ইউরোপীয় পাঠকগণ কিঞ্চিৎ অতিনিবেশ পূর্বক সেই পত্রখানি একবার পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই এদেশীয়দিগের মনের ভাব কিরূপ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

ঐতিহাসিক মাজিউট।

কাহেল সাহেব ঐতিহাসিক মাজিউটের যে সংখ্যা বুদ্ধি করিতেছেন, এটা মঙ্গল ব্যক্তিমানের হৃদয়পরিভোক্তার হইবে সন্দেহ নাই। সমুদায় মিউনিসিপাল ও টাউন কমিটির সভ্যদিগকে তৃতীয় প্রেরণা নাগিউটের ক্ষমতা বেওয়া হইয়াছে। কেবল কণ্ঠে

টরনটুল, আর চারবি, বাবু রাজেন্দ্র সিং
মিত্র ও বাবু যতীন্দ্র সিংহ ২৪ পরগণার
দ্বিতীয় প্রতীক মার্জিটেটের ক্ষমতা
পাইয়েছেন। যে সকল গ্রামে মিনি-
সিপাল বসেছিলেন, সেই সেখানেকার
কর্তব্যে ন্যায়পাল্যে কার্যদক্ষ ব্যক্তি-
দিগকেও অষ্টেডনিক মার্জিটেট পদ
প্রদান করা কর্তব্য। গবর্নমেন্ট মন্ত্রণালয়ে
সংস্থা রুজি করিয়েছেন বটে; কিন্তু
আজিও তারা অত্যাচারের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি
রণে পর্যাপ্ত হয় নাই। পূর্বে এখনকার
ন্যায়ালয়ের সেরণ অবস্থা ছিল, তাহার
বহুল পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে গ্রামের
এখানে লোকেরাই গ্রামের বিবাদের
সীমাংসা করিয়া দিতেন। তাহাতে
নির্দোষ ব্যক্তিদিগের ক্রোধের শাস্তি
হইত। এখন আর গ্রামবাসিদিগের
সে ভাব নাই। এখন আর কেহ কাচারে
মানেন না। সুতরাং গ্রামের বিবাদের
গ্রামে সীমাংসা হয় না। আদালতে
গিয়া অত্যাচার প্রতীক সকলের সাধা
রত নহে। আদালতের মকদ্দমা আস ও
বার সাধা। সকলের সে বার ও আস করি
বার ক্ষমতা নাই। এই কারণে আজিও
অনেক গ্রামে অনেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে
অনেক প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিতে
হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যদি এক একজন
অষ্টেডনিক মার্জিটেট হন, পুলিশ স্টেশন
নাশিতের প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে
তাঁহা হইবার কি সম্ভাবনা থাকে? বিশেষ
রূপে গ্রামের বিবাদসীমাংসা সবেয়া বহন
হইতমানে হইয়াছেন, তখন গ্রামে গ্রামে
এক একজন অষ্টেডনিক মার্জিটেট
করিয়া তাঁহাদিগের সেই শূন্য পদ পূরণ
করা কর্তব্য। অন্যথা দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাগ্য-
দিগের ব্রিটিশ সুবিচার নাভের সম্ভাবনা
নাই। আমরা পূর্বে ১৯৭৪ এই প্রস্তাব
করিয়াছিলাম, উল্লিখিতমান সম্পাদক
আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন।

এখন তিনি যেখন ভীকুর্ভি লেপ্টনট
গবর্নর সেই প্রস্তাবের অনুমতি করিতে
ছেন। ক্রমে গ্রামে গ্রামেও যে
এই প্রথা প্রবর্তিত হইবে, সে বিষয়ে
আমাদিগের কিছুমাত্র সংশয় নাই।
তবে আমরা একথা বলি, অনুমত
লোককে নিযুক্ত করিয়া যেন দেশের দুঃসম
করা না হয়। যে গ্রামে উপযুক্ত লোক
না মিলিবে, সেখানে অষ্টেডনিক মার্জি
টেট করিতে আমরা নিবারণ করিতেছি।
লেপ্টনট গবর্নর দেশীয় সিবিল সার্জিসের
স্বাক্ষর করিয়া এদেশের যে উপকার করি-
বেন মনে করিতেছেন, আমাদিগের
বিবেচনার অষ্টেডনিক মার্জিটেট
নিয়োগ প্রথা তাহাও শর্তসূত্রে উপ-
কারী হইবে। অসম্প্রদান লোকের সম্বো-
ধের কারণ হয় না। অসম্প্রদান অনেক অন-
র্থের মূল হয়। পক্ষান্তরে, কর্তব্যে উপ-
যুক্ত সমস্ত অষ্টেডনিক মার্জিটেট
দিগের হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা
নাই।

পূর্বপ্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত একটি

উৎকর্ষ উপস্থাপন হইবে।

কর্তৃক অসম্প্রদান হইলে তৎপ্র-
তীকার চেষ্টা হয় না। তৎপ্রতীকার
চেষ্টা হইলেই মিল্লিগ প্রায় মনোরুজি
সকল উত্তেজিত হইয়া উঠে। ক্রেশ
শাস্তির মানসে লোকে সমুদ্র পারে যায়,
ক্রেশ শাস্তির মানসেই লোকে স্থাপনপূর্ণ
যোর অরণ্যে প্রবেশ করে। সর জর্জ
কায়েল সাহেবের শাসনপ্রণালী বহু
বোঝা দূরিত হইলেও তাহা হইতে বেশের
একটা পরিবেশ সঙ্গল হইবার উপক্রম
হইয়াছে। সে মঙ্গল ভীকৃত্য ও আলস্য
পরিভাগ করিয়া অত্যাচার নিবারণার্থ
সকলের উৎসাহ রুজি। বিশাল অগ্নি
কাণ্ড, ভয়াবহ বাত্যা প্রভৃতি হইতে
অনেকের জীবন ও সম্পত্তির মাহ হই

বটে; কিন্তু তদ্বারা আবার অনেক দলে
স্বাধা ও ভূমির উন্নতি সাধিত হইয়া
থাকে। বর্তমান লেপ্টনট গবর্নর এক
বিষয়ে নয়, সকল বিষয়েই অসীম ক্ষমতা
প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক
মার্জিটেটকে এক এক জন ফরাসী
প্রিন্সের পরিবার অভিলাষী করিয়াছেন।
তাঁহার আগমনের পূর্বে বিভাগীয় মার্জি-
টেটকে লোকে বেশের শাস্তি ও রাজ্যীয়
প্রদর্শনের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষা
কর্তব্য বলিয়া জান করিতেন। কোন
প্রকার কষ্ট অথবা অত্যাচার হইলে সক
লেই মার্জিটেটের মুখাপেক্ষা করিতেন।
কিন্তু কায়েল সাহেবের রাজনীতি অনু-
সারে ঠিক কাজ হইলে মার্জিটেটে
এক প্রকার কাঁচাধেকো দেওয়া হইয়া
উঠিবে। তাঁহাদিগের নিকটে আর
সাধারণ পাইবার আশা থাকিবে না।
পাছে তাঁহারা অকারণে মিথ্যায় বেন
অথবা অন্য কোন অনিষ্ট করেন, এই
ভয়ে সকলকে দশম্ব হাবিতে হইবে।
অতঃপর মনসা দেবীর ন্যায় তাঁহাদি-
গের নিকটে কেহ বর প্রার্থনা করিবেন
না। কেবল তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া
বংশন না করেন, ইহাই প্রার্থনীয় হইবে।
মৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগের বঙ্গ-
দেশীয় সিবিলাইজেশনে বৎস্রাচারী
পঞ্জাবী প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন।
কায়েল সাহেব এত উৎসাহ দিতেন,
যেখানে প্রত্যেকের এক উৎসাহ দিতেন-
ছেন তথাপি ফৌজদারী বিচারের সময়ে
মার্জিটেটেরা আর বিচারপতির নির-
পেক্ষতা ও গাভীয়া পরিভাগ করি-
তেছেন না। কোন প্রকারে দুই চারিটি
কথা শুনিয়া যাওয়া হয় একটা নিশ্চিন্ত
করা লেপ্টনট গবর্নরের অতীত; কিন্তু
কায়েল সাহেবেরা সুবিচারের গতি
রোধ করিতেছেন না। দুঃখের এই, অশি-
ক্ষিত ও উদারস্বভাব বঙ্গদেশীয় সিবি-

লিয়ানের। যে কাজ করেন না, পুলিশ কর্মচারিগণের অনেকে তাহা করিতেছেন। সম্ভ্রুতি যে করেকটী পুলিশ ঘটিত অত্যাচারনিবন্ধন সমুদায় দেশ চঞ্চল হইতেছেন, লেফটেনেন্ট গবর্নর তাহার একটি-তেও অপরাধির দণ্ড বিধার নিমিত্ত যত্ন-বান হইলেন না, বরং তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে পুলিশের নামে এ প্রকার নালীশ না হয় তাহাটী তাঁহার অভিপ্রেত। ফলতঃ লেফটেনেন্ট গবর্নরের রাজনীতির বোঝে পুলিশে লোকে শাস্তি রক্ষা বোধ না করিয়া অত্যাচারকারী বলিয়া জানিতে-ছেন। পুলিশ কর্মচারিরা চোর ও ডাকাইতের চক্র হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিবেন ও আততায়ির বধ চেষ্টা হইতে রক্ষা করিবেন এ আশা আমাদের-গকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। পুলিশ পাছে অত্যাচার করেন এই ভয়ে অনেক ভীত। এক্ষণ অবস্থা হওয়া উচিত কিনা? ইহা অর্থাভাবের অন্ততঃ চির সংস্কারের একমুখ্য বিপত্তি।

লেফটেনেন্ট গবর্নরের রাজনীতির বোঝে ক্রমশঃ লোকের আত্ম রক্ষার চেষ্টা আপ-নারিগণে করিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি যে সর্বত্র লোকে পুলিশের অত্যাচার নিবারণার্থ বহুপরি-কর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছেন। এটি জুগময়ের শুভ চিহ্ন। আমরা প্রদেশীয় বিপকে অনুপ্রবেশ করিতেছি এই প্রতিজ্ঞা যেন ফলস্বরূপী না হয়। দেশের লোকে আপন আপন স্বাভাবিক স্বত্ব-বুঝি। তৎস্বার্থ চেষ্টা না করিলে অত্যাচার হইতে পারে না। যেখানে অত্যাচার, সেইখানে প্রতিবাদের উপায় হইলেই আর তাহা হইতে পারে না। যদি কর্মচারি-গণ বুঝিতে পারেন স্বার্থ করিলেই তাহার দণ্ড হইবে, তাহা হইলে সেটী কুখ্যাতি কোন ক্রমেই তাহারিগণের সাংঘ-

বরণ। ফলতঃ দেশের লোকেরা এক বা-কী হইয়া আইন মত উপায় অবলম্বন করিয়া অত্যাচারের প্রতিবিধানের যে চেষ্টা করিতেছেন, এটি যার পর নাই আশা-বের হইয়াছে। কিন্তু একবিধের বিশেষ-রূপে সতর্ক হওয়া কর্তব্য। পুলিশ কর্মচারী হইলেই তাহাকে শত্রু জ্ঞান করা উচিত নহে। সকলের জানা উচিত যে পুলিশ কর্মচারিগণের অনেকের অপ-রাধির দণ্ড দেওয়াইবার সম্পূর্ণ চেষ্টা আছে। সেখানে সকলের পুলিশের সাহায্য করা কর্তব্য। আমাদের দেশের লোকের একটি অসঙ্গত দোষ আছে। একজন যথার্থ অপরাধ করিয়াছে জানিয়াও আমরা স্বাধীনতাজনিত বটের ভরে তাহার সংবাদ দি না। দেশের লোকে যদি এবিধের পুলিশের সাহায্য করেন, পুলিশকে যত্না যত্নের আশ্রয় দিইয়া অমাণ সংগ্রহ করিতে চা-না। অপর, সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষি-নিগণকে দণ্ড কেন, অর্থাৎ যাচারী মিথ্যা-সাক্ষ্য দেয় তাহারিগণকে সমাজচূত করা হয়। তাহা হইলে কাহারও অত্যাচার করিতে সাহস হয় না। পুলিশ অত্যাচার করিলে সেই অত্যাচার গোপন নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজ যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার দণ্ড দাতা হন, তাহা হইলে সহজেই অত্যাচারের নিবারণ হইয়া আইবে।

আমরা এখানে পুলিশকেও একটি অনুপ্রবেশ করিতেছি। তাহারিগণের জানা উচিত তাহারা শাস্তি রক্ষার্থ আছেন, অত্যাচারের জন্য নহেন। কেহ অপরাধী হইলে তাহার যদি গ্রামস্থ লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন, অন্যত্রাসে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন। পুলিশের মধ্যেও দেশীয়রাই অনেক। তাহারাও তাঁহাদের ভারতবর্ষীয়, এটি যদি তাহারা নিশ্চয় না হন, তাহা হইলে অসঙ্গত আপন

আপন কর্তব্য সাধন করিতে পারেন অথচ তাহারিগণকে অত্যাচারকারী বলিয়া কলঙ্কিত হইতে হয় না।

উপসংহারে আমরা পুনরায় কহিতেছি এক্ষণে যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে যে সাধারণ মত প্রবল হইতেছে এটি একটি শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্যকালে আমাদেরিগণের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অত্যাচার হইলেই তাহার অবশ্য নিবারণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা যেন কেবল পুলিশের বিরুদ্ধাচরণ করিব বলিয়া করা না হয়।

—০—

গ্রামীণ উন্নতির পথ

প্রতিবন্ধক।

আমরা যে সমস্ত পল্লীগাম দর্শন করিয়াছি, তাহার সন্ধানী উন্নত গ্রাম নরনগর হইয়া নাই। নিয়োজিত পত্রখানি আজ আমাদেরিগণকে বিশাল বিস্ময়িত ও বিপুল আনন্দে পূর্ণকিত করিয়া তুলিয়াছে। পত্রখানি এই—

“মহাশয়! কাশীমপুর গ্রামটি রাজ-সাহী জেলার অধীন। গ্রামস্থ গ্রাম সঙ্-লেই সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। অজাগরণ নিত্যস্থ সুখে কাণ্ডাশন করে না। ১২। ১৪ ১৯৭৪ পূর্বে গ্রামের অবস্থা যে নিত্যস্থ মন্দ ছিল তাহা বর্তমান অব-স্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোধগম্য হয়। পূর্বে যে সকল স্থান বিবিধ জঙ্গলাদির দ্বারা পরি-বেষ্টিত থাকিতে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির উপদ্রবে উপক্রান্ত ছিল, এক্ষণে সেই সকল স্থান শস্য বা পুষ্প রক্ষাদি দ্বারা পুষো-জিত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করি-তেছে। পূর্বে যে সকল স্থানের অধিবাসি-গা চিঠা পঠিয়া শিক্ষা করিয়াই জ্ঞান লাভ করিত, এক্ষণে সে সকল স্থানের অধিবাসি-গা বীজ গণিত ত্রিকো-ণমিতি শিক্ষা করিয়াও শিক্ষালি

পূর্ণা নিবারণ করিতে পারিতেছে না।
মহাশয়! বলিতে কি গ্রামের জমিদার
গণের অনীম উৎসাহ ও ভাবে গ্রামের
বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়াদি স্থান
পুণোজিত হইয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃতভাষার
আদর্শভূত হইয়াছে। পরিশেষে ত্রিযুক্ত
রায় গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি বাগদুর্গ,
ত্রিযুক্ত বাবু তারিণীকান্ত চৌধুরী ও
ত্রিযুক্ত বাবু কিশোরীনাথ চৌধুরী জমি-
দারদ্বয়কে শত সমস্ত ধন্যবাদ দিয়া
প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে।
কারণ, কেবল ইহা-ই দৃঢ় যত্নে এই
গ্রামের এতদূর প্রসারিত হইয়াছে। *

গ্রামের সকলেই সন্তোষজনী এতী
বড় কৌতুকাবহ বাবু। কি উপায়ে
গ্রামবাসিনা একত্র প্রেম-সম্পন্ন হই-
লেন, পরস্পরকে তাহার কোন কারণ
নির্দেশ করেন নাট। করিলে আমা-
দের কৌতুহল চরিতার্থ হইত। তবে
পত্র প্রেরক একস্থলে লিখিয়াছেন, জমী-
দারদ্বয়ের যত্নে গ্রামের উন্নতি হইয়াছে।
তাহাও স্পষ্ট হইতেছে না। জমীদারেরা
নিজস্বত্ব হইতে অর্থ দিয়া সকলকে
বিভবশালী করিয়া তুলিয়াছেন অথবা
শিল্প বাণিজ্য কিবা কৃষি কার্যের
পুর্বিধা করিয়া তাহাদিগের সৎকৃত্য লাভের
পথ করিয়া দিয়াছেন। পরস্পরকে
লেখার ভাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।
না। কিন্তু অনেকগুলি গল্পীগ্রাম
বোধিয়া আমাদিগের এই সংস্কার অভি-
প্রাণে, আজি কালি গল্পীগ্রামের
সকলদীন উন্নতি হওয়া বড় কঠিন।
গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কারন্তেরাই
প্রধান। তাহাদিগের প্রীতিই গ্রামের
প্রীতি। কিন্তু তাহাদিগের জমশা; প্রীতি
হইতেছে। পূর্বে ব্রাহ্মণ ও কারন্তদিগের
অর্থগণের যে উপকার ছিল, তাহা রুদ্ধ
হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এসমি
অন্তঃকরণে যমজ বস্ত্রন বরিষা পিরা

ছিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু না দিয়া কেহ
কিছু করিতে পারিতেন না। তাহাতে
ব্রাহ্মণদিগের স্বল্পত্ব চলিত। পূর্বে
জবা সামগ্রী খুলত মুলা ছিল, তাহাও
উদাহরণের স্বল্পত্ব জীবন ব্যক্তি নিকী
হের অন্যতর কারণ। পূর্বেকার ব্রাহ্মণদি-
গের ভোগ লালসাত বসবস্ত্রী ছিল না।
এখন উহার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।
এখন মিতা নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্তব্য বিলুপ্ত
প্রায় হইয়া আসিয়াছে, জবা সামগ্রী
অতিশয় মলগা হইয়াছে, ভোগবাসনাত
আত্মনিক প্রবল হইয়াছে। মধ্যে
চাকরী অর্থগণের উপাভূত বর।
যাঁহারা সন্তুষ্ট ভব হইয়া চাকরী করেন,
উঁহারা সন্তুষ্ট ভবের ন্যায় কিছু দিন
সুখী হইয়াছিলেন। এখন সে দ্বারে
কীটী পড়িয়াছে। এখন আর এক সুখ
নয়। এখন চাকরীর সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট অর্থী
হইয়াছে। এক জাতিতেও এই অর্থিতা
মিলিত নয়। হিন্দু মুসলমান পৃথক সক-
লেই চাকরী চাকরী করিয়া আর্জন্য
করিতেছেন। গবর্ণমেন্ট এত চাকরী
কোথার পাইবেন যে সকলের ক্ষুধা
শান্তি করিবেন। *

বহুকাল হইল, বৈশ্য ও কারন্ত
জাতি দেশে হইতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।
কারন্তেরা কারন্ত বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন
জাতির হুঁত এক চেটিয়া করিয়া লইয়া
ছিলেন। তাহাতে তাহাদিগের জীবিকা
অসম্পূর্ণ ছিল না। এক্ষণে ইংরাজ জাতি
উদাহরণেরও অন্তে হইয়া হইয়াছেন।
কুতরাং উদাহরণের জীবিকা আর
খুলত নয়।

এই সকল কারণে আমরা দেখিতে
পাইতেছি, গ্রামের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ
ও কারন্তের উক্ত চাকরী আছে ও কিছু
সম্মতি আছে, তাহারা ই যে কিছু পুর্বা
কিছু তাহাদিগের ভাগ অতি অল্প।
গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও কারন্তের

অবস্থা মন্দ। যাবৎ ইংরাজ চাকরী
আশা পরিভাগ করিয়া অন্য অন্য
কার্যে প্রবৃত্ত না হইতেছেন, যাবৎ
ইংরাজের পুর্বা স্বল্পত্ব হইবার সম্ভাবনা
নাই। এই ক্ষেত্রে আমরা উপরে কথিত
সকলদীন গ্রামীণ উন্নতির একটি প্রধান
প্রস্তাব আছে। উপসংহারকালে আমা-
দিগের কাশীমপুরের পত্র প্রেরককে
পুনরায় বিজ্ঞাপা করিবার ইচ্ছা হই-
তেছে, তাহাদিগের গ্রামের ক্রীড়া
সংস্থাপনা হইল। তাহা জানিতে
পারিলে, আমরা অন্য অন্য গ্রামের
দ্বিগকে সেই উপায়ের অনুসরণের পরা-
মর্শ দি।

মুঠন পুস্তক।

বহু প্রত্ন বোধ (১) আমরা একদিন
একটি উপন্যাস জনপ্রিয়তামে পোঁকল
একদা গান করিয়া। দেবতাকে মোহিত
করে। দেবতার অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে
সমস্ত মাংস পুরস্কার দিলেন। বোধিল
অশোভিত হইয়া আসিতেছে দেবতা কাক
গর্ভিত পেটক ইহারও দেবতায় গান
করিতে গেল। দেবতাকে তাহাদিগের গান
অবগ করিয়া যেকপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন,
আমরাও বহু প্রত্ন বোধ পাঠ করিয়া সেই
রূপ সন্তোষ লাভ করিলাম। সত্যতঃ চন্দ্র
বাল্লালি লিখিবার চেষ্টার তুলা বিফল
মার নাই। উহা যে কেবল প্রত্নবস্তু হয়
একপ নয়, গ্রামের সন্তের সহিত আর ইহার
সাক্ষাৎকার থাকে না। নিম্নলিখিত কথিত
আমাদিগের বাক্যের স্বার্থার্থ পাঠকগণের
স্বয়ংসম করিয়া দিবে।

* বংশধরগণে প্রথমকার প্রজা

অন্তঃস্থ থাকে বহিঃস্থ-কুস্তলে।

উদাহরণ মৌলিক স্বয়ং-অন্যোদয়।

সে উদয়বাণী বুদ্ধবুদ্ধ-বিজ্ঞান।

(১) মণ্ডার কালিদাসের বংশধর
অন্যোদয় প্রত্ন, এসমি তাহার প্রত্নত্ব
কুস্তলে বসন্ত বংশ, কালিদাস প্রত্নত্ব
লেন ২৩ নং প্রত্ন বুদ্ধবুদ্ধ, মুলা ১০ এক
আনা মাত্র।

বিবিধ সংবাদ।

ই উদ্বোধন সোমবার।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন “গত ৭ ই মে বিলম্বিতরিত্ব একজন উত্তমবাসিনী মুলসমান পত্নীর এক কালে ত্রিভী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। কন্যা ত্রিভী এপর্যন্তও নির্ভীক বঁচিয়া আছে।

গত ১০ ই মে লালপুর শরৎসুন্দরী যাই-মর কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক হান কার্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে।”

জিলা দিনাজপুরের জজপাণ্ডী হরিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, মালদহও ন্যায়ক এখানে একজন মুলসমানের গৃহে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৪০৫০ খানি গৃহ ভস্ম এবং একজন মুলসমানের দুই শিশুকন্যার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। এ প্রকার ভূত্যা সংবাদ অধিকতর শোচনীয় হয়।

বিচারপতিরা যথা সময়ে আদালতে আগমন করেন না, তদ্বিবন্ধন অর্ধে প্রত্যর্ধি প্রভৃতির যার পর নাই, কষ্ট ও ক্ষতি হয়, এই বলিয়া আমরা এতদিন যে তারতরে চীৎকার করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার কল কলিয়াছে। আমরা গতসংখ্যক কলিকাতা গেজেটে পৃষ্ঠ করিয়া সজ্ঞাই হইলাম, কয়েল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, মফসলের বিচারপতি বিগকে প্রতিদিন ১১ টার মধ্যে আদালতে আসিতে হইবে। এনিয়ম কতদূর ক’বে পরিপূর্ণ হয়, ছয়মাস পরে কমিশনার সাহেব বিগকে তদ্বিবন্ধে বিশেষ রিপোর্ট করিতে হইবে এবং প্রতিবর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। নিরমলী উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু কয়েল সাহেবের যেমন সকল কাজের প্রারম্ভ উৎকৃষ্ট কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, ইহাতেও সেই দোষ ঘটিয়াছে। তিনি যেমন হাকিমরিগের আগমন কালের কড়াকড় করিলেন, তাঁহারিগের গমন কালেরও তেমন একটা নিয়ম করা কর্তব্য। ১১ টার সময় অর্থাৎ রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত থাটাইয়া লওয়াও কর্তব্য হয় না। আমাদের অপর বক্তব্য এই, সদর মফসল

কেন না করিয়া সমুদায় বিচারপতির প্রতিই ১১ টার মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া উচিত।

তদা বাটতেছে হাবডার দ্বন্দ্ব নাগিতের প্রতি পুলিশের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিত হইবে। ঘটনাস্থী নাটকের উপযোগীই বটে।

সম্প্রতি বোম্বাইর প্রধান প্রধান লোকেরা সর সাইল ফিটারকে যে অভিনন্দন দেন, তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, জামজিয়ারের দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য রাজ্যের গবর্নমেন্ট এবং ইংলণ্ডের লোকের হস্ত ও অর্থব্যয়ের জরী করিবেন না। এ সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের জির আছে বলিয়াই ত এত গোরব।

হোম গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারত বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের যুগ্ম সকল জিটিশ ইণ্ডিয়াতে প্রচলিত হইবে। এক প্রেসিডেন্সির মোট অপর প্রেসিডেন্সিতে সজ্ঞা চলে, ইহারও একটি বিশেষ বিধান করা কর্তব্য। বিশেষ বিধান না থাকিতে অনেক সময়ে ভিন্ন প্রেসিডেন্সির মোট গুলিকে বিবাদ জ্ঞান হয়।

আমরা সংবাদপত্র পাঠে আক্লান্বিত হইলাম, বোম্বাইর নাগিতাই হরিদাস এল, এল, বি, তজ্জতা হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম কলিকাতার হাইকোর্টে আর একজন এদেশীয় জজ নিযুক্ত করা লাভ মর্জককের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু প্রধানতম বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচের এনিয়মে মত জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিয়াছেন, যে একজন এদেশীয় জজ আছেন তাহাই পর্যাপ্ত। কাজির মতে হিন্দুর গরব নাই। বাহারিগের দেশ, তাহারিগকে ছল করিয়া চিরকাল বঞ্চিত রাখা ভাল দেখায় না।

ইংলিসমান বলেন কশিরেতা আগা মসজিদ হইতে খাসগার পর্যন্ত রাজা সকল নির্বাণার্থ বহুসংখ্য মজুর নিযুক্ত করিতে ছেন এবং চারি পাঁচ জন কশির আফিসর কোলাবে পূর্ণত সকল পরিদর্শনার্থ আসিয়াছেন। কশিরেতা ক্রমে আট খাট বাধিয়া আসিতেছেন।

এরাগদুস্ত বলেন, “বাংলাদেশে সর্বত্রই বিদ্যা প্রচুরের নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয় আছে, গবর্নমেন্ট তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। সে তালিকার ফল এই।

সাহিত্যাদি শিক্ষাইবার কলেজ গবর্নমেন্টের ৯ টী, সাহায্য প্রাপ্ত ৫ টী এবং স্বাধীন ১ টী, মোট ১৫ টী। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার কলেজে সমুদায়গুলিই গবর্নমেন্টের, সংখ্যা ১২ টী, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল গবর্নমেন্টের ৫২, সাহায্য প্রাপ্ত ৭৮ এবং স্বাধীন ৪৭, মোট ১৭৭। মধ্য শ্রেণীর স্কুল গবর্নমেন্টের ২২২, সাহায্য প্রাপ্ত ১০৪৪, স্বাধীন ১০২, মোট ১১৬২। গার্লস স্কুল গবর্নমেন্টের ১৮০০, সাহায্য প্রাপ্ত ১১১, স্বাধীন ১৮০০, মোট ২০১১। নর্সাল স্কুল গবর্নমেন্টের ২৬, সাহায্য প্রাপ্ত ১৫, স্বাধীন ১০, মোট ৪১। বালিকা বিদ্যালয় গবর্নমেন্টের ২, সাহায্য প্রাপ্ত ১৯ স্বাধীন ৪৫, মোট ৬৪। ছোট বড় সর্গপ্রাকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৭০০। চম্বাদের মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০৪৫৪। তদ্ব্যবধি সাহিত্যাদির কলেজে ১০০০, ডাক্তারি প্রভৃতির কলেজে ১৮০০, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ৩০০২০, মধ্য শ্রেণীর স্কুলে ৭২১২০, গার্লস স্কুল ২৮১০০০ নর্সাল স্কুলে ১৮৫৭, বালিকা বিদ্যালয়ে ২৫১৮। সমুদায়ের ব্যয় ৪৫১৮০০০ টাকা হইয়াছিল।

গত ১৯ এ মে দিনাজপুরের রাজা সিংহলাস উপনীত হইয়াছেন। সামাজিক রোগ এক স্থানেই কদম্বক না।

পিরমিরর নিশ্চয় শুনিয়াছেন যে ১৮৭৪ অব্দের মার্চ মাসে সার জন ট্রেচি উত্তর পশ্চিমাকিলের গবর্নর হইবেন। এই সকল লোকের আজি কালি উন্নতি হইবার দিন।

এ পর্যন্ত নিয়ম ছিল প্রতি মফসলর ইংলণ্ডে মেল যাইত, একজন অর্থি মফসল ব’রে না যাওয়া প্রতি শুভব’র মেল যাইত।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট পূণ্যের সিংহলাস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইন্সপেক্টর মাসিক বেতন ১০০০ হইতে ১১০০ টাকার বৃদ্ধি করিয়াছেন ইহা ভিন্ন তাঁহার

ভাড়া দেওয়া হইবে। বাসা গরুচ বলিয়া কিছু ধরিয়া দেওয়া উচিত ছিল। যেমন হইতেই যদি বাসা খরচ করিতে হয় তখন হইয়া সান্ত সমুদ্রের নদী পার হইয়া এখনে আনিবার প্রয়োজন কি?

এবার সন্তান সন্তানের প্রথম স্ত্রী মাসে ত্রিভুজ প্রকৃতি বণিকের প্রত্যেক ১৩,৬৪,০২৮ টাকা আদায় হয়, গত বর্ষে উক্ত স্ত্রী মাসে ১০৭২,৭৮০ টাকা আদায় হইয়াছিল।

১১ ই এপ্রিল মঙ্গলবার

কপিল নাথ সাহায্য দেব গবর্নমেন্টের নামে যে অভিযোগ করেন, হাজারিবাগের ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল বোডাম সেই মকদ্দমায় গবর্নমেন্টের প্রতি অনুকূল ভাব প্রকাশন করিয়াছিলেন বসিয়া লর্ড নরফোক উহার এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উহার প্রতি বোয়ারণ করিয়াছেন। এবং সকল আকিসরকে বলিয়াছেন, যে স্থানে প্রজার সন্তান গবর্নমেন্টের মকদ্দমা হইবে সেখানে উহার যেন কোন রূপ লক্ষণীয় ব্যবহার না করেন। আমাদিগের অন্যান্য লোকেরা যদি লর্ড নরফোকের মায় সন্তান ও উনার উক্ত হন ভারতবর্ষ মুখের রাজ্য হইয়া উঠে।

লর্ড নরফোক সিমলায় যে দরবার করেন তাহাতে বহু সংখ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ওয়েস্টার্লিগ উর নামক সংখ্য পত্র বলেন, সপ্রতি রাজ্যের পেরটনি নামক স্থানে কতকগুলি কৃষি ভূমি খনন করিতে করিতে আর দুই লক্ষ টাকার মূল্যের ও সর্ব রোণা সুজাপুর একটি খনি পাওয়া গিয়াছে। আশা করা যে উক্তা একটি সুদূর গুরু মধ্য রাখিয়া উহার রক্ষা করা হইবে।

দারজিলিং মিউনিসিপালিটি, সপ্রতি রাজ্যের চুক্তিবিধিগত পরাম্পর বড় গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। সেসময়ের কারণ কি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

চী-র চাস করিবার জন্য সিলেট গবর্নমেন্ট এলিমেন্টারি গ্রেডে অনেক ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন। এদেশের অধিকাংশ ভূমি

ক্রমে চা কাকি অধিকেন এভার চাসে পর্যাবসিত হইতে চলিল।

ভারতবর্ষে আরব দেশীয় বোটক আশি-বার বাষাতি দেখা যাইতেছে। তুরস্কের মূলতান বণিকদিগকে বলিয়াছেন উহার যেন আর ভারতবর্ষে আরব দেশীয় বোটক আমদানী না করেন।

পিপলস্ ক্রু ও বীরত্ব হইতে সংবাদ পাওয়াছেন, গত বুধবার তথ্য অধিকা হইয়া আর এক হাজার বর পুড়িয়া গিয়াছে। শুক্রবার পর্যন্ত অগ্নি নির্দাপিত হয় নাই। দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে। তথ্য ও আজ কালি ভারতবর্ষে বিকল্পে বহুপরি-কর হইয়া লাগিয়াছেন।

ইংলিসমান অনিয়াছেন বাথরগঞ্জের সন্তান অজ্ঞাত জি, জি, মরিস সাং-নের হাইকোর্টের নুতন সিভিলিয়ান জজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

সপ্রতি পঞ্জাবে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তরতা শস্যাদির প্রায় চতুর্থাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বিভাগে যদিও কিংবা পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্তু বাধারণতঃ ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

এবার ঐশ্বর্য প্রবল বলিয়া নানা স্থান হইতে গৃহ দাঙের শোচনীয় সংবাদ আসিতেছে। এক ব্যক্তি নদীতে হইতে লিখিয়াছেন "জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী দেড়দহ নামক গ্রামে গত বৈশাখ মাসের আরম্ভে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়া আর দেড় শত প্রজার বাতী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তদ্বিব-জ্ঞান অনুস ১০০০০ বিংশতি সহস্র টাকার তহাবির ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসী জামদার জীহুত বাবু জীহুত চৌধুরী যথা শর প্রজাগণের হুখে বার পর নাই হুখে প্রকাশ করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিগণকে তিন দিবস পর্যন্ত অন্নদান এবং তাহারদিগের সাহায্যার্থ ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা এক কালে দান করিয়াছেন। যদিও এই অল্পদানে হুদ-গৃহ প্রজাগণের বিশেষ উপকার লাভ হয় নাই বটে, তথাপি বাবুর উদার চরিত্র এবং পর হুখে কারুত্ব ওণের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।"

১৪ ই এপ্রিল বুধবার।

করিনপুরে বর্ষে বর্ষে যে মেলা চা-উষার ক্রমে জীবিত হইতেছে। গত বারে ৫০ হাজারেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। অন্যান্য বাণিজ্যক্রমের মধ্যে চাউলের বিবয়ে সবচেয়ে সমধিক প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছিল। ১০৫ প্রকার চাউল এই মেলায় আনীত হয়। এরূপ মেলা স্থায়ী হইলে দেশের স্বার্থ উপকার সাধিত হয়।

ব্রিটিশপলিতে একজন বণিকের হত্যা-পর্যন্ত অনেক কানী হইয়াছে। একের নিমিত্ত ৫ জনের প্রাণহানি হইল। ইহাতেই যে হত্যাও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে আমাদিগের এমন খোঁজ হয় না। অতএব এ নির্দয়তা না করিয়া বাবাজীবন বীণাভরবাসের আশা দেওয়াই বিধেয় ছিল।

সে দিন কলিকাতার উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেট একটি মকদ্দমায় বিচার করিতে ছেন এমন সময়ে ছান হইতে একটি বৃহৎ চুনকাম ভাঙিয়া উহার চেয়ারের নিকটে পড়িল, সোঁতাগা ভ্রমে উহার বা অন্য কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই। দুই একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া চাপা না পড়িলে আর এ রোগের নিবারণ হইবে না।

সংবাদ আসিয়াছে, সর্দার আবদুল্লা জাম আদীরকে যে কান্দাহার হইতে লিখিয়াছিলেন, আদীর তাহাতে বলিয়াছেন পত্র-সের সাহা সিস্তান রক্ষার্থ বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন, কনৌজেরও এই জন্য কাকুল হইতে ১৫ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব এ সময়ে তিনি কান্দাহারে হইতে পারিবেন না। আমীরের জমে সন্তোষ হইতেছে।

বিজীগেজেটের কবুলদ্ব সংবাদমতো লিখিয়াছেন, সর্দার জাহু খাঁ সিস্তান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, তিনি সিস্তানের অধিকৃত বাজা করিয়াছেন মাত্র।

গত শুক্রবার ডাক্তার সি, এম মাকদামার ওলাউঠার আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমরা আশঙ্কিত হইলাম, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সংবাদ আনিয়াছে সরকার মন্থন করছে। সরকার আলীকে একমল টেনা ও কতক টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়েছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে হিরাতের শাসনকার গ্রহণ করিবার জন্য একজন উপযুক্ত লোক পাঠাইতেও বলিয়েছেন। এদিকে তিনি নিজস্ব আক্রমণের উদ্যোগে থাকিবেন। আলীর এই পত্র পাঠিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ টেনা ও টাকা পাঠাইয়াছেন। আশাশুভের কিছু আশ্বাস এই প্রার্থনায় কিছু দূরত্বসিদ্ধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

জনপ্রতি এই, আবদুল রহমান এবং মহম্মদ ইশাক খাঁ কাবুলে অর্থ ও টেনা সংগ্রহার্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহারা কলীর সেনাহলে মিশিয়া আলীরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টার আছেন।

২০ এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখা যাইতেছে।

সম্রাতি বোম্বাইয়ের প্রবর্তনে ৩০০০০ টাকা আর এবং ২৮০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে সকল কর্মচারী উহাতে অতিরিক্ত কার্য করিয়াছেন, এই উদ্ভূত টাকা উহাদিগকে বিহার প্রত্যাহ হইতেছে।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আনিয়াছে জানকিবারে যে রণতরি পাঠান হইয়াছে উহা মূলতানের সহিত যুদ্ধার্থ নয়, মৃত্যু বিয়া ক্রীতদাস লইয়া কোন আত্মীয় যার কি না তাহারই অনুসন্ধানার্থ পাঠান হইয়াছে। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন কোন রূপে সন্তোষ না করে। অন্য অন্য অধিকার কালে আমরা একগ সতর্কতা সাবধানতা ও ন্যায় সুগামিতার কথা শুনি নাই।

সম্রাতি গারোওয়ার করলার খবরে উপর হইতে একখণ্ড ভূমি ভাঙিয়া পড়িতে একজন ইউরোপীয় ও ১২ জন দেশীয় সুলি মৃত্যু হইয়াছে। অনবধানতা ও অধি-

যুক্তারিতা অনিত মৃত্যু অধিকতর দোষী হয়।

বিত্তোবী নিরাক্ষর মন্থন খাঁর যে মৃত্যু বণের আত্মা হইয়াছিল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের পূর্ণ অধিবেশনে তাহা রহিত হইয়া উহার ব্যবস্থাপন দীপান্তর বালের আত্মা হইয়াছে। নিষ্ঠুরতার প্রাণ হঠাৎকৈ ক্রোধের রহিত করা কর্তব্য।

শিরনির বলেন, সেহিন নীতাপুরের অন্তর্গত বানহিটা নামক স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায়শী এক কালে উৎসব হইয়া গিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু অনেক মৃত্যু ও গর্হাধি আহত হইয়াছে। গত পূর্ণ মঙ্গলবার শাংমাজার গবর্নর মের্ট সাহায্যকৃত স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা কলীক বের বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৭ ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার।

সম্রাতির বহিরাঙ্গ নামে একটি প্রী লোক চিরকোমার্য ত্রুত অবলম্বন করিয়াছেন। আশাশুভের এখানে অনেক কুদীন কন্যাকে বাধ্য হইয়া এই ত্রুত অবলম্বন করিতে হয়।

সম্রাতি বোম্বাই গবর্নরমেন্ট একটি আশ্চর্য আত্মা প্রচার করিয়াছেন। উক্ত গবর্নরমেন্ট বলিয়াছেন, কোন শিক্ষক যেন পুস্তকাদি রচনা না করেন, কারণ তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার শিক্ষকতা কার্যের ব্যাঘাত জন্মিবে। কোন শিক্ষক বয়সাগণ লইয়া আশ্বাদ প্রমোদে অধিক রাজি আগরণ করিতে না পারেন তাহারও কোন উপায় করা উচিত। তাহাতেও ত শিক্ষকতা কার্যের ব্যাঘাত সম্ভাবনা। যে আত্মা প্রতিপালিত হইবে না, সে আত্মা বিয়া আপনাতর যান কেবল আপনি মন্ত করা হয়। লাভের মধ্যে এত-রণ্য প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইবে। বাহার পুস্তক লিখিবার অত্যন্তিক ইচ্ছা হইবে, তিনি কখন ক্ষান্ত হইবেন না, অন্যের নামে তাহা প্রচার করিবেন। তবে স্কুলের সময়ে কেহ পুস্তক রচনা বা সমাচার পত্রাদি পাঠ না করেন, এই আত্মা দিলে ভাল হইত।

অবোধার অবাকারী বিভাগের আর কম হওরতে ত্রুততা প্রদানন্তম কমিশনার এই বিষয় গবর্নরমেন্টকে লিখিয়াছেন। আরো হরার বোকান খোল, পোম্বাইরা যাইলে, লোকের সর্বমাপ হটক, আর যাই হটক, গবর্নরমেন্টের পরসা হইলেই হইল।

১, পৌজার সাহেব ক্রমি ও ইসারনশিকার অধ্যাপক বরসা আসিতেছেন। ইহা'র জন্য ৫০০ মূল্যের একটি মন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা হইতেছে শুনিলেও আশঙ্ক জন্মে।

সংবাদপত্র সম্পাদকগণ পুনঃ পুনঃ কাম্বল সাহেবের নিকটে লেখনী ধারণ করিতে তিনি ত সম্মানহৃতক উপাধি লাভ করিলেন। আবার রাজপুত্রবংশের সিমলা বাসের নিকটে লেখাতে তাহার বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এখন ত কেবল এীম্ব কাল তথ্যি এবার দাস করা হইত, ত্রুমে তদ'র সম্বন্ধসর থাকিবার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। শুনা যাইতেছে কতকগুলি আকিল না কি এবার হইতে বরাবর সিমলায় থাকিবে। লাভ' মর্থ ক্রক হইতে যদি এ কাজ হয়, আন্তিসর দুঃখের হইবে।

কর বৎসর ধরিয়া নত বড ডাক্তারেরা ত এহেশের সাংক্রামিক জ্বরের নিব'ন নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু উমা কাম্বল সাহেবের ভীক্ষু ভূতি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি ধীর করিয়াছেন, এদেশীয়েতা তাত খায়া বলিয়াই এই সাংক্রামিক জ্বর হইতেছে। বাস্তবিকতা যদি অল্প পরিত্যাগ করেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিরা সাংক্রামিক জ্বর জেগ করিবেন, যে বিলম্ব করিবে না। দুর্নিবার উদরাময় হইয়া নীত্রই কার্য শেষ হইবে সন্দেহ নাই। অন্তর্বহ সেন্টমেন্ট গবর্নর যে উপা'টির উদ্ভাবন করিয়াছেন, এটি তাঁহার অধিকার কামোচিত হইয়াছে।

সে'দিন কর্দ লাগেনে একখানি আরোহী ট্রেনে অগ্নি লাগিয়া ত্রুতনক কাম্প হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ত্রুতব্যান্দে আগুন লাগে, ত্রুতপরে তাহার পরবর্তী একখানি দ্বিতীয়

উপযোগী বলিতে হয়। গরমীতকালে
কুমারপাতি ভাণ্ডার হয় নাই। উঠাই নস
হামির করণ।

১২ ই মে ১৯০৭ খ্রিঃ ৫ জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা
একটী মেলা হইয়াছিল। প্রতি টনশাকী
সংক্রান্তে ঐক্য মেলা হইয়া থাকে।
উকা মিল্পুর বা কেউর মেলা বলিয়া বিখ্যাত।
উৎসবমূলক আদি মনোহর। মিমলার উল্লসে
কোটী নামক একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের
নিগড়গে একটা বিকীর উপত্যকার মেলা
উপলক্ষে বিস্তর লোক সমাগম হয়। চতু-
দিকে পর্বত মনোহর। বিকীর সমতল ভূমি
ও নিকটে জল আছে, তাহাতেই স্থানটী
দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে।
পর্বত স্থানে গ্রাম সমতল ভূমি মৃত্তিগোচর
হয় না এবং জলও সরাসর অভিদুর হইতে
অনিতে হয়। উক্ত স্থানেই উত্তরেরই
সম্ভাব আছে। উক্ত মেলা বর্ষাবর্ষ ভিন্ন
বর্ষের শাসনকর্তা লাভ মঞ্চকর ও ভারতবর্ষের
ইসলামাবাস লাভ নেপিরার ও উত্তরবর্গের
অনুচরণ ও অপরায়ণ উত্তরপাতিবিল
সাক্ষর গমন করেন। অপর পর্বতবাসী
রাজগণ ও বহু পর্বতভাগ লোকের সমাগম
হইয়াছিল। পাণ্ডারী অসংখ্য ও পাণ্ডারী
মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ বহু বোঝান
যোলা হইয়াছিল। নাগর বোলা এখন-
কার একটা প্রধান আমোদ। ৮।১০ টী
নাগর বোলা বোলাস্থানে অনিত হইয়া-
ছিল। পাণ্ডারী মেলাতে ভীর লইয়া খেলা
হয়। একজন বড়বান থাকে, আর একজন
দূর হইতে তাহার পাশ্চাত্যগে ভীর মারে,
এই এক আশংকা আমোদ। এখানে সর-
সর মেলাস্থানে পর্বতবাসী গ্রীষ্মকাল
অবিকার সমাগম হয়। সকলেরই সম্মতি
সন্ধি অনুষ্ঠিত হয় না।

—১০—

আমাদের ভাওলপুরস্থ সংবাদ
হাভা নিখরহে—

ভাওলপুরে সত্তর বুলভিন হইতেই রাজি
৫২ মাইল দূরবর্তী, শতরু নদীর পৃষ্ঠপুর্বে
সংস্থাপিত। সত্তরটি ক্ষুদ্র কিন্তু সবোচ্চের রাজ
ধানী। পলিকল এজেন্ট প্রভৃতির ভেত

কোঠার বালিয়া সর্বদাই লোক সংখ্যা
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রতা জল
নাহু সকলের পক্ষে যাহ্যাকর নহে। বিশে-
ষতঃ কৃষোদক অভিশর দুর্ভিক্ষ। বাসাদিক
কাল পান করিলে অরুচি নামক পীড়া
হইয়া থাকে। বহুনাশিধিগের পক্ষে এ স্থান
সর্ব বিষয়েই অস্বাস্থ্যকর। সামান্য জ্বর
শরীর সর্বদাই হইয়া থাকে। তবে সুখের
বিষয় এই যে, এদেশে ওলাউঠা হয় না।
ওলাউঠার আতুপুর্জিক বর্ণনা করিলে
এ দেশস্থ লোকেরা অশ্রদ্ধাশ্রিত হয়।
এখানে ইউরোপীয়ের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি
হইতেছে।

ভাওলপুরের অর্ধেকোশ অস্তরে পূর্বে ও
দক্ষিণ দিক বাপী কিস্তি স্থানের বিখ্যাত
মকতুমি (গ্রেট টিওরান ডেজার্ট) স্থপা-
কার বালুকাভাষি পর্বতভাগে বিস্তীর্ণ
হওয়া রহিয়াছে। কেবল ছোট ছোট কাউ
গড় ও কীটী ঘোপ বন মরু পথে গাভিত
হয়। মকতুমির সমুদ্রস্থ স্বামী বড়ুর।
গমনাগমনের পথ নাই। যেচে নাম ব-
শুকর করিণ বহুক প্রভৃতি বনা জগতে
পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে স্থপাকর বালুকা-
ভাষি বহু দূরী সন্ধানিত হইয়া ছোট ছোট
গ্রাম গুলি এক নগরে বিলোপিত করিয়া
ফেলে। ভাওলপুর হইতে বিকেন্দ্রার যাত্র-
বার উক্ত মকতুমির মধ্য দিয়া একটি সামান্য
পথ আছে। বাকেরা পথের লাঘব হইবে
বলিয়া উক্ত পথ দিয়া বহুকালে (অন্য
সময়ে গতিবার যো নাই) উত্তাপরি আরো-
হণ করিয়া বহু কষ্টে হাতারাত করে।
বাল্যবস্থার স্থলে পারি করিয়া ছিল
কিন্তু কষ্টে উত্তাপরি উপকারী, মকতুমি-
রূপ সিদ্ধ করিবার তাঁর "একশে বছর
প্রত্যক্ষ করা হইল। এদেশে উত্তাপরি
কোন কাজই হয় না। সকলের ঘরে গ্রাম
ছুই একটি উত্তাপরি দেখিতে পাওয়া যায়। আমা-
দের দেশের মত গাড়ি পালকিত যোগ্য
এখানে প্রচলিত নাই এবং থাকিলেও
পথের অসুবিধা নিবন্ধন গমনাগমনের
সে নাই।

নবাবের রাজত্ব প্রায় ১০০ কোটির

মাইল পারিসর হইবে। গর আবাদি বলিয়া
আর তত্ত পরিমাণে অধিক নহে। ভূতপূর্ব
ভাওল বী নবাবের সময়ে কেবল ১০০০০০
লক্ষ টাকা সালিসানা আর ছিল। কিন্তু
আমাদের উপস্থিত পলিকেল এজেন্ট
এবং সুপারিটেণ্ডে মেকর মিনচিন সাহে-
বের একান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমের বলে এখনে
প্রায় ১২০০০০০ টাকা সালিসানা আর
হইয়াছে। উক্তারা প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎ-
পাদনের নিমিত্ত খাল প্রভৃতি খনন করিয়া
প্রকার আবিষ্কার পক্ষে বিশেষ সুবিধা
করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ এ প্রদেশে
অতি অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ভর মাস
কৃপ হইতে বাকি ছয় মাস খাল হইতে
জল লইয়া চাষ করা হয়। ভূমিসকল অভিশর
উর্ধ্ব, কিন্তু কর্মদক্ষ চাষা ও লোকের
অভাবে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন হয়
না। এদেশের চাষারা অল্প, কপ, কড়াই
প্রভৃতি কোন প্রকারই আবাদ করে না,
করিলে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন হইতে
পারে। আমাদের প্রজাবাসন পলিকেল
এজেন্ট মেকর মিনচিন সাহেবের এ
বিষয়ে একান্ত চেষ্টা করিয়া দেখা বিশেষ
আবশ্যক।

প্রজাবাসকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য রাজ
প্রাণ হইতেই নবাবের যে পরিমাণে অর্থ ব্যয়
হয়, ফলভাগের দোহাংশের এক অংশ হয়
কিনা নবাবের। আমাদিগের বহুমেলাে ওক
মহাশয় দ্বারা বেরণ শিক্ষা শিক্ষা হইয়া
বাকি, এখনেও সেইরূপ। কেবল একটি
মিসনরি স্থল আছে। উক্তা ২ ইংরাজি
শিক্ষক ও মৌলবি আছেন। মৌলবি সাহে-
বেরা কেবল উর্দু ও ফারসি শিক্ষা দিয়া
থাকেন। তেজ মাউরটি বাঙ্গালি একশে
লুই বর্ষাবলম্বী হইয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা
হয় হটক বা না হটক, মাউর মফা-
লদেরা জীবনিকাকে বল খেলিতে বিল-
ক্ষণ শিক্ষিত করিয়াছেন। প্রজারা শিক্ষিত
না হইলে কখনই রাজ্যের শ্রিত্তি হইবার
সম্ভাবনা নাই। অতএব মেকর মিনচিন
সাহেবের এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হওয়া
উচিত।

৪ টী টমার্ট

—১১—

প্রেরিত।

মান্যব জীযুক্ত সৌম্যপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

সম্পাদক মহাশয়! আজি কালি কি
জ্ঞানকল্যাণ পড়িয়াছে। যথার্থ বিদ্যে ব্যক্তি
করিলে বর্তমান নীতিজগৎগের নিকটে তাঁহার
আদিত হওয়া দুঃখ বাক্য যে ব্যক্তি সাধন
করিয়া প্রকাশ করে সে মহাবিপদে পড়িতে
হয়। সত্য বিষয় গোপন রাখিয়া মিথ্যা
বাস্তবতা চাটুকারিতা করা বর্তমান সময়ে
নীতি হইয়া উঠিয়াছে। কি রাজা কি প্রজা
কি ধনী কি দুঃখী সকলেই ঐতিহাসিক মিশ্র
বাক্যে ঘোষিত হন। এ সময় যদি কোন
ব্যক্তি আমাদিগের দেশের অবস্থা বর্ণনে
প্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে উৎসাহের অতি
জ্বলন্তরূপে রাজা শাসন করিতেছেন,
প্রজাদিগের কোন বিষয়ে কষ্ট নাই, রাজ-
কর্তব্যকারীরা তাহাদিগের ধন গ্রাণ মান অতি
বহু রক্ষা করিতেছেন, উচ্চ ও নীচ শ্রেণী
সকলেই সমানরূপে বিদ্যালয় করিতেছেন,
তাহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত উত্তমরূপে
ঔষধ ও পথ্যাদি বিধান হইতেছে, প্রজা
কোন বিষয়েই নিপীড়িত অথবা দারিদ্র্য
নষ্ট, অধিক কি তাহারা রক্ষা হইবে। বস
করিতেছে বলিলে হয়। এইরূপে যদি কেহ
ইতিহাস লিখিয়া কোন প্রধান রাজকর্ত-
ব্যকারীকে সেই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া দেন,
তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয় দেখেন যে
এক মাসের মধ্যে সেই লেখক হয় ত কোন
প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, না হয় ত সে ব্যক্তি
ভারতীয় সফরমণ্ডলীর অন্যতর হইয়া
উঠেন। পুস্তকখানি যদি কেহ বলেন যে একগ-
কার শাসন প্রণালী বর্তমানে প্রজাদিগের
অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, প্রজা
কোন বিষয়েই সুখী নহে, তাহারা শাস্তি
রক্ষক তাহাদিগের কাছেই প্রজাদিগের ধন
গ্রাণ মান নষ্ট হইতেছে, যে পরিমাণে বিদ্যা
বিষয়ে অর্থব্যয় করা আবশ্যিক, তাহা হই-
তেছে না, এবং যাহাও ব্যয় করা হইতেছে
উচ্চ ও নীচ শ্রেণীতে সাহজসাহজে বিভাগ
করিয়া দেওয়া হইতেছে না, এক একটি প্রদেশ
উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একবারে

খসে প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাশি তাহার নিবা-
রণের বা অবরোধের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে
না, দুঃখী প্রজাগণ রাজা ও জমিদারগণের
নিহিত নানা প্রকার কর আরোপ পীড়িত
হইয়া উঠিয়াছে যে আর তাহারা সে আর
বহন করিতে পারে না, এবং স্বাধীন
সাংসারিক পরিচর্যা করিয়াও অপুত্রিক
খাদ্য ও পরিধান বস্ত্র ভিন্ন আর কোন
সাংসারিক সুখভোগ করিতে পারিতেছে না,
অত্যন্ত দুঃখের সময় তাহারা মনে করে
যে এ প্রকার সত্য রাজার রাজ্য অপেক্ষা
সমস্তা যথেষ্টকারী রাজার রাজ্য বাল করা
সমস্তাও প্রজা, কারণ যথেষ্টকারী রাজগণ
যেমন সময়ে সময়ে এক একটি অত্যন্ত
খমার ও জঘন্য কার্য করেন বটে কিন্তু
অন্য সময়ে সময়ে এমন এক একটি সাধা-
রণ দিতকর কার্য করেন যে তাহারা তাহারা
ভরসী প্রাশংসার পাত্র হইয়া উঠে। এইরূপ
করিয়া যদি কেহ কোন প্রস্তাব লিখিয়া
সাধারণের গোচর করেন, তাহা হইলে
তাঁহার যে কি দুর্গতি হয়, তাহার অংশ
বৃদ্ধিতে তাহার অনুমান হয় না। একগ
দেখিয়া ভ্রমবশত এমন নির্দোষ ব্যক্তি কে
মাছে যে এই কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

সংগতিগেভিন্ন নাহে (একজন নিভি-
লিয়ান) এরূপ নির্দোষতার পরিচয় তাহার
বিষয় ফল ভোগ করিতেছেন। তিনি
যথাকাল পুরী জেলার কান্টনীর ছিলেন, সেই
সময় রক্ষাকার ও অন্যান্য কর সম্বন্ধে নিজ
মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে এ প্রদেশের
লোকদিগের বর্তমান অবস্থা উচ্চ প্রকার কর
নিষ্ঠার অনুপ্রাণণ, উচ্চতর সাধারণ
গণের বিশেষ অসন্তোষ বৃদ্ধি ও উচ্চ বহন
করিতে প্রজারা নিষ্ঠার অশক্ত হইবে।
তিনি এই প্রকার মত গবর্নমেন্টে জানিয়া
ছিলেন এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব কলি-
কাতা রিভিউ নামক সমালোচন পত্রিকা-
তেও প্রকাশ করেন। তাঁহার এই মত যে
তিনি যে স্থানে ছিলেন তথাকার অধিবাসি
গণের অত্যন্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া
সেইটি সাধারণের গোচর করেন। এই অণ-
রাধে তিনি যথেষ্ট এবং এতদেবোঁ কি
লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতেছেন। পারলিয়া-

যেই মহাসভার এই বিষয় লইয়া আলোচন
হইয়া গিয়াছে। উচ্চ মহাসভার একজন
সভ্য বলেন যে যদি স্বাভাবিক রাজকর্তব্যকারী
হইয়া প্রকাশ করে, তাহা
হইলে এতদেবোঁ লোকের একান্ত রূপে
বিত্রোহানল প্রবীর্ণ করিবার বাধা কি? যদি
বিত্রোহানল প্রজ্বলিত করে, তাহারা মণ-
দীর হইবে কেন? সম্পাদক মহাশয় শরণ
রাখিবেন একগে যথার্থ বিষয় বর্ণন করা
ও বিত্রোহানল উদ্দীপন করা পারিল-
হামেই মহাসভার সভ্যদিগের মতে ভিন্ন
নহে। এখানকার আর আর লোকের
ত কথাই নাই, নিরপেক্ষ গবর্নমেন্টেও
উচ্চতর (বোধ করি এই অণরাধে)
পুরী জেলা হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।
হায়! যেঁতল যোনিয়া! তুমি কি কখনও
এই দুঃখের প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! ইহা-
ধারা কি নির্দোষতাই প্রকাশ করিয়াছে।
সম্পাদকের মতঃ অণমান ও ভিত্তিমতঃ মতঃ
করিলে ও স্থান চ্যুত হইলে, আর তোমার
কল্পেই কি আছে বলা যায় না। একগে
প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখনও একগে
করিবে না এবং কৃত পাণের প্রাশংসিত
অণা নিজমত পরিচয় করিয়া এতদেবোঁ
উচ্চতর সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের
মতে মত দাও, তবে যদি কখন তোমার
জাল হইতে পারে, নহে তোমার এ পাণ
হইতে নিশ্চিত শাস্তি প্রাপ্ত।

উচ্চ বিষয় লক্ষ্য করিয়া রাজক-
নীতি এক সমস্ত উচ্চতর শাস্তিকার সম্পা-
দক বলেন যে যথেষ্টবিষয়ী যেঁতল সং-
বের ন্যায় উচ্চ পুস্তক ব্যক্তির এ প্রকার
লেখা দেখিলে এতদেবোঁ কৃতবিন্যাস মনে
করবেন চন্দ্রোত্তর রত্নবিদ্যা ও মায়াময়
ব্যক্তিদেবোঁ এই প্রকার ভাব। আর
একগে ভাবের লেখা দেখিলে এতদেবোঁ
গণের মনের ভাব, চিত্তবিন্যাসিত ও যে সকল
দুঃখ আছে তাহার অণেক ও আমাঃ
অধিক নিপীড়িত ব্যক্তি ও পদনিত
হইতেছি তাহারা, ক্রমে উৎসাহিত হইয়া
উঠিব।

উচ্চতর সম্পাদক যেন শরণ রাখেন
এতদেবোঁ "শাসনকর্তা ও শাসিত ভেদ"
ও "বিত্রিত মত ও মত কর" প্রভৃতি মত
প্রয়োগ করেন, তাহা উচ্চ প্রকার সম্পাদক

বিগের দপূর লেখারই ফল। এতদ্ব্যতীত কত
বিষয় ম'ত্রেই বিবক্ষণ জ্ঞানেন আজিও
উদাহরণের ভাণ্ডারে যে কিছু তখন ঘটিতেছে,
সে কেবল ম'ত্রেই যেটিস সাধের এবং
জন্মের ম'ত্রেই অগণ্যপাতি বিজ্ঞ
পণ্ডিতগণের ম'ত্রেই চলেছে।

১৯ মে } একান্তিমূল্য
১৯৭৩ } শ্রী ম. ড.

মহাশয়! ক্রিয়াকাল অতীত হইল, ১৪
পরগণার স্বত্বপাতি রাজপুত্র এমের মহি-
কটক টেকুপুত্র প্রভৃতি এমের অভিলষ
ওলাঠি রোগের প্রাচুর্য্য কর। বিশেষতঃ
আমার একটি আত্মীয়ের বাসিতে এক কালে
অনেকগুলি লোক জে রোগ দ্বারা আক্রান্ত
হয়। স্বত্বপাতি নিত্যকাল মিলনায় হইয়া সেই
রোগগুলিকে সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত ব'র
শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য এম, বি, মহোদয়ের নিকট
সমর্পণ করিলেন। শ্রীনাথ ব'র দেরণ কষ্ট
ও ক্ষতি বাকর করিয়া ভগিনীর মধ্যে
অনেকগুলিকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়া-
ছেন, তাহা যিনি জানিতে পারিয়াছেন,
তিনি তাঁহার উপর বিশেষ আস্থা ও কাম
না করিয়া থাকিতে পারেন না। বিশে-
ষতঃ শ্রীনাথ ব'র একটি রোগীকে আশ্চর্য্য
রূপে রক্ষা করিয়াছেন। ইত্যং মল্লদক
মহাশয়! বিবেচনা করুন উক্ত আত্মীয়
ব্যক্তি যদিও এই সুচিকিৎসক মহাশয়ের
উপর কতদূর কৃতজ্ঞ হইতে পারেন, অধিকতর
শ্রীনাথ ব'র যখন তাঁহাদের বাসী গমন করি-
তেন তখন অসংখ্য পরিজনগণকে উত্তমরূপে
দেখিয়া নিজের বাড়ি উঠরের ঐযদি
স্বত্ব করিয়া বিরা অসিতেন। আমরা
যেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ অধিকতর
ছাত্রের চরিত্রের বিষয় সেরূপ জ্ঞান
তাঁহাতে স'র আমরা অদৃষ্টকমে একটি
পাত্রে এসগুলিও দেখিতে পাই, তবে
আমাদের মন ক'র হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়
না। শ্রীনাথ ব'র এই সকল গুণে মুগ্ধ
হইয়া উক্ত আত্মীয় ব্যক্তি যখনই ছাত্রের
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে সোমপ্রকাশে কয়েক
পংক্তি প্রকাশ করেন। তাহা হইলে বিয়া
এই পত্রখনির ১৯৭৩ ক্রিয়াকাল নাহ

কেবল সংবাদের ব্যয় দুই পংক্তিতে প্রকাশ
শিত হইয়াছে। আমরা এই বাণীরাষ্ট্র
দেখিয়া বার বার নাই বিস্মিত হইয়াছি।
যদিও প্রাথমিকের ব্যক্তি যদি প্রাথমিক
বিক্রিত হয়, তাহা হইলে সজ্ঞবরণের মন
কি ব্যক্তি হইবে না? ডাক্তারবিগের পক্ষে
যে গুণগুলি অত্যাবশ্যক তাহা সমুদয়
শ্রীনাথ ব'রতে দেখিতে পাওয়া যায়
বলিয়া দেশের লোক সোমপ্রকাশের প্রাচ-
রণে বড় মুগ্ধিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত
ডাক্তার মহাপুত্রবিগের মধ্যে যে গুণগুলি
আজি কালি প্রায় দুই তর, ইহার তাহার
একটিও নাই। সুতরাং মল্লদক মহাশয়!
এই মহোদয়ের উপর কত আশা হইতে
পারে। দেশের লোকেরও কত আস্থা হইতে
পারে। অতএব সোমপ্রকাশ এমন মহোদ-
রকে প্রশংসা করিতে কেন যে লজ্জিত
হইলেন কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা
ভরসা করি, তিনি বেন সুপাত্রে প্রশংসা
করা একটি ক্রত বিবেচনা করিয়া সকলের
উৎসাহ বর্ধন করেন।

শ্রীনাথ,

—১০—

মুলা প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব'র রাজেন্দ্রনাথ রায়	
জয়দেবপুর	১০
• " নিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
চুরাডাঙ্গা	১০
• " চন্দ্রকেনী মূল্য—পাটগ্রাম	১০
• " মহেন্দ্রনাথ রায় বন্দ্যোপাধ্যায়	
মুলাগঞ্জ	৫০
• " বরগচন্দ্র বোম—গুড়বাড়ী	১০
• " রাজা মাধবচন্দ্র গিরিমহাস্ত	
তারাকের	১০
• " হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
ফিরোজপুর	১০
• " নবকুমার চৌধুরী	
মলিখাটীগ্রাম	১১০

—১১—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত ক'র বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা। অগ্রিম মূল্য সমস্ত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা। ছয়
মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করা যায়
না। মোট, দুটি, বার্ষিক চিঠি, যদি অর্ডার,
ইহার অন্যান্য বাহাতে বাহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ বেন টিকিট প্রেরণ না করেন।
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনাব নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁচাবিগের সূতম মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সজ্ঞবরণ
পূর্বে তাঁহাবিগের নামোন্মেষ করিয়া তাঁহা-
বিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সদর
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

সোমপ্রকাশের ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
সীল পাঠিব।

বাঁচাবিগের মূল্য না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাবিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৬০ দুই আনা তাহার পর ১০
দুই আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোমপ্রকাশ টেলিগ্রাফ দক্ষিণ চাকরিপোতার
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসিতে
প্রতি সোমবার আত্মকালে প্রকাশিত হয়।

সৌম্যপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৩০ সংখ্যা।

“প্রবক্তাণাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সঙ্কলনো নৃনামনুভবী ন হীহনা।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ২১ টাকা।

সন ১২৮০। ২৮ এপ্রিল। ইং ১৮৭৩। ৯ ই জুন।

মকরমে মাসে মূল্য অগ্রিম
বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ২১ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি।

পূর্ববর্তী রেলওয়ে।

এ-স্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাই-
তেছে যে, আগামী আগস্ট মাসের ১ তা
তারিখ অথবা তার তার এক দিন অগ্র
গচ্ছাৎ হইতে পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে
কোম্পানি টিকিটের চিহ্নপত্র প্রচার
তীরনতী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য জন্ম
এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য
এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস সাইন্স ফাঙ্কশন এজেন্টস
শিগাননর টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—২০—

জিহ্ম কেশর সেন কবিতার

আরও প্রকাশিত উৎসাহ।

উপরি উক্ত উৎসাহের আর্থিক অর্থ
নিহান সত্তে সর্বসাধারণের নানাবিধ
অকৃত্রিম উৎসাহ, টেলিগ্রাফ ও পাটনাদি স্থল-
ভূমিতে সর্বসাধারণের প্রাপ্য হওয়া যায় এবং
অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্বসাধারণের উপ
স্থিত থাকিয়া বাবদ্য পূর্বক উৎসাহ প্রদান
করেন।

উক্ত উৎসাহের উৎসাহের নির্ধারিত
মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে
এবং উহাতে কয়েকটি উৎসাহ পত্রের
উৎসাহক নবপ্রকাশিত উৎসাহ সকল সন্নিবে-
শিত হইয়াছে। বাহার আশঙ্ক্য হইবে
উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিংবা এক আনার
একখানি ডাকটিকিটসহ পত্র লিখিলেই

উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্য হই-
বেন।

১৪১ নং লোরার জিহ্মোদল সেন
চিহ্নপত্রের
কলিকাতা।

“জিহ্ম ডাক্তার হরিচন্দ্র শর্মা
নং ২৬ বোডন ট্রিট হইতে নং ২২ বটবা-
জার ট্রিটে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া-
ছেন।”

নং ২২ জিহ্ম—
বহুবাজার ট্রিট।

অবকাশতোষিণী। মাসিক
পত্রিকা।

অমরা উক্ত নামের কবিতা পত্রিকা
প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি
ডাক্তার মাস হইতে প্রতি মাসে রয়েল
১৬ পেন্সি ফর্মার এক ফর্মার করিয়া বাহির
হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য
কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত
থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫০ আনা।
মকরমে প্রাপ্যদিগকে এতদ্ব্যতীত ১০%
আনা ডাক মাহুল দিতে হইবে। পত্র গ্রহ-
ণেচ্ছক মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
অধিলে মূল্য সহিত নাম ধান জিহ্ম
পাঠাইবেন।

জিহ্মকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলকাতা,
কলিকাতা।

কলিকাতা শতাব্দী বঙ্গালয়ের বিজ্ঞান

পুস্তক। মূল্য ও ডাকমাহুল পাঠাইলে
প্রাপ্য।

৮ তারিখের মৈত্রের কৃত কমলাদণ্ডী-
হরণ প্রথম ভাগ ৫০

ঐ দ্বিতীয় ভাগ। ৫০

বাবু গোবিন্দ মোহন রায় কৃত হরি-

বাসর ওষধি প্রথম ভাগ ১০

ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১০

জগদীশ চর্কালঙ্কার কৃত বুধলা রহস্য

নাটক ১০

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কাশী

খণ্ড প্রথম ভাগ ১০

মহারানী বৃন্দাবনী কৃত বেহীরাশিত

নাটক ১০

একচন্দ্র রায় কৃত কবিতা সুহৃদ

মালা। ১০

প্রেরাংলি বহু বিদ্যানি নাটক ১০

জিহ্মচন্দ্র লালিত্য

বিক্রয়।

—২১—

নরেশ চন্দ্র।

একখানি চিত্র রকমের নাটক। কলিকাতা
অন্তর্ভুক্ত পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্য।
মূল্য এক টাকা।

জিহ্মনাথ রায়।

—২২—

জিহ্ম পণ্ডিত-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
অণীত “মহাবিহা রচিত হওয়া উচিত
কি না এতদ্বিধক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক”
প্রাপ্য হইয়া কলিকাতা ১৩ নং বর্গপ্রাঙ্গণ
ট্রিট সংলগ্ন বস্ত্র পুস্তকালয়ের “সংগ্রহ”

স্থাপিত আছে। মূল্য ১ এক টাকা ডাক
মাহুল ইত্যাদি। ১০ আনা।

ক্রীড়নীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস্
অব ডিক্জীজ্
অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পোজি কর্ভার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬
ডাকমাহুল ১০ আনা। উহার বাজাই অতি
শোভা এবং সুন্দর। চুচুড়ার প্রেরকর্তার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
হোটেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবাত্তেরই জাতব্য ধাত্রা-শিখা
ছই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল
১/০ উক্ত ছই টিকানার পাওয়া যায়। গতি
নৌকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রভুতি কষ্ট পায় না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
জন্মিষ্ট হওয়া অবধি ছই বৎসর পর্যন্ত
জাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুনিগের পীড়ার পূর্ক-
লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটা গুরুতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধা বাধ
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভজাব
সিবারণোপায়, দূতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনমূলে অতি সরল চলিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিষুচিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১/০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর

মধ্যে ৮০ জনকে বাচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ন্যাল অর্থাৎ
চিকিৎসা বর্নন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাহুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৪ টানি)

১/০

৬। কুইনাইন্ প্রোগ-প্রণালী

১/০

প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক আনা।

উক্ত ছই টিকানার পাওয়া যায়।

—

মন্ত্রপ্রণীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, যাঁহাতে
ধাতু, ধাতুর্ধ, সন্ধর্ধক, অকর্ধকাদি উপসর্গ
যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং
শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত-ভাষ্যাদিগের জন্য)
গণ, পদ ধাতুসংগতি বিশেষরূপে বিবৃত
আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল-
য়ের সর্বত্র পাইবেন। মূল্য ১৪০ টাকা।

কলিকাতা জ্ঞানবাজার হুট

নং ২১। ১২৭২

১ম অগ্রধারণ

জিলালকমল

বিদ্যাজুষণ

—

যিনি এক দিবসে জীবাত্মার জড়সম্বন্ধ
দর্শন করিয়া ছই মাসের মধ্যে আত্মজ্ঞান
লাভ করিতে চাহেন তিনি আমাকে (পেড)
পত্র দ্বারা জানাইবেন; অথবা পরস্পর বিজ্ঞান
রত্নাকর পুস্তকের মর্ম্মানুসারে যোগসাধন
করিবেন। এই পুস্তকের মূল্য ১ টাকা, ডাক
মাহুল ১/০। গহর জিরাঙ্গপুর্বে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য।

জীবেশবচস্স রায় কর্ধকার।

—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
ক্রব্য আবশ্যক হয় আশ্রয় করিলেই ইহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ক্রব্যগুলি শুধায়ে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

রেল বরা প্রস্তর নির্মিত মর্দ্যামার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অংশন ও
বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
যেহিহাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ
টাইল ইট।

ক'রার ত্রিক।

ক'রার ক্ষে।

বাটীর মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল বরা
পাইপ, টাইল এবং ক'রার ত্রিক প্রভৃতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন-
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলিকাতা

৭৭৭ হেভিওয়েস্ট্রীট

বরণ এণ্ড কোং।

—

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

লগুয়ন্ত।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান্দ'লেন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ৭০। ৮০ পাতা
পরিমিত পুস্তকাকারে প্রতি রবিবারে
প্রকাশ হয়, ইহাতে পঞ্জিকা জাহাজীর
সংবাদ খবর বিক্রী আমদানী ও রপ্তানী
দেশ বিদেশের প্রবাদির দ্রষ্ট উপস্থিত
গণনা রাজ আইন সমাচারসংগ্রহ শিকা
বৈয়্যিক সাংসারিক সামাজিক ও রাজকীয়
ব্যাপার এবং সাহিত্য ও নানা বিষয় প্রক-
টিত হয়। মূল্য প্রতি বৎ ১০ আনা। অগ্রিম
বার্ষিক ৮ বাৎসরিক ৪ ট্রেনাসিক ২। ডাক
মাহুল সমেত প্রায় ১০ আনা মাসে।

জিহুগাচরণ গুপ্ত।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এপ্রিল সোমবার।

ধাকুইপুর মহকুমাতীর ত আশ্রয় কাল
উপস্থিত। স্বচ্ছন্দ ভৈরব ও মৃত্যুগুণে
আর শামে না। কেহ কেহ বিব প্রয়ো-
গও করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই উপশম
দেখা যাইতেছে না। শুধু পুণ্ডা স্বস্ত র-
নাদি দ্বারা ঐবৎসত দেব কথকিৎ
প্রসন্ন হন। কিন্তু যিনি উক্ত মহকুমাতীর
ধরিত্রাছেন, তিনি কিছুতেই জুলিবার
নছেন। অস্তাব চিকিৎসা কার্যে প্রস্তুত
হইয়া আমরা যে কৃতকায্য হইব, সে
আশা নাই। তথাপি চেষ্টা করিয়া
দেখা উচিত, এককালে হাত পা ছাড়িয়া

বস। উচিত নয়। রোগীর নাড়ী আর
স্বহৃদযুক্ত ও সর্বোচ্চ শীতল হইয়াছে।
অতএব সর্বোচ্চ ও বিশুদ্ধ ক্লোরোফর্ম
এক কঁচা শীতল জলের সহিত সেবন
করাইয়া এবং সর্বোচ্চ স্ট্রেচ গুঁড়ি
মর্দন করিয়া দেখা হউক, যদি শরীর
উষ্ণ হয়, তা' নাড়ী স্বস্থানে আইলে
ভাগ্য পর চিকিৎসার অন্য প্রক্রিয়া
করা হইবে।

মহকুমার অধিক হয় না। এ কারণে
বারুইপুৰ মহকুমার উদ্ভুলনে পর্যাপ্ত
বলিয়া প্রতীতমান হইতেছেন না। যাহারা
মহকুমারী উঠাইয়া দিবার সংকল্প
করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহারা কেবল
মহকুমার সংখ্যামাত্র মর্শন করিয়া উদ্ভুলন
কার্যে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু কি
কারণে যে মহকুমার অংশ হইতেছে, তাহার
অনুসন্ধান করেন নাই। মহকুমার অধি-
কার সীমা নির্ণয় সময়ে থানা বিভাগগত
বন্দোবস্তের দোষ সেই কারণে। বাকি
পুরের থানারী যদি বারুইপুরের স্যামিন
করিয়া দেওয়া হইত, মহকুমার সংখ্যা-
গত ম্যুনাভা দোষ ঘটিত না। বাকিপুরের
লোকদিগের ডায়মণ্ডারবরে মহকুমার
করিতে যাওয়া অতিশয় কষ্টের কারণ।
ডায়মণ্ডারবর স্থান ভাল নয়, তন্নিম্ন
এখানে নানাপ্রকার কষ্ট আছে। পক্ষা-
স্তরে বারুইপুৰ উৎকৃষ্ট স্থান এবং এখানে
অনেক একর প্রবেশ আছে। বাকি
পুর থানার এলাকার সীমার যত গ্রাম
আছে, বারুইপুৰ তাহারিগের অপেক্ষা
কৃত্ত ও বিলক্ষণ নিকট হয়। বাকিপুরের
সামান্য সীমার লোকদিগেরও বারুইপুৰ
ডায়মণ্ডারবর অপেক্ষা দূরবর্তী হয়
না। অতএব বাকিপুর থানা বারুইপুৰ
এলাকায় স্থান করিয়া যদি আদালত
স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে সকলের
শেফাই মঙ্গল হয়।

আমরা সাধারণ্যে কহিতেছি, মহ-
কুমার অংশ হয় বলিয়া কোন মহকুমার

উঠাইয়া দেওয়াই উচিত নয়। এখন
মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের
হস্তে 'বস্তুর কার্যভার' ন্যস্ত হইয়াছে। কি
স্বাস্থ্য কি বিদ্যালয় কি ধর্মনীতি কি
রাজনীতি সকলের সহিতই উঠাইগেল
সহজ। যে সকল স্থানে এই সকল বিষয়ের
নির্ভর্য্যমত আছে, সে স্থান হইতে মহ-
কুমার উঠিয়া যায়, তাহাতে আমাদিগের
আপত্তি নাই। কিন্তু বারুইপুৰ সেরূপ স্থান
নহে। এখানে এই সকল বিষয়ের সমাধিক
উন্নতি সাধন চেষ্টা আবশ্যিক। মহকুমার
না থাকিলে এ অতীউনিত্তি হওয়া
দুঃসহ। অত্যাচারীভিত্ত প্রজাগণ
ব্রিটিশ সুবিচার লাভ করিয়া মনে
হুঃখ দূর করিবে, এই ভাবিয়া ঘন ঘন
মহকুমার স্থিতি করা হইয়াছে, কিন্তু যদি
শেফালির উদ্ভুলন করা হয়, সে উদ্দেশ্য-
গোর ব্যাঘাত জন্মবে সন্দেহ নাই।
অনেকে অত্যাচার সহ্য করিবে, তথাপি
গমনাগমন ক্রেশ ও ব্যয়বাহুল্য ভরে
বিচারার্থী হইয়া অধিকতর দূরবর্তী
আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না।
জমিদারদিগের পূর্ববৎ প্রভাব বৃদ্ধি
হইবে। প্রজাদিগকে অনন্যোপায় হইয়া
পুনরায় সেই জমিদারদিগের ক্রোড়গত
হইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভা এত
কাল ভাবিয়া ১০ আটন প্রভৃতির যে
স্থিতি করিয়াছেন, সুদূর বিফল হইবে।

প্রজারা যদি জমিদারের বিচারে
সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, আদালতে না যায়,
তাহা তা' আদালতের বিবরণ, যদি একথা
এল তাহার উত্তর দিবার পূর্বে আমরা
একটি গল্প বলি, উহা, জমিদারের
নিকটে যেরূপ সচ্ছিত্ত হইয়া থাকে
তাহা পরিস্ফুটরূপে পাঠকগণের জ্ঞান-
দায় করিয়া দিবে। একজন বিচারপতি
মিঠাই বড় ভাল বাসিতেন। বিচার
করিতেছেন এমন সময়ে অর্ধাং সন্ধ্যা
কি' এক হাঁড়ি মিঠাই দিবে। বিচার

পতি তাহার পক্ষে ডিক্রি দিতে উদ্যত
হইলেন। এতাব্দী তাহা বুকিতে পারিয়া
হুটী অঙ্কলি দেখাইল। বিচারপতি বুকি-
লেন, সে ছই হাঁড়ি মিঠাই দিবে কহি-
তেছে, অমনি কিরিয়া গেলেন, তাহার
জরলাভ হইল। জমিদারের নিকটে সচ্ছিত্ত
লাভ সেইরূপ। যে প্রজা অধিক অর্থদ্বি-
পারে, তাহারই জরলাভ হয়। উৎকোচ
প্রার্থী বিচারপতি ও অর্থলোভী জমি-
দার এ উভয়েই সমান। এ উভয়ের
নিকটে সচ্ছিত্ত লাভ হয় বলিয়া যে
বক্তির সংস্কার আছে তাহার জুলা হুট
আর নাই। সুশিক্ষিত রাজবিধি
কার্যদক্ষ নির্ণেত বিচারপতিরাই যখন
সময়ে সময়ে 'অবিচার' করিয়া বলেন,
তখন অশিক্ষিত ধনমত্ত অর্থলোভী
জমিদারের নিকটে সুবিচার লাভের
প্রত্যাশা বিফল। জমিদার বলে
সুশিক্ষিত নাই, আমরা এ কথা বলি না;
কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল।
পূর্বে জমিদারদিগের হস্তে পুলিষের
ভার ছিল, তাহারিগের দোষেই তাহা
হস্ত হইয়াছে। বিচার কার্য সম্পাদনের
ভার ছিল না বটে, কিন্তু তাহারাই
অধোচরে সেই বিচার কার্য সম্পাদন
করিতেন, আজও অনেকে তাহা করিতে
ছেন কিন্তু অনেক স্থলেই সুবিচার না
হইয়া নিতান্ত অবিচার হয়। অবিচার
অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন হয় বলিয়াই
গবর্ণমেন্ট অধিকসংখ্য মহকুমার স্থিতি
করেন। মহকুমার উঠিয়া গেলে এই গুলির
পুনরাবির্ভাব সত্তাবনা। অতএব বিশেষ
বিবেচনা না করিয়া সচরা কৌন মহকু-
মার উদ্ভুলন বিবেচন নহে। যে প্রসঙ্গে
এ প্রস্তাবের অবতারণা হইয়াছে সে মহ-
কুমারী উঠিয়া গেলে অনেক গুলি অনিষ্ট
যে পুনরাবির্ভূত হইবে, সে বিষয়ে
সংশয় নাই।

কণই অত্রতা গবর্ণমেন্টের অসম্মততা।
একটি প্রধান কারণ।

ওপের তুল্য বিপাক আর নাই।

রোমে নিয়ম ছিল, অধমণ ও পরিণোদে
অনমণ হইলে উত্তমণ এবং তাহারে
ধরিয়া লইয়া দাস করিয়া রাখিত। উত্তমণ
অধমণকে বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইত
না। সময়ে সময়ে একরূপ ঘটনাও হইত,
একবার্ত্তি পাঁচ জনের নিকটে গুণ করিলে
সহাজনেরা তাহাকে কাটিয়া টুকরা
টুকরা করিয়া লইত। এখন সেসকল নৃশংস
বিধি নাই বটে কিন্তু যে স্বাধীনতা মানুষ
বের অমূল্য ধন, অনমণ গুণগ্রাহিত
তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। গুণগ্রাহীর
যোগাৰ্জিত অর্থ স্বল্পে ভোগ করিবার
যো নাই। উত্তমণের সচিত্র ভাষার অংশ
করিতে হয়। গুণ সংকুলের ন্যায় মাসে
মাসে তুরি পরিমাণে কুশীদ (খুদ)
রূপ সম্ভান গ্রন্থ করে। কিছু অধিককাল
খুদ জমিলে ভাষার পরিণোদ কার্য
দ্বারা অধমণকে অবসন্ন হইতে হয়।
সুতরাং ভাষার পরিণোদকে ভোগ
খুদ হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।
যে ওপের রূপ ও পরিণোদ এইরূপ ভয়া-
বহ, আশ্চর্যের বিষয় এই, সভ্য দেশে
তাহা অনাদৃত নহে। আজ কালি গুণ
এবং করিয়া কার্য সম্পাদন সভ্যতার
লক্ষণ ও অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া
থাকে। সভ্য গবর্ণমেন্টের ওপের কথা
তুলিলে অনেকের হৃৎপিণ্ড দ্রব হইয়া যায়।
গ্রেট ব্রিটেনের গুণ ৭৩৬১৪ ১৯০০০ টাকা,
ইহার বার্ষিক খুদ ২৬৮৩০০০০ টাকা।
ফ্রান্সের গুণ ৭৪৭১০০৮২০ টাকা, ইহার
খুদ ২৭৭৬৭০৭৯০ টাকা। রাশিয়ার গুণ
৩৪৪০০০০০০ টাকা, ইহার বার্ষিক খুদ
১১৭৯৩৮৪৩০ টাকা। স্পেনের গুণ ২৬-
১৪৭৫০০০ টাকা, ইহার বার্ষিক খুদ
১০৪৫১৬০০ টাকা। ভারতবর্ষের গবর্ণ-
মেন্ট ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেন উভয়

স্থলে ১৮৬২ অব্দে ১০৭৫১ ৪৪৯১০ টাকা
গুণ ছিল, ১৮৭১ অব্দ পর্যন্ত ১০ বৎসরে
আরো ৪০২৮০৪৯০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।
ঐ ১৮৬২ অব্দে ৪৪৬০৯০৫০ টাকা খুদ
ছিল, ১৮৭১ অব্দ পর্যন্ত ৬২১০১৭৫০
টাকা হইয়াছে।

এইরূপ অন্য অন্য গবর্ণমেন্টেরও
গুণ আছে। গুণ আছে বলিয়া গুণ গ্রহণ
ও ভাষার পরিণোদ না করিয়া চিরকাল
কুশীদ ভাববহন যে প্রশংসনীয় কার্য,
ইহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইবার নহে।
উহা গবর্ণমেন্টের অসম্মততার একটি
প্রধান কারণ। গবর্ণমেন্ট অসম্মল হই-
লেই প্রকার কট। কত প্রকার করে
উদ্ভাবন হয় তাহার ইয়ত্তা হয় না।

আমাদিগের গবর্ণমেন্টে চিরকাল যে
গুণগ্রাহের শোচনীয় দশা এত হইয়া
থাকেন, এবং প্রকার কটের কারণ হন,
ইহা কোন ক্রমেই অনুমোদনীয় নহে।
গুণগ্রাহের নুতন গুণ গ্রহণেই বাঞ্ছা,
গুণ পরিণোদে বাঞ্ছা নহে। আমাদিগের
প্রলোভন প্রদর্শনে আমরা পটুতা আছে
যে “রাড়ি বালতিরাও” বাঞ্ছা হইয়া
কাটনা কাটা ধনও গ্রাহিগের হস্তে
প্রদান করে। আমাদিগের গবর্ণমেন্টে
রও ঐ গুণটী বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।
বাহার কিছু অর্থদাতা আছে, সে
বাক্তিও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া গবর্ণমেন্টের
ভাণ্ডারে গিয়া টাকা রাখিয়া আইসে।
গবর্ণমেন্টেরও অকুচি ও আলস্য নাই।

এখন আমাদিগের বক্তব্য, প্রকার
হিতার্থ গবর্ণমেন্টের দুটি উপায় অবলম্বন
কর্তব্য। প্রথম, কাগজ বিক্রয়ের প্রথা
রহিত করিয়া লোন আফিস উঠাইয়া
হিন। আর যেন নুতন গুণ করা না হয়।
এখন বিপণ্য কাল উপস্থিত নয়, এখন
নুতন গুণ গ্রহণ নিত্য নীতিবিরুদ্ধ
কার্য। এ গুণ গ্রহণ প্রথা রহিত হইলে

প্রকার দ্বিবিধ উপকার লাভ সম্ভাবনা
আছে। প্রথম, গবর্ণমেন্ট নুতন গুণ গ্রহণ
হইয়া যদি বিক্রিত না হন, প্রকার গুণ
কর শ্রম্য হইতে মুক্ত হইবে। অপর, গবর্ণ
মেন্ট যদি টাকা না লন, প্রকারিগকে
সেই টাকা অন্য কার্যে বিনিয়োগিত
করিতে হইবে। অন্য কার্যে বিনিয়োগ-
কিত করিতে গেলেই প্রামাণ্যতা ও
অধাবসারাদি গুণ শিক্ষা আপনাই হইতে
হইয়া উঠিবে। তদুপলব্ধি দ্বিবিধ গুণগ্রাহ-
মির জীবিত হইয়া দেশের সবিশেষ
উন্নত লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়, সু. ব. ব. ব. ব. আর ৬ কোটি
টাকা নষ্ট হইতেছে। ঐ টাকা থাকিলে
ভারতবর্ষের অশেষ বিধ কল্যাণ লাভ
কর সম্ভব নাই। অত্র এবং গবর্ণমেন্টের
কর্তব্য, সর্ব প্রকারে ঐ ওপের পরিণোদ
করেন। যদি বলেন কি উপায়ে পরি-
ণোদ করি। আমরা তাহার এই পরা-
মর্শ দি, ভারতবর্ষের ব্যয় বলিয়া ইংরেজ
ব. ব. ব. ব. যে ১০ কোটি করিয়া টাকা
দেওয়া হইতেছে, যে পর্যন্ত গুণ পরিণোদ
না হয়, তাহা রহিত করা হউক।
বৎসর বৎসর আর ৬ কোটি করিয়া
টাকা পরলিকৃত্যার্কে ব্যয় হয়, গুণ পরি-
ণোদ কাল পর্যন্ত এক বৎসর অন্ত
তাহা ব্যয় রাম্য হউক। এই উপায়ে
গুণ পরিণোদ করিতে আরম্ভ করিলে
ওঁদকে খুদও কমিয়া আসিবে। তদু-
পায় সুগ গুণ পরিণোদের সহায়তা হইবে
সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের রক্ষা ভিন্ন
গবর্ণমেন্ট আর অন্য কোন প্রকার
আগন্তুক ব্যয়ে আর প্রবৃত্ত না হন।
ইংলও যদি জির করিয়া গুণগ্রাহিগকে
কোন আগন্তুক ব্যয়ে প্রবর্তিত করেন,
ইংলও সে ব্যয় দিবে। আমরা আরো
একটি পরামর্শ বলি, গবর্ণমেন্ট প্রকার
নিকট হইতে কিছু চাহা করুন। জমী-

হারের প্রকার নিকটে বেত্রপ টাঙ্গা করেন, গর্গমেট বেত্রপ করিতে পারি বেন না। বাহাদিরের বাবিক আর কাজার টাকার অধিক, তাহারিগের নিকট হইতে ৩ বৎসর অন্তর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে ইনকম ট্যাক্স গ্রহণ করুন। ঋণ পরিশোধ হইলে তাহার পর বন্ধ করিয়া দিবেন। আমরা সুকিতে পারি তেহি, পাঠকগণ এ প্রস্তাবটী শুনিয়া বোবা বিড় হইবেন। কিন্তু তাহারাই যদি পরি-
ণাম চিন্তা করিয়া বলেন, যেখানে পাইবেন ঋণ পরিশোধ হইলে ইনকম ট্যাক্স হ্রাসের মূল চিরকালের মত উদ্ধৃ-
লিত হইবে।

—০—

কে আঁক অপরাধী?

সম্প্রতি কয়েক দিন সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তারকেব্বরের মহাস্তকেলইয়া হুত্ব ল করিয়া তুলিয়াছেন। সম্পাদক দিগের মহাস্তের উপরে যেত্রপ কোণ বোধ হয় যেন তাঁহার বিচারের পূর্বেই তাঁহার প্রাণ দণ্ডের বাবস্থা বেন। আ-
তীর ঘোষ তাঁহাও ক্ষেই নিকিষ্ট হইয়াছে লকলে তাঁহাকেই সমুদায় দোষের মূল বলিয়া স্থির করিতেছেন। কিন্তু আমরা এ মত মত দি না। পাঠকগণ আমা-
দিগের এ লেখাতে এরূপ মনে করি-
গেন না যে আমরা মহাস্তের পক্ষ সম-
র্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা যদি মহাস্ত
তত বোধী নন, হত জীব পিতা মাতাই
যত দোষে দোষী। পাঠকগণ সম্প্রতি
শুন, আপনারা কাহাকে অধিক বোধী
বলেন দেখি।

ঘটনার মূল ঘটনটী এই—
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক
ব্যক্তি তারকেব্বরের বিকটবর্তী ঘোণা
নামক গ্রামে বিবাহ করেন। ইনি কলি-
কাতার মিলিটারি অফিস প্রেসে চাকুরী
করেন। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী এবং সুবর্তী।

তাঁহার চক্ষুবাঁধেবন করে বাটীতে
এমন কোন অভিভাবক নাই বলিয়া
তিনি তাহাকে তাহার পিতামহেরই
রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অবলর
ক্রমে তথায় বাইতেন। লোকের মুখে
জীর চরিত্র ঘটিত নানা কথা শুনিয়া
সন্দেহ হওয়াতে তাহার সত্যায়তা নিরূ-
পণার্থ একদা স্বশ্রমালয়ে উপ-
স্থিত হইয়া দেখেন তাঁহার স্ত্রী ও
শাস্ত্রী বাটীতে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া
জানিলেন, স্ত্রীর পীড়া হওয়াতে তাহার
শাস্ত্রী সঙ্গে করিয়া তারকেব্বরের
মহাস্তের নিকটে ঐকম আনিতে গিয়াছে।
তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী ও সুবর্তী, মহাস্ত ঐকম
দিবেন, তাহাতে আবার রাজিকাল, এই
লকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া তিনি
হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার পূর্বে সন্দেহ দুটি-
ভূত হইল। তিনি ধৌড়ানোড়ি তার-
কেব্বরের মন্দিরে গেলেন, কিন্তু তথায়
গিয়া কি হইবে? তারকেব্বর যাহাকে
ঐকম দেন তাহাকে মন্দিরে পাওয়া যায়,
মহাস্ত নিজে যাহাকে ঐকম দেন তাহাকে
মন্দিরে পাওয়া বাইবে কেন? তিনি
করিয়া আনিতেছেন, পথি মধ্যে এক
ব্যক্তির নিকটে জানিলেন, মহাস্ত তাঁহার
স্ত্রীর সত্যায় নাম করিয়াছে। তাহার
স্বশ্রম শাস্ত্রী ইহার মূল, উহার অর্থ
লোভে এই দুর্কার্য করিয়াছে। তিনি
এই কথা শুনিবামাত্র স্বশ্রমালয়ে প্রত্যা-
গমন করিয়া স্বশ্রমকে বধোচিত ভৎসনা
করিলেন। পর কয়েকি তাঁহার স্ত্রী ও
শাস্ত্রী বাটীতে আইল। স্ত্রীকে
জিজ্ঞাসা করিতে গে সমুদায় দোষ
স্বীকার করিয়া বলিল, তাহার অপরাধ
নাই, পিতা মাতা তাহাকে লওয়াইয়া
এই দুর্কার্যে প্রবর্তিত করাইয়াছে।
নবীনচন্দ্র ইহা শুনিয়া স্ত্রীকে কলিকাতার
লইয়া গিয়া অতিপ্রাণ প্রকাশ
করিলেন। হুত্ব পিতা মাতা অর্ধোপা-

জ্ঞানের পথ বন্ধ হয় দেখিয়া এ বিষয়
মহাস্তের গোচর করিল। মহাস্ত বলিলেন,
যখন পাল্কা করিয়া লইয়া যাইবে
তিনি আপনার লোক জন দ্বারা পথ
হইতে ইহাকে ছিনাইয়া লইয়া বাটীতে
রাখিবেন। এবিষয় নবীর অধিনিত
রহিল না। তিনি মহাস্তের এই কথা
শুনিয়া তাহিলেন, পিতামাতা বিপক্ষ,
মহাস্তের ভয়ে প্রতিবেশীরাও তাঁহার
সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে না। মহাস্ত,
হনী ও অবল, তথায় তাঁহার আত্মীয়
বন্ধু কেহ নাই, এমন অবস্থায় স্ত্রীকে
মহাস্তের হস্ত হইতে রক্ষা করা অসাধ্য
নয়। যখন তিনি স্ত্রীর উদ্ধার সাধনে
এবংকারে নিরাস হইলেন, তখন একটী
ভয়ানক কল্পনা তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত
হল। তিনি তৎক্ষণে স্ত্রীকে একটী গৃহ
কাগো নিযুক্ত করিলেন। সে যেমন
অনন্মনা হইয়া সেই কার্য করিতেছে;
নবীন সেই সময়ে একখানি অস্ত্র লইয়া
আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। হুই
তিন আঘাতেই নরাত্ম মহাস্তের ইঞ্জির
চরিতার্থতার সহিত পাণ্ডায়া পিতা
মাতার অর্ধোপার্জনের সহিত সেই
হুত্বনী স্ত্রীর জীবনের শেষ হইল!!!
হত্যা করিয়াই হুগলীর মালিগেটের
নিবটে গিয়া সমুদায় প্রকাশ করিয়া
বলিলেন “স্ত্রী আমাকে ফাঁসী দিন
পৃথিবী আমার পক্ষে অরণ্যবৎ বোধ
হইতেছে, পরলোকে গিয়া স্ত্রীর সহিত
মিলিত হইবার জন্য আমি ব্যাকুল
হইয়াছি।” কি হুত্বের বিষয়!!!

আমাদিগের আরণ হইতেছে, আমরা
পূর্বে এইরূপ একটী গল্প শুনিয়াছিলাম।
এদেশে অতীতের অভাব নাই। অতীতের
প্রায় এইরূপ গল্প রচনা করিয়া
থাকেন। এ গল্পটীও সেই অতীত রচনা
কি না আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে।
সন্দেহ হইবার অনেকগুলি কারণ ঘটি

রাছে। আমরা তাহার একটর উল্লেখ করিতেছি, সঙ্গত হয় কি না। পাঠকগণ বিবেচনা করুন। নবীনের স্ত্রী পিতামাতার প্রতি দোষারোপ করিয়া যখন আত্মদোষ স্বীকার করিলেন, তখন তাহার উপরে নবীনের কোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কোপ যে হয় নাই, তাঁহাকে কলিকাতার আনয়ন চেষ্ঠা দ্বারা তাহা বিলম্বিত প্রতীতমান হইতেছে। দোষী হইল, নবীনকে শাস্তি ও মহাস্ত। তাহানিগের অপরাধ একগুণও নয়। প্রথম, তাহারা তাহার স্ত্রীকে অসৎ পথে প্রবর্তিত করে। দ্বিতীয়, নবীন যখন তাঁহাকে তথা হইতে আনিবার চেষ্টা পান, তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। তাহারা একরূপ দোষী, তাহানিগের উপরে কোপ হওয়াই ন্যায়সঙ্গত হয়। তাহানিগকে হত্যা করিবার চেষ্ঠা হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। তাহা না করিয়া নবীন স্ত্রীকে হত্যা করিল! একথা বিখ্যাস করা বড় সহজ নয়। বোধ কর গম্পটী যেন সত্য, এখন এবিসের অধিক দোষী কে তাহার বিচার আবশ্যক। বাঁহারা মহাস্তকে অধিক দোষী বলেন, বোধ হয়, তাঁহানিগের মনের ভাব এই, মহাস্ত শব্দের অর্থ মহৎ লোক, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়া বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা বিবাহ করেন না, স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ। অতএব তাঁহানিগের পরস্পরী গমন অধিকতর দোষাবহ। বাঁহানিগের সংস্কার এই প্রকার, তাঁহারা ভ্রমাক্ষ সন্দেহ নাই। মহাস্ত উপাধি গ্রহণ করিলেই মানুষ মহৎ হয় না। বাহাতে মানুষের মহত্ত্ব সম্পাদন করে, সেই সকল বস্তু যাহার নাই, তাহার বাস্তবিক মহৎ হইবার সম্ভাবনা কি? উহার বিদ্যা দূততর ধর্ম-জ্ঞান জিতেন্দ্রিয় হইবার ইচ্ছা ও অভ্যা-সই মহত্ত্বের সম্পাদক। বাঁহানিগের

হইতে মহাস্ত উপাধির ব্যক্তি হয়, তাঁহানিগের এই সকল গুণ ছিল, কিন্তু বাঁহারা তাঁহানিগের উত্তরাধিকারী হইলেন, তাঁহানিগেরও যে সেই সেই গুণ থাকিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। গুণহীন দেখিয়া সচরাচর অধিকারী মনোনীত করা হয় না। যিনি অধিকারী মনোনীত করেন, যে ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া নানা প্রকার শুভকথা করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করে, তাহাকেই অধিকারী করা হয়। তাহার বিদ্যা আছে কি না গুণ আছে কি না সে বিবেচনা করা হয় না। সচরাচর চাটুপটু সুখেরাই অধিকারী রূপে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তিনিগের জিতেন্দ্রিয় হইবার কোন ক্রমে সম্ভাবনা নাই। মহাস্তনিগের বিবাহ নিষেধসী অধিকতর অনর্থক মূল হইয়াছে। একে দুর্গ ধর্ম্মে আত্মশূন্য মানক দেখি ভোগশালী, তাহাতে স্ত্রী নাই। ঐদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় জর যদি সম্ভাবিত হয়, মানুষের সাগর শোষণ বৃত্তান্তও অসম্ভাবিত হয় না। একজন কবি ক'হ-রাছেন।

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতিরাযে চামুর্ণপাশনাস্তেচপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং
মূললিতং দুইকৈব মোহং গতঃ। শালাজং
সমুদ্রং পরোদধিযুতং যে ভূজতে নান-
বাস্তবামিঙ্গ্রিয়নিগ্রোহবি ভবেৎ বিজ্ঞা-
স্তরেৎকাগরং। ১

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি কেবল জল ও গলিত পূর্ণ ভক্ষণ করিতেন, তাঁহারাও মূললিত স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়া মোহিত হইরাছিলেন। আর বাঁহারা উত্তম তত্ত্বের অল্প স্তম্ভ দধি দুগ্ধ ভক্ষণ করে, তাহানিগের যদি ইন্দ্রিয় জর হয়, বিজ্ঞা পরিতও সাগর পার হইতে পারে।

আমানিগের বিবেচনায় নবীনকে শাস্তি ও মহাস্ত অধিক দোষী। সম্ভাবনা

বিবেকশক্তি অস্পষ্টা বুদ্ধি তরলতা অসংসর্গ ও বৌদ্ধবোধঃ প্রভৃতির প্রভাবে যদি মিলন গমনে, উদাত্ত হয়, পিতা মাতা কোথায় তাহার চিত্ত সংশোধন করিয়া তাহাকে সংপথে প্রবর্তিত করিবে, তাহা না করিয়া মহা-মেরা পরং যজ্ঞবান হইয়া কন্যার চিত্তে দোষ ঘটাইয়া দিল! অতএব উহারো যদি অধিক দোষী না হইল, আর কে অধিক দোষী হইবে? ব্যাখ্যের মুখে বোধ সমর্পণ করিলে সে নিঃসংশয় ভক্ষণ করিবে, সে তাহার স্বভাব। যে সেহ সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তিই কি আত্ম-ঘাতী নয়? লোকে ব্যাখ্যাকে না তাহাকে নিন্দা করে?

উপরি নিখিত গম্পটী হইতে সহস্র ব্যক্তিনিগের একটী শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা আছে। কেবল তারক-স্বর বলিয়া নয় যে যে স্থানগুলি আমা-নিগের ভীর্ণ স্থান বলিয়া গ্রাসিত, সক-লেরই এই প্রকার দুর্দশা ঘটরাছে। অবচ্ছিন্ন অশক্ত লোক দ্বারা এই সকল স্থান পরিপূর্ণিত হইয়া উঠিয়াছে। বাহারা বৈদ্যমন্দিরের অধ্যক্ষতা ও দেবমূর্ত্তির পরিচর্যা কার্যে নিয়োজিত আছে, তাহানিগের অধিকাংশেরই চিত্ত একান্ত দুর্বৃত। কেহ যেন তাদৃশ ব্যক্ত-নিগকে ধার্মিক বোধ করিয়া স্ত্রী কন্যা-নিগকে নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহানিগের সম্পর্ক বাইতে না যেন। যদি আমরা সাবধান না হই, আর তদ্ব্যবস্থান কোন প্রকার দুর্বৃত ঘটনা হয়, তদর্গ ধর্ম্ম-মন্দিরের অধ্যক্ষ ও পরিচারকদিগকে দূষিত না করিয়া আমানিগের নিজ নিজ নিকৃষ্টতার প্রতি দোষারোপ করাই সমধিক সঙ্গত হয়।

নূতন পুস্তক।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত এছাবল

প্রথম বর্ষ (১) প্রাচীন যুগ এই "কীর্তি
বীণা" নামে।" বাহার কীর্তি থাকে তিনি
চিরজীবিত থাকেন। বাহার রামমোহন রায়
কৃত বিদ্যুৎ প্রাচীণ গ্রন্থ গুলি প্রকাশ করিতে
ছেন, তাঁহাদিগের ফেলসেফি রামমো-
হন রায়কে জীবিত করিয়া রাখা হইতেছে
একদম নূহে জগতেরও মহোপকার সাধন
করা হইতেছে। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা তদানী-
ন্তন সমাজের অবস্থা, ভাবার অবস্থা এবং
গ্রন্থকারের িন্য বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগ্রামেরও
সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। এই গ্রন্থাবলি প্রচা-
র দ্বারা আর এই একটী বিশেষ লাভ হইবে
অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। যে
সকল ব্যক্তি এক একটী বিশেষ গুণ দ্বারা
জগতে খ্যাতি লাভ করিয়া যান, গুণজ
ব্যক্তি দিগে যন তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি
রসে আত্ম হর, তাঁহাদিগের আকার প্রকার
কল্পন ছিল তাঁহাদিগের কি কি গুণ ছিল
ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ প্রাচীণ ব্যক্তক।
এই মনোরণ পূর্ণ করিবার চুটী উপায় আছে।
এক চিত্র, দ্বিতীয় গ্রন্থ। যে গ্রন্থগানি আমা-
দিগের মতগত হইয়াছে, যেখানকা সহকারে
তাঁহা পাঠ করিয়া আমরা এই করটী বিঘ-
রের পরিচয় পাইলাম। প্রথম সমাজের
অনুন্নত অবস্থা। রামমোহন রায় নিজ গ্রন্থে
যে সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিয়া গিয়া-
ছেন একদম করে মনে সে গুলি বালকবৎ
প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয়, ভাবার ধীনাবস্থা।
ভাবার লিখিত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া বোধ
হইল ভাবা সহজে যেন যুগান্তর উপস্থিত
হইয়াছে। আর কিছু দিন অতীত হইলে
লোকে যখন রামমোহন রায়ের গ্রন্থ গুলি
পাঠ করিবেন, তখন উহার অর্থবোধ করা
সুকর হইবে। এক বিষয়ে আমাদিগের
সন্দেহ জন্মিতেছে। রামমোহন রায়কে অসা-
মান্য বুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া আমাদিগের গুণ্য
ছিল। কিন্তু আমাদিগের মতগত গ্রন্থখানি
ভাবার রিপূরিত করিয়া দিতেছে। তিনি

(১) জীবিত বাবু রাজনারায়ণ বসু ও জীবিত
আমদার বেনাডবানীপ ইহা প্রকাশ করিতে
হইল। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
মুদ্রিত হইতেছে।

গ্রন্থের অনেক স্থলেই বিষয়গোপে সমস্ত
ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। আমাদিগের
সন্দেহ এই, ভাবার মতনতাই কি কেবল
ইহার এক মাত্র কারণ? গ্রন্থমধ্যে মতনও
কিছু দেখিতে পাইলাম না।

বিদ্যুৎকা রোগের চিকিৎসা (২)। আলিও
ওলাইটার নিদান নির্ণীত হয় নাই,
প্রকৃত উৎসও আবিষ্কৃত হয় নাই।
বহুনাথ বাবু কহিতেছেন এই গ্রন্থে যে
চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্তিত হইল "এই
প্রণালী অবলম্বন করিলে এক শত রোগীর
মধ্যে অন্ততঃ অর্ধাং মৃত্যু করে ৯০ জনকে
বাঁচাইতে পারা যায়।" ৯০ জন বাঁচে কি
একজন বাঁচে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখা
উচিত।

বিষম ধরে কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী
(৩) গ্রন্থের নামই প্রতিপাদ্য বিষয়টী
পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। গ্রন্থকার যেন
কুইনাইন মহোপকারক। প্রয়োগের সোপে
উহার উপকারিতা ব্যাহত হয়। সেই
প্রণালীর শিক্ষাদানার্থই এই গ্রন্থ খানি বিত-
রিত হইয়াছে।

জজুপদ সংগ্রহ (৪)। গ্রন্থের প্রতি
পাদ্য বিষয় এবং গ্রন্থ পাঠে কি উপকার
লাভ সম্ভাবনা আছে, তাহা সহজে পাঠক
গণের অনুরোধ হইবে বিনীত। আমরা গ্রন্থ
কারের লিখিত বিজ্ঞাপনটী উদ্ধৃত করিয়া
দিলাম।

"তৃতীয়ভাগ জজুপাদে যত শব্দ আছে
তাহার কোনটী কোন ব্যক্তুর কি প্রকার
করিয়া দিচ্ছ হইয়াছে, তাহার কোন দিক
ও অর্থই বা কি এবং সেই সমস্ত মূল ব্যক্তুর
ও তত্ত্বের এই পুস্তকে যত জিজ্ঞাসা পদ আছে,
সেই সকল ব্যক্তুর কোনটীর কি গণ, কতার
কি অর্থ এবং লট ও লুটের এক বচনে
কাহার কি পদ হয়, তৎসমুদয় যতপূর্বক
এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন

(২) ভক্তের জিজ্ঞাস্য বস্তু বহুনাথ যুগোপা-
দায় প্রণীত। চুটুকা চিকিৎসা প্রকাশনয়ন্ত্রে
মুদ্রিত, মূল্য ১০ আনা।

(৩) এখানিও বহুনাথ বাবুর প্রণীত।

(৪) জীবিত হরিনাথ মায়রায় প্রণীত,
কলিকাতা আম হউনজিট নং ১১৫ জীবিত বাবু
যতগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানি যন্ত্রে
মুদ্রিত। মূল্য ১০ আনা।

কেন ব্যক্তুর লুট ও লুটের প্রথম পুস্তকের
একবচনে ও নির্ণা প্রকারে কি পদ হয়,
তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তক
খানির দুইটী ভাগ করা গিয়াছে: প্রথমটী
শব্দ প্রকরণ, দ্বিতীয়টী ব্যক্ত প্রকরণ। প্রথম
ভাগটী হিতোপদেশার্থ পরিচ্ছেদক্রমে,
দ্বিতীয় ব্যক্ত প্রকরণটী অব্যাহতি বর্ণক্রমে
লিখিত হইয়াছে। তাদৃশ বর্ণক্রমে লিখিবার
পরিচয় বাঁকারেও উদ্দেশ্য এই যে এই
প্রকরণটী যত্ব এষ্টেপল পরীক্ষার্থীরাই না
হইয়া এম, এ; বি, এ; পরীক্ষার্থীদিগেরও
কার্যোপযোগী হইবে। জজুপাদে যত ব্যক্ত
পদ, ওয়া গিয়াছে, তত্ত্বের প্রচলিত ব্যক্ত অল্প
মাত্রই আছে, অতএব ইহাতে সমুদায় প্রচ-
লিত ব্যক্তগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিলে
নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।"

বিবিধ সংবাদ।

১১ এপ্রিল সোমবার।

সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে
শকট সিংহ চব্বার সিংহাসন লইয়া যে
আগন্ত করেন, তাহাতে তিনি কিছু করিয়া
উঠিতে পারিলেন না। কপাল ভাঙ্গিলে
যড়া ভাঙ।

পঞ্জাবের হাইকোর্টের বারিউয়ের গভ
সপ্তাহে এক সভা করিয়া প্রস্তাব করেন,
বাহাতে বহুসদস্য বালদ সিংহের সীতি
উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য।
কলিকাতার বারিউরবিগের এই দুইভাঙের
অনুসরণ করা উচিত।

পিরনিররের নীমান্বিত সংবাদনাতা
লিখিয়াছেন, একজন মৌলবী এই জনরব
তুলিয়া বের, আদীর সিয়াত আলী খুঁটবর্ধ
বহলম্বন করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি
মুসলমানদিগকে বিক্রোহী করিবার চেষ্টা
পান। আদীর এ বিষয় জানিবে পারিরা
মৌলবী সাহেবকে ভোগে উড়াইয়া দিয়া-
ছেন। মৌলবীর কর্তব্য জাননী বড় পাকা।

গত পূর্ব শনিবার পুনাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি
হইয়া গিয়াছে। গণেশবন্দ্যাস্থ গবর্নমেন্ট
হাউসের লৌহময় ছাদের এবং প্রাণমন্ডন
সেনাপতির বাসলয় ছাদের ক্রিয়বৎ

উড়িয়া গিরাছে। পবন দেব দু'খ পুথিরা
বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন সম্প্রতি তরুণ
নগরের লোকেরা মিউনিসিপালিটি এবং
কাউন্সিল টাক্স উড়িয়া যায় এই কারণে
ডিফিকিট কলেজের নিকটে আবেদন করি-
য়াছেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা নিত্য
দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, আর টাক্স দিতে
পারেন না। সুতরাং তারতবর্ষের মধ্যে
অনেক করিয়া যিলে।

সম্প্রতি সময়কালে আবদুল রহমান
খাঁর সহিত কনৌজদিগের বিবাদ হইয়া
গিয়াছে। আবদুল রহমানের বাটীর পশ্চা-
ত্বে একটা মসজিদ আছে। কনৌজের
তথ্য হিসাবা মুরাশান করে। ইহাতেই
সকালের ভূতাদিগের সহিত কনৌজদিগের
দ্বন্দ্ব হয়। ইহাতে তাহাদিগের দুইজন
এবং কনৌজদিগের ২।৩ জন হত হয়।
ইহার ফল এই হইয়াছে আবদুল রহমান
৬ জন ভূতের সহিত কারাবদ্ধ হইয়াছেন।
কনৌজদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে গিয়া
উত্তম ফল কলিল।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ
করিতেছি আমাদিগের রাজকন্যা প্রিন্সেস
এলিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডার্ম স্ট্রাস'দের
জানিা হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়া
ছেন।

শতরুদ্র নদীর উপরে সেতু হইতেছিল
উহার কার্য শেষ হইয়াছে, গত কল্য
অবধি উহার উপর দিয়া গাড়ি চলিতেছে।

গত বুধবার যান্দোরগড়ে দুই মিল
হইয়া গিয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, হাইকোর্টের
সিবিলাই সিবিলাই জজ কেন্স সাহেব
শীঘ্র কার্য হইতে পদসর গ্রহণ করিবেন।
কেন্স সাহেব ১৮৩৩ সালে তারতবর্ষে আগ-
মন করেন। তিনি ৪১ বৎসরেরও অধিক
কাল তারতবর্ষে প্রাশাস্য সহিত কার্য
করিয়াছেন। তবে না কি ইউরোপীয়দিগের
শরীর তারতবর্ষে ভাল থাকে না।

আমরাও তাঁর ডেপুটি কমিশনের যে
আঁকি নির্মিত হইতেছিল, অর্ধ নির্মা-

নের পর উহা ভাঙিয়া কেলিতে হইয়াছে।
ইহাতে ১৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল,
নির্মাণ কার্য শেষ হইলে ভাঙা হয় নাই
ইহাও আশ্চর্যের বিষয়। এক ভাঙা আর
গড়াই পাবলিকওয়ার্ক বিভাগের কাজ, না
হইলে চলিবে কেন?

সারদা জুর মহম্মদ সাহা আকগান
শ্রমের বর্তমান অবস্থা এবং বিমুখ স্থান
হইতে তথ্য গমনাগমনের সুবিধা করণ,
তাঁরা তারতবর্ষের গবর্নমেন্টকে বলিবার
জন্য কার্য হইতে আগিতেছেন। এ সময়
এ সংবাদটা ভাল করিয়া লওয়া উচিত।

মান্নাজ মেইল বলেন, আবিসিনিয়ার
ভূতপূর্ষ রাজা খিওডেরের পুত্র ইংলণ্ডে
শারীফ ও মানসিক উভয় বিষয়েই শিল-
ক্ষণ উন্নতিলাভ করিতেছেন। ইংলণ্ডে
ইহার নাম "আলামিয়া" হইয়াছে। দুর্ধ-
রাজা ও দুর্ধ কর্তা হইলে অধীনস্থ ব্যক্তি-
দিগের কঠোর সীমা থাকে না। অতএব
ইহার উন্নতি সংবাদ সন্তোষ ব্যক্তি যাত্রের
আনন্দের হইবে সন্দেহ নাই।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এক সাত্তিক
অন্য করিয়া কয়েক করিয়া রাখা অপরাধে
তত্বে একজন জমিদার ও তাহার নায়ে-
বের বিচার হইতেছে। জমিদার সুকিলাভ
করিয়াছেন, নায়েবের বিচার কালে হইবে।
অনেক জমিদারের এ অপরাধ করা আছে।
কিন্তু গবর্নমেন্ট তাঁরা জানিতে পারেন
না। যদি বা দুই একটা বিষয় প্রকাশিত
হয়, কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই নিষ্কৃতি
পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা বরাবর
বলিয়া আসিতেছি, দুই দুর্ধ জমিদারদি-
গের শাসনের জন্য কারাবাদের বিধান
আবশ্যক। চরিত্র সংশোধন ঘনি হওনানের
উদ্দেশ্য হয়, ২০ লক্ষ টাকা আরবান
লোকের ১০০ টাকা জরিমানার সে উদ্দেশ্য
সাধিত হয় না।

২০ এপ্রিল মঙ্গলবার।

বিলাতি কাপড়ে বেশীরা তাঁতিদিগের
অর্থ হারা গিয়াছে, আবার বেশীরা কীসারি
বিগকে যে মাথায় হাত দিয়া কাঁটিতে
হইবে তাহারও উপক্রম হইতেছে।
কলিকাতার স্নাডটোন ওয়ালি কোম্পানি

বেশীরা শিল্প কীসারি বাল মট বাটী ও কু-
তির এক একটী নমুনা ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন,
ইংলণ্ডে উহা প্রদত্ত হইয়া এবেশে বিক্র-
য়ার্থ আঁসে তাঁতিদিগের অভিশ্রুতি।
বিলাতী বাল আমদানী হইলে আর
বেশীরা বাবুদিগের বেশীরা বালে ভাত
কটিবে না।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে লিখিত
হইয়াছে, গ্রেট ব্রিটেনে প্রতিবৎসর যবে
১০০০০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ডের
আবিসিনিয়ার সংখ্যা ৩০০০০০০০ হইতে। ইংলণ্ড
আর কিছুদিন থাকুন, বেঙ্গল লক্ষণ দেখা
যাইতেছে, তারতবর্ষ এ অংশে তাঁতিকে
সিগেশ্বর আর করিবে।

ইংলিসমান টেলিগ্রাম পাঠাইছেন,
গেভিস সাহেবকে পুরী হইতে স্থানান্তরিত
করিতে সিমলায় রাজপুত্রবর্গ অত্যন্ত
বিরক্ত হইয়াছেন। কেবল বাবীন মত প্রকাশ
করিলে তাঁতিকে অপদস্থ করা সুসভ্য
ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কর্তব্য হয় না।

আমরা আশ্চর্যিত হইলাম, ইংলণ্ড
কতকগুলি দেশীয় যুবক তথ্য "৮৫ম
বেঙ্গলি লাইফের" নামে একটা পুস্তক
খুলিয়াছেন। সেখানে দেশীয় ভাষা প্রধান
প্রধান সংবাদ পত্র এবং ভাল ভাল পুস্তক
রাখা হইবে। অমুর্ভাবী প্রাশংসনীয়।

ঘিরর বলেন গত এপ্রিল মাসে যে
সিবিলাই সার্ভিস পরীক্ষা হয়, তাহাতে
১ জন তারতবর্ষীয় উপস্থিত হয়। ইহার
মধ্যে ২ জন বাঙালি ও ১ জন মুসলমান ও
একজন সিংহল বাসী (ইনি এক্ষণে
কেম্ব্রিজ অধ্যয়ন করিতেছেন) উপস্থিত
হন। ইহার মধ্যে কেবল বাবু জ্যোত্সনাথ
বে পুরীকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শুনা যাই
তেছে বাবায়ী পরীক্ষার ৪ জন মুসলমান
উপস্থিত হইবেন। মুসলমান পরীক্ষার্থীর
সংখ্যা বড় বৃদ্ধি হয় ততই আশ্চর্যের
বিষয়।

২৩ এপ্রিল বুধবার।

মাজারের বিখ্যাত মোটী জালকারী
ডেন্‌কটা ডিনকে দরিদ্রাছিলেন বলিয়া
তারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট কাপ্তান ওয়েডমকে

১০০০ তেপুসী কবিশবরায়বরজরাজাওকে ২০০০
মাজ্জাজী রিকর্ডমেন্টেল এবং ইন্সপেক্টর
নিগের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া
পুরস্কার দিরাছেন। পুলিশ কর্তৃকারিগের
একপে উৎসাহ বর্ধনে অনেক কাজ হয়।

গত ২৮ এ যে বীরটে পত্মশাল বেধা
দিরাছিল।

কলকোতে যে গবর্নমেন্ট হাউস ছিল,
সেটা ভাঙিয়া সেই খানে একটা হোটেল
করা হইবে এবং আর একটা ভূতন গবর্ন
মেন্ট হাউস নির্মাণ করা হইবে। পাবলিক
পর্যাকর্ষকারিগের ভাণ্ডা বসেই একপ
ভাঙা গড়া হয়।

কিছুদিন হইল মাজ্জাজের একজন
সেরিক শ্রিপ লাক্ষ্মি জার এক জাতুলু
জকে রবিবার প্রেরণ করেন। রবিবার
প্রেরণ করা আইনবিকল্প বলিয়া হাইকোর্ট
উর্হাতে মুক্ত করেন। তিনি একপে সেরিকের
মাঝে ক্ষতি পূরণের নানীশ কুরিয়াছেন।
সরিকের দুই বাইবলের আঞ্জাবাক্য লঙ্ঘ-
নের ফল ফলে।

বিজ্ঞাপনমেন্টের কাহুলস্ সংবাদ পত্র
বলেন আমির সিরার আলি বী তজ্জাতা
জিটিল প্রতিমিতর সহিত পরামর্শ করিয়া
তুর্কি স্থানে অস্ত্রাবি সহ তিন বল অস্ত্রাবি
ইসম্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ইতিহাস পাবলিক ওপিনিয়ন সংবাদ
পাইয়াছেন, সোরাডের আশুকের পুত্র
হাজি সাহেবের পুত্রের সহিত মিলিত
হইয়া গোপনে ইসম্য ও অস্ত্রাবি সংগ্রহ
করিতেছেন। আবদুল্লা বী গাজি ইংরাজী
অস্ত্রাবি দিয়া ইছাবিগের সাহায্য করিতে-
ছেন। এই জাতি বুদ্ধি প্রযুক্ত হইতেছে।
সোরাডের আশুকের বাল্যাবস্থার এক
যেবশালক ছিলেন। একপে ইনি আপনাকে
অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে করেন।
ইনি ইংরাজ নগের বড় বিবেধী। তিতুমিয়া
আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট মনে
করিয়া বলিয়াছিলেন "গোলা বা ডালা"
ইহারও সেই ভাব বেধা বাইতেছে, কিন্তু
একবার মুখে প্রবৃত্ত হইলে গোলা কি পদার্থ
জানিতে পারিবে।

কিছুবিবস গত হইল একজন বেসীরের

মাঝে এক ওয়াইরেটে বাহির হয়। তিনি
কিছু দিন সুকীয়া থাকেন। অনন্তর তিনি
বরং আশাযুক্ত উপস্থিত হন। উপস্থিত
হইবামাত্র একজন চৌকিদার তাড়াতাড়ি
তাঁহাকে ধরিয়া হাজতে লইয়া যায়।
ইহাতে মাজ্জাজেট সুগারিটেওটে ইউনান
সাহেবকে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি মাদ্রাসাতে
বরং উপস্থিত হইল, তাঁহাকে প্রেরণ করা
পুলিষের মিতান্ত্র অনায়া। এই বলিয়া তিনি
আমিন লইয়া উর্হাকে মুক্ত করিয়াছেন।
ধরা না হিলে ধরিবার পুলিষের ক্ষমতা
নাই।

২৪ এ ইজার্ত বৃহস্পতিবার।

আমরা আতিশয় দুঃখিত নইয়া পাঠক-
গণের গোচর করিতেছি মেনিনীপুর হইতে
এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "অতীত দুঃখের
সহিত অব্য আপনাকে ও পাঠকবর্গকে অব-
গত করিতেছি যে অজ্ঞতা সবডিমেন্ট
জজ বাহু প্যারীলাল বন্দোপাধ্যায় গত
বৃহস্পতিবার প্রাতে সাংবাদিক বহুসুত্র
পীড়ার দাবননীলা সহরণ করিয়াছেন।
যুতায় ছয় দিন মাত্র পূর্বে পীড়ার লক্ষণ
প্রকাশ পায়; দুর্ভাগ্যক্রমে চিকিৎসার
কোন ফলোদয় হয় নাই।

অনেকগুলি কারণে ইহার মৃত্যু আমা-
দের হৃদয় শোকে বিহব হইয়াছে। ইহার
বয়স একচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। ইহার
আত্মিক গঠন ও আত্মা উৎকৃষ্ট ছিল।
মুতরাং এ অবস্থার উর্হা মৃত্যু অকালমৃত্যু
বলিতে হইবে। প্যারী বাহু অতিদীর্ঘ অস্ত্রাব
বুদ্ধিমান ও সাধুশীল লোক ছিলেন, সচ-
কারী কার্য অত্যন্ত পরিজ্ঞান সহকারে ও
নব্বিবেচনার সহিত নির্বাহ করিতেন।
ইহার সবব্যবহারে অর্থী অভাবী উকীল
আমলা সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন। ইহার পরি-
জ্ঞানের বিবরণ এই বলিলে পর্যাপ্ত ৪৪ং
যে তিনি ১০ টা হইতে ৭ টা পর্যন্ত ক্রমা-
গত বিচারাসনে বসিয়া কার্য করিতেন,
দুই-মিনিটের নিমিত্তও প্রাণ্ডি দূর করণার্থ
আলস পরিভ্যাগ করিতেন না। একপে
সকল সম্মান করিতেছেন, এই অপরি-
মিত পরিজ্ঞান প্রযুক্তই এত অসুখবাসে ও

সহসা ইহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে
হইল।

আমিলায় ইহার এক তৃতীয়াংশ পোশন
পাইবার উপযুক্ত হইতে আর ১০১৪ দিন
মাত্র বাকী ছিল। কি সুভাগ্য!! সমস্ত জীবন
ওজস্ব পরিজ্ঞান করিয়া তাহার ফললাভের
সময় একবারে সমুদয় ব্যক্ত হইতে হইল।
আমরা গবর্নমেন্টের নিকট প্রার্থনা করি যে
ব্যক্তি তাহার সমস্ত সাধনার্থ লক্ষ্যভীত
পরিজ্ঞান করিয়া অমূল্য জীবন রত হারাি
লেন, তাহার শোকাতুরা বিধবা স্ত্রী ও
পিতৃহীন বালকদিগের তরুণ শোষণ ও
বিদ্যাশিক্ষার্থ কিছু কিছু বৃত্তিরান করিয়া
উহার ও বহান্যাত্তরণের পরিচর্য্য প্রদান
করুন।"

এ সপ্তাহে "বিজ্ঞান বিকাশ" মাঝে
এক খানি পাবলিক সংবাদ পত্র আমাবিগের
হস্তগত হইয়াছে। এখানি স্বতন্ত্র হইতে
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে
রাজকীর সাহিত্যসংক্রান্ত প্রত্যেক এবং
সংবাদবি লিখিত হইবে। যথো যথো
ইংরাজী ভাষাতেও দুই একটা বিষয় লিখিত
হইবে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে গোধ
হইতেছে, স্বাক্ষর হইলে এখানি মফ হইবে
না। কিন্তু সংবাদ পত্রের বেরণ গতি বেধা
বাইতেছে তাহাতে স্বাক্ষরতার পক্ষে বিল-
ক্ষণ সম্ভব।

২৫ এ ইজার্ত শুক্রবার।

আসিরার ওলাউটা সমুদ্র পার হইয়া
হউরোপে পমন করিছে। আসিরার স্থানে
স্থানে এই পীড়ার অধিষ্ঠাব হইয়াছে।
আজি কালি বাগিজোর বেঙ্গল উদ্ভতি
হইয়াছে তাহাতে কোন এক পীড়া যে
এক স্থানেই থাকিবে সে সম্ভাবনা অসম্ভব।

বিজ্ঞাপনমেন্টের অন্তর্গত ২ নিম্নলিখিত,
আমির সিরার আলী নিজ রাজ্য মধ্যে যে
গোলাযোগ হইতেছে তাহার নিম্নলিখিত
জিটিল গবর্নমেন্টের নিকটে কতকগুলি
ইসম্য চাধিয়াছেন। এই শীতকালে পোশা
রার হইতে ইসম্য প্রেরিত ৪৪ং। সম্প্রদায়
এ জনবহুল সভ্যতার বিবরণে সন্তোষকরিত
বলিয়াছেন, বোধ হয় এই সমস্ত পোশার
ইসম্য গণের অন্য কাজ আত্মা উপস্থিত
হইবে। কি কাজ?

২৬ এপ্রিল শনিবার।

দানাপুর এবং ত্রিপুরার সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থান।

সম্প্রতি লাহোরে একটি ইউরোপীয় স্ত্রী লোক অফিসের তফসিলি ভ্রমণে ভারতীয় সীমান্তের কাছে পৌঁছানোর সময় একটি গাড়ি দুর্ভাগ্যবশত দুর্ঘটনাজনক হয়েছিল।

ইউরোপীয় স্ত্রী লোক অফিসের তফসিলি ভ্রমণে ভারতীয় সীমান্তের কাছে পৌঁছানোর সময় একটি গাড়ি দুর্ভাগ্যবশত দুর্ঘটনাজনক হয়েছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গরুর মাংসের ক্রয় বিক্রয় হয়েছে—

৪	টাকা	১০২৫০—১০৩০০
৪	"	১০৩০০—১০৩৫০
৪	"	১০৩৫০—১০৪০০
৪	"	১০৪০০—১০৪৫০
৪	"	১০৪৫০—১০৫০০
৪	"	১০৫০০—১০৫৫০

—০১—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞপ্তি।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
আদেশাবলী
নিয়োগ।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জি. এ. এফ. হাওলা সাহেব কিছুদিনের জন্য মেসারী পুর সেক্টর জেলের ভার পাইবেন।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৯ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

২৮ এপ্রিল।

বাসু প্রবোধচন্দ্র দত্ত তৃতীয় শ্রেণীতে কবিত্ব পুরস্কার একজন অভিরিক্ত মুদ্রক হইবেন।

বাসু ভূকমলকে কিত্ববিনের জন্য মেট্রী পুরস্কার অর্জিত হইবার প্রতিশ্রুতি মুদ্রক হইবেন।

২রা জুন। বাসু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় কিত্ববিনের জন্য নবীয়ার অর্জিত রাণাঘাটের প্রতিশ্রুতি মুদ্রক হইবেন।

এ. মাকেন্জি।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

জুনিয়ার সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ. মে। অন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৭৭০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

কালে যে রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্তন ঘটতেছে, অর্থাৎ 'ত'হা' নিয়ন্ত্রণে তাই বর্ণন করিতেছেন।

জেনরল এডওয়ার্ড পাসি বক্সের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৩১ এ. মে। জর্জির অণু পরিশোধার্থ কালের ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমেন্টকে অগ্রিম ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক দিতে চাহিয়াছেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গ ৩১ এ. মে। রুশীয় সম্রাট বিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন।

যেটনে তরুনক অগ্রিকাণ্ড ঘটয়াছে।

ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্তৃক হুতগণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ. মে। যেটনের অগ্রিকাণ্ড নির্ধারিত হইয়াছে। আর ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

ভাটীয় সভা বেণ্ডম স্তম্ভ পুনঃ নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১লা জুন। পারস্যের সাহায্যে বালিনে জাতিগত সমস্যার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ২রা জুন। লেজিটিমিষ্ট এবং বোনা পাট্রিষ্ট দলের একত্রে অলিম্পিক গেম তত্ত্ব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

সেন্ট পিটার্সবার্গ ২রা জুন। চুর্ক স্থানের সেমাবল খিবার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া আছে।

রুশীয় সম্রাট বিএনার উপনীত হইয়াছেন। তিনি তথ্যের বোধোচিত সম্মান পাইয়াছেন।

মাদ্রিদ ২রা জুন। কিত্ববাকে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩রা জুন। অন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ৭০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ৩রা জুন। মার্সাল মাকমের ২২ শ্রম নেপোলিয়নকে কালে আসিতে অসুস্থ হইয়াছেন।

নিউইয়র্ক ২রা জুন। মডক বুকের শেষ হইয়াছে। কাগজের জালেক এবং তাহার সংস্করণ বন্ধীকৃত হইয়াছেন।

—১—

আমাদিগের বর্ধমানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মন্ত্রিত্ব এখানে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হওয়ার পরে তদ্বারা দুই এক জন আক্রান্ত হইতেছেন।

২। বাগিচা নায়ক প্রামাণ্যিত প্রাণিক বুডো পিবেস মন্তকে একটী বস্ত্রাঘাত হইয়াছিল। কতিপাখর দ্বারা কোন ব্যক্তি বর্ষণ করিলে যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ একটী দাগ দাগ হইয়াছিল। কিন্তু পিবেসের কপাল নির কোন দাগি হয় নাই। ইহা বুডো পিবেসের মাথাব্য বুদ্ধির কারণ হইবে সম্ভব নাই।

৩। হুসরিত্তা হিন্দু বিধবারা ধনাধিকার হইতে চ্যুত হইবে না, হাইকোর্টের হিন্দু আইন ও মুক্তিবিকল্প এই আদেশের বিপক্ষে এমি কাউন্সিলে যে আপীল হইতেছে, তাহার সাহায্যের জন্য আমাদের বর্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ মহাভাগ্যচাঁদ বাহাদুর ছয় লাখ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ যতই মুক্তহস্ত হইবেন ততই দেশের মঙ্গল।

৪। সম্প্রতি বর্ধমানের পোষ্ট অফিসে রেজিষ্টারকৃত কয়েকখানি মোট অগ্নিকৃত হওয়ার পরে পোষ্টম্যানের জীহুক বার কালীকৃত চোবুদী বি. এ. মহোদয়কে ডিগ্রেডের সহিত দুই মাস সাস্পেন্ড, বাঙ্গি স্ক্রাককে বীরভূমে বহালি, ডিসপ্যাটিং স্ক্রাক জীহুক বার দেবীনারায়ণ সিংহকে কুড়ি টাকা অগ্রিমায় সন্নিবে ডিসমিস এবং কমল নায়ক পির-সেকু বেকন ছান হইয়া বঁকুড়ার ও যু পিরসকে অন্যত্র বদলী করিবার আদেশ করিয়াছেন।

৫। পাখরগাঁখী মিথসী উদ্ধবকেশ নায়ক একজন আশ্রিত তাহার অস্থায়ী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এই বলিষ্ঠা আশ্রিত করে যে উদ্ধবকেশের সহোবরা কুলে জলজলি মিঠা বহির হইয়া গিয়াছে। অতএব 'অমরা উবার সহিত এক নীলিতে আহার করিব না। ইহাতে উদ্ধবকেশের মনে আতঙ্ক কষ্ট হয় এবং উজ্জ্বলগণীকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করে, অবশেষে তাহার কোন উদ্দেশ্য না পাইয়া আশ্রিতের অপর একটী ভগিনীকে গ্রীকে একটী পুত্রে ও ভাগিনেরী এই চারিটিকে ইহার সকলেই এই নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিল এই সন্দেহ করিয়া চতুর্ভাষে অবা বোনা ৭৪ ঘটিকার সময়ে তাহার কানী হইয়া গিয়াছে।

৬। আমরা মজতা প্রকাশ্যদ বিচার সদর মুদ্রক জীহুক বার গুসাক'স্ত নিয়ালদার মহোদয়ের সুবিচার দেখিয়া হার পর নাই আশ্চর্য হইয়াছি। ইনি অত্যন্ত ধর্মী, সুবিচারক ও পরিজ্ঞানী এবং প্রত্যহ ১০। ২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য রীতি মতরূপে গ্রহণ করিয়া বিচার দিয়া থাকেন তাহাকেও অনর্থক ক্রেশ এমান করেন না। নীচ জাতীয় কি বাদী কি প্রতিবাদী কি সাক্ষী, কাহা হইতে নিত্যক বিরক্ত হইলেও কখন তুমি ভিত্তি তুই বাক্য প্রয়োগ করেন না। ইনি প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর সুখ্যাতির সহিত বিচার কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার কৃত বিচারে পরাজিত ব্যক্তিও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে এবং হাইকোর্টে ইহার সুবিচারকতার বিষয় খিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, কি কারণে যে ইহার পদোন্নতি হইতেছে না, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মামার হাইকোর্টে ইহার প্রতি সুবিচার করেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

১৯ এপ্রিল

১২৮০

—১—

আমাদিগের দিনাজপুরের সংবাদ
হাতা নিখিরাছেন:—

১। কতিপয় দিবস হইল দিনাজপুরস্থ
শ্রীমতী শ্রীমতীমোহিনী প্রাতিষ্ঠিত জাতীয়
বেলায় কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এই বৎ-
সর বেলাতে অসংখ্য অধ্যক্ষ আশি-
রাহিল। কৃষি শিক্ষালাভ যে সকল অধ্য-
ক্ষ আশিরাহিল তন্মধ্যে অনেক অধ্যক্ষ উৎকৃষ্ট।
অত্র মহিলাদের শিক্ষণীয় পুস্তক গলা
বন্ধ মোজা টুপি প্রভৃতি সর্বাঙ্গের প্রাশ-
সনীয় হইয়াছিল। কিন্তু সত্যতঃ যে পরি-
মণে পুস্তকাদি প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়া-
ছেন, তাহা অনেককে নিরুৎসাহিত করিবে।
এখন শ্রীমতী পুস্তকাদি ওলট মুলা কল্যাণ-
১২ টাকা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রীমতী পুস্ত-
কাদির ক্রমাগত ২০১২ টাকা নির্ধারিত হওয়া
উচিত ছিল। তরঙ্গা করি সাভাড়া এ
বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তর্ক করি-
বেন, নচেৎ অনেকের উৎসাহ তক্ষু হইবে
সন্দেহ নাই। শ্রীমতী শ্রীমতীমোহিনী এই বেলাটি
সংস্থাপন করিয়া দিনাজপুরবাসিদের যে
কত উপকার করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ
করা যায় না। কৃষি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে
যে দিনাজপুর বাসিরা ক্রমে উন্নতি লাভ
করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু
ক্রমাগত ৭ দিন ছিল। শেষ দুই দিন তারি
আমের প্রমোদিত। এই আমেরে সর্বত্র
খটরোপীর ভাঙেরা সকলেই যোগ দিয়াছি-
লেন। যোগ্য প্রতি গরু মাগুন দাঁড় প্রভৃ-
তির প্রদর্শন ওলি অভিনয় সন্তোষজনক
এবং কৌতুকাবহ হইয়াছিল। মোলার
চিত্তবৃত্তি। অধ্যক্ষ আমাদের কিছু সন্দেহ
আছে। বৎসর ১৯৮২ কাহী এক ব্যক্তির
দ্বারা অনেক কাল পর্যন্ত গুচক রূপে নির্ধা-
হিত হইতে পারে না। কোন না কোন বিষ
উপস্থিত হয়। স্থানীয় বন্যায় কমপার্শ্ব
লোকদিগের সহায়তা নিত্য আবশ্যক।
কিছু দুঃখের বিষয় এই কল্যাণ অন্যান্য আতা
২০শতাব্দীর সহায়তা করিবেন দূরে থাকুক,
নিমন্ত্রণ করিলেও একবার আসিয়া ভ্রমতা
রক্ষা করেন না। বাস্তবিকতায় প্রমাণ তার
৩০। ৩১ একত্রের দ্বারা পাঠাইয়াছিলেন।

এজন্য তিনি বন্যায় পাওয়ার যোগ্য।
২। শ্রীমতী শ্রীমতীমোহিনী মহো-
দয়ী তাঁহার স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসাল-
য়ের তত্ত্বাবধান জন্য মীলমার বার
নামে একজন সব আসিষ্টেন্ট সারজন নিযুক্ত
করিয়াছেন। ডাক্তার বার অল্পকাল মধ্যেই
কার্যাব্যবহার বেশ পরিচয় দিতেছেন।
সম্প্রতি একটি ভ্রমক পৃষ্ঠ রোগ আক্রমণ
করিয়াছেন এবং যে দুই তারি স্থানে
চিকিৎসা করিয়াছেন তাহাতে সুখ্যাতি
লাভ করিয়াছেন। ডাক্তার বার এখানে
সুস্থকারী দীর্ঘকাল থাকেন, ইহাই প্রার্থনীয়।
৩। আর দুই মাস বাবৎ কালিয়াস বার
নামে একজন সব অধ্যক্ষ এখানে আসিয়া-
ছেন। তাঁহার মনু স্বভাব দেখিয়া সকল
লোকেই মুগ্ধ হইয়াছেন। এমন কি অধ-
ক্ষ ও রোগ ইহার একবারে বশীভূত।
তিনিতে পাই ইহার বিচার কার্যও সাধা-
রণের সন্তোষকর।
৪। সেপ্টেম্বর গবর্নর বাহাদুরের কম্পিত
নুতন পাঠশালা সংস্থাপন কার্য শেষ হই-
য়াছে। দিনাজপুর জেলার সমুদয়ে আর
২২৫ টি পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে।
যে টাকা মজুর হইয়াছিল সে সমুদয়ই
বার হইবে। অনেক অল্প বয়সী ব্যক্তি নুতন
পাঠশালার ব্যবহারকে মুগ্ধ বিনিময়
প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক ক্রমক
সম্প্রদায়ের বিব্যা শিক্ষার জন্য যে এই
ব্যবহার সর্বত্র উৎকৃষ্ট হইয়াছে
তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিন মাস মধ্যেই
এতগুলি পাঠশালা সংস্থাপিত হইল,
কেন প্রতিবন্ধক ঘটিল না, ইহাতেই বোধ
হয় ক্রমক সম্প্রদায়ের এই পাঠশালাগুলির
প্রতি আন্তরিক প্রাণ ব্যক্তিতে পারে।
৫। আর এক মাস অতীত হইল, ত্রিষ্টিকৈ
দুল কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।
১৭ ফেব্রুয়ারি সিংহও উক্ত কমিটিতে
উপস্থিত ছিলেন। রাজসাহী বিভাগীয়
বাহাদুর বিদ্যালয় সমুদয়ে যে ছাত্র আগামী
ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট বংশ পরি-
গণিত হইবে তাহাকে উক্ত বার ১০
টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণ মেডেল দিবে বলিয়া

মঞ্জুরি করিয়াছেন। রতনপুর, বগুড়া,
পাবনা, সেরাজগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ রাজসাহী
ম'লবহ দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় স্কুলের
ছাত্রদিগের অল্প হইতেই সাধা মত পরি-
ক্রম করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বোধ হয়
বাহাদুর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার এ বাবৎ কেহ
অর্থ মেডেল প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব
যে ছাত্রী কেবল বারের এত মেডেলটি
পাইবে, সে যে সর্বত্র স্বতন্ত্র রূপে সম্মানিত
হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

৬। কতিপয় দিবস হইল শ্রীমতী শ্রীমতী
সমাজের বার্ষিক উৎসব-অতি সমারো-
হের সহিত নির্মল হইয়া গিয়াছে। সর্বসা-
ধারণই এবার হিন্দুদের একটি কার্যে বড়
সুখ হইয়াছেন। বাহাদুরকে তাঁহার
অতি অল্প কাল পূর্বে অসুখ। সুখা-
স্বাধার করিয়া থাকে বলিয়া বলা কঠিন,
এই উৎসব উপলক্ষে তাহা দিগকে নির্মল
চিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাহিনীতে
যে হিন্দু সমাজ সমুদায় জন সমাজে কত-
দূর প্রাশসনীয় হইয়াছেন তাহা লেখা
বাহাদুর অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-
দিগের এই প্রকার আত্মতা বলাও থাকিলে
হিন্দু সমাজের এত দুঃখ হইত না। তাহা
হইলে কেহই খুঁটান বায়ুসলমম হইত না।
কেহই সাধ্য থাকে আপন সমাজ পরিচয়
করিত না। আজি কালি যে প্রকার পুষ্টি-
বীর অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে
প্রাচীন কাল হইতেই সৎসংস্কার
লাভ। কথিত আছে গরু পাওর অন্ন করিতে
করিতে মরম সিংহ পর্যন্ত বন। তথায়
অল্পমাত্র মদীর পশ্চিম ভর্তি তিন আতা অ-
স্থিতি করিতে লাগিলেন এবং দুই আতা
পূর্ব পারে অন্নপাথ গেলেন।

কিন্তু দুই তিন দিবস পরেই দুই আতা
প্রত্যাগম্য করিয়া তিন আতাকে বলি-
লেন "আমাদিগের অবশেষে প্রতিগমন
করা উচিত। পূর্বপারে যাওয়া কখনই সম্ভব
নহে। তাহা হইলে আমরা বর্ষ বিকল্প অব-
শেষে প্রত্যাবর্তন কাহা অপর্যায় হইবে।
কারণ আমরা পূর্ব পারে যে সকল লোক
বেখিয়া তাহাদের গায়ে হিন্দুধর্মের চিহ্ন

মাত্র নাই, বিদ্যার মহত্যা আহার ও উপ-
পতির সহবাস বৈনিক জিয়ার মধ্যে গণ্য।
ব্রাহ্মণ অন্যান্য অতি নিম্নকট জাতিও মাম
এরূপ করিয়া থাকে, যে সকল ব্রাহ্মণ বে-
লায় তাহার কবচ গারজী জানে না।
তাঁহারা অরং গৌ মন্দির পদ্ধতি দ্বারা কৃষি
কাজ নির্বাহ করিয়া থাকে। পঞ্চ পাণ্ডব
এই জনোই ব্রহ্ম পুত্র নদীর পূর্ব পারে
গেলেন না অবশেষে প্রত্যাগমন করিলেন।
ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পারশ্ব স্থান
সকল পাণ্ডববর্জিত দেশ বলিয়া বর্ণিত।
আজি কালি সে দিন নাই। বর্তমান হিন্দু-
দিগের পাণ্ডবদিগের মত আপত্তি
করিলে চলিতে পারি না। বিধবাবিবাহ
আজি কালি শাস্ত্রসিদ্ধ ও রক্ষণীয়
হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের পবিত্রতা যত
অছে, তথা আপনি বিশেষ জানেন। অত
এব পরম্পরের হৃদয়ে ঘাধিতে জড়তাবের
সকল হর তাহার উপায় অবলম্বন করাই
হিন্দুদিগের কর্তব্য। যাহা শুদ্ধ, এই ধর্ম-
সরিক উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যার সময়
হিন্দুগণ হলস্ক হইয়া সজ্জিত করেন।
ইহাতে প্রিয়ুক্ত কেরমোহন সিংহ এবং
প্রিয়ুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় মহোদয় যোগ
দিয়া হিন্দুদিগের নিকট বড় প্রাশংসনীয়
হইয়াছেন। নীচতা প্রকাশ পাঠবে, সভ্য-
তার নিয়ম লঙ্ঘন হইবে বলিয়া অনেক বড়
লোকে এই সকল ব্যাপারে যোগ দেন না।
কিন্তু আমাদিগের ব্রাহ্মপুত্র মহোদয়
গণের সেরণ স্বভাব নহে। সংকীর্ণতার সময়ে
বহু ঘরের ভগ্নত ভক্তি ভাব দর্শনে সন্ম-
লেই মনে মনে পুলকিত হইয়াছিল। ভরসা
করি তাঁহারা ভবিষ্যতেও এই প্রকার যোগ
দান করিয়া হিন্দুগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করি-
বেন। উৎসব উপলক্ষে নৃত্য সমাজ গৃহে
প্রবেশ করা হইয়াছে। রূপের বিষয় এই
প্রিয়ুক্ত কেরমোহন এবং রাধাগোবিন্দ
রাধাগোবিন্দ রায় প্রভৃতি লোক থাকি
তেও গুপ্তী ইষ্টক নির্মিত হইবে। পারিল
না। রাধাগোবিন্দ রায় রাহেব অংশ দিন
হইল সাম্প্রতিক কার্য কর্তে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন। অন্যান্য মেলায় তাঁহার তুল্য

শালী লোকেরা বিদ্যালয় চিকিৎসালয় পুস্ত-
কালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া যশস্বী হই
তেছেন। তাঁহারা পক্ষে কি এই হিন্দু সমাজ
গুপ্তীও ইষ্টক নির্মিত না করিয়া কার
থাকা উচিত। রাধাগোবিন্দ বাবুর হিন্দু
ধর্মে সে প্রকার অগাধ আস্থা আছে বলিয়া
সাধারণে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে
হিন্দু সমাজই করেকজন প্রধান প্রধান
মহা ঠাকুরকে বিশেষ সন্মানে ধরিলেই বোধ হয়
তিনি ১০। ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি
হিন্দু সমাজ বাগী প্রস্তুত করিয়া দিতে
পারেন।

আমাদিগের খড়গমত সংস্কারবাহী
নিধিরাছেন।

১। আমরা কি অসমর্থীরাই ভোগ
করিতেছি! তখন তাঁদের কি দুর্ভাগ্য-
রতাই লগ্ন করিতেছি। বেলা ৮ ঘটিকার
পর ঘূষের বাহির হওয়া দুঃসাহ্য হইয়া
উঠিয়াছে। স্বাকালে দিনমণি মধ্যগমন
যাত্রা করিয়া অগ্নি কুলিকের ন্যায় প্রভু
মুখ মান্য বিস্তার করিতে থাকেন, স্বাকালে
জীবগণ আহার বিহারাদি সমস্ত কার্য
পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ আবাসে
দীর্ঘী হইয়া বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন
বিক্রম বায়ু শরীরে লাগিলে বোধ হয়
যেন আমরা “সু” নামক ভরসার বায়ুর
অধিকৃত পশ্চিম প্রদেশেই অবস্থান
করিতেছি। অমাকার (১০ ই বর্ষাকের)
উদাপি আরো কিছু অধিক বোধ হই-
তেছে। দেখিতেছি ফরেনাইটের তাপ-
মান যন্ত্রস্থ পারদ অর্থাৎ ৯৮ অঙ্ক পর্যন্ত
উত্থিত হইল। কলা ৯৮ অঙ্ক পর্যন্ত উঠি-
য়াছিল। তাপমানে ৯৮ অঙ্কে পারদ উঠিলে
জীবিত জীবের শোণিতের উত্তাপের সহিত
বাগ্য তাপের সমতা প্রকাশ পায়। সুপ্রিয়
উপায় বিশেষ দ্বারা অপেক্ষাকৃত শীতল
গৃহে যদি বস্ত্র স্থাপিত না থাকিত, তাহা
হইলে পারদ ৯৮ অঙ্ক অপেক্ষা আরো
কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইত। যাহা শুদ্ধ,
ঈশ্বর্য্য মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হই,
কিন্তু হিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত নাই। এতদঞ্চল

সমস্ত ক্ষুদ্র জলাশয় এককালে শুষ্ক হইয়া
গিয়াছে। আমরা ভাগীরথীর দর্শন নব্বা
ইশ্বর প্রসবে আমাদিগের তাদৃশ জনকট
অনুভব করিতে হইতেছে না। কিন্তু কয়েক
পদ পূর্ব দিকে গিয়া দেখুন জলের অন্য
হাফাকার পড়িয়া গিয়াছে। নদী গত
মাসের বর্ষাকটুকু না শুষ্ক, তাহা হইলে
আজি কি হইত বলা যায় না।

২। গত ৩১ এ বৈশাখে আজ্ঞা
গোদামি কুল দেবতা শ্যামসুন্দরের চন্দন
যাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।
উক্ত বিগ্রহের বে সমস্ত লীলা এক দিবসে
পর্যাবসিত হয়, এই “পূর্ণাঙ্গোল” তখনো
বহু সময়রোহসম্পন্ন। দিগন্তব্যাপী
রাস যাত্রা ভিন্ন এতদূর্লভী জনতা আর
কোন পূর্ণাঙ্গোই হয় না। মোটামুটি ধরিলে
বর্তমানে যাত্রীর সংখ্যা কোনক্রমে পঞ্চদশ
সংস্রের স্থান নহে। যাত্রীদিগের সুবিধার
নিমিত্ত পূর্ব দ্বারদ্বা রেলওয়ে কোম্পানি
অত্রান্ত টেবলের জন্য নির্মিত ট্রেন ভিন্ন
এক যান অতিরিক্ত ট্রেন ও দুই যান ট্রেনে
যাত্রীদিগের জন্য অতিরিক্ত গাড়ি
দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাটখোলা
হইতে দুইখানি জিমার গমনাগমন করিয়া-
ছিল। এতদ্বারা উক্ত যাত্রার্থীই বিশেষ
লাভগান হইয়াছিলেন। আমাদিগের পক্ষী
পাঠকবর্গ অন্যান্য মেলায় যে দুই প্রকার
দয়া দেখিয়া থাকেন, এখানেও তাহারা
বিরাজ করিয়া থাকে। পদ্ম বীহার সজ্জা
বিভা পক্ষীস্থ বসকর্তব্য হলে হলে বেড়া
হইতে থাকে, বৃদ্ধাশ্রম সংলগ্ন সজোপবীত
খাত্তা ভটিবর্গ প্রথমে কত প্রকার ক্রম বিস্তার
ও অবশেষে গালাগালি করিতে করিতে
মনোবৃত্ত সাজিদিগের পক্ষাৎ পক্ষাৎ দাবিত
হইতে থাকে। যাহা শুদ্ধ, মেলাস্থলে জন
পুল ও যুগল ভবানির উক্ত বিজ্ঞান বাত-
ল রূপে হয়।

৩। পাঠকগণ এক দিবস বিদিশা যাত্র
কর্তে পাঠ করিয়াছেন যে এই গামের কা
কমলক্ষ বাহাদুরের উদ্যানে একটি গা
মেট রাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হই-
য়াছে। আমরা সানন্দে শুভেচ্ছা করি-
তেছি যেই চিকিৎসালয়ের জন্য

বাচ্চর, খতি সত্তরেই কয়েকটা কার্য নির্মাণযোগ্যেণী উত্তম পুত্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যথার্থ যোগ্য স্থলেই তাঁহার বহান্নতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই চিকিৎসা সালসলী এ সকলকে রাখিয়াছে। আজ কালি প্রায় ১৫০ শত রোগী উপস্থিত হইয়া থাকে।

৪। অত্রতা বালের বিষয়ে গবর্নমেন্ট কিকিৎ যনোযোগ বিধান করুন। খালী ক্রমে পাঠ দ্বারা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অধ্যাপিত সংক্রামক জ্বরের কোন প্রত্যক্ষ নিদান নির্ণীত হয় নাই বটে। কিন্তু এমের জন্ম বাহির না হইলে যে পীড়া উৎপন্ন হয় তাহাতে সংশয় নাই। এই খালী এ সকলের পরঃপ্রদানী বস্তু। খালী পূর্ণ হইয়া আসিতে অনেক এমের জন্ম বাহির হইতে পারিতেছে না। সংক্রামক জ্বর এ সকলে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রানিয়াছে। অতঃপর গবর্নমেন্ট যন কাটাউরা কেবল কিছু করিতে পারিবেন না, অন্যান্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার পূর্বে অগ্রে খালী পাত্তাভার করুন। এই খালী অনেকগুলি ক্ষেত্রের জন্ম কষ্টও দূর করিয়া থাকে। এই প্রস্তাবে আমরা গবর্নমেন্টকে আর একটুকু কথা বলি। অত্রতা বালের নিকট এই বালের উপর যে একটা গুরুত্ব গবর্নমেন্টের হস্তে নিশ্চিত পুনঃ দাও, তাহা অতি জীবন হইয়া আসিয়াছে। গুরুত্ব তাহার সংস্কার না করিলে মৌলী নিশ্চয়ই পতিত হইবে। তাহাতে কত ভীষণের আশ সংসার হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এমন অবস্থার গবর্নমেন্টের কত সাংকট করিয়া নিশ্চিত থাকে কোন ক্রমেই মুক্তি দস্ত হইবে।

৫। আমরা পূর্ণ পূর্ণ করিয়া পর অল্প-একো কুটুর্কণ প্রত্যক্ষ অনেক সুপ্রসিদ্ধ নিম্নোক্ত সংস্কার আশ্রিত থাকি। কিন্তু পূর্ণ বাচ্চলা রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা একটা গাছনিষ্কাশনরূপ কোথাও দেখি নাই। আর ও বৎসর ধরিয়া খামচ বৈদ্যের উদ্ভিতির জন্য আমরা চিন্তা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে তাঁহারিগের নিম্নোক্ত হওয়া দূরে থাকা, আমাদের

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার এক বার পাখি পরি-বর্তনও করিলেন না। তাঁহারি যদি কিঞ্চিৎ সদয় হইয়া এই উদ্ভিৎকে অন্ততঃ তৃতীয় শ্রেণীর উদ্ভেদ করিয়া দেন তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। বর্ষাকালে আরোহী-দিগের কষ্টের কথা মনে হইলে চিত্ত ব্যাধি-লিত হয়। সেই বর্ষা সময় বর্ষা। যাচা হউক, এই প্রস্তাবটির পোষকতা জন্য এবার কোন বিশেষ যুক্তি প্রদর্শিত হইল না, এতৎসম্বন্ধে পূর্বে পূর্বে পড়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

—৩—

আমাদিগের বাইটম্বর সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। ইজাউ সন্তুত নিম্নোক্ত গ্রীষ্ম আসিয়া জীব লোককে দম্ব করিতেছে। সময় সময় বিলক্ষণ তৃষ্ণাপাত হইলেও গ্রীষ্ম-তীব্রতা অস্বস্তিত হইতেছে না। আমরা পল্লীগ্রামে থাকিয়াও দিবসে গ্রীষ্মের জ্বলন্ত সন্তাপ কষ্টে মুক্তি ও রাতিকালে শান্তিলভ করিতে পারিতেছি না।

২। শিলাংগ হইতে মাণিকগঞ্জে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা একটা পর্য্যন্তও অসম্পন্ন হয় নাই। বর্ষাকাল আগত প্রায় এ সময়ে স্থানে স্থানে পুল নির্মাণ করিয়া রাস্তাটী দৃঢ়তর না করিলে বর্ষা সময়ে ডাক বাচ্চাভারের বিলক্ষণ বিলম্ব হইবে, সন্দেহ নাই।

৩। পদ্মার জল ক্রমে বর্ধিত হইয়াছে নিম্নোক্ত টেনিগ্রাফ আকিসের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। একটা উঁচু বাসিগ-থাক টেনিগ্রাম প্রেরণ করিতে আর পদ্মা পার হইয়া গেঁহালন্দে বাঁচতে হইবে না।

৪। ইন্সপেক্টর জার্ক সাহেবের পোতা-বার, অত্রতা স্থল সম্পাদকেরও পোতা-বার!! ডিভেইট তাঁহারিগের অতুল্যে দস্ত দিয়াছেন। আমরাই মিথ্যাবাদী ও শত্রু মিত্রক হইলাম!! সত্যের অন্তর অণুশাণ ধর্মের অল্প অবমাননা!! সত্যশরণ অনাথ বাচ্চদিগের রক্ষার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন, আমরা কেউই কালজুজ্ঞ তাঁহারে বংশন করিল। দম্ব বিধির কি নিম্নোক্ত ব্যবহার!

একদা আমাদের সংস্কৃত বক্তব্য এই, কতকগুলি ইউরোপীয়ের একটা সংস্কার যে বাচ্চলা সংবাদপত্রসমূহে বাচ্চা লিখিত হয়, বৎসমুখারই মিথ্যা হুঁড় ও ইন্তর ভাবসম্পন্ন। বাচ্চলা সংবাদপত্র নাম তামি-লেই এই মহাপুরুষগণের গাজে উকবারি মিকিগ্র হইয়া থাকে। কর্তৃপক্ষ যদি এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া একটা ঘটনার সন্তুসদ্ধানে বিমুগ্ধ করেন, তাহা হইলে তাঁহারিগের অগৌরব ও অধ্যাত্তির সঠিক সাধারণের প্রস্তাব বর্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। সম্পাদক ও সংবাদ বাচ্চগণের এই-রূপ অবমাননা হইলে লিঙ্গসম্বন্ধে বলিতে পারি, কেউ আর সংবাদ পত্রের আভি-প্রাণ করিয়া চুরসদা অর্পণোদয়ের চেষ্টা পারবেন না। সংবাদপত্র সমাজের বাগ-যন্ত্র বস্তু। যদি এটা বস্তু অবলম্বন হয়, তাহা হইলে সমাজও ভীনাবস্তুপন্ন হইয়া দৌরাখা প্রবণ হইবে। কলকাতা ডিভেইট প্রস্তাবিত বিষয়ে সর্ববিবেচনার মীমা উল্-লেন করিয়া নিত্য অতুল্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইন্সপেক্টর জার্ক থাকিয়া যে অবিস্তৃত ভাব ধরিলেন, ডিভেইট পারজিনিগের ইঙ্গল শিখর হইতে তাহাতেই বর সংযোজিত করিলেন। অত্রের আরোহ অবরোহ ক্রমজ্ঞানের আবশ্যকতা হইল না। হুতরাং সম্পাদক অবর্তিত দৃষ্টিত খরলিপিই সাদরে পরিগৃহীত হইল!! কি আশ্চর্য! সেক্টোরি বাচ্চা বলিলেন, খটি কিপন সাহেব "মাত্রাধিকবোধী"। জুজ-দেব নারি তাহাতেই মন্তক অবনত করি-লেন। এ দিকে, ইন্সপেক্টরও প্রকাশ্যভাবে দেশীয় সংবাদপত্রের উপর গালি বর্ষণ করিয়া বাচ্চা লইলেন। জার্ক সাহেব দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতি যেরূপ কলহাযোগ করিয়াছেন, ইউরোপীয় সমাজে এরূপ হইলে তাঁহারি বিলক্ষণ শিক্ষা পাইতে হইত, সন্দেহ নাই। আমরা অত্রক সম্বন্ধে প্রার্থনা করি, প্রতিনিধি ইন্সপেক্টর জার্ক সাহেব প্রস্তাবিত বিষয়ের যথাসমুদয় করেন।

৫। গ্রীষ্মনিদ্রা অত্রতা স্থল এক

মাসের নিমিত্ত বদ্ধ হয়েছিল। ভূতপূর্ব ইন-স্পেক্টর গ্রেনলী সাহেবের অনুপ্রেরণে স্কুলের শীতাবকাশ প্রাণী রহিত হওয়াতে মহান উপকার হয়েছিল।

৬। আবালতলমূষের লিখন প্রাণী নিত্য অপকৃষ্ট ও দূর্বৃত্তাবাণর। ইহাতে যেপ্রকার বাঙ্গলা ব্যবহৃত হয়, তাহা তাহার একান্ত অগোচরকর। আমরা এনে একটী মূসেকী আবালতলমূষের সমনের লেখা যথার্থ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ তাহাতেই আমাদের গাভীর বাস্তবিক যথার্থ্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। যে হেতুক বিবানী ভোমকে সাক্ষী মান্য করিয়াছে। অন্তএব “অনুক লনের অনুক তারিখ” বলা হল যতীর সময় হাজীর আসিয়া বিহার না হওয়া পৰ্য্যন্ত হাজীর থাকিয়া আপন সাক্ষী আদায় করক নচেৎ আইন আমলে আশীবে। আর ভোমার খোঁজাখুঁজি আনা পঠান গেল ইত্যাদি। সমানার্থ ব্যক্তিকেও এইরূপ ইতর ভাষার সমন লেখা হয়। একে। এটা কি আবালতলমূষের কনক ও গবর্ণমেণ্টের অগোচর নয়? কাছের সাহেব ইহাকেই কি উদ্ধৃতি বাঙ্গলা বলিয়া অঙ্কনিত প্রকাশ করিবেন? আমরা নির্ভরসহকারে গবর্ণমেণ্টকে অনুপ্রেরণা করিতেছি শীঘ্রই আবাল তলমূষের এই পদ্ধতি আরও কনক। অত্র লোকের প্রতি এরূপ জঘন্য ভাষা প্রয়ুক্ত হওয়া নিত্য অবমাননাকর। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের গৌরব বিলুপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

প্রেরিত।

মান্যব্র জ্যোক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেহু।

মহাশয়! যদি কোন ব্যক্তি বিপুল পরি-প্রব করিয়া ন্যায়মতে অর্ধোপার্জন করে এবং পরিশেষে পাণ্ডায়া বহু কষ্টক সমস্ত সাক্ষ্য হইতে বঞ্চিত হয়, ইহাতে কোন সম্ভব ব্যক্তির মনোমধ্যে কণক হুণ ও ক্ষোভের উদয় না হয়? আমরাও সেইরূপ একটী গুরুতর হুণ তারাক্ষ জ্বরে মহা-লয়ের নিকট এই পত্রিকা খানি প্রেরণ করিলাম। কৃপা করিয়া মহাশয়ের জগ-

মান্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগ্রহীত এবং ধর্ম ও সত্যের গৌরব রক্ষা করিবেন।

প্রায় ৭।৮ মাস হইল তমোলুক ইংল্যান্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্যোক্ত বাবু উমাচরণ অধিকারী “তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ” নামে এক খানি ইতিবৃত্ত প্রকটন করিয়া প্রচারার্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে এরূপ এক্ষু প্রচারে তিনিই প্রথম উদযোগী। পুস্তক খানি লিখিয়া তিনি অনেক লোককে (সম্ভবতঃ ব্যক্তি বেরূপ করিয়া থাকেন) দেখিতে দিরাছি-লেন। তাঁহার সেই সম্ভবতঃ আর এই ফল হইয়াছে যে তাঁহার সেট পুস্তক দেখিয়া-ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত ইতিবৃত্ত প্রণয়নের যশের ভাগী আপনি হইবেন মনে মনে সংকল্প করিয়া সেই প্রবর্তিত পুস্তকেরই সমস্ত মর্ম কথকিত ভাষা ইংলিশ করিয়া রহস্য সম্বন্ধের কোন সংখ্যায় প্রচার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার নিজের অর্থপ্রচারণা প্রকাশ ও প্রকৃত এক্ষুকারের অনার্যরূপ যশোভরণ করিয়া-ছেন। এক্ষণে নিবেদন যে, সত্য বিষয়ের প্রকাশ অনার্যকারীর চরিত্র সংশোধন এবং এক্ষুকারের নিকটসাহিত্যের নিবারণার্থ আমাদের এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পরন্তু উমাচরণ বাবুর প্রতি ব্যক্তব্য এই তিনি যেন দুর্ভাগ্যের ঈদৃশ ব্যবহারে নিকটসাহিত্য না হন। তমোলুক ইতিবৃত্ত প্রকটনের জন্য তিনি যে অশেষবিধ পুত্র প্রম ও সখ্যবসাহায্য ক্রেশখীকার করিয়াছেন তদ্বিত্ত তিনিই যশোভাগী হইবেন। রহস্যসম্বন্ধের প্রকাশিত তমোলুকের ইতিবৃত্ত লেখক কহাটই তাহার অধিকারী হইতে পারেন না।

তমোলুক
১৮৭০।
২৫ এ মে

আপনার বন্ধন।
জগদিশচন্দ্র শর্মা
ইত্যাদি।

—১—

বর্জমানের সদর মুদ্রেক
বাবু হারকানাথ মিত্র।

যিনি যেমন কালের লোক তাঁহার তদ-

দুর্ভাগ্য সমান ও পুরস্কার পাওরা অভিশয় আবশ্যক। লাও এতাদৃশই জগতের উদ-ত্তিরমূলীভূত। কামনাশূন্য লোক হইতে পৃথিবীর কোন উপকার নাই। এতাদৃশ পরিহীন নিফল ব্যক্তি সংসার বহির্ভূত। যদি আমাদের সাধারণ বাস্তবিক উন্নতি সাধন করা অবশ্য কর্তব্য হয়, যদি সাধারণ হইতে সাধারণের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন সং-সার নির্মলি অসম্ভব হয়, তবে সাধারণের লাভ এতাদৃশ ফলবতী করা সর্বসাধারণের অধীন কর্তব্য কর্ম। মাজুকের যশোভাগ এতাদৃশই সর্ব প্রধান আমরা যোগ্য কর্তব্যপারগণ ব্যক্তির সেই মনোবৃত্তা পরিপূরণ কর্তব্য পরতন্ত্র হইয়া নিম্ন লিখিত প্রস্তাবের এসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই প্রস্তাবের মায়ক ঘরূপে আমরা শিরস্ত্র ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিলাম। এই মহাত্মা বিচারকাণ্ডে আমাদের কান্দুল যন্তব্য দান করিতেছেন তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিব বলিয়াই এই প্রস্তাবের আশ্রয় করিয়াছি। প্রার্থনা, সম্পাদক মহাশয়ের সহিত জোড়গণ আমাদের উজ্জিতে এক মন্তব্য আমাদের সহিত উৎসাহবর্ধন করেন। দারিক ব'দু অংশ দিন মাত্র মূসেকী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। “বুদ্ধত্ব জরসা সিনা” মহাকবির এই অনুগম উপহার ইনি একটী উদ্ধৃতি উপমের। ইহার বরস ও কার্যকাল অতি অল্প, কিন্তু অতিজ্ঞাতায় যথার্থ ইনি প্রাচীন হইয়াছেন। পৃথিবী ও গুণগ্রাহিতা দ্বারা শক্তি নাগণবাসুসরণ ব্যবহারশাস্ত্র দুইনপুণ্য কি প্রকারিতা হলেধকতা সর্বত্র পক্ষুণ্যতা গাভীর্বা ততনির্ভরছে। সত্য নির্ণয়পটুতা প্রভৃতি যে সকল গুণগ্রাহিতা সহকারকের ব্যক্তি আবশ্যক তাঁহার অধি-কাংশই এই ব্যক্তিতে আমরা সর্বশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আর একটী অসাধারণ গুণ ইহাতে দর্শন করিয়া বড়ই প্রীত হই-রাছি। অনেক বিচারকের দেখিতে পাওরা যায়, যে কিসে “সালভামি রিপোর্ট” জাঁকাল হইবে, সেই বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি থাকে। বিচারের ভুলগুয়া হাই হউক, রোজ দাঁক মকদ্দমার কয়লা হইল এই বিষয়েই মনঃ

পাতিয়া থাকে। নদীস্থ সকল কাগজ পত্র বিশেষরূপে দেখিতে অবকাশ পান না। কিন্তু ইহার যে অবকাশটী বেশ আছে দেখিলে অগোচর যাত্রা। অগোচর কাগজগুলি ইনি সমস্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। সাক্ষীগণের জবানবন্দী লইবার সময়ে ইনি সেরূপ দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করিয়া থাকেন তাৎক্ষণিক সত্য নির্ণয়ের ব্যাঘাত সম্ভবই তিরোচিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে আমদারাই এর সফল সন্ধান দিয়া কত বিবাহা, কিন্তু এখানে দুলো পাড়া বড় একটা বাটেনা, এ দাঁড়চকু। এখানকার কি খামলা কি উকীলগণ সকলেই সাধনভীরব সচিত কার্য্য করিতে বাধ্য, কারণ ইহাকে বড় জাণাইবার ঘো নাট। ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ইনি সুদক্ষরূপে অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর করিতে পারেন।

নার বিচার শেষের দ্বি-একদিন আমদারের গৃহের গাফিলি ছিল, ইহা কতকই শেষের প্রায়সং ভাবনা। আমদের বাস্তবিক জীবনকর্ম সমাপ্ত হইয়াছে। এ কথাটা সত্য-জ্ঞান নয়। কিন্তু সকলেই যে আমদার একবার কান দিবেন এমন আশা করি না; কেননা, এখন উক্ত শাসন এককাল প্রদীপ্ত অ (বি) ধান মতে "ফাইল সাফ" বুঝায়। এটোম অভিধান অমরকোষ প্রভৃতি এখন আর অব্যবহার্য নয়। আর আমি যে অভিধান ইত্যাদি করিতেছি তাঁকা ছাপাইলে আর কান বাজি বজি থাকিবে না। তার গোটা কত মনুনা দেখাই।

শব্দ	অর্থ
নারবিচার	অপীনের পথ রোধ। (অর্থ) কামলাগ্রাসিত।
অযোগ্য	অযোগ্যবাদী পুরাতন,
কি প্রকর্ষ	আগে যাজেই জটো জু- তাই কারক।
যাতিব্যা	আর্থনায়কর্ণপাত না করা।
কাছের লোক	চাটু পট,
সাঁতার উন্নতির বাজা থাকে, তিনি এ	এখান না কি জাণা হয়

মাই) খলড়া মডল নইয়া বুধস্থ ককন।

বর্ধমান } একান্ত বন্যবন
১৮৭৩ }
২৮ এ } দশক।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৩০ এ মে।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জ	কুট	ইক
মেহানার		১	১০
তথা হইতে অগ্নিপু			
৭৪ মাইলের মধ্যে		১	১০
অগ্নিপু হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৪০ মাইলের মধ্যে		২	
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৫ মাইলের মধ্যে		২	

সন ১৮৭৩ সালের ২ রা জুন বহরমপুর গজ বাটের জয়ের মাণ।

	কুট	ইক
২৪২১ পুর		
২০ জুন		
১৮৭৩		

— ১০ —

মূল্য প্রাপ্ত।

আমরা কতক্ষণতালককপ্তর একশ করি-
কর্মে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ক্রীতক বাবুর সময় দল	
ডায়মণ্ডহারবার	৫১০
" " নবীনচন্দ্র কোচর—লেখপুর্ ৫১০	
" " কৈলস গোবিন্দ মজুমদার	
খারিফা	১০
" " কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল	
চাইপাট গ্রাম	১০
" " রাধা বসন্ত সিংহ দেব	
কুজিয়াকোল	১০
" " উদ্ভটচন্দ্র চুগু—বলুচর	৫১০
" " কৈত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
কলিকাতা	৫১০

— ১১ —

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্ষিকিক ৫১০ টাকা, মকমলে মাইল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্ষিকিক ৫১০ টাকা। হয়
মাসের মানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। নোট, ডিও, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর মাধ্যমে মাহার প্রবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ বেনটিকিট প্রেরণনা করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে স্থহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিস্ট্রি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও মাগনার নাম স্পষ্টাকরে
নিখিয়া জীবিত দ্বারকামাধ রিড্যাংমণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

মাগনার মূল্য বিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পূর্বে তাহারিগের নামোন্মেষ করিয়া তাহা-
দ্বিগকে শ্রবণ করাইয়া দেওয়া হইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল এতীক্ষ
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
নীজ পাইব।

মাগনার মাইল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাহারিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ১/০ দুই আনা তাহার পর ১/০
বেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাহার
সচিত খতজ্ঞ বন্দোবস্ত হইবে।

এই এই পত্র কলিকাতার কলিকাতার
সোণাপুর যৈবণের দক্ষিণ চাইকিণোতার
ক্রীতক দ্বারকামাধ রিড্যাংমণের বাটীতে
এতি সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৩১ সংখ্যা।

“প্রবক্তার প্রতিনিধিত্ব পার্থিব: মনস্বামী অনিমিত্ত ন হইয়ত।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৬ টাকা
আগ্রিম বার্ষিক ৫৪ টাকা

সম ১২৮০। ৩রা আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ১৬ ই জুন।

মসকলে বাহুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মস টাকা এবং
বার্ষিক ৫৪০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশের কার্য সম্পাদক

কৃত বিজ্ঞাপন।

প্রথম সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য ১০ মস. টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এই ১০ টাকার নোট দুই খণ্ড করা আনাদিগের হস্তগত হয়। এ পর্যন্ত বহু নোট আনিয়াছে, তাহার এক খানিরও নথরের বিচ্ছিন্নতা হয় নাই। সেই বিখ্যাসে সকল সময়ে নথর মিলাইয়া লওয়া হয় না। সম্প্রতি এক-দ্বি একপ দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের সঙ্গে আনাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা পূর্বে বিখ্যাস প্রায় তৎকালে নথর মিলাইয়া লইলাম না। বাহ্যিক এই নোট দেওয়া হয়, তিনি তালাকিতে গিয়া দেখি লেন, নথরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে পাঠাইয়াছেন, আনাদিগের তাহা স্মরণ নাই। যাঁহার কেবল টাকা জমা করা হয়, ১০ টাকার নোট বলিয়া তাহার নথর রাখা হয় না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আনাদিগের ১০ টাকা বন্ধ হইয়া আছে, কিন্তু যিনি এই নোট পাঠাইয়া ছেন, তাহার ১০ টাকা বন্ধ হইয়াছে অতঃ-এব সাধারণে জানান বাইতেছে, যিনি এই নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের বদল জাঙ্গিয়া লন। অন্য অন্য গ্রাহকগণকেও জানান বাইতেছে, যখন যিনি নোট পাঠাইবেন, ভাল করিয়া নথর মিলাইয়া পাঠাইয়া দেন। এই দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের নথর এই—

৪ নং ১০২৫৭৮

৪ নং ১০২৫৭৮

পূর্ণ বালালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্যন্ত গাইট বাঁধা নয় একপ পাটের ডাকার বে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইবে এবং ইহার ডাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

নিয়মিত টারমিনস } ফ্রাঙ্কলিন প্রিন্টেজ
২ ই জুন ১৮৭৩ } ডেস্ট

—১০—

জমিদার দর্পণ নাটক।

খ্রীষ্টীয় মীর মশারক হোসেন প্রণীত। কলিকাতা মধ্যস্থ বস্ত্রালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্য মূল্য ১০ আনা।

খ্রীষ্টীয় মাহতাব আর্মী
কুঠীরা লাহিনী পাড়।

—১০—

* দ্বিতীয় শিক্ষা।

এই মনোমোহক শিক্ষা বিধায়ক এম. বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য ৪ টাকা ডাকমাছল ৬ আনা। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইষ্টেনহোপ বস্ত্রালয়ে প্রাপ্য।

—

বিক্রয় পুস্তক, নাগরাকরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক। যাক খ্রীষ্টগনোহন তর্কালঙ্কারের নিকট মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্য হওয়া বাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম ভাগ।

খ্রীষ্টগনোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ

এই মধ্যম কাগজ

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ।

খ্রীষ্টগনোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ১০

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত ১১০

সংসাপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

খ্রীষ্টগনোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বালালাসুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ১০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

খ্রীষ্টগনোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বালালাসুবাদ সমেত ২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন) ২১০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী

অভিধান, পূর্বাঙ্ক। ইহাতে ন পর্যন্ত

আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা

মূল্য ৫ টাকা।

বালালা অদরে মুদ্রিত।

বিক্র পুরাণ। ১২ খণ্ড।

জগদগোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বালালাসুবাদ সমেত ২১

১০ খণ্ড সম্পূর্ণ হইবে।)

কলিক পুরাণ পূর্বাঙ্ক। ২ খণ্ড

জগদগোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বালালা অসুবাদ সমেত। ১১

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ১ ম খণ্ড

জগদগোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বালালাসুবাদ সমেত। ১১

—

* বিদ্যোদয় নামক সংস্কৃত দাসিক

পত্র খ্রীষ্টবীকেন তত্বার্থ্য বিশারদ দ্বারা

সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরস

সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানে-
ক্ষুদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক
৩ টাকা মাত্র। গ্রন্থপ্ৰস্তুতগণ নিম্নলিখিত
ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাহোর } জিন্নাহীনচন্দ্র বাবু
মুনবিসিটি আফিস } সহকারী রেসিডেন্ট

—০—
পূর্ববাল্লা: রেলওয়ে।

এইম্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাই-
তেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১লা
তারিখ অথবা তার তার দুই এক দিন অগ্র
পশ্চাৎ হইতে পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে
কোম্পানি ডিভার্সিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার
তীরবর্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য জর্য
এবং গাটের সকল প্রাণ করিবার জন্য
এবং রিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস্ ব্যাকস ফ্রান্সিস প্রেস্টেজ
শিয়ালহাট টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—০—
অবকা-তোহীণী। মাসিক
পত্রিকা।

অমরা উক্ত নামের একখানি পত্রিকা
প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি
ভাস্ক মাস হইতে প্রতি মাসে রয়েল
১৬ পেন্সি ফর্মার এক ফর্ম করিয়া বাহির
হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান আখ্যায়িকা কাব্য
কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত
থাকিবে। আগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫০ আনা।
মফসলত গ্রাহকদিগকে এতদ্ব্যতীত ১০০
আনা ডাক মাছল দিতে হইবে। পত্র গ্রহ-
ণেচ্ছুক মহাশয়গণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
অবিলম্বে মূল্য সহিত নাম খাম লিখিয়া
পাঠাইবেন।

জিতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলেজ,
কলিকাতা।

—০—
মহাশো ভগ্নেয়া।

একখানি দুইন বকরের নাটক। কলিকাতা
অন্তবন্দার পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
মূল্য এক টাকা।

ঐচ্ছন্দ্য বাবু।

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্
ফিজিকাল্ ডায়গনোসিস্
অব ডিক্জি
অর্থ্যৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কয়েকর ৮ পেজি ফর্মার ৬০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০ আনা। উহার বাজাই অতি
পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ায় গ্রন্থকর্তার
নিকট অথবা কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
ষ্টেলে জি. যু. বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবিজ্ঞানের ইচ্ছাতব্য ধাত্রী-শিলা
দুই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২। ডাকমাছল
১০। উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গার্ভি
নিকট কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না,
নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু
কুমিল হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত
ভাতাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-
লক্ষণ ও তাহারিগের করেকটা স্তরতঃ
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধ
কের ব্যানোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব
নিবারণোপায়, হৃদবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনস্থলে অতি সরল ও
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের ২ ৬-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার অর্থ্যৎ বিস্তুটিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০। এতলিখিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থ্যৎ
চিকিৎসা বর্গ, মাসিক পত্রিকা, আগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সন্মত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৪ টামি) ১০/০

৬। কুইনাইন্ প্রোগ্রাম-প্রণালী ১০/০

এতৎকের ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

—০—
সংগ্রহীত ধাতু পারায়ণ পুস্তক, বাধাতে
ধাতু, ধাতুর্ধ, সর্পর্ধক, অকর্ধকাদি উপসর্গ
যোগে ধাতুর ভিন্নার্থ, ধাতুজ শব্দ এবং
শব্দের ব্যুৎপত্তি (সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) জনা।
গণ, পদ ধাতুকপাদি বিশেষকণে বিবৃত
আছে। ইহা আমার নিকট এবং পুস্তকাল-
য়ের সর্বত্র পাইবেন। মূল্য ১৪০ টাকা।

কলিকাতা জানবাজার ট্রীট
নং ২১। ১২৭২ } জীলালকমল
১লা অগ্রহারণ } বিদ্যাজ্ঞান

—০—
রানীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার
জর্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জর্যগুলি শুধামে বিক্রয় কর্তৃ
প্রস্তুত আছে।

যেহ করা প্রস্তুত নির্মিত সর্দামার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও
বেশ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীর ছাদের টাইল উট।
মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্দশ
টাইল উট।

করার গ্রিক।

ফারার ক্রে।

বাটীর সর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত যোগ করা
পাইপ, টাইল এবং ফারার গ্রিক প্রভৃতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেন।

কলকাতা

৭৭২ হেভিওস ট্রীট } বরগ এন্ড কোং।

ইটের প্রয়োজন।

প্রায় ২০ লক্ষ অথব বেশীর পাতা
গবর্ণমেন্ট হাউসের আর দেখা য়েছে।

পল্লার ধারে দিতে হবে। ইটের মূল্য
নমুন। এবং যে তারিখে ইট বিতে আরম্ভ
এবং যে তারিখে নেওয়া শেষ হইবে তাহা
নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে
হইবে।

মং ৭ হেষ্টিংস ছুট } বরন এণ্ড কোম্পানি
কলিকাতা।

পূর্ববাহুল্য। যেনওয়ে ১

একশে টাকা ও খোরালন্দের মধ্যে প্রতি
সপ্তাহে নিয়মিতরূপে উক্ত কোম্পানির বে
টীমার বাতারাও করিতেছে, ইহা ভিন্ন অন্য
কোন তারিখ অবধি যে পর্য্যন্ত না অন্য বিজ্ঞা
পন প্রকাশিত হয়, সে পর্য্যন্ত কেবল তৃতীয়
শ্রেণীর বেশীর আরোহিদিগের জন্য এই
উক্তর স্থানের মধ্যে আর একখানি টীমার
নিয়মিতরূপে বাতারাও করিবে। এই টীমার
মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবার দিবা-
ভাগে গেরালন্ড হইতে যাত্রা করিবে এবং
প্রত্যুপগমন কালে সেমবার বুধবার এবং
শুক্রবার দিবা ভাগে ঢাকা হইতে যাত্রা
করিবে, কেবল তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী ও
গাটরী লইয়া যাত্রা করিবে।

গোয়ালন্দ হইতে প্রিন্সার যাত্রা করিবার
পূর্বেই বসে আরোহিণীগকে প্রাতঃকলীন
অথবা সন্ধ্যাবাসিন টেপে কলিকাতা হইতে
যাত্রা করিতে হইবে।

১২ ই জুন ২০৭০ } ফুফুনিম পোর্ট
 প্রজেক্ট

নোমপ্রকাশ ।

ও হুঁ অঃহু ত সৌমবার ।

ইংলণ্ড হইতে বঙ্গল তাকুর-বর্ক
সাংসেবের উপরে এই আদেশ আশি-
রাছে, মর বাটন কিংগার যে সন্ধি পত্র
উপস্থিত করেন, জানিজবারের মূলতা-
নকে তাহাতে অবিলম্বে যেন আফর
কি কান হয়। যদি তিনি আফর না করেন,
জানিজবার দীপ অবগোধ করা হইবে
এবং দাসি বাবলার বিবরক যে আইন
হু, তাহা বলবৎ করা হইবে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই
হাস রোগের রীতি ছিল। গ্রীস দেশের
হেলট প্রাণিহ। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধ বন্দী
কৃত হইত, রোমের তাহার দাস বলিয়া
বিক্রীত হইত। রোমের রমণী পেট্রিনিয়া
দাস দাস দ্বারা স্ব স্ব কৃতিকার্য সম্পাদন
করিতেন। শিল্প কার্যও দাস দ্বারা সম্পা
দিত হইত। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পঞ্চরশ
প্রকার দাসের উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

যে ইংলণ্ড একশে দশাবশ্বদন হইয়া
দান ব্যবসায়ের উন্মূলনে প্রতিজ্ঞারূপ
হইয়াছেন, লোকসমিগের অধিকারকাল
অধি উহা তথায় বিলক্ষণ প্রবল ছিল।
দ্বিতীয় হেনরির অধিকারে ঐ মূল্য
ব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ
হয়। টিউডরদিগের সময়ে উহা সম্পূর্ণ
রূপে উন্মূলিত হয়। এই দশ ব্যবসায়ের
উন্মূলনার্থই আমেরিকার ঘোরতর যুদ্ধ
বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায়
সকল দেশ হইতেই উহা ক্রমে
ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে,
মূল্যমানেরা যে উচাকে জীবিত রাখিয়া
মমুনা নামকে কলঙ্কিত করেন, ইহা
নিতান্ত দুঃখের বিষয়। অতএব ইংল-
ণ্ডের গবর্ণমেন্টে চেষ্টা যে লক্ষ্য ব্যক্তি
মাত্রেয় অনুমোদনীয় হইবে, সে বিষয়ে
সংশয় নাই। ইংরাজ জাতিই সমুদ্রের
দুঃখে যথার্থ বাধিত হন। কিলে মানুষ
দুঃখ পায়, ঐ জাতিই তাহা বুঝিয়া
থাকেন। আমরা ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত
চেষ্টার প্রশংসা করিয়া শেব করিতে
পারি না। এখানে আমাদের একটি
বক্তব্য এই, এদেশে কন্যা দেখিতে

(১) গৃহলাভপুত্রা ত্রীতে লক্ষ্যোদ্যোগা-
 : অনাকালকৃতলক্ষ্যমাহিতঃ শামিনা চযঃ
 কিতোমহতলক্ষ্যমাহিতঃ শামিনা চযঃ
 হিমিত্যুগতঃ প্রত্যাবিশিতঃ কৃতঃ । তদুদ্যোগ-
 চ বিজ্ঞেয়লক্ষ্যমাহিতঃ কৃতঃ । বিজ্ঞেয়লক্ষ্য-
 : শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চমলক্ষ্যমাহিতঃ শামিনা
 : চযঃ ।

গিয়া বিবাহ করিয়া আশিবার একটা
গল্প আছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে
বাণিজ্য করিতে আসিয়া যেমন এদেশ
জয় করিয়া লইয়াছেন, আশিবারে
বাল বাবল্যের উষ্ম কন করিতে গিয়া
ঐ দেশটী ঘন তেমন জয় করিয়া গিয়া
না হয়। তাহা করিলে ইংরাজ আভির
মতান উদ্দেশ্যটী বলুচিত হইয়া যাইবে
সন্দেহ নাই।

মিউ'নিসিপাল বাল্য:বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়
 কা: ১৯৮৩

আমাদিগের বিলক্ষণ মনে পড়ে, একটা প্রধান বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আগিয়া এক একটা নূতন আজ্ঞা প্রচার করিতেন। বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া তিনি আজ্ঞা দিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞার অনুসারী কার্য হইত না। ছাত্র ও শিক্ষকেরা কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার এক-টাও আজ্ঞা ফলোৎপাদিনী হইত না। আমাদিগের ব্যবস্থাপক সভাই যে কেইলি সত্ৰ সত্ৰ নূতনবিধ আইন প্রসব করিতেছেন তাহা না, বিচারপতিরাও কেইলি সকল আইনের নূতন প্রকার বাধা ও শত শত নূতন নূতন কুটিল ও দুঃস্থতির সৃষ্টি করিয়া সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া ফুলি-রাছেন। সুতরাং সকল আইন ও সকল ব্যবস্থার অনুক্ষণ কার্য হওয়া সম্ভাবিত নয়। মিউনিসিপাল ব্যবস্থাজী উহার অন্যতর। মিউনিসিপালীটির অধীন অধিকসংখ্য প্রায় তাঁহার উদ্বিগ্ন। আমাদিগের বাইউবরসহ সংবাদদাতা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন:—

“মতগ্রাম মাণিকগঞ্জ সর্বাভিভাবের
অধীন। কয়েক বৎসর হইল এই স্থানে
মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইরাছে।
স্থানীয় কতিপয় ভ্রলোককে ইহার সভা
করিবার জন্য উপবিভাগীয় উপযুক্ত
ডেপুটি মাণিকগঞ্জ জমিদার বাবু পূর্ণচন্দ্র

যেহেতু মহাশয় কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্টও করিয়াছেন। কিন্তু মতগ্রাম যে মিউনিসিপালিটির সমীপে এরূপ গোধর না। গ্রামে একটিও ভাল রাস্তা নাই, যুগের মলিনপূর্ণ একটিও পুকুর নাই, অনেক স্থানই অসলমত। এতদ্বিধক্সন প্রতিবর্ষেই ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইয়া থাকে। চৈত্র ও চৈশাং মাসে গ্রাম সমুদায় পুষ্করিণী বিক্লিষ্ট বর্ধমপূর্ণ হইয়া উঠে। যে একটি পুকুরিতে কিছু গভীর জল আছে, সুব্যবস্থার অভাবে তাহাও ক্রমশঃ পানের অযোগ্য হইয়া যাইতেছে। বিশ্বস্তরূপে অবগত হইয়াছি, মিউনিসিপাল ফণ্ডে অনেক অর্থ ব্যয়িত আছে। গ্রাম সমূহের উপকারার্থ ইহা ব্যয়িত হইতেছে না। মত গ্রামের অর্ধ মাইল দূরবর্তী দামোদ্রগ্রাম পর্যন্ত একটি রাস্তার হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এটি রাস্তা নির্মিত ১০০ টাকার “এক্সিমেন্ট” হয়। কিন্তু পূর্ণবায়ু এত টাকা দিতে অসম্মত হওয়াতে ইহা কার্যে পরিণত হয় নাই। এরূপ ব্যয়বৃত্তি পূর্ণবায়ু ন্যায় কার্যে কুশল কর্তৃপক্ষীর এবাৎ অপোহব কর সম্ভব নাই। আমরা অনুরোধ করি পূর্ণ বায়ু মত ও দামোদ্র প্রভৃতি গ্রামগুলির সুব্যবস্থার অপনোদনে যত্নবান হন।”

মত গ্রামের ন্যায় শত শত গ্রাম আছে, দেখেনকার লোকেরা কেবল টাকার দৈন্য, কিন্তু তাহার কলভোগ করিতে পান না। মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত হইবার পূর্বে আমাদিগের বাস গ্রামের পরিচিত চরিত্রাতি রাজপুত্র প্রভৃতির অবাধ্য য়েগ্রন বোধিরাহিল্যাম, এখনও সেইরূপ দেখিতেছি, মিউনিসিপাল বাবস্থা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া সূতন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাস্তা ঘাটের পারিপাট্য হয় নাই। গ্রাম পরিষ্কার রাখিবারও ব্যবস্থা করা হয়

নাই। রাজকর্মচারিদিগের অনবধানতাদি দোষই যে ইহার একমাত্র কারণ আমরা একথা বলি না। গ্রামের লোকের বিলক্ষণ বোম আছে। আমাদিগের সেক্টর নষ্ট গবর্নর কাহেল সাহেবের অন্য যে কোন দোষ থাকুক, এদেশের লোকেরা স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে শিক্ষা করেন, এবং ইহারো বলিষ্ঠ ও সচিঠ মন, তাঁহার সাম্প্রতিক এই ইচ্ছা ও চেষ্টা। কেবল তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে কি হইবে, আমাদিগের দেশের লোকেরা যে তেমন নন। ইহারো আমাদিগের কাজ আপনারা শুদ্ধাচার লইতে পারেন না। ইচ্ছা দিগের উৎসাহ “বাংশ পাতার” আশ্রয়ের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।

আমাদিগের উচিত আমরা মিউনিসিপাল কর্মচারিদিগের সুব্যবস্থাকারী না করিয়া আপন আপন বাসভূমি ও বাসগ্রাম পরিষ্কার করিয়া রাখি। সকলে যদি নিজ নিজ বাসভূমি পরিষ্কার রাখেন, গ্রামটী আপনাই চাইতে পরিষ্কার হইয়া আসিবে। তাহা হইলে চটী লাভ হয়। এক স্বাস্থ্যবৎ, দ্বিতীয়, মিউনিসিপাল নগর হইবে। দিন দিন য়েগ্রন দিন বাড়িতেছে, তাহাতে আপন আপন স্বাস্থ্য রক্ষা উপায় বিধান চেষ্টা আমাদিগেরই কর্তব্য। যত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই গ্রাম ও নগরাদি অপরিষ্কৃত হইতেছে। এ অবস্থায় গ্রাম নগরাদি পরিষ্কার না রাখিলে পীড়ার যে আতাত্তিক বৃদ্ধি হইবে, দে বিবরে সংশয় নাই। সাম্প্রতিক য়েগ্রনের অন্য নিগূঢ় যে কারণ থাকুক গ্রাম ও জনপদের অপরিচ্ছন্ন ও অপরিষ্কৃত অবস্থা যে তাহার কারণ, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ অতিশয় পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। স্বাস্থ্যরক্ষার যেগুলি প্রধান উপায়, তাহারো তাহার অহু

তানে বিমুখ ছিলেন না। প্রায় সুদূর্ভে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর অবধি তাহার। যে সকল অন্তর্ধান করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের শরীর বিলক্ষণ শূণ্ড ও সুস্থ থাকিত। হজলানি দ্বারা বেশ শুদ্ধ রাখা (১) তাঁহাদিগের নিত্য কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাহারো পরিষ্কৃত হইয়া পরিচ্ছন্ন স্থানে পবিত্র জব্যাদির ভোজন করিতেন। তাঁহাদিগের বিধিপ্রতিপত্তি পরিভাগের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বাসভূমি ও পুকুরিণ্যাদির অপবিত্রতা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল গুণে তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও বিলক্ষণ বেশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সম্মান সম্বন্ধিতে এক এক গ্রাম পূর্ণ হইয়াছে। কানাকুজ হইতে গাঁওজন প্রায় পাসিরাজেন, তাঁহাদিগের সম্মানেও বন্দোবশঃ প্রায় সমুদায় স্থানই ব্যাপিয়া তেন। হুগুরের বিবর এক, এখন সেই সকল সম্মান সাম্প্রতিক গোথে উন্নত হইতেছেন। এখন হিন্দুদিগের অন্য অন্য বিবরের ন্যায় বাসভূমি প্রভৃতির পবিত্রতা দূরগত হইয়াছে।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পীড়ার যে বৃদ্ধি হয়, এটি অপ্রামাণিক কথা নহে। আমাদিগের সিমলাস্থ সংবাদদাতাদিগেরাছেন, সিমলার লোক বৃদ্ধি হওয়াতে পীড়ার প্রাজ্ঞতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথ্য বসন্ত দেখা দিয়াছে। এতদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে সম্ভবান হইতেছে লোক বৃদ্ধি হইলে গ্রাম নগরাদির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যিক। এই উন্নতি সাধন গ্রাম নগরাদির লোকের চেষ্টার য়েগ্রন হইবার সম্ভাবনা, অন্য রূপে সেগ্রন হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের এখন অনেক বিবরে উন্নতির

(১) প্রাক্তন কন্যারোহণের পৌরোহিত্য নিগ্রন। বিক্লিষ্টা সত্যমকোষো দৃষ্টব্য। লক্ষণঃ সত্য।

অসম্ভবিত্ব আছে। ইংলণ্ডের একজন ইতি-
হাস লেখক লাক্সটার ও ইয়র্কশায়ের
অধিকার কালের কথা লিখিয়াছেন,
লোকে একপাশ ঘর করিত, যে আলোক ও
বায়ু গৃহ মধ্যে প্রবেশ পথ পাইত না।
ফলতঃ বিস্তৃত বায়ু ও আলোক গৃহ
মধ্যে গমনাগমন করিলে শরীর ও মনের
যে কেন্দ্র সচ্ছন্দ ও উপকার লাভ হয়,
তাঁহা তৎকালের লোকের অবদিত
ছিল। আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমা-
দিগের দেশের অনেকে বিস্তৃত বায়ু ও
আলোকের গুণ জানিতে পারেন নাই।
ঐ ইতিহাসলেখক টিউডর বংশের অধি-
কার সময়ের কথা বলেন, লোক সকল
এমন অপরিচ্ছন্ন অবস্থার অবস্থিতি করিত
যে তাহাদিগের ঘরের মেঝেতে মলচূরি
ছাড় ও অন্য অন্য উচ্ছৃঙ্খল দ্রব্য ছাড়াইয়া
থাকিত। এই অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন আচ-
রণ নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে ঘোরতর মড়ক
উপস্থিত হইত। কিন্তু দিগের উচ্ছৃঙ্খল
বিচার থাকিতে গৃহের অভ্যন্তর উচ্ছৃঙ্খল
দ্রব্য পূর্ণ থাকে না বটে, কিন্তু অন্য অন্য
অনেক অপরিচ্ছন্ন দ্রব্য ইত্যন্তঃ পড়িয়া
থাকে। সামান্য মূল্যবান দিগের উচ্ছৃঙ্খল
বিচার নাই। তাহাদিগের গৃহের অভ্যন্তর
ভাগ কুৎসিত দ্রব্যে একপাশ পূর্ণ, নরক
বলিগে অভ্যুজ্ঞিত হয় না। একপাশ অবস্থার
এদেশে যে সাংক্রামিক রোগে নিত্য
আক্রান্ত না হয়, ইহাই আশ্চর্যের
বিষয়। এখন দ্বিতীয় চারলসো: হুজু
হয়, তখন লণ্ডনে পাঁচ লক্ষমাত্র লোক
ছিল, এখন প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ লোক
হইয়াছে। নগরবাসিন্দাদের বাস প্রাণালী,
আহার প্রাণালী, রাস্তা ঘাট প্রভৃতির
উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা, অর্থাগমের উপায়
অন্বেষণ প্রভৃতি যে প্রকার অস্ত্র ত
লোক বৃদ্ধির কারণ, তাহা যেন এদেশী
রোগ বিশেষতঃ মিউনিমিগাল কমিটির
এদেশীই সত্যগণ একবার আরণ করেন।

কায়েল সাহেবের আর একটা
আঘাত।

লার্ড মর্ফ্রুক কায়েল সাহেবের
প্রায় মিউনিমিগাল বিল অগ্রাণ্য করিয়া
উহার মর্ফ্রুক একটা আঘাত করিয়া
ছেন। আজিও তিনি সে বেদনা বিস্তৃত
হইতে পারেন নাই। আবার হাইকোর্ট
উপাধিকে আর একটা দারুণ আঘাত
করিলেন। তিনি জেলার জজদিগের
বেতন কমাইয়া মাজিস্ট্রেট কালেক্টরের
বেতন বৃদ্ধি করিবার যে কম্পনা করেন
হাইকোর্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই দুটা কার্যদ্বারা কায়েল সাহে-
বের যে কিরূপ কষ্ট হইয়াছে ও কষ্ট
হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগের মন
কায়েল সাহেবের ন্যায় নয়, তাহা উচা-
দিগের জ্ঞানসম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই।
যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের মত ও
বাক্যকে বেদ ব্যতির ন্যায় অর্থহীন
ও আপনাদিগের ইচ্ছাকে বিধাতার
ইচ্ছার ন্যায় অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান করেন,
উহারা কোনক্রমে আত্মকৃত বাবস্থার
অন্যথাচরণ ও আত্মকৃত আজ্ঞার ভঙ্গ
সহ্য করিতে পারেন না। যখন চাপকা
ও চন্দ্রশঙ্কর মন্দমতী রাক্ষসকে চন্দ্রশঙ্কর
করিবার নিমিত্ত কৌশলজাল বিস্তার
করিয়া পরস্পর ক্রিয়ম বিবোধ করেন,
এবং চাপকা পরামর্শ পূর্বক পদে পদে
চন্দ্র শঙ্করের আজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আরম্ভ
করেন, রাক্ষস ঐ বিবোধ সংবাদ পাইয়া
নিজ লোকদ্বারা এই বলিয়া চন্দ্র শঙ্করের
উৎসাহ বর্জন করেন যে “আপনার মত
সার্কভোম রাক্ষস। আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য
করিতে পারেন না”। ইংলণ্ডের
এলিজাবেথ অরল এনেকস্কে প্রাণ
অপেক্ষা ভাগ বাঞ্ছিতেন। সেই অরল
একদা উহার একটা আজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা
করিয়াছিলেন বলিয়া উহার কর্ণমূলে
মুষ্টি প্রহার করিয়াছিলেন। ঐ এটেন্স

আর এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শন
করিতে এলিজাবেথ উহার বধ দণ্ডের
আদেশ দেন। পশ্চাৎ তিনি উহার
শোকে প্রাণভাগ করেন, তথাপি
আজ্ঞা ভঙ্গ সহ্য করেন নাই। এলিজাবেথ
খ্রীলোক হইয়াও কায়েল সাহেবের
ন্যায় সর্লক্ষ্য কমতার একাধ লোলুপ
ছিলেন।

কায়েল সাহেব সর্লক্ষ্যের সর্লক্ষ্য
কমতা প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি
এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেন
না। কেহই উহার উপর সম্বল নহেন।
তিনি বাটার উপকার করেন, সে যেমন
অসম্বল, বাটার অপকার করেন, সে
ব্যক্তিও তেমন অসম্বল। সম্বলের
মধ্যে কেবল লার্ড আর্গাইল। তিনিই
কেবল কায়েল সাহেবকে সোণার চক্ষে
দেখিয়াছেন। “সর্লক্ষ্যে মায়াবী
শস্যতি” ইত্য একজন মহাবীর বাক্য।
একটী মনোহর গল্প আছে, মনে হইল।
একদিন একটী বালক গুরু মহাশয়ের
পাঠশালার গিথিতে যায়। “অলপান”
লইয়া যায় নাই। তাহার মাতা ব্যাকুল
হইয়া কিরূপে অলপান পাঠাইয়া দিবেন,
বাহির বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবি-
তেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সেই
পাঠশালার ঘাইতে আসেন। খ্রীলোকটী
তাহাকে সেই অলপান লইয়া বাটবার
অনুরোধ করিলেন। সে ব্যক্তি কহিল,
উহার পুত্রকে চিনেন না। খ্রীলোকটী
উত্তর করিলেন যে ছেলের পাঠশালার
মধ্যে সর্লক্ষ্যে পুত্র, সেই আমার
পুত্র। বাস্তবিক উহার পুত্রী যৎপণ্ডে
নান্তি কুরণ। কিন্তু তাহার মাতা
তাহাকে কম্পর্প জুলা, সুন্দর দেখিতেন।
লার্ড আর্গাইল কায়েল সাহেবের আত্মীয়।
অতএব তিনি যে উহাকে সর্লক্ষ্য
সম্পন্ন দেখিবেন এবং উহার উপরে
খ্রীত ও প্রসন্ন হইবেন তাহা বিচিহ্ন

নহে। কিন্তু আমরা আর কাহাকে তাঁহার উপরে সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। সর্বজন সমতায়ভাবে কামা করা। কিন্তু তাঁহার কৰ্ত্তব্যানুষ্ঠানের অন্য কোন যুক্তি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার কার্যভার অধিক হইত। বৎসর দুই তিন চার। কখন তিনি সপ্তাহব্যয় বিশেষকৈ উন্নত করিবেন মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পপুস্তক ব্যক্তি কেও উন্নত পদ প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন, আবার কখন গুণানুসারে পদ দান বাবস্থা করেন, আবার কখন যে পদ লাভে যাহার প্রত্যাশা ও লাগিয়া আছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্যকে সেই পদ দেওয়া হয়। সিবিলাসকোর্টের পক্ষে শিক্ষাবিভাগে অবশিষ্ট করাতে শিক্ষা বিভাগের এক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া ইংলিসমান পক্ষে দুই প্রকাশ করিয়াছেন : আমরা হার্লেডে প্রাণ্ট বীডন প্রে ও কায়েল সাহেবকে বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, কিন্তু কেহই কায়েল সাহেব ন্যায় সঙ্গী সম্প্রদায়ের অধিকার নাই। হার্লেডে সাহেব সর্ব প্রথম লেপ্টেনেন্ট গবর্নর হন, অতঃপর আমরা তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলাম। সন জন প্রাণ্ট সাহেব এক ভূঁয়ে ছিলেন, কিন্তু তিনি বরাবর বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত নীলকর প্রভৃতি সাহেব দল তাঁহার উপর চড়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহা হইতে বঙ্গদেশের অনীম উপকার লাভ হয়। ক্রমক সম্প্রদায় নীল করহিগের অত্যাচার ও অধীনতা যোক্ত হইতে মুক্ত হয়। প্রাণ্ট সাহেবের নাম প্রত্যেক বাঙ্গালির হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত আছে। বীডন সাহেবের আপ-মাকে এমনি উচ্চ বলিয়া বোধ ছিল যে তিনি এদেশীয়দিগকে তাঁহার সহকারী করিবার যোগ্য জ্ঞান করিতেন না। এই কারণে, লোকের পশু পক্ষীর কট

যে কট অশ্রুত হয়, এদেশীয়দিগের মধ্য বিপত্তিতেও তাঁহার সে কট বোধ ছিল না। তাঁহার এই ধৈর্য্যের নিবন্ধন উক্ত-দায় লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইল। তাঁহার নাম বর্ণি-দিগের নাম অপেক্ষাও এদেশের লোকের চিত্তের অধিকতর উদ্বেগ জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু তিনি সাহেব মজল বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ছিলেন। প্রে সাহেব মজলদার গুণসম্পন্ন অতি সদাশয় লোক ছিলেন প্রজার যোগ্যে মজল হয়, তদ্ব্যবসায় তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও একা-দিক চেটা ছিল। প্রজার মজল তাঁহার এমনি প্রেমসম্পন্ন হইয়াছিল যে তিনি তাহার অনুরোধে অসময়ে স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি প্রজার কল্যাণ বিমর্জিত করিলেন না। এই কারণে তাঁহার নাম এদেশের হৃদয় প্রেমের অতি নিগূঢ় স্থানে মার্জিত হইয়া যায় যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কায়েল সাহেব না হিন্দুর না মুসলমানের না খৃষ্টানের কাহারই প্রেমভাজন হইলেন না। তিনি আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাঁহা দিগকে সর্বজন সমতা চালনের অধিকার দিতেছেন, তাহারাই তাঁহার উপর সম্বন্ধ নহেন। বিজ্ঞাতি মাজেই আইন লঙ্ঘন করিয়া যথেষ্ট ব্যবহার করিতে চান না।

উপসংহারে আমরা বিগের বক্তব্য এই, কায়েল সাহেব প্রজার অনুরাগ ভাজন হওয়া শাসন কৰ্ত্তার জাতি ও গোত্রবো বিবর বলিয়া যদি জ্ঞান করেন, যথেষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ করুন।

অসমত হৃদ লওয়া না হয় তাহার উপায়।

ইংলণ্ডের লোকেরা বলেন, এক্ষণে রেলওয়ে দুর্ঘটনার যেরূপ আতঙ্ক হই-

রাছে, তাই একজন ডাইরেক্টরের শরীরে পতিত হইয়া মৃত্যু না হইলে আর ইহার নিবারণ পক্ষে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সমর্থক যত্ন হইবে না। এ কথা শুনি তাৎপৰ্য্য এই, যদি কোন বিষয়ে নিজের কট না হইয়া কেবল অন্যের কট হয় তাহার নিবারণার্থ লোকের তাদৃশ চেটা বা যত্ন হয় না। নিজের কট হইলেই তদ্ব্যবসায় যত্ন জন্মিয়া থাকে, এটা মানুষের স্বভাববিশিষ্ট। আমরা বিগের গবর্নমেন্টের সময়ে সময়ে এইরূপ ভাব দেখা যায় তাঁহার। নিজের স্বার্থ দ্বারা চালিত না হইলে প্রজার কট নিবারণ পক্ষে যত্নবান হন না। নিজে একটা উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে তদ্ব্যবসায় আমরা বিগের বাক্যের যথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। প্রায় ৪০ বৎসর হইল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফরেটের নামক এক ব্যক্তি কটকগুলি অস্ত্র কাড়িয়া লয়, টেট কোর্টের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে অভিযোগ হওয়াতে প্রিবি কাউন্সিল ত্রৈ সকল অস্ত্র মূল্য ধরিয়া ডিক্রি দেন, মূল্যের যেরূপ সুদ ধরিয়া ডিক্রি দেওয়া হয় তাহা নিতান্ত অধিক। যাহার অস্ত্র তিনি যেরূপ সুদের জন্য অভিযোগ করেন, প্রিবি কাউন্সিলকে সেইরূপ সুদেই ডিক্রি দিতে হইয়াছে। গবর্নমেন্টকে সেই নিতান্ত অতিরিক্ত সুদ দিতে হইয়াছে বলিয়া গারে লাগিয়াছে, এবং যেখানে নিতান্ত অতিরিক্ত সুদের জন্য নীল হয় বিচুরপতিগণ যাহাতে মেরূপ অন্যায় সুদের ডিক্রি না দিয়া আপনারা যেরূপ সুদ সমস্ত স্বীকৃতিবেন সেইরূপ সুদের ডিক্রি দেন, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে যত্নবান হইয়াছেন। সম্প্রতি অধিক হারের সুদের ডিক্রি দেখিলে পক্ষা-বের প্রধানতম আদালত এক সনকুলার বাহির করেন। আমরা বিগের কলিকাতার হাইকোর্টও সেই সনকুলারী এদেশে

একটি কঠোর আদেশ দিয়াছেন। হাইকোর্ট এই বলেন, অনেক মকদ্দমার বেলাতে পাওয়া যায় লোকে কিরূপ অবস্থায় টাকা কর্ত্ত করিয়াছিল সে বিষয় বিবেচনা না করিয়া বিচারপতিগণ বেশি হারের সুদের ডিক্রি দেন। কিন্তু যে সকল অধমর্ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং স্বচ্ছন্দমনে অধিক হারের সুদে ঋণ লিখিয়া দিয়া টাকা লয় তাহাদিগকে বিচারপতিগণ সেই সুদের হস্ত হইতে মুক্ত করেন, হাইকোর্টের একটা অভি-প্রায় নয়। অনেক সময়ে একটা ঘটে অধমর্ণ অজ্ঞতা নিবন্ধন বা তর প্রযুক্ত কিম্বা উত্তমর্ণের নিতান্ত অধীন বলিয়া অথবা নিতান্ত বিপদে পড়িয়া বেশি হারে সুদ লিখিয়া দিয়া টাকা কর্ত্ত লয়। এমন স্থলে বিচারপতিগণ বিবেচনা পূর্ব্বক সুদ ধরিত্তা ডিক্রি দিয়া ঐ সকল লোককে রক্ষা করেন হাইকোর্টের ইচ্ছা। আমরা হাইকোর্টের এই আদেশ দর্শনে অত্যন্ত ক্রীত হইয়াছি। ঋণের লিখিত মত সুদ সহিত ডিক্রি দেওয়াতে অনেক দরিদ্র অধমর্ণ মারা যায়, উহারা বিপদে পড়িয়াই কিম্বা তর প্রযুক্ত অধিক সুদে টাকা কর্ত্ত লয়। হুঁদাস্ত জমীদার ও মহাজনেরা ঐরূপে ঋণ লিখিয়া লইয়া পরে উহাদিগের সর্বনাশ করে। হিন্দু আ'নেও আছে যে, কোন কারণে ও কোন কালেও উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে সুদে আসলে একত্রে আসলের দ্বিগুণের অধিক পাইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায়, অধমর্ণকে ১০ টাকা কর্ত্ত লইয়া ৪০ টাকা সুদ ও ঐ আসল ১০ সমুদারে ৫০ টাকা দিতে হয়। এ রীতি অতিশয় অযথা সন্দেহ নাই। অতএব হাইকোর্ট যে নিয়ম করিতেছেন, সেটা উত্তম হইতেছে। তবে কে বিপদে পড়িয়া বা অন্যান্য কারণে অধিক সুদে ঋণ লিখিয়া দিয়া

টাকা কর্ত্ত লইয়াছে, এবং কেইবা ইচ্ছা-পূর্ব্বক ঋণ লিখিয়া দিয়াছে, এবং ঋণের লিখিত মত দিতেও অসমর্থ নয়, বিচার পতিগণ এই উভয়ের বিশেষ বিবেচনা করিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ ইজ্যাক্ট সোমবার।

ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারতবর্ষের অর্থের যে যথেষ্ট ব্যবহার করেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বড় অগাস পাইতে হয় না, সর্বদা ইহার তুরি তুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে একটা মাত্র উদাহরণ প্রদ-র্শিত হইতেছে, পাঠকগণ দেখিবেন, ভার-তবর্ষের অর্থের প্রতি কাহারও মমতা আছে কিনা। আমাদিগের ইণ্ডিয়া অফিসের তুতপূর্ব্ব একাউন্ট্যান্ট জেনারল গুডলিক সাহেব সম্প্রতি রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষা দেন। ফনেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলেন, যখন তাঁহাকে বার্ষিক ২৮ হাজার টাকা পেমেন্ট দেওয়া হয় তখন তিনি কার্যে অসমর্থ হন নাই, কার্য করিবার তাঁহার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে পেমেন্ট দেওয়া হইল। এতদ্বারা তিনি যে ২৫ বৎসর কার্য করিয়াছিলেন উহার ১৫ বৎসর ইংলিস সিভিল সার্ভিসে এবং ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া অফিসে অতিবাহিত হয়, কিন্তু সমুদায় পেমেন্ট ভারতবর্ষের স্বত্বে নিক্ষেপ হয়। প্রথম, তাঁহার সামর্থ্য ও কার্য করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পেমেন্ট দিবার কারণ কি? দ্বিতীয় তিনি ১০ বৎসর মাত্র ইণ্ডিয়া অফিসে কার্য করেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ২৫ বৎসরের পেমেন্ট ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইল কেন? ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কি এই দুই প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর দিতে পারেন? নাহা হউক, রাজস্ব কমিটি দ্বারা অনেক গুণ বিষয় বাহির হইয়া পড়িতেছে।

সিভিলিয়ানেরা শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা, রীতিমত ব্যথিত হইয়াছেন। সম্প্রতি

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর হপকিন্স সাহেবকে তুতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর মার্টিন সাহেবের পদে নিযুক্ত করিতে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের একজন কর্ত্তাওঁরী আক্ষেপ করিয়া ইংলিস-মানে লিখিয়াছেন। আর একজন সিভিলিয়ানকে ৩ মাসের জন্য ঢাকার ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ চতুর্থ শ্রেণীতে ভাল ভাল লোক থাকিতে কায়েল সাহেব যে গেডলার নামক একজন অস্পষ্ট ও অনুরোধী আন্দোরা বিলাতী যুবককে উক্ত সার্ভিসের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে পত্র প্রেরক অধিকতর বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তাচারিগণের যে আক্ষেপ গিবি লিয়ানিগণেরও তাঁহাদিগের সমক্ষে সেই আক্ষেপ আছে। যিনিই হউন, উপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্ত্ত দেওয়া যদি কায়েল সাহেবের অভিপ্রায় হয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত হয় না। আমরা বলি এই, কোন বিভাগে উপযুক্ত লোক থাকিতে অন্য বিভাগে হইতে লোক আনিয়া উচ্চ-পদে নিযুক্ত করিলে সুবিবেচনার কার্য হয় না। গেডলার সাহেবকে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিয়া কায়েল সাহেব যে নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল সেদিন কোমি-শ্বনে যে শিলাবর্ষণ হয় উহার মধ্যে অর্ধ মণ পরিমিত অনেকগুলি শিলা পতিত হইয়াছিল। ইহাকেই আকাশ ডাঙ্গিয়া পড়া বলে।

মর্ঘওয়েস্ট হেরালড পত্রে লিখিত হই-য়াছে, ১৮৬৫ অব্দের উকীল ও মোক্তারি-গের আইন নামক যে এক আইন হয় উহাতে লিখিত আছে, ১৫ টাকা ঊপ্পের সার্টিফি-কেটধারী উকীলদিগের আলাহাবাদ বিভা-গের ছোট আদালতে ওকালতী করিবার অধিকার নাই, উক্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাই-কোর্ট সম্প্রতি এই আইন প্রচলন করিয়া অনেক উকীল মোক্তারকে আলাহাবাদের ছোট আদালত হইতে ডাড়াওয়াছেন। ইংরাজ আড়ির বুদ্ধি অন্য বিষয়ে যেরূপ

কটক, কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ
গের ন্যায় ভীতু হুঁচি আর নাই। এক্ষণ
যে ব্যবস্থাটি বিস্তৃত বলিয়া দ্বির কটক।
পরক্ষণেই আবার তাহার বোঝা বাড়ির করা
ভীতু হুঁচিমস্তার কাজ সন্দেহ নাই। ১৮৬০
বছরের ২২ আটনে এই সকল উকীলকে ওকা
লতি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে,
আবার ১৮৬৫ অব্দে উকীলগণকে অর্ধচন্দ্র
দ্বিগা আদায়িত হইতে বাধ্যকৃত করা হইল।

গত ৪ঠা জুন গোয়ালিয়রের রাজা
সিমলা হইতে সাজা করিয়াছেন। ইহার
মধ্যেই সিমলার প্রান্ত অর্কাট হইল।

কামের নবাবের রাজ্যমধ্যে দুই লোক
কেন থাকে, গবর্নমেন্ট নবাবের নিকট ইহার
কৈফিয়ত চাহিয়াছেন। তিউশি রাজা
মধ্যে কি সকলেই স্বয়ংপুত্র হুঁশিতির?

বেংগাই গেজেট বলেন, ওয়াডোয়ানের
সর্কার বলিয়াছেন, মানিকতাপ্রতিবিশেষ
ঐযদি সকলের অনিউকারিতা বিসর্জে যিনি
একটি উচ্চতর প্রকার সিংহিত পারিলেন,
তিনি তাহাতে এক শত টাকা পুরস্কার
বিবেশ। শুধু প্রত্যয় দ্বারা কাজ হয় না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া লণ্ডনস্থ সংবাদ
দাতা বলেন, ভারতবর্ষে এক কমিশন পাঠা
ইবার জন্য রাজস্ব কমিটিকে পীড়াপীড়ি
করা হইতেছে। কিন্তু ফসেট সাহেব ইহার
প্রতিবাদ করিতেছেন। তিনি বলেন,
রাজস্ব কমিটির দ্বারা পুনঃপুন পরীক্ষা
(কন্সাল্গামিনেসন) না হইলে প্রকৃত
বিষয় জানা যাইবে না, অতএব ভারতবর্ষে
কমিশন পাঠাইয়া সে উদ্দেশ্য সাধন হইবে
না। আমরা হিন্দুগণের সহিত একমত
হইয়া কহিতেছি যদি কমিশন পাঠাইয়া
অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়, রাজস্ব কমিটি সিংহিত
ঐশ্বর্য পাঠাইয়া ভারতবর্ষের সাংখ্য প্রণয়
করুন। গবর্নমেন্ট যে বলিয়াছেন বাঁহারা
এদেশ হইতে সাংখ্য দিতে বাঁহিবেন তাঁহা-
বিগের পাথের লাগিবে না, তাহারা অভীষ্ট
সিদ্ধির সত্যতা না অস্যা। বাঁহারা উপযুক্ত
তাঁহারা নিজের পরস্যা ব্যয় না করিয়া
গবর্নমেন্টের ব্যয়ে বাঁহিতে আঁকর করেন
কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে যে সে লোক
গেলেও কাজ হইবে না।

২২ এ ট্যাক্স মফলবার।

সিলাহি বিজ্ঞাপনের সময় মেজর জেন-
রল মর্দাণ গবর্নমেন্টের অনেক উপকার
করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কে, সি, বি,
উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এত শীত? আমরা
দিগের গবর্নমেন্টের অন্য যে গুণ থাকুক না
থাকুক, অন্যরূপ উপকার বহুকালেও মিস্ত্র
কন না।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল, জুনাগড়ের
রাজপুত্রের বিবাহে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
ব্যয় হইয়াছে। এই টাকার না কি অন্য অন্য
ব্যয়ের ন্যায় একটি হাইস্কুল করা এবং লর্ড
মর্দাণের তথ্য গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার
স্মরণ "লর্ড মর্দাণকমলাশিপি" নামে
আটটি ছাত্রকে দেওয়া হইবে। এইগুলি
পাকা দার, উদ্বল ব্যয়ে কেবল যে ব্যয়
কৃত্রিম নাম চিরস্মরণীয় হয় প্রণয়ন। দেশও
মৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। ইউরোপ যত
এই ব্যয়ের গুণে অপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম করিয়াছে।
রত্নমণি জ্বালা যাবি পোড়ানি এত
ক'চা ব্যয়। আমরা দিগের দেশের লোকেরা
পাকা ও ক'চা ব্যয়ের প্রভেদ আজিও
বুঝিতে পারিলেন না বড় ভ্রাতার বিষয়।

সম্প্রতি কতকগুলি বাঙালি বাঙালোঁরে
গিয়া এই প্রচণ্ড করে, তাহাবিগকে যত
টাকা দিবে তাহারা বিগণ করিয়া দিতে
পারে। যে সকল লোক বিনা পরিশ্রমে বড়
ম'নুস হইতে চায় সেই সকলের কতকগুলি
লোক লোভে পড়িয়া তাঁহাবিগের নিকটে
টাকা দেয়, কিন্তু বিগণ চুড়ার দ্বারা একগুণও
পাইল না, বিগণকারীরা কিছু হাতিয়া
প্রাপ্ত করিয়াছে। অদে শর আপেক্ষা তিরে
শেই বিনা অধিক বাটে। এটা একটি পুরা
তন জুয়াচুরী।

শিক্ষাবিভাগের ইউরোপীয় কর্মচারি
দিগের বেতন ও পর লইয়া কুলকুল পড়িয়া
গিয়াছে, কিন্তু দেশীয় কর্মচারিদিগের বিষয়ে
কাহারও মুখে একটি কথা নাই। যে সকল
কালেই ইউরোপীয় প্রিন্সিপাল আছেন,
তাঁহাবিগের হাজার বারশত বেতন কিন্তু
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল
দের বেতন ৩০০ টাকা মাত্র। এটা আমরা

গের রাজপুত্রগণের সম্পূর্ণপাতিভার
কল।

আমরা শুনিয়া আলাদিত হইল'ম,
বজ্রযোগিনীর অগ্রসিদ্ধ জমীদার বাবু কালী!
কিশোর ওহ বজ্রযোগিনী হইতে মীরকাহিম
পাখান্ড একটি রাজ্য করবার জন্য ১১০০
এবং দুর্দীগল্প উপাধিতাগে একটি পুস্তক
খনন্য ৮০০ টাকা দিয়াছেন। এইরূপ
দুর্ভাগ্যবশতই আমরা দিগের একাল ব'হু-
নীয়।

রত্নপুর হাঁতে বহুপরিমাণে যেটেঁতল
আমদানী হইতেছে। এ তেল কেরোসিন
অয়েল আপেক্ষা ভাল অমত দ্রব্য।

মিরর বলেন, কলিকাতা মাস্টার
পারস্য ভাষার শিক্ষক মৌলানী অংগা বাহ
খান আলীর টাকার হুঁতু হইয়াছে। তিনি
পারস্য ভাষার বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং
উচ্চ ভাবের অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া
গিয়াছেন।

জাপানের মিকেলো যে সকল খুঁদিত
ক'চাকর করিয়া রাখিয়াছিলেন, উচ্চদিগকে
যুক্ত করিয়া বাঁহিতে বাঁহিতে দিয়াছেন।
আর কিছু দিন আটক রাখিলেই টের পাও
বেন।

ম'জাজের গবর্নমেন্ট, আদর্শকেন্দ্রের
তত্ত্বাবধায়ক রহাউস সাহেব সম্প্রতি বস্ত-
মান ক্রমি বিষয়ে বক্তৃতা কালে এদেশীয়
কৃত্তবিন্দু যুবকদিগকে ক্রমবিন্দু শিক্ষা
দ্বারা নিযন্ত্রণকে দুর্ভাগ্য প্রদর্শন করবার
পরামর্শ দিয়াছেন। আর বড় পরামর্শ দিতে
হইবে না। যে পণ কাল দিন পড়িয়া ছি বি,
এ এম, এ, দিগেরও হল চালন ব্যতিরেকে
হকিণ হস্তের বাণীয়ার ঘটরা উঠা ভার
হইবে।

যে সকল দেশীয় যুবক সেনাবলে প্রবেশ
করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত সংবাদটী
তাঁহাবিগের জ্বরপরিভোষক হইবে
সন্দেহ নাই। বেস্টল টাইমস বলেন, উট
সেক্রেটারি অনুমতানুসারে ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্ট আঁজা দিয়াছেন, যোদ্ধাংশ সন্তুত
ও সংকুলজাত যুবকদিগকে প্রবেশক্রমে
দেশীয় সেনাবলে প্রবেশ করিতে দেওয়া
হইবে। বর্তমান দেশীয় আফিলার-

বিগের অপেক্ষা ইহারিগের কি শিক্ষা কি সামাজিক অবস্থা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট নরের লোক হওয়া চাই। বয়স ২০বৎসরের অধিক হইবে না, সবলকার হওয়া চাই, লিখিতে পড়িতে জানিতে হইবে এবং যদি অস্বাভাবিক হলে প্রবেশ করিতে চান, বোড়া চড়িতে পারা চাই। যুঁহ পিকে ছেঁড়ে।

সম্প্রতি যন্ত্রিজে এক ব্যক্তি মাছ ধরিতে ধরিতে একটি মাছ দাঁতে কামড়াইয়া আর একটি মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে ঐ মাছটি অকস্মাৎ তাঁহার দস্ততটে হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কঠরোধ করিয়া তাহার জীবন নাশ করিয়াছে।

১লা এবং ২রা জুন সিমনায় পঞ্চাশাল বেশা দিয়াছিল। ইহারিও শৈলবিহারী গিয়াছে না কি?

সেবিন লক্ষ্যে একজন সৈনিক কুণ যগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সৈনিকসলে আজ কালি আত্মহত্যার কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইহারি ভারতবর্ষের মতাবলম্বী হইতেছে না কি?

বর্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে পঞ্জাবে ৭৯ খানি পুস্তক ১৯ খানি সামগ্রিক পত্র এবং ১০ খানি অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ইণ্ডিয়ান টেটসমান বলেন, প'রসোর সাধা ৫০০০০০ টাকা পাণ্ডেয় লইয়া ইউরোপে গিয়াছেন। এই পাঁচকোটি টাকার কম কোটি প্রাকার প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়ে বলা যায় না।

আহম্মদ বক্স নামক এক ব্যক্তি অনেক গুলি জাল করিয়াছিল বলিয়া লক্ষ্যে এর কমিসনর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ত'হার ৭ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেন। জু'ডিসিয়াল কমিসনরের নিকট আপীল করাত্তে তিনি আর ৭ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ১৪ বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহারি কেই বুলে হুলুকে জ' তোলা।

৩০ এ টোয়াত দুধবার।

লাহোরস্থ সংবাদ পত্রের নীমান্বিত সংবাদবাহী লিখিয়াছেন, কশ্মীরেরা ধবা

অধিকার করিয়া উক্ত নগরে কশ্মীর উপনিবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বহু সংখ্য পারস্য সেনা সীমান্তে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। হিরাটের গবর্নর হুলতান আহম্মদ খাঁর জাতী লেকচার বী এবং আবদুল রহমান বী কশ্মীর শিবিরে রহিয়াছেন।

গত কলা বেরিলির ৬ ক্রোশের মধ্যবর্তী চান্দনী হইতে ইরনলা পর্য্যন্ত অযোগ্য ও রোহিল খও রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক নীলামে পূর্ণাবব হুটী খ্রীলোকের একখানি ছবি ৩০০ গিনিতে (প্রায় ৬৯১৫০ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। রাবণ কেবল সংবাদ শুনিয়াই দশ মন্তকসহ রাজত্ব গণ করিয়া সীতাকে ক্রয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

৩১ এ মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৯৫৯০০ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ণ বৎসর ঐ সময় ৫১৭২৭০ টাকা আয় হইয়াছিল।

২২ এ বিজী গেজেটের ক'লমস্থ সংবাদ বাতা লিখিয়াছেন, উরগঞ্জের রাজ্যের বণিক বিগের জবাবদি লুপ্ত হইতেছে বলিয়া তাজবন্দ ইয়ারখন্দ এবং বোখারার বণিক গণ জবাবদি পঠনে বদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা এ বিষয় বিবেচনার্থ কশ্মীর গবর্নমেন্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন। উরগঞ্জের অধিকার বিষয়ে বোখারার রাজা কশ্মীরিগের অনেক সাহায্য করেন। উঃগঃ অধিকার করিয়া যখন তক্ততা রাজা পলায়ন করেন, বোখারার রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎগমন করিয়াছিলেন। পরে রাজা আব্দ সমর্পণ করেন।

লিঙ্গিয়ার মহারাজ গত বৃহস্পতিবার অখালার উপনীত হইয়া শুক্রবার গোয়া-লিয়ায়ে যাত্রা করিয়াছেন।

হিল্লী হইতে রেওয়ারি পর্য্যন্ত একটি সুতন রেলওয়ে হইয়াছে। বোধ হয় ইহা ১৫ই জুলাই খোলা হইবে।

গোয়ালন্দে আইস্টে মার্জিট্রের নিকট হইতে বেসল টাইমস সংবাদ পাওয়াছেন, যে ৬ই জুন ঢাকা দেইল বোটি বড়ো যারা

গিয়াছে। পরে বোটিখানি নদীর দক্ষিণ দিকে পাঁচ ক্রোশ ডাঙ্গিয়া গিয়া উঁরে লাগে। কিন্তু অংকংগঞ্জের তিন আর সকল যেইল ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে। কাছিরও যুক্তা হয় নাই।

কিছুদিন হইল গোরক্ষপুরের কতকগুলি চামার পুত্তরিগকে বন্দ আওতাধিনা তা'হ'বিগের প্রাণ বিনষ্ট করিত। স্পেডিং সা'হেবের হস্তে ১২৫ জন চামার হৃত হইয়াছে এবং ৮০ জনের বেশ প্রাণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এরূপ এক একটি হুকু উঠে। এটা ত সেই হুকু নয়।

গত মে মাসে কলিকাতার ৪১২৪৪ অধিক টাকার বাণিজ্য জবাব আমদানি হয় কিন্তু উক্ত মাসে ২৮৫৭১৫ কম টাকা বাণিজ্য জবাব রপ্তানি হয়। চাউন, পাট, চামড়া অধিকেন, এবং রেসম অম্প আমদানি হইয়াছে। শুধু ২৭০৪৫০ টাকা কম আমদানি হইয়াছে।

৩১ এ টোয়াত বৃহস্পতিবার।

লেক্টনেন্ট গবর্নর কাশেল সা'হেব আজ্ঞা বিয়াছেন, সুতন কোঁজদারী কার্যাবিধি অনুসারে সেগিরনে যে সকল মকদমা হইবে তাহাতে যে স্থলে অপরাধী ব্যক্তি ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান না হইবে সেস্থলে ৫ জন মাত্র জুরি থাকিবে। জুরি নিয়োগি বিষয়েও হস্তর বিশেষ।

বঙ্গদেশীয় অধিকেনের প্রথম ৩ মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অধিকেনের দুই মাসের শুধু বেরণ অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ১১২০০০ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় অধিকেনে ৫৪৬৩০০ এবং মালওয়ার অধিকেনে ৪৮২৭০০ টাকা হইয়াছে। অধিকেনের এই রূপ লাভ দেখিয়া পঞ্জাব উত্তর পশ্চিমবঙ্গল এডুটি স্থ'নে ইহার চ'সের বৃদ্ধি জন্য চেষ্টা পাওয়া হইতেছে। আম'দগের অপেক্ষা হইতেছে, বৃদ্ধি সমুদায় ভারতবর্ষ অধিকেন ক্ষেত্র হইয়া উঠে।

বাস্তবলোরে পুনরায় ডেপু, দেখা বিগ্রাভে। ভারতবর্ষ সবলেরই মিত্র নাগেরিগের প্রবিত্ত হইলে কেহ আর ছাড়িয়ে চ'র না। আমাধিগের রাজপুত্র তিউক'প'ব এডিন্

মহা আর্জিও ইটালিতে থাকিয়া কনীর সমুদ্রের কন্যার সহিত প্রণয় বন্ধন করিতেছেন। এই কার্যেই তৎক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। অন্য দিকেই সমুদ্র কন্যা তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন নাই। যদি বিবাহ না হয়, কোর্টেশীপটী উপরি লুপ্ত হইয়া গেল।

সম্রাট সিকিমের রাজা হারজিলিতে লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হারজিলিতে এবং নিকটবর্তী চাকের সকলের কতিপয় বয়স্ক আমানিগের গবর্নরেন্ট রাজাকে বার্ষিক যে ১০০০ টাকা দেন তাহা কিছু বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাহার আসা। কেও অব ইতিহাস এই সাক্ষাৎকার হইতে অন্য অন্য লাভেরও সম্ভাবনা করিয়াছেন।

গত এপ্রেল মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৩১০০০ হাজার তুলা বিনোদে রপ্তানী হইয়াছে।

উক্ত পাণ্ডে অবগত হওয়া গেল, কলিকাতা পোষ্ট অফিসের একটি তরানক চৌক্যাক্ত মহা পড়িয়াছে। কিছু দিন ধরিয়া দুই বাধ এবং একজন পেরাধা অবশেষে চিঠিপত্র চুরি করিয়া একটি অফিস বাজে রাখিত। চিঠি পত্র এবং অর্ধ নোট সকল চুরি হইবার সংবাদ আসাতে উপরি জন কর্মচারীরা ক্রমে সাবধান হইলেন। গত বৃহস্পতিবার এই সিন্দুকটী খোলা হয়। উহাতে ৫০০ টাকার একখানি ২০ টাকার দুই খানি এবং ১০ টাকার দুইখানি নোট পাওয়া যায়। পেরাধার বাজে অনেকগুলি অর্ধ নোট ডেক মণিঘর্ডর ও চিঠি পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। আমানিগের নিকট যে দুইখানি দুই মথরের অর্ধ নোট আছে, অনুসন্ধান করিলে উহার মধ্যে ইহার অপর চিঠি অর্ধ নোট থাকিতে পারে।

৩২ এ ইজার্ড শুক্রবার।

ইংল্যান্ডে বুলন, কলিকাতার একজন প্রবাস বণিক (আমরা অনিগ্রাহি লিপিত মোহন কাম্বানী) ফেইল হইয়াছেন। ইহার ব্যয়িত দেনা ১০। ১২ লক্ষের অধিক হইবে না। আমরা ইহাকে বেরুগ জ্ঞানি ভাষাতে ১০। ১২ লক্ষ টাকার জন্য ইহার ফেইল হওয়ার বিষয়ে অধিবাসিগের সন্দেহ হয়।

সম্রাট বরদার রাজা ওইকুবারের বে পীড়া হয়, তিনি সেই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ২৫ জুলাইর আশ্বিন ভোজন করাইয়াছেন। আশ্বিনের বাহাতে অধিক আহার করিতে পারে এই জন্য উহা বিগকে পূর্ক দিবস উপবাস করাইয়া রাখা হইয়াছিল (কিছু কিছু সিডলিস পুণ্ডিতের খাওয়াইয়া রাখিলে আরো ভাল হইত)। পর দিন উহাবিগকে আহার করাইয়া ৩ লক্ষ টাকা ভোজন করিয়া দেওয়া হয়। অনেকে এরূপ আহার করিয়াছিল যে গরুর গাড়িতে করিয়া উহাবিগকে বাতীতে পাঠাইতে হইয়াছিল। আমানিগের এ সকলের যে সকল আশ্বিন পাণ্ডিত কলিকাতার দুই এক বড়-মানুষের বাতীতে সম্পূর্ণ আহারের পর এক এক কীড়ি কীর খাইয়া ৫। ৭ টাকার এক এক খানি বনাত পান, এ সংবাদটী পাঠে তাঁহারা বহুদেহকে দ্বিত্বের দিবেন সন্দেহ নাই এবং যেন যেন বরদার উঠিয়া গিয়া খাল করিতে ইচ্ছা করিবেন।

১লা আশ্বিন শনিবার।

গত শনিবার পুনর্নত অত্যন্ত বড় হইয়া গিয়াছে। তিনজন মনুষ্য এবং দুই মহিষ বজ্র-ঘাতে হত হইয়াছে।

আরুণাবির সর্কার নিজরাজ্য হইতে বিনোদে দান পাঠান বন্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্নরেন্ট যে সন্ধিপত্র করেন, তাহাতে পুনরায় আঁকর করিয়াছেন। মধ্য টের জুলভান সারদাভূর্কি তাঁহার রাজ্য মধ্যে দান ব্যবসার উঠাইয়া দিবার জন্য এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের পঞ্চম ফৌজদারী সেশনস আরম্ভ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নরেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা	দিল	১০০—১০০৬
৪	"	কো	১০০১—১০০১০
৪১	"	"	১০০৬—১০০৭
৪১	"	"	১০১—১০১০
৪১	"	"	১০১১—১০১২
৪১	"	"	১১০৬—১১০৬৬

—১—

ইউরোপীয় সন্দেশ

লণ্ডন ৬ ই জুন। সাণ্ডাইক জুল রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, গুবারের জুলার বড় কাটতি হয় নাই, লোকে অমরাবতী এবং ভোলাভার মধ্য বিখ জুলা সকল আগ্রহ সহকারে জর করিয়াছেন। উৎকৃষ্টতর জুলা সম্ভাব্যে বিক্রীত হইয়াছে। কারণ আমেরিকা হইতে অনেক জুলা আসিয়াছিল।

ত্রেকিলের জন্য অমর ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুন। মে মাসে (এট বিট) হইতে ২২০.৭৮.২০ টাকার আর্থিক প্রযা রপ্তানী হয় এবং তাহার বিদেশ হইতে ৩৪০৫২.২০৬ টাকার বানিজ্য প্রযা রপ্তানী হয়।

রপ্তানী সমুদ্র বিএনা হইতে যাত্রা করিয়া-ছেন।

মডিড ৭ ই জুন। ক্যাটেলোনিয়ার সেনা দাক সিগনর বিলাতি সৈন্যগণ বিয়োগী হও যাতে পদচারণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই জুন। সংবাদ আসিয়াছে—বিবা রক্ষে যে সকল সেনাবল হাইডেলিন উহার সকলেই অগ্রসর হইতেছে, কেবল অত্যন্ত গ্রীষ্ম এবং জলকষ্ট নিবন্ধন কাম্পিয়ান সেনাবল ক্রাসনোবক্কে প্রত্যগমন করে।

কিউবার বিয়োগী সৈন্যের সহিত সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অমর পারস্যের সাণ্ডাইক হইতে এসেন এবং ওয়েস্টেডেনে যাত্রা করিয়াছেন।

ইউটোপের আট বিশপ এবং প্রিয়ার জিগ আভালবার্টের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ৭ ই জুন। কলের ব্যাঙ্ক পর্যাটকে যে অগ্রিম ২০ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা বিক্রয় বলেন, তাহার প্রথম কিস্তি ৫ কোটি বৃহস্পতিবার দেওয়া হইয়াছে। বাকি ৩ কিস্তি ৫ ই জুলাই ৫ ই আগষ্ট এবং ৫ ই সেপ্টেম্বর দেয়।

লণ্ডন ১০ ই জুন। আলেকজান্ডার প্রাসাদের দ্বাংস ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। আর এক লক্ষ কাল হইল এই প্রাসাদটী মহা সমারোহে খোলা হইয়াছিল। মহুরেরা আহুত পর ৫০ পাখি হইয়া কয়লায় আগুন রাখিয়াছিল, সেই আগুন হাতে ধরিয়া গিয়া সমুদ্র তক্ষীভূত হয়, কেবল দ্বি-গুলি এবং অন্যান্য শিল্প প্রযা রক্ষা হইয়াছে। এই বাতীসী জন্য ৬০০০০০০০ ইংলিশ বর্গ কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

আয়ারলণ্ডের উৎকৃষ্টতর শাসন প্রণালী জন্য লর্ড রসেল এক আইনের প্রস্তাব লিপিত উপস্থিত করিয়াছেন।

লগুন ৯ ই জুন। সেনাপতি শানজী আল-জিরায়ার গবর্নর হইরাছেন।

বালিনে পারস্যের সাহায্য সহিত ব্যারক্‌রিউটারের সাফা হইরাছে।

পারিস ৯ ই জুন। প্রিন্স নেপোলিয়ন ও মার্শল ম্যাকমেইন পরস্পরের সাফা হইরাছেন।

পারস্যের সাহা ওরেন্সবেডেনে উপনীত হইরাছেন।

লগুন ৯ ই জুন ইংকাল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১৬ ই মে এবং বোম্বাই হইতে ১৯ এ মে যাত্রা করে, অন্য উহা লগুনে উপনীত হইরাছে।

লগুন ১০ ই জুন। অন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ২০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইরাছে।

লগুন ১০ ই জুন। প্রিন্স বিসমার্ক বলিষ্টা-ছেন এখানে যে পোপ নির্ধারিত হইবে তিনি তাহাতে ইচ্ছাশ্রম করিবেন না।

স্পেন ১১ ই জুন। স্পেনের মন্ত্রীগণের রাজ্য বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তাহার পুনরায় গঠন করা হইরাছে।

প্রিন্স নেপোলিয়ন পারিসে উপনীত হইরাছেন। বোনাপার্টষ্ট দল অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

জর্জিয়ার সন্ধানত এখনও ঘৃণা হইতে পারেন নাই।

—১১—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ মে। বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ গোষ্ঠালপাধ্যায় বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর হইবেন।

৩০ এ মে। জিগুজ উইলিয়াম হেরি রাই লাণ্ড সাহেব ১৮৭২ অব্দের ৮ আইন অনুসারে কলিকাতা এবং উপনগরের কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বাক্সপুরের ট্রেসন ষ্ট্রাক সারজন আগত পাড়ার সাক্ষ্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থে সত্যর একজন অভিযুক্ত সভ্য হইবেন।

মৌলবি মরহুম মোবান হাইদার মোহার ডয়ার প্রথম জেবির সব ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় জেবির সব ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

বাবু কান্তরীলাল—হাক্কোরিয়ায়।

বাবু রাইচরণ খোঁস বি, এ,—মানসুয়।

জিগুজ চারলস জেমিং সাহেব কিছুদিনের জন্য সিলেটের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতিনিধি হইবেন।

কামরুজ্জামান সহকারি কমিশনার কাগেন টি, বি, মিচেল সাহেব প্রথম জেবির মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৩ ই জুন। মৌলবি হাদি আদী খা আরা বিভাগের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

জিগুজ এক, সি, ওয়ার্লস সাহেব পাটনা বিভাগের চতুর্থ জেবির মাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইবেন।

আসিষ্টান্ট সারজন জে, এম, জোরাহ এম, বি, কিছুদিনের নিমিত্ত বালেশ্বরের সিভিল আসিষ্টান্ট সারজনের প্রতিনিধি হইবেন।

মুন্সি আবদুল মাহি ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপাল গঞ্জের সব রেজিষ্টার হইবেন।

মুন্সি আবদুল রসিদ ফরিদপুরের অন্তর্গত বাগডাকার সব রেজিষ্টার হইবেন।

জিগুজ টি, নরমান সাহেব দ্বিতীয় জেবির জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আইনের (বি, সি,) ৪৯ ধারানুসারে চাকার রখ্যাকর কমিটির একজন সভ্য হইবেন।

সাহরনের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট টি, জি, চারলস সাহায্যে বদলী হইলেন।

১০ ই জুন। এস, এজার সাহেব উক্তিয়া বিভাগের স্কুল সমূহের জাইন্ট ইনস্পেক্টর হইবেন।

জিগুজ ডবলিউ এ, ওয়াড সাহেব কিছুদিনের জন্য জগন্নাথ প্রতিনিধি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জিগুজ পি, ডি ডিকেন্স সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার একজন প্রতিনিধি পুলিশ মাজিস্ট্রেট হইবেন। ইনি আরো ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার জটিল অব বি পিস হইবেন।

জিগুজ সি, ডি, ফিল্ড সাহেব কিছুদিনের জন্য প্রথম জেবির প্রতিনিধি জজ হইবেন।

জিগুজ এক, ডবলিউ ব্যাডকক সাহেব ১৮২৫ অব্দের ৯ এবং ১৮২২ অব্দের ৫ আইন

অনুসারে জাগলপু মুন্সীর এবং দুর্গিচাঁদ ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এক জন ডাবলিউ।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

আমাবিধের পঞ্জাবগিমা-ডেরা এয়া ইল খাঁস সংবাদবাতা লিখিয়াছেন—

যে মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে এখানে ঐশ্বের প্রাকৃতিক বিলম্ব অনুভূত হইতেছে, বেলা ১০ টা হইতে ৫ টা পর্যন্ত

সূর্য বরফের কণা জাল বিতীর্ণ করিয়া জীবকে দৃষ্ট করিতে থাকে, তবে বোধ হয় এখানে

মূলতঃ অংশে ঐশ্বের তেজ কিছু হ্রাস হইবে। এই সময়ে অত্র সাহেবেরা ইহার পার্শ্বস্থ সলিমান পাহাড়ের শাখা লেখকী

পাহাড়ে অবস্থিত করেন। এই পাহাড় এখানে হইতে ১০। ১২ জোশ দূরে অবস্থিত। যদিও মাহির বা ডালহাউসীর দ্বারা এই

পাহাড় এলিফ ও শীতল নদে তথাপি ইহা দ্রুত ঐশ্বের বহু দূরবর্তী। এখানে প্রায় ঐশ্ব অনুভূত হয় না। কি আশ্চর্য্য সাহে-

বেরা যেখানে থাকেন, সেইখানে অগ্নি-দেব আরাম ঘুঁজিয়া লন। তিন জন পাঠান পরিভ্রমক গাজী বী, এয়াইল বী, এবং

কতে বী তিন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন এই জন্য ডেরা গাজী বী, ডেরাফতে বী ও ডেরা এয়াইল বী এই তিন

নগর সংস্থাপিত হয়। তিন শত বৎসর অতীত হইল এই তিনটী নগর সংস্থাপিত হইয়াছে। তদন্থে ডেরাগাজী বী ও ডেরা এয়াইল বী এলিফ, ডেরা কতে বী দুই নগরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা বাকু

কান্নার মাঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত সামান্য জলপূর্ণ মাত্র। ডেরা গাজী বী দ্বারা বাকু কার্য সাধিত হয়। রেশম ও কার্পাসের

বজ্রবিও প্রস্তুত হইয়া থাকে; গোমুখ নীল, কার্পাস প্রাকৃতিক ও বাকু পরিমাণে উৎপাদ হয়। এখানে কবি কর্ণের জন্য

জলের বড় কষ্ট হয় বলিয়া পূর্বে কষ্টে খাল খনন করা হইয়াছে। এখন ইহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য গবর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছে। মূলতঃনৈর দ্বারা ঐশ্ব

কালে কেবল এই খাল সকল জলে পূর্ণ হয় মজকর গড়েও এইরূপ খাল আছে। ডেরা গাজী বীর নিকট সতী সরোবর নামে একটি

গাজী বীর নিকট সতী সরোবর নামে একটি

ভাণ্ড স্থান আছে। এখানে প্রতি বর্ষে অতি সমারোহে মেলা হয়। এটি মেলায় অসংখ্য বিজয় ভর, এখানেও একটা পুরাতন সামান্য চূর্ণ আছে।

ডেঙ্গা এখানে বীণা পঞ্জাব সীমার মধ্যে একটি বাণিজ্য স্থান। শীতকালের শেষে আফগানিস্তান হইতে পাঠানেরা আসিয়া আফগানের ও মধ্য আসিয়ার জন্য বিবিধ দ্রব্য লইয়া যায়। তথ্যে কাপাস নির্মিত বস্ত্রাদিও অধিক। ইহার নিকটে কালাবাগ নামক এক স্থান আছে তথ্যে লবণের বন আছে। এই স্থান হইতে লবণ ও শস্যাদি লইয়া নানা স্থানে বাণিজ্য কার্য্য হয়। আফগানিস্তান ও মধ্য আসিয়ার তেও এই সকল দ্রব্য নীত হইয়া থাকে।

ডেঙ্গা-এখানে বীর এক জোশ দুই সিঁদু বা মটিক নদ প্রবাহিত হইতেছে। অধি এক দিন নদের তুলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতি রবিবারে অনেক লোক একত্র হইয়া খান ও জল জীড়া করে। এই নদীতেও জীলোকেরা উলঙ্গ হইয়া খান করে, দেখি হইতেছে পঞ্জাবের নাবাবাই এক। এই নদী নদের অপর পারে কিছুদূর মটিকা দেয়া নামক স্থান। ইহার নিকটে খান বা বাসুকামর প্রাসাদ। এই দেবাতে মীন, চিনি, রেশম, কাপাস উর্না লৌহ, তাম্র ও শস্যাদি বিবিধ দ্রব্যের বাণিজ্য হয়। অনিবার্হ কিছু নদের তীরে মাড়ী ও পাড়ী নামক স্থানের মধ্যে খন রেণু পাওয়া যায়। নীমলে লৌহখনি আছে। মাড়ী নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। কোলজী, তব্বর লেয়া এই তিনটি কপোকাড়ত প্রসিদ্ধ স্থান, ডেঙ্গা এখানে বীণা জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই তিন স্থানে তিন জন ভাশিলদার (আম'রের বেশের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মত) আছে। ঔদ্যারাই বিচার্য্যি কার্য্য সংসাধন করেন। টাক এখানকার অতি নিকটে ১০। ১২ জোশের অধিক দূরত্ব নাই। এই টাকে সন্ধ্যা অবস্থিতি করেন। এই টাকে পঞ্জাবের ভূতপূর্ব মেন্টনট গবর্নর মর ছেনরি ডায়ট হইতে পণ্ডিত হইয়া যত্ন

যুখে পণ্ডিত হন। ডেঙ্গা এখানে বীর গিজার সমুখে ঔদ্যার সমাধি হয়। সমাধি স্থানটী দেখিয়া বাস্তবিক মনে ক্রেশ হইল। ইহাকে রাজ্য শুদ্ধ লোক ফরয়ের সহিত ভাল বাসি তেন তিনি এই সীমাতে পণ্ডিত ও দূত-কাসাং হইয়া আসিছেন। যত্নবের পরিণামই এইরূপ হয়।

এই টাকের নবাবের অধিকারের মধ্যে দুর্ভূত উজীরীয়া বাস করে। উজীরীয়া মুসলমান সম্প্রদায় ভূক্ত একরূপ অসত্য দুর্ভূত জাতি। ইংরাজ অধিকারের কাছকে পাইলেই তৎক্ষণাৎ বধ করে মুসলমানকেও ছাড়ি না। বধু ও কোষটি হইতে এখানে আশিতে বড় ভর। প্রায় উজীরীদের হাতে অনেকের ধন প্রাণ যায়। সং প্রতি এক দিন হইল প্রায় তিন শত উজীরী এখানে আশিরা-ছিল, তাহাদের ইচ্ছা ইংরাজদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এখানে থাকে। অজ্ঞত কমিসনর কহিলেন তোমানের মধ্যে অন্ততঃ ২২ জন সপরিবারে এখানে অবস্থিতি করুক, তাহাদের বাসাদি গবর্নমেন্ট হইতে প্রেরিত হইবে, কিন্তু এই নিয়মে থাকিতে হইবে যে সীমাতে কোন উজীরী ইংরাজ প্রজার উপর অত্যাচার করিলে, তোমরা দায়ী হইবে। তাহারা হুতমাল কেবল শীত কালে এখানে থাকিতে চাহিল গ্রীষ্মকালে স্ব স্ব পাহাড়ে যাইবে করিল। কমিসনর কহিলেন তথ্য না হইয়া উপরের লিখিত দেখে হুতমাল পাহাড়ে থাকিবে। অনিলাম দায়িত্ব বিষয়ে ও গ্রীষ্মকাল এখানে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মত না হইয়া প্রতি গমন করিয়াছে। বাস্তবিক এই নগরের কিছু দূরে পাইলেই নামাযিত এই দুর্ভূতনের হায়ে পণ্ডিত হইতে হয়। মনে কখন আশা কেমন স্থানে আশিরাছি।

এখানে খাল নাই কিন্তু এই সময়ে সুনী নামী প্রান্তবর্তী পাহাড় হইতে নিসৃত হইয়া ক্ষেত্র্যি সমত স্থানে প্রবাহিত হয়। তাহাতে এ সময়ে জমির বড় অধিবা হয়। ইহার অভাবে বড় কষ্ট হইত। ইদ্বর আশ্রয় কৌশলে বিজয় বেশের অভাব মোচন করেন।

অজ্ঞত ডেপুটী কমিসনর কাপেন মেফলে বিশেষ দক্ষতার সহিত এই নগরের উন্নতি সাধন করিতেছেন। নগরের পরি-ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য বিধানার্থ ইহার বড় যত্ন। অনিলাম মুলত'নের নবাগত ডেপুটী কমিসনর কাপেন ল্যাংও বিশেষ রূপে মুলত'নের উন্নতি সাধনার্থ ততসংকল্প হইয়াছেন। তথ্যে আর খালের বা নদীর মধ্যে জীলোকেরা উলঙ্গ হইয়া খান ও জল জীড়া করিতে পারে না। এখানে এইরূপ নিয়ম হয় তাহা হইলে তা'স হয়। পঞ্জাবের এই রীতি হইতে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। অনিলাম একদিন হইল কএক জন দেশীয় সৈনিক পুরুষ কিছু জীরগামী কএকজন জীলোকের ধর্ম নষ্ট করিয়াছে লাহোরেরও এইরূপ ব্যাপার কোন সময়ে হইতাইল। ইহা একটা সামাজিক পাণ বলিয়া নিষেধের বন্দোবস্ত করা উচিত।

মহাশয়! এখানেও আর চারিটা বন্দীর জাতি দেখিলাম। এই দূর বেশে অজাতীয় জাতি দেখিয়া যেতন আশ্চর্য হইল। ইহাদের চরিত্র দেখিয়া ততোধিক দুঃখিত হইলাম। ইহাদের বিদ্যা বুদ্ধি সত্যতা প্রভৃতির সমস্ত দূর উন্নতি হউক আর না হউক মন্য পানে বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়াছে। আম'র সহিত প্রথম আলোপেই মন্য পানের প্রচুরোধ করিলেন। মনে করিয়াছিলেন এ ব্যক্তিও বুদ্ধি সত্যতার এই সকল লক্ষণ ধারণ করিয়াছে। আম'র হুগ একশে বহীরা আশ্চর্য্যায়িত হইলেন। মহাশয়! হুখের বিষয় কি কহিব অজ্ঞত অধিবাসীর মধ্যে ইংরাজীর প্রতি কিছুই প্রবেশ করে নাই কিন্তু বিলাতী মন্য প্রবেশ করিয়াছে। কবে যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের এই কলঙ্কা-পমোদন হইবে জানি না।

—•—

অঃমাদিগের হাইটম্বরহ মহাশয়াজা লিখিয়াছেন:—

১। কয়েক দিন হইল গোরালপে একটা কোঁতুকাবহ জনরব প্রচুররূপে ছড়িয়াছে। অনেকে ইহাতে নিতান্ত বিত্রত হইয়া পড়িয়াছেন। অনরবটী এই, যেভাবে কোঁশানির

এজেন্ট সাহেব অধ্যক্ষিত্ব হইয়াছেন গোরা লক্ষের নিম্নে পঞ্জাবীতে যে বাঁধ প্রস্তুত হইতেছে, অত্যধিক শক্ত নরমও উৎসর্গ করিতে পারিলে সেই বাঁধ আর তগু হইবে না। এই অধ্যাপক হওয়ার তেলের কোম্পানি অনেকের শিরশ্ছেদ করিয়া পাজার জলে নিক্ষেপ করিতেছেন। গোরালাক্ষে যে সমস্ত দৌকা ছিল, এই জনরব প্রচারিত হওয়ার তৎসমুদয় অন্যত্র গমন করিয়াছে, দীঘলগাও গোরালাক্ষের নিকটে বাইয়া মৎস্য দরা বিভাগ করিয়াছে। এমন কি অনভিজ্ঞ যাত্রীগণ এই জনরব শুনিয়া কিরিয়া বাইতেছে।

২। আমরা একবার সোমপ্রকাশে অজ্ঞাতা ডিপেন্সারীর সুব্যবস্থা সাধন জন্য শ্যামা শঙ্কর বংকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আক্কাইন সহকারে জানাইতেছি সম্প্রতি সেই সুব্যবস্থার ব্যোচিত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আমাধিগের প্রাপ্তবাসুসারে একজন সব আপিসটাট সারজন নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিপেন্সারীর জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইবে। আমরা আক্কাইন হইলাম, রোগী নিগের অবস্থান ও চিকিৎসার জন্যও সুব্যবস্থা করা হইতেছে। রোগীগণ চিকিৎসা লয়ে অবস্থান করিয়া বিনাচারে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। ইহারিগের শুশ্রূষার জন্য ভৃত্য ও পাচক নিয়োজিত হইবে। শ্যামা শঙ্কর বাবুর এই রূপ ব্যবস্থা প্রণালী তাঁহার উদারতা ও হিতচিন্তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা অগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিতেছি নীচ নীচ ইহার কার্য আরম্ভ করা কর্তব্য। শিথিলতা আসিয়া যেন শত্রুতা সাধন না করে।

৪। তেওঁয়ার পোষ্টে আফিম স্থাপনের কিছুই হইল না। গ্রামবাসীগণ তারতরে চীৎকার করিলেন তথাপি কর্তৃপক্ষের নিতান্ত হইল না। একজন অন্যায়তা নিতান্ত অসহন সন্দেহ নাই। এক্ষণে কার্য সুশল বাবু প্রাণশঙ্কর চৌধুরী উৎসাহ সহকারে পোষ্ট আফিমের জন্য "গারান্টি" হইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ছরমাসের জন্য ইতি আফিমের সঞ্চয় দায় ব্যয় তার অর্থাৎ

বহন করিবেন। এই কালের মধ্যে পোষ্ট আফিম যদি আত্মপোষণ ক্ষমতা হয়, গবর্ন মেণ্ট তাহা উদ্বারিত দিবেন, তাহাতে আমরা বিগের কিছুমাত্র আপত্তি না কোঁচ নাই। পোষ্ট মাস্টার জেনরেল কি ইহাতেও চলিবেন না?

—

আমাধিগের সিমলায় সংবাদবাহতা শিখিয়াছেন—

এবার সিমলা পার্কে পীড়ার বৃদ্ধি দৃষ্টগোচর হইতেছে। সিমলা অতি আশ্চর্যকর স্থান বলিয়া পরিচীত। ইংরাজী চিকিৎসকগণও তাহা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। নীরোগ ইহার তাহ দিন দিন অত্যধিক হইতেছে। অধুনা সিমলার লোক সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে। সুতরাং তৎসম্পর্কিত যে রোগের বৃদ্ধি হইবে ও বাচ্য দৃষ্ট হইবে ইহা অসংশয়। যেমাসের কএক দিবস বৃষ্টি হয়, তৎপরে বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্ম অধিক অনুভূত হইতেছে। ইহাই পীড়ার বৃদ্ধির কারণ। সিমলায় বসন্ত রোগ হইতেছে এ পর্য্যন্ত ১১ ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তথ্যে দুইটি প্রত্যক্ষপথে পতিত হইয়াছে। একজন বঙ্গদেশবাসী ছাপাখানার কর্মচারিরূপে আগমন করেন। তিনি উক্ত রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

২৪ এ যে শনিবার মহারানী ডিক্লেই-রার জন্মদিন উপলক্ষে সমুদ্রের আফিম বন্ধ হয়। এই দিবস প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় ১১টি রোপসন হয়। বেলা ১১ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষের শাসনকর্তা লর্ড নর্থকক বাগদুরের বাটীতে একটা সভা হয়। সিমলায় সকল সৈনিক কর্মচারী ও সিবি লিটান প্রভৃতি মাননীয় উজ্জলবস্ত্র ইংরাজ গণ সকলেই য য মর্যাদাসুসারী বস্ত্রাভায়ে বিভূষিত হইয়া গবর্নমেণ্ট বাটীতে গমন করেন। সায়াংহু সিমলার নিকটস্থ এনাওল নামক একটা স্থানে 'সিমলা রবার্টস'র সৈন্যদলের উৎসব হয়। উহা বেখিয়ার জন্য ভারতবর্ষের শাসনকর্তা লর্ড নর্থকক সাহেব ও সৈন্যধ্যক্ষ লর্ড

নেপিরার সাহেব ও ভারত মহাসভার সভাপতি গণ এবং প্রায় সিমলায় সকল ইংরাজ অনেক বঙ্গবাসী জ্ঞানসন্ধান এই আমোদ দেখিতে যান। এনাওল অতি সুউৎসাহ। সিমলার নিম্নে একটা সমতলক্ষেত্র আছে। তাহার নাম এনাওল। তাহার পার্শ্বে গবর্ন মেণ্টের সৈন্য ব্যক্তিগণ বারিক নির্মিত আছে। সিমলারক্ষকগণী একদল সৈন্য তথায় অবস্থিত করে। এই এনাওলের ভূমি পার্শ্বে একটা মনোহর বাগান আছে, তাহাতে নানাবিধ সুগন্ধ কল কল। এই স্থানে সাহেবেরা গমন করিয়া ক্রিকেট খেলা করেন। কখন কখন বলটিয়ার সৈন্যদলের তথায় শিক্ষা দান হয় এবং অবস্থা ও সমর্যুপারে সেই স্থলে নানাপ্রকার উৎসব কার্য সম্পাদিত হয়।

অধুনা গ্রীষ্মকালে সিমলায় বেডান একটা রোগ হইয়া উঠিল। ইংরাজ রাজপু-কবয়ণ রাজকর্মচারী হইয়া ভারতে আসি যাইছেন। ভারতের রাজকর্মী তাঁহারিগের হয়ে আছে। আমরা নিজস্ব সুতরাং তাঁহারিগের কার্য ভালেই হউক আর মন্দ হউক তাঁহারি বৈধ করিতোজন বিনা আমরা আক্কাইন হইয়া আছি। ইংরাজ বাহিরেরা অজ্ঞানে ভারত রাজ্য অধিকার করিয়া ভারত তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতের আর কম হউক আর বেশী হউক তাহা ভারত বিবেচনা করে, তাঁহারিগের সুখভিখায় চরিতার্থ হইলেই ভাল। ইংরাজ নিগের দেখাধিনি এদেশীয় রাজগণও এই রোগপ্রভ হইয়াছেন। উহারও অর্থ প্রাক-গণের শোণিতশেষীকের দ্বারা আপনা-বিগের কোণবাসনা চরিতার্থ করিতেছেন। কবে যে এ রোগের শান্তি হইবে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

খড়কোর অবস্থা।

যে স্থলে এক দিন নিত্যার্থের প্রস্তুত
মহাশয়োপাধ্যায় নিত্যার্থের প্রস্তুত

গগন-ভেদ করিয়া উদ্ভিত হইয়াছিল, যে স্থলে এক দিন বঙ্গ-শী কুলসম্বন্ধের অম্যতম অধিনায়ক মাননীয় কামরূপের পণ্ডিত বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত যতনী মর্ত্য্য দিগকে মান্য উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যে স্থলে এক দিন বিজ্ঞ বৈজ্ঞান্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে, সেই খণ্ডবহের অধুনাতন বিবরণ বলিতে গেলে কে'তে কঠাবরোধ হয়। চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। "আর যে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই!!" সংস্কৃতের আলোচনা একত'লে বিনুত হইয়াছে। কেবল একটি অবস্থ'রূপ বঙ্গবিদ্যালয় সও'রমান রহিয়াছে। ধর্ম্মবন্ধন একত'লে শিথিল হইয়া গিয়াছে। হায়া! দয়াদায়কণ্যাদির পরিভ্র'ন্তে ম'হক সেবনা'নি বাসন পরম্পরা সম'জমধ্যে সাধারণে অভিনবিত হইবেছে। এ'মে একগুণে নিকর্ম্ম লোক যথেষ্ট; অস্তিত্ব কুকার্য্যও যথেষ্ট। গু'ল গাঁজা অধিকেন আবাদবৃদ্ধ অনেককেই দল'ভুক্ত করিয়া লইয়াছে অনেককেই ইজ'নিগের চরণে যথাসম্ভব দিয়া ল'ছোর ক'গ'প্রীত শরীর লইয়া অবশেষে অন্যের গলগ্রহ হইয়াছে। এই অনিষ্ট দর্শন করিয়া কতকগুলি দেশ'হিতৈষী ব্যক্তি গব-র্নমেণ্টে আবেদন করিয়া দ্রুতগামী মধ্য ভাগে যে অধিবেশনের দোকানটি স্থাপিত হিল, সেটুকু এ'মের পূর্জ'প্রান্তে উঠাইয়া দিয়াছেন। উচা মন্দের ভল। তবে আচ্ছা বের এই, আ'জও এ এ'মে সুরা ত'দ্বল রূপাঙ্গুষ্ঠি'পাত করেন নাই। যদিও এক খানি দেশীয় বনোর সামান্য দোকান উক্ত অধিবেশনের দোকানের নিকট স্থাপিত আছে। কিন্তু ত'স'তে ত'দ্বল বিশেষ অগ-কার্য্য করিতে পারিতেছে না। হুতাশানটা ব্যয়সাধ্য বলিয়া পল্লীস্থ সামান্য নির্জন লোকে এ'বিকেনা গিয়া গু'ল গাঁজা অধি-ভেন তা'লরস প্রাকৃ'তি'ম'ক কে'ত মিটাইয়া লয়। আবার অগোচ্ছাত উৎকট অবস্থা-সম্পন্ন মানকপ্রিয় ব্যক্তিরা দেশীয় মধ্য মীচলোকের গের বলিয়া অপ্রজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং সমাজের শাসন ভয়ে ও ব্যয় বাহ্যে বিলাতি উত্তম মধ্য দেশ-

স্বর হইতে সতত আনন্দন করিতেও
পারেন না। কিন্তু আশাশিগের এই আনন্দ
টুকু আর থাকে না। গবর্নমেন্টের অর্থলীলা
পরিভ্রমের জন্য ঐযুক্তকে উৎসন্ন দিবার
হুজুপাত হইতেছে। আমরা বিশ্বস্তভাবে
অবগত হইলাম, গবর্নমেন্ট লাইসেন্স দিয়া
এক ব্যক্তিকে এই ঐশ্যে বিলাতী যন্ত্রের
দোকান খুলিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই কি
গবর্নমেন্টের অজ্ঞাবাহসলা? গবর্নমেন্ট এটী
কি জ্ঞানন না, যে যাদক সেবনের সুবিধা
বিধান করিলে প্রকারান্তরে পরস্বাপহরণ
সত্যস্বনাশ নরহত্যা ঐভুক্তি পাণি জোড়কে
অবাধে প্রবাহিত হইতে অনুমতি দেওয়া
হয়? লর্ড চিফজডিস সার উকডিল,
লর্ড চিফ বেরগ কেলী, রাইট অনরেবল
সার কীটি ঐভুক্তি বিচারপতিগণের
মত কি তাঁহারা ইহার মধ্যেই বিন্দুত
হইয়া গেলেন? ইউনাইটেড টেট শ্বিড
“মেন” প্রভৃতি প্রদেশের প্রচলিত
মত কি তাঁহারা একবারও শোনেন নাই?
সিডসদ্বীপের সূত্রন শাসনকর্তার অতি
প্রীটী কি তাঁহারা এক বারও পাঠ করেন
নাই? কি সুখের বিষয়! কি আক্ষেপের
কথা! গবর্নমেন্টের আবগারি বিভাগটী যে
নেশটীকে উৎসন্ন দিতে বাসিল, তাহা এক
দিন কেহ অশ্রোও ভাবেন নাই। অধিক মূল্য
কররা যাদক জবোর অচলন স্থান করিয়া
ফেলা ও কেহ গুপ্তভাবে যাদক জবা প্রস্তুত
করে কি না তাহার অনুসন্ধান লওয়া
ইত্যাদি কার্যের জন্যই আবগারি বিভা-
গের সৃষ্টি হইয়াছিল। এরূপ মহোৎসাহ
সাধক আবগারি বিভাগের কি এই পরিণাম
হইল? ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যাদক সেবনে
উৎসাহনমেই এদেশটী উৎসন্ন হইতে
বসিয়াছে। এই উৎসাহনান প্রভাবেই
কেবল বিলাতী বরা হইতে ১৮৬৯ সালে
২৮০৪২৭২ টাকা ১৮৭০ সালে ডবপেকা
২০২৪১২ টাকা অধিক ১৮৭১ সালে পূর্ববৎ-
সরাপেকা ৭৭০২৫ টাকায় অধিক আর হই-
রাছে। বাহা হউক, গবর্নমেন্ট এই নিরন্ন
হতভাগ্যদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাস্বীতি
করুন, খবরহে সূত্রন যন্ত্রের দোকানটী যেন

স্থাপিত হইতে না পারি। প্রজাপুঞ্জের জীব-
নাশে কা-
করেকটী টাকা-
যেন গবর্ণমেণ্ট
অধিক বোধ না করেন। এবার এই মনের
বোঝানটী যে স্থলে স্থাপিত হইতেছে, সে
স্থলে কোনক্রমেই যানকত্বেয় বিক্রয় হওয়া
উচিত নহে। “রাস্তার (যে রাস্তার ধারে
খড়বহ কেবলটী স্থাপিত আছে) ঠিক সমু-
খেই বোঝানটির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।
এই রাস্তাটী বিরা খড়বহ ও রহডারি বাডরাস্তা
হইয়া থাকে। রহডারি গৃহস্থ পশিবাসেরা
এই রাস্তা দিয়া এই স্থলে (যে গবর্ণ-
মেন্ট লায়মহর্শন প্রকৃতির জন্য) বাতাস্ত
করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখিতেছি, যবের
বোঝানের সমুখে যেরূপ জনতা ও অত-
পেকের সমাগম হইয়া থাকে, তাহাতে
রহডাবাসিনীগকে বর্ষাচরণে কিঞ্চিৎ হস্ত
সঙ্কোচ করিতে হইতেছে। অন্তিতে পাই
এক ব্যক্তি পূর্বে এই স্থলে এক ঘানি মনের
বোঝান করিতে আইলে, উল্লিখিত কারণেই
তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিষেধিত হয়।

१२८० साल
आ० २२ ए ईश्वर
अरमोय चित्र
गुलीक ।

সম্রাজ্ঞি ঝাঁকুইপুরের সব ভিত্তিবিজ্ঞান
পাইয়া মহা ক্যাথোলিক উপস্থিত হইয়াছে।
লেগটনষ্ট গবর্নর মহোদয়ের হুতন এডোব-
লিষমেন্ট বন্দোবস্ত অনুসারে এখানে
কার্যের হুমত্যা প্রসূক্ত, ইহাকে একেবারে
উঠাইয়া দেওয়াই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু
সামান্য ব্যয় লাঘবের জন্য অসংখ্য প্রকার
ধন দান-ও গ্রাণ রক্ষার প্রতি একপ্রকার
উদাসীন হওয়া রাজার কখনই কর্তব্য নহে।
মফসলে সভ্যতা ও সুবিচার বিস্তারের জন্য
যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবভিবিজ্ঞান সংস্থাপিত
হইবে, ততই দেশের অশেষ মঙ্গল ও রাজার
সুখ্যাতি ও রাজ্য নিরাপন্ন হইবে, ইহা
পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু আমাদের বর্তমান
মহাত্মা যে: ক্যাথোলিক সাহেব কেন ইহার
বিশরীত হুকিতেছেন তাহা তাঁহার নার
বলধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সত্যীত করিলে
বুদ্ধির প্রাচ্য নহে। বাহা হউক, বাহার বুদ্ধি
তাঁহাতেই থাকুক, লাতে হতে বাহার
তাঁহাতেই থাকুক, লাতে হতে বাহার

হাই এই জন্য কিছু বলিতে হয়। বাকীপুর
সবডিবিজনে উঠিয়া দিলে কি ধনী কি
নিধন, কি জমীদার কি প্রজা সকল
প্রকার অবস্থার লোকের যে কতের একশেষ
হইবে এবং অজানতা ও অসত্যতা পুনরাহ
এ সকলকে আচ্ছন্ন করিবে, তাহা মহাপ্র
ও আপনায় সহযোগিতায় রাজপুত্রগণের
কর্ণগোচর করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস
পাইতেছেন, তজ্জন্য কৃপাকৃত্যের সহিত বলা
যায়। গবর্ণমেন্ট যে কারণ দ্বিগুণা এই
সবডিবিজনের উদ্দেশ্য ইচ্ছা করিতেছেন
তাহা তাঁহারই বিবেচনার ক্ষেত্রে হইয়াছে
বলিতে হইবে। কারণ যে সকল স্থান বাক-
ইপুরের ৩।৪ মাইলের মধ্যে তাহা ইহার
অন্তর্গত না হইয়া ভারতবর্ষের ও আলী-
পুর জুলা করিয়া দেওয়া কত দূর যুক্তি সম্বত
হইয়াছে তাহা কিছুমাত্র বোধ শক্তি ব্যতীত
আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে এক
জনের দোষে অপরদের ও হর এতীষ্য দুঃখের
বিষয়। গবর্ণমেন্ট যদি প্রজার সুবিধার
প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সবডিবিজনের
এলাকা বিভাগ করিয়া দেন এবং তজ্জন্য
কোন বিভাগের কার্য অন্যান্যমত অতিরিক্ত
ও কাহার কার্যের অপত্তা হয়, তাহার
দ্বিতী প্রজারা না স্বয়ং গবর্ণমেন্টে সবডিবি
জনে উঠিয়া গেলে প্রজার যে অশেষ কষ্ট
ও অসম্বল ঘটবে তাহা সম্বাদপত্র সকল
ও প্রজারা যে সকল আবেদন পত্র লেটেনন্ট
গবর্ণরের নিকটে পাঠাইয়াছে তাহাতে বিস্তা
রিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সে
বিষয়ে এখানে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।
কেবল এই বিনীত প্রার্থনা যে কাম্প-
বেল সাহেব কলিকাতার প্রত্যাগমন করিয়া
সমুদায় সম্বাদপত্রের আশ্রয় প্রার্থনাপূর্বক
প্রজাবিগের কাতর প্রার্থনায় করণাত
করিয়া তাহাতে সবডিবিজনেটী রক্ষা পায়
এবং ইহার কাব্য সুচকবিশিষ্ট হইবার
জন্য উচিতমত ইহার সীমা নির্ধারণ পূর্বক
সুযোগ্য এবং সাধারণের হিতৈষী বিচার-
প্রণালীতে ইহার কাব্যতার মত করেন
সে গবর্ণমেন্ট যে কারণ জন্য সব-
ডিবিজনার প্রস্তাব করিয়াছেন
বলি এবং দেশস্থ সকল

প্রজার ভাবী দুঃখ ও অসম্বলের আর শঙ্কা
থাকে না।

বাকীপুর
১২৮০

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায়
চৌধুরী।

—১—

প্রথমতঃ। আপনি লিখিয়াছেন, মিলকা
রপেটের দলিগদ বাবুজি কলিকাতা এই
শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইয়া থাকেন।
কিন্তু তাহার প্রেরিত পত্রগুলির মধ্যে যে
কয়েক খানি শশী বাবু পাঠাইয়াছেন, তাহার
এক খানিতেও “কলিকাতা” টিকানা দৃষ্ট
হইল না। তাহাতে কেবল এই লেখা ছিল
যে কলিকাতার জেনারেল পোস্টমাস্টারের
নিকট পৌঁছিলে উক্ত বাবু পোস্ট আফিসে
গিয়া লইয়া আসিবেন। তিনি যখন পোস্ট
আফিসে গিয়া পত্র চাহিয়াছেন তখনই পত্র
আইসে নাই এই উত্তর পাঠাইয়াছেন। অতঃ
আপনার সংবাদ দ্বারা বোধ হইতেছে যে,
যে পত্রগুলি শশী বাবু পাঠাইয়াছেন, তাহা-
তীত আরও “কলিকাতা” টিকানা দেওয়া
পত্র কাহার নিকট আছে। আপনি অনুগ্রহ
করিয়া তাহার নাম প্রকাশ করিবেন।
নতুবা আমরা এ বিষয় পোস্ট মাস্টার জেন-
রালকে জানাইতে বাধ্য হইব (১)।

২য়। ভারাপদ বানজি যখন প্রথম
পত্র পানি পাড়িয়া দেখিলেন সে, উহারতাহার
নামে, তখন পুনরাগত পত্রগুলি কেন গ্রহণ
করিলেন? এবং ধুলিয়া কি জন্যে শিউ-
চারবিকল্প কার্য করিলেন। শশী বাবু
কয়েক বার ভারাপদ বাবুকে এই সকল পত্র
একটী পুলিস দিয়া করিয়া তাহার নিকট
পাঠাইতে লিখেন। তৎপরে এসমকুমার
মিত্র নামক তাহার জটনক বন্ধু কলকাতার
হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় তাহাকে
বলেন, আমি বরাহনগরের শশী বাবুকে
চিঠি, চিঠিগুলি আনাকে দিলে আমি
তাঁহাকে দিতে পারিব, এই বলিয়া তিনি
পত্রগুলি লইয়া আসিয়া কলিকাতার
নিশ্চিত হইয়া বলিয়া রাখিলেন। এদিকে
শশী বাবু আবার পত্রের জন্য ভারাপদ

(১) আমাদের লেখার এক্ষণ অগ্রহণ
হয়।

বাবুকে বারবার লিখিতে লাগিলেন। তিনি
অনেক দিন পরে উক্ত এসমকুমার বাবুর
টিকানা লিখিয়া পাঠাইলেন। শশী বাবু
তাঁহাকে পত্র লেখেন পরে তিনি চিঠি
গুলি ডাক বেগে পাঠাইয়া দেন। তবে
তিনি যে কি জন্য গাড়ি করিয়া কলিকা-
তার গলি গলি করিলেন, তাহার মর্ম
আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। লোম
হয়, উক্ত মিত্রজ মহাপ্রায় বীর দোষ অল-
নের নিমিত্ত এই রূপ মিথ্যা সংবাদ রটনা
করিয়া বিচাছেন।

বরাহনগর } শশী বাবুর জটনক সুপ-
১০ এ টিকাত }
১২৮০ } রচিত বরাহনগরিক।

মহাপ্রায়! সেরপুরের নগরীর সভাতে
গত ২৬ এ যে অত্রতা প্রধান প্রধান জমি-
দার মহাপ্রায় জেনা বক্তৃতা দিয়া সুযোগ্য প্রতি
নিধি মাজিস্ট্রেট এবং কলেজের শ্রীযুক্ত টি,
এক, বিগনল্ড সাহেব বাতাসুরকে এক আঁড়ি
নন্দন পত্র দিয়াছেন। এই পত্র অবিকল
সকলের গোচর করিবার মানস ছিল, কিন্তু
তাহা সুবিধা বলিয়া আপনায় বিবিধসংবাদ
পূর্ণ পত্রিকায় স্থান পাওয়া হুলভ না,
বিবেচনার সার সম্বলন করিয়া আপনায়
প্রিয় পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

জমিদার মহাপ্রায়ের ইংরাজী ১৮৮০
সাল হইতে অর্থাৎ সাহেব মহোদয়ের একে-
লায় শুভাগমন অবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত
তাঁহার সুনির্মল চরিত্র ও তাঁহার কৃত দেশ
হিতকর কার্য দ্বারা যত দূর তীত ও উপ-
কৃত হইয়াছেন তাহা আনুপূর্বক বর্ণন
করিয়া কলিকাতার উদারচেতা সাহেব
মহোদয়কে সমুচিত অভিনন্দন দান করি-
য়াছেন।

অভিনন্দনদাতৃগণের পত্রাভ্যাসে প্লেট
প্রতীকমান হইতেছে, যে প্রিয় দর্শন
সাহেব মহোদয় মায় বিচার ভ্রম চরিত্র ও
হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধারণের
সুখের সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন। বাস্ত-
বিক ইহার চরিত্র অতি সুন্দর। ইনি এত
রজন বিষয়ে সর্বদাই সুস্থি রাখিতেছেন, কিন্তু
নার পদ কখনই অতিক্রম করেন নাই।

ধর্ম ও ধর্ম পরিণতে ইনি এতদেবীয়
ধর্মকে আন্তরিক যত্ন করিতেন। দ্বিষ্ট
ভাষিতা, নিরক্ষরতা, ব্রাহ্মতা, মরণতা,
নির্ধারিত পরোপভিত্তি এবং দারিদ্র্যতা
প্রভৃতি ইহার অনেকগুলি উৎকর্ষ ও
আছে।

দুর্গামোদে অপর্যায়িত না হইয়া ইহার
পক্ষী পরিদর্শন সময় কেবল সেই পক্ষীর
উৎকর্ষ সাধনেই অতিবাহিত হইত। এই
সেরপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়, পথ সঙ্ক-
লের সংস্কার, সেতু নির্মাণ এবং অরণ্য
পরিষ্কার প্রভৃতি নাগরিক উন্নতি কেবল
এই দেশ হিতৈষী মহোদয়ই যত্ন সস্তুত।
ভ্রমরভার সহিত ইহাও আমাদের স্বীকার্য,
যে এই বরান্য মহোদয় উক্ত দাতব্য
চিকিৎসালয়ে নিরামিতরূপে মাসিক সাহা-
য্য করিয়া থাকেন। বিশেষ আনন্দের
সহিত অগণ, ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সাধা-
রণের গৌরব করিতেছি, যে ইহার অমূল্য
সহধর্মী জীবিত মিস বিগুনলাল বগুড়িতে
ভ্রমরভার সন্তানদের শিক্ষা জাত সামগ্রী
বিজয় দ্বারা একতী দাতব্য শালা সংস্থাপন
করিয়াছেন। বস্তুত এই সবারায় দম্পতী
এদেশীয়দের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া
এই একতী প্রিয় পুত্র শোকে অধীর হইয়া
এই দম্পতী অসংখ্য পরিদর্শন জন্য
অরণ্য সাধারণকে নিত্যকাল প্রার্থিত করিয়া
সুপ্রতি ইংলণ্ড যাত্রা করবার কল্পনা
করিয়াছেন। আমরা ইহাদের নিকট প্রার্থনা
করি, ইংলণ্ডের শীতল বায়ু সেখানে সুস্থ হইত
হইয়া ইনি যেন এই স্থানেই পুনরাগমন
করেন।

উপসংহারকালে ইহারও উল্লেখ করা
উচিত, যে এই অভিনন্দন পত্র প্রদানসময়ে
প্রশংসিত সাহেব বাহাদুর বহুদূর ভ্রমরভার
করিতে হয়, তাহাতে কিছু মাত্র ত্রুটি
করেন নাই এবং "একটি পত্র লইতে
কর্তৃপক্ষের অসুবিধা নাই, জীবিত কমিশনার
সাহেব বাহাদুরকে জানাইয়া তাঁহার অনু-
মতি হইলে লইবেন" বলিয়া সকলের অনু-
মতিতে এই পত্র প্রদান করা হইয়াছে।
আমরা নির্ভর্য রূপে প্রার্থনা করি-

গের জীবিত কমিশনার সাহেব বাহাদুরের
নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন ইহা-
দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই প্রথমোক্ত
বাধা না দেন।

সেরপুর, বগুড়া } বঙ্গবন্ধু।
৫ ই জুন } জীবনচক্র মৈত্রের।
১৮৭০ }

নদীয়ার নদী।

বন ১৮৭০ সাল ৬ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্বকনিষ্ঠ জল	ফুট	ইঞ্চ
যোহানার		২	
তথা হইতে জঙ্গিপু			
৭৪ মাইলের মধ্যে		৩	
জঙ্গিপু হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে		২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে		৩	

বন ১৮৭০ সালের ৯ ই জুন বহরমপুর গজ
ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
বহরমপুর		
৯ ই জুন		
১৮৭২		

—:—

১৮৭০ অব্দের জুন ও ১৮৮০ সালের
আশ্বিন মাসে যে সকল গ্রন্থিক মহোদয়ের
সৌমপ্রকাশের মূল্য শেন হইবে, নিম্নে
উহাদের নাম প্রকাশিত হইল।

বাকুড়া পাবলিক লাইব্রেরির

সেক্রেটারি।

- " রামগতি ন্যায়রত্ন—বহরমপুর।
- " " হরিশঙ্কর—কানী।
- " " রাধালচন্দ্র রায়—গড়বেড়া।
- " " মহারাজেন্দ্র পালচৌধুরী
বালিডাল।
- " " হুতনারায়ণ আচার্য চৌধুরী
কুলাগাছা।

- " " জীবনচক্র চৌধুরী
গৌরাতি।
- " " রাধাকৃষ্ণ মৌলিক—বালুগাছা।
- " " প্রসন্নচন্দ্র ওহ—ঢাকা কলেজ।
- কালীপাড়া বিত্তোপদেশিনী সভা।
- " " লাল দ্বি আওলাল দাস
দেওঘর।
- " " দক্ষিণমোহন রায় চৌধুরী
মাধিগঞ্জ।
- " " দুর্গাবল্য ভাট্টা—জীরাত
- " " কেদারনাথ চক্রবর্তী
করাগোলা।
- " " রামচরণ ঘোষ—ঢাকা।
- " " নবকৃষ্ণ বসু—সাহানপুর।
- " " অরুণোপাধ্যায়—মগরা।
- " " কিশোরীমোহন দাস—বালেশ্বর।
- " " মহনমোহন সিংহ চৌধুরী
রসড়াগ্রাম।
- " " সাধনমোহন প্রসাদ—নেত্রগড়।
- " " বণীকান্ত মজুমদার—ওসমানপুর।
- " " হরিশঙ্কর সেন—কুমিল্লা।
- " " আনন্দরাম বড়ুয়া—শিবসাগর।
- " " অধিকাচরণ সরকার
মজুমদারপুর।
- " " সুলতান মুনোবিয়া
মুন্সি।
- " " দানবকিশোর গোহাটী
খড়বহ।
- " " গঙ্গাচরণ ঘোষ—খুলিয়ান।
- " " রামলাল পাল—আগরা।
- " " শ্যামচরণ পাল—নারাজিলিং।

—:—

আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সৌমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

- জীবিত বিহারিলাল শীল—হুড়া ১০
- " " শিবমোহন পাল—লৌহজঙ্গ ১০
- " " চিত্তামণি চৌধুরী—কাঁচ ১০
- " " অরুণ সরকার—গিমলা ৫০
- " " কিশোরচন্দ্র ভট্ট—বহরমপুর ১০
- " " নবকৃষ্ণ মাইতি—কাঁচ ১০

এই পত্র কলিকাতার
সোণাপুর টেম্পেল দক্ষিণ চা-
জীবিত হরিশঙ্কর বিহার
প্রতি প্রেরণ করা

সোমপ্রকাশ

১৪ নং জি।

৩২ সংখ্যা।

৬ মনস্কর্ম প্রকাশিতব্যর্থ পার্থিব: সরস্বতী স্মৃতিমহতী ন স্বীয়তা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা

অগ্রিম বার্ষিক ২১ টাকা

মূল্য ১৮৭৩। ১০ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ২৩ এ জুন।

মকমলে বাহুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) মূল টাকা এবং বার্ষিক ৪৪০ টাকা।

কলিকাতা পত্র

কলিকাতা পত্রের বাকীরা ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ এবং অধিকারী প্রভৃতি বহুতরুণো-পাল ভক্ত মহাপ্রভুকে জ্ঞাত হইতেছি যে বসন্ত-কুমারী সপক্ষে কিছু পাওনা নাই, অথচ পুত্রক বিতেহেননা। অধ্যক্ষের মূল্য এবং ছাপা: খরচ বসন্ত বাইজীও মোট ১১০ মূল টাকা পাওনা। ছাপা পত্রের সমস্ত মূল তাহার পত্র জিলা, জুমনবাবুর মারিফ, খোর পক্ষাৎ এবং সারে মূল টাকা দেওয়া হইয়াছে। বসন্তকুমারী বাহা বিক্রয় হই-রাছে তাহার আবার প্রাপ্তি। বসন্তকুমারীর বেনা বাধে অরশিষ্ট কএক টাকা দাবিলা ছাপা বাবত উল্লম পত্রিবে। বস্ত্রাধ্যক্ষ এক সপ্তাহ মধ্যে নদি সমস্ত বসন্তকুমারী গোলাম রহমান সেক, লাউ নিকট না বেন তবে মর শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দাতা তিনি এবং তাহার জুমন বাবালা যত্র হইবে।

১২৮০ সাল জিহীরাশারফ হোসেন
২৮ এ ১০১৪ দাখিলী পাড়া।

জিহীরাশারফ হোসেন কবিরাজের

আর রোজকার উদ্যালয়।

উপর উক্ত উদ্যালয়ে আয়ুর্জেন অর্থাৎ নিদান-মতের সর্বপ্রকার রোগের সানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল দ্রব ও পাচনাদি জল-জমুলো সর্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জটিলকটপদ্রুত চিকিৎসক সর্বদা তথার উপ-স্থিত থাকিয়া থাকিব। পূর্বে উদ্যালয় প্রদান

উক্ত উদ্যালয়ের উদ্যালয় বিজ্ঞাপিত

মূল্য ১৮৭৩। ১০ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ২৩ এ জুন।

১৪১ নং মোতার জিহীরাশারফ হোসেন
১৪১ নং মোতার জিহীরাশারফ হোসেন
১৪১ নং মোতার জিহীরাশারফ হোসেন

পূর্বে বাবালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে পর্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায় সে পর্যন্ত গাইট বাঁধা নয় এরূপ পত্রের জ্ঞাত হইবে এবং উহার জাফা দ্বিতীয় জেনীর নিয়মামুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

নিয়মামুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্ধ পাই হিসাবে দিতে হইবে।

—১—

জমীদার দর্পণ নাটক।

জিহীরাশারফ হোসেন প্রণীত।
কলিকাতা মধ্যস্থ বস্ত্রাধ্যক্ষ এবং আমার
নিকট প্রাপ্য মূল্য ১০ আনা।

জিহীরাশারফ হোসেন
কলিকাতা দাখিলী পাড়া।

—২—

সেতার শিকা।

এ মনোমোহক শিকা বিখ্যাত গ্রন্থ।
বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। মূল্য
৪ টাকা ডাকমাছল ৬ আনা। কলিকাতা
বহবাআরহু ইষ্টানহোপ বস্ত্রাধ্যক্ষ প্রাপ্য।

বিক্রয় পুস্তক, নাগরাকরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক-
ধ্যক্ষ জিহীরাশারফ হোসেন তর্কালঙ্কারের নিম্ন
মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিকা অধ্যয়ন।
জিহীরাশারফ হোসেন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ১/০
এ মধ্যম কাগজ ১/০

সংস্কৃত শিকা দ্বিতীয় ভাগ।
জিহীরাশারফ হোসেন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ১/০

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত ১/০
মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

জিহীরাশারফ হোসেন তর্কালঙ্কার রচিত
বাল্লালহুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ১/০
বিদ্যালঙ্কার চরিত (সম্পূর্ণ)

জিহীরাশারফ হোসেন তর্কালঙ্কার রচিত
বাল্লালহুবাদ সমেত ২
জীবনী (বৈশেষিক দর্শন) ২/০

উইলসন সাহেব রচিত সংস্কৃত ইংরাজী
অভিধান, পূর্বাঙ্ক। ইহাতে ন পর্যন্ত
আছে। ৪ পেজি ১২৫ করনা, ৫০০ পৃষ্ঠা
মূল্য ৫ টাকা।

বাল্লালহুবাদ সমেত মুদ্রিত।
বিক্রয় পুস্তক। ১২ খণ্ড।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালীমুহুরী সমেত ২০
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
কলিকাতা পুস্তকালয় : ২ খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালী অমৃতময় সমেত : ২১
অবিষয় পুরাণ : (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালীমুহুরী সমেত : ২২

পূর্ববঙ্গের রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাউ-
তেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা
তারিখ অথবা তারার দুই এক দিন অগ্র
পশ্চাৎ হইতে পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে
কোম্পানি ডিহানিগের চিতপুরস্থ গঙ্গার
তীরবর্তী দিবার টার্মিনসে বাণিজ্য জ্রব্য
এবং গাটের সকল প্রেরণ করিবার জন্য
এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টস অফিস ফ্রান্সিস প্রেট্রেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

অবকাশভোগিনী : মাসিক পত্রিকা।

আমরা উক্ত নামের একখানি পত্রিকা
প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। এখানি
আজ মাস হইতে প্রতি মাসে রয়েল
১৬ পেন্সি ফর্মার এক ফর্মার করিয়া বাতর
হইবে। সাহিত্য বিজ্ঞান, আখ্যায়িকা কাব্য
কৌতুক কথা প্রভৃতি ইহাতে সারবোধিত
থাকিবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬০ আনা।
মফস্বল প্রাঞ্চলিকগণকে এতদ্বারা ১০০
আনা ডাক মাহুল দিতে হইবে। পত্র প্রচ-
লিত মাহারগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট
অবিলম্বে মূল্য সহিত নান ধাম লিখিয়া
পাঠাইবেন।

প্রতিনন্দ চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, কলিকাতা।
কলিকাতা।

সরশো রূপের।

একখানি সুন্দর রক্তের মাটিক। কলিকাতা

অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
মূল্য এক টাকা।

প্রীতজ্ঞনাথ রায়।

—০—

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিকাল মেডিসিন্ এণ্ড
ফিজিকাল ডায়গনোসিস্
অব ডিক্জ
অর্থ্যাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার ফুলনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬
ডাকমাহুল ১০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি
শুদ্ধ এবং স্পষ্ট। চূড়ায় প্রচ্ছদকার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার কিশোর-
ষ্টেলে প্রিন্ট করা গুরুত্বপূর্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকালীন অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহনাজেরই জাতব্য খাদ্য-শিক্ষা
দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল
১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। পড়ি-
বীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রসূতি করে পায় না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
তুমিট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত
তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ক-
লক্ষণ ও তাহাদিগের করেকটা গুরুতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধ
কের ব্যানোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব
নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতব্য বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল চলিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার অর্থ্যাৎ বিহুটিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০। এতলিখিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থ্যাৎ
চিকিৎসা বর্নণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাহুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বটানি)

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী

প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক
উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

রানীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারও প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার
জ্রব্য আবশ্যক হয় আরম্ভ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জ্রব্যগুলি শুধুমাত্র বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

রেল করা প্রস্তুত নির্মিত মধ্যমার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অংশন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেকিয়াতে বনাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট।

ফ্যার ব্রিক।

ফ্যার ব্রিক।

বাটর মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল করা
পাইপ, টাইল এবং ফ্যার ব্রিক প্রস্তুত
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

৭৩২ হেজিটস ট্রাউট } বরণ এণ্ড কোং।

ইটের প্রয়োজন।

প্রায় ২০ লক্ষ গণম জোঁর পাকা ইট
গবর্ণমেণ্ট হাউসের প্রায় বেড় কোশ চুর
গঙ্গার ধারে দিতে হইবে। ইটের মূল্য
মুনা এবং যে তারিখে ইট দিতে আরম্ভ
এবং যে তারিখে দেওয়া শেষ হইবে উহা
নিম্নলিখিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে
হইবে।

নং ৭ হেজিটস ট্রাউট } বরণ এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা

সোমপ্রকাশ।

১০ ই আশাঢ় সোমবার।

রথাকর।

১ লা অক্টোবর অবধি হুগলী ২৪ পর-
গণা যশোহর মুখশিলাবাদ রাজসাহী
মুন্সে জাগলপুর কটক পুরী ও হাজারি-
বাগ এই কয় জেলার রথাকর এখন
করিতে আরম্ভ করা হইবে। এই করের
কর্তৃত্বাতা নব্বন্ধে এখন আর কিছু নুতন
বক্তব্য নাই, তবে বক্তব্য এই, অনুষ্ঠানটী
হাবড়ার আলোর টাক্সের ন্যায় না হয়।
কোন গ্রামই ত এ করের দুর্ভোগ্য কর-
এই হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে
পারিতেছে না, কিন্তু সকল গ্রামই যেন
রাস্তার মুখ দেখিতে পারে। এক ব্যক্তি
কর দান করে, আর একব্যক্তি পুথ
ভোগ করে, আমাদিগের গবর্ণমেন্টের
কর্মচারিদিগের গুণে তদর্শন বিরলনহে।
মিউনিসিপাল বন্দোবস্তে মচরাটর এইরূপ
ঘটনা ঘটিয়া থাকে। উইলসন সাহেব
বর্ধন ভারতবর্ষে প্রথম ইকমটাঙ্ক প্রব-
র্তিত করেন, তৎকালে করদাতাদিগকে
এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সংগৃহীত
টাক্সের শতকরা একটাকা রাস্তা ঘাটে
দেওয়া হইবে। আমাদিগের গ্রামের
লোকেরা টাক্স দিলেন, কিন্তু গ্রামের
রাস্তার গবর্ণমেন্টের লোকে এক চাপড়া
মাত্র দিল, ইহা দেখিতে পাইলেন
না। সংগৃহীত রথাকর কেবল রাজ-
কোষগত না হয়, বর্ষাকালীন বৃষ্টির ন্যায়
সকলে সমভাবে উহার ফলভোগী হন,
ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

—১০২—

ব্যক্তিচারিণীর ধনাধিকার সম্বন্ধে
হাইকোর্টের বিচার।

আমাদিগের নব্য সম্প্রদায় একবিধের
লোকেরা অধিদিককে অতিক্রম করি-
রাছেন। তাঁহারা যেমন এক একটা নুতন
অর্থ আবিষ্কার করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া
গিয়াছেন, ইহাও তেমনি এক একটা

নুতন মতে প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের
চেড়ার আছেন। মতটী দেশের কল্যাণ
কর ও বিপুলযুক্তির অনুগামী হউক,
আর না হউক, ইহাদিগের সে চিন্তা
নাই। আমরা দেখিতেছি, ইহাদিগের
এই স্বভাব নিবন্ধন দেশের সমস্ত অনিষ্ট
ঘটিতেছে এবং ইউরোপীয়েরা ভ্রমজালে
পতিত হইতেছেন। ব্যক্তিচারিণীর
ধনাধিকার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচার
প্রসঙ্গ করিয়া একবার্ত্তি সিমলা
হইতে পালমাল বজ্রেটে লিখিয়াছেন,
বাস্তালা দেশের নব্য দলের মত এই,
হাইকোর্ট ব্যক্তিচারিণীকে ধনাধি-
কার হইতে বঞ্চিত না করিয়া বঙ্গদেশের
একটা মচোপকার সাধন করিয়াছেন।
যদি প্রধানতম বিচারালয় বিপরীত
বিচার করিতেন, দুবাত্তা পরাধিকারিরা
অনেক সচ্চরিত্র সাধির চরিত্রে দুরপনের
ফলকের আশ্রয় করিয়া বিচারালয়
গুলিকে মকদ্দমায় মগ্নিত করিয়া তুলিত।
ইহার তুল্য অনুগত ভ্রমসঙ্কুল বাকা
আর নাই। প্রধানতমবিচারালয় যে
কণে উল্লিখিত দুগিত আজ্ঞা প্রচার
করেন, তাহার পূর্বকণ পর্য্যন্ত এদেশের
কি প্রাচীন সম্প্রদায় কি নব্য সম্প্রদায়
কি পাণ্ডিত কি মুখ্য কি ধনবান কি নিধন
কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই এই সংস্কার
ছিল, বিধবা ব্যক্তিচারিণী হইলে ধনাধি-
কার হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু এই সংস্কার
নিবন্ধন কোথায় কত মকদ্দমা উপস্থিত
হইয়াছিল নব্য সম্প্রদায়ের উহার
একটা ফর্দে দওয়া উচিত ছিল। মিথ্যা
দোষারোপ দূরে থাকুক ভদ্র লোকে
নিজ পরিবারের বাস্তবিক বিদ্যমান
দোষও প্রাণান্তে বাক্য করেন না। তবে
দেশকল বিধবার সন্ধানদি হইয়া ব্যক্তি-
চার মনোজ্ঞন বিদিত হইয়াছে, তাহাদি-
গের ধনাধিকার হইয়াই কেবল কদাচিৎ
হুই একটা মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

এখন হিন্দু বিধবা স্বল্পে দুগলমান উপ-
পত্তি লইয়া দারাদগণের সহিত এক
বাজিতে বাস করিবেন। নব্য সম্প্রদায়
তাঁহা দেখিয়া ত সন্তুষ্ট হইবেন? প্রাচীন
সম্প্রদায়ের এটী যে কেমন কষ্ট কর নব্য
সম্প্রদায় কি কখন তাহা চিন্তা করিয়া
দেখিয়াছেন?

—১০৩—

দুগলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা।

দুগলমানদিগের কেমন বিদ্যাশিক্ষা
হইতেছে লার্ড মেওর অধিকার কালে
ইহা জানিবার ইচ্ছা ও তিন্ত তিন্ত গবর্ণ-
মেন্টের প্রতি তাহা জানাইবার আদেশ
দেওয়া হয়। গবর্ণমেন্টসকল সম্প্রতি
লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সামান্য শিক্ষা
অন্য অন্য শ্রেণীর যেরূপ হইতেছে, দুগল-
মানদিগেরও সেইরূপ হইতেছে, কিন্তু উচ্চ
শিক্ষা অন্য অন্য শ্রেণীর ন্যায় হইতেছে
না। গবর্ণর কেনরল সম্প্রতি এতৎপ্রসঙ্গে
স্বাক্ষরিত বাক্য করিয়া একটা প্রস্তাব
লিখিয়াছেন। আমরা উহা পাঠ করিয়া
আনন্দিত হইলাম। আমাদিগের আন-
ন্দের কারণ এই যে ইহাতে তাঁহার রাজ-
নীতিজ্ঞতার সর্বশেষ পরিচয় হইয়াছে।
দুগলমানদিগের শিক্ষার বাহাতে সঙ্-
গার বিধান হয়, লার্ড নর্থক্লক তদর্থ
অধিকতর যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। উহা-
বিধের নিমিত্ত কেবল স্বতন্ত্র শিক্ষা
প্রণালী নয়, স্বতন্ত্র পুস্তকাদি প্রণয়নের
আজ্ঞা দানেও তিনি উদ্যোগী হন নাই।
রাজ্যের একটা প্রধান শ্রেণী মুখ্য হইয়া
থাকে, এটী সভ্য গবর্ণমেন্টের অতিশয়
লক্ষ্যার বিষয়। যে রাজ্যে অধিকসংখ্য
প্রজা মুখ্য, সে রাজ্যই সুখের নয়। অত-
এব লার্ড নর্থক্লকের চেড়া সাধীর্য়নী
সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর
দোষে দুগলমানদিগের শিক্ষা হইতেছে
না বলিয়া তিনি এ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,
এটী আমাদিগের প্রতিপাদ্য হইতেছে

ন। বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষ
একত কারণ নহে। মুসলমানেরা ভালরূপ
লেখা পড়া শিখেন, তাঁহাদিগের এইজ্ঞা
নাই। তাহাই প্রকৃত কারণ।

হিন্দুরা উচ্চ ও উন্নত শিক্ষার জন্য
এত ব্যগ্র, মুসলমানেরা ব্যগ্র নন, গবর্ণ-
মেন্ট কি তাহার কারণ আমাদের
নিকটে জানিতে চান? হিন্দুদিগের
শ্রেনী ও কার্য বিভাগ আছে। উচ্চশ্রেণী
নীচ শ্রেণীর কার্য করিতে সম্মত হন
না। তাহাতে তাঁহাদিগের কেবল অপ-
মান ও লজ্জা নয় আত্মশেষও খাট
হইতে হয়। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর এক
মাত্র বিদ্যাভ্যাসই জীবনোপায়। অন-
ন্যোপায় হইয়া ইহারা প্রাণপণে বিদ্যা
শিক্ষা করেন। প্রাচীন আর্যেরা যে
শ্রেনী বিভাগ করিয়া গিয়াছিলেন,
আজিও তাহার উপাদেশ কলকলিতেছে।
মুসলমানদিগের কিন্তু একরূপ নাই। তাঁহা-
দিগের জীবিকার শত দ্বার উন্মুক্ত
আছে। তাঁহারা অতিশয় বিলাস
পরায়ণ। অল্পবয়সে শৌখিন ও বিব-
রাসক্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং পড়া
শুনার চর্চা বালাকালের সঙ্গে সঙ্গে দূরে
প্রস্থান করে। সৌধনে আর তাঁহাদিগের
লেখা পড়ায় অনুরাগ থাকে না।
কিহুপে অর্থ উপার্জন করিবেন, সেই
চেতাই বাস্তবাস্তব হন। বিদ্যা শিক্ষার
মুখ্য সময়েই বিয় বয়ে প্রবৃত্ত হইয়া
থাকেন। এই কারণে গবর্ণমেন্ট দেখিতে
পাইতেছেন, তাহারা সামান্যরূপ লেখা
পড়া করিতে পারেন, অধিক লেখা পড়া
করিতে পারেন না। অনেক বলেন
ইংরাজী শেখান প্রতি তাঁহাদিগের
আত্মাত্মিক বিবেক আছে, তাহাই
তাঁহাদিগের প্রশিক্ষার প্রধান প্রতি-
বন্ধক। কিন্তু আমরা উহাকে প্রতিবন্ধক
হুঁই না। হিন্দু জাতির উচ্চশ্রেণীর
ম্যায় যদি তাঁহাদিগেরও জীবিকার কষ্ট

হইত, ইংরাজীর প্রতি বিদ্বেষ লঙ্কা পার
হইয়া যাইত সম্ভব নাই। কুসংস্কার ও
বিদ্বেষ দূর করিবার এমন ঔষধ আর নাই।
বিলাসিতা থাকিতে মুসলমানদিগের
যে গবর্ণমেন্টের বাঞ্ছামুখ্য শিক্ষালাভ
হয়, আমাদের এমন বোধ হয় না। এক
বিলাসিতাই মুসলমানদিগের যার পর নাই
শত্রুতা করিতেছে। এই বিলাসিতা
তাঁহাদিগের সর্বপ্রকার উন্নতির পথ রোধ
করিয়া রাখিতেছে। এই বিলাসিতাই
তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে।

—২০২—

ফটোগ্রাফ সোসাইটি।

২২ এ প্রেন্স মঙ্গলবার আ সন্ধ্যাটিক
ফটোগ্রাফির দৃষ্টি বেঙ্গল ফটোগ্রাফ
সোসাইটি সভার যে অধিবেশন হয়,
সম্রাতি উহার রত্নস্তম্ভ মুদ্রিত হইয়া প্রা-
রিত হইয়াছে। আমরা উহার একপত্র
প্রাপ্ত হইলাম, দেখিলাম, অনন্তবল
ফিয়ার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ
করিয়াছিলেন। এই সভার অবস্থা মন্দ হয়।
গত অধিবেশনে উহার উন্নতি সাধন
উদ্দেশ্য করিয়া এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল,
ফটোগ্রাফে লাটরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ
করা হইবে। কায়েল সাহেব উহাতে
সম্মতিদান করেন নাই। আমরা লেপ্ট
নন্ট গবর্ণরের একাধীনে যার পর
নাই, প্রীতিলাভ করিলাম। যিনি যাহা
বলুন লেপ্টনন্ট গবর্ণরের কতকগুলি
এই রূপ অসাধারণ গুণ আছে, তবুই
তিনি তাদৃশ উন্নত পদলাভ করিয়াছেন।
লাটরিতে অনুমোদন করা অতি অসুচিত
কর্ম। লাটরি সমাজের অন্যতর মহা
বাসন। ইহা জুয়াখেলা ও চৌর্য্য দণ্ড্যতা-
বির সহোদর। বলিয়া কহিয়া ধন-
হরণ করিবার এমন সুন্দর উপায় আর
নাই। কতকগুলি লোকের সংস্কার
আছে, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি
সাধারণ মঙ্গলকর কার্যের নিমিত্ত লাটরি

খেলাতে দোষ হয় না। আমেরিকার
সকল বিষয়ের নিমিত্ত লাটরি খেলা
প্রবর্তিত হয়। কিন্তু অনুধাবন করিয়া
দেখিলে কোন উদ্দেশ্যেই লাটরি প্রব-
র্তন প্রশস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।
ইহার মূল বিস্তৃত নয়। দলীয়
দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সংস্কার করা
যেহেতু, লাটরি দ্বারা বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠা করা সেইরূপ সম্ভব নাই।
উভয়ের মূলযুক্তিগত কিছুমাত্র বৈল-
ক্ষ্য লক্ষিত হয় না। রোমকেও আমো-
দার্থ লাটরির প্রথম সৃষ্টি করেন। ১২৯৯
খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে উহা প্রথম প্রবর্তিত
হয়। রাজস্বের উন্নতি সাধন উহাও উদ্দেশ্য।
প্রত্যেক টিকিট ১০ দশ মিলি করিয়া
৪০০০০ টিকিট করা হইয়াছিল। পরে সঙ্কট-
কালে উহার আত্মাত্মিক বৃত্তি হয়। অধি-
কংশ লোকে এই খেলা আরম্ভ
করে। অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়া উহা
নিবারণ চেষ্টা হয়। যে যে ব্যক্তি খেলিতে
না পারে কুইন এনের সময়ে বিশেষ
আইন দ্বারা এই নিষেধ করা হইয়াছিল।
ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট ১৬৯৪ অব্দে লাটরি
করিয়া ১০০০০০০ টাকা সংগ্রহ করেন। ১৭৭৮
অব্দে বার্ষিক ৫০০ টাকা লওয়া অন্য
অন্য ব্যক্তিকে লাইসেন্স দিবার নিয়ম করা
হয়। এই রূপে ইংলণ্ডে এই লাটরির বৃত্ত
পরিবর্তন হয়। ফরাসি গবর্ণমেন্ট ও অন্য
অন্য গবর্ণমেন্টও লাটরির অনুসরণে
বিমুগ্ধ ছিলেন না। আমরা কলিকাতাতেও
দিন কত কাল ইহার বিলক্ষণ প্রচুর্ভাব
দেখিয়াছিলাম। লাটরি খেলার প্রসাদে
কয়েকজন আমাদের চক্ষের উপরে
অন্যের ধনে বড় মাত্ৰ হইয়া গেলেন।
মন্দ কাজ বলিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় ভারত
বর্ষেও ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব
পুনরায় ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তন চেষ্টা
যে নিতান্ত অসুচিত তাহা সপ্রমাণ করি-
বার নিমিত্ত আমাদের অধিকতর প্রয়াস

পাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। কারণ
সাধে বেঙ্গাল ফটোগ্রাফ সোসাইটি
সভার প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া থনা
বাব ভাঙ্গন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

— — —

রাজস্ব কমিটির মিটিং ভারতবর্ষের
দিগের সাক্ষ্য গ্রহণ।

এতদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়াছে। কতক
গুলির মত এই, পাঁচের বার গিয়া ভার-
তবর্ষেরদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া সাক্ষ্য
লওয়া হউক, আর কতকগুলি বলেন,
কমিশন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ
করুন। যাঁহারা ভারতবর্ষেরদিগকে
ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে
ছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ
নহেন। যাঁহাদিগের হিন্দুধর্মের বিশেষ
আস্থা আছে এবং যাঁহারা হিন্দুসমাজের
অনুরোধ রক্ষা করেন, ইংলণ্ডে গিয়া
তাঁহাদিগের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা নাই।
হিন্দুসমাজের সহিত যাঁহাদিগের
কথোপকথন ঘনিষ্ঠতার অস্তিত্ব আছে, তাঁহারা
হিন্দুদিগের ইংলণ্ডে গিয়া সাক্ষ্য দিবার
কথা বলেন না। এন লিঙ্গ সাহেব অনেক
দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। হিন্দুদিগের
অনেক সামাজিক কৃত্যসুও অংগত হইয়া
ছেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রধানতম সংবাদ-
পত্রে, কমিশন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য
গ্রহণ করেন, এই প্রস্তাব করিয়া এক পত্র
প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন অন্যের
কথা দূরে থাকুক, নেপালের প্রধান মন্ত্রী
জগদীশচন্দ্র ও ইংলণ্ডে হইতে প্রতিগমন
করিয়া সমাজের নিকটে লক্ষে পরিচয়
পান নাই। আমনা অহরহঃ লিঙ্গ সাহেবের
ঐ বাকের যথার্থ প্রত্যক্ষ করিতেছি।
আমরা লিঙ্গ সাহেবের সহিত স্পষ্ট-
করে নির্দেশ করিতেছি, হিন্দুধর্মের
ও হিন্দুসমাজের অনুরোধ রক্ষাকারী
হিন্দুরা কখনই ইংলণ্ডে যাইবেন না।
কমিশনের ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য
গ্রহণ করাই কর্তব্য।

কমিশনের ভারতবর্ষে আসিবার আর
একটি গুরুতর প্রয়োজন আছে। ভারতব-
র্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত আফিসের প্রধান
কর্মচারিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ ও রাজস্ব
সংক্রান্ত প্রধান কর্মচারীদের কাগজ পত্র
দর্শন অবশ্য কর্তব্য। রাজস্ব সংক্রান্ত
কাগজ পত্র সকল অতিশয় বিপুল
হইয়া আছে। এই বিপুলমানিষজন
রাজস্বের অবস্থা বুজের হইয়া রহি-
য়াছে। রাজস্বের অবস্থা বুজের বলিয়া
রাজস্বমন্ত্রিরা ইচ্ছামত কখন অকু-
লান দেখাইতেছেন, কখনবা উদ্বৃত্ত
প্রদর্শন করিতেছেন। কমিশনের ভারতবর্ষে
আগমন তিন এককল বিষয়ের জ্ঞান
লাভ ও তৎপ্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন
সম্ভাবনা নাই।

একগণে আমাদের বক্তব্য এই
ভারতবর্ষের রাজস্ব বহুকাল অবধি
নিতান্ত দুর্ব্যবস্থাপন্ন হইয়া আছে। ইট
ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানিভার গ্রহণ
করিয়া অবধি তাঁহাদিগের ব্যবৎ অধি-
কারকাল রাজস্ব প্রণালীর উৎকর্ষ
সাধন চেষ্টা পাইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর
সাক্ষ্যে আধিপত্য লাভের পর অবধিও
সেই উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা হইতেছে।
কত বড় বড় রাজস্ব মন্ত্রী আইলেন
গেলেন কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃত-
কার্য হইতে পারিলেন না। রাজস্বের
অবস্থা যদি এইরূপ চিরকাল থাকে,
সেটি বড় লজ্জার কথা। ওয়ারেন হেস্টিংস
রাজস্ব বিষয়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সির্ভার
চারের কারাবরোধ করিয়া যে অভিনয়
দেখাইয়া গিয়াছেন, এখন আর আমরা
সে অভিনয় দেখিবার অভিলষী নহি।
রাজস্ব কমিটি বলিয়াছেন। এই সময়েই
উহার পক্ষোদ্ধার করিয়া লওয়া উচিত।
অতএব যখন বোধ হইতেছে কমিশন
ভারতবর্ষে আসিলে অতীত লাভ হইবে
তখন তাঁহাদিগের আগমনে বাধা দেওয়া
কোনক্রমেই যথার্থ নয়।

— — —

কারস্বজ্ঞ - পরমা কত্রি?

এটা একটা বড় কৌতুককর প্রশ্ন।
ইহার মীমাংসা লইয়া মনোযুক্ত হইবার
উপক্রম হইয়াছে। কিছু দিন হইল বাবু
রামদাস লেন কারস্ব জ্ঞাতির শূদ্র
খণ্ডন করিয়া কত্রিগণ স্থাপন প্রয়াস পান।
সৈদ্যবাদের এক ব্যক্তির তাহা সফল না
হওয়াতে তিনি রামদাস বাবুর বাক্য
খণ্ডন ও কারস্ব জ্ঞাতির শূদ্র সপ্রমাণ
করিয়া সোমগ্রকাশে প্রচারার্থ এক
খানি দীর্ঘপত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।
পত্রখানি দীর্ঘ কলোজ কবিত্তে
দেওয়া হইবে কি না এই ভাবিতেছি,
এমন সময়ে মনে হইল, এ বিচারে যোদ্ধা-
দিগের যেন লাভ আছে, তাঁহাদিগের
জগীবার্ত্তি চরিতার্থ হইবে, কিন্তু সাধা-
রণের কি লাভ? আমরা গাঢ় চিন্তা
করিয়াও কিছু লাভ দেখিতে পাইলাম
না। কারস্ব জ্ঞাতির চটন আর শূদ্র
থাকুন, দুই সমান। তাঁহাদিগের পর-
মর্ষাধা বৃদ্ধি হইয়া তাঁহারা জ্ঞানবের
পূজ্য হইবেন সে আশা নাই। অন্য অন্য
জ্ঞাতির পূজ্যতালাভ তাঁহাদিগের এখন
আছে। তাঁহারা জ্ঞান তিন এদেশের
সকল জ্ঞাতির অপেক্ষা সকল বিষয়েই
সর্বপ্রধান হইয়াছেন। তবে তাঁহারা
জ্ঞাতির হইয়া এখন আর কি চান?
তাঁহারা কি মনে করিতেছেন, জ্ঞাতির
নাম গ্রহণ করিলেই ভীমার্জুনাদির
ন্যায় তাঁহাদিগের বাহুবল বৃদ্ধি হইবে?
কারস্ব যে জ্ঞাতির নন, তাঁহাদিগের
দোদৌল্যই তাহার প্রধান প্রমাণ।
জ্ঞাতির হইলে জ্ঞাতিধর্ম অস্তিত্ব কিছু না
কিছু থাকিত সন্দেহ নাই। কোথায়
কারস্ব, আর কোথায় সেই জ্ঞাতির
ভেজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দিগুণ।
মহাবীর অর্জুন বৈরনির্ঘাতনাধী হইয়া
ইন্দ্রকীল পরীতে তপস্যা করিতে গেলেন।
বেদরাজ তাঁহার পীথার্থ বুঝিলেন

তথায় উপস্থিত হইলেন । তাঁহার
হিংসার্ত তপস্যার নানা ধোব কীর্তন
করিয়া তাঁহাকে তপস্যা হইতে বিরত
করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন ।
কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতার্থতালাভ
করিতে পারিলেন না । অর্জুন তাঁহার
বাঁকের উত্তর মানকালে কহিলেনঃ—

অমর্যাদিভিনীতাভিগৈশ্বল্যভিত্তিঃ ।
অন্যোন্মাদ্যপি ত্রিভীষাঃ কিং পুনঃ
সহসাসিনাঃ । শক্তিকল্যানস্রয়া নিসং-
প্রসঙ্গাঃ । অজিনোমানীনস্য ত্বগাভ-
সমা পতিঃ । অলম্যন্ততরুধীক্য যদ্বহুর্জ-
মতীভূতাঃ । প্রিয়তাং জায়সীং যোগা-
হতাং কেন তুহতাঃ । তাবদাঙ্গীরতে লক্ষ্যা
তাবদস্য স্থিরং যশঃ । পুরুষস্তাবদেবাসৌ
যাবদান্য হীরতে । স পুমানর্থবজ্রস্য
যস্য নাশি পুরা স্থিতে । নান্যাহুনিম-
তোতি সঙ্ঘাঃ স্যুতানুতল্লুপিঃ । দুরাসবন-
জ্যায়ান্ গম্যন্তেহাশি ত্বরঃ । ন জহতি
মহৌজস্বঃ মানপ্রাণতমলভ্যতা । গুরুন্
কুর্বাতি তে বংশানবর্ণা ইতবহুধরাঃ ।
যেষাং যশাংসি তস্মাশি চৈণ্যস্তীক্ষ্মতলং ।
উদাহরণযশীতুঃ প্রথমে তে স-বি-
নাম । তৎকেশবনিরিন্দ্যমৌবৈরভ্যাস্তু পা-
তাতে । ন হুখং প্রার্থয়ে নার্ষদুহরীচি-
ততলং । মানিত্যভাশনেন্দ্রস্যান্ বিবিক্তং
অশ্বাঃ পদং । প্রমার্ক্যমলঃপক্ষ্মম্বেষ-
মানা কৃত্যং । বৈধব্যতাপিভারতিনিভা-
নোচনামুতিঃ । অণবশ্যে হুখা সক্তিঃ প্র-
মাদোবাগ্নি মে ধিরঃ । অস্থানিবিহিতায়াঃ
কামজিহ্বেতু বা ভবান্ । বংশলক্ষ্মীমু-
জ্জাত্য সযুচ্ছেদেন বিধিযাং । নির্লাগমপি
মনোহরমস্তরিতং অরশ্রিয়ঃ । অজস্যা পুরুষ
স্তাবৎগাঃপ্রসঙ্গমেব বা । যাবদেদুস্তিরাহতে
বিলুপ্তমরিত্যিযাঃ । অনির্জহেন বিমতাং
যস্যামবঃ অশামতি । পুরুষোক্তিঃ কথং
তদ্বিন জগি ত্বং হি তপোধন ।

শত্রুরা পরাভূত করিয়া আমাদিগকে
হরিণের ন্যায় বন্যভূক্তি করিয়া তুলি-
য়াছে । আমরা লজ্জায় পরস্পরকেই
বুধ বোধাইতে পারি না, সহচরদিগের
কথা কি কহিব ।

যাহার মান নাই তাহাতে আর
তুণে বিশেষ নাই ।

পরীক্ষের যে যে অংশ উক্ত তাহা কেহ
লঙ্ঘন করিতে পারে না । ইহা বেধিরা
মহৎ ব্যক্তির মানকেই অধিক ভাল
বাসেন ।

পুরুষ যে পর্য্যন্ত মানহীন না হয়
সেই পর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয়
করেন, তাহার যশ স্থির থাকে এবং
সে পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয় ।

পুরুষগণনাবসরে যে ব্যক্তির নাম
সর্ব প্রথম হয়, তাহারই অম্ব গাধক ।

হুর্গমনপূর্ণ পরীক্ষণ লঙ্ঘন করা
যায়; কিন্তু মানোন্নত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করা
যায় না ।

যে সকল ব্যক্তির শুভ্রবশের নিকটে
চন্দ্রমণ্ডল লজ্জিত হয়, তাহাদিগের নামেই
বংশ বিখ্যাত হয়, তাহারাই পৃথিবীর
রত্নের স্বরূপ, তাহাদিগের দ্বারা বস্তু
জরা এই নাম অর্থ হয় ।

যাঁহারা শুভ্র বক্ষে বজ্রের ন্যায়
শত্রুতে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাঁহারাই
মনস্বি ব্যক্তিদিগের প্রথম ও পুরুষের উদা
হরণ স্থল ।

আমি সমুদ্রতরঙ্গ তুল্য চকস সূর্যপ্রাধী
নহি, সংসারের অনিত্যতা দর্শনে ভীত
হইয়া অক্ষপদ প্রবেশেও অভিলাষী
নহি, শত্রুরা কণ্ট দ্বারা যে অযশঃ পক্ষ
নিক্ষেপ করিয়াছে, আমি বৈধব্যতাপিত
শত্রুস্রীগণের নরনজল দ্বারা তাহা ধৌত
করিবার ইচ্ছা করিয়াছি ।

সধূরা আমাকে উপহাস করুন, আর
আমার বুদ্ধির অনবধানতাই হউক, আর
আপনি আমাকে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ
হইতে না পারিয়া লজ্জিতই হউন, আমি
শত্রু সমুচ্ছেদ করিয়া যে পর্য্যন্ত রাজ-
লক্ষ্মীর উদ্ধার সাধন করিতে না
পারিব, সে পর্য্যন্ত মুক্তিকেও জয়ত্রির অশ্রু
রায় বলিয়া গণনা করিব ।

যে পর্য্যন্ত পুরুষ শর দ্বারা শত্রুহৃত
বশের উদ্ধার করিতে না পারে তাবৎ
তাহার অম্ব বিকল, সে হততুল্য অথবা
তুণের ন্যায় অকিঞ্চৎকর ।

শত্রুজয় না করিয়া যে ব্যক্তির ক্রোধ
শান্তি হয়, তাহাকে পুরুষ বলা সম্ভব
হয় কি না, হে তপোধন ! আপনিই বিবে-
চনা করিয়া বলুন ।

আমরা এ কথাও শুন কথাও প্রকৃত
কথা তুলিয়া গেলাম । কার্যস্থ ক্ষত্রিয়
হইলে ভগবতের কি ইচ্ছা আর শূদ্র হইলে
কি বা অনিচ্ছা ? আমরা ত কিছুই উদ্ভা-
নিষ্ট দেখিতে পাইতেছি না । যদি কার্যস্থ
জাতির ক্ষমতাভাবগত প্রকৃত ইতিবৃত্ত
জানা যাইত, একটা মহৎ ইউলাভ হইত
মন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা জ্ঞানিবার পথ
নাই । তাহা সংশয়পক্ষে নিমগ্ন হইয়া
আছে । রামদাস বাবুনানা প্রমাণ প্রয়োগ
করিয়া কার্যস্থ জাতির যেমন ক্ষত্রিয়
স্থাপন চেষ্টা পাইয়াছেন, ঈদংবাদের
পত্রপ্রেরকও তেমনি ঐ জাতির শূদ্র
স্থাপন চেষ্টা পাইয়াছেন । কার্যস্থকুল চড়া
মণি রাজা রাধাকান্ত দেব কুলাচাৰ্যের
কারিকা ও ঘটকদিগের কারিকা প্রভৃতি
শব্দকল্পক্রমে উদ্ধৃত করিয়া কার্যস্থ
জাতির শূদ্র সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন ।
এদেশের লোকেরা বহুকাল অবাধ কার-
্যকে শূদ্র বলিয়াই জানেন । যুক্তিও এই
সংস্কারের সপক্ষতা করিতেছে । কানাকুজ
হইতে যে ৫ জন আক্ষণ আগমন করেন,
তাঁহাদিগের সঠিত ৫ জন ভৃত্য আনিয়া-
ছিলেন । সেই ভৃত্যরাই যদি কার্যস্থ হন,
কার্যস্থ শূদ্র মন্দেহ নাই । শূদ্রেরাই আক্ষণের
দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ক্ষত্রিজাত
কখন দাসত্ব স্বীকার করেন নাই । তবে
যে রামদাস বাবু কয়েকটা বচন তুলিলেন
গেওলি কি, তাহার কিরূপ মীমাংসা করা
যায়, আমরা তাহাই ভাবিতেছি । স্বাত
ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন এক্ষণে ক্ষত্রয়ের

লোণ হইয়াছে। আমরা অনুমান করি, রামদাস বাবুর কাজের কারণে সেই সঙ্গে লোণ পাইয়াছেন, আমাদেরিগের ঠৈদা-বাহন পত্রেরকের শূন্যকারইই অধিকার আছেন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এই মীমাংসাটি সঙ্গত হয় কি না? ঠৈদাবাহনের পত্রখানি দীর্ঘ বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম না।

—১০—

রোগ শোক নিম্ভারিণী (১) গ্রন্থকার এ মধুবাখা নামটি কোথা পাইলেন। নামটি যেমন জিতরটী তেমন নয়। ইহাতে অনেকগুলি পীড়ার চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। এতদ্বারা অনেকের উপকার সম্ভাবনা আছে।

নাগিভেদর নাটক (২) ঈশ্বর নাগিভের উপরে হাবড়া পুলিশ বে অত্যাচার করে, তৎসত্ত্ব লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। উপসংহারের পর্য্যকটী আমাদেরিগের কিছু মিষ্ট লাগিল।

সহচর (৩) এখানির সামান্যতঃ সহচর নাম না দিয়া "সোমগ্রকাশ সহচর" নাম দিলেই ভাল হইত। যিনি ইহার সম্পাদক হইয়াছেন, তিনি অনেক দিন সোমগ্রকাশের সহকারিতা করিয়াছেন। আমাদেরিগের নিকটে পত্র খানির প্রাশংসা অথবা নিন্দা ইহার অন্যতব কিছুই প্রত্যাশা করা পাঠকগণের উচিত হয় না। সম্পাদক অনেক দিন সোমগ্রকাশের নিকটে শ্রিত হইয়াছেন। অতএব যদি আমরা এশ সা করি, পাঠকগণ ভাবিবেন, যেহেতু বলিয়া

(১) এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। ঐয়ুক্ত বাবু কার্জিচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রীত, স্ত্রীতম স্ত্রীতম বস্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ২ টাকা।

(২) গ্রন্থকারের নাম নাই, মিরার বস্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৪ আট আনা।

(৩) এখানি একখানি স্ত্রীতম সাপ্তাহিক পত্র, ঐয়ুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদন করিতেছেন। এখানি ১০ ২২ ফাউন্টসেল মেডা গিটিকা মিউকুলনক প্রেস হইতে মুদ্রিত হইতেছে। মফস্বলে ইহার অগ্রিম আর্থিক মূল্য ৩ টাকা এবং সহর ও তরিকাবর্জিত স্থানে ৫ টাকা।

আমরা প্রাশংসা করিতেছি, মোব দেখিতে পাইতেছি না। আর যদি নিন্দা করি তাঁহারা বলিবেন সম্পাদক সত্ত্ব কাগজ করিয়াছেন বলিয়া আমরা ইর্বাখিত হইয়াছি। সহচর আপনাই আপনায়ত্তের পরিচয় দিবে। আমাদেরিগের বিশেষ আস্থা-মের বিষয় এই সোমগ্রকাশের নিকটেনিকিত হইয়া আর একজন জগতের উপকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জ্ঞান বিকাশিনী (৪) এখানিও সাপ্তাহিক পত্রিকা। মফস্বলে এখানি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমাদেরিগের অধিক আশঙ্কিত হইল। সমাচার পত্র অত্যন্তার নিবা-রণের প্রধান অঙ্গ। মফস্বলের অনেক ঐশ অত্যাচার বিলকণ প্রবল। অতএব সমাচার পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে অত্যাচারের হ্রাস হইয়া আসিবে, তাহা সহজে অনুমিত হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা আখ্যায় সোমবার।

বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা কি বিদ্যা, কি সভ্যতা, কি ধন, সকল বিষয়েই প্রেষ্ঠতলাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ক্রমে এই বিদ্যা ও ধনের ব্যবহার করিতে হয়, ক্রমে করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়, ইহার আশিও সে জানি অশ্লিল না। এবিষয়ে ইহাকে বোঝাইর নিকট লিখা লইতে হয়। কিলে দেশের বখার্ব উন্নতি হয়, তাহা বোঝাই বাসীরা যেমন জানেন এ দেশীয়েরা সেজন্য জানেন না। ইহার আধীনতার কথা কন বটে, কিন্তু আধীনতা লাভের উপায় জানেন না। সেদিন বোঝাইর কতগুলি লোক এক সভা করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন, ভাল ভাল ঔষধ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভিন্ন অন্য কোন বিলাতী জবা ব্যবহার করিবেন না। ইহার পরেই শুনা গেল, তৎসত্ত্ব একজন ধনবান হিন্দু এদেশে

(৪) চাটমহর জ্ঞান বিকাশি বস্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদকের নাম নাই। আশ্রম বা ধর্ম মূল্য ৩ আট মাস্তুল সমেত ৩ টাকা।

ইংরাজী বেশলাই প্রকৃত করবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রাদি আমদান করিয়াছেন। ইহাতে বে বেশলাই প্রকৃত হইবে, তাহা বিলাতীয় অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করা উচিত। এই অনুষ্ঠানটী যে এই প্রতিজ্ঞার ফল তাহার আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ চিরকাল যদি আমাদেরিগকে প্রয়োজনীয় জবাগুলির জন্য বিদেশের দুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, আমাদেরিগের বিদ্যা সভ্যতা ও ধনের গর্ভ করা উচিত হয় না।

গত বৎসর বোঝাইয়ে ৬৮০ টী অধিক টাকা হয় ইহাতে আড়াই লক্ষের অধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সেদিন মাস্ত্রাজে হঠাৎ জলের কল বন্ধ হওয়াতে ২৪ ঘণ্টা কাল লোককে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কলিকাতার লোকেও এ কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন।

অব্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সেগিনম খোলা হইয়াছে। তৎসত্ত্ব কটরিক নাহের জাগরণকে মহাখ্যা উপদেশ দিয়াছেন। সে উপদেশটী এই, উহারি বখন চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন, রোগীর দুঃখে বেন দুঃখিত হন। অনেকের চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, কেবল পরস্যা লওয়াই তাঁহাদেরিগের উদ্দেশ্য।

গত বৎসরের ১ লা আশুয়ারি হইতে ৪ টা মেপাশু ভারতবর্ষের ১০ টী রেলওয়ের গতবৎসর অপেক্ষা ৮২২০৫০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ২০৪২৬৫ এবং বোঝাই ও বরদা রেলওয়ের ৩৭২৩৯৪ টাকা কম আয় হইয়াছে। এই দুটী রেলওয়েতে সাধু ও সজ্ঞিত কর্মচারীর সংখ্যা বোধ হয় অধিক।

ইংলিসমান বলেন, একমল পারসীক সেনা গিটানে প্রবেশ করিয়াছে। যে অংশ পারস্যের অধিকৃত সেই স্থানেই ইহারি গিরাছে। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে বলা হইয়াছে, আকসান স্থানের সীমা সংলগ্ন কোন গোলাযোগ করা হইবে না। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট যেন এই কাণায় নিশ্চিন্ত না থাকেন।

ভূগলীতে মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ যে
মানের টাকা আছে, উহা বঙ্গদেশের বা-
হ্য মুসলমানের শিক্ষার্থ নিয়োজিত হইবে।
তদ্বিধা উহাতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগ
হইতে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

কায়েল সাহেব উৎসাহমানের একটি
ব্রতন গবের আধিকৃতি করিয়াছেন, পাঠক
গণ শুভ, সম্প্রতি কাগজটির জমীদার বাবু
জাহাঙ্গীর চৌধুরী একটি নীতি টিকিৎসা
লয় স্থাপনার্থ বঙ্গল গবর্নমেন্টে এই বলিয়া
আবেদন করেন, গবর্নমেন্ট যদি অর্ধেক
সহায় হেন, তিনি অপর অর্ধেক দিতে সম্মত
আছেন। কায়েল সাহেব উহার এই উত্তর
দিয়াছেন, তিনি কিহা উহার কোন উত্তরা-
ধিকারী যদি কখনও অর্ধেক টাকা দিতে
অস্বীকার করেন, হাজার টাকা জরিমানা
দিতে হইবে এবং এই জরিমানার জন্য
উহার জমীদারিট প্রতিকূল স্বরূপ রাখিবে
হইবে। যদি উহাতে তিনি সম্মত হন, গবর্ন-
মেন্ট অর্ধেক সহায় দিতে সম্মত আছেন।
কেবল জমীদারী প্রতিকূল রাখিলেই কায়েল
সাহেব ভুট্ট হইবেন? আর কিছু প্রতিকূল
রাখিতে হইবে না?

গত শনিবার ক্যারোলাইম গমিসের
কতাকারী চার্লস রড্রিগস এবং যদি
বিবির কতাকারী পলানন হেওয়ারির
কীসী হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু পেট্রিট বলেন, গত বৎসর যেরা
দাবাবে দাঙ্গা হাজামের জন্য যে সকল
লোকের জরিমানা করা হইয়াছিল, প্রধান-
তম গবর্নমেন্ট সে সমুদায় জরিমানার টাকা
কিরাইয়া দিয়াছেন। জরিমানা কিরাইবার
কারণটী কি?

এমদূত লিখিয়াছেন “আমরা প্রত্যক্ষ
বোধিয়াছি সাফীর হাজিরা লেখার সময়
লেখক, পেরদা, বা কনফেসনগণের মনস্তত্ত্ব
করিতে না পারিলে, তাহার ষাড় ধরিয়া
জঙ্গলাসের নিকট লইয়া যায়। হাকিম মহা
আরা এ সকল টের না পান এমন নয়,
কিন্তু তাগাজ্জে সকলকেই ঐদাস্য অবলম্বন
করিতে দেখি।” বিচারপতিদিগের এ
বিধের দৃষ্টি রাখা অতি অবশ্যকর্তব্য।

৪ঠা আবার মঙ্গলবার।

বিজীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন, সর্দার জাহুর খাঁ ভগ্নমোহর
হইয়া সন্তান হইতে হিরটে প্রত্যাগমন
করিয়াছেন। কান্দাহার হইতে যে টেনা
বাইবার কথা ছিল, তাহারায়ানাই বলিয়া
এইরূপ হইয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেন,
আমীরের একান্ত ইচ্ছা ইংরাজেরা টেনা
দিয়া উহার সাহায্য করেন। কাবুলের এই
গোলযোগে ইংরাজদিগকে সিরার আলীর
পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হই-
লেই ক্রমে আন্ধ গডবিয়া ভারতবর্ষ
আসিয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

টিহারণ হইতে সংবাদ আসিয়াছে,
খিবাতে যে কশীর টেনা যাইতেছে উহার
সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক হইবে না।
উহার খিবার ৭ টী আতুতা দূরে আছে।
আহার ও জলাভাণ্ডে বড় কষ্ট হইয়াছে। এ
পর্যন্ত কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

কাবুলে জনজ্ঞাপ্তি এই, কশীর সমুদায়
আমীরকে এই বলিয়া এক পত্র লিখেন,
তিনি কশীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ
নছেন, কশীরের উহার সহিত যুদ্ধ করি-
বার ইচ্ছা নাই। কশীরের ইচ্ছা এই, আমীর
জিরাটী কশীরকে অর্পণ করুন। আমীর
এই পত্র পাঠিয়া ইংরাজদিগের পরামর্শ
গ্রহণ করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছেন। সিহলার
যে কাবুলের দূত আসিয়াছে তাহার কারণ
এই। কশীরা সন্দেহে যিনি যে সংবাদ লিখি
তেছেন, তাহার কেবল অন্ধকারে ঢিল
ফেলা হইতেছে।

এইবার রাজস্ব কমিটীর জন কুটি
লাউলতগ, সর এক হেলিডে সর এন্ট
এবং সর উইলিয়ম এর সাফ্য
গ্রহণ করিবেন। এই সাহেবের সাফ্য
অনেক কাজ হইবে আমাদিগের বিশ্বাস
এই।

গত সংখ্য কলিকাতা গেজেটে কাছা-
ড়ের কুলিদিগের সম্বন্ধে এক গবর্নমেন্ট
বিজ্ঞাপন, প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে
লিখিত হইয়াছে, কাছাড়ের চাকেরের

কুলিরা সন্তুষ্ট হুখী এবং তাহাদের হুখ
সম্বন্ধে অন্য বিশেষ ডেটা করা হয়।
কুলিরা কি বাস্তবিক হুখী, না গবর্নমেন্ট
গেজেটে তাহাদের যে কিছু হুখ দেখা
যায়।

পিপলস ফ্রেণ্ড বলেন, কনকটী
বোপলে কতকগুলি মুসলমান জেতা হইতে
মহা পর্যন্ত একটি রেলওয়ে করিবার
সংকল্প করিয়াছেন। আমাদিগের অনেক
ধনী হিন্দু আছেন, ইহারা যদি পুরীপ্রভৃতি
তীর্থস্থানে এক একটি রেলওয়ে করেন,
লোকেরও উপকার হয়, উত্তরাণ্ড লাভবান
হইতে পারেন। উত্তরাণ্ড আর কতদিন
কোম্পানির কাগজের হুখ গণিয়া যাই
হইবেন।

বংশবেড়িয়া হইতে এক ব্যক্তি অমৃত
বাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন, রাণেশ্বর
এম্বে ভূতনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি
তাহার বালিকা স্ত্রী তাহার সহবাস ভাল
বাসিত না বলিয়া সর্বদা প্রহার করিত। সে
দ্বিগুণ এমনি একতরূপে প্রহার করে যে
প্রহার করিতে করিতেই হত ভাগিনীর
মৃত্যু হইয়াছে। বাল্য বিবাহই এই সকল
অনর্থের মূল।

পিপলস ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া
গেল, লণ্ডন হইতে কলিকাতা পর্যন্ত
একটি রেলওয়ে হইবার কল্পনা হইতেছে।
কিছু দিন হইল, আমরা এইরূপ কল্পনার
কথা আর একবার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু
উইট সেক্রেটারি ইহার অনুমোদন করেন
নাই। এরূপ একটি রেলওয়ে দ্বারা অনেক
কাজ হয় বটে, কিন্তু ইহা স্থায়ী রাখা বড়
সহজ নয়।

ত্রিভুত, ছাপরা, ম্পারণ প্রভৃতি অনেক
স্থান হইতে বৃষ্টি হয় নাই এই সংবাদ আসি
তেছে, ইহাতে চাষের আতঙ্ক কতি হই-
তেছে।

আমরা এম্বে পূর্ণ ভারতবর্ষীয় রেল-
ওয়ের হিন্দু আরোহিদিগের পানীর জল-
কষ্টের কথা শুনিতে পাই। রেলওয়ে
কোম্পানি হিন্দু আরোহিদিগকে জল
বিহার জন্য লোক রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু

উদাহরণ প্রায়ই রেলওয়ে বায়বের পক্ষ কাব্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকে, সুতরাং কোম্পানি যে কাব্যের জন্য তাহারিগকে বেতন দেন, তাহার ব্যাখ্যাত হয়। কাব্য হউক, কোম্পানির কর্মচারিগণের এ বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া উচিত।

কিগক নামক এক খানি সংবাদ পত্র বলেন, ইংলণ্ডে একটী সভা আছে, যে সকল লোকের জীবন বিতান্ত ত্রুণকর হয়, তাহারাই ইহার সভা। প্রতিমাসেই প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি সভ্য লওনের কোন না কোন যজুমেট হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সেদিন পার্লিস হইতে একজন দূর্বল লওনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উক্ত সভার সভাপতি তাহাকে আশ্রয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন যেওম স্তম্ভ কতদূর নির্মিত হইয়াছে। এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, আমি প্রথমেই উগা হইতে পড়িয়া যারবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি যেমন পদ মর্যাদার সকলের অপেক্ষা প্রধান, তাহার অন্যান্য সভ্যের ন্যায় যে সে যজুমেট হইতে পড়িয়া মরা উচিত হয় না!!

বাণ্যবিবাহ নামক খানিক পত্র বাংলা বিবাহের নিম্নলিখিত বিবরণ কলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

“(১) শারীরিক।

১। শরীর ক্রম—বক্ষা ক্রমকাম ও ইঞ্জির সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার রোগ এবং তজ্জনিত অকাল মৃত্যু।

২। দুর্বল ও কপ্প সন্তান উৎপাদন—শিশুকালে মৃত্যু এবং তজ্জন্য পিতা মাতার শোক।

৩। অম্পবয়সে বালিকাধের গর্ভ সঞ্চার তজ্জনিত ভরানক বস্ত্রণা এবং কষ্ট। অনেক সময় প্রসব কালে গর্ভবীর এবং গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু।

৪। অম্প বয়সে বার্কতা প্রাপ্ত হওয়া, তজ্জনিত নানাপ্রকার শারীরিক কষ্টভোগ করা এবং সাংসারিক কার্যে অক্ষমতা।

৫। শারীরিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং ভীকতার উৎপত্তি।

(২) মানসিক।

১। মানসিক সংকীর্ণতা সমুদায়ের হানি এবং দুঃখলতা—বধা—অরুণ শক্তি ও বুদ্ধির হ্রাস, অসাময়িক ইঞ্জির সেবা প্রযুক্ত অসং বুদ্ধি ও ব্যক্তিচার প্রভৃতি সুবিধায় মনধা-বিত হওয়া।

২। শিক্ষালোভের ভরানক কষ্টক। উপযুক্ত শিক্ষালোভ না করিতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা।

৩। ধর্ম উপার্জনের নিত্যন্ত ব্যাখ্যাত।

৪। প্রায়ই স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসংভাব এবং তজ্জন্য চিরজীবন অমুখে বাপন করা।

৫। বিবাহের উচ্চ লক্ষ্য জরুরকম না হওয়া এবং তজ্জনিত আত্মার অধোগতি।

৬। মানসিক স্বাধীনতা বিনাশ এবং তজ্জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব হানি।

(৩) সামাজিক।

১। দরিদ্রতা বৃদ্ধি—অশিক্ষা ও দুর্বল সভ্য বশতঃ ধন উপার্জনে অক্ষমতা এবং তজ্জন্য স্ত্রী ও সন্তানদিগকে প্রতিপালনে অক্ষমতা।

২। অম্পবয়সে সংসার ভারগ্রস্ত হওয়া এবং তাহাতে মানসিক ও সাংসারিক নানা প্রকার উন্নতির ব্যাখ্যাত এবং তজ্জন্য দেশের হিতসাধনে অপরগতা।

৩। শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ ধর্মভাবের হানি প্রযুক্ত, ধন উপার্জনের উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে এবং অম্পবয়সে অনেক লোকের ভরণ পোষণের ভার পতিত হওয়াতে চৌর্য্য, ভোবাঘোহ, কণ্ঠিতা প্রভৃতি নীচ কার্যে রত হওয়া।

৪। ধনোপার্জন না করিতে বিবাহ করা ও সন্তান উৎপাদন করা এবং তজ্জন্য সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ও তাহাদের প্রতি অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের অক্ষমতা।

৫। অকালমৃত্যু দ্বারা সন্তান সম্বতিদিগকে ভরানক বিপদাশঙ্ক করা।

৬। অম্পবয়সে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি, তাহাতে পিতা মাতার নিত্যন্ত কষ্ট ও বস্ত্রণা এবং উক্ত বিবাহদিগের দ্বারা ব্যক্তিচার ও

জনহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের অনুষ্ঠান।

৭। স্বাধীনতা—শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা বশতঃ জাতীয় স্বাধীনতা লাভের অক্ষমতা।

৫ ই আর্থাট দুধবার।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংকৃত কালে-জের অধ্যক্ষ জীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্মা-ধিকারী গত কলা নিজ কাব্যভারিগ্রন্থ করি-রাছেন। যাঁহারা সংকৃত কালেজের শুভা-কাজী, তাঁহারা এ সংকৃতে আনন্দিত হই-বেন সন্দেহ নাই। কারণ সংকৃত কালেজের প্রতি প্রসন্ন বাবুর আন্তরিক টান আছে। তাঁহা হইতে ইহার অনেক উন্নতির আশা আছে। পাঠকগণ যদি আত্মবিগের মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমরা এই কথা বলি প্রসন্ন বাবু যেরূপ উপযুক্ত ও মহাশয় ব্যক্তি, ইনি যে কাব্যে গিয়াছিলেন, তজ্জ্বল্য অন্য কাব্যে যদি নিযুক্ত হইতেন, তাহা আত্মবিগের জন্মের অধিকতর পরি-তোষকর হইত।

একবার্ত্তি আক্লান্ধিত কইরা লিখিয়া-ছেন “সম্রাতি বাকইপুর মিহানী দেশধি-তৈবী জমিদার বংশোদ্ভব জীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এই রাজপুরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া লোকের কষ্টের পরিহার করিয়াছেন। ঐ ঔষধালয় হইতে উক্তম উক্তম মূল্যবান ঔষধ ধিনা পরসার লাভ করিতেছি এবং চিকিৎ-সকের চিকিৎসাতে আত্মবিগের ঐন্দের সকল লোকেই বিশেষতঃ দরিদ্রলোকেরা যন্মের অত্যাচার হইতে পরিভ্রাণ পাটতে ছেন।” আমরা চিকিৎসালয়টী দেখি নাই। যদি উহা বাস্তবিক বর্ণিত ওণ সম্পন্ন হইয়া থাকে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

সংবাদপত্রে ভুট্ট হইল, কোম্পানির মিকেলের প্রাণাধী অর্ধি লাগিয়া এক কালে ভন্দীভূত হইয়াছে। রাজপরিবারের কয়েকটী স্ত্রীলোকেরও মৃত্যু হইয়াছে। মিকেলো সকলবিষয়েরই পরিবর্তন করিয়া-ছেন কেবল এই প্রাণাধী পুরাতন ছিল, এই জন্যই বোধ হয় ত্রুণা সুপিত হইয়াছি-লেন।

গবর্নমেন্টের লিখিতের রাজা দারজিলিঙ
কর্তৃক নিজ রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন।
রাজা যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কি
হইল ?

পিরমিররের সীমান্তিক সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর
কাশ্মীর রাজ্যের নিকট বিধিয সম্মান প্রাপ্ত
হইয়াছেন। রাজা বাজী ও ভোজ প্রভৃ-
তিতে ১৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।
এইকণ দুই চারি জন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ও
গবর্নরের আতিথি সংস্কার করিতে হইলে
বৌদ্বয় কাশ্মীরের রাজাকে টুকনী হস্তে
করিতে হয়।

সমাজ দর্শন লিখিয়াছেন, " গবর্নমেন্টে
লবণের তর অভ্যাস অতিরিক্ত করিয়াছেন।
লিবরণুল হইতে লবণের আমদানী হইয়া
থাকে। গবর্নমেন্ট উহা নিজে প্রস্তুত করেন
না। বণিকেরা লবণের মণ শতকরা ৭৫
টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। গবর্ন-
মেন্ট ৩০০ টাকা কর গ্রহণ করিয়া থাকেন।
ইহাতে ক্রেতাদিগের ১০০ মণ লবণ কিনিতে
৩৭৫ টাকা ব্যয় করিতে হয়। মূল্য অপেক্ষা
কর এত বেশী হইলে গবর্নমেন্টের নিত্যক
অন্যায় করা হয় সন্দেহ নাই। আমদানের
বোদ্বয় কমেই সাহেব আর ব্যয় কমিটীতে
এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারেন। "

বুশায়র হইতে সংবাদ আসিয়াছে,
পারস্যের সাধা ইউরোপে যাওয়ার জন্য
মধ্যে চুরি ভাড়াহাতি হত্যা প্রভৃতি অস-
জব কাণ্ড সকল অধরহঃ ঘটতেছে। বাণিজ্য
এক একর বন্ধ হইয়াছে। দেশীয় বস্ত
দুই লোক এই সময়ে নিজ নিজ চূড়ি ধারণ
করিতেছে। সাধা বেশে নাই বলিয়া প্রজা
দের এই কষ্ট হইয়াছে, তিনি আসিলেও
প্রজারা সুখী হইবে বোধ হয় না। তিনি
এই ৩ বৎসরের রাজত্ব ইউরোপে ব্যয়
করিয়া আসিবেন। তাহা শুধাক
গোমাইয়া লইতে হইবে। উত্তরবাই
প্রজাদের সম্মান। ওদিকে বসোরাতে
পশুপাল আসিয়া উপদ্রব কাণ্ড করি
য়েছে।

সাণ্টাহিক পরিদর্শক হইতে নিম্নলিখিত
সংবাদগুলি প্রতীত হইল।

" রেলওয়ে সকলের সাণ্টাহিক আয়ের বিবরণ ৩১ এ মে পর্য্যন্ত।	
ইন্টারগ বেঙ্গল রেলওয়ে ১৫৭০ মাইল।	
লোকের ভাড়া	২৩৭৮৪,০
অব্যাহির ভাড়া	২৮২৬৪৮/১
মোট	৪২০৪৮১/৪
কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২৮ মাইল।	
লোকের ভাড়া	১০৫
অব্যাহির ভাড়া	৮৩২
মোট	১৭৩৭
ইউ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেইল লাইন ১২৮০ মাইল।	
লোকের ভাড়া	১৩২৪৪১১/১
অব্যাহির ভাড়া	৪০১৬৪১৬/৪
মোট	৫৪১০৮৩,৪
ইউ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে জম্মলপুর লাইন ২২০৪ মাইল।	
লোকের ভাড়া	১০৩৩৮৬/১০
অব্যাহির ভাড়া	৩০২৪৪৬/৬
মোট	৪১২৭৩৩/৪
মলহাটি কেট রেলওয়ে ২৭১ মাইল।	
লোকের ভাড়া	২৬২
অব্যাহির ভাড়া	৪১৫
মোট	১৩৬৪
ব্যক্তি অব বেঙ্গল।	
আর ব্যক্তি ও স্থিতির হিসাব।	
২ বা জুন ১৮৭০।	
পটনা।	

গবর্নমেন্ট লিকিউরিস্টী মদ্য ১৫৪৩২২৫১/৪	
কর্জ দেওয়া হইয়াছে	৪৫৫৬৮৭৭৮/৭
ডিপজিট হিসাবে	১২১২৩২৪৮/৮
পাওনা	
বিল ডিস্কাউন্ট হিসাবে	২৮২২০৭১৩৬/১
ডেডস্টক অর্থাৎ উপদ্রব	১১৫৬২২১৬/৩
শুনা উত্তরসাধি	
টোপ	১৫৪২৪/৬
অপরাপর ব্যক্তির জমা	২৬১০৪৭৫৮/৭
বিবিধ	১০৫০৭৮৫২
বুনিয়াদ অর্থাৎ গোণা রূপা	৫৪০৮০৮৪/২
প্রভৃতি প্রভৃতি	
মদ্য নোট ও নগদ	৩৭১৪৭০০৪/৪
	২০৪১০২১৫৬

বেনা।

অংশিগণের আসল ধন	২,২০,০০,০০০
সঞ্চিত ধন	১৫,০২,২২৪৮৯
গবর্নমেন্টে ধনাগারের	৪১৮২৩০০৭/৭
সঞ্চিত ধন	
অন্যান্য সঞ্চিত ধন	২৩২৫৩২১১৬/১০
ব্যক্তিগোষ্ঠে বিল প্রভৃতির জমা	২৪২১৮০৬/
বিবিধ	৮৬৬১০১১৪

২০৪১০২১৫৬ "

হিন্দু পর্জাই সকলে তৃতীয় জেণীর
রিটর্ন টিকিট করিবার জন্য গত অক্টোবর
মাস হইতে বঙ্গদেশ বোম্বাই ও মাদ্রাজের
রেলওয়ে কোম্পানিদিগের সহিত ভারত-
বর্ষীয় গবর্নমেন্টের পত্র লেখালাপি হই-
তেছে। গবর্নমেন্ট বলেন, এরূপ করিলে
লোকেরও সুবিধা হয়, কোম্পানিরও লাভ
হইতে পারে। লাভ হয় কিনা অন্ততঃ এক
বার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বোম্বাইর হামি-
লটন কোম্পানির ১০ হাজার টাকার অব্য-
তাকি বিয়াছিল বলিয়া সেদিন করাচিতে
মফাটের তৃতপূর্ণ ইয়ামকে ধৃত করা হই-
য়াছে। অনেকে অনুমান করেন ইনি মফা-
টের তৃতপূর্ণ মুলতান ছিলেন।

৬ ই অষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমরা আশ্চর্যিত হইলাম ব্রিটিশ গব-
র্নমেন্ট কেবল আনজিবারের দাস ব্যবসায়
নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। করেন
আফিস ইণ্ডিয়া আফিসকে এই বলিয়া এক
পত্র লিখিয়াছেন, সাক্ষ্য দৃশ্যে হটক আর
পরস্পরা সহজে হটক যে কোন ব্রিটিশ
প্রজা দাস ব্যবসারে লিপ্ত আছে তাহাকেই
ধরিয়া দণ্ড দিবার জন্য যেন বিশেষ চেতী
পাওয়া হয়। এরূপ লিখিবার কারণ এই সর
বাইল কিয়ার রিপোর্ট করিয়াছিলেন অনেক
ব্রিটিশ প্রজা এই ব্যবসারে লিপ্ত আছে।
এতদনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট দাস
ব্যবসায় বিষয়ে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের বে
আইন আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া এক
যোষণা প্রচার করিয়াছেন, এ অপরাধে
৭ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড
ও জরিমানা এবং বাবাজীবন বীণান্তরবাস
দণ্ডের নিয়ম আছে। এ তির উক্ত অপরাধে
অপরানী ব্যক্তিরা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের আশ্রয়

পাইতে পারে না। সিদ্ধ খিলাত গোলা-
বর পারস্য উপসাগর সন্ধ্যা এডেন এবং
জানজিবারের ব্রিটিশ পোলিটিকাল এজেন্ট-
দ্বিগকে জড়িত অবস্থিতি করিয়া উদ্ভা-
গকে দাস ব্যবসারী ব্রিটিশ প্রজাদিগকে
বন্দী করিয়া বিচারার্থ বোম্বাই হাইকোর্টে
প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।
ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও বঙ্গ
দেশের উত্তর পূর্ব সীমা প্রভৃতি স্থানে প্রকা-
রান্তরে যে দাস ব্যবসার চলিতেছে তজ্জাত্য
কর্মচারিদিগের তদ্বিবারণ বিষয়ে যত্নবান
হওয়া উচিত।

আমারিগের ব্যবস্থাপক সভা সিমলায়
গিয়া কেবল আশ্বিন প্রমোদে কাল ভরণ
করিতেছেন না, তাঁহারা সুতন ব্যবস্থা
প্রণয়ন কোনটীর পরিবর্তন কোনটীর বা
উন্নয়ন এই সকল বিষয়ে এত ব্যস্ত যে
নিম্নাঙ্গ কেলিয়ার অবকাশ নাই। ইহার মধ্যেই
হবহাউস সাহেব অনেকগুলি আইনের
পাওলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতে-
ছেন। ফেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, লাড নর্থ-
ক্লেকের শাসনকালে এবং ভারতবর্ষের বর্ত-
মান অবস্থায় হবহাউসের ন্যায়ই একজন
উপযুক্ত আইনকর্তার একান্ত প্রয়োজন।
ফেও প্রয়োজন দেখিয়া থাকেন দেখুন,
কিন্তু আমরা আর সুতন আইনকর্তা চাহি-
না। ব্যবস্থাপক সভা যদি কিছু দিন অব্য-
হতি দেন, আমরা নিম্নাঙ্গ কেলিয়া লই।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে
পত্ৰপাল দেখা বিতেছে, কিন্তু এপর্যন্ত
কোন উপদ্রব করে নাই।

১৪ ই জুন পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া
গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্তমান, রাজ-
সাহী, প্যাটনা এবং উড়িষ্যা বিভাগে বৃষ্টির
অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। শস্যাদির যেরূপ
অনিকট হইবে মনে করা গিয়াছিল তত দূর
হয় নাই। লোকের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ শ্রীতি-
কর, কিন্তু অনেক স্থানে ওলাউঠা ও বসন্ত
হইতেছে।

আলাহাবাদে এখনও তরানক গ্রীষ্ম
রহিয়াছে। সপ্তাহিক কয়েক দিনের মধ্যে
৪।৫ অংশের সর্পি প্রাণিত হইয়াছে।

এক ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়া ৬ ঘণ্টার মধ্যেই
মৃত্যু হইয়াছে। বসন্তেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব
হইয়াছে।

হত্যাপরোধে চার্লস রোডিগনের
কাসীর আত্মা হওয়ার্তে কলিকাতার ২৫০
অধিবাসী স্বাক্ষর করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্নরের
মিকট মৃত্যু হও রহিত করিয়া অন্য দণ্ড
দিবার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন।
আমরা প্রার্থনা করি, মৃত্যু বধ দণ্ডী
এককালে উঠাইয়া দিয়া অন্য ওকরওরে
বিধান করাই কর্তব্য। বধ দণ্ড আছে,
কিন্তু হত্যাকাণ্ডের ত নিবারণ হইতেছেন না।

তুলার উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের
অন্যান্য সকল স্থানকে উড়িষ্যা পরাধীন
করিয়াছে। উড়িষ্যার উৎপাদ ও প্রকার
তুলার নমুনা বাণিজ্য সভার উড সাহেবের
মিকট পাঠান হইয়াছিল। তিনি উহার
১৭।১৭১০।১৭১০ টাকা মণ মূল্য নির্ধারণ
করিয়াছেন। এ তুলা দেশীয় বীজ হইতে
উৎপন্ন। বিদেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন
যার এক প্রকার তুলা পাঠান হইয়াছিল।
তদ্বশনে উড সাহেব বলিয়াছেন এরূপ
উৎকৃষ্ট তুলা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান
হইতে আইসে নাই। এ তুলা লওনে আর
সাত আনা পাউণ্ড বিক্রীত হইতে পারে।
লেপ্টনেন্ট গবর্নর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার
জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের মিকটে
হিঙ্গনবাটী মিশর নিউওলিওপ এবং
চ'ম্বোল এই কয়েক স্থানের ৬ মণ তুলার
বীজ চাহিয়াছেন। উড়িষ্যা যদি পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহার ঐশ্বৰ্য্যের
সীমা থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় মুদ্রিকা
অপূর্ণ, যত্ন করিলে এখানে সেণা ফলাইতে
পারা যায়।

গত রবিবার বরাহনগর পুলিশকা বিদ্যা-
লয়ের নবম বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য
সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভক্তার
জি, ওরালজি সাহেব সভাপতির আসন
গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি বাদু
শশিধর বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৎসরের কার্য
বিবরণ পাঠ করিলে পর বিবি ফিলার
বালিকাগণকে পারিতোষিক দান করেন।

শশি বাবুর যত্নে ও পরিচেষ্টে এই শিশু-
লয়টী বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

সুয়ার হরেন্দ্রচন্দ্র রায় বাগচীর পুলিশ
কোর্টের অটোরমিক মাজিস্ট্রেটদিগের প্রেসি-
ডেন্ট হইয়াছেন। গত কল্যা হইতে উক্ত
মাজিস্ট্রেটদিগের অধিবেশন আরম্ভ হই-
য়াছে।

সম্প্রতি পূর্ণিমা জেনার প্রচুর পরিমাণে
বৃষ্টি হইয়া ধান্য ও নীলের বড় উপকার
করিয়াছে।

সম্প্রতি ভূগলী কালেক্টর ছাজেরা যে
অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য দুই
জনকে কালেক্টর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া
হইয়াছে, ১০ জনের হ'এরজি বন্ধ করিয়া
দিয়া এক বৎসরের জন্য উদ্ভাদিগকে বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে নিষেধ করা হই-
য়াছে এবং প্রত্যেকের ১০ টাকা করিয়া
জরিমানা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ছাত্রগ-
ণের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা করা হই-
য়াছে। এতী দুটোই স্থল স্থল। এইরূপ ছুচ
চারিটা দুটোই প্রদর্শিত না হইলে
নির্ভুক্ত ছাত্রগণের অবাধ্যতা নিবারণ
হওয়া বটিন।

ফেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, জম্মুর গোলাম
মাকসুদ নামক একজন বণিক ৮৫ হাজার
টাকার একছড়া হার প্রদর্শন স্থলে উপস্থিত
করিয়াছেন। কাবলের রাজা হুজাউল মলক
এই হার রত্নজংগসিংহকে উপহার দিয়াছি-
লেন। ইংরাজেরা পঞ্জাব অধিকার করিলে
এই হার নিলামে বিক্রয় করা হয়। কাশ্মীরের
রাজ প্রতিনিধি ইহা ক্রয় করেন। তাঁহার
মৃত্যু হইলে ইহা একজন বণিককে বিক্রয়
করা হয়। তিনি ইহা ছিঁড়িয়া এক এক
অংশ করিয়া বিক্রয় করেন। গোলাম মা-
কসুদ সেই অংশ গুলি একত্র করিয়া হ'র-
জাটী পূর্বের ন্যায় করিয়াছেন।

উক্ত পত্রে বলেন বৃষ্টি। অভাব নিবন্ধন
দাবানল ঘটয়া কুমড়িদের চা ক্ষেত্রের অনেক
ক্ষতি করিয়াছে।

বরবার রূপে গ্রীষ্ম হইয়াছে যে সংজ্ঞা
স্বস্ত্য বাহুত্বকে মরিয়া কুলিয়া থাকিবে
বেশা ঘাইতেছে। বরবার সকলই কিছু স-
রিক।

৭ ই আষাঢ় শুক্রবার।

গত ১৮ ই জুন পারস্যের সীমা মহা-সমারোহে লওনে উপনীত হইয়াছেন। গ্রিস অব ওয়েলস প্রিন্সটেক, প্রিন্স ক্রিশ্চিয়ান এবং কেম্ব্রিজের ডিউক তাঁহাকে জাহাজ হইতে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন কায়ুলের যে রাজদূত গিমলায় আগিয়াছেন, অমীরের সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার্থ কয়েকজন উপযুক্ত ব্রিটিশ আফিসার লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

৭ ই জুন পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতার ১৫০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্বে সপ্তাহে ১১০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

সম্প্রতি একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে বাঙ্গালিরা ভিক্ষা করিয়া অনেক উপাধিকার করিতে পারেন এমন কি প্রতি দিন ১০। ১২ আনা উপার্জন কর। যাঁহারা বাঙ্গালির দল ত্যাগ করিয়া ধনী হইয়াছেন, তাঁহারা না অন্য ধরাধূরী ভিক্ষুক বাঙ্গালির প্রতি সহ্য?

মুরসিবাবি পত্রিকা বলেন “এখানে দুইটি অতি সমানাকারে লটরাছে। কএকদিন কিছুই হয় নাই। মরপার নাই গরম। আবারের দুখিধা হয় নাই।”

বোম্বাইর কলকাতা টানা নামক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া একটি নাট্যশালা স্থাপিয়াছেন। ইহারা পুরুষের কোন সাহায্য লইবেন না। নাট্যশালা তেমন জিনিস নয়, ইহাতে অনেক সাহায্য ওহাদের প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ স্থলোকেটা অসম্ভব।

বালিন হইতে ৩০ মণ ওজনের একটি কামান নিউইয়র্কে পাঠান হইয়াছে। সম্রাট ওলিগাম এটি আমেরিকার একটি গির্জার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। ইহা গলাইয়া যে দাতৃ বাঁওয়া যাইবে তাহাতে একটি গির্জার খোঁটা প্রস্তুত করা হইবে। এই কামানটি সিভানের যুদ্ধে করাসী দিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। গির্জার পক্ষে কামান উপঢৌকন মন্দ নয়।

লিকুরের সর্কারের একজন চিকিৎসক জয়পুর রাজ্যে একটি হীরকের খনির আবিষ্কার করিয়াছেন।

একজন ফরাসী একটি ঐচ্ছাতিক আলো প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ১০০০০ বাতির তুল্য।

ত্র্যম্বকেশ্বর ও ত্র্যম্বক ভাষার উন্নতির নিমিত্ত গবর্নমেন্ট ত্র্যম্বকেশ্বর শিলা বিভাগের কর্মচারিগণকে ত্র্যম্বক ভাষায় যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে ১০০০ টাকা ও পানী ভাষায় উত্তীর্ণ হইলে ২০০০ টাকা পারিতোষিক দান করিবেন বলিয়াছেন।

আমরা আফ্রিকার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে জয়পুরের মহারাজ উত্তর পশ্চিম-ফিলের লেফটেনেন্ট গবর্নরের অনুমোদনে ব্রহ্মবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের সংস্কারার্থ ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৮ ই আষাঢ় শনিবার।

আমরা কলিমা, সিবিল সার্জেন্ট বাবু রমেশচন্দ্র নন্দের কমিউ জাত্য বাবু অধিনাশ চক্র চত সিবিল সার্জিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি টিকিট না লইয়া পূর্বে ভারতবর্ষের রেলওয়েতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

প্রয়াগদূত বলেন, “কবচক্ষে আজি কালি গুরুতর আন্দোলন উঠিয়াছে। পালি রায়েটের শেষ অধিবেশনে এ বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের অস্বাভিজ্ঞ প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা যত্ন অতিমত ব্যস্ত করিয়াছেন। অযোধ্যার তুতপূর্ণ চিফ কমিশনার সর চার্লস উইলকিন্স ডালাইছেন কনসাল্টে ইংলণ্ডের যাত্রা করিয়া, প্রকাশ্যভাবে তাহার অনুষ্ঠান হটক ভারতবর্ষের নিকট তাহা গোপন রাখা উচিত নহে। ছোট্ট ভেট সেক্রেটারী যে প্রাপ্ত তক বলেন, আকগান স্থান ও ইয়ারথন্দ এবং নেপাল কাশ্মীর ত্র্যম্বক প্রভৃতির সহ সন্তান সংরক্ষণ করা আবশ্যিক। অন্যান্য অনেক অনেক প্রকার যত

নিরাছেন, প্রধানমন্ত্রী যে প্রাডিক্টনের যত এই, যে প্রকারে হটক বলের দ্বারা কবচ-গকে ভারতবর্ষ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। কিন্তু কথেরা ভারতবর্ষ আক্রমণের ভেটী না করিলেও ইংলণ্ডের সহ বিবাহ হওয়ার জন্য সন্তাননা আছে। তুরক ইংলণ্ডের আশ্রিত রাজ্য পরণ। তুরকের প্রতি কন সম্রাট আবার সন্তান দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তুরক আক্রমণ করিলেই ইংলণ্ডকে পূর্বে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ কবচিগের প্রতিশ্রুতারা হইতে হইবে, তদন্যথা কানুকমতা প্রকাশ।”

কলিকাতা পোষ্ট অফিসের যে পোয়া-দার নিকট অনেক চিঠি পত্র জড়ীভূত মোট পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি সেসিমনে আর্পিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা	দিসা	১০০—১০০৮
৪ "	কোং	১০০৮/০
৪৪ "	"	১০৮৬—১০৭
৪৪ "	"	১০৮—১০৮১০
৪৪ "	"	১০৮১/০
৪৪ "	"	১১১—১১১৮

ইউরোপীয়সনাচার।

কনট্রিকিলোপন ১৩ ই জুন। তুর্কির তুলতান মিশরের অভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে যেতিয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। যেতিয় বাগিষা সংক্রান্ত সন্ধি করিবার এবং ইসলাম সংস্থা স্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। লওন ১৪ ই জুন। স্পেনে মন্ত্রি সভা সংক্রান্ত যে গোলাঘে গ হটতেছিল তাহার নিবারণ হই-
য়াছে।

ইতালির সর্ন্ত জর্জির সন্ধি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহা অস্বলক।

গ্রোপ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা করিয়াছেন।

এডেন ১৪ ই জুন। কাশ্মীর নামক জাহাজ অন্য কানজিবার হইতে এই সংবাদ লইয়া আসি-
য়াছে, তুলতান সর বাটল কিয়ালের প্রদত্ত সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। যখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষ-
রিত হয় তখন রাসগো নামক রণতরি জাহাজ
যায়ে উপনীত হয় নাই।

লণ্ডন ১৩ ই জুন। ২৭ এপ্রিলীয় টেননগণ কংগ্রেস অধিকার করে। বিধানেরা পলয়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। পারসোর সাহা রসেলসে উপনীত হইয়াছেন।

রুশীয় রাজী লণ্ডনে গিয়াছেন।

কর্মণির সন্ন্যাসী ক্রমে স্বাভালাভ করিতেছেন।

বেলজিয়মের সহিত ইংলণ্ডের যে সকল বানিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি হয়, করানী বাণিজ্য সভা তাহা অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। ভারতবর্ষের আদীল জব্বার জম্মা ক্ষমতা বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলডাণির লাড ষ্টানলি বাহা বলিয়া ছিলেন, ডিউক অব আর্গাইল তদন্তে বলিয়াছেন, রাজস্বোচিত এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের বিচার করিবার ক্ষমতা ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্টের হস্ত হইতে অন্য বিচারালয়ের হস্তে দেওয়া কর্তব্য হয় না। তাহা অন্যান্য অপরাধের জন্য দেশীয় রাজগণের এক্ষণে যেহেতু বিচার হইতেছে, সে প্রণালী, পরিবর্তনে তিনি প্রস্তুত আছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। কাল্পে কাঁচা প্রবোর উপর যে টাক হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে বজেটে ১৭ কোটি টাকা অকুলান হইয়াছে।

—২০২—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগে।

১০ ই জুন। শিলেটের মাজিষ্ট্রেট যে পর্বাত্ত অঙ্গুপাঙ্কিত থাকিবেন, তদন্ত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সেই পর্বাত্ত কোজনারী আইনের ৪৪ ধারা অনুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তদন্তের কার্য করিবেন।

মেকার ই, ইমেল ওয়ালকট সাহেব কাচাডের আসিষ্ট্যান্ট কমিশনার হইবেন।

১৩ ই জুন। জিগুজ এল. আর টটেনহাম সাহেব ভারতবর্ষের কার্য হইতে যে নিবল অব্যাহতি পাইবেন সেই নিবল হইতে প্রথম শ্রেণীতে বাণেশ্বরগঞ্জের ডিউটি এবং সেসন জজের প্রতিমিহি হইয়া কার্য করিবেন।

জিগুজ টটেনহাম সাহেব যে পর্বাত্ত কর্ম

স্থলে উপস্থিত না হইবেন সেই পর্বাত্ত জিগুজ এ. বি. কালকর সাহেব প্রথম শ্রেণীতে বাণেশ্বরগঞ্জের ডিউটি ও সেসন জজের প্রতিমিহি হইয়া কার্য করিবেন।

জিগুজ এ. বি. কালকর সাহেবের অঙ্গুপাঙ্কিত কাল পর্বাত্ত অথবা যে পর্বাত্ত অন্য জুজম না হয় সেই পর্বাত্ত জিগুজ জে. সি. গ্রান্ট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাণেশ্বরগঞ্জ এবং যশোহরের আডিসনাল জজ ও ফরিদপুর এবং যশোহরের আডিসনাল সেগিরন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত আসিষ্ট্যান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কাল্পে উরো দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

জিগুজ এক. আর. ষ্টানলি কলিয়ার জগলী।

* সি, জে, ওডনেল এম. এ। যশোর।

* জে, কে, ওয়াইট বি. এ। বাণেশ্বরগঞ্জ।

* এচ, বে, হামিলটন ফেসন। ময়মনসিংহ।

* জে, মিউজেন্ট সাহেব। চট্টগ্রাম।

* সি, ডবলিউ. বোলটন। মুর্শিদাবাদ।

* জে, ম্যা, কার্ণি। রঙ্গপুর।

* জি, এচ, আটকিনসন। কটক।

দ্বিবাগরের আসিষ্ট্যান্ট কমিশনার বাবু অক্ষয় রাম বড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

* বাবু অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। পাবনা।

* রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুর্বিয়া।

* বাবু মল্লিকিশোর দাস। পুরী।

১৭ ই জুন। জিগুজ ডবলিউ ফিডান সাহেবের অঙ্গুপাঙ্কিত কাল পর্বাত্ত অথবা যে পর্বাত্ত অন্য কোন জুজম না হয় সেই পর্বাত্ত ডেপুটি কাল্পেটর এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী বালেশ্বরের অঙ্গুপাঙ্কিত তদন্ত নামক স্থানের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদিগের বাইটম্বরহ গংবাদিদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। বর্ষার প্রারম্ভে। পদ্মাক্রমেই বর্ষাকাল রতন হইয়া বৌবদ সীমার পদার্পণ করিতেছে। বৌবদ সর্ষটী মততা অনেক সময়ে অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠে। সুতরাং পদ্মাক্রমে মততা প্রাচুর্যে কুলস্থবা হইয়া সর্ষনাশ করিতেছে। কলতঃ পদ্মার প্রাচুর্যে নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেকের অনিষ্ট

হইয়া থাকে। গত ৬ ই জুন পুর্বনা য়েইল পদ্মা পার চইয়া গোয়ালন্দে মাং ছিল হঠাৎ একটা প্রবল বাত্যা উথিত হওয়াতে য়েইলের নৌকা থানি গোয়ালন্দে নিকট পদ্মার নিমগ্ন হয়। নৌকাগের বিষয় বিশেষ কোন অনিষ্ট লাঘিত হয় নাই। আফরগঞ্জের প্যাকট বাতীত সমুদ্র প্যাকটের রক্ষা পাইয়াছে। কোন প্রাণী বিনষ্ট হয় নাই। য়েইলের নৌকার নিমজ্জন সম্বন্ধে পাইরা পোটে মাটীর জেনারেল ও ঢাকা বিভাগের ইন্স্পেক্টর পোটে মাটীর গোয়ালন্দে আসিয়াছিলেন। আমরা অগ্রহ সহকারে প্রাণনা করিতেছি, য়েইল পার করিবার নিমিত্ত দুই থানি ডাল "ছাকী" নৌকা রাখা করিয়া। অন্যথায় অনেক সময়ে সাধারণের অনিষ্ট গজাটিত হইবে। শুনিলাম আফর গঞ্জের যে প্যাকটটী নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এক থানি রেজিষ্টারী টিটি ছিল। কিন্তু তাহাও নোটি হওয়ায় কিছু হইল না। কেবল একটা প্রয়োজনীয় সখাদ লিখিত হইয়াছিল।

২। ঘটনা বশতঃ এস্থানের চিকিৎসালয়ে সব আসিষ্ট্যান্ট সরজন নিযুক্ত হইয়ন নাই। একজন দেশীয় ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি নাকি অস্থির হইতে চিকিৎসাও করিতে পারেন। শুনিলাম ডাক্তার মহাশয় অনেক স্থলে সর্বিসেব প্রাপ্তি সহকারে চিকিৎসা করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

৩। গত ৩১ এপ্রিলের সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে ইন্স্পেক্টরো অতঃপর দুই মাস অস্তর গবর্নমেন্ট সাহায্য কর্তৃক স্থলের বিল স্বাক্ষর করিবেন। কিন্তু সকল স্থলে তদনুগত কার্য হইতেছে না। অতঃপর স্থলের কর্তৃক মাসের বিল স্বাক্ষরের নিমিত্ত ঢাকা বিভাগের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর বাবু টংকুঠমাখি সেন মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু হিলাব টিক না হওয়াতে তৎসমুদয় ফেরত আসিয়াছে। গত ৬ উক্ত, বিল স্বাক্ষরত ডেপুটি ইন্স্পেক্টর বাবু টংকুঠমাখি সেন মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছে; ওদিকে স্থল সংক্রান্ত আর তদন্ত সমুদয় কার্যই মাজিষ্ট্রেট ও কাল্পেটরগণ

কৃৎন নির্মাণিত হইতেছে, সুতন লোক
মিস্ত্র করিতে হইলে ইহারাই করিয়া
থাকেন। অধিক কি, ইনস্পেক্টরকে কোন
কথা লিখিয়া পাঠাইলে তিনি তাহা কালে-
টরের নিকট পাঠাইয়া দেন। যখন সযুগ
কাগিই কালেটর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর
দ্বারা নির্মাণিত হইতেছে, তখন ইহারি-
গের মধ্যবর্তী এক একজন ওকবেতনভোগী
ইনস্পেক্টর রাখিবার আবশ্যকতাকি? স্থল
পরিদর্শন কার্য ও ডেপুটী ও সর্ব ডেপুটী
ইনস্পেক্টরগণ করিতেছেন, এ অংশেও
ইনস্পেক্টরের সার্বিকতা দৃষ্ট হইতেছে
না। কেবল ইনস্পেক্টর নয়, তাঁহার
কোণী দপ্তরী এড়তি অনেক গুলি
সোকে টাকার আদ্র করিতেছেন। এক্ষণে
সকলেই যার সংক্ষেপের প্রস্তাব লইয়া
বিজ্ঞত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কেহই এ
বিষয়ের উদ্যম করেন নাই। সর অর্জ
কাগলের ভীক দৃষ্টিও প্রস্তাবিত বিষয়ের
বহির্ভর হইয়া গিয়াছে।

১। সকল দিক হইতেই ডাক বিভাগের
অব্যবস্থিততা বিষয়ে অভিযোগ হইয়া
থাকে। বহু বিলম্বে চিঠি পত্র হস্তগত হয়
হরকরাগণ নিয়মিত যোগ্যের অভ্যন্তর
পরমা প্রদণ করে অনেক সময়ে পত্রাদি
ভাঙিয়া যায়। তদুপরি এইরূপ অভিযোগ
আমাদিগের প্রতিগোচর হইয়া থাকে।
কেন এইরূপ অভিযোগ হয়? গবর্নমেন্ট
কি বর্ষে বর্ষে এ বিভাগ হইতে বহুসংখ্য
অর্থ লাভ করেন না? যে বিভাগ এত লাভ-
কর তাহার পক্ষেজ্ঞ করা কি উচিত নয়?

—১—

আমাদিগের কোরহাটিছ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন:—

ডাকবিভাগের এই একতীসাধারণ নিয়ম
আছে, কোন স্থলে সুতন একতী ডাকঘর
স্থাপিত হইলে সেই স্থানটী যে আফিসের
অন্তর্ভুক্ত সেই আফিসে, উক্ত স্থানে ডাকঘর
স্থাপিত হইবার পরে পোষাইবে কি না
ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য কর্তৃপক্ষ
হইতে চিঠি আইসে। অনন্তর হিসাব পত্রাদি
স্বাগত হইয়া উচিত বিবেচনা হইলে তখন

প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত
শাখা ডাকঘর স্থাপিবার আদেশ আইসে।
পরে পরে পোষাইবে এরূপ বিবেচনা হইলে
উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু ক্ষেত্র ও স্থানের
বিষয় এই কর্তৃপক্ষ আমাদের কোরহাটি
ডাকঘরটির প্রতি উক্ত নিয়মটির প্রথমতঃ
প্রয়োগ করিয়াও শেষতঃ প্রয়োগ করিতে-
ছেন না। প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল আমা-
দিগের এই শাখা ডাকঘরটির সৃষ্টি হইয়াছে,
কিন্তু এ পর্যন্ত ইহার কার্য বিদ্যালয়ের
শিক্ষক দ্বারা সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।
আমাদিগের অব্যাকার প্রস্তাবের প্রধান
উদ্দেশ্য এই যে, সম্রাতি কোরহাটি ডাক-
ঘরে যেসকল আর নোড়িয়াছে তাহাতে
এখন আর ইচ্ছা শিক্ষকের অধীনে না
রাখিয়া অন্যত্রায়েই ইচ্ছা যেত লোক
নিয়োজিত করা বাইতে পারে। এক্ষণে
এই ডাকঘর হইতে প্রতিমাসে গড়ে মগল
৩০।৪০ টাকা প্রেরিত হইয়া থাকে। তন্মি-
লাম ডাকঘরের অন্তর্গত কুকুটিয়া এমের
অন্য একজন লোক নিযুক্ত হইবার কথা
হইতেছে। ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার রায়-
চন্দ্র বাবুর নিকট আমাদিগের সনিয়র
প্রার্থনা এই তিনি উক্ত প্রস্তাবটী পরিত্যাগ
করিয়া এই আফিস সম্বন্ধে অন্যত্রাণ বন্দো-
বস্ত করিতে যত্নবান হউন। সে বন্দোবস্ত
এই, এক্ষণে ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের বেতন
৮ টাকা নির্দিষ্ট আছে। কুকুটিয়ার জন্য
একজন সুতন লোককে ৮ টাকা বেতন
প্রদানের কথা হইতেছে। আমরা বলি
উক্ত ৮ টাকা হইতে ৭ টাকা লইয়া ডে
পোষ্ট মাষ্টারী পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া
১১ টাকা করা হউক এবং তৎপরে পৃথক
একজন ডে পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত করা
হউক। অবশিষ্ট এক টাকা বাজে পরচের
জন্য প্রদান করা যাক। এইরূপ হইলেই
সুতন একতী বন্দোবস্ত করা হয়, অথচ
কার্য ও অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত
হইবার বিলম্ব সম্ভাবনা দেখা যায়।
অন্যথা সামান্য একতী শাখা ডাকঘরে তিন
জন হরকরা রাখা তখনও ন্যায়সঙ্গত এবং
সুজির অনুমোদিত হয় না। আমরা জানি

অনেক বড়বড় শাখা ডাকঘরে দুই জনের
অধিক হরকরা নাই।

১৮৭১ সন।

১ ই জুন।

আমাদিগের বীরভূম সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

রাইপুরের অধিবাসীরা অগ্নিদাহ নিব-
ন্ধন যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়,
তাহা আমরা পরিষ্কৃষ্টরূপে কতিপয় দুষ্ক-
রত দানশীল মহোদয় ও মহোদয়গণ গোঁচর
করিয়াছিলেন। অন্য অতীব হর্ষ সহকারে
প্রকাশ করিতেছি, শ্রীমতী মহারানী স্বর্গমুখী
মহোদয়া আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করি-
য়াছেন। তিনি দুঃস্থ বাজিনের গহীরতা
জন্য ৫০ পকাশ দুজা দান করিয়াছেন।
যন্য তাঁহার দান শৌণ্ডতা!! মহারানী দান
শৌণ্ডতার পরা কঠা প্রদর্শন করিলেন।
উপঢ়ীকীর্ত্তি সত্তত তাহার দ্বারা
আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।
তাঁহার দান প্রোতঃ বাজি বা স্থল বিশেষে
নিবন্ধনহে। দান কার্যের ক্ষেত্র উপস্থিত
হইলেই তাঁহাকে হস্ত প্রসারণ করিতে
দেখা যায়। এরূপ দানশীল সংকর্ষনিতা
রমণী পৃথিবীতে অতি বিরল। এখন আমা-
দের বিশ্ব সমীপে প্রার্থনা এই মহারানী
দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হউন, আর তাঁহার বেন
সংকর্ষে ব্যতি চির কাল অব্যাহত থাকিয়া
যায়।

২। বীরভূম বিশ্বের কোণ দৃষ্টিতে
পতিত হইয়াছে। বীরভূমের দক্ষিণ-পূ
ণীতায় উৎসব হইয়া গেল। অগ্নি সংযোগে
কয়েকটী জনগণ উৎসব প্রায় হইল। তাঁহার
শ্রুতিতে, বীরভূমের প্রধান সিউডি সম্পূর্ণ
রূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি গৃহ
মাত্র রক্ষা পায় নাই।

৩। এক বৎসর হইতে চলিল, কান্দ্রার
কোন কার্য হইতেছে না, অথচ যুগে
আদালতের সমস্ত কর্মচারী যানে যানে
সম্পূর্ণ বেতন পাইতেছেন। কান্দ্রার চৌকী
বহির্গত গবর্নমেন্টের দাখল রাখা অভিপ্রায়
হয়, তখন অনতিবিলম্বে একজন যুগে
পাঠাইয়া দেওয়া বিধেয়। অন্যথা কর্মচারী
গুলিকে স্থানান্তরে লইয়া বাইবার ব্যবস্থা
করা যুক্তিযুক্ত। এরূপ অপব্যয়

জানিবে কোন দুক্ত অনুসারে হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ।

৪। অথবা আখ্যায়িক মাসের প্রথম সপ্তাহ । এ বিকে এখনও কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই বলি লেই হয় । কৃষকগণ বীজ বপনের কিছু মাত্র উপায় করিতে পারে নাই, বীরভূম কৃষি প্রধান স্থান । আমরা বিধা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, বীরভূমের আর মঙ্গল নাই । পীড়া অগ্নিলাহ প্রভৃতিতে অধিবাসীদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছে । প্রধান জীব-বোণায় ধানের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন ব্যাঘাত হইলে তাহাদের যে কি দুর্দশা হইবে তাহা আপনাই স্থির করিয়া লউন ।

৫। শুনিয়া হুগুতি হইলাম, পীড়া নিবন্ধন কীর্ত্তার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অতি হ্রাস হইয়াছে । এই হেতু ইহার অস্তিত্ব পক্ষে সকলে সন্দেহমান হইয়াছেন । কার্য্য-দক্ষ হিতচিন্তীসু সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সরকার মহাশয় ছাত্র সংগ্রহের নানা উপায় দেখিতেছেন । ইহার শিবচন্দ্র বাবুর সহ অতি প্রায় হৃদয় করিয়া বিন ।

৬। রাইপুরে একটি গবর্নমেন্টের দস্তাব্য চিকিৎসালয় আছে । মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই গবর্নমেন্ট চিকিৎসালয়টি স্থানান্তরে লইয়া গাইবেন । আমাদের সাধুনা অনু-রোধ রহিল, রাইপুরের রোগীর সংখ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যেন গবর্নমেন্ট এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়েন । চিকিৎসালয়টি স্থানান্তরিত হইলে দরিদ্র প্রজা-গণ চিকিৎসার অভাবে প্রাণে যারা বাইবে ।

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেহু ।

মহাশয় ! দিনাজপুর জেলাটি পুনর্ভাগ ও আজেরী এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী । এই দুই নদীই সাধারণ । বর্ষাকাল ভিন্ন এই নদীতে ইচ্ছামত লোকে নৌকা লইয়া যায় না । দিনাজপুরের ভিতরে বাগরি নামে একটি বহুকালের পট্টা বিল আছে । নদীতে অব-গাহন যোগ্য জল থাকে না এবং এই বিলের অতিশয় পুষ্টি গন্ধ বিবর্তিত হয় । এই দুই

কারণে দিনাজপুর এক অস্বাস্থ্যকর । জেলার অনতিদূরে আর চতুঃপার্শ্ব বেড়িয়া জঙ্গল আছে । এই জঙ্গলে ব্যাজাদি হিংস্র জন্তু সর্বস্থানে সর্বদা নিষ্কিঃ পরিত্রমণ করিয়া থাকে । এখানে রাজা ও রায় সাহেবই প্রধান লোক যথো পরিগণিত । এতদ্ভিন্ন আরও ইতর লোকের বাস । পুর্বে এখান-কার রাজা প্রভৃতি অতি কদম্ব ছিল । অতি অল্প দিবস হইল শ্রীযুক্ত এড্‌মন্ট মেকড আন্সিওন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এখানকার রাজার সংস্কার ও স্থানে স্থানে গুল নির্বাণ করিয়া নগরবাসীদিগের কতক সুবিধা ও স্বাস্থ্য সম্পাদন করিয়াছেন । এজন্য সক-লেই তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন । এজেলারী কলিকাতার অধিকতর দূরবর্তী বলিয়া অত্রতা হাকিমেরা যেচ্ছামত কাব্য করিয়া থাকেন । সময়ে সময়ে তাঁহার অত্যাচারেও পরাভূত হন না । পুলিশ কর্মচারীদিগের সকল গুণই আছে ।

এবার দিনাজপুরের অরতাগ হইতেছে না, ওলাউঠারও বিলক্ষণ অনুগ্রহ আছে । দিনাজপুর হইতে পজ্ঞানদীর তীরে গো-বা-গতি নামক স্থান পর্য্যন্ত গমনাগমনের একটি সুদীর্ঘ কাঁটা রাজ্য আছে । রাজা এমন কদম্ব যে সময়ে সময়ে পালিকেরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া জঙ্গল আশ্রয়ে গিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন । রাজা রূপে অসংস্কৃত যে ১০ হাতের মধ্যে ৪।৫ টী গর্ভ পাওয়া যায় । এই পথের স্থানে স্থানে নৌকা আছে । সমুদ্র গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । বর্ষাকালে পথিকের যে কিকট তাহা সহজেই অনুভব করিবেন ।

“পত্নীতন্য” । এখানে দিনাজ-পুর এলাকার অধীন একটি পুলিশ টেংগ আছে । এই টেংগের অন্তর্গত চাঁদগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, পাগলগঞ্জ, পাকিরামেরগঞ্জ, বালু রঘাট, এই কএকটি প্রধান গ্রাম । এই গ্রাম গুলি আজেরী নদী উত্তম্ব । এই কএকটানে চাউল খরিন হইয়া বর্ষাকালে কলিকাতার নীত হইয়া থাকে । বালুর ঘাটে একটি যুগ্মকি আশ্রিত আছে । এখানে কলি-তের মকদ্দমা প্রায়ই উপস্থিত নাই । খিঃ কর্ত্তা মকদ্দমাই হইয়া থাকে । দিনাজপুর

হইতে বালুরঘাট পর্য্যন্ত কোন বিশেষ পথ নাই । ধানের জমির উপর দিয়া লোক-ইচ্ছামত যাতায়াত করে । গরু গাভীর নিমিত্ত একটী সামান্য পথ আছে মাত্র । বর্ষাকালে তাহাও থাকে না, তখন লোকের যে কি কষ্ট হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না ।

“পত্নীতন্য” । এখানেও একটি পুলিশ টেংগ আছে । ইহার অন্তর্গত রাজা মেটরা, পাটীচোরা, কাকন, মহাশিব পুর, শিবগঞ্জ, এই কএকটি প্রধান গ্রাম । রাজামেটরা, কাকন, শিবগঞ্জ এই কএক স্থানে চাউলের গোলা আছে । এই চাউল বর্ষায় কলিকাতার বাইরা থাকে । দিনাজপুর জেলার সদৃশ চাউল অন্যস্থানে আছে না । রাজামেটরা, পাটীচোরা, কাকন এবং মহাশিবপুরে কএকটি প্রধান জমিদারের কাছারী আছে । উল্লিখিত কএক কাছারির মধ্যে কাকনের কাছারি সর্ব প্রধান । এ জেলাতে রাজ্য কাছাকে বলে নৌকে জানে না বলিলে অতুক্তি হয় না । ধানের জমির আইলে আইলে গভীরত হইয়া থাকে কিন্তু এই কাকনে আসিয়া পথের সোপান দেখিতে পাওয়া ভারি আনন্দ অনুভব করিলাম । অত্রতা লোকবিগকে ভাঙার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞানিলাম যে কাকন কাছারিতে একজন দক্ষিণ দেশীয় নাবাব আছেন । তিনি উৎকোচ গ্রহণ করেন না এবং জ্যাস্তারে অধীন আমলাদিগকে উৎকোচ দিতে দেন না । তাঁহার এই স্থানে আগমন পনাস্ত পুলিশের নৌরাহা কতক পরিমাণে কমিয়াছে । প্রজাবিগের উপর অন্যায় করিয়া কেহ পীড়ন করিতে পারে না । কাকনের এলাকার জঙ্গল কতন করিয়া হিংস্র জন্তুর অপেক্ষাকৃত উপভব কম-রাছে । এবং তথায় বহুস্ত্রে প্রজাপতন বরা-রাছেন । লোকের সুবিধার জন্য রাজকোষ হইতে এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐদের মধ্যে রাজ্য ও ভ্রাত করিয়া বিতরণ করেন । এই নাবাবীর আগমন অবধি প্রজারা অত্যন্ত সুখী হইরাছে । জমিদারেরা যদি এইরূপ সজ্ঞান ব্যক্তি-দিগের সঙ্গে রাজকাছারি ভার অ-করেন । তাহা হইলে জমিদারদিগের

লাভ হয় অথচ প্রজাপুঞ্জও যথেষ্ট থাকে।
হুংসের বিষয় এই যে এখানকার প্রজাতি
হুংসিত অন্তঃকরণে প্রকাশ করিল যে
তাঁহাদিগের জীবদায়ের তত্ত্বাবধানের
জটিলে এখানকার নায়েবতী আপন ইচ্ছার
কর্ম পরিচালনা করিয়া যাইতেছেন।

এদেশে এক কালে দৃষ্টি বদ্ধ হইয়াছে।
দিবা ৮ ঘণ্টার পরে ঘরের বাহির হইবার
যো নাই। পর্য্যমিটার (তাণযন্ত্র) দেখিতে
পারিলে বলিতে পারিতাম যে একশত ডিগ্রি
ছাড়িয়া পারা কতদূর উঠিয়াছে। হুংসের
এখর তেজে আমরা অনুমান করিতেছি
যুক্তি দ্বাদশ হুংস উঠিয়া জগৎ সংস্কার
করে। এখন পৃথিবী জন্মের যে কি কষ্ট
তাঁহা আমি নিজেই অনুভব করি-
তেছি। আমি যে পথের পথিক, তাঁহাতে
আমি এক হুংসে বাস করিতে পাই না,
জন্ম ভিন্ন জন্মের উপায় নাই। এখন রাজি
ভিন্ন গমনাগমন করা যায় না। কিন্তু হুংস
তাঁহা দেশে তাঁহাও ঘটিবার উপায় নাই।
রাজিতে দুই একজন হুংসে হইলে বাঘের
মুখে পড়িতে হয়। অন্যরাই নিবন্ধন
হাঁহাকার রথ উঠিয়াছে, তৎসঙ্গে চৌয্যের
অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানে স্থানে ডাকা
ইতিরও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

১১ ও ১২ নং }
১২৮০ } কস্যা'চৎ জন্ম করিণঃ।

মহাশয়! ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার
টেবনের অধীন কালীয়াটিকের গ্রামে একটি
বন্ধর আছে। তাহার কতকগুলি মহাজন
আছেন। তাঁহাদের চিঠি পত্র ডাকযোগে
পাঠান অতি কষ্টকর হয়। সাভার হইতে
কালিয়াটিকের গ্রাম দুই প্রহরের দূরত্ব।
তথায় একটি ডাকঘর আছে। ইহা
ভিন্ন উক্ত প্রদেশে ডাকঘর নাই, একটি
কাড়িও নাই। পূর্বে একটি কাড়ি ছিল, কি
অভিপ্রায়ে গবর্নমেন্ট উঠাইয়া দিয়াছেন
তাঁহা আমরা বলিতে পারি না। এক্ষণে হুং-
সরা সাভার ডাকঘর হইতে যে সকল পত্র
উক্ত প্রদেশে লইয়া যায় তাঁহা ২।০
সুতাৎ অত্যন্ত না হইলে পাওয়া যায় না।

হুংসরাহিককে দুই এক আনা প্রণামী
হিতেও হয়। কি করি অগত্যা পরমা দি।
অতএব আমরা গবর্নমেন্টের নিকটে সাহসের
প্রার্থনা করিতেছি শীত শীত উক্ত প্রদেশে
একটা ডাকঘর ও একটি কাড়ি করুন।
ইহাতে গবর্নমেন্টের আর বিনা ব্যয় নাই।
আমাদের কাঁবেল সাহেব সকল দিকে দৃষ্টি
পাত করিয়াছেন, উক্ত প্রদেশে একবার দৃষ্টি
পাত করুন।

১২৮০

একান্তবশব্রতসা।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৩ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্বকর্মতি জল	ফুট	ইঞ্চ
যে'হানার		৩	৯
তথা হইতে জরিপূর			
৭১ মাইলের মধ্যে		৩	৬
জরিপূর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে		৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে		৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৩ ই জুন বহরমপুর গজ
ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
বহরমপুর	৩	১৪
১১ ই জুন } ১৮৭২ } ক্রীষ্টক লি. ই. উইল একডি কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া লোকাল রিবার ডিভিজন		

মুলা প্রাপ্তি।

আমরা ক্রতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সোমপ্রকাশের মুলা প্রেরণ করিয়াছেন।

ক্রীষ্টক বাণু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	মজঃকরপুর	৫১০
" " নবকুমার শর্মা আমীন	মাণিকগঞ্জ	১০
" " যজ্ঞেন্দ্র দত্ত—শিলচর		১০
" " গোষ্ঠবিহারি পাল	জগৎনন্দপুর	৫১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা, যদ্ব্যপেক্ষে সাহস লম্বক
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫১০ টাকা হইয়
নাসের হুংসে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। মোট, হুংস, বরাত চিঠি, যদি অর্ডর,
ইহার অন্যতর যাহাতে বাঁহার হুংসা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাঁহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাকরে
লিখিয়া ক্রীষ্টক দারকানামা বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া প্রেরণ।

বাঁহাদিগের সূতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-
দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
হইবে।

লোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
নীত্র পাইব।

বাঁহারা সাহস না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পাত্তি ১০ হুই আনা তাহার পর ১০
মেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সর্বত অত্যন্ত যত্নবশত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার বকিণপুর্
সোণাপুর টেবনের বকিণ চাকড়িপোড়ার
ক্রীষ্টক দারকানামা বিদ্যাভূষণের বাটতে
প্রতি সোমবার আত্মকালে প্রকাশিত হইবে।

রেজিষ্টার করা।

৩৮ নং ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৩৩ সংখ্যা।

“প্রযত্নতাং প্রকৃতিদ্বিতায় পার্থিবঃ নরমন্মতী স্মৃতিমম্বনী ন হীযনা।”

গ্রন্থকর্ম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
গ্রন্থকর্ম বাৎসরিক ৫০ টাকা

সম ১২৮০। ১৭ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৩০ এ জুন।

মকমলে মাহুল নমেন্ট গ্রন্থকর্ম
বার্ষিক ১০০ মূল্য টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০০ টাকা।

বিভাগ।

সোমপ্রকাশের কার্য সম্পাদক
কৃত বিভাগ।

গ্রন্থকর্ম সোমপ্রকাশের বার্ষিক মূল্য
১০ মূল্য টাকার নোট পাঠাইয়া থাকেন।
সময়ে সময়ে এই ১০ টাকার নোট দুই
খণ্ড করা আনানিগের হস্তগত হয়।
এ পর্যন্ত যত নোট আসিয়াছে, তাঁহার
এক খানিরও নম্বরের বিস্তারিত হয়
নাই। সেই বিধানে সকল সময়ে নম্বর
মিলাইয়া গিয়াছে হয় না। সত্যতঃ এক-
দিন একজন দুই খণ্ড নোট অন্য অন্য নোটের
সঙ্গে আনানিগের হস্তে পতিত হইল।
আমরা পূর্ণ বিশ্বাস প্রযুক্ত তৎকালে নম্বর
মিলাইয়া লইলাম না। যাহাকে এই নোট
দেওয়া হয়, তিনি ভাঙাখণ্ডে গিয়া দেখি-
লেন, নম্বরের সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু কে
পাঠাইয়াছেন, আনানিগের ভাঙা খণ্ড নাই।
যাহার কেবল টাকা জনা করা হয়, ১০
টাকার নোট বলিয়া তাহার নম্বর রাখা হয়
না। এই কারণে আমরা কিছু স্থির করিতে
পারিতেছি না। আনানিগের ১০ টাকা বন্ধ
হইয়া আছে, কিন্তু যিনি এই নোট পাঠাইয়া
ছেন, তাঁহার ১০ টাকা বন্ধ হইয়াছে অত
এব সাধারণতঃ জানান দাইতেছে, যিনি এই
নোট পাঠাইয়াছেন, তিনি নোটের বদল
আলিয়া লন। অন্য অন্য গ্রন্থকর্মকেও
জানান দাইতেছে, যখন যিনি নোট পাঠা-
ইবেন, ভাল করিয়া নম্বর মিলাইয়া পাঠা-
ইয়া দেয়। এই দুই খণ্ড ১০ টাকা নোটের
নম্বর এই—

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ১৩ কর্ণও
মালিস ট্রাট হইতে উঠিয়া, বেচুচাটুর্বার
ট্রাট ৩০ নং বাড়িতে আসিয়াছে।

১ মা আষাঢ়
১২৮০। খ্রিষ্টীয়চরণ চট্টোপাধ্যায়
—১০১—
বিশ্বদর্পণ।

আমি, খ্রিষ্টীয় বাবু শশিভূষণ চট্টো-
পাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তারা
কুমার কবিরত্ন এই চারিজন এক একটী
নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করার লইয়া বিশ্বদ-
র্পণ চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে
অনেক গ্রন্থকের অর্থহীন বিষয়ে অনবধা
নতা ও আনানিগের মধ্যে কাহার কাহার
অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের
বিশ্বদর্পণ অগ্রহারণ মাসে প্রকাশিত হইয়া
এ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। অনিলম
অন্যাপি কোল কোন ব্যক্তি বিশ্বদর্পণের
গ্রন্থকর্ম বার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতঃপ
নিবেদন গ্রন্থকর্ম যত দিন বিশ্বদর্পণ না
পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ খ্রীঃমোহনমাল
২২ এ জুন। বিদ্যাবাগীশ।

—১০২—

কলিকাতা স্থান বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ের
অধ্যক্ষ এবং অধিকারী খ্রিষ্টীয় বাবু কৃষ্ণগো-
পাল ভক্ত মহাশয়কে জনাইতেছি যে বসন্ত-
কুমারী যথাক্রমে কিছু পাওনা নাই, অথচ
পুস্তক নিবেদন না। কাগজেও মূল্য এবং
ছাপার খরচ নমেন্ট দাইয়াও নোট ১১

টাকা পাওনা। কাগী পাঠান সময় দশ
ভাষার পর গ্রন্থ, ভুবনবাবুর মাংসিন,
খোদ পঞ্চাশ এবং পরে দশ টাকা দেওয়া
হইয়াছে। বসন্তকুমারী বাবা বিক্রম হই-
য়াছে তাহাও আবার পাওনা। বসন্তকুমারীর
যেনা বাদে অবশিষ্ট কএক টাকা দাখিল
জালা বাবত উল্ল পড়িবে। যন্ত্রাধ্যক্ষ এক
সপ্তাহ মধ্যে যদি সমস্ত বসন্তকুমারী
গোলাম রহমান মেন গার্ড নিকট না দেন
তবে নম্বর শত বসন্তকুমারীর মূল্যের দায়ী
তিনি এবং তাঁহার স্থান বাঙ্গালা যন্ত্র
হইবে।

১২৮০ সাল খ্রীঃমোহনমাল
২৮ এ জুন। নাতিনী পাড়া।

পূর্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে
পর্যন্ত অন্য কোন বিভাগ না দেওয়া যায়
সে পর্যন্ত গাইট বাঁধা নয় একজন পাটের
ভাড়ার যে বিবেচ্য নিয়ম ছিল, তাহা রহিত
হইবে এবং ইহার ভাড়া দ্বিতীয় জোীর
নিয়মাক্রমে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্ধ
পাউ হিসাবে দিতে হইবে।

নিয়মিত টারমিনস } ফ্র্যাংকলিন প্রিন্টেড
২০ ই জুন ১৮৭৩ } এজেন্ট

—১০৩—

সেতার শিলা।

এ মনোমোহক শিলা বিদ্যায়ক গ্রন্থ
বাবু কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য
৪ টাকা ডাকমাছল ও আনা। কলিকাতা
এক্সপ্রেস ইন্ডিয়ান কোল যন্ত্রালয়ে প্রাপ্য

বিক্রয় পুস্তক, নাগরাকরে মুদ্রিত।
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকা-
ধ্যক্ষ জীৰ্ণগোহন তর্কালঙ্কারের নিকট
মূল্য পাঠ্য-টান প্রাপ্ত ৩৩। বাইবে।
সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।
জীৰ্ণগোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৮০
ঐ মধ্যম কাগজ ৭০
সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।
জীৰ্ণগোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।
দ্বিতীয় সংস্করণ ১০
কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।
উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত ১১০
মৎস্যপুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)
জীৰ্ণগোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড ১০
বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)।
জীৰ্ণগোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২
অশ্বমেধী (বৈশেষিক দর্শন) ১১০
উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী
অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে ৯ পর্ধ্যস্ত
আছে। ৪ পেজি ১৩৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা
মূল্য ৫ টাকা।
বাঙ্গালী অক্ষরে মুদ্রিত।
বিষ্ণুপুরাণ। ১২ খণ্ড।
জগদ্বোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২৪
২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।)
কলিকপুত্র পূর্ণাঙ্গ। ২ খণ্ড
জগদ্বোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালী অনুবাদ সমেত। ১১
ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড
জগদ্বোহন তর্কালঙ্কার কৃত
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৪
—০—
পূর্ণবাসলী রেলওয়ে।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান বাই-
তেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ তা
তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র-
সূচ্য হইতে পূর্ণ বাঙ্গালী রেলওয়ে
স্টেশন টীকাহিগের চিতপুরস্থ গলার

তীরবর্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য
এবং গাঁটরি সকল গ্রহণ করিবার জন্য
এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।
এডেক্টেড অফিস ফাঙ্কলিন প্রেটেল
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এডেক্টে।
—০—
নরশো ভপেয়া।
একখানি নুতন রকমের নাটক। কলিকাতা
অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
মূল্য এক টাকা।
শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।
—০—
বঙ্গভাষার।
ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ
রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক নির্ণয় ভিত্তি।
ডাক্তারমহোদয় মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাহুল ১০ আনা। উহার বাজ্যাই অতি
শোভা এবং সুন্দর। চুচুড়ার এডেক্টার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিম্মত-
হোলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।
তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।
১। গৃহমাজেরই জাতব্য দার্জনা-শিলা
দুই ভাগ একত্র বাজ্যাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল
১০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি
বীকে কি কি নিয়মে রানিতে হয়, আগের
সময় কি কি করিলে পলাতক বটে গায় না,
নিরাপন্ন গঙ্গম করিলে পলাতক, যার শিঙ
জুনিং ভাঙা আদর্শ ৩০ ২২২২ পর্যন্ত
হাওয়ায় নিরপে প্রতিলিপ্য করিতে ৩৮
একটন। এবং শিশুদিগে: পাড়ার পূর্ণ
লক্ষণ ও তাহারিগের কয়েকটি গুরুতঃ
পাঁড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধ
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব
নিবারণোপায়, দ্রুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি

অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতব্য বিধর এই
পুস্তকে কথোপকথনমুখে অতি সরল চলিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল।
২। কলার অর্থাৎ বিলুপ্তি রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগী
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।
৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্নাল অর্থাৎ
চিকিৎসা বর্ণন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাহুল সমেত ৬ টাকা।
৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ) মূল্য ৭০
৫। উদ্ভিদ বিচার (বটানি) ১০০
৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১০০
প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক আনা।
উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।
বদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।
নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুধুমাত্র বিক্রয়
প্রস্তুত আছে।
য়েজ করা প্রস্তর নির্মিত নন্দানার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও
বেণ্ড ইত্যাদি।
ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
যেকিরাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ
টাইল ইট।
ফ্যারার ব্রিক।
ফ্যারার স্টে।
বাটী: মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত য়েজ করা
পাইপ, টাইল এবং ফ্যারার ব্রিক প্রভৃতি
নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন-
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।
কলিকাতা
৭৩২ হেভিওস স্ট্রীট।
বরণ এণ্ড কোং।

ইটের প্রয়োজন ।

প্রায় ২০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর পাকা ইট গবর্নমেন্ট হাউসের প্রায় বেড় ফ্রোশ দুরে গঙ্গার ধারে নিতে হইবে। ইটের মূল্য সমুদায় এবং যে তারিখে ইট নিতে আরম্ভ এবং যে তারিখে দেওয়া শেষ হইবে উক্ত নিয়মিত কোম্পানির নিকট পাঠাইতে হইবে।

সং ৭ রেট্রিশ প্রীট } বরন এণ্ড কোম্পানি।
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার ।

আমাদে নামের এক শক্তি অতীত হইল, আশি ও বিজ্ঞান নাই, আকাশে মো নাই, যদি কল্যাণই মেঘ হয়, ক্ষণ পরে উড়িয়া যায়। একগুপ দাজন গ্রীষ্ম আমায় পুষ্পে কখন অমৃত্যু করি নাই। শরীর বন্য ও অস্বাস্থ্যপূর্ণ, চিত্ত চিন্তায় ও কর লেখনী এখন কোনক্রমে অগ্রসর হইতে চায় না। কবি কাব্যের আশ্রিত অমঙ্গল। গাউ ও আস্ত দান্য গভূতি শুক হইয়া গেল। টেম্পলক ধানোরও মঙ্গল নাই। কলিকাতা যে বীজ বগন করিয়াছিল, তাহার সমুদায় অক্ষুরিত হয় নাই। যাহা অক্ষুরিত হইয়াছিল, তাহার শুকাইয়া যাইতেছে। গত বৎসর জামরুণ চাল হয় নাই, তাহাতেই অনেক চালা নিরুন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এবারও যে ভাল চাল হইবে, তাহার আশা নাই। ১২৭৪ অক্টোবর উড়বার অভিনয় বুঝি বঙ্গদেশে হইয়া উঠে। রাজপুরুষদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকি উচিত নয়।

—০০০—

রথব্রজা বিবরে লাড নর্থক্রকের
অভিপ্রায় ।

লেন্টনট গবর্নর কায়েল সাহেব রথ যাত্রা লইয়া যে সুমূল কাণ্ড করিয়া বর্ণিতাছিলেন, আমাদিগের মহামুদব লাড নর্থক্রক তাহার অতি সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন। লেন্টনট গবর্নরের

আপত্তি রথে প্রাপিততা কর। তদ্বিচার-
ণের সহজ উপায় শাস্তি রক্ষকদিগের
যত্ন। লাড নর্থক্রক গোট সহজ উপায়
অবলম্বনেই উপদেশ দিয়াছেন। প্রদে-
শীয় মাজিস্ট্রেটেরা যথেষ্ট দিবসে কোন
রূপে আশ্রিত্য না হয়, কেহ বলপূর্বক
কাহাকে বধ টানাইতে চেষ্টা না যায়,
তাহার বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান করেন,
ইহা লাড নর্থক্রকের অভিপ্রায়। ধর্ম্য
কায়েল চতুর্ক্ষেপ করা হয়, ইহা কোন
রূপে তাঁহার অভিমত নহে। তিনি
বারবার কৌশলক্রমে এই অভিপ্রায়টি
প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাব
দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদিগের
লেন্টনট গবর্নরের প্রিয় শাসনকর্ত্তা-
রিতা অত্যধিক উৎসুকোদয়বর্তী হইয়া
অনিষ্ট নিবারণের অপদেশে পাছে
ধর্ম্যকায়েল চতুর্ক্ষেপ করিয়া বলেন, এই
শাস্তি লাড নর্থক্রকের জ্বয়ে লেখন
কালে বিলম্ব আশঙ্ক ছিল।

কায়েল সাহেবের ভিলক তাল করিয়া
জুলা একটা বোগ। তিনি এত সামান্য
বিবর লইয়া যেকোন আভাস করিয়াছি-
লেন, তাহার রপযাত্রার স্বরূপ অবগত
নয়, তাহাদিগের মনে একটা সংস্কার
হওয়া অসম্ভাবিত নয় যে, কিস্তিদিগের রথে
মরতত্তা করিবার চরিত্ত বিধি আছে,
কায়েল সাহেব তাহার নিবারণ চেষ্টা
পাটয়া লাড বেষ্টিকের অসিততা
বোধে নিবারণের ন্যায় ভারতবর্ষের
মহোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।
কিন্তু সুকুমারী লাড নর্থক্রক উহার স্বরূপ
অবগত হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে
কহিয়াছেন, রথে মরতত্তার সমুদায় হতা
হয় না, দৈবাৎ হয়। দৈবাৎ যে কাজ
হয়, শাস্তি রক্ষকেরা কিঞ্চিৎ সাবধান
হইলেই অন্যায়ের তদ্বিধারণ হইতে
পারে। কায়েল সাহেব যদি ধীর হইয়া
কাজ করিতেন, তাহাকে এই সামান্য

বিবরের নিমিত্ত লাড নর্থক্রকের কাজ
পর্যন্ত বাইতে হইত না। গবর্নর জেনরল
যে ব্যবস্থা করিলেন তিনি স্বয়ংই
তালা করিতে পারিতেন। তিনি এইরূপ
সামান্য বিবর লইয়া বঙ্গদেশীয় ও ভার-
তবর্ষীয় উভয় গবর্নমেন্টের সমস্ত কৃথা
মষ্ট করিয়া লজ্জা ও অপমান বোধ না
করুন, কিন্তু আমাদিগের মন এতদ্বয় হয়
না।

—০০১—

ভারতবর্ষের কলিকাতা বাসর
একজন বহুতাল উচিত ।

মর্কটন প্রামুদ্যন্ত সম্পন্ন যথেষ্ট-
চারী রাজগণ শাস্তি সুক্তি আইনকিছুই
বাধ্য নয়। তাহাদিগের ইচ্ছানুসারেই
সমুদায় কাজ হইয়া থাকে। সকলের
ইচ্ছা সমান নয়। যাহার যেমন ইচ্ছা,
শাসন প্রণালী তেমনি হয়। পরামুদাতা
উদারচেতা ভূপতির প্রবর্তিত শাসন
প্রণালী প্রচারে যেরূপ প্রোৎসাহিত হইয়া
স্বার্থপর নিন্দ্য রাজার দেরশন হয় না।
চলিতে লাগাউর ষ্টার্ক টিউডর ফুয়ার্ট
রাজগণ রাজস্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু
জুজেন রাজার শাসনপ্রণালী আর এক
রূপ দুটো হইয়াছে। অগভর নীতির অবধি
রোনে যত মজাট হইয়া গিয়াছেন, তাহা
দিগের সকলেরই শাসনপ্রণালী বিভিন্ন
প্রকারে সুগমমান রাজগণের ত কথাই
নাই। ইউরোপীয় কোম্পানির অধিকার
অবধি ভারতবর্ষে যে সকল শাসনকর্ত্তা
হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের উপরে
কথা ছিলেন বটে, কিন্তু তাহারাও মর্ক-
শক্তি সম্পন্ন রাজগণের ন্যায় যথেষ্ট-
ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন।
সুতরাং ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীও
বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারত-
বাদিগের এ অবস্থা সুখের নয়। যদি
শাসনকর্ত্তা সৎ হইলেন, ইহার তথ্য
হইলেন, আ যদি শাসনকর্ত্তা

হইলেন ইহাদিগের কতের পরিশীমা
রহিয়া না। পাঠকগণ যেটিঃ স বেণীভ
ভেল হাউস ও মেয়ের শাসন প্রণালীর
বিষয় যদি প্রচলিত ক্রিয়াকাল চিন্তা
করেন, চিত্রিতা লক্ষিত হইবে সন্দেহ
নাই। অতএব ভারতবর্ষে একতী নির্দিষ্ট
শাসন প্রণালী হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট
শাসন প্রণালী করিতে গেলে নিম্নলিখিত
উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এখানে
লাফাৎসম্বন্ধে মহাসভা পালিগামেন্টের
কর্তৃত্ব হওয়া আবশ্যিক। মহাসভা যে
টেট মেম্বেরিয়ারি ও গবর্নর জেনরল
আছেন, এ দুই পক্ষ রহিত করা কর্তব্য।
মাস্ত্রাজ ও বোম্বাইয়ের মাত্র বঙ্গদেশে
ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এক একজন
গবর্নর হউন। ইহাদিগের বিস্তারিত
অধিকার হউক। সেপ্টেম্বর গবর্নর পদের
প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে যখন নতুন
কিছু করিতে হইবে, মহাসভার তর্ক
বিতর্ক হইয়া যাহা স্থির হইবে, তাহাই
কর্তব্য বলিয়া আধারিত হইবে। মহা-
সভার একজন সভ্যের উপরে ভারতব-
র্ষের বিষয় প্রসঙ্গ করিবার তার থাকিবে।
এদেশের প্রতি ব্যাটার আন্তরিক স্নেহ
আছে, এদেশের চিত্ত হইলে যাহার
আজ্ঞা দিচ্ছে, তাদৃশ সভ্যের উপরেই
ভার সমর্পণ বিষয়। যিনি ভারতবর্ষে
গবর্নর পদ হইয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়া
যাইবেন, ইহাদিগের মধ্যে উচ্চাঙ্কিত
মহাসভার সভ্য করিয়া উহার উপরে
ভারতবর্ষ বিষয় প্রসঙ্গ করিবার ভার
দেওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে উহার
গুণের যথোচিত পুঙ্খানুপুঙ্খ উৎসাহ
হুজি হইবে, তিনি অশ্বরের সন্তিত এদে-
শের হিত চেষ্টা করিবেন, এদেশী
রোয়া ও উচ্চাঙ্কিত আত্ম প্রতিনিধি জ্ঞান
প্রিয়া নির্ভুক্তি লাভ করিবেন।

মহাসভার শাসনপ্রণালীই যদি ভারতব-
র্ষ শাসন প্রণালী হয়, ভারতবর্ষ কল্যাণ

পরম্পরা ভোগে চিরস্থায়ী হইবে সন্দেহ
নাই। আমরা ইউরোপ দেশের অন্য অন্য
শাসন প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিয়া
হেবিলাম, এমন উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহার গুণে ইংরাজ
জাতি সর্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।
প্রজার উন্নতি ও অগতির মঙ্গলই ইহার
এক মাত্র লক্ষ্যভূত। ইহার স্পর্শে পরা-
ধীনতা যোদ্ধা শিথিল হইয়া যায়। মহা-
সভার শাসন প্রণালী এদেশে প্রবর্তিত
হইলে এদেশের ইমানীত্বন পরাধীনতা
ক্রেম যে অনেক অংশে লুপ্ত হইবে
তদ্বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। যে যে
স্থানে এই শাসন প্রণালীর বাতাস লাগি-
য়াছে, সেই সেই স্থানে স্বাধীনতা বিরাজ-
মান হইয়াছে।

—*—

লাড মেয় ও লর্ড মর্ফ্রের
সংবাদ।

কবিগণ বর্ণন করেন, চন্দ্র সকলের
প্রিয়, কেবল পদ্মের নয়। লর্ড মর্ফ-
্রের রাজনীতি সকলের ভাল লাগি-
য়াছে কেবল পাল মাল গেজেটের
ভাল লাগে নাই। সম্পাদক বর্তমান
গবর্নর জেনরলের অবলম্বিত নীতির দোষ
কীর্তন করিয়া লর্ড মেয়ের তুর্গী
প্রশংসা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইং-
রাজ অবজ্ঞার লর্ড মর্ফ্রের পক্ষ
অবলম্বন করিয়া লর্ড মেয়ের নিন্দা করি-
য়াছেন। যখন উভয়ের গুণদোষ পরীক্ষা
প্রসঙ্গ চলিয়াছে তখন যদি আমরা
কিছু বলি বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।
একের নিন্দা অণবের প্রশংসা করি
আমাদিগের এক্ষণ ইচ্ছা নয়। যিনি
বেত্রেণে কাজ করিয়াছেন, আমরা তাহার
বরণ বর্ণন করি, পাঠকগণ যদি ইচ্ছা
করেন, উভয়ের রাজনীতির গুণ দোষ
বিচার করিয়া লউন।

বিপদ কালে মানুষের গুণ বেবে

পরীক্ষার নিকট বরণ। কতের সময়ে
মৌকার কর্তৃক রিয়া মৌকা ইচ্ছা করিতে
পারিলেই মাকি ভাল কি না তাহার
পরীক্ষা হয়। এম, টিগন কেমর রাজনী-
তিজ, ক্রাজের বিশদ বশ্য তাহার পরি-
চয় হিচ্চাছে। লর্ড কামিঙ পরিপক্ক
রাজনীতিজ ছিলেন কি না ১৮৫৭
অবদর বিদ্রোহ ঘটনা হইলে আমরা
তাহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিতাম
না। লর্ড মেয় বিপদের সময়ে ভারত
বর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।
আনন্ডারিকেরা ধীর ললিত নারকের বে
লক্ষণ (নিশ্চিন্তা হুজুর শিষ্টাঙ্গাণে
ধীরললিতঃ মাৎ নিশ্চিন্তা হুজুরভা
সর্বদা ক্রীড়াগর ধীরললিত) নির্ধিরা-
ভেন, তিনি সম্পূর্ণ ভল্লকণাকায়।
তিনি অরং কোন বিষয়ের চিন্তা
করিতেন না, কেবল শৈল ও
সুগম্য বিহার করিয়া বেড়াইতেন।
মস্ত্রিগা সমুদায় কাছা করিতেন। কিছু
মুহুর করিতে হইলে মস্ত্রিগাই করিতেন,
তিনি সম্মতি দান করিতেন এই মাত্র।
তিনি প্রজার সন্তিত সমস্ত লুপ্তভাগী
ছিলেন না। মস্ত্রিগা কামিঙেন, মুন
কর না করিলে রাজ্য চলে না, তিনি
অজ্ঞান বধনে মত দিলেন। তাহার মুহুর
করের পক্ষা উদ্ভাবন করিলেন, তিনি
অসম্মুচিত চিত্তে তাহাতে অনুমোদন
করিলেন। প্রজার উচ্চাঙ্কিত সমস্ত
অথবা অসম্মুচিত হইবে, কেহই
নে চিন্তা করিলেন না। প্রজার অস-
ম্মুত্ব একাশ করিলেও উচ্চাঙ্কিত প্রাণ
করিতেন না। মস্ত্রিগা কার্যের দোষগু-
ণের দায়ী ছিলেন না, যিনি দায়ী তিনি
নিশ্চিন্ত হুজুরবিচারী। এই কারণেই
উচ্চাঙ্কিত অধিকার কালে প্রজার বিরাগ-
কর না। প্রকার মৃত্যু কর জ্ঞান প্রাপ্ত
হইয়াছিল। লর্ড মেয় প্রজার অনুগ-
ও বিরাগ উভয়কেই জ্ঞান জ্ঞান করিতেন।

কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল কি পারিতোষিক বিতরণ স্থল, কেহ কি তাঁহাকে কখন কোন স্থানে লাভ নর্থক্রকের ন্যায় মনোহর বক্তৃতা দ্বারা সকলের হৃদয় হরণ করিতে দেখিয়াছেন?

শকাব্দে লাভ নর্থক্রক না দেখিয়া শুনিয়া কোন কাজ করেন না। ইহার অনেক পরামর্শ প্রদান করা আছে বটে; কিন্তু আপনাতঃ উপরেই নির্ভর। ইহার প্রচার সুখে সুখ ও দুঃখ দুঃখ দুঃখ বোধ আছে। অনাবশ্যক কর করিয়া প্রজাকে অশান্তি ক্রেশন দিবার ইচ্ছা নাই। লাভ কানিংহামের ন্যায় তিনিও সমস্ত সময়ে আলিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আলিয়া সড়কে বিজ্ঞান ঘটনা দেখেন নাই বটে; কিন্তু লাভের যেরূপ রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইনি সময়ে উপস্থিত না হইলে বিজ্ঞান ঘটনার বিলম্বন সম্ভাবনা হইত। উদাহরণ। অতঃপর ল্পটী বোম্ব হইতেছে, তাঁহারা লাভ নর্থক্রকের বাগ্মনিত্ব প্রতি বোঝাচরণ করেন, তাঁহারা এ সকল বিবরণ চিন্তা করেন নাই।

—১০২—

ইদমমধ্যে এদেশীয়দিগের
প্রবেশ লাভ।

বাস্তবিক হউক আর কল্পিত হউক কতকগুলি উত্তরোপদেশীয় এই প্রকার সংস্কার আছে, এদেশীয়েরা আজও গুরুতর কার্যের হুঁকুমতঃ বহনক্ষম হন নাই, ইহাদিগের শরীর তাদৃশ পটু বল ও ক্রেশনবাহ্য নহে, সকল দেশের সকল প্রকার জল বায়ু ইহাদিগের সম্মত হয় না এবং যে কার্যে আপনাবিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, ইহাদিগের রাজভক্তিও দুঃস্বপ্ন পরীকাসহ নহে। আমাদিগের রাজপুত্রবংশের অনেকের মন এই দুঃস্বপ্ন পরীকাসহ নহে। আমাদিগের রাজপুত্রবংশের অনেকের মন এই দুঃস্বপ্ন পরীকাসহ নহে। আমাদিগের রাজপুত্রবংশের অনেকের মন এই দুঃস্বপ্ন পরীকাসহ নহে।

জাত নয়। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের বাহ্যিক মূরুপ উদ্ভূতি লাভের মহান অন্তরায় গণ্য হইবে। এই সংস্কারের প্রাচুর্য্যাব নিবন্ধন আমাদিগের গবর্ণমেন্ট আজও এদেশীয়দিগকে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর গবর্ণর কমিশনার প্রভৃতি উচ্চতর পদের পুরস্কার করিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে এদেশের ভিত্তি লোকেলা নির্মল্য সহকারে বারবার প্রার্থনা করিয়াও সৈন্য মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।

আমরা অজ্ঞানিত হইলাম, সম্রাট টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে এই আদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা এদেশীয়দিগকে সমানলে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। তাঁহাদিগের বরং কৃতি বংশের মূরুপ, সামাজিক অবস্থা উত্তম ও লেখা পড়া জ্ঞান আছে, তাঁহারা ইহা মনে প্রবেশ করিবেন। তাঁহাদিগের শরীর যে পটু ও কর্মক্ষম, চিকিৎসক দ্বারা তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। আর, যদি তাঁহারা অস্বাস্থ্যেই সৈন্য মলে প্রবেশের অভিলানী হন, ভাল রূপ যোড়া চড়িতে জানা চাই।

এদেশীয় যুবকেরা সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিবার যে খ্যাতিলাভে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই। আমরা ইহাদিগের ক্ষমতা ও সর্ক বিনয় প্রাণিনী বুজিরাঁজর বহুদা পরিচয় পাইয়াছি। গবর্ণমেন্ট বারবার পরিচয় পাইয়াও যে এতদিন অজ্ঞ ও বধিরবৎ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক, এক্ষণে গবর্ণমেন্টের নিকটে আমাদিগের অনির্কল্য অনুরোধ এই, ত্রুত পালনের ন্যায় আমাদিগের কেবল টেটসেক্রেটারি আদেশ পালনে তৎপর না হইয়া, গবর্ণমেন্টের আদেশ প্রাপ্ত ও সৈনিক পদে প্রশিক্ষণ লাভ হন, গবর্ণমেন্টে যে সে বিষয়ে সচিব

শেব দৃষ্টি থাকে। এদেশীয়েরা সৈনিক কার্যে প্রশিক্ষিত হইলে কেবল এদেশের নয়, গবর্ণমেন্টেরও বিলম্বন উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। যে কার্যে হউক প্রশিক্ষণ ও অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার উদ্ভূতি হয় না। এদেশীয়দিগের ক্রমে সাহস ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়া হুঁম মূর হইবে। গবর্ণমেন্টের প্রথম লাভ এই প্রকার সর্বাঙ্গীন উদ্ভূতি সাধনরূপ প্রধান কর্তব্যটি সাধিত হইবে। দ্বিতীয়, এদেশীয়েরা এদেশীয় সেনাগণের অধিনায়ক হইলে বিজ্ঞান শক্তি উদ্ভূত হইবে। ১৮৫৭ অব্দের বিজ্ঞানকালে অনেক দুই লোকে টোটা কাটা একটা হল দিয়া অনেক নির্কোষ ধর্ম্মাঙ্গ সিপাহির বিজ্ঞান প্রভৃতি উদ্ভূত করিয়া দেয়। কিন্তু যদি এদেশীয়েরা সেনানীপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, হুঁকুমতঃ হইতে পারিত না। তাঁহারা গবর্ণমেন্ট ও সিপাহী উভয়েই উভয়ের মনোগত ভাব বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত করিতে পারিতেন গণ্য হইবে। এদেশের লোকে এদেশের লোকের মনের ভাব যেরূপ বুঝিতে পারেন, ইউরোপীয়ের মনোগত বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। সিপাহীরা নির্কোষ ও মুখ। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় বোধ ধারাল নয়, পরিণাম মর্শনও শাশ্বত নয়। একটা মতঃ স্বার্থ হানির ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া তুলি তাদৃশ হুঁকুম হয় না। কিন্তু কৃত-বিদ্যাদিগের নিকটে ঐরূপে কৃতার্থতা লাভ সম্ভব নয়। তাঁহাদিগের কার্য কার-ণবিবেক ও পরিণাম মর্শনশক্তি আছে। তাহাদিগকে জলাইয়া ইচ্ছা সাধন করা বড় কঠিন। তাহাদের বক্তব্য এই, যাহা হউক, যাহা পড়া শিখা-নে, তাহা তাহাদিগকে মনে বিন-না করিবে। তাহাদের ভাব লোক-মণ্ডল নির্ভর। তাহাদের ভাব লোক-মণ্ডল নির্ভর। তাহাদের ভাব লোক-মণ্ডল নির্ভর।

লীত করেন। অর্জশিক্ষিতকে মনোনীত করিয়া কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাহা করিলে এদেশীয়দিগের মনোরঞ্জন নীতিত গবর্ণমেন্টেরও উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে।

—৩০—

একটি লাভের প্রস্তাব।

আমাদিগের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কায়েল সাহেবের এদেশের কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে সর্বিশেষ যত্ন আছে। কিন্তু তিনি সকল পথ দেখিতে পাইতেছেন না। আমরা তাঁহাকে আজি একটি পথ দেখাইয়া দি। তৎপথের পথিক হইলে এদেশের প্রজা ও গবর্ণমেন্ট উভয়েই বিলক্ষণ লাভবান হইবেন।

অন্য অন্য দেশের লোকেরা মাংসাদি আহার করে, ধান্যের উপরে তাহাদিগের তাদৃশ নির্ভর নয়। কিন্তু এদেশের লোক মাংসনিবৃত্ত, এ কথা বলিলে অত্যুক্ত হয় না। একমাত্র ধান্যই ইহাদিগের জীবনযতি। অতএব কৃষি কার্য ইহাদিগের চিরান্ত। বঙ্গদেশে ধান্যও অপর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভগবান ইহাকে উহার উপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের চাউল যে বেশে রপ্তানী না হয়, সে দেশ অপ্রসিদ্ধ। ১৮৭১ অব্দে কেবল এক গ্রেট ব্রিটেনে ২১৬০৪৫০০ টাকা মূল্যের চাউল রপ্তানী হইয়াছে। তদ্বিত্ত চীন জাপানে প্রভৃতি নানা দেশ আছে। অল্প জীবী ভারতবর্ষের ভরণপোষণের পর চাউল নানা দেশ ব্যাপী হয়। ইহাতে পাঠকগণ অনুমান করিয়া লউন, ভারতবর্ষের কত ধান্য উৎপন্ন হয় এবং এখানে কৃষিকার্য কেমন প্রচুররূপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, চিরকাল একরূপ কৃষি কার্য হইয়া আসিতেছে। কৃষিকার্যের উপযোগী যন্ত্রাদির ন্যায় কৃষি প্রণা-

লীরও কোন প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। চিরকাল যেমন অভ্যাস আছে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, ক্ষেত্রে চুই তিনটী সামান্য রূপ চাল দিয়া ধান্য রোপণ করা হয়। পূর্জনা দেব যদি অনুকূল হইলেন, শস্য হইল, যদি প্রতিফল হইলেন, হইল না। কৃষিকার্যের এই শোচনীয় অবস্থা নিবন্ধন এদেশীয়েরা এমন উর্ধ্ব দেশ বাণী হইয়াও সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হন।

যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা উল্লিখিত হইতেছে। এদেশের যে সমস্ত ভূমি পূর্বে নিম্ন ছিল, অল্প জলেই জল বাধিত, ভূমির নিজ গুণেই অল্প পরিপ্রমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, এখন তাহার ভূরি পরিবর্তন হইয়াছে। ক্রমে সে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর তাহাতে অল্পবৃষ্টিতে ও অল্প পরিপ্রমে শস্য উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কৃষকদিগের যেমন অভ্যাস আছে, তাহারা তাহার অন্যথা চরণ করে না। তাহারা সেই সেকালের মত চুই তিনটী চাল দিয়া ধান্য রোপণ করে। যদি সুবর্ষা হয় তবেই কিছু হয়। কিন্তু যদি ঐ সকল ভূমির অবস্থা সংশোধন চেষ্টা হয় ও কৃষি প্রণালীর পরিবর্তন করা যায়, সম্পূর্ণ শস্য জন্মে সম্ভব নাই। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর তাহার উপায় বিধান চেষ্টা করেন, তদর্থেই আমাদিগের অবাকার প্রস্তাব।

আমাদিগের বিবেচনার নিম্ন লিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে ইফলাত হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যে যে প্রদেশে উল্লিখিত প্রকার অধিকসংখ্য উচ্চ ভূমি আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে অল্পপরিমিত এক একটি খাল খনন করা কর্তব্য। সেই খালে যে জল সঞ্চিত থাকিবে, প্রয়োজন মত তাহা ক্ষেত্রে

সেচিয়া দিলে কৃষি কার্য অসম্প্রদেয় সম্পন্ন হইবে। এখন পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি না হইলে সে সকল ক্ষেত্রে যেমন শস্য হানি হয়, তখন আর তেমন হইবে না। দ্বিতীয়, আনন্দ্য দোবেই হউক, আর চিরন্তন সংস্কার বশেই হউক, কৃষকেরা চিরকাল যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন ও যে শস্য রোপণ করিয়া আসিতেছে, আজিও তাহাই করিতেছে। কিন্তু আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সেই সেই ক্ষেত্রে অন্য প্রকার শস্যের চাল করা হয় এবং আর দিয়া ও বিশিষ্ট পরিপ্রমে করিয়া কৃষিকার্য সম্পন্ন করা যায় তাহাতে আশাধিক শস্য জন্মে। তৃতীয়, একদেশ ব্যবহৃত কৃষিকার্যোপযোগী যন্ত্রাদিরও উন্নতি সাধন চেষ্টা আবশ্যিক।

কায়েল সাহেবের কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে সর্বিশেষ অনুরাগ আছে দেখিয়া আমরা প্রস্তাবগুলি করিলাম। এখন তিনি উহা কার্যে পরিণত করুন। কৃষি বিভাগের একজন পুঙ্খানুপুঙ্খ মতে, তিনি কৃষকদিগকে লওয়াইয়া কৃষি প্রণালীর পরিবর্তন ও শস্যান্তর বপন করাষ্টবার চেষ্টা করুন, অতীত ফল লাভ হইবে। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ঐচ্ছন্থিক ধান্য হয় না, কিন্তু আশু ধান্য দিলে বিলক্ষণ ফল হয়। কৃষকদিগকে বুঝাইবার কার্যটি কৃষিবিভাগের অধক্ষ হইতে কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু প্রস্তাবিত খাল খনন গবর্ণমেন্টের অন্তর্গত। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর যত্নবান হইয়া যদি ঐ কার্যটি সম্পন্ন করিতে পারেন, কেবল দেশের লোকে নয় গবর্ণমেন্টও বাণিজ্যাদির উন্নতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইবেন।

—৩১—

মুন্সেফদারের কার্যবিবরণ।

আমরা হাইকোর্টের একটা সরকারি-
লার দেখিরা অতিশয় আনন্দলাভ করি-
লাম। হাইকোর্ট জিলায় জজদিগকে এই
আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন
অধীনস্থ মুন্সেফদারদের কার্য্য দর্শন করিয়া
রিপোর্ট করিবেন। অস্বাভাবিক মুন্সেফদারগকে
দূর করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এ আদেশ
হয় নাই। বাহাতে মুন্সেফদারদের উন্নতি
লাভন হয়, প্রধানতম বিচারালয়ের সেই
ইচ্ছা ও চেষ্টা, সরকার দ্বারা তাহা
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই
আমাদিগের আনন্দের কারণ। মুন্সে-
ফেরা হাজার লেখা পড়া জামুন, তাঁহারা
বিচার কার্য্য নূতন। নূতন লোকের
অনেক অংশে ত্রুটি থাকে। কাব্য
করিতে কঠিনতম ক্রমে সেই ত্রুটি সংশো-
ধিত হইয়া আইসে। কিন্তু সে শিক্ষার
“নাশিতের পরের মাথা কাটিয়া
ফৌরকাব্য শিক্ষার” নায় অনেক
অনেক অনিষ্ট হয়। এক্ষণে শিক্ষা
না হইয়া যদি বিজ্ঞ ও বুদ্ধি ব্যক্তিদি-
গের উপদেশ দ্বারা শিক্ষা লাভ হয়,
তাহাই বাঞ্ছনীয়। প্রধানতম বিচারালয়
সেই বাঞ্ছনীয় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন। প্রধানতম বিচারালয় বলেন,
অন্য অন্য বিষয়ের নায় মুন্সেফেরা
কমন্ড কাজ করেন, তাঁহাদিগের
ক্ষমতা স্বত্ব উৎসাহ বিবেচনা ও কাব্য-
নিষ্ঠা কিরূপ তাহাও লিখিতে হইবে।
তদ্বিত্ত তাঁহাদিগের আকিসের হিসাব পত্রা
দ্বির বিবরণ এবং মকদ্দমা কম কি বেশী
তাহাও রিপোর্ট মধ্যে লেখা থাকিবে।
অবশেষে প্রধানতম বিচারালয় স্পষ্ট-
করে কহিয়াছেন, জজদিগের অরণ রাধা
উচ্চতম মুন্সেফের ভ্রম দর্শন ও তাহার
সংশোধন করা তাঁহাদিগের যেমন
কর্তব্য তেমনি তাঁহার উৎসাহ বর্জন ও
তাঁহার সাংস্কার হইতে তাঁহাদিগের

(জজদিগের) কর্তব্য কর্তব্য। মুন্সেফ-
দার বলিয়া অথবা প্রণালীর পরি-
বর্তন হইয়াছে বলিয়া অথবা ইংরাজী
জামেন না বলিয়া যে সমস্ত কষ্ট অনুভব
করিবেন, জজ তাহা স্পষ্ট করিয়া
তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় মুন্সেফদিগের
বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, লেপ্টেনন্ট
গবর্নর নূতন আন্টিস্ট্যান্ট জাইন্ট ও ডেপুটি
ম্যাজিস্ট্রেটদিগের বিষয়েও ঐরূপ ব্যবস্থা
করেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

—১০—

সংক্রামিক জ্বরের নিদান বিষয়ে

ডাক্তার মোরোর মত।

বাহার শরীরে বল নাই ও সাহস
নাই, তাহার হাজার অনাগুণ থাকুক,
তাহা কোন কাজের হয় না। বাঙ্গালিয়া
হুর্দল হুর্দল অনেক ইউরোপীয়ের এই
সিদ্ধান্ত আছে, ইহাদিগের জুল্য অপ-
হার্য্য আর নাই। ইহাদিগের নূতন কিছু
করিবার ক্ষমতা নাই, অধ্যবসায় নাই,
ও উদ্ভাবনী শক্তি নাই। ইহাদিগের যে
কিছু লেখা পড়া হইয়াছে, সে কেবল
পরের উদ্ভিষ্ট প্রবণ। এই সিদ্ধান্ত থাকা
তেই ইহারা যাহা কিছু বলুন তাহা
প্রায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশে
সংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয় যখন
কমিটি নিয়োজিত হয়, তৎকালে ঐ
কমিটির একজন এদেশীয় সভ্য কহিয়া-
ছিলেন, রেলওয়ে হওরিতে জল নির্গ-
মের যে বাষ্পাত জন্মিয়াছে, উহা পীড়ার
কারণ। তৎকালে ঐ বাষ্পাতী উপেক্ষিত
ও উপহাসিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে
দেখা যাইতেছে, ডাক্তার মোরোই প্রতীতি
বড় বড় লোকে ঐ রূপ অভিপ্রায়
প্রকাশ করিতেছেন। মোরোই সাহেব
লণ্ডনে ফেল্‌থামেটিক্যাল আফিসর আসো-
সিয়েশনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে
তিনি কহিয়াছেন, নবীতীরে বাঁধ প্রভৃতি

দ্বারা জল নির্গমের পথ রোধ হও-
য়াতে বঙ্গদেশে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাচু-
র্ভাব হইয়াছে। আমরা ডাক্তারী জানি
না জানি, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, বাহারা
ভিজে জায়গায় বাস করে, তাহার লক্ষণ
পীড়িত হয়। বর্ষাকালে এদেশে পীড়ার
এক প্রাচুর্ভাব কেন? ডাক্তারেরা
তাহার কি কারণ নির্দেশ করেন? বর্ষার
বঙ্গদেশের আত্মত্বাই কি তাহার কারণ
নয়? ডাক্তারেরা বিজ্ঞান শাস্ত্রের পাত
উলটাইয়া যে ব্যবস্থা দিবেন, আমরা
অনুভব বলে তাহার অপেক্ষা ক্ষম
বলিতে পারি। লোকে অগ্রে ভুল-
ভোগী হয়, তাহার পর বিজ্ঞান শাস্ত্রের
হুতি হয়। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে
পারি, গবর্ণমেন্ট যদি বঙ্গদেশকে
শুদ্ধ করিয়া জুলিতে পারেন, দেখিতে
পান সংক্রামিক জ্বর অশুদ্ধান করি
য়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

যেমন এবার গ্রীষ্মের প্রকৃত তেমনি
আমাদিগের ইন্দলবিহারী রাজপুরুষগণ
যনের সাথ মিটাইয়া আমোদ করিয়া লই-
তেছেন। আজ গবর্নর জেমরলের কালি
লাভ মেশিনের এইরূপ প্রায় প্রতিদিনই
এক এক জনের বাসিতে ডোজ ও নাচ
ডামাসা হইতেছে। বিদেশীয়দিগের
ভোগ সুখ লাভন করাই ভারতবর্ষের ধর্মের
ভাগ্যে লেখা আছে।

পাঠকগণ দেখিবেন, প্রাক্তনের প্রান্তরে
আমরা দৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া অতিশয়
চুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, বেক-
রাজ আমাদিগের কাতর বাক্য গ্রহণ করিয়া
ককণার্জ হইয়া শনিবার ইকালে এক
শল্লা ও রবিবারে এক শল্লা দৃষ্টি দিয়া-
ছেন। পাঠকগণ ঐ দৃষ্টির অঙ্গণ যদি
জানিতে চান, সংক্ষেপে বলি “নাই বাবা
অপেক্ষা কাণামা বাস” এই যে কথা
আছে, উহা তাহার অপর উদাহরণ।

আমরা সংবাদ পত্র পাঠে কখনো

হইল, কেও অব ইতিহাস ভূতপূর্ণ সম্পাদক জে. কটলেন সাহেব "ড্রাডফোর্ড অবজার্ভার" সম্পাদক হইরাছেন। কিন্তু জুজের বিবরণ এই, তিনি এখানে যে কেওকে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রায়ই আমাদিগকে হতশন করিতেছেন।

পারস্যের সাধারণ নিকট হইতে একজন নৃত্য আসিয়াছেন। ইনি এক্ষণে হোলকারের রাজার নিকটে রহিয়াছেন। ইনি সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অতিসজ্জি কি?

অদ্য লেফটেনেন্ট গবর্নর কায়েল সাহেব মারিঅলিও হইতে যাত্রা করিবেন। তিনি দুনি এনিকের দক্ষিণ গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টির সংবাদ গান নাই।

আমের নগরের জেটী আদালতের জজ রাই সত্যোজ্ঞানাপ ঠাকুর বেলগমের সিনিয়র আসিষ্টাণ্ট জজ এবং সেনিয়র জজ হইরাছেন। এদেশীয় সিভিলিয়ানদের উন্নতির সংবাদ শুনিতে আমাদিগের কিছু অধিক আনন্দ হয়।

কিছু দিন হইল, কয়েক খিটুর মিউনিসিপালিটি কুতুরের উপর টাঁজ আদায় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিশনের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে মাজাজ গবর্নমেন্ট সে টাঁজ উঠাইয়া দিয়াছেন। এ অঞ্চলের মিউনিসিপালিটী যদি বিভালের উপরে একটি টাঁজ করেন, তাহারও লাভ-বান হন, আমরাও একটু সুস্থির হইতে পারি।

চিন্তা: পট্টিয়াট বলেন, যে সকল জবো কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা ক্রমে দুর্ঘটনা হও হাতে "পট কাগজ" হয় কি না, তাহার চেউ "পট"। সম্প্রতি "ডব্লী এডবার্গ"-ইজার নাইব একগরম সংবাদ পত্র পাটো: কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাটী সত্য হওয়ার জন্যে প্রতি হইয়াছিল, এই বারে বৃষ্টি তাহা পূর্ণ হয়।

বেংগাল সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আমেরাবাদ নগরে ১৪ জন প্রচলিত ক্ষত্রিও প্রায় ৩০০ বৈশ্য নগর পরিভ্রমণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার বলে

তাহারিগের প্রতি বৈরুপ ব্যবহার করা হয় তাহা নিত্যকাল অসহনীয়, তাহারিগকে যদি কামানে উড়াইয়া দেওয়া হয় তাহাও বরং ভাল। বর্তমান গবর্নমেন্ট সময়ে সময়ে যে আইন প্রণয়ন করেন, সেই আইন হইতে বাক না হউক, কর্ণটারিগের হইতে অনেক অন্যাচার লভ্য করিতে হয়।

এবার নীলগিরির সিন্ধুকোনা ক্ষেত্র হইতে গবর্নমেন্ট প্রায় ১০৮ মণ সিন্ধুকোনার ছাল ইংলণ্ডে পাঠাইরাছেন। আজি কালি এদেশে বৈরুপ জ্বরের প্রবৃদ্ধি, তাহাতে ইতালিতেও কুলাইয়া উঠা ভার।

পিরমিররের এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, কলীয়েরা আবদুল রহমান খাঁকে কাগলের কামীর করিয়াছেন। পিরমিররের পত্রপ্রেরকেরা সময়ে সময়ে অনেক আবারে গল্প লিখিয়া থাকেন।

এক্ষণে বোম্বাইয়ে ১৩ টী সুতা ও কাপড়ের কলের কোম্পানি হইরাছেন বোম্বাই শাহসারে জমী হইতেছেন বটে, কিন্তু খালসো বঙ্গদেশের জিত।

খ্রীষ্টীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন শ্রীমত বিত্তীয়বার মুজিত নবনাটকের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইরাছে। এবার ইহাতে পদ্যের পরিবর্তে কয়েকটি গদ্যীত লিখিত হইরাছে।

সেদিন পোশোয়ারে অত্যন্ত ভূমিকম্প হইরা গিয়াছে।

হিন্দুসাহিনী বলেন, কয়েক দিন হইল মলহিটী গ্রামে চোরে এক রাজ্যে সাতটী কোটাতে সিঁদ কাটিয়াছিল। চোর ও চৌকিদার উভয়েরই লোভানুরাগ আছে।

আমরা রাজা রামমোহন রায়ের প্রেতুর বিষয়ে যে অভিশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছিলাম, যথাস্থ সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রায়গনুত সেই প্রতিবাদের অনুমোদন করিয়াছেন। তাহারিগের উভয়ের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, রামমোহন রায় বুদ্ধিমান ছিলেন না একথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে সকলের সকল গুণ থাকে না। অনেক আপনায় অভিপ্রেত স্মৃতি করিয়া ব্যক্ত করিতে

পারেন না। যোধ হয় রামমোহন রায়ের এই বোধ ছিল। আমাদিগের মতে তাহার প্রতি বোঝারোপ করা যুগ।

সংবাদ পাওয়া গেল ৪ টা জুন রাইপুরে বজ্রাঘাতে পাঁচ জন মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বালা রাজকার দশম সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইরাছে। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা মূল্য মগর এক পয়সা।

হিন্দুরজিকা বলেন "আমাদিগের দেশ অরাজক হইরা উঠিল। এত পুলিশ, এত হাকিম প্রভৃতি শান্তিরক্ষক থাকিতে এই অরাজকতা হওয়া সমান্য আক্ষেপজনক নহে। আজি কালি পানমা, সাহাজাদপুর ও পিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বহুতর প্রজা আমির-রের বিদ্রোহী হইয়া এক দলবদ্ধ ভাবে অন্যান্য এলাকার প্রজাদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইরা বলিতেছে যে, তোমরা আমাদিগের সঙ্গে যোগ দেও, এবং জমিদার-রের বিদ্রোহী হও, না হিলে বাড়ীঘর উত্তারি লুণ্ঠ করিব।" এই বিদ্রোহী প্রজাদিগের এইরূপ জ্ঞানক অনিষ্টকর থাকে। কাগর ছবর ব্যাকুলিত না হয়? কামরা শুনিতে পাই, একারণ এ অঞ্চলস্থ প্রজাদিগের মধ্যে যথ্য হলহুল পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকের বাড়ী ঘর লুণ্ঠ হইরাছে। শান্তিরক্ষকেরা কি চূর্ণ করিয়া আমের দেবিতেছেন? আমরা ইচ্ছা করি, আমাদিগের সুবিচক্ষণ লেফটেনেন্ট গবর্নর বাগডুর বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক এই ভয়ানক অনিষ্ট কর দলবদ্ধতা নিবারণ করিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করুন।"

ইংলিসমান দিল্লী ও অহালা হইতে সংবাদ পাওয়াছেন, তথায় এমন ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম হইরাছে যে গ্রীষ্মনিবন্ধন কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটরাছে। কয়েকজন ঠাণ্ডা লাগে শয্যা শয়ন করিয়াছিল হৃত দুই হইল। এবারে সর্বত্রই গ্রীষ্ম সমান। দেশ-ব্যাপী হুতন প্রকার গীড়া হয় কি কি সম্ভব?

১৮৭২ অব্দে নিম্নলিখিত স্থান সকলে ব্যক্তিবিশেষে সাধারণের উপকারার্থ নিম্ন-

লিখিত ব্যয় করিয়াছেন। বর্তমানে ২৪৪৪৬ টাকা, নবীয়ার ৮৪৭, রাজসাহীতে ৭১৯৮, কুচবিহারে ৫০০, ঢাকার ১০৫৩, চট্টগ্রামে ১০০, পাটনার ১৪০০০, ভাগলপুরে ৭২১৬, ছোটনাগপুরে ১০৫৪১, আগামে ১২৪৬১ টাকা।

অমৃতবাজার পত্রিকা কয়েকখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, পবিত্রা অকলের প্রজারা বিব্রোহী হইয়া অশেষবিধ উপদ্রব করিতেছে। তাঁহার মতে এটা জমিদারের সহিত প্রজার বিরোধ। রশ আইন এই অনর্থের মূল। আজি কালি অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারিগণের প্রতি কিছু অধিক প্রসন্ন হইয়াছেন। রশ আইন ঐ বিরোধের মূল কি অন্য কোন মূল আছে অর্থে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া অমৃতবাজারের উল্লিখিত প্রকার মত প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। আমরা জানি রশ আইন না হইলে জামজিবারের মায়া এদেশে প্রজা দাসত্বের নিবারণার্থ অত্যন্ত চেষ্টা পাইতে হইত।

কারলের রাজদূত মামবুর মহম্মদ সাহা ২০ এ জুন সিমসায় উপনীত হইয়াছেন। তৎপরিধি পাতিয়ালা রাজা তথায় উপস্থিত হন।

কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু একখানি বেশীর সংবাদ পত্রের বিক্রেতা লাহোরের আসিফাউল কামিলদের নিকটে লাইব্রেরি নর্দীপ করিয়াছেন।

পারস্য গবর্নমেন্ট সিদ্ধান্তে যে জেনারেল পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়াছেন, তথায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

সিকিম হইতে ত্রিভুজ পর্বত একটা রাজ্য এটা হইবার প্রস্তাব হইতেছে। হইলে বাগিচা এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিলকণ সুবিধা হইবে।

আমরা স্থাপিত হইলাম, সাধারণের সাহায্যের দ্বারা বাঙ্গালি খেডিকাল জর্নাল নামক সংবাদপত্র খানি এই জুনমাস হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

বোম্বাইর “ভূত” নামক একখানি

সংবাদপত্রে মনিরুজ্জামান নামক এক ব্যক্তির বিক্রেতা লেখা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নামে নালিশ করা হইয়াছে। সম্পাদক এক্ষণে কমা প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু অভিযোগকর্তা তাহা শুনিতেছেন না। এইবার ভূত ওষা হাতে পড়িয়াছেন।

সমাজদর্পণ একটা অতি সঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন। মেট্রিক ডাকারেরা অতি অল্প বেতন পান, কিন্তু তাঁহারা অনেক কাজ করেন। অতএব তাঁহাদের কিছু অধিক বেতন পাওয়া উচিত। বঙ্গ জল করিয়া দানসাগরের কিল দারা যে কথা আছে মেট্রিক ডাকারিগণের বিষয়ে তাহাই ঘটয়াছে।

আমরা গ্রীষ্মকালি মায়ে এক খানি পত্র পাইলাম। এখানি মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। মূল্য পাঁচ পয়সা। রাণাঘাট ইহার প্রকাশ স্থান। সমগ্র পত্রের বরণ বৃদ্ধি হইতেছে, তার বহিতে বৃদ্ধি বঙ্গদেশের কোষের তাগিদা যার।

লেপ্টনেন্ট গবর্নরের অনুরোধে হাইকোর্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল প্রাণীর অঙ্গবিগকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে বিচার কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। তবে যে সকল স্থানে গ্রীষ্ম কালে প্রত্যেককালে কাছারি হয় সে স্থানে এ নিয়ম বর্তিবে না। আজ্ঞা কতদূর কার্যে পরিণত হয়, ভিত্তি জজকে তাহা দেখিতে হইবে। এই আজ্ঞানুসারে কাজ হইলে অর্ধ প্রত্যর্ধ ও বিচারশক্তি সকলেরই সুবিধা হইবে।

এখানকার কারিগরগণেরই যে কেবল বিবাহে অধিক ব্যয় হয় একটা নয়, অনেক স্থলে এই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের কারিগররা যেমন নিশ্চিন্ত আছেন, অন্য অন্য স্থানের লোকেরা একটা নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা এক একটা নিয়ম করিয়া এই ব্যয় কনাইবার চেষ্টায় আছেন। সুদী প্যাট্রী লাল যে নিয়ম করিয়াছেন, আরার ৪ ব্যক্তি তাহার ডঙ্ক করাত্তে তাহাদের মত হইয়াছে।

ক্রীষ্টক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য যে রামায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন, উহার

দ্বিতীয় কাণ্ডের বর্ত ও সপ্তম দুই খণ্ড খাম্বা-বিগের হস্তগত হইল।

আমরা দেখিতে পাই, অনেকের একটা বর্তাব আছে, যদি কোন সংবাদ পত্র সম্পাদকের বাটার কাছে তাহাদের বাটা হয়, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও আপনাদের দিগকে সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু সম্পাদক হইতে বাওয়া যে কত বিপদের নিম্নলিখিত ঘটনাটা তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

পারিসের কিংক নামক সংবাদ পত্র বলেন, সম্প্রতি একজন এক সংবাদ পত্রের আফিসে গিয়া সম্মুখোপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পাদক কোথায়? তিনি বলিলেন সম্পাদক কোথায় গিয়াছেন, সহকারী সম্পাদকের কথা জিজ্ঞাসা করাত্তেও বলিলেন তিনিও উপস্থিত নাই, এই কথা বলিয়া বলিলেন আপনার যদি বিশেষ কিছু বলবার থাকে, আমাকে বলি লেই হইবে, অগতঃ এই কথা শুনিয়া উহার গলদেশ দারণ পূর্বক বিরাগি গিফার দূর উপহার দিলেন।

১১ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

বেলারতের একজন চীন একজন প্রতিবেশীর একটা বিড়াল হুঁত করিয়া আনিয়া উহা রক্তন করে এবং সেই বিড়াল খাম্বাভেই নিমন্ত্রণ করে। এই অপরাধে উহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইহাতে ইংলিসমান লিখিয়াছেন, বিড়ালের মাংস খাওয়া যদি চীনদিগের অভ্যাস থাকে কলিকাতাবাসী চীনদেশীয়েরা উহা না খান কেন? বোধ হয় লজ্জা পান। বিড়ালের মাংস বাবুদের খায় এটা আমাদের মত ভুল জানা হইল।

দিল্লী গেজেটের কারুলস্ সংবাদমাতা ৭ ই জুন লিখিয়াছেন, গত রাজ্যে তুর্ক স্থান হইতে একদুই আমীরের নিকট আই সেন। তিনি যে একখানি গোপনীয় পত্র আনিয়াছিলেন আমীর তাহা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাত্ ছিড়িয়া ফেলেন, পরে প্রায় দুইঘণ্টা কাল ঐ দুতের সহিত কথা বাতী করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। যখন অন্তঃপুরে যান তখন তাঁহার দুখমণ্ডল

অত্যন্ত দ্রাব ছিল, ইহাতে যৌথ হয় পত্রখানিতে কোন অন্তত সমাচার ছিল। তাঁহার সম্বন্ধিণী (সর্দার আবদুল্লা জামের মাতা) হুঁশের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন “ কিছু নয় ” তিনি অধিক পীড়া-পীড় করাতে স্বামীর অবশেষে বলিলেন, আফগান স্থানের এতোক ব্যক্তিই তাঁহার পক্ষ, তিনি কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। অধিকাংশ লোকে যে আমীরের শক্ততাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একথা বড় বিখ্যাস নয়।

সংবাদ পড়ে দুই হইল, সম্প্রতি বনগ্রাম কোজবাবী আদালতে একটা মকদ্দমা উপস্থিত হয়। ৩ জন দুই লোক একটা স্ত্রী লোকের সতীত্ব নাপ করিবার অভিপ্রায়ে এক দিবস সন্ধ্যাকালে যখন ঐ স্ত্রীলোকটী কোন কার্যে ব্যস্ত : বাহিরে গিয়াছিল, সেই সময় উহারা তাহাকে বলপূর্বক দরিদ্রা স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং নানা রূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে অসংখ্য প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য চেষ্টা করে। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় আর এক ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া বাইতেছিল, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শ্রুতি প্রাপ্তে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হন এবং এই ব্যাপার দেখিয়া নিকটস্থ বানার এবং উক্ত স্ত্রীলোকের আমীর নিকটে সংবাদ দেন। পরে স্ত্রীলোকটির স্বামী আসিয়া তাহাকে বাসিতে লইয়া যায়। তদন্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উহাদিগের দুই জনের দুই বৎসর এবং আর একজনের এক বৎসর কারাদ ক'রাদও বিহায়েছেন।

এক ব্যক্তি দুরসিহাবাদ হইতে ডেলিমি উসে নিম্নলিখিত অন্তত ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছেন, আম্রদেব (কিন্তু ইহার সভ্যতা বিবরণে সন্দেহ আছে। একজন বহু একটা বানর ও একটা ছাগল লইয়া রামপুরহাট হইতে বঙ্গমপুর বাইতেছিল। পথিমধ্যে ডাকু ইত্যেতা তাহাকে ও ছাগলটিকে মারিয়া ফেলে। বানরটী কোনরূপে পলায়ন করে। ডাকু ইত্যেতা উহাদিগকে মারিয়া বেখানে ফেলিয়াছিল বানরটী তাহা জানিত। সে এই ঘটনার পর মাজিষ্ট্রেটের কারাগারে

গিয়া তাঁহার পার ধরিয়া ধীমান রূপ সজ্জিত করিতে থাকে। মাজিষ্ট্রেট তদর্শনে উহার সঙ্গে দুইজন লোক বেন। বানর উহাদিগকে সেই হত্যা স্থলে লইয়া গেল এবং একটা পুষ্করিণীর মধ্যে একবার নামে এক বার উঠে এইরূপ করিতে লাগিল। ঐ দুই জন লোক ইহা দেখিয়া অনুসন্ধান করাতে জন মধ্যে ঐ মৃত মানুষ ও ছাগল পাইল। পরে মাজিষ্ট্রেট সেই পুষ্করিণীর নিকটবর্তী পল্লীর বাবতীয় লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়া উহাদিগের মধ্যে সেই বানরকে ছড়িয়া দিলেন। বানর সেই প্রায় ছাগল লোকের মধ্য হইতে হস্তজন অপরাধীকে বাছিয়া বাহির করিল। উহাদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে। আসামীরা যৌথ স্বীকার করিয়াছে। বঙ্গমপুরে মকদ্দমা চলিতেছে। এই ঘটনা দ্বারা ভারতবর্ষের মতের পৌনঃপত্য হইতেছে। বানরের লেজ ধসিয়া গিয়া মানুষের জন্ম হইয়াছে যৌথ হয়। আমরা পূর্বে একবার গল্প শুনিয়াছিলাম, এক ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুর ভাবে একটা ধর্মের বাঁড়কে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া বড় এইরূপে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ করিয়াছিল।

১২ ই আষাঢ় বুধবার ।

সাংক্রমিক জ্বর জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষ বড় অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতিতে ত বঙ্গদেশকে ছার খার করিল, আমরা বঙ্গদেশের ভাগ্যে আর একটা ভূতন উপজন্মের উপক্রম দেখিতেছি, এদেশে পঙ্গপাল ছিল না, কিন্তু উহাও ক্রমে বঙ্গদেশের নিকট হইয়া আসিতেছে। সেদিন রাজসাহী ও রাণীগঞ্জে পঙ্গপাল বেশ বিরাট ছিল। ৮০ সাল আমাদিগকে অনেক উপজন্ম দেখাইবে।

সিদ্ধিরাম রাজা পুনরায় বোম্বাই এবং পুনা জয়গাথ বাধর্গত হইতেছেন। বাঁবাঁগির প্রকার মঙ্গল চিন্তা করিতে না হয়, উহাদিগের বেশ জয়গেথ অনেক অবসর থাকে।

আজবীরের বেণ্ড কালেক্টর অনুষ্ঠান হইয়াছে, এটা ৩ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইবে সকলে অনুমান করিতেছেন। ইহা ত

সীত্র হইল বলিতে হয়, অনেক বাঁবাঁ প্রস্তুত হইতে হইতে পুরাণ হইয়া যায়।

মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি হইয়াছে, তদন্ত ২০ গণিত বেশীর পর্য্যন্তিক মলের প্রায় বেড় শত সৈন্য ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের টিকবরন মকদ্দমার খরচা এ পর্য্যন্ত ১২০০০০ টাকা হইয়াছে, সকলে অনুমান করিতেছেন, অন্ততঃ সর্বমুখ ৩০০০০০ টাকা খরচা হইবে। মকদ্দমা কত টাকার বিবরণ লইয়া ?

ইংলিশমান বলেন, সম্প্রতি কারুলে একটা স্ত্রীলোক একটা বালিকাকে হত্যা করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি লয়। অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে আমীর সিরার আলী তাহার মৃত্যু মওর আজ্ঞা বেন। সেই আজ্ঞা-নুসারে মৃত বালিকার আমীরেরা গলায় বন্ধি দিয়া উহাকে বধ করিয়াছে। এ এক ভূতন।

আগামী সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাফ্য দিবার জন্য গবর্নমেন্ট যে বেশীর সাক্ষী সকলকে আন্তান করিয়াছেন, উহাদিগের উপযুক্ত পাণ্ডের বেওয়া হইবে এবং বড় দিন তাঁহার ইংলণ্ডে থাকিবেন, যাঁহাতে উহাদিগের কোন কষ্ট না হয় বিশেষরূপে সে চেষ্টা করা হইবে। সাক্ষীগণকে স্থানীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারির নিকটে ৪ ঠা জুলাইর পূর্বে আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। তাঁহার কোন কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, তাহা ঐ আবেদনে লিখিত থাকিবে। সাক্ষীগণকে আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্বে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে হইবে না। আবেদন দর্শনে বাঁহাদিগকে মনোনীত করা বাইবে তাঁহারই বাইতে পারিবেন। আবেদনকর্তা মনোনীত হইলেম কি না অর্থাৎ তাহা না জানিয়া বেন ইংলণ্ড বাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া বা হয়। কেহ আবেদন করেন কি না সন্দেহ, প্রস্তুত হইবার কথা ত পশ্চাৎ।

এক ব্যক্তি দ্বিতীয় পক্ষে লিখিয়াছেন, সেদিন উত্তর পশ্চিমাকলের এক ব্যক্তি দুই টিয়া এবং আর দুই বাহুই পক্ষী লইয়া কলিকাতার মর্দাল স্থলে বড় কোঁড়ক প্রদর্শন করিয়াছে। সে দর্শকদিগের সম্মুখে একটা

চাঁদর বিছাইয়া তুতুপরি কড়কগুলি মুক্তা ছড়াইয়া দিল এবং একটি ছুটি ও একটু মুক্তা ফেলিয়া দিয়া একটি বাধুকে বলাতে সে পায়ে ঐ ছুট ও মুক্তা ধরিয়া ঠোঁট ধিয়া এক একটি মুক্তা লইয়া গাঁথিয়া উত্তম মালা প্রস্তুত করিল। তৎপরে প্রায় ৫০।৬০ জনের নাম ও এক একটি নম্বর ইংরাজীতে এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া কাগজগুলি ছড়াইয়া দিয়া হর্ষকগণ উহার মধ্য হইতে একটি নাম বাছিয়া লইতে বলাচিত পক্ষীর দ্বারা একটি টিয়ারকে ঐ নাম নম্বর এবং যে ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছে তাহা বলিয়া বেওয়ারিতে পক্ষীটী তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া ঠোঁট দ্বারা ২।৩ মিনিট ধরিয়া বাছিয়া সেই নামটী যে কাগজে লেখা ছিল তাহা আনিয়া দিল। নম্বর লেখা থাকে বলিয়া অনেকে আপত্তি করিতে নম্বর শূন্য অনেক নামও পক্ষীটী ঐরূপে আনিয়া দেয়। সেব মাগর পারসী এবং বাঙ্গালী স্বাক্ষরে লিখিত নামও ঐরূপে বাছিয়া আনিয়াছিল। এই পক্ষী কেবল যে নামাভাষায় পাঠিত ঐরূপ নয়, ব্যাঘ্রায় বিবরণ ইহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। ইহার লগী দুরাণ প্রভৃতি দর্শন করিলে বিশ্বরাপন্ন হইতে হয়। ইহার ব্যাঘ্রায় পটুতা দর্শনে পত্রপ্রেরক আশঙ্কা করিয়াছেন, কাখেল সাহেব টের পাইলে এই পাখীটী লইয়া গিয়া ভগলী পাটনা ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে সিভিল সার্জিস প্রেণীর ব্যাঘ্রায় শিক্ষক করিবেন সন্দেহ নাই। কেবল ব্যাঘ্রায় শিক্ষা কেন যখন ইহার ৪।৫ টী ভাষার অধিকার আছে, তখন প্রেসিডেন্সি কিংবা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক করিবার সম্ভাবনাও আছে। এ যে সেই কাবছরীর ইবলম্প'রন দেখিতে পাই।

নেটিং পাবলিক ওশিনিয়ন বলেন, এক্ষণে পৃথিবীতে সর্বমুখ ১৩০০০০ মাইল রেলওয়ে হইয়াছে। ইহার অর্ধেক রেলওয়ে প্রায় ইউনাইটেড ক্টেটসে আছে। অষ্ট্রিয়াতে ৭০০০ মাইল কশোরায় ৮০০০ মাইল হইয়াছে এবং ৫০০০ মাইল প্রস্তুত হইতেছে।

সহরে বৃষ্টি হইল, সম্প্রতি আমেরিকায় দুর্ভাব্য হইয়া একটি বাটী প্রায় ৬০ ফুট উর্ধ্বে শূন্যে উঠিয়া ছাব দীচে ও তলা উপরে হইয়া পতিত হয়। কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই। বাটীটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাটীটী ভাঙ্গিয়া গৃহস্থের ক্ষতি হইয়াছে, এটী দুঃখের সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহস্থের বিনা যায়ে বিনা আয়াসে খেলুনে চড়া চইল।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা একটি অল্প বিচারের কথা লিখিয়াছেন যদি আর দুই চারিটী ঐরূপ হয়, বঙ্গদেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। একটি জীলোক তাহার কন্যা অন্তরালে গোড়িত হইলে সেখানে তাহার গুজব হইবার সুবিধা নাই দেখিয়া; যাপন বাটীতে লইয়া আইলে। আঘাত তাহার নামে এই বলিয়া নালিশ করে যে সে কন্যাকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। চুরী প্রমাণ ইহল না। কিন্তু জীলোকটী কন্যাকে বৈশাখ্য করাইতে পারে, এই আশঙ্কায় বিচারপতি তাহার ৬ মাস কারাবাদের আজ্ঞা দিয়াছেন। নালিশ চইল চুরীর দণ্ড হইল বৈশাখ্য করিবার সন্দেহের! এ মন্দ তামসা নয়।

১৩ ই আর্ষাট বৃহস্পতিবার।

গত এপ্রেল মাসে ত্রিটিশ জন হইতে ১৭০৬৩ টাকা মূল্যের ১৩০০৫ মণ তুলা নির্যাসে রপ্তানী হইয়াছে।

ইংলিসমান বলেন, বাঙ্গালোরের এক জন দেশীয় ব্যক্তি ১৮০০০ ট'কা ব্যয় করিয়া একটি দাঁতব্য কল স্থাপিয়াছেন। এ বিষয়ে বার ৪০০০০ টাকা দিয়াছেন। এটীও অন্যান্য দেশীয় ধনবানদিগের পক্ষে একটি সং হুঁস্ত।

সম্প্রতি কণিকার্তা হাইকোর্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, ৫০ টাকার ভূানের বিশেষ আপীল একজন যাত্র জজ প্রবেশ করিবেন, এবং তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল দুই জন জজে প্রবেশ করিবেন। এই নিয়মামুসারে গত কল্য অবধি বিচারপতি কিয়ার ঐরূপ আপীল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

২১ এ জুন পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া

গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বর্তমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে এখনও বৃষ্টির নিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে। বর্ধমান এং বারদ-মের পশ্চিম ভাগে ওলাউঠার প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। এখানে এবার পক্ষপাল দেখা দিয়াছে। রাজসাহীর সংবাদ মন্দ নয়। ঢাকা এবং উট্রাখণ্ডেরও ঐরূপ। মুরশিদাবাদ পর্যন্ত পক্ষপাল আসিয়াছে। পাটনা এবং ভাগলপুরে বৃষ্টি হইয়া অনেক উপকার করিয়াছে, কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে। পুরী হাজারিবাগ এবং লোহারডগতে বৃষ্টি নাট। আসামের সংবাদ এক প্রকার মন্দ নয়; কিন্তু বসন্ত ও ওলাউঠা হইতেছে। শিবসাগর তিব্ব অন্যান্য স্থানে পাত পীড়া ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

ফেও অব ইণ্ডিয়া সিমলা হইতে টেলি গ্রাফযোগে মোমিনের পতন এবং পাঁছ সিমিনের পরাজয় সংবাদ পাঠিয়াছেন।

উক্ত সম্পাদক বলেন, পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর গোঁড়ম সাহেব সহজে লেপ্টনন্ট গবর্নর যে ব্যপস্থা করিয়াছেন, লন্ডন পত্রক সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন করা আশ্চর্যের নয়। রাজস্ব বিষয়ে সুস্থিতির সময়ে সকলের মিত্র দেখা হয়।

আসাম পর্যন্ত যে একটি রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইতেছিল, কেট সেক্রেটারি আপাততঃ তাহার অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলেন, যে সকল রেলওয়ের প্রস্তাব হইতেছে, তাহার বিস্তারিত আয় হইতে পারে ভারতবর্ষ হইতে তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে না পারিলে এক্ষণে আর অধিক রেলওয়ে করা কষ্টব্য হয় না। লেপ্টনন্ট গবর্নর বলেন গোয়ালন্দে ফেরি হইতে ময়মনসিংহ এবং গারোপকন্ডের নিম্ন দিয়া আগাম পর্যন্ত একটি রেলওয়ে করিলে লাভ হইতে পারে। ফেও অব ইণ্ডিয়া কাখেল সাহেবের এই মন্তব্য গোপকতা করিয়াছেন। ফেও কাখেল সাহেবের সকল কার্যই সুন্দর দেখেন।

আসামবিহারি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, আসামে বড়ুরা কৃষক প্রভৃতি উপাধি

প্রথম নিম্নক ভইয়াছে। এদেশীয়দিগকে মিটার ও এম্পেরার খরচিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বড়ো ও ক্ষুদ্র উপাধির নিষেধ কি তাঁহার ক্ষুদ্র স্বরণ? যদি এরূপ হইল, কালী ও দুর্গা প্রভৃতি দেবগণের নামে এদেশীয়দিগের যে নাম করণ হয়, তাঁহারও তাই হবে কবে ক্ষয় উঠে যলা যায় না। এই নামগুলি রচিত হইলেই রাজপুত্রদিগের সংকল্পিত আমাদিগের স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে।

আমরা জানি একটু বুদ্ধির পরিণাম না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল হয় না, কিন্তু বাঁহারা পুস্তক নির্মাচন করেন, তাঁহাদিগের তত বিলম্ব হয় না। তাঁহারা আমাদিগের সম্মান সম্বন্ধে ১০। ১২ বৎসর বয়সে এককালে পাঠ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টার আছেন। জ্ঞান বিকাশিনী এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন “আমরা দেখি বাঙালী ছাত্রের পড়ী কথায় ছাত্রগণ ১০। ১২ বৎসর বয়সে বিজ্ঞানশাস্ত্র সকল আন্দোলন করিতেছে। কেহ রসায়ন শাস্ত্র কেহ জ্যোতিষশাস্ত্র কেহ দৃষ্টি বিজ্ঞান খুলিয়া গিয়াছে। পাঠ্য মতাদেশ যত্নে গ্রহণ করা হইতে গমন হয় হইতেছেন, রাস্য বাণিজ্য ব্যয় কারণ দুইতে পারিল না বলিয়া শাসন করিতেছেন, করিকে অজ্ঞান ও নাইট্রোজেন গ্যাসের কারণ বুঝিতে পারিতেছেন না।” ইত্যাদি।

কিন্তু অব ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া গেল এক্ষণে বয়ঃ প্রাপ্তির যে সীমা নির্ধারিত আছে, তাহা কিছু বর্ধিত করা হইবে। অন্য নীজেন আমের রাজ্য এক আইনের পাঠ্য লিপি করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে স্থানীয় গবর্নমেন্ট সমূহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া এই আইন তাহাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। কিছু বাড়াইয়া বাড়াইয়া ১৫ বৎসর বয়সে বিদ্যার হস্তগত হইবে অনেক খনিজ যন্ত্রা থাকে।

এক ন্যায় সম্মান পাতে লিখিয়াছেন সে দিন গঙ্গার নিকটবর্তী ভিলা ভাড়া

পুলের নিকটে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। হত্যাকারীরে এখনও কোন মনুষ্য সন্ধান হয় নাই। কিছু দিন পূর্বে এই স্থানে আর একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া যায়। হৃত দেহেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত হত্যাকাণ্ডের সময় হত ব্যক্তি দুই কালে এরূপ বিকট চীৎকার করিয়াছিল যে, নিকটস্থ শ্রমীর বিশেষতঃ গঙ্গার অনেক লোকে তাহা শুনিতে পাওয়াছিল। উহার কিছুক্ষণ পরে “কাভলা পড়িল” বলিয়া একটী চীৎকার শ্রমি হয় তাহাও লোকে শুনিতে পাওয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই, পুলিশ নিকটে আছে, তথাপি এই সকল ঘটনা ঘটিল।

১৪ ই আষাঢ় শুক্রবার।

সংবাদ পাতে দেখা গেল, রূপগঞ্জ পানার নিকটে কালী চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির নিকটে হইতে ৪৮০ টকা পণ লইয়া কলিকাতার ত্রিপুরা নামক একটী জীলেক তাহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। জামাতার সঙ্গে তাহার মাদা ও এক ভগিনী ছিল। উহার কন্যাটিকে রাত্রি টকা লইয়া প্রস্থান করে। রাজিকালে কন্যাটিকে প্রস্থান করিয়াছে। অনেক কলংগঙ্গার পর কন্যাটিকে এক জঙ্গল মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। যে ঠিক অগ্নিমাকে শূত্র কন্যা বলিয়া পাঠ্য দেয় তাহাতে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাতি ত্রিপুরাকে কলিকাতা হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার জাতি ও ভগিনীকে পাওয়া যায় নাই। কেবল ইনিই ত্রিপুরা মন, শূত্রলে আজি কালি এরূপ ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা অনেক মিলে।

আমরা শুনিতে পাই আশীপুরের এক লন আইন্ট নাইট্রেট মার্কি কমন্ট্রোলিংকে সাক্ষিগণের কাণ মলিয়া দিতে বলেন, দুই একজন সাক্ষীর কাণ মলিয়াও দেওয়া হইয়াছে। নোম হয় ইহাকে স্থূল হইতে ধরিয়া আনিয়া আইন্ট করা হইয়া থাকিবে।

কলিকাতার সহিত বোম্বাইর যে দ্বা

খেলা হইতেছিল, কলিকাতা তাহার প্রথম রাজী জিতিয়াছেন। দ্বিতীয় রাজীর এখনও শেষ হয় নাই। টেলিগ্রাফ যোগে খেলা হইতেছে। বোম্বাইর সেই ৭ বৎসরব্যস্ত দ্বিতীয় দাবাওয়ালা মলিক কোথায়?

১৫ ই আষাঢ় শনিবার।

কিছু দিন হইল, সেখ হোসেন নামক এক ব্যক্তি নামা নামে এক জীলেকের সাহায্যে কালীনাথ সাহার জীকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। সেসিহানের বিচারে উহার উভয়েই দৃষ্টি লাভ করিয়াছে। জজ দুই জনের সাক্ষ্য লইয়াই জুররদিগকে বলিলেন, ইহার অপরাধী নয় জোমরা এই মত দেও। জুররেরা সেই মত প্রকাশ করিতে উদ্যোগকে দৃঢ় করা হইয়াছে। জজ যেরূপ আজ্ঞা করিবেন জুররদিগকে যদি সেইরূপ করিতে হয় এরূপ সাক্ষীগোপাল জুররের ওরোজন কি?

যিরর বলেন, ভারতসংস্থার সম্রাট প্রতিষ্ঠিত দেশীয় জীলেকের মর্মানন্দে গবর্নমেন্ট যে বার্ষিক ২০০০ টকা দিবে, উত্তো সাহেব অনুমোদন করিতে গবর্নর জেনরল উহা আর ৫ বৎসরকাল দিবেম খীকার করিয়াছেন।

ইতো ইউরোপীয় কনস্পিওন্স বলেন, সম্রাতি ৫ গণিত পঞ্জাব অস্বাধীন সেনাদলের জন্য তেরা ইন্দল খাঁ শটে উঠে করিয়া যে সকল খায়া জবাবি পাঠান হইতেছিল, পথি মধ্যে উজীরীরা উহা লুণ্ঠন করে। এই জাতি ক্রমে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে আজি কালি যেমন আমেরিকা, ভারতবর্ষের মধ্যে এতদিন বোম্বাই উন্নতি বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিতেছেন। বোম্বাইর কতগুলি পারসী জীলেক ইংরাজদিগের ন্যায় পরিচ্ছন্ন ধারণ করিয়া অস্বাভাবিক আরম্ভ করিয়াছেন।

ওয়ারিল্ড এদেশে ঘন ঘন অবিস্মৃত হইয়াছে। ভারত জুড়ি রত্নগর্ভা, অসুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে সকলই পাওয়া যায়। কেবল পরিশ্রম ও অসুসন্ধানের প্রয়োজন।

দেশীয় ভ্রমবিরোধিতার জন্ম। উন্নতির
দাঁস হইতেছে। বরিশালবার্তাবিহ একটী
ব্রাহ্মণের উপস্থাপনায় লিখিয়াছেন “দেশীয়
ভ্রমবিরোধিতার মধ্যে অনেক ভাল ভাল
কারিকার আছে, তাহারা উৎসাহ পাউলে
উত্তম উত্তম সজ্জা দি প্রস্তুত করিতে পারে।
ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, ধানবাড়ী, শান্তিপুর
প্রভৃতি স্থানগুলি এ সম্বন্ধে যত্নবান হইতে
বিলম্ব পশিষ্কাই হইয়া পূর্বে বছর বছর যত
বস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে, এখন তাহার চতুর্থী-
শও হয়।” যে যে কার্য্য দ্বারা দেশের
সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়, সেগুলির দ্বারা এই
মহা ঘটনায় এ সকল বিষয়ের উন্নতি
সাধন চেষ্টা না আছে গবর্ণমেন্টের না আছে
দেশের লোকের। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের
সম্প্রদায় নাই।

এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া-
ছেন, মাতিয়ার গাড়ি সকলদিন ঠিক সময়ে
গভীরায় করে না। ১৮। ৪৫ মিনিটে সোণা-
পুর-স্টেশনে গাড়ি আসিবার কথা। ১২ এ
জুন রবিবার ১০২ সাড়ে দশটার সময়ে
আসিয়াছিল। এরূপ অনিয়ম হইলে অনে-
কের অসুবিধা হয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্শন বহেন, সেদিন বরিশালে কাঁথা-
চুরি অপর্যবে একজন পাগলের ১ বৎসর
কারাবাস হও হইয়াছে। চোর দণ্ডবাস্তা না
সংবাদবাস্তা কে পাগল আমরা বুঝিতে
পারিলাম না।

কাঞ্চল সাহেব অসভ্য জাতি মধ্যে
খুঁই দণ্ড প্রচারের প্রস্তাব করিতে ঢাকা
প্রকাশ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।
কিন্তু আমরা উহার কোন কারণ দেখি না।
খুঁই দণ্ডই অসভ্যকে সভ্যতা সোণানে
আকর্ষণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। তবে সাজা-
বিগের নির্দিষ্ট বিশেষ দণ্ড আছে দেখানে
উহার প্রচার চেষ্টা মঙ্গলের হয় না।

হিন্দু হিতৈষীতে দুই হটল কেবল
সাহেব ঢাকা অফিসের নিম্ন শ্রেণীর মুসল
মানের সম্পত্তি বিভাগ হিন্দুদের কি মুসল
মানদের জীতি অনুসারে হয়, তাহারা
কোথায় কিভাবে কার্য্য করে বিবাহরীতি
কিরূপ জীলোকের কোন ক্ষেত্রে বর্ণ কি

না পরিজ্ঞান করে কি না তাহাদের যোজা-
গণ হিন্দুদের আক্ষেপের মায় খুঁই কি না,
আর তাহাদের টাকা থাকিলে তাহারা
তাকা কোথায় কি তাহে রাখে হিন্দুক
ইত্যাদি আছে কি না, এই সকল বিষয়ে
প্রকৃত বিবরণ জানিবার অভিলাষী হইয়া-
ছেন। কাঞ্চল সাহেবের এ বিবরণ জিজ্ঞা
সাতীকৌতুকবহু। তিনি মুসলমান হইলে যে,
রূপ তাহেন তাহারা সেজন্য নহে। তাহারা
ঐ শ্রেণীর উন্নতি সাধন বিষয়ে যে বিশেষ
চেষ্টা করিয়াছে, ইহা আমাদিগের অতি-
শয় আশ্চর্যের বিষয়।

ইউরোপীয়সনাচার।

লগুন ২০ এ জুন। সম্রাট অটোনিতে
সমুদ্র হয়, তাহাতে খিবানবিগের ৩০০ টন,
৩৬ টী কামান ছিল এবং মাত্র তর্কার ৩০০
টন। ৩৬ টী কামান ছিল।

লগুন ২১ এ জুন। গত কল্যে পারস্যের সাহা
উইগুসের রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।
তৎপরে তিনি গিলগলে গমন করেন। তিনি
বিশেষ সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ্যের দুই
পার্শ্বে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল।

ভার্কর সুলতান পীড়িত হইয়াছেন।
লগুন ২০ এ জুন। শনিবার পারস্যের সাহা
উলটাইল মর্শন করেন। তৎপরে ভিক্টর অব এডি-
নবার তাহাকে অস্ত্রাগার দেখান।

সেন্ট পিটার্সবার্গ নিউস বলেন, একবারে আট
চোরের বামতীরে কাপাবাস হইয়া অধিকার
করিয়াছেন।

পারিসে জনপ্রতি এই, সম্রাট উইলিয়ম
একটি পীড়িত হইয়াছেন যে আর তাহর দ্বারা
রাজ কাহা হওয়া স্কটলিন। যুবরাজের উপর
রাজ্যের সমুদায় ভার দিবার প্রস্তাব হইতেছে।
আমেরিকাতে ওলাউটার প্রাদুর্ভাব হই-
য়াছে।

ম্যাড্রিড ২২ এ জুন। স্পেনের মন্ত্রিসভা পুন-
রায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

লগুন ২২ এ জুন। পারস্যের সাহা ইংলণ্ডে
যথেষ্ট সন্মান প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আশান্বিত
হইয়াছেন। তিনি একখানি উৎকৃষ্ট ভ্রমবির-
োধিতার ভিক্টরকে এবং তাহার ছাব রাজীকে
এবং ওয়েলসের প্রিন্সকে উপহার দিয়াছেন।

লগুন ২৪ এ জুন। লাড গ্রোবিগ বালয়-
ছেন তিনি শীঘ্র জার্মানিয়ার সর্বাধীশ্বর যানতীর
কাগজ পত্র সর্ব সম্বন্ধে উপস্থিত করিবেন।

অন্য উইগুসের পার্কে, ৭০০০ টনমত এক
কাণ্ডাক হইয়া গিয়াছে। সাহা রাজ্যে পাণ্ডুর
গণতন্ত্রের রাজ্যী র জননা জগদায় উপস্থিত
হিলেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজ্য ও সামরিক বিভাগ।

ক্রিয়াক্ষমের ই. গুপ্তা ওয়ালকট সাহেব
(যান কাছাড়ের সহকারী কামশন। হইয়াছেন।)
প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ ই জুন। ক্রিয়াক্ষম হালি সাহেব কিস
ননের জন্য বর্জমানের মাজিষ্ট্রেট ও কলেটের
সহকারী হইবেন এবং রাজ্যের বিভাগের জব
পাইবেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
ক্ষমতা চালন করিতে পাইবেন।

১৩ ই জুন। বাবু বিপিনচন্দ্র দত্ত সাহেব
বাল্ল ময়মনসিংগে প্রথম শ্রেণীর একজন সব
ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু চণ্ডীচরণ বসু ময়মনসিংগের একজন
প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে চাকর
সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র সেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফরেন
পুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু আলফ্রেড গুপ্ত চাকর একজন প্রতি
নিয়োগ সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৯ এ জুন। ক্রিয়াক্ষম বিভাগের ডেপুটী মাজি
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মেদনীন্দ্রনাথ
মিহাকটু ননের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

২০ এ জুন। পারস্যের সহকারী মাজিষ্ট্রেট
ও কালেক্টর ক্রিয়াক্ষম এ. সি. জিউর সাহেব
ব্রহ্মতে বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিয়োগ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও
ডেপুটী কালেক্টর বাবু মোরীন্দ্রনাথ বিদ্যায় সাহ-
ননের সময় হইবেন বদলী হইলেন।

বাবুজার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
ক্রিয়াক্ষম এ. এচ. হাপড সাহেব পাটনার বদলী
হইলেন।

নয় লগুন ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর সব
ডেপুটী কালেক্টর হইবেন—

বাবু টকলাসচন্দ্র বসু। রাজসাহী।

৯ ব্রজমোহন রায়। পাবনা।

নিয়ুক্তি ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর
ডেপুটী কালেক্টর হইবেন

দাবু শশীশেখর দত্ত । মুখ্য সভাপতি ।

দাবু বিহারীলাল মিত্র । সচিব ।

৯ চৌধুরীচন্দ্র চাঁদ । সনাতনপন্থ ।

১০ ভগবতীশঙ্করপ্রসাদ বসু ।

১১ অক্ষয়কুমার বসু । সনাতনপন্থ ।

ইহাঙ্গন্যকে ১৮৭৩ অব্দের সর্বোচ্চ ও ইচ্ছানিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ দিবে হইবে ।

২১ এ জুন নিম্নলিখিত সংস্কারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা প্রথম সেশীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

ক্রীষ্ণকৃষ্ণ টি. জে. সার । মুম্বাইবাসী ।

দাবু বজাবিলাল গুপ্ত । বাধাগল্প ।

ক্রীষ্ণকৃষ্ণ ডাবলিউ এচ. এমসন । মুম্বাই ।

২২ এ জুন । বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি অতি-রিক্ত সংস্কারী কমিশনের দাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কামাংমে সপ্তম সেশীর অতিরিক্ত সন-স্কারী ক্ষমতা পাইলেন ।

দাবু আদ্যাপদম ঘোষ কিছুদিনের জন্য জগৎসিংহবাবুর ভার পাইলেন ।

ক্রীষ্ণকৃষ্ণ জে. স. ডিবি সাহেব চতুর্থ সেশীতে চট্টগ্রামের জগৎসিংহ মাজিষ্ট্রেট হইলেন ।

দাবু শ্যাম চন্দ্র নাথ ২৪ পদপনার একজন আইনজ্ঞানক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় সেশীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন ।

এফ. এল. ডাবলিউ. সার

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট

সেক্রেটারি ।

বিভাগ সচিবালয় বিভাগ ।

২১ এ জুন । পাইনাব জুজিসনেট এবং চোট আদালতের জজ দাবু গোবিন্দচন্দ্র মান্নাওল তৃতীয় সেশীর জুজিসনেট পদের পক্ষে উন্নীত হইলেন ।

২৪ পদপনার সচিব মিস তৃতীয় জুজিসনেট জজ দাবু গোবিন্দচন্দ্র মান্নাওল তৃতীয় সেশীর জুজিসনেট পদে উন্নীত হইলেন ।

তৃতীয় সেশীর দাবু বহুমান দাবু ৯ এল চতুর্থ সেশীর জুজিসনেট জজ হইলেন এবং মেরিনাপুরের জুজিসনেট এবং তৃতীয় সেশীর আদালতের জজ হইলেন ।

২৩ এ জুন । দাবু আদ্যাপদম ঘোষ কামাংমে সপ্তম সেশীর অতিরিক্ত সন-স্কারী ক্ষমতা পাইলেন ।

এ. মাজিষ্ট্রেট

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট

জুজিসন সেক্রেটারি ।

আমাদিগের নিম্নলিখিত সংবাদবাতা

লিখিতছেনঃ—

গত ১৭ ই জুন বেলা পাঁচটার সময় সিমলা পাহাড়ে একজন আফিসের একটি ঘোটক পর্বত হইতে পতিত হইয়া অশ্রু-বিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । ঐ ঘোটকটি কাপ্তেন বয়েল সাহেবের । ইনি অশ্বে আরোহণ করিতেছিলেন, ইদংবার্তা ঘোটকটি ভীত হইয়া জমশঃ পাহাড়ে গাধী হইতে লাগিল এবং একেবারে উচ্চ এক শব্দ বেশ হইতে নিম্নে পতিত হইল, কাপ্তেন বয়েল সাহেব তাহা উদ্ভিষ্টেছিলেন তাঁহা এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে অশ্ব-হইতে ইমদান পূর্ণক ভাবে পতিত হইলেন । অশ্বটি গর্তহইতে গর্তহইতে নিম্নে পতিত হইয়া তাৎক্ষণিক পূর্ণক পাপ হইল । কাপ্তেন বয়েল সাহেব অতিশয় দক্ষ অশ্ব-রোহী, তজ্জন্যই কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়াছেন । পর্বত প্রদেশে অশ্ব-রোহণে গমন প্রতি কঠিন, অশ্ব মাত্র অসাবধানতা হলে জীবন সংশয় হয় ।

১৭ ই জুন একটি শেওণীর ঘটনা হই-রাছে । কটন নামক একজন ইংরাজ বণিক রংএ অশ্ব পূর্তে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন একে পর্বত স্থান বন্ধুর ও প্রভুরের ভাণ্ডারে রজনী অজ্ঞানমত, এ অবস্থায় বিপদপাত না হওয়াই অশ্চর্য্য । কটন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া ঘটাস্থ সাহেব হন ও একেবারে অজ্ঞান ও চৈতন্যহীন হইয়া পড়েন । তৎবস্থায় এক দিন ভীণিত ছিলেন । ১৭ ই অগস্ত্যে তিনি মানবদোলা সঞ্চরণ করিয়াছেন । কটন সাহেব একজন সুচতুর কার্যবদ্ধ বণিক ছিলেন, তিনি লোকজুগাতি গুণে প্রায় সিমলাস্থ সকল লোকেরই প্রিয় ছিলেন । ১৮ ই জুন তাঁহার সমাধি কার্য্য মহাসমা-রোহে সম্পাদিত হয় । তিনি বলপ্ৰিয়র সৈন্যবলের একজন কর্মচারী ছিলেন । তজ্জন্য সিমলাস্থ সমুদায় বলপ্ৰিয়র সৈন্য বহুযোগ্য সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া বাস

বাস পূর্ণক তাঁহার সমাধি কার্য্য সমাধি-করেন ।

সিমলার রাজপুত্রবিশিষ্ট বসু

বিতা বিলম্ব প্রবল । এখানে অত্যাচার করিলে কেন কথায় ... কার কাহারও ক্ষমতা নাই, করিলে কে বা শ্রবণ করে । ঘটনাটী অশুপুর্ণক ... ভবিষ্যৎ বিবৃত হইবেন । গত ২ রা জুন জজ এড্‌বোর্কেট জেনারেল আফিসের কর্ম-চারী এক দাবু আফিসের সাহেবের টাকা আনয়ন করিবার জন্য সিমলার কাছারিতে উপস্থিত হন । ১ লা বা ২ রা সমুদায় গবর্ন-মেন্ট আফিসের লোকেই বেতন আনিতে যান, সুতরাং টাকা লইবার অতিশয় গোল-মাল হয় । সিমলার একটি জুল আছে । তথা হইতে বেবী নামক একজন দ্বারবানও টাকা লইতে আসিয়াছিল । বেবী থল করিয়া ভিতরে বাটকেছিল, দ্বারস্থিত পাঠারীও-রালা তাহাকে বাক্য দিয়া ফেলিয়া দিল, বেবী বাহিরে আসিয়া পড়িল এবং উক্ত বাবুর পা মাড়াইয়া ফেলিল, তাহাতে বাবুর অশ্রু লাগিল । উক্ত বাবু তাহাতে অশ-ক্লেশ প্রকাশ করিয়া তাহাকে ভিতরকার করিলেন, তদ্বিবন্ধন গোল হইল । তাহাতে সিমলার আফিসেই কমিশনার মেণ্ডার সাহেব আজ্ঞা দিলেন, যে যে ব্যক্তি গোল করিতেছে তাহাদিগকে হাজতে দাও । পাঠারীওরালা বেবী দ্বারবানকে উক্ত বাবুকে কয়েদ করিল । বাবুর পক্ষে আদাল-সংগতে তিনি বেবী ও পাঠারীওরালাকে ভিতরকার করিয়াছিলেন । তাহার ফল যতন তখন তাঁহাকে হাজতে রাখিতে হইল । অত্যাচারবলে যে প্রকার বিচার হয়, তাহার আবি অস্ত নাই । উক্ত বাবু ৪ ঘণ্টা কয়েদ রহিলেন । ৫৪০ টার সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল । আফিসেই কমিশনার ছাড়িয়া দিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন গোল করিয়াছিলে তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন আমি গোল করি নাই । আবার পদে আদালত লাগিয়াছিল বলিয়া দ্বারবানকে ভিতরকার করিয়াছিল । এই আবার অপরাধ । উক্ত বাবু আফিসে

আসিয়া নিম্ন সাহেবের নিকট সমুদায় জানাইলেন। কয়েক অনুমতি দিয়াছেন তুরি নিজ নিম্নোক্ত সঙ্গায় অন্য সাক্ষা সংগ্রহ করি বিচার কর বলিতে পারি না। অনুমতি বর আবেদন পর্যন্তই শেষ। আসিয়াই কয়েকদিন টেনাধ্যক্ষ লত মেনি রর সাহেবের পুত্র। তাঁহার বিচারের উপর হস্তার্পণ করে এমন লোক সিমলায় দুই জন।

সিমলায় দিন দিন অধিকতর পীড়ার বৃদ্ধি বৃদ্ধিগোচর হইতেছে। বৃদ্ধি অধ্যাবধি দুই আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন কখন পরিষ্কার হইতেছে। বসন্ত রোগের ক্রমশঃ প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অধুনা চিকিৎসালয়ে ১৪ টী বসন্ত রোগী রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় ৮ টী বহুবেশবাসী। অীষ এবার সিমলায় অপেক্ষাকৃত অধিক। বৃষ্টি না হওয়াতে জল কষ্ট অতিরিক্ত হইয়াছে।

অন্য বেলা ৮ টার সময় পাতিয়ালায় মহারাজ সিমলায় আগমন করিয়াছেন তাঁহার সন্ধান কিছু বরণ ১১ টী ভোগ হয়। পাতিয়ালায় মহারাজ প্রতিবৎসর বর্ষাকালের পর সিমলায় আগমন করিয়া থাকেন। এবার ইহার মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। ইহার অন্য কোন কারণ দেখিতে পাই না। অনুমান কর অতিরিক্ত গ্রীষ্মই তাহার সিমলায় এত শীত আসিবার কারণ হইবে।

২১ এ জুন।

—২—

আমাদিগের রাজসাহিষ্ক সংবাদ-সাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ৩ রা টিবাখের সোমগ্রকাশে বোয়ালিয়ায় একজন ধনী কীটিলার হত্যার সংবাদ বাঁধা কিছু দেখা হয়, আগত হইল। তাহার আসামীগণের মধ্যে দুই জন গত ৮ ই জুন সেলস আদালতের বিচারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। অপর আসামী বয় অপরাধও স্বাক্ষরে আছে। তাহাদিগের অনুজ্ঞাও বৈধ মুক্তি দেবার আতাল উদয় হইতেছে।

কয়েক প্রদেশে বেরণ বৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলস্বরূপ যথেষ্ট উপকার হই-

রাছে। অন্য ৪ দিবস হইল, পাছা নদীর জলও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। তবিলাস, গত ১০ ই জুন মঙ্গলবার বেলা অনুমান ১ প্রহর হইতে প্রায় ৪ টা পর্যন্ত পাবনার অন্তর্গত আউটপোটে বর-নকোলায় সংগ্রহীত হাণ্ডিয়ারা, পাতিয়ালা, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি সাত খানি গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে। ১১ ই পাবনার মাজিষ্ট্রেট ডিট্রাইট হুপারিটেও পুণ্ডি ইনস্পেক্টর প্রভৃতি বহুতর কর্মচারির রক্তচুম্বিতে আগমন হয়। কল কি হইয়াছে এ পর্যন্ত তাহা জানিতে পারি নাই।

৪। আজি কালি এপ্রদেশে বিলক্ষণ ঠান্ডা সত্তা হইয়াছে। ১২ দিবস পূর্বে ঠান্ডার দর ২২ সের দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ১/২১ ২২ সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

৫। কয়েক দিন হইল পাবনা ও বোয়ালিয়া ডাক লাইনের সংস্কার করা হইয়াছে। বিলম্বিয়া পুণ্ডি টেমপের ২০। ৩০ হাত দূরে যে একটি কান্টের সাক্ষা আছে, তাহা একপ্রকার মানুষমাত্রা কল হইয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্য দিয়া প্রতি দিন অনুমান ৩০০ গো শকট ও তদ্রূপ নানা প্রকার যানাদিরও যথেষ্ট গমনাগমন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন বোকা, গো, ঘরিয় প্রভৃতি পালিত পশুগণের গভায়া-তের সংখ্যাও নিত্যক্রমে কম নহে। বিশেষ দিবা রাত্রি দুইবার এই রাজ্য দিয়া ডাক গমনাগমন করে। সুতরাং এতদূর রাজ্যের অবস্থা বহি নিত্যক্রমে কম হয়, তাহা যে কত দুঃখের দর বলা বাহুল্য। গবর্নমেন্টের এই রাজ্যটির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা কাম্য।

৬। আজি কালি এপ্রদেশে বিলক্ষণ সর্পাক্রম হইয়াছে।

৭। গত ১২ ই জুন পাবনা ৩ টা ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৮। গত ৪ টা জুন রাজ্যে পুণ্ডিয়ার নিকটে বহু পাতি হইয়া একজন ডাক কর করার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। আন্দোলনের

বিষয় এই যে, ডাক বাণের যোহরীণা বাঁধাও নষ্ট হয় নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমগ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

মহাশয়! আপনার ২৮ এ ইজার্টের পত্রিকায় “কণই অত্যন্ত গবর্নমেন্টের অসচ্ছলতার একটি প্রধান কারণ” এই শিরনামে যে প্রস্তাবনী লিখিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু আপনি কণ পরিশোধার্থ প্রাতি তৃতীয় বর্ষে শত করা ১০ টাকা হিসাবে ইনকম ট্যাক্সের চাঁদা সংগ্রহের বে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন সেটা মুক্তি সঙ্গত হয় নাই। আমাদের মহা-উচিত প্রজাবৎসল বর্তমান গবর্নর জেনারেল শ্রীযুক্ত নর্থব্রুক মহোদয়ের ভারত প্রজাতির দুঃখসরণ শোণিতশৌক ত্রাণিক ইনকম ট্যাক্স উঠানো দিয়া প্রজাবৎসকে বাঁচাইয়াছেন। আপনি আবার সেই ভ্রাতা-বহু মনন তেদী পুণের উপহেতা হইয়া নর্থ-মাধার জনগণের বিরগভাজন হইতেছেন (১) আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বরং সূচন করের সূচী না করিয়া প্রতিবৎসরে রামপুন্দরিনের সিমলা বাতায়নের অপব্যয় বন্ধ করিবার ও কতগুলি উচ্চ বেতন ভোগী ইউরোপীয়েত বেতন কমাতা দিবার এবং আইন কর্তার সংখ্যা কুশি করিবার উপদেশ প্রদান করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আইন কর্তার সংখ্যা কমিলে দেশেরও মঙ্গল রাজ্যেরও লাভ।

কাকন

১২৮০

বন্দর

শ্রীমদ্রাঙ্গাদি বিদ্যালয়।

মহাশয়! সম্প্রতি তম্বলুকের সুযোগ্য মিরপেত্র মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধুরাধ্যায় বি, এ, বি, এল, মহোদয়ের যে একটি সুবিচার করিয়াছেন ও যে সুবিচার

(১) করবরণ ইনকম ট্যাক্স করিবার পরা-মর্শ বেত্তা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের লিখিত প্রস্তাবনী অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

যারা বোয়োর প্রজাতন্ত্র বহুদিনের বের
অকার্যকর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে,
তাহা মরণের পাতকগণকে না জানাইয়া
থাকিতে পারিলেন না। বোয়োর চতুঃ সীমার
গবর্নমেন্ট প্রস্তুত যে বিস্তারিত বাঁধ আছে,
সেই বাঁধগত বাঁধের জমীর বার্ষিক
রাজস্ব প্রজাগণ বহুদিন দিয়া আসিতেছিল,
সম্প্রতি জমীদারকে অনেক বৎসরের বার্ষিক
কর না বোয়োর জমীদার আদালতে অভি-
যোগ করেন, আর পূর্বে প্রজাগণ কালেক্টর
সাথে বাঁধজুতের নিকট এই মর্মে আবেদন
করিয়াছিল, যে আমানিগের ভূমি যখন
গবর্নমেন্টের বাঁধগত হইয়াছে তখন আমরা
অকার্যকর ভাঙ্গা দিব? আপনি জমীদার-
দ্বিগকে এই প্রকার রাজস্ব গ্রহণ করিতে
নিবেন হুজুর আজ্ঞা প্রদান করুন। কালেক্টর
মহোদয় কোন আজ্ঞা দিয়াছিলেন কি
না জানি না। বাঁধা উঠক, প্রজাগণ অনেক
দিন এইরূপ অনাচার রাজস্ব গ্রহণ করিয়া
শেবে বিতে পরাণ যুগ হয়। অনন্তর জমী-
দার অভিযোগ করেন। সুপেক্ষ মহাশয় এই
মকদ্দমায় যে জরুরী ন্যায্যগত যথার্থ
বিচার করিয়াছেন, তাহা পরম সন্তোষকর।
সুপেক্ষ বাবু যার রাসে এ বিষয়ে উত্তম
রূপে করণ পরামর্শ বিন্যাস করিয়াছেন।
তিনি বলেন, খাজনা শব্দের অর্থ এই
যে কোন প্রকার জমী স্বরা প্রজা লাভবান
হইলে সেই লভ্যের কিয়দংশ মালিকানকে
গ্রহণ করে, অবশিষ্টংশ প্রজা নিজ
পরিশ্রম স্বত্বের দ্বারা উন্নতি খাজনা। অতএব
যখন জমী বাঁধগত হইয়াছে তখন প্রজা
তাহা হইতে অংশিত উপভোগ পায় না,
অতএব কিয়দংশ রাজস্ব গ্রহণে বাঁধা হইবে?
এইরূপ সুবিচার দ্বারা বোয়োর অনেক ক্ষুদ্র
মালিকান অব্যাহতি পাইয়াছে। আমরা
সব প্রজা অকার্যকর এই খাজনা বহুদিন
দিয়াছি, তথাপি নিষ্ফল পাই নাই,
আমরা সর্বাঙ্গিকরূপে সুপেক্ষ বাবুর সর্বাঙ্গীন
দল প্রার্থনা করিতেছি। কেবল এই একটা
সুবিচার নয়, জাল তত্ত্বকের মকদ্দমা আর
ভিত্তিহীন হইয়াছে। ইনি মকদ্দমাগুলি
সুদৃঢ় স্বত্বস্বত্বের দ্বারা প্রমাণ করেন, এবং

কড়া ভীতুভিত্তি। সত্বকর্তব্যবস্থাপনা
নিরপেক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতা ইহার
ইনসর্গিক গুণ, কোন বিষয়ে ইহার অচল
মতি বিচল হইবার নয়, নিরন্তর প্রগতি
পরিশ্রম, ওকতর চিন্তা করিয়াও ইনি কাতর
হন না। আমরা এই উন্নতিশীল সর্বগুণ
শালী সুবিচারক দ্বারা বেশোদতির সহিত
মহোৎসাহ হইতেছি।

১০ ই আশ্বিন } অসুগত
১৯৮০। } প্রজাগণ

নদীর নদী।

সন ১৮৭০ সাল ১০ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফুট	ইঞ্চ
মোহানার		৩	৯
তথা হইতে জরিপুর			
৭১ মাইলের মধ্যে		৬	৬
জরিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৪০ মাইলের মধ্যে		৩	
কাটোয়া হইতে নদীরা			
৪৩ মাইলের মধ্যে		৩	৩

সন ১৮৭৩ সালের ১৩ ই জুন বহরমপুর গজ
ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
নহরমপুর		
১১ ই জুন		
১৮৭২		

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা রক্তজ্ঞানসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ মঞ্জুর
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রিয়ুত বাবু এসমুদয় বন্দোপাধ্যায়	মাস	৫০
চাকর বহু—জমিদার	১০	
মনোমোহন বে—বদল	১০	
হারিকানথ মুখোপাধ্যায়		
গহরপুর	১০	
রমেশচন্দ্র দত্ত—বদল	৫০	
প্রিয়ুত বাবুল কল্লের—প্রিয়ুত	৫০	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যাইবে।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্শনিক ৫০ টাকা, মকদ্দমে সাহুল সময়ে
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্শনিক ৫০ টাকা।
মাসের দ্বায়ে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যাই
না। মোট, হুটি, বরাত চিঠি, মনি
ইহার অন্যতর বাঁধাতে বাঁধার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ বের টিকিট প্রেরণ না করিলে
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশেধিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন তিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা বের রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আগনার নাম স্পষ্টাকরে
লিখিয়া প্রিয়ুত হারিকানথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁধাধিগের সূতন মূল্য দিবার সময় মক্কা
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পূর্বে তাঁহাধিগের নামোজ্ঞেপ করিয়া তাঁহা-
ধিগকে শরণ করিয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

লোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে অস্বীকৃত
পাঠ পাইব।

বাঁধা দ্বারা সাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিলে, তাঁহাধিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ১০ হই আনা তাহার পর ১০
বেড় আনা দিতে হইবে। কিন্তু অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিলে, তাঁহার
সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার হকিমপুর
লোণাপুর টেনগের হকিম, চাকরিপোতার
প্রিয়ুত হারিকানথ বিদ্যাভূষণের বাটের
প্রতি সোমপ্রকাশের প্রকাশিত

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৩৪ সংখ্যা।

“প্রবচনানি প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সঙ্গমস্তানি অনিমিত্তানি ন হৌয়নানি।”

প্রিন্টিং বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বার্ষিক ৫১ টাকা।

সন ১২৮০। ২৪ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ৭ ই জুলাই।

সকলকে বাতুল সযেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, নন টাকা এবং
বার্ষিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদি ৭ ই আষাঢ় সোমবার রাত্রি ৭
সন্ধ্যাকার সময় অত্রস্থ শ্রীমুক্ত দেবদাস বাবুর
মৃত্যু বার্ষিক রাজসাহী সভার সাধারণ
সাধারণ অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবে
শনে নিম্নলিখিত কার্যগুলির আয়োজন হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠান
স্তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য নির্ধা-
নক কমিটীর সভা নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনপূর্বক
আবশ্যক হইলে পূর্বে নিয়ম পরিবর্তন ও
মৃত্যু নিয়ম নির্ধারণ।

৩। পঞ্চকের দ্বিতীয় ফারমের লিখিত
প্রস্তাব অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণ
মেন্ট সনদে আবেদন।

৪। পঞ্চকের তৃত্যাবধিবার অংশ
বাহার বাহা দেহ তাহাই তাহার নিকট
লইবার এবং তৌজির নম্বর অনুসারে এক
মালি নাইদ্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণ
মেন্ট সনদে আবেদন।

৫। অন্ন মূল্যের বাতলা স'ব মপত্র এক
খান প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য
প্রার্থন।

৬। বোয়ালিয়া হাইকোর্টকে কলেক্টরিবার
চেষ্টা করিতে এই জেলায় প্রার সমস্ত
জমিদার ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অজু-
রোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিবার
উক্ত বিষয়ের কর্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভার বহিঃকোম ব্যক্তির প্রত্যাহ
করিবার জন্য উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি

সমক্ষে কোম কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে
তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক
মপত্র পূর্বে অবগত করাইবেন। পৃথক
পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী
জেলায় সমস্ত ব্যক্তিকে সমাবেশে আহ্বান
করা হইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী } জিরাজকুমার সরকার
সভার কার্যালয় }
২৪ এ জুন। ১৮৭৩ } সহযোগী সম্পাদক

গুণ্ড মত।

এই ছাপাখানার ইংরাজী ও বাংলা
ছাপার কর্ম অতি সস্তায় ও সস্তুর নির্মাণ
হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানার প্রায় সকল রকম বাংলা
পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা
সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও
বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে
সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই
পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়, সমাজের
ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয়
সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিবন্ধ আব-
শ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত
হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ বাৎসরিক ৪ ত্রৈমাসিক
২০ টাকা।

চূর্ণাচরণ গুণ্ড
অধ্যক্ষ

বাংলা শব্দ তাহার বাতুল প্রত্যাহ, সমাল
এবং বাংলা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক
খানি অভিধান রচনা আট পেজি ফরমা
আকারে প্রকাশিত হইতেছে। সকল
হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিমা
মাফুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয় এক্ষণে ৮৫
ফরমা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে
স্বয়ং বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের “ন” চলি
তেছে অতি শিঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ইষ্ট্রিট } জীবনোৎসাহ মূল্যে-
নং ৪২ } পায়ার এণ্ড কোং

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের
আর রোঁদোক উদ্যালয়।

উপরি উক্ত উদ্যালয়ে আত্মরোঁদ অর্থাৎ
নিদান মতের সর্বপ্রকার রোগের নানাবিধ
অকুশল উদ্বা, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি জল-
কমুলে সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয় এবং
জটিল উপযুক্ত চিকিৎসক সর্বদা তাহার উপ-
স্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্বক উদ্বাদি প্রদান
করেন।

উক্ত উদ্যালয়স্থ উদ্বাদির নির্ধারিত
মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে
এবং তাহাতে কয়েকটা উৎকট পীড়ার সস্তুর
উপকারক নবপ্রকাশিত উদ্বা সকল সন্নিবে-
শিত হইয়াছে। বাসার আবশ্যক হইবে
উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিংবা এক আনার
একখানি ডাকট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই
উক্ত তালিকা পত্র বিনামূল্যে প্রাপ্ত হই-
বেন।

১৪৩ নং সোমবার } জীবনোৎসাহ সেন
চি.পুরোড } গুণ্ড।
কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকানর, ১৩ কর্ণও
রালিস টিউবটতে উঠিয়া, বেচুচাটুর্ঘ্যের
টিউব ৩০ নং বাজিতে আসিয়াছে।

১ মা আবার
১২৮০।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

—১০১—

বিশ্বদর্পণ।

আমি, শ্রীযুক্ত বাণ শশিভূষণ চট্টো-
পাধ্যায়, বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ও তার-
কুমার কবিরত্ন এই চারিজন এক একটি
নির্ম্মিত বিষয় গিথিবার ভার লইয়া বিশ্বদ-
র্পণ চালাইয়া আসিতেছিলাম। মধ্যে
অনেক গ্রাহকের অর্থদান বিষয়ে অনবধা
মতা ও আমাদিগের মধ্যে কাহার কাহার
অমনোযোগিতা প্রযুক্ত আশ্বিন মাসের
বিশ্বদর্পণ অগ্রহারণ মাসে প্রকাশিত হইয়া
এ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। অনিলাম
অব্যাপি কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বদর্পণের
অগ্রিমবার্ষিক মূল্য পাঠাইতেছেন। অতএব
নিবেদন গ্রাহকগণ যত দিন বিশ্বদর্পণ না
পাইবেন তত দিন উহার মূল্য না পাঠান।

১৮৭৩ শ্রীমোহনলাল

২২ এ জুন। বিদ্যাবাগীশ।

—১০২—

পূর্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে।

আগামী ১৫ ই জুলাই অবধি এবং যে
পর্য্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া যায়
সে পর্য্যন্ত গাঁইট বাঁধানয় এরূপ পাটের
ভাড়ার যে বিশেষ নিয়ম ছিল, তাহা রহিত
হইবে এবং উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর
নিয়মানুসারে প্রতি মণে প্রতি মাইলে অর্ধ
পাই হিসাবে দিতে হইবে।

দিরালদহ টার্মিনস } ফ্রাঙ্কলিন এজেন্ট
৯ ই জুন ১৮৭৩ } এজেন্ট

—১০৩—

* সেতার শিক্ষা।

ঐ মনোমোহকর শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ
বাবু কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত। মূল্য
৪ টাকা। ডাকমাছল ৬ আনা। কলিকাতা
বহুবাজারস্থ ইষ্টানহোপ বস্ত্রালয়ে প্রাপ্য।

বিক্রয় পুস্তক, নাগরাকরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক-

ধ্যক্ষ শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কারের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ

৮০

ঐ মধ্যম কাগজ

৮০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

৮০

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত

১৮০

মৎস্যপুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালাভূবান সমেত ১ ম খণ্ড

৮০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালাভূবান সমেত

২

তত্ত্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন)

২৪০

উইলসন সাহেবকৃত সংস্কৃত ইংরাজী

অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে ১ ম পর্য্যন্ত
আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা

মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালা অগরে মুদ্রিত।

বিক্রয়পুরাণ। ১২ খণ্ড।

জগন্নাথন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালাভূবান সমেত

২৮

১০ খণ্ড সম্পূর্ণ হইবে।

কলিক পুরাণ পূর্ণাঙ্গ। ২ খণ্ড

জগন্নাথন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালা ভূবান সমেত।

১৮

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য ১ ম খণ্ড

জগন্নাথন তর্কালঙ্কার কৃত

বাঙ্গালাভূবান সমেত।

৮

পূর্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাই-
তেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ মা
তারিখ অবধি সাহার দুই এক দিন অগ্র
পশ্চাৎ ২২তে পূর্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে
কোম্পানি লিমিটেডের চিতপুরস্থ গঙ্গার
তীরবর্তী বিহার টার্মিনসে বাণিজ্য জব্য

এবং গাঁটরি লকল গ্রহণ করিবার জন্য
এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

এজেন্টগণ আফিস ফ্রাঙ্কলিন এজেন্ট
দিরালদহ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—১০৪—

নরশো রপেয়া।

একখানি নূতন রকমের নাটক। কলিকাতা
অনুভবানুর পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।
মূল্য এক টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়।

—১০৫—

বঙ্গভাষার।

ফ্রান্সিসকাল্ মেডিসিন এণ্ড

ফিজিকাল ডায়গনোসিস

অব ডিক্জিট

অর্থ্যাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
বলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০ আনা। উহার বাঙ্কাই অতি
পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার এম্বিকর্তার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহ-
ষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। পূর্ববাজারেরই জাতব্য দাত্তী-শিক্ষা
দুই ভাগ একত্র বাঙ্কাই, মূল্য ২। ডাকমাছল
৮০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়। গতি-
নিকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রসূতি কর্ত্ত পায় না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
ভূমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত
তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ব-
লক্ষণ ও তাহাদিগের করকটী শুদ্ধতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধ-
কের ব্যানোর চিকিৎসা, পুনঃপুনঃ গর্ভজাব
নিবারণোপায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতব্য বিষয় এই

পুস্তকে কথোপকথনস্থলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার অর্থাৎ বিস্মৃতিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ১। এতলিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা বর্নন, মাসিক পত্রিকা, আগ্রসম বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ বিচার (৫ টা ম)

১/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী

১/০

প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

—১২—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ সরিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

স্নেহ ওরা প্রস্তুত নির্মিত মর্দমানের পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অংশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। যেখানেতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্ট্র।

কাটির মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্নেহ করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুত নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কলিকাতা

৭৭৭ হেভিওয়েস্ট্রিট } বরন এন্ড কোং।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর চৌধুরী প্রণীত—সহস্রাব্দেব্রত বঙ্গ ভাষায় প্রকা-

শিত নিম্নলিখিত ডাকারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল ১।

এ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল ১। একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাছল ১। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১। আনা মাছল।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১। আনা। উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারা ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অধ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা বেশ টাকা ও ডাক মাছল কিংবা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাকারি ব্রিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাল চিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ১, আমার নিকট প্রাপ্য।

লালবাজার হিন্দু শ্রীভক্তবাস চট্টোপাধ্যায় হট্টেন কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ. আষাঢ় সোমবার।

আমরা অমূল্য হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি, জাতীয় সভা বাতিচারিণী বিধবার ধনাধিকারসম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির আপীল করিবার অভিলାষিণী হইয়া সাধারণের নিকট সাহায্যার্থী হইয়াছেন। বাঁহারা বাহাওয়া দানের সংকল্প করিবেন, তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত আমরা জানাই-তেছি, নিম্নলিখিত কয় স্থানে টাকা পাঠাইলে উহা যথা স্থানে প্রেরিত এবং সোমপ্রকাশে উহার আশ্রিত স্বীকৃত হইবে।

সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে।

কলিকাতা নান্দনাল প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে।

প্রমথকুমার ঠাকুরের ঘোষিত শ্রীযুক্ত বাবু ভুজেন্দ্রচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে।

ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত বাবু আশুনাথ পণ্ডিতের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু আশুনাথ পণ্ডিতের নিকটে।

—১৩—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আমরা শুনিয়া আঁতর্শর সুখিত হইলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৬ই আষাঢ় দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা দেশ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমরা যেমনাদ বধ কাব্যের অনেক মহোদর দেখিতে পাইতাম। তিনি একটা নূতন ভঙ্গের সৃষ্টিকর্তা। ভঙ্গটী গুললিত ও মধুর জনের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই বটে; কিন্তু বাগ্বেদী তাঁহাকে কবিত্ব শক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উহা নবা মলে এক একবার একপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। হৃদয় যেরূপ হউক, তিনি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বলিয়া খেদ করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কৃত কাব্যগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

মামুষ যে গুণে সুখী ও শ্রেষ্ঠাশালী হয়, তাঁহার সে গুণ ছিল না। অসমতর্কিততা দোষে তিনি কেবল যে দরিদ্র নাম ফর করিয়া গিয়াছেন এরূপ নয়, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ সফটে পাড়িয়াছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে বাস করিতে বান, মহামহিমশালী দয়া-সাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হস্তাবলম্বন না করিলে তাঁহাকে নিজ দোষের তীব্রতর ফলভোগ করিতে হইত সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের আচর্য সংবত ১২৮০

পরিমিত ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহার সরলতা, পরোপকারিতা ও অমায়িক-তা দি অনেকগুলি লক্ষণ ছিল।

আমাদিগের অধিকতর হুংগের এই, তিনি যত্নশীল শ্রীড়ার অমল্য যত্নবান ন্যায় শোকে বজ্রের একটা দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় পুত্রী তাঁহার যত্নে তিন দিবস পূর্বে কালধর্ম প্রাপ্ত হন।

তাঁহার দুই পুত্র ও একটা কন্যা আছে। এক পুত্রের বয়স এগার ও আর একটীর বয়স সাত বৎসর। হিন্দুপেট্রিট বঙ্গবাসিদিগের নিকটে তাঁহারিগের সাহায্যদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা মানমস্কতিতে তাঁহার অনুমোদন করিতেছি। তিনি বঙ্গদেশের যে উৎসাহ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দুয়ের সাহায্যদান রূপ পুরস্কার অধিক নয়।

—২—

মাতলা রেলওয়ের ব্যয় সংক্ষেপ
ও ব্যয় সংক্ষেপের আব-
শ্যকতা।

বাঙ্গালিরা অনেকের অধীন হইয়াই রাজ কার্য সম্পাদন করিতে পারেন, স্বতন্ত্র হইয়া কর্তৃত্ব করিতে পারেন না, বাহাদিগের এই ভ্রম আছে, তাঁহার নিয়ন্ত্রিত উদাহরণটি পাঠ করিয়া সে ভ্রম পরিত্যাগ করুন।

ইউরোপ খণ্ড ও অন্য অন্য স্থান হইতে মাতলার জাহাজ আনিবে, সেই জাহাজের দ্বারা সামগ্রী রেলওয়ের দ্বারা অল্প ব্যয়ে কলিকাতায় নীত হইবে, এই উদ্দেশ্যে মাতলা বন্দর করা হয়। কিন্তু সে অতীত সিদ্ধ হইল না। সুতরাং এই রেলওয়েতে লাভের যে আশা করা হইয়াছিল, তাহা শুদ্ধ হইয়া গেল। এখনও যে লাভ আছে, অপব্যয় তাহা প্রসঙ্গ করিয়া ফেলিতেছে। ২৮ মাইল মাত্র মাতলা

রেল রাস্তা। লাভ যেমন অল্প, সামান্য ব্যয়েও তেমনি চলিতে পারে। সামান্য ব্যয়ে চালাইলে বিলক্ষণ লাভ থাকে। আমরা অনেক বার একথা কর্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছি। কিন্তু আমরা বলিলে কি হইবে, অন্য অন্য বিভাগের ন্যায় ইউরোপীয় প্রতিপালন করা এ বিভাগেরও উদ্দেশ্য। সুতরাং যিনি স্বয়ং ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা পাইয়াছেন, সমাক্ষত কার্য হইতে পারেন নাই। অনেক কর্তৃপক্ষের স্থল বেতন ও হাতটান রোগে মাতলা রেলওয়েকে অতিশয় দুর্বল ও উৎখান-শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। মাতলা বলিয়া নয়, সকল রেলওয়েরই সমান দশা। চৌধুরী ও অপব্যয়ের তথ্য একাধিপত্য। তাঁহার নিবারণের আনুগত্য চেষ্টা গান, এ বিভাগে এরূপ লোকও বিরল। কেহ চেষ্টা পাইলেও কর্তৃপক্ষ নিগের চক্র প্রভাবে কৃতকার্য হইতে পারেন না। ডাক্তার মোয়াট সাহেব পূর্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ওঠা জুলাইয়ের ইংলিসমান পত্রের আক্ষেপ পূর্ণ এক খানি দীর্ঘ পত্র প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে সকলের প্রতিদ্বন্দ্বী। এ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অধিকার আছে। তিনিও যে এ সকলের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ অবধানবান্ নন, ইহা সামান্য লজ্জা ও হুংগের বিষয় নহে। অন্য অন্য রেলওয়ের ন্যায় ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষদিগের স্থল বেতন দান ও চৌধুরী কেবল মাতলা রেলওয়ের অপব্যয় নয়, তন্নিমিত্ত অনেক অন্য বশ্যক ব্যয় ছিল, এখনও অনেক আছে।

আমরা যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ করিয়াছি, বোধ হয়, পাঠকগণ তাহা এক্ষণে জুলিয়া গেলেন। বাঙ্গালিদিগের উপরে কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিলে যে উত্তমরূপে কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা প্রতিপন্ন করাই আমাদিগের এ

প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত বাবু রাম-গতি মুখোপাধ্যায় মলহাটী ডেট রেলওয়েতে ছিলেন। কিছু দিন হইল, গবর্ণ-মেন্ট তাঁহাকে আনাইয়া মাতলা রেলের বাণিজ্য বিষয়ের ভার দেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে মাসিক ২৫৬ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যয় সংক্ষেপের আরো অনেক পথ আছে। এখানে একটা প্রদর্শিত হইতেছে। রাস্তার তত্ত্বাবধানার্থ ৩০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন ইউরোপীয় ও তাঁহার একজন সহকারী আছেন। এটা অনাবশ্যক ব্যয়। রামগতি বাবুর উপরে এ ভার যদি দেওয়া হয়, অন্যরাসে এই টাকা বাঁচিয়া যায়। আমরা পূর্বেই কহিয়াছি, মাতলা রেল রাস্তা অধিক দূরবাণী নহে। গাড়িও সর্বদা গমনাগমন করে না। রাস্তা রীতিমত আছে। এ অবস্থায় রামগতি বাবুর উপরে রাস্তার তত্ত্বাবধান ভার মিহা নিশ্চিত থাকা যায় না। এরূপ নয়। মলহাটী রেলওয়ের কি রাস্তা কি বাণিজ্য সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপরে আছে। আর যদি রাস্তার নিমিত্ত স্বতন্ত্র লোক রাখাই গবর্ণমেন্টের অভিমত হয়, নির্বল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেক্টরের উত্তীর্ণ একজন ছাত্রকে ১০০ টাকা বেতনে এই পদ প্রদান করা হউক। তাহা হইলেও গবর্ণ-মেন্টের মাসিক ২০০ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এরূপ ব্যয় সংক্ষেপের আর যে কয়েকটা স্থল আছে, রামগতি বাবুর উপরে সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার সম-র্পিত হইলে বোধ হয় সেগুলিও গবর্ণ-মেন্টের অবদিত থাকে না।

রামগতি বাবু উপযুক্ত লোক, তাঁহার উপরে প্রস্তাব করা করিয়া উৎসাহ দান এ প্রস্তাবের যেমন একটা উদ্দেশ্য, তেমনি আর একটা উদ্দেশ্য আছে। যে সকল কার্যের অর্থ লব্ধ আছে, অর্থ

অপেক্ষ হইলে সহজে জানিবার উপায় নাই, গবর্ণমেন্ট তাদৃশ কার্যে এদেশীয় কৃতবিদ্যা উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া সামান্য ইউরোপীয়কে নিযুক্ত করেন। তাহাতে দ্বিগুণ ক্ষতি প্রস্তুত হয়। প্রথম, ইউরোপীয়দিগকে অধিক বেতন দিতে হয়, দ্বিতীয়, তাহাদিগের অধিকাংশ চৌর্য্যকার্যে বিলম্বদক্ষ। আমরা সচরাচর দেখিতে ও শুনিতে পাই, নীচ ইউরোপীয়দিগের চবিত্র অতি লঘন। তাহাদিগের ধর্ম্মনীতি অতি দুর্বল। তাহাদিগকে গবর্ণমেন্টে যে কার্যে নিযুক্ত করেন, এদেশীয় কৃতবিদ্যাদিগকে যদি তাহাতে নিযুক্ত করা হয়, গবর্ণমেন্টের ঐরূপ দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে। সমুদায় কৃতবিদ্যাই যে সফরিত্র আমরা একথা বলি না। ২।৪ টি প্রত্নদাহরণ আছে, আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সামান্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃতবিদ্যা দিগের স্বভাবতঃ কুরুত্বের অতি বিদ্যেব আছে। অশিক্ষিতের অতি বিশ্বাস ও শিক্ষিতের অতি অশিষ্টাস এটা গবর্ণমেন্টের বিপরীত ব্যবহার। ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ তাহাদিগের এ ব্যবহার পরিত্যাগ করা কর্তব্য। উপলংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেন্ট রামগতি বাবুর উৎসাহবর্জন করিয়া দুটোস্ত্র প্রদর্শন করুন।

—৩০—

কাঞ্চল সাহেবের ঐক্য শাসন
কর্ম্মচারিগণ।

উক্ত কর্ম্মচারিগণ পূর্ণিয়ার কালে-
কর্ত্তীর শৈরদ আবহুল কাদের খাঁকে
লইয়া যে প্রকার শৈরচাচার প্রচার করি-
য়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের
ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংসের ডাই-
রেক্টরদিগের আজ্ঞালঙ্ঘন হত্যাত্মক
আখ্যোপাত্ত আমাদিগের স্মৃতিপথে
উদিত হইল। মিডলটন নামে এক ব্যক্তি

অযোধ্যায়, মধাবের নিকটে রেসিডেন্ট
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হেষ্টিং-
সের লোক। তদানীন্তন কোর্জিল সভা
তাঁহাকে পরচুক্ত করিয়া ত্রিটো নামে এক
ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত করেন।
মিডলটনের পরচুক্তি ও ত্রিটোর নিয়োগ
হেষ্টিংসের অমতে হয়। তখন কোর্জিল
সভার তাঁহার প্রাধান্য ছিল না। সুতরাং
তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ
কর্ণেল মজনের দৃষ্টি হইলে উক্ত
সভার গবর্ণর জেনরলের প্রাধান্য লাভ
হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ত্রিটোকে
অযোধ্যা হইতে আনাইয়া মিডলটনকে
তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আর একটা ঘটনা এই, কোর্জিল
কৌক নামক এক ব্যক্তিকে কোর্জিলের
মতে বারানসীর রাজার নিকটে পাঠান
হয়। কিন্তু হেষ্টিংস সভার প্রাধান্য লাভ
করিবামাত্র তথায় লোক প্রেরণের আশঙ্কা
কতাই বলিয়া ফ্রান্সের তথ্য হইতে
আশিবার আদেশ পাঠাইলেন। তদিকে
তিনি কোর্জিলে এই প্রস্তাব করিলেন,
একজন সিবিল সর্কাণ্ট এবং তাঁহার
একজন সহকারী বারানসীতে রেসিডেন্ট
রূপে অবস্থান করিবেন। কোর্জিলে
তৎকালে দুই দল ছিল। দুই দলেই এই
দুই বিষয় ডাইরেক্টরদিগের নিকটে
লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৭৭৭ অব্দের ৪ টা
জুলাই ডাইরেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলকে
এই পত্র লেখেন “আমরা আপনার
১৭৭৬ অব্দের ২ রা ডিসেম্বরের অযোধ্যা
হইতে ত্রিটোকে আনয়ন ও তৎপদে
মিডলটনের নিয়োগ সংক্রান্ত কার্য
বৃত্তান্ত বত্পূর্ব্বক পাঠ করিলাম, কিন্তু
কোন ক্রমেই ইহার অনুমোদন করিতে
পারিলাম না। অতএব আমরা আপ-
নাকে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি অবি-
দ্যে ত্রিটোকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া
দিবেন।”

ডাইরেক্টরেরা ১৭৭৮ অব্দের ৩০ এ
জানুয়ারি কোর্জিল কোর্কের বিষয়ে
হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখেন তাহা এই
“আপনি ১৭৭৬ অব্দের ৩ ই জানু-
য়ারির পত্রে আমাদিগকে জানাই-
য়াছেন, কোর্জিল কোর্কে যে উদ্দেশ্যে
বারানসীতে পাঠান হইতেছিল, তাহা
সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি তাঁহার
তথ্য গমন রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজ
ধানীতে আনয়ন করেন। কিন্তু আপনার
১৭৭৭ অব্দের ৬ ই জানুয়ারির পত্রের
আজ্ঞাশ্রী প্রকাশ পাইতেছে, যে আপনি
কুড়িদিন অতীত না হইতে হইতে টমাস
গ্রেহামকে বারানসীর রেসিডেন্ট ও
ডেনিয়ল অষ্টেবিসন রায়গরেলকে তাঁহার
সহকারিরূপে নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ
করিলেন। যদি আমরা বুদ্ধিতে পারি-
তাম, আপনি কোম্পানির ব্যয়বৃদ্ধি-
পের উদ্দেশ্যে কোর্জিলকে কাশী হইতে
আনয়ন করিয়াছেন, আমরা আপনার
কার্যের অনুমোদন করিতাম। কিন্তু
আমরা যখন দেখিতেছি, যে কার্য এক
ব্যক্তি দ্বারা সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন হইতে
পারিত, আপনি তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন-
বেতনে দুই ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়া-
ছেন, তখন আমাদিগের স্পষ্ট বোধ
হইতেছে, আপনি সমুচিত কারণ ব্যতি
ত্রে কোর্কের কাশীতে অবস্থান রহিত
করিয়াছেন। অতএব আপনাকে
আজ্ঞা দিতেছি, অবিলম্বে কোর্জিল
কৌককে বারানসীর রেসিডেন্ট ও পোষ্ট
মাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।”

গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংস ইহার কোন
আজ্ঞাই গ্রাহ্য করিলেন না।

তৃতীয় ঘটনা এই, অপ্রাপ্তবয়স্ক
নবাব সুরাবেক অল দৌলার বিষয়ের
তত্ত্বাবধান ভার প্রথমে তাঁহার বিষাতা
মনিবেরসের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার
অব্যক্ততাকালে সকল বিষয়েই বিপুল

ঘটে, অর্ধ অপহৃত ও অপব্যবৃত হয়। তদ্বিবাক্তন তাঁহাকে তৎপদ হইতে অপ-
সারিত করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁকে
তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ডাইরে-
ক্টরেরা এই বন্দোবস্তে অনুমোদন ও মহম্মদ
রেজা খাঁর নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ
করেন। গবর্ণর জেনারেলের ইচ্ছা ও
প্ররোজন হইল রেজা খাঁকে পদচ্যুত
করিয়া মনিবেগমকে পুনরায় তৎপদ
প্রদান করেন। তদিকে ডাইরেক্টরদিগের
মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তে অধ্যক্ষতাবার
সমর্পণের আদেশ আছে। একটা ছল না
পাইয়া এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভাগ
দেওয়া না, এই ভাবিয়া গবর্ণর জেনারেল
নবাবের সহিত যোগ করিয়া তাঁহাকে
দিয়া এই ভাবে এক চিঠি লেখাইরা লন,
যে তিনি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইরাছেন,
মহম্মদ রেজা খাঁর অধ্যক্ষতার অনেক
অভ্যুচ্যার হইতেছে, অতএব তিনি স্বয়ং
কার্য্যভার এবং তাঁহার বিমাতা মনিবে-
গম অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করিবেন।
গবর্ণর জেনারেল এই পত্র অবলম্বন করিয়া
মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত ও মনিবে-
গমকে পুনরায় তৎপদ প্রদান করিলেন।
ডাইরেক্টরেরা এই সংবাদ পাইয়া হেষ্টিংস
লকে ১৭৭৮ অক্টোবর ৪ তা। কেন্সারিার যে
পত্র লিখেন তাহা এই “আপনি
নবাব সুবারেক অল দৌলার প্রার্থনাক্রমে
নায়েব সুবাদারকে যে পদচ্যুত করিয়া-
ছেন, আমরা কোন ক্রমেই তাহার অনু-
মোদন করিতে পারি না। নবাব স্বয়ং আপ-
নার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, এই ইচ্ছা
প্রকাশ করিয়াছেন।” ইত্যদ্যে আমাদিগের
ব্যক্ত্য এই আপনার কৌণ্ডিল সত্তার এক
জন সভ্য এই কথা কহিয়াছেন (আপনিও
তাহার প্রতিবাদ করেন নাই) যে, যে
সকল কার্য্য দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে
আছে, নবাব স্বয়ং তাহার ভার গ্রহণে
একান্ত অগম্য। আমরা পূর্বে কহিয়াছিলাম

নবাবকে যে-রূতি দেওয়া হয়, মনিবেগ-
মের অধ্যক্ষতা কালে তাহার অধিকাংশ
অপহৃত ও অব্যবহৃত ব্যবৃত হয়,
তথাপি আবার তাঁহার হস্তে কার্য্যভার
সমর্পণ করিবার নিমিত্ত নবাব যে পত্র
লিখিয়াছিলেন, আমরা নিঃসন্দেহরূপে
তাহার অতিক্রম বুঝিয়াছি। আপনি
অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত না
অপরিণামদর্শী যুবা নবাব নিজামত
ও কোমদারী আদালত প্রভৃতির নুতন
প্রকার বন্দোবস্ত করিবার উপায় উদ্ভা-
বন করিতে পারিবেন, এই সকল
আদালতের বিচারপতি প্রভৃতি পদে
যে সকল ব্যক্তি নিয়োজিত আছেন,
তাঁহারা সেই পর্য্যন্ত থাকিবেন। কিন্তু
আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হই-
তেছি যে সেই অনুরোধের অনুরূপ
কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদিগের
গবর্ণর জেনারেল দৃঢ়তররূপে নবাবের পক্ষ
সমর্থন করিয়া কহিতেছেন নবাব এই সকল
বন্দোবস্ত করিবার অধিকারী না হইবেন
কেন? আমাদিগের বিস্ময় ও দুঃখের
কারণ এই আর এক সময়ে গবর্ণর জেন-
রল আর এক উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিঃসন্দে-
হান হইয়া কহিয়াছিলেন, নবাব কিছুই নন,
কেবল আড়ম্বরসার, তাঁহার হস্তে প্রভু-
শক্তির ছায়াও নাই। আপনার ঐ অতি
প্রায় প্রকাশের পর এরূপ কোন ঘটনা
উপস্থিত হয় নাই যে আপনি নবাবকে
স্বাধীন করিয়া দেন এবং তাঁহার হস্তে
অতিরিক্ত ক্ষমতা সমর্পণ করেন। অত-
এব আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনি
সুবারেক অল দৌলাকে যে সমস্ত ক্ষমতা
প্রদান করিয়াছেন, তাহা দিবার আব-
শ্যকতা ছিল না এবং তৎপ্রদান কোন
ক্রমেই ভুলি দ্বারা সমর্থনীয় নহে।
আমরা বিবেচনা করিয়া কহিতেছি
দেশের মঙ্গলার্থ নায়েব সুবাদারের
পদ আপাততঃ অবিলম্বে থাকিবে

এবং যে ব্যক্তির বিজ্ঞতা বহুদর্শিন-
কোম্পানির প্রতি ভক্তি করি-
ব্যক্তির হস্তেই এই উচ্চ পদ সমর্পণ
করা হইবে। মহম্মদ রেজা খাঁর
আমাদিগের যে মত আছে, তাহা
বর্ত্ত করিবার কোন কারণ নাই, অতএব
আপনাকে নিশ্চিতরূপে আজ্ঞা দিচ্ছি,
আপনি অবিলম্বে নবাবকে আমাদিগের
অভিপ্রায় জানাইবেন এবং অবিলম্বে
মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব সুবাদারের
পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।”

ডাইরেক্টরদিগের যে তিনখানি পত্র
অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল, তাহা
পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন
হেষ্টিংস কিরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ
কিরূপ স্বৈরাচার প্রচার কিরূপ আজ্ঞা
লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য-
প্রণালী বর্ণন করিলে স্পষ্ট বোধ হয়,
ডাইরেক্টরেরা বেন কেহ নহেন, তিনিই
বাঙ্গালা দেশের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্ব-
সর্কী। তখন নুতন রাজা, সমুদায়ই বিশৃ-
ঙ্খল, কর্ত্তৃপক্ষ ছর মাসের পথ অস্থিরে
ছিলেন, হেষ্টিংস বাঙ্গালার নবাবদিগের
নায়েব স্বাধীনতার ঘোষণা করিতেও
ডাইরেক্টরেরা সহ্য কিছু করিতে পারি-
তেন না। সৈন্যগণ তাঁহারই বশবর্ত্তী
ছিল। তখন রাজাসংক্রান্ত বৃত্তান্তের প্রায়
কেহ সংবাদ লইতেন না, সংবাদ লওয়াতে
লোকের আমোদও ছিল না। ডাইরেক্টর
দিগের সহিত হেষ্টিংসের যে বর্ণিত
প্রকার কৌতুকাবহ কার্য্য চলিতেছে,
তাহা প্রায় কেহ জানিতেন না। অতএব
সে সময়ে হেষ্টিংসের ঘেচ্ছাচারিতা কথ-
ক্বে শোভা পাইয়াছিল, তখন তদ্বিবাক্তন
বিশেষ অনিষ্ট ঘটনাপুঙ্খ নাই। কিন্তু এখন
কার কর্ম্মচারিদিগের ঐরূপ ব্যবহার
কোন ক্রমে শোভমান হয় না। মকদ্দ-
মাদ্ব কর্ম্মচারিরা যদি সদরের প্রধানদিগের
আজ্ঞার অবহেলা করেন, বিবম বিপ্লব

যুটীয়ার সম্মুখীন। শাসন ও বিচার বিভাগে যে শৃঙ্খলায় বদ্ধ হইয়া আছে, ফলে তাহার এক একটা শৃঙ্খল হিন্ন হইয়া উঠাকে শোচনীয় দশাপন্ন করিয়া তুলিবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের এমন যে উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী তাহার প্রতি সকলেই আস্থাশূন্য হইবেন। আমরা ঢাকা প্রকাশ হইতে এতৎ সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটী স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, পাঠীগণ তাহা পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

প্রধানতঃ বিচারালয় আবহুল কাবেরের মকদ্দমা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত অনুবাদটী পাঠ করিলে পাঠীগণ তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। অনন্তর বল কেন্দ্র সাহেব বলেন “বিচারপতি কিয়ার এ বিষয়ে ঘেরায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। বিচারপতি আঙ্গেলির পীড়া ২৩৩৩তে করেকদিন আমি উক্ত বিজ্ঞ বিচারপতির সহিত বিচারাগনে উপবেশন করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে দুই মকদ্দমার আশীল আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। নদীরা জেলার সেশন জজ ঐ দুই মকদ্দমার বিচার করেন। আবহুল কাবের খাঁ দুই মকদ্দমাতেই লিপ্ত ছিলেন। উহার এক মকদ্দমার বিচারপতি কিয়ার সেশন জজ এক উড় সাহেবের আচরণ বিষয়ে অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি অতি দুঃখিত হইয়া সেই অসন্তোষের অনুমোদন করিতেছি। আমার অভিপ্রায় এই, এই মকদ্দমা সংক্রান্ত বাবতীর কার্য পূর্ণিমা জেলার বিচারপতিবিশেষের অতিশয় অপেক্ষা কর হইয়াছে। ১৮৭০।৭১ অব্দে পূর্ণিমা জেলার কালেক্টরিতে তহবিল তহররপাত হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট তদানীন্তন কালেক্টর ওয়ারগনি সাহেবকে এই আদেশ

দেন, যে তিনি ঐ ব্যক্তির বেতন হইতে কাটিয়া লইয়া যে টাকা তহররপ হইয়াছে তাহা শুধরাইয়া দেন। এই ব্যক্তি তহররপাতের সময়ে কালেক্টরির খেত ক্লার্ক ছিলেন। ইনি ওয়ারগনি সাহেবের অতিশয় পাত্র ছিলেন। ওয়ারগনি সাহেব দুইটা লইয়া বিলাত বাইবার পূর্বে তদানীন্তন পূর্ণিমা আইন্ট মাজিস্ট্রেট উইকল সাহেবের নিকটে অবহুল কাবেরের নামে তহররপাতের নালিশ হয়, ওয়ারগনি সাহেবকেই তহররপাতের টাকা দিতে আদেশ হইয়া ছিল। তিনি আর এক ব্যক্তির ক্ষেপে নোয়ারোণ করিলেন। শেষে মকদ্দমা ডিগমিস হইল। আবহুল কাবের সুজিলাত করিল। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মাজিস্ট্রেট কেহেল সাহেব এই আদালতের আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন কারণ কেহেল সাহেবের আচরণ এই আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালনের ইচ্ছার অনুরূপ হইতেছে না। তিনি এই আদালতের আজ্ঞা লঙ্ঘন করবার চেষ্টার কালেক্টর রূপধারণ করেন, এবং সে আইন বহিত হইয়াছে, সেই পুণ্ডন আইনের অনুসারে কার্য করেন। বাহা হউক আমি এই বিষয় লইয়া আর অধিক বাড়াবাড়ি করিবার ইচ্ছা করি না। আমার বিচক্ষণ সহযোগী যে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাতে অমত করিতেছি না। অন্য আদালতে এই মকদ্দমা পাঠাইবার বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে কোন শ্রেণীর বিচারপতি হউন তাঁহার নিকটে হইতে অন্য আদালতে মকদ্দমা পাঠাইতে গেলে তাঁহার নিঃসন্দেহ অপমানের হয়, তবে ন্যায্য বিচারের অনুরোধে এ উপায় অবলম্বন করা উচিত হয়। অতএব এই আদালতের কর্তব্য এই, অল্প বিচারপতি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হইবেন কিনা সে বিবেচনা না

করিয়া অন্য বিচারপতির নিকটে মকদ্দমা পাঠাইয়া দেন।”

—৩০১—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের
রাজনীতির বিবরণ।

কায়েল সাহেব হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটা মন্তব্য অনিউ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অত্রস্তা গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত ধর্ম্য সম্বন্ধে অতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। কখন প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, স্বয়ংও কখন ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংগ্রহ রাখেন নাই। ধর্ম্মের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র, রাজ্যের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। এই শুণ থাকতেই গবর্ণমেন্ট প্রজার বিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর আবাস স্থান, প্রজার বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা কোনক্রমে এখানে এত সহজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেন না। হুগের বিষয় এই, প্রজার এ বিশ্বাস আর থাকে না, গবর্ণমেন্টেরও সেই পূর্বে ঐদার্যের বিলোপ হয়। কায়েল সাহেব ক্রমে ক্রমে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অত্রস্তা গবর্ণমেন্টের রাজনীতিকে ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার বিস্তার সাধনে উদ্যত হইয়াছেন। ১৮৭৩ অব্দের ১৪ ই এপ্রেল কলিকাতার লাড' বিশপ মিলমান সর জর্জ কায়েল সাহেবকে যে পত্র লিখেন এবং ১৭ ই মে কায়েল সাহেব তাহার যে উত্তর দান করেন, তাহাই এ বিষয়ের প্রমাণ। মিলমান সাহেবের পত্র পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি যেন চেড়া পাইয়া অত্রস্তা গবর্ণমেন্টকে ধর্ম্মের আবর্জ্জা আকর্ষণ করিতেছেন, আর আমাদিগের লেন্টনন্ট গবর্ণর কায়েল সাহেব ইচ্ছা করিয়া সেই আবর্জ্জা পাত্ত হইতেছেন। লেন্টনন্ট

গবর্ণরের নিকটে মিসনরি কার্যের রিপোর্ট করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষমান হয় না। মিসনরি কার্যের সহিত গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক কি? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, লেপ্টনান্ট গবর্ণর সম্পর্কিত হইয়া লইয়া খুঁটখুঁটি প্রচার কার্যে সাহায্যদান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি পত্রের উত্তরদান কালে একস্থলে লিখিয়াছেন “আপনি যদি আপনার অতীত বন্দোবস্ত করিতে গাভেন, আমি আসাম ও কাছাড়ের চাক্ষুশের ধর্ম কার্যে নিরীহার্থ দুইজন পাদরির সাহায্যদান নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে সন্তুষ্টিভাৱে অনুরোধ করিব।” কাছাড় সাহায্য গবর্ণমেন্টকে যে ধর্ম সহজে জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা আছে, এ লেখা দ্বারা কি তাহা ল্পষ্ট প্রতীক্ষমান হইতেছে না? ধর্মোপদেশকের নিয়োগ বিষয়ে সাহায্যদান করাত্তে কি ধর্ম বিষয়ে লিপ্ত হওয়া হইতেছে না? গবর্ণমেন্ট হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীর ভাবধানে প্রতি প্রতিজ্ঞা করিলে মিসনরিরা কুপিত হন কেন? আমরা এখানে লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মোপদেশক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি সাহায্যদানে উদ্বিগ্ন ও অনুরাগী হইবেন কি না? জায়েদা প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্বিবরে তিনি সাহায্যদান করিবেন কি না?

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় যে সকল প্রচার নির্দিষ্ট ধর্ম আছে, গবর্ণমেন্ট সেই স্থানে ত্রী-লীনা অবলম্বন করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত পরিত ও জলবায়ির নিজের ধর্ম নাই, সেখানে গবর্ণমেন্টের ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার বাধা নাই। এখানে আমাদিগের বক্তব্য

এই, প্রচার ধর্ম নির্দিষ্ট থাকুক আর না থাকুক সে বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন হইতেছে না, গবর্ণমেন্ট প্রচার কার্যে ত্রী হইলেই মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে। প্রচার কার্য আরম্ভ করিলেই গবর্ণমেন্ট মিসনরিসিগের ন্যায় ধর্মীক হইয়া পড়িবে। রাজার ধর্মীকতায় যে কত শোচনীয় অনিষ্ট ঘটনা হয়, কাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম সহজে ইংলণ্ডের ইতিহাস ভূরি পরিমাণে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ধর্মীক হইলে প্রচার ধর্মে যে কলঙ্ক করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? লেপ্টনান্ট গবর্ণরেরা এখনই ত লোভ সহরণ করিতে না পারিয়া গঙ্গাযাত্রা ও রথ যাত্রা প্রভৃতি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেন্ট যদি ধর্ম সহজে জড়াইয়া পড়েন, কেবল যে তাঁহাদিগের বহুদিনের আর্জিত মহত্ত্বের হানি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও প্রচার বিখ্যাত ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটিবে এরূপ নয়, খুঁট ও তাঁহা শিষ্যগণ গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম প্রচার করিয়া যে স্পষ্টতর পথ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও অবমাননা করা হইবে। মিসনরিরা কি আর স্বদেশের অর্থ ব্যয় করিয়া প্রচার কার্য করিতে চান না? তাঁহাদিগের পুরুষপুরুষেরা এবিধে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি তাহার অধিকারী হন নাই? অসত্য প্রদেশে খুঁট ধর্ম প্রচার চেষ্টা আমাদিগের অন্তর্ভুক্ত নয়। খুঁট ধর্ম অসত্যকে সত্যতা সোপানে অধিকৃত করিবার যেমন উপযোগী এমন আর দ্বিতীয় নাই। খুঁট ধর্ম অনেক অসত্য দেশকে সত্যতা করিয়া তুলিয়াছে। খুঁট ধর্মের প্রসাধে অনেক সমাজ শান্তিস্থর ভোগী হইয়াছে। ইউরোপীয় এত যে উন্নত পদ

লাভ করিয়াছে, খুঁট ধর্মের আর্জিত প্রাপ্তি তাহার কারণ। খুঁট ধর্ম জগতের এক উপকারী হইলেও গবর্ণমেন্ট তাহার প্রচার কার্যে ত্রী হন, ইহা আমাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহে। আমরা পুনরায় কহিতেছি গবর্ণমেন্ট যদি ধর্ম কার্যে লিপ্ত হন, পদে পদে তাঁহার সন্ত উপস্থিত হইবে এবং এক্ষণে তাঁহার যে লোভনীয় ত্রীনার্থ আছে, তাহা দূরপেছ হইয়া হিন্দু ও খোমক প্রভৃতি প্রাচীন গবর্ণমেন্টের সঞ্চিত তাহার অভিন্ন ভাব হইয়া উঠিবে। ধর্মের সহিত গবর্ণমেন্টের অভিন্নভাব সমাজের প্রথম অবস্থার উপযোগী ও উপকারী বটে কিন্তু সভ্য সময়ে উহা গবর্ণমেন্ট ও ধর্ম উভয়েরই উন্নতির অঘটক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের মতে মিসনরিরা এতদিন যেমন স্বাধীন ভাবে খুঁট ধর্ম প্রচার দ্বারা জগতের উপকার সাধন করিয়া অনতিশক্তি ধর্ম সফল করিয়াছেন, এখনও সেইরূপ করুন।

দেশীয় ভাষার অনুবাদ।

এখানকার সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সচরাচর এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের যথোচিত অনুবাদ হয় না। নেটিভ পাবলিকওপিনিয়ন ও দাক্ষিণাত্যের সংবাদ পত্রের বিষয়ে ত্রুটি আক্ষেপ করিয়াছেন। অনুবাদের রীতি দেখিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের মনে এই ভাবের উদয় হয়, অনুবাদ প্রথাটি বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময়ে অনুবাদের দোষে যে উদ্দেশ্যে অনুবাদের রীতি করা হইয়াছে তাহা সুলভ না হইয়া বিপরীত ফল করিয়া থাকে। অনুবাদের হাতেই সমাচার পত্র সকলের পরমাহু। বিধাতা পুরুষের ন্যায় তিনি কাছাকে বড় করে কাছাকে ছোট করেন। আমরা দেখি-

চাচ্ছে বৈ সকল প্রস্তাবের অনুবাদ একান্ত আবশ্যিক, সময়ে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়, কখন কখন আবশ্যিক বিষয়েরও অনুবাদ করা হয়না থাকে। অনুবাদক অনেক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হইন না, একে আর করিয়া থাকেন। এরূপ যথেষ্ট অনুবাদে লেখকদিগের গুণ বোধ বিচার হয়না উৎসাহরূদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অনেকে তয়োৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন। গবর্ণমেন্ট ও বিদেশীয়েরা লেখকদিগের ক্ষমতার পরিচয় পাইতেছেন না। প্রত্যুত, অনেকের এ প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে যে এদেশীয়েরা অতি অপমার্থ। ইংল্যান্ডের আর কোন ক্ষমতা নাই, কেবল গবর্ণমেন্টকে ও অন্য অন্য লোককে অকারণগালি দিয়া থাকেন। অনুবাদের বোঝে এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে রাজস্রোহী বলিয়া অধিকসংখ্য ইউরোপীয়ের দিচ্ছান্ত হইয়া আছে। যদি অনুবাদ প্রথার এই ফল ফলিল, আমাদিগের বিবেচনার ইহা রহিত হইলেই মঙ্গল।

পাখার প্রকা বিবরণ।

ছত্বে বাঙ্গালা। এক গুণ হইলে এখনকার লোকে শত গুণ করিয়া তুলে। মধ্যে বিজোহ বিজোহ বলিয়া যে প্রকার রব উঠিল, বোধ হইল যেন ১৮৭৩ অব্দের পাখার বিজোহ হইতে ১৮৫৭ অব্দের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বিজোহ বিস্তৃত হইতে হয়। উপস্থিত বিজোহের যে হেতুবাদ ও স্বরূপ বর্ণন করা হয়, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ সংশয় ছিল, তাহা অতীত হউক আমরা বিরক্ত হইতেছিলাম, পাখা পুশাগিত প্রদেশ, সেখানে পুলিশ ও মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি আত্মগোপন, তবে এরূপ হইতেছে কেন? উদয়কালেই উহার উদ্ভব না হইবার কারণ কি?

যাহা হউক আমরা এক্ষণে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। কমিশনার মাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি সকলেই কার্যাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। লেন্ট নর্ট গবর্ণরও এ বিষয়ে উদ্যোগী নহেন। তিনি যে একটি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর শ্রীতি লাভ করিলাম। প্রজা ও জমীদার উভয়কেই বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রার্থিতবা লাভের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আপাততঃ যে উপায় অবলম্বিত হইল, ইহাতে উপস্থিত আপদের প্রতীকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল উদ্ধৃত করা আবশ্যিক। তাহা না করিলে ইহার পুনরাব উদ্ভব হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল। লেন্টনর্ট গবর্ণর বলেন, জমীদারেরা নিরিখরূদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতাই এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে প্রকার নিরিখরূদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে প্রকার গোলযোগ হইত না, এখন হয় তাহার কারণ কি? অনেকে ১০ আইনের অতি দোষারোপ করেন। বাহার একথা বলেন, তাঁহারা জমীদারদিগের পক্ষ সন্দেহ নাই। ১০ আইন জমীদারের হস্ত রোধ করিয়াছে। এটি জমীদার ও তাঁহার অত্যাচার দর্শনোৎসুক মিত্রগণের অতি অসুখের হইয়াছে। তাঁহারা বাহা বলুন ১০ আইনের গুণ বিনা দোষ নাই। রুশিয়ার দর্শনগণের নায় বাঙ্গলাদেশের প্রজার যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, ১০ আইন তাহার অনেক সংশোধন করিয়াছে। এই আইনটি প্রজাগণের বাধী নতর চারটির স্বরূপ।

আমরা বলি ১০ আইনের দোষে প্রস্তাবিত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি অর্জিক্ত মার্জ শিক্ত আছেন। বৈধ উপায় দ্বারা

অতীত সাধন চেষ্টা পাইলে অগতের যে অনুগ্রহ লাভ হয়, তাঁহাদিগের নৈশিকা হয় নাই। বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কার্য সাধনকেই তাঁহারা সাধীমান জ্ঞান করেন। চাণারা পশুপালের তুলা, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই। তাহাদিগকে যথিকৈ ফিরান যায়, সেই দিকেই ফিরে। উক্ত অর্জিক্তগণেরা একতাপ্রপাইলেই উহাদিগের অধিনায়ক হইয়া বলেন। অর্জিক্তগণের নাম বাহির করিবারও মনে মনে একটি বল-বতী ইচ্ছা আছে। উহারা ই যাবতীয় বিপ্লব ঘটাইবার মূল। আমরা অনুগ্রহ করি, লেন্টনর্ট গবর্ণর অনুগ্রহান করুন, উপস্থিত বিপ্লবের কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান করুন। অপর অনুগ্রহ এই, ১০ আইন আছে বটে কিন্তু আজিও অনেক জমীদার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অতীত সাধন চেষ্টার উদ্যোগী করেন। তাঁহারা যথেষ্ট আইন গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টা পান। তাহাদিগকে ধরিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করেন, এহা রেও পরাভুত্ব হন না। উপস্থিত ঘটনায় যদি কোন জমীদারের উল্লিখিত দুর্জীবহার দোষ থাকে, তাহারও অনু-সন্ধান ও গুরুদণ্ডবিধান বিধেয়। তাহা হইলে তাৎকালেই প্রকার বিজোহ ঘটনার পুনরাবর্তন সম্ভাবনা অল্প হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ টি আর্ষাট সোমবার।

আমরা আনন্দিত হইয়া পার্শ্বকণের গোচর করিতেছি, আমাদিগের এ অঞ্চলে ৪১৫ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। সকলেরই মনে আনন্দ ও আশা জন্মিয়াছে।

উল্লিখমান অবগত হইয়াছেন, ডাকার পুনরায় ডেকু যুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আমরা তৃতীয় খণ্ড দেখিয়া আশ্চর্যিত ৬৬৯৭. প্রাচীন পুরাণ সংগ্রহকারেরা আরও কয়েকশিগলযন্ত্র হ্রস্ব নাই। দিন দিন উৎসাহবাহিত যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এটিও আশ্চর্যের বিষয়।

কশিরা মধ্য ভারতবর্ষকে ব্যভিচার করিয়া তুলিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ইয়ারকম্বের শাসনকর্তা সেন্ট পিটসবার্গের কলীয় সম্রাটের নিকটে পুনরায় দূত প্রেরণ করিয়াছেন। "ভবী তুলিবার নয়।"

পঞ্চপাল ও ডেকুর উপজ্ঞের ন্যায় দ্বিতীয় রাজগণকে মধ্যে মধ্যে ত্রিটন পালিটিকাল রেসিডেন্টসিগের উপজ্ঞের সহায় করিতে হয়। গুইকুমার বোবাই গবর্নমেন্টকে লিখিয়াছেন, পলিটিকাল রেসিডেন্টের উহার রাজ্য কার্যে সংক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কর্তৃত্ব লেভ সংস্কার করা বড় কঠিন কাজ।

বর্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে ভারত বর্ষের রেলওয়েতে ১৮৯০৮০০ টাকা অগ্রি ও ৫০৮৮ হইল। প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দের ঐ সময়ে ১৮৫৩০০০০ টাকা অগ্রি ৫০৮৭ হইল। প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিল। যদি ডেবোঁর নিবারণ ও ভালরূপ বন্দোবস্ত হয়, তবে আর বৃদ্ধি হইতে পারে।

বিজয়ন গ্রামের রাজা আলাউদ্দিন একটা নূতন হাটসপাতাল বাটা নির্মাণার্থ ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেফটেনেন্ট গবর্নর ডি.মিন্ডা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। উহার নিজ রাজ্য মধ্যে এতদূর কর্তী সালপাতাল কত টাকা ব্যয়ে হইয়াছে জানিবার জন্য আমাদিগের হিতাশ্র উৎসুক; জিজ্ঞাসা করি।

আমাদিগের একখানি সমাচার পত্রে একটা চমৎকার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। একটা জীলোক ও তাহার কন্যা উভয়ে একখানি এককা ডাড়া করিয়া প্রায় ৭০০ টাকার অলঙ্কারসহ নিজ বেশে বাইতেছি-

লেন। কতকদূর গিয়া গাড়রান গাড়ি থামাইয়া জীলোক দুটিকে বন্ধন করিয়া একখানি ছুরি বাহির করিল। ছুরিখান ঈদগাহ হাত হইতে সরিয়া এক নদীমার পড়িয়া গেল। গাড়রান যেমন ছুরি তুলিতে গেল অমনি এক সর্প তাহাকে বংশন করিল। তৎক্ষণাত্ তাহার প্রাণ বিরোগ হইল। জীলোক দুটা বাঁচিয়া গেল। উহারা বৃক্ক বয়স্কীর কেহ হইবে।

গুপ্তের চোখে বরং অনেক গুড়াইয়া যায়; কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষগণ টাকার কর-বোন বলিয়া যখন মৃষ্টিপাত করেন, তখন কিছুই ওড়ায় না। সিদ্ধ দেশের খর ও পারকর জেলায় গো মহিম অধিক, যত অধিক অশ্ব। সেই হুতের উপরে প্রতি মণে চারি আনা করিয়া রপ্তানী মাশুল করা হয়। উচ্চাতে ১৮৭১। ৭২ সমুদায় ৫০৫৮১ টাকা অগ্রি হইয়াছে। বরচ বাদে গবর্নমেন্ট ৪৮০৮৪ পাঠিয়াছেন।

১লা জুলাই অবধ সরকারি লোকের উপরে ভাঙ্গা বিক্রয়ের ভার সমর্পিত হইয়াছে। যদি আমাদিগের প্রধান ব্যক্তিদিগের নবিশেষ দুষ্টি থাকে, প্রভাৱণা ও প্রবন্ধনা না হয়, সিভিল কোর্ট আমাদিগের বন্দোবস্তের ন্যায় এ বন্দোবস্তেও গবর্নমেন্ট বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক ত আমাদিগের উপরে বড় কুণিত হইয়াছেন। আমরা কর্তৃত্ব জাতিকে জ্ঞান প্রদান অন্য সকল জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকৃতভাৱে ঈদগাহ অশেফাও কার্যতক্রে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ঈদগাহ যদি বাস্তবিক কয়েক অশেফা শ্রেষ্ঠ হন, যে কারণে হউক, আমাদিগের সে কথাটা না বলা অনায়াস হইয়াছে। ঈদগাহ কোন্ জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। অতএব কয়েক ও ঈদগাহ উভয়ের কে প্রধান আমরা তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। জীলোক বার রামবাস সেনের উপরেই আমরা তার সমর্পণ করিলাম, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন। কারণ তিনি এখন এই সকলের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হিন্দু হিতৈষিনী ও বেশ হিতৈষিনী পূর্জাকলের প্রজাবিত্তোহিতা ও মীনকর বিগের পুনরুত্থান সংবাদ লিখিয়া - "শর আক্ষেপ করিয়াছেন। পুলিশ, ৩. ১৮০৮-৯০ লস সকল কোথায় গেল? কামেল সাক্ষর কি ব্যয় সংক্ষেপ হইবে বলিয়া এই অঞ্চল হইতে এগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন?"

১৮ ই আবার মঙ্গলবার।

এবার ১০ মাল লক্ষণ বড় ভাল নয়। এবেশে এই প্রবাদ আছে যে সালের পূর্বে শূন্য থাকে, সে সালে প্রায় মঙ্গল হয় না। একে ত বৃষ্টি বিরহে শস্য জন্মে কি না, আশঙ্কা জন্মিয়াছে তাহাতে আবার চতুর্দিকে পঞ্চপালের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মুরসিধাবার পত্রিকায় লিখিত দুই হইল, তত্রত্য কাছারির দক্ষিণ দিরা পঞ্চপাল উড়িয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তিরাজমহল হইতে উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন ও ঠা আবার রামমহলে তদানক পঞ্চপাল উড়িয়াছিল।

সম্রাটের চাকরী বলেন, তারকেশ্বরের মহাস্তম্ভ হত হয় নাই বলিয়া নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকদ্দমার দিন ১১ ই জুলাই দাবী হইয়াছে।

২৮ এ জুনের দারজিলিং মিউগ বলেন, সর জর্জ কামেল গত মঙ্গলবার দারজিলিং পরিভাগ করিয়া বৃন্দবারে জলপাই-গুড়িতে গমন করেন।

আমেরিকার জীলোকেরা এক একটা নূতন কাণ্ড করিতেছেন। যত না গরল পাত্রে দুই হইল, আমেরিকার আরকানসাস প্রদেশের কতকগুলি অবিবাহিত জীলোক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে সকল পুরুষ সুরাপানপারায়ণ হইবে, উহারা তাহাদিগকে বিবাহ করিবেন না। সুরাপান নিবারণের এ একটা উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইল।

জেলা রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "সম্রাতি রঙ্গপুরে উপনীত হইয়া অবগত হইলাম, বর্তমান বর্ষে কতকগুলি বদমায়ের দলবদ্ধ হইয়া রঙ্গপুর জেলার অধীনস্থ গ্রামসমূহে দুর্নাশিক ২৫ টা ডাকাইতি করে। কিন্তু এক্ষণে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।"

আমরা গবর্নমেন্ট গেজেটে দেখিয়া লক্ষ্য হইলাম, ডাকার অধঃগত অরুণকপুরের অধঃগত ব্যক্তিগণ জীলোক বার লক্ষ্যতন্ত্র বহু উত্তমরূপে কাজ করিতে গবর্নর জেনরল তাঁহাকে রাষ্ট্র বাহাদুর উপাধি প্রদান করিল।

ছেন। উপাধি ছড়াছড়ি না করিয়া যদি এইকণ 'ঊন' দেখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই উহা গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহের প্রকৃত স্বেচ্ছা হয়।

ইংলিসমান বলেন, নুতন নিয়োজিত প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর অজমিরিস সাহেব গত কল্যাণীর নাটকের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আপানি এক কালে উন্নতির বেড়া আঁওন লাগিয়াছে। আপানীরেরা ইউরোপ খণ্ডের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ধর্মনীতি আচার ব্যবহারাদি বিষয় অদেশীয়দিগের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে লওনে আপানীর ভাষায় এক বানি সমাচার পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিল্লী গেজেট একটা বড় কোঁড়কাবছ সংবাদ লিখিয়াছেন; একজন সমাচার পত্র সম্পাদক সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাঁহার কাগজের যে বার্ষিক মূল্য, তাহা দিয়া তিনি একটা উত্তম কুকুর ক্রয় করিবেন। পর দিন ৪০ টী কুকুর তাঁহার কার্যালয়ে প্রেরিত হইল। ক্রমে ঐ সমাচার প্রচার হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে গলার দড়ি বাঁধা এমন ৮ হাজার কুকুর আনীত হইল। শেষে সম্পাদকের ঘরের বাহির হওয়া ভার হইল, আহার বন্ধ হইল, ৬ দিন কাগজ বন্ধ ছিল।

মাস্ত্রাজ 'কীওর্ড' বলেন, গত মাসে মাস্ত্রাজ হইতে ২৮৩৭৫৫০ টাকা মূল্যের জব্ব রপ্তানী হইয়াছে।

১৯ এ আশ্বিন বুধবার ।

আমরা এবারের গেজেটে কয়েক জন সব ডেপুটি নিয়োগ দর্শন করিলাম। সব ডেপুটি ব্যবস্থার অন্য গুণ থাকুক না থাকুক, ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে ইচ্ছার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। কাসেল সাহেব ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে যেমন ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের সহকারী সব ডেপুটির সৃষ্টি করিলেন, তেমনি সব জাইন্ট সব আসিস্টেন্ট নাম দিয়া আর একটা শ্রেণী কল্পনা করিলে তা ভাল হয়। তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপও হইবে এবং যে সকল সিভিলিয়ান নুতন এদেশে আসিলেন, তাঁহাদিগেরও শিক্ষা হইবে।

মাস্ত্রাজ এখিনিয়ম বলেন, কাপ্তেন হোপার অধ্যাক্ষতা কালে স্বেচ্ছা বোডে দুই লক্ষ টাকার তহবিল তহররপাত হইয়াছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেক ইউরোপীয় পদস্থ হইলে বিষয় বাহ্যে ও অলস হইয়া পড়েন। সামান্য কর্মচারির উপরে ওকাজ লম্পণ করেন, দুর্ভাগ্য কর্মচারী

আফিসের কর্তার মন যোগাইয়া তাঁহাকে এমনি বশীভূত করে, যে কেহ সেই প্রায় ব্যক্তির বোঝের উল্লেখ করিলেও তিনি কর্ণে স্থানদান করেন না। এদিকে কর্মচারী গণের ঘণ্টের সর্বস্ব চুলাইয়া বাহির করে। পুর্নিহাতে এই বোঝাটীরা এত কাঁও হইল। যেখানে কর্তার ভাগ থাকে, সেখানে তা কখাই নাই।

লর্ড মর্ফ্রক বখন সিমলার বান, তখন আমরা এই অভিশ্রাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি কখন অন্য অন্য গবর্নর জেনরলের ন্যায় কেবল অ্যামের প্রায়োদে সময় নষ্ট করিবেন না, কিছু না কিছু কাজ করিবেন। সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম, তিনি টেনসিক ব্যাঙ্গাদি বিষয়ের দোষ সংশোধনে ব্যাপৃত আছেন। উহার বিশেষ বিবরণ পাঠকগণ সময়ে জানিতে পারিবেন।

১৭৭৩ অব্দের মার্চ মাসে টংরাঙ্গদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষে ২০৬০৬৩৬৮ টাকার জব্ব আমদানী ও ৪৬৫৮৩২০০ টাকার রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দে ২০৪৫২১১০ টাকার আমদানী ও ৫৭১২২২০৪ টাকার রপ্তানী হয়। সমুদায়ে ২৫৭৮২০৫ টাকা আমদানীর মাহুল ও ২০১১৬৬ টাকার রপ্তানী মাহুল আবার হয়। ১৮৭২ অব্দে ২৮৪৭৫৬২ টাকার আমদানী মাহুল এবং ৮২৪১৮২ টাকার রপ্তানী মাহুল আবার হয়। ১৮৭৩ অব্দে ১০৪১ জাজাজ আইসে ১৮৭২ অব্দে ১১৪১ জাজাজ আসিয়াছিল।

২০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ।

আমাদিগের পত্রপ্রেরকেরা মধ্যে মধ্যে এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এদেশীয় কোন কোন বিচারপতি আপনাদের অধীনস্থ আদালতে কর্ম দিয়া আর্জিত প্রতিপালন করেন, কেবল এদেশীয়ের সঙ্গে বোঝে দুবিত নছেন। সাম্রাজ্য প্রকাশ হইয়াছে, অযোধ্যা ও পঞ্জাব গবর্নমেন্ট ঐ বোঝে দুবিত হইয়াছেন। ১৮৫৬ অব্দে লর্ড জেমস্‌টনি ঐ বিষয়ের নিবারণ করেন। ১৮৬৪ অব্দের টেট সেক্রেটারিরও ঐ বিষয়ের চিঠি আছে।

ইংলিসমান সংবাদ পাইয়াছেন, টাঙ্গা বিক্রয়ে টাকার আধা আনা করিয়া যে কমিসন দেওয়া হইত, ১লা জুলাই অবধি সেও তদ্বিষয়কে দেওয়া হইবে না। এ নিয়মে মফস্বলের অনিষ্ট হইবে। অনেকে কমিসন লাভের লোভে নিজের টাকা দিয়া টাঙ্গা লইয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে জমণ করিয়া টিকিট বিক্রয় করে, অন্য অন্য কাজও তাহাদিগের আছে, তাহারা অসুখত

টিকিট বিক্রয়তা নয়। তাহাদিগের টিকিট লওয়া বন্ধ হইবে। কেবল মফস্বলদুর্নীতিদিগের কষ্ট নয়, অবিক টিকিট বিক্রয় হইলে গবর্নমেন্টের যে লাভ হইত, তাহাও হইবে না। টিকিট পাওয়ার অসুবিধা হইলে অনেকের টিকিট কেনা বন্ধ হইবে।

২৮ এ জুলাই পর্যন্ত তদ্বিষয় জেলা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, বর্তমান কলিকাতা রাজস্বীচাকার কিসদংশপাটনা ভাঙ্গলপুরভিত্তি ব্যারকিয়দংশ ও ছোট নাগপুরে রুতি নাই। আগামের কোন কোন স্থানে প্রচুর রুতি হইয়াছে। অনেক স্থানে শস্যের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু মতকর্তার আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা হয় নাই। বাঁকুড়া বীরভূম মুরসিদাবাদ দিনাজপুর মালদহ পূর্ণিয়ার ও মৌড়-ভাল পরগণার পদপাল দেখা দেয়, কিন্তু মৌড়ভাল তদ্বিষয় আর কোন স্থানে বিশেষ অনিষ্ট করে নাই। কোন কোন জিলায় ওলাউঠা কমিয়াছে, আবার কোন কোন জিলায় নুতন হইতেছে। পাটনা আগাম ও উহার সংশ্লিষ্ট পরগণা কিছু বাড়ি। পাটনার কোন কোন অংশে ভাঙ্গলপুরে ও ছোট নাগপুরে এখনও বস্তুর প্রাচুর্য্য আছে।

ফে ও অব ইতিয়ার লওনস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, লর্ড মর্ফ্রকের রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থার ইংলণ্ডের লোকে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন। গবর্নমেন্ট যদি কিছু দিন প্রজার উন্নতি সাধন চেষ্টা হইতে বিরত হন, তাহারা নিশ্চয় ফেলিয়া বাঁচে। ফেলের সংবাদদাতার এই মত, কিন্তু তাঁহার নিজের ভিন্ন গোট।

২১ এ আশ্বিন শুক্রবার ।

সমাজদর্শন বলেন, হিন্দু ধর্মাস্ত্রের ঐহীক হইলে তাহার বিবাহ ঘটত যে বিশ্বক্সলা হয় গবর্নর জেনরল তদ্বিষয়ের উপায় চিন্তা করিতেছেন। বাহারা বিবাহের লোভে ধর্মাস্ত্রের প্রাধান্য করে, এ উপায়টী তাহাদের মিতে লাগিবে না।

এয়াগুত লিখিয়াছেন, জুন মাস শেষ হইল অদ্যাপি আমরা বর্ষার দর্শন পাইলাম না। এখানকার লোকেরা কহিতেছেন অনেক কাল এজ্ঞা ঘটনা হয় নাই। এখন আর কেহ পুরাণ ভালবাসেন না, নুতন চাছেন সেই নিমিত্ত বেবরাজ ও নুতন বেখা-ইলেন।

দিয়ের সহিত নির্দিষ্টে খারটমে উপনীত হই
রাছেন। এই প্রসঙ্গে ইজিপ্টের সহিত সংজ্ঞা
দিত হইয়াছে। বিব্রোহশক্তি ও দাসব্যবসারের
নিবারণ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। করলার মূল্য পুনরায়
বৃদ্ধি হইতেছে।

টিকবোরাম মকদ্দমার শেষ হইয়া আসি
তেছে।

বিয়েনা ও বিনিসে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে।

মর্বিংপোর্ট বলেন রুশিয়া ইংলণ্ডকে পুন
রায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন, খিবা বরাবর অস্ত্র
রাখা তাহাৎদের আভিঃপ্রভ নহে।

—:—:—

উদ্ধৃত।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ মকদ্দমা।

উল্লাস আবদুল কাবের খাঁ নামক এক
ব্যক্তি পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর হেড ক্লার্ক
ছিলেন। ১৮৭১ সনের নবেম্বর মাসে কল
চন্দ্র মৌলিক নামে এক ব্যক্তি উক্ত হেড
ক্লার্কের নামে বিশ্বাসঘাতকতা এবং জাল-
করার অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। উক্ত
মকদ্দমা পূর্ণিয়ার আইন্টেমাজিস্ট্রেট উইলস
সাহেবের বিচারে ডিসমিস হয়। পরে ফরি
দীর প্রার্থনামতে সেশন জজ আসামীকে
সেশনে সোপর্দ করিবার আদেশ করেন।
তদনুসারে ১৮৭২ সনের অক্টোবর মাসে
আসামী দ্বারা হওয়া পূর্ণিয়ার ত্র্যমাসিক
আইন্টেমাজিস্ট্রেট ওয়েস্টার সাহেব কর্তৃক
সেশনে প্রেরিত হন। গত ১৩ ই জুলাই
তারিখে একটিন সেশন জজ টমসন আবদুল
কাবেরকে কঠিন পরিশ্রমসহ ১০ বৎসরের
শ্রম এবং ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা
জরিমানা না দিলে আর ২ বৎসর শ্রমের
ছকুম দেন। এই মকদ্দমা সেশনের বিচার-
দীন থাকার সময়ে পূর্ণিয়ার একটিন কালেক-
টর কায়েল সাহেব টমসন আবদুলের প্রতি
পূর্ণিয়ার কালেক্টরীর নানা বাবদের টাকা
অগ্রহণ করার অভিযোগ করেন এবং এই
সকল অভিযোগের অনুসন্ধানের ভার জয়েন্ট
মাজিস্ট্রেট ওয়েস্টার সাহেবের উপর দেন।
ওয়েস্টার সাহেব ও টী চার্জ করিয়া আসা-
মীকে সেশনে সোপর্দ করেন। সেশনে এই

সকল চার্জের বিচার হইয়া ১১ ই মার্চ
তারিখে পুনরায় টমসন আবদুল কাবেরের
৭ বৎসর শ্রমের ছকুম হয়। সেশন জজের
এই উক্তর আঞ্জার বিকল্পে আবদুল কাবের
হাইকোর্টে আপীল করেন। গত ২৬ এ
এপ্রেল তারিখে তাহার কারাদুস্তির আদেশ
হয়। ২৮ এ এপ্রেল কায়েল সাহেব আব-
দুল কাবেরকে জেলখানা হইতে আনয়ন
করিয়া হাইকোর্টের কারাদুস্তির আঞ্জা শুনা-
ইয়া দেন এবং তৎক্ষণাৎ তখন এক ওয়ারেন্ট
দ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া পুনরায় কারা-
গারে প্রেরণ করেন। ২ রা যে তারিখে আব-
দুল কাবের আইন্টেমাজিস্ট্রেটের নিকট
জামিন দিয়া খালাস হওয়ার প্রার্থনা
করেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনা অগ্রহণ হয়। ৫ ই
মে আবদুল কাবেরের যোক্তার জুলফকর
খানী আইন্টেমাজিস্ট্রেটের নিকট ওয়ারে-
ন্টের নকল এবং যে ছকুমমতে এই ওয়ারেন্ট
বাহির হইয়াছে তাহার নকলের প্রার্থনা
করেন। জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট নকল দিতে
অস্বীকার করেন। পরে জুলফকর খানী
জয়েন্ট মাজিস্ট্রেট নকল পাওয়ার যে দরখাস্ত
অগ্রহণ করেন, সেই দরখাস্তের ছকুমের
নকল প্রার্থনার আর এক দরখাস্ত করেন।
ওয়েস্টার সাহেব তাহাও অগ্রহণ করেন।
৬ ই যে তারিখে আবদুল কাবের মাজিস্ট্রেট
কেয়েল সাহেবের নিকট এই সকল নকল
পাওয়ার নিমিত্ত আর এক দরখাস্ত করেন।
তদনুসারে মাজিস্ট্রেট সাহেব জামিন না কি
তাহার ৭ ই তারিখে নকল দেন। এই
সকল অবস্থা বর্ণন পূর্বক আবদুল কাবের
১২ ই যে হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। সেই
দরখাস্ত পারিয়া হাইকোর্টে পূর্ণিয়ার মাজি-
স্ট্রেটকে দরখাস্তকারীর বিবৃতি সমুদায়
কার্য রহিত করিতে আদেশ করেন এবং
নদী ও ওয়ারেন্ট ইত্যাদি হাইকোর্টে প্রেরণ
এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত তাহাকে জামি-
নীতে খালাস দেওয়ার আদেশ করেন।
১৪ ই যে তারিখে হাইকোর্টের এই আদেশ
পূর্ণিয়ার মাজিস্ট্রেটের নিকট পৌঁছিলে
তিনি আবদুল কাবেরকে জেল হইতে তাই
রিতে নেওয়াইয়া জামিন গ্রহণ পূর্বক সদায়

সময়ে খালাস দেন। কিন্তু জামিনীমায়ার
এই সর্ত্ত লেখাইয়া লওয়া হয় যে, আবদুল
কাবেরকে প্রত্যহ মাজিস্ট্রেটের কাছারিতে
হাজির থাকিতে হইবে, এবং তিনি পূর্ণিরা
ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবেন না।
তদনুসারে পরদিন আবদুল কাবের মাজি-
স্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হইলে ইনকুম
টাক্সের কতক টাকা অগ্রহণ করার অভি-
যোগে মাজিস্ট্রেট সাহেব কালেক্টরের ক্ষম-
তানুসারে (১৮৭৭ সনের ১৮ আইনের ৭
ধারামতে) তাহাকে নেওয়ানী জেলে
প্রেরণ করেন। আবদুল কাবের এ আঞ্জার
প্রতিকূলেও হাইকোর্টে আবেদন করেন।
১১ যে তারিখে হাইকোর্টে পূর্ণিয়ার মাজি-
স্ট্রেটকে লিখেন যে, আপনি আমায়ের ১২ ই
তারিখের আদেশমতে কার্য না করার কারণ
প্রদর্শন করিবেন এবং আপনি যে আইনের
আঞ্জার লইয়া দরখাস্তকারীকে নেওয়ানী
জেলে দিয়াছেন তাহা ১৮৭১ সনের ২৯
আইন দ্বারা রদ হইয়াছে। " ২০ এ তারিখে
এই আদেশ প্রাপ্তির পর কায়েল সাহেব
আবদুল কাবেরের কারাদুস্তির আদেশ দেন।
আবার তৎপার নিবসই তিনি অত্র জয়েন্ট
মাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার নামে দণ্ডবি-
ধির ৪০৯ ধারামতে অভিযোগ করেন।
তদনুসারে এই দিবসই আবদুল কাবের ওয়া-
রেন্ট দ্বারা ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত
হন। এই ছকুমের বিকল্পে ২৮ এ তারিখে
হাইকোর্টে তিনি এই বলিয়া পুনরাবেদন
করেন যে, আমাকে জামিন লইয়া খালাস
দেওয়া হউক এবং আমার মকদ্দমার বিচার
ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট অথবা পূর্ণিয়ার
সেশন জজ দ্বারা নিষ্পাদিত হউক। ১৭ ই-
কোর্ট মাজিস্ট্রেটকে উক্ত মকদ্দমার অন্যত্র
বিচার না করার কারণ প্রদর্শন করিতে
বলেন। মাজিস্ট্রেট পূর্ণিয়ার ও শেখোক্ত
বিষয়ের বিচার সংক্রান্ত কাগজ পত্র পূর্ণিরা
হইতে হাইকোর্টে প্রেরণ করিলে পর ২ রা
জুন তারিখে হাইকোর্ট আদেশ করিয়াছেন
যে, আসামীকে জামিন লইয়া খালাস দেওয়া
হয় এবং তাহাতে পূর্ণিরা ছাড়িয়া যাও-
য়ার সর্ত্ত না থাকে, পরন্তু গবর্নমেন্টকে অনু-

দেশের উপকার অন্য দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার অপেক্ষা দানের উপযুক্ত স্থল কোথায় পাইবেন? আমরা চমৎকৃত হইরাছি, রানী শব্দসুন্দরী ও রানী শ্যামমোহিনী এখনও আমাদের আর্থিনায় বধিরা হইয়া আছেন।

৫। বনরানী আবার রাজসংসারের বেওয়ারী প্রিয়ুত বাবু রামলাল সরকার মহাশয় গত বর্ষের ছাত্রবৃত্তি ও মাইনার পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা জন্য একটি রোপা মেডেল ধরিয়া বেম, ডাঙা কালিকাপুর স্কুলের একটি ছাত্র পাইয়াছেন। সে দিন বেওয়ারী বাবু কাটোয়া বিভাগের ডেঃ ইন্সপেক্টর চাকবাবুর হস্তে ২০ বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই মেডেলটা সরভেয়িং বিষয়ে দেওয়া হয়। ভাগ্যবর ব্যক্তির কোন রূপে দেশের হিতকর কার্যে প্রীতি হইলেই আমাদের লেখনী অতই তাঁহার বশোগানে প্রয়ুক্ত হয়। রামলাল বাবু একজন ধনবান পুরুষ। তিনি মনে করিলে দেশের জুরি উপকার করিতে পারেন।

১৮ জুন
১৮৭৩

প্রেরিত।

মান্যবর প্রিয়ুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেস্থ।

মহাশয়! আপনি জগৎ বিখ্যাত (১) মহাশয় রামমোহন রায় মহোদয়ের প্রবন্ধে বিষয়ে যে যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মুক্তিগত বলিয়া বোধ হইল না। ভারতসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের উপর এ পর্যন্ত কেহ কোন বোঝাপড়া করেন নাই, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় আপনি একজন বিজ্ঞ লোক হইয়া "ছেলেছুটকের"

(১) রাজা রামমোহন রায় জগৎ বিখ্যাত, আমরা তাহার অপলাপ করি না। তিনি বড় লোক ছিলেন, ইহাও আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাকি। কিন্তু বড় লোক হইলে তাঁহার কোন অংশে ভুল থাকে না, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। হস্ত্যাক্ষর বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত কহা অবিদ্যাকারিত্যের কার্যকর হইবে নাই।। স।

মত বদল বিদেশ হিঁস্টরী মহাশয় প্রোডা শ্রমণীয় ব্যক্তির প্রতি অবলীলাক্রমে ঘোষণা করিলেন। মহাশয় সম্পাদক মহাশয় আপনাদের অভিজ্ঞতার উপর বৈরাগ্য প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন শুভ প্রয়াগ দূত কেন আপনাদের মত দুই একজন লোক ভিন্ন কোন সঙ্কল্প না তাহার অনুমোদন করিবেন? রাজা রামমোহন রায়ের মত যদি ভারত ভূমি আর দুই একটা সন্তান প্রসব করিতেন তবে আমাদের দেশের আর এতটা দুর্দশা হইত না। এমন মহাশয়ের উপর বোঝাপড়া করা আপনাদের মত লোকের উচিতই হইয়াছে। সে সব কথা এখন যাউক, ভাল সম্পাদক মহাশয়! আপনাকে একটি প্রবন্ধ জিজ্ঞাসা করি আপনি যে বলেন "অনেকে আপনাদের অভিজ্ঞতা স্মৃতি করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন না। বোধ হয় রামমোহন রায়ের এই বোধ ছিল।" রামমোহন রায় মহাশয় কোন বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা (২) প্রকাশ করেন নাই

(২) আমরা লিখিয়া রাখলাম, রাজা প্রবন্ধ অনেক স্থলে আপনাদের অভিজ্ঞতা বিশদরূপে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি যে বিশদ হয় নাই, পত্রপ্রেরক কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। যথোদ্যোগ দিয়া ২। ৩ বার পাঠ না করিলে যে লেখার অর্থ পরিস্ফুটরূপে জ্বরজনক না হয়, পত্রপ্রেরক কি সে লেখাকে বিশদ বলেন?। যেখানে বৈরাগ্য স্রবের ব্যাঘাত আছে হইল আমরা তাহার কথা কহিতেছি না, লেখানকার অসম্পূর্ণতার দোষ কথঞ্চিৎ মার্জনীয় হয়। কিন্তু রাজা যে ভূমিকা ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছেন, তাহাও বিশদ করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

১। উদাহরণ "ইহার নৃষ্টিতে জানিবেন যে আশ্রমবাসীরা শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ণ পরম্পরার এবং বুজির বিবেচনায় জগতের অষ্টা সংহতি পাতা ইত্যাদি বিশেষণ শুনে কেবল ইহার উপাস্য হইয়াছেন, অথবা সমাদি ক্রমতাপন্ন হইলে সকল জ্ঞানবর এমতরূপ সেই রূপ সাধনীয় করেন।" (ভূমিকা পৃষ্ঠ ৮, পৃষ্ঠ ১০) কোন ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া ইহার অর্থ বোধ সমর্থ হয়? পত্রপ্রেরক আমাদেরকে জানাইয়া অনুগ্রহীত করিবেন।

২। উদাহরণ "তিন চারি বাক্য লোকের প্রবৃত্তির নির্দিষ্ট রচনা করিয়াছেন এই লোকেও

সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের এই প্রবন্ধের সঙ্কল্প রচনা বাধিত করিবেন। এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করা আমার মানস ছিল না, তবে যে সকল ব্যক্তি আপনাদের সোমপ্রকাশ ভিন্ন আর কোন পত্রিকা পাঠ করেন নাই, পণ্ডিত প্রবর রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষা শুনিলে পাছে তাঁহাদের অকলঙ্ক জ্বর কলঙ্কে পূর্ণ হয় কেবল এই মাত্র আশঙ্কায় লিখিলাম। প্রবন্ধের উত্তর-পাঠিলে আমি যথা সাধ্য আপনাদের অম সংশোধনে যত্নশীল হইব।

৩। ১৮৭৩ } বশব্দ
} জীনক্ষমোদন চট্টোপাধ্যায়
} রাজা রামমোহন রায়ের কবিতা
} প্রবোধিত।

✓ গৃহস্থ ভবন নুষ্টি দণ্ড্য পরিকর
সর্বস্ব যদাণি লয় কি হুখে ভাষায়?

কিবা সেনানীলে লয়ে, সমর সজ্জিত হয়ে
অন্য ভূণ আর ভূণ রাজ্যে যদি যায়,
ছার খার করে সব করিয়ে সমর।

তাঁহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পাই,
যে ছবর ভেদী কষ্ট পাইল রে আজ,
পোড়া কাল কালানুধ, ঘুড়ায় বন্ধের সুখ
কাড়ি নিল মহারথ কঁদিয়ে সমাজ।
আকুল বাঙ্গালীবাসি করে হায় হায়!

তত্তর মাণিক যথা হেরি রাজ্যলয়ে,
পাণ দণ্ড তর তুলি চুরী করি লয়

জীবন তত্তরমম, অবিচারি নিরমম,
তাঁহার পূর্ণাপর না ঘোষণা আপন আপন মতের
পৃষ্ঠা নির্মিত এই সকল বাক্যকে প্রমাণের নাম
জান করেন এবং সর্বনা বিচারকালে কহেন ১০
ভূমিকা পৃষ্ঠ ৮, পৃষ্ঠ ১৫।

৩। "এ তাহা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন
হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাঘাত ইহাতে কারবার
সমর স্পষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ এ ভাষার
গদ্যতে অসংখ্য কোন শাস্ত্র কিবা কাল্য বর্ণনে
আইসে না।" অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠা ১০, পৃষ্ঠ ২।

৪। "এতদেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর
দেশ জয়ন করেন, তবে কদাপি এ সকল কথাতে
যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন
হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদের
উচিত যে শাস্ত্র এবং বুজি উত্তরের নিষ্কারিত
পথের সর্গনা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন
করিয়া ইহা লোকে এবং পরলোকে সুতার্থ হই।"

হরিল চন্দন পালি এ বঙ্গ আলয়ে,
মারিয়ে শোকের শেল বঙ্গের জনয়ে।
চৌধিক আঁধার আজি নিরখি নয়নে,
নিশাপতি বিনে ছেরি নিশারে যেমন,
নিশার জ্বলন্ত বাতি মিড়িলে না বহে তাজি
বেরণ গৃহের মাঝে, হারিয়ে তেমন,
অন্ধকারময় ছেরি এ বঙ্গ ভবনে।

হে কবীশ! ছাড়ি তব প্রিয় জঘতুমি
বাঙ্গালারে, গেলে চলি তরে চিরন্তন,
কি হেতু কি হোষণেলে বঙ্গবাসিগণে ফেলে
তোথা গেলে আর কি হে পাবি দরশন?
আর কি দুহার ধারে অজ্ঞারিবে তুমি?

কবিতা কাননে তুমি করি গুঞ্জরণ
তুঞ্জিতে প্রপুঞ্জ মুখ, সুখী হতো সবে
তোমারে নিরখি, অহা আর কি লভিবে তাহা
বঙ্গবাসী? তার আর সে দিন কি হবে?
সে পথে বিরোহে কাটা বিকট শমন।

রত্নগর্ভা পুণ্যময়ী ভারত জননী
হারি আজি কুভাগ্যের কুলধন বলে
তোমারেন্দ্রপ্রপুঞ্জের হারিয়ে কর্মহস্তে
যৌবনতী হয়ে ভাসে নরনের জলে,
ফণিনী বিলাপে বেন ভারতেরে মণি।

মধুমাংসে মধুঘোষ মধুর অননে
মধুহারি ঢালে যথা অরণে সবার,
হইয়ে বঙ্গের বঁধু হে মধু কবিতা মধু
ঢালিলে তেমতি এই বঙ্গের মাঝার।

আর কি তা আমাদের পশিবে অরণে?
আর কি তোমার মত হে মধুসূদন?
বঙ্গ কবি কুল বজ্র এ বঙ্গ পাইবে?

আর কি বীণার নাম ছুটাইবে অবসার?
আর কি লেখনী তব অজ্ঞ প্রাণে গাইবে?
সে আশে হতাশ হারি করিল শমন।

এ বঙ্গ ভূমিতে চাক কবিতা কাননে,
কোন্কিলি আছিলে তুমি কাব্য কুহু রবে
কতই আনন্দ দি'ন গৌড় জনে তুলসিলে,
আবার সে দিন কবিতার কি পো হবে?
এ চৌধিক গুণ বঙ্গের জোননে।

রে কাল! হতভাগে তুই কি কাজ করিলি
কি হেতু করিলি হার, জীবন হবনে?

খিক চোর, খিক ছোরে উদরে তেমন কোরে
ভরিলি মিরর এঁরে চিরায়ে বননে।
কেমনে কবির সেহ এ করে ধরিলি!

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন।
ভবাণি কবির কীর্তি যে কীর্তির বলে,
খ্যাত উনি এ ভারতে না পারিবি কোনমতে
হারিতে নির্ভয় তুই হলে বলে কলে।

কীর্তিই ধরনী থাকে অক্ষয় জীবন।
পাধুরিয়া ঘাটা } নিতান্তানুগত
১৯ এ আশ্বিন } জিরাঙ্গ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ২৭ এ জুন।

স্থানের নাম	সর্বকর্মতি জল	ফুট	ইঞ্চ
মোহানার		৬	৬
তথা হইতে অসিপুর			
৭৪ মাইলের মধ্যে		৭	৬
অসিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		৭	০
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৪০ মাইলের মধ্যে		৬	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৩ মাইলের মধ্যে		৮	৬

সন ১৮৭০ সালের ৩০ ইজুন বহরমপুর গজ
ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
বহরমপুর	৭	২
৩০ এ জুন } জিহুত সি. ই. উইল একডি ১৮৭২ } কিউটিং কল্লিমির নদীয়া লোকাল রিবার ভিবিজন		

মুলা প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে
সোমপ্রকাশের মুলা প্রেরণ করিয়াছেন।

জিহুত বাগু নদীমহল পাল	
অসুগারখল	৫৪০
" " ধরোগোবিন্দ রায়—নিমাজপুর	১০
" " জ্ঞাননাথ রায়—ইমামগঞ্জ	৫৪০
" " হারিধন বসু—কাঁচি	১০
" " হারিকামনাথ বোস—গৌবিন্দগঞ্জ	১০
" " জীবনরত্ন চট্টোপাধ্যায়	
গৌরীডি	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৪০ টাকা, যতখালে মাসুল সবেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫৪০ টাকা। ছয়
মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। মোট, ছতি, বরাত চিঠি, যদি অর্ডার,
ইহার অন্যতর বাহাতে বাঁহার লিখা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ বেনটিকিট প্রেরণনা করিলে
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া বেওয়া হইবে না।

যখন তিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা বেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
এম, জিলা ও অগণনার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া জিহুত হারিকানাথ বিখ্যাতবণের
নাথে পাঠাইয়া জ্ঞান।

বাঁহাদিগের নুতন মূল্য বিবার সময় নকট
চইরা আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পুঠে তাঁহাবিগের ন্যমোদ্রেশ করিয়া তাঁহা-
বিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কার্যকর বন্ধ করা
হইবে।

লোণাপুর ডাকঘরে টিটি আসিলে আমরা
নীত্র পাইব।

বাঁহার মাসুল না দিয়া পত্রাধ প্রেরণ
করিলে, তাঁহাবিগের সেই পত্রাধি গ্রহণ
করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন সাত প্রতি
পত্রিক ৮০ ছই আনা তাহার পর ১০
সেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা, তাহার
সহিত যতদূর বন্দোবস্ত হইবে

৫৪-এই পত্র- কলিকাতার হা.
লোণাপুর- টেবণের বক্ষিগ চাহকিপোড়ার
জিহুত হারিকানাথ বিখ্যাতবণের বাটীতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৩৫ সংখ্যা।

“ প্রবক্তাণাং প্রকৃতিচ্ছিনায় পার্থিবঃ সর্বস্বতী যত্নমত্ননী ন হ্যীয়তাং। ”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫১ টাকা।

দন ১২৮০। ৩১ এ আষাঢ়। ইং ১৮৭৩। ১৪ ই জুলাই।

মকদ্দমে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং
সাপ্তাহিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

স্বল্প ও পাঠশালায় ব্যবহারার্থ মৌখিক
অঙ্ক ১ ম ও ২ র ভাগ। মূল্য। ৮/০ ও ১/০
অংশ। ঢাকা রাজার বেড়ীতে প্রিন্টার
জীযুক্ত অন্তরচন্দ্র গুহের নিকট প্রাপ্তব্য।

আগামী ৭ ই আষাঢ় সোমবার রাত্রি
৭ ঘটিকার সময় অত্রস্থ জীযুক্ত দেবিদাস বাবুর
চত্বন বাড়িতে রাজসাহী সভার সাপ্তাহিক
সাধারণ অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবে-
শনে নিম্নলিখিত কথোপকথন প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠান
স্ত্র আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য নির্ধা-
নক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সভার নিয়মাবলী সমালোচনাপূর্বক
আবলম্বক হইলে পূর্ব সিংস পরিবর্তন ও
নূতন নিয়ম নির্ধারণ।

৩। পত্রিকার দ্বিতীয় ফারমের লিখিত
প্রস্তাব অংশ পরিচালনা করার জন্য গবর্ন
মেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪। পত্রিকার ভূমাসিকারীর অংশ
যাকার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকট
লইবার এবং দৌজির মতর অন্তসারে এক
মাসিক দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ন
মেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫। অল্প মূল্যের বাঙ্গলা সাংবাদিকতা এক
খান প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য
প্রার্থনা।

৬। বোয়ালিয়া হাট্টীকে বসেজ করিবার
কর্তব্য করিতে এই জেলায় প্রায় সমস্ত

সম্প্রদায় ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অশু-
রোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনা করিয়া
উক্ত বিষয়ের কর্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সভার বহিঃকোন ব্যক্তির প্রস্তাব
করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি
মধ্যে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে
তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক
সপ্তাহ পূর্বে অবগত করাইবেন। পত্রিক
পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী
জেলায় সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান
করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী ইরাজুয়ার সরকার
সভার কার্যালয়
২৪ এ জুন। ১৮৭৩ সহযোগী সম্পাদক

গুপ্ত যন্ত্র।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাঙ্গলা
ছাপার কর্ম অতি সস্তায় ও সজল নির্মাণ
হয়

ছাপাখানা সংক্রান্ত পুস্তকালয়।

ছাপাখানার প্রায় সকল রকম বাঙ্গলা
পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা
সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থ ও
বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে
সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাবারে এই
পত্র অতি সাবধানে প্রকাশিত হয়, সমাজের
ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয়
সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিম্ন আ-
শ্যকীর প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে প্রকটিত

হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ বাঙ্গালিক ৪ টৈমাসিক
২৪০ টাকা।

দুর্গাচরণ গুপ্ত
অধ্যক্ষ

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ কণ্ড-
রালিস ট্রীট হইতে উত্তরা বেচুচাটুয়ার
ট্রীট ৩০ নং বাড়িতে আসিয়াছে।

১ লা আষাঢ় ১২৮০। ত্রিচীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রয় পুস্তক, নাগরাকরে মুদ্রিত।
কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক-
ধ্যক্ষ শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কারের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম ভাগ।
শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার প্রণীত
দ্বিতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ
ঐ মহান কাগজ

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার প্রণীত
দ্বিতীয় সংস্করণ
কলিক পুরান, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত
সংস্পর্গ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার রচিত
বাঙ্গলাভূবাদ সমেত ১ ম খণ্ড
বিদ্যাভূমির চরিত (সম্পূর্ণ)
শ্রীজগন্নাথন তর্কালঙ্কার রচিত
বাঙ্গলাভূবাদ সমেত
তদ্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন)

উইলসন সার্ভেয়র'র সংস্কৃত ইংরাজী
অভিধান, পূর্ণাঙ্গ । ইহাতে ৯ পর্য্যন্ত
আছে । ৪ পোজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা
মূল্য ৫ টাকা ।

বাল্লালা অধরে মুদ্রিত ।

বিষ্ণুপুরাণ । ১২ খণ্ড ।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাল্লালাভূষণ সমেত

২৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে ।)

কলিকপুরাণ পূর্ণাঙ্গ । ২ খণ্ড

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাল্লালাভূষণ সমেত ।

ভবিষ্য পুরাণ । (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ৬ ম খণ্ড

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত

বাল্লালাভূষণ সমেত ।

—•—

পূর্ণবাল্লালা রেলওয়ে ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাই-
তেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ মা
তারিখ অথবা তাহার ছুটি এক দিন অত্র
পশ্চাৎ হইতে পূর্ণ বাল্লালা রেলওয়ে
কোম্পানি ভাঁহাদিগের চিতপুরস্থ গল্লার
তীরবর্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য
এবং গাঁটির সকল গ্রহণ করিবার জন্য
এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন ।

এজেন্টস্ আফিস ফ্রাঙ্কলিন এজেন্টস্
শিয়ারলুচ টার্মিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩ । এজেন্ট ।

—•—

নয়শো কপেরা ।

একখানি নূতন রকমের নাটক । কলিকাতা
অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য ।
মূল্য এক টাকা ।

জীৱজ্ঞানার্থ রায় ।

—•—

বঙ্গভাষায় ।

ক্লিনিক্যাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্

ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস্

অব ডিজীজ্

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব ।

ডাক্তার যত্ননাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । উহার
কলেবর ৮ পোজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০ আনা । উহার বাজাই অতি
পোক্ত এবং সুন্দর । চুচুড়ার এম্বিকর্ডার
মিক্ট এবং কলিকাতা লালবাজার হিম্মত-
হেলে খ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
মিক্ট পাওয়া যায় ।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক ।

১। গৃহনাজেরই জাতব্য শাস্ত্রা-শিখা
ছুটি ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২) ডাকমাছল
১/০ উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায় । গতি
বীক কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রসূতি কর্তে পারে না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
ভ্রূমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত
তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-
লক্ষণ ও তাহারিগের কয়েকটি শুদ্ধত
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাপ
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভজ্ঞান
নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এটি
পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল ভাষায়
ভাষায় লিখিত হইয়াছে । সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল ।

২। কলার অর্থাৎ বিসৃটিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০। এতলিখিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায় ।
৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্নাল অর্থাৎ
চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, আগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা ।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বটানি)

১/০

৬। সুইনটন্ প্রয়োগ-প্রণালী

১/১০

প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা ।
উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায় ।

—•—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার

দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে ।

গ্রেজ বরা অন্তর নির্মিত মর্দ্যমার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাউফন জংশন ও
বেগ ইত্যাদি ।

উটানী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ।
মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চুড়োৎ
টাইল ইট ।

ফরার ব্রিক ।

ফরার স্লেট ।

বাটীর মর্দ্যমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত যোজ করা
পাইপ, টাইল এবং ফরার ব্রিক প্রস্তুত
নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা

৭ বং হেজিডন স্ট্রীট } বরন এণ্ড কো:

খ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়
এন্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য ।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাছল ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০/০ একত্রে লইলে ১৮, ডাক মাছল ১০/০
মাত্র । ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৫০ ডাক মাছল ১/০ আনা
মাত্র ।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আনা
ইউ প্রাকটিক অব মেডিসিন যাহারা
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই-
য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক । বাঁহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাছল কিম্বা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান ।

ডাক্তার ব্রিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা

শরের ক্রুত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
খরচা, আমার নিকট প্রাপ্তব্য ।

লালমাসার চিন্তা } শ্রীচক্ৰবাস চট্টোপাধ্যায়
চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা }

সোমপ্রকাশ ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার ।

প্রজার সচিব জমীদারের বিরুদ্ধে
বন্দোবস্ত হওয়া
উচিত ।

পাণ্ডার প্রজা বিজ্ঞোহে আমান-
দিগের গবর্ণমেন্ট ও জমীদার উত্তরেরই
একটী মহান উপদেশ লাভ হইল ।
উদ্বাসিন্দের মেধা যদি মন্দ হয়, এ উপ-
দেশ মনে থাকিবে না । বঙ্গদেশের
চাষাধিকারকে মার ধর গালি দাও ও অন্য
প্রকার শীতন কর, তাহারা গোষ্ঠের মত
সমুদায় সহ্য করে, কোন প্রকার
উচ্চ বাচ্য করে না । কেবল কর বৃদ্ধি
তাহাদিগের লক্ষ্য হয় না । সেই সময়েই
তাহারা অস্তির হয়, দড়ি ছিঁড়িয়া
চেঁড়া করে । আমরা আমানদিগের বাস
প্রাণের অনতিদূরেই বোধিতে পাই, কোন
কোন জমীদার প্রজার নিকটে অশ্রু কর
লন বলিয়া তাহারা চাঁদা মাখট প্রভৃতি
নানা বাব করিয়া টাকা হইলেও প্রজা
অস্বস্তিবশে তাহা দেয় । তাহাদিগের
মনের প্রবোধ এই প্রাজনা অশ্রু ।
পক্ষান্তরে, আমরা কৃষকদিগের নিকটে
একটা প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছি, যদি
জোমরা প্রাজনা কিছু অধিক দাও, কোন
প্রকার বাব দিতে হইবে না । তাহাতে
তাহারা সম্মত নহে । তাহারা বলে যে
বদে টের। দুখিন্যাকে শস্যের ব্যাঘাত
জন্মে, প্রাজনা অধিক হইলে তাহারা
তাহা দিতে পারে না । বাকি পড়িয়া
যায় । জমীদার সুদর সুদ ধরেন । যে
বাবে শস্য হয়, জমীদার সমুদায় আদায়
করিয়া লন । তাহাতে তাহারা ক্রমে
অবনত হইয়া পড়ে ; কিন্তু জমীদার প্রাজনা
অশ্রু হইলে তাহাদিগের এক দুর্দশা
হয় না ।

প্রজার সহিত জমীদারদিগের মতত
সংসর্গ হইতেছে, তাহারা প্রজার ভাব
গতি দেখিতেছেন, ও মনের ভাব
জানি তেছেন, তাহাপি মধ্যে মধ্যে
প্রাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়া
তাহা দিগকে বিরক্ত করিয়া তুলেন ইহা
অতিশয় দুঃখের বিষয় । তাহারা
নিতান্ত আলায়তন হইয়াই বিজ্ঞোহের
আশ্রয় গ্রহণ করে । তাহারা সহজে
বিজ্ঞোহী হয় না । বাঙ্গলা দেশে করবৃদ্ধি
মূলক বিজ্ঞোহ ঘটনা কেবল পাণ্ডাতেই
নূতন হইয়াছে তাহা নয় । ১৭৮৩ খৃঃ
অব্দে জিলা রঙ্গপুরে প্রজারা বিজ্ঞোহী
হইয়াছিল । তখন রিচার্ড ওডলাড রঙ্গ
পুরের কালেক্টর ; ঐ বিজ্ঞোহ বাহু অশ্রু
নির্ভর হয় নাই । করকরন প্রজা হত
হইয়াছিল । কালেক্টর ওডলাড লেপ্টনেন্ট
এ মাকডোনাল্ডের উপরে বিজ্ঞোহ
নিবারণের ভার দেন । তিনি কালেক্টরকে
যে পত্র লিখেন, তাহা এই:—

“আমি গত কল্য আপনাকে যে
সরকারি পত্র লিখি তাহাতে কহিয়াছি-
লাম, শরাবতীর উত্তরাংশে কতকগুলি
বিজ্ঞোহী সমবেত হইয়াছে শুনিয়া আমি
একদল লোক সম্বলিত করিয়া লই ।
ঐ দল রাজি হুই প্রহরের সময়ে যাত্রা
করে । একজন জমীদার তাহাদিগের
অধিনায়ক হইয়া যায় । হুজা মহম্মদ
টোকা ও ভাণ্ডার বরকন্দাজ সকল ঐ সঙ্গে
ছিল । এখানে যত অশ্রুপোহ পাওয়া যায়,
তাহাদিগকেও ঐ সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল ।
প্রত্যুৎপন্নমুখে বিজ্ঞোহিন্দের সহিত উদ্বাস-
দিগের সাক্ষাৎ হয় । বিজ্ঞোহীরা সংখ্যায়
অধিক । তাহাদিগের হস্তে তীর ধনুক
যজ্ঞম বড়গা প্রভৃতি অস্ত্র ছিল । আমি
শিপাহিদিগকে এক এক খান লাদা
কাগড় দ্বারা বেঁটা ছাড়াইয়া বাইবার
পরামর্শ দি । উদ্বাস বিজ্ঞোহীদিগের
নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল । তাহারা

বরন্দাজ বোধ করিয়া উদ্বাসদিগকে নিকটে
বাইতে দিল । তাহারা বরকন্দাজদিগের ভয়
করে না । শিপাহিরা নিকটবর্তী হইয়া
লাদা কাগড় ফেলিয়া দিল এবং বিজ্ঞোহী
দিগকে গুলি ও বেচনেটের আঘাত
করিল । ওদিকে অশ্রুপোহীরা তরবারি
প্রহার আরম্ভ করিল । অনেকগুলি লোক
হতাহত হইল । জমীদার গণনা করিয়া
দেখিল ৩০ জনেরও অধিক হত হই-
য়াছে ; ৫৬ জন বন্দী হইল । পবে
আলিবার সময়ে বন্দীদিগের মধ্যে এক
বাক্তির হুজা হইল । যে সমস্ত বাক্তি
হত ও বন্দীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে
বিজ্ঞোহিগের করকরন অধিনায়ক আছে,
আমি এখনও তাহা জানিতে পারি নাই
উহার অধিকাংশ বেহারের লোক ।
বন্দীকৃত দলের অধিকাংশ পাঁচরাই
রায়ত ।”

প্রজারা ওডলাড সাহেবের নিকটে
যে আবেদন করে, এতলে তাহাও অশ্রু-
বাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল । উহা পাঠ
করিলে বিজ্ঞোহের কারণটা পাঠকগণের
স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে । তাহা এই:—

আমরা কাঁজরহাটকতেপুর কাকি
নীয়া ও টোপার মালজমাদার রায়ত ।
বার্ষিক কর এক আনা ও দরি
বিলা আধ আনা নির্ধারণ হওয়াতে
আমরা উৎসন্ন হইয়াছি । আমানদিগের
সাহা কিছু ছিল, এই প্রাজনা দিতে সমু-
দায় গিরাছে । আমানদিগের জীবনমাত্র
আছে । হুই বৎসরে পাঁচ আনা দরি-
বিলা আমানদিগের নিকটে লওয়া হই-
য়াছে এবং নারায়ণী টাকা রহিত
করাতে ফরাসী আরকট টাকায় তিন
আনা বাটা লাগিয়াছে । সরাসর বাবু
জমীদার ও রায়তের নিকটে টাকা আদা-
রের দ্রুতি করেন নাই, তাহাপি তিনি ঐ
হুই উপায়ে অসীকৃত অর্থ সংগ্রহ করিতে
পারেন নাই । তিনি কারাকর আশ্রয় ।

আমরা গোলক বাতুর ও স্থানান্তরিত গমন।
ও সমস্ত পদার্থ বাক্য করিয়াছি। এ
বৎসর আমার উপরে দুই আনা বৃদ্ধি করা
হইয়াছে। যে সমস্ত তদ্বিশিষ্টতার ক্ষমতায়
প্রেরিত হয়, তাহার আশ্রয় আমাদি-
গকে বিশেষ বাঁধিয়া কোড়া মাঝে ও
নানা প্রকার কষ্ট দেয়। আমাদিগের
দাড়ি পর্যন্ত গিরাতে রক্তপূর্ণ মাগ-
ত্বহারির টোকা কেবল তমস্কর হইতে
হয়। বৈশাখ মাগ পদার্থ উহা প্রস্তুত
হইবে না। তদ্বিশিষ্ট আমরা কেবল
আমাদিগের প্রাণ লইয়া এই মহাদানে
বাস করিতেছি। আপনি এই সময়ে লাল
মানিকচাঁদ ও নাজির গোমানির সহিত
একজন পেরদা ও তদ্বিশিষ্টমা পাঠা-
ইয়া নেন। আমরা অনুমান করি-
লাম, তাহার আমাদিগকে ধরিতে
আসিয়াছে, তদ্বিশিষ্ট আমরা পলায়ন
করিলাম। আমরা শুনিলাম গৌরমোহন
চৌধুরী ডিমলার আছেন। আমাদিগের
এই পরামর্শ স্থির হইল, চল আমরা
তাহার নিকটে যাই। তিনি যাহাতে
আমাদিগকে রক্ষা করেন, সে চেষ্টা পাই।
আর তাহার নিকটে এই অনুসন্ধান লই,
এই সকল ব্যক্তি কেন আমাদিগের নিকটে
আসিয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে আমরা
ডিমলার গেলাম। এই চৌধুরী ২৫০ সিপাহী
ও বরকন্দাজ ও তিন জন অশ্বারোহী
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমাদিগের এক দল
প্রথমে অগ্রসর হইল, তাহার পর আর
এক দল গেল। তাহার প্রথমে গিরা-
ছিল, তাহার উপরে গুলি করা
হইল। চারি জন মৃত ও পাঁচ জন আহত
হইল। ইহাতে মান্ কলরব উদ্ভূত
হইল, কে কোথায় মাঝে জমা গেল না-
তাহার পরে শুনিলাম চৌধুরী হত হই-
য়াছেন। আমরা ডিমলা হইতে কাগা-
পানিতে আগমন করিলাম। এই স্থানে
লালা মানিকচাঁদ ও নাজির গোমান
আমাদিগকে আশ্রয় দিলেন।

আমরা রাইরত আপনি দেশের
প্রধান। যদি দুইবৎসরের দরিদ্রতা
রেহাই দেওয়া হয়, নারায়ণী টাকা পুন-
রায় চলিত করা হয়, এবং আগামী দুই-
মাস কর সংগ্রহ বন্ধ করা হয়, আমরা
স্বাভাবিক আপন আপন আলয়ে প্রতি-
গমন করি। আপনি আমাদিগের দেশের
মস্তক স্বরূপ। আমাদিগের যাইবার
অনেক স্থান আছে। আপনি প্রধান
আমরা রাইরত। অতএব আপনি আমা-
দিগের প্রতি সুবিচারের আজ্ঞাদান
করেন (১)।

ভূমির করবৃদ্ধি ঘটিল অত্যাচারই
যে বাঙ্গলাদেশে প্রজাবিরোধের মূল,
উল্লিখিত পত্রপাঠে তদ্বিশিষ্টে অনুমান
সংশয় রহিত হইতেছে না। জমীদারেরা তাহা
জানিতও যে বিদ্রোহ বাবদার কেনে,
তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। অথবা আশ্চর্য-
কি? আমাদিগের এমন উন্নত বুদ্ধিমান
প্রজাবৎসর গবর্ণমেন্টই যখন সম্মুখে
এই সকল বেদীপামানে প্রমাণ থাকিতে
সাবধান হইতে পারিতেছেন না, তখন
জমীদারেরা সাবধান হইবেন, সে সম্ভা-
বনা অসম্ভব। গবর্ণমেন্ট যে রাস্তার কর
করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারান্তরে
ভূমির করবৃদ্ধি করা হইতেছে না? কুব-
কদিগকেই কি সে ভার বহন করিতে
হইবে না? জমীদারেরা কি আপনাদি-
গের সঞ্চিত অর্থ হইতে উহা দান করি-
বেন? গবর্ণমেন্টের এখানে কোন আশ-
ঙ্কক ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে তাহারা যেমন
এখানকার প্রজার নিকট হইতেই তাহার
সঞ্চয়ন করেন, জমীদারেরাও তেমনি
আপনাদিগের স্বত্বকে কোন নুতন ব্যয়
দান ভার পতিত হইলে প্রজার স্বত্বকে
তাহা নিক্ষেপ করেন।

(১) রক্তপূর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রিক্টেট ও কাল-
ইর ই, জি, মেক্সিকর সাহেবের সঞ্চলিত রক্ত-
পূর্ণের রিপোর্ট।

এখন আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই,
গবর্ণমেন্ট ও জমীদার উভয়ে মিলিয়া
প্রজার বিরুদ্ধিকর ভূমির করবৃদ্ধি করিয়া
কি সময়ে সময়ে প্রজাগণকে এইরূপে
বিরোধে প্রবর্তিত করিবেন? ভূমির কর
বৃদ্ধি করিলে বঙ্গদেশের প্রজা? যে বির-
ক্ত হয় তাহার সবিশেষ কারণ আছে।
ধানই এদেশের জীবন সর্কস্ব। ধানের
ভূমিতে করবৃদ্ধি হইয়া আমাদিগের পক্ষে
সেই ধান্য দুর্জল্য হইলে স্তব্ধতা
আমাদিগের যাবত নাই মনস্তাপ হয়।
এদেশের কুবকদিগের ধান্য ভিন্ন যদি
অন্য জীবনোপায় থাকিত, ভূমি কর
বৃদ্ধিতে তাহারা কখন বিরক্ত হইত না।
ইংলণ্ডে যে মজুরী লইয়া সময়ে সময়ে
গোলযোগ উপস্থিত হয়, স্বীকার বাধ্যত
শক্তি কি তাহার কারণ নয়?

সময়ে সময়ে গবর্ণমেন্ট
ভূমির উপর নুতন কর নির্ধারণ,
সময়ে সময়ে জমীদারের কর বৃদ্ধির
চেষ্টা, আর মধ্যে মধ্যে প্রজার বিরোধে
প্রবৃত্তি, এ অবস্থা সঙ্গলের নয়। ইহার
উদ্ভূতন একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেন্ট
লাভ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রজাকে বিরক্ত
করা হয়। জমীদারের আশঙ্কক ব্যয়
নির্যাসের সহজ দ্বার আছে। তাহারা
ভূমির কর বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন না
করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অন্য-
রূপে প্রজার বিরোধ পরিহার করিতে
পারেন, কেবল কোন কোন রাজ
পুত্রের দুর্জল্য বশতঃ ভূমি কর বৃদ্ধি
রূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। সদা-
শর সর্ববিষয়ক প্রধান পুরুষের অধিষ্ঠিত
কাণে এরূপ করের আবির্ভাব সম্ভাবনা
থাকে না। লর্ড নর্থব্রুক হইতে তাহার
এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে।
রাস্তার নিমিত্ত নুতন প্রকার কর করিবার
কি আবশ্যিকতা ছিল, আমরা তাহা
বৃদ্ধিতে পারিতেছি না। যে যে স্থানে

রাস্তার অভিশয় প্রয়োজন, সেখানে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে ও হইতেছে। তন্ত্ৰ কেরিকও আছে। তবে যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটি হয় নাই, সেখানকার লোকে রাস্তার নিমিত্ত কাতর নহে। সেই সেই স্থানে আপাততঃ রাস্তা না হওয়াতে বিশেষ অসুবিধা ও অনিষ্টও নাই। ঐ সকল স্থানের ক্রমে ত্রিভুজ হউক, ক্রমে রাস্তা হইতে থাকুক। তত্ৰতা লোকেরা রাস্তার আশীংসা নহে। তাহাদিগকে রাস্তা গিলাইয়া দিবার নিমিত্ত বিরক্তিকর ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে বিব্রোহে প্রবর্তিত করা যেন?

গবর্ণমেন্টের কর বৃদ্ধি করিবার যেমন অন্য উপায় আছে, জমীদারের তেমন অন্য উপায় নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র ভূমিই ভগ্না। তাঁহারা যদি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া কর বৃদ্ধি করিতে যান, গবর্ণমেন্টের লাভাংশী বলিয়া এখনও হওনীর হইবেন। ভূমির কর বৃদ্ধি বিব্রোহে তাঁহাদিগের হস্তরোধ করিতে না পারিলে তাঁহারা সৎফল হইবেন, সে আশা নাই। অতএব সেই হস্তরোধের উপায় অন্বেষণ করাই কর্তব্য। আমাদের মতে জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সচিব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই জমীদারের হস্ত চোষ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে জমীদারের ইচ্ছা মত কর বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে বিরক্ত করিবার পথ রুদ্ধ হইবে। প্রজার অনার্য দলবদ্ধ হইয়া যদি জমীদারের ন্যায্য কর না দেয়, তাহা দিগের দণ্ড বিধানার্থ একটা বিশেষ আইন করিলেই সহজে তাহার নিবারণ হইয়া আসিবে। প্রজার ব্যয় ও তাহার লাভ এবং জমীদারের ও গবর্ণমেন্টের লাভ বিবেচনা করিয়া যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, লক্ষ্য দিক রক্ষা হয় সন্দেহ

নাই। কাহারই অসন্তোষের কারণ থাকে না।

প্রধানতম বিচারালয় ও নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ।

প্রধানতম বিচারালয় নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণের কার্যের তত্ত্ব লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটা প্রজা ও গবর্ণমেন্ট উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। পাঠকগণ সেদিনের সোমপ্রকাশে দেখিয়াছেন, যেখানে মুন্সেফদিগের কার্য দর্শন ও তাঁহাদিগের দোষ দর্শন করিলে তাঁহার সংশোধন করিতে হইবে, প্রধানতম আদালত জিলার জজদিগের প্রতি তাঁহার উপদেশ দেন। সম্প্রতি কান্দীর মুন্সেফ ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গিরিস্তার বিশৃঙ্খলা আলস্য ও অর্থি প্রত্যাখ্যাত করিয়া কটনবাসী প্রত্যাখ্যাত করিয়া তাঁহাকে কয়েক দণ্ডিত করিয়া নিম্ন পথে নিয়োজিত করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু বলেন, তাঁহার আলস্য দোষ বিশৃঙ্খলাদির কারণ নয়। কাজের অধিক ভিড় হওয়াতেই প্রকৃপ হইয়াছে। তিনি বরাবর পরিশ্রম পূর্বক সূক্ষ্মরূপে কামা নির্বাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রধানতম আদালত এই অসুগ্রহ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। ক্ষেত্র বাবু যে কৈফিয়ত দিরাছেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না, তবে তাঁহার বিবেচনার এই ত্রুটি হইয়াছে, তিনি অগ্রে কাজের ভিড় হইয়াছে, একথা উপরে জানান নাই।

যাহা হউক, তিনি বরাবর ভালরূপ কাশ করিয়া আনিয়াছেন যখন ক্রমাৎ হইল, তখন তাঁহার প্রতি উপরি লিখিত দ্বিবিধ দণ্ড বিধান গুরুতর হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই প্রথম অসঙ্গত বলিয়া তাঁহাকে সতিরক্ষার থাকো এয়ার সাবধান করিয়া দিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলে প্রধানতম

বিচারালয়ের সমধিক ঐর্ষ্যা প্রকাশ হইত। আমাদের গবর্ণমেন্ট গবর্ণর শাসন সংক্রান্ত ইউরোপীয় কর্মচারিদিগের বিব্রোহে আর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার এই দণ্ড দর্শন করিয়া যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমন এক বিব্রোহে নবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এই দণ্ড অন্য অন্য বিচারপতিগণের সাবধানতা শিক্ষাদানের বিব্রোহে আচার্য্যতা করিবে। প্রজার ধর্ম ও কর্তব্য জ্ঞান থাকুক, উপরের তত্ত্বাবধান না থাকিলে আপনাই হইতেই কার্যে শৈথিল্য হইয়া আইলে। কর্মচারির শৈথিল্য হইল, কিন্তু অন্যকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। অর্থি প্রত্যাখ্যাত করিয়া প্রত্যাখ্যাত করিয়া উহার প্রধান ফল। যাহারা মকদ্দমা করেন, তাঁহারা আরই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন, আজ আমাদের সাক্ষী করিয়া আনিতে হইবে, এত ব্যয় হইয়া গেল। যাহারা ন্যায্য মকদ্দমা করিতে যান, এইরূপ ব্যয়বাহার ব্যয় করিয়া সাক্ষীসহ যাত্রায় করিতে হইলে তাঁহাদিগের মনে যে বিরক্ত কষ্ট হয় এবং গবর্ণমেন্টের আদালত ও আইনের প্রতি তাঁহাদিগের যে বিরক্ত অশ্রদ্ধা জন্মে, যাঁহার পর দুঃখে দুঃখ বোধ নাই তাঁহার তাহা বৃদ্ধিহার অধিকার নাই। এই কষ্ট হয় বলিয়া তত্ৰলোকে আদালতে সাক্ষাদিতে যাইতে চান না। আমরা দেখিয়াছি, অনেক বিচারপতি বেলা কাটাঁয়া বিচার করিতে বলেন, বাঁতি জ্বালিতে হয়। লোককে এরূপ কষ্ট দেওয়া যার পর নাই অনার্য। উপরি পদস্থ কর্মচারিদিগের যদি তত্ত্বাবধান থাকে, কখন এরূপ অনার্য কার্যের অস্তিত্ব হয় না। কিন্তু যাহারা অন্যকে সাবধান করিবেন, তাঁহারা নিজে সাবধান নহেন, নিম্ন আদালতের বিচারপতিগণ যদি বেলা একটা

সময়ে বিচারালয় গ্রহণ করেন, উপরের কর্তারা চুটটা না বাজিলে বিচারালয়ে পদার্পণ করেন না। লক্ষ্য দাঁড়ের সময়ে যমুনানের মুখ পুড়িয়া গেল, কিরূপে অপর বানরখণের নিকটে মুখ দেখাইবে, তাহার এই লজ্জা উপস্থিত হইল। সে কাতর হইয়া মীতা দেবীর নিকটে গিয়া আত্মহুঃ নিবেদন করিল। মীতা কহিলেন, বৎস! তুমি বেশে গিয়া দেখিবে সকলেরই মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। সকলের যদি এক দশা হয়, কে কাহাকে কি বলে। উপরি পদেছোরা যদি স্বয়ং অগিদ্ধ হন, অপরকে কিরূপে শিদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

যাহা হউক, আমাদিগের এই আশ্বাস জন্মিতেছে, সে দিন লেপ্টনন্ট গবর্নর বিচারপতিদিগের বিচারালয়ে উপস্থিতি কাল নিয়ম করিয়াছেন, আবার প্রধানতম বিচারালয় কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। এবার অর্থ প্রত্যর্থ ও লাক্ষিগণের কষ্ট দূর হইতে পারে। বোধ হয় লেপ্টনন্ট গবর্নরকেও উপস্থিতি কাল গিয়া হুই এক জনের দণ্ড বিধান করিতে হইবে। এদেশে একটি প্রবাদ বাক্য আছে “সহজে কেহ রাম নাম লয় না।” ভগবান মনু লিখিয়াছেন “সর্বোদগিজিভোলোকো হুল’ ভোহি শুচিনঃ।”

দলপতিদিগের নিকটে একটি
প্রস্তাব।

আচমক নখরের জাঁকধেরা একজন সুরাপ্যুরীকে আপনাদিগের সমাজচ্যুত করিয়াছেন, এই সংবাদটাই আমাদিগের এই প্রস্তাবের মূল। দলপতিদিগের বিবেচনার দোহেই বাঙ্গালা দেশের দলদলি জঘন্য বলিয়া স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু দলদলি যে উদ্দেশ্যে স্বতঃ হয়, তাহা সম্মত নহে। পাপ ক্রিয়ার নিবারণ করাই জাহার উদ্দেশ্য। আমাদিগের দলপতিরা

যে রূপ কার্য্য করেন, তাহাতে পাণের দমন না হইয়া প্রভূত তাহার বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের প্রস্তাব এই, তাঁহারা এখন অধি একটি নূতন প্রকার দলদলিতে প্রবৃত্ত হউন। যে সকল ব্যক্তি মিথ্যা প্রবন্ধনা সুরাপান পরদারগমন পরের বিষয়াপহরণ পরশীড়ন প্রভৃতি দুষ্টকার্য্য করিবে, তাহাদিগকে তাঁহারা সমাজচ্যুত করিবেন। মফস্বণের স্থানে স্থানে এই উদ্দেশ্যে এক একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত কুক্রিয়ায় আনত হইবে, সেই সেই সভার সভাপণ প্রথমে তাহাদিগকে তাগা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিবেন এবং ততঃ কুক্রিয়া হইতে কুক্রিয়াকারীর নিষেধ সমাজের ও পরলোকের যে কি কি অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা যুক্তি দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতে যদি নিবৃত্তি না হয়, শেষে সভাপণ তাহাদিগের সহিত আহার বাবহার বাক্যলাপে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে কেবল যে পাণিদিগেরই ক্রমে পাপ কার্য্যে ঠৈমুখা হইবে এরূপ নয়, বাঁহারা পাণের নিবারণ চেষ্টা পাইবেন, তাহাদিগের পাণের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। যে দেশের লোকের এই সকল পাণের প্রতি অবজ্ঞা নাই, সে দেশ কখন অভূতায় লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, যে দেশের লোকের যত দিন এই সকল কুসংস্কারের প্রতি বিদ্বেষ ছিল, তত দিন তাহারা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আবার যে সময়ে তাহাদিগের পাণের প্রতি বিদ্বেষ ক্ষীণবল হইতে আরম্ভ হইল, সেই অবধি তাহাদিগের অধঃপাতে বাইবার সূত্রপাত হইল। রোমই ইহার উত্তম উদাহরণ স্থল। বাঙ্গালিদিগের উল্লিখিত পাণক্রিয়াগুলির প্রতি সমুচিত

ঘৃণা নাই বলিয়া ইহারা বিদেশীদিগের নিকট হত্যার হইয়া আছেন। বাঁহারা যথার্থ ভদ্র, তাঁহারাও পাণিদিগের সঙ্গে পাণী, বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। সরমর্ডান্ট ওয়েলস যখন অবজ্ঞাব্যবচ্ছেদে স্বাভাবিক বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দেন, তখন ভদ্র বাঙ্গালিরা সজা করিয়া কোণ প্রকাশ করেন। তাহাদিগের ন্যায়ভূগত ক্রোধ প্রকাশ অসুচিত হয় নাই সন্দেহ, কিন্তু উত্তরকালে এ গালির ভাজন হইতে না হয়, তে সে চেহেটা করিয়াছেন? যদি সকলেই মিথ্যাবাদিকে ঘৃণা ও তাহাদিগের সহিত সামাজিক বাবহার পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে কি আজি বঙ্গদেশে মিথ্যাবাদির এত প্রাদুর্ভাব থাকিত। এদেশীয়েরা কথায় কথায় মকদ্দমা করেন বলিয়া এদেশের একটি বিদগ্ধ হুনাম হইয়াছে। মকদ্দমা এখানে যত হয়, অন্য কোন দেশে এত হয় না, এ কথাও মিথ্যা নয়। এই মকদ্দমানিবন্ধন অনেক উৎসন্ন হইয়াছেন। এ মকদ্দমার কারণ কি যদি অনুসন্ধান করা যায়, মিথ্যার প্রাদুর্ভাব সেই কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞ লোক বলেন, পাণের প্রচারই ক্রাজের অধঃপাতের কারণ।

ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী-
গত দোষ।

১। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের রচনা অতি অন্তত। ইহার মূল এক প্রকার ইহার অবয়ব অন্যপ্রকার। ইহা যে মূল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহার স্পর্শে সকলে স্বাধীনতা সুখভোগে নিরন্তর হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শে অন্যের স্বাধীন বাবহার দূরে প্রস্থান করে।

বাঁহারা গবর্নমেন্টের ইউরোপীয় কর্মচারী, তাঁহারা প্রত্যেকে পর-স্বাধীনতা বাহী যথেষ্টাচারী এক একটী

সুত্র গবর্ণমেন্ট । লোকের জানে তাঁহার। আইনের আজ্ঞাবহ, কিন্তু কাজে আইনই তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ । মফস্বলে সুত্রি পরিমাণে ইহার এমণ পাওয়া যায় । মফস্বলের হাকিমেরা বাহা মনে করেন, তাগাই করেন । তাঁহাদিগের কেহ নিরস্ত্র আছেন এরূপ বোধ হয় না । ইচ্ছা করিলেন কাণাকে করেই করিবেন, বিচারের মিছামিছি একটী আড়ম্বর করিয়া তাহাকে করেই করিলেন । যদি কোন অধীনস্থ কর্মচারিকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন । তাহার পর তিনি আপীল করুন, আর আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করুন, সুদূর ভাঙ্গিয়া পেল ।

৩ । ইউরোপীয় কর্মচারিরা ত নিজে এই রূপ যথেষ্ট ব্যবহার করেন, কিন্তু যদি এদেশীয় কর্মচারিরা ইংল্যান্ডের শতাংশের এক অংশ স্বেচ্ছাচার করেন তাঁহাদিগের নিস্তার থাকে না । তাঁহাদিগের কেবল পদচ্যুতির পণ্ড নয়, সময়ে সময়ে কোন কোন ব্যক্তির অদৃষ্টে কারাদণ্ড ঘটয়া থাকে ।

৪ । মুখে এই কথা বলা হয়, ইংল. ওয়েস্টী এই ঘোষণাও আছে যে, জাতি ও বর্ণভেদ না করিয়া ভারতবর্ষের সুদূর রাজধানী সম্পন্ন করা হইবে । কিন্তু ইউরোপীয়ের প্রতি পক্ষপাত পদে পদে লক্ষিত হয় । লাভকর উদ্ভিদগুলি ইউরোপীয়ের । প্রসাদী বাহা কিছু এদেশীয়ের পান । বিচার ইউরোপীয়ের একরূপ, এদেশীয়ের অন্যরূপ । অধিক কথা কি, অন্য আদালতের কথা থাকুক, এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ে ছোট আদালতে বিচারার্থী হইয়া গেলে অগ্রে ইউরোপীয়ের সাক্ষ্য হয় ।

৫ । প্রতিজ্ঞা আছে, এদেশের ধর্ম অগ্রায় ব্যবস্থাদি বিধয়ে হস্তক্ষেপ করা

হইবে না । কিন্তু রাজপুরুষেরা আপনাদিগের প্রভুত্ব প্রদর্শনের লোভ সত্তরগ করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে পুরোক্ষ ও অপরোক্ষ নথ্যে তাগাতে হস্তক্ষেপে বিমুগ্ধ হন না । ও বিষয়ে এমনি লোভ জন্মিয়াছে যে ইউরোপীয় বিচারপতিরাও এদেশের শাস্ত্রের সূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন ।

৬ । কর নির্ধারণের ত কথা নাই । সকলের সমানত জানিবার অবসর হয় না । যেমন হাড়কাঠে ফেলা, অমনি কোপ ।

অনুলক্ষ্যন করিলে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীগত এইরূপ আরো অনেকগুলি দোষ দৃষ্টিগোচর হয় । আমরা উদাহরণ সহিত সেগুলির উল্লেখ করি-
তাম, আজ অবসর নাই বলিয়া বিরত হইলাম ।

বিবিধ সংবাদ ।

২৪ আশাচ সোমবার ।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন * যেদিনীপুরে নিত্য প্রীতিাদিকা হইয়াছে । ৩০ এ জুন পর্যন্ত তাপমান বস্ত্রে পারদ ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়াছিল । ১ লা জুলাই হইতে অল্প অল্প বারি বিস্মৃ হইতেছে । এবার সর্বত্রই প্রীতির আনুষ্ঠান অধিক ।

লেন্টমন্টে গবর্নর সাহেবের আদেশানুসারে বর্তমান মাসের ২২ জুলাই কলিকাতা হইতে ইজিমার কেনেলের খাল দিয়া যেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর সত্তর ঘাটে আসিলে । শুনিলাম ১০ ঘটীর মধ্যে ইজিমার যেদিনীপুরে পৌঁছিতে । যদি উল্লিখিত আদেশানুযায়ী কাঁসাই হয়, তবে যেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয় ।

আমাদিগের কাঁসাই সাহেব কেবল রাজনীতি বিষয় লইয়া ব্যস্ত নছেন, এদেশের সামাজিক বোধের সংশোধন বিষয়েও অসুদাসীন । রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় এখন থাকুক, যাহাতে ধর্ম সম্পর্ক নাই, অথচ বাহা হইতে এদেশের

বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছে এরূপ কতকগুলি কুলংকার আছে । কাঁসাই সাহেব সেগুলির উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করুন তাহা হইলে এদেশ তাঁহার নিকটে চির কৃতজ্ঞতা ভগ্ন হইয়াইবেন সন্দেহ নাই । সেগুলি এই, বাটী চালা নলচালা ভুতহাডান ডাইন খাডান ইত্যাদি । বরিসাল বার্তাবহ এই কুলংকার মূলক যে একটী অত্যচার সংবাদ লিখিয়াছেন, আমরা তিনরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম । ওকচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ভামনিধি দাসের নিকটে কিছু টাকা পাইত । ঐ ব্যক্তি ঐ কর্ম্মী টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত রাম নিধির বাড়িতে যায় । ঐ সময়ে এক ব্যক্তির এক গাছিহার হারাইয়া যায় । রামনিধি ওকচরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে কৌশল ক্রমে হার আমীর মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিল ওকচরণই হার হরণ করিয়াছে । সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বাটী চালা খানা হইল । বাটীচালা ও নল চালা প্রভৃতি প্রতারণাপূর্ণ কাণ্ড । বাহারা নল ও বাটী ধরে, তাহাদিগকে ঘায়ে লিখাইয়া দেওয়া হয়, যে ব্যক্তির উপরে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহার বাটী ও নল সেই ব্যক্তির নিকটে লইয়া যায় । বাটী ওকচরণের গারে গিয়া লাগিল । সকলে উহাকেই চোর স্থির করিয়া বীকার করাইবার নিমিত্ত বক্ষস্থলে বাঁশ বিয়া ভলিতে আরম্ভ করিল । তথাপি ওকচরণ বলিতে লাগিল সে হার লয় নাই, শেবে তাহার নখের মধ্যে থেকুর কাঁটা কুটাইয়া দেওয়া হইল !! আজিকোঁটের নিকটে ঐ বিষয়ের নালিশ হইয়াছে ।

আমরা ৪ ঠা জুলাইয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, এখানির বরাক্রম ছরবৎসর হইল । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বরোবুদ্ধি সহকারে উন্নতি হয়, কিন্তু সাপ্তাহিক সংবাদে আমরা ইহার বিপরীত দেখিলাম । প্রথম প্রথম উহার লেখাটা বাঙ্গালা ভাষার বিস্তৃত ভাষা অনুসারেই হইতেছিল, কিন্তু এখন উহার আর এক ধরণ হইয়াছে । ইহার কারণ কি ?

বাঙ্গালী ভাষায় যুক্তার্থ সম্পন্ন হইলেই কি উহা মোটো হইয়া যায়?

যুক্তার্থবলব্ধী এক ব্যক্তি পানদী লইয়া অথবা রেজিষ্টারি করিয়া বিবাহ না করিয়া অস্বাভাবিক পরিবর্তন করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। উক্ত সম্পাদক এই বিষয়কে নিকা বলিয়া কোণ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক অকারণে কোণ করেন কেন? হিন্দুরা গাঙ্গুলি বিবাহকে আপনাদিগের সমাজ ভিত্তিতে ভাঙিয়া দিয়াছেন। উহা যুক্তার্থকে আশ্রিত প্রতিপালক আনিয়া উহার পরগণায় হইয়াছে।

প্রধানতম সংবাদিত কামেল সংস্কারে শাসন কর্মচারিদিগের উন্নতি প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ করেন, তিনি তাঁহার উত্তর দিয়াছেন। এ ত গেল সেই সেকলে নীলুরাম প্রসাদের কবির লড়াই। আজি যিনি জরুট মাজিস্ট্রেট আছেন কালি তিনি জজ হইলেন। এরূপ না হইয়া নিচরকের একটি শ্রেণী ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। বরাবর যে কার্য করা যায়, তাহাতে যেরূপ ইনপুনা লাভ হয়, একবার এ কাজ একবার সে কাজে গেলে সেরূপ হয় না। একবার বাসনেব একবার গোবর্দ্ধন হওয়া যাত্রাতেই শোভা পায়।

অযোধ্যার জেনরল বারো পোঙ্গন লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সর জর্জ কুপরের অযোধ্যার প্রধান কমিশনার হইবার মজা বন্দা আছে। হিন্দু পোষ্ট্রীট তাঁহার যে প্রকার গুণ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকে এই পদ দিলে মঙ্গলের পরিসীমা থাকিলে না। গবর্নমেন্ট ও সুখী হইবেন, প্রজার ও সুখী হইবে। গুণ গুলি এই, তাঁহার লৌকিক ব্যবহার একান্ত অপ্রীতিকর, স্বভাবের অনেক দোষ আছে, বুদ্ধি ভুল নয়। তিনি প্রতি দিন কতক কর্ম ভিন্ন অতিরিক্ত কর্ম করিতে ভাল বাসেন না। তাহাতে সাধারণের উপকার লভ্যবন্দা আছে, এমন কার্যে তাঁহার উৎসাহ ও যত্ন নাই। স্থির হইয়া গাঢ় চিন্তা পূর্বক, তাঁহার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি মহাশয় সে বিষয় যে মত স্থির করেন, কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করিলে

তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা থাকে না। কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে সম্পরক্ষণাদি দান দ্বারা সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি কক্ষ ভাবে তাহা অগ্রাহ্য করেন। কোন কোন শ্রেণীর প্রতি তাঁহার শঙ্কপাত ও কোন কোন শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ আছে। ক্ষমতা সামান্য প্রকার, আইন জ্ঞান নাই, দেশের লোকের স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির কিছুই জ্ঞানেন না। এই সঙ্গে যদি স্বর্ধ ও স্বর্ধমতি জ্ঞানে শৈথিল্য থাকে, তাহা হইলেই গোমস্তা গোমস্তা।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠকগণের গোচর করিলাম।

“গত ১৫ জুলাই রবিবার বেলা ১০ টার সময়ে অগুনত লাগিয়া হরিপুর গবর্নমেন্ট মডেল স্কুল সদুবার সন্ধ্যার সাংঘাত ভয়াবহ শেষ হইয়াছে। রবিবার বলিয়া শিক্ষকগণ বলে ছিলেন না এবং মাসীও স্কুলের কার্যাবুরেই স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। পরদি মাসীর মধ্যে হুতরাং প্রামাণ্য লোকেরা উপস্থিত হইতে না হইতেই একেবারে প্রলুপ্ত হইয়া উঠে। অতঃপর জবাবদির মধ্যে প্রতিস্থিত তিন খানি বেগ ও সঙ্গত শক্তি দ্বারা নির্ধৃত জব্য বাতীত অতি কিছুই রক্ষা পায় নাই। এই অগ্নি কাণ্ডে প্রায় ৩৭০ টাকার পুস্তক, মাণ ও কাঠের জব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। হরিপুরের নিকটবর্তী হুতরাং নিবাসী গিরীশচন্দ্র রায় নামক উপাধিধিত স্কুলের একজন ছের চৌদ্দ বৎসর বয়স ছাত্র অগ্নি প্রদাতা বলিয়া অভিহিত ও অভিযুক্ত হইয়াছে। স্কুলের পুনর্নির্মাণ প্রস্তাব করিবার জন্য হরিপুরাধি তিন খানি সামান্য প্রামাণ্যসীরা তৎপরদিন অবধি বৎস ছেরনাদি আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট মনোযোগ প্রকাশ করিতেছেন বটে। কিন্তু তাহারা যেকণ অবস্থাপন্ন ভাঙাতে যে দেশস্থ অপরাপর বদমা লোকের সদয় বদমান্যতাবাতীত কৃতকার্য হইতে পারেন এমন বোধ হয় না। অধিকন্তু বিদ্যালয়ের প্রয়োজনোপযোগী জব্য সম্বন্ধে যে তাঁহাদের অনেক বহু করিতে হইবে তাহাও অনুমিত হইতেছে। কেননা সর্বপ্রকার স্কুলের ব্যয় সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট এখন বড় যুক্ত হস্ত নহে।”

২৫ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

খাম্বোয়া হইতে মর্দনা পর্যন্ত যে রেল-ওয়ে হইতেছিল উক্ত কার্য শেষ হইয়াছে, এই আগন্তি মাসে খোলা হইবে।

মাসিক পুণ্ডির মুদ্রাশ্রিতেও কলিকতা উইলসন সাংঘাত বঙ্গাদিসঙ্গত ২৪ জন ডাকা ইত্যাক গুত করিয়াছেন। ইছাবিগের নিকটে বহুসংখ্য টাকার সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রবিসহ ডাকাইত দ্বারা যথার্থ গণহত্যা।

আমরা আশ্চর্যবিত হইলাম, বঙ্গদেশের চন্দ্র রায়, কল্যাণবিন্দু ও প্রায় ২০২ বারিডার বাণ মনোমোহন ঘোষের জাতি লালমোহন ঘোষ হংলণ্ডের বাসে আশ্রিত হইয়াছেন।

মাজাজ প্রেসিডেন্সির পুনানি নামক স্থানে এক দিবস এক ব্যক্তি পুস্তক লেখতে প্রায় ১১ টা বৃষ্টির মস্তক মাজাজেটের কাছারিতে লক্ষ্যে আসিলে। গত ছয় মাসের মধ্যে এক পুনানি তাম্বুলে কুস্তির মধ্যে পুস্তক দ্বিত্তে গবর্নমেন্টের ৩৭০০ টাকা পড়িয়াছে। গবর্নমেন্ট বাতাবতি মেধিয়া পুস্তক মনে বদ্ধ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের কবলস্থ সংবাদবাতা বলেন, অমীর গিরারখানী নিজ সেনাবলের উৎকর্ষ সাধনার্থে বিশেষ সত্বন করিয়াছেন। হিরটে সংবাদ পাঠান হইয়াছে যেন তৎকর্তা দুর্গগুলি দৃঢ়তর করা হয় এবং সৈন্যগণ যেন সুসজ্জিত প্রস্তুত থাকে। কানীটের যেরূপ ভাবগতি তাহাতে অমীরের এ পূর্ব সাবধানতা উচিতই হইয়াছে।

গত বুধবার কালের রাজস্বত-গবর্নর জেনরলের সতি পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সীতানের সীমা বিষয়ে কথামালা হইয়াছে। কিসক কথা বাতী হইয়াছে। এণ্ডার্স প্রকাশিত হয় নাই।

ইংলিসমান বলেন, ভবানীপুর আশ্রম সমাজের তত্ত্বাবধায়ক সভা বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্নপ্রাশন বন্দোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র মিত্র, মহেশচন্দ্র চৌধুরী এবং আর ৭ জনের নামে ২৪ পরগণার দ্বিতীয় হুজি নেট জজের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্বে লোভপ্রকাশে এতৎসম্বন্ধে যে প্রেরিত পত্র আইনে তাহা দেখি

রাই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম এই অভিযোগ হইবে।

অযোধ্যার জমীদারেরা নিজ নিজ জমীদারীর উন্নতির জন্য গবর্নমেন্ট হইতে ঋণ লইতেন, সর জর্জ কুপারের অনুরোধে লাভ মর্ফ্রক উহার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে নিয়ম ছিল, ঐ ঋণ তিন বৎসরের মধ্যে দিতে হইত এক্ষণে নিয়ম হইতেছে, কুপ, পুফরী ও বীথ প্রভৃতির জন্য যে ঋণ করা হইবে তাহা ছয় বৎসর এবং পণ্ডিত বা জঙ্গল ভূমি আবাদ করিবার জন্য যদি ঋণ লওয়া হয় তাহা ১২ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিলেই হইবে।

২৮ এ জুন পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১২৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্বে সপ্তাহে ১৭০ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ২৩ জনের ওলাউঠার মৃত্যু হয়।

গত শনিবার চুচুড়ার গির্জাসংঘে এক ব্রাহ্মণ খান করিতেছিল, এমন সময় একটা কুস্তীর আসিয়া উহাকে লটকা যায়। খান করিতে করিতে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ কুবিদ্যা বাওর'তে সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন কিয়ৎকণ পরে দেখিলেন গহ্বার মধ্যে স্থলে দুই একবার ঐ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দ আসিয়া উঠিল। তৎপরে আর দেখা গেল না।

২৮ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্বাচরতবর্ষীর রেলওয়ে কোম্পানির ৩৭৭৫০ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩২২৪১০ টাকা আয় হয়।

২৯ এ আষাঢ় বৃষাবার।

আজি বেলা ২ টার সময়ে এ অঞ্চলে যেপ্রকার বৃষ্টি হইল, তাহাতে বোধ হইতেছে। বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। বহু পরিবর্তন হইয়াছে, বৃষ্টিরও জোর হইয়াছে। আজি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আকাশের ভাব দেখিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল, বৃষ্টি হেবরাজ পার্লামেন্টে সভার সম্মত গণের মতের ন্যায় এসেই 'ভারতবর্ষের কথা' জুলাই গেলেন।

রঙ্গপুরের ... জিষ্টেট ও ... রঙ্গপুর ...

জেলার বেরিপোর্ট করিয়াছেন, উহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সময়ে এবিষয়ের আন্দোলন করিবার ইচ্ছা রাখিল।

সমরশাস্ত্রিনী নামে একখানি উপাখ্যানে এ সপ্তাহ আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিযুক্ত নরনমোহন মিত্র ইহার প্রণেতা। অবসর ক্রমে ইহার প্রতি পদো ও গণ দে ব্যতিরিক্ত বিষয় পাঠকগণের গোচর করি, আমাদিগের এতদূরে ইচ্ছা আছে।

ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়নের সীমাবদ্ধ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কশীরা যুদ্ধ সংক্রান্ত কতৃৎক্ষীয়েয়া আমীরকে হিরাটের দুর্গটা ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বাক্যে, তাঁহার খিলা অধিকার করিতে ভক্ততা প্রকাশ্য কশীর দিগের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছেন। এমন কি তাহার উদ্যোগের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। উক্ত সংবাদদাতা আরো লিখিয়াছেন, সর্দার আবদুল রহমান খাঁ এবং শানিওরাজ খাঁ এক্ষণে কশীর সেনা বলে রহিয়াছেন। তাঁহার হিরাট এবং মদুনায় আফগানস্থান অধিকার বিষয়ে কর্তব্যরূপে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিবেন অস্বীকার করিয়াছেন। আমীর যদি হিরাট ছাড়িয়া না দেন, তাঁহাকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। আমীর বলিয়াছেন তিনি এবিষয় ইংরাজদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদিগের অভিশ্রম জানিতে পারিলে কশীর এই বাক্যের উত্তর দিবেন। শুনা যাইতেছে, আবদুল রহমান আমীরের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীমন্নিয়র বলেন কেউ রাজ্যের অবস্থা নিত্যান্ত মন্দ হইয়া উঠিয়াছে। ভক্ততা রাজা সমুদায় রাজকার্য্য পরিচাল্য করিয়া কেবল ছুটা ও বেশাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্নর জেমরলের রাজপুত্রনামক এজেন্টকে উক্ত রাজ্যের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইয়াছে। এক বিলাসিতাই এদেশের সর্গনাসের হেতু হইয়াছে।

গত জুন মাসে কলিকাতায় ১৮৭২ অব্দ পর্য্যন্ত ৩০৪০৪০ কম টাকার বাণিজ্য এবং

আমদানী হইয়াছে কিন্তু ১৮৩২৩০ অব্দিক টাকার বাণিজ্য এবং রপ্তানী হইয়াছে। তুলা গনিরাণ্য কাপড় চামড়া অধিকেন গোস্তদানা এবং রেশম এই সকল দ্রব্যই অধিক, কিন্তু চাউল এবং পাট কম রপ্তানী হইয়াছে।

সংগের মাহুল ধরিয়া সর্বশুদ্ধ ৩০৭২০ টাকা অধিক শুল্ক আমদান হইয়াছে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য দ্রব্যের ৭৭৭৫৪ টাকা কম শুল্ক সংগৃহীত হইয়াছে।

অনুমান ১৫০ টাকা বেতন ভোগী কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান ভারতবর্ষে ১৮৬৭ হইতে ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্নমেন্ট কাছো' নিযুক্ত হইয়াছেন ইংলণ্ডীয় বক্তৃৎক্ষণ ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের নিকটে তাহার এক তালিকা চাহিয়াছেন। বিলাত পর্য্যন্ত প্রাচ্য গৃহীয়াছে সন্দেহ নাই।

বিলিলিয়স নামক একজন ইন্দী মদীয়ার একজন জমীদারের ২০ হাজার টাকা ঠকাইয়া লইয়াছিল বলিয়া তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মোরাদ ও ১ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। জুলমী দাস দত্ত নামক একব্যক্তি এই এতদারগার সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া তাহার এক বৎসর কারাবাস ও ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। মদীপুরের রাজ পরিবারের এক জন ইহাতে লিপ্ত থাকিতে জাল অপরাধে সেশিয়নে আর্পিত হইয়াছে।

৩৭ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

শুনা যাইতেছে এবার সিমলায় গবর্নর জেমরলের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতেছে না। যে দুই একজন এতদেশীয় রাজা উক্ত সভার সভ্য তাঁহার উপস্থিত নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, এদেশীয় দিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করা লাভ মর্ফ্রকের অভিপ্রায় নহে। পিয়নিয়র বলেন লাভ মর্ফ্রক সিমলা হইতে প্রত্যাহারন কালে লক্ষ্যে দর্শন করিয়া আসিবেন।

আজি ডি, কজেল সাংগেন ২৪ পরগণা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ এবং জুজি প্রমথ বিহারক আদালত অনুযায়ী

মকদ্দমার বিচারার্থ কলিকাতার একজন জজ হইয়াছেন।

ঢাকার ছোট আদালতের তৃত্বপূর্ণ জজ নারু মেনোমাদব সোম স্বাক্ষরালে উক্ত পদে ছিলেন তখন তার বাহাদুর উপাধি লাভ করেন লাভ মর্যাদাক্রমে আদালত দিয়াছেন, তিনি জীবনাবধি এই উপাধি ভোগ করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের যে দুই স্থানে সৈন্যাদিগের শিক্ষা শিবির হইবে তাহা নির্ধারিত হইয়াছে। পিরনিয়ার বলেন, একটা আলাহাবাদের ৭০। ৮০ মাইল দূরে বাণ্ডা রোডে এবং আর একটা কতেপুরে হইবে। এ নির্দিষ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট না কি লক্ষ টাকার ব্যয় অসম্ভব দিয়াছেন। আজ কালি আমাদিগের গবর্ণমেন্টের এই আর একটা নুতন ব্যয়ের হার উল্লেখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন কর্তৃগণ রাজ্যের মিতব্যয়ে সমর্থ হইতেছেন না বলি। কয়েকটি সাহেব ভবিষ্যতে আরো স্থানীয় কর বৃদ্ধির যে আশঙ্কা করিয়াছেন, এই সকল কার্য দ্বারা সে আশঙ্কা দূরীভূত হইতেছে।

৫ ই জুলাই পর্যন্ত বঙ্গদেশের প্রায় তাবৎ স্থানে এক প্রকার বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরো বৃষ্টির প্রয়োজন। নদীরা জল পাইওড়ি বারজালিত জিহ্বা মুকের ভাঙ্গল পুর এবং সাঁওতাল পরগণায় পদ্মপাল আলিয়া কতক ক্ষতি করিয়াছে। পাটনা পুরী ছোট নাগপুর এবং আসামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কমে নাই। গোয়াল পাড়ায় এক দিবসে দুই বার ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

৩৮ এ আষাঢ় শুক্রবার।

“কাল লইয়া গেল কাক, এই কথা শুনিয়া কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া ক’কের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া য’ওয়া” এত যে প্রবাদ বাক্য আছে রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ঐন্দ্রোহিত জ্যৈষ্ঠ বাবু নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার একটা নুতন উদ্ভাষণ স্থল হইয়াছেন। আমরা কি লিখিয়াছিলাম, তাহা না দেখিয়া তিনি লোক মুখে শুনিয়াই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজার ধর্ম বিষয়ক মতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্বিবরে আমাদিগের বক্তব্য এই

যে ঐহু অবলম্বন করিয়া আমরা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার কোন নুতন মত দৃষ্ট হয় নাই। যেদ্বারা সূত্রকার ও শঙ্করাচার্যের মতই তাঁহার মত। তাহাতে তাঁহার চ’তুরী বা প্রবক্তার সন্তোষনা কি। যদি কিছু থাকে, ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্যের কাছে।

ইউরোপীয় সংবাদ পত্রসমূহ পারস্যের সাধারণ ব্যবহার সংক্ষেপে অনেক কৌতুকাবহ বিষয় লিখিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ইনি মনে করেন তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাসীল রাজা পৃথিবীতে নাই। তিনি ইউরোপে যে সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ইংলও ও কশোয়া তাহাকে যে এত সন্মান করিতেছেন, সে কেবল ভয়ের জন্য ভাল বলেন বলিমান। উক্ত সংবাদ পত্রের এক খানিতে বার্লিনের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহা এমনি ব্রহ্ম ও অসত্য যে জর্জ-পির রাজ্য সভা হইতে উঠিয়া গেলে সকলেই সম্মত হন। এক দিবস তিনি নাট্যশালার বসিয়া বিহানির উপর খুঁ খুঁ ফেলেন, পরে অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, পরে আবার পশ্চাদ্বেশে উত্তরদিকে ঘুরে গেলেন এক আসনে খুঁ ফেলেন। রাজী ঠাট্টাবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তিনি তাঁহার স্বল্প বেশে খীর মুহূর্ত্ত হস্ত গ্রহণ করিয়া বসিতে অসুযোগ করেন। চামচের পরিবর্তে হাত দিয়া আহার সামগ্রী ভক্ষণ করেন এবং প্রতিদিন রাজ্য বাটীতে এক একটা মেঘ ঘরিতেছেন। ইহারা বলেন সাহা একটা বনা বরাহ মাত্র, ইহার ন্যায় অসত্য আর নাই।

৩৯ এ আষাঢ় শনিবার।

মুরশিদাবাদ পত্রিকা বলেন আজিমগঞ্জের হরিপ্রসাদ গণ্ডিতের বাটীর জল নির্গমের পথ কড় হওয়াতে তিনি মালিশ করেন। আগিটোটে মাজি ট্রেট এই মালিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বোধ হয়, আমাদিগের ঐহের মত্রে মহাপর সেখানে গিয়া বিপক্ষ পক্ষের পরামর্শ দাতা হইয়া থাকিবেন, তাহাতেই গণ্ডিতের মালিশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বাংলায় জিকা এদেশের পুনর্নির্মাণের দোষ কীর্ণনার্থ একটা দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয় লইয়া এত আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন দেখা বাইতেছে না। সকলেই বরি আপন আপন বাটীতে উহার হিত করেন, প্রথাটি সহজে উদ্ধূলিত হয়। এখন সম্ভবপর ব্যক্তির এসকল বিষয়ে লেখা দেখিতে চান না, কাজ দেখিতে চান।

দেশ হিতৈষিনী ঐহিকগণের প্রতি বোঝারোপ করিয়া কিছু আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনার নিম্নের দোষ সংশোধন করিতে পারিলে এরূপ আক্ষেপ করিতে হয় না।

চঞ্জিকা বলেন নদীরা জেলার বিদ্যালয়সমূহের তেপুটি ইন্সপেক্টর বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় বাবু রাধিকা এসময় যুথোপাধ্যায়ের গদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ হইবার কারণ কি? রাধিকা প্রসন্ন বাবু ত বেশ উপযুক্ত লোক।

মুরশিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন “বাঁহারা জেলার উচ্চ আদালতে ওকালতী করেন, তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫ টাকা এবং মুনসেফ আদালতের উকীলগণকে বার্ষিক ৫ কাটা করিয়া টাক্স দিতে হইত। অত্রতা সদর যুথোপাধ্যায়ের উকীলগণ এই একটা দিয়া এ কাল পর্যন্ত ছোট আদালতে ওকালতী করিয়া করিতেছিলেন, এবং সেই এই আদেশ হইয়াছে যে যুথোপাধ্যায়ের যে সকল উকীল ছোট আদালতে ওকালতী করিবেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক ২৫ টাকা করিয়া দিতে হইবে। যে সকল উকীলের ৫ টাকা দেওয়া তার তাঁহাদিগেরই বিশেষ।

লক্ষ্য টাইমস বলেন, সাজিহানপুরের নিকটস্থ অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের প্রায় এক ক্রোশ রাজ্য বৃষ্টিতে ভাসিয়া গিয়াছে। এদিকে অনেক স্থানে বৃষ্টির অভাবে কৃষকেরা মাথার হাত দিয়া কাঁদিতেছে।

বরদার গুইকুমার এইবার গোলযোগে পড়িলেন দেখা হইতেছে। তদ্রূপে রেন-ডেন্ট কর্নেল ফেরি সাহেব বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে বরদার অভ্যন্তরীণ শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আস্থান করিয়াছেন।

শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না।
অগ্রে গবর্নমেন্টের বিবেচনা করা কর্তব্য।

অগ্রে আকবর বলেন, ভাঙ্গমহলে যে
উৎকৃষ্ট প্রস্তরময় চৌবাচ্চা ছিল, তদ্রূপ
ইউরোপীয় মানী ফুল গাছ রোপণ করি-
বার জন্য সেটি মাটি দিয়া পুরাইয়া ফেলি-
য়াছে। এটি ভাল কাজ হয় নাই। কর্তৃপক্ষের
এরূপ ব্যবহারের নিবারণ করা কর্তব্য।

ইংলিসমান গ্রন্থ করিয়াছেন, নইমিতা-
লের লাল মতিরাম সাহা বলধুন্ডী মহা
হইতে আলদোরা নগরে জল আনিবার জন্য
মাটির পাইপ ক্রয় করণার্থ ১৫০০০ টাকা
দান স্বীকার করিয়াছেন। গবর্নমেন্ট যদি
এই সকল পাইপের সংস্কার আর লম্ব, তিনি
এই টাকা দিবেন। উক্ত নগরবাসীদিগের
অভ্যন্তর জল কষ্ট, উদ্বিগ্নকে বহুদূর হইতে
জল আনিতে হয়। এমন অবস্থায় লালি
এ দান অগ্রহসহকারে গৃহীত হইবে
সন্দেহ নাই।

বোধপুরের রাজার সহিত রাজ পুত্র
গণের যে বিবাদ হইতেছিল, পলিটিকাল
এজেন্ট তাহার সীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, হাইজাবাদ
অঞ্চলে একটি অদ্ভুত মনুষ্য আশিয়াছে,
সে ৭ ফীট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। এই অদ্ভুত আকার
বোধিয়া সে অর্থোপার্জন করিতেছে।
লোকে এক পরমা করিয়া দিয়া তাহাকে
দেখিতে আসিতেছে। কলিকাতারও এক
বার এইরূপ একজন বীর্ঘাকার মনুষ্য আশি-
রাছিল।

শ্রীমৎ গেল হাইকোর্টের উকীল বাবু
ভগবন্তীচরণ ঘোষের পুত্র ইংলণ্ডে বাইতে-
ছেন। ভগবন্তী বাবু সনাতন ধর্ম রক্ষণী সভার
অনুমতি লইয়া পুত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে
ছেন। কি নির্ভীক।

হাইকোর্টে আর একজন এডভোকেট
অজ নিযুক্ত করিবার কথা হওয়াতে প্রাধা-
নতম বিচারপতি আপত্তি করেন, লর্ড নর্থ-
ক্লক সে আপত্তি না শুনাতে হাইকোর্ট এই
পদের অন্য দুইজন বেনীয়ার উপযুক্ত উকী-
লের নাম পাঠাইয়াছেন। এটি লর্ড নর্থ-
ক্লকের সম্মুখ লোকের উচিত কাজই হই-
য়াছে।

ইউরোপ আমেরিকা এবং চীন দেশে
৩৪২ জন জাপান দেশীয় যুবক অধ্যয়ন
করিতেছেন।

বাক্সলোরে ১২৫ বৎসর বয়স্ক একজন
মুসলমান আছে, তাহার আর কেহ নাই,
নিজেরও খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য নাই।
সে গবর্নমেন্টের সাহায্যার্থ আবেদন করি-
য়াছে। গবর্নমেন্টও সাহায্য দানে সম্মত
হইয়াছেন। গবর্নমেন্টের একজন উত্তম
হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল,
আগোরা নগর হইতে কয়েকজন আফ-
গানি একজন এদেশীয়ের সাত ও দশবৎ-
সরের ছুটি কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।
উচ্ছ্রাবণ পিতা অনেক অনুগ্রহ পিন্ন করিতে
উহার বন্দে ১২০০ টাকা দিলে তাহার
কন্যা ছুটিকে প্রত্যর্পণ করতে পারে। পিতা
৩০০ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।
আফগানেরাও ইহাতে সম্মত আছে। সে ব্যক্তি
এখন লাহোরে তিফা করিয়া ঐ টাকা
সংগ্রহ করিতেছে। ৩০০ টাকা উঠিয়াছে।
এ ত মন্দ ব্যবসায় নয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
পত্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা	লিঙ্কা	১০৪৬—১৪৬৮
৪	কোং	১০৪৬৮—১০৫
৪৪	"	১০৭৪০
৪৪	"	১০৬৬০
৪৪	"	১০৬৬০
৪৪	"	১১১১৮—১১১৪০

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। কমন্স বাগীতে আর্য
লণ্ডন ও ইংলণ্ডের সিভিল সার্কেলদিগের
বেতনের সমতা বিধানের যে প্রস্তাব হয়, তাহা
১৩০ জনের মতে ও ১১৭ জনের অব্যক্ত মজুদ
হইয়াছে।

পারস্যের সাধা গত কল্য যারন রিউটারকে
বিদায় দিয়াছেন এবং পাবলিক এডাল্ট সাক-
লের সমাপ্তি পক্ষে তাহাকে সাধু হুস'রে সাহায্য
করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

পারস্যের টিয়ার ও রেপ্তের মধ্যে ৫০ মাইল
সর্গে করা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৪ টা জুলাই। কমন্স বাগীতে লর্ড
এনফিল্ড মিয়াল সাহেবকে বলিয়াছেন বান্ধ্য
সংক্রান্ত সজির সুব্যবস্থা করিবার জন্য রাজার
গবর্নমেন্টের সহিত কালের সর্বদা গত্র লেখা
নিখি হইতেছে।

জটিলগের বনি বোকেয়া নীচ ধর্মঘট
করিয়া কার্য বন্ধ করিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা
যাইতেছে।

লণ্ডন ৫ টা জুলাই। অদ্য রাত্রিতে কমন্স
বাগীতে ফস্টে স'চিব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের
বর্তমান শাসন কর্তৃগণ রাজত্বের দিক্‌বাসে
সমর্থ হইতেছেন না। তিনি আশঙ্কা করিয়াছেন
তদ্বিষয়ে স্থানীয় কর সকল আরো বৃদ্ধি হইবে।

পারস্যের সাধা নাইট কম্পানিডম হইয়া
ছেন। রাজা তাহাকে ১০ হাজার টাকা মূল্যের
হীক মণ্ডিত বাজ (সম্মান চিহ্ন বিশেষ)
উপহার দিয়াছেন।

সভাপতি গ্রাউট ঘোষণা করিয়াছেন, ১৮৭৬
অক্টোবর ডেলফিয়ারে জুগী জাতি সাধারণ
প্রদর্শন খুলিবেন।

লণ্ডন ৭ ই জুলাই। শনিবার পারস্যের সাধের
ইংলণ্ড অফ শেষ হইয়াছে। তিনি গত কল্য
পারিসে উপনীত হইয়াছেন।

সেন্ট পিটসবার্গ ৫ ই জুলাই। খিবার খাঁ সেনা
পতি ককমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি-
তেছেন।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত জুন মাসে গ্রেট
ব্রিটন হইতে ১৯৪৬০০০ টাকার বানিজ্য
প্রত্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ
হইতে ৩৯১৪৮০০০ টাকার বানিজ্য প্রত্য আম
দানী হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। গত কল্য আলডার
শটে রুশীয় রাজার সম্মানার্থ সৈন্যদিগের
কাণ্ডাক হইয়া গিয়াছে।

পারিস ৮ ই জুলাই। পারস্যের সাধার গমন
জন্য জাতিসাধারণ সভা শুক্রবার পর্যন্ত বন্ধ
হইয়াছে। রালফ ও কাসনাক এই উভয়ে
একটি মণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উভয়েই আহত
হইয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশাশুনারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ জা জুলাই। অগ্রিকৃত আর, তি কক্সেল

সাংসদ ২৪ পরগণা ও তখনীর প্রতিনিধি প্রতি
রিক ডিভিউ ও সেসিগন জজ হইবেন।

৪ ই জুলাই। রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্টেট
ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীচন্দ্রের শেষ
বৈরভূমে বদলী হইলেন।

নিম্ন লিখিত স্থান সকলের ভার প্রাপ্ত
কর্মচারীগণ ১৮৭১ অব্দে ১০ জাইন (বি.
সি.) অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐয়ুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কলক
* অন্নদাচরণ ঘোষ—জগদীশবহুপুর।

* দ্বাঃচন্দ্র নাথ—কেশাপাড়া।

* অধিকাচরণ রায়চৌধুরী—মাজিপুর।

ঐয়ুক্ত ডবলিউ, এফ, এম গন সাংসদ—খুর্দা।

ঐয়ুক্ত জি, টি এলেন সাংসদ কিছুদিনের
জন্ম শাটনার প্রতিনিধি ডিভিউ ও সেসিগন
জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত সব ডেপুটী কালেক্টররা তৃতীয়
শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐয়ুক্ত বাবু টেকলাচন্দ্র বহু—নাটোর।

* অন্নদাচরণ রায়—সরাজগঞ্জ।

* শশিনেখর দত্ত—জগদপুর।

প্রপুংগর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্ট

ঐয়ুক্ত জি, এস, পাক সাংসদ ছিল পোলিট

কান এজেন্টের কার্য ভার পাইলেন। তাহাকে
নিজ কৰ্মে তির্যক এই কার্যে করিতে হইবে।

ঐয়ুক্ত ডবলিউ এফ, পের সাংসদ কিছু দি-
নের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিশনার
হইয়া মানভূমে রহিলেন।

৮ ই জুলাই। পুরীর ডেপুটী মাজিষ্টেট ও
ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দাকিশোর দাস কিছু
দিনের নিমিত্ত বদলী হইলেন।

বৌদ্ধের সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর
ঐয়ুক্ত ই, এস, ঘোষাল নদীয়াতে বদলী হই-
লেন।

ঐয়ুক্ত কে, পি, জাষ্ট কিছুদিনের জন্য
চট্টগ্রামের প্রান্ত নবি ডিভিউ ও সেসিগন জজ
হইবেন।

কে, এফ, মিডাম সাংসদ নদীয়াতে দ্বিতীয়
শ্রেণীর মাজিষ্টেট হইলেন।

এস, এল, ডাব্লিউ

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

বিভাগ এ রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৩ রা জুলাই। বাবু কার্তিকচন্দ্র পাল চাকার
তৃতীয় শ্রেণীর অধিকারক মুগ্ধক হইলেন।

৪ ই জুলাই। কলিকাতা দ্বিতীয় শ্রেণীর
মুগ্ধক মোদনী তমীজউদ্দীন আহমদ প্রথম

শ্রেণীর মুগ্ধকের পদে উন্নীত হইলেন।

নিম্নলিখিত মুগ্ধকেরা তৃতীয় শ্রেণী হইতে
দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ঐয়ুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র—মেদনীপুর।

* মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী—জগদীশবহুপুর।

* কানাইলাল ঘোষোপাধ্যায়—চুচাডাঙ্গা।

* জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় কালীগঞ্জ

বাবু কৃষ্ণনাথ রায় আলীপুরের তৃতীয়
শ্রেণীর মুগ্ধক হইলেন।

বাবু টেকলাচন্দ্র মজুমদার পূর্ব বর্ধমান
একজন তৃতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত মুগ্ধক হই-
লেন।

বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সামীরানের
একজন তৃতীয় শ্রেণীর মুগ্ধক হইলেন।

বাবু কালীচন্দ্র বহু হাজারের একজন
তৃতীয় শ্রেণীর মুগ্ধক হইলেন।

এ, মাকেজি বঙ্গদেশীয়

গবর্নমেন্টে স্থানীয়

সেক্রেটারি।

—৩—

আমাদিগের হাইটওয়ার্থ সংবাদবাহতা
নিখিরাছেন—

প্রজ্ঞা-বিজ্ঞাপন।

১। সম্প্রতি পিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে
ভয়ানক অরাজকতা ও উপশ্রুত হইয়াছে।
প্রায় নয় দশ ফেরাসী প্রভৃতি জাতীয়
হাজার প্রজা কর্মচারিগণের বিকল্পে অত্যা-
ধিক হইয়া পার্শ্ববর্তী আমদানিগণের লক্ষ্য
সাধন করিতেছে। অনেক স্থান হইতে এতৎ
সম্বন্ধীয় নানা প্রকার ক্ষয়বিবরণিক ঘটনা
আমাদিগের প্রতি প্রবিক্ত হইতেছে।
আমরা ইহার কয়েকটি পাঠকগণকে জানা-
হইতেছি।

গত ২৯ এ ইজ্যাক্ট পাবনা জেলার অত্যা-
পাতি দাখুড়িয়া এমি প্রায় তিন হাজার
লোক সমবেত হইয়া বেলা পূর্ণাহ্ন ৮ টা
হইতে পরাহ্ন ৪ টা পর্যন্ত দাখুড়িয়া ও
তৎপার্শ্ববর্তী মাণিকৈড় দাখুড়িয়া প্রভৃতি
৭।৮ খানি গ্রাম লুণ্ঠ করিয়াছে। এই
লুণ্ঠন কার্যে একজন প্রায় মৃত ও তিনজন
ওকতরূপে আহত হইয়াছে।

পিরাজগঞ্জ এদেশে চারি পাঁচ শত
লুণ্ঠ প্রজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া ভয়ানক

বিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করি-
য়াছে। কলকাতা নদীগণের সতীত্ব হরণ, দেব-
মূর্তি চুরি করণ প্রভৃতি ইহাদিগের নিত্য
কর্মের মধ্যে গণ্য। ইহারা প্রথমে স্থানীয়
লোকদিগকে আশ্রয়বিগের দলভুক্ত করিতে
নানা প্রকার চেষ্টা করে। যদি কেহ সাধু-
তার বশবর্তী হইয়া তাহাদিগের অত্যাচারে
অশ্রুত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের
প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে তত
করে না।

পাবনার অত্যাচারী দল প্রভৃতি
স্থানের প্রজাগণ ও এই প্রকার দলবদ্ধ হইয়া
বৌদ্ধা আশ্রয় করিয়াছে। গত ১ লা
আষাঢ় পিরাজগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত
শোণাতলার প্রায় একশত প্রজা দলবদ্ধ
হইয়া আমদানিগণের গৃহাদি লুণ্ঠন করি-
য়াছে। উজাপাড়া প্রভৃতি স্থানেও এই
ঘটনা হয়, গোপালনগরে ৪০।৬০ জন
প্রজা সমবেত হইয়া আমের গৃহাদি লুণ্ঠন
পুঙ্ক ভাঙ্গা করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমেই
এই পরাধীনতার দহাদিগের দলপুত হই-
তেছে। এক গ্রাম হইতে ৪০।৫০ জন বাহির
হইয়া কোন আশ্রয়ে শরণাপন্ন করিতে
থাকে, অননি ৩।৪ হাজার লোক তাহা
বিগের অন্তর্গত হয়। পুলিশের চক্ষের উপর
এই লোম হরণ ব্যাপার সম্বন্ধিত হইতেছে,
তথাপি কোন প্রতিবিধান হইতেছে না,
এটা নিতান্ত বিষয় ও ক্ষেত্রের বিষয়
সন্দেহ নাই, প্রজাদিগের এ প্রকার দৌরাণ্য
আর কখনও আমাদিগের প্রতিগোচর হয়
নাই। এই অরাজকতানিবন্ধন ভয়ানকের
দন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।
অন্য পল্লী কামিনীগণের প্রতি যে প্রকার
অত্যাচার হইয়াছে, তাহা তুলিলে বোধ
হয়, আমরা কোন দুর্ঘ ভাবাপন্ন অমাত্য
গবর্নমেন্টের অধীনে থাকিয়া নরক বাতনা
অনুভব করিতেছি। অত্যাচারী পৌড়িত
ব্যক্তিগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবে-
দন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র
ফল হইতেছে না। আবেদন প্রজা হই-
তেছে। পিরাজগঞ্জ এই বিজ্ঞাপিত
মূল স্থান। তত্বে আমদানিগণ মাজিষ্টেট
মলেন সাংসদ কর্মচারিগণের উপর নিতান্ত
চটা। তিনি কর্মচারিগণের প্রতি আমাদিগকে

উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন । এতদ্বিষয়ক
আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হয় । এইরূপ অনুরণ
প্রচুররূপ হওয়াতে প্রজাবিগের প্রতাপ ক্ষয়
ওণে বর্জিত হইয়াছে । তাহারা সাধারণে
এক একখানি লিখিত কাগজ প্রদর্শন পূর্বক
জমীদারগণের ঘোষণা পত্র বলিয়া প্রচার
করিয়া সমুদয় লোককে প্রাণনাশিগের দল
নিবর্তিত করিতেছে । এ সময়ে মলেন
সাধেব কিছুই করিতেছেন না ; তিনি যুক্তিত
মরনে নিত্যাগুহ অন্তত্ব করিতেছেন । কি
আশ্চর্য্য !! সাধারণে হাঙ্গামার গড়িয়া
গিয়াছে । এটা কি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের
কলঙ্ক নয় ?

সিরাঙ্গগঞ্জের মহুকুমায় নব্বাটী স্থানের
পাকড়াশী, কানীপুরের বন্দোপাধায়,
সরগের শানাল, কলিকাতার বাবু বেবেজ
নাথ ঠাকুর প্রভৃতির জমীদারী আছে ।
ইহাবিগের প্রায় সমুদয় জমীদারীতেই
বিজোহিতা সযুগ্মিত । অনেক বলিতে-
ছেন জমীদারগণ কর্তৃক করিয়াছেন বলিয়া
এইরূপ বিজোহ উপস্থিত হইয়াছে । জমী-
দার জমীর কর বৃদ্ধি করিতে পারেন ;
আইনে তাহাদিগকে এ ক্ষমতা বিদ্যাই ।
জমীদার যেসকল কর বর্জিত করিতে পারেন,
অন্যায় হইলে প্রজাও সেইরূপ আইনানু-
সারে রাজ্য দ্বারা অভিযোগ করিয়া তাহা
রহিত করিতে পারে । কিন্তু যখন প্রজাগণ
তাহা না করিয়া সাধারণের সম্পত্তি উৎ-
সন্ন করিতেছে তখন কি গবর্নমেন্টের
উদাসীন ভাব অবলম্বন করা বিধেয় ? রাজ্য
কায্য লর্ড ডেলহৌসী যেমন জলে কোঁশলে
আধোনা স্বামী প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজ্য ভুক্ত
করিয়া অন্তর্গততার পরা কর্তা প্রদর্শন
করিয়াছেন, লর্ড মর্ফ্রিও বর্জিত গবর্নমে-
ন্টও কি সেইরূপ জমীদারদিগকে দূরীভূত
করিয়া বিবেচন ? জমীর অজানা বৃদ্ধি সক-
লোই করিয়া থাকে । গবর্নমেন্টও এ ঘোষ-
না করিয়াছেন । গোলকোন্ডের যে জমীর
জমীদারগণের অধীন ছিল, তাহা
সেই জমীদারগণের অধীন হইতে বিধা-
ন করিয়াছে । জমীদার
গণের অধীন হইতে বিধা-
ন করিয়াছে ।

এটা আমরা গবর্নমেন্টকে প্রিজ্ঞাসা করি-
তেছি । কলঙ্ক প্রত্যাখ্যাত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের
অমনোযোগ নিতান্ত কষ্টের হইতেছে ।
কোন কোন জমীদার প্রজাবিগের প্রতি
দোষাভ্যাস করিয়া নানা প্রকার দাণ্ড প্রদণ
করিয়া থাকেন, রাজ্য দ্বারা অভিযোগ উপ-
স্থিত হইলেও অর্ধের সাহায্যে মুক্ত লাভ
করেন এটা আমরা অস্বীকার করি না । কিন্তু
সকলেই যে এইরূপ প্রচণ্ডিত লোক এটাতে
আমাবিগের বিশ্বাস নাই । জমীদার যাত্রাই
পঞ্চবশ লুটর অভাবজাত এইরূপ নির্দেশ
করা মুক্ততার পরিচায়ক সন্দেহ নাই । রাজ্য
পুত্রবিগের অন্তঃকরণে এইরূপ ভ্রমব্দার
বহুদল হইলে নানা প্রকার অনিষ্টোপাত
হয় । বর্তমান প্রজাবিজোহ ইহার অন্যতম
উদাহরণ । বর্তমান গবর্নমেন্ট মানাবিদ সৃষ্টি
হাটা আইন কানন করিয়া জমীদার ও
প্রজার মধ্যে বিদেহ উৎপাদনের যেরূপ
দুল কষ্টসাধন, তেহ সংস্থাপনের সেসকল
কৌতুক হইতে পারেন নাই । যে গবর্নমেন্ট
ভারতবর্ষের অর্থসংগ্রহন করিয়া বহু দুরন্ত
সমস্যাবিশী জাতিগণের দাস বিক্রয়
প্রথা রহিত করিতে যত্নপারিত হইয়া-
ছেন, সেই গবর্নমেন্ট, ভারতবর্ষের জোড়স্ব
বহু ভূমিতে জেজিস বী ইত্যদুর লক্ষ
প্রভৃতি কৃত ব্যাণ্ডারের যে অভিনয়
হইতেছে, তাহাতে দৃষ্টিপাতও করিতে
ছেন না । তাবিত্যবশীতগণ এতদ্বিষয়ক
ইহাদিগকে কমা করিবেন না ।

আমরা শুনিলাম, পাবনার মাজিষ্ট্রেট
নাকি পুলিশ সমস্তবাহারে ঘটনাস্থলে
উপস্থিত হইয়াছেন । অগ্রিমকাকারে
প্রার্থনা করিতেছি প্রজাবিত অভিচার
সেন শীঘ্রই তিরোহিত হয় । উপসংহার
সময়ে জমীদারগণের প্রতি আমাবিগের
সানুদয় বক্তব্য এই, তাঁহাদিগের সন্তিত
প্রজাবিগের বর্জিত সমস্ত । একপক্ষ উৎপন্ন
গামী হইলে অন্যতর পক্ষের উত্তর অনিষ্ট
ভিত্তি ইষ্ট লাভ নাই । অতএব বাহ্যতে বিনা
গোলযোগে উত্তর দিক রক্ষা পাই, শীঘ্র
শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন করা সর্বমুখ
বিধেয় ।

মণিকগঞ্জ গামী রাজার কাহী ।

১ । শিবালয় হইতে মণিকগঞ্জে যে
রাস্তা গিয়াছে তাহার কার্য্যকারকগণ এত
দিন চাও পা ওটাইয়া ছিলেন । এক্ষণে
বর্ষার জল আসিতে বর্ষা দ্বারা সেই জল
রোধ করিয়া তাড়াতাড়ি পুল নির্মাণ করিতে
ছিলেন, এদিকে জলের অভাবে সমুদয়
ধান্য মটু হইয়া বেগিয়া সকলে দল পূর্বক
ওড়ারসিরাঙ্গদিগের সাহায্যে বর্ষা তরিতা
জল বাধিত করিয়া দিরাছে । “ যেমন
বোঁটা তেমনি মুণ্ডর । ”

গোয়ালন্দে জমী ।

৩ । গোয়ালন্দ রেলওয়ে টোপের দিকট
হইতে যে রাস্তা পুরাতনমুখে গিয়াছে ।
তাহার পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের জমীদার-
দিগের সময়ে বিধা প্রতি আট আনা কর
নির্ধারিত ছিল । এক্ষণে গবর্নমেন্ট সেই
জমী দ্বারা প্রদণ করিয়া বিধা প্রতি ১২০
টাকা কর নির্ধারিত করিয়াছেন । ব্রিটিশ
জাতির আশ্চর্য্য উদাহরণ !!!

অন্তত্ব বিবাহ ।

৪ । কিছুদিন হইল একটা অসুস্থ প্রকার
বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । অত্রতা অসু-
স্থের প্রায় পঞ্চ চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সের
কালে স্ত্রীবিবাহ হয় । ইহার কতিপয়
সন্তানের মধ্যে একটা নবম বয়সী বালিকা
আছে । অন্য স্থানে স্ত্রীবিবাহ একটা বৃদ্ধ-
রও একটা একদশ বয়সী ছাড়া আছে,
কিন্তু তাগা বোঝে তিনও বৃহৎ শূন্য । এক্ষণে
উভয়ে কন্যা পরিবর্তন করিয়া বিবাহ কর-
িয়াছেন । নসমবর্তী কন্যা বাউবর্তী
বরের প্রার্থনী হইলেন !!! এত শিল্পে
সম্প্রদান করা হইল কেন ? ইহার করে
বৎসর পূর্বে গর্ত স্পর্শ পূর্বক “ ভূতামহৎ
সম্প্রদেহ ” বলিয়া দান করিলেই হইত ।
স্বামীর লোকে এই বিবাহ ভঙ্গ করিতে
যবাসাধা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত
কার্য্য হইতে পারেন নাই । পিতা বিবাহ
কায্য হইয়া অসুস্থ বালিকাটিকে অতল
জলে বিসর্জন দিলেন । কিন্তু সময়ের
মুখে ফুলচন্দন দেওয়া কর্তব্য !!!

আমাদিগের গিমলায় সংবাদদাতা
লিপিগঠন—

পূর্বে এখানে প্রায় চুরি ও জুয়াচুরি
প্রচুর হইয়া, প্রধানকার আধিবাসীরা
অতি দুরদশায় ও লোকের মনোবেদনা
জনক বাক্য প্রয়োগ বা কাছারও অতি
অত্যাচার করা ইত্যাদির সম্পূর্ণ অজ্ঞাত
ছিল। তাহার অতিশয় নিরীক ও অতিশি
সৎকার প্রিয়। এখন সে তাবদ্বিনদিন লোণ
পাইতেছে। অর্থ লালসা তাহারিগের মনে
ক্রমশঃ এমনই প্রবল হইতেছে যে, অর্থের
নিমিত্ত এখন তাহার কোন কুকার্য্যে পরাঙ্
মুখ হয় না। আর কোন উন্নতি দেখিতে
পাই না। বিদ্যা চর্চা তাহারিগের ক্ষমতা
আজিও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল দুইভা
প্রভৃতি কুপ্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি এখানে একটা আশংকা জুয়াচুরি
হইয়াছে। নিম্নলিখিত এক ব্যক্তি এক
জন বণিকের নিকট আসিয়া বলে "আমি
এক বাবুর ভৃত্য, আমার বাবু সাহেবের কন্ঠ
করেন ও তাঁহার বেতন ৩৩০ টাকা। তিনি
সাহেবের সহিত গিমলা পার্কে আসিতে-
ছেন ও আমাকে তাঁহার থাকিবার বন্দো-
বস্ত করিবার জন্য আগে প্রেরণ করিয়াছেন।
অতএব তুমি আমাকে একটা থাকিবার বাড়ী
দাও, আমার বাবু তাহা ডাকি লইবেন ও
তোমার নিকট সমুদয় জবাবদি জ্ঞার করি-
বেন।" বণিক তাহার কথা শুনি প্রত্যাহার করিয়া
তাঁহাকে থাকিবার আশ্রয় স্থান দিয়া
তাহার আহারাদির জব্য সমুদয় প্রদান
করেন। ৫।৬ দিবস পরে বণিক তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করেন তোমার বাবু কোথায়?
ভৃত্যের ভৃত্য বলিল তিনি এখনও
আসেন না, রুপ এক দিবসের মধ্যে আসিয়া
উপস্থিত হইবেন। পর দিবস ভৃত্য একটা
সিন্দুক আনিয়া বণিকের বাড়ীতে রাখিল ও
বলিল আমার বাবুর সামগ্রী আসিয়াছে, কিং
বণিকের ভৃত্যের কথা শুনি বণিক বিস্ময় না
হইয়া বহু সন্দেহ উপস্থিত হইল। বণিক
পুলিসে সমস্ত বিবরণ জানাবার প্রভৃতি
যাত্রা উক্ত বিষয়ের তদন্ত করিতে লাগি-
লেন। সিন্দুক খোলাতে দুইট হইল, যে

সিন্দুক প্রান্তরে পরিপূর্ণ, একগণে সে ভৃত্য-
কণী প্রত্যেক বন্দী হইয়া বিচারালয়ে নীত
হইয়াছে, কি দণ্ড হয় বলিতে পারি না।
দুইটা গিমলা পার্কে এইরূপ অবস্থায়
ও প্রত্যাহার কার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে
চলিল এটা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

জুন মাসে গিমলায় একজন অধিকার
সেবন দ্বারা মানবদীনা সহরণ করিয়াছে।
উক্ত ব্যক্তি দরজির ব্যবসায় করিয়া কথকিৎ
জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহার নাম যেনি-
ও বয়স প্রায় ২২ বৎসর, ইহার চরিত্র মন্দ
ছিল। উক্ত ব্যক্তি বেশাসক্ত হইয়া বস্ত্রাদি
সীবন দ্বারা উপার্জিত অর্থ লইয়া নিজ অস
দৃষ্টিগত চরিত্রার্থক কার্য্য সম্পাদন করিত।
গিমলাকে হুকুরিত জীলোকের আগার বলি
লেও অত্যাচার হয় না। ইহার অনুচর
দ্বারা প্রবল প্রতাপ সহকারে গিমলা উপল
রাজ্য করিতেছে। দরজির উপপত্নীর
তিরস্কারে নিরীক হইয়া প্রাণ ভাগ
করিয়াছে।

এবার গিমলায় গ্রীষ্মের প্রাধান্য অতি-
শয় অনুভূত হয়, কিন্তু এত দিনের পর তাহার
অবসান হইতেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে
অলপকষ্টও দূরীভূত হইতে চলিল। এবার
বৃষ্টি না হওয়াতে রোগের বিলম্ব বৃদ্ধি
হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে প্রায় ৩৫।৪০ টী
রোগী আছে। বসন্ত রোগের অনেক উপশম
হইয়াছে।

প্রেরিত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

জাতীয় সভা সম্বন্ধী বিষয়ের বিবরণ-
ধিকার সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের
নিষ্পত্তির বিকল্পে যে বিলাত আণীল
করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহার
বিষয় সাধারণে জানিতে উৎসুক হইয়াছেন
সম্প্রদায়। নিম্নলিখিত বিবরণ আপনাদের
পরে প্রকাশিত হইলে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি
মধ্যস্থই পরিভূত হইবেন।

বিলাত আণীলের নিমিত্ত সভা চীফ

সংগ্রহ করিতেছেন। প্রায়-চারি সহস্র
টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত—

শ্রীযুক্তমানাদিগণিত	৬০০
মহারাজী বর্ধমণী	৫০০
রাজা কমলচক বাহাদুর	৫০০
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব	১০০
বাবু হিমেজনাথ ঠাকুর	৫০০
• হীরাল'ল শীল	২০০
• জুজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০০
• অমলা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০
• গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
• কালী প্রসাদ ঘোষ	১০০

প্রদান করিয়াছেন।

আপনাদের সুযোগ্য পাঠকগণের সমীপে
সভার সবিনয় প্রার্থনা এই, যে তাঁহারা
অবস্থানসম্মত এ বিষয়ে সাহায্যবান করিয়া
বেশের গৌরব রক্ষা করিবেন। যদি অর্থের
অনটনবশতঃ এই সমুদয় নিষ্ফল হইয়া
যায়, তাহা হইলে এই কার্য্যটী কিছু জাতির
গৌরব পরিবর্তে ভিন্নমতবীণ কলঙ্করূপে
পরিণত হইবে।

আপনি এই বিষয়ে যেরূপ মত প্রকাশ
করিয়াছেন ও যেরূপ যত্ন পরিশ্রম ও অধ্য-
বসায়সম্বন্ধে ব্যয়িত এই বিষয়ে হঠকো
টের অধিকতর বিচারকের বিচার শাস্ত্রবিকল্প
যুক্তিশূন্য ও অসংগত সামাজিক আন্দোলনের
মূলতঃ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে
আপনি যে আশংকায় এই প্রার্থনার পোষ-
কতা করিবেন একথা বলা বিবাক্য মাত্র।

কলিকাতা } জীবনগোপাল মিত্র
শ্রীমাননাথ পাণ্ডিত
১৭ ই আষাঢ় } জাতীয় সভার সম্পাদক।

—১—

সৌভাগ্যক্রমে মহামান্য শ্রীযুক্ত সেন্ট-
বট গবর্নর বাহাদুর ১৩ ই রবিবার রঙ্গপুরে
প্রভাবান করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যা-
র্থনার নিমিত্ত রঙ্গপুরের এসিষ্ট কমিশনার
শ্রীযুক্ত বাবু অগনিজ্ঞানারায়ণ রায়চৌধুরী,
শ্রীযুক্ত বাবু জানকীবল্লভ সেন শ্রীযুক্ত বাবু
ঈশেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভৃতি জমিদারগণ
এবং জমিদারী মহারাজী বর্ধমণীর হুগারিটে-
৩৫ শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্ররায় চুটিয়া মহাল
সামক স্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন। বাংলা
সোর্টা, বস্ত্র, কাপড়, ছাঁতা ও চামর প্রভৃ-

ভিরবিশব জ্যোতিতে, পুন্সমালা পরি
শোভিত শ্রৌণীক কদলীকুলে, মন্দবায়ু
হিলোলে উড়ুভীয়াস পতাকা মালার,
মানা বর্ণের রঙ্গিল স্থালরে আচ্ছাদিত পৃষ্ঠ
আমারী ঘর শোভিত হস্তি শত এবং বলগা
রোধ সহিষ্ণু বক্রক্রীষ অঙ্গলকলের ইতস্ততঃ
সন্ধাননে সঁমবেত স্থানের বিশেষ শ্রী সম্পদ
হইরাছিল সত্য, কিন্তু এসকল অপেক্ষা
অমির মাহাশয়গণের এবং অপর সাধারণ
সকলের রাজত্ব প্রকাশক উদ্ভল যুগ্মশ্রীতে
যে অতুতপূর্ণ শোভা হইরাছিল তাহা
নিতান্ত দর্শনীয়।

মহামায়া শ্রীযুক্ত লেপ্টনন্ট গবর্নর বাহা-
দুর প্রায় ৫ টার সময় উল্লিখিত স্থানে উপ-
স্থিত হইলে সকলে স্বাভাবিকভাবে অভ্যর্থনা
করেন, তিনিও প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ ও প্রতি
সম্ভার দ্বারা সকলের প্রতি দক্ষিণা বিস্তার
করিয়া জেলার অভিমুখে গমন করিলেন।
অমির মাহাশয়দের এবং অপর সাধারণ
সকলের অভিলিখ ছিল যোগ্য বীর বাহাদুর হস্তী
আরোহণে গমন করেন এবং সকলে তাঁহার
অনুগামী হইয়া রাজোচিত আভরণের
সহিত তাঁহাকে জেলার আনয়ন করিয়া
আগ্নিদ্বিগণকে সুখীবেদ্য করেন। অমির
মাহাশয়েরা তাঁহাদের এই মনোগত অভি-
লাষ লেপ্টনন্ট গবর্নর বাহাদুরকে জানাইবার
জন্য জেলার মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রেসিডার
সাহেবকে বলেন। আমরা গবর্নর বাহাদুরকে
বেরণ প্রজাবৎসল দেখিলাম, জানাইলে
তিনি যে সকলের অনুরোধে হস্তী আরো-
হণে গমন করিতেন তাহাতে কোন সংশয়
ছিল না। কিন্তু মাজিস্ট্রেট সাহেবের অভি-
প্রায় না হওয়ায় অমির মাহাশয়ের ও
সর্বসাধারণের মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

সোমবারে লেপ্টনন্ট গবর্নর বাহাদুর
ক্রমাগত জেল, ডিস্পেনসারি, স্পেনিয়াল
ডেপুটী কালেক্টরের কৃত কার্য, স্কুল, মাজি-
স্ট্রেটের কাজারী, অটনটনিক মাজিস্ট্রেট-
গের বিচার দেখেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র
রায় মাহাশয়ের বিচার প্রণালী দেখিয়া
বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ
বাবু বেরণ হস্তুর ও কার্যাবলী লোক

তাহাতে তিনি অবশ্য প্রশংসা পাওয়ার
পাত্র।

তিনটার পর জেলায় অমির মাহাশয়
গণের সহিত গবর্নর বাহাদুর সাক্ষাৎ করেন।
জেলার প্রায় সমুদায় অমির মাহাশয়
উপস্থিত ছিলেন। কেবল বামনডাঙ্গার
অমির শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরি
ও টেপার অমির শ্রীযুক্ত বাবু তারামো-
হন রায় চৌধুরি প্রভৃতি ৪।৫ জন অরুণ-
স্থিত জমিদারের মধ্যে মদীন বাবু বৃদ্ধির
কি ভগ্নের কাছার ঘোষে বলিতে পারি
না অসময়ে উপস্থিত হওয়ায় গবর্নর বাহা-
দুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া
তাঁহাকে শিতপালের নায় ফুর মনে গৃহে
প্রতিগমন করিতে হইরাছিল। যে সকল
অমির মাহাশয় উপস্থিত ছিলেন তথ্যে
জেলার নিরোদ্ধরণ শ্রীযুক্ত বাবু অগদিত্ত
নারায়ণ রায়চৌধুরি মাহাশয় আগমন পূজ
শ্রীযুক্ত বাবু চেমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরিকে
সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইরাছিলেন। লেপ্ট-
নন্ট গবর্নর বাহাদুর প্রশংসিত বাবুর সহিত
কখন সন্দেহ, কবি সন্দেহ এবং অন্যান্য
প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা
কাল আলাপ করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ
করেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক পুঙ্ক ধীর
পাথে উপস্থিত করিয়া প্রতি প্রকাশের
চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভূবতগরের
অমির শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন রায়চৌ-
ধুরি মাহাশয়ের সহিত ও বাহার বন্দরের
হুণারিটেওন্ট মাহাশয়ের সহিতও সন্ধ্যা-
বের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। অন্যান্য
অমির মাহাশয়গণের সহিত প্রথম দর্শন যোগ্য
সম্মুখ বাস্তবিক অন্য কোন বিশেষ আলাপ
করেন নাই।

মঙ্গলবার প্রত্যয়ে গবর্নর বাহাদুর এখা
হইতে রওয়ানা হইয়া পানিরালের ঘাটে
মৌকারোহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু জগদীন্দ্র
নারায়ণ রায় চৌধুরি মাহাশয় সেখানেও
যথোচিত রাজত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।
তাঁহার জুড়ীগাড়ী দ্বারা শ্রীযুক্তকে ঘাঁট
পাশে পৌছাইয়া দেন। কালীগঞ্জ আউট
পোস্ট হইতে পানিরালের ঘাট পাশে

রাস্তার উত্তরণার্থে শ্রৌণীক কদলী বৃক্ষ ও
পাতাকামালাদ্বারা সুশোভিত করেন। ত্রুত
নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে সম্মানসূচক
ভোপজনি, শ্রৌণীকরূপে দেওয়া মানা-
জনগণের অনুমতি এবং আসা সেটা আত্মনী
ও অমিরোহী গজারোহী দ্বারা তাঁহার
যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়। এই সকল কার্য
সম্পন্ন করিয়া জেলা বাবু মাহাশয়ের দেওয়ান
শ্রীযুক্ত বাবু জগদীন্দ্র মল্লিক ও দুদগী
শ্রীযুক্ত বাবু জগদীন্দ্র রায় মাহাশয়
নিযুক্ত হন। তাঁহারিও বিশেষ সন্মতির
সহিত আদিষ্ট কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন।
জগৎ বাবুর রাজত্ব দর্শনে গবর্নর বাহা-
দুর নিতান্ত মিত প্রকাশ করিয়াছেন এবং
দেওয়ান ও দুদগীকেও সান্নিধ্য সম্মুখ
বিদায় করিয়াছিলেন।

অত্রত্য সর্বসাধারণ বিশেষতঃ ভূমিধি
করিগণ শ্রীযুক্ত লেপ্টনন্ট গবর্নর বাহা-
দুরের ধীরতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তা
দর্শনে যার পর নাই আশ্চর্য লাভ করিয়া-
ছেন। কবি কাব্যে সম্বন্ধে তাঁহার যার পর
নাই উৎসাহ দৃষ্টি গোচর হইল। আমরা
বোধ করি তিনি জগদীশ্বরের উচ্চর সূক্ষ
শরীরে যার পর নাই প্রতিষ্ঠিত থাকিলে
জগৎ বস্তুত্বের যার পর নাই উদ্ভূতি
সাহিত হইবে সন্দেহ নাই।

১১ এ আষাঢ় } একজন রক্তপূরবাসী।
১২৮০ }

—১০৪—

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল,
কোথাও বৃষ্টি নাই, হৃদয়ের উত্তাপ এত প্রখর
হইরাছে যে বেলা ৮ ঘটিকার পর ঘূরের
বাতির ছায়া চুসামা হইয়া উঠিয়াছে।
যদিও মধ্যে মধ্যে আকাশ পরিমাণে বৃষ্টি
হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপ-
কার কিছুই হইতেছে না বরং ক্রীষাই বৃদ্ধি
পাইতেছে। পৃথিবী নীরস ও শুষ্ক এমন
কি এক ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টিপাতও জল
প্রবেশ করে নাই, হৃদয়ঃ কৃষিকারোও
সুবিধা নাই। আমরা কি পাণ্য পাঞ্জৈ
নিষ্পন্ন হইরাছি যে, প্রতি বর্ষেও বৃষ্টির জন্য
হাটকার শব্দ চতুর্দিক হইতে শ্রুত হই-
তেছে। যেমন রাজ নিয়ম সকল দিন দিন

পরিবর্তিত হইবেছে, ইহা কি সৌজন্য
স্বার্থের ও দিন দিন পরিবর্তন করিতেছেন?
স্বদেশ মান্যকারে উদ্ধৃত্ত গেল।

আমরা এখন চাইতে আরও ৩।৪ মাইল
পূর্বাংশ বেড়াইতে গিয়া থাকি এবং দেখিতে
পাই যে, পাবলিক রোডের উত্তর পাশে
অসিকানশ ভূমি পতিত হইয়া চকিয়াছে।
তাঁহার কারণ এখানকার লোকে কবিভাষ্যে
বড় ভাল বাসে না। মজুর করিয়া প্রতিদিন
ছুট কিয়া তিন আনা পাইলেই সন্তুষ্ট হয়,
অত্যাধিক কামের উপর বিশেষ যত্ন
নাই। কিন্তু এখানকার সমস্ত ভূমিই প্রতি
বর্ষে বর্ষাকালে জলে নিমগ্ন থাকে। এই জল
শুক হইলে ভূমি এত উর্বরা হয় যে, উপ-
যুক্ত কৃষক থাকিলে তাহাতে প্রচুর কল-
লাভের সম্ভাবনা আছে। অতএব গবর্নমেন্টের
মিকট আফিসের এই মাত্র প্রার্থনা যে,
উহার পূর্ণিরা জেলায় পতিত ভূমি
গম্বীর প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া
যাহাতে এই সকল পতিত ভূমি উদ্ধৃত্ত ও
কৃষিকার্য্যে পরিণত হয়, তাহায়ায় সর্বশেষ
মনোনিবেশ করেন। যদি এ আফিসের লেফটেনেন্ট
গবর্নর কাঞ্চল সাহেব হারজিও পাহাড়ে
যাইবার সময় পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছি-
লেন বটে, কিন্তু ঐযাত্রিপর্য্যন্ত যুক্ত কত
দিনে পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিবেন, সেই চিন্তা
তেই তিনি নিস্তান্ত অস্থির ছিলেন; নচেৎ
তিনি যেহেতু বিচক্ষণ ও কান্দ্যক্ষ শাসনকর্তা
এই সকল পতিত ভূমি অবশ্যই তাঁহার দৃষ্টি-
গোচর হইত।

আমরা বিশ্বস্তভাবে অবগত হইলাম,
যে পূর্ণিয়ার গবর্নমেন্ট টেলিগ্রাফ অফিস-
ের একজন কর্মচারী এক খানি চুরিকা
ঘরা হত্যা হইয়াছে। ইহার কারণ কেহই
অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, যে
এখানকার পুলিশের একজন হেড কনষ্টেবল
পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কতকগুলি ইটক
বিনা অনুমতিতে ডাক বাঙ্গালী হইতে
উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

কারাগার
৩১ জুলাই ১৮৭০

—৩০—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ৪ঠা জুলাই।

স্থানের নাম	সর্বকর্মিত জল	ফুট	ইঞ্চ
মোহানার		৫	
তথা হইতে অস্থিপুর			
৭৫ মাইলের মধ্যে		৫	
অস্থিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		৫	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		৫	
৫০ মাইলের মধ্যে		৬	
কাটোয়া হইতে মদীয়া			
৪৫ মাইলের মধ্যে		৭	

সন ১৮৭০ সালের ৭ই জুলাই বহরমপুর
গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৬	৪৪
বহরমপুর		
৭ই জুলাই		
১৮৭২		

ঐযুক্ত সি. ই. উইলস একজি
কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
লোকাল রিবার ডিবিজন

মুগা প্রাপ্তি।

আমরা কতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ মন্ত্রাঙ্কে
সোমপ্রকাশের মূলা প্রেরণ করিয়াছেন।

ঐযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১০
" " যজ্ঞেশ্বর দাস—বন্দেল খণ্ড	৪১	
" " রায় দেবরাজ কোটালি বাহাদুর	মুরসিদাবাদ	১০
" " শিবচন্দ্র সরকার—ভীমচাঁদ	১০	
" " চন্দ্রকিশোর সেন—কলিকাতা	১০	
" " গুরুদাস মল্লিক—কলিকাতা	১০	
" " হারকামাণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	৪১
" " উমেশচন্দ্র দেব—হরিনাথ	৪১	
" " প্রমোদনাথ প্রসাদ—দেওগ	১০	
" " হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতা	১০	
" " বহুলাল মজুমদার—পাণ্ডুরঘাটা	১০	
ঐযুক্তী হরমুন্দরী বণী		
ছোড়গাঁও	৪১	
" " কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার	১০	

—৩০—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূলা না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূলা বার্ষিক ১০ টাকা এবং
মাসিক ৫০ টাকা; মকসুদে যাহুল সমস্ত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, মাসিক ৫০ টাকা। ছয়
মাসের স্থানে অগ্রিম মূলা প্রেরণ করা যায়
না। মোট, ছতি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর যাহাতে বাহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূলা প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূলা নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অসিদ্ধ হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন তিনি সোমপ্রকাশের মূলা পাঠি-
কবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আগনার নাম স্পষ্টাকরে
লিখিয়া ঐযুক্ত হারকামাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁহাবিগের সূতন মূলা দিবার সময় নকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পূর্তে তাঁহাবিগের নামোজ্জ্বল করিয়া তাঁহা-
দিগকে শরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সমস্ত
অতীত হইলেও একদাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
শীঘ্র পাঠিব।

বাঁহারা যাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাবিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৭০ ছুই আনা তাহার পর ১০
দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত যতদূর বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোণাপুর ডাকঘরের দক্ষিণ চাকিপোড়ার
ঐযুক্ত হারকামাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসীতে
প্রতি সোমবার প্রাত্যহাসে প্রকাশিত হয়।

রেজিকেরি করা!
৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৪ নং ভাগ।

৩৬ সংখ্যা।

“ প্রযত্ননাং প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সন্মতী অসমমতী ন হী যনাং । ”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫১ টাকা।

১৮৭৩। ৭ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭৩। ২১ এ জুলাই।

মকমলে মাহুলসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০১ মূল টাকা এবং
সাপ্তাহিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

“ ক্রিয়োত্তম ” নামক সংস্কৃত মাসিক
পত্র প্রিন্সীকেল ভট্টাচার্য্য বিহারে ছাড়া
সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল
সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানে-
ক্ষুদ্রিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক
৩ টাকা মাত্র। প্রদেয়ক্ষুদ্র গণ নিম্নলিখিত
ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

জাভান } শ্রীমতীমতঃ রায়
মুনব্বিউ আফিস } সহকারী রেজিষ্টার

বাংলা শব্দ তাকার খাত্ত প্রচার, সমাপ
এবং বাংলা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক
খানি অভিধান রএল আউ পেজি ফরমা
আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মকমল
হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা
মাহুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫
ফরমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে
দ্রুত বর্ণ শেষ ও বাজান বর্ণের “ দ ” চলি
তেছে অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার টুটুটি } শ্রীমৎগজনাথ মুখো-
নং ৩৯ } শাহর এণ্ড কোং

—:—

জ্যোত্স্ন কিশোর সেন কবিরাজের
আলুর্জোলোক উদ্যালয়।

উপরি উক্ত উদ্যালয়ে আলুর্জেন অর্থাৎ
মিদাস মন্ডের সর্গপ্রকার রোগের নানাবিধ
অক্লান্ত উদ্য, ঐতল ঘৃত ও পাচনাধি হল-
অনুরোধ সর্বপ্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং

জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্জন্য তথায় উপ-
স্থিত থাকিরা ব্যবস্থা পূর্বক উদ্যাদি প্রদান
করেন।

উক্ত উদ্যালয়ের উদ্যাদির নির্ধারিত
মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে
এবং উহাতে কয়েকটি উৎকট পীড়ার মতুর
উপকারক নবপ্রকাশিত উদ্য সকল সম্মি-
শিত হইয়াছে। যাহার আবশ্যক হইবে
ইচ্ছামানে লোক পাঠাইলে কিবা এক আনার
একখানি ভাস্কর্য্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই
উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হই-
বেন।

১৪৬ নং জোরার } শ্রীমৎগজনাথ সেন
চিৎপুররোড } উক্ত।
কলকাতা।

আগামী ৭ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি
৭ ঘটিকার সময় পত্রস্থ শ্রীযুক্ত বেবিদাস বাবুর
হৃদয় বাটীতে রাজসাহী সত্কার সাপ্তাহিক
সাদারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবে-
শনে নিম্নলিখিত কাব্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১। উক্ত সত্কার বার্ষিক বিজ্ঞাপন পাঠনে
স্তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ধা-
নক কমিটীর সভ্য নিয়োগ।

২। সত্কার নিয়মাবলী সমালোচনাপূর্বক
আবশ্যক হইলে পূর্ব নিঃস পারদর্শক ও
হৃদয় নিয়ম নির্ধারণ।

৩। পঞ্চকের দ্বিতীয় ফারমের লিখিত
প্রস্তাব অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণ
মেন্ট সমীপে আবেদন।

৪। পঞ্চকের ত্রয়োদশীর অংশ

বাহার বাগানের তাহাই তাহার নিকট
লইবার এবং তৌজির মতর অনুসারে এক
মালি দারিদ্র হইতে মুক্তি দিবার অন্য গবর্ণ
মেন্ট সমীপে আবেদন।

৫। অন্ন মূল্যের বাজনা সংবদপত্র এক
খান প্রচারিত করিবার অন্য সত্কার সাহায্য
প্রদান।

৬। বোয়ালিরা হাইকুলকে কলোজ করিবার
চেষ্টা করিতে এই জেলায় প্রায় সমস্ত
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে যে অল্প-
রোধ করিয়াছেন, পত্র সকল বিবেচনাকরিয়া
উক্ত বিষয়ের কর্তব্যতা অবধারণ।

৭। উক্ত সত্কার যদি কোন ব্যক্তির প্রস্তাব
করিবার অথবা উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি
মধ্যে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে
তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক
ঘণ্টা পূর্বে অবগত করাইবেন। পূর্বক
পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী
জেলায় সমস্ত ব্যক্তিকে সমাহারে আহ্বান
করা বাইতেছে।

বোয়ালিরা রাজসাহী } শ্রীমতীমতঃ রায়
সত্কার কার্যালয় } সহকারী সন্দানক
২৪ এ জুন। ১৮৭৩।

গুপ্ত বক্তা।

এই ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাংলা
ছাপার কর্ম্ম অতি সস্তায় ও সত্ত্বর নির্ধার
হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত গুপ্তকার্য্য।
ছাপাখানায় প্রায় সকল রকম বাংলা
পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা

সম্মা। সংস্কার ব্যবস্থা উৎসাহী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ প্রাপ্য যার, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাংগাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়, সমাচার ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিবর সমস্ত লিখিত হইয়া থাকে এবং মিথ্যা আশঙ্কার প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে একটু হইয়াছে। মূল্য বার্ষিক ৮ বাৎসরিক ৪ ট্রেন্সমিক ২১ টাকা।

চূর্ণাচরণ শুভ্র
অধ্যক্ষ

—৩—

সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকালয় ১৩ কর্ণও রালিস ট্রিট হইতে উঠিয়া বেচুটুয়ের ট্রিট ৩০ নং বাড়ীতে আনিয়াছে।

১ লা আবার ২২৮০। জীৱণীচরণ চটোপাধ্যায়।

বিক্রয় পুস্তক, নাগরাকরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ জীৱণমোহন তর্কালঙ্কারের নিম্নেট মূল্য পাঠাইলে আগু হওয়া বাইবে।

সংস্কৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

জীৱণমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত
দ্বিতীয় সংস্করণ, উৎকৃষ্ট কাগজ ৮০

ঐ মধ্যম কাগজ ৮০

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।

জীৱণমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ ৮০

কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।

উক্ত তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংস্কৃত ১৮০

সংস্কৃত পুরাণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

জীৱণমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ নং খণ্ড ৮০

বিদ্যাসুন্দর চরিত (সম্পূর্ণ)।

জীৱণমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক ৮০

বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২

জীবনী (বৈশেষিক দর্শন) ২৪০

উইলসন সাহেবকর্তৃক সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে নং পর্যন্ত

আছে। ৪ পেজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা।

বাঙ্গালী অক্ষরে মুদ্রিত।

বিষ্ণুপুরাণ। ১২ খণ্ড।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ২৮০
২৩ খণ্ড সম্পূর্ণ হইবে।) ৮০

কলিক পুরাণ পূর্ণাঙ্গ। ২ খণ্ড

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক
বাঙ্গালী অনুবাদ সমেত। ১৮০

ভবিষ্য পুরাণ। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ১ নং খণ্ড
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক
বাঙ্গালানুবাদ সমেত। ৮০

—০—

পূর্ববাঙ্গাল; রেলওয়ে।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাই-
তেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১ লা
তারিখ অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র
গম্য হইতে পূর্ণ বাঙ্গাল রেলওয়ে
কোম্পানি ডাকদিগের চিত্রপুস্তক গল্পার
তীরবর্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য দ্রব্য
এবং গাড়ির সকল গ্রহণ করিবার জন্য
এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

একটেল অফিস ফ্রান্সিস প্রেস্টেজ
শিয়ালহাট চার্লিনস
২৯ এ মে ১৮৭৩। এজেন্ট।

—০০০—

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস

অব ডিজীজ্

অর্থ্যৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বহুলাধ সুখোপাধ্যায়কর্তৃক উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার

কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬

ডাকমাছল ৮০ আনা। উহার বাঙ্গাই অতি

পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার গ্রন্থকর্তার

মিকট এবং কলিকাতা মালবাজার হিন্দু-
ষ্টেলে জীৱণ বাবু ওরুদাস চটোপাধ্যায়ের

মিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গ্রীষ্মাত্মেরই জাতবা ধাত্রী-শিখা
দুই ভাগ একত্র বাঙ্গাই, মূল্য ২) ডাকমাছল
৮০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গভি-
নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রভুতি কর্তৃ পাওয় না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
ভূমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত
তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণা-
লক্ষণ ও তাহাদিগের করেকটা শুদ্ধতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিষয় বাপ-
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব
নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতবা বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সহজ চলিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবদারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিহুচিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ৮০। এইজিপিচ চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকেল কর্ণাল অর্থাৎ
চিকিৎসা দপ্তর, মাসিক পত্রিকা, ত্রিগ্রন্থ
বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল ২, সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ৮০

৫। উদ্ভিদবিচার (বটানি) ৮০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী ৮০

প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

—০০০—

রাণীপুত্র পটারি ওয়ার্ক।

বহি স্বাধার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
দ্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া বাইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুধামে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

রোজ করা প্রস্তর নির্মিত নর্দানার পাইপ
এবং উহার নির্মিত সাইফন জটশন ও
বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুস্তোণ
টাইল ইট।

ফরাস ব্রিক।

ফরাস স্টে।

বাটী মর্কমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্কেল করা
পাইপ, টাইল এবং ফরাস ব্রিক প্রভৃতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলিকাতা।

৭৭২ হেক্টরস জীউ } বরপ এণ্ড কোং।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭১ সালে ম্যাক্সিমিলিয়ান
এম বি—ম্যাক্সিমিলিয়ান ব্রিক কারবার প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাকারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাহুল ৪০।

এ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল
৪০। এবং তৃতীয় খণ্ড ১০ ডাক মাহুল ১০।
মাত্র। ১২০ খান উত্তম ছবি সমেত এনট্রিসি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাহুল ১০। আনা
মাত্র।

মাতৃ শল্য মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০। আন
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বীজাণু
ইতি পূর্ণ প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্য লই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্য দেওয়া যাইবেক। বীজাণুর প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল জিমা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাকারি ক্রিয়াকার্য ব. ম্যাক্সিমিলিয়ান ম্যাক-
সিমিলিয়ান ব্রিক কারবার মূল্য ৫, ডাক
মাহুল, আমার নিকট প্রাপ্য।

জাতিজাতার চন্দ্র } খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭১ সালে
বর্ষের কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আমরা আজ্ঞা দিচ্ছি হইয়া পাঠক।

গণের গোচর করিতেছি, বাজিচাচিণী
হিস্তি বিধবার ধনাধিকার সম্বন্ধে হাই-
কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হই-
বার যে প্রস্তাব হইতেছে, মাহীগঞ্জের
খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭১ সালে ম্যাক্সিমিলিয়ান ম্যাক-
সিমিলিয়ান ব্রিক কারবার মূল্য ৫, ডাক
মাহুল, আমার নিকট প্রাপ্য।

—০—

পাণ্ডার প্রজাবিল্লোহের ত শাস্তি
হইল। প্রজাবিল্লোহের জমীদারকে কর
দিতে হইবে, জমীদারও কর পাইবেন।
মধ্য হইতে কতগুলি লোকের মর্কমাশ
হইয়া গেল। তাহাদিগের ক্ষতি পূরণ
কে করে? আমরা বলি পাণ্ডার পুলিশ
ও মাজিস্ট্রেট ক্ষতি পূরণ করুন। তাঁহা-
দিগের দোষেই এতদূর ঘটনা হইয়াছে। তাঁহারা
যদি প্রথম উদ্যমেই উহার নিবারণ
চেষ্টা পাইতেন, এত অনিষ্ট হইত না।
ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে তাঁহাদিগের
অসম্মত সম্মত হও হইবে। ক্ষতিপূ-
রণপত্রবৎ কিছু অধিক ভাগ মাজিস্ট্রেট-
টের ক্ষেত্রে নিবেশ করা উচিত। তাঁহারা
কেবল আলস্য বোধ নয়, আর একটি
মারাত্মক বোধ আছে। সংবাদদাতাদি-
গের পত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে,
প্রজাবিল্লোহের তাঁহার কতক পক্ষপাত
ও জমীদারের প্রতি বিদ্বেষ আছে।
তাহাই তাঁহার প্রথমক্ষেণে বিজ্ঞো-
নিবারণ বিষয়ে ঐশ্বর্যমায়ের কারণ।
জমীদারেরা প্রজাবিল্লোহের প্রতি অত্যাচার
করিতে না পারেন, তত্বেলোক মাত্রের
এই ইচ্ছা। কিন্তু অত্যাচার নিবারণের
এ উপায় নয়।

ভাষ্যার্থে শাসন প্রণালী।

ভারতবর্ষে এক্ষণে যে শাসন প্রণালী
আছে, তাহা উপায়ে নহে। উহার

সংস্থানগত কতক গুলি বোধ আছে।
প্রণালীর পরিবর্তন ব্যতিরেকে সংশো-
ধন হওয়া সুসাধ্য নহে। এই
নিমিত্ত আমরা বর্তমান শাসন
প্রণালীর পরিবর্তন হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
ভারতবর্ষে মহানগর কর্তৃত্ব হয় এই
প্রার্থনা করিয়াছিলাম। গত বারের
সোমপ্রকাশে উহার কারণ স্বরূপ ভারত
বর্ষের শাসন প্রণালীগত কএকটি বোঝ
প্রদর্শিত হয়। সম্ভ্রান্তি সাধারণে যে
কএকটি দোষের বিষয় আন্দোলিত
হইতেছে এবার তাহা আমাদের
প্রস্তাবের প্রতিপোষক যুক্তির স্বরূপ
উল্লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের রাজা ও নবাবদিগের
প্রতি অবিচার বিষয়টির উল্লেখ করাই
আজি আমাদের এ প্রস্তাবের
উদ্দেশ্য। উক্তের নবাব লাগা ঠাকু-
রকে বধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার
নামে অভিযোগ হয়। একজন
ইংরেজ আফিসার এই বিষয়ের অনুসন্ধান
করিতে যান। তিনি নবাবের অসম্মত
বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে
দোষী স্থির করেন। এক্ষণে বিচার বিভা-
গে সন্দেহ নাই। নবাব যদি বাস্তবিক
ঠাকুরের প্রাণ সংহার করিয়া না থাকেন
বিপক্ষ পক্ষের চক্ষে অনুসন্ধানকারী
ইংরেজ আফিসারের চক্ষে তাঁহার দোষী
প্রতিপন্ন হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।
এক্সপার্ট শাস্ত দৈনন্দিন ঘটনা ঘটি-
তেছে। আর যদি নবাব বাস্তবিক ঠাকু-
রের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, তাহা
হইলেও যেখানে তাঁহার অপরাধের
বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে
ইংরেজ জাতির অবলম্বিত বিচার পদ্ধতি
কতক সুবিধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অগ-
ত্যাধির অসম্মত বিচার করা সজ্ঞান সমা-
চরিত পদ্ধতি নহে। এই দোষের নিবারণ
কামনা করিয়া সেদিন আলডারলি

লাউ ফাঁদিল লাউ নিগের হাউসে এই প্রথম উপস্থিত করিয়া বলেন, ভারত-বর্ষীয় রাজগণের আপীল অবগার্থ প্রতি কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। লাউ আরগাইল ইহার প্রত্যু-ত্তরে কহিলেন, প্রিবি কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ইটো সিদ্ধি হইতেছে না। ঘটনা স্থলে গিরা অনুসন্ধান না করিলে দোষ নিগর হওয়া কঠিন। প্রিবি কাউন্সিলের তাহা সাধা-র্যত নহে। অতএব তিনি কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যদি অনু-ধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীকনান হইবে, যাবৎ পারলিগামেন্ট মহাসভার ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব না হইতেছে, তাবৎ উল্লিখিত কমিসন নিয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজগণের সুবিচার প্রত্যাশা অসম্ভব। মহাসভার সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব না হইলে ভারতবর্ষীয় রাজগণের বিষয় লইয়া সভা গণের মহাসভার বাদী-জুরাব করিবার বিষয়ে সর্বিশেষ যত্ন জরুরি সত্তাবনা নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজ নিগের অধিকার হইয়া অবধি ভারতবর্ষীয় রাজগণের বরাবর পলিটি কাল এজেন্ট ও রেসিডেন্ট প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের দেখাচারিতা ও অনুগ্রহের অধীন হইয়া সুখ দুঃখ ভাগী হইতে হইতেছে। গবর্ণমেন্ট সচ-রাচর নিজ কর্তৃত্বাধিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং রাজগণের সুবিচার লাভ হয় না। সময়ে সময়ে হেডিংস ও ডেলহাউসি প্রভৃতি শাসন কর্ত্তারাও রাজগণের বিপক্ষতাচরণে উদ্য-গীন হন নাট। এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। ইহার সংশোধন একান্ত আবশ্যিক। ভারতবর্ষে মহাসভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব লাভই সংশোধনের প্রকৃত উপায়।

রাজপুরুষ নিগের বহুগত প্রতি-
পালন।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা নিজে না পারেন, গবর্ণমেন্টের বর্ষ দিয়া যেমন অপ্রিত প্রতিপালন করিতে পারেন, অন্য গবর্ণমেন্ট কর্ত্তাচারিরা বোধ হয় এক্ষণে পারেন না। গুণেই সর্বত্র পদং নিচী হতে। "গুণ সর্বত্র লক্ষ্য হয়।" "গুণই প্রিয়তম ধিকৃত্য ন সংস্কারঃ।" "গুণই প্রীতির কারণ, পরিচয় নহে। বহুদর্শি পণ্ডিত গণের প্রণীত বাণ্য শুনি আমি-নিগের প্রধান পুরুষনিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। রাজকর্মে তাহানিগের অপ্রিত প্রতিপালন দোষটি অনেক দিন অবধি ভারতবর্ষের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এ বিবর প্রধান শাসন কর্ত্তাধিগের কর্ণগোচর হয়। লাউ ডেল হাউসি প্রভৃতি দুই একজন শাসন কর্ত্তা দুই একটা মিনিটও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিগিয়া-নোরা যে আবেদন করেন, তদ্বারা উচা বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই বারে উহার নিবারণ হইতে পারে। এখন আমি আমাদিগের গবর্ণমেন্টের শীর্ষ স্থানে আছেন, সকল বিষয়ের সংস্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কণিক লোকও নহেন। তাঁহার বিলক্ষণ অধাবসার ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা আছে। লাউ নর্থব্রুক উল্লিখিত দোষের নিবারণ বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, আমরা আগ্রহ সহকারে এই অনুপ্রেরণা করিতেছি। অপ্রিত প্রতিপালন দোষনিবন্ধন গুণবান ব্যক্তিদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি অনেক উপযুক্ত লোক খোসামোদ করেন না বলিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। যে সকল ইংরাজ উচ্চপদস্থ, তাঁহা নিগের অধিকাংশই খোসামোদের

একান্ত বশীভূত। উহানিগের স্বভাবজ এক ব্যক্তি এক দিন বলিয়াছিলেন ইংরাজদিগের খোসামোদ করিতে পারিলে সুসিদ্ধ করিয়া লওয়া না যায় এমন কার্যই নাই।

—৫১—

বঙ্গদেশের একটি বিশেষ
উন্নতি চিত্র।

৩১ এ আবারো চিত্র দ্বিতীয়ে বরিশালের একটি সমুদ্রতীরে চেটা দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। জমীদার ও গবর্ণমেন্ট কর্ত্তাচারি প্রভৃ-তির অত্যাচার নিবারণার্থে এই স্থানে একটি জনসাধারণ সভা হইতেছে। এই সভা হইতে অত্যাচার প্রতিরোধ চেটা করা হইবে। ইহাই অত্যাচার নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়। এটা বঙ্গদেশের উন্নতির একটি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। দেশের লোকে দেশের লোকের অত্যাচার নিবা-রণ চেটা পাইয়া যেমন কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, বিদেশীয়েদের গেরূপ কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নহে। পূর্বে দেশের ভদ্র লোকেরা অত্যাচার দর্শন করিতেন, প্রতীকার করিতে পারিতেন না বলিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতেন, কেহ নিতান্ত দুঃসাহসী হইয়া অত্যাচারের কথা মুখে আনিয়া তাহাকে বিপদ সাগরে মগ্ন হইতে হইত। এই কারণে যেহে উচ্চ বাচ্য করিতেন না, অত্যাচার দর্শন করিয়াও নীরব হইয়া থাকিতেন, সুত-রাং অত্যাচারিরা নিরঙ্করোদে প্রতীক্ট সাধন করিত। আজও যে যে আমের লোকের অত্যাচার প্রতিরোধ চেটা নাই, সেখানে অত্যাচার বিলক্ষণ প্রবল আছে।

আমাদিগের অধিকতর আনন্দের হইয়াছে যে জমীদার বাবু রাখালচন্দ্র রায় এ বিষয়ের উদ্যোগী হইয়াছেন। জমীদার হইয়া জমীদারের অত্যাচার

নিবারণের চেষ্টা করেন, পূর্বে কখন একথা শুনা যায় নাই। উষা গকারিধিগকে একটি বিদ্যে সাবধান করিয়া দিতে হইল। তাঁহারা যেন অত্যধিক উৎসাহবশতঃ কাহেল সাহেবের প্রিয় শীশনকর্মচারি-দিগের ন্যায় কর্তব্য নীনা অতিক্রম না করেন।

আমরা এতলে চিত্রসাধিনীর এতৎ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠ-কগণ উল্লিখিত সভার উদ্দেশ্যাদি বুঝিতে পারিবেন।

“বিগত শুক্রবার ত্রিযুক্ত বাবু স্বরূপচন্দ্র গুপ্ত উকীলের বাগায় জনসাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় এ জেলায় জমীদার উকীল মোক্তার প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ত্রিযুক্ত বাবু রাধাকান্তচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয় জনসাধারণ সভার আবশ্যিকতাবিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় সমুদয় সভাগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেই সভায় টিরসাদী করিবার নিমিত্ত সভা-পতি মহাকারী সভাপতি সম্পাদক সহ-কারী সম্পাদক নির্বাচন করিলেন।

সভার কার্য বিধানের ভার কয়েক জন মহোদয় প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা যে যে নিয়মেকার্য্য চর্চাবে তদ্বি-ষয়ক প্রস্তাব করিলেন, এবং সেই সকল প্রস্তাবে সমুদয় সভা সম্মত হইলেন।

এই জনসাধারণ মূল সভা থাকিয়া তাহার অধীনে একটি কার্য্যবিধাঙ্গিনী সভা প্রতি মাসে একতঃ একবার বসিবে, আবশ্যিকমতে সময়ে সময়ে তাহার অধি-বেশন হইতে পারিবে। বিশেষ কোন আবশ্যক হইলে অধীন সভা মূল সভাকে আহ্বান করিয়া লইবেন।

এই সভাতে নানাপ্রকার লোক সভা থাকিবে। দেশীয় জমিদার, উকীল, মো-

ক্তার, বাণিজ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি সভা হই-বে, কিন্তু তাহার সরকারি কার্য্যে ‘লিঙ্ক’ আছেন, তাঁহারা সভা প্রার্থী হইতে পারিবেন না। যেহেতু এই সভাতে কখন কখন রাজকীয় কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা হইতে পারে। এই নিমিত্তই সরকারি কার্য্যকাবক বর্জিত বিধির অন্তর্গত হই-লেন। ঢাকা কলকানগর প্রভৃতি স্থানে যে সভা আছে, সেই সভার সহিত এই সভার যোগ থাকিবে। সভার ব্যয় নির্বাহার্থ সভাগণ বার্ষিক ২ টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন, আর প্রবেশ সময়ে চারি আনা করিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মবিষয়ে কি সমাজ বিষয়ে এই সভার কোন কথা হইবে না। জমিদার কি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রণীত সভাপ্রণয় হুখ মোচন করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য, তৎপরে বেশের সুখ সমৃদ্ধতা কিবা অন্যান্য হিতকর কার্য্য করিতে সভা সাধ্যানুসারে ব্যস্ত করিবেন।”

—৩০৪—

প্রচার পত্র।

যত সভাস্থল উন্মেষ হইতেছে, তত দোষাভিযোগ নিষ্ঠুর দণ্ড অন্তর্হিত হইবে, তাহা না হইয়া উহা ক্রমে বিলক্ষণ পুটী-বস্ত্র হইতেছে। আমাদিগের স্বাধীনতার রাজপুত্রবিগের ঐ দণ্ডী বিলক্ষণ মিট লাগিয়াছে। তাহাদিগের ঐক্যচিহ্ন ক্রমে গণাক্রমিক হইয়া এদেশীয়দিগের মনো-মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে।

কেনও অব ইণ্ডিয়ান লিখিত দৃষ্ট হইল, বঙ্গদেশের কোন জেলা স্কুলের একটি বালক স্কুলে অত্যন্ত যুগিত কোন অপরাধ করে। প্রধান শিক্ষক (বাদশাহ) প্রহার করাই উহার প্রকৃত দণ্ড প্রদান করিয়া এ বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির গোচর করেন। কমিটি স্কুলে সকল বালকের সম্মুখে উহাকে প্রহার করিবার আজ্ঞা দেন। ইহা কমি-

শনের গোচর হইলে তিনি প্রহার করি-বার কোন আইন খুজিয়া না পাইয়া এ বিষয়ে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের মত কি জানি বার জন্য ডাইরেক্টরের নিকট লিখিত পাঠান। ডাইরেক্টর এমন সকল অপরাধে প্রহার করা কর্তব্য বলিয়া কাগজ পত্র সকল গবর্ণমেন্টে প্রেরণ করেন। কাহেল সাহেব বলিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটি বাহা ইচ্ছা করুন, তিনি এ বিষয়ে হস্ত-ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রহার দণ্ড অসত্য কালোচিত। ইহা কেবল নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন সজ্জন সমাজের উপেক্ষিত নয়, ইহা অনেক সময়ে অস-ময়ে প্রাণ হত্যার কারণ হয়। দণ্ড দাতা দিগের বিবেচনার দোষে ইহা পূর্বে অনেক ব্যক্তি প্রাণ প্রভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আজিও একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রেনিডেল জেলের কচেদিদিগের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় এবং লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর কত দূর অনু-মোদন করেন নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহার সুন্দর পরিচয় হইবে। ইজরা কোহেন নামক এক ব্যক্তি ১২০০ টাকা চুরি করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিজ্ঞানের সহিত তাহার দুই বৎসর মেয়াদ হয়। সে শ্রেনিডেল জেলে থাকে। গত সোমবার তাহার হত্যা হইয়াছে। এক মাস কাল সে এই জেলে ছিল। ইতিমধ্যে তাহার আত্মীয়গণ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন, সে অতিশয় দুর্বল ও গীড়িত, তাহার মেয়াদ কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। কাহেল সাহেব ইহাতে অসম্মত হইয়া বলেন, জেলের কর্তৃপক্ষ-গণ বিবেচনা করিয়া তাহাকে কার্য্য করিতে দিবেন। তাহার হত্যাকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন আত্মীয়কে

তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহাকেও তাহার আত্মীয়গণকে কোন চিঠিপত্র লিখিতে দেওয়া হয় নাই, ইহার কারণ যে নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া উঠিতে পারিত না। একদা সে করিয়া দ্বারা লিখিত এক জন খালানী কয়েদী দ্বারা বাজিতে চিঠি পাঠাইবার চেষ্টা করে, ধরা পড়াতে তাহাকে নির্দিষ্ট ভাবে চাবুক মারা হয়। তাহার স্বভাব এক সন্তোষ পূর্ণের পীড়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার আত্মীয়গণ দেখা করিতে যায়। জেলের কর্তৃপক্ষগণ পীড়া হইয়াই বলিয়া দেখা করিতে বেন না। তাহার স্বভাব হইলে পর দিন তাহার আত্মীয়গণ সংবাদ পায়। তাহার বলে, যখন স্বভাবের তাহাদিগকে দেওয়া হয় তখনও তাহার পৃষ্ঠদেশে নুতন আঘাতের চিহ্ন সকল লক্ষিত হয়। যেমন নিয়ম আছে ডাক্তারেরা স্বতবেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া স্বভাব হইয়াছে।

জেলের অধ্যক্ষেরা দিবা বিবেচনাপূর্বক কাজ করাইয়াছিলেন। দুই চারি জন কয়েদী নয়, শত শত কয়েদীর স্বাভাবিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কাজ করান কি সম্ভাবিত হয়? বিশেষতঃ কয়েদীদিগের সহিত অধ্যক্ষদিগের সমসুখসুখতা নাই, প্রকৃত বিবেচ্য আছে। এক্ষণে স্থলে বন্দীদিগের অবস্থাদির অনুসন্ধান লইবার সম্ভাবনা অল্প সন্দেহ নাই। যে স্থলে এক্ষণে স্থানা সেখানে প্রহার দণ্ডবিধি যে অনর্থক হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এই সকল দেখিবার যদি প্রহার দণ্ডে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে নিশ্চয় হইতেছে দয়ালুতা ও সহৃদয়তা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

সমাজ কণ্টক।

ধর্ম ধর্মনীতি রাজনীতি সমাজ

প্রকৃতি সকল বিষয়েরই কতকগুলি করিয়া কণ্টক আছে। এই কণ্টকের শ্রেণী তিন আছে। যাহারা ধর্ম কল্পকে আবৃত হইয়া অধর্ম কর্ম করে, তাহার এক শ্রেণীর ধর্ম কণ্টক। যে সকল ব্যক্তি বাহিরে ধর্ম চিত্র ধারণ করিতে গোপনে সমুদায় সুকর্ম করে, তাহার এক শ্রেণী ভুল। মনু প্রকৃতি ধর্মোচ্চারণের উদাহরণকে বিভাজিত করিয়া দুই ভাগে বিভাজিত করিয়াছেন (১) কি ধর্ম কি মুখ্য মান কি ইহা নকল হইবে এই এক্ষণে ধর্ম ধর্মী আছে। জ্ঞানধর্ম যে নুতন ধর্ম, তাহাতেও তুরি পরিমাণে ধর্মধর্মী প্রবেশ করিয়াছে। যদি সুজ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, বোধ হয় এই সমস্ত দ্বারা যথার্থ ধর্মিকের অপেক্ষা ধর্মধর্মী অধিক দূর হয়। আমরা উদাহরণে ধর্মকণ্টক বলিয়া নির্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, অজ্ঞেরা উদাহরণের বাহ্য আভ্যন্তর দেখিয়া প্রথমে মুগ্ধ হয়, শেষে প্রভাবিত হইয়া ধর্মের প্রতি হত আঁক হইয়া পড়ে। উদাহরণ নষ্ট, ধর্ম

(১) ধর্মধর্মী সমাজকল্যাণকোষিক
মন্তব্যঃ। ইহাভালত্রিকো জেরোবিন্দ্রঃ সর্বা
ভিসমক।

বহুজন সমক্ষে ধর্ম অচরণ করে এই সমস্ত ও পর দ্বারা আপনায় ধর্মোচ্চরণ রূপে সকলকে জানায়, পরদায়ের সমা অভিলষী, লোক বন্ধক, হিংসা বিদ্বেষন মনুষ্য এইরূপে ব্যক্তিগত বিভাজিত বলে। বিভাজিত যেমন দুইভাগে বিভাজিত হয় সংস্কার ধ্যাননিষ্ঠ বিনীতির মাত্র ব্যবহার করে, ইহাভালত্রিকদিগের ব্যবহারও সেইরূপ।

অসৌভাগ্য বিনীতঃ। পার্থসংসদঃ।
শ্রী। মিত্রাবিনীতঃ বহুভক্তরা দিতঃ।

আপনি যেন বহু বিনীত হই। লোককে জানাইবার জন্য সর্বদা অসৌভাগ্য হইয়া চলে, একান্ত নিষ্ঠুর, পরার্থ হানি করিয়া পার্থসংসদ তৎপর এইরূপে ব্যক্তি বহুভক্তী। বহু প্রায় এই রূপে কার্যসাধন করে।

নষ্ট নয়, অজ্ঞেরা তাহা বুঝিতে পারে না।

একরূপ কতকগুলি রাজনীতি কণ্টকও আছে। তাহার একরূপ ভাবে কথা বার্তা কর ও নানা প্রকার প্রস্তাব করে, মহলা বোধ হয় যেন তাহাদিগের জুল্য রাজনীতির উন্নতিকামুক আর নাই, কিন্তু তাহাদিগের হইতে রাজনীতির দ্বার পর অনিষ্ট হয়। যাহারা এদেশের মত লইয়া কোন কাজ করিতে চান না, তাহারা এই রাজনীতি কণ্টকের প্রথমে শ্রেণী ভুক্ত। এদেশীয়েরা অযোগ্য এই বাপদেশ করিয়া যাহারা এদেশের সর্বস্বামী উন্নতি পথ রোধ চেষ্টা পান, তাহারা দ্বিতীয়। এদেশীয় ও উত্তরো-পীয় উভয়ের সমান স্বত্ব ভোগ প্রাপ্ত উপস্থিত হইলে যাহারা বিতর্ক করেন, তাহারা তৃতীয়। এইরূপ রাজনীতি কণ্টকের বহু শ্রেণী বিভাজ্য আছে। যে সকলের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আজি আমাদের অভিপ্রেত নহে। সমাজ কণ্টকের বিনয়ের উল্লেখ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যাহারা সমাজের উন্নতিকাম হইয়া এক শেষে গমন করেন, তাহারা প্রথম শ্রেণীর সমাজকণ্টক। সমাজ মত দূর মহা করিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া উন্নতি সাধন চেষ্টা পাওয়াই উচিত। সমাজ কণ্টকের সেটা বুঝিতে পারেন না। যে কোন প্রকার উন্নতির প্রস্তাব হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কিত বিনয়ের কিছু কিছু পরিবর্তন প্রসঙ্গ আছে সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি সেই পরিবর্তনের নাম শুনিলে এককারে আলিয়া উঠে, তাহাতে দেশের কি উপকার অথবা অপকার আছে, তাহা বিবেচনা করিতে চান না, তাহারা দ্বিতীয় সমাজ কণ্টক। যাহাদিগের বিশেষ লেখা পড়া

জান নাট, কিনেসিক হয় জানেনা ও বুকে না, আপনারা যথেষ্ট ব্যবহার করে, কিন্তু অন্যের অণু মাত্র সামাজিক বাস্তব জন্ম দর্শন করিলে এক কালে অগ্নি শর্যা হইয়া ঢাল খাঁড়। দ্বিতীয় সমস্যা সাগরে অবতীর্ণ হয়, তাহার। তৃতীয় শ্রেণী তুচ্ছ। এ সকলের বিষয়েও আজি কিছু বলা আমাদিগের অতীত নয়। সমাজের এক দল যে ক্ষুদ্র কণ্টক আছে, তাহাদিগের গুণ বর্ণনাই এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ পাণ্ডাআরা সমাজকে একান্ত অনুধিত করিয়া তুলিয়াছে। উৎসাহ কেবল সমাজের নয়, গ্রামেরও কণ্টক। উৎসাহ অকর্ম্মার শিরোনাম। খোট অধিরিকা। আদালতে দুই চারিটা লাফ। দিয়া উৎসাহিগণ মনে এমন অভিমান জন্মে যেন উৎসাহ আদালতের সমুদায় জানে। আইন উৎসাহিগের আজ্ঞার বশবর্তী, বিচারের রীতি নীতি উৎসাহিগের কিছুই অবদান নাই। কোন মকদ্দমার বাদীর বা প্রতিবাদীর জয় পরাজয় হইবে হাকিম সী। দিলেই উৎসাহ তাহা বুঝিতে পারে। গল্পগল্পে লোকের নিকটে আপনাদিগের একমততার পরিচয় দিবারও জরুরি নয়। এইরূপে অজ্ঞান নির্কোষ বাস্তবদিককে বিমোচিত করিয়া উৎসাহিগের নিকটে বড় লোক বলিয়া পরিচিত হয় গ্রামবাসিগের পরস্পর কোন একরকম মনোমালিন্য জন্মিয়া দ্বিধাদের ক্ষুদ্র গাভ হইলে উৎসাহিগের কতক এক পক্ষ কতক অপর পক্ষে গিয়া যোগ দেয়। আপনারা পরামর্শ দিয়া উৎসাহিগকে আদালতে লইয়া উপস্থিত করে, মকদ্দমা বাধাইয়া দেয়। যে কয়দিন মকদ্দমা থাকে, উৎসাহিগের দক্ষিণ হস্ত বাপারির বড় তাবনা থাকে না। বৈর-নির্যাতনমিষ্ট নির্কোষেরা উৎসাহিগের মস্তাবস্থা হইয়া উঠে। উৎসাহ বাধা দলে তাহারা গুরু ব্যক্তির মায় তাহা

শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু আপনারা কীভাবে পা দেয় না। উৎসাহ আদালতে যায়, কিন্তু দূরে থাকে, সেই স্থান হইতে কুমন্ত্রণা দেয়। বিচারপতির নিকটে গেলে বাণীকর বলিয়া পাছে ধরাইয়া দেয় এই শঙ্কা আছে। একটু পীড়াপীড়ি দেখিলে কোথায় অন্তর্ধান হয়, কেহ তাহার অধিবন পায় না।

এই দুঃস্বাদিগের হস্ত চইতে গ্রামকে মুক্ত করিতে না পারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। আমরা পরামর্শ বলি যে যে গ্রামে উৎসাহ দুঃস্বাদিগের প্রাভুত্ব আছে, সেই সেই গ্রামের ভদ্র লোকেরা একত্বে হইয়া রাজপুরুষদিগকে এই কথা জানান, উৎসাহিগের হইতে গ্রাম ছাড়বার হইতেছে। উৎসাহি অদালতের মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করণ। উৎসাহিগের হইতে গ্রামবাসিরা কেবল অনুধিত নয়, দেশেরও লাভশয় হ্রাস হইতেছে।

—০১০—

রাজপুরের দারুণ চিকিৎসালয়।

আমরা বারুইপুরের প্রযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরির সংকার্যে উৎসাহ ও অধিবনয় দেখিয়া যার পর নাই শ্রীত হইয়াছি। তিনি কেবল নিজ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া সমুদয় জন নাট, রাজপুরেও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়াছেন। ১ লা জুন হইতে ১৭ ই জুলাই পর্যন্ত রোগির সংখ্যা ও ব্যয়ের কর্ম্ম এ লগ্নীতে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সমুদায়ে ৬০২ ব্যক্তি চিকিৎসার্থ আগমন করে। ১০৮ জন আরোপালাত করিয়া গিয়াছেন। ৪৮৪ জন চিকিৎসাধীন আছে। ১০ জন অজপস্থিত হইয়াছে। এই অল্প কাল মধ্যে ১০০ টাকার ঋণ বিতরিত হইয়াছে। চিকিৎসালয় স্থাপনের ১০ তত্ত্বাবধান বিতর্কে দাতব্য চিকিৎসালয়ে

লচর'চর যেমন ভাল ঔষধ ও ভাল ঋণ পাওয়া যায় না, এখানে বর্ষ প্রায়শ না হয়, রাজপুর যেমন স্থান, এই ঋণদালয় দ্বারা বিস্তর লোকের উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

—০১১—

রাজপুরের বিবরণ। (১)

রাজপুর বড়দা জিলার উত্তর। ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে বিনায়পুর। উত্তরে জলপাই গুড়ি। উত্তর পূর্বে কুচবিহার। পূর্বদিকে ব্রজপুর মহা গোরালপাড়া ও মরন লিংহ।

ইহার সর্বস্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রাশস্তা সমান নয়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব প্রাশস্তা অধিক দীর্ঘ। ইহার পরিমাণ ২৬ মাইল। একপ পূর্ব পশ্চিমে ৭ মাইল প্রস্থ। সমুদায়ে ভূমির পরিমাণ কল ৩৭৮৮ বর্গ মাইল।

সমুদায় জিনাটী সমতল। উত্তরাংশে বিস্তৃত বালুকার পরিসর। অবশিষ্ট ভূমি নিম্ন। মধ্যে মধ্যে বালুকা ও মৃত্তিকা আছে। জিলার মধ্যে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ঢালা ও বিল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব জিলার অর্ধ ২৭ বর্ষাকালে জলে মগ্ন হইয়া থাকে।

ব্রজপুর তিলা করতোয়া প্রভৃতি কর্ণাট নদী আছে। উত্তর মধ্যে ব্রজপুর ও তিলাতেই বারমাস নৌকা যাতায়াত করে।

জিলার মধ্যে বন অঙ্গল ও হিংড় জঙ্গল বড় অধিক নাই। উত্তম চাঙ্গ হয়। ধান্যই প্রধানকার প্রধান শস্য। পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে ইক্ষু অপব্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অংশে তুত জন্মে। উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ধান্য হুগুন, তমাক ও আদা বিস্তর জন্মিয়া থাকে। পাট জিলার সকল স্থানেই বিশেষভাবে পূর্বাংশে ও ব্রজপুরের কোম কোম চরে অপব্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। নীলেরও ভাল আছে। কিন্তু এখন উৎস পূর্বের মত হয় না। ইউরো-

(১) রাজপুরের প্রতিমিমা মাজিটেট ও কালেক্টর ই. জি. জেলিয়ার সাহেবের সঙ্কলিত রিপোর্ট অনুসারে লিখিত।

পীর ন্যায়কর নাই। এদেশীরাই উহার চাল করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা করা হয়, তাহাতে রঙ্গপুরে সমুদারে ২১৫০১৭৯ লোক স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২৯১ ৭৯১ মুসলমান ৮১৭১৭৯ হিন্দু এবং ১০০১ অন্যান্যধর্মাবলম্বী। এখানকার লোকের বুদ্ধি বড় ভাল নয়। মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্র অতি রক্ষণ। এখানকার লোকের উচ্চ শিক্ষা অন্য অন্তর্জিলায় ন্যায় নয় বটে কিন্তু অন্য অন্য জেলার সামান্য লোক অপেক্ষা এখানকার অধিকসংখ্য সামান্য লোকে সামান্য কণা লেখাপড়া জানে। ১০৩০ অঙ্কে জজ নেবেমিতাল জম সাংগঠনের যত্নে রঙ্গপুর ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। লর্ড বেটিন্ডের স্বয়ং রঙ্গপুরে গিয়া উহার কার্য আরম্ভ করেন। কর্মীদ্বারেরা এই বিদ্যালয়ের নির্মিত অংশ ক্রমে ২৫০০০ টাকা তুলিয়াছিলেন। কুচবিহারের রাজা একটি পাবা বাড়ী দেন। এখন আর এই বাড়ীতে স্থল হয় না।

রিপোর্ট লেখক রঙ্গপুরের প্রাচীনবাজার ইংল্যান্ডের অস্থলস্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভারতীয় যুদ্ধের অন্যতর বোঝা প্রসিদ্ধ ভগদত্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের ইংল্যান্ডের অস্থলস্থানে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্যতালভ অস্থলপর্যন্ত। রঙ্গপুর এই নামের যে স্থাপত্য করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সঙ্গম্য হইয়াছে। রঙ্গ অর্থাৎ আমোদ তাহার পুর স্থান। এ স্থাপত্য স্থল হারিণী হইতেছে না। আর একটি স্থাপত্য এই, ভগদত্তের এক কন্যার নাম গিরাহতী তাহার নামে পিরাবন্দ পরগণার এই নাম হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে রঙ্গপুর কানরগণের অন্তর্গত ছিল। বঙ্গোত্তরা নদী কামরূপ ও মৎস্য এই উভয় দেশের মধ্যস্থলের সীমা। মৎস্য দেশের নাম এক্ষণে বাঙ্গলা দেশ হইয়াছে।

রিপোর্ট লেখক প্রাচীনকালের চারি রাজবংশের বিষয় যে নাম করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে চারি এই, ১। পুরাণ কামরূপ ২। কুচবি

হার রাজবংশ। ৩। পূর্বাঙ্গার নগরের পাংসা বংশে অর্জেক চাকলেবোদার ও অর্জেক জল পাইণ্ডির অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে আদিও দ্রুত হয়।

অতঃপর মুসলমানরূপে জয় ও ইংরাজ অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারের যে যে বিশেষ ঘটনা হইয়াছে। সেগুলির সমারস্বতর উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রাখিল।

বিবিধ সংবাদ।

৩১ এপ্রিলের সোমবার।

লর্ড মেওর স্বরমার্থ কংগ্রেস ৫৩ জনের উদ্ভূত টাকা কি বণে ব্যয় করা হইবে, তাহা নয় লইয়া বড় গোলযোগ হইতেছে। রাজা কানীরাও বলিতেছেন, কলিকাতার নেটব হামণাভাল বাটী এই টাকা দ্বারা সম্পূর্ণ করা হউক এবং ইচ্ছাতে লর্ড মেওর একী প্রস্তাবের অর্ধ প্রতিশ্রুতি স্থাপিত হউক। কংগ্রেস ৪টন বলেন, এই টাকায় মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ একটি কলেজ স্থাপন করা হউক। পীচিহরিদের জন্য কোম পার্শ্ব প্রদেশে একটি আবাস নির্মাণ করা কংগ্রেস ওয়াটার হাউসের মত। বঙ্গদেশের ক্রিস্টিয়ানদিগের ডিউটি প্রাণ লজের সভ্যরা বলেন, "বঙ্গদেশের জন্য মেও ক্রিস্টিয়ান হল" নামে একটি বাটী নির্মাণ করা হউক। যাহার বাহ্যতে অর্ধ মধ্যস্থ আছে, তিনি সেই দিকেই টানিতেছেন, এমন অবস্থায় বাহ্যতে সমসামান্যের উপকার হয় এমন একটি বিষয়ে এই টাকা ব্যয় করা কর্তব্য। অম্বাংগের মতে এই টাকায় কাঞ্চি ধর্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া দরিদ্রগণের উচ্চ শিক্ষার উপায় বিধান করা হউক। অনেক বুদ্ধিমান দরিদ্র ব্যক্তির বুদ্ধি প্রতি শিক্ষা বিরহে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

কলিকাতা পোস্ট অফিসের বালমুদ্রক নামক যে পোয়দা রেজিষ্টার চিঠি প্রকৃতি হুরি করিয়াছিল সেগিরনের বিচারে উহার কঠিন পরিপ্রদেয় সম্বিত পাঁচ বৎসর কারাবও হইয়াছে।

তদা হাইতেছে পাবনার যে সকল

বিভোদী প্রকার মোম এম্বাং হইয়াছে, উহারদিকে গরুর অপর পাশে কোম জেলে প্রেরণ করা হইবে। মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া তি গন্ধাপার করিয়া দেওয়া হইবে?

বোম্বাইর চারি টান চিত্রামন স্ত্রী ও দুই পুত্র লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাই সকল বিষয়েই এ অঞ্চলস্থক পরামর্শ করিলেন। শশি বাবু সজীক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, ইনি সপরিবারে গমন করিলেন।

পারসের সাবা ইউরোপে মহা আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছেন, এদিকে সিরাজে অরাজক ক'ও সকল ঘটিতেছে। তথায় পুনরায় দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাবা ইউরোপে পাঁচের অধিক যে বিপুল অর্থ লইয়া গিয়াছেন, তদ্ব্যবহন তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেও দারো অনেক অরাজক ক'ও ঘটিবে।

এদিকে ভারতবর্ষে যাত্রাতে বহু বিবাহ উদ্বিগ্ন ব্যার ভাটার ডেউ করা হইতেছে, ও দিকে আমেরিকায় বহু বিবাহের জন্য একটি আইন করিবার ডেউ হইতেছে। অধিকতর বিষয়ের বিষয় এই, কলকাতার জীলোক এই ডেউ করিতেছেন। সেসচেসেসের কলকাতার জী লোক বহু বিবাহের জন্য একটি আইন করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাদের দৃষ্টিতে এই, তথায় জীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, আত্মব এক একজন পুরুষ কারোটি কারো জীকে বিবাহ না করিলে গলে না। তাহা হলেও বহু বিবাহের প্রতিবেদন না। বহু মনের জীলোকেরা জরুরি দ্বারা স্বাধীনিক্রমে করিয়া বিবাহ করেন এবং ইচ্ছা করিলে এক একজনকে পাঁচজনে বরণ করিতে পারেন। তাহাদের হইতে এ প্রকার উদ্ভাবন হইয়া বিস্ময়জনক হইবে।

একখানি ইউরোপীয় সম্রাটের পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্রাট টিউ ৩৬তে "হালিকা যেটো ডেউবে" নির্দেশিত হয়। পাঠকগণের শ্রম বশেই দুই দময় সন্তানদের কথা বর্ণিত হয় অর্থাৎ, এ হালিকা দুইটি সন্তান। বিশেষের মধ্যে এত উচ্চাঙ্গের পরস্পরের পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন। রেলওয়ে কোম্পানি বড় বিশেষে প্রতিষ্ঠাছেন, ইংল্যান্ডের নিকট হইতে এক গামি বা দুই খানি টিকেট লইবেন তাহিরা অঞ্চল হইয়াছেন। এ বিষয় ডাইরেক্টরিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। কোম্পানি যদি ইংল্যান্ডে আটাইয়া দিওণ বেতন দেন, দুই খানি টিকেট লইতে পারেন।

সম্রাট উইলিয়ম আজি পর্যন্তও সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইতে পারেন নাই, নীত্র যে হইবেন যে সম্ভাবনাও অল্প । দুখি ক্রান্তের আঁশ হাতে হাতে লাগিল ।

লাউলারেল ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাফাফান কালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা কমান করবা । তাঁহার মতে ৬০ হাজার সৈন্যই ভারতবর্ষ রক্ষার্থ পর্যাপ্ত । আমরা বরাবর সৈন্য সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি । আমাদের বিবেচনায় ৫০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য হইলেই পর্যাপ্ত হয় ।

ম্যাক্সিম গবর্নমেন্টে তথায় একটা কৃষি প্রশিক্ষণের জন্য ৮ হাজার টাকা দিয়াছেন ।

প্রিন্সিপাল বলেন, গবর্নমেন্ট এদেশীয় দিগকে ইংলণ্ডে রাজস্ব কমিটির নিকটে সাফাফান দিবার জন্য পাঠাইবার যে চেষ্টা করিতেছেন, কাঞ্চল সাহেব তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী । বিদ্যাপ্রকাশ হইয়া পড়িলে এই শঙ্কা কি বিরোধিতার কারণ ?

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ডেপুটি সেক্রেটারির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । ডেপুটি সেক্রেটারি কাঞ্চল সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজস্ব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া লিখিত পত্র দ্বারা যে রাজনীতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহাতে বরং বঙ্গদেশের শিক্ষা উন্নতি হইবে । সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি গবর্নর যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও ডেপুটি সেক্রেটারির পত্র দ্বারা উল্লিখিত অনুমোদিত হইয়াছে । কাঞ্চল সাহেবের বিবরণে এই পত্র প্রকাশ করিবেন, তাহা আশা করা যাইতে পারে ।

সেদিন চম্পারণের অন্তর্গত শালগ্রামপুরে হাঙ্গা হইয়া একটা খুন হয় । উক্ত গ্রামের বাবু রামমোহন সাহা নামক এক ধনী ব্যক্তি ইহার মূল । সাহরণের সেসিয়ন জজ উহার বাবজীবন দীপান্তর বাসের আত্মা বিয়াছেন । বাবু রাম গোলাম এই

আজ্ঞার বিকল্পে হাইকোর্টে আপীল করি যাইছেন । এই রূপেই ধনবান ও ঐবল লোকদিগের অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত উপায় ।

গত শনিবার মারিকেল ডাক্তার একটা পুকারিনীতে একটা বাঙ্গালি স্ত্রীলোক মরত্ন হওয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে । মরে অনেক দেখাইল । বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের একটা দৃষ্টান্ত সংবাদ পূর্বে শুনা যায় নাই ।

ইংরাজী সভাশ্রা ও ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি জ্ঞান পণ্ডিতদিগের আর তাদৃশ প্রভাব নাই, প্রাজ্ঞ শাস্তি কর্তৃক কাণ্ড ক্রমে উঠিয়া বাইতেছে, ভাষাধেরও অল্প জুটাইয়া হইয়া পড়িতেছে, যখন শিবের নীতিতে আর পূর্বের ন্যায় লাভ ভাব নাই, মধ্যে মধ্যে কোন কর্মকাণ্ড উপলক্ষে সূচি মণ্ডি হইতে, তাহারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল । অনেক আজি কালি কর্তৃক কাজ উপলক্ষে সাহেন বাওরান আরম্ভ করিয়াছেন । গত শুক্রবার জিরামপুরের বাবু গোপীকৃষ্ণ গোহাষী তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কলিকাতা বারাকপুর ও তৎকর্তব্যস্তী গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইয়াছেন । ফলারে বেশে আসিয়া সাহেবেরাও ফলারে হইয়া উঠিলেন ।

হিন্দু গেট্রিট কোন বক্তৃতা শুনিয়াছেন, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুসন হইয়াছেন । চিরকাল একরূপে থাকি ভাল দেখায় না ।

অন্যান্য বেশ অগণেক আমেরিকার আজি কালি অর্থের কিছু সঙ্কট দেখা দাড়াইতেছে । সাম্রাজ্য অধ্যাপক টিওলি আমেরিকার বক্তৃতা করিয়া চারিবারের মধ্যে ৪৬০০০ টাকা উপার্জন করিয়াছেন ।

জাভফোর্ড অসম্মতের সম্পাদক কটলেজ সাহেব রাজস্ব কমিটিকে ভারতবর্ষে আসিয়া রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । আমরাও বরাবর এই কথা করিয়া আসিতেছি । ভারতবর্ষে না আইলে কেবল ইংলণ্ডে বসিয়া ইংরাজ

দিগের এবং ইহা একজন এদেশীয়ের সাফাফানে প্রকৃত কাজ হইবে না । হিন্দু গেট্রিট মধ্যার্থ বলিয়াছেন, যে কয়েকজন এদেশীয়কে সাফাফান দিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাইবার কথা হইতেছে, তাহা-দিগের দ্বারা ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয় যে উত্তমরূপে ইংলণ্ডের জনসময় কইবে সে আশা অল্প । ফলেট সাহেব ও তাঁহার অনুচরগণ যদি তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ গাধন করিতে চান, তাহাতে উক্ত কমিটি এদেশে আসিয়া অনুসন্ধান করেন তাহাও উপায় বিধান কখন ।

পঞ্জাবের অন্যান্য সর্দার নেপাল সিংহের দৃষ্টান্ত হইতে । ইনি ইংরাজ-দিগের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন ।

১ লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ।

শুনা যািতেছে লেপ্টনেন্ট গবর্নর অন্যান্য স্থানের দায় কলিকাতাতেও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন চেষ্টা পাঠিতেছেন । এ নিমিত্ত তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটি হইতে অর্থ সংগ্রহের মানস করিয়াছেন । যখন লাড' অর্গাইল কাঞ্চল সাহেবের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতির অনুমোদন করিয়াছেন তখন আর ভাবনা কি ?

লক্ষী টাইমস বলেন, উক্ত নগরে চুরির এত প্রচুরতা হইয়াছে যে দিবা কালেও চুরি হইতেছে । টাকার অধিক হস্তাকর্ষ হইলেই দিন রাজি জ্ঞান থাকে না ।

মীরা ভগতে সংবাদ আসিয়াছে অনেক পেশোয়ারি পীড়া পীড়িত করিতে মোরার্টের আশুফ খের মাংস ভোজনের প্রত্যাখ্যান করিয়া বীকে নিজ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন । এইবার পৌরস্বয় তাহাকে নিজ পাণের ফলভোগ করিতে হইবে ।

পাঠকগণের অরণ্য থাকিতে পারে কিছু দিন হইল, একবার মুরাপানে মত্ত হইয়া ছাগল জমে নিজ লক্ষ্যমকে হত্যা করিতে আশেবাংবের সেসিয়ন জজ উহার মৃত্যু কাগদও দেন । বোধহয় তাহা কোর্টে আপীল করিতে উহার বাবজীবন দীপান্তর

বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। প্রকৃত পাণিগণ।
বিশেষনা করিয়া আঁপাণ করিও।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এবার আতি অল্প
ভূমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছে। গত
বৎসরে যে পাট আঁয়তালি এ বৎসর
তাঁহার পক্ষেই অধিক জমিবে না।

বেঙ্গল সেক্রেটারিওট হইতে ভারত-
বর্ষীয় গবর্নমেন্টের নিকটে এই মর্মে এক
পত্র গিয়াছে যে মারজিলিতে একবল বল-
টিয়ার সৈন্য প্রস্তুত করিবার জন্য লেপ্ট-
নন্ট গবর্নরের ইচ্ছা হইয়াছে।

মারজিলিও নিউস বলেন, সেদিন বর্ড
ম্যানের রাজার বড় বিপদ গিয়াছে। তিনি
ইউনিয়ন চ্যাণেলের নিকট দিয়া বাইতে
ছিলেন এমন সময় একটা বৃক্ষের এক বৃহৎ
শাখা ভাঙিয়া তাঁহার এত নিকটে পতিত
হয় যে আর একটু হইলেই তাঁহার মস্তকের
উপরে পতিত হইত।

যেহা কাল পড়িয়াছে তাঁহাতে আর
সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া কাজ বর্ধের
যো নাই। সেনিকার মাহাজ গবর্নমেন্ট
গেজেটে তত্ত্বতা পোষ্ট আফিসের ডেড
লেটার আফিসের জন্য একজন কেরানীর
নিমিত্ত বিজ্ঞাপন বেওয়া হইয়াছে।
তাঁহাতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে,
ইংরাজী হিন্দুস্থানী আরবী মহারাহ্ট্র
এবং ওজরাটী লিখিবার ও পড়িবার
ক্ষমতা চাই। বেতন ৩০ টাকা। যেহা
জানি দেখা বাইতেছে তাঁহাতে সর উইলি
রম জোঙ্গ না হইতে পারিলে আর ২০। ২২
টাকার একটা কর্খ পাওয়া চুপট।

একজন কুল ৪ টাকা মূল্যের একটি
খর্বজুরী এবং একটা ব্যাগ (উপরে ১০ টি
টাকা ছিল) চুরি করিয়াছিল বলিয়া
লিয়ার সাহেব কর্তৃক পরিঃদের সহিত
উহার ১ মাস কারাবও দিয়াছেন।

যেখপুরের রাজা গবর্নর জেনরলের
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শীত সমলার
অগমন করিবেন।

গত যে মাসে ব্রিটিশ জাহাজ হইতে ২১০-
৬১০ টাকার বাণিজ্য জব্বা আমদানী ও
৫২৭১৮২ টাকার বাণিজ্য জব্বা রপ্তানী
হইয়াছে।

কলিকাতা গেজেটে লিখিত হইয়াছে
এম এস ওয়াকোপ এবং আর এচ, উইলসন
সাহেব দুই বৎসর করিয়া বিহার লইয়া
ইংলণ্ডে বাইতেছেন।

ভারতবর্ষীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন বেওয়া
হইয়াছে, আগামী ২৪ এ জুলাই বৃহস্পতি
বার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

মুরগিবাধা পত্রিকার পাটিকা বাড়ির
অন্তর্ভুক্ত অিতপুর কুঠীর কর্খচারির যে
শোচনীয় অত্যাচার বৃত্তান্তটী এচারিত
হইয়াছে, আমরা অনুভব করি লেপ্টনন্ট
গবর্নর যেন তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টি
পাত করেন।

২রা আবেণ সুধবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিমিটস বলেন সেদিন
একজন মুসলমান দ্বিতীয়বার স্বর পরিগ্রহ
করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম পরীক্ষা এক
কন্যা সহিত পরিভাগ করে, পরে দুইজন
বন্ধু সঙ্গে করিয়া ঐ স্ত্রীকে ডবাইয়া মারি-
বার জন্য উহাকে এক মৌকায় করিয়া
গদার উপর লইয়া যায়। স্যামীর বাবজী
বন জীপান্তর বাস এবং ঐ দুই জনের ১০
বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।

এবার পুরীতে ৮০ হাজার শিশুর
বাঁজী হইয়াছিল, এ ভিন্ন পুরী ও কটক
লোক দরিলে আর ৪০ হাজার হইবে।
বাসের দুবাসস্থা এবং কর্তৃপক্ষের যত্নে
শীতা ও অন্য কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

ডেকু পুনরায় বারংবারীতে দীর্ঘ আধি
পাতা স্থাপন করিয়াছেন। এখন তাঁর ব্রজা
করা হইয়াছে তখন বেগ হয় ডেকুর এট
বার অস্তম কাল উপস্থিত।

দিল্লী গেজেট বলেন, উত্তর পশ্চিমাক-
লের লেপ্টনন্ট গবর্নর যাবনীয় ডিবিজনের
কমিসনর দিগকে বলিয়াছেন যে সঞ্চল
দ্রব্যক দেনীয় সেবাসলে প্রবেশ করিতে
ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নাম দেওয়া হয়।
ক'বেল সাহেব আজিও যে মৌনাবলম্বন
করিয়া আছেন?

বঙ্গদেশের মধ্যে বাধরগঞ্জে যেমন দান্য
অশেষ এমন আর কতখানি নয়। কিন্তু দিয়ার
লিখিয়াছেন, এবার উহার বৃষ্টির অভাবে

আত দান্য অর্ধেকের অধিক জমিবে না।
আমর দান্যেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।
এ সংবাদ অত্যন্ত অশ্রীতিকর সন্দেহ
নাই।

নীলকরেরা পুনরায় গা কাড়া দিয়া উঠি
তেছেন। আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের
একটা অত্যাচার সমাচার শুনিতে পাই-
তেছি। ৩রা আবেণের কৃষ্ণবাজার পত্রিকার
নীলকরের অত্যাচার বর্ণিত একখানি পত্র
প্রকাশিত হইল। প্রথম উদ্যমেই রাজ
পুত্রদিগের উহার উত্থলন করা কর্তব্য।
উহা যেন পুনরায় পূর্ণরূপ লাভ না করে।

আসামিয়ার বলেন, আসামে সেলফ
লইয়া আজিও বিবমণীভাণীড়ি হইয়া
থাকে। বাহাদিগের সহিত কোন একর
সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই এমন লোকেও যদি
সেলাম না করে সাহেবেরা অসন্তুষ্ট হন।
বাহারা সেলামের তিক্তক বোধ হয় তাহা
রাই অসন্তুষ্ট হয়।

অযোধ্যার শস্যানির মূল্য অত্যন্ত
বৃদ্ধি হওয়াতে তত্ত্বতা প্রধানতম কমিসনর
উহার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন। ইহার
কিছু পরেই বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে
শস্যের মূল্য অনেক কমিয়াছে।

সোরাড়ের আখুন্দের গৃহবিবাদ উপ-
স্থিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র মিতানগল
তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া ৫ শত সওয়ার
লইয়া যাবান্দে গিয়া শিবির স্থাপন করিয়া-
ছেন। আখুন্দের তাহাকে আনিবার জন্য
নানেক দূত পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু রতকার্য
হইতে পারেন নাই। আজি কালি লোকের
মন একান্ত খাবীনতাঁহর হইয়া উঠিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের দৌলত
পুর ও গোপালপুরের আঙ্গাণের ব্যবহার
দর্শনে লেপ্টনন্ট গবর্নর আজি দিয়াছেন,
যতদিন আবশ্যক হয় ততদিন মাসিক ১৮
টাকা ব্যয়ে তথায় ১ জন অতিরিক্ত পুলিশ
কনটেবল রাখা হইবে, আঙ্গাণদিগকে ঐ
ব্যয় দিতে হইবে। সিওডক সাহাবাজ
এবং মার্গেরও মাসিক ৫০ টাকা ব্যয়ে ৭
জন কনটেবল রাখিবার অনুমতি হইয়াছে।

আজি কালি এই এক দুতন দণ্ড প্রণালী
ব্যবহৃত হইয়াছে।

১২ ই জুলাই পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া
গিয়াছে তাহাতে জানা গেল বর্তমান রাজ
সাহী ঢাকা ইউরোপ পাটনা ভাগলপুর এবং
উড়িষ্যা বিশেষতঃ পুরীতে আরো অধিক
বৃষ্টির প্রয়োজন। যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে
চালের বিলম্ব উপকার হইয়াছে। বসন্ত
ও এলাউটা অনেক স্থানে আছে বটে কিন্তু
ক্রমে কমিতেছে। জ্বর বর্তমানে সমভাবেই
রহিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্যিত হইলাম
আগামী কলা জাতীয় নাট্যশালায় অধ্যক্ষ
গণ “কুকুমারী” নাটকের অভিনয় করি-
বেন, ইহাতে যে টাকা উঠিবে তৃত মাইকেল
মহুদেবন দত্তের পুত্রাবগকে ঐ টাকা
দেওয়া হইবে। বাহাদুরগের মাইকে-
লের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা আছে
তাহারা সকলেই এই অভিনয় দর্শন করিতে
যান এই বাহাদুরগের অনুমোদন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে পার্থক্যগণের
নোড্য করিতেছি একখানি দুতন মুদ্রিত
কপিল হর অম্বাদিগের হস্তত হইয়াছে।
জ্ঞানগো কুণ্ডা নিধানী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ
তর্কনিধি ইহার ভাষা রচনা করিয়াছেন।
সংস্কৃত লেখাটী অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

৩ রা আবেদন বৃহস্পতিবার।

এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি উৎসাহে
রাজস্ব কমিটীর নিকটে লাগু দিবার ইচ্ছা
করেন, গত সোমবার ঊর্ধ্বাধিগের আবেদন
পত্র সকল স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকটে
প্রেরিত হইয়াছে। কেও অব ইতিহাস বলেন,
বঙ্গদেশের ১৪। ১৫ জন আবেদন করিয়া
ছেন। ইহার মধ্যে একজন দেশীয় খুঁটনি
আছেন। একজন বাঙ্গালিও না কি গঙ্গাবি
গবর্নমেন্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং
লেফটেনেন্ট গবর্নরের ঘোষণা পত্র দ্বারা পাব-
নার প্রজা বিজ্ঞোহিতার শাস্তি হইয়াছে।
অতিরিক্ত পুলিশ তাবৎ বিজ্ঞোহী প্রজাকে
গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রজারা অল্প
অভ্যাচারে বিজ্ঞোহী হয় নাই, বরঞ্চ

মাথ দ্বারা উর্ধ্বাধিগের জমী মাণ
করিয়া দেওয়া হয়, দাস দ্বন্দ্ব পরিচর্যা
করিয়া এপ্রিয়েটে থাকার করিতে বলা
অমায় কর সকল প্রকৃত খাজনার ন্যায়
গণ্য করিতে বলা এবং ভবিষ্যতে গবর্নমেন্ট
যে সকল ট্যাক্স জমীদারগণের উপরে
ধরবেন সে সমুদায় দিতে বলা এত অভ্যা-
চারে প্রজারা বিজ্ঞোহী হইয়াছে। রথ্যা-
করটী উর্ধ্বাধিগের স্বত্ব চাপাইবার চেষ্টা হয়।
বাহা হউক এক্ষণে জমী সকল স্বার্থ রূপে
মাণিয়া দেওয়া হইতেছে এবং জমীদার
খাজনা দিতে অস্বীকার করিলে উর্ধ্বা
কেটে জমা দেওয়া হইতেছে। আমরা বলি,
জমীদারকে যথাযথী রাখিয়া প্রজাগণের
সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
নাকরিলে এ সকল অভ্যাচারের নিবারণ
সম্ভবনা অল্প।

পারিস রহস্য নামে এক খানি দুতন
কাব্যানুবাদ ২ মং অজুরদত্তের গলি মিনরী
বহু হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কেও রঙ্গপুর চইতে টেলিগ্রাফ পাঠিয়া-
ছেন, এবার তথায় রথ যাত্রায় ৪ জন হত
হইয়াছে। এই ঘটনা দ্বারা লেফটেনেন্ট গবর্নরের
বড় রথ তুলিয়া দিবার চেষ্টার সমর্থন করি-
য়াছেন। কেও রথের বিকল্পে এত লাগি-
য়াছেন কেন? পুলিশ যদি বিশেষ সতর্কতা
সহকারে কাছা করেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে
পারি কোন দুর্ঘটনাই ঘটিতে পার না।

উক্তপত্র ভারতবর্ষের মহাস্থানের বিষয়ে
লিখিয়াছেন, নবীনের স্বত্তর ও শাস্ত্রী ৫০০
টাকা লইয়া মহাস্থানের হাতে কন্যাকে সমর্পণ
করে। মহাস্থান কিছু দিন লুকাইয়া থাকিয়া
৫০০ নগরে পলায়ন করে। তত্বে কর্তৃপক্ষ
তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার
করেন। তাহার বলা, জিটিন ইতিহাস
বাহিরে গরবার গমন। নানাকোডের
হওনিয় হইতে পারে না। নবীনচন্দ্র যোগে
আবদোষ স্বীকার করিয়াছে তাহাতে দোষ
হয় তাহার অল্প মাত্র দণ্ড হইবে। উক্ত
পাত্তার জমীদার বাবু জরফত মুখোপাধ্যায়
(যেখানে হত্যাকাণ্ড হয় তাহা ইহার জমী-
দারী তুচ্ছ) মহাস্থানের বিকল্পে মকদমা চালা-

ইবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনেক সাধা-
করেন। আজিও টি আশ্রিতভাৱতাক-
থরের মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তির তার
একজন ডেপুটী কালেক্টরের উপর দিয়া-
ছেন এবং বর্তমানের মহাস্থানকে আর এক
জন মহাস্থান নিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে।
ভারতবর্ষের ভূমি, হইতে বার্ষিক ৪০ হাজার
টাকা আয় স্থির করিয়া উহার ইনকম ট্যাক্স
ধরা হইয়াছিল। এতিম বাজিদিগের নিকট
আয় আঁহা। তাহাতে প্রায় ৮০ হাজার-
সমুদারে ১২০ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা
আয় হয়। কেও উপসংহারে লিখিয়াছেন,
ভারতবর্ষের ভুক্তরা এই টাকার কতক অংশ
রাস্তা ঘাট ও বিদ্যালয়াদিতে দান করিয়া
ট্যাক্স প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা
করেন। যে সকল ব্যক্তি ভূমীবিদ দান দ্বারা
এই সকলের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন
উর্ধ্বাধিগের উদ্দেশ্য মত যদি কাজ হয়,
দেশের অনেক উপকার সাধিত হইতে
পারে। মহাস্থান দন লক্ষ্য করিয়া ইঞ্জিনিয়ারি-
তার কক দাড়াণের এ ইচ্ছা ছিল না।

৪ টা আবেদন শুক্রবার।

মাস্ত্রাজ পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর
একজন হেড কনস্টেবল ও একজন কনস্টে-
বল এক ব্যক্তিকে দোষ স্বীকার করাইবার
জন্য এত প্রহার করে যে উহার সেই দিব-
সেই মৃত্যু হয়। উর্ধ্বাধিগের বিচার হই-
তেছে। পুলিশ শ' কারিতরিতে গড়িয়াছেন
চোর ধরিতে না পারিলেও বিপদ ধরিতে
গেলেও বিপদ।

এদেশে সংবাদ পত্রের যেমন দুর্দশা
এমন আর কোথাও নাই। সম্প্রতি খটল
ওর কনসার্জেটিনের একখানি দৈনিক পত্র
বাধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন,
৭০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এদেশে
উৎসাহ নাই বলিয়া সংবাদ পত্রেরও তাদৃশ
উন্নতি নাই। এ সকল বিষয়ের উন্নতি স্বার্থ
সাধারণ।

ডাক্তার বর্দ্ধক বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের
স্বল্প সমুদে সর্দাত শিক্ষা দেওয়া উচিত।
সর্দাত শিক্ষা বিতে আরম্ভ করিলেই যে

কিছু লেখা পাঠা চাইতেছিল, তাহাতে জলাঞ্জলি দিবে।

নিম্নোক্তকোট বলেন, সে দিন বিল্লী নগরের কতকগুলি বোঝান দ্বারের সহিত কতকগুলি কুঞ্জের (ইংরাজী ভাষায় প্রাচীর লোক কুতুর মতো ইচ্ছাবের ব্যবসায়) দাঁকা হয়, এই নিমিত্ত এক দিবস এবং তাহার পর দিন ঐকাল পর্যন্ত সমুদায় বোঝান বন্ধ ছিল। তেপুটী কমিশনার ও অন্যান্য কর্মচারীদিগের যত্নে কোন চুচুটিয়া ঘটে নাই।

সম্প্রতি মাজাজে একটা মৃতদেহ ও কোঁড়-কাবছ মকদ্দমা হইয়াছে। এক ব্যক্তি টেবরা-হিক যত্ন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য এক খ্রীষ্টানের নামে মালীশ করে। ইতি মধ্যে অপর একজন মোচলকা দিয়াছে, সে ঐ খ্রীষ্টান প্রকৃত খামী। নতুন বাবু যে দাম্পত্য দণ্ড নির্দিষ্ট আইন করিতেছেন তদনুসারে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি করাই কর্তব্য।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

শিরনিয়র বলেন, সম্প্রতি মধ্য ক্রাচি ও গোরানিরের মধ্যবর্তী ইণ্ডো ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ লাইনের সমুদ্র গর্ভস্থ ভাগে একটা ছোঁয়েল মাছ জড়াইয়া বার, হাঁকরে উঠকে গাইয়া ফেলে। এই জন্য সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ ছিল।

লাভ ও লোভ হবুটি উত্কাযুতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শালন কাথোর অপর পর্যায় যে বেশ অমণ আসরা এতদিন তাকা জানিতাম না।

বিহার ভাগলপুর এবং ছোট নগপুরের আদালতে উর্দু রহিত হইয়া নাগরাকর ও হিন্দী চলিতেছে।

ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়নের কাবুলস্থ সংবাদমাতা লিখিয়াছেন, জনশ্রুতি এই আমীর সিয়াহ আলী পুনরায় ব্রিটিশ গবর্ন হেটকে বর্ধ এ সৈন্যের জন্য লিখিয়াছেন। তিনি বলেন রুশিয়েরা আফগান স্থানের সীমার ২০ কোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছে। সীত একটা যুদ্ধ ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমীর আরো লিখিয়াছেন রুশিয়েরা আর অগ্রসর হইতে

না পারি এজন্য ইংরাজদিগের কাবুলে এবং জেলালাবাদে এক কাটোনমেন্ট স্থাপন করা কর্তব্য। ইংরাজদিগের সম্বন্ধে কাবুলে নানা মতভেদ হইতেছে। কতকগুলি লোক বলিতেছেন ইংরাজেরা কাবুলে প্রবেশ করিলে পুনরায় ১৮৪২ অব্দের অভিনয় হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ইংরাজদিগের কাবুলে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, কাবুলে ইংরাজদিগের শাসনাধীন হর বিতীর দলের ইচ্ছা। তাহার কারণ বলেন, বর্তমান রাজার অভ্যুত্থান ও শীঘ্রমুখে ইংরাজদিগের শাসন থাকিলে অধী হওয়া থাকিবে। অন্যের অধিকার অংশে ইংরাজ অধিকারে যথ আছে এ কথা মিথ্যা নয়।

গত বুধবার বেলিয়াঘাটা খালের উত্তার রতন বাবুর ঘাটে একটা ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ৮ জন মেলে ৪ খানি নৌকা মাছ ধোয়াই করিয়া যাইতেছিল। উক্ত ঘাটের নিকটে আসিয়া মাত্র অগবন্ধু সান্যাল নামক এক ব্যক্তির আক্রমণে ৪ জন লাঠিয়াল উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যু ও অনান্য জিনিষ পত্র লইয়া উহাদিগকে করোম করিয়া রাখে। পুলিশে সংবাদ মাও হাতে ইনস্পেক্টর আসিয়া উহাদিগকে মুক্ত করেন এবং আক্রমণ কারিদিগকে হাজতে দিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করি তেছি, অ'জুর্জের সার সংগ্রহের তৃতীয় ভাগ ও বামাবোধিনীর নবম ভাগের ১০১ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্যামশুভ্রের মনোযোগিনী নামে একটা খ্রীলোক কুস্তরিত্ত বলিয়া তাহার খামী তাহার সর্ভাক্ষ গোড়াইয়া দেয়। খ্রীলোকটি অভিযোগ করিতে ডিকেন্স সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ৩ বাগ কাটান ও দিয়াছেন। দণ্ডদান কালে বলিয়াছেন তাহার খ্রী পাড়াপীড়িত করিল না বলিয়া ৩ বাগ মেয়াদ হইল নতুবা ৬ বাগ মেয়াদ দিতেম। কি মুখতা! এতটা নিষ্ঠুর কাণ্ড না করিয়া ঐরাপ খ্রীলোককে ত্যাগ করিলেই এ সমুদায় আপদের শান্তি হয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪ টাকা সিফা	১০৪৮/—১০৪৮
৪ " কোং	১০৪৮/—১০৪৮
৪৪ " "	১০৪৮/০
৪৪ " "	১০৪৮/০
৪৪ " "	১০৪৮/—১০৪৮
৪৪ " "	১১১৮/০—১১১৮/০

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই জুলাই। সেক্টরীসবার্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, জেনারেল বক্ষমান আগষ্ট মাসে আসিয়াছে প্রত্যাপন করিবেন।

লণ্ডন ১২ ই জুলাই। কলে ১৮৬০ অব্দের সম্মত অনুসারে সকল রাজ্যের সহিত একটা বানিজ্য সংক্রান্ত সম্মত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পারস্যের সহিত সম্মত লণ্ডন ১৮৬০ হাজার সৈন্যের কাণ্ডাজ হইয়াছে। এখন পর্যন্তও ফাঙ্গে যে সকল জর্মিন সৈন্য অবস্থিত, পরিত্যক্ত তাহার প্রস্তাব করিতেছে।

গত কল্যাণ্ডিনবার্গ ডিউকের সহিত গ্রাণ্ড ডচেস মেরি আলেকজান্ডারের বিবাহ যথাক্রমে হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী সংবাদপত্র সমুদয় ইহাতে অত্যন্ত আলাদা প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই জুলাই। কালিষ্টিকিগের সর্দার সেবলস ও হাজার সৈন্য লইয়া সেনাপাত কল-রিনেটের অধীনস্থ ভাবৎ রিপাবলিকান সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছে। সেনাপতি কলজানিও হত হইয়াছেন।

পারিস ১৪ ই জুলাই। গত শনিবার জাতি সাধারণ সভার আধবেশনে সভাপতির মধ্যে মহা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই জুলাই। ব্রিটিশ সৈন্যগণ এল-মিনি অববোধ করিয়া জালাইয়া দিয়াছে এবং ৩ হাজার আশান্তিকে পরাস্ত করিয়াছে। ৩ হাজার আশান্তি পুনরায় আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা কম।

বিহার খা। রুশিয়ান অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। সেনাপতি বক্ষমান তাহাতে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন এবং যত দিন রুশী-রামেরা থাকিবে তত দিনের জন্য এতটা শাসন সংক্রান্ত কাউন্সিল নিযুক্ত করিয়াছেন।

খা। দাস জয় বিক্রয় ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই জুলাই। পারস্যের সাহায্য সম্মত পারিস নগর আলোকিত করা হইয়াছিল।

কাজান ঠৈন্যে মখাল খরিদা অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিল।

লগুন ১৭ জুলাই। বোম্বাইর পারসি পার সোর সাহার নিকটে যে আবেদন করেন, সাগা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন। তিনি নিজ রাজ্যে প্রস্তাবগমন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যদি তাহাদের আবেদিত বিষয় সত্য হয়, তাহার নিষারণ করিবেন।

ক্রিয়াকার্য্যের রাজকন্যা হাইরা পানি গ্রহণাধী হইয়া কোশেন চেগেনে যাইতেছেন।

—২—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

চাকার সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার লত কিছুদিনের জন্য বাবরগঞ্জ বদলী হইলেন। ফরিদপুরের সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু মতেন চন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেনীর মার্জিটেটের কমতা পাইলেন।

ক্রিয়াকার্য্য, রাইলাও সাওতাল পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার হইয়াছেন। ইনি তৃতীয় শ্রেনীর মার্জিটেটের কমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চট্টগ্রামে আটকনিক মার্জিটেট হইয়াছেন এবং তৃতীয় শ্রেনীর মার্জিটেটের কমতা পাইয়াছেন—

ক্রিয়াকার্য্য ম্যাকলিন বাবু কেদ্রগোবিন্দ রায়, উইগাম, চারিফ চৌধুরী ও নামিজি রায়। মোলবী নজির আলী।

আর এম. ওয়ালার বাবুফার মার্জিটেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন। কিন্তু আশাতত্ব উৎসে দ্বিতীয় শ্রেনীর জাইন্ট মার্জিটেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ডবলিউ এচ, পেজ দ্বিতীয় শ্রেনীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার হইয়া মানকুমার হইলেন।

ফরিদপুরের সহকারী মার্জিটেট ও কালেক্টর ক্রিয়াকার্য্য এক ডবলিউ ব্যাডকক সাহেব পূর্ণিয়ার সহকারী মার্জিটেট ও কালেক্টর হইলেন।

ক্রিয়াকার্য্য, বেগান সাহেব রেবেলিউ বোডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

২৪ পরগণার সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সি.ই. এক টিবিয়ার সাহেব পাটনায় বদলী হইলেন।

১৫ ই জুলাই। তৃতীয় শ্রেনীর সব আস-ক্রান্ত সার্কিম চন্দ্রকুমার গুপ্ত কটরাবিতপে এবং তত্ত্বা দাঁতবা চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

বিহার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ ই জুলাই। জিগুবার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু দ্বারকানন্দ তত্ত্বা দাঁতবা দ্বিতীয় শ্রেনীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

১৪ ই জুলাই। পালানৌএর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার উক্ত উপবিভাগের সুবভিনেট জজের কমতা পাইলেন।

এ. ম্যাকজি বঙ্গদেশীয়
গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত
সেক্রেটারি

—৩—

আমাবিগের বাইটখরছ সংবাদ.

সাতা লিখিয়াছেন।

১। আমরা অনুকল্প হইয়া কথা একটা অধিকারের বিষয় সাধারণে একাল করিতেছি। এটা পিকানিতাগের কার্য্য রিশু-জ্বালার অন্যতম উদাহরণ। অগ্নীয় স্কুল ইনস্পেক্টর মহাশয় মর্টী'ন সাহেব টাকা বিভাগ হইতে যেদিনীপুর বিভাগে বদলী হইলে তাঁহার স্মরণার্থ মাণিকগঞ্জের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পরিদর্শনাবলি বিদ্যালয় সমু-চ্চের মধ্যে “মর্টী'ন স্কলারী'প” নামে এক-কটা ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গবিদ্যালয়ের (ইংরাজী স্কুলের বঙ্গবিভাগও ইহার মধ্যে গণনীয়) দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রগণ একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এক বৎসর কাল মাসিক দুই টাকা হিসাবে এই বৃত্তি পাইয়া থাকে। গত ১৮৭০ সালে অজ্ঞতা স্কুলের জটনক ছাত্র সবিশেষ প্রতিপত্তি সন্তকারে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত বৃত্তি পাইবার উপযোগী হয়। বহুদিন হইল, মাণিকগঞ্জের তুতপূর্ন ডেঃ ইনস্পেক্টর ক্রিয়াকার্য্য বাবু মোহনচন্দ্র বসাক এক সময়ে স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া উল্লিখিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে ছয় মাসের বৃত্তি বহুপ ১২ টাকা প্রদান করিয়া দান। কিন্তু বর্ষশেষে ১২ টাকা উহাকে অদ্যাপি দেওয়া হইতেছে

না। এটা নিরতিশয় বিষয় ও ক্ষেত্রে, বিষয় সন্দেহ নাই। এই ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হয়। প্রায় তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইল অদ্যাপি বৃত্তির টাকা প্রদত্ত হইতেছে না কারণ কি? স্কুলের শিক্ষক এবিষয় ইমা-নীত্বন ডেঃ ইনস্পেক্টরকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন ফল দৃষ্ট হইতেছে না। আমরা নির্দ্বন্দ্বসহকরে ডিরেক্টরকে প্রস্তা-বিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। শ্যামালকর বাবু একজন পিকারী রাখিয়া এঁদের মধ্য উপকার সাধন করিতেছেন। পিকারী কর্তৃক একদিনের মধ্যে দুই বাজ হত হইয়াছে। শেষ বারের নিহত ব্যাত্রী নিত্যন্ত ভরানক। ইহা দেখিয়াও প্রেমবাগিনের অঙ্গুল পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়।

৩। পদ্মা ক্রমেই খাঁর সংহার দৃষ্টি ধারণ করিতেছে। কএক দিন হইল ১২ জন আরোহী পূর্ণ একখানি নৌকা পদ্মাপার হইতেছিল, মধ্যাহ্নে আসিয়া নৌকাখানি হঠাৎ অলময় হয়। আরোহীগণ নৌকার ছাত্র ধরিয়া জোড়োবেগে তাসিয়া বাইতে থাকে। অবশেষে কামাত্তরীণ মুকতি, বলে ইহাদিগের অনেককেই ফুল পাইয়াছেন। কেবল কএকজন হতভাগ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় ইহারা সর্জনশিনী পদ্মার কুপিত হইয়াছে।

আমরা পুনর্বার বলিতেছি একপ অবধি মেইল পার করিবার উত্তম বন্দো-বস্ত করা উচিত। নদী যেমন ভরানক হইতেছে, তাহাতে সামান্য নৌকার যেইল পার করা নিত্যন্ত অপরাদেশিদ্ধ। এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ বিধান না করিলে অনেককে অনেক সময়ে ক্ষতি এত হইতে হইবে। একগে যে কুজায়তন তীয়ার ধান প্রত্যাহ টাকা ও গোরালাকে সাতারিতে করিতেছে, বর্ষা সময়ে সেইরণ একখানি তীয়ারে বেহল পার করা অধিকের মধ্যে।

দান্য স্থান লোম হর্বণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়া পাবনার বিজোহ উপশান্ত হইয়াছে। বিজোহের অধিনায়কদিগের প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা কত্তব্য। আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি, একটা কমিশন নিযুক্ত

করিয়া এবং ঘটনার তুল্য ব্যতির কখন। সমা-
লপত্রসমূহ সংকলিত করিতেছেন মিডিয়া-
গের ন্যেয়েন সাংঘেব জমীদারগণের উপর
নির্ভর চট। ইহার কারণ কি? বিভাগীয়
কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞান ঘটনার ঘটনা দেখিয়া
গাংত্রাখান করিলেন না কেন? মধ্যপুলি-
য়ের সব ইনস্পেক্টর এই দুই ঘটনার বিষয়ে
রিপোর্ট করিলেও শাসন কর্তৃপক্ষের ঘটনা-
স্থলে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত না হইবার কারণ
কি? অনুসন্ধান করা বিধেয়।

৪। প্রত্যাহারী লেখা সাক্ষ হইলে
কর্তৃক একটি বিষয় আদালতের মনোমধ্যে
উত্তিত হইল। যেসময় উপস্থিত ব্যক্তি
এই প্রত্যাহারীকে মিথ্যার নিষেধ হই-
য়াছে, তাহাদিগকে সাহায্যবান করা
বিধেয়। অত্যাচারকরক প্রজা ও স্বাধীন
জমীদারগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ
করিয়া উক্ত উপস্থিত জমীদারগণকে দেওয়া পরা-
পরামর্শ বিবেচনা নয়।

প্রেরিত।

মান্যব্রতী যুগ্ম সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

মহাশয়! রোমীয়া সমুদ্র নিউমা যুদ্ধে
সমুদ্র বোম্বের প্রাণ বিনাশ অণেকা এক
জন প্রজার জীবন রক্ষা প্রেরিত জ্ঞান
করিতেন। ইহাতেই তাঁহার সুপ্রজা পালিন
অনুমিত হয়। যে রাজা অভিহিত বিবেক-
শূন্য না হন, তিনিই নিউমার অলঙ্ঘিত
রাজনীতির উৎকর্ষের সম্পূর্ণ অনুমোদন
করেন সন্দেহ নাই। আমাদের ভারতবর্ষীয়
ইংরাজ গবর্নমেন্ট যে প্রজার প্রতি যে
শূন্য আমরা একথা বলিতে পারি না। ২৪
দুর্ভাগ্য পরাধিকৃত অসত্য জনজীবনের
হাসি ব্যবসায় নিবারণ জন্য স্বাধীনতা সঙ্-
গ্রহে যত্নশীল, সেই লোক হইতবী, ইংরাজ
রাজপুত্রেরা যে স্বাধীনতার ভারতবর্ষ
বাসিন্দার হৃৎকোষে উৎসাহিত, স্থির চিত্তে
উর্ধ্বা ও উচ্চাভিলাষে পারি? কিন্তু তাঁহার
হারা ও ন্যেপারতা স্বাক্ষরিত বহুতই হইল
না, তাঁহার কার্যভারত হইয়া চাই।
অন্যান্য তত্ত্বাবধিত হওয়াহুও কখন উচিত

কল প্রসবিনী হইতে পারে না। আমাদের
গবর্নমেন্ট মহাশয় ও ন্যেপার হইলেও এতদ
দীর্ঘস্থায়ী যে, দুর্ভাগ্যবশত ভবিষ্যত হইয়া
না গেলে প্রায় অলসেবের উদ্যোগ করেন
না। বঙ্গদেশে স্থানি প্রদান, কৃষকেরাই এ
রাজ্যের জীবন রক্ষা করিয়া স্বাধীনতার জমীদা-
রেরা দৈনন্দিন প্রহারে সেই বঙ্গ নিভেজ
ও ভয় করিয়া ফেলিতেছে; সমগ্র দেশটি
হতভী ও বিনীত হইয়া উঠিতেছে; দেশের
মঙ্গলার্থের চিন্তা করিয়া অরত হই-
তেছে; কিছুতেই তাঁহাদের দীর্ঘস্থায়ীতা
সংহার হইতেছে না। ইহা সত্যতঃ গবর্নমেন্টের
লজ্জাকর কলঙ্ক সন্দেহ নাই।

ইংরাজ গবর্নমেন্টের আর একটি দোষ
এই যে, এতদোষ নিম্ন শ্রেণীর উপস্থিত বিচার-
কের পক্ষে বিবরণ। একজন অধীন
বিচারপতি যদি সমগ্র বিদ্যা বুদ্ধ সম্পন্ন
নিরপেক্ষ গুণসম্পন্ন ও মঙ্গলবলের অবস্থায়
হন, আর উৎকৃষ্ট মীমাংসা যদি নথী মাজা
বলম্বী আপীল আদালতের বিচারপতির
মস্তে সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয়, তবেই
তাঁহার অসম; পক্ষে বিবরণ হইবে না,
অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তৎসম্রাট
ধ্বংস করিতে হয়। আপীল
আদালতের বিচারপতিরা বিদেশীয় ও
বিভিন্ন অবস্থায়; এদেশীয়ের সঙ্গে
তাঁহাদের সম্মততা অসম্পূর্ণ। যে দেশে
শেষ মীমাংসকের অবস্থা এইরূপ, যে
দেশের প্রবল অত্যাচারিত যে নিরত লোক
করিয়াও হও বিধির চক্ষে তুলি নিক্ষেপ
করিতে সমর্থ হইবে, অসমর্থ কি? যে
বিদেশ উপলক্ষ এ পর্যন্ত প্রচুর রাখিয়া
সাধারণে বলিতেছিলাম, তাহা মঙ্গল
রাষ্ট্র উপস্থিতগীর বিচারালয় সংস্থাপন।

১। প্রায় সকল জেলার অণেকা
গণতা জেলার প্রজারা সমগ্র দুর্ভাগ্য
ও প্রবল কষ্টক উৎপীড়িত। এজেলার
মঙ্গলবলের স্থানে স্থানে উপস্থিতগীর বিচার-
ালয় নাই। এ নিমিত্ত দুই প্রজাদের
উপকারার্থ গবর্নমেন্ট হইতে মঙ্গল রাষ্ট্র
প্রতিষ্ঠা স্থানে করেদী পুরোক্ত প্রকার
বিচারালয় প্রতিষ্ঠা হইতেছে।

অন্যান্য স্থানগুলিতে কিরূপ হইতেছে
নিশ্চয় বলিতে পারি না; মঙ্গল রাষ্ট্র
বিচারালয় সংস্থাপনের পূর্ণ হইতে কয়েক
বার উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্য
প্রজাদের অদৃষ্ট জন্মে গবর্নমেন্ট এতদ দীর্ঘ-
স্থায়ী যে, কয় বৎসরেও এই কার্যটি হইয়া
উঠিল না; তাল পত্রাণের ন্যায় এজলিত
হইয়াই গাঢ়ে নির্ভর হইয়া যায়। সমগ্র
সম্রাট বঙ্গ দুর্ভাগ্য সম্রাটের কষ্টক পিষ্ট ও
কষ্ট-গর্ভব হইতেছে; ইংরাজ জাতির
কলঙ্ক ক্রমশই বর্ধিতকলবের হইতেছে;
কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের ক্ষিপ্ৰকারিতা
অবিরত হইবে না। কখন একটি বিচারালয়
বাতি নির্মাণের প্রজ্ঞা হইতেছে;
কখন অসত্য কলঙ্ক অফিসটি জর
করিবার কথা হইতেছে, মধ্যে একবার
মাননীয় লেফটেনেন্ট গবর্নর মহোদয়ের জ্ঞান
উপলক্ষে এস্থান হইয়া গিয়াছিল, আমরা
অবিরত হইলাম বুঝি তিনি অচ্যুত দেখিয়া
মঙ্গলরাষ্ট্র পরিবর্তে স্বাধীনতা স্থাপন
মনোনিবেশ করিয়া যাইলেন এবং অবিলম্বে
বিচারালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিলেন। কিন্তু
প্রজাদের দুর্ভাগ্য কি অপরিবর্তনীয়? কয়েক
সাহেবের স্বস্বদর্শিতা ও ক্ষিপ্ৰকারিতাও
তাঁহার নিকট মত কখনও করিল।

—৩—

সম্পাদক মহাশয়! আগস্ট ১০ ইংল
দের পত্রিকার “কার্যস্বাভি পূত্র না
করিয়া?” এই প্রস্তাবে “অন্য জাতির
পুজা লাভ তাহাদিগের (কার্যস্বাভিগের)
এখনি আছে। তাঁহারা (কার্যস্বাভি) আশ্রয়
দিত্ব এদেশের সকল জাতি অণেকা সকল
বিধেই সর্বপ্রধান।” এই লেখাটি এবং
২৪ই আগস্টের পত্রিকার বিবিধ সংবাদভুক্ত
“ইংল কোম জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা
জানি না। অতএব কার্যস্বাভি ও ইংল উভয়ের
কে প্রদান আমরা তাহা স্থির করিতে পারি
লাম না।” এই লেখাটি পাঠ করিয়া নিতান্ত
বিস্মিত ও হুঁশ্বিত হইলাম। যদি একজন
সামান্য লোক এই কথা বলিত তবে আমরা
কিছুমাত্র হুঁশ্বিত হইতাম না। কিন্তু অণ-
নার মত একজন বিজ্ঞানকের মুখে ইত

অসম্ভব উক্তি শুনিতে কাহার না মুখে উপস্থিত হয়?

মধ্যে মধ্যে আপনাদি সৌম্যকালে যত্ন যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের কথা লগ্না বচন উদ্ধৃত দেখিয়া সাধারণতঃ মনে করিয়াছিলাম, আপনাদি একজন হিন্দু শাস্ত্রের মর্যাদিত লোক। কিন্তু আপনাদি পুরোক্ত বাক্য কর্তী আদ্যাদিকে তদ্বিবয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান করিতেছে।

“যন্যন্যজাতির পূজাতীলাত তাঁহাদিগের (কার্যদিগের) এখনি আছে” ইত্যাদি এবং বৈদ্য জাতি কোন জাতির অন্তর্গত তাহা আমরা জানি না। (১) ইত্যাদি লোকা যে আপনাদি কতদূর শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও সহনশীলতার পরিচায়ক বলিতে পারি না। ইহাদি ধর্মশাস্ত্রে আপনাদি দৃষ্টি নাই আমরা এতদু বলিতে পারি না, অবশ্য দৃষ্টি থাকিতে

(১) বৈদ্য জাতির মূল্য অস্বাভাবিক। বাল্যেই আমরা একথা কহিয়াছিলাম। বৈদ্য জাতির যে মূল স্থির নাই, পত্রপত্রের নিকট লেখা যেই তাহা সঙ্গম হইতেছে। পত্র পত্রক বলেন অর্ধে আর বৈদ্য এক। কিন্তু যত্ন যাজ্ঞবল্ক্য ও ভারীত তাহা বলেন না। মল্ল ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণের ঊর্ধ্বে বৈদ্যের গর্ভে অর্ধে ভগ্ন এবং করিয়াছে। অগ্রগোময় সঙ্ঘঃ প্রবাসীর বিষয় বার বিবেচনা করা যায়, মল্ল ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে অর্ধে বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কত্রির অপেক্ষা নিকৃষ্ট ইহাই প্রতীকমান হয়। তাহার প্রমাণ এই, ব্রাহ্মণ হইতে কত্রির গর্ভে যে মুর্খবাসিকের জন্ম হয়, সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও কত্রির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ প্রতীতিতে অর্ধে যে কত্রির অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাই সঙ্গম হইতেছে। যাহা অর্ধেক কত্রির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়, তাহা হইলে সে মুর্খবাসিক মূল্য ভবিষ্যৎ হইল। অর্ধে ও মুর্খবাসিক মূল্য পদস্থ, বোধ হয়, হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র কোন ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন না। পক্ষান্তরে ভারীত বৈদ্যকে কত্রির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্বারা সঙ্গম হইল, পত্রপত্রের অর্ধে ও বৈদ্য এক নয়। কোন কোন বৈদ্য উপনীত ধারণ করেন আর কোন কোন বৈদ্য ধারণ করেন না। এতদ্বারাও প্রমাণ হইতেছে বৈদ্য জাতির মূল্য নির্ণয় নাই।

পারে, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি থাকিতেও যে আপনাদি এতদু লিখিয়াছেন ইহাই আমরা সহসা প্রত্যয় করিতে পারি না।

বৈদ্য জাতি কার্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তাহা প্রায় অসম্ভব সকলেই অনাগত আছেন, কেবল আপনাদি অনাগত। ইহাও অনাগতের বিবরণ। বাহ্য হউক, মর্যাদি ধর্ম শাস্ত্রের অর্ধে জাতিই যে ব্রাহ্মণ্যভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবসার দ্বারা “বৈদ্য” নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং বৈদ্যশব্দ যে চিকিৎসক শব্দের পর্যায়সম্বন্ধ মাত্র তাহা শাস্ত্রব্যবসারি যাহাওই অনাগত আছেন, উহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

সেই অর্ধজাতি ক্রমে উৎপন্ন হইল এবং তাহার কার্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না, এই বিষয়ের কয়েকটি প্রশ্ন নিম্নে প্রদর্শিত হইল। তদনুকরি এতদু আপনাদি সংশয় অপনীত হইবে।

অর্ধে উৎপত্তি বিষয়ে মল্ল কহিয়াছেন। “ব্রাহ্মণবৈদ্যকন্যায়ামমর্ত্যো নাম জায়তে। নিবাহঃ শূদ্রকন্যায়ামঃ পারশব উচ্যতে। পরিণীতা বৈদ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অর্ধে বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রজাতকে নিবাহ বলা যায়। যাহাকে পারশবশব্দে বলে। (১)

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—

“ব্রাহ্মশূদ্রবাসিকোহি কত্রিয়ারাং বিশঃ স্ত্রিয়ারাং। অর্ধঃ শূদ্রাং নিবাহো জাতঃ পারশবোহপিবা।”

ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা কত্রিয়ারে মুর্খবাসিক এবং পরিণীতা বৈদ্যাতে অর্ধে এবং পরিণীতা শূদ্রাতে নিবাহ উৎপন্ন হইয়াছে, যে নিবাহ পারশবশব্দেও অভিহিত হয়।

পারশব কহিয়াছেন।

“বৈদ্যারাম ব্রাহ্মণ্যজাতোহমর্ত্যোহি মুনিসত্তম।

(১) জীহুত ভরতচন্দ্র বিরোদিত কৃত দ্বাদা পাজুবাদ।

ব্রাহ্মণ্যমঃ চিকিৎসার্থং নিখিটো মুনিপুত্র ইবা।”

যে মুনিসত্তম। ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা বৈদ্যাতে অর্ধে উৎপন্ন হয় মুনিগণ কর্তৃক এই অর্ধজাতি ব্রাহ্মণবিগের চিকিৎসার্থ নিখিট হইয়াছে।

অর্ধবিগের যে বিজ্ঞান আছে তদ্বিবয়ে মল্ল কহিয়াছেন।

“সজাতিজানন্তরজাঃ

যটু হুতাদিঅধর্মিণঃ।

শূদ্রাণাম সধর্মিণঃ

সর্বেহপাংসজাঃ শূদ্রাঃ।”

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, কত্রিয়ার কত্রিয়ারাজাত সন্তান, বৈদ্যের বৈদ্যাজাত সন্তান এইতিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে কত্রিয়ারাজাত ও বৈদ্যাতেজাত এবং কত্রিয়ার হইতে বৈদ্যাতে উৎপন্ন, এই তিনটী এই ছয় সন্তান বিজ্ঞানবিশীল হয়, এজন্য ইহারা উপনয়নাদি বিজ্ঞান সংস্কার যোগ্য হইবে। যাহারা প্রতিলোমজ্ঞ বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হুতাদিঅধর্মিণঃ উহারা শূদ্র ধর্ম হয় অর্থাৎ উহাদিগের উপনয়ন সংস্কার নাই। (২)

মুনিবর ভারীত বলিয়াছেন।

“অন্ধা মুর্খবাসিকশ্চ

বৈদ্যাঃ কত্রিবিশাবশি।

অমী শক বিজ্ঞা এবং

যথা পূর্জক গোবরং।”

ব্রাহ্মণ, মুর্খবাসিক, বৈদ্য, কত্রিয়ার, বৈদ্যা এইপক বিজ্ঞানজ্ঞক এবং ইহারা যথাপূর্জ গোবরাদিত, অর্থাৎ প্রথম ব্রাহ্মণ, তৎপরে মুর্খবাসিক, তৎপরে বৈদ্য, তৎপরে কত্রিয়ার এবং তৎপরে বৈদ্য।

পুরোক্ত অধিবাসিকমূল্য দ্বারা বৈদ্য জাতির বিজ্ঞানিত্ব উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে এবং উৎপত্তিকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহাদিগের বর্ধিষ্ণুতাও বিজ্ঞানিত্ব অসুত্রেই চলিতেছে। তাহাদিগের (বৈদ্যজাতির) উপনয়ন সংস্কার আছে এবং বৈদ্য পীঠে অধিকারিতা আছে। সম্পাদক মহাশয় কি কোন আছে কার্য

(২) জীহুত ভরতচন্দ্র বিরোদিত কৃত দ্বাদা পাজুবাদ।

জাতির ঐক্য কোন অবিকারিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন ?

উপনয়ন সংস্কার কিম্বা বেদাদি পাঠে অধিকারিতা দূরের কথা, বাহাদিগের বেদাদি প্রবেশে অধিকারিতা নাট সেই কারণে জাতি বৈষ্য অণেকা শ্রেষ্ঠ কি নিম্নতম ভবিষ্যে সম্প্রদায় মহাশয় অনবগত, ইহাই সমদিক বিষয় জনক !

বৈষ্যজাতি যে বৈষ্য ও ক্ষত্রিয় হইতেও শ্রেষ্ঠ তাহা মুনিবর দ্বারীতের বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। বৈষ্য ও ক্ষত্রিয়ের যে জাতিগত কত প্রভেদ তাহা বোধহয় সম্প্রদায় মহাশয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন।

উপসংহারকালে আরএকটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। সম্প্রদায় মহাশয় যে বৈষ্য ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত জীহুক বাবুরামস্বামীর সেনের উপর তার সমর্পণ করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য কি ? নিরপেক্ষ ত্রাঙ্ক জাতিতে কি ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ও পুরা-তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা লোক ছিল না ? যিনি (রাম দাস বাহু) বর্তমান কারণজাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট তাঁহার উপরে জীহুক বিষয়ের তার অর্পণ করার তাৎপর্য কি ? সম্প্রদায় মহাশয়ের ত অন্য কোন অভিপ্রায় নাই ? ক্ষত্রিয়ানি সমস্ত জাতির য'নদীর অবগতকাল ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাপিত ত্রাঙ্ক জাতিই যে জীহুক তারার্পণের যোগ্য তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সম্প্রদায় মহাশয় যে কেম অন্যথাচরণ করিলেন জানি না, পারিলে যেনিবেহন ম'জ-খিত এই পাঁচ খানি আপনীর পট্টকপাণ্ডে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা বঙ্গবন্ধু
৩০ এ আবার জীহুকমোহন ওপুস্যা ।

নদীরার নদী ।

সন ১৮৭৩ সাল ১১ ই জুলাই ।

স্থানের নাম সর্বকমতি জল
ফুট ইঞ্চ
মোহানার ৬ ৫

তথ্য হইতে জমিদার

৭৪ মাইলের মধ্যে	৫	
জমিদার হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৭	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৬	২
কাটোয়া হইতে নদীরা		
৪৩ মাইলের মধ্যে	১১	৬
সন ১৮৭৩ সালের ১৪ ই জুলাই বহরমপুর		
গজ ঘাটের জলের মাপ।	ফুট	ইঞ্চ
	১১	১
বহরমপুর	জীহুক সি. ই. উইলকিন্স একজি	
১৪ জুলাই	কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীরা	
১৮৭২	লোকাল রিবার ডিবিজন	

১৮৭৩ অব্দের জুলাই ও ১৮৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল ঐহিক মহাশয়ের সোমপ্রকাশের মূলা শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের স্মরণার্থ নাম প্রকাশিত হইল।

জীহুক বাবু রামেশ্বর দোষ
হাজিরবাধ ।

- " " হরলাল সেন—দুর্গা ।
- " " অক্ষয়কুমার সেন ওপু—চৌদ্দগ্রাম ।
- " " ভূগীর আচার্য্য—মাগরদাঁড়ি ।
- " " রাজনারায়ণ কোত্তর—চৌগড়া ।
- " " কেশবচন্দ্র বসু—কাটোয়া ।
- " " লালমোহন চৌধুরী
- দারজিলিং ।
- " " কুঞ্জবিহারিলাল সিংহ—উখরা ।
- " " সাধনচন্দ্র দাস—ভেঁকগড়
- " " বীনবন্ধু গোপালাই—কালিকাপুর ।
- " " জামকীবল্লভ সেন
- কানুনগোটলা ।
- " " হারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- পোতাখালি ।

- " " ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উলদাঙ্গি ।
- " " কৃষ্ণকান্ত দাস—রঙ্গপুর বাঁচগড়া ।
- " " সুধেন্দুমোহন রায়
- রোরাইল পোতাখালি ।
- " " পদমানন্দচন্দ্র—করপুর খুল ।
- " " রাধাকিশোর শীল
- ধান্যাবতি ।
- " " বীনবাধ সেন—ঢাকা ।

জানবিকাসিনী সভা

গোপালকন্দ স্কুল ।

- " " ইশানচন্দ্র চক্রবর্তী—পাটলা ।
- " " গ্যারিলাল বসু—গোহাটী ।
- " " মহেন্দ্রনাথ বসু—তমে'লুক ।
- " " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী
- মেদিনীপুর ।
- " " চন্দ্রকুমার মিত্র কুলেক
- সহর জিরামপুর ।
- " " শিবনাথ মিত্র—বেণারস
- " " পূর্ণচন্দ্র বোম—ভাগলপুর ।
- " " নীলমণি চৌধুরী—জরপুর ।
- মহারাজা দ্বিজ নীলমণি সিংহ
- দেও বাহাদুর—কাশীপুর
- শিবসাগর গবর্নমেন্ট বঙ্গবিদ্যালয় ।
- বরিশাল লাইব্রেরি বরিশাল ।

মূল্য প্রাপ্তি ।

অমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সংগ্রহে
সোমপ্রকাশের মূলা প্রেরণ করিয়াছেন।

- জীহুক বাবু মুরারিলাল সিংহ
- কাশীয়া ভাঙ্গা ১০
- " " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়
- সিউরী বীরভূম ১০
- " " রাণালচন্দ্র রায়
- গড়বেতা ১০
- " " ললিতমোহন আ'ডা
- কলিকাতা ৪১
- " " রাধাশ্যাম ও ই—বড়বাঁজার ৫৪
- " " জরগোপাল চক্রবর্তী
- মগুরিবাট ১০
- রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জয়পুর ১০
- কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভা ১০
- জীহুক বাবু রাধাগোবিন্দ রায় (১)
- দিনাজপুর ১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোণাপুর টেকার দক্ষিণ চাঁদড়িপোতার
জীহুক দারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

(১) গতবারে অবশেষে রাধাগোবিন্দ
রায় কলিকাতা হইল।

রেজিষ্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোম প্রকাশ

১৪ নং ভাগ।

৩৭ সংখ্যা।

“ প্রবর্তনা প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্তুতিমন্তনী ন হৌবনা। ”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
প্রথম বাৎসরিক ৫১ টাকা

সম ১২৮০। ১৪ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ২৮ এ জুলাই।

মকমলে মাহুল সমেত প্রথম
বার্ষিক ১০১ মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এরিক্সন, কর্নিউশন এবং ডু ইট
সম্পত্তি ও স্ট্রিম এবং ডাকার ফেরার
কর্তৃক ক্রিমিক্যাল ডেকটার্স অবলম্বনে বঙ্গ
ভাষায়, পূর্ণায়তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি
মুদ্রিত সহিত একখানি সর্জারি (কল্লি-
কিংস) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা।
মকমলের নিমিত্ত ডাকমাফল ও প্যাকিং
চার্জ ৬০ আনা। বাহার প্রয়োজন হইলে নীচের
লিখিত টিকানায় ডাকমাফল সহিত টাকা
পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

ক্রিস্টিয়ান হুগ ও
সব অসিটান্ট সর্জারিস।

কলিকাতা কলেজ স্কয়ার ১৪ নং
মহলঃ বিন এণ্ড কোঃ অথবা
ভাঃ নিপু ১২ নং চক্রেবেড়ে রোড।

—•—

গুরুদাস সংগ্রহ।

এই পুস্তকখানিতে তৃতীয় ভাগ গুরুদাস
বত শব্দ আছে সেইগুলির লিঙ্গ অর্থ মূল
ধাতু ও প্রত্যয় এবং বত ক্রিয়াপদ আছে,
সে সকলের ধাতু ও ঐ ধাতুগুলির গণ অর্থ
ও তাহাদের লট ও লুঙের প্রথম পুরুষের
পরে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কলি
কাতা সংস্কৃত ডিক্সিটরিতে পাওয়া
যাইবে।

ঐহরিনাথ শর্মা।

—••—

এক উচ্চাটনের মর্মেবধ।

অমূল্য আদি বঙ্গ ভাষা পত্রিক হইতে

সরকারি কর্মে অবকাশ পাইয়া ৮ কালীধাম
বাঙ্গালীটোলা গণেশ মহলার অবস্থিতি
করিয়াছি, বাহার এই মর্মেবধির প্রয়োজন
হইবেক তিনি উক্ত টিকানার আমার নিকট
৩০ টাকা মূল্য পাঠাইলেই ঐবধ প্রাপ্ত
হইবেন।

অতি বৃষ্টির ঐবধ হাঁপানি কালী রক্ত-
পিণ্ডি অর্ধ প্রেমের উপদংশ বোর্কল্য এবং
ওলাউঠার পূর্বে বিজ্ঞাপন দ্বারা হরিতাল
ভস্মের বিবরণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।
প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল, হরিতাল
ভস্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে
৩০০ টাকা মূল্য প্রদানে লইয়া দু্যনাদিক
১০০০ লোকে অতিরিক্ত উক্ত ভস্মের
দ্বারা নানা প্রকার রোগে আরোগ্য লাভ
করিয়া সকলেই হরিতাল ভস্মের চমৎকার
গুণ বলিয়া প্রশংসা পাত্র লিখিয়াছেন। তাহার
কএকখানি পত্রের চূষক নকল নিয়ে একাশ
করা যাইতেছে।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্বে
বেসকল আরোগ্য সমাচারের প্যামপেট
জাপান হইয়াছে পাঠান যাইবে।

ঐহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হাঃ সাঃ কালীধাম।

সমস্কারান্ত নিবেদন দ্বিতীয়—আমি যে
১০ দফা আপনার নিকট হইতে হরিতাল
ভস্ম আনা ইচ্ছাছি ঐ সমস্ত ঐবধি কাশ বাত
পুরাতন ঘর, অসুস্থ ইত্যাদি রোগে
সেবন করান হইয়াছিল ২ জনের কোম উপ-
কার হইয়াছে বহু হইয়াছে। সে কাশ বস্মা,

বক্সী সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন
আমিবেম এবং আমার পরিবারের পীড়া
ঐবধি সেবন করানতে খুব উপশম হই-
য়াছে।

ঐহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মোঃ কলিকাতা ভবানীপুর।

সমস্কারান্ত নিবেদন—

অনেক দিন হইল, মহাশয় হইতে প্রাপ্ত
হরিতাল ভস্ম সেবনে আমার আত্মীয় কএ-
কটি ব্যক্তি অনেক প্রকারের রোগ হইতে
আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইদানী এইভূত
ঐবধি প্রায় পাওয়া কঠিন এবং আপনাদের
দ্বারা এই ঐবধি পাওয়া বাটবেক যে তাহা-
রও কোন সম্ভাব পাওয়া গিয়াছিল না।
ইত্যগ্রে সম্ভাব পত্র পাঠে ঐ ঐবধি আপ-
নার নিকটে পাওয়া যাইবেক আশিয়া এই
পত্র সঙ্গে টাকা পাঠাইলাম।

ঐনন্দিনাথ বক্রুরা
মোঃ মগগা আশান।

পুনরীয়েবু—

আপনার নিকট হইতে ৩।৪ দফা
ঐবধি আনিয়াছিলাম ঐ ঐবধি হরিতালভস্ম
সেবন করিতে সকলেই আরোগ্য লাভ করি-
য়াছেন।

ঐরামচন্দ্র বিশ্বাস
মোঃ গোরাতি ককদপুর।

ঐচরণেবু—

মহাশয়! আপনার সম্মানী হইতে প্রাপ্ত
হরিতাল ভস্ম নামক মর্মেবধি আমি কলি-
কাতা হইতে ৪ দফা আনা ইচ্ছাছিলাম,

তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইয়াছে
অজ্ঞান লইতে ইচ্ছা করিতেছি। যে ৪ দফা
ঔষধ মইয়াছিল। তাহা একপ্রকার কুষ্ঠ
রোগ জন্য। সম্প্রতি অল্পগ্রহ করিয়া ঔষধ
পাঠাইলে বাধিত থাকিবে।

ঐশ্বর্যদাস চট্টোপাধ্যায়

মহারাজার স্কুল
কালী বর্ধমান।

নমস্কারা নিবেদনক বিশেষ—

ইতিপূর্বে আমি কএক ব্যক্তির উৎকট
পীড়ার ঔষধি আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহার
মধ্যে সকলে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করি
য়াছে। এইক্ষণ ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখি
তেছি মহাশয় অল্পগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধি
নিকট পাওয়া যায়, তাহা অত্রস্থানে লিখিলে
টাকা তিনশো নোট পাঠাইব।

ঐত্ৰজলাল চট্টোপাধ্যায়

মোং অমরখাল জেলা পুণ্ডীরা।

মহাশয়! আপনাদেব মর্মেণ্ডি হরিতাল
জন্ম যে রোগীর জন্য আমি আনাইয়াছি
লাম তিনি উহা সেবন করিয়া অনেক উপ-
কার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শীতকাল উপ-
স্থিত যদি পুনরায় আক্রমণ করে এই
আশঙ্কা প্রবুক আপনকার মর্মেণ্ডিদির জন্য
মূল্য ৩০ টাকা পাঠাই অল্পগ্রহ পুঙ্ক শীত
পাঠাইবেন।

ঐনবকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নবদ্বীপ স্কুল। জেলা মদ্রিরা।

ঐচরণ কুমলেশু—

আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধি সেবন
করিয়া আমার হাঁপানিকানী প্রায় আরোগ্য
হইয়াছে। বোধ করি সমুদায় নিয়ম পালন
করিতে পারিলে একেবারে নিষ্কৃতি হইতে
পারিতাম, দুরাভূষ্ট বশতঃ তাহা ঘটে নাই।

ঐপ্যারীমোহন মিত্র

ডেপুটী পোর্টমাস্টার মোজাহাট।

বিনয়পূর্বক নমস্কারা নিবেদনক বিশেষ।

আপনি পূর্বে দত্ত উপরংশ রোগের
ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার
অধিকাংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন,
বন্যপি এই ঔষধি আপনাদেব নিকট থাকে তবে
অল্পগ্রহ পুঙ্ক এক খালি লিপি মোং রাম-

কৃষ্ণপুর জেলা হাওড়া ঐনবীন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের ডাক্তার খানার ঠিকানা দিয়া পাঠা
ইবেন, পরে ঐ পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষ
ধির মূল্য পাঠাইব।

ঐনবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোং রামকৃষ্ণপুর।

মহাশয়—

এণামা নিবেদনক বিশেষ পরে মহাশয়
যে ঔষধি আমাকে প্রেমের রোগের নিমিত্ত
দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন
করিতে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়াছেন। একজন
মহাশয়কে লিখিতেছি যে হাপানী কানী
ঔষধ অল্পগ্রহ করিয়া দুরার পাঠাইয়া
দিবেন।

ঐদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালেক্টরি আপীষ হামিপুর

ঐচরণেশু—

মহাশয়ের নিকট হইতে পুঙ্ক পূর্বে
আমিত ঔষধিতে আকের উপকার দশিয়াছে
কিন্তু সকলের হয় নাই, কাহার কাহার
সম্পূর্ণরূপে উপকার হইয়াছে। এইক্ষণ দুই
প্রস্ত হরিতালজন্মের জন্য মনিজতার যোগে
মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি।

ঐহারানন্দ দেব

মোং গোমানিগঞ্জ জেলা বড়ুয়া।

ঐচরণেশু—

সেবকম্য সংখ্যাতিরিক্ত এণামা নিবে-
দনক বিশেষ মহাশয়ের বটিকা এবং হরি
তাল জন্ম অতি দুর্ভাগ্য মর্মেণ্ডি আনাইয়া
যে সকল মহতী পীড়াকান্ত ব্যক্তিদিগকে
সেবন করাইয়াছি, তাহার মনে এত ধারণ
করিয়াছিলেন যে ঐ পীড়াতেই কালগ্রাসে
পতিত হইতে হইবে, একজন পীড়া হইতে
নিষ্কৃতি পাইয়া নিব্যা ঐ ধারণ করিয়া মহা
শয়ের তুয় তুয় বশ কীর্তন করিতেছেন
জ্ঞাত কারণ নিবেদন।

সেবক ঐগোবিন্দচন্দ্র শেঠ।

মোং কানীমগজ।

এণামা নিবেদন সিং—

মহাশয়ের পূর্বে প্রেরিত তিস্তী ঔষধ
মধ্যে দুইটি ব.বহার করিয়া দুইজন লোক
আরোগ্য লাভ করিয়াছে। একজন আকীর

লোকের অন্য অল্পপিত্ত রোগের ঔষধ পাঠা
ইবেন।

নিবেদক ঐমধুরানাথ বহু।

মোং আলমডাঙ্গা।

এণামা নিবেদনক বিশেষ—

মহাশয়ের নিকট হইতে ৪ বার ঔষধ
আনয়ন করিয়াছিলাম, উহা সেবন করিতেই
৩ জনের অর্ধ রোগ উত্তমরূপে আরোগ্য
হইয়াছে।

ঐনিত্যানন্দ সেনাপতি।

কালেক্টরি আপীষ বালেশ্বর।

গুপ্ত বস্ত্র।

এই হাপানামার ইংরাজী ও বাঙ্গলা
ছাপার কর্ম অতি সস্তার ও সত্বর নির্মাণ
হয়।

ছাপানামা সংক্রান্ত পুস্তকাকর।

ছাপানামার প্রায় সকল রকম বাঙ্গলা
পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা
সস্তা। সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থ ও
বিক্রমার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে
সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাংখ্যিক পরিদর্শক।

৭০।৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই
পত্র অতি রংবৎ প্রকাশিত হয়, সমাচার
ও সাময়িক পত্রিকার ন্যায় ইহাতে বিষয়
সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং নিব্যা আব
শ্যকীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে একটু
হয়। মূল্য বায়িক ৮ বায়সিক ৪ ত্রৈমাসিক
২০ টাকা।

চুর্ণাচরণ গুপ্ত

অধ্যক্ষ

বিক্রয় পুস্তক, মাগরাকরে মুদ্রিত।

কলিকাতা সংকৃত বিদ্যালয়ের পুস্তক-
ধ্যক্ষ ঐজগদ্বোহন তর্কালঙ্কারের নিকট
মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

সংকৃত শিক্ষা প্রথমভাগ।

ঐজগদ্বোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, উৎকর্ষ কাগজ

এ মধ্যম কাগজ

০৬

০৬

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ।	
জিগমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।	
দ্বিতীয় সংস্করণ	১০
কলিক পুরাণ, সম্পূর্ণ।	
উক্ত তর্কালঙ্কার কঙ্কর সংস্কৃত	১৪০
সংসাপ্তাণ। (কুমার প্রকাশ্য)	
জিগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত	
বাঙ্গালানুবাদ সমেত ১ ম খণ্ড	১০
বিনোদবিহার চরিত (সম্পূর্ণ)	
জিগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত	
বাঙ্গালানুবাদ সমেত	২
তদ্বাবলী (বৈশেষিক দর্শন)	২৪০
উটলমন সাংবেদকৃত সংস্কৃত ইংরাজী	
অভিধান, পূর্ণাঙ্গ। উত্তরে ১ পর্যন্ত	
আছে। ৪ পোজি ১২৫ ফরমা, ৫০০ পৃষ্ঠা	
মূল্য ৫ টাকা।	
বাঙ্গালি অক্ষরে মুদ্রিত।	
বিষ্ণু পুরাণ। ১২ খণ্ড।	
জগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত	
বাঙ্গালানুবাদ সমেত	২১
২৩ খণ্ড সম্পূর্ণ হইবে।)	
কলিকপুত্র পূর্ণাঙ্গ। ২ খণ্ড	
জগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত	
বাঙ্গালি অনুবাদ সমেত।	১১
ভবিষ্য পুরাণ। (কুমার প্রকাশ্য) ১ ম খণ্ড	
জগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত	
বাঙ্গালানুবাদ সমেত।	৪

পূর্ববাক্য। রেলওয়ে।

এরদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাউতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তারার পর হইতে পূর্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি উহারবিধের চিত্রপুস্তক গঙ্গার তীরবর্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য জ্বা এবং গাঁটির সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং রিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

এজেন্ট আফিস কালকিনি-গেট
শিয়ালকোট প্রিন্সস
২৩ এপ্রিল ১৮৭৩। এজেন্ট।

বঙ্গভাষায়।	
ক্রিমিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্	
ক্রিমিকাল ডায়গনোসিস্	
অব ডিজীজ্	
অর্থ্যাৎ	
রোগ-বিচার এবং বাধির	
ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।	
ডাক্তার মহলাখ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি	
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার	
কলেবর ৮ পোজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬	
ডাকমাছল ১০ আনা। উহার বাজাই অতি	
পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার এম্বিকর্তার	
মিকট এবং কলিকাতা জালবাজার হিন্দু-	
ষ্টেলে প্রিন্ট বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের	
মিকট পাওয়া যায়।	

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবিদ্যারই জ্ঞাতব্য দ্বাত্রী-শিক্ষা, দুই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২) ডাকমাছল ১/০-উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি নীক কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসময়ের সময় কি কি করিলে প্রসূতি করি পার না, নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু জন্মিত হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত তাহাকে বিব্রণে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণলক্ষণ ও তাহাদিগের করকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদিন্ন বাধ বের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনমূলে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিসৃষ্টিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ১০। এতলিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্নাল অর্থাৎ চিকিৎসা বর্ণন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)	মূল্য ১/০
৫। উদ্ভিদ-বিচার (বটানি)	১০০
৬। সুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী	১০০
প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা।	
উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।	

নাগীপত্র পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার জ্বা আবশ্যক হয়- আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে। নিম্নলিখিত জ্বাগুলি গুহানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রেস করা অন্তর নির্মিত নর্দমা পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইকস অংশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীর ছাদের টাইল ইট। মেক্সিকোতে বলাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ টাইল ইট।

ক্যারার ত্রিক।
ক্যারার রেল।
বাটীর নর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেস করা পাইপ, টাইল এবং ক্যারার ত্রিক প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কলিকাতা
৭৮ হেভিওন স্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

প্রিন্ট বাবু গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

ক্রাকটিন অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল ১০০ এবং ত্রে কটলে ১৮, ডাক মাছল ১০০ মাত্র। ১২০ খানি উক্তন ছবি সমেত একটি নি প্রথম খণ্ড মূল্য ৫০ ডাক মাছল ১/০ আনা মাত্র।

মাস্ট্রিশকা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ অগ্রিম

উক্ত প্রকটন অব সেডিসন বাহার। ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আশংক্য হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাঁচাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাছল কিছা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা নুলা ও ডাক খরচা, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু } শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হষ্টেল কলিকাতা }

সোমপ্রকাশ ।

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ।

আমরা আজ্ঞাদলহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, রাজসাহী প্রেসের জীযুক্ত বাবু জগদ্বজ্র চৌধুরী একটী নূতন সোমপ্রকাশের হেড পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে উহা গ্রহণ করিলাম। এই বার অবধি ঐ হেড দিয়াই সোমপ্রকাশ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। পাঠকগণ যদি জগৎ বাবুর শিল্পী নৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হন, এই অবসরে তাঁহার উৎসাহ বর্জন করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

—:—

ইংলণ্ডের রাজস্ব কমিটিতে

লাড লরেন্সের সাক্ষা

হানা।

অনেক দিৱসে বিজ্ঞানের পর কাই-সাক্স কমিটি সং প্রতি লাড' লরেন্সের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও লাড' লরেন্স ভারতবর্ষের আরোপযোগী বিশেষ কিছুই করেন নাই, তথাপি তাঁহার ন্যায় ভারতবর্ষের অবস্থা বিষয়ে অতিশয় লোক অতি দিৱল। তিনি বহু দিন ভারতবর্ষে বাসন করিয়াছেন। অতি সামান্য গিবিলায়নের অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে আপনাকে

এতদূর উন্নত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষীর কোন গিবিলায়ন সেরূপ করিতে পারেন নাই। গিলায়ীগিরের বিজ্ঞোহের সময়ে ইনি এবং ইহার জাতা সর হেনরি লরেন্স বিশেষ কার্যদক্ষতা প্রকাশ করেন, সেই জন্য ইনি এত দূর সম্মান লাভ করিয়াছেন। যাহা হউক, ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে এত দিনের পর লাড' লরেন্স কি বলেন তাহা জ্ঞানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইতে পারে সেই জন্য আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে লাড' লরেন্স বলিয়াছেন যে লাড' কর্ণওয়ালিস যখন প্রথম এই বন্দোবস্ত করেন তখন বোধ হয় তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে সাক্ষ্য সম্বন্ধে না থাকিয়া দেশীয় ধনী ভদ্র লোকদিগের অধীনে থাকিলে প্রজারা অধিক সুখী হইবে, এই বিবেচনায় তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থির করেন। ভবিষ্যতে সেই সেই ভূমির আরের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা তখন না জানা থাকাতঃ এই বন্দোবস্ত ভ্রম ও ত্রুটিশূন্য হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা হইতে বাস্তবিক সমুদ্র উৎকার দর্শিয়াছে। ভূমির স্থায়ী স্বত্ব হওয়াতে সেই সেই ভূমির উৎকর্ষ সাধনে জমিদারেরা অধিক মনোযোগী হইয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের অধিকার রক্ষণে এক শ্রেণী লোক প্রস্তুত হইয়াছেন। ১৮৬২ অব্দে সর চারলস উড্ড প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও একে প্রায়ের অধীন কৃষ কার্যোপযোগী ভূমির মধ্যে শত করা ৮০ ভাগ ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহার করিলে পর তত্তৎ প্রায়ের জমীদারদিগের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত

করা যাইতে পারে। লাড' লরেন্সের মতে সর চারলস উড্ডের এই প্রস্তাবানুসারে কার্য করিলে বিশেষ ফল দর্শিত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৩০ বৎসরের জন্য এই প্রকার বন্দোবস্ত করিতে অনেক উৎকার দর্শিয়াছে। তাঁহার মতে যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সেখানে অন্য প্রকার কর সংগ্রহ করা ন্যায় বিগর্হিত কার্য নয়; কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি পরিমাণে ভূমির আর বৃদ্ধি হওয়াতে এ প্রকার দুই একটী কর বৃদ্ধি করিলে বিশেষ ক্রেশকর না হইতে পারে।

ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে যে যে প্রকার কর নির্দিষ্ট আছে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক কোন প্রকার কর সংগ্রহ করা সম্ভাবিত কিনা? এই প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন, না। এক্ষণে যতগুলি কর আছে তাহাই যথেষ্ট। লবণের শুল্ক অধিক হওয়াতে দরিদ্র প্রজাদিগের যথেষ্ট ক্রেশ হইতেছে। বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ত সেই কষ্ট অত্যন্ত। তিনি বলিয়াছেন যে অতিশয় সকলের প্রয়োজনীয় একটী প্রবোর জন্য মহারানীর প্রজাদিগকে যে এত কর দিতে হয় ইহা অত্যন্ত ফোভের বিষয়, আর অধিক কোন প্রকার কর বৃদ্ধি করিলে অত্যাচার করা হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অভেদ করা বিষয়ে তিনি বিকল্প মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সকল মধ্যে মধ্যে যে প্রকার আবধান তাৎকালিক করেন এবং রাজস্ব বার করেন তাহাতে তাঁহাদের ওপর প্রধানতম গবর্ণমেন্টের সর্বদা দৃষ্টি থাকা কর্তব্য। এবিষয়ে তাহাদিগকে যতদূর তাৎকালিকভাবে কেবল একালের কতকগুলি করের বৃদ্ধি হইয়াছে এই মাত্র। বিশেষতঃ

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানতঃ গবর্ণ-
মেন্ট ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে কোন
প্রভেদ করে না, তাহাদের চক্ষে প্রত্যেক
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ—এরূপ বাহাতে
প্রকাশ পায় বরং সেই ভাবে কার্য করা
উচিত। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সকল
পৃথক পৃথক হওয়াতে আর একটা অস-
ঙ্গল এই হইবার সম্ভাবনা, যদি কোন
যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় তখন প্রধান-
তঃ গবর্ণমেন্টকে অর্থের জন্য স্থানীয়
গবর্ণমেন্ট সকলের সুখাপেক্ষা করিয়া
থাকিতে হইবে। তাহাদের হস্তে যদি
সে সমা অর্থ না থাকে কিংবা তাহারা
হিতে প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে বিশেষ
সমুদায় রাজস্ব প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টের
হস্তে থাকিলে গবর্ণর জেনারল বিচার
করিয়া আবশ্যক মত ব্যয় করিতে
পারেন এবং যে দেশে সাভাষা আব-
শ্যক বোধ করেন দিতে পারেন। কিন্তু
তাহা না হইলে বাঙ্গালার লুণাই যুদ্ধের
ম্যায় কোন স্থানীয় যুদ্ধাদির সময় অপর
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট—যেমন মনে কর বোম্বাই
গবর্ণমেন্ট—অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত
হইতে পারেন। বোম্বাইর বিপদের সময়েও
বাঙ্গালো গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিতে অস্বী-
কৃত হইতে পারেন। সুতরাং তাহাঁর
বিবেচনার প্রধানতঃ ও স্থানীয় গবর্ণমে-
ন্টের এ প্রকার পার্থক্য সম্পাদন করা
বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ইহা
ভিন্ন তিনি অতিক্রম ও বোডেনস প্রভৃতি
অনেক বিষয়ে অতি উত্তম শিক্ষা দিয়া
ছেন। লর্ড লরেন্সের শাসন সম্বন্ধে
আমাদের অভিযোগ করিবার অনেক
কথা আছে এবং শাসন কর্ত্তারূপে আমরা
তাঁহার প্রশংসাকরনও করি নাট, কিন্তু
ফাইনাল কমিটির সমক্ষে তিনি যে সাক্ষ্য
দিরাছেন তাহাতে আমরা তাহাঁর প্রতি
কৃতজ্ঞ হইয়াছি। বিশেষতঃ স্থানীয় গবর্ণ

মেন্টের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার মত
যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। তিনি ইহার অনেক
গুলি অনিষ্ট দেখাইয়াছেন। যদিও
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা থাকিলে স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্ট সকল স্বাধীনভাবে কার্য করিতে
পারেন এবং অনেক সংকার্য ও সংস্কার,
—যাহা অপর প্রকার প্রণালী অনুসারে
কার্য করিতে গেলে হস্ত হইতে হস্তান্তর
বিচার হইতে বিচারান্তর এইরূপ
করিতে করিতে অবশেষে বিফল হইয়া
যায়—এ প্রকার প্রণালীতে অসুবিধা অনু-
ভূত হইতে পারে। তথাপি আমাদের
সেপ্টেম্বর গবর্ণর বাহাদুরের ম্যায় অতি
আত্মতরী ও ক্ষমতাসিক্ত ব্যক্তির হস্তে
এই স্বাধীনতা যে প্রজাবিগকে অনেক
ক্লেশ দিতে পারে তাহাও বোধিতে
পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ লর্ড
লরেন্স যে সকল বিপদের আশঙ্কা করি-
য়াছেন তাহাও অসম্ভব নহে।

—:—

শিক্ষানান বিষয়ে গবর্ণমেন্টের
ধর্ম সম্বন্ধে নিবেদনতা।

সং প্রতি এদেশীয়দিগের শিক্ষার
প্রণালী বিষয়ক আন্দোলন পুনরাবির্ভূত
হওয়াতে সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা এই
প্রশ্নের পুনর্বিচার আরম্ভ করিয়াছেন।
এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে বাঁহারা
অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে
বিভক্ত। ১ম শিশুশিক্ষণ “ফ্রুও অব
ইণ্ডিয়া” বাঁহাদিগের সুখ স্বরূপ।
ইহাদের মতে গবর্ণমেন্ট উচ্চ শিক্ষার
জন্য এত ব্যয় স্বীকার না করিয়া যদি
শিশুশিক্ষণের হস্তে সে ভার অর্পণ
করেন তাহা হইলে ভাল হয়। দ্বিতীয়
শ্রেণী ব্রাহ্মণ “মিরাস” বাঁহা হের সুখ
স্বরূপ। ইহাদের মতে গবর্ণমেন্ট বর্তমান
সময়ে যে প্রকার উচ্চ শিক্ষা দিতেছেন,
তাহাতে দেশের একটা প্রধান অসঙ্গল
হইতেছে, এই প্রণালীতে বাঁহারা শিক্ষিত

হইতেছেন, তাহাদের অনেকেই চরিত্র
ও নীতি বর্জিত হইয়া বিদ্যালয় হইতে
বর্জিত হইতেছেন। সুতরাং যদিও
বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের পোষ-
কতা করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে একটু
রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য হয়, কিন্তু
হাজিবিগের ধর্মনীতি বাহাতে পরিষ্কৃত
ও উন্নত হয় সেজন্য শিক্ষা বেওয়া
উচিত। হাজিগণ বাহাতে শিক্ষা ও বর
সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে
কর্তব্যাকর্তব্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট
দায়ী বলিয়া মনে করিতে পারেন,
এরূপ পাঠনার উপায় অবলম্বন করা
বিধের। ৩য় শ্রেণী লোকেরা (ইংলি
সমান ইহাদের মত প্রকাশ করেন)
বলিয়া থাকেন, গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে
সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হওয়া আবশ্যক।
গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে এমন
কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত নয় বাহাতে
নাস্তিকদিগেরও আপত্তি হইতে পারে।
তাঁহাদের বিবেচনায় ঈশ্বরের নিকট
দায়ী এরূপ কথা বলিতে গেলেও ধর্ম
বিশেষের পোষকতা করা হয়, কেবল
মাত্র জ্ঞান শিক্ষা গবর্ণমেন্টের শিক্ষার
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আমরা ইহার কোনটির সহিত
সম্পূর্ণরূপে একমত অবলম্বন করিতে
পারি না। শিশুশিক্ষণের সম্বন্ধে
কথাই নাই। তাহাঁরা বাঁহাই বলুন
শিক্ষা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্মের পোষকতা
করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে যেরূপ মহা
ক্রমের কার্য হইবে এমন আর কিছুই নহে।
আবার মিরাস ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের
উত্তীর্ণ যুবকদিগকে যে প্রকার ধর্মনীতি
শূন্য মনে করেন আমরা ততদূর করি না।
কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ উচ্চ শিক্ষা পান,
ততদূর চরিত্রের স্থিতি ও বিশুদ্ধতা যে
সকল সময় দেখা যায় না তাহাও সত্য
এবং মিরাস যে গুলিকে সর্ববাদিসম্মত

ও মূল মত বাস্তবায়ন করিয়াছেন তাহাতেও যে অনেকের আশঙ্কি হইতে পারে ইংলিসমানের একথাও অসঙ্গত নয়। কিন্তু তাহা বলিয়া শিক্ষার একটী প্রধান উদ্দেশ্য যে চরিত্র গঠন ও ধর্মীয়-তির বিপুলতা সে বিষয়ে অনবহিত হওয়া বিবেচ্য নহে। বিবাহানুষ্ঠান প্রভৃতি পরিবার করিয়াও ধর্মীয়তিরও কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া ঘাইতে পারে আমরা এইরূপ মনে করি। তবে ধর্ম বিশেষের পক্ষাবলম্বন না করিয়া উহার ভাবে ধর্মীয়তির আলোচনা করে এ প্রকার প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প। এরূপ স্থলে তদুপযোগী প্রবন্ধ নির্ধারণ করাই হুকার। কিন্তু তথাপি যাহাতে ছাত্রদিগের মতের প্রতি প্রীতি ও প্রজ্ঞা অথবা, চরিত্রের সাধুতার প্রতি স্তুতি পড়ে, এবং উপযুক্তরূপে জীবনের লক্ষ্য কার্য্য করিবার জন্য একটী আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় তাহার সহ-পাঠ্য বিধান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। তদুপযোগী প্রবন্ধ সকল বহুল পরিমাণে সম্বলিত হউক এবং শিক্ষকেরা এবিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন।

—

পারনার বিদ্রোহ সম্বন্ধে লেফটেনন্ট
গবর্ণরের ঘোষণা পত্র।

পারনার বিদ্রোহাঙ্গি নির্করণ হই-
রাছে। এই উপলক্ষে সার অজ্ঞ কায়েল
যে ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা
পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা উদ্ধৃত
করিয়া দিতেছি—

“পারনা জেলার জমিদারেরা ধাঙ্গনা
বুদ্ধি করিবার চেষ্টা করাতে ও রায়-
তেরা যোগ করিয়া তাহার বাধা দিতে
উদ্যোগ করাতে তারি তারি স্বেচ্ছা
লোকেরা স্থানে স্থানে সমারত হইয়া
হাঙ্গামা ও গোলযোগ করিতে লাগি-
রাছে ও তারি ভাঙ্গা দাঙ্গাও হইয়াছে,

এই কারণে এই পত্র দ্বারা ঐ কার্য্যে
লিপ্ত সকল ব্যক্তিকে তারি সতর্ক করিয়া
এই কথা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, প্রজা
স্বের টাকা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া
না লওয়া যাহ এই জন্য গবর্ণমেন্ট তাহা
দিগকে রক্ষা করিবেন ও জমিদারদের
কোন দাওয়া থাকিলে আইনক্রমে নির্দো-
ষিত প্রণালী মতে তাহাদের সেই সেই
দাওয়া সাবুল করিতে হইবে। কিন্তু
প্রজারা বলপ্রকাশ করিয়া বেআইনী
কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেন্ট তাহা দৃঢ়মতে
স্বগ্রস্ত করাইয়া দিবেন ও যে কোন
শ্রেণীর লোক হউক আইনের বিরুদ্ধ
কর্ম্ম করিলে গবর্ণমেন্ট আঁটআঁটিরূপে
বিচার করিয়া তাহাদের দণ্ড করিবেন।
সারত প্রভৃতি যে লোকেরা সমারত
হইয়াছে তাহাদের প্রতি আপন আপন
স্থানে চলিয়া যাইতে ও উপজীবের যে
কোন মালিশ থাকে তাহা শাস্তভাবে
ও নিরুৎপাতে উপস্থিত করিতে আজ্ঞ
হইল। তাহারা তদ্রূপে উপস্থিত হইলে
দীর্ঘভাবে তাহাদের কথা শুনা যাইবে,
কিন্তু গবর্ণমেন্টের কার্য্যকারকেরা হাঙ্গা-
মীদের কথা শুনিতে পারেন না। বরং
তাহাদের বিপক্ষে প্রকৃতিম বিধান করি-
বেন। যে লোকেরা জমিদারদের দাওয়া
র বিপক্ষতা করিতে যোগ করিয়াছে
তাহারা বলে যে, আমরা মগরাণীর
প্রজা, কেবল তাহারই প্রজা হইয়া
থাকিব। তাহাদিগকে ও অন্য যে সকল
লোক তাহাদের কথা শুনে তাহাদিগকেও
সতর্ক করিয়া এই কথা জানান যাইতেছে,
আইন মতে সম্পত্তির যে স্বত্ব রক্ষা
হইয়াছে গবর্ণমেন্ট তাহাতে হস্ত দিতে
পারেন না, দিবেনও না। আইন মতে
যে ব্যক্তির নিকট তাহার স্বত্ব পাওনা
থাকে তাহাকে তাহা তত্ত্ব দিতেই
হইবে। জমিদারেরা অতিরিক্ত দাওয়া
করিলে শাস্তভাবে একজ হইয়া তাহার

নিবারণ করিবার নিয়ম করা আইন
বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু বল প্রকাশ করিবার ও
তদ্ব্যবহারে নিষিদ্ধ যোগ করা
বেআইনী কর্ম্ম।”

পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারি-
তেছেন যে এ অনুবাদ আমাদিগের নচে,
ইহার দ্বারা কিছু গৌরব তাহা গবর্ণমে-
ন্টের সুযোগ্য অনুবাদকের এবং কায়েল
সাহেবের প্রাপ্য। কায়েল সাহেব
বাক্সালা ভাষাকে পরিভূত করিয়া
বোধ হয় এই প্রকার করিতে চান।
যাহা হউক এই ঘোষণা পত্রটী
প্রচার করার উদ্দেশ্য কি? এবং
ইহাতে কতদূর সুফল দর্শিবার সম্ভা-
বনা তাহা একবার বিচার করিয়া
দেখা যাইক। পারনার বিদ্রোহের ত
শান্তি হইল। প্রজারা যে জমিদারদের
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহারা
সে জন্য নচে, আইনের বিরুদ্ধে
অত্যাচার ও উপদ্রব করাতে রাজদণ্ড
দ্বারা দণ্ডিত হইল, কিন্তু আমাদের
দেশের সাধারণ লোক যেরূপ অজ্ঞ
তাগাতে তাহারা মনে করিতে পারে যে
জমিদারদের বিরুদ্ধে পক্ষ অবলম্বন করাই
বুদ্ধি গবর্ণমেন্টের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। অজ্ঞ
জমিদারেরাও মনে করিতে পারেন
যে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান
হইলে গবর্ণমেন্ট প্রজাদিগকে দণ্ড
দিবেন। সুতরাং এই উভয় পক্ষকেই
এরূপ স্থলের মায়াবীয়া বুঝাইয়া
দেওয়া আবশ্যিক। একমত হইয়া জমি-
দারদের বিপক্ষে উঠিতে গিয়া এরূপ
দণ্ড পাইয়া দরিদ্র প্রজারা মনে করিতে
পারে যে তাহাদের আর উপায় নাই।
এজন্য তাহাদিগকেও জানান আবশ্যিক
যে গবর্ণমেন্ট তাহাদের হুখে বাস্তবিক
হুঃখিত হইয়া থাকেন এবং তাহাদের
প্রত্যেক মারসমস্ত অভিযোগে শুনিবার
জন্য প্রজ্ঞত। তবে এবিষয়ে তাহারা আইন

বিরুদ্ধ অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে তাহারিগকে দণ্ড দিতে বাধ্য হইরাছেন। এই উত্তর প্রকার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কায়েল সাহেবের ঘোষণা পত্র প্রচার করা হইরাছে। ইহা দ্বারা প্রজারা যে গবর্ণমেন্টের অনেক অনুরক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুপেট্রিট প্রুথ করিয়াছেন যে এই ঘোষণা পত্রে জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার যে বিদ্বেষ আছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা প্রজাদিগকে জমিদারদের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইতে উৎসাহিত করা হইরাছে। সকলের শীর্ষভূত গবর্ণমেন্টের কোন প্রেণী বিশেষের প্রতি বিরোধ থাকিলেও সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়; কারণ তাহা হইলে অপর প্রেণীদিগকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। প্রজারা যদি একবার জানিতে পারে যে গবর্ণমেন্টের জমিদারদের উপর অত্যাচার বিদ্বেষ তাহা হইলে তাহার অভিযোগের উপর অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারে। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু জমিদারদের পক্ষ হইতে ভয়ানক অত্যাচার না হইলে আর এই উপদ্রবটি প্রকলিত হয় নাই। এমত অত্যাচারী জমিদারদিগের জন্য উচিত যে তাহাদের এই সকল অত্যাচারকে গবর্ণমেন্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন; এবং সমুচিত শাস্তি দিতেও প্রস্তুত। সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় এই ঘোষণা পত্র সমরোপযোগী হইরাছে এবং ইচ্ছাতে ইট বই অনিউ রাখিত হইবে না।

কুও অব ইণ্ডিয়া অফিস
কাশ্মা।

বংসর বংসর ভারতবর্ষ বন্দুক ও
অন্যান্য যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্রের
আমদানী বাড়িতেছে বলিয়া কুও অব

ইণ্ডিয়া শক্তিত হইরাছেন এবং এ বিষয়ে
কঠিন নিয়ম স্থাপন করিবার জন্য গব-
র্ণমেন্টকে পরামর্শ দিরাছেন। তিনি
বলেন ১৮৬৮ অব্দে “ ভারতবর্ষীয়
দিগকে নিয়ন্ত্রণ কর, ভারতবর্ষীয়দিগকে
নিয়ন্ত্রণ কর” বলিয়া সকলে চীৎকার করি-
রাছিলেন, কিন্তু এক্ষণে যে বংসর বংসর
অস্ত্রের আমদানী বাড়িতেছে সে বিষয়ে
কাহারও দৃষ্টি নাই। ১৮৭০। ৭১ অব্দে
৭৪২৯৭০ টাকার অস্ত্র আমদানী করা
হয়, পর বংসর ৯৩৭৫৯০ টাকার অস্ত্র
ভারতবর্ষে আইলে এবং ক্রমেই অধিক
টাকার অস্ত্র আসিতেছে। কলিকাতা
বোম্বাই ও রেঙ্গুন এই তিন স্থানে
পূর্বেকার অস্ত্রাদি বহুল পরিমাণে বিক্রয়
হইয়া থাকে। কুও সন্দেহ করেন যে
এই সকল অস্ত্র ভারতবর্ষীয় রাজাদি-
গের রাজ্যে গিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন
গোপনে বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত ও সংস্কার
করা চলিতেছে। এই সকল কার্য করি-
বার জন্য লাইসেন্স লওয়ার যে আইন
আছে তাহা থাকিবার না থাকার ন্যায়
হইরাছে। সুতরাং এক্ষণে গবর্ণমেন্টের
বিশেষ লাবধান হওয়া আবশ্যক হইরাছে।
কুও অব ইণ্ডিয়া যেভাবে প্রস্তাবী
নিখিয়াছেন যেন কোনদিকে কোন ভয়ানক
বিপদ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দের হস্তে
অস্ত্র শস্ত্র পড়িতেছে আর রক্ষা নাই।
ইংরাজদিগের যে ধর্মনীতি অনুসারে
ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সেই ধর্মনীতি
অনুসারেই ভারতবর্ষীয়দিগকে নিয়ন্ত্রণ করা।
কুও অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় জ্ঞানদর্শী
লোকের মতে রাজ্য রক্ষার উপায়ান্তর
নাই। সৈন্যে সৈন্য ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়া
কেন এবং ভারতবর্ষীয়দের অস্ত্র শস্ত্র
কাড়িয়া লও, তাহা হইলে ইংরাজ
বাক্য নির্ভর হইল। ইহা অতি নীচ
দর্শী রাজনীতিজ্ঞের কথা। আমরা
স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি বৈদ্য হৃদয় ও

ও নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি
অন্যমনে গুণে ভারতবাসীদের প্রভা
ও প্রীতি আকর্ষণ করা হয় তাহা হইলে
ইংরাজদের রাজ্য প্রকৃতরূপে পুরস্কৃত
হইবে।

আমরা আশ্বাসিত হইয়া পাঠক-
গণের গোচর করিতেছি, যত কবি
মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্রগণের
ভরণপোষণ ও বিদ্যালিক্ষার্থ একটি
মূল ধন সংস্থানের চেষ্টা হইতেছে।
রাজা বতীন্দ্রসিংহ ঠাকুর ও দিগবর
মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
এক সভা করিয়া এ নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহে
প্রস্তুত হইরাছেন। বারিষ্টার উমেশচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার অন্যতর
সভ্য এবং সেক্রেটারি। মাইকেল মধু-
সূদন দত্ত বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার অনেক
উপকার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী
মাত্রেই তাঁহার নিকটে ধনী আছেন।
তাঁহার অগ্রাণুবরফ পুত্র দরোর বিদ্যা
শিক্ষা ও ভরণপোষণার্থ সাধারণের
সাহায্যদান একান্ত কর্তব্য। যত কবির
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই এক সময়
উপস্থিত হইরাছে। অতএব সর্বসাধারণে
এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যদান করেন
এই আমাদিগের অনুরোধ।

বিবিধ সংবাদ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ইংলিসমান বলেন, আগামী আশুয়ারি
মাসে লর্ড মর্ফ্রকের রাজ্যকে বাইবার
সম্ভাবনা আছে। লর্ড হবার্ট উৎকানুও
হইতে যাত্রা করিয়া রাজ্যকে প্রেসিডেন্সির
অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়া বেড়াইবেন,
তিসেখরের মধ্যে আর রাজ্যকে প্রত্যাপন
করিবেন না। যখন বংসরের অধিকাংশ
সময় বাহিরে বাহিরে অধিকার করিয়া বেড়ান
হয়, তখন গবর্ণমেন্টে হাউসটি পূন্য খেলিয়া

না রাণীরা উচ্চাঙ্গের কলুষস্থিত কাল
বাহিত্তে তাহা দেখা করিয়া, তাহা হইলে
অন্ততঃ তাহাঙ্গিণের জঘন ব্যাভাও ইহা
হইতে উঠিতে পারে।

শিবপুরের অন্তর্গত ভূপাড়া নীচে
২ রা আশ্বিন একটা প্রকাণ্ড কুড়ীর যারা পড়ি
রাহে। কুড়ীরটা প্রথমে চড়াতে উঠে, পরে
জেলেরা দিনখানি ভিড়ি কিনারায় ভিড়িরা
উঠাকে খিঁচিয়া হাঁড়ি দিয়া প্রহার করিতে
থাকে। কুড়ীরটা এই লোকদিগকে আক্রমণের
যেটা করিলে কএকজন বলহীন ব্যক্তি
তাঁহার মস্তকের উপর অনবরত আঘাত
করে, তাহাতেই মরিয়া যায়। কুড়ীরটা
প্রায় দশ হাতদীর্ঘ, তাহার দুখের হাঁটী ঠিক
এক হস্ত। যাহারা এই ভয়ঙ্কর জন্তুটী মারি-
রাছে তাহাদের পুরস্কার পাঁচবার সত্তান্না
আছে।

বিদ্যুৎবিদ্যুৎ লিখিয়াছেন, জিহটের
আগিউল্টে ব্যক্তিট্রেট জিহুক বার হুয়েজ
সাপ বন্দোপাধ্যায়ের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ
জঘন্যতাতে তত্রতা জজ ও ব্যক্তিট্রেট
জিহুক প্রতি একটা ব্যবহার করিয়াছেন যে
তাহাতে জিহুক অতিশয় অপমান বোধ
হয়। তিনি হাইকোর্টে এই বিষয় লিখিয়া
ছেন। হাইকোর্টের জজেরা না জিলার
জজদিগকে কর্ণে দুতন প্রিন্সিপালকে
কাজ লিখাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন?

আমরা অনুকুল হইয়া সাধারণের গোচর
করিতেছি, ১২ ই জুলাই জামালপুর দাতব্য
সভার সাধারণিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।
উদ্দেশ্য কর্তী অতি উত্তম। সেগুলি এতঃ-

প্রথম, অনাথদীন পদ্ধত প্রভৃৎ রোগ
প্রভৃৎ রূপাণ্ডা দিগকে জাতি নিষ্কি-
শেবে অবস্থানুন্নয়ী বাসিক বৃত্তিবান।

দ্বিতীয়, সহায় সম্বলহীন বিদ্যার্থী
বালকদিগকে স্থানীয় রিভ্যালারে শিক্ষার্থ
সাহায্যদান।

তৃতীয়, নিম্নবিত্তবীরা দিগকে অবশেষে
প্রত্যাগমনার্থ পাণ্ডের দান।

চতুর্থ, বিভিন্ন নিকটায় ব্যক্তিদিককে
সময়ে সময়ে সাহায্যদান।

সভা এই উদ্দেশ্যগুলির সাধনার্থ সাধা-
রণের সাহায্যার্থী হইয়াছেন।

শিলঙ হইতে সংবাদ আসিয়াছে সে
দিন তথায় দুইবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।
প্রথম কম্পনটী ষড় মিনিট কাল স্থায়ী
ছিল, ইহাতে জানালা দরজা প্রভৃতি
পৰ্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল। দ্বিতীয় বার সংঘাত
মাত্র কম্পন হইয়াছিল।

ডেকানের মিজাম বরদার ওইকুমার
এবং মহিশূরের রাজার সম্মানার্থ এণ্ডার্স
২১টী করিয়া ভোপাঙ্গনি হইত। কেট সেক্রে-
টারি সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন ত্রিটন
রাজ্যের সীমা মধ্যে উচ্চাঙ্গিণের সম্মানার্থ
১২ টী মাত্র ভোপাঙ্গনি করা হইবে। উচ্চা-
কিন্ত আজিও নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে ২১ টী
করিয়া সেলামি ভোপা পান। কেট সেক্রে-
টারি কি বার সংক্ষেপ মানসে দুটী ভোপা
কমাইলেন?

মাস্ত্রাজ এথিনিয়ম তত্রতা কোমিঙ
ভিণাটমেটে ২ দুই লক্ষ টাকার গোলাযোগ
হইয়াছে বলিয়া যে লিখিয়াছিলেন যেহেতু
কুমারী তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই রূপ প্রকাশ
করিয়াছেন। একজন প্রাচীন কর্ণচারিক
বিশেষ অনুমতি বাতীত মাসিক ৪।৫ টাকা
পেন্সন দেওয়া হইত, এবং কর্ণচারিদিগের
নিকট হইতে জরিমানার যে টাকা আদায়
হইত, তাহা অন্যান্য কর্ণচারির পুরস্কারার্থ
ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহাতেই এই
দুই লক্ষ টাকা হিসাবে মিলে নাই।
কর্ণচারিগণ আত্মদেয় কালনার্থ এইরূপ
বিসাণ মিলাইয়া দিলেন অথবা এটা প্রকৃত
ঘটনা, তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য।

বোম্বাইর সাইলেপটাউয়ারের সাক্ষাতি-
য়ক মকদ্দমার শীমাংসা কালে তত্রতা হাই-
কোর্টের বিচারপতি গ্রিম ব্যরিক্টর অ্যামেন্টি
সাধেবকে বোধোচিত তিরস্কার করিয়াছেন।
তত্রতা সাওটার নামক এক সন্তুষ্ট কর্ণচারী
এ বিষয়ে সাক্ষা দেন, অ্যামেন্টি সাধেব জেরা
করিবার সময় তাঁহাকে এক প্রকার বিদ্যা-
বাহী বলিয়া গালি দেন। কিন্তু বাস্তবিক
তাঁহার এ অপবাদের কোন কারণ ছিল না।

এই জন্যই তিনি তিরস্কৃত হইয়াছেন।
অন্যান্য ব্যরিক্টরেরা সকলেই তাহার উপরে
বিরক্ত। শুনা যাইতেছে, সাওটার এনিমিত্ত
উচ্চাঙ্গ বিক্রেতা অভিযোগ করিবার ইচ্ছা
করিয়াছেন। তত্রতা ব্যরিক্টরেরাও এনিমিত্তে
একটা সভা করিবেন স্থির করিয়াছেন।
অন্ততঃ অ্যামেন্টি সাধেবের নায় দুর্ভাগ্য
লোক অ্যামেন্টি সাধেবের মধ্যে প্রায়
দেখিতে পাওয়া যায় না।

সিমলা হইতে এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে
লিখিয়াছেন, সিবিল সার্কেলেরা যেট সেক্রে-
টারির নিকট যে আবেদন করেন, তাহা
একগে গবর্নমেন্টের বিশেষনাধীন রহিয়াছে।
বোধ হয় এই কাবেরনের এই ফল হইবে
জুনিয়র সিবিলিয়ানদিগের কর্ণক্ষেত্র কিছু
বিস্তৃত করা হইবে। বোম্বাইর সতকগুলি
জুনিয়র সিবিলিয়ানকে মাস্ত্রাজে কর্ণ
এষণ করিবার জন্য বলা হইবে একটা সন্তা
বনা দেখা যাইতেছে।

সেদিন দিল্লীতে কুতুব মারা লইয়া
বোকািনদারদিগের সহিত যে গোলাযোগ
হয়, তাহার ফল এই হইয়াছে, কাদকগুলি
বোকািনদারের শাস্ত্রিকতার জন্য ৫ শত ও
দুই শত টাকার মোচলকা লওয়া হইয়াছে।
অনেকের জরিমানা ৪ জনের ২ মাস করিয়া
করিবও হইয়াছে, এখনও এ বিষয়ের অনু-
সন্ধান চলিতেছে। ১৪৫০ জন বোকািনদা-
রের নিকটে ওয়া'রেটে ব্যতির হইয়াছে।

রোথারা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,
উরগঞ্জের পত্তন সংবাদ পাঁচিয়া বোথারার
রাজা নানা স্থান হইতে ভোপাঙ্গনি এবং
নগর আলোকময় ও উৎসবময় করেন।
কো'কোর খাঁও এই দুইভাণ্ডের অনুসরণ
করেন। উরগঞ্জ জয় করিয়া দুই জন কশীর
আফিসর ও একজন ডাক্তার মর্শিতে গমন
করেন। তত্রতা জীতদাসদিগকে মুক্ত
করাই ইচ্ছাদিগের উদ্দেশ্য। যদি তাহা
দিগকে সহজে মুক্ত করা না হয় থিবা হইতে
কশীর ইসন্য গিয়া এ বিষয়ে তাহাদিগকে
বাধ্য করিবে।

গত শুক্রবার রাহুলপাট ৮ হাত দীর্ঘ

একটী হাজির ধরা পড়িয়াছে। এবার গঙ্গার হাজিরের বড় উপজব হইয়াছে।

একজন কানুলা কলবিজ্ঞেতাকে বর্ণ বলিয়া একখণ্ড পিতল দিয়া প্রতিপত্তা করিয়াছিল বলিয়া কানীয়াটের যে এক মহাশয়ের ৫০ টাকা জরিমানা ও এক বৎসর কারাবাদ এবং তাহার একজন সহচরের ৩ মাস কারাবাদ হয়, অগৌলে সেলিয়ন অজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা অব্যাহত রাখি রাখেন।

১৫ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

অযোধ্যার একখানি দেশীয় সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি ভূপালে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হয়, এই সময় বেগমের স্বামী মৌলবী সিদ্দিক হোসেন আক্রান্ত হন। দুই তিন জন হত হইয়াছে।

লার্ড নর্থব্রক নাগপুরের লক্ষ্মীবাইকে মাসিক ৮২ টাকা পেন্সন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহার স্বামী ১৭১ টাকা পেন্সন পাইতেন।

বিজীগেজেট বলেন, ফেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল দেশীয় সৈন্যকে ত্রিচ-লোডার বেওয়া হইবে। এই আজ্ঞা পালন অন্য তারতর্ক্যের কর্তৃপক্ষগণ বন্ধোবস্ত করিতেছেন।

গোসোতার হইতে এক ব্যক্তি দিল্লী গেজেটে লিখিয়াছেন, তথ্যর ঐতিহাসিক হইয়াছে। উক্ত বাবু এবং পক্ষপালে অনেক শস্যাবি মট করিয়াছে। অনেক কৃষক হইয়া গিয়াছে। আরো বৃষ্টি হয় নাই।

জানজিবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, স্থলতান বাস জর বিক্রয়ের বাজার সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং নুতন সন্ধির নিয়ম সকল সম্বন্ধে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। এ-ঘোষণায় উক্ত বাজার অস্থায়ী এরূপ হইয়াছে যে কুইলোতে ৪ হাজার বাস জিলা, উহারিগকে অর্ধ ডলার দিয়াও কেহ ক্রয় করিতে চাহিতেছে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যদি উহারিগের মূল্য অর্ধ ডলারও হইল না, তবে আর উহা বিগকে আহার দিয়া অবিকাল রাখিবার প্রয়োজন কি?

লিগাল কন্সালিয়র বলেন, হাই কোর্ট সীমাহীসা করিয়াছেন, কোন অধিকৃত পরিবারের এক ব্যক্তি তাহার নিজের উপার্জিত অর্থ দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করলে এই সম্পত্তিতে কেবল তাহারই স্বত্ত্ব হইবে। কিন্তু সাধারণ অর্থ দ্বারা খীর পুত্রের নামে যদি বিবাহী কোন বিষয় ক্রয় করা হয় তাহা সমুদায় পরিবারের সম্পত্তি হইবে।

লক্ষ্মীএর একখানি সংবাদ পত্রে একটী নর ব্যক্তির কথা লিখিত হইয়াছে। একটী শিশুকে (একশে ইহার বয়স ১২ বৎসর) নেকড়ে বাঘে লইয়া যায়। সেই অবধি সে বনবধো ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, সম্প্রতি তাহার পিতা মাতা কোন রূপে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধরয়া আনিয়াছে। উহার মূল বড় বড়, প্রাথমিক সে চারি হাত পায়ে চলিত, এক্ষণে দুই পায়ে চলে, কেহ নিকটে গেলে ভয়ভীতিতে আইলে। কাঁচা মাংস নখে চিরিয়া ব্যক্তির মাংস ভোজন করে। তাহার কথা বুঝতে পারে না, রাত্রি কালে পিতা মাতাকে কান্দাইতে থাকে। এজন্য তাহার তাহাকে বাতুল'লয়ে ডাকারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। কেহ যদি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যায়, অর্থাৎ তাহাকে বাঘের মত খরিতে আসে।

পিরিজাপুর সবডিভিশনের নিকটবর্তী কোন গ্রামে একজন মুসলমান শত্রী ব্যক্তি চাতিগী হয়। তাহার স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া উহার উপপতিকে ধরিতার জন্য স্বত্ত্ব করে। এক রজনীতে উহারিগকে একজে বেধিতে পাইয়া উপপতির একটী কাণ কাটিয়া দেয়। কাটা কাণের বস্ত্রা দূর হইতে না হইতে সে পুনরায় তাহার উপপতির নিকট হাইতে আরম্ভ করে। এবার এই ব্যক্তি খীর ব্যক্তিচারিণী জীর মাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীলোকটী এক্ষণে হাসপাতালে আছে। তাহার স্বামী পলায়ন করিয়াছে।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল বাবু আল কুত মন্সী বারিডার হইয়াছেন। ইনি বিখ্যাত রেবেরও গোপীনাথ মন্সীর পুত্র। রেবেরও গোপীনাথ স্বাক্ষর পত্র

বাবু আল কুত মন্সী এটী তুনিতে মন্সী কোতুকাবহ নহে।

মাজাজ বাবুদের অনেক ক্ষতি হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত বাবুদের সহিত সংগ্রহ পরি ভাগে করিবার মানস করিয়াছেন।

১৬ ই আশ্বিন বুধবার।

মাজাজের স্কুলের বালকেরা পারীটিক দণ্ড উঠাইবার জন্য হুত্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তত্রতা বিশপ কেরির স্কুলের একটী বালক সম্প্রতি প্রিন্সিপালের বিক্রেত এক সমন বাহির করিয়াছে। ইহার কারণ এই, এই বালক ভূগোলের পাঠ অভ্যাস করে নাই বলিয়া প্রিন্সিপাল তাহাকে বেজাখাত করিয়া ছিলেন। বালকগণের তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যদি তাহার ঐ বিষয়ে আর লাভ করে, তাহাবাস্তে শিক্ষক কিবা প্রিন্সিপাল কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে তাহারিগের বিক্রেত আদালতে মন্তরক কটের মালীশ করিতে সাহসী হইবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি দারজিলিং পুনরায় পক্ষপাল আনিয়াছিল। কিন্তু চ'ক্ষেজের কোন অনিষ্ট করে নাই। দারজিলিং মিউন বলেন, হোপ টাউন এবং কমিউটির মধ্যবর্তী জম্বলে এই সকল পক্ষপাল বহু বিবস পর্বাস্তরবিরাছে।

ইওরান মিরর বলেন, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাবাজুর রেবেরও জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, বাবু ভূদেব সুখোপাধ্যায় এবং আর কয়েক জন লওনে রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবেবাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি আরো তুনিয়াছেন লেপ্টনন্ট গবর্ণর ত্রিটিশ ইওরান এসোসিয়েশনের কয়েক জন প্রদান সভাকে সাক্ষ্য দিতে বাইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কাথেল সাংগেব বশোভরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনকেও এ নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রেটিয়ট বলেন, উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন মৌলবী ইমদাদ খানী ও তাহার পুত্র সাক্ষ্য বিতে বাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

গত সোমবার কলিকাতা মেডিকল কলেজের ফিলিটারি ক্লাশের ইউরোপীয়

ছাত্রবিগের বৈঠকের দাফা হইয়া গিয়াছে। দাফা লিখিয়া যে পত্রিকা মাস বাইরা-
ছেন তা'কা বলা বা'হুয়া। পাঠকগণ এত
বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। আমরা
অনিলাম, বিবাদী ক্রমে "যেহুগ ভয়ানক
আকার ধারণ করিয়াছে, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রিন্সি
পাল মনোমোহী হইলে এতদূর হইতে
পারিত না। প্রথম হইতে ইহার নিবারণ
চেষ্টা দূরে থাকুক তিনি একান্তরূপে দুর্ভাগ্য
ইউরোপীয় ছাত্রগণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত
করিয়াছিলেন। প্রকৃত বহু দূর গড়াইলে শির
স্তম্ভের উচ্চতা হয়। যেডিকল বোর্ডে এ
বিষয়ের বিচার হইতেছে। শিখ সাহেব
মাকি ইউরোপীয় ছাত্রগণের পক্ষে বিলম্ব
টানিয়া বুনিতেছেন। বিচারের ফল এখনও
জানিতে পারা যায় নাই।

এ সপ্তাহে আমরা "সংগঠিত সমিতির"
মাসিক একত্রিংশ সভার পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।
এখানে এই প্রাণ ম'স হইতে প্রকাশিত
হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার
প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করি
লাম। ইহার ভাষা ও মুদ্রণ কার্যও মন্দ
হয় নাই।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

বাঁহু চুর্চাচরণ লাগা কলিকাতা বন্দরের
উন্নতি বিধানার্থ পুনরায় একজন কমিসনর
হইয়াছেন।

গত মাসে ত্রিংশ ত্রস্ত হইতে ১৮৫-
৫০০ টাকা মূল্যের ১৩০০৪ মণ তুলা বিবেশে
রপ্তানী হইয়াছে।

গত কলা কলিকাতা গেজেটে লেপ্টনেন্ট
গবর্নর অফিস লইয়া যাইবার এবং বিজ্ঞ
করিবার লাইসেন্স দিবার নিমিত্ত যাবতীয়
নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন।

মাস্ত্রাজে যে একটা বালককে তাহার
শিক্ষক প্রহার করিয়াছিলেন প্রচারিত
কিছু ওকতর হওয়াতে মাজিস্ট্রেট শিক-
কের এক টাকা জরিমানা করিয়াছেন।
শিক্ষকগণ এক্ষণ অবধি যেন সাবধান
হইয়া বালকগণকে প্রহার করেন।

মাস্ত্রাজে বাটী অভ্যন্তর দুশ্চা'পা হই-
তেছে; এক্ষণে যে বাটীগুলি আছে তাহার
ভাড়া নিত্য অধিক। মাস্ত্রাজ টাইমস

এই অসুবিধা নিবারণার্থ একটা বিল্ডিং
সোসাইটি করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।
কিছুদিন কইল কলিকাতার এইরূপ
একটা সমাজ করিবার কথা হইয়াছিল।
কিন্তু কাগজে প্রস্তাব লিখা ভিন্ন এ পর্যন্ত
উহার আর কিছুই হইল না।

আমরা অনিয়া আফ্রানিও হইলাম,
লেপ্টনেন্ট কর্নেল হাইড ইউরোপীয়
ফিরিঙ্গি এবং বেনীয় কারিকর ও যন্ত্রি-
বিগের ত্রিংশ শিক্ষার জন্য সিবিল ইঞ্জিনি-
য়ারিং কালেক বাটীতে একটা অর্ধবৃত্তিক
শ্রেণী স্থাপন করার করিয়াছেন। প্রতি
সোমবার ও বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৫টা
হইতে ৫১০ টা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া
হইবে।

মাস্ত্রাজ টাইমস বলেন, আগামী বর্ষে
তত্ত্বাত্তা গবর্নমেন্ট আদর্শ ক্ষেত্রে একটা কৃষি
প্রদর্শন হইবে। হল ডালন কৃষি বিষয়ক
প্রস্তাব এবং নানাবিধ কৃষিজাত জবোর
জনা ১০০০ টাকা পুরস্কার দান স্থির হই-
য়াছে। সমুদায় মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সি সিংকল
মহেশ্বর, কুর্গ এবং হাইজাবাদের লোকদি-
গকে ইহাতে আকর্ষণ করা হইবে।

ফ্রেডম্যান ইন্ডিয়ান বেলন, বোম্বাইর
সহিত কলিকাতার যে দাবা বেলা হইতে-
ছিল তা'হাতে কলিকাতার জয় হইয়াছে।
কলিকাতা দুটা বাজীজ জিতিয়াছেন।
বোম্বাই এ বিষয়ে কলিকাতাকে পারিয়া
উঠিলেন না।

১১ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

পারিসের সা'ধা ইংলণ্ডে গমন করিতে
বহুদেশীয় নবাব নাজিমের প্রভাব কমিয়া
গিয়াছে। বোম্বাই গেজেটের লগুন এক-
জন সঁবাধকতা লিখিয়াছেন, সে দিম গিল
ডুভলে যে এক ভোজ হয়, তাহাতে তিনি
প্রবেশাধিকার পান নাই। নবাব নাজিমের
আর ইংলণ্ডে কলেক পাওয়া তার হইল।

গিট্রিয়ান লিখিয়াছেন, গত ২০ দিবস
ধরিয়া লুগবেলা প্রদেশে বহুবার ভূমিকম্প
হইতেছে। কম্পনগুলি নিত্য সামান্য হয়
নাই, জলের কলসী প্রভৃতি উলটিয়া পড়ি-
য়াছিল, কিন্তু দুখের বিষয় এই, ইহা স্ব'রা
বিশেষ কোন অশিষ্ট হয় নাই।

বিজী গেজেটের একজন সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন, সে দিম ২২ গণিত হাইলাও'র
বলের দুইজন সৈন্য ২০ টাকা বাজী রাখিয়া
চকরা হইতে সিরা পর্যন্ত বোড়িয়া গিয়া
আবার ফিরিয়া আইসে। চকরা হইতে
সিরা ৫ ক্রোশেরও অধিক হইবে, হাইতে
ও আসিতে ১০ ক্রোশেরও অধিক পথ।
এক ব্যক্তি ৩ ঘণ্টা ২ মিনিট এবং আর
একজন ৩ ঘণ্টা ৭ মিনিটে এই পথ
বোড়িয়াছিল।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

আমাদিগের আলাহাবাদস্থ সন্ধ্যাঙ্গী
বলেন, ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটিতে সাক্ষ্য
দিতে বাটবার জন্য যে ১৫ জন অ'সেবন
করিয়াছিলেন, লাভ মর্ষত্রক উদ্বাহিগের
মধ্যে ৪ জনকে মনোনীত করিয়াছেন।
এই চারি জনের সকলেই গবর্নমেন্টের কর্তৃ
চ'রী।

গবর্নমেন্ট হাজারিবাগে স্থায়ী বারিক
নির্মাণ করিবেন বলিয়া গত ৮ বৎসর
ধরিয়া যে আন্দোলন চলিতেছিল, উহা
পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল
বাকলার ইসনাগণ রহিয়াছে, সেগুলি
১৮৫৭—৫৮ অব্দে নির্মিত হয়, বাকলাগুলি
৫ বৎসরের জন্য নির্মাণ করা হইয়াছিল,
কিন্তু ১৫ বৎসর অতীত হইল আজিও
সেগুলি রহিয়াছে, ইহার নির্মাণে যে ব্যয়
পড়িয়াছিল, এই ১৫ বৎসরের সংসারে তাহ
পেছা অধিক ব্যয় পড়িয়াছে। স্থায়ী বারিক
নির্মাণ করিলে গবর্নমেন্টের যে ব্যয় লাভ
হইবে আমাদিগের এ বিশ্বাস হয় না। ইজি
নিয়া'রবিগের যে গুণ তাহাতে বারিকগুলি
নির্মাণ করিতে না করিতেই উহার সংসার
আরম্ভ করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ
বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা পিকা	১০৪৫—১০৪৬
৪ " কোং	১০২—১০৩
৪১ " "	১০৭০—১০৭১
৪১ " "	১০৬৫—১০৭
৪১ " "	১০৭
৪১ " "	১১২

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশাদ্বারা

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই জুলাই। জে বঙ্গওয়েল কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে সাওতাল পরগণার প্রতি নিধি ডেপুটী কমিশনার হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গডফ্রে সাহেব কিছুদিনের জন্য জিরামপুর বিভাগে তার পাইলেন।

১৩ ই জুলাই। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এস, আর ডেবিস গোডালন্দ বিভাগের তার পাইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম, মনি সাহেব কিছুদিনের জন্য জাহ্নুি বিভাগের তার পাইলেন।

কাকডুয়ার সহকারী কমিশনার ই, ওয়াই ওয়া লকট হিলাকাছি উপবিভাগের মুন্সেফের তার পাইলেন।

এক, ওয়াটসার সাহেব কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে মালবহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুরের অট্টব-
তনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সী হরচরণ লাল সগুন শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার হইয়া চিত্রাংগে রহিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৯ এ জুলাই। রাজস্ব-হীর ডেপুটী মাজি-
ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বহু কিছুদিনের জন্য শাকমার বহলী হইলেন।

২১ এ জুলাই। আর ডি, হাইম সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে বীরভূমের প্রতি নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কাগেন এ, এল প্রেকেরার কিছুদিনের জন্য হামাপুরের প্রতিনিধি কান্টোনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উচ্চ কান্টোনমেন্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

কাগেন ডবলিউ হপকিন্স কিছুদিনের জন্য ময়দার প্রতিনিধি কান্টোনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট

এবং উচ্চ কান্টোনমেন্টের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

বিহারের কেনাল রেবেনিউ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এক, ডবলিউ আর কাউলি পাটনার অট্টব-
তনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন, এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজি-
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, ওয়াড কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে রাজসাহীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বাহুদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মোল্লী আহমদ বাখরগঞ্জে বহলী হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বি, এল, ওগ ডারমগু হার্ডির বিভাগের তার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, হ, বি জেকি জিরামপুর বিভাগের তার পাইলেন।

মহারিপুত্রে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারকনাথ মল্লিক ২৪ পরগণার সদর স্টেশনে বহলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামাক্ষর চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য বসিরহাট বিভাগের তার পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হারকানাথ দে কিছুদিনের জন্য সাতক্ষীরা বিভাগের তার পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ দে কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণ বেড়িয়ায় তার পাইলেন।

মিনাক্ষপুত্রে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাইকেল কিছুকেন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজি-
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু লালগোপাল সেন এবং চরাকচন্দ্র পাট-
নায় অট্টব-
তনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু হের্গচরণ লাহা কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ ১৮৭০ অব্দের ৫ আইন (বি, সি,) অনুসারে একজন কমিশনার হইলেন।

এক, এল, ডাম্পিয়ার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সন্যাস।

সপ্তম ১৮ ই জুলাই। গেজেটে লিখিত হই-
য়াছে, আমানিগের রাজী প্রিন্স আলেকজান্ডার
বিবাহ দানে সম্মত হইয়াছেন।

মন্ কনক শ্রী রায় মিথ্রাল সাহেবকে ১ লক্ষ
টাকার একটি উপহার দিয়াছেন।

লাড ওয়েষ্টবেরির যোগ্য কর্তৃক পীড়া হই-
য়াছে, তাহাতে তাহার জীবনের আশা অল্প।

সপ্তম ১৯ এ জুলাই। কোল কমিটির রিপোর্ট
প্রকাশিত হইয়াছে। কলার যে মূল্য বৃদ্ধি হই-
য়াছে কলার কাটত বৃদ্ধি তাহার কারণ
বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

কালিঙ্গা ইগমালাডা অবস্থান করিয়াছে।
বাসিলোনার কর্তৃপক্ষের শাস্তিরক্ষা এক
সভা করিয়াছেন।

শ্রীমতীরা কলার অবস্থান করিয়াছে।
তাহার খাঁ কলার মন্সেফের সেক্রেটারি
দর্শন করিয়াছেন। খাঁ মাস বাবসার উঠাইয়া
দিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

লাড ওয়েষ্টবেরির মৃত্যু হইয়াছে।
সপ্তম ২০ এ জুলাই। উইকেটের বিধানের
অর্থ হইতে পণ্ডিত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

পারস্যের সত্য জিন্মাতে গমন করিয়াছেন।
কালিঙ্গিগের সত্য সত্য ইগমালাড মগর
আক্রমণ করে কিন্তু হই দিবস যুদ্ধের পর
তাহার মৃত্যু। ডন কালস ১০ হাজার ইসনে।
লইয়া বিলম্বের অভিযোগ দাওয়া করিয়াছেন।
বাসেলিসের সভা ৫ ই মেম্বর পর্যন্ত স্থগিত
আছে।

সপ্তম ২৩ এ জুলাই। সপ্তম শ্রীমাদিকা
হইয়াছে।

কমন্স সভার জুডিকের আইন গ্রাহ্য
হইয়া গিয়াছে।

কালিঙ্গা ইগমালাড মগর মৃত্যু করিয়া
জালািয়া দিয়াছে।

স্প্যানিশ গবর্ণমেন্ট অরাজকতা নিবারণার্থ
প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন।

আফিসের পদত্যাগ করা উঠাইয়া বেও-
রাতে তাহার অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে।
তাহার অনুসন্ধানার্থ এক রয়াল কমিশন নিয়ো-
গের জন্য বিজ্ঞপ্তির ডিউক যে প্রস্তাব করেন,
লাড বাসী তাহার ৪৬ জনের বিরুদ্ধে এবং
১২৯ জনের মতে গ্রাহ্য করিয়াছেন।
কোরিয়ার ডিউক আফিসবের মধ্যে এ অসন্তোষ আছে
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের
অনুসন্ধান হয় তাহার ইচ্ছা।

সপ্তম ২৩ এ জুলাই। বিহার সহিত রূপী
মার, যে সম্বন্ধ হইয়াছে তাহার প্রথম নিয়মগুলি
যে পর্যন্ত না পালন করা হইবে সে পর্যন্ত

করেন বর্গ এবং এগুলোর সেনা দল খিলাতে থাকিবে । এই নিয়ম কি, আজও জানা যায় নাই ।

—৩৩—

আমাদিগের কারাগোলাস্থ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন:—

ভাগীরথীর জল ক্রমেই বৃদ্ধি হই-
তেছে । বিশেষতঃ এখানেটা গঙ্গা ও কুশীর
সঙ্গম স্থল । চুইটী নদী বৃদ্ধি হইয়া একত্রে
প্রবাহিত হইলে কতবড় ভয়ানক হইয়া
উঠে তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে
পারে । পাবলিক রোড ভিন্ন এমন স্থান অব-
শিষ্ট থাকে না যাহা জলে প্রাণিত না হয় ।
আমরা গত ২৫সর এ বিষয় লইয়া আন্দো-
লন করিয়াছিলাম, আবার এবৎসরও কোন
বিশেষ কারণ বলতে উহার পুনরালোচনায়
প্রবৃত্ত হইলাম, আমাদিগের বাসনা এই আদা-
মের প্রজাবৎসল গবর্নমেন্ট নিম্নলিখিত
শোচনীয় অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি
করেন ।

রেলওয়ে কেন্দ্রী ভিমার ঘাটের তীরে
যে সকল দোকান আছে, উপরে জল
উঠিলে তাহারা যে কোথায় দোকান
করিবে কিছুই স্থির নাই । গত ২৫সর
তাহারা রাস্তার উপর দোকান তুলি
বার উদ্যোগ করিতে পুর্নিয়া বিভাগের
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহোদয়
তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়াছিলেন,
তৎপরে পুলিশ তাহাদিগের পক্ষে সহায়
হইয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত
করায় তিনি পরামর্শ দেন যে, দোকানীরা
বর্ষার কয়েক মাস রাস্তার উপর থাকিতে
পারিলে । কিন্তু এতৎসর তাহা সম্পূর্ণ
বিপরীত দেখা দিইতেছে । ইঞ্জিনিয়ার
সাহেবের যে কি অভিপ্রায় তাহা আজ
বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই ।
কলকাতা আমরা শুনিয়া নিশ্চিত হইলাম,
দোকানীরা মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট
আবেদন করিতে প্রথমে তিনি বলেন যে,
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সহিত পরামর্শ না
করিলে হঠাৎ কোন ছত্ৰম-বিভে পাবরেন
না । কিন্তু তাহার দুই তিন বিবস পরেই

এখানে চোল গিটাইয়া দেন যে, রাস্তার
উপর যে কোন ব্যক্তি দোকান উঠাইবে
তাহার দর তৎক্ষণাৎ নীলাম করা যাইবে ।
ইহার ভাব কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারি
লাম না । বোধ হয়, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব
মহাশয় উল্কে দিয়া থাকিবেন । বাহা হউক
দোকানীরা এখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহো-
দয়ের নিকট এক খামি আবেদন করিয়াছে
এবং গত বর্ষের ও বর্তমান বর্ষের তিন মাসের
জনা ভূমির কর দিতে সম্মত হইয়াছে ।
উপসংহারকালে গবর্নমেন্ট ও উক্ত সাহেব
মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত
ভাবে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা উল্লিখিত
দোকানীদিগের প্রতি একটু বিশেষ অনুগ্রহ
প্রকাশ করেন, নচেৎ এখানকার সমুদায়
লোক আহারীয় জবাবির অভাবে বৎপরের
মাস্তি কষ্ট পাইবে । বিশেষতঃ দোকান না
থাকিলে রেলওয়ে কেন্দ্রী ভিমারের আরোহী-
দিগের আর দাঁড়িবার স্থান নাই ।

২। আমরা একটা আশ্চর্য্য চুরির কথা জ্ঞাপন
করিতাম । কয়েক বিবস হইল, কারাগোলাস্থ
অমতিদূরে গোন্দা নামক স্থানে বাউ
কোম্পানির বুলকট্টেণ হইতে একটা চুরি
বাজ হুটি হয়, চাপরাশি এবং গাভো
রামেরা এই কথা বলে যে, তাহারা এবি-
য়ের কিছুই জ্ঞানেনা । কিন্তু বিশেষ অনুস-
ন্ধান দ্বারা জানা গেল, ঐ বাজটা একটা
অসলের মধ্যে লুকাইয়া ছিল । কোন তদ-
রের দ্বারা যে একথা হয় নাই, ইহা স্পষ্টই
প্রতীত হইতেছে, তাহা হইলে বাজটা
জব্বলে রাখিয়া রাখিত না ।

প্রেরিত ।

মান্যবর জিগুজ সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেহু ।

১। পাবনার প্রজা-বিভে'রের বনবিলা-
পতন না হইতে হইতে আবার মেডিকেল
কালেক্টর ছাত্রগণ আর এক অদ্ভুত অভি-
নয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । গত কল্যা মেডিকেল
কালেক্টর গালাস্তিতে কেমেরী লেকচারের
সময় মিলিটারী ক্লাসের ছাত্রদিগের সহিত
বাঙ্গালী ছাত্রদিগের তর্কবিতর্ক হইয়া

গিয়াছে । মিলিটারী ক্লাসের অনেক ছাত্র
বীর-সুপ্রীম নিমিত্ত পার্শ্বস্থ স্থান নির্দিষ্ট
করিয়া রাখিয়াছিল । একজন বাঙ্গালী ছাত্র
সেই স্থান অধিকার করিতে দাবী উপস্থিত
কর । দাবীর প্রতিবেদন ম্যাকনামারা উপস্থিত
ছিলেন না । এই দাবীতে কএকজন বাঙ্গালী
ছাত্র ওকতরূপে আত্মতঃ হইয়াছে । অন্য
এতদ্বিষয়ক মধ্য গোলাযোগ উপস্থিত ।
মিলিটারী ক্লাসের ছাত্রগণ কলসজ্বলীতে
সমবেত হইয়া রাস্তার বাঁধকে পাইতেছে,
তাঁহাকেই ধরিয়া প্রহার করিতেছে । হিন্দু
ও খোরাস্তুলের দুই জন ছাত্র এই রূপ
প্রবৃত্ত হওয়ারিতে উক্ত স্কুলস্থরের সমস্ত
ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া মিলিটারী ক্লাসের নিকটে
অভ্যুত্থিত হইয়াছে । লাঠি ইত্যাদিগের
প্রধান সস্ত্র । পুলিশ বখোড়িতরূপে গোল
যোগ নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না । কালেক-
ট্রি দিয়া লোক বাতায়িত প্রায় বদ্ধ
হইয়াছে ।

মেডিকেল কালেক্টর বাঙ্গালী ছাত্রগণ
প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিনিধিপ্রিয়গণলিখসাহে
বের নিকট অভিযোগ করিয়াছিল । কিন্তু
তাঁহাতে তিনি মনোযোগ দেন নাই । এত
দ্বিষয়ক বাঙ্গালী ও ইংরাজী ক্লাসের সমস্ত
বাঙ্গালী ছাত্র একত্র হইয়া কালেক্টর লেক-
চারের শুনিতে যাওয়া বদ্ধ করিয়াছে ।
ভিউটা করিতেও কেহ গমন করিতেছে না ।
তনিলাম, লিখ সাহেব বাঙ্গালী ছাত্রদিগের
প্রতি তাদৃশ প্রসন্ন নহেন । ইংরাজী মিলি-
টারী ক্লাসের ছাত্রগণ তাঁহার অধিকতর
অভেদ পাজ । বিদ্যালয়ধ্যক্ষের এরূপ পক্ষ
পাতিত্ব নিতান্ত অনৌপায়ের পরিচয়ক
সন্দেহ নাই । বাঙ্গালী ছাত্রগণ লেকচার
শুনিতে হইয়া তগুমস্তক হইল । অতঃপ্রম
লিগাল ভাষার কিছুই করিলেন না, এটা
নিরতিশয় বিষয় ও দুঃখের হইতেছে ।
ছাত্রগণ আপাততঃ প্রিন্সিপালের নিকট
আবেদন করিতেছে, ইহাতে কল না
হইলে লেকচারের গবর্নমেন্ট জানান
হইবে । আমরা ভরসা করি, সব জরুরী
কাছের ঐ বিবরণে বিশিষ্ট মনোযোগ
বোধ করিবেন । মেডিকেল কালেক্টর

মিলিটারী সঙ্গীত হুঁকার হাজিরে পরিপূর্ণ।
মধ্যে মধ্যে ইহারিগের অত্যাচার
বৃত্তান্ত আমাদিগের প্রতি প্রতি হইয়া
থাকে। এই প্রকার অস্বস্তিজনক কিছু
শিক্ষা না দিলে পরিণামে সবুহ অনিষ্ট
ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিদ্যাশিক্ষা
করিতে হইয়া যদি রক্তাক্ত কলমের হইয়া
কিরিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যা
লব্ধ, সমালয়ের অপর পর্যায় হইয়া উঠিবে,
সন্দেহ নাই।

২। সম্রাট কানী হইতে জীযুক্ত অররাম
ভট্টাচার্য্য ও অররাম ভট্টাচার্য্য নামে দুই
জন সামবেদজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিত এখানে
আসিয়াছেন। ইহারী সুমধুর স্বর সংযোগে
সামবেদ গান করিয়া থাকেন। গতকলা
জীযুক্ত বাবু শ্যামশঙ্কর চৌধুরীর পাণ্ডুরিয়া
ঘাটায় ভবনে ইহারিগের গান হইয়াছিল।
যদিও আমরা বেদান্তিক নই তথাপি গায়ক
পণ্ডিত যুগলের সুধুর স্বর নিবন্ধ উক্ত সাম-
বেদ গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলাম।
ঐতিহ্যগের সকলেই বেদান্তিক হইলেও
গান সময়ে একতানচিত্তে নিশ্চলভাবে
ছিলেন। অনুসন্ধান বিষয়ের এরূপ আক-
র্ষণ শক্তি ইতিপূর্বে আর আমাদিগের দৃষ্টি
গোচর হয় নাই। শ্যামশঙ্কর বাবুর জ্ঞান
বাবু পার্শ্বভীষণর চৌধুরীর বড় এই বেস
গান হয়। বেস আমাদিগের আশ্রয় আর্থা
গণের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্ত। কতবিপ্লব
সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি ইহার মাধব্যা
ভিরোহিত হয় নাই। পূজাপার মর্হাণ
সংঘটিতে এই বেসগান করিয়া ইশ্বরের
উপাসনা করিতেন। অসত্যজ্ঞাতিমাত্রই
এই বেসের নিকট অবনতমস্তক হইয়া
থাকেন। বস্তুতঃ এরূপ সুমধুর ইশ্বর ভোজ
পদ্ধতি অন্য কিছুতেই দৃষ্ট হয় না। হিন্দু
মন্ত্রেরই এই বেসগান শুনিতে কৌতুহল
জন্মে। পার্শ্বভীষণ বাবু আমাদিগের সেই
কৌতুহল পরিপূর্ণ করিলেন, এতদ্বিবন্ধন
তিনি আমাদিগের ধর্মাবতার পাত। গান
সময়ে পার্শ্বভীষণ বাবু গায়ক পণ্ডিত বরকে
এই উপহার প্রদান করেন—

সামবেদ তপোবনে সোমসংকল
ইশ্বর প্রদিক্ত তপোবনগণ,

সংঘত হইয়া সব। এফুল অন্তরে
গাইতেন সেই বেস সুমধুর স্বরে।
তিনি আজ বিমোহন সেই সাম গান—
মহেশ-মহিম-স্ততি মুক্তির সোণাম,
উবিল জ্বর পটে, তক্তি উদ্ভীর্ণন-
বিগত বিবর চিত্র হামস মোহন।
কম্পনা কুচকণা, নরম সুবিরী
লেখাল সে চিত্রপট বসন করিয়া।
দেখি যেন তপোবনে শান্ত বরশন-
স্ববিকুল, তক্তিতে আলি হুতশন,
সুধময় উষাকালে প্রদোষ সময়ে
আহুতি প্রদান করি, এক চিত্র হয়ে
করিছেন বেস পাঠ, ভেদিয়া অহর
উঠিছে শিবার সহ সেই বেস্বর।
অপরূপ চিত্র আজ দেখি অস্তরে
আগিল জ্বরতরী আনন্দ সাগরে।
হেদের আশ্রয় তুমি পণ্ডিত রতন,
বেদ মাতা সরস্বতী করিয়া বসন
বিহাছেন রত্নরাজি আদরে তোমার,
অতুল তারত কীর্ত্তি—সুধুল ধরার।
নিরন্ত সে রত্নরাজি রক্ষণের তরে,
স্মৃতিবে তোমার সবে তক্তিরগ তরে।
ভারতের পূজনীয় তুমি গুণময়,
সুবিহ তারতকীর্ত্তি বেসস্বনিময়।
কৃতজ্ঞ অন্তরে আজ পণ্ডিত প্রদান।
প্রণাম করিল এই কবিরাম দান।

সং ১৯১১
৭ ই আদ্য

জিঃ—

—০—

মহাশয়! আমাদের বর্তমান লেক্টরকে
গবর্নর মহামান্য জীযুক্ত কাঁধেল মহোদয়ের
শাসন ও রাজনীতিজ্ঞতা প্রত্যবে এই হত
ভাগিনী বহুভূমির নিতা সুতন তাব পরিল-
ক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা বেগবতী
প্রোতশ্রুতির দ্বারা অপ্রতিভতা, কোন
ক্রমেই প্রতিরোধের উপায় নাই। আজ
কাল জেলা উঠার সুমধাম সর্গজই শুনা যা-
তেছে। কখন কাঁধেলের ভাগ্য িপ্লব উপ-
স্থিত হইবে, ইহা ভাবিয়া বিভীত প্রৌণী
জেলাবিনী আশ্রয় সাধারণ সকলেই
অস্থির। এরূপ জনরব যে লেক্টরকে, গবর্নর
বাছার ইচ্ছা তব্বর সমাকর্ষ আমাদিগের

এই বগুড়া জেলাটিকে উঠাইয়া একটি সব
ডিভিডনে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন।
হইয়াছেন। যদি কথিত জনরবটি কেবল
জনরবেই পরিণত হয়, তবে ত আমাদিগের
এই প্রসঙ্গই বলিতে হইবে। আর যদি
উহা বাস্তবিকই সত্য হয়, তবে আর আমা-
দিগের কটের সীমা থাকিবে না। মহাশয়!
যদিও এতদুপলক্ষে লেখনী ধারণ করা
অরণ্যে রোদিনবৎ প্রতীক্ষমান হইতেছে,
তথাপি তাহী অসম্ভব আশঙ্কায় মনের
ব্যাকুলতার জেনাটি উঠিয়া গেলে আমা-
দিগের যে যে অস্থবিধা ও অস্থবের কারণ
হইয়া উঠিবে, তাহা নিয়ে সংক্ষেপে কতিপয়
পঙ্ক্তি না লিখিয়া কান্ত থাকিতে পারিলাম
না। প্রার্থনা করি, মহাশয়ও আমাদিগের
হইয়া সম্প্রদায় উক্তিতে প্রজাবৎসল
গবর্নমেন্টকে বগুড়া জেলাটির রক্ষা বিষয়
কিছু লিখিয়া উপকৃত ও চিরসুস্থীত
করিবেন।

প্রথমতঃ। গবর্নমেন্ট এজেলার আদতন
অতি সামান্য মনে করিয়া ইহার জন্য ব্যয়
বাহুলা অসম্ভব জ্ঞান করিতেছেন এবং
মিকটবতী (বাগা বস্তুতঃ জমগতুল) কমি-
শন জেলাতে ইহার এলাকা সকল বিভক্ত
করিয়া দিলে হুতকরণে শাসনাদি সর্ববিধ
কার্য্য নির্বাহিত হইতে পারিবে, ইহাও
মনে করিয়া থাকিবে। কিন্তু আমাদিগের
সামান্য বুদ্ধিতে গবর্নমেন্টের এই মত নিতা-
স্ততঃ জমপূর্ণ বিনীত প্রতীক্ষমান হইতেছে।
এই জেলার উত্তরে রত্নপুর, উত্তর পশ্চি-
মংশে বিনোয়পুর, পশ্চিম দক্ষিণংশে হাজ
সানী, দক্ষিণে পাঁচনা এবং পূর্বে দক্ষিণাংশে
ঢাকা, পূর্বে ময়মন সিংহ, এই সকল সীমা-
স্বর্গিত দান লইয়া বগুড়া জেলা হইয়াছে
এবং ইহার পরিমাণ কল অসুস্থ ৩০ হাজার
বর্গ মাইল। তাহা ত তুলনা করিলে ইহার
সুবিহৃত আদতন স্তলও অথবা আরারলও
অপেক্ষা বড় স্থান হইবে না।

এই জেলা সংস্থাপনের পূর্বে এ অঞ্চলে
কত শত ভীষণযুক্তি হুতকরণ নরনাথলের
অধিবাস ছিল এবং তাহারিগের কষ্টক
কষ্টই যে খোর কত্যাচার, উপজব ও মন-
হত্যা প্রভৃতি লোম হরণ ব্যাপার অসুভিত

হইত তাঁহার ইচ্ছা করা যায় না, বলিতে কি, তখন লোকের ধন মান গ্রাণ বক্ষা কেবল উক্ত ভাষাবিগের ককণার উপরই নির্ভর করিত !! যম সাহাবার মজলু ককির ও পণ্ডিত স'হেই নাম ও (অতীত দেবের প্রীতার্থে) নরবলি প্রভৃতি কীর্তি কলাপ, অন্যান্যি এ প্রদেশস্থ আশাল বৃদ্ধ বনিতা-গণের অস্ত্রাকরণে ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ সমুৎপাদন করিয়া শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়াছে। তখন এতদ্রূপ কত মজলু ককির কত পণ্ডিত সাহি যে প্রাচুর্য্যে ত্যাকিয়া মিটাই এজা পুঞ্জের জীবন সহ যথা সর্ব্ব করণ করিত, পণ্ডিতপ্রাণ রমণীগণের জীবনের সারভূত সজীব রত্ন বিলুপ্ত করিত তাহার সংখ্যা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? কথিত আছে, তৎকালে পাণামা পণ্ডিত সাহেব এ অঞ্চলের একরূপ অধীশ্বর ছিল। যের অরণ্যে বিজ্ঞান কামনে সময়ে সময়ে তাঁহার উপাসনা সংস্থাপিত হইত, বাস স্থানের স্থিতি ছিল না, তদীয় পাত্র মিত্রাদি সমুদয়ই ছিল। উপক্রান্ত ওষ্ঠাগত গ্রাণ ব্যক্তিগণ একান্ত অসহিষ্ণু হইলে গ্রাণের আশা বিসর্জন দিয়া অগত্যা উহারই শরণাগত হইত। অসহিষ্ণুর প্রজাবৎ সল পূর্ব্বতন কর্তৃপক্ষগণ এপ্রদেশ অরাজক হইল, নির্ম্মমুখা হইয়া উঠিল দেখিয়া এবং রাজসাহী, রত্নপুর প্রভৃতি অতীত দুরবর্তী জেলার শাসনকর্তৃগণ হইতে কোন ক্ষণেই অত্যাচার উপক্রম নিবারণ বা সুশাসন হইতে পারিল না বলিয়া এখানে বর্ত্তমান পণ্ডা জেলাটিকে সংস্থাপন করিলেন এবং ইহার সুশাসন ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত হাবজীরা কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্মাণার্থে কয়েক কয়েক সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের পদের সৃষ্টি করিলেন। তদবধি এদেশের ধন জন গ্রাণ অবাধভরণে রক্ষিত হইয়া আশ্রিত হইতে, এজা হুখ সম্বন্ধে কালর পদ করিতেছে। এক্ষণে যদি জেলাটি উঠিয়া গিয়া যথা অন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত, অধীন হয়, তবে আশা মুক্ত কর্ত্তে বলিতে পারি যে, অধিরায়পূনর্বার পণ্ডিত সাহেব

আমল উপস্থিত হইয়া এ অঞ্চলকে হার ধার করিবে, বিনে দুপরে ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হইবে এবং ইংরাজ রাজত্বের অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘ্য প্রবেশ হইবে। সম্ভ্রান্তি এই জেলাটি সুযোগ্য ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর দ্বারা শাসিত হইতেছে চুর ডাকাইতি বদমাইলী প্রভৃতি কুকাব্যের উপর ভাষাবিগের দুতীকু দৃষ্টি আছে, তদ্বাণি এই সকল উপক্রম বিস্তর হইতেছে। অন্যান্য জেলার সহিত তুলনা করিলে এখানে যত দূর্য্য তত্ব প্রভৃতি বদমায়েশের অধিবাস এবং ইহাদের হইতে যত উৎপাত উপক্রম ও লোকের সর্ব্বস্বান্ত এমন কি গ্রাণস্থ পর্ব্বাস্ত হইতেছে, বোধ হয় একরূপ আর কোথাও নহে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, জেলা সংস্থাপনের পূর্বে ইহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল কিম্বা সবভিবিজ্ঞান হইলে ইহার যেরূপ গতি হইত, জেলা সংস্থাপনে অনাধি ভাষার অনেক নিবারণ হইয়াছে, নানা বিঘ্নে অনেক বিঘ্ন উন্নতি হইয়াছে এবং যদি অসহিষ্ণুর ভাষা বিপার্য্য না হয়, তবে ইহার উন্নতি চরমসীমা পর্য্যন্ত প্রাধান্যিত হইতে পারিবে। ইহা কেনা স্বীকার করিবেন যে, একজন ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে যেরূপ সুশাসন হইতে পারে, সবভিবিজ্ঞানের তপুতী কি আসিউন্ট হইতে কখন সেদূর হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রভূত জেলাটি এমালিশ হইলে যে, অসহিষ্ণুর পুনর্বার অত্যাচারে যের অরাজকতার মুখামুখি করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ বিস্তর।

দ্বিতীয়তঃ এক্ষণ রাজস্ব ও ফৈজদারি এলাকা সংক্রান্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও জেলাটি উঠিয়া বাওয়া নিরতিশয় রেশ ও গার পূর নাই বিপত্ত্য মিহন বলিয়া স্বীকৃত হইবে। অসহিষ্ণুর পূর্ব্বতন কর্তৃপক্ষগণ বিলক্ষণ বহনশীলতার সহিতই জেলাটিকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা সমগ্র ডিষ্ট্রিক্টের কেন্দ্রভাগে সংস্থাপিত হওয়ার এতদন্তর্গত অত্যাচার সাধারণের পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক

হইয়াছে। জেলার সর্ব্ব পশ্চিম দিকস্থিত থানা বদনগাহির এলাকা সমুদ্র সমর টেসন হইতে অসহিষ্ণু ৩৪। ৩৭ মাইল, এবং সম্ভ্রান্তি সর্ব্বোত্তর দিকস্থিত শিখাগ্র থানার এলাকা সমুদ্র সমর ১৭। ১৮ মাইল দূরবর্তী হইবে। উত্তর দিকস্থিত গোবিন্দ গঞ্জ থানার এলাকা এবং সর্ব্ব পূর্ব্ব দিকস্থিত রাইগঞ্জ থানার এলাকাও (যাহা ইতি পূর্বে এই বগুড়ারই অন্তর্ভুক্ত ছিল) ৪০। ৪২ মাইলের অধিক দূরবর্তী ছিল না। গবর্নমেন্টের যে সরকারিউলার অসুগারে শেখোজ থানা দুইটি ক্রমে রত্নপুর ও পাবনার অধীন হইয়া গিয়াছে, সেই সরকারিউলার অসুগারেই অন্যান্য জেলার এলাকা সকল এই জেলাভুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না যে, অসহিষ্ণুর বিহার প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর জিহুজ টি, এক বিগলও মনোদায় কি কারণ বশতঃ আশান জেলার অধীন সমীপবর্তী উক্ত থানা দুইটি ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথচ অন্যান্য জেলার এলাকা সকল (যাহা এই জেলার নিকটবর্তী) বগুড়ার অধীনে আশিতে যত বা প্রাসপান নাই। যাহা হউক, ইহা হারার শেখোজ থানা ঘরের অধীনস্থ প্রজাবর্গের রত্নপুর ও পাবনা বাইরা রাজস্ব আদায় করা কত দূর রেশ, অসহিষ্ণু ও বিস্ময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাষারাই বুঝিতেছেন। যদি জেলাটি উঠিয়া যায়, তবে বগুড়ার অধীন জমীদার, তালুকদার প্রভৃতির অসুখে যে কি দৃষ্টে তাহা আশা বুঝিতেছি না। ইহার চতুঃপাশ্ববর্তী লণকাণার ভূস্বামিগণের কদা দূরে অসুখ, সর্ব্বলোকা অধিক দূরস্থিত উল্লিখিত বদলগাহি ও অসহিষ্ণু থানার প্রভৃতি জমীদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামিগণের পণ্ডা অণেকা জিওণ, চতুঃপাশ্ববর্তী রাজসাহী, বিনাজপুর প্রভৃতি জেলার অধিরা বের রাজস্ব আদায় করিতে যে কতদূর কষ্ট হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আশার কেবল দুরবর্তী বলিয়াই যে আশা এত ভীত ও সঙ্কট হইয়াছে, তাহাও নহে, এই সকল জেলায় সুবিধার (অসহিষ্ণু হইতে)

পথ নাই বলিলেই হয়, বাহা আছে, তাহাও
একপা দুইপা, বহু সন্ধ্যা, হিংস্র জন্তু পরি-
পূর্ণিত দুইভীর্ণ নিবিড় অরণ্য মধ্যবর্তী
কিবা নির্জন সুশ্রাব্য প্রান্তর দূর যে, প্রেরণ
করিলে সন্ধ্যার শোণিত শুষ্ক হইয়া
উঠে। এদিকে বর্ষাকালে অকুল সমুদ্রের ন্যায়
চলন ও রক্তবহ প্রভৃতি বিলগুলি সামান্য
বায়ুতরো ও এত ঢল ও তরঙ্গারিত হয় যে,
বাঁহারা একবার দর্শন করিয়াছেন তাঁহা-
রাই এই বিলগুলির এতও এতাব তরঙ্গের
উর্দ্ধন গর্জন করণ তাহা অনুভব
করিতে পারিয়াছেন। একালে এই সকল
স্থান নরপিশাচ দুর্ভিক্ষ বহুগণেরও যে অসি-
ব্যায় বলবীৰ্য্য প্রকাশের এক মাত্র প্রশস্ত
পথ হইয়া উঠে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে
পারে। উত্তরে রঙ্গপুর ও পূর্বে ময়মনসিংহ
প্রভৃতি জেলা সকলের বিষয় মনে হইলেও
উক্ত বিধ শোচনীয় ঘটনাবলী স্মৃতিপথে
আরু হইয়া নিরতিশয় ক্রেশ প্রদান করে।
অধিক দিনের কথা নয় মুরসিদাবাদ নিবাসী
খ্রীষ্টীয় রায় লক্ষ্মীপাৎ দুগড বাহাজুরের
বগুড়া হইতে রঙ্গপুর প্রেরিত টাকা বোঝাই
কল্লেক খান গাড়ী বহুগণ কর্তৃক আক্রান্ত
ও রক্ষিণ হতাহত হইয়াছিল। একপা অনেক
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, মধ্যে
মধ্যে এতদ্রূপ শোণিত বর্ষা তরঙ্গের ব্যাপার
এ অঞ্চলের অনেক স্থানে অব্যাপি ঘটিয়া
থাকে ও ক্রমশঃই ঘটিতে পারে। কেনন
জেলাস্থিত আসনকর্তার সুদূর পাগল
প্রভাবে অনেক অংশে শান্তি বিরণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ। একপা রাজ্যের সাধারণ
অবস্থা বিষয়ক আলোচনার প্রবৃত্ত হইলেও
সেখা যাইতে পারিবে যে, জেলাটি উঠাইয়া
সেওয়া প্রেরণ ও ন্যায়সঙ্গত কি না?
সম্প্রতি দেশের শাসন শান্তি বিধান এবং
শিক্ষা, প্রাচীন প্রভৃতি বাবতীর গুরুতর
কাৰ্য্যই মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরদের হস্তে
সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহারা বিদ্যা
চক্ষু নব্বেন যে, একস্থানে বলিয়া বহুবিধ
এলাকার প্রতি সম্যক একপা সুদৃষ্টি
রাখিতে পারিবেন। হুজুর মাজিষ্ট্রেট
কালেক্টর আরবের কক্ষের উপর যে স্থান

আছে, কি অবসর মত অনতি দূরবর্তী যে
সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হই-
বেন, তাহাভীত অপর স্থানগুলির যে কি
শক্তি হইবে তাহা সম্ভব যাকি মাজিষ্ট্রেট
অনুভব করিতে পারিবেন। সচরাচর ইহাই
প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যেস্থান জেলার যত
নিকটবর্তী তাহারই সন্ধ্যা উন্নতি এবং
যেস্থান যত দূরবর্তী তাহার শিক্ষা শান্তি
ও সামাজিক প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অবনতি
হইয়াছে। এই বগুড়া জেলা সংস্থাপনের
পূর্বকার অবস্থার সহিত ইহার বর্তমান অব-
স্থার তুলনা করিলে দুগুণের উপস্থিতির
ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইদানীং বগুড়ার
খ্রীষ্টীয় মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর মহোদয় হইতে
এজেন্সির যে প্রকার সন্ধ্যা উন্নতি ও
মঙ্গল সংশ্লিষ্ট হইতেছে, লতাধিক মাইল
ব্যবহিত রাজসাহী, দিনাজপুর কি রঙ্গপু-
রের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইতে কি তদ্রূপ
হইতে পারিবে? পুলিশের ডিভিউ উপরি
টেওটে কি মফস্বলীয় স্থানসমূহের উপর
ততদূর প্রাধিকার দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন?
ইহাধারা প্রজাপীড়ক ঘোর অভ্যাচারী
অমীদারগণকে কি দেশের সর্বে সন্ধ্যা করা
হইবে না? শোণিত শোবক ছুরিয়া পুলিশ
কর্মচারীর কি উৎসাহ ও প্রেরণ বৃদ্ধি পাইবে
না? মশায়! একে মনসা তাহাতে
ধূনার গন্ধ! কলতঃ এ অঞ্চলের সাধারণ
অবস্থা যে কিরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ পরিগ্রহ
করিলে, তাহা সহজেই অনুভব করিতে
পারেন।

চতুর্থতঃ। খামা গোবিন্দগঞ্জ ও রাই
গঞ্জ এজেলা হইতে খারিজ হওয়ার পর
ইহার আয়তন ও আয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে
হ্রাস হইয়াছে। গবর্নমেন্ট কি বিবেচনায় এই
দুই টেসন বগুড়া হইতে বিযুক্ত করিয়া
দিয়াছেন, তাহার নিগূহ মর্ম্ম আমাদের
কৃত্ত হইতে কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না।
রঙ্গপুর ও পাবনা অঞ্চল বগুড়া জেলা
যে এই দুই টেসনের সম্মিলিত সমীপবর্তী এবং
এই টেসনের এলাকাত্ত লোকদিগের
কৌজারি ও রাজস্ব সংক্রান্ত আবৃত্তি
কাৰ্য্য বিষয়েই বগুড়া স্থ ও সুবিধার কারণ

ছিল, তাহাতে লক্ষ্য নাই। খামা হটক,
সমুদ্র বিষয় তদ্ব তদ্ব করিয়া দেখিতে
গেলে এইজলাটি সম্রাতি কৃত্ত হইয়াছে
বলিয়া উঠাইবার কারণ তদ্ব অন্য কিছুই
অনুমান হইতেছে না, তথাপি বগুড়ার বর্ত্ত
মান অবস্থান আয় ব্যয় ও শাসন শান্তি
প্রভৃতির সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা
করিলে এখানে একটি স্বতন্ত্র জেলার জেলা
থাকা যে নিতান্তই প্রয়োজন তাহা সহ-
জেই বোধগম্য হইতে পারে। ইহা এখনও
পাবনা কি মালদহ অঞ্চল কথিক
এলাকা ও আয়বিশিষ্ট হইয়াছে। ইহার
বর্ত্তমান আয় ৫০০,০০০ পাঁচ লক্ষ ত্রিশ
হাজার টাকা। হয় ত কোন কোন প্রথম
জেলার জেলার প্রায় তুল্যকর হইবে।
একপা অবস্থার আয়বিশিষ্ট প্রজাপীড়বী
গবর্নমেন্ট কি তাবিয়া এতদ্রূপ শান্তি ও
সম্মলতার কালে এই জেলাটিকে এলাকিত
করিয়া নিরীহ প্রজাপীড়ার যত্নপরোক্ষ
ক্রেপোৎপাদন করিয়া স্থপাশিত ও অত্যা-
ব্রের মুলোচ্ছেদন করিতে কৃত্ত সংকল্প হই-
য়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে চিনা। সকলক
প্রজার অপরিণীত দেশ ও স্থপ সমুৎপাদন
পূর্বক রাজ কোষের আয়বৃদ্ধি করা কিবা
অন্য জেলার পুষ্টি বর্দ্ধন করাই কি আয়বি-
গের বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্নমেন্টের ন্যায়ানু-
যোজিত প্রজাপীড়ার কাব্য হইবে? হায়!
কোথার বগুড়ার ক্রমোন্নতি দর্শনে এখন
কার ছোট আয়বিশিষ্ট ও সুবর্ধমেন্ট জেলার
আয়বিশিষ্ট সংস্থাপিত হইবে বলিয়া মনে মনে
কৃত্ত আশা করিয়াছিলাম, না, একপা
সঙ্কিত মন জেলাটি লইয়াই টানা টানি
উপস্থিত!।

মহাশয়! ক্রমে প্রত্যাব বড়ই দীর্ঘ
হইয়া উঠিল। আর বাগাভবের প্রয়োজন
নাই। বর্ত্তমান লেটেনন্ট গবর্নর মহাশয়
খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাস কামেল মহোদয় সমীপে
সমিলয় প্রার্থনা এই, তিনি লক্ষ্য-
লোকের পূর্বক অগতির গতি এই বগুড়া
জেলাটির মুলোচ্ছেদনের সম্রাণ পরিহার
করিয়াবর্ত্তী মীনভাষণ নিকটায়
প্রজাপীড়কে দুগুণের ইনশা সমুৎ

হইতে উদ্ধার করণ এবং বর্তমান সুযোগে প্রতিনিধি মালিকের কাগজের নিকটে প্রার্থনা এই যে, তিনি অল্পেই পূর্ণক এই জেলাটির রক্ষণ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে রক্ষিত হইতে বদ্ধ করিয়া যান। উপসংহারে স্থানীয় অধীকার ও সাধারণ প্রজাবর্গ সমীপে প্রার্থনা যে, তাঁহারা একতারা হইয়া জনতীব্রভাবে জিহুক লেফটেনেন্ট গবর্নর বাহাদুরের সমীপে আশুনাদিগের অসুবিধা ও ক্রেশাধির বিষয় সবিতার লিখিত জেলাটির রক্ষার নিমিত্ত এক আবেদন পত্র প্রেরণ করুন। তরসা-করি ইহাতে অরশাই তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়া উঠে ও উৎকর্ষার পথ অবলম্বন হইতে পারিবে।

১৮৮০ কল্যাণ ১৩৩৩
৩০ এ আশ্বিন নিবাসিনঃ—

—০০০—

“চোর পালালে বুঝি বাড়ে,” এই যে একটা প্রবাদ বাক্য আছে তাহার একটা উত্তম প্রমাণ পাইয়াছি। যদি পূর্বে জানিতাম আপনি একজন বিজ্ঞপত্রের লোক, তাহা হইলে কথার আপনীর কথার প্রতি বাধ করিতাম না, এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন যাহা ইচ্ছা হয় আপনি রাজার বিষয় লিখুন আমি আর আপনীর কোন কথার প্রতিবাদ করিতে চাহি না। আপনাকে আমি এমন কি লিখিয়াছিলাম, বাহাতে আপনীর নিকট বিজ্ঞপত্রের পত্র হইতে পারি? এক্ষণে কোন কথাই লিখি নাই। আপনীর আশ্রয় প্রতি অন্যার ঠাট্টা করা হইয়াছে ইহা অনেকের নিকট আমাকে অগম্যমিত হইতে হইয়াছে। যাহা শুক, আমি পূর্বে জানিলে কখনই আপনীর সহিত এক্ষণে তর্কে যত্ন হইতাম না। আপনি কি কারণে আমার প্রতি বৃথা রণিত (১)

(১) আমি এই পত্রখানি পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশিত হইলাম। নন্দ বাবু যে এতদূর বদনা পাইবেন, আমরা তাহা বোধ করি নাই। একটা বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের তর্ক বিতর্ক হইয়াছে এই মাত্র। তাহাতে জেলের উদ্দেশ্য হইবার সম্ভাবনা কি? যাহা হইল, এ বিষয়ে তাঁহার বে মনোযোগ অবশ্যই

হইলেন, জানাইয়া অসুখীত করিবেন।

বন্দন

জিন্দাবাদ চট্টোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ
প্রার্থোজিত।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ১৮ ই জুলাই।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফুট	ইঞ্চ
মোহানার		২	৬
তথা হইতে অসিপুর			
৭১ মাইলের মধ্যে		১০	৬
অসিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		১২	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে		২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪১ মাইলের মধ্যে		১০	২

সন ১৮৭৩ সালের ২১ ই জুলাই বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
১৬	৮	
বহরমপুর ২১ ই জুলাই ১৮৭২		
জিহুক সি. ই. উইলসন একজি কিটটিং রঞ্জিনায়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন		

মুদ্রা প্রাপ্তি।

আমরা রক্তজ্ঞানসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে লোকপ্রকাশের মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন।

- জিহুক বাবু চক্ৰবর্তী চৌধুরী
ঘাটেশ্বর ১০
“জিন্দাবাদ পাল—মেদিনীপুর ১০
“কেদারনাথ চক্রবর্তী
কারাগোলা ৫১
“রাধাকান্ত মৌলিক—বাগুবাড়ী ১০
“স্বামীচরণ পাল—দারজিলিং ১০
“অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
মুন্সীগাঁহা ১০
“রজনীকান্ত গুপ্ত—কলিকাতা ৫১
খমোল সাহিত্য সমাজ ৫১

আমরা তাঁহাদের অগ্রহ প্রার্থনা দ্বারা তাহাদের হস্তে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলাম।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫০ টাকা; নতুন যাহার লেখক অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা। ছয় মাসের ভ্যানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুতি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর বাহাতে ইহার অগ্রিম গ্রহণ, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অসিদ্ধ হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরিয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনীর নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া জিহুক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া যেন।

বাহাদুরিগের ভূতন মূল্য দিবার সময় নুসু হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বদ্ধ করা যাইবে।

সোমপ্রকাশের ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা নীচ পাইব।

বাহাদুরী মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ১০ হুই আদ্য তাহার পর ১০ বেত আদ্য দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যত্ন সহকারে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার স্কিপলু সোমপ্রকাশের দক্ষিণ চাকড়িপোড়ার জিহুক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হস্তে প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে।

সোম প্রকাশ

১৪ জাগ।

৩৮ সংখ্যা।

“প্রবক্তা প্রকৃতিচিত্তায় যথিষ: সন্মতী অনিমম্বনী ন হীযনা।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা

অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা

নং ১২৮০। ২১ এ প্রাবণ। ইং ১৮৭৩। ৫ ই আগষ্ট।

বাক্যসমূহ মূল্যসহ প্রকাশিত
বাক্যসমূহ ১০। মূল্য টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাক্যসমূহ শব্দ প্রহার দ্বারা প্রকাশিত, সমস্ত
এবং বাক্যসমূহ ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক
খানি অভিন্ন, নব্বই আট পেজি করমা
আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল
হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা
মাহুলে ৮০ করমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫
করমা পৰ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাছাড়া
বহু বর্ণ শেষ ও বাগ্মন ইত্যাদি “দ” চলি
তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট { জীবোদয়সমূহ মুখো-
নং ৩২ } পথ্যায় এত কোং

—১০১—

জিহ্নাক্ষের সেন কবিরাজের
আরুর্জোক্ত উদ্ভাষন।

উপরি উক্ত উদ্ভাষন প্রাপ্তকর্তার অর্থাৎ
বিদ্যমান মতের সঙ্গোকার রোগের সানাতন
অক্লান্ত উদ্ভা, তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূল-
ভুক্ত্যে সর্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং
জৈমিক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্বদা তথায় উপ-
স্থিত থাকিরা ব্যবস্থা পূর্বক উদ্ভাষন প্রদান
করেন।

উক্ত উদ্ভাষন উদ্ভাষন নির্ভারিত
মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে
এবং উদ্ভাষন কর্তৃক উৎকৃষ্ট, পীড়ার সঙ্কট
উপকারক মূল্যসহ প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল
সিদ্ধি হইয়াছে। তাহার প্রকাশিত হইবে
ইতিমধ্যে মোক পাঠাইলে কিংবা এক আনার
প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হই-
বে।

১৪ নং মোরার জীবনোদয় সেন
চিৎপুররোড
কলিকাতা।

এরিক্সন, কর্ণিউশন এবং ডুইট
সমষ্টি ও স্ট্রিম এবং ডাক্তার ফেরার
কর্তৃক ক্রিমিক্যাল লেকচার অবলম্বনে বঙ্গ
ভাষায়, পূর্ণায়তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠার) ও প্রতি
মুদ্রিত সহিত একখানি সঙ্কলিত (৩৩৩-
কিঃসং) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা।
মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাছল ও প্যাকিং
চার্জ ৫০ আনা। বাহার প্রয়োজন কর নীচের
লিখিত ঠিকানায় ডাকমাছল সহিত টাকা
পাঠাইলে পুস্তক পাঠিতে পারিবেন।

জিহ্নাক্ষের সেন কবিরাজের

সব আসিষ্ট্যান্ট সর্জিসন।

কলিকাতা কলেজ রোডার ১৪ নং
মহলায় বিনা এত কো। অথবা
জগদীশপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

—১০২—

জিহ্নাক্ষের সেন কবিরাজের

এই পুস্তকখানিতে তৃতীয়ভাগ প্রাপ্ত
যত শব্দ আছে, সেইগুলির মিল অর্থ মূল
ধাতু ও প্রত্যয় এবং যত ক্রিয়াপদ আছে,
সে সকলের ধাতু ও ঐ ধাতুগুলির গণ অর্থ
ও তাহাদের লট ও লুঙের প্রথম পুরুষের
পদ নির্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কলি-
কাতা সংস্কৃত ভিণ্ডিত্রিগে পাওয়া
যাইবে।

জিহ্নাক্ষের সেন কবিরাজের

—১০৩—

এক উদাহরণের সহিত

অনুনা আমি সহর অখালা পুস্তকখানিতে
সরকারি কর্তৃক অবকাশ পাইয়া ৬ কালীদাস
বাক্যসমূহ সর্বদা মহলায় অবস্থিত
করিয়াছি, বাহার এই মহলায় প্রয়োজন
হইবেক তিনি উক্ত ঠিকানায় আমার নিকট
৩০ টাকা মূল্য পাঠাইলেই উদ্ভাষন প্রাপ্ত
হইবেন।

জিহ্নাক্ষের সেন কবিরাজের
পিত্তি অর্থ প্রেমের উপদেশ দৌর্জনা এবং
ওলাউতার পূর্ণ বিজ্ঞাপন দ্বারা হরিতাল
ভাষ্যের বিবরণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।
প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল, হরিতাল
ভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমার নিকট হইতে
৩০ টাকা মূল্য প্রদানে লইয়া দুইমাসিক
১০০০ মোকে অতিরিক্ত উক্ত ভাষ্যের
দ্বারা নাম প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে
করিয়া সকলেই হরিতাল ভাষ্যের চমৎকার
গুণ বলিয়া প্রশংসাপত্র লিখিয়াছেন। তাহার
কএকখানি পত্র। চমৎকার সকল সিনে প্রকাশ
করা যাইতেছে।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্ণ
বেসকল আক্রান্ত সমস্ত রোগের প্যামপেট
প্রাপ্ত হইয়াছে পাঠান যাইবে।

জিহ্নাক্ষের সেন কবিরাজের
হাঃ সাঃ কালীদাস।

সমস্ত রোগে নিবেদন মিদং—আমি যে
১০ নক আপনার নিকট হইতে হরিতাল
ভাষ্য আনাইয়াছি ঐ সমস্ত উদ্ভাষন কাশ বাত
পূর্ণায়তন আর অল্পপিত্ত ইত্যাদি রোগে
প্রয়োগ করান হইয়াছিল ২ জনের কোন উপ-

সোমবার কল

১৪ নং ভাগ।

৩৮ নং।

“ প্রবর্তনা প্রতিনিধিত্ব পার্থক্য: সরস্বতী অনিমিত্ত ন হইয়া। ”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা

নং ১২৮০। ২১ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ৫ ই আগষ্ট।

বর্তমান বাৎসরিক মূল্য ১০ নং টাকা
বাৎসরিক ৫১ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বাল্যশিক্ষা পক্ষ ভাষার দ্বারা প্রচার, সমান এবং বাল্যশিক্ষা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রচনা আট পেজি করমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঠ টাকা পাঠাইলে বিনা মাহুলে ৮০ করমা প্রেরিত হয়। একপে ৮৫ করমা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্ম বর্ণ শেষ ও বাঙ্গলা বর্ণের “ দ ” চলি তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।
জানবাজার ফুট ১২০
খ্রিঃগৌরীনাথ মুখো-
পাধ্যায় এণ্ড কোং

—১০১—

খ্রিঃগৌরীনাথ মুখো-
পাধ্যায় এণ্ড কোং

উপরি উক্ত উদ্দেশ্যে আর্থিক অর্থ ও নিদান মতের সর্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল দ্রব্য ও পাচনাদি মূল-
ভুক্ত সর্বনা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া বার এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্বনা তথায় উপ-
স্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয় ঔষধাদির নির্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটি টিকিট, পীড়ার সজ্জা উপকারক মনুষ্যজাতিক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার প্রকাশিত হইবে উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে বিধা এক আনার প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হই-
বে।

১৪৩ নং লোরায় খ্রিঃগৌরীনাথ মুখো-
পাধ্যায় এণ্ড কোং
কলিকাতা।

এরিকশন ফর্গিউশন এবং ডুইট সর্জরি ও সার্টিফিকেশন এবং ডাক্তার ফেরার কর্তৃক সিমিক্যাল লেকচার অবলম্বনে বঙ্গ ভাষায়, পূর্ণায়ত্তন (৭৩৬ পৃষ্ঠার) ও প্রতি মুক্তি সহিত একখানি সর্জরি (৩৩৬ পৃষ্ঠার) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা। মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাহুল ও প্যাকিং চার্জ ৫০ আনা। বাহার প্রয়োজন কর নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাহুল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাঠিতে পারিবেন।

খ্রিঃগৌরীনাথ মুখো-
পাধ্যায় এণ্ড কোং

সব আনিস্টাট সর্জিয়ন।

কলিকাতা কলেজ স্টোরার ১৪ নং
মহলাবিশিষ্ট এণ্ড কোং অথবা
ভগ্নানিপুর ১২ নং চক্রবেড়ে রোড।

—১০২—

জুজুশন সংগ্রহ।

এই পুস্তকখানিতে কৃত্রিমভাষা জুজুশন প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইগুলির মিল অর্থ মূল ভাষা ও অন্তর এবং যত ফ্রিগাপন আছে, সে সকলের দ্রব্য ও ঐ দ্রব্যগুলির গণ অর্থ ও তাহাদের সর্জ ও লেখের প্রথম পুস্তকের পূর্ব নির্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যাইবে।

খ্রিঃগৌরীনাথ মুখো-
পাধ্যায় এণ্ড কোং

—১০৩—

এক উদ্যোগের মতঃ

অনুনা আনি সহর অথবা পানি হইতে সরকারি কর্তৃক অবকাশ পাইয়া কানীধাম বাঙ্গালীটোল গণেশ মহলায় অবস্থিতি করিয়াছি, বাহার এই মতঃবহির প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত ঠিকানায় আনার নিকট ৩০ টাকা মূল্য পাঠাইলেই ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন।

জড়ি বুটীর ঔষধ হাঁপানি কানী রক্ত-
পিত্তি অর্থ প্রেমের উপরংশ মৌরীনা এবং ওলাউতার পূর্ব বিজ্ঞাপন দ্বারা হরিতাল ভ্রমের বিষয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রায় ২ বৎসর অতিবাহিত হইল, হরিতাল ভ্রম প্রস্তুত হইয়াছে। আনার নিকট হইতে ৩০ টাকা মূল্য প্রদানে লইয়া অ্যানাধিক ১০০০ লোকে অতিরিক্ত উক্ত ভ্রমের দ্বারা নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত লাভ করিয়া সকলেই হরিতাল ভ্রমের চমৎকার গুণ বলিয়া প্রশংসা পাত্র লিখিয়াছেন। তাহার কএকখানি পত্রঃ চুৎক মফস্বল দিগে প্রকাশ করা বাইতেছে।

এক আনার টিকিট পাঠাইলে পূর্ণে
হেসকল আরোহ্য সমাচারের প্যামপেট
প্রাপ্ত হইয়াছে পাঠান যাইবে।

খ্রিঃগৌরীনাথ মুখো-
পাধ্যায় এণ্ড কোং

মমফারাদ নিবেদন মিনঃ—আনি যে
১০ মফা আপনার নিকট হইতে হরিতাল
ভ্রম আনাইয়াছি ঐ সমস্ত ঔষধ কাশ বাত
পূরাতন অর্থ অপ্রাপ্ত হইয়াছি রোগে
প্রবৃত্ত করান হইয়াছিল ২ ভ্রমের কোন উপ-

কার হর নাই হুতা হইয়াছে । সে কাশ বন্ধা, বন্ধী সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন জানিবেন এবং আমার পরিবারের পীড়া ঔষধ সেবন করানতে খুব উপশম হইয়াছে ।

শ্রীজগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
মোং কলিকাতা ডবানীপুর ।

নমস্কারানন্তর নিবেদনক—

অনেক দিন হইল, মহাশয় হইতে প্রাপ্ত হরিতাল তত্ত্ব সেবনে আমার আত্মীয় কএকটী ব্যক্তি অনেক একারের রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন । ইদানী এই তত্ত্ব ঔষধ প্রাপ্ত পাওয়া করিন এবং আপনার দ্বারা এই ঔষধ পাওয়া বাটবেক যে তাহারও কোন সম্বাদ পাওয়া গিয়াছিল না । ইত্যাদি সম্বাদ পত্র পাঠে এই ঔষধ আপন নার নিকটে পাওয়া বাটবেক জানিয়া এই পত্র লক্ষ টাকা পাঠাইলাম ।

শ্রীসদ্বিনাথ বড়ুয়া
মোং নগা আশাম ।

পূজনীয়েষু—

আপনার নিকট হইতে ১৪ নম্বর ঔষধ আনিয়াছিলাম এই ঔষধ ও হরিতালতত্ত্ব সেবন করিতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ।

শ্রীমদচরণ বিশ্বাস
মোং ঘোড়াড়ি কৃষ্ণনগর ।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! আপনার সন্মান্য হইতে প্রাপ্ত হরিতাল তত্ত্ব নামক মহৌষধি আমি কলিকাতা হইতে ৪ নম্বর আনিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ উপকার বোধ হইয়াছে তজন্য লইতে ইচ্ছা করিতেছি । যে ৪ নম্বর ঔষধ লইয়াছিলাম, তাহা একপ্রকার কুষ্ঠ রোগ জন্য । সম্প্রতি অসুগ্রহ করিয়া ঔষধ পাঠাইলে বাদিত থাকিব ।

শ্রীঅম্বোনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্রের কুল
কাজা বর্জমান ।

নমস্কার। নিবেদনক বিশেষ—

ইতিপূর্বে আমি কএক ব্যক্তির উৎকট পীড়ার ঔষধ আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহার

মধ্যেসকলে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । এইজন্য ২ ব্যক্তির পীড়ার বিষয় লিখিত হইয়াছে । মহাশয় অসুগ্রহ করিয়া উত্তম ঔষধ নিকট পাওয়া যায়, তাহা অত্রস্থানে লিখিলে টাকা কিংবা নোট পাঠাইব ।

শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়

মোং অমরনাথ জেলা পূর্ণীয়া ।

মহাশয়! আপনার মহৌষধি হরিতাল তত্ত্ব যে রোগীর জন্য আমি আনিয়াছিলাম তিনি উগ্ধ সেবন করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শীতকাল উপস্থিত যদি পুনর্বার আক্রমণ করে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত আপনকার মহৌষধির জন্য মূল্য ৩০ টাকা পাঠাই অসুগ্রহ পূর্বক শীত পাঠাইবেন ।

শ্রীবরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবদ্বীপ কুল । জেলা নবদ্বীপ ।

শ্রীচরণ কলমে—

আমি মহাশয়ের প্রেরিত ঔষধ সেবন করিয়া আমার হাঁপানিকানী প্রায় আরোগ্য হইয়াছে । বোধ করি সমুদায় নিয়ম পালন করিতে পারিলে একেবারে নিকৃতি হইতে পারিতাম, চুস্তা হইয়া বসন্ত তাহা ঘটে নাই ।

শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র

ডেপুটী পোর্টমাস্টার মোজাহাট ।

বিনয়পূর্বক নমস্কার। নিবেদনক বিশেষ ।

আপনি পূর্বে যত উপরংশ রোগের ঔষধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অধিকংশ উপকার হইয়াছে জানিবেন, বদ্যাপি এই ঔষধি আপনার নিকট থাকে তবে অসুগ্রহ পূর্বক এক খানি লিপি মোং রামকৃষ্ণপুর জেলা হাওড়া শ্রীসদ্বিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক্তার খামার ঠিকানা দিয়া পাঠাইবেন, পরে এই পত্র পাইলে আমি উক্ত ঔষধির মূল্য পাঠাইব ।

শ্রীসদ্বিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মোং রামকৃষ্ণপুর ।

মহাশয়েষু—

এখান নিবেদনক বিশেষ পরে মহাশয় যে ঔষধ আমাকে প্রেরণ রোগের লিখিত দিয়াছিলেন, তাহা আমার একজন বন্ধু সেবন করিতে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়াছেন ।

মহাশয়কে লিখিতেছি যে হাপানী কাশীর ঔষধ অসুগ্রহ করিয়া চুস্তা পাঠাইয়া দিবেন ।

শ্রীসদ্বিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালেক্টরি আফীস বাসিরপুর

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়ের নিকট হইতে পূর্বে পূর্বে আদিত ঔষধিতে লোকের উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু সকলের হর নাই, কাহার কাহার সম্পূর্ণরূপ উপকার হইয়াছে । এইজন্য দুই প্রাপ্ত হরিতালতত্ত্বের জন্য মনিষ্যডার যোগে মূল্য ৭ টাকা প্রেরণ করিতেছি ।

শ্রীচরণেষু দেব

মোং গোমনিগঞ্জ জেলা বগুড়া ।

শ্রীচরণেষু—

সেবন্য সংখ্যাতিরিক্ত প্রাণা নিবেদনক বিশেষ মহাশয়ের বটিকা এবং হরিতাল তত্ত্ব অতি দুর্লভ মহৌষধি আনিয়া যে সকল মহতী পীড়াকান্ত ব্যক্তিসংকে সেবন করিয়াছি, তাহার মনে মনে ধারণ করিয়াছিলেন যে এই পীড়াতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এখন পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিধি ধারণ করিয়া মহাশয়ের তুহু তুহু মশ কীর্জন করিতেছেন জ্ঞাত কারণ নিবেদন ।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শেঠ ।

মোং কাশীমগজ ।

প্রাণা নিবেদন নিম্ন—

মহাশয়ের পূর্বে প্রেরিত তিনটী ঔষধ মধ্যে দুইটী ব্যবহার করিয়া দুইজন লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে । একটী আত্মীয় লোকের জন্য অল্পপিত্ত রোগের ঔষধ পাঠাইবেন ।

নিবেদক শ্রীমধুরানাথ বহু ।

মোং আলমডালা ।

প্রাণা নিবেদনক বিশেষ—

মহাশয়ের নিকট হইতে ৪ বার ঔষধ আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহা সেবন করিতেই ৩ জনের অর্ধ রোগ উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়াছে ।

শ্রীপিত্তামঙ্গল সেনাপতি ।

কালেক্টরি আফীস বাসিরপুর ।

গুপ্ত-যন্ত্র।

এই ছাপাখানার ইংরাজী ও বাংলা ছাপার কর্ম অতি সম্ভার ও সম্ভার নির্মাণ হয়।

ছাপাখানা সংক্রান্ত গুপ্তকালর।

ছাপাখানার আর সকল রকম বাংলা পুস্তক বিক্রয় হয় মূল্য সকল স্থান অপেক্ষা সম্ভার। সম্ভারের ব্যবহৃত ইংরাজী গ্রন্থও বিক্রয়ার্থ রাখা যায়, এবং উচিত মূল্যে সংগ্রহ করিয়াও সরবরাহ করা যায়।

সাংগ্ৰাহিক পরিদর্শক।

৭০। ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে এই পত্র প্রতি বৎসরে প্রকাশিত হয়, সম্ভার ও সাময়িক পত্রিকার ম্যার ইহাতে বিবরণ সকল লিখিত হইয়া থাকে এবং মিত্র আবশ্যিক আর সমস্ত বিবরণ ইহাতে একত্রিত হয়। মূল্য বার্ষিক ৮ মাথ মিক ৪ ট্রৈমাসিক ২৪ টাক।

স্বর্ণাচরণ ও

অধ্যক্ষ

পূর্ণবাল্য রেলওয়ে।

এছাড়াও সর্বসাধারণকে জানান যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও জুলাই পর এইতে পূর্ণ বাল্য রেলওয়ে কোম্পানি ডিভিশনের চিতপুত্র গলার ভীরবর্তী রিবার টার্মিনসে বাণিজ্য প্রাথমিক এবং গাটের সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার অন্য প্রাপ্ত থাকিবেন।

এজেন্টস অফিস ক্যান্টনমেন্ট এজেন্টস
শিয়ালকোট বাণিজ্য
২৩ এ জুলাই ১৯৭৩। এজেন্ট।

—০—

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়াগনোসিস

অর্থ ডিভীজ

অর্থ

রোগ-বিচার এবং বাণিজ্য

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

ডাক্তার বহুলাধ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরিত্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার

কলেক্টর ৮ পেন্সি ফর্মার ৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাথল ১০ আনা। উহার বাংলাই অতি পোস্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার এককর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-ট্রেনে জীযুক্ত বাবু গুরুবাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবিজ্ঞানের ইচ্ছাভাষা খাতা-নিকা দুই ভাগ একত্র বাংলাই, মূল্য ২ ডাকমাথল ১০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের সময় কি কি করিলে প্রভুতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু দুর্ভিত হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটা গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধকের ব্যাঘাতের চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসর চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবস্থা জ্ঞাতব্য বিবরণ এই পুস্তকে কথোপকথনমুখে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিসৃষ্টিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাথল ২, মেতে ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৪ টানি)

১/০

৬। কুইনাইন প্রেরণ-প্রণালী

১/০

এতোকের ডাকমাথল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

—০—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার

প্রাণ আবশ্যিক হয় আদেশ করিলেই উই

প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রাণগুলি শুধুমাত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

১। মের গর প্রস্তর নির্মিত নন্দীমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেথ্রিগাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ টাইল ইট।

ফরার ত্রিক।

ফরার স্কে।

বাজার নন্দীমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্কেল করা পাইপ, টাইল এবং ফরার ত্রিক প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যিক হইলে নিম্ন-লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কলিকাতা

৭৩২ হেভিওস স্ট্রিট } বরন এণ্ড কোং।

জীযুক্ত বাবু গল্লাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাথল ১০।

এ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাথল ১০। একত্রে মিলিলে ১৮ ডাক মাথল ১৮ মাত্র। ১২০ পেন্সি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাথল ১০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাথল ১০ আনা। উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারা ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যিক হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাহারা বেন টাকা ও ডাক মাথল কিংবা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার করিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক মাথল ১০, আমার নিকট প্রাপ্য।

লালবাজার হিন্দু জীযুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায়

অগ্রিম কলিকাতা }

—০—

সোমপ্রকাশ।

২১ এ আশ্বিন সোমবার।

পারস্যের সাহায্য ইউরোপ জয়।

পারস্যের সাহায্য ইউরোপ জয়।
আজি কালি সকলের আলোচনার ও
কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই
উপলক্ষ করিয়া নানা সংবাদ পত্র নানা
প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বাস্ত-
বিক আশিয়া নিবাসী একজন মুসলমান
রাজা যে ইউরোপীয় জাতিদের অবস্থা
রীতি নীতি ও শাসনপ্রণালী দেখিবার
অভিলাষে ইউরোপ যাত্রা করিবেন ইহা
একটা কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। এই
ঘটনার মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীর
সভ্যতার একটা প্রধান ফল দেখিতে
পাইতেছি। সাহায্যের উদ্দেশ্যে বর্গিত
হইয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্যে যে কতদূর
সফল হইতেছে তাহা নির্দেশ করিয়া
বলা যায় না। কিন্তু এই ভ্রমণে যে বিশেষ
উপকার দর্শিবে তাহাতে আর সন্দেহ
নাই। তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপের
চারিট প্রধান প্রধান জাতির সহিত
সাক্ষাৎ করিয়াছেন, রুশিয়া জর্মণী
কুজ এবং ইংলণ্ড। রুশিয়া এক্ষণে
মধ্য আশিয়াতে আপন ক্ষমতা বিস্তার
করিবার চেষ্টায় আছেন। পারস্যের
রাজাকে হস্তগত করিতে পারিলে
তাহার কার্যের অনেক সাহায্য হইতে
পারে; এক্ষণে স্থলে কোথায় উপ-
চৌকন দিয়া পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়া
এবং বহুত্ব সূচক পত্রাদি লিখিয়া সাহায্য
মনস্তিতি এবং তাঁহাকে হস্তগত
করিবেন তাহা না হইয়া সাহায্য নিজে
রুশিয়ার ঘরে উপস্থিত; ইহা তাহার
পক্ষে অসম্পূর্ণ আনন্দের বিষয় নহে।
রুশিয়া সাহায্যে সেই আনন্দের অনুরূপ
অভ্যর্থনাও করিয়াছেন। রুশিয়া মধ্য
আশিয়াতে এক্ষণে অবস্থায় গিয়া বাড়া-
ইয়াছেন যে হয় পারস্যের সহিত সন্ধা

ন। হয় পারস্যের উদ্দেশ্য এই উভয়ের
অন্যতর ব্যতিত একে তাঁহার অধিক অগ্র-
সর হইবার কিম্বা মধ্য আশিয়ার তাঁহার
অধিকার সুস্থির ও নিরাপদ করিবার
সহজ উপায় নাই। এজন্য পূর্বাধি
রুশিয়া পারস্যের বহুত্ব অহেমন করিতে
ছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহায্যে পাইয়া
তাঁহার বিশেষ লাভ বোধ হইয়াছে।
সাহায্য মনস্তিতি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা
করিয়াছেন। রুশিয়া হইতে সাহায্য জর্ম-
ণিতে গমন করেন। সেখানে তিনি
মৌখিক ভদ্রতা মাত্র পাইয়াছেন। সভ্য-
তার রীতি নীতি জ্ঞাত না থাকিতে
জর্মণিয়ার তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত
হইয়াছেন। এক্ষণে শুনিতে পাওয়া যায়
যে তিনি জর্মণ রাজ্যের সহিত কোন
নাট্যালাপ গিয়াছিলেন। সেখানে
রাজ্যী উদ্ভিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে
তিনি উত্তিতে নিবেদন করেন এবং তাঁহার
কৃত্তে হস্তদ্বারা বলপূর্বক বসাইয়া দেন।
এক্সপ ব্যবহার একজন ইউরোপীয়
জীলোকের বিশেষতঃ রাজ্যের পক্ষে ক্রেশ
কর তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্সপ আরও
অনেক ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ কার্যের জন্য
জর্মণির লোকেরা তাঁহাকে বিদায়
করিতে পারিলে বাঁচেন এইরূপ ভাব
প্রকাশ করিয়াছিলেন। জর্মণি হইতে
তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে
তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়ো-
জন করা হইয়াছিল। কি মহারাজী কি
মন্ত্রিগণ কি রাজবংশীয়েরা সকলেই
তাঁহাকে সমাদর ও সম্বর্জন করিবার
জন্য বাগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।
শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ড এ বিষয়ে
সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। এক্সপ ধূম
ধাম করিবার দুইটা উদ্দেশ্য আছে।
প্রথম একজন স্বাধীন বিদেশীয় রাজা
অতিথি হইলে ত যথেষ্ট সমাদর করা
উচিত। দ্বিতীয়তঃ পারস্যের সহিত সন্ধা

বর্জন করা সম্ভবিত উল্লেখের পক্ষে
অত্যন্ত আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে।
রুশিয়া মধ্য আশিয়াতে দিন দিন প্রেরণ
ভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে
ইংলণ্ডের সতর্ক হইতে হইয়াছে। অনেক
বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের
যে ১৮৩৮ অব্দে আকগানিস্থান লইয়া
পারস্যের সহিত বিবাদ করা হয়
তাহাতে বিবেচনার অত্যন্ত ক্রটি হইয়া-
ছিল; কারণ দূত প্রেরণ করিয়া পারস্যের
সাহায্য সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করি-
লেই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত
এবং এক্ষণে রুশিয়ার কার্য দেখিয়া যে
শঙ্কা জন্মিত হইতে তাহা আর থাকিত
না। তাহাদের বিবেচনায় পারস্যকে
সাহায্য করিয়া নবল করাই রুশিয়াকে
দমন করিবার প্রধান উপায়। পারস্য
দুর্বল থাকিলে রুশিয়ার বলের নিকট
পরাজিত হইবে এবং তাহা হইলেই
রুশিয়া ভারতবর্ষের ঘাড়ে আশিয়া উপ-
স্থিত হইবে। যদি রুশিয়ার সঙ্গে কখন
যুদ্ধ করিতে হয়, ভারতবর্ষ হইতে দূরে
অর্থাৎ পারস্যে সেই যুদ্ধ করাই উচিত;
কারণ ভারতবর্ষে আশিয়া যুদ্ধ করিয়া
যদি রুশিয়ানেরা দুই একটা যুদ্ধে জয়
লাভ করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের
যে সকল প্রজা ইংলণ্ডের শাসনে নষ্ট
নয় তাহারা একেবারে রুশিয়ার পক্ষ
অবলম্বন করিবে এবং অবশেষে ভারত
বর্ষ হারা হইতে হইবে। এই সকল
কারণে পারস্যের সহিত যোগ স্থাপন
করা বিধেয়। আরও তাঁহারা বলেন,
সেই যোগ স্থাপন করা রুশিয়া অপেক্ষা
ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ; কারণ পারস্যের
এমন কোন প্রবেশ নাই যাঁহা ইংলণ্ড
লইতে ইচ্ছা করেন এবং গত কয়েক
বারের বিবাদে পারস্য ও ভারতবর্ষের
গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ও ক্ষমতার সীমা
সুনির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পারস্যের অধী-

অনেক প্রবেশ আছে যাহা হস্তগত করিতে না পারিলে মধ্য আশ্রিতে ক্রমিয়ার রাজ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হইতে পারে না। অতএব পারস্যের সহিত যব যোগ স্থাপিত হয় তাহা হইলে সাধারণ ১০০০০০ টৈন্য ইংলণ্ডের হস্তগত হইতে পারে। ইংলণ্ডীয় উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত কর্মচারিদিগের দ্বারা এই এক লক্ষ লোক শিক্ষিত হইলে একটা উপযুক্ত টৈন্য বল প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ড হইতে যুদ্ধাচার বিরা ৩০ দিনের মধ্যে পারস্যে টৈন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডীয় অস্ত্রাগার হইতে ক্রয় করাও যাইতে পারে। এই জন্য সাধারণ ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে রাজ্য প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার "চতুর্ভুজ" রক্তের চেড়া পাঠিয়াছেন। কিন্তু সাধা নিজে কিরূপ ভাব লইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

ইংলণ্ডে প্রকার সম্মান ও সম্বর্জন্য করিতে ক্রমিয়ানের বিরুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বলেন, ক্রমিয়া হইতে সাধা যে সম্ভাব্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নষ্ট করিবার জন্য ইংলণ্ডে এত আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে কেবল ইংলণ্ডের ক্রমিয়ার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা দুটাপুস্তক "মীঃ" নামক একখানি ক্রমীর সহায় পত্রের কথা, কিছু কিছু ইংরাজী পত্র হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম—

"পারস্যের ভ্রমণকারীরা যদি ইংরাজদিগের কথার বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা কি জানেন না ইংরাজদিগের চাকুরী ও অসং ব্যবহারে পারস্য কিরূপে ধোঁরাগান ও আকর্ষণস্থান হইয়াছে? ইংরাজী

ইংরাজী। পারস্যের সাহায্যে, অন্য ব"। ইংলণ্ড অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে কোন কোন সুখ লোকে সমুদ্রা বলিয়া যে ভাবিয়াছিল, তাহা এক দিন সত্য। কিন্তু মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা যে নাট্যের অভিনয় করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের রাজাদের সর্বত্র অপহরণ করিবার জন্য যে জাহাজের রাজ্যে বিজ্ঞোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছেন? কেবল ইংলণ্ডেরই অন্য পারস্য আপনাত হুঁচকী প্রধান অধিকার হিরাট ও কাবুল পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা কি বিশ্বাস করেন যে এত অল্প দিনের মধ্যে পারস্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন? সাধারণ লোক অনেক উত্তম রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী আছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের নিউ কথার মধ্যে ব্যাপ্তের গর্জন শুনিতে পাইতেছেন এবং ইংলণ্ডের বক্তাদের বক্তৃতা শুনি তর্জন গর্জন সবেও বৃদ্ধিতে পারিতেছেন যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমা রক্ষা করা ইংলণ্ডের সাধা নয়। ১৮৫৭ অব্দে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভয়ানক নৃশংসতা প্রকাশ করিয়া ইংরাজেরা কিরূপে বিদ্রোহী প্রজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষকে রক্ত স্রোতে ডুবাইয়াছিলেন তাহাও তাঁহাদের অবিরত নাই। সে জন্য সুদলমানেরা প্রতিহিংসা করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র তাহাও বোধ হয় তাঁহারা জানেন এবং আফগানিস্থানের লোকেরা অনিচ্ছাক্রমে পারস্য হইতে বিকল্প হইয়া আজও যে পারস্যেরা দিগকে আপনাদের আশ্রয় মনে করে তাহাও বোধ হয় তাঁহারা অবগত আছেন।"

সম্প্রতি একটা ইংলণ্ডীয় পত্রিকা

কিছুপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠকগণ মর্শন করুন—

"সাধারণ এদেশে (ইংলণ্ডে) অবস্থিতিকালের মধ্যে আমাদের রাজনীতি-জ্ঞেরা বোধ হয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে ক্রটি করিবেন না যে, ক্রমিয়ার কথা শুনিয়া চলিলে পারস্যের কি কি অনিষ্ট হইবে এবং আমাদের পরামর্শদ্বারা চলেই বা কি হইতে পারে। সাধারণ পরামর্শ এইরূপ প্রত্যেক সম্মতিতেই ক্রমিয়া পারস্যকে এক একটু হীনবল করিয়া আনিতেছেন। কাপিস্তান সাগর, বাহা এক সময় পারস্যের অধীনস্থ একটা ভূমি ছিল, তাহাতে আর পারস্যের একটাও বন্দুক কিম্বা কামান লইয়া যাত্রা করিবার অনুমতি নাই, ইত্যাদি। যদি ক্রমিয়া এবং ইংলণ্ডের পরস্পর এই বিদ্বেষ ও বিবাদের মধ্যে আমাদের কোন স্বার্থ না থাকিত তাহা হইলেও আমরা পরের কোম্পল "জুর্গোৎসব" বলিয়া এই কোম্পল দেখিয়া হাস্য করিতে পারিতাম কি না সম্ভব। কারণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া হুঁচকী জ্বাতি একেবারে উৎসন্ন হউক, সহস্র সহস্র রমণী বিধবা হউক, লক্ষ লক্ষ শিশু নিরাশ্রয় হউক, ইহা কাহারও জ্বরের ইচ্ছা হইতে পারে না। বিশেষতঃ এখানে আমাদের সুখ শান্তির সহিত সম্পর্ক আছে। সুতরাং ইংলণ্ড ও ক্রমিয়ার এই বিদ্বেষানল প্রধূমিত দেখিয়া আমরা অতিশয় ভীত ও ক্ষুব্ধ হইতেছি। যদি কেহ বলেন যে আমরা ভয়পরোধী, একজাতির অধীন না থাকিয়া আর এক রাজার অধীন থাকিব তাহাতে ক'ত কি? সে কথা আমরা অনুমোদন করি না। ইংলণ্ডের রাজনীতি কিরূপ এবং প্রজাদের সহিত ব্যবহার কিরূপ তাহা আমরা দেখিতেছি, বিশেষ বিশেষ স্থলে রাজনীতির এবং শাসনের দোষ আছে এবং স্থল বিশেষে

এদেশীয়দিগের সচিত্র উপযুক্ত ব্যবহার করা হয় না। তাহা, কিন্তু ইংলণ্ডের উপর যে ইংলণ্ডের শাসন সুশাসন তাহাতে সন্দেহ নাই। রুশিয়ানরা কিরূপ আমরা জানি না। কিন্তু সত্যতা ও জ্ঞান বিষয়ে রুশিয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা কী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রুশিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকের মধ্যেও সে দিন পর্যন্ত দাসত্ব প্রথা রাখিতে পারিয়াছিল, যে রুশিয়া আপনাদের অধীনস্থ সাইবিরিয়া তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের প্রজাদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই, তিনি ভারতবর্ষ লইয়া যে ইংলণ্ড অপেক্ষা সুশাসন করিতে পারি বেন তাহার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ পাইলে দিন কত প্রজাদের মনোরঞ্জন করিতে পারেন; কিন্তু সে কত দিন? যদি কেহ বলেন, যে রুশিয়া যদি উন্নত না হইবে তাহা হইলে তাহার এত বল বৃদ্ধি হইবে কেন? তাহার উত্তর এই, আমরা যুদ্ধ করিবার বল বৃদ্ধিকে প্রকৃত উন্নতি মনে করি না, ইহাতে কোন জাতির সম্ভাৱ্য প্রকাশ না পাইয়া বরং অসম্ভাৱ্য প্রকাশ পায়। এ সময়ে যদি আমাদের কোন জাতি রুশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে মহা ভ্রমের কার্য্য করা হইবে। গবর্নমেন্টেরও এসময় বিশেষ সতর্ক হইয়া চলা উচিত। গবর্নর জেনরলের মধ্যে মধ্যে দেশীয় রাজাদিগকে আহ্বান ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্য করা এবং সম্মানের ও প্রদত্ত প্রকাশ দ্বারা উৎসাহিত করিতে সক্ষম করা ইনকম ট্যাক্সের দ্বারা সাধারণের বিরক্তিকর দুই একটি ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়া সাধারণ প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা এবং সকলকে নিরস্ত করিয়া না রাখিয়া দেশীয়দিগকে যুদ্ধ

বিলাশ শিখাইবার এবং সন্তোষ প্রদান করা উচিত। বিখ্যাসে ভাল করে এবং অবস্থাসে তত্ত্বকে চোখ করে একটি সিদ্ধান্ত বাক্য। “কেনও অবস্থার ইতিহাস” মত লোকের পরামর্শ না ভুলিয়া গিয়া একগুণে বিখ্যাস ও প্রদত্ত দ্বারা প্রজাদিগকে অসন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল উপায় দ্বারা ইংল্যান্ডের যদি প্রজাদের রাজভক্তির উৎসাহ করিতে পারেন, প্রজাদের ভয় অপেক্ষা ভালবাসার উপর যদি রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইংল্যান্ড রাজত্ব প্রকৃতরূপে পুরস্কৃত হইবে।

আমাদের একটি অপবাদ।

“বঙ্গালীরা মামলাবাজ” আমাদের দেশীয় লোকদিগের এই এক অপবাদ অনেক দিন হইতে জন্মিয়াছে। এটি নিতান্ত অমূলকও নহে। সচরাচর এতদেশীয়েরা কিছুতেই উত্তেজিত হন না। কোন কুপ্রথা সংস্কার বল, দেশের কোন হিতকর কার্য্য বল, কিছুতেই তাঁহাদের আগশানিয়ার অভিভূত আত্মা প্রবৃত্ত হয় না। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী প্রবন্ধকার বলিয়াছেন “বঙ্গালি ঘাড়া করে অবসন্নপ্রায় হইয়াই করে”। কিন্তু মকদ্দমা করিবার কোন সুবিধা উপস্থিত হইলে আর সে আলস্য নিদ্রা থাকে না। যিনি কখন ঘরের বাতির হন না, তিনি কেরল আদালত ও ঘর করিতে থাকেন, তিনি মহা মহা সম্মত হইলেও এক কপর্দিও ছাড়িতে প্রস্তুত নহন। তিনি অকাতরে গৈরিক ও দোপার্জিত স্থাবর অস্থাবর ভাণ্ড সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উকীল ও মোক্তারদিগের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে থাকেন, যিনি কখন দুই দিন কোন কার্য্যে যিগ্ন থাকিতে পারেন না,

তিনি এ সময়ে অসামান্য অধ্যবসায়ের দৃষ্টিতে প্রদর্শন করেন। আমাদের এই মকদ্দমাশ্রয়তানিবন্ধন আদালত সকল মকদ্দমার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গবর্নমেন্ট মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। জ্যেষ্ঠের দ্বারা বর্জিত হইল এবং মকদ্দমার পথে অন্য অনেক বিষ উপস্থিত করা হইল তথাপি মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হয় না। এমন কি অনেক স্থানে এক একজন মুন্সেফ কিম্বা জজ রাখিয়াও চলে না, আবার “এডিসনাল মুন্সেফ” প্রভৃতি নানা নামে নূতন নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। এই সকল বিচারপ্রার্থীরা একবারের বিচারে প্রায় সন্তুষ্ট হন না, তাহার আশীল এবং আশীলেরও আশীল পর্যন্ত না দেখিয়া প্রায় নিরস্ত হন না।

বর্তমান সময়ে দেওয়ানি মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার চারি প্রকার আদালত আছে। ১ র মুন্সেফের আদালত, ২ র সুবর্ডিনেট জজের আদালত, ৩ র ডিস্ট্রিক্ট জজের আদালত, ৪ র হাইকোর্ট। ইহার প্রত্যেকেরই বিচারের উপর তাহার উপরের আদালতের পুনর্বিচারের ক্ষমতা আছে। আশীল উপস্থিত হইলে উপরের আদালত প্রায় নিম্ন আদালতের প্রেরিত রায় প্রভৃতি দেখিয়াই পুনর্বিচার করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্ররূপে সাক্ষ্য প্রভৃতি আর গ্রহণ করা হয় না। কেবল মাত্র নিম্ন আদালতের রায় দেখিয়াই মকদ্দমাটির প্রকৃত বৃত্তান্ত উদ্ভাবন করা সম্ভব নহে। সুতরাং উপর আদালতের প্রজাদিগকে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। যদিও রাস্তাবিক নিম্ন আদালতের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ কিম্বা প্রমাণ সংগ্রহ বিষয়ে কোন ভ্রম হইয়া থাকে

তাহা বাহির করা উপর আদালতের
সাধারণ নীতি; সুতরাং সে স্থলে
নিম্ন আদালতেরকৃত নিষ্পত্তিই বাহাল
থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি নিম্ন আদাল-
তের বিচারের মধ্যে কোন আইনবিরুদ্ধ
মত বা সিদ্ধান্ত লক্ষিত হয় তাহা হইলে
উপর আদালত কর নিম্ন আদালতেরকৃত
নিষ্পত্তি পরিবর্তিত করেন, মত্বে তাহারই
উপর পুনর্বিচারের আজ্ঞা প্রচার করেন।
অবশেষে এখানকার কোন আদালতের
বিচারে সন্তুষ্টি না হইলে লোকে বিলাত
আশীল পর্যন্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে
একবার মকদ্দমা রূপ চক্রে পাদ বিচক্ষণ
করিয়া লোকে আর সর্কস্বাস্ত হইয়া যায়।
এতোক আদালতই শোণিতশোষক
আইনাবতারে পরিপূর্ণ, এফবার তাহা-
দের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহার। সেই
হস্তভাগকে ঘোরিয়া কেলৈ এবং অজ্ঞ
তার পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে এক গুণের
স্থানে দশ গুণ বার করার। ইহা ভিন্ন
আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে এতোক
আমের প্রায় কতকগুলি করিয়া সমাজ
কণ্টক আছে, উহার। সর্বদা পরের
বিবাদ অবস্থণ করিয়া বেড়ায় এবং
নির্কোষ মুখ লোক পাইলে, পরামর্শ
দিয়া মকদ্দমা করিবার জন্য আদালতে
উপস্থিত করে, তাহার মকদ্দমার তত্ত্বাব-
ধান করিবার তার প্রেরণ করে, তাহার
সপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং তাহাকে
ভিতরে ভিতরে শোষণ করিতে থাকে।
যতদিন তাহার এর কর্দমকণ্ড থাকে
ততদিন তাহাকে ছাড়ো না। এইরূপে মক-
দ্দমা এবং আপীলের সংখ্যার আর বন্ধ
নই হ্রাস হয় না। ১৮৬৯ অব্দে বার্নেস
শিকক্ বলিয়াছিলেন যে, সে বৎসর ছাই
কোর্টে ১০০ একশত টাকার কম
সম্পত্তির জন্য ১৫৫৩ টি, ১০ দশ টাকার
এ সম্পত্তির জন্য ১৭৫ টি এবং ৫ টাকা-
র কম সম্পত্তির জন্য ১৪৫ টি আপীল

উপস্থিত হইল। এই সকল সংবাদ। নির্দেশ
করিয়া তিনি বিরক্তির সহিত এই কথা
বলেন যে, এই সকল মকদ্দমা গ্রহণ করি
বার জন্য এত বিচারপতি নিযুক্ত মা
করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি বাণীর সমুদায়
টাকা, দানী ও প্রতিবৎসর পূর্ব মকদ্দমার
খরচ এবং আর ভাড়া মকদ্দমা না
করে এজন্য আরও কিছু টাকা ধরিয়া
বেন, তাহা হইলেও গবর্ণমেন্টের এত
ব্যয় হয় না। মকদ্দমা আর লোকবিগের
এই সকল অন্যাচারে উদ্ধত হইয়া
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি মকদ্দমার
বিশেষতঃ আপীলের সংখ্যার হ্রাস
করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার
জন্য স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সকলকে অনু-
রোধ করিয়াছেন। দুই বৎসরের মধ্যে
এই সকল মত গ্রহণ করিয়া উপায় নির্ধা-
রিত হইবে।

এই উপলক্ষে আমাদের আইন সহ
ফীর মন্ত্রী হব্বাউল সাহেব কতকগুলি
প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমতঃ ২০০ শত
টাকার নূন সম্পত্তির জন্য একবারের
অধিক আপীল হইতে পারিবে না।
দ্বিতীয়তঃ প্রথম আদালতের বিচারের
সহিত প্রথম আপীলের বিচার মিলিলে
তাহার আর দ্বিতীয় বার আপীল চলিবে
না। তৃতীয়তঃ এতদ্বারা এবং ১৮৬১
অক্টোবর ২৩ আইনের ২৭ ধারার মক
দমা ভিন্ন অন্য সকল মকদমার আপী
লের উপর হাইকোর্টে পুনরুপার আপীল
হইতে পারিবে। চতুর্থতঃ প্রথম আপীল
আদালতের উপর দ্বিতীয়বার আপীল
করিবার অনুমতি দিবার ভার থাকিবে।
পঞ্চমতঃ (১মতঃ) এই শীর্ষে যে
নিষেধ করা গিয়াছে সে নিষেধ সর্বত্র
বিশেষ আবশ্যক বোধ হইলে এবং
টাকা ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তির মকদমা
হইলে হাইকোর্ট তাহার দ্বিতীয় বার
আপীল গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রকারেই হউক এ বিষয়ের কোন
সংস্কার হইলে নেতৃত্বের অংশেই
হয়।

বাস্তবিক আমাদের দেশীয় লোক-
 দিগের স্বার্থপরতা এবং ঐক্যনিষ্ঠাভাব
 স্পষ্ট হইবে এই মকদ্দমাটিরতার একমাত্র
 কারণ তাহা নহে। ইহার অপর কারণ
 আছে। গত বৎসর জুজিল কিয়ার
 "বেঙ্গল লোশাণ সাএন্স এসোসিয়েশনে"
 এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন,
 তাহাতে তিনি এই প্রস্তাব সুন্দর বিচার
 করিয়াছেন। তিনি মকদ্দমার সংখ্যা
 বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত কারণ নির্দেশ করিয়া-
 ছেন তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান।

১মতঃ ১৭৯৩ অব্দের নিয়মবিধি
নিবন্ধন ভূমির স্বত্ব ঘটিত অনেক বিবাদ
অস্থিরা থাকে, ২য়তঃ টেন্ডুক জব্বা
লইয়া একাদ্রবর্তী জাতাদের মধ্যে নানা
প্রকার বিবাদ অস্থিরা থাকে, ৩য়তঃ
বার বার আপীলের সুবিধা থাকিতে
লোকে সহসা কান্দ হয় না। ৪র্থতঃ
প্রথম আদালতের বিচারকদিগের অসা-
বধানতা নিবন্ধন ন্যায় বিচার হয় না।
৫মতঃ বেনামি অথবা চলিত থাকিতে
সমুদ্র গোপযোগের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি।
হব্বাউলের সন্তোষানুসারে তৃতীয় কারণ-
টির প্রতীকার হইতে পারে; কিন্তু অপর
গুলির প্রতীকার করিতে না পারিলে
এই রোগের সমাক প্রতীকারের সম্ভা-
বনা দেখা যায় না।

উপসংহারকালে আমরা দেশীয়
তত্ত্ব লোকদিগেরও অন্তরে কতক দোষ
না দিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না।
উঁহারা এক প্রকার এই মকদ্দমা-প্রিয়-
তার প্রদর্শন দিয়া থাকেন। দেশের
শত শত লোক মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত
করিতেছে, জাল করিতেছে, মিথ্যা
সাক্ষ্যের আরোজন করিতেছে, তাহাতে
উঁহারা সেই ধর্ম্মশাস্ত্রী জন হুজাচার-

দ্বিগুণে ঘূর্ণা ও নিম্নার দ্বারা বমন
করিতেছেন না। তাহারা পূর্বের
ন্যায় সকল স্থানে সমানর পাইতেছে,
এমন কি অনেকে তাহাদের সাহায্য
করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিছু
দিন হইল ডেলিনিউমের সম্পাদক
বর্ণিয়াছিলেন যে, “যে দিন এই প্রকার
লোকদিগের উপর বাঙ্গালী ভ্রূণলোক-
দিগের ঘূর্ণা বেধিব সেই দিন সুকিব
যে বাঙ্গালীরা সত্যবাদী হইয়াছেন,
নতুবা যত দিন এতদূর লোকেরা ভ্রূণ
সমাজে স্থান পাইবে তত দিন বাঙ্গালি
জাতির অমর্য্য মিথ্যাবাদী এ অণুবার
যাইবে না।” ইহা অপেক্ষা আমাদের
তিরস্কার কি হইতে পারে? দেশের
লোকের ঘর কোন ক্ষমতা থাকে এই
রূপ সমাজ কটকদিগকে বমন করুন।
নতুবা দেশের ভ্রূণহতা নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ ই এপ্রিল সোমবার।

আমরা অতীব আশ্চর্যিত হইয়া একাশ
করিতেছি কয়েক বিবসাবিধি এ অঞ্চলে
প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে কৃষক-
গণ আনন্দোৎসব জরয়ে বর্ণন করিয়া
আরম্ভ করিয়াছে।

রথাকর প্রবর্তন কালে সকলেই বলিয়া
ছিলেন এবং এখনও বলিতেছেন, এতদুপ-
লক্ষে জমীদারেরা অজ্ঞ প্রজাদিগের নিকট
হইতে নানা বিধ কুর আদায় করিবেন, ইহা
দ্বারা প্রজা শীড়নের একশেষ হইবে। শুনা
যাইতেছে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কাশেল সাহেব
এই অনিষ্ট নিবারণ মানসে একটা নিজাণন
প্রচার করিতেছেন, এতদ্বারা প্রজাগণকে
সানান হইবে, রথাকরই তাহা বিগের এক
দ্বারা দেয় কর, এতদ্বারা তাহারা যেন অন্য
কোন কর কাছাকেও না দেয়। এই বিজ্ঞাপন
এতদুপ হাণান হইবে যে সকল প্রজা
প্রায় উহার এক একখানি দেখিতে
পাইবে। ইহা দ্বারা কোন কোন
স্থলে উপকাণ হইতে পারে, কিন্তু অনেক

স্থলে এই বিজ্ঞাপনই জমীদারদিগের অতি-
রিক্ত কর আদায় পক্ষে সুবিধা করিয়া
দিবে। প্রজাগণ অজ্ঞ, জমীদারেরাই তাহা-
দিগের পিতা মাতা বহুবান্ধব আত্মীয় অজন
সমুদায়। তাহারা এই বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম জানি
বার অমর্য্য জমীদারের নিকটেই যাইবে।
তাহারা যাহাতে বিনা আপত্তিতে আপন-
দিগের আর্থ সিদ্ধি হয় একপ করিয়া উহার
অর্থ হুইয়া দিবেন। “গবর্নমেন্টের তুচ্ছ
এই, তোমাদিগকে এই দিতে হইবে, এত-
নিলে আর তাহা বিগের আপত্তি করিবার
সাহস হইবে না। তত্বেই জমীদার, অন্যায়
করিয়া কর লইতেছেন জানিতে পারিলে
যে প্রজারা আর তাহা দিবে না, এটাও
বিশ্বাস করা যাইবে না। অনেক প্রজা জমীদার
কর্তৃক অন্যায় বৃত্তিতে পারিয়াও তাহা প্রতী
বাদ করিতে সাহসী হয় না। আমাদের
বিবেচনায় কোন জমীদার এতদুপলক্ষে
আরো অধিক কর আদায় করিলে বিশেষ
রূপে হওনীয় হইবে, জমীদারদিগের
উপর এইরূপ একটা নিয়ম করিলে অনেক
কাম হইতে পারে। তাহারা অন্যায় কর
আদায় করিতেছেন যদি এখনও রূপওনীর
হইবেন, এতদ্বারা থাকিলে সংসার তাহাতে অগ্র
সর হইবেন না।

কাশেল সাহেব কত জেলার জমীদারদিগের
সহিত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখস্থ পদোন্নতি
ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া হাইকোর্টে
অজেরা লাভ নর্থকুর নিকটে যে পত্র
পঠান এবং লেপ্টেনেন্ট গবর্নর তাহার যে
উত্তর দেন, নর্থকুর নিজে তাহার কিছুই না
করিয়া সমুদায় কাগজ পত্র ফেঁট সেজে
টারি আর্গাইলার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।
লর্ড নর্থকুর তাহার অসন্তোষের কারণ হই
লেন এই তাহারা উত্তরের মানসকা করি-
লেন কিন্তু উত্তরের এক পক্ষ যখন
কাশেল সাহেব, তখন আর্গাইলার হস্তে
তার বিচার তার অর্পণ করা আর
“কাশেল সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছেন
তাহা ঠিক” এখান হইতে এ মীমাংসা
করিয়া বেওয়া উভয়ই তুল্য।

পাঠকগণের স্বরূপ থাকিতে পারে, হাই

কোর্টের অন্যতর উকীল বাহু ভগবতীচরণ
বোমের উত্তরীণীল পুত্র হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণী
সভার অনুমতি লইয়া সিভিল সার্ভিস পরী-
ক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন।
সংবাদ পক্ষে দেখা গেল তিনি বোমাইয়ে
গিয়া সমুদ্রের ডেউ দেখিয়া করে প্রত্যগমন
করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষণী সভার অনু-
মতি লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন যাহার
“মর্যাদা করে” এতদূর তিনি ডেউ
দেখিয়া ভয়ে কিরিয়া আসিবেন, আশ্চর্য্য কি?

ইংলিসমান বলেন, মেডিকল কলে-
জের দাস্তার কারণ অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি
নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিমিথি প্রিন্সিপাল
শিব, ডাক্তার চক্রবর্তী ডাক্তার বকল এবং
জমাল এই কমিটির সভ্য। মাকমামারকে
সভ্য জ্যেষ্ঠত্ব করা হইল না কেন?

বোমাইর উত্তর বিভাগের সম্বন্ধে নাউ-
রোদী কলুনজী রাজস্ব কমিটির নিকটে
যে সকল কথা বলিয়াছেন, উক্ত বিভাগের
রাজস্ব কমিশনার এল, অশ্বপতির সাহেব
টাইমল সব ইণ্ডিয়ান এক পত্র লিখিয়া
প্রায় তত্ত্বান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন।
আর প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে, যে রাজস্ব
কমিটির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ক্রমে সক-
লের বিদ্যা একাশিত হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের আলাওরাবাদের সম্বোধনী
বলেন, পানিগামেন্টের সেসিয়ন বন্ধ হই-
বার পূর্বে একটা আইন বিধিত হইবার
সম্ভাবনা আছে, ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের
গবর্নর জেনরলকে পূর্ণ আফিকার দাস
ব্যবসায় নিবারণার্থ অটিনাদি প্রণয়ন করি
বার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

কেন সংবাদ পক্ষে লিখিত হইয়াছে,
জলের একটা গুণ আছে তাহা এ পর্য্যন্ত
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জানিতে পারেন
নাই। জল দ্বারা অতি কঠিন পদার্থও কাটা
যাইতে পারে, জলের গতিতে দৃষ্টিকা ও
প্রচুর কাটিয়া যায় তাহা সকলেই জানেন।
একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেন, তিনি সম্প্রতি
একখানি রেলওয়ে শকটের নিকট দাড়া-
ইয়া আছেন এমন সময় বদলার দিয়া এত
দ্রুত জলদ্বারা বহির্গত হইল। এক ব্যক্তি

ঐ অলমহারী খীর স্বল্পলিঃপ্রদানে উদাত্ত হইলে শকট চালক বলিলেন, উহা করিবেন না, সেদিন একটা বালক উহাতে হাত কাটরা কেনিয়াছে। এইবার হুঁকি রজার্সের অঙ্গ যারা যায়।

পঞ্জাবের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সুধরানার লোকদিগের এই এক জন্মদা প্রথা আছে উহার। অথ কন্যাগণকে ৩০-১৪০ বছর পর্যন্ত আবিবাহিতাবস্থায় রাখে। তাহার। সুপথগামিনী হইতে না পারে এমন প্রহরী রাখা হয়। আমাদের দেশে কুলীনদিগের মধ্যেও এ প্রথা আছে, তবে বিশেষের মধ্যে এই প্রহরী রাখা হয় না।

১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

পিরনিয়ার টেলিগ্রাফ বে'গে সংবাদ পাওয়াছেন আনন্জবাবের জুলতান ইংলণ্ড দর্শনার্থ যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, এ সময় তাঁহাকে আফগান করিবার সুবিধা হয় না।

এক ব্যক্তি পিরনিয়ারে লিখিয়াছেন, লওনের দুইজন প্রধান ব্যক্তি বন্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগে আছেন। আজিও ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা অপ্রতিষ্ঠিত থাকা আশ্চর্য্য বিষয় সন্দেহ নাই।

সীমান্ত কমিশন যে সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, পারস্য ও আফগানিস্তানে উভয়েই তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের কারেলস্থ সংবাদবাতা লিখিয়াছেন সর্দার মহম্মদ জ'কুব বীসীতানে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেন তাহার। প্রত্যাগমন করিয়াছে। সীমান্তের সীমায় যে সহস্র লওয়ার রাখা হইয়াছিল উহাদিগের সহিত লিস্তানিয়ানদিগের যুদ্ধ হয়, কিন্তু গওরারের পরাজিত হইয়া তিরটে প্রত্যাগমন করে। সর্দার জাকুব বীসী অপরোক্ষী সেনা দলের উপর বড় বিরক্ত হইয়াছেন এবং সাক্ষিসর দিগকে কারাকড় করিয়াছেন।

কা'বেল সাহেব হাজিট্রোটবিঘের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। সহস্র আবি-

চার হউক জাত্যচার হউক তাহাতে বা মা হয় একজন হাজিট্রোটের বিক্ষে একটা কথা তাঁহার পক্ষে ততোধিক কঠোর হয়। পিরনিয়ার বলেন, পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব কালে-ট্রি ও হাজিট্রোট ওয়ানগিন সাহেবের মকদ্দমার সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি কেন্স তাঁহার প্রতি করেকটী বে'বার্ণন করেন, কা'বেল সাহেবের তাহা অসত্য হইয়াছে, তিনি সেগুলির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবিষয়ে কেন্সের সহিত কা'বেলের মতম গরম পত্র লেখা লিখি হইতেছে। কা'বেলের খোঁটার জোর আছে, তিনিই জর লাভ করিবেন বোধ হইতেছে।

১৬ই আশ্বিন বুধবার।

ইজারা কো'মেন নামক যেকয়েদির ডেসিডেন্সি জেলে মৃত্যু হয় এবং তাহার বিবরণ ইতিপূর্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল, গবর্নমেন্টে সে বিষয় চুপে চুপে ঘাইতে দেন নাই, সুজুর পূর্বের অবস্থা বিষয়ে তিন চারি জন ডাক্তারের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে, করোণার বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু চুপের বিষয় এই, এততেও হস্তভাগা কো'মেনের মৃত্যুর একটা সুতন কারণ আবিষ্কৃত হইল না, সেই পুরণ কারণই বাহির হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় ক'রণটী বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন, বহুতের পীড়া! বহুতের পীড়া! জেল রক্ষকগণের বড় হজমী হইয়া দাড়ী হইয়াছে।

ইংলিসমান বলেন, গত ১৬ই জুলাই সেভারি রজার এখন গ্ত্রী একটা পুত্র প্রসব করিয়াছেন। রাজ্য রক্ষা হইল।

মাজ্রাজের একজন মাত্র অধিবাসী রাজস্ব কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দানার্থ আবেদন করিয়াছেন। ইহার নাম মেসিলোমি সুবিলিয়ার, ইনি মাজ্রাজের একাউন্টেন্ট জেনরল আফিসের একজন অসিষ্টাণ্ট। মাজ্রাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উন্নতি কিছু অধিক।

এবার মাজ্রাজের প্রাদেশিক কও হইতে

পবলিকওয়ার্ডে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সম্বন্ধ হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দেওয়ানী বিভাগালয়াদি নির্মাণে ব্যয় করা হইবে। আমাদের দেশে পবলিকওয়ার্ডে যে টাকা ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশ ব্যয়িক নির্মাণ ও তাহার সংস্কারেই ব্যয়িত হয়। এ দিকে মকদ্দমার সুপেক্ষের। গো'রালখ্যে বলিয়া বিচার করেন।

মাজ্রাজ প্রেসিডেন্সির আদর্শ ক্ষেত্র হারা গবর্নমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবেছেন। ঐ সকল আদর্শক্ষেত্র হইতে ১১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু ব্যয় ৩৮ হাজার টাকা।

সম্প্রতি যশোহর জিলায় একটা বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পূজোর বয়স ৬০ কন্যার বয়স ১৭ বছর। যশোহর জিলায় বিধবা বিবাহ কি এই প্রথম হইল?

অমরাবতীর ডেপুটী কমিশনরের এক জন কেরানীকে এই বলিয়া কর্তৃত্ব করা হইয়াছে, যদিও তাহার বে'বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু সে দোষ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। সিজার বলিয়াছিলেন, আমাদের জী কেবল সত্যী হইলে চলিবে না কেহ তাহাকে অসত্যী বলিয়া সন্দেহও না করে এই আশি চাই। এতলে তাহাই ঘটয়াছে।

কানীদাল বন্দোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির ৪ হাজার টাকা প্রত্যারণা করিয়া লয় বলিয়া যে একজন ইহুদীর দুই বছর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ঘোরাণ ও হাজার টাকা জরিমানা হয়, সেদিন অজ বন্দোপাধ্যায় নামকটী আপীল করিতে গিয়া কার'নও কমাইয়া ৫ মাস ঘোরাণ ও ১ হাজার টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছেন, ২ জরিমানা না হিলে আর ৬ মাস কারাকড় থাকিতে হইবে।

জ্ঞান বিকাশিনীর একজন শান্তিপুরস্থ সংবাদবাতা লিখিয়াছেন তত্ত্বতা মদনগোপালের বাঁটিতে গহবিশিষ্ট একটা মণি দেখা গিয়াছে। দর্শকেরা তা'রাজা হইবেন, সম্বাদ বাঁটিও যেন সাংঘর্ষন হন।

ইটালির বিনিস নগরে একটি ভরানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প কালে একটি গির্জা বিনিয়া গিয়া প্রায় ৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ম্যাশন্যাল পেশার বলেন, মেশালের রাজা হিন্দুধর্ম রক্ষণী সজ্ঞার সভাপতি রাজা কানীরক দেব বাহাদুরকে একটি মেডাল উপহার দিবার মানস করিয়াছেন।

সংসার পক্ষে দুই হইল, একজন উচ্চ-পদস্থ গার্মেন্ট কর্ভারী সত্রীক রাজা দিয়া বাইতে ছলন, উহার একটি ছান দিয়া বাইতে হইলে শুক দিতে হয়, কিন্তু গবর্নমেন্ট কর্ভারিবিগের প্রতি সে নিরম নয়, তাঁহারিগকে শুক দিতে হয় না। কর সংগ্রাহক সেই নিরম অনুসারে উচ্চ কর্ভারিকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রীর মাহুল আর্পনা করে, তিনি দিতে অসম্মত হন। এ বিষয় গবর্নমেন্টের গোঁচর হওয়াতে নিরম হইয়াছে, কোন গবর্নমেন্ট কর্ভারীর স্ত্রীকেও আর মাহুল দিতে হইবে না। গবর্নমেন্ট কর্ভারীর স্ত্রী কি রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারের লগেজ-জগে গণ্য হইল।

হুগলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে এক বর্ষ কারের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া প্রায় ২ হাজার টাকার বর্ষ রোপ্যাদি অপহৃত হইয়াছে। ইহাকে ডাকাইতি না বলিয়া বাটী পাড়ি বলিলেই ভাল হয়।

১৭ ই জীবন বৃহস্পতিবার।

মহিশূরের একজন জজ এক ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দানকালে তাহাকে এই বলিয়া প্রবেশ করেন “যদি তুমি সত্য সত্যই বোঝ করিয়া থাক তোমার মৃত্যু নও। আজ উপযুক্ত হইয়াছে, আর যদি তুমি বাস্তবিক অপরাধী না হও, তোমার মান মনে এ আজ্ঞা হইবে যে তুমি বিনা অপরাধে প্রাণত্যাগ করিয়াছ।” জজটি উপযুক্ত বটে।

এবার রাজসাহী অঞ্চলে বড়দীঘল জল্লাহ নাই। গত বৎসরের সর্ষিত তুলসী করিয়া বেধিলে চতুর্থাংশ হয় কি না সন্দেহ। মীল ত চতুর্থাংশ হইল, কিন্তু মীলকরের অভাৱের হয় ত চতুর্থাংশ হইবে।

শিবিল সর্বিসের এড এক, ইব্রাহিম

সায়েব হিন্দীভাষার স্থাপত্যশিল্প করতে এক খানি প্রায় ২০ পাণ্ড ও ১ হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইওরান টেটসমান বরবার ওইকুমারের আর একটি খেচরের উল্লেখ প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্রাতি তিনি যে ভরানক গীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করেন তদ্বিমিত্ত ইন্ডের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে কসাইয়েরা এক মাস কাল পশুবধ এবং বীষেরা মৎস্য ধরিতে পারিবেন না। উক্ত সম্পাদক চিত্রিত হইয়া বলিয়াছেন “বোধ হয় বর-দাশু ইংরাজদিগের পক্ষে এ নিরম বর্ডে ওইকুমারের এমন ইচ্ছা নয়।” তাহা হইলেই বিশদ।

গত কল্য একটি মেশীয় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আশ্চর্যরূপে জীবন রক্ষা হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি কালেজী টি দিয়া বাইতেছিল এমন সময় এক খানি গাড়ি বেগে আগিয়া উহার উপরে গড়িত হয়, গাড়ী ও বোড়া উহার উপর দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে ক্ষত শরীরে বাটীতে গমন করিল।

গত কল্য যখন ১৯ টার ডাউন ট্রেন সম্পূর্ণ বেগে টেম্বাবাটী টেম্বগের নিকট আসিতেছিল, সেই সময়ে একটি দুসলমান যুবক স্ত্রীর প্রেণীর গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়ে। তখন ট্রেনের গার্ড কিং টেম্বগের কর্ভারিরা কেহই কিছু জানিতে পারে নাই। এ গাড়িতে তাহার মাতা ছিল, ট্রেন জিরামপুরে আইলে তাহার মাতা এ বিষয় রেলওয়ে কর্ভারিবিগের গোঁচর করে। কর্ভারিরা তথায় গিয়া দেখেন স্ত্রীলোকটির কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

এক ব্যক্তি রাখালদাস পাণ্ডে নামক একজনের একটি কন্যার গায়ে হইতে কতকগুলি রোপ্য অলঙ্কার চুরি করিয়াছিল বলিয়া মাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ৬ মাস কারাদণ্ডের অনুমতি দিয়াছেন।

বহরমপুরের ক্যান্টনমেন্ট হোটে খানী সন্তানী উঠিয়া গিয়া মুরসিদাবাদের হোটে

আবালতের সীমা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১৮ ই জীবন শুক্রবার।

ইংলিস্কান বলেন, বোম্বাই অধিদপ্তর শান্তিহুম অনুষ্ঠান করিতেছেন, সাহেব পাণ্ডিত হইয়াছেন। কথা বড়োয়া খাৰ্চ নয়।

গত বৃহবার সন্ধ্যাকালে যে ভোণাট হইল, উহা ত্রিগেজিয়ার জেনরল ডবলিউ শান্তি সাহেব রাধাপুরবাটে গমন করিতেছেন বলিয়া হইয়াছিল।

ফেও অব ইণ্ডিয়া বলেন, ১২ জন মাজি তারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষাৎ দানার্থ গমন করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমতি পাইয়াছেন। ইংলিশের মধ্যে বঙ্গদেশের ৫ পঞ্জাবের ২, বোম্বাইর ৪ এবং মাজিষ্ট্রেট ১ জন আছেন। লর্ড মর্ফ্রক বোধ হয় ইহা হইতে আবার কতক কমাইয়া থাকি কয়েকজনের নাম ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠাইয়াছেন। আবেদনকারি বিগের মধ্যে অমোঘা মধ্যপ্রদেশ ও ত্র্যম্বেশের কেহ নাই। ফেও বলেন, অনেক হিন্দু সাক্ষাৎ দানার্থ আবেদন করিলেন কেবল জাতি যাইবার ভয়ে করেন নাই। কেবল জাতি যাইবার ভয়ে নয়, কারণ হিন্দুধর্ম রক্ষণী সভা সে বিষয়ে অতর দিয়াছেন, উপরিতম কর্তৃপক্ষের কোণে পড়িতে হইবে এ ভয়েও অনেকে অগ্রসর হন নাই।

নূতন কোলনারী দণ্ডবিধিতে এই একটি নিরম হইয়াছে, কোন মকদ্দমার সেটিয়ন জজের মত যদি জুররদিগের মতের সহিত বিভিন্ন হয় তিনি সে মকদ্দমা হাই কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন। এটি মন্দ নয়।

মাজিষ্ট্রেট কোন স্কুলের জটিল শিক্ষক একটি বালককে প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়া তত্ত্বাত্তা মাজিষ্ট্রেট বে বিচার করেন তাহাতে সেখানকার বাবতীর সংবাদ পত্র অসম্মত প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যবিক স্কুলের ছাত্রকে সামান্য একটি বেজায়াত করিলে শিক্ষকে যদি আদালতে গিয়া অভিযান দিতে হয়, বিদ্যালয়ে অশুভলা স্থাপন করি হইয়া উঠে।

পরিষদে এক ব্যক্তি একটি বড় কোঁতকাবহ বৈঠকি খাতনের বিষয় লিখি
রাছেন। ক'র নিকট কিছু টাকা পাইত,
ক'র বেশ পরিচয় পূর্বে স্থানান্তরে গিয়া
বাস করে। ক'র পরিচয় করিতে না
পারাতো ক'র বেশে আসিয়া ক'র জী হুঁরি
করিয়া লইয়া যায়। ক'র হাতে কয়েকজন
বড় বাছুর লইয়া ক'র হাতী আক্রমণ পূর্বে
ক'র জী ও তাহার একটি আত্মশূলীকে
লইয়া আইসে। জীতে জীতে শোধ
হইল, আত্মশূলীতে বেশির ভাগ।

১১ এ জুলাই অনিবার্য।

কেন্দ্র অব ইণ্ডিয়া বলেন, গণনা করিয়া
লেখা হইয়াছে, পরিষদের সাহায্যে মূল্য
বান পরিষ্কার পরিধারি করিয়া থাকেন তখন
উহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। পরিষ্কারগুলি
পরিচালনা করিলে উহার মূল্য কত হয়
আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ
বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টা কা	লিফা	১০৪৫—১০৪৬
৪ "	কোং	১০৪৬—১০৫
৪১ "	"	১০৭১—১০৭৪
৪১ "	"	১০৮৫—১০৭
৪৪ "	"	১০৮৬
৪৪ "	"	১১১৬

—১—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশাঙ্গারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২১ এ জুলাই। বন সাহেবের কল্পনামিত
কাল পর্যন্ত এড. এলডাঙ্গার সাহেব রেনে
নিউ পোডের একজন প্রতিদ্বন্দ্বি মেঘর হইবেন।

২৮ এ জুলাই। এম.কে.জি. বঙ্গদেশীয় গবর্ণ
মেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বি সেক্রেটারি হইলেন।

এড. জে. এল. পটন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিদ্বন্দ্বি জুনিয়র সেক্রেটারি হইলেন।

২৫ এ জুলাই। কাগজের এড. জে. পি. লক্ষী
পুরের সহকারী কমিশনার হইলেন, এবং কিছু
দিনের জন্য উত্তর লক্ষীপুর বিভাগের ভার পাই

বেন। ইনি এখন জেলার মাজিষ্ট্রেটের কমতা
চালন করিবেন।

লক্ষীপুরের সহকারী কমিশনার লেপ্টেনন্ট
ডবলিউ.এ. হলকোম কিছুদিনের জন্য জরপু
বিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে
বর্তমান বিভাগের স্থানে স্থানে সব ডেপুটি
কালেক্টর হইবেন, এবং তৃতীয় জেলার মাজিষ্ট্রেট
টের কমতা পাইলেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় প্রথম জেলা বর্তমান।

* নীলমণি কোডর * বোদীপুর।

* শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় * " "

* রাধাশ্যাম সিংহ * জগন্নাথ।

* অন্নপূর্ণা শর্মা চৌধুরী জেলা বর্তমান।

* যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত * " "

* সীমানাথ দে * বাবুড়া।

* সীমানাথ মোহ * বাবুড়া।

* বিনোদবিহারী সরকার * বীরভূম।

জলপাইগুড়ি সি.এফ. ম্যানসন সাহেব
অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারের বর্ত জেলাতে
উন্নয়িত হইলেন।

২৮ এ জুলাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন
ওর শাসন কার্যের বর্ত জেলায় কর্ম করিবেন।

বাবু ধর্মেন্দ্র রায়—গঙ্গা।

* হারকানাথ রায়—বগুড়া।

হাবতার প্রতিদ্বন্দ্বি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর ডবলিউ.এ. ডবলিউ. সাহেব রাজস্ব
হীতে বদলী হইলেন।

জি. জে. সি. প্রান্ত কিছুদিনের চতুর্থ জেলাতে
হাবতার প্রতিদ্বন্দ্বি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইবেন।

২৯ এ জুলাই। লক্ষীপুরের সহকারী কমিশ
নার কাগজের এ.এম. ফিলিপস কোজবাসী গু
বির ১৪২, ১৬৭ এবং ৪১৭, খারাজসারী কমতা
পাইলেন।

কটকের কালেক্টর নিজ কার্য ভিন্ন তত্ত্বা
কেনাল রেবেন্ট স্পর্শকোণের প্রতিদ্বন্দ্বি
হইলেন।

১৯ এ জুলাই। নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন
স্থানের অফিসের ১৮-৬১ অফিসের ১০ আইন
(বি.সি.) অফিসের কালেক্টরের কমতা পাই
লেন।

বাবু সীমানাথ আচার্য—গাংখাট।

* আর. সি. বসু—বনগা।

* শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—জিনিদ।

* চন্দ্রনারায়ণ সিং—খুলনা।

* রামচরণ বসু—বনগাং।

এফ.এচ. বি. জাইন—চুয়াচলা।

এচ. জিলান—কুষ্টিয়া।

আর. কর্ণী—মহোদপুর।

ডবলিউ. জি. ডিয়ার—মাগুরা।

জে. কেলিহার—মুন্সীগঞ্জ।

সি. বার্বাড

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

প্রতিদ্বন্দ্বি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ জুলাই। নিম্নলিখিত মূল্যের ১৮-৭১
অফিসের ৬ আইনের ২৯ খারাজসারী চোট আদা
লতের বিভাগে ৫০ টাকা পর্যন্ত মকদ্দমার বিচার
স্বার্থ জজের কমতা পাইলেন।

বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—মেনদীপুর

* গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভাঙ্গুড়া।

* জগৎরত্ন মজুমদার বি. এল.—জুহী

* জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—নিমল।

২৮ এ জুলাই। বাবু হর্গাচরণ বোম মন্বন
সিংহ একজন তৃতীয় জেলার অতিরিক্ত মূল্যে
হইলেন।

আবার অতিরিক্ত মূল্যে বাবু বহননাথ মিত্র
হিহুতে বদলী হইলেন।

বাবু কৃষ্ণনাথ দে বি. এল. বোদীপুরে এক
জন তৃতীয় জেলার অতিরিক্ত মূল্যে হইলেন।

এম.কে.জি.

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

প্রতিদ্বন্দ্বি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সনাতন।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। বিবাহ সহিত রূপী
রার যে সজ্জা হইয়াছে তাহাকে তদন্তসারে
রূপীরা কে ৭ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ রত্ন
মিতে হইবে। বিবাহ হইতে মুক্তা দণ্ড উত্তীর্ণ
গিয়াছে। বিবাহ যুদ্ধকালে বোম্বারার রাজ্য
রূপীরাগিরের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া
পুঙ্খকর স্বরূপ উদ্ধারের বিবাহ অধিকৃত
কতকগুলি স্থান দেওয়া হইয়াছে। ২৭ এ
আগষ্টের মধ্যে বিবাহ রাজধানী হইতে তাবৎ
রূপীয় ইসন্য প্রস্থান করবে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। বলটিমোরে এক
অগ্নি কাণ্ড হইয়া বহু সংখ্যক বাসী এবং চারিটি
গির্জা পুড়িয়া গিয়াছে।

আরও বর্ণের দেশীয় সেনা দলে বিজয় প্রদা

নীচে ইউরোপীয় আকিসর সকল নিয়ন্ত্রণ করিলে ভাল হয় বর্ষ সাহেব তাহার অনুপস্থানার্থ এক রাজকীয় কমিশন নিয়োগের জন্য যে প্রস্তাব করেন গত রাতিতে কমন্স বাণীতে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।

ডিক্টর অব এডিনবরাহে আর ১ লক্ষ টাকা এবং রাজ কন্যা মেরি যদি তাহার পর জীবিত থাকেন তাহাকে ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি নিবার জন্য মাদ্রোষ্টোন যে প্রস্তাব করেন, কমন্স বাণী তাহাও অনুমোদন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ জুলাই। মাদ্রোষ্টোন পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ জুলাই। উইলিং এবং বিলিংসে পারসোত সাহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত আহ্বান করা হয়।

বল টিমোরে অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৬০০০ ডলার মূল্যের প্রাণহানি ক্ষতি হইয়াছে।

মাদ্রিড ২৭ এ জুলাই। বালেন সিরাতে ৫ ঘণ্টা কাল পরিত্যাগ একটা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মাদ্রিড ২৮ এ জুলাই। অন্য রেলবলিকা মেরা পুনরায় বালেনসিরা আক্রমণ করে, বিস্ময়ীরা একপাশে ইহা আঁকড় করিয়া রহিয়াছে। ৫ ঘণ্টা তত্বানক যুদ্ধের পর সুতন ইসন্য আশা পর্বত যুদ্ধ স্থগিত থাকে। বিস্ময়ীরা বলে, যদি তাহাদের প্রাথমিকত বণ্ডোবস্ত করিত, সন্ধি করা হয়, তাহারা আত্মপূরণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু গবর্নমেন্ট ইহাতে সন্মত নহেন, তাহারা বলেন, যদি তাহারা এ আশা পরিত্যাগ কর্তৃক বশীভূত না হয়, গোলাবর্ষণে ক্ষতি হইবে না। সেবিল এবং মিসরা একপাশে বিস্ময়ীদলের হস্তে রহিয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ জুলাই। গত রাতিতে কমন্স বাণীতে লাত এনফিল্ড কেলন, সাহেবের বাকের উত্তর দান কালে বলিয়াছেন, কালি ট্রা উত্তর স্পেন আধিকার করিয়াছে।

এলডার লাত ট্রান্সেল এটমের কার্যনির্বাহে মনোযোগী হইতে বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। ১৮২৪ অব্দের সন্ধি সংক্রান্ত পত্রাদি অর্পণ করা হয়। লাত প্রাণবিল বলিলেন সন্ধি অসম্ভব ও অকর্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

—০—

আমোদনের একজন সংবাদবাহতা লিখিয়াছেনঃ—

পঞ্জাব সীমা।

ডেরা এম্বাএল খাঁ।

১। অধ্যাপক মাসের প্রথম সপ্তাহ

শেষ হইল, তথাপি বর্ষীয় যুদ্ধ বেধিতে পাইলাম না। আবার মাসের শেষ পর্বাত্ত ত্রীশের অভ্যন্তরে তরানকরণে প্রণীড়িত হইয়াছি, রাতি দিন খেদ জলে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছে, সম্প্রতি ঈশ্বরের দ্বারা দুই তিন দিন হইতে গগনমণ্ডল ঘোঁরাই হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টিও হইতেছে, ইহাতে কৃষির পক্ষেও অনেক সুবিধা হইতেছে এবং আমোদের কটোরও অনেক লাভ হইয়াছে। এ সকলের অনেক নগরে যদি খাল না থাকিত আর কৃপোদক দ্বারা চাসের প্রথা প্রচলিত না হইত তাহা হইলে আর কটোর সীমা থাকিত না। পারস্য চক্র (এক প্রকার জল তুলিবার কল) বলদ দ্বারা প্রায় রাতি দিন ঘূর্ণিত হইতেছে এবং একটা একটা কুণ হইতে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জমাগত জল উঠিতেছে এবং পরাগ্রাণী দ্বারা চতুর্দিকে বহুদূরবাণী ক্ষেত্র সমস্ত জলসিক্ত হইতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইহাতে কৃষির জলের কিকিছাত্তও হ্রাস হয় না, এ সকল ঈশ্বরের বিশেষ করুণা তির আর কিছুই নহে।

২। এখানে গ্রীষ্মের এই কয়েক মাস প্রতি রূপিব্যারে আটক মনে বহু সংখ্যক মরমারী আন ও অলজীড়া করিতে সমাগত হয়, সমস্ত দিন মনের উপকূলে অবস্থান নৃত্য গীত, আহার বিহার প্রভৃতি আমোদে অভিযুক্ত করে। এদেশের লোককে বিশেষ আমোদপ্রিয় বোধ হয়। পিতা পুত্র ও জাতার জাতার একত্র বসিয়া বেশার গান জবণ ও তাহাদের সহিত হাত কাড়াকাড়ি করে ইহাতে দোষ বা লজ্জা বোধ করে না। শুনিয়া অবাক হইলাম, মধ্যে এক দিন এখানকার বৃত্তি ভোগী একটা নবাব জাতা, পুত্র জাতুলুজ ভাগিনের প্রভুতিকে লইয়া এবং অত্র প্রায় সমস্ত বেশাকে লইয়া অলজীড়া করিয়াছেন। সুরাপান করিয়া উলঙ্গ হইয়া অলজীড়া যে কিরূপ পরতানিক তাবো-দীপক তাবিয়া দেখুন, অতঃ এখানকার লোকে ইহা গৌরবের বিষয় মনে করে !!!

৩। পঞ্জাবের যে কয়েকটা নগর বেধি লাম, তাহাতে শুধু খাল্য বিবাহের যে প্রচুরতা অধিক তাহা নহে, অসম বিবাহও অধিক প্রচলিত। দশম বর্ষ বালকের সহিত চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকার অষ্টম বর্ষ বালকের সহিত বোড়ব বর্ষীয়া বালিকার দ্বাদশ বর্ষ বালকের সহিত দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ প্রায় সচরাচর হয়। ইহাতে মনে করুন ত্রীলোকের চরিত্র কিরূপ বিকৃত থাকিতে পারে, এই কারণে স্বত্ত্বের সহিত পুত্রবধূর, জ্যেষ্ঠ জাতার সহিত কনিষ্ঠ জাতার জীবন ব্যতিচার দোষ প্রায় শুনা যায়। অদৃষ্টের মূলতান ও এখানে এরূপ ব্যতিচার প্রসিদ্ধ যে যখন বালক, ত্রীপুত্রের লব্ধ হুখিতে পাবে নাই তখন তাহার লব্ধান হয় !!!

৪। কয়েক দিন হইল, এখানে একটা শোচনীয় অণুযুত্ব হইয়াছে। একজন সিপাহী বন্দুকে তলি ও বারদ পুরিয়া ঘরের এক স্থানে স্থলাইয়া রাখিয়াছিল, বিস্মৃতিক্রমে বন্দুকের ঘোড়াটা ফেলিয়া রাখে নাই, তাহার জী কার্য্যহুজে যেমন বন্দুকের নিবট বাইন তাহার মস্তক লাগিয়া বন্দুকের ঘোড়া ছুটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যুত্ব হইল। এরূপ যুত্ব নিত্য শোচনীয়।

৫। সম্প্রতি সন্ধি গর্ষি হইয়া একজন সিপাহীর যুত্ব হইয়াছে। এ সকলে গ্রীষ্ম কালে সন্ধিগর্ষিতে প্রায়ই যুত্ব ঘটনা হয়। গত ১ই জুলাই শিল্প উপত্যকার রেলওয়ে বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার মূলতানে সন্ধিগর্ষিতে যুত্ব ঘটে পতিত হইয়াছেন। এই ডেপুটি কন্ট্রোলার উভ সাহেবটি বড় ভদ্র লোক ছিলেন, তাহার যুত্বতে তাহার অধীনস্থ কর্মচারীরা হুঃখিত হইয়াছেন।

৬। মধ্যে এক দিন রবিবারের সন্দের মেলার অলজীড়া করিতে করিতে একজন মিসমাকুলের একজন পণ্ডিত জলমগ্ন হইয়া যুত্বপ্রাপ্তে পতিত হইয়াছেন। তাহার যুত্বদেহ অলজীতে কোথায় যে নীত হইয়াছে তাহার ঠিকানা হয় নাই এই বিবেশে এ ব্যক্তি জী ও অণোগও লব্ধানকে অস্বাধ করিয়া চলিয়া গেল।

দুই কালাকাল পাঁজাপাঁজ বিবেচনা করে তাঁর তথ্যগণি বোঝাচ্ছ সবুজ আঁপনাকে কখন কখন করে।

৭। আটক নবের উপরে তরনী সেতুর বন্দোবস্ত হইতেছে। গবর্নমেন্ট এ জন্য প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু তরনীসেতু শুধু কেবল পীতকালের জন্য, বার মাস ত থাকে না, এ সময় নদী বেরণ বিস্তৃত ও তরকারিত হয় তাহাতে পর পায়ে উত্তীর্ণ হওয়া আর প্রাণ হাতে করে যাওয়া সমান।

৮। কোম্পানির নিবাসী বাবু বাবচন্দ্র দেব রাওলপিণ্ডিতে প্রথম জেণীর আলি-টাক্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া কার্য করিতেছিলেন এবং এত দিনে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইতেন, দুই তিন বৎসর হইল সামান্য কারণে গবর্নমেন্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তৎকালে গজাবের পাবলিক ওয়ার্কের সেক্রেটারি কর্ণেল ম্যাকলেগান দুইটি লইয়া বিলাতে ছিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে বাবু বাবু আবেদন করেন। যখন দেখিলেন বাবু বাবুর জাদুশ দেখি ছিল না, তখন গবর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ায় নিকট সুপারিস করেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া তাঁহাকে পূর্ণপদ দিলেন না, ১০০ শত টাকা বেতনে ওভারসিয়ার করিয়া আজহু এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্তৃত্ব হইয়া কষ্ট হওয়াতে, আর বাঙ্গালীর চাকুরী বই গতি না থাকাতো এত কষ্ট করিয়া এই বিবেশে আলিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাবু বাবু বেরণ তর ও উপযুক্ত লোক এবং যখন কোন ওকতর অপরোধে তিনি কর্তৃত্ব হন নাই, তখন গবর্নমেন্ট বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আলি-টাক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়, কোন সাহেব হইলে কখনই এরূপ বিচার হইত না।

৯। এই সময়ে আজহু লোক কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যান, কৃপাণ নির্মিত বস্ত্র শস্যাদি বাণিজ্যের প্রধান জব্য। পীতকালের প্রারম্ভে উর্দা নির্মিত বস্ত্র মেওয়া প্রভৃতি লইয়া করিয়া

আসে। তদিলম, কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু আছে, কিন্তু তাহাদের আটার ব্যবহার বেধিয়া কেহ হিন্দু বলিয়া বুঝিতে পারে না। লাহোর অধুতলর মূলতঃ বিশেষতঃ এস্থানের হিন্দুগণ পলাও কুছুট মাংস কোন কোন সম্রাটের শূকরের মাংস পর্য্যন্ত খাতি আদরের সহিত উপায়ে বলিয়া ভক্ষণ করে, কেবল গোমাংসটা সর্বদাই হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ দেখা গেল। বাস্তবিক বস্ত্রবেশ হিন্দুদিগের যে সকল কঠিন নিয়ম ও শাসন দেখা যায়, উক্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি কোন স্থানের হিন্দুদিগের এরূপ ওকতর শাসন নাই। তথায় এক বিজ্ঞানীর বলিয়া হিন্দুরা মূলতঃমানের সহিত তামাকুর ধূমপান করেন, এখানে তাহাতে কোন হানি নাই অথচ এই পর্য্যন্ত থাকিল এ সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিব।

১০। ইংরাজী শিরোনামা না দিয়া এ সকল অফলে বাঙ্গালী শির নাম দিয়া গজ পাঠাইলে যে প্রায় গোলাযোগ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। কএকদিন হইল “চর্চিল গজগণার অস্ত্রপাতি টাকীর ডাকঘরে পৌঁছে” এই টিকানার এক গজ আমার নিকট আলিল, গজখানি কান্ধী হইতে প্রেরিত, এক ব্যক্তি টি, এ, ইউ, কে, ওয়াই এই রূপ ইংরাজী অক্ষরে টাকী লিখিয়া দিরাছিল; কিন্তু ইংরাজী ইউ কখন কখন এম্ বলিয়াও বোধ হয়। বাহা ইউক, উহা টাকী না বুঝিয়া টাকী বা টাকি বুঝিয়া এই নগরের নিকটবর্তী টাকী পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু সীয়ার কোন ডাকঘরে অসুস্থ হইয়া দেহলেটার অফিসে গজ খানি প্রেরিত হইতেছিল বৈবাহ আমায় হাতে পড়িতে আমি পরিষ্কার করিয়া বিলাম। মনে কখন কোথায় টাকী আর কোথায় টাকি। অতএব উক্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে আত্মীয় বন্ধনকে বাঁধা গজ লিখিবেন তাঁহারা যেন কাহারও নিকট হইতে ইংরাজী টিকানা লিখিয়া পাঠান নতুবা অনর্থক কষ্ট ও কাব্যের কতি হয়, উক্ত গজ বিয়ারিং ছিল বলিয়া এত ঘুরিয়াছে যে হইলে দূরিত না কেলিয়া দিত।

প্রেরিত।

মান্যবর জিগুজ সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীচেষ্টা
হাইকোর্টের টাকি জড়িত যথো-
দরের নিকট আদ্যদের
একটি নিবেদন।

সে দিন আদ্যদিগের নিকট একটা সুযোগ্য সুপেক এই বলিয়া অর্পণ করিলেন, যে হাইকোর্টের নিয়ম আছে যে কল (রেজলুট) ও গণ বেধিয়া প্রদোশন বা কার্য সেওয়া হইবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য করা হয়। বাস্তবিক আমরা দুই এক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে এক ব্যক্তি এমট্রাপ পাশ করিয়া কমিটীতে আদ্যদের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক মাস ওকালতি করিয়াই সুপেক হইলেন, অতঃ এল এল, বি এল, দারী বহুদশী সুপারিশক উকীলের অদৃষ্ট এসব হইল না। দ্বিতীয় জেণীর সুপেক সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই সুবরডিনেন্ট জজ হইলেন, কিন্তু ৫।৬ বৎসরের কার্য সুপেক বিচক্ষণ প্রথম জেণীর সুপেককে উক্ত পদ দেওয়া হইল না। পাঠকবর্গ এটা যে কেবল বাঙ্গালী বিচারকগণের ভাগ্যে ঘটে এরূপ নহে, ইট-রোপীর বিচারপতিগণও ইহা হইতে অম্য-হতি প্রাপ্ত হন নাই। একজন দ্বিতীয় জেণীর জুনিয়র জজ প্রথম জেণীভুক্ত হইলেন। কিন্তু সিনিয়র অতঃউক্ত প্রথম জেণীর পদে ২।৩ বৎসর অকালিয়েরিৎ থাকায় সুচকরণে কার্য নির্ভর করিয়া আলিতে-ছেন, তাঁহার প্রতি সুবিবেচনা করা হইল না। এতদ্বারা কেবল জেণীদের উৎসাহ তর করা হইল এমত নহে, যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য করিয়া প্রজাগণের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইল না। বাহা ইউক, সুপেক সুবরডিনেন্ট জজ প্রভৃতি পদের যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ করা অতি ওকতর কার্য। জড়িত আকলন মহোদয়ের হস্তে এই কার্যের ভার আছে। জয় মনুবার আত্মবিক ধর্ম, তিনিও এই জয়রূপ আত্মবিক ধর্ম হইতে মুক্ত নহেন। আমরা বেশকোঁহি তাঁহার জয় ও বিবেচনার দোষে দুই একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। এটা

সামান্য হুংগের বিষয় নহে। অতি পূর্বে হাইকোর্টে এই এক প্রথা ছিল যে অন্যান্য সাধারণ মকদ্দমার ন্যায় দুপেক সুবর্ডিনেটে জজ প্রভৃতির পদাধিকার প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্ব স্ব যোগ্যতাবি প্রদর্শনার্থ উকীল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইহাতে অনেকটা কান্ড হইত, প্রাণিগণও সমুদ্র হইত, স্নান পক্ষে মধ্যে মধ্যে নির্দোষ কর্তার বাতীত যাইবারও প্রয়োজন হইত না। উপ-সংহারকালে আমরা প্রাধান্য চীফ জুডিশ কোর্ট হোমোরের নিকট বিনয়পূর্বক প্রার্থনা করিতেছি যে হয় দুপেক সুবর্ডিনেটে জজ প্রভৃতির পক্ষ নির্দোষ বিভাগে দুইজন জজ (জুডিশ অফিসার এবং মিজ, কিংবা জুডিশ অফিসার এবং ফিলার) নিযুক্ত হউন, এর পূর্বে প্রথাই অবলম্বিত হউক। জগৎ-বিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনপার্টির উপদেশ এই যে পুরাতনের পরিবর্তে নুতনের সৃষ্টি করিতে হইলে নুতনটী যদি পুরাতন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তবে নুতনের সৃষ্টি করিবে, আর যদি নুতনটী উৎকৃষ্ট না হয় তবে পুরাতনই ভাল।

১৪ ই.প্রাণ } কস্য'৮২
১৮৭০ খৃঃ } ইলছোবা যোগলাই
নিবাসিনঃ

বঙ্গবর্শন ।

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

জীবাক্ষমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

(২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। প্রাণ ১২৮০)

১২৭৯ সালের টৈশাখমাসে যখন "বঙ্গ-বর্শন" সাহিত্য রঙ্গভূমিতে প্রবেশ হয়, তখন আমরা ইহার অভিনয় দর্শন করিতে নিত্যন্ত সুতৃপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথমবারের অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা তাঁহাৎ তৃপ্তি-পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই। সে সময়ে অনেকগুলি অন্তরার আমাদিগের অন্তঃকরণে হুত হইয়া উঠিয়াছিল। তাবিয়াছিলাম, পুনর্বার যবনিকা উত্তোলন সময়ে এগুলির অন্তর্ধান হইবে। প্রতিমাসে বঙ্গবর্শনের

যবনিকা উত্তোলিত হইতে লাগিল, প্রতি মাসে বহু সংখ্য ব্যক্তি দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আমরা সেই ১২৭৯ সালের টৈশাখ মাসে বঙ্গবর্শনের অভিনয় দেখিয়া বেরণ আক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিছুতেই তাহা তিরোহিত হইল না। মধ্যে দুই একটা অভিনয় আমাদিগের কিছু জ্বরগ্রাসী হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণে বিবেচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়, যে বঙ্গবর্শনের কোনও অভিনয় বঙ্গীয় সাহিত্য রঙ্গের উৎকর্ষসাধক হয় নাই।

সম্প্রতি প্রাণ মাসের "বঙ্গবর্শন" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পূর্বে বেরণ হইয়া থাকে, এখানি পাঠ করিয়াও মুখিত হইতে পারিলাম না। এবারকার "বঙ্গবর্শন" যে সমুদয় দোষ দুই হইল, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাণ মাসের বঙ্গবর্শনে ১। জন উন্নতি মিল। ২। হিন্দুবিগের নাট্যাভিনয়। ৩। জাতিভেদ। ৪। চন্দ্রশেখর। ৫। স্বপ্ন প্রাণ। ৬। গর্ভিত। ৭। প্রাণ প্রবৃত্তির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এই সাতটা বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়গুলির কোন কোন-টীতে অতি ব্যাপ্তি কোন কোনটীতে বা অব্যাপ্তি দোষ দুই হইল। "জন উন্নতি মিল" প্রত্যাবর্তী "যেন তেন প্রকারেণ" করিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রত্যাবর্তক, উপলব্ধার সময়ে জীবন চরিত সংগ্রহের প্রথা অনুসারে মিলের সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলের জীবনী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আছে না। এরূপ অব্যাপ্তি নিত্যকাল দোষাবহ লক্ষ্য নাই। "হিন্দুবিগের নাট্যাভিনয়" প্রত্যাবে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। সাহিত্যিক পত্রিকায় এরূপ "চর্চিত চর্চণ" শোভা পায় না। রামদাস বাবু, "হিন্দু বিগের নাট্যাভিনয়" লিখিয়া বঙ্গীয় সমালোচক কি উপকার সাধন করিলেন তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। তাহার প্রত্যাবে কিছুই সুতমত দুই

হইল না। কেবল যেখানে সেখানে বিখ্যাত-বের আঁচ করা হইয়াছে। লেখক যদি কিছু বিগের নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত ইতিহাস হৃদয়-কণ্ঠে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে এতটা বর্তী অপেক্ষাকৃত জরুরকারী হইত। রামদাস বাবু এক্ষণে লোক সমাজে প্রাচীন তত্ত্ব-সম্বন্ধী বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। আমরা তাঁহার এই চেষ্টার প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু তিনি কোন কোন প্রত্যাবে বেরণ কতকগুলি অপ্রচলিত পুস্তকের নাম নির্দেশ করেন তাহা হইতে সেরূপ হৃদয় বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন না। ফলতঃ যিনি প্রত্যাবের মূল বিষয়ের আবিষ্কারে সমর্থ নহেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানী হইবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

"জাতিভেদ" প্রত্যাবর্তী নিত্যকাল মন্দ হয় নাই। ইহাতে লেখকের কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু লেখক, প্রত্যাবে যে যে বিষয়ের অহতা-রণা করিয়াছেন, হৃদয়কণ্ঠে তাহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। বাহা হউক, এ দোষ সত্ত্বেও আমরা অন্যান্য প্রত্যাব অপেক্ষা জাতিভেদের প্রশংসা করিতেছি।

"চন্দ্রশেখর" ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস। সম্পাদক জীবাক্ষ বাবু বঙ্গীয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হইতে এটি বিনির্গত হইতেছে। প্রত্যাবর্তিত সংখ্যক বঙ্গবর্শনে চন্দ্রশেখরের "শিবলী" "দানীবেগম" ও "লরেল ফটর" নামে তিনটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বাবু অপ্রাণিত "বিষয়-কর" প্রারম্ভেই বেরণ মুক্তদ্বয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখরে" সেরণ করা হয় নাই। প্রবৃত্তির হৃদয় সমুদয় কথাগুলি মিলিলে যে কোতুলক উকীল হয় না, বিষয়ক তাহার লক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বঙ্গীয় বঙ্গীয় বাবু লক্ষ্য সময়ে বাঙ্গালা প্রবৃত্তিকের বেরণ "অপাঠ্য" বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহার "বিষয়কও সেইরূপ" "অপাঠ্য" হইয়াছে, লক্ষ্য নাই। বাহা হউক, চন্দ্র শেখরের অতি অল্প অল্প মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, চতুঃখ্য আমরা

ইহার গ্রন্থ-চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহিলাম। উপাখ্যানের প্রান্তেই গ্রন্থকার শৈবলিনীকে পাঠকের সম্বন্ধে উপস্থিত করিয়াছেন। এই শৈবলিনী-চিত্রিত আত্মবিশেষের একান্ত কঠিনিকার জন্মাইয়া দিয়াছে। বক্তব্য বাহুর বেরণ জন্ম। তবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জন্ম। তবে গুরুত্ব বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটি বক্তব্য বাহুর অন্তর্ভুক্ততা উদ্ভাবনী-শক্তি কীর্ত্তার পরিচায়ক। কলে বক্তব্য বাহুর উপন্যাসগ্রন্থচাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।

“চন্দ্রশেখরে-” বক্তব্য বাহুর বীর ইংরেজী বিদ্যাবস্তার পরিচয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন। এতদ্বিবন্ধনই লরেল ফটরের ইংরেজী কথা “হুড়াহুড়ি” হইয়াছে। বীরবন্ধ বাহুর, উড়িয়া ভাষার অভিজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ লীলাবতীতে রত্নরাকে প্রবেশিত করিয়া বেরণ উপস্থিত হইয়াছেন, বক্তব্য বাহুর ফটরের ইংরেজী কথা হুড়া হুড়িয়া সেইরূপ উপহাস ভাজন হইলেন সন্দেহ নাই। “লরেল ফটর” ইংরেজ। তাহার মুখ হইতে বাঙ্গালী কথা বহির্গত হইলে বলি পাঁজা বোঁচিয়া দোষ ঘটে, এই ভয়ে কি লেখক ইংরেজীর অবতারণা করিয়াছেন? তাঁহার অন্তঃকরণে যদি এই ভয় থাকিত, তাহা হইলে চূর্ণপেনসিলনীতে “জগৎ সিংহ” ও স্যাম বী প্রভৃতির মুখ হইতে তাঁহাবিশিষ্ট দেশীয় ভাষা বহির্গত হইল না কেন? “কপাল কুণ্ডলাতে” দিল্লীঘরের মুখ হইতেই বা পারস্য ভাষা নির্গত হইল না কেন? কপাল কুণ্ডলাতে এক সময়ে কপালিকের মুখ হইতে “কক্ক” “মামুসর” প্রভৃতি সংস্কৃত কথা বহির্গত হইল, পরকণ্ঠে আবার “সহস্রবহুল” বাঙ্গালীর অভিন্ন আভাস হইল, এরূপ বিসম্বাদ ব্যাপার কেন? এটি কি স্যামাজিকতার অনুমোদিত? কলে সাধারণে এইরূপ বিবাস করিবেন রাজপুত্র ভাবী প্রভৃতিতে বক্তব্য বাহুর অধিকার নাই, এতদ্বিবন্ধনই জগৎ সিংহ প্রভৃ-

তিকে একালী ভাবাণয় করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা, লেখকের প্রধান উপালাবে-বতা। ইংরেজী অনুশীলনেই ইহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভাষা গ্রন্থকারের অন্তর্ভুক্ত প্রবেশ করিয়াছে। এই ইংরেজীর কোনরূপ অমর্যাদা করিলে অন্তর্ভুক্ত হইতে হয়। এতদ্বিবন্ধন লেখক লরেল ফটরকে রত্নরূপিতে আনিয়াই ইংরেজীর উপাসনা পূর্বক বলিয়াছেন “আইকম এগেইম কোয়ার লেভী” এইরূপ সাধারণ বিবাসে কি লঙ্ঘ্যপ্রতিষ্ঠ লেখকের গুণ সমূহ অপহৃত হয় না?

কেবল যে “চন্দ্রশেখরেই” ইংরেজীর “হুড়াহুড়ি” হইয়াছে, এরূপ নয়। ইংরেজী বঙ্গদর্শনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বহু সংখ্য প্রান্তায়েই ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভক্তি দেখিতে পাইবে। যথো যথো বাঙ্গালী কথা বীজিতে গলদর্শন কলে বহু হইতে বহু বলিয়া ইংরেজী কথাগুলিই বাঙ্গালীর অস্থিতে প্রবেশিত করা হয়। এটি বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভাষাকে “বেওয়ারিস” পাইয়া সকলে ইহার প্রতি বর্ষে বাবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কি লোকপ্রসিদ্ধ বক্তব্য বাহুর ইহাকে কীর্ত্তী ভাবাণয় করিয়া তুলিতেছেন। বঙ্গদর্শনের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে— “এখন আনসোলিউটিভ” বলিয়া তাঁহারও পরিচয় দিলে তাঁহার এক প্রকার নিন্দা করা হয়। “অব্য স্থলে লিখিত হইয়াছে— “অর্থ শাস্ত্র” ল অর্থ সঙ্গীই এও ডিম্যাও “নামক বিধান কেবল পণ্য জবোর প্রতিই বর্ডে এমত নহে।” পাঠকগণ! বঙ্গদর্শন লেখকবিশেষের বাঙ্গালী ভাষা উপাখ্যান দর্শন কখন। আপনারা ইহানীন্তন নব্য সঙ্গ্রহাবলী (ইহার বাঙ্গালী কথা ইংরেজী ব্যবহার করেন বলিয়া) নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনের লঙ্ঘ্যপ্রতিষ্ঠ লেখকবিশেষের লিখন ভক্তি দর্শনে বৃদ্ধিতে পারিবেন, বড় সোকের যথো এংগেগ আছে। বাঁহারা বিস্তৃত বাঙ্গালী কথা-ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে পারেন

না, তাঁহাবিশেষের বাঙ্গালী লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা যাত্র। বাঁহারা করি, এরূপ বর্ষে বাবহার প্রদর্শন করিলে কি বীর শূন্যস্বরূপতা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না? বাঁহারা বাঙ্গালী লিখিতে বাঁহারা ইংরেজীর আচ্ছ করেন, তাঁহারা কি মূলধন পণ্য বাঁহা? তাঁহাবিশেষকে ইংরেজীর রত্নবাস বলিলেও অসঙ্গত হয় না। সত্যকথা বলিতে কি, “বঙ্গদর্শন” বঙ্গভাষার কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। বাঁহারা বঙ্গভাষার অজ বৈকল্য লাভন করেন, ভবিষ্যৎবন্দীরাগণ তাঁহাবিশেষকে কখনও কমা করিবেন না।

“বঙ্গদর্শন” পণ্যময়। এরূপ জন্ম। পণ্য ইতি পূর্বে আর আত্মবিশেষের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ইহার জন্ম বেরণ প্রতি কটু বর্ণনাও সেইরূপ ইতর ভাবাণয়।

বঙ্গদর্শনের বেরণ মাছায়া!!! “গর্ভত জোড়ী” তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এসময়ে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছুক করি না। গর্ভতবৃদ্ধি বহন যাত্রার যাঁতে চাপে সে সময়ে ত্রিদি যে গর্ভতবৃদ্ধ বাবহার করেন তাহা আশ্চর্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্ভতবৃদ্ধি বিশিষ্ট ওরাতেই গর্ভতের জুতি বাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বক্তব্য মনো-রঞ্জন না করা রত্নতের কার্য। গর্ভত বঙ্গদর্শনকে নিজের বৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তাহার মনো-রঞ্জনার্থ ভব না করিলে অন্তর্ভুক্ততা দোষে দূষিত হইতে হয়। পরি-হাস দূর থাকুক, বঙ্গদর্শন বাঁহাবিশেষকে গর্ভত প্রণীতে নিবর্তিত করিয়াছেন, পরেও তাহাবিশেষের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। লম্বা পত্রের সম্প্রদায়গণ বঙ্গদর্শনের লেখকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত, সন্দেহ নাই। ইহাবিশেষকে এইরূপ উপহাস করা বাচ্যপূর্ণ নাই মন্যায় হইয়াছে। বঙ্গদর্শন, জোড়ের একস্থলে বলিয়াছেন— “তুমি কখন যান থাক কখন ঠোকা থাক, কখন গ্রন্থ ক’রের মাথা থাক, যে কোনও! কোনও মুক্তকা অর্জাটীকে বলিয়া থাক।” বলা বাহুল্য, ইহাতে বঙ্গদর্শনের গর্ভত বৃদ্ধিই পরিষ্কৃত হইতেছে। “এই প্রণীতেই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার” বঙ্গদর্শনের মত

আর কেহ আশ্রয়সহকারে আশ্রয়কারিগণের "মুণ্ড ভক্ষণ" করেন কি না সন্দেহ ।

বঙ্গদর্শনের লিখন প্রণালী যে বিস্তৃত বাঙ্গালার অনুগত নহে, আমরা অনেকবার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি । প্রত্যাবৃত্তসংখ্যক বঙ্গদর্শনেও অনেক কদম্ব বাঙ্গালী ব্যবহৃত হইয়াছে । "চন্দ্রশেখরের" "শৈবলিনী" পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুবর্তী পাঠ করিলেই আশ্রয়কারিগণের বাক্যের বাধার্থ্য অনুমিত হইবে । আমরা নিম্নে একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি:—

"পরন্তু বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করিলে বঙ্গালেশের ও দেবীর ঘটকের কীর্তি এবং তাহার ফলের সহিত প্রাচীন জাতিভেদ নিরসন এবং তাহা হইতে যে সকল ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বাচ্যে অনেক সাঙ্গল্য লক্ষিত হইবেক ।"

এরূপ বিশিষ্ট বাঙ্গালী উদ্ভাষণ শতাব্দীর উপযোগী নহে । আজিও যদি ৬ রায়-মোহন রায়ের সমকালীন বাঙ্গালী ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এই ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূর পরাংমুখ । বঙ্গদর্শনের লেখকগণ এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবেন ।

উপসংহার সময়ে বক্তব্য এই:— "বঙ্গদর্শন" প্রাপ্ত প্রোফের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার "নিভাঙ্ক চণালতার পরিচয় দিয়া থাকেন । তাঁহার মতে বঙ্গভাষার যে সমস্ত প্রোফ (মুর্শলমন্দিরী প্রভৃতি ব্যতীত) প্রচলিত হয়, তৎসমুদয়ই অপসর্গ । কোন প্রোফ কারকে রাজ্যধারে অভিযোগ করার তর্যে বোধান, কোন প্রোফকারের প্রোফ অকর্মণ্য ও অগাঠ্য বলেন । এরূপ উচ্চতার পরিচয় দেওয়া দীর অনোচিত কার্য্য নহে । বঙ্গদর্শন কেবল গরের বোম দুজরাই বেডান, কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না । অপহাৰ্জ উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব । একটি উপন্যাস শেষ হইলেই আমরা আর একটির জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন বেওরাই কর । ইহাতেই আশ্রয়কারিগণের বাক্যের বাধার্থ্য প্রতীত হইবে । বঙ্গভাষা বঙ্গদর্শন চিত্তাশীল ব্যক্তিদিগের জ্বায়ে তাকান হইতে পারে নাই । বাহারা

নিজের বোম সংশোধন না করিয়া, কেবল গরের বোমপ্রাচীর হয়, সামাজিকগণ, তাহা-দিগকে "অপহাৰ্জ" ব্যক্তিগত অন্য নামে অভিহিত করেন না । সম্পাদক বেন অতঃপর সাবধান হইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন ।

জি:—

নদীয়ার নদী ।

সন ১৮৭০ সাল ২৫ এ জুলাই ।		
স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	কীট ইক
মোহানার অন্নরাংপুতের নীচে ১১	৬	
তথা হইতে গড়ির উপর টউয়ার		
মোহানার ১২ মাইলের মধ্যে ১১		
তথা হইতে অঙ্গিপুর		
৭৪ মাইলের মধ্যে ১১	২	
অঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে ১৫	২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে ১২	৫	
কাটোয়া হইতে নদীরা		
৪৬ মাইলের মধ্যে ১৪	৬	
সন ১৮৭০ সালের ২৮ এ জুলাই বহরমপুর		
গজ ঘাটের জলের মাপ ।		
	কীট	ইক
	২০	৭১
বহরমপুর } জিহুত সি, ই, উইজ একজি		
২৮ এ জুলাই } কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীরা		
১৮৭২ } লোকাল রিবার ডিবিজন		

মুলা প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্রাজ্ঞে সোমপ্রকাশের মুলা প্রেরণ করিয়াছেন ।

জিহুত রাজা কেদার নারায়ণ রায়	
পুতীরা	১০
জিহুত বাবু সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
মাহাতা	৫৪
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
হাবড়া	৫৪
রামবরালচন্দ্রবর্তী	
বাগবাজার	৫৪
রবীন্দ্রনাথ বসু—হাজারিবাগ	১০
টাকা দর্শালী জুলের বেড়াঘাটার	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মুলা না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মুলা বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫০ টাকা, মকসলে মাথুল সময়ে অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা । হয় মাসের দ্ব্যনে অগ্রিম মুলা গ্রহণ করা যায় না । মোট, হুতি, বরাদ্দ টিটি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর মাফাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মুলা প্রেরণ করিবেন । কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মুলা নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অসিদ্ধ হইলে অবশিষ্ট মুলা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না ।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মুলা পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আগনার নাম স্পষ্টাকরে লিখিয়া জিহুত দারকারাখ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন ।

বাঁহাংগিরের স্তূতন মুলা দিবার সময় নকট হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে । সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা হইবে ।

সোণাপুর ডাকঘরে টিটি আসিলে আমরা নীত পাইব ।

বাঁহারা মাথুল না বিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পৃষ্ঠাকি ৮০ ছুই আনা তাহার পর ১০ বেড় আনা দিতে হইবে । যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত বক্তব্য যথোচিত হইবে ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোণাপুর টেমপের কলিন চাকড়িপোতার জিহুত দারকারাখ বিদ্যাভূষণের দানিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয় ।

রেজিস্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৪ নং ভাগ।

৩৯ সংখ্যা।

“প্রবক্ষ্যামি প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ সৰ্বস্বলী স্তিমমন্তনী ন হৌয়াম্।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা।

সম ১২৮০। ২৮ এপ্রিল। ইং ১৮৭৩। ১১ ই আগস্ট।

মফসলে মাহুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৭ নং টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য একাধিকমে
বিশৃঙ্খলিত হইয়াছে অধিক চলিয়া আসিতেছে,
কিন্তু মধ্যে সিপাহিবিদ্রোহের পর উহার
কার্য সংক্ষেপরূপে চলিতেছিল, সম্প্রতি
উহা বাহ্যিকভাবে এতদূর পরিহার হইয়া ডিগ্র
একর নিঃসারি নির্ভরিত ও স্বতন্ত্র কার্য
কর ব্যক্তি সকল নিয়োগিত হইয়াছে, ভরসা
করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ
উপকার দৃষ্টিতে পারিবেন। মোস্তার,
হালান এবং আড়তদারদিগের যে সমস্ত
কার্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে
অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ
ব্যবসায়ের লিখিত কথা কাহার লিখিত আরো
জনের জন্য অল্প বিস্তার সকল একর জবাবদি
ক্রয় বিক্রয় করা মাংসা মফসলার ভার
গ্রহণ করা কোন কিছু প্রস্তুত করা কোন
কিছু রাখা করা এবং টাকা দেমা পাওয়ার
কারবার প্রভৃতি বাহার যে কোন কার্যের
আবশ্যক হইবেক, তাহারায় অল্প উপস্থিত
থাকিয়া যেকোন কার্য নির্বাহ করিবেন
এই এজেন্সী কর্তৃক সেইরূপ হইবেক এবং
প্রতিমিথিত দ্বারা যে যে কার্য নির্বাহ হওয়া
সম্ভব সে সমস্তও এজেন্সী কর্তৃক সুনির্বাহ
হইবেক। ইহার নিয়ন্ত্রিত বিবরণ ও নিয়-
মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী কার্যে প্রস্তুত
আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া হইতে
পারে।

সকল প্রকার জবাবদি চলিত বাহার

দরের তালিকা এতি সম্বন্ধে মুদ্রিত হইয়া
এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত হয়, বাহার মূল্য
এতি খণ্ড ৮০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা
বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্যালয়ের
কারণ পৃথক স্থান নির্দিষ্ট না হয় তদবধি
গুপ্ত বস্ত্র নির্ভরকালেন ২৪ নং ভবনে
উহার কার্য চলিবে। আপাততঃ পত্রাদি
এই স্থানেই কর্মাদ্যকের নামে লিখিতে
হইবেক।

এজেন্সী কার্য
গুপ্তমুদ্র ২৪ নং
মিঃ কলেন
১ লা আগস্ট
১৮৭৩।

জীমন্তরচরণ গুপ্ত
কর্মাদ্যক

—১০—

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা
হইতেছে যে নিম্নলিখিত কলিকাতাস্থিত
ইমারত আদিত মাল মশলা, বাহা গবর্নমেন্ট
কর্তৃক সম ১৮৭০ সালের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক
১০ আইনের বিধানমতে ক্রয় করা হইয়াছে,
বিক্রয় করা হইবেক। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ
নিম্ন স্বাক্ষরকারী মিকট আবেদন করিলে
পাইতে পারিবেন।

বালাখানা খুঁটি	৫ নং বাটী	কিরদ শ
এ	এ	৪০ নং বাটী সমস্ত
কালীগ্রাম হস্তের খুঁটি	৫৭ নং বাটী	সমস্ত
এ	এ	৪২ নং বাটী
রাজা নবকৃষ্ণের	খুঁটি ৯ নং বাটী	কিরদ শ
এ	এ	১০১১ নং বাটীর
এ	এ	১২ নং বাটী

রাজা নবকৃষ্ণের খুঁটি	১৯ নং বাটীর	কিরদ শ
এ	এ	৪২ নং বাটী
এ	এ	৪০ নং বাটী
রাজা কালীকৃষ্ণের লেন	১ নং বাটী	সমস্ত
এ	এ	২ নং বাটী
এ	এ	৬ নং বাটীর
এ	এ	১১ নং বাটী
এ	এ	১৮ নং বাটী
এ	এ	১৯ নং বাটী

সিঃ ডবিউ, এচ, ভারদার একোএর

লিডিল সা, র্ডট

কলিকাতা সভা। } সম ১৮৭০ সালের ১০
বাজার রাজা } আইন মতে কলিকাতা
কালীকৃষ্ণের লেনে } টাউনের ভূমি গ্রহণ
২০ নং বাটীতে } বিষয়ক কালেক্টর সাহেব

—১১—

এরিকশন, ফর্টিফিকেশন এবং ডুইট
সর্জরি ও লাইম এবং ডাক্তার কেরার
কর্তৃক স্লিনিক্যাল লেকচার অবলম্বনে বঙ্গ
ভাষায়, পূর্ণায়তনে (৭৩৬ পৃষ্ঠার) ও প্রতি
মুদ্রিত সহিত একখানি সর্জরি (কন্সট্রি-
কিংশ) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা,
মফসলের নিমিত্ত ডাকমাছল ও প্যাকিং
চার্জ ৫০ আনা। বাহার এজেন্সী মফসলের
লিখিত ঠিকানায় ডাকমাছল সহিত টাকা
পাঠাইলে পুস্তক পাঠিতে পারিবেন।

জীমন্তরচরণ গুপ্ত
সব আসিষ্ট্যান্ট সর্জিরন।

কলিকাতা কলেজ স্কোরার ১৪ নং
মহলানবিশ এও কোং অথবা
ভবানিপুর ১২ নং চক্রেবেকে রোড।

—১২—

পূর্ণবাসনঃ রেলওয়ে ।

এতদ্বারা পূর্ণবাসনকে জালাম বাইতেছে যে, আগামী আগষ্ট মাসের ১১ ই তারিখ ও তার পর হইতে পূর্ণ বাসনা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহারিগের চিতপুরস্থ গদার তীরবর্তী রিবার টার্মিনসে বাসিন্দা জ্বা এবং গাঁটির সকল গ্রহণ করিবার জন্য এবং দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন ।

এজেন্টঃ আফিস ফ্রান্সিস প্রেস্টেজ
শিয়ালদহ টার্মিনস
২৩ এ জুলাই ১৮৭৩ । এজেন্ট ।

—০০০—

বক্তাব্যয় ।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস

অব ডিজীজ

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব ।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাছল ১০ আনা । উহার বাছাই অতি শোভা এবং সুন্দর । চুচুড়ার এম্বিকর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুক-টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায় ।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক ।

১। গৃহিণীদেরই জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান
ইই ভাগ একত্র বাছাই, মূল্য ২, ডাকমাছল ১০ উক্ত ইই চিকানার পাওয়া যায় । গর্তি-নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু সুস্থিত হওয়া অবধি ইই বৎসর পর্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-লক্ষণ ও তাহাদিগের কয়েকটা তরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাদ কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভজাব নিবারণোপায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই

পুস্তকে কথোপকথনমূল্যে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে । সাধারণের স্ব-বি-ধারণ নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল ।

২। কলারী অর্থাৎ বিহুচিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ১০। এতলিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায় ।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল ২, মেন্ড ৬ টাকা ।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৪ টা মিন)

১০/০

৬। কুইনাইন প্রেরণ-প্রণালী

১/১০

প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা ।

উক্ত ইই চিকানার পাওয়া যায় ।

—০০০—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক ।

বদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার জ্বা আবশ্যক হয়- আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্নলিখিত জ্বাগুলি শুধানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

রেল দ্বারা প্রস্তর নির্মিত নর্দমা পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জটলন ও বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ।
মেকিয়াতে বলাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ টাইল ইট ।

ফর্মার ব্রিক ।

ফারার ক্রে ।

বাটীর নর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রভৃতি নিম্নিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন ।

ক.লকাতা

৭২ং হেফিডস স্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং ।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়
এম বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য ।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাছল ১০ ।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০/০ একত্রে মটিলে ১৮, ডাক মাছল ১৮
মাত্র । ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১/০ আনা
মাত্র ।

মাতৃ-শিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারা
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই-
য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্য দেওয়া যাইবেক । বাঁহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা খেন টাকা ও ডাক মাছল কিবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান ।

ডাক্তার বরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বালটিসিৎসা মূল্য ৫, ডাক
খরচ ৪, আমার নিকট প্রাপ্য ।

লালবাজার কিন্ড্রু } শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হাউস কলিকাতা ।

সোমপ্রকাশ ।

২৮ এ আশ্বিন সোমবার ।

প্রাথমিক শাসন প্রণালী ।

পূর্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট প্রব
নক্সের ন্যায় সাজ্জাজ বেহাই এফুডি
গবর্ণমেন্টের মেধীভূত ছিলেন । এই সকল
গবর্ণমেন্ট প্রকল্পের ন্যায় উচ্চাতে নিবদ্ধ
হইয়াছে স্ব কার্য সম্পাদন করিতেছি-
লেন । তাঁহাদের আরাম বৃদ্ধিসহকারে
বায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল । রাজনীতিজ্ঞ-
দিগের ব্যয় সংক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি নিপ-
তিত হইল । তাঁহারা ব্যয় সংক্ষেপের
উপায় অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন । মধ্যে
এই প্রস্তাব উদ্ভূত হইল, তিন তিন
গবর্ণমেন্টের উপরে যদি আর ব্যয় বিধা-
নের সম্পূর্ণতার সমর্পিত হয় ব্যয় সংক্ষে-

পের সজ্জাবন) আছে। কিন্তু তিন গবর্ণ-
মেন্ট আর বায়ের দায়ী হইলে সুতরাং
উচ্চাধিকারকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

অন্তাং কিছু মন্দ নয়। বীহারী তিন
তিন গবর্ণমেন্টের মন্তব্যসূত, উচ্চাধি-
কারি মণ্ডলভব লোকচিত্তবী কার্যাদক্ষ
হইতেন, উচ্চা বিলম্ব কলোপদায়ী
হইত নন্দেই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের
দুর্ভাগ্যক্রমে এ প্রণালী ইটের না হইয়া
অনিষ্টের স্ফুটন হইল। তিন তিন
গবর্ণমেন্ট শীর্ষস্থানস্থ প্রধান পুরুষেরা
বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন।
প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর অন্তাং-
কর্তারা মান করিয়াছিলেন, তিন তিন
গবর্ণমেন্টকে আর বায়ের দায়ী করিলে
উচ্চাধি আপন আপন অপব্যয় নিবারণ
বিষয়ে যত্ন করিবেন। কিন্তু উচ্চাধি
তাঁহা না করিয়া নুতন নুতন প্রাদেশিক
করের সৃষ্টি করিয়া আর বায়ের সমতা
বিধান চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপ-
ব্যয় যেমন তেমনি রক্তা গেল। তিন
তিন গবর্ণমেন্টের শিরঃস্থানস্থ প্রধান
পুরুষেরা নুতন নুতন করের উদ্ভাবন
বিষয়ে আপনাপনগের উদ্ভাবনী শক্তির
পরিচয় দিতে লাগিলেন। নুতন নুতন
করের সৃষ্টিমূলক অসত্যচার হইতে
লাগিল। প্রচার্য্য অসন্তুষ্ট হইল। লাভ-
নর্থক গবর্ণর জেনরেল পদে অধিষ্ঠিত
না হইলে ক্রমিক নুতন কর ক্রমিক তথ্য-
মূলক অসত্যচার ক্রমিক তথ্যমূলক অসন্তোষ
বৃদ্ধি হইত নন্দেই নাই।

প্রাদেশিক শাসন প্রণালী যে অতীত
কলোপদায়িনী হয় নাই, মহাসভার যে
সকল সভা ভারতবর্ষের চিত্তবী, তাহা
উচ্চাধিগেরও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সেদিন
সমসভার ভারতবর্ষের আর বায় বৃত্তান্ত
উপস্থিত করা হইলে কয়েকটি সাহেব স্পষ্টা
করেই প্রাদেশিক শাসন প্রণালীর প্রতি
বিস্তৃত ভাব প্রকাশ করিলেন। উচ্চাধি

অভিচার এই, তিন তিন প্রেসিডেন্সি
গবর্ণমেন্ট সকল পূর্বে যেমন ভারতবর্ষের
গবর্ণমেন্টের একান্ত পরতন্ত্র হইয়া কার্য
করিতেন এখনও সেইরূপ করেন। প্রাদে-
শিক শাসন প্রণালী যেমন কল প্রসব
করিল, তাহাতে কেবল কয়েকটি সাহেবের
কেন ভারতবর্ষের চিত্তবী মাত্রেই এই
ইচ্ছা হইয়াছে যে উচ্চা অবিলম্বে উত্তীর্ণ
যায়। তিন তিন প্রেসিডেন্সির প্রধান
পুরুষেরা প্রচার্য্য হিতসাধন-বিষয়ে যত
কমতা প্রকাশ করিতে পারেন না পারেন
নুতন নুতন কর করিয়া প্রচার্য্য বিরাগ
উৎপাদন বিষয়ে বিলম্ব কমতা প্রকাশ
করিয়াছেন। যদি আর কিছুদিন উচ্চাধি
স্বাধীনভাবে কর সৃষ্টি করিতে পান,
প্রচার্য্য হৃদয়ে যে বিরাগরূপ বিন্দু প্র-
সূত হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে ভারত
বর্ষের গবর্ণমেন্টের অনেক দিন লাগিবে
নন্দেই নাই।

—০—

ভারতবর্ষে নুতন করের প্রয়োজন
আছে কি না?

গ্রান্ট ডফ সাহেব মহাসভার ভার-
তবর্ষের আরব্যার বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে
বলেন, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে
ইনকম ট্যাক্স পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি
না সে বিষয়ে উচ্চাধি সংশয় আছে।
গ্রান্ট ডফ সাহেব একজন পাকা রাজ-
নীতিজ্ঞ, এই নিমিত্ত দশ বৎসরের কথা
কহিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্ণমে-
ন্টের কর নির্ধারণ বিষয়টি যেমন সংশয়
পূর্ণ তাহাতে অন্যের দশ দিনের কথা
বলিতে সাহস হয় না। অতীত গবর্ণমেন্ট
কর নির্ধারণ বিষয়ে যেমন যথেষ্ট
ব্যবহার করেন, কোন গবর্ণমেন্ট এরূপ
করেন না, করিতে সাহসীও হন না।
এ বিষয়ে ইচ্ছাধিগের “যত্নকে ঘোড়া
ছোটে।” ইচ্ছা করিলেন বৎসরের
মধ্যেই ইনকম ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলেন।

রাজস্ব বিবরণী এমনি জটিল করিয়া
রাখিয়াছেন যে অন্যের ইচ্ছাতে প্রবেশ
করিবার যো নাই। রাজপুরুষদিগের
“মুখেই আমাদিগের কাল খাওয়া।”
একজন রাজস্ব মন্ত্রী কহিলেন, অর্ধের
অনটন হইয়াছে ইনকম ট্যাক্স না হইলে
কোনক্রমে চলে না, গবর্ণমেন্ট সেই মতে
মত দিলেন, ইনকম ট্যাক্স হইয়া গেল।
প্রচার্য্য চীৎকার করিল, তাহা অ-
দোদন জুলাইল। তাহার পর আর
একজন রাজস্ব মন্ত্রী আসিয়া বলিলেন,
অর্ধের অনটন নাই, ইনকম ট্যাক্সের প্রয়ো-
জন কি? ট্যাক্স উত্তীর্ণ গেল। ফলতঃ ভার-
তবর্ষের গবর্ণমেন্টের কর নির্ধারণ বিষয়টি
যেমন অব্যবস্থিত অন্য কোন বিষয়
এরূপ নয়। এ অংশে স্বয়ং রাজপুরুষ-
দিগেরই অজ্ঞকারে লোভ নিবেশ করা
হয়, তাহা হউক, অতিশয় আশ্চর্য্যের
বিষয় এই, আমাদিগের এমন গবর্ণমেন্ট
এ বিবরণী স্থির করিয়া উত্তীর্ণ পারি-
লেন না। অথবা যাবৎ ইচ্ছাধিগের এবি-
ষয়ে ক্রিমিক ব্যবহার থাকিবে, তাবৎ
স্থির করাই ভার। ভারতবর্ষের সভা
এতৎ সময়ে একটা কমিটিনিয়োগের যে
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম
হইয়াছিল, গবর্ণমেন্টের তাহা করা কর্তব্য
ছিল। তাহা হইলে রাজস্ববিষয়ের উল্লি-
খিত শোচনীয় অবস্থার ক্রমে সংশো-
ধন হইয়া আসিত।

এখনে মূল বিষয়ের অনুসরণ করা
আবশ্যক। আমাদিগের মূল প্রশ্ন এই,
ভারতবর্ষে নুতন করের প্রয়োজন আছে
কি না? যে সমস্ত অপব্যয় প্রায় মুক্ত-
রোধ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে সেগুলি
যদি বৃদ্ধ হয়, ভারতবর্ষে কোন কালেই
নুতন করের প্রয়োজন হয় না। এক ঐগনিক
গণ আয়ের প্রায় তৃতীর অংশ উদরসাৎ
করিতেছে। এখনে ১৯৯৮-৯০০০ টাকার
সেবারলে ব্যয় হইয়া থাকে। মার্কেণ্ডের মূল্য

নারায়ণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন ব্রহ্মাণ্ডদর্শন করা ছলেন, তেমনি যদি আমাদের পাঠকগণের যোগবল থাকে, তাহারা ইউরোপীয় ঈশনিক পুরুষ ও সেনাপতিগণের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলে দেখিতে পাইবেন এই অসম্পূর্ণ যৌল কোটি টাকার পনর কোটিরও অধিক উহারিগের উদর মধ্যগত হইতেছে। ইউরোপীয় সেনাদলের একবিধ উপনগ্ন নয়। উহারিগের ইংলণ্ড হইতে পাথের ব্যর ও পর্কত বাস প্রভৃতি অনেক ব্যর আছে। উহার পাঁচ হাজার ঈশন্য কমিলে অনেক ব্যর কমিয়া যায়। এখন ৬২ হাজার ইউরোপীয় ঈশন্য আছে। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে এখানে ৪৫৫২২ ইউরোপীয় ঈশন্য ছিল। এখন যদি কমাইরা সেই ৪৫ হাজার করা হয়, অনেকগুলি টাক্স দেহভাগ করিয়া অবলীলাক্রমে স্বর্গারোহণ করে সন্দেহ নাই। এখন শান্তির সময়, আমাদের মতে এখন ৪০ হাজার ইউরোপীয় ঈশন্য হইলেই পর্যাপ্ত হয়। যদি বল রুশিয়াদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ শঙ্কা, সে শঙ্কা এখনও অনেকদূরদর্শিনী, তদ্ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষের স্বক্ষে বহুসংখ্য অনাবশ্যক ইউরোপীয় ঈশন্যের ব্যর ভার নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে বিপদাপন্ন করা উচিত নয়। সীমান্ত মিত্র রাজ্যগণের সহিত দৃঢ়তররূপে ঈশন্যবন্ধন ও উহারিগের সাহায্যদানই তদ্ব্যতিরিক্ত সুবিধিত পথ।

—৩—
অনন্তর মাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা বৃদ্ধি।

এদেশীয়েরা জন্মে আপনাদিগের বিবর আপনারা মীমাংসা করিতে শিখিবেন এই উদ্দেশ্যে লেপ্টনন্ট গবর্নর প্রতি জিলাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত বিচার করিবার জন্য কতক

গুলি করিয়া অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন। পাঠকগণের বোধ হয় তাহা অরণ আছে। অধিকাংশ স্থলে উক্ত ও জমিদার জেলীর মধ্য হইতেই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ এই আপত্তি করিয়াছেন ইহাতে দরিদ্র রায়তদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে না। জমিদারের সহিত রায়তদিগের বিবাদ হইলে সুবিচারের সম্ভাবনা অল্প। লেপ্টনন্ট গবর্নর এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া একটা সরকুলার বাহির করিয়াছেন, তদ্বারা বিশিষ্ট রায়তদিগকেও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা সেই সরকুলারটি অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—
“অনেক বিভাগে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা গিয়াছে, তদনুসারে বিচার কার্যেরও বাবস্থা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানের মাজিষ্ট্রেটেরা আপত্তি করিয়াছেন যে সকল মকদ্দমার ভিন্ন ভিন্ন জেলীর লোক সম্পূর্ণ থাকে সে সকল স্থলে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক অনেক স্থানে এইরূপ জেলী ঘটিত মকদ্দমা এত অধিক পরিমাণে হয় যে কেবল মাত্র এক জেলীর মধ্য হইতেই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে অবিচারের আশঙ্কা আছে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিগকে যে প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং কার্যের যে প্রকার বাবস্থা করা গিয়াছে তদনুসারে তাহাঁদের অবিচার করিবার সুবিধা অল্প বটে কিন্তু লেপ্টনন্ট গবর্নর এই শঙ্কা করেন যে এদেশের সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা একেই ত মাজিষ্ট্রেটের নাম ও ক্ষমতাকে ভয় করে, তাহার উপর কেবল মাত্র উক্ত জেলী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট

নিযুক্ত করিলে সেই শঙ্কা বৃদ্ধি হইতে পারে। কেবল মাত্র জেলী বিশেষের হস্তে বিচারের ভার থাকিলে যে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটে তাহা ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও অ্যারলও প্রভৃতির উক্ত প্রণালী দ্বারা সমাধান হইয়াছে। যখন কোন জেলী ঘটিত মকদ্দমা উপস্থিত না থাকে তখনও মাজিষ্ট্রেটেরা উক্ত জেলীর লোক বলিয়া তাহাঁদের অন্যান্য বিচারে অনেকের সম্বন্ধে উপস্থিত হয়। আরলও জেলী ঘটিত মকদ্দমা অধিক হওয়াতে উক্তজেলী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইংলণ্ডেও জেলী ঘটিত মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার প্রথাদুর্বার বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভ্রান্তি ইংলণ্ডের সকল স্থলেই আর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্তে বেতনভোগী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা গেল বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব লেপ্টনন্ট গবর্নর ইংলণ্ডেও অসুবিধা করিয়া আর জেলী বিশেষে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক নয়। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া যে উপকারের আশা করা যায় কেবল মাত্র এক জেলীর লোক নিযুক্ত হইলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল জেলীর লোক তাহার মধ্যে থাকা উচিত।

• • • • •
অনেক অসুস্থত্বানের পর লেপ্টনন্ট গবর্নর আনিতে পারিয়াছেন যে অনেক জেলার রায়তের মধ্য হইতে এই কার্যের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে। সেই সেই স্থানীয় কার্যচারিরা সেই সকল উপযুক্ত রায়তদিগের নাম প্রেরণ করিলে উহারিগকে “অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, স্থল কমিটির সভ্য, রোডমেন কমিটির সভ্য এবং মিউনিসিপাল কমি-

টির সভা প্রভৃতি পথে নিযুক্ত করা যাইবে। রায়ভোগ্য যত দিন এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট না হইতেছে তত দিন অতীর্ণিত হইতেছে না।

এই রায়ভোগ্যর আনন্দে সংবাদ সম্বন্ধে নাই। এই সংকুলারী পড়িয়া কে আর সম্বন্ধ করিবেন যে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন বিষয় চিন্তা করেন না। পাঠশালা, পাবনার দোবাণাপত্র, এই সংকুলারী প্রকল্প করেকটি কার্য দ্বারা তিনি যে প্রজ্ঞাপনের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যগ্র, তাহার পরিচয় হইতেছে; কিন্তু এতদেব আমাদিগের একটা মহান সংস্কার উপস্থিত হইয়াছে। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর রায়ভোগ্যর কি অর্থ করিয়াছেন, আম। তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমা জানি রায়ভোগ্যর অর্থ ক্রয়ক। লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের যদি এই অর্থ অভিগত হয়, তাহা হইলে মধ্য হইতে এই সকল গুরুতর কার্যের উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে। এরূপ বোধ হয় না। বহু দিন হইতে শিক্ষার অভাবে তাহাদের অধিকাংশই এরূপ অজ্ঞ ও চিত্তবিনোদিত জ্ঞানশূন্য যে তাহারা যে স্বাধীনভাবে আপন আপন শ্রেণীর মত প্রকাশ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। অধিকাংশ স্থলে বড় লোক দ্বিগুণ মতেই মত দিয়া নীরব থাকিবে সম্বন্ধে নাই। বাঙলা দেশে তিনটি শ্রেণী আছে। এক জমীদার শ্রেণী; অপর, কৃষক শ্রেণী। এই উভয় শ্রেণীর মধ্য স্থলে আর এক শ্রেণী আছে, তাহা বিগের জমীদারী নাই, তাহারা কৃষি কাষ ও করে না। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই হাজার দিন্য শিক্ষাশিক্ষিত ও কলেজ লোক হইয়াছে। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর যদি ইহাদিগকেও রায়ভোগ্যর অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা অতীর্ণিত হইবে সম্বন্ধে নাই। কিন্তু

যদি তিনি তাহা না করিয়া থাকেন, আমা। তাহাকে পরামর্শ দি, এই শ্রেণী হইতেই তিনি বহু পরিমাণে অর্থনৈতিক মালিট্রিট নিযুক্ত করুন। তাহা হইলে কৃষক ও জমীদার উভয়পক্ষেই মঙ্গল হইবে। কারণ, ইহার উভয়দলের মধ্য যতী। ইহাদিগের কোন পক্ষেই পক্ষপাত নাই। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর এই শ্রেণীতেই যথার্থ উপযুক্ত লোক পাইবেন।

মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকার
বিস্তারিত।

আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে মসিন ফাউন্ডার টাকার বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, অর্থাৎ ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট যে মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ক্রতসংকল্প হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিবিত আছে। মুসলমানেরা এত দিন অভ্যোগ করিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহাদের অর্থপ্রদত্ত মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত টাকা তাঁহাদের অশ্রোণীর শিক্ষার জন্য ব্যয় না হইয়া অধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় হইতেছে। সঞ্জিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শানুসারে গবর্নর জেনরল সে সমুদায় টাকা মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ ব্যয় করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ইহা বাতীত মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ অন্য উপায়ও অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্নর জেনরলের আবেশানুসারে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর মহম্মদ মসিনের টাকা ও অন্যান্য যে কোন অর্থ আছে তাহা যে প্রকারে ব্যয় করিতে চান করেন তাহার একটা নিবন্ধন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সঞ্জিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের হস্তে পূর্বেই বিবরণ ব্যাচোপযোগী যে টাকা আছে

তাহা এই—১ম কলিকাতার মাদ্রাসা ও তরবীন স্কুল স্কলের জন্য গবর্নমেন্টের দান ৩৮,০০০ টাকা। ২য়, মহম্মদ মসিনের টাকার মুদ্রা বার্ষিক ৫৫,০০০ টাকা, সর্ব সম্মত ৯৩,০০০ টাকা। ইহা তিন মহম্মদ মসিনের টাকার বার্ষিক মুদ্রার মধ্য হইতে এত দিন ধরিয়া আর ২০,০০০ সহস্র টাকা টুটিদর হস্তে জমা আছে। পূর্বেই ২৩,০০০ টাকা লেপ্টেনেন্ট গবর্নর নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বার্ষিক ৭,০০০ টাকা হুগলি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকিবার খরচের জন্য থাকিবে। বার্ষিক ৩৫,০০০ টাকা কলিকাতার মাদ্রাসার জন্য ব্যয় হইবে এবং এখন হইতে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে শেখোক্ত মাদ্রাসার একজন প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইবেন। ৫,৮৮০ টাকা ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে যে মাদ্রাসাগুলিবার কথা হইতেছে তাহাব ব্যয় নির্ধারণ থাকিবে। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর এই তিন স্থানে যে যে কলেজ নিহা হাই স্কুল আছে তাহার সহিত মুসলমানদিগের শিক্ষার উপযোগী বিশেষ বিশেষ শ্রেণী গুলিবার আদেশ করিয়াছেন। মৃতন যে সকল মাদ্রাসা খোলা হইবে, তাহাতে ছাত্রদের বাসোপযোগী খাতি থাকিবে। ছাত্রদের পাঠ্যভাগের নিমিত্ত কতকগুলি স্বতন্ত্র ঘর থাকিবে, কতকগুলি মুসলমান কর্মচারি এবং বাড়ীতে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক একজন ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে একজনের হস্তে ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করিবার ভার থাকিবে। এই সকল ব্যয় ব্যয় খাতি সেই সেই কলেজ কিবা হাই স্কুলের নিজে নিজে হইবে। উপযুক্ত মুসলমান ছাত্রেরা সেই সেই স্কুলে পড়িবার জন্য মাদ্রাসা খণ্ড হইতে তাহাদের

বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য পাইবে। ইচ্ছা ভিন্ন ১০০ হতে ১৪০ টাকা বেতনে এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। এই সকল বিষয়ে ৭০০০ করিয়া টাকা ব্যয় হইবে। কেবল ডাকার মাস্ত্রাসার ব্যয় কিছু অধিক ১০০০ টাকা থাকিবে। মাস্ত্রাসার ছাত্রেরা ভাণ্ডারের কলেক্টরিয়া দ্বারা ইংরাজী আইন, কম্পিউ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়িতে পারিবে। ভাণ্ডারের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ মধ্যম মাসিনের কণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মাস্ত্রাসা এক একটী কমিটির অধীন থাকিবে। ইউরোপীয় ও মুসলমানরাই এই কমিটির সভ্য হইবেন। মুসলমান সভ্যদের মতেরই অধিক সমাদর করা উচিত। এই সকল মাস্ত্রাসার বাজী নির্মাণ করিবার ব্যয় পূর্বোক্ত উদ্ধৃত ৯০০০০ টাকা হইতে দেওয়া হইবে। এতদ্বিধা বার্ষিক ৭,২০০ টাকা যশোরের রঙ্গপুর পাবনা ফরিদপুর বাগেরপাড়া ময়মনসিংহ টিপুরা নোয়াখালি এবং জিহুউ প্রভৃতি স্থানের জেলা স্কুল সমূহে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য দেওয়া হইবে। ১ম তঃ ছাত্রদের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ সাহায্য করা হইবে। ২য় তঃ পারদী ও আরবী শিক্ষকদের বেতনের কিছু কিছু সাহায্য করা হইবে। কোন মাস্ত্রাসার যে যে ছাত্র জগলী কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ কিংবা ডাকা কলেজে পড়িতে ইচ্ছা করে তাহাদিগেরও বেতনের সাহায্য করিবার জন্য ৮০০০ টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট যে ১১৮০০ টাকা থাকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গবর্নর তাহা মুসলমান ছাত্রদিগকে তৃপ্তিরূপে দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই উপায় অবলম্বন করিতে যে মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে বখেট উৎসাহ দেওয়া হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্নমেন্টের যে সকল কলেজ কিংবা স্কুল আছে

তাহাতে ইতিপূর্বে মুসলমানদিগকে গ্রহণ করিতে কখনই আপত্তি ছিল না। তথাপি যে মুসলমানেরা কেন সে সুবিধা গ্রহণ করেন নাই, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় ভাণ্ডারী হিম্মতের অপেক্ষা ত্রিটিগ গবর্নমেন্ট দ্বারা আপনারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করেন। যাচা হউক, গবর্নমেন্ট যখন অগ্রসর হইয়া উৎসাহ দিবার জন্য আশ্রয় প্রকাশ করিতেছেন তখন এদেশীয় মুসলমানদিগের এই সাহায্য শীঘ্র গ্রহণ করা উচিত। এই বন্দোবস্তে বেশির অংশের কোন প্রতীক আপত্তি হইতে পারে না। কারণ ইহা দ্বারা মুসলমানদিগেরই ধন মুসলমানদিগের জন্য ব্যয় হইতেছে। রাজস্বের কোন অতিরিক্ত অংশ ব্যয় করা হইতেছে না। গবর্নমেন্টের এই কার্য্যটী বাস্তবিক প্রকৃষ্ট রাজনীতির অমুমোদিত হইয়াছে। অন্য কোন অমত্য গবর্নমেন্ট হইলে মুসলমানদিগের উপর বোধ হয় এ অগ্রহ করিতেন না।

—*—

প্রাপ্ত।

কুসিয়া ও ইংলণ্ড।

কুসিয়া ও খিবা পরাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু পরাস্ত করিয়া অন্য অন্য জাতিদের ন্যায় নিজ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না এবং খিবার পারের প্রতি যগের ভয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের পর শত্রুর প্রতি এরূপ সদচরণ অত্যন্ত মহত্বের লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। খিবার সহিত একটা সন্ধির চিরদিন থাকিবে কিনা সন্দেহ। “ইংলিসম্যান” বলেন যে, কুসিয়া অবশেষে খিবা উদ্বাস্ত করিবে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অগতের ইতিহাসে সবল ও দুর্বলের সহবাসের যে সকল নুষ্ঠান দেখা যায় তদনুসারে বিধান কবিত্তে গেলে ইংলিসমানের কথা যুক্তি সহিত বোঝা যায়, কিন্তু পূর্ন কাল সেই রাজনীতি ক্রমশঃ অনেক অংশে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে যুক্তিমার্গ অবল-

ম্বন করিয়া ইংলণ্ড সমুদায় ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া বলিয়াছেন তাহা ক্রমেই অসম্ভব ও নিরুপায় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বার্ষিক পরতাকে ন্যায় কক্ষকে আবৃত করিয়া নির্দোষ জাতিদিগকে উৎসাহ করা, এরূপ অধিকারীকে বলপূর্বক অধিকারচ্যুত করা, কিংবা অপর জাতিকে যুগ্মমানের নামে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা যে মর্মানীতিবিরুদ্ধ কিংবা সভ্যতার চক্ষে ভয় তাহা সকল জাতিই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন। যতদূর “দোর দার মুলুক তার” এই প্রাচীনকালের অমত্য মত ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে এবং সেই পরিবর্তনের চিত্রও বর্তমান জাতিদের কায়ার মধ্যে দেখা যাইতেছে। খিবা পরাস্ত করিয়া কুসিয়া দেখা তাহাকে আশ্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন ইংরাজেরাও কিছুদিন পূর্বে অধিসিন্ধুর সন্ধিতে এই রূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খিবার যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে তাহারা কুসিয়াদের যে অসংগত পিরা অক্রমণ করেন নাই এরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ২৬ দিন হইতে কুসিয়া মধ্য আশ্রিতে বাসিয়া বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং খিবা তাহার ব্যাঘাত সন্ধানিয়া আসিতেছে। ১৭ ১৭ নং অঙ্কে প্রথম খিবার বীর নিকট এই বিষয়ের অভিযোগ করিয়া পাঠান হয়। কিন্তু তাহাতে অভিযোগের কারণ দূর না হইয়া বরং বিরোধের কারণ বর্ধিত হয়। কারণ খিবােরা প্রেরিত ব্যক্তিদিগকে অতি নির্দয় ও অসম্ভয় পন্থা করে। কুসিয়ার তৎকালিক সন্ত্রাস্ত্রী সেই ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত অপমানিত হইয়া আপনাদের বংশধরদিগকে তাহার প্রতিহিংসা করিতে অগ্ররোধ করিয়া যান। কিন্তু খিবা ও কুসিয়ার মধ্যে ‘নিজের কসক’ নামক বরক জাতি লোক আছে, তাহারা তৎস কুসিয়ার অধীন ছিল না, সুতরাং তাহাদিগকে পূর্বে হস্তগত করিতে না পারিলে খিবার সহিত যুদ্ধাধি আবৃত্ত করা ‘দুষ্কর বলিয়া’ কুসিয়া সেই সময়ে প্রতিহিংসার কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ১৭৩০ সালে

কুশিয়ারকে পরাস্ত করুন, তাহা হইলে আসি-
য়ায় জাতিদিগের মধ্যে তাঁহার যে সহস্র
নাম সন্মান ও কল্যাণ আছে তাহা রক্ষিত
হইবে তৃত্বী, তাই ইংলণ্ডের পক্ষে বাস্তবিক
আশঙ্ক্যাব বিষয় বটে, কিন্তু কুশিয়ার সে প্রকার
নির্ভর্য্যক্ত প্রকাশ করিবেন, একপাশে বহু
না। কারণ তাহা হইলে তিনি সমুদয় সভ্য
জাতির অজ্ঞা ও মহাত্মত্ব হইতে বঞ্চিত
হইবেন। কুশিয়ারেরা যাহাই বলুন না কেন
তাহা হইলে অনেকে ইংলণ্ডের পক্ষ হইবেন।
আমরাও প্রার্থনা করি যে সে দিন যেন উপ-
স্থিত না হয়। স্বদেশীয় বিনেশীয় জাতিদের
বিবাদে বিবাদে ভারতবর্ষের মধ্যেই ক্ষতি
হইয়াছে, আর অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হইবার
ইচ্ছা নাই। পরের মধ্যে থাকার ও পরস্পর
পেক্ষী হওয়ার সুখ ভারতবর্ষেরা যথেষ্ট
অনুভব করিয়াছেন। আর সে সুখের লোভ
নাই। যুদ্ধের মত ভয়ানক অজ্ঞা ও ধর্ম্ম
নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য আর নাই। যে দেশে
যুদ্ধ ঘটে সে দেশের ধর্ম্মনীতি অস্তিত্ব এক
শত বৎসরের জন্য দূষিত হইয়া যায়; সমা-
জের অঙ্গহানি হয় এবং উন্নতির অশেষ
বাধাপ্রাপ্ত হয়, এ যুদ্ধ আর ভারতবর্ষের
দেখিবার ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ড ইউরোপীয়
সকল জাতির সালিসি গ্রাহ্য করিয়া ত্বরান-
্বিত বিবাদের সীমাংসা করুন। বৈষম্যানল
বাড়াইলেই বাড়িতে পারে; কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা
যে সকল সময় অবস্থার উৎকর্ষ হয় না তাহা
কৃপার দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা পাইতে পারে।

বিবিধ সংবাদ ।

২১ এপ্রিল গোমস্তা ।

মেডিকল কলেজের বাঙ্গালি ছাত্র
বিগের সমিত হইউরোপীয় ছাত্রদিগের দাঙ্গা
হইবার পর দিবসে যে একজন ইউরোপীয়
ছাত্র ছোয়ার দলের একটা ছাত্রকে এহার
করে, পুলিশের বিচারে উহার ১৬ টাকা
জরিমানা হইয়াছে।

পারস্যের সশি ১৭৭৩ হইতে দ্রুপে
গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য একখানি
করাসী জাহাজ ইংলণ্ডের কুপে অপেক্ষা
করিতেছিল। তখন যাহা আসিয়াদিগের রাজ্য

পুত্রগণ বধন সাহাকে আহাজে তুলিয়া
দেন, করাসী নাবিকেরা তাঁহাদিগের প্রতি
যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে নাই। অনেক
কর সংস্কার এই, গত করাসী যুদ্ধের সময়
ইংলণ্ড করাসীদিগের সাহায্য করেন নাই
বলিয়া আজিও তাহাদের সে ক্ষোভের
শাস্তি হয় নাই। এই জন্য করাসী নাবিকেরা
রাজপুত্রগণকে যথোচিত সম্মান করে নাই।
কেবল কুপে বলিয়া নয় আজি কালি
পুণ্ড্রী মধ্যে যে করেকজন প্রদান রাজ্য
আছেন ইংলণ্ডের সকলের সঙ্গেই প্রায়
একরূপ সম্ভাব।

ভারতবর্ষের মহাত্মা পলায়ন করিয়াছি
লেন, বারিফোরদিগের উৎসাহ পাওয়া তিনি
পুনরায় বেলা দিয়াছেন। ১২ ই আগস্ট
তাঁহার বিচার হইবে। ১৫ হাজার টাকার
আমীন দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন।
তাঁহার জরলাভ হইবে বলিয়া বারিফোরেরা
তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। এমন একটা
মুযোগ হাতছাড়া হইয়াছিল বলিয়া বারি-
ফোরদিগের আক্ষেপ ছিল, এক্ষণে তাঁহারা
মনের সাধ মিটাইয়া লউন।

ডেকান হেরাল্ড বলেন, একখানি
ফেরি বোট কাকার নদী পার হইবার সময়
অলমগর হয়, উহাতে ১৫ জন এদেশীয়
আরোহী ছিল, ৫ জন তিন্ন উহাবের সন্-
দেরই মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট নাগপুরের ভূত
পূর্ব রাজার অন্যতর স্ত্রীর পোষ্য পুত্র রাজা
জোনাকী ভদ্রসিলকে বার্ষিক ১৫ হাজার
টাকা বৃত্তিদানে অজ্ঞা দিয়াছেন।

বাবু হেমচন্দ্র কর করিমপুরে আসিয়া
এ বৎসর পাট ক্রয় জমিয়াছে তাহার
অনুযায়ন করিতেছেন।

পুনর্বার যে টেনসাইদিগের শিক্ষা শিবির
হইবে, তজ্জন্য গবর্নমেন্ট লক্ষ টাকা মঞ্জুর
করেন, ইহাতে তুল্যভাবে না বলিয়া বোম্বা-
ইর কর্তৃপক্ষগণ আর ৫০ হাজারের জন্য
আবেদন করেন, গবর্নমেন্ট এ টাকা দিতে
অস্বীকার করিয়াছেন। এক লক্ষ টাকার
কি পুরা আশ্রয় হইবে না?

ইংলিসমান বলেন, গত মার্চ মাসে ৭ টা

বালক মেদিনাপুরের একটা মঠ দিয়া যাই-
তেছিল, অকস্মাৎ অসদ্বিন্যাস হইয়া এক
অন্যের মৃত্যু হয়, আর কয়েক জন প্রায়
১ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত মৃত্যু হইল। বড়
বুড়ির সময় উক্ত রক্ষা বিধ্বা মঠ দিয়া গমন
করা কর্তব্য নয়।

অমৃতভাজার পত্রিকা বলেন, সিবিলা-
সান বাবু হুরেজ্জান্দ বন্দোপাধ্যায়ের
নিকট একজন উকীল বাঙ্গালা ভাষার
বক্তৃতা করিতে চান, হুরেজ্জ বাবু বাঙ্গালা
বুঝেন না বলিয়া তাহাতে অস্বীকৃত করেন,
উকীল এ বিষয় জজ সর্গেবের নিকট
জানান, জজ সর্গেব হুরেজ্জ বাবুর টেকি-
য়াত ভাব করেন, তিনি টেকিয়াতে বাংলা
শিখিয়াছেন, জজ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া
এ বিষয় হাইকোর্টের গোচর করেন, তাই-
কোটে এ নিমিত্ত এক কমিটি বসে, কমিটিতে
হুরেজ্জ বাবু দেখি এই স্থির হয়। এক্ষণে
জনশ্রুতি এই, লেফটেনেন্ট গবর্নর হুরেজ্জ
বাবুকে সম্প্রদত্ত করিয়াছেন। সংবাদটি
সরি সত্য হয় বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ
নাই। হুরেজ্জ বাবু দিন কত ইংলণ্ডে
থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষা এককালে তুলিয়া
গিয়াছেন আসিয়াদিগের সমস্যা এ বিষয় হয়
না। এটি সম্প্রদত্তের একতর কারণ না
হইতে পারে।

ইংলিসমানের লণ্ডনস্থ সংবাদবাহিনী
লিখিয়াছেন, সাহা বত দিন তথায় ছিলেন
তাঁহার নিমিত্ত প্রতি দিন ৮ হাজার টাকা
বার হইত। তাঁহার নিমিত্ত প্রতি দিন
২১৬ শত টাকার ফলই জর করিতে
হইত। সাহা ইংলণ্ডে এত কলহা করি-
য়াছেন?

খিবর যুদ্ধে আগমনকালে প্রায় ৭১৮
হাজার কশীর টেনা কাম্পিহান যুদ্ধে বধ
হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মকতুমিতেও প্রায়
১৫।১৬ হাজার উট ও বলব মরিয়া যায়।
বোম্বাইর "ডাবলিউ" গণনা করিয়া
দেখিয়াছেন, ১ লা হইতে ১০ ই সেপ্টেম-
বের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলে একটা অস্প-
কণ স্থায়ী বড় হইবে। ডাবলিউ বাহা গণনা
করেন, প্রায় তাহা সম্ভব হয়।

সংবাদপত্রে হুটু হইল, আমেরিকার এক ব্যক্তি হত্যা করিয়া বিচারার্থ নীত হয়, তাহার বারিষ্ঠর তাহার পক্ষ সমর্থন করিলে জুররদিককে বলেন, “ধর্মশাস্ত্রে হত্যা করিবার নিষেধ আছে, আমার মস্তেলেকে যদি বোঝা প্রমাণ কর, তাহার কানী হইবে, সুতরাং তোমাদের ধর্মশাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করা হইবে। আমি যেন বলিতেছি যে আমার মস্তেলে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা খুন করিতে যাইবে কেন?” জুরররা আসামীকে মুক্ত করিয়া দেন। বারিষ্ঠরীর প্রশংসা করিতে হয়।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় বেঙ্গল না’শের একটি কেরানী চিতপুর চৌমাথা দিরা ঘাইতেছিলেন এমন সময় কতকগুলি বন্দ্যুয়েল আসিয়া তাহাকে অক্রমণ করিয়া বাধা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া যায়। সমুদার চুকিয়া গেলে পর পাঁচরাওরালা নাহেবেরা আসিয়া ধুমধাম করেন।

পাঠকগণ! পক্ষপালে রেলের গাড়ি বন্ধ করিয়াছিল এ সংবাদ শুনিয়া যদি বিস্মিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা নিষে যে সংবাদটী দিতেছি তৎপাঠে আমাদেরকে কি মনে করিবেন বলিতে পারি না। কিন্তু এটী আমাদের মন গড়া নয়। সংবাদ পত্রে দেখা গেল ৮৩নে জর্জ ডেভম্যান নামক এক ব্যক্তির সম্প্রতি মর্শ্বর কামড়ে গ্রাণ বিয়োগ হইয়াছে! তবে হিন্দুর না জাহাির এই এক কারণ হইতে পারে মর্শ্বা ডেভম্যানকে কামড়াইয়াছিল। দক্ষে জ্বল ফুটাইয়া দেওয়াতে তাহার বেঘনা গোধ হয়, কিন্তু তখন এটি করেন নাই দুই তিন ঘণ্টা পরে সমস্ত পাড় ফুলিয়া উঠে, পর দিন সমুদায় রক্ত বিসৃত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

আমেরিকার এক ব্যক্তি তাহার জীৱ প্রতি সন্ধ্যাবহার করিত না, তাহাতে তাহার পুর কুশিত হইয়া পিতাকে হত্যা করিয়াছে। পরন্তরায় বোধ করা আমেরিকায় গিয়া অন্য গ্রহণ করিয়াছেন।

এইবার নেটিব ডাক্তারদিগের কপাল

কিরিয়াছে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট অ’জা বিহাছেন, সরকারী ক’মে’ব’দ্বারা হাইতে হয় তাহারা পাল্কী ভাড়াপাইবেন, ডিস্পেন্সারি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবেন এবং উপযুক্ত হইলে সব হাসিডাউ সার্জেন দিগের অনুপস্থিতকালে তাহাদের প্রতি নিধি হইতে পারিবেন।

২২ এপ্রিল মঙ্গলবার।

একজন বাগানবিদ অবস্থার ক’প্রেম একটী সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন, প্রথম বৎসর এক প্রকার সুখে গেল, খরচ পত্রের সম্বল নাই বলিয়া দ্বিতীয় বৎসর উভয়ে মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইত, কিন্তু তৃতীয় বৎসর আর কোন গোলযোগ রহিল না, উভয়ে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। জীলো কটী স্বামীর অর্ধের বড় অপেক্ষা রাখিতেন না, অথচ তাহাকে উত্তম ভ্রবা ভোজন করা হইতেন, আপনিও যুলাবান বেশভূষা পরিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে এই সৌভাগ্যের কারণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। কাপ্রেম আদালতে প্রতীপত্তিগণের বাদীশ করিলেন। বিচার পতি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাপ্রেম তাহার প্রতি কখন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না। সাক্ষী বাঙ্গাল লোচনে উত্তর করিলেন, না, তিনি সর্বদা আমার প্রতি স্নেহ ব্যবহার করিতেন, তিনি আমাকে সুখে সম্বন্ধে রাখিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত থাকিতেন, আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি বলিয়া তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অর্থসময়ের পাছা দেখি। “এমন গুণবতী ও সাক্ষী রমণীর চক্ষু হইতে মুক্তাশ্রুত বিন্দুভিত্ত অশ্রু হিন্দুর পতন দেখিয়া কাপ্রেমের মন গোমে অ’জা হুত হইল”। জজ মহাশয় ডিসমিস করিয়া দিলেন। পাঠকগণ! পতিভক্তি এমন অ’স্বর্গ্য দুর্ভাগ্য কখন কি শুনিয়াছেন?

বাকইপুর মহকুমার উঠিয়া বাইবার যে কথা হয়, শুনা যাইতেছে অনেক আমেরন করতে লেটমেন্ট গবর্নর আগারতঃ এটা উঠাইয়া নিভেছেন না। সংবাদটী সত্য হইলেই দুখের হয়।

বোম্বাই গেজেট এবেশীয়দিগের সহিত

ইউরোপীয়দিগের বিবাহ বিষয়ের বিচার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, “উত্তম জাতি নীতিজ্ঞান বিষয়ে বহু অস্তুর লক্ষিত হয়। যদি একজন হিন্দুকে মিথ্যাবাদী বলা যায়, তিনি তাহা গ্রহণই করিবেন না, তন্নিম্ন অনেক মিথ্যা করিলে তাহাতে বরং গৌরব জ্ঞান করবে। কিন্তু একজন ইউরোপীয়কে মিথ্যাবাদী বলিলে তিনি অগ্রাহ্য করেন না, তাহাতে তাহার সামাজিক কটী হয়। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের বর্ণ বিষয়ে যদি মিথ্যা করা যায় সেইটাই তা’হাদের সামাজিক কটীর কারণ হয়। একজন হিন্দু বেকানদারকে বর্ণ প্রত্যয়ক বলা যায় সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, কিন্তু “নিগার” বলিলে আর রক্ষা থাকে না, জুলিয়া উঠে।” বোম্বাই গেজেট বোম্বাই হইতে প্রকাশিত দুই এক জন হিন্দুর ব্যবহার দেখিয়া এই জাত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেরূপ প্রকৃতির লোক সংখ্যা অতি কম এবং তাহা সকল সমাজেই আছে। ইউরোপীয় সমাজে কি নীচ প্রকৃতির লোক নাই? সকলেই ধর্মপুত্র যুগিষ্ঠির! যে জাতি প’ছে অমরসে মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে ভীত হন, তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রত্যয়ক প্রকৃতি বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বোম্বাই গেজেট কোথা হইতে এটা জামিলেন?

বর্তমান বর্ষের প্রথম দুই মাসে ভারত বর্ষে গতবর্ষ অপেক্ষা ৩৭১০০১৫ টাকার কম বাণিজ্য ভ্রবা আমদানী হয়, কিন্তু এখানে হইতে ১৮৯৯-১৯০০ অব্দিক টাকার বাণিজ্য ভ্রবা রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী শুলক ৫৬০০০০ এবং রপ্তানী শুলক ৭০৬০৪ কম টাকা আদায় হইয়াছে।

ম’জাজের যে একটা ক’ল মাষ্টার গোমেন একটা বানককে বেয়াঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বানকটির পিতা পুলিসে তাহার জরিমানা করান, তিনি আবার পুরকে ভক্তি করিবার জন্য শিক্ষককে লিখিয়াছেন, কারণ তাহার পুত্র বলিতেছেন, শিক্ষক তাহার প্রতি বরং বহু ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। ম’জাজের নীচা বনজ।

গত ২২ এ জুলাই মেহাল সিংহ নামক একজন শিশু কলিকাতায় সবাসিংহ নামক মহিষ্ময়ের একজন রাজপুত্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া তারি কাজেরেও অধিক টাকার মুক্কা ভীরকবি সুমানের জন্য সকল চুরি করিয়াছে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, বিচারপতি কিয়ারের ঘরে চুরি করিয়া ৪৪'৪ দুই বৎসর মোরাদ কর। ইহার খেতপ সাংস কোন দিন গবর্নমেন্ট হাউসে সাক্ষি বসন করিয়া বলে।

গত রবিবার চৌরখাগানের পাণ্ডাপুত্রের নীচ জাতীয় এক ব্যক্তি অতিরিক্ত হুতপান করিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছে। মদ্যপানের এই সকল বিষয় কল প্রত্যক্ষ করিয়াও লোকে যে সংবাদ দিয়া হয় না, ইহাই অত্যন্ত বিষয়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

আগামী দুই সপ্তাহের কাছিকোটের সমুদয় ফাঁদারী সেলিয়ন স্বরূপ হইবে।

গত ৫ই আগস্ট সেখ মিয়াজান নামক এক ব্যক্তি কুশাব সঙ্গের নামক এক ব্যক্তিকে লাঠি মারিয়া হত্যা করণের চেষ্টা পায়। এ ব্যক্তি একপে হাঁসপাতলে রক্তাঙ্ক জীবনের অশা অশ্ম। মৌলবী আবদুল লতপার নিকটে মিয়াজানের বিচার হইতেছে।

আমারিগের গবর্নমেন্ট বঙ্গদেশের জমীদারিগ একটা উৎকৃষ্টতর দুটো প্রদেশের অধিগ্রহণ প্রকাশ করিয়াছেন। দেওবন্দ ইণ্ডিয়া বেল, গবর্নমেন্ট আগামী ১৮-৭৯ অব্দের এপ্রেল হইতে বঙ্গদেশের 'চর-স্বামী বন্দোবস্তের নিয়ম'স্বর্ণিত প্রদেশ সমুদ্রের মধ্যে ভাঙার সকল টেট আছে, উহার উপস্থিত হইতে শতকরা ৩ টাকা স্থানীয় রাজ্য নির্মাণ প্রকৃতি নানা রূপ উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যয় করিবেন। গবর্নমেন্টের এই উদ্যোগের ভিতরে কিছু নিগূঢ় থাকিবে।

ভাবানীপুত্রের খেনরল হাসপাতালে হাইকোর্টের প্রথম বেঙ্গল একমুখ শত্রুনাথ পণ্ডিতের মাথায় শত্রু তিক্কাই একটা ছুঁত গরু'র খেনা হইয়াছে।

পিরমিতর বলেন, হাজারিবাগে যে স্থায়ী বারিক নির্মাণের কথা হয়, তাহা হইবে না। পাবলিকওয়ার্ড বিভাগের কর্তা চারিটা এ সংবাদে নিকটসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

২০ এপ্রিল বুধবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, ঢাকা নগরে পুনরায় ডেকু উপস্থিত হইয়াছে। ডেকু কি বেশ জমণ করিয়া পুনরায় রাজধানীতে আসিবার সংকল্প করিয়াছেন?

কাবলের রাজদূত ৩০ এ জুলাই গবর্নর জেনরলের সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে তাহা অতি গোপনভাবে হইয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম সিজুতে আর কোন গোলযোগ নাই।

পিরমিতর বলেন, মবার নাজিমের মত লাখেরাজ তুমি ছিল তাঁহার উত্তমবর্নরা সেসকল ক্রোক করেন। গবর্নমেন্ট এখন সেই সকল তুমি হাওয়া করিতেছেন। উকীল মোক্তারদিগের খোরাক শুটিতেছে।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, "একাদশীর উপন্যাসের দিবস বিবরণগণ বিশেষতঃ বৃদ্ধা, বালিকা, পণ্ডিতা বা যুগ প্রাণা বিবরণগণ সাধারণ অম, ঔষধ ও পণ্ডিত জলশত্রু-মারে গ্রহণ করিতে পারেন কি না, কানীর পণ্ডিত আমিনুজ্জামার শরীফ কলিকাতা সম্মতন বর্ধকক্ষিনী সভার নিকট এই প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমরা আজ্ঞানিত কলকাতা, পূর্বে কটক হইতে উড়িয়া পোষ্ট্রিট নামক যে এক খানি সংসদ গজ প্রচারিত হইত, কটক সমাজ উত্তম পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একদা অবধি উক্ত পত্রিকা নিয়মিত রূপে প্রস্তুত হইতে ৮ই ও ২৪ এ তারিখ প্রকাশিত হইবে। ইহা পূর্কের মারাই ইংরাজী ও উড়িয়া উত্তর ভাষাতেই লিখিত হইবে। প্রতিকগণের সুবিধার্থ ইহার মূল্য কমাইয়া অগ্রিম বার্ষিক ৬ টাকা করা হইয়াছে। উক্ত সমাজ কটকে একটা দুই বস্ত্র স্থাপন করিয়াছেন, ইংরাজী

বাংলা পুস্তকদি হইতে অনুবাদ করিয়া উড়িয়া ভাষায় পুস্তক সকল ছাপাইয়া অশ্ম মূল্যে প্রচার করাই এই যুগান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্য। উড়িয়া ভাষায় পুস্তকদি এবং জবওয়ারী প্রকৃতি অশ্ম'না বিবরণ এইখানে ছাপাইয়া যুগান্তটিকে অশ্ম পোষণ কম করিয়া তুলি হয় একমুখ উক্ত সমাজ সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে।

সহচর বলেন, "রাজী বিকটোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার পর পাঠ্য লোভ সাহা বলিয়াছেন তাঁহার জীবন কালে আর কখন কাহার প্রতি তাঁহার এত লক্ষ্যন করিবার ইচ্ছা হয় নাই। রাজীর গাটীয়া অতঃ ক্রীলেক'কমতাব মূলত যেহেতু তাহা নসিকদিন এক কালে অত্র হইয়া ছিলেন। রাজবাটীর সকল অংশ রাজী নিজে সাংকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজার পক্ষে অবশ্যই অনেক পদার্থ ভুতন বেধি হয়। তিনি বিত্তর প্রাশ করেন; বিশেষ আজ্ঞাবাসহক'রে সেগুলির উত্তর দেওয়া হয়। নসিকদিন ইহার নিমিত্ত বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজবাটী পরিভ্রমণের সময়ে রাজী খবতে তাঁহাকে ছাপনার এক প্রান্তস্থিত উপাচার্য কন বস্ত্র প্রদান করেন। নসিকদিন সাহ বস্ত্রবস্ত্র বলিয়াছেন, রাজী বিকটোরিয়ার ন হি উত্তরবের জীলোক তিনি আর কখন বেধেন নাই। পূর্বাধিত মতও এই। ভারত বর্ধকক্ষিনীর প্রকৃতির যে যে কারণ আছে, রাজীর নিজের চরিত্র তাহা প্রদান। বালিকী সীতার যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, রাজীতে সে সমুদায় বেধা যায়।

অনুভবানার পত্রিকা বলেন "কলিকাতার লভ'বিশপ' প্রস্তাব করেন যে যখন তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিবেন তখন মাস্ত্রাজ কি বোধাইয়ের বিশপ কলিকাতার আসিয়া তাঁহার কার্য্য সকল করিবেন এবং এই জন্য উক্ত বিশপ বার্ষিক অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা পাইবেন। এই টাকাতলি সম্ভবতঃ লভ'বিশপের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে।"

বারজিলিও পেপার বলেন, পূর্ণিয়ার বিখ্যাত মকদ্দমার আসামী আবদুল কাদেরের বিচারার্থ যে বাড়িকক সাহেবকে পাঠান হয়, তিনি তৎবিল তৎকালের দুই অপরোধে আবদুল কাদেরকে সেলিয়নে দিরাচ্ছেন।

এবং সরের প্রথম ৩ মাসে ব্রিটিশ ত্রুণে ১০৮৪৮৯ টাকা শুল্ক আদায় হয়। গত বৎসর এই সময় ১৪৯৮৩৬৪ টাকা হইয়াছিল।

আসামী মাসে রাজপুতনা টেট রেল-ওয়ে আশ্রয় হইতে ভারতপুর পর্যন্ত স্থানবে।

অষ্টে লিয়াতে যেমন বর্গ পাওয়া যায় তেহু খোদ হয় হীরাও সেইরূপ পাওয়া যায়। কিছুদিন হইল বিজ্ঞপ্তিতে ২০টি হীরক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা বড় ভাল নয়।

ইতিহাস ডেলিমিউলের সওদা সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের আণীল সম্বন্ধে প্রিবি কাউন্সিল সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। প্রিবি কাউন্সিলে আর ১৫০ টি আণীলের মকদ্দমা পড়িয়া আছে, আণীলকর্তারা আণীল করিয়াই নিশ্চিত রহিয়াছেন, ইহাই এই বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণ। প্রিবি কাউন্সিলের বিচার প্রতিগণ বলিয়াছেন, এই সকল আণীল কর্তা যদি ১২ মাসের মধ্যে উহার নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা না করেন, এগুলির নব্বই খারিজ করা হইবে এবং ভবিষ্যতে হীরাও আণীল করিবেন, আণীল কর্তার দ্বারা দিবস হইতে ৬ মাসের মধ্যে যদি তাহার নিষ্পত্তির জন্য কোন চেষ্টা করা না হয় মকদ্দমা খারিজ হইবে। কেহ যদি এই সকল সূতন নিষ্পত্তি জানি না বলিয়া আপত্তি করেন সে আপত্তি শুনা যাইবে না। এই বিজ্ঞাপনটী ভারতবর্ষের গোয়েটে সকলে প্রচার করিয়া সর্বসাধারণের সোঁচর করা কঠিন।

বঙ্গবান ব্যাকের বেওয়ান বড় মাদন চন্দ্র সেন পদত্যাগ করিয়াছেন। কারণ কি? - সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল ক্রান্তের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা একজন আত্মীয়ের সহিত রোমান ক্যাথলিকবিশ্বের একটি

ধর্ম মন্দিরে গমন করে। ধর্ম মন্দিরে ৩ জন সুমারী তাহার হাত ধরিয়া একটি গুপ্ত গৃহ মধ্যে লইয়া যায়। তথায় বাজকেরা এই যুবতীকে বলাৎকার করে। ইহার পিতা আদালতে এবিষয় জানান, কিন্তু কোন্ কোন্ দ্বন্দ্বনিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিল উক্ত যুবতী তাহার নজা করিয়া দিতে না পারিতে মকদ্দমা ডিসমিস হয়। বাজকেরা যিথায় অভিযোগের অপরোধে এই যুবতীর নামে নালিশ করেন, সে মকদ্দমাও বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াছে। যুবতীর পিতা নিজস্ব অপর্যাপ্ত হওয়াতে এবং আদালতে তাহার কোন প্রতীকার করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কি হুজুরের বিষয়! উইরেপোর রোমান ক্যাথলিক ধর্ম মন্দিরের সহিত আত্মা বিগের নেভামেডির আত্মার বিলক্ষণ সৌন্দর্য আছে। আর যিনি কত পাত্রে আত্মা বিগের উন্নতিশীল নেভা নেভিগেরও ধর্ম মন্দিরে এইরূপ ধর্মাত্মার সকল প্রবেশ করিবে।

ইংলণ্ডের কতকগুলি মেডিকেল ছাত্র পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বাটীতে সংবাদ দিবার জন্য টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া বেধে কতকগুলি বালিকা (এদেশের যুবতী) টেলিগ্রাফের কার্য করিতেছে। যেখান উহারা চতুর্দিক হইতে উহাবিশ্বকে চুহন করিতে আরম্ভ করে, একজন কোরাণী ইহা দেখিতে পাইয়া পুলিশে সংবাদ দেন, কিন্তু বালিকারা বলিল ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয় নাই, এনিমিত্ত ছাত্রবিশ্বের নামে আর নালিশ হইল না। অসন্তুষ্ট হইলে কেন? উহাবিশ্বকে তাহার প্রাণের করে নাই। শুভ রোপীয় সভ্যতাকে ধন্য।

পারিসে এক একর আশ্চর্য বোম্বাস্ত পত্ৰ হইয়াছে, উদ্ভাতে কল দিলে ক্রিকৎ গারে উদ্ভব কালী হয়, এবং এই কালী বহু বিদ্যম পদ্য শুধু থাকে, এমন কি প্রতিদিন এক কর্ক করিয়া কণক লিখিলে ১০ বৎসর পর্যন্ত থাকিতে পারে। এতদিন লোকের এক কল্পনে অনেক দিন কাটিয়া ছিল এখন এক বোম্বাস্তে অনেক দিন কাটিবে।

২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার।

গতকালের গোয়েটে একটি মিনিট প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস সংগেব প্রত্যেক কমিশনের অধীনে এক একটি প্রথম শ্রেণীর এবং প্রত্যেক ডিগ্রিতে এক একটি কুস্তকার মর্দাল স্কুল স্থাপনের অভ্যর্থনা প্রকাশ করিয়াছেন। বিভাগীয় মর্দাল স্কুলে যদা শ্রেণীর দেশীয় স্কুলে শিক্ষা দিতে পারেন এবং কংগ্রেস সংগেব যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা দিতে পারেন এমন লোক সকল প্রস্তুত হইবে। ডিগ্রিই মর্দাল স্কুলে কেবল এই পেনোক্ত শিক্ষকবিশ্বকে শিক্ষা প্রদানী শিক্ষান হইবে। যে সকল সেকলে এক আছেন উহাবিশ্বকে এই স্কুলে একবার করিয়া বেরিত করিয়া লওয়া হইবে। ইহারো যত দিন এই স্কুলে বেরিত হইবেন তত দিন যেতন দিয়া প্রতিদিন রাখিয়া ইহাবিশ্বের পাঠশালার কার্য করান হইবে। ইহাবিশ্বকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে সকল বালক মর্দাল স্কুলে প্রবেশ করিয়া শিক্ষক হইবার জন্য চেষ্টা করিবে তাহাবিশ্বকেও কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা স্কুলের ছাত্রেরা বর্ষে বর্ষে মর্দাল স্কুলের এই ছাত্রবৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে। কোন মর্দাল স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না, কারণ কংগ্রেস এবং উক্ত শ্রেণীর স্কুলে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে তাহাবিশ্ব ইংরাজী স্কুলের ছেটে যত শিক্ষক হইতে পারিবে। ব্রিঙ্ক এবং ১. পরগণার জন্য দুই মর্দাল স্কুল হইবে। সমুদায় মর্দাল স্কুলের ব্যয় ১৮৭২—৭৩ অব্দের ব্যবসায়ী প্রায় ১০০০ মণেকা অর্থাৎ হইবে না। তবে এই মর্দাল স্কুলে যে ব্যয় হইবে তাহা দুই মর্দাল পাটনা টাকা ও কলিকাতার বর্তমান স্কুলগুলির ব্যয় কমাওয়া সম্ভাব্য হইবে। কেও অব ইতিয়া বলেন, দুই মর্দাল স্কুলের ব্যয় কমাওয়া যে এই দুই মর্দাল স্কুলের শোষণ করা হইবে এতটা খরচ মধ্যে অনায়াস, কিন্তু অন্যথা এদেশে যেন "স্কুল পেস" আছে এখনো তাহা নাই

বলিয়াই এইরূপ করিতে চাইতেছে। যাহা হউক, কাম্বোজ সাংঘের বাক'ল'দেশে আর কাহাকে যুদ্ধ ঘা'কিতে দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনিইহা উত্তর কোণের পরামর্শানুসারে কাজ করেন সোমপ্রকাশে।

গমের শুষ্ক কাম্বোজা বাওয়াতে ইংলণ্ডের সচিব এই বাবসারে উত্তমরূপে চলিবে বোধ হইতেছে। সে দিন করাচি হইতে এক জাহাজ গম লিবারপুলে যাত্রা, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে, তথাপি এ গম উত্তর পার্শ্বের ছিল না, ভাল গম পাঠাইলে আরো অধিক দরে বিক্রীত হইতে পারে।

লর্ড লরেঞ্জ ভারতবর্ষের রাজস্ব কমিশনার নিকটে যে সাক্ষ্য দেন তাহার এক স্থলে তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, বঙ্গদেশের জমিদারেরা যে প্রকৃত অধিকারীর ন্যায় প্রজাতির উত্তর যথেষ্ট ক্ষমতা চালন করেন, গবর্নমেন্ট তদ্বিষয়ে অসন্তোষ করিতে পারেন এমন একটি আইন নাই। লর্ড লরেঞ্জের এ আক্ষেপ অস্বাভাবিক নহে। জমিদারদিগের এই ক্ষমতা নিবন্ধন মহা অনিষ্ট ঘটিতেছে। জমিদারেরা জমীর কর বৃদ্ধি অথবা ভূমি ওতাপত্তর করবে এই আশঙ্কা থাক'তেই রক্তদ্রবের ভূমির প্রতি মারাত্মক না, মারা না জমিদারের তাহাদের এই ভূমির উর্বরতা সাধনে চেষ্টা কর না। রক্তদ্রব প্রাণধারণ করিয়া একটি জমিদার জমিকে বিলক্ষণ উর্বর করিয়া তুলিল, জমিদার লোভ সহরণ করিতে পারিলেন না, উহার কর বৃদ্ধি করিলেন, না হয় অন্য ভাবে প্রদান করিলেন, উভয়ের সমুদয় প্রায় পাও হইল, এমন অসম্ভব উচ্চাধিকার এমন করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? উহার মত'বের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। সামন্তাধীন বরাবর বলিয়া আসিতেছে, গবর্নমেন্ট যদি জমিদারগণকে মধ্যস্থতী রাখিয়া প্রজাতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি বন্ধন স্থাপন করেন, রক্তদ্রবের আন প্রবৃত্তির সহিত ভূমিও উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া অধিক পেরাম'নে লসা অর্থাৎ থাকে, তাহা হইলে গো'ও অসম্ভব উচ্চতর সাধিত হয়।

গো'র যে ৪০ জন ডাকিউড ত্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে পলাইয়া থাকে, ত্রিটিশ গবর্নমেন্ট উচ্চাধিকার সকলগুলিকে ধরিয়া গো'র গোঁড়'গিস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

পিরানির বলে, শুক্রবারের মেইলে রাজস্ব কমিশনার নিকটে সাক্ষ্য দানার্থী আর কয়েকজন এদেশীয় সাংঘের নাম যাইতেছে, কিন্তু উচ্চাধিকার সংখ্যা অল্প।

আগামী নামক এক প্রকার গাফী আছে, ইহারা সর্বদা বড় গাউ, পালিমালা গেজেট এই গাফী ভারতবর্ষে আনিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বেঞ্জি প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষে আছে ইহারা সর্ব বধে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু তাহাতে কি হইতেছে? আউড আকবর বলেন, সেদিন তুপালে আর একটি গো'ল'যোগ হইয়া গিয়াছে। রাজকন্যা মুলতান জিহান বেগমের সহিত আগের একজন অধিবাসীর বিবাহ এই গো'ল'যোগের মূল। গবর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি এজেন্ট কর্নেল ওয়াটসন সময়ে উপস্থিত হওয়াতে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

২রা আগষ্ট পর্যন্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী বুচ'বিহার টুটুয়াশ পাটনা এবং উচ্চাধিকার কোম কোম স্থানান্তরিত আর সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রচুরও অধিক হইয়াছে, নদী সকল প্রাবৃত্ত হইয়া কতক ক্ষতিও করিয়াছে। সাধারণতঃ শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়। বর্ষা'মে জ্বর এবং ব'কু'ড ওলাউঠা এখনও চলিতেছে। শিরদাগরে পাশ-পাড়া র'হিয়াছে কিন্তু মওগীর পাশপাড়ার শান্তি হইয়াছে। এবারের বর্ষা অনেক স্থানের নদী প্রাবৃত্ত হইয়াছে।

বিজীগেজেট বলেন রাজ্যের অন্তর্গত কাম্বোজ রাজ্য পুত্রের বিবাহোপলক্ষে জমিদারদিগের নিকট হইতে এত ট'কা লইতেছেন যে জমিদারেরা কাম্বোজ পারিত্যাগ করিয়া ত্রিটিশ রাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছেন। কিন্তু ট'কা সংগ্রহ করা হইতেছে নিম্নলিখিত বিবরণী দেখিলে তাহা অসম্ভব'সে বোঝা যায়। পুনর নামক একটি

পরগণা আছে, ইহাতে ৩ শত বর লোকের বাস, ইহা হইতে ২১ হাজার ট'কা লওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশের জমিদারগণ দেখুন, উচ্চাধিকার প্রজাতির নিকট হইতে যে সকল অসম্ভব বা'ব লব গবর্নমেন্ট যদি উচ্চাধিকার নিকট হইতে সেটরূপে লইতেন উচ্চাধিকার সঙ্কট হইতেন।

২১ এপ্রিল শুক্রবার।

কুম্ভাউনের চ'বাগ'নে পুনরার পক্ষপাল আসিয়াছিল। উচ্চাধিকার একটা ক্ষেত্রে বসিয়া ছিল, চ'র পাতি বাওয়াতে বহুসংখ্য মরিয়া গিয়াছে।

ভূতপূর্ব মহারাজ মানসিংহের পৌত্র প্রতাপ নারায়ণ সিংহ উচ্চাধিকার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য মালিশ করেন, কাম্বোজের দেপুটী কমিশনার যতদূর ডিস মিস করিয়াছেন। বিবরণীর মূল্য ৩২ লক্ষ টাকা।

কুম্ভাউর ই'ওয়া এক শত বর্নমোহর অর্থাৎ ১৬০০ টাকা মূল্যের একটি বর্নমোহর বিবরণ লিখিয়াছেন। মুরাটী বরজীবের সম'য়ের। ইহার সাগ ৪ ইঞ্চ এবং ব্যাস ১ ইঞ্চ হইবে। এটা অজিও মু'কনের ন্যায় রহিয়াছে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিতেছে, তাজতা র'জু'র সময়ের বেরণা সখ্য'ন গাও হইয়াছেন জমিদারতারা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য প্রকাশ করিয়াছেন। এসময় জমিদার সঙ্কট থাকিলেই ভাল।

পিরানির বলে, হোলকরের রাজা ইচ্ছা'রে যে কাণ্ডের কল করিয়াছেন উচ্চাধিকার কাহা উত্তমরূপে চলিতেছে। উচ্চাধিকার উত্তম উত্তম কাণ্ড প্রস্তুত হইয়া অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। লে'কেও অগ্রাহ্য সহকারে জয় করিতেছে। হোলকরের এই অনুষ্ঠানটী এদেশের একটি প্রকৃত উন্নতি।

বিজীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদনাতা লিখিয়াছেন, লালপুরার সর্দার মরোজ খাঁ শিন'ওয়ারিসদিগকে দুই পরিত্যক্ত করিয়া তাহা'বের ওটা দুর্গাধিকার করিয়াছেন। জমিদার হইতে অসম্ভব সঙ্কট হইয়া তাহ'কে এক

খেলাত কতকগুলি ইমনা ও চুচী কামান পাঠাইয়াছেন।

২১ এপ্রিল শনিবার।

অন্য আশ্রয় একটা শোচনীয় সংস্কার পাঠকগণের গোঁচর করিতেছি, গত দুইবার বাবু কিশোরচাঁদ মিত্র বেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি পূর্বেকার হিন্দু কালোজের এক জন বিখ্যাত উত্তীর্ণ ছাত্র ছিলেন। ইনি সেমন সাংবাদিক ছিলেন তেমন উচ্চ উচ্চ পদ লাভও করিয়াছিলেন। কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, পরে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ খেঁচি আদালতের জজ হইলে ইনি মেট্রোপলিটন জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। ইহার লিখিতব্যও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, যখন বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল রেকর্ডার মামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন কিশোরি বাবু উহাতে প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে হিউব সাহেব ইণ্ডিয়ান ক্লিন্ড নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা পরিভ্রাণ করিলে ইনি সেই তার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে ইনি প্রাইমি কলিকাতা রিবিউ পত্রে লিখিতেন। এই সকল মত প্রণয়ন ও ইহার একটি প্রধান দায় ছিল, সেদ না থাকিলে বোধ হয় আর্থিক অসুবিধাগে উহার স্বকল সূত্রে অন্য শোক করিতে হইত না।

বেঙ্গলি পাঠে অসমর্থ হওয়া গেল প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের আইনাদর্শক বাবু শ্যামাচরণ সরকার মুসলমান আইনের বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করবার জন্য তাহাকে উক্ত পদে আর এক বৎসর রাখা হয় এ নিষিদ্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ল্যাবিয়ার্সের সভ্যকে অনুমোদন করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালোজের আইন বিভাগের ছাত্রগণ শ্যামাচরণ বাবুর উপদেশ গ্রহণে এত অনুরক্ত যে শ্যামাচরণ বাবু গিয়া আর এক জন জুনিয়র অধ্যাপক আসিবেন এই জনরব শুনিয়া অধিকাংশ ছাত্র শ্যামাচরণ বাবুকে তাহার নিজের বাড়িতে একটি শ্রোণী পুলিসের জন্য জিব করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুকে আর এক বৎসরের জন্য রাখা হয় আইনবিদের একান্ত ইচ্ছা।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্নমেন্টের কাগজ

বিক্রীত হইতেছে—

৪ টাকা দিবা	১০৪৪—১০৪৪✓
৪ " কোং	১০৪৫—১০৪৫✓
৪ " "	১০৭০—১০৭০
৪ " "	১০৮৫—১০৮৫
৪ " "	১১১৪—১১১৪✓

ইউরোপীয় সন্নাচার।

লণ্ডন ৩১ এপ্রিল—ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং ডিক্টেটের দ্বারা কমিয়া শতকরা ৩৪ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং অন্য ২.৩০০০০ এবং গত কলা ৬.০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

সার্কিমির রাজার তথ্যনক পীড়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এপ্রিল—আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত পারলিয়ামেন্ট মহা সভার কার্য স্থগিত আছে।

ডন কারলস বিস্তে উপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

সিবিবির বিস্ত্রোহীরা পিটোলিয়াম ইতাল দ্বারা বৃহদাঙ্গ আক্রমণ করিয়াছে।

ককিরাপ হইখানি রণতরির সহিত আলমিরিয়া উপস্থিত হইয়া নগরে গোলা বর্ষণ আক্রমণ করিয়াছে।

কমলবাগী ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত বিবরণের অনুমোদন করিয়াছেন।

উইগানে একটি বেলগ্রে হুঘটনা হইয়া ১৪ জন হত হন। ইহার মধ্যে গুরুজন একজন ছিলেন।

জর্জিয় সৈন্যগণ নাপি হইতে প্রস্থান করিতেছে।

লণ্ডন ২রা আগস্ট—কমলবাগীতে জালা টার হুপ সাহেব রাজস্বের তত্ত্বাবধান বিষয়ে মোহাযোগ করেন। লো সাহেব বলিয়াছেন, একজন অবধি জুশখলা স্থাপিত হইবে, আর কোন মোলযোগ হইবে না।

এডিনবরগ ডিক্টেটের বার্ষিক কৃতি বৃত্তি যে প্রস্তাব হয় তাহাতে আপত্তি হইয়াছে।

লণ্ডন ২রা আগস্ট—১মরা বাজীতে গ্রান্ট ডক সাহেব ডায়মন্ডের আর বার রত্নও অর্জন করিয়াছেন। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে পুনরায় তনকম টাকার স্থাপিত হইবে কিনা তাহা তৎক্ষণে সংশয় করিয়াছেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে কয়েকটি রত্নও হই

য়েছে দেখিয়া তিনি রাজস্বের ভাণ্ডার অবস্থা ভাল হইবে এই সম্ভাবনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে যে সংবাদ গিয়াছে তাহাতে লোকের এই সম্ভাবনা জন্মিয়াছে, লাড নবকৃষ্ণের পর সংক্রান্ত নানা প্রকার আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কোন করতীর বিষয় তাহা তিনি স্থির করিয়া বলেন নাই। সৈনিক বর আরো কমবে তাহার এ আশা বিলক্ষণ ছিল। পণ্ডিত সানীর কর নিবন্ধন যে সকল পীড়ন হয় তৎক্ষণে ডিপেট সাহেব যে প্রস্তাব করেন তাহার আলোচনা হয়। তিনি সানীর প্রেসিডেন্সি কমিশনার হইয়া উহাকে প্রধান বর্তৃগণের অধীন করিতে এবং অধিক সংখ্যা এদেশীয় কন্সাল্টে মিস্ত্রিগণের পরামর্শ দেন। অন্যায় অনেক সভা আরো মিথবাসিতা ও ব্যর্থ সংক্ষেপের পরামর্শ দেন।

সার্কিমির রাজা অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন।

মডারড ১লা আগস্ট—রোবলকান সৈন্যগণ সিবিবির অধিকার করিয়াছে। বোহেমী রণতরির সকল আলমিরিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। কার্বেজের ১ নং নিরোহী আলিকার্টার রিক্সে যাত্রা করিয়াছে। আর একটি রণতরির কেড জের বোহেমীসহরের সহিত যোগ দিয়াছে। ইংল্যান্ড ব্যালেনগদার গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। ৩ শহর বালেষ্ট কালডাদমসুই আক্রমণ করে। কিন্তু কুতকাই হইতে পারে নাই।

লণ্ডন ৩ই আগস্ট—ডেনমার্কের রাজপুত্রী খাইরার সহিত প্রিন্স আর্থারের বিবাহ বন্ধন স্থির হইয়াছে।

সর বার্টল কিয়ার ডিবিংকালিলের একজন সভ্য হইয়াছেন।

ব্যাংকোমাল্লার এখনও মুক্ত হইয়া নাই।

বিস্ত্রোহীসহরের রণতরির কাছের জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। সেনাপল অসুস্থ পাদকি গ করিয়া উীরে উত্তীর্ণ হয়। ইংল্যান্ডসহরের সেনাপতিক বলা হইয়াছে তিনি যেন প্রিন্স প্রিন্সের রক্ষার জন্য এ বিষয়ে তত্ত্বক্ষেপ না করেন। ফান্স কোমি পক্ষে কিছু করিতেছেন না।

লণ্ডন ৫ই আগস্ট—গার্মেন ওলফস্টোন বড় প্রারম্ভ হইয়াছে।

শ্মেন হইতে টে সন্ধান আ সম্ভাব্য গার্মেন এবং কোডজ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এতদ্বারা মিয়ার নিয়োগের শর্ত হইয়াছে।

বিস্ত্রোহী রণতরির সকল মনোযোগে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা হইতে আশঙ্কিত হইয়া তাহা নাতে পলায়ন করিয়াছে। সেনাপতি বালক

তবে নিরপেক্ষ সম্পাদক নামে কখনই পরিচিত হইতে পারিবেন না। আপনি যে লিখিয়াছেন, “কোনৈ বৈষ্য উপনীত এহণ করেন, কেহ করেন না।” সে লক্ষণ সের দ্বারা বিবাহক্রমে ঘটিলে, তাঁহারা তির ত্রোণী, দুতরাং দ্বাদী পুত্রও হইতে পারেন, কিংবা আচার্য্যই হওয়ায় আচার্য্যের ত্রোণী হইতে নিঃসারিত হইয়াছেন। এদেশের কেহ কেহ যে উপনীত এহণ করেন না, সে কেবল নাস্তিকতার জন্য, অনেক আশ্রয়ও এতদুপায়েই হয়।

বৈষ্যজাতির মূল স্থির নাই, ইহা যে হরিবাহুর উক্ত বা মর্দ্যশাস্ত্রের কোন বচন দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সকল মর্দ্য শাস্ত্রেই আশ্রয়ের দ্বারা যে বৈষ্য হইতে বৈষ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় আছে। তবে কোন মতে বা আশ্রয়ের অজুয়ার বৈষ্যের গর্ভে কোন মতে বা আশ্রয়ের উত্তরে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে বৈষ্য জাতির উৎপত্তি নির্মিত আছে। এই বিভিন্নতা কল্পান্তর ভেদে (১) তাহিলেই সকল শাস্ত্রের মর্দ্যাদি রক্ষা হয়। তাহাতে বৈষ্যজাতির মূলের স্থিরতার প্রতি সন্দেহান হওয়া অবশ্যই ব্যক্তির নিজস্ব অন্তর্ভুক্ততা প্রকাশ।

বৈষ্যজাতি যে কার্যের সেবা তাহা ত আপনাদের কার্য পক্ষপাতিনী লেখনী হইতেই নির্গত হইয়াছে, ভবিষ্যে

(১) হরমোহন বাবু আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানি প্রকাশিত হইল বলিয়া সেখানি অপ্রকাশিত হইল। হারীত বৈষ্যজাতিতে যে পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অমূল্যম প্রদানীর বিরুদ্ধ। আমরা স্পষ্টাক্ষরে গতবারে এই বিবোধ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সংশয় জন্মিত কোন কথা নাই। তবে যে পত্রের ক্রম দিগন্ত খের সংশয় জন্মিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারলাম না। যাহা হউক, আমরা হরমোহন বাবুকে অনুশ্রবণ করি, তিনি যুগে যুগে পত্রের ওর অংশটুকু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তাহা হইলে বৈষ্য জাতির মূল স্থা নাহে কি না, তিনি নিঃসন্দেহ জ্ঞানে বুঝিতে পারিবেন। স।

অধিক লেখা নিম্নরোজন, সকল মর্দ্য শাস্ত্রেই ইহার ত্রুটি ত্রুটি অমাণ আছে।

কার্য জাতি করণ হইলেও শূত্র। যদিও অমূল্যমজাত সন্তানের মাতৃজাত্য পক্ষা উৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা শূত্রগর্ভ সন্তত সন্তানের পক্ষে নহে, যেহেতু আশ্রয়ের শূত্র বিবাহ মর্দ্যশাস্ত্রের অনতিমত, যতু কহিয়াছেন—

“ন আশ্রয়শূত্রিয়ো রাপবাণি কিত্তিত্তোঃ কশ্মিৎশিবাণি বৃত্তান্তে শূত্রা ভাষ্যোপনিষাতে বৈষ্যজাতিস্ত্রিয়ং মোহানুব্রজ্যো বিজাতয়ঃ। কুলান্যেব নরস্ত্যস্ত সন্তানানি শূত্রতঃ।”

আপরাধ হইলেও আশ্রয় এবং ক্রিয়ের শূত্রা ভাষ্য এহণ কোনমতে উচিত নহে, যোহ তেতু আশ্রয় ক্রিয় বৈষ্য। মুচ্ছাভিযুক্ত ও বৈষ্য প্রভৃতি বৈষ্য জাতি স্ত্রী অর্থাৎ শূত্রা বিবাহ করিলে শীত্র সন্তান সহিত কুল শূত্রতা পায়। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন—

“বহুভ্যতে বিজাতীনাম্ শূত্রা বারোণ সংগ্রহঃ নৈতদন মতং যস্মাৎ জাত্যা জায়তে স্বয়ং।”

আশ্রয় প্রভৃতি বিলম্ব ভাগীর শূত্রা ভাষ্য এহণ বাহা কথিত হইয়াছে, তাহা আমরা মত নহে, যেহেতু তাহাতে অস্বাভাবিক। এই সকল বচনে মূল্যট জানা যায়, বিজাতির শূত্রা বিবাহ শাস্ত্রকার দিগের অনতিমত। তবে যে মূখ্য মধ্য কার্যের উচ্চাশা সম্পদ হইয়া দ্বীপ জুরতীর চিত্র দর্শন, তাহা কেবল অধাৰ্মিকতা প্রকাশ মাত্র। উল্লস সংহিতার কার্য শাস্ত্রের ব্যাপ্তি স্থলে লিখিত আছে—

“কাকাজ্ঞান্যং যমৎ
ক্রৌর্ব্যং স্বপ্তেরথ কস্তবৎ।
আদ্যাকরাণি সংগ্রহ্য
কার্য ইতি কীৰ্ত্তিতঃ।”

তাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন না, যে অলেখনীতেই সন্তত শূত্র পরিচিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে।

“শর্যবদ্ব্যজ্ঞস্যাস্তঃ
বর্ষেতি ক্রম সংযুতঃ।

গুণ দাসাঙ্ককনাম প্রসত্তং
বৈষ্য শূত্রয়োঃ।”

আশ্রয়ের মর্দ্য, ক্রিয়ের মর্দ্য বৈষ্য। গুণ শূত্রের দাস উপাধি। কার্যের সন্তত দেবদাস প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন।

সম্পাদক মহাশয়! শূত্রের কি মর্দ্য শাস্ত্র সম্পর্কের অধিকার আছে? কোন শূত্রের বশীভূত হইয়া রামদাস বাবুকে এবিষয়ের স্থিরতা করিতে বলিয়াছেন? শূত্রের দ্বারা মর্দ্যশাস্ত্রের ব্যবস্থা এহণ কি সামান্য লজ্জা কর! এই কি আপনাদের সম্মুখের বা বিষ্ণু শাস্ত্রজ্ঞতার কর্ম?

হরিবাহুর প্রতি মিনেদন তিনি যে কোন শূত্রের কথা কথ্য না করেন, এটি শ্রবণ রাখিবেন যে “নীচ যদি উচ্চ ভালে মূর্খ উড়ার হানে।”

উপসংহার স্থলে সম্পাদক মহাশয়ের মিকট মনিয়ে প্রার্থনা এই পত্রখানি পত্রিক বেষে প্রকাশিত করিয়া সম্মুখের পরিচয় প্রদান ও আমাকে বাধিত করিবেন।

ক'চড়াপাড়া
১১ এপ্রিল
১৯৮০

বসন্ত

শ্রীযুগেন্দ্রকুমার রায়।

সম্পাদক মহাশয়! ভারতবর্ষীয় সুল সমূহে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত শ্রীযুক্ত ভক্তর মর্দ্য সাহেবের এই প্রতিপ্রাণ আপনকার ৭৪ আশ্রয়ের সোমপ্রকাশ পত্রের সহায়তায় লিখিত হইয়াছে, উহা যে সবিত প্রায় তাহা সঙ্গীত বিহার প্রতি বিবেচন শূত্র। কস্তবিন্য মাজেই আঁকার করেন, গরুত সেই সমস্ত প্রায়ের উপর আপনাদের কটাক্ষ পাত বৈধিলাস, লিখিত হইয়াছে “সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেই যে কিছু লেখা পড়া হইতেছিল তাহাতে অলাগলি হইবে” এ কি কথা! এ কি আপনাদের অপক্ষপাতিনী ও মূল্যমূল্য এমনি এবং ন্যায়পরায়ণ লেখনী হইতে বহিষ্ঠিত হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গীত শিক্ষা করিলে অধঃপাতে যায় এ কথাটা এতদেশীয় কুলংকারাধিষ্ট শ্রবির দলই কহিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মতেই কি

আপনকার অনুগ্রহে ইহা শুদ্ধ করিতে
আমার বোধ হয় না, তবে যদিই আমরা
গের বেশেব সৌভাগ্য নিবন্ধন এই মন্তই
আপনার দাঁড়াইয়া থাকে বলিতে পারি না।
তাঁহা হইলে কিছু মতান্তরের নিকটে নিম্ন-
লিখিত কএকটি প্রস্তাৱ পাঠাইতে হইল, বিরক্ত
হইবেন না। কেনই বা হইবেন সাধারণের
সংস্কারগোবিন্দ করা সম্পাদকীর ভারের
অন্যতর এবং বধোপযুক্ত বিষয়ে সকলকে
সুপারিশ প্রদান করেন বলিয়াই সম্পাদক-
গণ এত গৌরবান্বিত। অন্তঃকরণ সাহস করিয়া
কএকটি সামান্য প্রস্তাৱ নিম্নে প্রদর্শিত হই-
তেছে একবার দর্শন করিবেন।

প্রস্তাৱ।

সঙ্গীত শিক্ষার সহিত লেখা পড়ায়
জলাঞ্জলি দিবার নিয়ত সম্বন্ধ আছে? (১)

করত মজিনাথ দামোদর এডভোকেট কি
বিদ্যালয়িকার অভাব ছিল?

আমাদিগের আরাধ্য দেবতা সরস্বতী
দেবীর হস্তে কি বীণা ও পুস্তক অবিরোধে
পোড়িত নহে?

সঙ্গীতের কি কি বোধ আছে?

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে কি
সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয় না? যদি হয়
তবে তথায় কিরূপ বিদ্যালয়িকা হইতেছে?
মহাশয় এই কএকটি মাত্র প্রশ্নের এতাদূত
আপনকার নিকটে আপাততঃ প্রত্যাশা
করি সন্তোষহানে আমি'র কুসংস্কার অপসারণ
করেন সন্নিহিত ইহাই আমার প্রার্থনা।

১০ ই জীবন } কসাবিৎ
১২৮০ } সোমপ্রকাশ পাঠকসমিতি।

(১) বাঙ্গালী দেশের বালকরা অম ও ক্রেশ
সঙ্গীত নয়। ইংল্যান্ডের মন প্রভাবতঃ আমোদে
মগ্ন। যাহাতে আমোদ আছে, এমন বিষয়
পাইলে ইংল্যান্ডে যেমন কল্লোজ্ঞ হয়,
অন্য-ব্যপ্তে তেমন হয় না। আমরা দেখি
হাতি এদেশে নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে অনেক বালক
উৎসাহ করিতে। পত্রপ্রেরক কি বলিতে
পারেন এদেশের অধিকসংখ্য যুবক ইংল্যান্ডী
সাহিত্যে না দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যাপন? ইউ
রোপ খণ্ডের সহিত বাঙ্গালী দেশের তুলনা হয়
না। আমরা অনিষ্ট হইতে দেখিয়াছি, এই কারণ
দেই সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিবাদ করিয়াছি
লাম: স।

নদীরার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ১ লা আগষ্ট।

স্থানের নাম সর্বকর্ম্মতি জল
ফীট ইঞ্চ

মোহানার জলরাশপুত্রের নীচে ১০ ৬
তথা হইতে গড়িরার উপর টউয়ার
মোহানার ১২ মাইলের মধ্যে ১০
তথা হইতে জঙ্গিপুত্র
৭৪ মাইলের মধ্যে ১৪ ৬
জঙ্গিপুত্র হইতে বহরমপুর
৪৭ মাইলের মধ্যে ১১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া
৪০ মাইলের মধ্যে ১৪ ৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া
৪৬ মাইলের মধ্যে ২৬ ৬
মাতাভাঙ্গা নদীর জলের মাপ।

গঙ্গার মোহানার ১০ ৩
তথা হইতে তাতার পাড়া ১০ ৩
তথা হইতে বাট বোয়ালিয়া ১১ ৬
তথা হইতে কাট ১ নং ১৪
তথা হইতে বোলমারি ১৩
তথা হইতে আলিকদহ ১৫
তথা হইতে কুটপুত্র ১৫ ৬

সন ১৮৭০ সালের ৪ ঠা আগষ্ট বহরমপুর
গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ
২৪ ৭১

বহরমপুর } জি. জি. সি. ই. উইজ্ঞ একজি
৪ ঠা আগষ্ট } কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
১৮৭০ } লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সমুদায়
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জি. জি. সি. ই. উইজ্ঞ একজি

রসভা ১০

" " হরিনাথ দাস—কলকাতা ১০

" " কৃষ্ণবিহারীলাল সিংহ—উধরা ১০

" " চন্দ্রকুমার মিত্র মুন্সেফ

জি. জি. সি. ই. উইজ্ঞ একজি ১০

" " লোহারাম শিরোস্ত

বহরমপুর ১০

জি. জি. সি. ই. উইজ্ঞ একজি

কলকাতা ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্ষিক ২৫ টাকা, মকদ্দমে মাসুল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্ষিক ২৫ টাকা। ছয়
মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। নোট, হুতি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
কিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিস্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাকারে
লিখিয়া জি. জি. সি. ই. উইজ্ঞ একজি
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাংলাধিগের সূতন মূল্য দিবার সময় নকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোদ্লেখ করিয়া তাঁহা-
রিক্রেত প্রেরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
নীচ পাইব।

বাঁকরা মাথুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৬০ ছই আনা তাহার পর ১০
সেড আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত খতত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ণ
সোণাপুর ডাকঘরের দক্ষিণ চাকড়িপোড়ায়
জি. জি. সি. ই. উইজ্ঞ একজি
এতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৪০ সংখ্যা।

“প্রবর্তনা প্রক্রতিস্থিত্যে পার্থিবঃ সুরক্ষণী অনিমিত্তী ন হৌবনা।”

অগ্রিম বার্ষিক দুলা ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা।

নং ১২৮০। ৩রা ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ১৮ ই আগষ্ট।

মকবলে মাহুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) দুলা টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কর্মধারিণি।

চকরীঘর দাতব্য চিকিৎসালয়ের হেড
কম্পাউণ্ডরের পর পুন্ম আছে। প্রার্থীর
বাৎসরিক জ্ঞানের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যিক।
খিনি অনাত্ত কিছুদিন কর্ম করিয়াছেন ও
কর্মক্ষেত্রে ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে
পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আবেদনীয়।
বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত
হইলে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে। আবেদন
সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যিক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী

ক্রিয়োগোষ্ঠনাথ রায়

ম্যানেজার

চকরীঘর

—০—

বিজ্ঞাপন প্রস্তুত।

য়েসুন অএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ডিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয়
পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং আলো অতি
উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে
কল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা
অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি
সংলগ্নে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায়
অগ্নিয়া উঠে না; হুতরাং ইহাতে কোন বিপ
দের আশঙ্কা নাই। এ গ্যালনপূর্ণ কানেস্তার
মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যস্থিত তৈল—এই তৈল
বর্ণহীন ও অতিশয় পরিষ্কার।

আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক
কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংলগ্নে অগ্নি
না। বিশেষ ইহা যে কেবল আলোইবার পক্ষে
সহ্য এবং কার্যকর একমাত্র নয়, ইহা ভিন্ন
গৌরব ইলুমিনাট প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে
রক্ষা করিবার যেহেতু উপযোগী একমাত্র আর
কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৬০/০ আনা
করিয়া গ্যালন।

কলিকাতা

সাইব টুট

৮১ নং বাটী

ওরাইজম্যান মিচেল রিড
কোম্পানি

—০—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

এই এজেন্সীর কার্য একান্তরূপে
বিশ্রুতি বৎসরের অধিক চলিয়া আসিতেছে,
কিন্তু মধ্যে সিপাহিবিক্রোলের পর উহার
কার্য সংক্ষেপরূপে চলিতেছিল, সম্প্রতি
উহা বাহ্যিকরূপে প্রচার করিবার জন্য তিন
প্রকার নিঃসারি নির্ভারিত ও স্বতন্ত্র কার্য-
কম ব্যক্তি সকল নিয়োজিত হইয়াছে, ভরসা
করি এখন উহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ
উপকার দর্শিতে পারিবেক। মোড়ার,
দালান এবং আভরণাদিগের যে সমস্ত
কার্য তাহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা অল্পরূপে
অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবেক, অর্থাৎ
ব্যবসায়ের নিমিত্ত কিবা কাহার নিজ প্রয়ো
জনের জন্য অল্প বিস্তার সকল প্রকার জরুরি
কর বিক্রয় করা মাথলা মকদ্দমার তার
প্রেরণ করা কোন কিছু প্রস্তুত করা কোন
কিছুরকা করা এবং টাকা দেমা পাওনার
কারবার প্রভৃতি দ্বারা যে কোন কার্যের

আবশ্যক হইবেক, তাহারা যখন উপস্থিত
থাকিবেক তখনে কার্য নির্বাহ করিবেক
এই এজেন্সী কর্তৃক সেইএক হইবেক এবং
প্রতিনিধি দ্বারা যে যে কার্য নির্বাহ হওয়া
সম্ভব সে সমস্তও এজেন্সী কর্তৃক নির্বাহ
হইবেক। ইহার নিঃসারিত বিবরণ ও নিয়-
মাবলী মুদ্রিত হইয়া এজেন্সী কাফিসে প্রস্তুত
আছে, আবশ্যক হইলে পাওয়া যাইতে
পারে।

সকল প্রকার জরুরি চলিত বাজার
দরের তালিকা অতি সজ্ঞা হইয়া
এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত হয়, বাহার মূল্য
প্রতি বৎ ৬/০ এজেন্সীর গ্রাহকগণকে উহা
বিদ্যা মূল্যে দেওয়া যায়।

যদবধি উক্ত এজেন্সীর কার্যালয়ের
কার্য পূর্বক স্থান নির্দিষ্ট না হয় তদবধি
গুপ্ত যন্ত্র নির্ভারকালেন ২৪ নং ভবনে
উহার কার্য চলিবে। আপাততঃ পত্রাদি
এই স্থানেই কর্মাধ্যক্ষের নামে লিখিতে
হইবেক।

এজেন্সী কাফিস
গুপ্ত যন্ত্র ২৪ নং
মিজ ফলেন
১ লা আগষ্ট
১৮৭৩।

শ্রীঅতরচরণ গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ।

—০—

ইশতেহারনামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী
কালেক্টরি এমলাথ জিহুস্ত মেং উই-
লিয়ম হেসাম সাহেব একটীং রেল-
ওয়ে ডেপুটীকালেক্টর।

এতদ্বারা কর্মসাধারণকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত ইষ্ট

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে নাইনের উত্তর পাশস্থিত বিঃ ক্রাশের চুনাপিণ্ড ১৭০০০০/০ বিঘা জমি বাহা ইউইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্পত্তি পরিচালনা করিয়াছেন এই জমির ত্রিগুণ সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতাদারের লিখিত নিয়ম অনুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১ জা সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে এবং তৎপরে মোকাম সিদ্ধিয়ার অম্বদের কাছারিতে নীলামে বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমি নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের তিন অংশ অপেক্ষা বেশী জমি বর্জ্যানে আবাদ হইতেছে। অবশিষ্টাংশ বর্জ্য করিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

রেলওয়ের ধারের জমি, এই জমিত্যকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় কৃষিগণ লন সন জোত করে এবং নিজের নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

তারিখ ৭ই আগষ্ট
সন ১৮৭৩

—o—

ইশতেহারনামা কাছারি রেলওয়ে ডিপুটী কালেক্টরি এসলাফ ত্রিগুণ মেট্রি লিফটবেলম সাহেব একটীং রেল ওয়ে ডিপুটী কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্গসাধারণকে জ্ঞাত করা বাই হেছে যে ইউইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাইনের উত্তর পাশের ইতক বর্জ্যমান নাং রানী গঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বিঃ ক্রাশের চুনাপিণ্ড ৩৪০/০ বিঘা জমি বাহা ইউইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্পত্তি পরিচালনা করিয়াছেন এই পরিচালনা জমির ত্রিগুণ সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে সন ১৮৭৩ সালের ৪ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালা সন ১২৮০ সালের ২১ ভাদ্র শুক্লাবর এবং তৎপরে মোকাম সিদ্ধিয়ার অম্বদের কাছারিতে নীলামে বিক্রয় হইবেক।

এই জমির তিন অংশের দুই অংশ অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার

সামিল মূল্যবান জমি আছে। অবশিষ্টাংশ সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

এই সকল জমি রেলওয়ের ধারের জমি, কৃষিগণ ত্যকার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমায় জোত করে এবং এই জমি নিজের নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

আর আর বিদ্যর অম্বদের নিকট এই আপীনে জানিতে পারিবেক।

৯ আগষ্ট
সন ১৮৭৩

ত্রিগুণ বাবু গজাধরদেব ব্রহ্মোপাধ্যায় এন্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ৪০।

এই দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ১০/০ একজে লটলে ১৮, ডাক মাহুল ১০/০ মাত্র। ১২০ বার্নি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাহুল ১/০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০ আনা, ৫ক প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁকারা উত্তি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লট গাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া বাইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন কর তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বঙ্গচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক মাহুল ৪০, আমার নিকট প্রাপ্য।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৬ জুর্নালস কর মহাশয়ের কৃত মেট্রিয়ার মেডিকা অর্থাৎ তৈমজ্য রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০ এই কৃত ভিনযক্ষু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০।

ডাক্তার ত্রিগুণ বাবু কানীচন্দ্র শুভ

মহাশয়ের কৃত হৃদয় সার্জারি অর্থাৎ কৃত চিকিৎসা এতিমুর্জি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল প্যাকিং খরচ ৫০। বাবু কেশব নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিতের অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল ০।

বাবু রজনীকান্ত শুভ কর্তৃক প্রণীত জরদেব চরিত্র অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জরদেব গাঙ্গামীর জীবন বৃত্তান্ত মূল্য ১০/০ ডাকমাহুল ০ আনা মাত্র আমার নিকট প্রাপ্য।

মালবাজার বিন্দু } শ্রীভক্তদাস চট্টোপাধ্যায়
হট্টেণ কলকাতা }

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

বর্জ কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার দ্রব্য আবশ্যক কর আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শুদ্ধরূপে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেল ওয়া গলার নির্মিত মহামারি পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইকন জব্বান ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেক্সিকোতে মসাইংগের নিমিত্ত চকুলেপ টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্ট্রেক।

বাটীর রফতানী ও অসামান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুতি নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেক।

কলকাতা

৭৭২ হেক্টিস হীট } বরন এণ্ড কোং।

—o—

এতদ্বারা সর্গসাধারণকে জ্ঞাত করা বাইতেছে যে নিম্নলিখিত কলিকাতাস্থিত ইমারত আদিত মাল মশলা, বাতা গবর্নমেন্ট বস্ত্র সন ১৮৭০ সালের জুনি প্রথম বিধরক ১০ আইনের বিধানমতে জর করা হইয়াছে,

বিক্রয় করা হইবেক। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ
নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে
পাইতে পারিবেন ।

বালারামা টুট	৫ নং বাটী	কিরদংশ
ঐ ঐ	৪৩ নং বাটী	সমস্ত
কালীপ্রসাদ দত্তের টুট	৫৭ নং বাটী	সমস্ত
ঐ ঐ	৪২ নং বাটী	ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের টুট	৯ নং বাটী	কিরদংশ
ঐ ঐ	১০/১১ নং বাটীর	ঐ
ঐ ঐ	১২ নং বাটী	ঐ
রাজা নবকৃষ্ণের টুট	১৯ নং বাটীর	কিরদংশ
ঐ ঐ	৪২ নং বাটী	ঐ
ঐ ঐ	৪০ নং বাটী	ঐ
রাজা কালীকৃষ্ণের লেন	১ নং বাটী	সমস্ত
ঐ ঐ	২ নং বাটী	ঐ
ঐ ঐ	৩ নং বাটীর	কিরদংশ
ঐ ঐ	১১ নং বাটী	ঐ
ঐ ঐ	১৮ নং বাটী	ঐ
ঐ ঐ	১১ নং বাটী	সমস্ত

নিম্ন ডালিউ, এড, ভারবার একোএর
সিভিল সার্ভিস

কলিকাতা সভা । } সম ১৮৭০ সালের ১০
বাজার রাজা } অষ্টম মতে কলিকাতা
কালীকৃষ্ণের লেনে } টাউনের ভূমি প্রাপ্ত
২০ নং বাটীতে } ব্যবসায়িক কান্ট্রিমাছের

—০—

বজ্রভাষণ ।

ক্রিমিক্যাল মেডিসিন্ এণ্ড্

ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস্

অব ডিস্ক্রিজ্

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব ।

ডাক্তার যত্নাথ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছ ১০ আনা। উহার বাজাই অতি
পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার এককর্তার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
হোলে জীপুজ বাবু গুরুবাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক ।

১। গৃহবিদ্যারই জাতব্য বাজী-নিকা
ছই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২) ডাকমাছ
১/০ উক্ত ছই টিকানার পাওয়া যায়। গার্ভি-
নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না,
নিরাপদে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু
জন্মিষ্ট হওয়া অবধি ছই বৎসর পর্য্যন্ত
তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ক-
লক্ষণ ও তাহাদিগের করকটী শূকরতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধ
কের ব্যানোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্থাব
নিবারণোপায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতব্য বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনমূলে অতি সরল ভাষায়
ভাষার লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার অর্থাৎ বিমুচিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতলিখিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।
৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ন্যাল অর্থাৎ
চিকিৎসা দর্শন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাছ মনেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (৪ টানি)

১০/০

৬। কুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী

১/১০

এতদ্ব্যতির ডাকমাছ এক আনা।

উক্ত ছই টিকানার পাওয়া যায়।

কলিকাতা

হিন্দু-হোলে } জীওরদাস চট্টোপাধ্যায় ।

—০—

বালারা শঙ্কর ভাষার দ্বারা প্রচার, সমাজ
এবং বাঙ্গালা ও উৎসাহী অর্থ বিশিষ্ট এক
খানি অভিধান রচনা আট পেজি ফর্মার
আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল
হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা
মাহলে ৮০ ফর্মার প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৮৫
ফর্মার পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে

দ্বয় বর্ণ শেষ ও বাজান বর্ণের “ হ ” চলি
তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার টুট } জীবোণীজনাথ মুখো-
নং ৩৯ } পাধ্যায় এও কোং

—০—

জীওরদাস শেন কবিরাজের

আরুর্গেদোক্ত ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আরুর্গেদোক্ত অর্থাৎ
নিদান যতের সর্জকর রোগের নানাবিধ
অকৃত্রিম ঔষধ তৈল ঘৃত ও পাচনাদি মূল-
তত্ত্বো সর্জনা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং
অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্জনা তথায় উপ-
স্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্কক ঔষধাদি প্রদান
করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্দ্ধারিত
মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে
এবং উহাতে করকটী উৎকট পীড়ার সমুদ্র
উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সমি-
লিত হইয়াছে। বাহার আবশ্যক হইবে
উক্তস্থানে লোক পাঠাইলে কিবা এক আনার
একখানি ডাকট্যাম্পসহ পত্র লিখিলেই
উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হই-
বে।

১৪৬ নং লোরার জীবনোদ্যোক্ত শেন
চিৎপুররোড }
কলিকাতা। }

—০—

“ বিদ্যোদয় ” নামক সংস্কৃত মাসিক
পত্র জীওরদাস তট্টোচার্য্য বিশারদ দ্বারা
সম্পাদিত হইতেছে। ইহা অতি সরল
সংস্কৃত ভাষায় রচিত, প্রথম সংস্কৃত জ্ঞানে-
চ্ছূদিগের প্রধান উপযোগী। মূল্য বার্ষিক
৩ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত
ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরণ করিবেন।

লাহোর } জীওরদাস চট্টোপাধ্যায়
মুনবিসিটি আফিস } সচকারী রেজিষ্টার

—০—

এরিক্সন, ফার্মিউশন এবং ডুইট
সর্জিত ও স্ট্রিম এবং ডাক্তার ফেরার
কতক ক্রিমিক্যাল লেকচার অবলম্বনে বঙ্গ
ভাষায়, পুণ্যরতনে (৭৩৬ পৃষ্ঠায়) ও প্রতি
মুর্তি সহিত একখানি সর্জিত (৭৩৬-
পৃষ্ঠায়)

কিৎসা) সংকলিত হইয়াছে। মূল্য ৮ টাকা, মফস্বলের নিমিত্ত ডাকমাফল ও প্যাকিং চার্জ ৫০ আনা। বাহার অয়োজন কর মীচের লিখিত ঠিকানার ডাকমাফল সহিত টাকা পাঠাইলে পুস্তক পাইতে পারিবেন।

ত্রিবাণীচন্দ্র দত্ত গুপ্ত
সব আর্গিষ্টান্ট সর্জিসন।

কলিকাতা কলেজ স্কয়ার ১৪ নং
মহানবিশ এণ্ড কোং অফিস
ভবানিপুর ১২ নং চক্রবেড় রোড।

সোমপ্রকাশ ।

৩রা ভাদ্র সোমবার।

অত্রতা প্রধানতম আদালত বাতি-চারিণী বিধবার ধনাধিকার সহজে যে বিচার করিয়াছেন, জিবি কোর্সিলে তাহার আপীল করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, জিলা রজপুতের অন্তঃপাতী মাহিগঞ্জের শ্রিয়ুক্ত বাবু জানকী-বল্লভ সেন তাহার সাহায্যার্থ আমাদিগের নিকট ৪০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। উহা সত্তর বখা স্থানে প্রেরিত হইবে।



বারুইপুরের শ্রিয়ুক্ত বারু রাজে প্রকুমার রায় চৌধুরী ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। বারুইপুরে তাঁহার বাজিতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেই স্থানে সম্রাতি তিনি একটি কৃষিবিদ্যালয় খুলিয়াছেন। কৃষকেরা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবে।

সংবাদ: ভূমির কিরূপ বন্দোবস্ত
করা উচিত।

বিলাস উদ্যোগার বর্ষন রাজ্য বাস, তাহার প্রত্যেক সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল। কর্মচারিগণেরও তেমন সকলে বিপক্ষ হইয়াছেন। আমরা আর কাহাকে জমীদারিগণের স্বত্ব দেখিতে পাই না। রাজ্যের দৈব স্বত্বাধিকার, কৃতবিদ্য দল বিলাস, সন্তোষ ও অভুপান আরও

করিয়াছে। পাবনার প্রজারা যে বিজ্রোহ তাব প্রদর্শন করে, উহা নদীয়া ঘোষার প্রভৃতি অঞ্চলেও সংক্রামিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ভূমির বন্দোবস্ত সহজে এখন যে একটি মহান বিষয় উপস্থিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে আমাদিগের বক্তব্য এই সমুদায় ভারতবর্ষে সাধারণ্যে ভূমির একবিধ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। আমাদিগের পাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালাদেশের জমীদারিগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অত্রতা প্রজাদিগের জমীদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর। জমীদার প্রজার সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করুন, গবর্ণমেন্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বারানসীতেও এই প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। উত্তরপশ্চিম অঞ্চল ও গজাবের গ্রামওয়ারি বন্দোবস্ত। ত্রিশ বৎসরের নিমিত্ত ঐ বন্দোবস্ত। যে গ্রামকে যে খাজনা দিতে হইবে, ১৮৪০ অব্দে তাহা স্থির করা হইয়াছে। মাদ্রাজে জমীদারী গ্রামওয়ারিও রায়চী, এই তিন প্রকার বন্দোবস্ত আছে। জমীদারী বন্দোবস্ত আবার দুই প্রকার। প্রথম সাহািবগের পৈতৃক জমীদারী ছিল, তাহাদিগের সহিত সেই পূর্বসমত বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়, গবর্ণমেন্ট ১৮০২ অব্দে বার্ষিক রাজস্ব গ্রহণ নিয়মে কতকগুলি লোককে জমীদারী দেন। গ্রামওয়ারি বন্দোবস্ত এই গ্রামের লোকেরা নিয়মিত রাজস্ব দিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ভূমি লয়, তাহার পর আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া তাহার কৃষিকার্য সম্পাদন করে। রায়চী বন্দোবস্তের স্বরূপ এই, রায়তেরা সাধারণ সহজে গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব দেয় এবং গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ভূমি গ্রহণ করে। ঐ

সকল ভূমিরায়তেরা ইচ্ছামত বিক্রয় করিতে বক্তক দিতে আবার অন্যকে ধরাইতে পারে। উহারা যত দিন গবর্ণমেন্টের নিয়মিত রাজস্ব দেয়, ততদিন গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে ছাড়াইতে পারেন না। দৈব উপজবে চালের বিস হইলে গবর্ণমেন্ট খাজনার বিষয়ে বিবেচনা করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সাধারণ্যে রায়চী বন্দোবস্ত।

এক গবর্ণমেন্টের আধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির বন্দোবস্ত অতিশয় অশ্রুতির বিষয়। সর্বত্র একবিধ বন্দোবস্ত করাই কর্তব্য। কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যিক। গবর্ণমেন্ট যদি রায়তদিগের সহিত ঠিক বন্দোবস্ত করেন এবং তাহািসমুদায় নিযুক্ত করিয়া খাজনা আদায় করেন, তাহাতে ভূমির উর্বরতা গুণ প্রাক্তর সম্ভাবনা নাই। ভূমি কখন হস্তান্তর হইয়া যায়, এ শব্দ থাকিলে কোন্ ব্যক্তির তাহার উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্ন জন্ম? এ বন্দোবস্তে প্রজার সম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন জমীদারিগণের অধীনে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা গরাম্পর স্পর্শী হইয়া এক এক ভূমির এত খাজনা দিচ্ছি করিয়া তুলে যে তাহাতে রাজস্ব দিয়া তাহাদিগের লাভ থাকে না। গবর্ণমেন্টের অধীনে প্রেরণ না হইবার কথা নাই। এ বন্দোবস্তে প্রজা পীড়ন হইবার সম্ভাবনাও আছে।

বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যেরূপ আছে, প্রজার সহিত যদি যেইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যায় তাহাতেও দুটি আপত্তি আছে। প্রথম, দৈব দুর্ভিক্ষকে কৃষি কার্যের ব্যাঘাত আশ্রয়ে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, যে সকল স্থানে জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা ভদ্র

করিতে হইবে। তাহা ভঙ্গ করিলে গবর্ণমেন্টের কেবল যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ রূপ বোঝা যাইবে তাহা নহে, একটা বিঘ্ন বিপ্লব ঘটিল উঠিবে। জমীদারী জয় বিজয়াদি দ্বারা উহার অনেক প্রকার পরিবর্তন হইরাছে। অনেকের অনেক প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে বোঝ তাহা বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পাবনার প্রজা বিদ্রোহ উহার ফল। এ বন্দোবস্ত কোন মহৎ ব্যক্তিরই অতীত নহে। অতএব বাহাতে এ সকল দোষ না ঘটে এরূপ একটা বন্দোবস্ত করাই কর্তব্য। আমরা বরাবর যে বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা সেই প্রস্তাব। ভূমির কৃষিকার্যাদির ব্যয় বাদে ভূমির উৎপন্ন হইতে কৃষকের লাভ গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য। জমীদারের কনিশন চিন্তা করিয়া যদি বন্দোবস্ত করা হয় দোষাশ্রিত সম্ভাবনা থাকে না। জমীদারেরা কোন প্রকার বাব আর লগতে না পারেন বিশেষ রূপে তাহার নিষেধ করিতে হইবে। অথবা তাহার নিষেধ করিবারও প্রয়োজন থাকিবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে প্রজারা অতিরিক্ত এক পরশাও দিবে না, তাহাদের ভাবে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে তাহারা যদি সেই সেই ভূমি অন্য প্রজাকে দ্বারা সেই নিয়মিত রাজস্ব দ্বারাইতে হইবে। ফলতঃ ভূমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রজার লাভ ও জমীদারের কমিশনে এই বন্দোবস্তটা করিতে হইবে। যিনি সেট ভূমি গ্রহণ করিবেন তিনি ঐগুলি বিলই নিশ্চিত হইবেন।

তাহাকে আর অতিরিক্ত এক পরশাও দিতে হইবে না।

— — —
অকর্ম্মাদিগের একটি গতি না
হইলে সমাজের মঙ্গল
নাই।

আমরা বাল্যকালে শিক্ষাদিগের যেরূপ দলপুষ্টি দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। তখন গ্রামের যে পল্লীতে যাইতাম দেখিতাম এক স্থানে বসিয়া কতকগুলি লোক দলবান্ধি পরনিম্মা ঐক্য কুৎসিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কাল হরণ করিতেছে। কোন স্থানে দেখিতাম কতকগুলি লোক তাল ও পাশ ক্রীড়ার আয়োদে মগ্ন আছে, মধ্যে মধ্যে চরহনি দিতেছে, মধ্যে মধ্যে অঙ্গুলি বাজা উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতেছে, মধ্যে মধ্যে পরস্পরকে পরিহাস করিয়া ভঙ্গীপূর্বক নৃত্য করিতেছে। এইরূপ যে পল্লীতে যখন যাওয়া যাইত সেই স্থানেই এইরূপ অকর্ম্মাদি দল নগ্নগোচর হইত। তৎকালে দ্রব্য সামগ্রী সুলভ ছিল। অল্প আয়েই অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্বাহ হইত। সুতরাং অকর্ম্মাদিগের বিলক্ষণ জীবিত ছিল। ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আধিপত্য বাণিজ্যের জীবিত হইয়া দ্রব্য সামগ্রী মর্যাদা হওয়াতে ঐ অকর্ম্মাদি দল অস্থিহীত হইতে আরম্ভ করে। এখন মাথার ঘাম পারে না পড়িলে জীবিকা অর্জন হয় না। সুতরাং শিক্ষা হইয়া বসিয়া আয়োদে প্রমোদে আর কালযাপন চলে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আধিপত্যের গুণে অনেক অকর্ম্মাদি দল হইয়াছে। বাহারা অবশিষ্ট ছিল কায়েল সাহেব এদেশীর সিবিগ সার্ভিস ও গুরুপাঠশালায় স্কটি করিয়া তাহাদিগের অনেকের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও ঐ দল সম্যক নিঃশেষিত হয় নাই। এখন

বাহারা আছে, তাহারা বড় ভয়ঙ্কর লোক। তাহারা গ্রামের কটক স্বরূপ। গ্রামে যত মামলা মকদ্দমা হয়, তাহারা তাহার মূল, একথা বলিলে বড় অত্যাচার হয় না। তাহাদিগের একটি গতি না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই। কায়েল সাহেব এদেশে আসিয়া অনেক কাজ করিলেন, এখন তাহাদিগের একটি গতি করিয়া দিলেই আমাদিগকে চিরকাল কিনিয়া রাখেন। আমরা সে উপায়টী বলিয়া দিতেছি। তাহাদিগকে পুলিশে ভরতি করিয়া দিন। বেঙ্গল পুলিশের কন্টেবল হেড কন্টেবল প্রভৃতি যে যে গুণে পুলিশে লক্ষ্যবশ হইয়াছে, আমাদিগের বর্ণিত উল্লিখিত শিক্ষাদিগের সেই সেই গুণ বিলক্ষণ আছে। কায়েল সাহেব ঐ অকর্ম্মাদিগের এমনি অস্থিহীত অস্থিহীত গুণ দেখিতে পাইবেন যে তিনি তাহাদিগকে পুলিশে নিযুক্ত করিবার লোভ সহরণ করিতে পারিবেন না। তাহাদিগের অনেকের নিকটে হাবডার পুলিশের কৈলাস মওলও লজ্জা পাইয়া যায়। কায়েল সাহেব এমন মনোহর গুণের অনুরোধ পরিহারে কি সমর্থ হইবেন?

— — —
ইংলণ্ড রাজস্ব কমিটির নিকটে
এদেশীদিগের সাক্ষ্য
দান।

গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে উল্লিখিত কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত মনোনীত করিয়াছেন। পাবনার মুন্সেফ জি. যু. বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উড়িষ্যার অন্যতর জমীদার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবদুল লখিখান বাহাদুর, রেবের জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, বেহারের সুবর্তি নেট জজ নারায়ণ ইমাদ আলী, পঞ্জাবের বাবু নবীনচন্দ্র রাই, একট্রী আর্দিতাই কমিশনার মহম্মদ হাদীদ খাঁ

নি, এন, আই, বোম্বাইর শাস্ত্রম নারী-
রূপ, হরিদাস বিহারি, এপালী রাম
চন্দ্র, ভেপুটি কালেক্টর প্রকর পাণ্ডু
পণ্ডিত।

গবর্ণমেন্ট পাথের দিয়া ইহাদিগকে
ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়া-
ছেন। উল্লিখিত কমিটির অগ্রে এত দিন
যত লোক সাক্ষাদান করিলেন আমাদি-
গের বিবেচনার এদেশীয়দিগের সাক্ষ্য
দান তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা গুরু-
তর। ইহাদিগের মুখেই ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেন্টের বাস্তবিক পরীক্ষা হইবে।
ইহারা যদি অপক্ষপাতে ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেন্টের প্রকৃত দোষ ও গুণগুলি
কমিটির অগ্রে অবিকল বাস্তব করিতে
পারেন, তাহা হইলেই মহাগড়া ভারত-
বর্ষীয় গবর্ণমেন্টের দোষ সংশোধনে
যত্নবতী হইবেন। তাহা হইলেই ভারত-
বর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা দোষ ও অপ-
ব্যয়াদিনিবন্ধন আমাদিগকে যে কষ্ট
পাইতে হইতেছে তাহার সহজে প্রতী-
কার হইয়া আসিবে। অন্যথা গবর্ণমে-
ন্টের যে দোষগুলি আছে, তাহা
অনুশ্রুতি থাকিবে, আমাদিগের যে
কষ্ট সেই কষ্টই থাকিবে এবং গবর্ণমেন্ট
নির্দোষ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হই-
বেন লাভের মধ্যে এই হইবে ভবিষ্যতে
গবর্ণমেন্টের বোম্বাইর সংশোধন
পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব যাহারা
মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্তব্য
তাঁহারা সকল বিষয় বিশেষ করিয়া জানিয়া
যান। তাঁহারা যেন মারাজি কর্দনজির
ন্যায় লোক না হান। এদেশের যাহারা
সাক্ষ্য দিতে যাইবেন, তাঁহাদের উচিত
গৈনিক বিভাগের ব্যবসায়ী বৃত্তান্ত অব-
গত হন। পবলিকওয়ার্ক বিভাগ অনালো-
চিত না থাকে। আফিসগুলির বিষয়ও
বিশেষরূপে জানা উচিত। গবর্ণর জেন-
রেল পদ রেবিণিউ বোর্ড অধি সমুদয়

পদ ও কার্যালয়গুলির বিষয় তত্ত্ব তত্ত্ব
করিয়া দেখা উচিত। ইহার মধ্যে কোম-
গুলি উঠিয়া গেলে গবর্ণমেন্টের কার্যের
কোন হানি হয় না অথচ বিপুল অর্থ
বাঁচিয়া যায়। যিনি পরিশ্রম পূর্বক এই
গুলি বিশেষ করিয়া না জানিবেন, আমা-
দিগের মতে তাঁহার সাক্ষ্য দিতে যাওয়া
কোনক্রমেই উচিত নহে। তিনি গব-
র্ণমেন্টের বাণে ইংলণ্ড দেখিয়া আসি-
বেন এ উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট বাণ দিতে
ছেন না। এটা সাক্ষাদানাদিগের
বিশেষরূপে স্বাগত করা কর্তব্য।

আমরা নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া
পত্রখানি এই স্থানেই প্রকাশ করিলাম।
প্রথম পত্র।

মহাশয়! এ সম্পাদক লিখিলেন আমাদি-
গের লেপ্টনন্ট গবর্ণর সর জর্জ কাখেল
সাহেব আইন মানিলেন না, অধিক কাজ
করিলেন। ও সম্পাদক লিখিলেন হাইকোর্ট
যে বিচার করিয়াছেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর
তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অধিক অপরাধকে
ছাড়িয়া দিলেন। সে সম্পাদক লিখিলেন,
লেপ্টনন্ট গবর্ণর এদেশীয়দিগের শিক্ষা
নিমিত্ত এনিকে এক পরমা দিতে চান না,
কিন্তু অধিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ টাকা চাহিলেন, লেপ্ট-
নন্ট গবর্ণর তখনি রাজ তাঁহার দ্বার গুলিয়া
দিলেন। এগুলি সম্পাদকদিগের রাগের
লেখ। কিন্তু আমি লেপ্টনন্ট গবর্ণরের ঐ
সকল কাজে কোন দোষ দেখি না। কর্তা
হইরা যদি ইচ্ছা মত কাজ করিতে
না পারিলেন, কর্তা হইরা কাজ কি? লেপ্ট-
নন্ট গবর্ণরী গবর্ণরী ও গবর্ণর জেনরলী দুই
থাকুক, যদি আমার হাত পা বাঁধিয়া কেহ
আমাকে ইচ্ছা দিতে চান, তাহাও আমি
লই না। আইন আবার কি। কর্তার ইচ্ছাই
আইন। সিরাজউদ্দৌলাই একজন যথার্থ
কর্তা ছিল। বাহা মনে আনিয়াছে, তাহাই
করিয়াছেন। ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি যুক্ত আইন এস-
কল তাঁহার জুতার তলায় ছিল। স্বার্থসিদ্ধি

নিমিত্ত যদি দুই চারিটা খুন করিতে না
পারিলেন, কর্তা হইরা হাতের কি হুই হইল।
যাহারা রাজনীতির ধর্ম্ম না বুঝে, তাহারা
বলে স্বার্থের জন্য খুন করা ধর্ম্ম ও ন্যায়
বিরুদ্ধ কাজ, নির্দয় অত্যাচারিরাই ঐ কাজ
করিয়া থাকে। অনেকের রাজনীতির স্বরূপ
জানেন না। রাজার স্বার্থ সাধনের নামই
রাজনীতি। রাজনীতির নিকটে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম
নীতি প্রকৃতি সম্বন্ধেই মস্তক মস্ত করিতে
হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস এক দিন ভারতবর্ষে
গবর্ণর জেনরলী করিয়া গিয়াছেন। কর্তা
হইলে যেকণ করিতে হয়, তিনি তাহা করিয়া-
ছিলেন। তিনি ইচ্ছামত সকল কাজই করি-
য়াছেন। অন্য কথা কি জিরেকটর দিগের
আজ্ঞা তুচ্ছান করিয়াছিলেন। স্বার্থহানি
হয় দেখিয়া অনায়াসে নন্দনুমারকে ফাঁসী
দিলেন। ইহাকেই বলি কর্তা। এখন কি
আর সেদিন আছে। এখন কি আর ভারত-
বর্ষের কর্তা হইরা হুই আছে।

আমাকে যদি লেপ্টনন্ট গবর্ণর পদ
গ্রহণ করিতে হয় আমি যদি নিম্নলিখিত
কাজগুলি করিতে পাই, তবেই গ্রহণ করি,
নতুবা করি না। প্রথম দিন ব্যবস্থাপক
সভায় উপস্থিত হইয়াই এই আইন করি,
বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা প্রতি বছর
বেসাদব, অজাপীড়ক, অতএব আজি অবধি
উহাদিগকে জমিদারী হইতে রহিত করা
হইল। উহাদিগের ভরণপোষণার্থ পরিবার
বিবেচনা করিয়া ১০। ১০। ১০ বিয়া জমী
দেওয়া হইবে। উহারা নিজ হস্তে লাঙ্গল
ধরিয়া উহার কৃষিকার্য্য করিবে। যদি
সহজে কৃষিকার্য্য না করে, সে ভূমিও তাহা
দিগের হস্তে থাকিবে না। তাহারা অনেক
বাব করিয়া প্রকার অনেক টাকা খাইয়াছে,
অতএব তাহাদিগকে যে এই অগ্রহণ করা
হইল ইহাই যথেষ্ট।

আমি লেপ্টনন্ট গবর্ণর হইয়া প্রাণপণে
প্রকার হিত সাধন ও গবর্ণমেন্টের সচ্ছল
করিবার চেষ্টা করিব। রাস্তা না থাকিতে
প্রকার কষ্ট পাইতেছে। একটু দূর করি-
বার উপায় রাস্তার কর। প্রকার না করে
অথচ গবর্ণমেন্টের সচ্ছল হয়, একপে এ কর

নইতে হইবে। যদি তুমি উপর প্রতি
টাকার এক আনা করিয়া লওয়া যায়, প্রত্যেক
তাছাতে কাতর হইবে না, আত্মানবধনে
বিবে। আমি গবর্ণমেন্টের সচ্ছন্দ করিবার
নিমিত্ত এই টাকাকুনি রামকে বণ্ড করিবা
তাহার রত্নপট জমা বলিয়া আর একটী
জমা দিব। এই জমাতী একপ করিয়া করা
হইবে। যে এই টাকার রাজ্য নির্মাণ তাহার
সংস্কার ও উন্নতি সচ্ছন্দ সম্পন্ন হইবে।
প্রত্যেক রাজ্যের চলনে, তাহারিগের পদ
ধৰ্মে রাজ্য হয় হইয়া যে দুই উদ্ভিদ
যাইবে, তাহার নিমিত্ত বর দেওয়া কি
তাছাড়াগের উচিত নয়?

রাজ্যের কলের বিষয় ত এই গেল।
ভুক্তির শতকরা ৮ টাকা করিয়া পুলিসের
করিব। পুলিসের দিব না প্রত্যেকগের একথা
বলিবার যো নাই। তাছাড়া যদি কোন চিহ্ন
হাটা করে, আমি বালাস্কট সহকারে এট
ঘোষণা করিয়া দিব, তোমাদের পূর্ণপু
ত্রযোগে সিন্দু ও মুসলমানের চাকরু বা
করিয়া গিয়াছেন তাছাড়া কি তোমাদের
মত যথেষ্ট প্রতি বাপন করিতে পারিয়াছি
লেন? পুলিসের এমন উৎকৃষ্ট প্রার্থী কি
তখন ছিল? পুলিসের ক্ষেত্র এমন যেমন
বাংলাদেশের প্রীতি হইয়াছে এখন কি যেমন
হইয়াছিল? অতএব তোমরা পুলিসের
না দিবে কেন? তাছাড়া তাছাড়াগের স্বতন্ত্র
পুলিসের দিতে হইবে। এই করে যে অর্থ
সংগৃহীত হইবে, তাহা রাজ্য হাওয়াতে করা
হইবে। এদিকে একপে যত পুলিস কর্মচারী
আছে, তাহার তুমি আংশ কমানাই দিব
এবং এই নিয়ম প্রচার করা দিব যে প্রাণে
চুর ও ডাকাইতি হইয়া যে দুঃখের বেকতি
হইবে, আমিও নগরকে বহুগুণ করিতে
হইবে। আর সেই প্রাণের উপার্জন যে পুলিস
কর্মচারীর আয়োজন হইবে পঁচ বৎসর কাল
প্রাণবাসিন্দগকে তাছাড়াগের বেতন দিতে
হইবে। সম্পাদক মহাশয়! যেমন রাজনীতি
বলুন, গবর্ণমেন্টের কত দিকে লাভ হইল,
অতঃপর তাছাড়াগের শাসন হইয়া গেল।

মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কিংবা করিব
কল্যাণ ও সুখ। স্বদেশে স্বর্গের ন্যায়

ও স্বর্গের ন্যায় হইতেছে। গ্রাম ও নগরাদি
পরিষ্কার না রাখিলে এজা রক্ষাও হয়।
ইহার নিমিত্ত বেকর করা হইবে, সকল
প্রজা আত্মদ পূর্ণক তাহা দিবে সন্দেহ
নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কৃপা স্বদেশ
একপে বিলক্ষণ স্বর্গত সম্পন্ন হইয়াছে। আমার
প্রজার উপকারার্থই প্রার্থ্য। অতএব আমি
যদি প্রতি বালক ও বৃদ্ধে চারি আনা, প্রতি
যুবার আট আনা ও প্রতি প্রৌঢ় একটাকা
করিয়া কর করি বোধ হয় কেহ ত সহ্য
হইবে না। এই টাকা গুলি গবর্ণমেন্টের কোষ
গৃহ প্রবর্তিত করিয়া আমি গ্রাম নগরাদি পরি
কর্বার অগ্রাশন উপনয়ন বিবাহ ও উদ্ভি
সংস্কার কালে স্বতন্ত্র বুদ্ধিয়ার কতকগুলি
স্থান স্থান কর করিব। এতদ্বারা এই সকল
উৎসব কালে দশ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে।
তাহার একর দিতে কখনই কাতর হইবে
না। এই সকল টাকায় গ্রাম নগরাদির বিল,
কন প্রবর্তিত হইবে তাহারই বটে হইবে না,
অতঃপর গবর্ণমেন্টের দশ টাকা লাভ হইল।
সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি বিবেচনা
করেন, এ রাজনীতিতে এতদ্বারা সুখী
হইবে না? আমি ত বোধ করি তাছাড়া সুখ
মাগরে সীতার দিতে থাকিবে। আজি এই
শর্তান্ত, শর্তীর অল্পই বলিয়া সমুদায় বক্তব্য
শেষ করিতে পারিলাম না।

নূতন পুস্তক।

সমরশাস্ত্রী ১ নং বও। শ্রীযুক্ত বাবু
মদনমোহন সিন্ধু ইহার রচনা করিয়াছেন।
ইহার গল্পটী এই—বোধপুরের রাজপতি
নামক একজন প্রৌঢ় একটী কস্তুরের
কন্যা প্রতিপালন করেন। সেই কন্যার
নাম হেমমণিমালা নাম। হেমমণিমালা
বিবিধ বিদ্যা পারদর্শী হন। বোধপুরের
রাজকুমার অরিন্দ্রসিংহের প্রতি
তাঁহার অসুরাগ সঞ্চার হয়। কিন্তু
একদা সন্ধ্যা উপলক্ষে তাহার এক আমি
প্রাকৃতিক দোষের ত্রুটিতে নিজেও কস্তুরের
আনন্দন করিবার জন্য ক্রতসংকল্প হন।
ইত মধ্য রাজকুমার অরিন্দ্রসিংহ পিতার

আদেশে সম্রাটের ট. ন্যায্যক হইয়া মহারা
ষ্ট্রীয়দিগের বিজ্ঞান নিবন্ধের জন্য দাক্ষি
ণাত্যে গমন করেন। সেখানে কারাগারে
বদ্ধ হন। এদিকে সম্রাট রাজপতিকে কন্যার
সহিত দিল্লী নগরে উপস্থিত হইতে আদেশ
করেন। রাজপতি একবেশ্যারে কন্যাসাফাইয়া
সম্রাটের সমীপস্থ হন। কিন্তু এতদ্বারা প্রকাশ
হওয়াতে কারাক্লক হন। হেমমণিমালা দাক্ষি
ণাত্যে গমন করিলে রাজকুমারের সহিত
সাক্ষাৎ হইতে পারিলে এই আশার পুরুষবেশে
লুকায়িত হইয়া সম্রাটের নিকট হইতে এক
টাকায় পদ গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন
করেন। প্রথম বও এই স্থানে সমাপ্ত।
হেমমণিমালা কে? এবং পরে তাহাদের প্রে-
মের কি দশা ঘটিল তাহা বর্ণিত হয় নাই।
এই পুস্তকে রাজপতি, গজা, হেমমণিমালা,
নাগবিকা, দামোদর ও অরিন্দ্রসিংহ নামক এই
বয়সের চরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।
পুস্তকের বিষয় এই ইহার কোন চরিত্রের
প্রতি আমাদের বিশেষ আস্থা জন্মিল
না। উদ্যান বাগীর বাগার সকল এবং
রাজ্যে রাজকুমারের নিকট অভিনয়
করিতে প্রস্তুত হওয়া এই সকল অর্থ করিয়া
হেমমণিমালা বিবাহ ভাবিলে ওহকার তাহাকে
যেমন ধর্ম্মপরাচরণ বুদ্ধিমতী ও গভীরপ্রজ্ঞা
করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না।
অরিন্দ্রসিংহ নামের বীরত্ব ও হেমমণিমালা
নামক অটনমর্ষিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে।
ভাব ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়। এই উপ
লক্ষে আমাদের শুটিকত কথা বলা আবশ্যিক
বোধ হইতেছে। বাবু বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত
দেশের পাশ্বে দশা অনিষ্টের হইয়া পড়ি-
য়াছে। দেশের লোকেরা মনে করেন যে
কোন প্রকারে শুটিকত অধুর ও বিষয়জনক
মতের সংগ্রহ করিয়া এতদী গল্প প্রস্তুত
করিতে পারিয়াই যেন প্রকৃত উপন্যাস
যোগ্য হইল। এই প্রাণে পড়িয়া দেশের কুচি
বিকৃত হইতেছে। এক মাত্র আমোদ
প্রস্তুতি চরিতার্থ করা উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য
নাই। অথবা চরিত্র পড়িয়া মনুষ্য প্রকৃতি
কিঞ্চিৎ ভাব পাঠন করে অন্যথা বিশেষ মান
সক ভাবের কিংবা পরিবর্তন হইতে পারে

শিক্ষা ও চরিত্রের কল্যাণের দিক ২ সামান্য ও সম্ভাবিত খানা অবলম্বন করিয়া এই সকল চিত্রিত করা প্রকৃত ক্ষমতার কার্য। আশ্চর্য ঘটনার অবতারণা করিয়া কণকালের জন্য ভাব ধিনেয়ের উত্তর করা ও আমোদ প্রস্তুত চরিতার্থ করা অতি সহজ ব্যাপার।

বিবিধ সংবাদ।

১৮ এ প্রাণ সোমবার।

পারস্যের সাধারণ সহিত ইংলণ্ডীয় গণ-সম্মেলনের একটি সন্ধি হইবার কথা হইতেছে।

বোম্বাই গবর্নমেন্ট আর বৃদ্ধির জমী-ক্রমণ: অধীনস্থ স্থান সকলে কর-বৃদ্ধি করিতেছেন। উত্তর প্রদেশ সকলে শতকরা ৩১ টাকা পর্যন্ত কর বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে স্থানে স্থানে শতকরা ৮০ পর্যন্তও বৃদ্ধি করা হইতেছে। এদিকে সেরিন গবর্নর সর্বসাধারণকে জানাইয়াছেন, যে কর বৃদ্ধি তাঁহার অতিপ্রেরণ নয়। বোম্বাই গবর্নমেন্ট বলেন যে এই সকল কর বৃদ্ধি যথেষ্ট বিবেচনা সহকারে ও প্রজাদের অবস্থানসম্বন্ধে করা হইতেছে এবং সেই সেই স্থানের কৃষি কার্যের উন্নতি হওয়াতে এই বর্ধিত কর দিতে প্রজাদের বিশেষ ক্ষেপ হইবে না। যাহা হউক, রাজস্ব সঁতার লর্ড লরেন্স ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট ও স্থানীয় গবর্নমেন্ট পৃথক করার যে আপত্তি বোম্বাইয়াছিলেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত হাতে হাতে উপস্থিত।

হিন্দু পোট্রিট বলেন, সেন্ট পিটার্সবার্গ ও কপিয়ার উত্তর প্রদেশ সকলে আইনসমুদ-দীপের এক প্রকার সেরালা হইতে মদ প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসারে প্রায় শতকরা ১০০ টাকা লাভ হওয়াতে দিন দিন হাজার জিরুজি হইতেছে। এই প্রকার মদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এখনে হুইডেনে আবিষ্কৃত হয়, তাহার পর সেখান হইতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে এবং হুইডেনে এক প্রকার গাছের শিকড় হইতে উত্তল প্রস্তুত হইতেছে। নুস্বোর বৃদ্ধির অগম্য স্থান না থাকে। কিছুই নাই।

রুস' নামক একজন সাহেব সম্প্রতি

পালিমেন্টে মহাসভায় বলিয়াছেন, যে বৎসর বৎসর ভারতবর্ষে বন্য জন্তি হারা অনেক মনুষ্য ও পশুর প্রাণ হত্যা হয়। গবর্নমেন্ট উহার কোন উপায় করিতেছেন না কেন? এই বিষয় লইয়া পালিমেন্টে বেহরবিগের মধ্যে আলোচন উপস্থিত হইয়াছে। ডিউক অব আর্গাইল বলিয়াছেন যে এবি-যয়ে তিনি নীচ কোন উপায় বিধান করি-বেন।

কপিয়ার রাজকুমারীর সন্তান মহারাজীরা যথায় পুত্র ডিউক অব এডিনবার্গের বিবাহ হওয়া স্থির হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের লোকেরা কহিতেছেন যে তেজস্কের রাজকু-মারীর সহিত রাজকুমার আর্থারের বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে।

স্পেন দেশে সম্প্রতি বড় গোলাযোগ চলিতেছে। স্পেনে সম্প্রতি সাধারণতঃ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু কতকগুলি লোক আবার রাজতন্ত্র প্রণালী প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যে দুই আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্সেও এইরূপ উপস্থিত হইয়াছে। ফ্রান্স এক আশ্চর্য্য দেশ কতবার যে কত প্রকার পরিবর্তন হইল ও হইবে বলা যায় না। এ সকল বিব্রোহ ও দুষ্কৃত্যের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটাইয়াছে এবং ঘটতেছে আশ্চর্য্য এই তরু-করাসিবিগের উচ্চতম হয় না। জর্জি হাউ-পা খোঁড়া করিয়া না রাখিলে এতদিনে বোম্ব হয় আবার ফ্রান্সে অল্প শত্রুর ক্ষমি-ত্বনা যাইত।

ইংলিশমান বলেন বেরিগেতে একটি উদ্যানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ৭ই আগস্ট বৈকালে মেজর হারিস সাহেব এবং অপর দুইজন কর্মচারী এক সঙ্গে তাহার কার সার্পিটাস রোড দিয়া যাইতেছিলেন, তাহারি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একজন পুরুষ তাহারদের সম্মুখস্থ একটি জীলেকের প্রতি ধামমান হইয়াছে। সে ব্যক্তি তাহাকে মাথাভা করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং একখান ছোরা দ্বারা বার বার আঘাত করিল। মেজর সাহেব এবং ডাক্তার সদ-লও অনেক কষ্টে সেই দুঃখাগ্রকে ধরিলেন

এবং তাঁহার হস্ত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইলেন। অনেক কণের পর পুলিশ দেখা দিলেন। তখন সদলও সাহেব আসামীকে তাহারের হস্তে দিয়া জীলোকটীর তদারক-করিতে গিয়া দেখেন যে জীলোকটী বক্ষ-স্থলে এবং উত্তরে আর ১০ টী আঘাত পাই-য়াছে। অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইল। এই হত্যার কারণ আজিও জানা যায় নাই।

পিরানিয়র বলেন, যে ক'বুলের অধীর সিরার আলির মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধি-করী নিরুপণ লইয়া তরানক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বেঞ্চ শত্রুতা তাহাতে যে তাঁহাকে সহজে উত্তরাধিকারী হইতে বেন প্রাপ্ত-বোধ হয় না। অখালির দরবারে লজ ঘেও এবিষয়ের একটি নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন একথা উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে কারলে প্রাপ্ত কথা উঠিয়াছে ইংরাজ গবর্নমেন্ট অধীরের কনিষ্ঠ পুত্র আখলকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হিন্দু হিটাইনিগেতে দুই হইল “লেট নটে গবর্নর পুনরায় আসিবেন প্রাপ্ত সংবার আলিয়াছে। কঠুণক দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত খ'ল মহলের বন্দোবস্ত সুগত-রাগিয়াছেন; বোধ হয় তদনুল্লদার নিযুক্ত হইবে। সব ডেপুটিগণও বোধ হয় সেই ক'খ' সম্পন্ন করিবেন।” অমরা তদনুল্লদার নিয়োগে কোন সোম দেখি না। জ'ল লোক ব'দি তদনুল্লদার প'বে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহার দীর্ঘকাল প'দস্থ থাকিবার সভা ব'না নাই। একগক'র লোকের অত্যাচার প্রতিরোধের বিলক্ষণ ইচ্ছা ও চেষ্টা জ'দি-য়াছে। “যেমন তেমন চাকরী যি ভাত” আর বড় লোকাল নাই।

হারজিলিং নিউস বলেন, বর্ডমানের মহারাজ তাঁহার হারজিলিংস্থিত বাগান-বাটী সেখানকার ইউরোপীয়দিগকে আমোদ-করিবার জন্য ছাড়িয়া বিয়াছেন এবং তত্রতা বলটিয়ার ইসনাবিগের আজি অরুণ-একটি মহামূল্যে পেরালা দিয়াছেন।

উক্ত পত্রে দুই হইল, শিকিমের রাজার

সহিত লেপ্টনট গবর্নরের সাফাৎ হওয়ার
অন্য কোম হুকুল কলুক, আর না কলুক.
আপাততঃ একটী মফ কল কলিরাছে।
তিনকড় দেশের লোকেরা শুনিরাছে যে এই
সোফাৎকারের সময় সিকিমের রাজা ইংরাজ
বিগের নিকট হইতে অনেক মহামুলা উপ
হার সংগ্রহী পাইরাছেন। তিনকড়ের লামারা
সেই উপঢৌকনের অংশ পাইবার আশায়
শকুনির দ্বায় সিকিম রাজকে ঘেরিরাছে
রাজা একপে “চোলা” পথের অপর
পাশে চৌ নামক স্থানে অবস্থিত করিতে
ছেন, শুনিতে পাইরা ব’র, তিনকড়বাসীরা
রাজাকে তিনকড়ের অধিকার হাড়িরা
বাইতে আবেশ করিবে। তাহারদের শঙ্কা
জন্মিরাছে যে ইংরাজেরা সিকিম রাজাকে
মহামুলা করিয়া তিনকড় হস্তগত করিবার
চেষ্টার আছেন। সুতরাং আগামী বর্ষে
তাহার “চোলা” পথ বন্ধ করিয়া দিবে
তিনকড়ের সহিত আর বাণিজ্য করিতে
বিবে না। ইহাকেই বলে “লাভ্য পরং
গোবন্দা।” ইংরাজবিগের উপরে অন্য অন্য
রাজার লোকের যেরূপ মনের ভাব এত-
দূর তাহারও পরিচয় হইতেছে।

উক্ত পত্র লিখিরাছেন, এখানে নেপালে
পঞ্চপাল আসিরা প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি
নষ্ট করিতে সেখানে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হই-
বার সম্ভাবনা।

২৯ এ প্রাণ মঙ্গলবার।

নেপালে পের বসেন, “কেটলি
সাধারণ তত্ত্ব সভা” নামক এক সভার
সভাপতি প্যারিসের সাধারণ সংসদে বিষয়ে
এইরূপ মত প্রকাশ করিরাছেন। প্যারিসের
বর্তমান সাধা একজন সভাপতি ও প্রজা
পীড়ক রাজা এবং স্বর্জনীতি বিকল্প অনেক
করাচরণের মুক্তি অরূপ এই বিধানে “কেটলি
সাধারণ তত্ত্ব সভা এই বিবেচনা করেন যে
ইংলণ্ডের গবর্নমেন্ট তাহাকে যে অন্তর্ধান
করিরাছেন তাহা অত্যন্ত দুর্ভিকল্প কামা
হইরাছে এবং একটী মুসভা জাতি হইয়া
যুঁতদর্শ বিকল্প অরূপ ব্যবহার করিয়া এবং
অরূপ ব্যবহারে অপরদিগকে উৎসাহিত
করিয়া ইংলণ্ডের গবর্নমেন্ট অন্যান্য করিরা

ছেন। এ সম্বন্ধে সাহেবের গাজি উরা
শিত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

সম্রাতি “ইণ্ডিয়ান সোসাইটি” বলিরা
লওনে একটী সভা স্থাপিত হইরাছে।
সেই সভার সভাপতি সহকারী সভাপতি
সম্পাদক সহকারী সম্পাদক সভা প্রভৃতি
সকলেই এদেশীয় লোক। আজি কালি
ইংলণ্ডে এদেশীয়ের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে
চলিল। বৎসর বৎসর দলে দলে লোক
বিলান্ত বাইতেছে সেখানে তাঁহারা পর
স্পর পৃথক না থাকিরা ব’র এইরূপ
সকলে একত্র হন এবং দেশের মঙ্গল ও
নিজের মঙ্গলের বিষয় বাবাসুবাদ করেন
তাঁহা হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ
নাই।

৩০ এ প্রাণ বুধবার।

ইংলিসমান বলেন, সিদ্ধিয়ার মহারাজ
এক চমৎকার উপায়ে তাঁহার রাজ্যে চুরির
দমন করিরা থাকেন। যখন চুরি হয় তত-
দিন না সেই সকল চোর দূর পড়ে ততদিন
কোতোয়াল ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ম-
চারিরা বেতন পায় না।

সিমলা পর্জতে বিশপ কটমের একটী
অসুখাছে। এক দিন সেই অসুখের কতকগুলি
বালক একত্র হইয়া এক অরণ্যের জলে স্নান
করিতে য’র ইতিমধ্যে খুং এক শল্লা
বৃষ্টি হওয়াতে জলের স্রোত এত বৃদ্ধি হয়
যে তাহারদের মধ্যে একটি বালক ডালিরা
গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, যে পাটের চাল ও
ব্যবসায়ের তদন্ত করিবার জন্য লেপ্টনট
গবর্নর যে কমিশন নিযুক্ত করিরাছেন,
তাঁহাতে কোন কাজ হইতেছে না। কমিশনের
বিগের মধ্যে একজন অসুস্থ হইয়া ছুটি
লইরাছেন এবং তাহার সহযোগী বার ধেম
চল্ল কর কেবল বসিয়া থাকিতেছেন। বেঙ্গল
টাইমসের সম্পাদক বলেন, আমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলে ইহার অপেক্ষা অনেক
বিশেষ সংবাদ নিতে পারিতাম।

৩১ এ প্রাণ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসমান বলেন, হাবড়ার মহেশ্চন্দ্রনাথ
সাধা নামক এক ব্যক্তি মদের ব্যবসায়করে।

তাঁহার ঘোঁকানে জাল মোহর প্রভৃতি
থাকাতে তাহার কর্মচারীরা পুলিশ কর্তৃক
দৃত হইরাছে। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট
সাহেবের নিকট এই মহেশ্চন্দ্রনাথ বিচার
হইবে।

ইণ্ডিয়ান বিগের অবগত হইরাছেন যে
সম্রাতি অ’মেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস
প্রবেশে অনুমান ১২৫০০০ জন স্ত্রীলোক নানা
প্রকার কর্মদ্বারা আপনাদের ভরণ পোষণ
করিতেছেন। ইহারা দরজি দপ্তরি প্রভৃতি
নানা প্রকার কর্ম করিয়া থাকেন।

উক্ত পত্র বলেন, যে কার্ণিশোরালিতে
একটী চমৎকার হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।
সেখানে ইঙ্গল ফার্ম নাম স্থানে ঘের ও
কেট নামক দুই ভগিনী আপনাদের জাতার
বাড়িতে বাস করিতেছিল। একদিন প্রাতঃ
কালে বেলা ১০টার সময় দুই ভগিনী একত্র
জীড়া করিতেছিল ইতি মধ্যে ঘের হঠাৎ
তাঁহার ভগিনীকে বলিল আমি তোমাকে গুলি
করিব, এই কথা বলিরা একেবারে বন্দুক
লইয়া ভগিনীকে গুলি করিল। তৎক্ষণাৎ
তাঁহার মৃত্যু হইল।

গত বৎসর বাঙ্গাল বাজার সিরাজগঞ্জে
একটী শাখা ব্যক্তি খুলিরাছেন এবং অচিরে
মোজফরপুর ও চট্টগ্রামে এক একটী শাখা
বাজ খুলিবার সংকল্প আছে। সিরাজগঞ্জ
পাটের ব্যবসায়ের জন্য “ব্যাংক”। মোজফর
পুরে যথেষ্ট মীল বিক্রয় হয় এবং চট্টগ্রাম
চাউলের একটী প্রধান বাজার।

৩২ এ প্রাণ শুক্রবার।

মাস্জাজের গবর্নর সম্রাতি বলিরাছেন,
যে শিক্ষার জন্য গবর্নমেন্ট হইতে বৎসর
বৎসর যে অর্থ ব্যয় হয় এখন হইতে
তাঁহার অধিকাংশ টাকা সাধারণ প্রজা-
বিগের শিক্ষার জন্য দেওয়া উচিত। এই
জন্য তিনি মেধানকার শিক্ষাবিভাগের
ডাইরেক্টরকে অনুরোধ করিরাছেন যে তিনি
ত্বরান্বিত এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার
কোন সমুপায় বিধান করেন। গবর্নমেন্ট
সাধারণ প্রজার শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা
করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত আশাদেবর বিষয়
সন্দেহ নাই। কিন্তু নিম্নতর শিক্ষার জন্য

উচ্চ শিক্ষার ব্যয়িত হওলে দেশের একটি বিশেষ ক্ষতি ঘটে।

“ বৈষ্ণব সিভিল কং ” সভার গভ
 অধিবেশনে মনোমোহন সান্থন করেন,
 যে এদেশীয় সিভিলিয়ানদিগকে সেই ক্ষেত্রে
 প্রবেশ করিতে দেওয়া মুক্তিযুদ্ধ মধ্যে
 যাহারি হিন্দু সমাজের মধ্যে বহুবিবাহ বল
 বিবাহ অস্ত্রপূর প্রথা চিরদিনের
 থাকবে ততদিন হিন্দুসমাজের কাঙ্ক্ষা
 এই ক্ষেত্রে মধ্যে লইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার
 সম্ভাবনা। বার্নার্ড সাহেব এই প্রস্তাবে
 অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই
 ক্ষেত্রে এদেশীয় সিভিলিয়ানদিগকেও
 লওয়া উচিত। বিশেষ যে সকল কুপ্রচার
 উদ্দেশ্য করিয়া ক্ষতির আশঙ্কা করা হইয়াছে
 তাহার মতে তাহারও উপায় করা যাইতে
 পারে। বৈষ্ণব কোম সিভিলিয়ান এক স্ত্রী
 সম্বন্ধে বিচারের বিবাহ করিলে ক্ষতি হইতে
 তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে।
 ব্রহ্মবাহুর কেহ বালিকা বিবাহ করিলে
 তাহারও উপায় বিধান করা যাইতে পারে।
 এই সকল প্রস্তাব ও কথাবার্তা শুনিয়া
 অধ্যক্ষের হাসি পায়। হালিশঙ্কর তাহার
 কারণ এট, যে অধ্যক্ষের রাজ্যের হিন্দুসমা
 জকে যেন কি একটা ভরসার বাপার মনে
 করেন। হিন্দু যত শক্ত হউন না কেন
 বিলাতে গিয়া অবস্থান করুন না কেন,
 ত্রিভিন্ন ভাষনামের উপায় হইতে পারেন
 না। কি চন্দ্রকর সত্যার।

१ मी उद्दिष्ट परिकल्पित ।

শিগ্গোনিকের বলেন, গার্মেন্টস সেক্টর-
নের মহামারির কারণ হিসেবে যে অত্যন্ত
মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ হারবার
এজিবি হিসাবে নীতি দল প্রভৃতি কারণ
অন্য তিন লক্ষ টাকার দিতে সম্মত হইয়া-
ছেন এবং অন্যথা স্থানের প্রবন্ধ ও প্রম-
অধিগণিত প্রকারের তুলনায় বর্ধমানের
প্রজাতির প্রবর্তা কিঞ্চিৎ তদ্বি আশি-
বার জন্য অবশ্য করিয়াছেন। প্রজাতি
সংস্কারিত হওয়ার পরিত্যক্ত বর্ধিতপ্রাণ
কেন্দ্রে প্রবর্তা অনুমান করার প্রজাতি
যদি অনুমানের উচিত বর্ধিতপ্রাণ হইলে

গণপন্থেই সে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন
একটি অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।
গণপন্থের এই চেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়
ভাৱে আর সম্বোধন কি? কিন্তু কত লোকে
কত কারণ নির্দেশ করিলেন কেহই কিছু
করিয়া উঠিতে পারিলেন না অথু বর্তমানে
কেন এ প্রকার জ্বর অনেক স্থানেই হই-
তেছে।

যদিও সখীপের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতাত্তে যে রবিবার সন্মান্য গো মতিব প্রভৃতি ভারতবাসী পণ্ডিত বৈষ্ণব বিশেষ লাভ করিয়া থাকে, তুর্ভাগ্যে ভারতবাসীর কুলিনের ভাগে। সেজন্য বিশেষ ঘটে না কেহ যদি রবিবার পীড়িত হইয়া হাঁসপাণ্ডালে থাকে তাহার মে দিনের শ্রম কষ্টম বড়া হয়। আদিত্য চিরদিন দেখিতেছি সকল স্থানেই কুলিনের এই রূপ দুর্ভাগ্য।

আসাদ ঘি'রে লিখিত হইয়াছে,
"আসাদের পুত্ররাজগণের অধিষ্ঠিতা সময়ে
এখানে যে দান ক্রয় বিক্রয় প্রথা প্রচলিত
ছিল, এখনও তাহা সমকালে বহু হ্রস্ব
নাই। পূর্বে গোলাম ও বাঁদিবগকে চির
জীবনের মত ক্রিষ্ণ অর্থদাত্ত ক্রয় করা
হইত এবং তাহাদের সহিত একশ মিহম
করা হইত যে তাহাদের পুত্রপৌত্রগণও
গোলাম হইবে; এখন সেই রীতি কিছু
পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনও তাহারা থাকে।
পূর্বে গোলাম ক্রয় করা হইত এখন তাহা-
দের নিকট সম্মত পাত্র লইয়া ভূতরূপে
অর্জনের প্রথা কর। কিন্তু বাঁদিব আশিন-
দের সম্মত হইগকে এইরূপে অর্থের সহিত
বিনিময় করে তাহাদের সম্মত পুত্রকে
দাছে তাহারা কীর্ণ কাগজে লিখিতা দিতে
হইলেই মনে করে যে গবর্ণমেন্টের আশিন
মতে তাহাদিগকে অথবা তাহাদের সম্মত
দিগকে চিরকাল দাসত্ব করিতে হইবে।
বিশেষতঃ যদি কোন গবর্ণমেন্টের কর্মচারী
এইরূপে লেখাপড়া করিয়া লয়ন, তাহা
হইলে তাহাদের ইচ্ছারের আশা একবারেই
ভাঙিয়া যায়।"

সহচর লিখিয়াছেন “লাভ’ লভের ফের
অবদান’ অদর একাংশ পাঠ করিয়া আমরা
নিশ্চয়পাশ্বে হইলাম। তিনি সিদ্ধলা বসের
কলুসোদন করিয়া বলিয়াছেন, যে তিনি
যখন গবর্নর ডেয়ারল ছিলেন, কলিকাতা
হইতে প্রাপ্ত বৎসর পাঁচ মাস মাজ কলুপা-
স্থিত থাকিতেন। এতদ্বারা অবশিষ্ট বৎসরের
পার্বত্য কি গবর্নর পাঁচ মাস হয়, তাহা
আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আইসে না। তবে
পঞ্জাবী পঞ্জিকাতে কি প্রকারের মাসের
হিসাব হয় আমরা তাহা বলিতে সক্ষম
নহি।”

সংগ্ৰাহিক সমাচাৰ বহনম "গত বৃহৎ" হৈছে কলিকাতা, গুৱাহাটী, শ্বিলং আৰু পশ্চিম বংগৰ শিক্ষাৰ মিন্ত মন্তব্যাল স্কুল সংস্থা পুনৰ সম্বন্ধে লেণ্টনাট গৱৰ্ণমেণ্টৰ আদেশ প্রকাশিত হৈছে।

সংগ্ৰাহীক প্রদেশে সমুদায় ৪৫টি মন্তব্যাল স্কুল হৈছে এবং এই স্কুল গুলি তিনি শ্ৰেণীতে বিভক্ত হৈছে।

হালী, কলিকাতা, ৱামপুৰ-বোৱালিয়া, ঢাকা, চাটগাঁ, পাটনা, ভাগলপুৰ, কটক, এবং গোঁৱাট, এই মন্তব্যাল স্কুলে প্রথম শ্ৰেণীৰ মন্তব্যাল স্কুল হৈছে। বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুৰ, মনীয়া, বশোহৰ, মুৰসিবাবাদ, দিনাজপুৰ, ৱৰঙ্গপুৰ, পাবনা, ফরিদপুৰ, বাৰগঞ্জ, ময়মনসিংহ সিংট, জিঞ্জা, গয়া, সাহাবাদ, সাৰণ, ঢম্পাৰণ, গুৱাহাটী, পুৰীয়া, হাজাৰি-বাগ, মানিকুমা, এবং যোজাফুৰপুৰ, এই ২২টি স্কুলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মন্তব্যাল স্কুল হৈছে।

বীকুড়া, বীৰভূম, মালদহ, যন্তুড়া, জলপাইগুড়ি, কাঠাট, মেগাখালি, পুৰী, বাৰেইল, সিংভূম, গোহালপাড়া, নৌগা, শিবসাগৰ, লক্ষ্মীপুৰ এবং মন্তব্যাল এই ২২টি স্কুলে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মন্তব্যাল স্কুল হৈছে।

প্রথম শ্ৰেণীৰ মন্তব্যাল বিদ্যালয় গুলিৰ প্রাধান শিক্ষকসংগেৰ বেতন ৩০০ বছতে ৩০০, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্রাধান শিক্ষকসংগেৰ বেতন ৭৫, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ প্রাধান শিক্ষকসংগেৰ বেতন ৫০ টকা হৈছে।

ছাত্রসংগেৰ প্রতি সংখ্যা প্রথম শ্ৰেণীৰ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৩০০, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ২০০, এবং তৃতীয় শ্ৰেণীৰ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক ৮০ টকা প্রদত্ত হৈছে।

মহাশিববিদ্যালয় ওলিতে ইংরাজী
পড়ান হইবে না। এবং যে ওলি আসিয়া ও
উদ্ভিদ্য গৃহস্থাপিত হইবে তথায় আসামী
ও উদ্ভিদ্য ত্রয় কোন ক্রমেই বাহাদা
ভানা শিক্ষা দেওয়া হইবে না।”

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

জাতীয় ও সাধারণ বিভাগ।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটির আবশ্যিক মত খাপার জমা হইতে কিছু কুমি গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে উইলিয়ম হেনরি ডার্লিং সাহেব একজন কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কাছাড়ের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর উইলকেড কেণ্ডালে জেমেটসন সাহেব (যিনি এখন কুচী লইয়াছেন) পাইনা ডিভিঞ্জে বদলী হইলেন।

এডমণ্ড ব্রিটন গডফ্রে সাহেব বাবু বিহারিলাল গুপ্তের অস্থগতিকাল পর্যন্ত ডায়মণ্ড ডিভিঞ্জে তার পাইলেন।

টমাসক্রসলেন সাহেব আপাততঃ তাঁহার অপরাপর কার্যের সহিত সুপারিন্টেন্ডেন্ট এন্ড রিমেম্বরান্স অব লিখাল এক্সিকিউটিভের কার্যেও করিবেন।

টুগ্রাম ডিভিঞ্জে রেনিগিট কমিসনর এইচ হাফ সাহেব যতদিন অস্থগতি থাকেন, ততদিন কলকাতার জেডন ফাউল সাহেব তাঁহার কার্য করিবেন।

ত্রিপুরার ডিউটি এবং সেসন জজ এক সি ফাউল সাহেবের অস্থগতি কাল পর্যন্ত টমাসক্রসলেন সাহেব তাঁহার কার্য করিবেন।

শিবালয়ের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট কুমার তরুণ কুমার বাহাদুর এবং বারাকপুরের কান্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট কাল্পেন উইলিয়ম লিসেটের ক্ষমতাসাহেব ক্রিমিনাল প্রোসিউর আইনের নের ২২২ ধারার কল্পসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

এডওয়ার্ড মিলিএল সাউথাস সাহেব আপাততঃ বাধরগড়ের ডিউটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশের কার্য করিবেন।

লেন্টনষ্ট চেম্বার সেক্রেটারী মাক্সওয়েল গত মাসের ২১ এ হইতে পৌচাঁটির সর রেজিষ্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় জেনারী আসিষ্ট্যান্ট এপথিকারি এইচ এ ডেভিস সাহেব প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁস পাতালে নিযুক্ত হইলেন।

এইচ আর বাইল সাহেব মালদহে চফল

নামক স্থানের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য নির্ধারিত এক সতর একজন সভ্য হইলেন।

জে সি মেরে সাহেব বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭০ সালের ৫ আইন অনুসারে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি করিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত হইলেন।

বাবু রামচাঁদ আড়া বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৭১ অর্ডার ১০ আইন অনুসারে পুরী বিভাগের রোডসেস কমিটির একজন সভ্য হইলেন।

সি বার্নার্ড

বাল্লল গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

মৌলবি আলি আহমদের অস্থগতি কাল পর্যন্ত মৌলবী মোহারত আলি চট্টগ্রামের নীতাসুপ্তের মুন্সেফের কার্য করিবেন।

এ মেকেলি

সেক্রেটারি বেঙ্গল

গবর্নমেন্ট।

পলিকলিকওয়াক ডিপার্টমেন্ট। বাবু রাধা মোহন দাস চতুর্থ জেনারী আকাউন্টেন্ট কটক ওয়ার্কসিপ ডিভিঞ্জে হইতে নদীয়া বিভাগে বদলী হইয়াছেন।

চতুর্থ জেনারী আকাউন্টেন্ট বাবু কালীকমল সরকার বেদীনপুর বিভাগ হইতে কটক ওয়ার্কসিপ ডিভিঞ্জে বদলী হইলেন।

চতুর্থ জেনারী একাউন্টেন্ট এন এণ্ডস সাহেব কলিকাতা হইতে বেদীনপুর বিভাগে বদলী হইলেন।

মুরলিধাম বিভাগের দ্বিতীয় জেনারী আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জে বিটী সাহেব আপাততঃ দিনাজপুর এবং মালদহের ইঞ্জিনিয়ারের কার্য করিবেন।

জে, ই, টি, মিকলস সেক্রেটারি প.ও.ডি, প্রথম জেনারী ওয়ারসিয়ার বাবু বিশালচরণ মজিক কুশী হইতে হিজলিবিভাগে বদলী হইলেন।

প্রথম জেনারী সব ওয়ারসিয়ার বাবু নদীয়া রাম মুনা দক্ষিণ জংলি ডেনেন্স হইতে কুশীতে বদলী হইলেন।

উত্তর ডেনেন্স এবং এছাকমেন্টের প্রথম জেনারী প্রোবেশনারি সব ওয়ারসিয়ার বাবু ক্ষেত্র মোহন পালিত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এইচ ডবলিউ পলিভার সেক্রেটারি প.ও.ডি ইরিগেশন ব্রাঞ্চ।

জংলি বিভাগের হরিপালের মুন্সেফ বাবু অন্তরচরণ দে ত্রিপুরা বিভাগের বোয়ালিতে বদলী হইলেন।

এবং বাবু জামশীদ মুখোপাধ্যায় বি এল মোহাখালি হইতে হরিপালে আসিবেন।

ডবলিউ এম সাউটার হাইকোর্টের রেজিষ্টার।

—:—

ইউরোপীয় সমাচার।

মাদ্রাজ সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং চ্যান্সেলর অব সি একশনকর এই উত্তর কর্ম করিচ্ছেন। ডডসন সাহেব তাঁহার রাজস্ব সম্বন্ধীয় সেক্রেটারি এবং আর্থর পীল সাহেব ট্রেজারি সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আগার্টন সাহেব তাঁহার পদ পরিত্যাগ করি যাচ্ছেন এবং এডাম সাহেব তাঁহার কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পারস্যের ২১ জিহেনা হইতে কনট্রাটি নোপলে যাত্রা করিয়াছেন।

ফাঙ্গ জার্মানিকে তাঁহার তৃতীয় কিস্তি টাকা দিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই আগস্ট। খাসগার হইতে সেন্ট পিটার্সবার্গে যে দুই প্রেরিত হয় তাঁহাকে যথেষ্ট অন্তর্ধানের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

পারিস ১২ ই আগস্ট। সাধারণ ভাষার বিপক্ষে ফরা ফালে পুনরায় এক রাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য একটা প্রস্তাব করিয়া তাহাতে নাম সচি করা হইতেছেন।

মাদ্রাজ ১২ ই আগস্ট। জেনারেল কন্টেরাকে চাকরি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অনুচররা প্রায় দুই সহস্র লোক মাদ্রাজের বিপক্ষে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু গবর্নমেন্ট টগনোরা ত্যাগ-নিগকে পরাভূত করিয়াছে। কন্টেরা পলায়ন করিয়াছে। সাধারণের সংস্কার যে বিস্তোহামি নির্দেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই আগস্ট। গিংহলের গবর্নর জেদরি সাহেব পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার পদে আরল ডান্নাড সাহেবের নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

উষ্টার কলেজের বেডাবেও টুয়াটি সাহেব কলিকাতার বিশপস কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডনে শ্রমতি টাইফয়েড আরের বড় প্রাচীর হইয়াছে।

পারিস ১৩ ই আগস্ট। ডিউক অব ব্রগলি বলিয়াছেন যে সাধারণ ভাষা মতাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে চমক করা গবর্নমেন্টের উচিত।

মাদ্রাজ বিস্তোহিরা বিবোধ ঘেঁকিয়াছে।

কটোরা আবার কার্যক্রমে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানেই বিশ্রামই একত্র হইতেছে।

—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

যে পরিমাণে এদিকে বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহা কার্যোপযোগী হয় নাই বলিলেই হয়। আমোদ খান্যের রোপণ জন্য ভূমিতে যত জল থাকা আবশ্যক তাহা এখনও অনেক ভূমিতে দেখা যাইতেছে না। প্রাণ মান্যতায় হইল, কিন্তু আবার কার্য সুচরিত্রকে শেষ হইল না। পূর্ণ মাত্রায় দূরে থাকুক, অর্ধেক কসল পাইবার আশাও লোকের ক্ষয় হইতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এ দিকে দরিদ্র প্রজার (রোডসেস) স্থাপনের আদেশ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি এখনও স্পষ্টভাষি ধামে বলিতেছি এটা টাক্স স্থাপনের উপযোগী বৎসর নহে। গবর্নমেন্ট এ টাক্সটী আর এক বৎসর স্থগিত রাখেন এই আশা-বের সাহুযোগ প্রার্থনা।

বিপদ বিপদেরই অনুগমন করিয়া থাকে রাইপুরের অধিবাসিরা সে দিনকার অগ্নিদাহ নিবন্ধন কতি পুরণ না করিতে করিতেই আর এক নূতন বিপদযুগে পতিত হইয়াছে। রাইপুর গ্রাম ধানি অজর নদীর তটে অবস্থাপিত। রাইপুরের দক্ষিণ অংশ আর প্রতি বৎসরেই বন্যায় প্রাণিত হয়। সে দিন অজর একটু বিশেষ বর্ধিতকালে বর হয়। এই হেতু বন্য গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করে আরো দক্ষিণ দিকে যে গৃহগুলি আছে তাহার অধিকাংশ ভূতলশায়ী হইয়াছে। এখন এই নিঃসহায় হতভাগ্যদের জন্য গবর্নমেন্টের হস্তাবলম্বন করা একান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

বন্যারা আবারের আতি নিকটে কুমারপুরে একটা ভত্যাকাও হইয়া গিয়াছে। বাহ্যিক অপরাধী স্থির করা হইয়াছে সে আপন অপরাধ স্বীকার করে নাই। ঘটনা স্থলে কাটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃ সে দিন উপস্থিত হন। গির্জা বিচারদানে রহিয়াছে বলিয়া আমরা কোন অভিযোগ

প্রকাশ করিলাম না। তবে ঘটনার এইরূপ মূল বৃত্তান্ত শুনা যাইতেছে। কুমারপুরের জনৈক জাফন সুবা (উল্লিখিত অপরাধী) একটা শূকর তাহার বাস গৃহে প্রবেশ করায় রাগান্বিত হইয়া শূকরটীর প্রাণ বধ করে। উক্ত শূকরটী একটা নীচ জাতীয় বৃদ্ধ জী লোকের ছিল। সেই জীলোকটীকেও বিশেষ রূপে প্রহার করায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গত পরশ্ব: রাত্রে বন্যারা আবারের সহিধানে জলহৃত এদিকে একটা জীলোক উদ্ধতনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। জীলোকটী একজন কৃষকের কন্যা। অনিলাম, জীলোক টীর চরিত্র তাদৃশ পরিচয় ছিল না।

অনিলাম, মহারাজী নদীর পুল ভগ্ন হওয়ার লতাপুর ধানার অন্তর্গত ছাতিরা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের যার পর নাই কতি হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এই পুল ভগ্ন হইয়া যার বলিয়া তত্ক্ষণাত্ স্থানের অধিবাসী দিগকে যে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়, তাহা আমরা সোমপ্রকাশে করেবার লিখিয়াছিলাম। কর্তৃপক্ষের গোঁড়ও হইয়াছিল। করেবার সে বিষয়ে তদন্তও হইয়া যায়। কার্য সময়ে আর কোন উচ্চ বাচ্য হয় নাই, গবর্নমেন্ট এ সকল কার্যে উদ্যমীন থাকিলে রাজস্ব প্রতিলিপিত হয় ঠিক ?

১১ ই আগষ্ট
১৮৭০

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শ্রীয়া আত্মদিত হইলাম, যে কলিকাতা সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা সীওতালদিগকে হিন্দুধর্মে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিত নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং যার নির্বাহ জন্য গবর্নমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ধর্মরক্ষণী সভা নামোচিত কার্যে এতদ হইয়া এমন কার্যে অগ্রসর হইতেছেন, বাহ্যিক হিন্দু ধর্ম শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারিবে। আশা করি, সমস্ত প্রতিবন্ধকেও তাঁহারা এ কার্য হইতে পরাভূত হইবেন না। সনাতন ধর্মরক্ষণী সভা করিয়াছেন সীওতালেরা হিন্দু! ছোট নাগপুর পাণ্ডকেও অনুদূষ

জাতিবিগের প্রাচীন হিন্দুধর্ম নির্মলে যত্নশীল দেখিতেছি। তাঁহাকে ও তৎসম মহোদয়দিগকে এই সংবাদ পত্রদ্বারা প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা উক্ত জাতিবিগকে হিন্দুজাতিতে আনিতে বিশেষ প্রয়াসী হইয়ন। কথটা সামান্য হইলেও তাঁহাদের প্রবর্তনা মহোপকারিণী হইবে, তাঁহাদের দৃষ্টিতে সীওতাল পরগণাভ্যন্তরীণ মুসলিম হিন্দু-রও আপনাদিগের পরকালের কার্যে যথাসম্মতি জড়ী হইতে পারিবেন। সীওতালদিগের দৈহিক ঐচ্ছ্যের সহিত যদি তাহাদের মানসিক উদ্বৃত্তা সম্বন্ধী হয়, তাহারা ভারতের প্রধান জাতি মধ্যে গণ্য হইবে। ঘনিষ্ঠ হইয়া সীওতালদিগকে নিজ ধর্মে আনয়ন করা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিলে এমন পুণ্যকর কার্য আর কোন হিন্দু জাতি পাওয়া যাইবে না। যাহারা এই দেশভিত্তক পুণ্য কার্যে মন বিবেন, পরকালে তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবেন।

২৭ এ প্রাণ
১২৮০ সাল

জি:—

—

মহারাজ ও তৎসম।

উত করি হৃদয় লাঙ্গুল বিচারিয়া
বিকট দশনাবলি ব্যাধিয়া বহন
বহু কাঁঠ বার রূপে পরাজয় মানে
আহা কি অপূর্ণশোভা! যেন কেহ হার
অমাবস্যা রজনীতে লাঙ্গুল কাটে
ছাড়ি হুণ হুণ নাব বাহার ধমকে
রক্তবুল চমকিত লতায় যখন
ভাঙ্গিয়া অশ্রুতবন লক্ষিয়া সবেগে
ভালে আসি বৈস প্রান্তে! বীর হনুমান
নামিছে এ যুগ নর হে বীর পতে!
তব পর নীল পায়ে। তব চৌতিকর
অর্ধপন্ন রক্তা ফল নিক্ষেপ করিয়া
আনিরাছি ধর ধর হৃৎক করেতে
ভোজন করহ যুগে। কর আশীর্বাদ
ভোমার এগাদে যেন তব গুণ কিছু
বর্ণিবারে পারি, হি! হি! একি অহঙ্কার
বর্ণিবে ভোমার গুণ আমি যুগ যতি?
বেদেতে বাব কিছু সব তব কীর্তিবাঁদ
দুর্গা প্রভৃতির স্থান আছে কি তা হাতে?

আদি কবি বাঙ্গালীক পুরাণ রামায়ণে
গাইল তোমারি কীর্তি ওহে কীর্তিমান
নারি সাধ্যা পাণ্ডুল্ল পৈশেবিক আর
মীমাংসা বেদান্ত বঙ্গ সপ্ত বর্ষনেতে
নব্যাকাব্যে নাটকে নবেলে যথাবাই
তব মুক্তাগীত রঙ্গ পাই বেধিবারে
সকলি কিচ্ছিকিচ্ছা কাও ক্লাওহে কবলি
কৃতার্ণ করহ তব চির দান জনে।
কি অম কুপেতে পড়েছিল এতকাল
জগতের লোক সব! জ্ঞাপিত অকারে
লোক পিতামহ বলি। কিন্তু কতকাল
প্রচলিত থাকে বল কপিত রচনা
হইলেও অবিকৃত? থাকে কি গোপনে
বহু দিন তরুণতা? ধনা কলিযুগে
কলও দেশেতে জন্ম লভিয়া সুকণে
মহামতি ডাকুইন! বেহ বিদ্যাবলে
প্রকাশিল। মহোপকারক গুণ কথা
“বানর হইতে নর উৎপন্ন হয়েছে”
কালক্রমে ক্রমে ক্রমে যদিও লাকুল
থলেছে, অকারি মুখ মুকতি হয়েছে
তথাপি কি পিতৃগণ বার একবারে?
বিস্তীর্ণ তোমার বংশে বংশধর যারা
তোমাকেও জিনিয়াছে মানসিক গুণে
পিতা চেয়ে পুত্র বড় নিয়মের বলে।
নামি পিতামহ আমি নামি তব পদে।
এবাব আছিল কিন্তু তোমার ঔরসে
রাক্ষসীর গর্ভে লজ্জাকাণ্ডের সময়
জন্মিল অপূর্ণ জাতি বড় শ্বেতকারি।
লক্ষ বক্ষ কাষ্ঠাসন কদলিতে টান
নির্মায়িক তাব স্বার্থপরতা অভূতি
দিত্তেছে তাহার সাক্ষ্য। বড়পুত্র এরা
কিন্তু হার সকলে তোমারি মত্ত নয়
প্রাণপণে সাধে যারা অজাতির হিত
একতা বিধান করে মানে মানা জনে
কুলদ্বার বড়! তুমি কহ অবতার
মহাপ্রলয়ের তার নাক্ত তব করে
একতা জাতিবে কিসে হয় তপু হবে
সমাজ বহুদনী তব চেত। যবিরত।
কেবল এসব গুণে বিভূষিত আছে।
আছে কতগুলি তব প্রকৃত সন্তান
হুমান গোত্রের তারা কুলের তিলক
“তপুটি” নামেতে খ্যাত বাহাদুর সবে

গর্ভে বসে পরিপূর্ণ মে, পৃথিবীরে
সরাধানি তুল্য। তারা করে পদে পদে
মানিজন অপর্যায় শক্তি শেলকালে
তুমি যথা হুবা দেবে গলে করিয়া
বিশ্বব্যাপী তেজো রাশি ঢাকিতে চাহিল।
ইহার। রামের ধোবে লাগে হের কাশি
তুমি যথা লকটকে রাম হিত লাগি
রাবণের অপরোধে নির্দোষি সাগরে
পাশাণে বাজিলে (১)। পাত্ত উপযুক্ত হুখি
ইহাবেরি হতে নাক্ত টকলা ধন্যধানি
ধীমান কবল বীর—মুর্তিমান তুমি
কলিযুগে বার বলে ইহার। এখন
নিরীহ জাতির কুলে পাঠাবে * জীবরে।
উচ্চতম বিচারালয়েতে এত দিন
কুল বেক হইত। একগণে মফসলে
যাজিষ্ট্রি কুল বেক হইবে নির্যাত
অনরাগিগণ সনে। ইহাদেরি ঘটে
“বড় পুত্র” গুণবত বর্তিরাছে বেধি
অকৃততাবেতে। ওহে বাবুর নন্দন!
কেহ কেহ পাইরাছে তব পিতৃগণ
উনপকাশত মানে উত্তরাধিকারে
বুড় পিতামহগুণ না পাইবে কেন?
পুরাণ প্রবন্ধে লেখে পুরাণ বারতা
ওরাল উর অটোদিত মধুর ভাণ্ডার
গোপনে লুটিয়া, দুখে বলিয়া বিস্তার
আপন খেয়ালে আমি রচিছি এ সব।
সর্বদা আক্ষেপ হয় লব শিক্ষিগণ
পড়ে না এ সব গ্রন্থ। লাগে কি খেরাল
গ্রন্থদের কাছে ভাল? বাঙ্গালা ভাষায়
গ্রন্থের শরীর রচি শিরো ভাগে দিল
সংস্কৃত বোল কত! ঠিক যেন হার
বুট পীরে জামা গারে নব্য বাবু শিরে
জুড়াইল নামাবলি! কখন কখন
ইংরাজী বচন রাজী গ্রন্থের মাখে
রাখে যেন সে বাবুর উভয়াক্ষ বেশে
পরহিল শোলাঘাট! নিদ্রিল অপর
ভারত বিখ্যাত ভারতেরে। ব্যঙ্গগুণে
জিনিয়াছে তোমারে হে বঙ্গবিফারক!
লিখিয়া বার পুরাণ কিচ্ছিকিচ্ছীর বোলে

(১) অহারি সীতা দশকল্পদেব, বঙ্গ:
পরায়িত্ববন্দনেন। কুতোদলশ্যামি ইদং
বিচিত্রং, পরায়তনং পরায়তনং

কাঁড় কি অকুলি তার? কতরন রোগে
কাহার অকুলি কত? জুটাইয়া বল
নলনীলে তুমি যথা জুটাইয়াছিলে
ত্রোতাযুগে বর্ষলিখিতে দিল মন
খ্যাত বঙ্গদেশে শেবে না রহিতে দিবে
বেদবাস নীম। বেন করিয়া বিভাগ
দুর্গারে করেছে কাঁড় সরস্বতী সনে।
বোঝগণ যদি কেহ করিতে বিচার
বলে কোন কথা যথা কুকুরের দল
লাগে তব পাছে তুলি খেউ খেউ রব
অমনি সে বীরবর উঠে লক্ষ দিয়া
আশ্ববত্ত বিটপির সর্গাও পাখাতে
বসি তথা নির্ভরে ভাস্কর মনমুখে
তোমার সন্তানগণে মন। পাত্ত বলি!!!
পাল যথো গোবা ভড়ু মিশিবার মন
সম্মানিত বলে সদা সর্গাও উপরে।
মিত্র তাঁর গড়াইল দর্পণ হুক্ষর
ভাষাতে হেরিয়া মুখ কৃতজ্ঞতা কল।
তুমিও রচিয়াছিলে গুনিছে এবাদে
মহানটকের গ্রন্থ মৃত লহরী
লোক প্রায় হইবে না ভাবিয়া তাহার
নিজ হতে ছিড়িল। নতের বীজ তবে
আছিল প্রকৃতভাবে তোমার দেহেতে
প্রভূত হইল বাহা বংশাবলি ক্রমে
কিছু নাহি বাদ যার যা এসে কলমে
লেখে এরা তাবে মনে না হয় বঞ্চিত
ভূষিত বঙ্গের লোক সে অমৃত পানে।
পূনরপি মনে মৃত তব পদযুগে
কৃতার্ণ করহ মোরে খাটয়া কবলি।

জিঃ—



* ভাল করতে পারবো না
মন্দ করব কি দিবি তা বে।

মহাপর! বঙ্গীর কতিপয় বিদ্যাভিমানী
কিন্তু বস্ত্ত: কাওজান শূন্য। ও অস্ত্রোপায়হীন
ব্যক্তি এই আবহমান প্রচলিত এবাব বাক্য-
টির সারবস্ত্তা জবাবস্বম করিয়া তদনুশ্রিতী
জিরাভূতানে প্রবৃত্ত। পরপদবলিত অদা-
খিনী বঙ্গভূমির এমনি চূর্তগা যে কেহই
ইহার দুঃখোপশমের নিমিত্ত একদম মজিও
মস্তক সকলিন করিবে না, পরত যদি অপর
কেহ চেষ্টা করে সাধ্যাত্ম্যারে ভাঙার
আহাল সাধ্য কার্যের অভিব্যে প্রবৃত্ত

হইবে, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই। দুই জনে একত্র কার্য্য করিলে সে কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে, সেই কার্য্যে যদি একজনের সাহিত্য রচনার স্বৈরত্বা হইল, অমনি একজন অপরের কার্য্যের বাধাতে প্রবৃত্ত হইবেই হইবে। দুইজনের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীদিগের বৈদগ্ধ্য কার্য্যের প্রতি অভিনিবেশ করিলেই ইহার বাধার্থ্য্য প্রতিপাদিত হইবে। এই প্রকার বিদেহ ভাব ও স্বৈরত্বা হেতুই আজি ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বর্ষাধিক কাল যাবৎ পরজাতি পবিত্র, এই হেতুই আধুনিক বঙ্গ-সমাজের এতদূর হীনাবস্থা, এই হেতুই আমরা রাজদ্বারে বাক্যসার অকর্ণ্য্য নাকালী বলিয়া পরিচিত।

কুক্ষেণে বঙ্গ-বর্শন "বিদেহভাবপরবশ" জন সমাকীর্ণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমালোচনা শুভিতে শুভিতে প্রবণ বিবর কলু'বত হইল। যখন কেহ কোন প্রস্তাব না পান "বঙ্গ-বর্শনের" খানিকটা নিম্নাবলি করিয়া না তৎসম্পাদককে গালি দিয়া চিত্ত প্রসারন করেন। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি যে, কোন কোন সম্বন্ধ পত্র সম্পাদকও এই প্রাচীন এড়াইতে পারেন নাই। আমরা এক্ষণে তৎসমুদায়ের আলোচনার প্রবৃত্তি নহি, তবে কতকগুলি রোধে ও কৃতজ্ঞতার উত্তেজনা সাধারণতঃ গুটিকত কথা বলিব, তরসা করি মহাশয় পত্রস্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

"বঙ্গ-বর্শন" চিরন্তন বাপি ঘন কুসংস্কার কুহেলিকা সমাকীর্ণ বঙ্গ-সাহিত্য সংস্কারের স্বর্ঘ্যোদয়। প্রতি সংখ্যায় আমরা তাহার কুরোড়ুর পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। বঙ্গ-বর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ। যে প্রাণী অলুগারে "বঙ্গ-বর্শনের" প্রত্যাবলি লিখিত হয়, তাহা সুমার্জিত ও সুদৃঢ়। ইত্যন্তঃ দুই একটি সামান্য লিপিগত প্রমাদ ব্যতীত এমন একটি দোষের উল্লেখ করিতে পারিবে না যাহাতে বঙ্গ-বর্শন স্বার্থে অপাঠ্য। তবে আপনাত "ঐ" আক্ষরিত লিপি প্রেরকের ন্যায় যাহা বোধান্ত ও পরযোশোদক, তাহাদিগের এই বিবর বোধগম্য না হইতে পারে। কতক-

গুলি নিম্নক সর্জনাই বলিয়া থাকেন, যে "বঙ্গ-বর্শনের" লেখকগণ বিখ্যাত/বিখ্যাত/বানী, কিন্তু আমরা তাহাদিগের কথার বড় আস্থা করি না, যেহেতু "বঙ্গ-বর্শন" নিজেই নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। লব্ধ কথা বলিলেও নিম্নক নিম্নকই থাকিলে তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না, কিন্তু যাহারা সশাসন ও সজ্জন তাহারা আমাদের বাক্যের বাধার্থ্য্য অনুভব করিবেন। তিতপূর্ণ বঙ্গভাষার যে করধানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার সমস্ত না হউক, অধিকাংশই অপাঠ্য। জন করেক প্রসিদ্ধ লেখক প্রণীত পুস্তকাবলি ভিন্ন এমন এক খানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে পারিবেন না যাহা যথার্থই পাঠ্য বা জনপ্রিয়। আমরা তাহার কথার আস্থা না জ্ঞে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ উল্লেখ করিয়া যেহেতু। এ অভাব যে কতদিনে পূর্ণ হইবে, তাহা দুঃখের। বোধ হয় এ অভাবের নিমিত্তই "বঙ্গ-বর্শনের" সৃষ্টি এবং তাহা যে আংশিকরূপে সিদ্ধ হইতেছে কে অস্বীকার করিবে? "ভারত-কলঙ্ক" "উদীপনা," "উত্তর চরিত" "ভারতবর্ষের পুরাতন," "বঙ্গদেশের কবিতা," "সাহিত্য দর্শন" "সামা" "বর্ষমাতি" প্রভৃতির ন্যায় প্রস্তাব বাঙ্গালীর প্রতি বিতল, দেখাই যাই না। এর সকলের ন্যায় উন্নত ভাব লিপি প্রাণী আমাদের মেজে কখনই পড়ে নাই। পরন্তু লেখার পারিপাট্য "বঙ্গ-বর্শন" অভূত ও অনুকরণীয়। বঙ্গভাষায় যে করেক খানি সাময়িক পত্র দৃষ্ট হয় কেহ ইহার সমকক্ষ খানিকট হইতে পারে না। "বঙ্গ-বর্শন" বৈরাগ্য সঙ্গীত লোকের মনোরঞ্জন করে আর কোন পত্র তদ্রূপ কখনই পারে নাই। ইহাতে অনেক আমাদের উগার বিরক্ত হইবেন এবং হরত আমাদিগকে "বঙ্গ-বর্শনের" স্বাক্ষর মনে করিবেন কখন, কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করিতেছি যে যাহারা এ কথার আস্থা না করেন তাহারা "বঙ্গ-বর্শনের" অন্তরেই প্রবেশ করেন নাই।

আপনাত "ঐ" আক্ষরিত পত্রপ্রেরক

বলেন যে "বঙ্গ-বর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পোষকের নিমিত্ত তিনি কতকগুলি কারণও নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা সেই সকলের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তৎপূর্ণে বলা উচিত যে "বঙ্গ-বর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্কস্বরূপ না হইয়া ইহার শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। "বঙ্গ-বর্শনের" ন্যায় পত্র যে বঙ্গভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা বঙ্গভাষার স্পর্শের বিষয়। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে "বঙ্গ-বর্শন" দ্বারা যথার্থই বাঙ্গালী ভাষার সমৃদ্ধি ও সংস্কার সম্পাদিত হইবে এবং তাহা যে কতক অংশে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও বলিতে প্রস্তুত আছি। "ঐ" মহাশয় যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাহার বিদেহভাব ও অস্বাভাবিকতার পরিচয়ক, যথার্থ বোধ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। তিনি রামদাস বাবুর উপলক্ষে যে কথাতলি বলিয়াছেন তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। রামদাস বাবু যে প্রকার অধ্যবসায়সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত প্রাণী হইতে অমূল্য সত্য সমুদায় নির্ধারণ করিতেছেন, "কালিদাস," "বরকচি," "ঐ" প্রভৃতির অভাবের কাল নির্ণয় ও তাহাদিগের প্রাণী প্রণয়ন বিষয়ক ঘটনাদি সংগ্রহ করিতে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয়ীকর করিয়াছেন তদ্বিত্ত তিনি আমাদের সঙ্গীত করিয়াছেন তাহাও আমরা স্বীকার করিতে পারি। রামদাস বাবুর বিষয়ে অধিক বলবার প্রয়োজন নাই, প্রাচীনপুরাতন তত্ত্বজ্ঞানায়গণ আমাদের বাক্যের গোবত্বা করিবেন সন্দেহ নাই।

"ঐ" মহাশয় "বঙ্গ-বর্শনে" ইংরাজী ভাষার আধিক্য দেখিয়াছেন সেই হেতু বলেন "ইহার বঙ্গ সংখ্যা প্রত্যয়েই ইংরাজী ভাব ইংরাজী ভাষা দেখিতে পাইবে। আমরা কতকদংশে একথা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তাহার কথা এখানে ইহাকে বোধ বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি, কারণ নির্দেশ করিতেছি যখন যে প্রতি আমাদিগের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন তখনই আমরা তাহাদিগের আচার ব্যবহার লিখন

হওয়া বিচিত্র নহে। পরন্তু এয়োজনীয় বিশেষ শ্রমি ভরানিক ন্যায়তন ত্রুত এহণ করিয়াছিলেন, লোকদিগকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত ও লোকের মনে তাহার প্রতিভা সকারণের নিমিত্ত এই প্রকার ব্যবহার অবশ্য এয়োজনীয়। ইহাতে বেংগ ঘটে নাই। “লরেন্স কন্ট্রেরও তদ্রূপ।

পত্রপ্রেরক “বিষ-বৃক্ষকে” অগাঠা বলিয়াছেন, তদ্বালোচনায় আমরা বারান্তরে প্রবৃত্ত হইব। তবে এক্ষণে যুক্ত কণ্ঠে বলিতে সম্মুখিত হইতেছি না যে বঙ্গভাষার যত উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা হইয়াছে “বিষবৃক্ষ” তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে বরং কোন কোন অংশে তদপেক্ষা মনোহর ও ক্ষুদ্র ঐহী।

“প্রাপ্ত এম্বের সংকিপ্ত সমালোচনার” সম্পাদক মহা বলেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সাধারণতঃ যে সকল বাঙালী পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে তাহার অধিকাংশ স্বার্থার্থ অগাঠা তাহাতে তাহার উন্নতি ইওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হয়। তবে যেগুলি স্বার্থ ভাল সম্পাদক ও তাহাদিগের প্রাশংসা করিয়া থাকেন।

উপসংহার কালে আমরা বহু বার এই উদ্যমকে ছব্রের সহিত বন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেহেতু বিদ্যাবান ও লিপিগুণল বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট অনেক আশা করেন। নিম্নকে বাহা বলে বলুক তাহাতে তাঁহার উদার ক্ষমতা যেন একবার মাত্রও বিচলিত না হয়। তিনি যে ত্রুত এহণ করিয়াছেন তৎসম্পাদনার্থ পূর্বের ন্যায় অব্যাহত চিত্ত থাকুন। বহু বারও বঙ্গবর্ষনের অন্যান্য লেখক বর্গের “অর জয়কার হউক”। তাঁহার বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য-বেথিয়া তৎসংস্কারার্থ কটিবদ্ধ হইয়াছেন তাহা যুক্ত আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গলচরণ করিতেছি। তাঁহাদিগের “লেখনীর উপর (সচন্দন) পুষ্পবৃষ্টি হউক।

২৫ এ প্রাণ } একান্ত বশম্বর
১২৮০ } কল্যাণ “বঙ্গদর্শন”
পাঠকসমাজ।
কলিকাতা চক্ৰবর্তী।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ৮ ই আগস্ট।

স্থানের নাম সর্বকর্মতি জল
ক্রীট ইঞ্চ

মোহানার জহরামপুরের নীচে ১৫
তথা হইতে গড়িয়ার উপর টউয়ার
১২ মাইলের মধ্যে ১৬ ০
তথা হইতে জলিপুর
৭১ মাইলের মধ্যে ১৮ ০
জলিপুর হইতে বহরমপুর
৪৭ মাইলের মধ্যে ২১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া
৫০ মাইলের মধ্যে ১৫ ৭
কাটোয়া হইতে নদীয়া
৪৬ মাইলের মধ্যে ২৬ ৬

সন ১৮৭০ সালের ১১ ই আগস্ট বহরমপুর
গজ ঘাটের জলের মাপ।

ক্রীট ইঞ্চ
২৪ ১৪

বহরমপুর } জিয়ুজ সি, ই, উইল একজি
১১ ই আগস্ট } ক্রীট ইঞ্চিয়ার নদীয়া
১৮৭০ } লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জিয়ুজ বাবু যবন কিশোর গোখামী
সংস্কৃত কলেজ ৫৫০

“শ্যামক নিয়োগী—কুচবিহার ১০

“হারকামাথ বন্দোপাধ্যায়
গোয়াখালী ১০

“গণেশচন্দ্র বহু দোণ্ডা ১০

“গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী—সেরপুর ১০

“শ্যামচরণ রায় চৌধুরী
বেতুলসতপুর ৫৫০

“জানকীবল্লভ সেন

কাজুন গোটোলা ১০

“বেঙ্গল সাট চারিট
বাঙ্গালোর ৫৫০

“ক্রীক মল্লিক—ভদ্রানীপুর ৫৫০

“দ্ব্যধচন্দ্র ত’হুড়ী—মধ্যপাড়া ৫৫০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৫০ টাকা, মক্কেলে মাহুল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫৫০ টাকা। ছয়
মাসের ভূমানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। মোট, ছতি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর বাহাতে বাহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিম্নলিখিত হইবার পুণ্যে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
কিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিস্ট্রি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া জিয়ুজ হারকামাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁহাদিগের নুতন মূল্য দিবার সময় বকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-
দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
নীজ পাইব।

বাঁহারা মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৮০ ছই আনা তাহার পর ১০
দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত যতস্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার চক্ৰবর্তী
সোণাপুর ডেবনের দক্ষিণ চাকড়িপোতার
জিয়ুজ হারকামাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৪১ সংখ্যা।

“সমস্তানি প্রকৃতিদ্বিনাং পার্থিবঃ সর্বস্বতী অনিমন্তনী ন হৌয়না।”

অগ্রিম বার্ষিক দুলা ১০ টাকা।

অগ্রিম বাৎসরিক ২১ টাকা।

সন ১২৮০। ১০ ইত্যাদি। ইং ১৮৭৩। ২৫ এ আগস্ট।

মকরমে মাহুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) দুলা টাকা এবং বাৎসরিক ২১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোটর, হাটাল, আড়তদার এবং
অতিমিথির সমস্ত কার্য। উক্ত এজেন্সির
দ্বারা যন্ত্রপাতি, অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত
হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত বাস্তব কর্মী
ধ্যকের নামে মাহুল দিরা পত্র লিখিলে
এজেন্সী কায়ে নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক
কলিকাতার বাতীর দরের তালিকা প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত
জানিতে পারিবেন।

শ্রীমন্তরচরণ গুপ্ত
কাৰ্য্যাব্যক্ষ।

—১—

ইশতেহারনাম কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী
কালেক্টর এজলাব জিহুজ বেং উই-
লিয়স হোমস লাল্লি একটীং রেল-
ওয়ে ডেপুটী কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা
হইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত ইষ্ট
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উত্তর পাশ্চাত্য
ডিক্রাসের স্থানান্তরিত ১৭-০-১৪/ বিখ্য
অমী বাবা ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি
সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন ঐ জমির
জিহুজ সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী উপ
তাহারের লিখিত নিয়ম অনুসারে সন ১৮৭৩
জানুয়ারী ১ তারিখে সোমবারে সন
১২৮০ সালের ২৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে এবং ২৫-

পরে মোকাম লিখিয়ার অন্দরের কাছারিতে
নীলামে বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমি নীলাম হইবেক তাহার
চারি অংশের তিন অংশ অপেক্ষা বেশী জমি
বর্তমানে আবাদ হইতেছে। অবশিষ্টাংশ
শ্রম বার করিলে আবাদের বোধ্য হইতে
পারিবেক।

রেলওয়ের ধারের জমি, ঐ জমিতথাকার
প্রচলিত হার অপেক্ষা কম জমার কৃষিগণ
সম সম জোত করে এবং নিজের নীলাম হই
বেক যে কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি
আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

তারিখ ৭ ই আগস্ট
সন ১৮৭৩।

হস্ত বিক্রয় বিজ্ঞাপন।

মখন হস্ত উত্তম শিকারী, উচ্চ ২৯ ফিট
বরস ত্রিশ বৎসর, বিক্রয় আবশ্যক প্রার্থনাক
পন আনার নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত
জানিতে পারিবেন।

শ্রীমদোমোহন সিংহ
পোর্ট আন্দী কলিকাতা

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থাগারে আর সকল প্রকার বাইলা
গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্ত
কও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা
আবশ্যকমত পাঠান বাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্মাব্যক্ষ।

কর্মাব্যক্ষ।

চকদীঘির দাতব্যচিকিৎসালয়ের হেড
কম্পাউণ্ডরের পদ পূর্য আছে। প্রার্থীর
বাল্যলা ক্রাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক।
বিনি অন্যান্য কিছুদিন কর্ম করিয়াছেন ও
কর্মক্ষেত্রে ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে
পারেন, তাঁহার আবেদন সমাক আমদনীর।
বেতন মাসিক ২০ টাকা। সমাক উপযুক্ত
হইলে ২৫ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। আবেদন
সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়

ম্যানেজার

চকদীঘি

—২—

বিক্রয়ার্থ প্রস্তাব।

রেলুন মএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ভিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয়
পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং আলিতে অতি
উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে
সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা
অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি
সংলগ্নে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায়
জ্বলিয়া উঠে না; সুতরাং ইহাতে কোন বিপ
দের আশঙ্কা নাই। ঐ কোম্পানি পূর্ণ কানেক্টার
মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যমি তৈল—এই তৈল ইহা পীত
বর্ণ এবং ভিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল
আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক

কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে স্থলে
না। বিশেষ ইহা যে কেবল ছায়াইবার পক্ষে
সম্মত এবং কার্যকর একগুণ নয়, ইহা ভিন্ন
কোন উপায়েও প্রভুতি সরিচা করা হইতে
রক্ষা করিবার যেকোন উপযোগী একগুণ আর
কোন ঐক্য দেখা যায় না। মূল্য ৬০/০ আনা
করিয়া গাণিত্য। যখন যিনি অতির পাঠা
ইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠ ইয়া
দেন।

সমীক্ষক।
স্টাটস ট্রাষ্ট
৮১ নং বাটী } ওয়াইলিয়াম মিচেল রিড
কোম্পানি

গুপ্ত বস্ত্র।

২৪ নং ফ্রান্সিস স্ট্রেন; গেসিডেনসী
কালেক্টর উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী
ও বাংলা ছাপার বন্দ অতি সুন্দররূপে
শীঘ্র নির্মাণ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায়
লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মহাতীর পক্ষে সর্ব্বা
শেষা হ্রাস হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীমত্যাচারণ গুপ্ত
কার্য্যাদক্ষ।

ইশতেহার নামা কাছারি রেলওয়ে ডেপুটী
কালেক্টর একলাখ শ্রীমুক্ত মেং উই
লিয়ম হোমস সাহেব একটীং রেল
ওয়ে ডিপুটী কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাই
তেছে যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেন লাই
নের উত্তর পার্শ্বের ইস্তক বর্তমান নাং রানী
গঞ্জের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিত বি
ক্রাসের স্থানাদিক ৬৪০/ বিঘা জমি বাহা ইস্ট
ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি সম্পত্তি পরি
ভাগ করিয়ছেন এই পরিত্যক্ত জমির শ্রীমুক্ত
সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব এক লাটে
সর্ব ১৮৭৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বালালা
সন ১২৮০ সালের ২১ এ তারিখ শুক্রবার এবং
তৎপরে বৌকাস সিংহিয়ার অংশের কাছা
রিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

এ জমির ভিন্ন অংশের হুই অংশ
অপেক্ষা বেশী আবাদ হইতেছে এবং তাহার

সামিল মূল্যবান জমি আছে। অবশিষ্টা শ
সামান্য ব্যয়ে আবাদের যোগ্য হইতে পারি
বেক।

এ সকল জমি রেলওয়ের ধারের জমি,
কুনিগণ তৎকার প্রচলিত হার অপেক্ষা
কম কমার জোত করে এবং এই জমি নিজের
নীলাম হইবেক যে কেহ টাকা বাটাইতে
চাহেন তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন
না।

আর আর বিঘর অংশের নিকট এ
আপীয়ে জানিতে পারিবেন।

৯ ই আগষ্ট
সন ১৮৭৩

—১০—

মাস্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানি পুস্তকাকারে প্রাপ্তি রবি
বার গুপ্ত বস্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে
পঞ্জিকা, মাস্তাহিক সংবাদ, কামদানি
রশ্মি, প্রবাদির মাজার দর প্রভৃতি
বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক
মাছল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা যাহা
মিক ৪৪ ট্রেনমাসিক ২৫০ আনা।

শ্রীমত্যাচারণ গুপ্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমুক্ত বাবু গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকা
শিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাছল ১০।

এ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০। এনক্রাইট লাইল ১৮, ডাক মাছল ১০/
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১/০ আসা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আনা।
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাহারি
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লাই
য়াছেন, তাঁহারের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অব্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাহাদের প্রয়োজন

হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাছল কিম্বা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার বরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশ-
য়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
মাছল ১, আমার নিকট প্রাপ্য।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৬ চুর্ণাঙ্গাস কর মহাশ-
য়ের কৃত মেট্রিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য
রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল ১০। উহার
কৃত ভিষয়জ্ঞ ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সরি
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাছল ১০।

ডাক্তার শ্রীমুক্ত বাবু কানীচন্দ্র গুপ্ত
মহাশয়ের কৃত হৃদয় সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাছল প্যাকিং খরচ ৬০। বাবু ক্ষেত্র-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাছল ১০।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
জরদেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
জরদেব গাঙ্গাধীর দীপন বৃত্তান্ত মূল্য ১০/
ডাকমাছল ১০ আনা মাত্র আমার নিকট
প্রাপ্য।

লালবাজার হিন্দু } শ্রীমুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায়
বট্টেল কলিকাতা }

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার
প্রাচ্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রাচ্যগুলি শুদানে বিক্রয়
প্রস্তুত আছে।

গ্রেস করা প্রস্তর নির্মিত নন্দামার পাইপ
এবং উহার নির্মিত সাইফন ফাউন্টন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
যেহিহাতে রসাইবার নির্মিত চতুর্ভুজ
টাইল ইট।

ফরার ব্রিক।

ফারার স্ট্রো।

বাটীর নর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নির্মিত উপরি উক্ত গ্রেস করা
পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রভৃতি

নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য গ্রহণ
করিয়া দিবে।

কলিকাতা
৭২২ হেভিওয়েস্ট স্ট্রীট } বরপ এণ্ড কোং ।

—০—

বঙ্গভাষায় ।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস
অব ডিজীজ
অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব ।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০ আনা। উহার বাছাই অতি
শোভা এবং সুন্দর। চূড়ান্ত গ্রন্থকার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
ষ্ট্রেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক ।

১। গৃহবিদ্যারই জ্ঞাতব্য ধাত্তী-নিধি
হুই ভাগ একত্র বান্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাছল
১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি
লীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রভুতি কষ্ট পায় না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
ভ্রমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত
এছাড়া কল্পে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ক-
লক্ষণ ও তাহাঙ্গিগের করেকটী গুরুতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধ
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভজাব
নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনমূলে অতি সরল চলিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
১ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিহুচিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণালে অর্থাৎ
চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ বিচার (৮ টানি) ১০/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১/১০

প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

কলিকাতা } হিন্দুহাউস } শ্রীযুক্তদাস চট্টোপাধ্যায় ।

—০—

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য প্রাচীর পরীক্ষার
স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান
এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ন্যাচুরাল
ফিলসফি ও ফিজিক্যাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিক্যাল সায়েন্স বিষয়ে
কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা-
ধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায়
এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই বামিই যে পূর্ক
পূর্ক বঙ্গের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি
তালিকার ফিজিক্যাল সায়েন্স বলিয়া উল্লি-
খিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত
আছেন, ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন
ভাল পুস্তক না থাকতে ইনি সম্ভ্রান্ত পদার্থ
দর্শনের এক হুতন সংস্করণ গ্রন্থিত করিয়া-
ছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবি-
জ্ঞান গতিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান
ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত ওষু সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে এবং নর্মাল বিদ্যালয় ছাত্রদিগের
নিমিত্ত বহুলভাব্য ও বহুবিধ্যাত্তরকে
বহু বিজ্ঞান বেগ বর্ধমান বেগ পতনশীল
বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য
সংক্রান্ত বিস্তার সমাহিত গ্রন্থ প্রস্তুত হই-
য়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।
উক্ত পরীক্ষার সাহিত্য বিষয়ে কোন পুস্তক

নির্দিষ্ট না থাকতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য
সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে
বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত
ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের
সার সম্বলিত হইয়াছে। ২ ম খণ্ডে প্রধান
প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার
সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য
১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ১০ আট আনা।

পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা ১/১০ দেড়
আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সম্ভ্রান্ত
বস্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

উহারকানায় গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা নর্মাল স্কুল।

সোমপ্রকাশ ।

১০ ই ভাস্ক সোমবার ।

নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের

মুদ্রিত।

আমাদিগের লেপ্টেনন্ট গবর্নর হাবড়া
পুলিশের নিমচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে কারা-
গৃহ হইতে মুক্ত করাতে সমাচার পত্র
সম্পাদকেরা তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হই-
রাছেন। তিনি যদি অন্যায় করিয়া
থাকেন, তাঁহার প্রতি ক্ষোধ হওয়া অস-
ম্ভব নয়। তিনি অন্যায় করিয়াছেন,
এ কথা কিরূপে বলা যায়। হাবড়ার
৫। ৬ শত ভক্তলোক নিমচাঁদকে
নির্দোষ ও তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার
চেড়ায় কাহেলি নাহেবের নিকটে আবেদন
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নিমচাঁদ হাব-
ড়ার পুলিশের লোক, হাবড়ার লোকেরা
তাঁহার চরিত্র সুন্দররূপে জানেন সন্দেহ
নাই। তাঁহারাই যখন তাঁহাকে নির্দোষ
ও তত্ত্ব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন
অন্যের সংশয় হওয়া সম্ভব নয়। তবে
আবেদনকারী ভক্তলোকদিগকে ও ন্যায়-
কারী লেপ্টেনন্ট গবর্নরকে আমাদিগের
কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা

হইল । নিমটাদ কৈলাস মণ্ডলের কুক-
খের বিষয় জানিতেন কি না ? হত্যার
প্রমাণভূত সস্তক ও শোণিতাদির কে
সংগ্রহ করিল ? নিমটাদের অজ্ঞাতে
সেগুলি সংগৃহীত হয় কি না ? কৃত্রিম
হত্যা সম্ভব করিবার নিমিত্ত যে সস্তক
সস্তকাদি সংগৃহীত হয়, তাহার সহিত
বাস্তবিক হত ব্যক্তির সস্তকাদির যে
বৈলক্ষণ্য থাকে, নিমটাদ তাহা জানেন
কি না ? প্রস্তাবিত স্থলে তাহা জানিতে
পারিয়াছিলেন কি না ? যদি জানিতে
না পারিয়া থাকেন, কেন পারিলেন
না ? তিনি কৈলাস মণ্ডলের সঙ্গে
ছিলেন, তিনি এ সকল বিষয়ের অমু-
জ্ঞান না রাখিলেন কেন ? মোহিনী
উপস্থিত না হইলে ঐশ্বর নাপিতের
আগদও হইত কি না ? নিমটাদ কি
নিজ ভক্ততা গুণে যথাসময়ে প্রকৃত
হত্যাত্তের উদ্বেদ করিয়া ঐশ্বরের আশ-
রক্ষা করিতেন ?

—:—

নারায়ণ ফর্দীন জি ও রাজস্ব
কমিটি ।

পালিগামেন্ট সভার রাজস্ব কমিটির
নিকটে নারায়ণ ফর্দীনজির যে সাক্ষ্য
দেওয়া হইতেছিল, ১৯ এ জুলাই উহার
শেষ হইয়াছে । আমরা তাঁহার বাক্য
গুলি আদ্যোপাধ্য অভিযোজন সহকারে
পাঠ করিয়াছি । তিনি অনেক গুলি সার
কথা কহিয়াছেন কিন্তু দুই দোষে তাহা
উপাধের বলিয়া সন্দেহ ব্যক্তিদ্বয়ের
জবাবগ্রাহী হয়-নাই । প্রথম, বিশেষ-
রূপে সমুদায় জানিয়া শুনিয়া ও প্রমাণ
সংগ্রহ করিয়া যেরূপ সসজ্জ হইয়া
বাওয়া উচিত, তিনি সেরূপ সসজ্জ হইয়া
বান নাই । এই কারণে তিনি সময়ে সময়ে
অশিক্ষিত অশ্রের ন্যায় প্রকৃত পথ পরি-
ভ্রাণ করিয়া বিপথে যান এবং কমিটি
একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সমুদায়

আলগা করিয়া দেন । তিনি প্রায়ই প্রজ্ঞা-
যোগ্য প্রমাণ দ্বারা নিজ বাক্যের সমর্থন
করিতে পারেন নাই এবং সন্তুস্ত দান
দ্বারা কমিটির প্রীতি সম্পাদন করিতে
পারেন নাই । দ্বিতীয়, বিনা পক্ষপাতে
সরল ভাবে যেরূপ বস্তুর স্বরূপ বর্ণন
করা কর্তব্য, তিনি তাহা করেন নাই ।
তিনি বোম্বাই বাসিন্দাদের প্রতি অত্যধিক
পক্ষপাতী হইয়া অনেক অসত্য বর্ণন করি-
য়াছেন । ত্রিবিজ্ঞান তাঁহার অনেক গুলি
বাক্য অত্যন্ত দোষে দূষিত হইয়াছে ।
পক্ষপাত প্রকৃত বাক্যের নির্গম কালে
প্রায়ই কণ্ঠরোধ করিয়া দেয় । লাড'
লরেন্সও এই দোষে কমিটির নিকটে
প্রতিষ্ঠানান্ত করিতে পারেন নাই । ইংরা-
জজাতির প্রতি তাঁহার যে .স্বাভাবিক
পক্ষপাত আছে, সাক্ষ্যদান কালে তাহা
এবল হইয়া তাঁহার গলরোধ করে ।
সুতরাং তিনি বাহাতে ভীততবর্ষীর
গবর্ণমেন্ট ও ভারতবাসিন্দাদের মঙ্গল
হয়, এরূপ উপদেশ দানে সমর্থ হন
নাই । আমরা আসাম মিহিরের এতৎ
সংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত
করিয়া দিলাম, তাহা পাঠ করিলে পাঠ
করণ তাঁহার পক্ষপাত বিষয়ী পুঙ্খপট
বুদ্ধিতে পারিবেন । সে এইঃ—

“লাড' লরেন্সের প্রজ্ঞাহিতৈষিতা
ইংরাজহিতৈষিতার নিকটে পরাস্ত
হইয়াছে । যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা
হয় যে জিলার কর্তৃত্বভার বাঙ্গালীদিগকে
দেওয়া উচিত কি না, তিনি তদুত্তরে
বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীদিগকে বিচার
কার্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে,
কিন্তু শাসন বিভাগে তাহাদিগকে নিযুক্ত
করা তাঁহার অভিমত নহে । বিচারবি-
ভাগেও প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পরীক্ষা
দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করা বিধেয়
নহে । দেশীয়দিগকে কমিশনও কর্তৃচরী
করাও তাঁহার মতে অন্যায়, কারণ সহ-

যোগী ইংরাজকর্তৃচরী তাহা হইলে
অতিশয় অভ্যমান করিবে । যদি এই
যুক্তিতে কাজ, করা হয়, তাহা হইলে
দেশীয়দিগের উন্নতির আর কোন আশা
থাকে না । ইংরেজদের জাতীয় গর্বও
যাইবে না । আমাদেরও শুভদিন কখন
অভ্যাসিত হইবে না । কিন্তু ন্যায়পরায়ণ
কমিটি মহোদয় লাড' লরেন্সের এই স্বার্থ-
পরতাকে অতিরিক্ত তথ্যকিতে দেন নাই ।
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহা হইলে
সম্মারাদীর ঘোষণা পত্রের বিপরীত
কথ্য করা হয় কি না ? তিনি স্বীকার করি-
লেন যে তাহাতে পক্ষপাত হয়, কিন্তু
জাতীয় গর্ব তাঁহার পক্ষে প্রবলতর
যুক্তি বলিয়া বোধ হইল । লাড' লরেন্স
কিভাবে এই কথা গুলি উচ্চারণ করিলেন
তাহা আমরা চিন্তা করিয়া উদ্ভিষ্টে
পারিলাম না । কমিটি সাহেব যখন
অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন,
লাড' লরেন্স তখন আমতা আমতা
করিয়া স্তম্ভ হয়ে বলিলেন ভারতবর্ষে
আমাদের অবস্থা বড় সঙ্কট এবং একটু
এনিক ওনিক হইলে অনেক অনিষ্ট
হয় ।”

উপসংহারে বক্তব্য এই, নারায়ণ
ফর্দীনজির অকৃত্যর্থতা লাড' এদেশীয়
সাক্ষ্যদানার্থীদের সাবধানতা শিক্ষার
আদর্শভূত । তাঁহারা যদি সমুদায় বিশেষ
করিয়া জানিয়া শুনিয়া না যান এবং
বিনা পক্ষপাতে সঙ্গতভাবে কমিটির
অগ্রে সমুদায় বিষয়বাক্য করিতে সাহসী
না হন, তাঁহারাও এরূপ প্রতিপত্তি
লাভ করিবেন সন্দেহ নাই ।

—:—

বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টের ক'বওয়াব
উঠাইয়া দিবার ক্ষেত্রকল্প চেষ্টা ।

গ্রামের মধ্যে একটা বৃহৎ পুকুর
আছে, দ্বিতীয় নাই । গ্রামবাসিরা তাহা-
রই জলপান করিয়া জীবন ধারণ করেন ।

পানী ও শৈবালার হইয়া তাহার জল
বিকৃত ও দুর্বল হইয়া গেল। উহার
বিকারনিবন্ধন গ্রাম মধ্যে শীড়ার সাত্তি
শর প্রাকৃতিক হইয়া উঠিল। সেই পুষ্ক-
রিণীর জল দ্বারা সংশোধন করিবার চেষ্টা
না পাইয়া গ্রামাণীদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন
চেষ্টা বেরূপ, প্রজার সহিত জমীদারের
বর্তমান সম্বন্ধ দ্বারা সংশোধন না করিয়া
আবগুণাবের নিবারণ চেষ্টা সেইরূপ
বিড়ম্বনাবহ সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা গবর্ণ-
মেন্ট সেই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছেন। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়া
ছেন, তাহা সামান্য চৌক্যবহ নহে।
১লা অক্টোবর রাস্তার কর সংস্কার
হইতে আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট
তাহার এক ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।
তাহার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, এই
রাস্তার কর ভিন্ন অন্য প্রকার আবগুণাব
আইনসিদ্ধ নয়। রাস্তার জমীদারদি-
গকে অন্য কোন প্রকার আবগুণাব না
দেয়, ইহা অভিপ্রায়। যাহারা কাহেল
সাহেবের চাটুকার, তাঁহারা অজ্ঞান
আটখান হইয়া এই পরামর্শ দিতেছেন
যে এই ঘোষণা বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া
জমীদারদিগের গোচরার্থ থানা প্রকৃত সকল
স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা
মনে করিতেছেন, এই ঘোষণা জমীদার
দিগের আবগুণাব প্রকণ নিষেধের অংশে
অন্ত। কাহেল সাহেব এদেশের অধিবাস্ত
অবগত নহেন। তিনি এই প্ররোচনা
বাক্যে ভুলিয়া ঘোষণার মহাকল অহু-
মান করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক
যে ফল হইবে, আমরা তাহা নিবারণ
দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি প্রকার
জমীদারকে নাথাকর দিবারও ইচ্ছা নাই।
তাঁহারা একটা পুর পাইলেই মন
গোলযোগ করিয়া সর্বত্র জমীদারের
খাজনা বন্ধ করিয়া বলে। আমরা জানি
কলিকাতার দক্ষিণে জনা অঞ্চলের

কতকগুলি প্রকার একবার এই হুকুম
ভুলিয়া দেয়, খুঁটান হইলে আর জমীদা-
রকে খাজনা দিতে হইবে না। এই হুকুকে
শত শত লোক খুঁটান হইয়া গেল।
সম্প্রতি পাবনায় যে গোলযোগ হয়,
তাহাতেও এইরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে।
হিন্দু ঈশ্বরবিগ্নিতে লিখিত দৃষ্ট হইল,
রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল ও রাজা কম-
লকান্ত দেব প্রভৃতির জমীদারীতে কোন
প্রকার আবগুণাব প্রকণ করিবার রীতি
নাষ্ট, সুতরাং অভ্যাসেরও প্রসক্তি
নাই। কিন্তু সেখানকার প্রজারাও এই
এক পুর পাইয়া দলবদ্ধ হইয়া খাজনা
দিবে না এই চেষ্টা পাইতেছে।

আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে,
বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের উল্লিখিত ঘোষণা
কেবল দুই জমীদারের উদ্দেশ্যে বিভাব
হইয়া উঠিবে। তাহারা এই ঘোষণার এই
অর্থ করিবে, প্রজাদিগের জমীদারদিগকে
খাজনা দিতে হইবে না, মহারানীর এই
আজ্ঞা হইয়াছে। উহাতে প্রজার কিতনা
হুঁচকা কেবল অস্তিত্ব হইবে। দুই প্রজা
দিগের সহিত জমীদারদিগের বিবম গোল-
যোগ বাঁধিলে, এবং মঙ্গলময় বিলকণ
প্রবৃদ্ধি হইবে। যাহারা ভাগ মানুষ তাহারা
জমীদারদিগকে বরাবর যেমন আবগুণাব
দিয়া আনিতেছে তেমন দিবে, গবর্ণ-
মেন্ট কিরূপে তাহার নিবারণ করিবেন ?
জমীদারেরা অধিকাংশ জমীতিকা ধরান
যে প্রকা অধিক দিতে স্বীকার করিবে
তাঁহারা তাহাকেই ধরাইবেন। এক খাজা
নাতেই তাঁহারা আগুণাব পোষাইয়া
লইবেন। গবর্ণমেন্টের তল্লিবারের
উপায় কি ? অগ্রে গবর্ণমেন্ট জমীদার
ও প্রজার বর্তমান সম্বন্ধের পরিবর্তন
করুন, তাহার এই ঘোষণার কাজ
হইবে। প্রজারা আবগুণাব দিবে
ঘোষণা করিয়া জমীদারেরা
আবগুণাব লব্ধের পাইবেন না, এই
ঘোষণা হইলেই টিক হইবে।

কাহেল সাহেবের ক্ষমকারিতা।

কেহ কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে
তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করেন,
বাঙ্গলাদেশের ভূতপূর্ব কোন লেপ্টেনন্ট
গবর্ণর ঈদৃশ ক্ষমকারিতা প্রদর্শনে
সমর্থ হন নাই। এরূপ ক্ষমকারী লোক
রাজপুত্রদিগের মধ্যে কেহ আছেন কি
না সন্দেহ। আমাদিগের বর্তমান লেপ্টেনন্ট
গবর্ণর কাহেল সাহেব পদে পদে এই
অদ্ভুত ক্ষমকারিতা প্রদর্শন করিতে-
ছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়,
অবিদ্যাকারিতা এবিধ ক্ষমকারিতার
প্রারম্ভ লক্ষণী হইয়া থাকে। কাহেল
সাহেব সময়ে সময়ে এই অবিদ্যাকা-
রিতা লক্ষিত ক্ষমকারিতার বশবর্তী
হইয়া ন্যায়পরতার মীমা অতিক্রমপূর্বক
অন্যায়পরতার অধিকার মধ্যে প্রায় তিন
চারি হস্ত গমন করিয়া থাকেন। জমী-
দারেরা প্রজার নিকট হইতে কতকগুলি
অন্যায় বাব লন। তৎসকল অত্যাচার ও
ঘটিয়া থাকে। ইহার নিবারণই কাহেল
সাহেবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি
উল্লিখিত ক্ষমকারিতাবলে জমীদার-
দিগের বেগুলি নাশা প্রাপ্য, তাহারও
উন্মূলনে উদ্যত হইয়াছেন। জমীদারেরা
হাট ও বাজারে তোলা লন এবং
তাঁহাদিগের জমীদারির মধ্যগত নদী
ও খাল প্রভৃতিতে নৌকা প্রবিষ্ট হইলে
তাঁহারা মানুষল প্রকণ করিয়া থাকেন।
এগুলি অন্যায় বলিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্ণ-
রের বোধ হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কেন
করিয়া অন্যায় হইল, আমরা তাহা
বুঝিতে পারিতেছি না। জমীদারদিগের
অধিকৃত স্থানে হাট ও বাজার হয়,
যাহারা লাক্ষার্থ তথায় প্রব্যবিক্রয় করিতে
আইসে, জমীদারেরা তাহাদিগের নিকট
হইতে সেই ভূমির খাজনা স্বল্পণ কিছু
নিজু তোলা লন, তাহাতে লোভান্বিত
মস্তাবনা কি ? এই তোলা লওয়া যদি

অন্যায় ও অত্যাচার হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের জুগা অত্যাচারীও আর নাই। আমরা যে ভূমিতে বাস করিতেছি, গবর্ণমেন্ট তাহার রাজস্ব খাইতেছেন, সেই ভূমিহিত বাতীর টাক্স গ্রহণ করিতেছেন, আমরা সেই ভূমিতে বাসিয়া যদি বাণিজ্য কার্য দ্বারা দশ টাকা আয় করি, গবর্ণমেন্ট তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স ও ইনকম টাক্স দেন, ঐ ভূমি হইতে গোল্ডেনস ও লাইবার উপক্রম হইতেছে। এগুলিও ত তবে কায়েল সাহেবের মতে অত্যাচার হইল।

যাহা হউক, কায়েল সাহেবের এই চেণ্ডাটী জমীদার মহাজ্ঞে ১৭৭৫ অব্দের পুশ্রিম কোর্টের ব্যবহার রুতান্দী আরণ করাইয়া দিতেছে; যদি কেহ আসিয়া জমীদারের নামে নালিশ করিল তৎক্ষণাৎ পুশ্রিমকোর্টের পরয়ানা বাহির হইল। জমীদার যদি আশিতে বিলম্ব করিলেন, তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল। যদি তিনি জামীন দিতে না পারিলেন, তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করা হইল। পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া তিনি কারাগারে পড়িতে লাগিলেন তাহার তত্ত্ব হইল না। দুই শত ফ্রোশ দূর হইতে এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছে, পাঁচ ছয় মাস তাঁহার কারা ভোগ হইল, তাহার পর বিচার হইয়া প্রমাণ হইল, তিনি নির্দোষ। তাঁহাকে অমনি বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এক পরগা পাথের দেওয়া হইল না। কে পুশ্রিমকোর্টের অধিকারস্থ কেন, বিচারপতিদিগের অভ্যুৎসাহ বশতঃ সে বিবেচনা ছিল না। এ সকল যে অন্যায় ও অত্যাচার পুশ্রিম কোর্টের বিচারপতিদগকে কেহ একথা বলেন, এমন লোক ছিলেন না, বলিলেও তাঁহারা যে কথার কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহাদের হস্তে সর্জনস্ব ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা অমদিকার চর্চা

করিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করেন। লেপ্ট নাট গবর্ণর ও লেপ্টনপ অমদিকার চর্চা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার “নাটের পা” আর খামিতেছে না। ইহাঁকে নিবারণ করুন, এম কাতাকে বেধিতেছি না। নিবারণ করা যাঁহার কর্তব্য তিনি উৎসাহ দিয়া ইহাঁকে স্বর্গে তুলিতেছেন।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই লেপ্টনট গবর্ণরের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণের যে সবিশেষ চেষ্টা আছে, তাহাতে আমরা তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করি কিন্তু তিনি অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া স্বয়ং যে অন্যায় ও অত্যাচার করিতে উদ্যত হইতেছেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

দ্বিতীয় পত্র।

সম্পাদক মহাশয়! আমি লেপ্টনট গবর্ণর হইয়া যে যে বাস করিব, তাহার সমুদায় গুলি এলা হয় নাই, আজ আবার বলি শুধুন। আমি জাহিতে ব্রাহ্মণ। আপনি জানেন “থল্যাতৌ পরমা ক্রীতিঃ” আমি ব্রাহ্মণদিগকেই সমুদায় উচ্চপদ গুলি প্রদান করি। ব্রাহ্মণেরাই উচ্চপদ পাইবার যোগ্য পাত্র। ঐ পর গুলিতে উহাদিগের স্বাভাবিক স্বত্ব ও অধিকার আছে। আমি ব্রাহ্মণ জিন্ন আর বাহাকে মানুষ জ্ঞান করি না। আমার শিক্ষা এই, অনেক সহজ যোগ্য পড়া জ মুক স্বর্ষ ব্রাহ্মণেরও সম্মান নয়। আমার ইচ্ছা রাজ্যের সমুদায় কর্তৃ গুলি ব্রাহ্মণদিগকে দি তাহা হইলেই আমার চিত্ত নির্জীত হয়, কিন্তু কি করি অন্যকে নিতান্ত বঞ্চিত করিলে লোকে পক্ষপাতী বলিয়া গালি দিবে। সভা সমাজে পক্ষপাতী বলিয়া পরিচর হওয়া অতি শর নিম্নার বিষয়। আমি দেবল ঐ নিন্দাকে শঙ্কা করি। ব্রাহ্মণেরা যখন আমার সহায় আছেন, তখন আমি আর কোন শঙ্কা করি না। কেবল সত্য সমাজে নিম্নার ভয়ে সামান্য কর্মগুলি অন্য অন্যকে দিব স্থির করিয়াছি। সামান্য কর্মগুলি অন্যকে দিবার

আর একটা কারণ এই ব্রাহ্মণেরা সামান্য কর্মে যুগা করেন।

এইরূপ কর্মের ব্যবস্থা করিয়া এমনি অপক্ষপাত ব্যবহার করিব যে সকলে দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। সম্পাদক মহাশয় জানেনই ত ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণ সহজ অপরাধ করুন, তাঁহার দণ্ড নাই। তাঁহার হত্যা করুন, রাজ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করুন আর তহবিল তহ- রপাত করুন, সে কেবল তাঁহাদিগের অসাবধানতা মাত্র। অসাবধানতার আর দণ্ড কি? তাঁহাদিগকে বিমর গর্ভ উপদেশ দ্বারা সাবধান করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইল। অতএব আপনি ব্রাহ্মণের কথা ছাড়িয়া দিন। অন্য অন্য কর্মচারির বিষয় এমনি তীক্ষ্ণ ও হইব যে লোকে আমার অপক্ষপাতিতা দেখি। চতুর্দিক হইতে ধন্যবার দিতে আরম্ভ করিবে। পর্যাতি ও করাবাস দণ্ড ত কথাই নহয়। অদিক কথা কি, কাহার একটা সামান্য তুল হইলেও তাহাকে তৎক্ষণাৎ সম্পদ করিব। ব্রাহ্মণ যে আত্মা দিবেন যিনি তাহার বিরুদ্ধ কাজ করিবেন, তাঁহার নিস্তার থাকিবে না। যিনি আইন ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে কাজ করিতেছেন, এ ওজরে তাঁহার রক্ষা হইবে না। এ সকলের উল্লেখ ভুলে যি ঢালা হইবে। তবে যদি কেহ নিতান্ত আমার পানে ধরিয়া পড়ে তাহা হইলেই বাহা হউক। যাহারা আমার খোসামোদ করে, আমি যদি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি তাহাতে আমার অপক্ষপাততার বাঘাত হইল, আপনি কি ইচ্ছা বিবেচনা করেন? কখনই না খোসামোদ করিলে অনুগ্রহ করা আমাদিগের ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাব, আমরা সকলেই যে অনুগ্রহ করি। থাকি।

ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব আছেই ত। ঐ প্রভুত্বের বাহাতে আরো বৃদ্ধি হয়, আমি লেপ্টনট গবর্ণর হইয়া তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিব। ব্যবস্থাপক সভা আমারই হাত। আমি একপ করিয়া আইন গুলি করিব যে ব্রাহ্মণ কর্মচারিদিগের কাছের উপরে কাহারও কথা কহিবার পথ থাকিবে না। সম্পাদক মহাশয়! আপীল বিচার

কার্যের একটা উৎস্রব। আপীলের বর্ধ এই, নিয়ম কর্মচারিরা যে বিচার করেন, তাহাতে যে জন প্রমান পটে উপস্থিত বিচার পতিরা তাহার সংশোধন করেন। ব্রাহ্মণ বিচারপতিরা যে বিচার করেন, তাহাতে জন প্রমান পটে ইত্যাদি কখন সন্তোষিত হয়? তাহাদিগের কি জন প্রমান আছে? আপীল প্রথাটা ব্রাহ্মণ জাতি বলায় স্থাপন। এই প্রথাটা বাগাতে উদ্ধৃত হইয়া, আমি প্রাণ গণে সে চেষ্টা পাইব। আমি আপীল প্রথাটা উঠাইয়া দিয়া লোকের এই পন্থার লম্বাইয়া দিব যে ব্রাহ্মণ জাতি জন প্রমান শূন্য, তাহারা যে কাজ করেন, তাহাও জন প্রমান শূন্য, সে কার্যের কোন ক্রমেই অন্যথা হয় না।

আমি যে প্রদেশের জেপটনাট গরব হইব, সেখানে অত্যাচারের নাম গন্ধ থাকিত দিব না। কেবল যে জমিদারেরাই অত্যাচারী তাহা নয়, সময় ও বিধির বিশেষে প্রজারাও অত্যাচারী হইয়া থাকে। মনুষ্য, তা কর কামিক্য প্রভৃতি প্রদেশের জিহ্বার নিমিত্ত কহ দুর দেশ হইতে যোগদান হইয়া আসিয়াছেন। এদেশের জিহ্বা কবাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তাহাদিগের আগমন দেশের শোভাখোর বিষয় সন্দেহ নাই। একপা স্তলে তাহাদিগের কর্তব্য উচিত থাকি কিছু দেন, তাহাতেই সন্তোষ হইয়া তাহাদিগের কৃষিকার্য্য করিয়া দেয় কিন্তু প্রজারা যদি মনবদ্ধ হইয়া কৃষিকার্য্য না করে তাহা হইলেই তাহারা অত্যাচারী হইল। তাহাদিগের মনবর্ধ বিশেষ আইন করা আবশ্যিক। সে আইনটা এত, নীলকর ও চানচরের অর্থ খোজে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত রক্ষকদিগকে জাহাজে যদি কোন কৃষক না যায়, আর নীলকর কার্য্যকর ও চানচরের এই আইনের আশ্রয় নন, তাহা হইলে সেই অবস্থা কৃষককে তাহার প্রয়োজন পূরণের বিনা পরসায় ননি কেনে চানচরকে ও তাহারি কেনে চানচর দিতে হইবে। একের অপচায়ের ফল ভোগ অন্যকে করিতে হয়, এটা দুইজন কথা নয়। তাহাদিগকে আদিও আদমের অপচায়ের ফলভোগ করিতে হইবে।

এক মল অত্যাচারির অত্যাচার নিবারণের ত এই উপায় দেন, আর একমল অত্যাচারী জমিদার, তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণের বিশেষ আইন করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। জমিদারেরা খাতিয়া বুদ্ধি করিবার অথবা বাব আদায় করিবার চেষ্টা পাইলে প্রজারা মনবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে, আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটা কোনরূপে প্রজারা জানিতে পারে, এমন কৌশল করিব। তবে শঙ্কা এই, প্রজারা যুর্বা পাছে তাহারা সেই প্রতিরোধ চেষ্টা করিতে গিয়া বিভ্রান্ত বহু প্রজাতিত করিয়া বসে। তাহারা বিভ্রান্তী না হয়, এই কারণে আমি পাঠশালার তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখাইব। অর্জাটীনেরা বলবে পাঠশালার যে প্রকার লেখাপড়া শিখা হইবে, তাহাতে বিভ্রান্ত প্রভৃতি প্রজাতি না হইয়া প্রভূত বুদ্ধি হইবে তাহারা যাহাট বলায় আমি সে কথা করণপাত কর না। আমি যখন এই মকব পাঠশালার পড়াইয়া উঠাদিগকে মুশিক্ষিত করিয়া তুলিব, তাহাদিগের বিচার দৌড় বৈধিয়া সেই বিপাক দলট অধিক হইয়া থাকিবে।

প্রাপ্ত।

কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপালিটির সভাকারী সভাপতি ষ্টারগডেল সাহেব ১৮৭৩—৭৩ অক্টোবর ১৮ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক খণ্ড অনেক দিন হইতে আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার নামা কারণে এতদিন তাহার উল্লেখ সমর্থ হই নাই। এই রিপোর্ট আমি দেখিয়া আমার মধ্যে প্রীতিলাভ করিলাম। কেবল মাত্র রিপোর্ট দেখিতে হয় বলিয়া সভাকারী যে মত রিপোর্ট দেখা কর এখন তাহা নাই। এবার সমস্ত বিচারেই রিপোর্ট প্রাপ্ত এই উপস্থান ও সারথী দেখা যাউক। তাহেল সাহেবের অবস্থান করিয়া প্রভৃতি যে কোন দোষ থাকুক না কেন তাহার শাসন কার্য্য হওয়া অবধি যে সকল বিভাগ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রিপোর্ট আনিত সংক্ষেপে ও পরিষ্কারকণে উপবিভাগ সক

লের অনেক সারাদ দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্ট লব্ধে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। ষ্টারগডেল সাহেব বলিয়াছেন যে উপবিভাগ সকলের স্থাতি ভাল নয় এবং তাহার ৪ টী কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। ১ ম কারণ নির্গম হইবার উপযুক্ত নর্দমা প্রভৃতির অভাব। ২ র পানের উপযুক্ত উত্তম জলের অভাব। ৩ র পচা ও দুগন্ধ বিশিষ্ট পুকুরিবা ডোবা প্রভৃতির বাহুল্য। ৪র্থ মেঘ মন্দির প্রভৃতির প্রতিপালক নীচ প্রাণীর লোকদিগের অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রের বাহুল্য। আমরা অনেক দিন অবধি উপবিভাগ সকলের এই করণী অভাব দেখিয়া আসি তেছি। ১ ম ২ ম উপযুক্ত নর্দমা জল নির্গম না হওয়াতে এই সকল স্থানে বর্ষাকালে যাতায়াত করা দুষ্কর। সমুদায় নর্দমা পচা পাক ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া থাকে, অতএব অল্প বৃষ্টি হইলে ঐরা যাতায়াত উপর চল নাড়ায়। পানোপযোগী উত্তম জলেরও অভাব। লোয়ার সারকিউলার রোডের নিকটবর্তী স্থানের লোকেরা কল হইতে জল লইয়া যান মাত্র; কিন্তু অধিকাংশ লোকই পচা পুকুরের জল খাওয়া থাকে শোষণ করণীর প্রতীকারের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। লোয়ার সারকিউলার রোডের দুই চারি রসির মধ্যে মন্দির ও মেঘ পানোপযোগী আডডা। সেখানে গেলে বোধ হয় জী-স্ত নরক। কর্দ্দম গোসর স্তম্ভ যের বিষ্ঠা প্রভৃতি একত্র হইয়া বর্ষার জলে ঐরা উপর ঢেউ খেলিতে থাকে। ইদবার সে সব পাখে গিয়া পড়িলে ঘের বিপদ উপস্থিত হয়। উপবিভাগের মিউনিসিপালিটি এবিষয়ের কোন উপায় করিতেছেন না কেন? কলিকাতার মিউনিসিপালিটি ও এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত কারণ ইচ্ছা দ্বারা কলিকাতারও স্থাতির ব্যাঘাত হয়। এখানে ষ্টারগডেল সাহেব কয়েক জন কর্মচারিকে প্রামাণ্য করিয়া বন্যাদ দিয়া ছেন তাহাতে তাহার সন্তোষ তা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

৩রা ভাদ্র সোমবার।

ইংলিসমান কানপুর হইতে প্রবণ করিয়াছেন, একজন কয়েদীর হত্যাকাণ্ডে তজনা জেল দরিগা ও তাহার কয়েক জন নিরপেক্ষ কর্মচারিকে সেনিয়নে দেওয়া হইয়াছে। জেলে কয়েদীদিগের প্রাণ লইয়া ত টানাটানি, তরুণ ক'বেল সাহেব মনে করেন কয়েদীরা জেলে অর্থ লুপ্ত ভোগ করে।

১৮৭২—৭৩ অব্দে আগরায় সাধারণ ছাত্রের কাছাকাছি লোকে ১৫৭৫৫ টাকা দায় করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে মাস্তাজ হইতে ৪৫ টন সিল্কোনার ছাল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত এত সিল্কোনার ছাল এদেশ হইতে যায় নাই।

অনুরেল কর্জস সাহেব বেথাই কাউন্সিলের সভ্য পদ পরিভ্রাণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, তাঁহার অন্যান্য কাজ এত আছে যে তিনি সভার কার্য উত্তমরূপে করিতে পারেন না, কোনরূপে কাজ চালাইয়াও সম্ভব লাভ করিতে পারেন না। এরূপ কর্তব্যপরতার দৃষ্টান্ত বিরল।

কাংবলের আমীর সিরার আলী আব্বাসের বৈরত কামান বেধিয়াছিলেন সেইরূপ কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছেন, মিটেলু কামানও প্রস্তুত করা হইতেছে। আমীরের এ সকল অনুষ্ঠান অসামরিক হইতেছে না।

শিয়নিয়র বলেন, এম আলেকুড কু আলেকের প্রকৃত গতি স্থির করিবার জন্য বহু পরীক্ষা করিয়া শেষে স্থির করিয়াছেন, আলেক প্রতি সেকণ্ডে ১৮০০০ মাইল গমন করে।

সম্প্রতি বাদকণের লোকদিগের সহিত নাটক মতামত আলম খাঁর উপনাগের একটা গোপনীয় সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। তিন সাত টানা এত হইয়াছে এবং বিপাক মলের ১০ শতাংশ কচ ও বন্ধীভূত হইয়াছে।

১৫ ই আগস্টের ইতিহাস গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন দ্বারা পূর্ব সামন্ত্যতী কোর

কোন প্রদেশে একটা সীমা নির্দিষ্ট করিবার আজ্ঞা বেওয়া হইয়াছে। ইংরাজ ইন্ডিয়ান কিসা অন্য কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র ব্যতীত কেহই এই সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না। কেহ এ নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ওক অর্থ বণ্ড অথবা কারা বণ্ড হইবে। ব্রিটিশ প্রজারা গবর্নমেন্টের অনুমতি না লইয়া এই সীমার বর্জিতভাগে ভূমি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

মধ্য প্রদেশ হইতে কতকগুলি প্রজা হেলকরের রাজ্যে উঠিয়া গিয়াছে। তজ্জা প্রধানতম কদম্বনর বলেন, তথায় স্বর্ণ উদ্ধারের জন্য যে কঠিন আইন আছে, তাহাই উদ্যানিগের উঠিয়া যাইবার কারণ। মধ্য প্রদেশে ভূমির রাজস্ব মিতান্ত্র অধিক বলিয়া প্রজারা উঠিয়া যাইতেছে কিনা তাহার অনুসন্ধান বর্তমান।

আমাদিগের রাজ্যের মুকুটে যে সকল হীরকাদি আছে, কিছু গেট্রিগেট উদ্ধার এইরূপ আনুমানিক মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে। মুকুটের চতুর্দিকে ২০ টী হীরক আছে, উদ্ধার প্রত্যেকের মূল্য ১৫০০০ টাকা। মধ্য স্থলে দুটি আছে উদ্ধার প্রত্যেকের মূল্য ২০০০০ টাকা। আর ৫৪ টী হোট হোট হীরকের মূল্য ১০০০ টাকা। করিয়া ৪ টী ক্রস আছে উদ্ধার এক একটীতে ২৪ টী করিয়া হীরক আছে মূল্য ১২০০০০ টাকা, ক্রসের উপরি ভাগে ৪ টী বৃহৎ হীরক বণ্ড আছে উদ্ধার মূল্য ৪০০০০ টাকা। আর ৩০ টীর মূল্য ১২০০০০ টাকা। ক্রসের উপরে আর আর মুকুট ও হীরকাদির মূল্য ১০০০০০ টাকা। আর আর সামান্য হীরকের মূল্য ৩০০০০ টাকা। বাতু ভিত্তি মুকুটের অন্তরতলির মূল্য ১১১২০০০ টাকা হইবে। ইউরোপীয়েরা না আসিবার রাজগণকে পরিচ্ছদের সমৃদ্ধ শালিতার নিমিত্ত উপহাস করিয়া থাকেন।

কাংবলা বেতালভ বলেন, কাংবলা পুলিসের নিমর্চান দীক্ষার নাপিত ঘটিত মতদমর আশীলে মুকুলাত করাতে সে বিন হাবডার মধ্য ধূম ধাম হইয়া গিয়াছে। শিবপুর এবং গোলাবাড়ী থানার পুলিস কর্তৃত্বীরা এবং সামান্য বোকা

দারেরা সালকিয়ার রাজ্য দিয়া ধূমধাম করিতে করিতে যায়। দুর্গগিহাটা খ্রীটে উদ্ধার প্রায় ২০ সের বাতাসা ছড়ায়। পুলিস বিলম্ব বাহবা লইলেন।

সে বিন খোকাবস্তা বিখ্যাত কোরান সাহেব লাঞ্চার হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। লাঞ্চারস্থ সংবাদপত্র বলেন, ইনি আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগম্য করিবেন না। কোরান সাহেবের ন্যায় সমাধার লোক যত ভারতবর্ষে না আইসেন সেই মঙ্গল।

যে সকল এদেশীয় লোক দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন, ইংলিসমান উদ্যানিগকে এই বলিয়া বহু প্রদর্শন করিয়াছেন, যে সকল ইংরাজ অধিক কাল ভারতবর্ষে থাকেন, তাঁহারাই শীতকালে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে ভয় পান, আর যে সকল এদেশীয় কখন বিদেশ গমন করেন নাই, জাহাজের মাংসে তাহাদিগের সমস্যা ইংলণ্ডে গমন সম্বন্ধ নহে। উত্তরে নানা বিপদাশঙ্কাতের আশঙ্কা আছে। এইগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাদের ইংলণ্ডে যাত্রা করা উচিত। ইংলিসমানের এদেশীয়দিগের প্রতি একরূপ ঘেঁষাঘেঁষা আশঙ্কা সন্তুষ্ট হইলার, কিন্তু সামান্য আশঙ্কা যে বিপদ স্বীকার করিবার যাইতেছেন।

কাংবল সাহেবের কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া যে ইংলণ্ডে যাইবার কথা হইতেছে, গেট্রিগেট বলেন, তাহা হইলে সরিড টেম্পল তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন। তবেই প্রতুল।

৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার।

ভারত ঐক্যবী সার উইলিয়ম গ্রেভ চিত্তিত প্রতিমুখ কলিকাতায় উপনীত হইয়াছে। এখান টাউনহলে রাখা হইবে। গ্রে সাহেব নিজ শাশন গুণে এদেশীয়দিগের নিকট হৃদয়ে এই কৃতজ্ঞতা লাভ করিলেন। কাংবল সাহেব বৈরত শাসন করিতেছেন, তাহাতে এদেশীয়েরা তাঁহাকে যত শীঘ্র বিদূত হইতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই।

সেরিন আশুতোষ দেবের বাটীর মধ্য বহু মঠের নাট্যশালায় লর্ডেটা নাটকের

অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল অতি নর উত্তম হইয়াছিল; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, দুই প্রীলোক ইহার মধ্যে ছিল। মণ্টাশালার অধ্যক্ষগণ যদি দেখা না লইয়া মণ্টকের অভিনয় করিতে না পারেন তাঁহা নের মণ্টকাভিনয় চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

আমাবিগের আশ্রয় সংযোগী বলেন, গবর্নমেন্ট আফিস সকল নির্মাণের জন্য সিমলায় কতক ভূমি জয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ যে দেখি সিমলাবাসের পাঁকা পাঁকি বন্দোবস্ত হইতে চলিল।

বিজী গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নহু দিন ধরিয়া অতি বৃষ্টি হওয়াতে মথুরার প্রায় ১০ হাজার গৃহ পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ কনিয়ার লোকে গোবীজে টাকা গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে মাজ্জাজ গবর্নমেন্ট আত্মা নিয়াছেন, যিনি গোবীজে টাকা লই বেন, তাহাকে দুই আনা করিয়া দেওয়া হইবে। এ মত উপায় নয়।

মাজ্জাজের হিন্দুবিগের ১০৪ টী শ্রেনী বিভাগ আছে, ইহাবিগের পরস্পর বিবাহ বা একত্র আহারাদি চলে না। সমুদায় হিন্দু অধিবাসীর প্রায় ৩৪০ ভাগ আত্মা। হিন্দু বিগের বহু শ্রেনী বিভাগই ইহাবিগের একতা সাধনের প্রধান অন্তরায় এবং উহাই হিন্দু সমাজের অবনতির অন্যতর প্রধান কারণ।

বোম্বাইর গবর্নমেন্টের নিকট যে ৫ কোটি টাকার ধানী করিয়া বন্ধন্য হইতেছে, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, এ ৫ কোটি টাকার সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী এসিয়ারানদের একজন ইকুদী। এই ব্যক্তির যদি কেবল উত্তরাধিকারী থাকেন আসিয়া সম্পত্তি উৎসাহক কখন, গবর্নমেন্ট এই বলিয়া অনেক দিন ধরিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু তৎকালে কেহই উপস্থিত হন না। এখন দুই ব্যক্তি আসিয়া এই বিষয়ের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয়

দিত্তেছে। টাকা সম্পূর্ণ নয়, এ বিষয়ের বিশেষ সতর্কতা সরকারের বিচার করা উচিত।

লেপ্টনেন্ট গবর্নর ১১ টার সময় মিটারক বিগকে আদালতে উপস্থিত হইবার যে আদেশ করিয়াছেন তাহা ৫ মত প্রতিপালিত হইতেছে। মুরশিদাবাদ পত্রিকা বলেন, আমবের মাজ্জাজেট ১ টা ২ টা কোন দিন তৎপরেও কাছারীতে আগমন করেন। আসিয়া একটী সুষ্ঠুতে বসিয়া প্রায় ৩ টা বা ততোধিক কালও যিম্মো প্রভৃতি লিখিয়া পরে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। আমলাতা চাকর, ন্যায় কখন জজ বাহির হইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। তৎপরে জজ আসিয়া চাকি ভূবাইয়া কখন বা প্রতীপ আসিয়া চলিয়া যান।

জ্ঞান বিকাশিনী বলেন, বিজোহী প্রজা-বিগকে দুশাসনে রাখিবার জন্য চট্টোয়ে'র টেবনে ছয় জন বন্দুকধারী কর্মচারী এবং তাহার অধীনস্থ কর্মদপ্তর আউটপোটে ছয় জন বন্দুকধারী কর্মচারী পাহারা হইতে আসিয়াছে ইহাদের প্রত্যেকের নিকট দশ দশ কার্যতর উপযুক্ত গোলা থাকি রহিয়াছে। বর্ষা কাটাওয়া আলি বাঁধা হইতেছে।

ঢাকা প্রকালে লিখিত হইয়াছে, গত ১৫ আগষ্ট তারিখে মণ্ডরাবগঞ্জ টেননের অধ্যাপ্তী সমসাবারনিবাসী বংশীদাস বৈরাগী হরিসমীর্জন করিতে করিতে গানেরভাব লাগিয়া একেবারে হতজ্ঞান হয় এবং তাহাতেই সে মাগবলীলা সংবরণ করিয়াছে। বৈরাগী বিগের অনেক প্রকার দশা পাওয়ার কথা শুনা হইয়াছে কিন্তু এরূপ দশা পাইবার কথা তখন শুনা যায় নাই।

বানক্কে জম্মেই গোলাঘাটের বৃষ্টি হইতেছে। ফিজাবাদ হইতে ১৬ ক্রোশ দূর বস্তী মাকলিমামক স্থানের লোকেরা এক প্রকার বিজোহী হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে বানক্কে একটীও উদ্যম থাকিতে

পাইবে না তথাক কটোনমেন্ট করা হইবে না এবং তাহাদের সঠিত পরামর্শ করিয়া কুতন গবর্নর নিযুক্ত করিতে হইবে, এগুলি না করিলে তাহারা প্রজ্ঞা দিবে না। উহাবিগকে দমন করিবার জন্য বহু সংখ্য অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য ও কামান প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাইর আমেটি সাংঘের যুত্মে তত্ত্বা হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট এবং বহু সংখ্য দোকান বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি স্থলেও বহু সংখ্য লোক গমন করেন। সর্বাগেকা পারসিয়াই তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। মগুর মধ্যে এক আনিও পারসির দোকান খোলা ছিল না। সমাধি স্থলে প্রধানতম বিচারপতি, হাইকোর্টের ৪ জন জজ এবং প্রায় সমুদায় বারিষ্টার ও উকীল গিয়াছিলেন। আমেটি সাংঘের প্রতি বোম্বাইর শে'কের যে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি ছিল এবং তাঁহার যুত্মে তা'হাবিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইতেছে।

৫ ই তারিখ মথুরা।

একজন ফরাসি মুরাপানে মত হইয়া অসাবধান পুরুষ বগি হাঁকাইয়া যাওয়াতে উহা লেপ্টনেন্ট গবর্নরের একখানি গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া তাহার ঘোড়ার আঘাত লাগে। ফিলার সাংঘে উহার ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

কটন কমিশনরের পদটী উঠিয়া যাইতেছে। রাজ্য কৃষি বাণিজ্যের সেক্রেটারি-এটের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হইবে।

অতি বৃষ্টি নিবন্ধন হারাজিগিতে বহু সংখ্য পক্ষপাল হইয়াছে। এগুলি দ্বারা চাকেনের অনেক উপকার হইতেছে। হত্যাতে মার হইতেছে।

বোম্বাইর পারসিয়া আমেটি সাংঘের মথুরায় কোন ১৬ স্থাপনের জন্য তাঁহা সংগ্রহ করিতেছেন।

সম্প্রতি বাতীর কৃতপূর্ণ মথুরা আলী বাহাদুরের কানীতে হৃত্য হইয়াছে।

৯ ই আগষ্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে

কলিকাতায় ১৭৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্বে সমগ্র দেশে ১৬২ জনের মৃত্যু হয়।

৬ ই জুলাই বৃহস্পতিবার।

গত মহাশয়র হৃগণীর আবেগে মাজি-
স্ট্রেটের নিকট তারকেসরের মহাজনের বিচার
হয়। যে বাণী উচ্চারণে লিখিত ছিল, তাহাতে
মহাজনর সাক্ষ্য করা হইয়াছে। নবীন বন্দ্যো
পাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণে সকলেরই চিত্ত
উদ্বেগিত হইয়াছিল। মহাজনের এক জন
মৃত্যু হবার প্রধান সাক্ষী, আর একজন
মহাজন সাক্ষ্য দিয়াছে। মকদ্দমা সেসিয়নে
গিয়াছে। অগামী সেপ্টেম্বরের সেসিয়নে
বিচারের শেষ হইবে।

যেহপুর্ন হইতে যে সকল ছাত্র আজ
মীরের মেও কলেজে বিদ্যা শিক্ষার্থ হইবে
যেহপুর্নের রাজা উদ্যোগের বাস গৃহের
জন্য ৩৬০০০ টাকা দিয়াছেন।
উক্ত মহাজন এই নিমিত্ত ৬ হাজার টাকা
দান করিয়াছেন।

এলিপো নগরে একটা ঐশ্বর্য্যিক
আলো করা হয়। একজন ইংরেজ উচ্চ
অধ্যাপক হন। তিনি প্রাকৃতিক শব্দ
হইতে উদ্ভূত যেখন উক্ত আলোক নিঃসৃত
তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন।

৭ ই জুলাই শুক্রবার।

কটক রাত্রে রক্তকুমার কলেজের নারি
নিজ রাজ্য মধ্যে একটি কলেজ স্থাপনের
মানস করিয়াছেন।

লর্ড মেওর স্বরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের
জন্য যে টাকা সংগৃহীত হয়, তাহাতে
৫০ হাজার টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই
টাকা কোন বিষয়ে ব্যয় করা উচিত তাহা
বলে আনন্দে অনেক কথা কহিতেছেন।
কর্মসূচীর সভার বাধা দিয়াছেন, তাহারা অদ-
লত এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া
স্বাধীন হইয়া করিবেন। আমাদিগের
আশা হইতেছে কামিনী মেমোরিয়াল
ফণ্ডের টাকার ব্যয় পাছে এই ৫০ হাজার
রত্নও সেই দশা ঘটে।

৮ ই জুলাই সনিবার।

সর্গবিব নারিক ঐশ্বর্য্য আশীর্বাদে জনা
কলিকাতায় যে এক কলিঙ্গ হইয়াছেন, হাল

কোড সাহেবের আশীর্বাদে ঐশ্বর্য্য পরীক্ষার্থ
তাহারা অষ্টেলিয়ার ভ্রমতা কতগুলি
সর্প পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন।
বেশী সর্প কিছু হইল না, এখন বিদেশী
সর্পের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

এক ব্যক্তি কীরপাই ডাকবরের বোম্বো-
লেব করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি
পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পত্র প্রেরক
দিগকে পরামর্শ দি উহার পোষ্ট মাষ্টার
জেনারলের নিকটে সাক্ষ্য সহজে আবেদন
করেন। তত্র লোকে সমুখ যুদ্ধেরই প্রাশংসা
করেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কলিকাতার
দক্ষিণ মগরারহাটের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে
অতিরিক্ত শুল্ক প্রদর্ভ হইয়াছে। তথ্য
একে চিকিৎসক নাই, বাহারিও আছে,
যেহপুর্নকে এক জহুরা হওয়ার তে রোগীরা
সেই স্থানের বাইতেছে, তাহাদিগের নিকটে
কেহ যায় না। পত্র প্রেরক জহুরার প্রসঙ্গে
আক্ষেপ করিয়া বলেন, রোগীরা অকারণ
কষ্ট পাইতেছে। পত্র প্রেরকের এ আক্ষেপ
বৃথা। জহুরা প্রতিকারিগের প্রাণত্যাগ
যাহা যে পর্যন্ত লোকের এ সংস্কার না
জায়ে, তাহা আক্ষেপ করিয়া কলোদর
হইবার সম্ভাবনা নাই। কার্য্যও জহুরার
প্রতি বিশ্বাসের একটি প্রধান কারণ।

যহায বলেন সজকম্প্রায় পুনর্মুদ্রণের
উদ্যোগ হইতেছে। এটা অজ্ঞানের সংস্কার।

বঙ্গবিদ্যার চতুর্থ সংখ্যা আমাদিগের
হস্তগত হইল। ইহাতে পুরাতন, শতাব্দীর
হস্তগত পত্র, বিজ্ঞান, চিত্রশিল্পী,
নিশীথে শাস্ত্র, উদ্ভিদ তরঙ্গ গীত এই
বাটী গির সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কায়েল সাহেব কোন নৈবেদ্যে ঠোঁক
মারিতে ছাড়িলেন না সমাজ দর্পণ লিখিয়া-
ছেন। তিনি। সেদিন অতি কল্প সাহে-
বকে লিখিয়াছেন কায়েল সাহেব যে পূর্ণি-
য়ার কালেক্টর সম্বন্ধে যে রায় একশেষ করা
হইয়াছে তাহার একদলে লিখিত আছে
যে "পূর্ণিয়ার কালেক্টর স্বার্থ অপরাধীকে
নির্দেশ করিতে না পারিয়া কাহাকে অপ-
রাধী করিবেন তাহাতে লাগিলেন এই

শলটা আর একবার বিবেচনা করিয়া
লিখিলে ভাল হয়।" কল্প ও ফিরাসাহেব
উত্তর করিয়াছেন যে আমরা আপনাকে
আমাদের রায়ের বোম্বোম্ব নির্ণয় করিতে
সম্মত হইব না। আমরা এই মাত্র অনু-
মোহ করিয়াছি যে আমদুল কাদের
কিন্তু পূর্ণিয়ার যে মকদ্দমা হইয়াছে
তাহার অনুসন্ধান করবার জন্য একজন
কর্মচারিকে তথ্য প্রেরণ করুন। উপযুক্ত
উত্তর হইয়াছে।"

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। কেবলের ডিউক
ইনিক আফিসারদের অসন্তোষ সম্বন্ধে এক
আজ্ঞা প্রচার করা হইল, এসম্বন্ধে আর বাস্তব
বাহ্য হইবার আশঙ্কিত নয়। রাজী উচ্চ
কেন অসন্তোষের প্রকৃত কারণ আছে কিনা
তাহার অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিরাছেন, কল্প
ঘটনার শেষ হইলে পর আফিসাররা যে সকল
আবেদন করিয়াছিলেন তাহার ফল জানা
হইবে।

মার্সেল জাতীয় এবং এডেনের মধ্যে একটি
সামুদ্রিক টোলজ ক স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে।

কালিঙ্গা বিপ্লবের গতিরোধ করিবার
জন্য প্রচেষ্টা হইতেছেন। বিদ্রোহী রাজ্যের
সকল বিদেশী জাহাজে গোলাবর্ষণ করে, তা
হাও পেরিপ কবে। উত্তর পক্ষে কোন ক্ষতি
হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। পারস্যের সাহা কন
ট্রা কনোপলে উপনিতে হইয়াছেন।

এডিনবার্গ চিঠিকে আফ্রান করিবার
জন্য রশীর রাজ পরিবার লিখাভিহাতে সমাগত
হইতেছেন। জাহাঙ্গীর মাসে সেট পিটমর্গে
সম্মত করার সম্বন্ধ ইহার বিবাদ হইবে।

লণ্ডন ১৯ ই আগষ্ট। গার্মেন্টে গোল্ড
কোষ্ট হইতে আসক্তি হইতে রাজ্য নীচ বিক্রমে
একদল সেনা প্রেরণ হইয়া করিয়াছেন।

কালিঙ্গা বিলম্বিত হইয়াছে ও করাসী
জাহাজে গোলা বর্ষণ করিয়াছে। উত্তর জাহা
জের অধিক একমাত্র অবলম্বন পূর্ণি
গকে বশীভূত করিয়াছেন। জগদ সেনাপতির
প্রাণবাহুসারে দ্রিষ্ট পোতাধিকার হই যানি
বিদ্রোহী জাহাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। আমেরিকার এবার
উত্তম জুলা অশ্রিয়াছে।

গনপতি বিজ্ঞাপন।

২ কলকাতা গণপতি

আবেদনকারী

নিয়োগ।

কাজ ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই আগস্ট। উক্তবার প্রতিমিহি কোমল
হোমিওপ্যাথি সোসাইটি প্রিন্সিপাল জি.এফ. ডবলিউ
আর কাউলি সাহেব প্রথম শ্রেনীর মাসিকিটের
এবং কটকের একজন কালেক্টরের কর্মতা পাই
লেন।

রাজস্বের ডেপুটি মাসিকিট ও ডেপুটি
কালেক্টর জি.এফ. ডবলিউ পৌরস্বামী কাউলি
বিবির ২২২ খারিজকারী কর্মতা পাইলেন।

জি.এফ. ডবলিউ সাহেব দ্বিতীয়
শ্রেনীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন
এবং তৃতীয় শ্রেনীর মাসিকিটের কর্মতা পাই
লেন।

জি.এফ. ডবলিউ সাহেব দ্বিতীয়
শ্রেনীর জাইন্ট মাসিকিট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইলেন। কিন্তু আপাততঃ মালদহের দ্বিতীয়
শ্রেনীর প্রতিমিহি মাসিকিট ও কালেক্টর
খাকিতে হইবে।

১৯ এ আগস্ট। পি. ডি ডিকেন্স সাহেব
দ্বিতীয় শ্রেনীর জাইন্ট মাসিকিট ও ডেপুটি
কালেক্টর হইলেন। কিন্তু আপাততঃ কলিকাতার
প্রতিমিহি পুলিশ মাসিকিট খাকিতে হইবে।

গোয়ালপার ডেপুটি কালেক্টর জি.এফ. ডবলিউ
এস আর, ডেবিস সাহেব ১৮৭১ অব্দের
১০ আইন (বি. সি) অফিসের কালেক্টরের
কর্মতা পাইলেন।

কটন সাহেবের অল্পবয়স্ক কাল পর্যন্ত
জি.এফ. ডবলিউ সাহেব বঙ্গদেশীয় গণ
মন্ডের প্রতিমিহি অণ্ডর সেক্রেটারি হইলেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিমিহি কমিশনার
জি.এফ. ডবলিউ সাহেবকে নিজ কার্য
কর জি.এফ. ডবলিউ সেনিয়ার কলেক্টর কার্য
করিতে হইবে।

১৪ ই আগস্ট। কালেক্টর জুলসমুহের প্রতি
মিহি ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু হারকিশোর গুপ্ত
উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা মাসিকিট প্রতিমিহি প্রিন্সিপাল
জি.এফ. ডবলিউ সাহেব সটফিক সাহেবের
অল্পবয়স্ক কালে বঙ্গদেশীয় শিক্ষা কার্যের
তৃতীয় শ্রেনীতে প্রতিমিহি করিলেন।

সার্কিন জালিয়া আলী আহমদ কিছু দিনের

জন্য নিবন্ধকরণ প্রতিমিহি সিভিল সার্কিন
হইলেন।

জি.এফ. ডবলিউ সাহেব ১৮৭১
অব্দের ১০ আইনের (বি. সি) ৪৯ খারিজকারী
কর মুলেরের রোড পেল কমিটির একজন সভ্য
হইলেন।

জি.এফ. ডবলিউ সাহেব গরার
ডিকিট রোড কমিটির বাইন চেয়ারম্যান
হইয়াছেন।

সি, বার্নাড

বঙ্গদেশীয় গণমন্ডের
প্রতিমিহি সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই আগস্ট। বাবু মনোজনাথ রায় তৃতীয়
শ্রেনীর অতিরিক্ত মুদ্রক হইলেন এবং বিজ্ঞ
দিনের জন্য বর্তমানের অতিরিক্ত মুদ্রকের
প্রতিমিহি হইলেন।

বাবু মনোজনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের
জন্য রঙ্গপুরের প্রতিমিহি জুজিনেন্ট কজ
হইলেন।

বাবু অতুলচন্দ্র দে বিজ্ঞ দিনের জন্য মহম্মদ
সিংহের প্রতিমিহি দ্বিতীয় জুজিনেন্ট কজ
হইলেন।

বাবু হারকিশোর দে কিছুদিনের জন্য সিলে
টের প্রতিমিহি জুজিনেন্ট কজ হইলেন।

এ, মাকেন্ড

বঙ্গদেশীয় গণমন্ডের
প্রতিমিহি সেক্রেটারি।

কুচবিহারের অন্তঃপাতী গোবরা
ছড়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

“গত ১০ ই আগস্ট রবিবার অত্রতা
৫২ ৫২ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পারিতোষিক
দান কার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন
হইয়া গিয়াছে। এখানে বলা যাক হই-
তেছে না যে রাজস্ব পুস্তকার ব্যতীত
স্থানীয় জমিদার ও সম্পাদক জি.এফ. ডবলিউ
বাবু ঠাকুরদাস মুখার্জী ও অন্যতর যেহর জি.এফ. ডবলিউ
শ্যামচন্দ্র মুখার্জী মহাশয় হর আপন আপন
পুস্তকাধার হইতে হস্তান্তরিত অনেক
পুস্তক দান করিয়াছেন। জমিদার বাবু
ছাত্রদের উৎসাহ দানের বিষয় আগামী
বৃত্তি পরীক্ষার বোল টাকার মূল্যে হইবে।

রৌণা খেডেল (গরক) বিবেক অঙ্গীকার
করিয়াছেন। একটি তাঁতার স্থাপিত বিন্যাস-
লয়ে, অপরটি গরীকার বে তুল ফুটবি-
হারের মধ্যে প্রথম হইবে।”

পঞ্জাব শীমা ডোং এমাইল বাঁহ
সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

১। আবেদন ম'লের দ্বিতীয় শ্রেনীর
শেষে অর্থাৎ ১৮। ১৯। ২০ এ আবেদনগান
মতল এখানে প্রকৃত বর্ণকালের ন্যায়
আকারধারণ করিয়াছিল, অন্য আবেদন ম'লের
শেষ শ্রেনীর শেষ ভাগ, কএক দিন হইতে
অমনি গুহাটি পরিষ্কার হইয়াছে যে রাজি-
বিনের মধ্যে আমরা ব্যক্তি পাই না, এক এক দিন
বিন্দু মাত্রও বারু প্রবাহিত হয় না। এই
রূপে এ অকলে আলির অবধি আমরা নীত
ও গ্রীষ্ম এই দুই কতর সমান অভ্যাসের
ভোগ করিতেছি, বঙ্গদেশে ছয় কতর কিছু
কিছু অভ্যাস পাওয়া যায় এ অকলে শুধু
দুই কত।

২। এ অকলে তাম্র বর্ণা হর না
বলিয়া সমস্ত গৃহই বৃত্তিকা নির্মিত, সুতরাং
একটু তেজে বৃত্তি হইলেই অনেক গৃহ ভূমি
সাৎ হয়, বিগত বৃত্তির সময় অত্রস্থ জেল
খানার এক অংশ পণ্ডিত হইয়া দল জন্ম
লোক হস্তান্তর হইয়াছে, জেলখানা বিচ-
রণের প্রকৃতি যে যে স্থানে অনেক লোক
একত্র হয় যে সকল স্থানের গৃহ সকল বিশেষ
যত্নে পাকা করিয়া নির্মাণ করা ভাল।
নতুবা গ্রাহ্যই বিপদ ঘটে।

৩। এই সময়ে সিন্ধু নদের জল অস-
ত্ব বৃত্তি হইয়াছে, প্রান্তেরও বিজ্ঞম কন্যার
নাহি, কএক দিন হইল কতকগুলি মহিষকে
রাখালের অপর পারে লড়াই হইতেছিল
প্রান্তে মহিষ সকল তিন-ক্রোশ দূরে নীত
হইয়াছিল, মহিষের জলে থাকা অভ্যাস
আছে এবং সন্তান জানে এই জন্য যের
নাহি, অন্য কত হইলে হুতু গোলে পণ্ডিত
হইত।

৪। সর্বত্রই কতর হত্যার ধুম পড়িয়া

গিরাছে, এখনে তেপুতী কমিশনরের আদেশানুসারে কএক দিন ধরিয়া শত শত কুকুর হত হইতেছে, যদিও এইরূপ কুকুর হত্যা নিষ্ঠুরতার এক শেষ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বেওয়ারিস দেশী কুকুর এ অঞ্চলের সর্বত্র এত অধিক ও বিরক্তিকর যে এরূপ হত্যার হুকুম মধ্যে মধ্যে না হইলে লোকের কষ্টের আর সীমা থাকিত না, পাখে ঘাটে বিনা ছিঁড়ি হাতে বাওয়া ডার, ইহা ছাড়া কুকুরের দংশন বিশেষ বিপদজনক, এই সকল বিবেচনা করিলে শৃগাল কুকুরের সংখ্যা বড় কমে ততই জনপদ সকল নিরাপদ ও আবাস্যতা বর্জিত হয়।

৫। ৭। ৮ দিন হইল, আজ্ঞা এক ব্যক্তি এই বলিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে আসি রাছিল যে, তাহার জরোদশ বা চতুর্দশ বর্ষীয়া ভাগিনীকে নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে কয়েকজন উর্দায়া লইয়া গিয়াছে পঁচ শত টাকা পাঠান প্রত্যর্পণ করে। এ ব্যক্তি কছিল ৩। ৪ শত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে অবশিষ্ট টাকা হইলে তথ্যকে আনিতে, পারি। শুনিলাম, এরূপ মধ্যে মধ্যে সুযোগক্রমে লোকের সম্মানার্থ লইয়া উর্দারেরা পল্লয়ন করে এবং অনেক টাকা দাওয়া করিয়া প্রত্যর্পণ করে। পঞ্জাবের নীমাগুলি এখনও এরূপ নিরাপদ নয় নাই, যে লোকে নির্ভয়ে গমনাগমন করতে পারে। এখন হইতে কোহাট অথবা বঙ্গু যাবার সময় কেহ একাকী যাবে পারেন না, তাহা হইলে উর্দারীদের হাতে পাড়িয়া সমস্ত ধরাইতে হয়, কত দিনে যে সীমান্ত অসভ্য নরশোণিত লোলুপ জাতিরা শাসিত হইবে বলিতে পারি না, বর্ত্ত দিনে এই সীমাগুলি বিপদ শূন্য না হইতেছে, তত দিন ভারত বর্ষ তিস্তাজাতির আক্রমণ ভয় হইতে রক্ষিত হইতেছে না।

৬। গতপক্ষে লিখিয়াছি এ অঞ্চলের হিন্দুরা দুসলমানের সান্নিধ্য একত্র এক বিছানায় বাস তাহাদের ধর্মপাল করে। আশাদের দেশের হিন্দুরা এমন স্থানে ছাঁকির জল ফেলিয়া দেয়। এখন বোধনাম, শুদ্ধ তাহাদের ধর্ম পালন নহে, কতী ব্যাকীত

প্রায় অন্যান্য ত্রব্যও দুসলমানে পূর্ণ করিলে খাইয়া থাকে, আশাদের অঞ্চলে দুসলমান গৃহে প্রবেশ করিলে পানীয় জলের কলসী পর্যন্ত অপবিত্র হয়, এখানে হিন্দুরা জোজনের স্থানে একটা গাতি বের এই গাতির বাহিরে যে কোন স্নেহ জাতি আত্মক না কেন তাহাদের তাহাতে আহারীয় ত্রব্য অপবিত্র হয় না, বঙ্গদেশ ছাড়া উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিধবা স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিধান করে এবং একাদশীর দিন কেহ নিরঙ্ক বা অনাহারে থাকে না, নিরঙ্ক একাদশীর কষ্টের বিষয় অনুধাবন করিলে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপককে বিশেষ নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হয়, প্রতিমাসে দুইবার সমস্ত দিন রাত্রি অনাহারে থাকিলে শরীরের তেজ অনেক কমে এবং রিপূসকলের প্রবলতাও তাদৃশ থাকে না যথার্থ বটে; কিন্তু সমস্ত পাণের ও গভনের মূল যে ইচ্ছা, আশাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের সেই কুপ্রভৃতি শাসনের কি ব্যবস্থা হইয়াছে? শারীরিক কষ্টকর কতগুলি স্নাত নিরম শালনে শরীরই শুষ্ক হইতে পারে মনের মরকাগ্নি কে নিষ্কাশ করবে? বর্ত্ত দিন আশাদের দেশে নীত সমন্বিত বিদ্যার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কৃত না হইতেছেন, ততদিন পঞ্জাব বঙ্গ পাকীর পোষমানার ন্যায় আশাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের সত্য অপরীক্ষিত থাকিবে, সীতা সাবিজী বমরভী প্রভৃতি দেশী সমা দারীগণ যে নীতি সমন্বিত বিদ্যাবর্জিত ছিলেন এমন বোধ হয় না।

বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সতী দেখা যায় বাঙ্গালীরা য য স্ত্রীলোকদিগের সত্য সেরণ করি নিরমের রক্ষা করেন, এনকল অঞ্চলের পুরুষেরা সেরণ করে না এই অন্য প্রায় সর্বত্রই ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়। কলিকাতায় ইউরোপীয় বৈশ্যদিগের জন্য যেমন একটা একটা "খালি বাড়ী" আছে, তদা যার তাহাতে কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন কোন কর্মচারীর প্রা বা কন্যা আসিয়া য য প্রভৃতি চরিতার্থ করিয়া যায়, অতীত

লাহোর এমন কি এই সীমান্ত নগরেও অনেকগুলি করি। খালি বাড়ী আছে ইহাতে গৃহস্থের স্ত্রীলোকে য পর্যন্ত আসিয়া য য কুপ্রভৃতি চরিতার্থ করে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আশাদের এই প্রভৃতি হইয়াছে যে মন জ্ঞান ও ধর্মে বদ-বাস না হইলে মানুষ কুপ্রভৃতি সকলকে পরাজয় করিতে পারে না। বঙ্গদেশ মধ্যে ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত থাকিলেও সত্যের যে গৌরব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলে তাদৃশ খাঁটা খাঁটি নাই, হুতরাং অপবিত্রতার স্রোতও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

৭। যে সর্বজনাকর সুরাসেবনে বেশ ছাত্রধার হইতেছে বাহার স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য বঙ্গদেশে বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে এসকল অঞ্চলে তাহা সর্বত্রই প্রচলিত ও সামাজিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, আশাদের দেশে বঙ্গবান্ধব আসিলে যেমন তাহাদের ধর্ম সেবন করান তদ্রূপ রক্ষা করান মধ্যে গণ্য, এখানে সুরাসেবন করান সেইরূপ তদ্রূপ রক্ষার মধ্যে গণ্য, বিবাহ ও অন্যান্য আনন্দোৎসবে সুরা একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা সে উৎসবই নহে। বাঙ্গালীরা যেকণ ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে এই পানদ্রব্য শিক্ষা করিয়াছে ইহারা সেখানে এ পান দ্রব্য অত্যন্ত করে নাই। ইহারা পূর্বাধি দেশীয় সুরা পান করিয়া আসিতেছিল, তাহার মধ্যে ইউরোপীয় ভাল মদের ছাদ পাইয়া ইহা ধরিয়াছে, এখন তা ইহারা অসভ্য ও অপবিত্র অবস্থায় আছে, যখন আশাদের শিক্ষিত বাহুরিগের ন্যায় সাধন হইবে তখন মনে করুন এ সকল অসভ্য বিরূপ ভয়ানক হইবে, পূর্বে পূর্বে গত্রই তা লিখিয়াছি পিতা পুত্র জাতীর আচার একত্র ইহারা মদ্য পান করিয়া আশাদের করে, ইহার পরে কিরূপ হইবে মনে করুন, বোধ হয় আশাদের সমুদ্র তখন প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এরূপ কল্পনাও কষ্টকর।

৮। মহাপরিষাদের বিশ্বাস ছিল ইংরাজের দ্বারা যে কোম-বোম্বি থাকুক, লাম্ণটা

যেব নাই এবং ইছারা আর্পণের ও সংকীর্ণ মন্য নহে, কিন্তু এই সকল অকলের সাহেব-দিগকে বেধিয়া আমায় সে সংস্কার দূর হইয়াছে, অবিরোধিত ও শ্রী বর্জিত প্রায় সকল সাহেবই স্ব স্ব বাসিন্দার দ্বারা বেধিয়া গৃহে লইয়া যান, ইছাতে দোষ মনে করেন না, কোন কোন সাহেব আবার বেতন দিয়া বেধিয়া রাখেন। এ অকলের প্রবাদ প্রবাদ প্রায় সমস্ত নগরে এই জন্য অগণ্য ট্যাস দেখা যায়, সমস্ত আকিলে ও সমস্ত কার্যালয়েই ট্যাস, এই পণ্ডবৎ ট্যাসের অত্যাচারে অনেকের বিরক্ত হয়, ইছারা সাহেব হইতে বার এবং দেশীয় লোককে ভাণ্ড মেজিত "বলিয়া উপহাস করে!!! আপনায় কার্য উদ্ধারের জন্য সাহেবেরা অধীনস্থ দেশীয় লোকদিগের প্রতি অসুগ্ৰহ বেধায় কার্য উদ্ধার হইলে এতদ্বি তাব করে বেশ আর তাহাকে চিনিতে পারে না, তবে সকলেই যে একগু ভাষা বলিতেছি না; কিন্তু অনেকের ভাব এইরূপ এ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আমরা দর্শন প্রকাশ করিব, অন্য এই পর্য্যন্ত থাকিল।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমগ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেস্থ।

মহাশয়! দিন দিন আমাদের দেশের বৈরাগ্য অবস্থা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই দক্ষিণ বারাসত গ্রামীণী হৃদয় বনের এলাকার অন্তর্গত হইয়া উঠিবে। বৎসর বৎসরই অকলের বৃদ্ধি ও পীড়ার সাতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামের মধ্যে অল্পতঃ ১০ বিঘা ভূমিও একত্র পরি-কৃত বেধিতে পাওয়া যায় না, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভরানক জঙ্গল অন্তরে নানা প্রকার বিংগ্ৰ জন্তর বাস, ব্যক্তি মহিষ প্রভৃতি জন্তগণ অবাণি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আর দুই এক বৎসর এতদূর থাকিলে ক্রমশই গ্রামীণী উছাদের আবাস ভূমি হইয়া উঠিবে। এক্ষণে দারিদ্র্যক বিংগ্ৰের মধ্যে পীড়া মাদা আকারে গৃহে গৃহে লোক

সংখ্যা হ্রাস করিতেছে। রাজির কথা কুরে খাটুক, দিব্যভাগেও একাকী এক পাড়া হইতে অপর পাড়ার বাইতে পস্তার উদয় হয়। গ্রামের ভিতর একটী রাস্তা ভিন্ন সকল রাস্তাই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পাশা-পাশি দুই জনের কথা কুরে খাটুক, অকলে স্থানে স্থানে এক জনেরও গতি রোধ হইয়া থাকে। গ্রামের প্রাচ্য রৌজের উত্তাপেও গ্রামের অতি অশাণ্ড ভূমি শুষ্ক হইতে দেখা যায়। গ্রামের সমুদায় স্থানই অপরিস্রব ও বন্য বৃক্ষ লতাধিতে আকীর্ণ, ক্রমে বর্ষার বৃদ্ধিতে গ্রামেরও হ্রস্ববৃদ্ধির বৃদ্ধি হইতে থাকে, রাস্তাগুলি কর্কশময়, গলিত বৃক্ষল-তাধির দুর্গন্ধে গ্রামীণী দুর্গন্ধময়। চারি দিকে দূষিত বাষ্প উদ্ভিত হইতেছে ও জল নির্গ-বের পথগুলি লক্ষ্যে আচ্ছন্ন হওয়াতে নীলবর্ণ জলে গ্রামের প্রত্যেক জলপথ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, প্রতি গৃহস্থের গৃহেই প্রায় তিন চারিটী রোগী শয়ান, কবিরাজ বাড়ি বাড়ি ঔষধের বড়ি বটম করিয়া দিতেছেন, গ্রাম প্রত্যেক রক্তনশাপারিই কোন স্থানে লাগানো, কোথাও তালসাড়ার রস, কোথাও বা পাঁচন লিঙ্গ হইতেছে। যখন কবিরাজ বহির্গত হন, তখনই রাস্তায় তাঁহার সহিত হস্ত পদর জন মনুষ্য বেধিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য প্রায়ই রাস্তায় জন মানবের সম্পর্ক নাই, শৃগাল প্রভৃতি বন্য জন্তগণ নিঃশঙ্কিতে রাস্তায় গমনাগমন করিতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে অন্য আলাপের নাম মাত্রও হয় না কেবল কাহার বাড়িতে কে কেমন আছে এইমাত্র আলাপ শুনিতে পাওয়া যায়। সর্বদাই আশে পাশে দৃষ্টি না করিলে রাস্তায় এক দণ্ডও হাঁড়াইতে সাহস হয় না। পুষ্করীণীর জলও গলিত বৃক্ষাবি সম্পর্কে দুর্গন্ধময় ও বিবর্ণ, অতাবেই সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিতে হইতেছে এবং সেই পরি-মাণে রোগেরও বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প বলিয়াই হউক, বা সমস্ত লোক নিঃস্ব বলিয়াই হউক, গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে তাৎপ্ন মনোযোগ করেন

না। তাহা বলিয়া গবর্নমেন্টের নিরপেক্ষ থাকি কি মুক্তিলাভ? রাজার প্রজার সম্পর্ক কি? রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে মুখে রাখি-বেন, কিন্তু মুখ অর্গে বিচরণ করিতেছে, অথচ দিন দিন দুতন রাজকর দুতন আকারে রোগকণ্ড হুংহু গ্রামের ক্ষয় হইতে পোণিত শোষণ করিতেছে। কলি-কাতার শোভা বৃদ্ধি ও আত্ম সম্পাদন হই-তেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লীগ্রামের উপকার কি? যেখানেই ইংরাজের বাস সেখা-নেই ত গবর্নমেন্ট আত্মরক্ষার জন্য আতুল, এদিকে আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক দেখা-ইয়া এদেশীয়দিগকে যার পর নাই সশাসনতা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে আমাদের দেশে একটী সরকারী রাস্তা ও একটী ফেরি-কও রাস্তা ভিন্ন দেশের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি এবং বিশেষ বার দেখাইতে পারিবেন না। যদি আজি ঐ গ্রামে সামান্য একজন গোরাও থাকিত, তাহা হইলে কখনই গ্রামের একগু হ্রস্বতা থাকিত না। আমরা বৈরাগ্য রাজকর দিয়া থাকি, একটী ইংরাজাধিষ্ঠিত দেশও সেইরূপ রাজকর দিয়া থাকি, তবে আমাদের দেশে কি নিমিত্ত এতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হয়? এক্ষণে হয় ত গবর্নমেন্টের কর্ন এককালে বধির হইয়া থাকিবে; কিন্তু যদি এই প্রস্তাবে একটী সাইবেল কথা ব্যয়কৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্নমেন্টের সেই মুক্তি কর্ন এককালে জাগরিত হইয়া মহা অক্ষাণে ততটন গর্জন করিয়া উঠি-বেন। রাজা সমদৃষ্টি না হইলে তাঁহার রাজত্ব বিশৃঙ্খলা যাত্র। তবে তরে প্রজারা সম্মুখে কিছু বলিতে না শাকক, কিন্তু যনের উপর রাজ আসনের অধিকার কি? এক অধিকারে এক ভাবে এক আকারে থাকি-নাও যে, কেহ অর্গ কেহ মরক ভোগ করি-বে, ইহা কিরূপ বিবেচনা বলিতে পারি না। রাজার সম্মান চাহিলে রাজার নাম মনের তাবও থাকা কর্তব্য, মনুষ্য তরে

ভরে রাজার প্রতি সম্মান প্রকাশ ব্যক্তি-
চারিত্রীর যামীর প্রতি ভক্তির আভির্ভাষের
ন্যায়ই হইয়া থাকে। আর আমরা কিছু
বলিতে চাহি না কে বা ভুলবে, কাকেই বা
বলিব, অরণ্যের রোদিন অরণ্যেই মিশাইল।
একণে আমাদিগের (কাণ্ডকবর) অঞ্জলি
স্থান বৈবের উপরই নির্ভর করিয়া রহি-
নাই, যদি রাজপুত্রবর্ণের রূপাবৃষ্টি হয়,
মঙ্গল না হয় তথাপিও মঙ্গল। বেরণে
হউক, আমাদেব উপসংহারেই প্রত্যাবের
উপসংহার হইবে (১)।

তথাপি আমাদেব অজ্ঞাতীয় বলিয়াই
যদিও বহুর নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি
আর কিছু করেন না নাই করেন, আমাদেব
অনুরোধে ও তাঁহার সঙ্গীতরতা গুণে
যদি এই প্রত্যাবের একবার পাঠ করেন,
তাহা হইলেও আমরা আর পর নাই সুখী
হইব।

জিকানীকিত্তর চক্রবর্তী
দক্ষিণ বাগানত।

সম্পাদক প্রভর! আপনাদিগের পত্রিকার
মুদ্রন হেডিংটি দেখিয়া আমাদেব মনে দুঃ-
খ হইল ও বিষাদের উদয় হইল। জগৎ
বাহুর শিল্প ইনপুণ্ডের আমরা অবশ্যই
প্রশংসা করিব, তিনি দিন দিন এ বিষয়ে
উন্নতি লাভ করেন তাহাও আমরা ইচ্ছা না
করিব এমন নয়, কিন্তু এই আমাদেব অক্কে-
পের যে আপনাদিগের মত ধীর সম্পাদক সমাক
বিবেচনা না করিয়া একমাত্র জগৎ বাহুর
উৎসাহ দানার্থ লোক খাতি সোমপ্রকাশকে
বিকল করিয়া তুলিয়াছেন। এমন লোক
অতি বিরল যিনি সাহিত্য জগতের মধ্যে

(১) প্রতি গৃহস্থ যদি আপন আপন
বাসির সীমা পত্রিকা রাখেন, আমাদেব এক হু-
দয় হয় না। হুদয়ের বিষয় এই, আমাদিগের
দেশের লোকেরা স্বাধীনতা বিষয়ে এমন হু-
দয় যে এই সামান্য ব্যয় বিষয়েও কুষ্ঠতা প্রদর্শন
করেন। কপাল গুণে পুলিষও তেমনি জটী-
ক। পুলিষ কথিতারা যদি গ্রামবাসিদিগকে
আপন আপন সীমা পত্রিকা রাখাইবার চেষ্টা
পান, তাহা হইলেও অনেক কাজ হয়।

সোমপ্রকাশকে একটি মূল্যবান নিধি বলিয়া
নির্দেশ না করেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকা
কুলের শিরোভূষণ সকলের মনে বহন
এই বিশ্বাসটী অপ্রতিহত ভাবে রহিয়াছে,
তখন তাহাকে সন্ত সাজাইলে কাহার
না দুঃখ উপস্থিত হয়? পূর্বে হেডিংটি পত্রি-
কার উপস্থিতি ছিল, কিন্তু মুদ্রনটী তাহার
গৌরবের না হইয়া মানহানির উপহাস
হইয়াছে। সেরে ও এবং প সেরে এমন
গর্হিত ভাবে আকৃত হইয়াছে যে যৌব
হয় পত্রিকা যেন আপন দুঃখই দেখাইতেও
লজ্জাবশত উত্তোলনে সমর্থ হয় না,
গৌরবের আপন ভক্তির আবার গাভীরের
আদর্শ সকলের হৃদয়ের ধন সোমপ্রকাশের
এমন চমকা মুক্তি কি পাঠকগণ ভাল বলেন?
মহাশয়! আপনি যেমন দেখুন না কেন
সত্যের অনুরোধে বলিতে গেলে আমরা
বড় ভাল বেশি না। কেহই ইহার বর্তমান
অবস্থার শ্রীত নহেন। আপনি জগৎ বাহুর
প্রতি যে পবাস্ত্র কৃতজ্ঞতা দেখান উচিত
দেখাইয়াছেন, এখন আপনাদিগের পাঠকগণের
মনোরঞ্জন করা কি উচিত নয়? আপনাদিগকে
অনুরোধ করি, পুনর্বার পূর্বে হেডিংটি
প্রকাশ করিয়া আমাদেব আশা পূর্ণ করুন।
ভরসা করি, আপনি জন সাধারণের
মনোরথ পূরণে পিখিলএবয় হইবেন
না (১)।

বসন্ত

জিকানীকিত্তর সাহায্য
প্রধান শিক্ষক।

—০০০—

“যে জানে না এবং পিছে না কিন্তু
জানার যে আমি জানি, তাহার
দুর্ভুতা কখনও
ঘোচে না।”

কতকগুলি অসারগর্ভ বাক্য বিন্যাস
করিয়া প্রতিবাদ করা, বিবাদ কও, বিমোদন

(১) পাঠকগণের অসন্তোষ দেখিয়া আমরা
পূর্বে হেডিংটি দিয়া সোমপ্রকাশ মুদ্রিত করিতে
আরম্ভ করিয়াছি জগৎ বাহুর অনুরোধ করি,
কিম্বা ই প্রাধিকরণের-নামেও হেডিংটি করিয়া
জন, আমরা আভির্ভাষ অগ্রহণীয় হইব।

প্রাণী ব্যক্তি অতঃপর ধর্ম। তদাবিধ
ব্যক্তিগণ সহ বিবেচনা ও সহৃদয়ের মতকে
পদাঘাত করিয়া যাহা যবে উচিত হয়,
তাহাই প্রকাশ করিয়া ধীর বিজ্ঞতার পরি-
চয় প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার কাও
জান শূন্য অপরাধগণ ভাবী উন্নতির উৎ-
পাত কেহু করণ। ইহাদিগের কথার
আত্মবোধ হওয়া ধীর জ্ঞানোচিত কার্য
নহে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত বঙ্গবর্ষন পাঠ-
কের পত্রখানি এই প্রকার অসারগর্ভ বাক্যে
পরিপূর্ণ হইয়াছে। পত্রপ্রেরক আমাদিগের
অনুপ্রদর্শন করিতে বাহিয়া নিজেই মহা-
জ্ঞেয় নিপতিত হইয়াছেন। বিদ্বৎসম্মানে
কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যহীন দেখার না।
পত্রপ্রেরক বঙ্গবর্ষনের প্রতি একান্ত বেহ-
বান, সুতরাং তাঁহার চক্রে যৌব ও লিও
ওণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যৎসর্ব
যৌব থাকিলে উপশান্তির নিমিত্ত তাহার
উল্লেখ না করা হীনমন বিধিত চট্টকারিতার
লক্ষণ। আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্র-
েরক এই চট্টকারিতা দেখে দুঃখিত হই-
রাছেন।

পত্রপ্রেরকের মতে বঙ্গবর্ষন বিত্ত
বাক্যলার আদর্শ। বাহাদিগের কতি বিত্ত
তাহাদিগের লেখনী হইতে যে এই প্রকার
অজ্ঞাতমূল্য অদ্ভুত বাক্য নির্গত হইবে
তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গবর্ষন কিসে
বিত্ত বাক্যলার আদর্শ হইল, তাহা আমা-
দিগের ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে
না। বঙ্গবর্ষন প্রকাশিত হওয়ারিতে তাহার
উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক এতদূর অবনতি
হইবারই হুজপাত হইয়াছে। গৃহপুট
ব্যাকরণ বাহাদিগের প্রধান অবলম্বন
বাহাদিগের রসময়ী লেখনী হইতে একে-
বারে কেবল মাত্র সরলতা চমৎকারা সাব-
ধানী, পামাজিনী, মন্তী আত্মগরিমা
প্রভৃতি বাক্যসমূহ অবিজ্ঞাত নির্গত হয়,
পত্রপ্রেরকের ম্যায় ‘স্বলদর্শী’ হীনমতি
লোকের নিকটেই তাঁহার তাহার আদর্শ-
ত্ব সংস্কারক !!! কিন্তু স্বলদর্শী সামাজিক
গণ সমক্ষে তদাবিধ ব্যক্তিগণ তাহার

অদর্শ্যসাক্ষরক ব্যতিরিক্ত অন্য নামে পরি-
চিত হইবেন না।

উদীপনা প্রভৃতি করেকটী প্রভাব
অনুভূত হয় নাই। আমরা বঙ্গদর্শনের
প্রথম সম্মেলনে (১) স্থলে ইহার উল্লেখ
করিয়াছি : কিন্তু তা বলিয়া উত্তর চরিত
প্রভৃতি উন্নততাবাপন্ন প্রভাব নয়। পত্র
প্রেরক যে করেকটী প্রভাবের উল্লেখ করি-
য়াছেন, তৎসমুদয়ে ভাষাগত বোধ বহুল
পরিমাণে লক্ষিত হয়। এক স্থলে লিখিত
হইয়াছে, একপ প্রভাব বঙ্গভাষার দেখাই
যায় না। পত্রপ্রেরক বোধ হয়, বিদ্যালাগর
মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের করেক পাণ্ড উল্টা-
ইহা “বঙ্গদর্শন” পরিচালক, অস্যাখা
একপ ভাষাভিজ্ঞতার সত্তাবনা কোথায় ?

পত্রপ্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন,
“ভাষার” পারিপাট্য “বঙ্গদর্শন”
অতুল্য ও অননুকারণীয়”। পত্র প্রেরক
যে তাহেই এই বাক্য উপন্যস্ত করুন না কেন
আমরা প্রকারান্তরে ইহাতে আশ্বাসন
হইতেছি। বঙ্গদর্শনের ভাষা বিপুল প্রাণ-
লীল অনুগত নহে; সুসংস্কৃত বঙ্গভাষার
সহিত উহার তুলনা করা বাইতে পারে না।
ভাষা এইরূপ অসংস্কৃত বলিয়া সামাজিক
গণও উহার অনুকরণপ্রায়ী নহেন।
সুতরাং বঙ্গদর্শনের ভাষা “অতুল্য” ও
“অননুকারণীয়” এই উত্তর বিশেষণেই
বিশেষিত।

রামদাস বাবু যে ভূয়োদর্শন বলে,
অনেক অপ্রচলিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে
ছেন, এটী আমরা অস্বীকার করি নাই।
পত্রপ্রেরক এই প্রসঙ্গে যেমন অমসুখতা
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নির-
তিশয় দুঃখিত হইয়াছি। বস্তুতঃ রামদাস
বাবু যেমন পরিপ্রসঙ্গ সহকারে প্রাচীন বিব-
রণ সমুদয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন, তদ্রূপ
কল প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না।
তৎপ্রণীত “মহাকবি কালিদাস” ইহার
অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই বিষয়ের অনুসন্ধান
লব্ধ কালের বিষয়ে এই বলিলেই পর্যাপ্ত

হইবে, রাম দাস বাবু যেমন তাহে কালি-
দাসের অভ্যুদয় কাল নির্ণয় করিয়াছেন,
তাহাতে কেহই আশ্বাসন করেন নাই।

ইংরাজী হইতে ভাব (বাগ্যগত গুণ তাৎ-
পর্য্য) সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসম্পা-
দন সুবর্ণীয় নয়, ইহা আমরা স্বীকার করি-
তেছি। ইংরেজী ভাব (তবীয় বর্ষ) ও
বাঙ্গালী ভাব উভয়েই বহুদূর ব্যবহৃত।
সুতরাং ভাব-প্রয়োগ বিষয়ে ইহাবিগের
অনুকরণ বিধেয় নহে। ইংরেজী যে বিষয়
যে তাহে প্রয়োগ করেন, আমাবিগের পক্ষে
ঠিক তদনুরূপ না করিয়া বাঙ্গালীভাবে
তাহা যেমন শোভা পায়, তাহাই করা
উচিত। যিনি এই প্রকার বিপর্যয় করেন,
তিনি অস্যাখি অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত।
বঙ্গদর্শনের অনেক বাক্য বাঙ্গালী ভাবে
একদম না করিয়া ইংরেজী ভাবে প্রে-
ষিত হয়। এতদ্বিরুদ্ধই আমরা ইহার প্রতিবাদ
করিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শনে যেভাবে ইংরাজী শব্দের
“ছড়াছড়ি” করা হয়, তাহা অত্যন্ত দুঃ-
খীয় ও অসমাজজনীয়। স্বীকার্য “আবোলি-
উটিউ” “পাবলিক ডিনর” “ফেসিয়ান”
“পালিয়েমী” প্রভৃতি বাঙ্গালা করিতে
পারেন না, তাঁহাবিগের বাঙ্গালী লেখক
বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিরবচ্ছিন্ন অগল-
ভতা প্রদর্শন যাত্র। উল্লিখিত ইংরেজী
শব্দগুলি বঙ্গভাষায় প্রে-
ষিত হইলে কি
ভাষার উৎকর্ষ হইবে ? আমরা স্পষ্টাক্ষরে
নির্দেশ করিতেছি, স্বীকার্য এইরূপ যথ-
স্বাভাৱ প্রদর্শন করেন তাঁহারা মাতৃভাষার
হত্যা এবং স্বীকার্য এই অমানুষদগকে
প্রজ্ঞান বান করেন, তাঁহারা মাতৃভাষাজনিত
অপরাধে অপরাধী। পত্র প্রেরকের মতে
“আবোলিউটিউ” বলা ঘোষের নয়,
কাবার বলাই সুবীচ, জগদীশ্বর এই কাণ্ড-
জ্ঞান শূন্য চুক্তিবিগের হস্ত হইতে কীণাকী-
বঙ্গভাষাকে রক্ষা করুন।

বঙ্গদাস বাবু খীর ইংরাজী বিন্যাসভার
পরিচয় প্রদানার্থেই লরেন্স কন্ট্রি চিত্রিত
করিয়াছেন পত্রপ্রেরক একপ বাক্য
কোথায় দেখিতে পাইলেন ? প্রতিবাদ স্থলে

এইরূপ স্বকপোল কল্পিত বাক্য উপন্যস্ত
করা কি বীর জন্মোচিত কার্য ? ইহাতে কি
অন্তঃসার শূন্যতা ও বিবাহ প্রিয়তা পরি-
ক্ষুণ্ট হয় না ? বঙ্গদাস বাবু অস্যাখি কোন
ওকতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চতু-
শেষের ফটোরচিত পাঠকগণ সমক্ষে উপ-
স্থাপিত করিয়াছেন। আমরা ইহার অপ-
লাপ করিতেছি না। পত্র প্রেরকণ আমা-
দিগের লেখার ভাষ্যব্যাখ্যায়তে না পারিয়া
অস্যাখি বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একপ
ঐচ্ছিকা একপ অসমীকাকারিতা নিত্য
কোভ জনক। আমাবিগের আক্ষেপ এই,
বঙ্গদাস বাবু কন্ট্রি চিত্রে ইংরাজী কথা নিয়া
নিরতিশয় অসম্ভবদায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন,
আচার ব্যবহার বর্জন দ্বারা কি ব্যক্তিগত
চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হয় না ? ইংরে-
জীর ছড়া না বাঙ্গিরা ব্যবহারে কি ফট-
রের চাকলা পরিক্ষুণ্ট হইতে পারে না ?
পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন “লরেন্স কন্ট্রি”
এবেশের ভাষা ভাল জানিতেন না বলি-
য়াই ইংরেজীর অবতারণা করা হইয়াছে।
জিজ্ঞাসা করি, জগৎসিংহ, এসমান বা
জাহাঙ্গীর কি সংস্কৃত কলেজ মর্দাল, স্থল
প্রভৃতিতে প্রবেশিত হইয়া কি সম্যকবল
বাঙ্গালী শিক্ষা করিয়াছিলেন ? পত্রপ্রেরক
এস্থলে বাহুল্য ভয়ের বাগ্মন্যে ভুক্তিভাব
অবলম্বন করিয়াছেন কেন ? অসং-
পোষনী অসং-
যুক্তির অপ্রতুল হইয়াছে
না কি ?

পত্র প্রেরকের মতে “কল” “মাম-
কুল” এই দুই সংস্কৃত কথা ছাড়াই কাপা-
লিক চরিত্র সম্যকরূপে জন্মগত হয়। পত্র
প্রেরক কি গভীর মানব জ্ঞান তত্ত্ববিৎ !!
এ দুই কথা স্থলে বাঙ্গালা প্রভৃক্ত হইলে
কি ভাষার চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইত
না ? বেশ কাল ও পাণ্ডুলুসারে স্মৃতি ভাষা
মাত্রই লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে।
হুই একটী সংস্কৃত কথা অনিষ্টেই যদি
লোকের মন ভুক্তিবিগলিত হয়, তাহা
হইলে ওরূপ অল্প ভক্তি পত্র প্রেরকের জন্ম
হুই স্থান পাওয়ার যোগ্য। কলে ভক্তি-

সাত্রী করিবার নিমিত্তই “কল্প” “মামনু
সর” প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ বাক্য বিন্যাস
নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর পরিচরক।

পত্র প্রেরক “বিষয়ক” কল্পণ সমা-
লোচনা করেন, জামিনার নিমিত্ত আমার
একান্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত হইতেছে।

“প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা”
বাগ্মন্যে বঙ্গবর্ষন সময়ে সময়ে নিত্য
অধীরতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সমালো-
চন স্থলে দীর্ঘতা সহকারে বোধ প্রদর্শন
করা কঠিন। কিন্তু জগদীশ্বর বঙ্গবর্ষনের
কোম্পিত এই “দীর্ঘতা” লিখেন নাই।
পত্র প্রেরক এক স্থলে লিখিয়াছেন সম্প্রদায়
সমালোচন স্থলে বাহা বলেন, তাহার এক
বর্ণও মিথ্যা নয়। যিনি এরূপ যোদ্ধা পক্ষ-
পাতী তিনি যে বঙ্গবর্ষনকে বঙ্গভাষার
শিরোমণি বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তাহা
অসম্ভবের নহে।

আমরা নিঃস্বপ্নে তাবের বন্দীভূত হইয়া
বঙ্গবর্ষনের সমালোচনার ও ভূত হই নাই।
পত্র প্রেরক অকারণে আমাদিগকে “পর
বংশ” “সাহিত্য” “নিম্নক” বলিয়া নিত্য
নুতনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গব-
র্ষন দোষ পরিত্যক্ত সুসংস্কৃত ভাষার অনু-
গামী হইয়া ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।
সমালোচন স্থলে দোষ প্রদর্শন করিলেই
যদি নিম্নক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন
সমালোচকই এই বোঝাপড়া শূন্য করেন।
পত্র প্রেরকের পরমসম্মত বঙ্গবর্ষন
বিশিষ্টত্বের উক্ত বিশেষণ ভাঙন হইবেন।
ফলে পত্র প্রেরক না জামিনা অথবা বিবাহ
প্রবৃত্ত হইয়াই এই পত্রের দীর্ঘ লিখিত
প্রবাদ বাক্যটিকেই অস্বর্থ করিয়াছেন,
সন্দেহ নাই।

জ্যৈষ্ঠ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ১৮ ই আগষ্ট।

স্থানের নাম সর্বভদ্র জল

ফীট ইঞ্চ

যোশাবীজ কর্তৃক নদীর নীচে ১২

তথা হইতে গড়িয়া উপর

১২ মাইলের মধ্যে ১৩

তথা হইতে জলপুত

৭১ মাইলের মধ্যে ১০

জলপুত হইতে বহরমপুর

৪৭ মাইলের মধ্যে ২২ ৩

বহরমপুর হইতে কাটোয়া

৫০ মাইলের মধ্যে ১৮

কাটোয়া হইতে নদীয়া

৪৫ মাইলের মধ্যে ২২

মাতাভাঙ্গা নদীর জলের মাণ।

গঙ্গার মোহনার ১৭ ২

তথা হইতে ভাটার পাড়া ১৪ ৩

তথা হইতে ষাট বোয়ালিয়া ২০

তথা হইতে ১ মং কত ১৫

তথা হইতে বোলমারি ১১

তথা হইতে আলিকদহ ১২

তথা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ২০

জলসী নদী।

মহানার ১০ ৬

তথা হইতে জলসী ১১ ১

তথা হইতে ১১ ১

তথা হইতে নদীয়া ১৭ ১

সন ১৮৭০ সালের ১৮ ই আগষ্ট বহরমপুর
গঙ্গা ঘাটের জলের মাণ।

ফীট ইঞ্চ

২৬ ১

বহরমপুর } জ্যৈষ্ঠ সি, ই, উইজ একজি
১৮ ই আগষ্ট } ক্রিষ্ণা নদীর নদীয়া
১৮৭০ } লোকাল রিবার ডিভিশন

মুলা প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

“ হরিমোহন মজুমদার—রাজপুর ৫৪

“ হারাণচন্দ্র সিংহ—খরসা ১০

“ দুর্গাবর শর্মা—আগর দাঁড়ি ৫৪

“ নবীনচন্দ্র দাস—মেদিনীপুর ১০

“ বনজারিলাল নদী কোমুতী

ইদাপুর ১০

—:—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কল্লেক্টর বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্ষিক ৫০ টাকা, মধ্যম মূল্য লব্ধ
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্ষিক ৫০ টাকা। হই
মাসের মূলে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। নোট, ছতি, বরাদ্দ চিঠি, যদি অর্ডার,
ইহার অন্যতর বাহাতে বাহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আগমন নাম স্পষ্টাকরে
লিখিয়া জ্যৈষ্ঠ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নুতন মূল্য দিবার সময় নকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-
দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

সোমপ্রকাশের ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
দীর্ঘ পাইব।

যাঁহারা মাথল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৮০ দুই আনা তাহার পর ১০
বৈজ্ঞানিক দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত যত্ন সহকারে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার বঙ্গবর্ষন
সোমপ্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইবে।
জ্যৈষ্ঠ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসিতে
এতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হইবে।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

১২ সংখ্যা।

“প্রবর্তনী প্রকাশিতব্যে পার্থিবঃ সরস্বতী অনিমেষনী ন হৌয়নী।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা।

নং ১২৮০। ১৭ ই জুলাই। ইং ১৮৭৩। ১ লা সেপ্টেম্বর

মকমলে মাহুলসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিভাগ্যপন।

বাহু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক শ্রীমত
অরবিন্দ চরিত-অর্থ্যাৎ গীতগোবিন্দ গ্রন্থে
অরবিন্দ গোবিন্দর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০।
ডাকমাহুল ১০ আনা মাত্র, আমার দিকট
প্রাপ্তব্য।

মালবাজার হিন্দু } শ্রীকুরুবাস চট্টোপাধ্যায়
হটেল কলিকাতা }

বিশুদ্ধধর্ম—মূল্য ১০ আট আনা। বাগবা-
জার, বহুপার্শ্ব, ১৫ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

—০—

“জেলা ২৪ পরগণা” অন্তর্গত দক্ষিণ
বেণীপুর গ্রামে এ পর্যন্ত বালক শিক্ষার্থ
কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত ছিল না, সম্ভবত
গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র লোক একত্র হইয়া
একটি বিদ্যালয় “বেণীপুর বঙ্গবিদ্যালয়”
নাম করণ পূর্বক সংস্থাপন করিয়াছেন,
কিন্তু নির্দিষ্ট সর্গ সাহায্য ব্যতীত বিদ্যা-
লয়ের স্বীকার হইবার সম্ভাবনা নাই;
সুতরাং অর্থাভাবে শিক্ষাকার্যের বিস্তার
ব্যাহত ঘটিল। এ নিমিত্ত দেশভিত্তিক,
বিদ্যোৎসাহী সদস্যর মনোদয়গণ সন্নিপে
নিবেদন যে যদি তাঁহারা এই বিদ্যালয়কার্য
নিরূপার বালকগণের উপর ক্লপাকটাক
পূর্বক এই গুরুতর বন্দন মঙ্গলকর বিষয়ের
সাহায্যে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হন, তাহা
হইলে আমানিগের আশা তরু সফল হয়।

বেণীপুর।

একান্ত বন্দন

শ্রীমোহনচন্দ্র দাস বহু
ও শ্রীপারিশ্রম দাস বহু

১২৮০

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

যোক্তার, মালিক, আকৃতহার এবং
অতিমিথির সমস্ত কার্য উক্ত এজেন্সির
দ্বারা সুস্বরূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত
হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত বস্ত্রে কর্ণা
থাকের নামে সাহুল দিয়া পত্র লিখিলে
এজেন্সী কার্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক
কলিকাতার বাজার বরের তালিকা প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত
জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅন্তরচরণ গুপ্ত
কার্যধ্যক্ষ।

—০—

কর্মবালি।

চকরীঘর দাতব্যচিকিৎসালয়ের হেড
কম্পাউণ্ডরের পদ পূন্য আছে। প্রার্থীর
বাসালা ক্লাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যিক।
যিনি অন্যত্র কিছুদিন কর্ম করিয়াছেন ও
কর্মক্ষেত্রে ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে
পারেন, তাঁহার আবেদন সম্যক্ আদরণীয়।
বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্যক উপযুক্ত
হইলে ২৫ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। আবেদন
সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যিক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়

ম্যানেজার

চকরীঘর

গুপ্ত নাইকেরী।

এই প্রকল্পে আর সমস্ত প্রকার বাস্তব

এই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্ত
কও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা
আবশ্যকমত পাঠান হইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্মধ্যক্ষ।

—০—

বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

রেক্লুস এলকোপানিলিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ডিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয়
পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং আলিলে অতি
উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচরাচর যে
সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা
অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি
সংস্পর্শে অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায়
জ্বলিয়া উঠে না; সুতরাং ইহাতে কোন বিপ
দের আশঙ্কা নাই। এ গ্যালনপূর্ণ কানেম্বারা
মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ইহাও পীত
বর্ণ এবং ডিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল
আলোক দেয় না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক
কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলে
না। বিশেষ ইহা যে কেবল আলোইবার পক্ষে
সম্মত এবং কার্যকর এতদূর নয়, ইহা ভিন্ন
গৌরব ইম্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে
রক্ষা করিবার বেদন উপযোগী এতদূর আর
কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৬০/০ আনা
করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অন্তর পাঠা
ইবেন, সেই সঙ্গে যেন নগদ টাকা পাঠাইয়া
দেন।

কলিকাতা।

সাহিব ট্রাট

১২ নং বাটী

ওরাইজমানে মিচেল রিক
কোম্পানি

গুপ্ত বস্ত্র।

২৪ নং ঘূর্ণাকর্ষ মেন; প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগর মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাংলা ছাপার কর্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্মাণ হইবে। মূল্য কার্য বিবেচনায় লওয়া যায়, বাহাতে কর্মসম্পাদন পক্ষে সর্বত্র এক্ষণে স্থলভ হয় তাহাই করা যায়।

ক্রীসত্যচরণ গুপ্ত

কার্যাব্যাহক।

-১০১-

সাংগাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রখানি পুস্তকাকারে প্রতি বার গুপ্ত বস্ত্র ইহতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাংগাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, জরায়ির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাস্থল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা বাৎসরিক ৪১ ট্রেনমাসিক ২৫০ আনা।

ক্রীসত্যচরণ গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আনার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাস্থল ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাস্থল ১০। একত্রে মিলে ১৮ ডাক মাস্থল ১৮ মাত্র। ১২০ খান উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪১ ডাক মাস্থল ১০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাস্থল ১০ আনা উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাহার ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই গাছেন, কীভাবে দ্বিতীয় খণ্ডের আশঙ্ক হইলে অব্যাহত হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাহারের প্রয়োজন হয় তাহার বেন টাকা ও ডাক মাস্থল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ব্রিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাসচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক মাস্থল ১০, আনার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিড ডাক্তার ডাঃ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেট্রিক্স মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলি মূল্য ৮ টাকা ডাকমাস্থল ১০। উহার কৃত ভিষয়গু-ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাস্থল ১০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কামীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত হৃদয় সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাস্থল প্যাকিং মাস্থল ১০। বাবু কেম্-নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমিত্তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাস্থল ১০।

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার জর্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জর্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা অন্তর নির্মিত নর্দমা পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেক্সিকো বসাইনার নিমিত্ত চতুর্ভুজ টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্লেট।

বাটীর নর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুতি নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

৭ নং হেভিওল ট্রাট } বরন এণ্ড কোং।

-১০২-

শ্রীচন্দ্র কিশোর সেন কবিরাজের আরুণোদয় ঔষধালয়।

উপরি উক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্বেদ অর্থাৎ নিদান মতে সর্বপ্রকার রোগের নানাবিধ

অক্লান্ত ঔষধ তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি স্থল-ভ্রমো সর্বত্র প্রস্তুত প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্বত্র তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

উক্ত ঔষধালয়স্থ ঔষধাদির নির্ধারিত মূল্যসহ তালিকা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে কয়েকটি উৎকট পীড়ার মত উপকারক নবপ্রকাশিত ঔষধ সকল সমিবে-শিত হইয়াছে। বাহার আবশ্যক হইবে অক্লান্ত লোক পাঠাইলে কিম্বা এক আনার একখানি ডাকট্যাম্পসহ পত্র মিথিলেই উক্ত তালিকা পত্র বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হই-বেন।

১৪৪ নং কোয়ার জীবনোদয়াল সেন চিৎপুররোড গুপ্ত। কলিকাতা।

-১০৩-

বাংলা শব্দ তাহার দাক্ষিণ্য, সমাপ এবং বাংলা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রএল আট পেজি ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাস্থলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের “ন” চলি তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ট্রাট } জীবনোদয়াল মুখো-
নং ৩৯ } প্যাথার এণ্ড কোং

বঙ্গভাষায়।

ক্লিনিকাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিকাল ডায়গনোসিস

অব ডিক্টর

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার বহুলাধ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ণার ৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ ডাকমাস্থল ১০ আনা। উহার বাছাই অতি

পোক্ত এবং স্বন্দর। চুড়ার প্রকৃতির নিকট এবং কলিকাতা লালবাড়ার হিন্দু-হট্টেলে প্রচুর বাবু ওরফার চটোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গুহিমায়েই জাতব্য রাজী-মিকা দুই ভাগ একত্র বন্ধাই, মূল্য ২) ডাকমাছল ১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গর্তী নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পার না, নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু সুস্থিত হওরা অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত জাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-লক্ষণ ও তাহারিগের কয়েকটি ক্ষুদ্রতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধকের ব্যাঘাত চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভজ্ঞান নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিসৃটিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্নাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল ২৫মত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটানি) ১/০

৬। কুইনাইন্ প্রেরোগ-প্রণালী ১/০

প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

কলিকাতা }
হিন্দুহট্টেলে } প্রচুরমাত্র চটোপাধ্যায়।

এতদ্বারা হিন্দুপুত্র শিবিল ট্রেডনে ১১ লক্ষ প্যাক ইট বিক্রয় জন্য টেণ্ডর সকল আহ্বান করা যাইতেছে।

কাঁচার উলরি উক্ত ইট যোগাইবার জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা হিন্দুপুত্র ও মালমহ বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলে এতৎসংক্রান্ত ব্যবতীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১৮৭৩ অক্টোবর ১৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিভ } এচ, বিটলি, সি, ই
ইঞ্জিনিয়ারের আফিস } হিন্দুপুত্র ও মালমহ
হিন্দুপুত্র } বিভাগের প্রতিনিধি
২২ এ আগস্ট ১৮৭৩ } একজিকিউটিভ
ইঞ্জিনিয়ার

মৃত রাজা সার রাধাকান্ত বাহাদুরের (কে, সি, এস, আই) ট্রেটের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকলের পাটী দেওয়া যাইবে।

লাট নং ১—বাটী নং ১৫৫ চিতপুর রোড (তত্ত্বাত্তা সত্বেজার নামক বাজার ইহার অন্তর্গত নয়)

বাটী	নং ১৫২	চিতপুর রোড
এ	এ ১৫৩	এ
এ	এ ১৫৪	এ
এ	এ ১৫৭	এ
এ	এ ১৬০-১৬১	এ
এ	এ ১৬৪	বালানানার ট্রীট
এ	এ ৭	বেচারাম চাটুয়ার লেন
এ	এ ৬৫	রাজা নবকৃষ্ণের ট্রীট
এ	এ ৮১	করণ ওরালিস এ
এ	এ ২৮	হাতীবাগান এ
এ	এ ৩২১	চিতপুর রোড

বিতল বাটী, এক বগু বৃহৎ ভূমিরসহিত।

এ	এ ৫২	রাজানবকৃষ্ণের ট্রীট
এ	এ ১৫০	শ্যামবাজার এ
এ	এ ১৫৪	এ
এ	এ ৬	কবুলেটোলা লেন
এ	এ ১১	এ
এ	এ ১৩	এ
এ	এ ৬	শ্যামপুত্রের ট্রীট
এ	এ ১১	কুমার উল্লী ট্রীট

বাটী	নং ১৩	কুমার টুলী ট্রীট
এ	এ ১৫	এ
এ	এ ৩০	কালীমিত্তের
		বাট ট্রীট
এ	এ ১০১	অপার সারকি

উল্লার রোড (ইহার যে অংশে মাদি কতলা বাজার আছে তাহাতিয়)

লাট নং ২—তালুক কিসমত ইচ্ছাপুর এবং নবাবগঞ্জ, হাবিলদার পরগণা এবং উক্ত জিলা, কালেক্টরের তৌজী নং ৩১৭, গবর্নমেন্টের বাজনা ২৯২৫৮/৫।

লাট নং ৩—তালুক কিসমত হাবড়া এবং চর হাবড়া, পরগণা বেরো পাইকান, জিলা হুগলী, কালেক্টরের তৌজী নং ৩৮২৯ এবং ৩৯২৩, গবর্নমেন্টের বাজনা ৭৫০১/০।

লাট নং ৪—বাটী নং ৫০ রাজানবকৃষ্ণের ট্রীট
এ এ ৫৫ এ এ

এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং পাটীর নিয়মাদি জানিতে হইলে রাজা নবকৃষ্ণের ট্রীট ৬৪ নং আফিসে বাবু আমল কৃষ্ণ বহু এবং শ্যামলাল মিত্তের নিকট অথবা ওল্ড, পোর্ট আফিস ট্রীট ৫ নং বাটীতে তাঁহাদের এটর্নি বাবু দীননাথ বহুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৮৭৩ অক্টোবর ৪ তা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি বার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা পর্যন্ত এবং উক্ত একজিকিউটিভবিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩ অক্টোবর ৩ ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ১ ও ২ ঘটিকার মধ্যে পাটীর জন্য আবেদন সকল গ্রহণ করা যাইবে। এতদী সাধারণ ডাকের নিয়ম করা হইবে, যিনি সর্বপ্রকার অধিক ডাকিবেন (অন্যান্য নিয়ম সকলও সুবিধামত হইলে) তাঁহারই ডাক মজুর করা হইবে।

সোমবার।

১৭ ই তার সোমবার।

সংক্রান্ত এবং প্রেরণা-
মূল্য নং

বঙ্গদেশে সাংক্রামিক জ্বরের আরম্ভ অবধি গবর্নমেন্ট উহার কারণসম্বন্ধে ব্যাপ্ত আভেন, কৃতকাব্য হইতে পারি-
ত্বেছেন না, তথাপি ডেউ। পরিভাষ

করিতেছেন না, ইহাতে আমাদের মনে এই আশা জন্মিতেছে, উহার কারণ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। আমরা প্রজাতিবৈজ্ঞানিক লার্ড মর্ফ্রককে এ বিষয়ে সর্বিশেষ যত্নবান দেখিতেছি। তিনি পূর্বে স্বয়ং পুরস্কার দান ঘোষণা করিয়া কারণানুসন্ধারিদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আবার নিম্নলিখিত বারটি প্রশ্ন করিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে উহার সমুত্তর প্রার্থী হইয়াছেন।

১। অরে অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তিরা হত্যা হইয়াছে কি না? যে সকল রাজ্যের মধ্যে এই হত্যা আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের, না, যাঁহারা তাহাদিগের কোর্প। অর্থাৎ তাহাদিগের অধিকাংশের হত্যা হইয়াছে? গত কয়েক বৎসর এই সকল দরিদ্র ব্যক্তি যে ত্রব্য ভোজন করে, তাহার পরিমাণ কত?

২। যে জেলার বসতি অল্প, তথা কায় লোকেরা অরাজস্ব হইয়াছে কি না? এবং এই অরাজস্ব হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তৎকারণ নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা বর্দ্ধমান ও হ্রাসের অপেক্ষা ভাল কি না?

৩। যে জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় তাহা দিককেও কি এইরূপ অরাজস্ব হইয়াছে?

৪। যে জেলার বসতি অতি ঘন সেখানকার লোকে কি এই অরাজস্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে? যদি পাইয়া থাকে, সে জেলার সহিত যে জেলার লোকে অরাজস্ব করিয়াছে তাহার কি জল বায়ু পরিশ্রম ও ক্লব্যাধি ঘটিত কোন ইতর বিশেষ আছে?

৫। যে সকল জেলায় সাংক্রামিক জ্বর হইয়াছে, তাহার যে যে উপবিভাগে ঘন বসতি কিংবা সেখানকার লোকের

অবস্থা অতি মন্দ, সেই খানেই অধিক লোকের হত্যা হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৬। লোকে সচরাচর কি আহার করিয়া থাকে? প্রতি পুরুষ, প্রতি স্ত্রী, প্রতি বালক বালিকা যে ভাত খায় তাহার আনুমানিক গুণন কত? উহারাহিনের মধ্যে কয় বারই বা আহার করিয়া থাকে?

৭। লোকে চাউল লবণ প্রভৃতি আবশ্যিক দ্রব্যের সম্বলরূপে উপযোগ করে না, এরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?

৮। ১৮৪০ অব্দ অবধি এ অংশে লোকের অভ্যাসের কি কোন পরিবর্তন হইয়াছে? অর্থাৎ তাহারা পূর্বে যে পরিমাণে যত বার আহার করিত, এখন কি সেই পরিমাণে ততবার আহার করে না? অথবা পূর্বে যে ত্রব্য ভোজন করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা অল্প কুট ত্রব্য ভোজন করে? তাহারা কি খাদ্যদ্রব্যের উপযোগ কালে পূর্বা-পেক্ষা এখন অধিক সাবধান হইয়াছে?

৯। দৈনিক মজুরির হারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইয়াছে? দৈনিক মজুরিদিগের জীবিকা অর্জনের কি কোন কষ্ট হইয়াছে? ভিক্ষুক ও নিঃস্ব ব্যক্তি কি অধিক?

১০। লোকে বিংশতি বৎসর পূর্বে যেদ্রব্য বস্ত্র পরিধান করিত, এখন কি তাহার অপেক্ষা হীন বস্ত্র পরিধান করে? এখন কি তাহাদিগের বস্ত্র পাইবার অধিক কষ্ট হইয়াছে? এখন কি তাহারা পূর্কের ন্যায় পুরাণ বস্ত্র পরিচালনা করে না?

১১। এখন ভূমির উপরে কি অধিক চাণাচাশি হইয়াছে? খাজনা কি বাড়িয়াছে? কোন প্রজাতি কোন ভূমি ছাড়িয়া দিলে অধিক লোকে কি তাহার প্রার্থী হয়?

১২। গবর্ণমেন্ট যদি সাতাষাটান করেন, লোকে কি ভারতবর্ষের অন্য অংশে, ত্রফদেশে অথবা আণামে গিয়া বাস করিবার ইচ্ছা করে?

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেন্টের এই আরত। প্রাশ্নগুলির সমুত্তর লাভ হইলে, রোগের নিদান নির্ণয় যত হটক না হটক, এই একটী লাভ হইবে, গবর্ণমেন্ট এদেশের ব্যবহারী হস্তান্ত্র অনেক জানিতে পারিবেন। ভাল করিয়া যদি প্রাশ্নগুলির বিষয়ে পর্যালোচনা করা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, গবর্ণমেন্টের এই ধারণা ভুল হইয়াছে, প্রজার অন্ন বস্ত্রের কটাই এই পীড়ার কারণ। কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, এতী কারণ নয়। আমরা বিংশতি বৎসর পূর্বে নীচ শ্রেণীর অন্ন বস্ত্রের যে প্রকার কষ্ট বোধিয়াছিলেন, এখন তাহার শতাংশের এক অংশ নাই। নিবাতাণে একবার রাজিতে একবার দুইবার ভাত খাওয়া এদেশের রীতি। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, নীচ শ্রেণীর অধিকাংশের দুই সজ্জা অন্ন জুটিত না। পূর্বে এক আনা দেড় আনার মজুর খাটিত। এই মজুরীও সকল দিন জুটিত না। এখন মজুরীর হার বৃদ্ধি হইয়াছে, খাটিনীও প্রায় বন্ধ থাকে না। বিলাতী কাপড়ের আমদানী হওয়াতে বস্ত্রও বিলক্ষণ মূল্যবান হইয়াছে। অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে অন্ন বস্ত্রের কট পীড়ার কারণ নহে। তবে বাহাদিগের অবস্থা মন্দ, পীড়া হইলে তাহাদিগের অধিকাংশের হত্যা হয়, ইহা নিস্শঙ্ক বাক্য। অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদিগের ভাল চিকিৎসা হয় না। পীড়ার সময়ে যেরূপ থাকিতে হয়, তাহাদিগের তাহা ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং অকাল হত্যা হয়। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসাগত কতক দোষের উল্লেখ করণও আবশ্যিক হইল।

গবর্ণমেন্ট স্বাক্ষরিত প্রবেশে ডাক্তার পাঠাইয়া দেন। ডাক্তারেরা স্বর নিবারণার্থ বিষম ব্যস্ত হন। সুতরাং তাঁহারা দৈনন্দিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। রসের পূর্ণ অবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে আশাততঃ স্ববন্ধ হয় বটে; কিন্তু স্নীহা বন্ধ হইয়া নানা রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। শীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রোগী সাবধান থাকিতে পারে না, কুণথালেশ্বরী হয়, ক্রমে শরীর ক্ষয় হইয়া যায়। সে প্রবেশে সা ক্রমিক স্বর প্রবেশ করে, তথায় সাবধান হইয়া কুইনাইন প্রয়োগ ও পথের নিয়ম অতি শর আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ডাক্তারিগণের এই উত্তর বিষয়েই প্রায় ধ্বংসিত মনোযোগ নাই।

আমরা ডাক্তার নহি, চিকিৎসা শাস্ত্রেও আমাদিগের বিদ্যা নাই, দেশের জন ব্যয় ও সৃষ্টিকা পরীক্ষা করিয়া তাকার দোষ ওণ নির্ণয় করি, আমাদিগের সে সামর্থ্যও নাই। অতএব মাদৃশ জনের সাংক্রমিক স্বরের নিদান নির্ণয় বিষয়ে প্রকৃতি বিধান নিত্য হৃদয়কার্য্য। আমরা সে সাধন করি না। তবে দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমরা তাহাই গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছি। বর্ষাকালে যাবতীয় পরীক্ষামেই শীড়ার রুজি হয়। তাহার কারণ এই, বর্ষাকালে গ্রাম মধ্যে বন জঙ্গলের প্রস্তুতি হয়। রুজিতে ঐ সকল পচিয়া জ্বিত বাষ্প উৎপন্ন হয়। গুণকরিনী প্রকৃতিও ভাল থাকে না। তবে যে বর্ষে বর্ষা অধিক হইয়া গ্রাম খোঁত হইয়া বিকৃত পদার্থগুলি মাঠে গিয়া পড়ে, সে বৎসর শীড়া হয় না। গ্রাম খোঁত হইয়া সুন্দর রূপে জল নির্গম হইলে গ্রাম নীরোগ থাকে, আমরা তাহার আর একটি

প্রমাণ দিতেছি। দামোদরের যখন উত্তর পার্শ্ব খোলা ছিল, তখন বন্যা হইয়া গ্রাম খোঁত করিয়া জল স্বর নির্গত হইত, শীড়ার প্রসঙ্গ ছিল না। এখন বন্যা হইলে পশ্চিম পার্শ্বের গ্রামগুলি দীর্ঘকাল জলে মগ্ন থাকে, তাহাতেই তথায় অধিকতর শীড়ার প্রস্তুতি হইয়াছে। কলতঃ আমাদিগের সংস্কার এই, গ্রামগুলি বর্ষ বন জঙ্গলশূন্য পরিকৃত ও শুদ্ধ থাকে, শীড়ার হ্রাস হয়। গবর্ণমেন্টের সেই চেটো পাওয়াই কর্তব্য। বর্তমান শীড়ার উৎসর প্রায় হইল, তথায় আশাততঃ কর্ণেল হেগের প্রস্তাবিত ঝাল খনন আবশ্যক। ঐরূপ অন্য অন্য স্থানেও জল নির্গমের পথ ও গ্রামগুলি পরিকৃত রাখিবার চেটো পাওয়া কর্তব্য।

—১০১—

ভারতবর্ষের আর বার সম্মেলন
পালিগ্রামেই সভার
বিচার।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আর বার লইয়া ইংলণ্ডে মহা আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের সুযোগ্য অগ্রর সেক্রেটারি গ্রাণ্ট ডক সাহেব ও ভারতবর্ষের হিষ্টেবী মহাত্মা কনসেট সাহেবের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। পালিগ্রামেই সম্মেলিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আর বারের কথা উপস্থিত করা হয়। তাহাতে কনসেট সাহেব প্রস্তাব করেন যে, পালিগ্রামেই সভার বিবেচনার ভারতবর্ষের আর বার সম্মেলন করানক বিশৃঙ্খলতা চলিতেছে এবং শীঘ্র তাহার সমুদায় বিধান করা উচিত। গ্রাণ্ট ডক সাহেব ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, “যে অনর্থক ভয় আদর্শন করা কনসেট সাহেবের স্বভাব। তিনি ভারতবর্ষের আর বার সম্মেলন যেরূপ খোলাযোগ দেখেন বাস্তবিকতাহীনহে”

ইত্যাদি কনসেট সাহেবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। তাহার মধ্যে তিনি ইনকম ট্যাক্সের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইনকম ট্যাক্স অন্যায় নহে এবং নিজ মত পোষণ করিবার জন্য লার্ড লরেন্সের বার্টল স্কয়ার প্রকৃতি অনেকের মত জুলিয়াছেন এবং আর দশ বৎসরের মধ্যে ইনকম ট্যাক্স পুনরায় প্রচলিত করা হইতেছে না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় করের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে স্থানীয় কর অধিক হইয়াছে বলিয়া যে লোকে চীৎকার করেন, তাহা নিতান্ত অসুগত, কারণ সমুদায় ভাবতবর্ষ আরম্ভনে কলিয়া ভিন্ন আর সমুদায় ইউরোপের সমান; এই ভাবতবর্ষে স্থান হইতে স্থানীয় করের হিসাবে সমুদায় ২৭৫০০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়, অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ১৫/০ মাত্র পড়ে। ইহাকে কি গুরুতর কর বলে?

গ্রাণ্ট ডক সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে কনসেট সাহেব প্রার্থনা করেন যে সে দিন ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধীয় কথা বন্ধ থাকে, কারণ সে বিষয়ে তাঁহার বলিবার অনেক কথা আছে, সে দিন তাহা বলিবার সময় হইবে না, তিনি বারান্তরে সে সকল বলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে দিন কথা বন্ধ রাখা সভ্যদিগের মত না হওয়াতে তিনি গ্রাণ্ট ডক সাহেবের প্রত্যুত্তরে একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাটি পড়িয়া আমরা আশ্চর্যান্বিত হইলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণতঃ যুক্তি দ্বারা গ্রাণ্ট ডক সাহেবের প্রত্যেক কথা এক একটী করিয়া কাটিয়া দেওয়া কি সহজ কথা? বিশেষ এত বক্তৃতাতে কনসেট সাহেব ভারতবর্ষে যে প্রকার হিষ্টেবিতা দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দান্যবাদ না দিয়া

ব্যক্তিতে পারিলাম না। তাঁহার মত বহু
প্রায় আমদের তাগো মিলে না।
আমরা পাঠকগণের জন্য সমুদায় বস্তু
তাঁরা অবিকল অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত
করিয়া দিব তাহাতেছি। সম্প্রতি তাহা
হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,
পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন
ফসেট সাহেবের ক্ষমতা ও সহৃদয়তা
কত।

“ যদি সেই টাক্স (ইনকম টাক্স)
ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী হইত,
তাহা হইলে তাহা নিধারণ করা গবর্ণ
মেন্টে পক্ষে ভয়ানক ভ্রমের কার্য
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু
কোন টাক্স এক দেশের উপযোগী
হইলে যে অন্য দেশের পক্ষেও উপযোগী
হইবে এ বিবেচনার তুলা ভ্রমও আর
নাই এবং ইনকম টাক্স যে ভারতবর্ষের
উপযোগী নহে তাহার প্রচুর প্রমাণ
হওয়া যাইতে পারে। অণ্ডর সেক্রে-
টারি তাঁহার মতের পোষকতার জন্য
ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিষয়ে বিজ্ঞ কয়েক
ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহার।
প্রত্যুত্তরে তিনি (ফসেট সাহেব)
তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে চান,
যাঁহারা একান্তরূপে তিন জনে ভারত-
বর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের
মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রজা-
দিগের নিকট হইতে ইনকম টাক্স আদায়
করিবার দলের একজন লোক হওয়া
অপেক্ষা কর্তব্য পরিত্যাগ করা প্রায় মনে
করিয়া গবর্ণর জেনারেল ভিন্ন যাহার
উপরে কেহ নাই এমন পদ পরিত্যাগ
করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, এই টাক্স
অপেক্ষা বিরক্তিকর ও সাধারণ মত বিরুদ্ধ
টাক্স মনে কল্পনা করা অসম্ভব এবং
তৃতীয় ব্যক্তি স্পষ্টাকরে প্রকাশ করেন
যে যদি তিনি রাজস্বের জন্য ইনকম
টাক্স সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন, তাহা

হইলে পৃথিবীর কোন রাজার বা কোন
শক্তির সাধ্য নাই যে তাহাকে আর
নিজ কর্তব্যে ধরিয়া রাখে। অণ্ডর সেক্রে-
টারি ইনকম টাক্সের পোষকতা করিয়া
লাড লরেন্সের নাম উল্লেখ করিয়াছেন;
কিন্তু লাড লরেন্স যে বলিয়াছেন যে, এই
টাক্সের ন্যায় আর কোন টাক্স লোকের
একবিভাগ উৎপাদন করে নাই, সে কথা
তিনি উল্লেখ করেন নাই। অণ্ডর সেক্রে-
টারি বলিয়াছেন যে কয়েক বৎসর পরে
আবার ইনকম টাক্স স্থাপন করিলে করা
যাইতে পারে; কিন্তু তিনি (ফসেট
সাহেব) বলেন, যাইতে পারে কেন,
সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের যেরূপ
অপরিসীম বায় হইতেছে তাহাতে নিশ্চ
ই স্থাপন করিতে হইবে। ইহা তিনি
প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অণ্ডর
সেক্রেটারি সেই প্রতিজ্ঞে তাঁহাকে এই
বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে তিনি
(ফসেট) রাজস্ব সম্বন্ধীয় সকল কথা
ভুল লইয়া ঢাকে কাটি দিয়া থাকেন,
কিন্তু তিনি জানেন যে তাঁহার এইরূপ
আন্দোলনের এই ফল ফলিয়াছে যে
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বাৎসরিক
৬ কোটি টাকা ব্যয় কমিয়াছে। এই ঘট-
নাটি তাঁহাকে ভবিষ্যতেও এই প্রকার
আন্দোলন করিতে উৎসাহিত করি-
তেছে। ”

এই কথাগুলি পড়িয়া কোন ভার-
তবর্ষীয়ের হৃদয় না আনন্দে নৃত্য করে
এবং কে না ফসেট সাহেবের সাহস
ও সহৃদয়তার প্রশংসা করেন? আরও
শুনুন, অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন,
“ ভারতবর্ষের স্থানীয় কর সমুদায়ে ২৭৫-
০০০০০ টাকা বই নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ
ও ইংলণ্ডের অবস্থাগত কি অসামান্য
প্রভেদ তাহা তিনি মহাসত্বে বিদিত
করিতে তুলিয়া গিয়াছেন। এখানে
শত করা ১ টাকা টাক্স লইয়া ৪০০০০০০০

টাকা উঠিয়াছিল, কিন্তু সেখানে এতদূর
টাক্স লইলে ৫০০০০০০ বই টাকা উঠিত
না। তবে ভারতবর্ষের প্রজারা ইংল-
ণ্ডের প্রজাদিগের অপেক্ষা ৮ গুণ ধরিয়া।
প্রকারান্তরে বলিতে গেলে এই বলিতে
হয় যে, ইংলণ্ড অপেক্ষা সাতগুণ আর-
তনে বৃহৎ একটা দেশ হইতে যে অর্থ
সংগৃহীত হইতে পারে, ইংলণ্ড হইতে
তাহার আট গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়া-
ছিল। ০০০০০০ এককাল বিবরে সর্ব
প্রধান বিজ্ঞ লাড লরেন্স বলিয়াছেন যে
ভারতবর্ষীয় প্রজাদের অধিকাংশ
এত দরিদ্র যে তাহাদের কণ্টে দিন ব্যা-
জাও কঠিন। ” ইহা অপেক্ষা প্রাণে
ডক সাহেবের ভ্রমের আর কি উত্তর
হইতে পারে? আমাদের ছাত্রেরা
বিলম্বে বলিয়া মনে করেন যে ভারত
বর্ষে বুঝি বস্তুতই সোণা ফলিয়া থাকে।
দেশের রাশি রাশি মুখী প্রাণী যে কি
রূপে দিনপাত করে কেহ তাহা একবার
ভাবেন না। আজিও দেশের দশ আনা
লোক আট আনা বেতন দিয়া বালক
দ্বিগুণে পড়াইতে পারে না। ইহা ভিন্ন
যাঁহারা চাকরি করেন তাহারা যে গুটি
কত টাকার জন্য কিরূপ মুখে রক্ত
উঠিয়া পরিভ্রম করেন তাহা আরও হইলে
চক্ষে জল আইসে। বাণিজ্যের স্রীতি
হওয়াতে বাজালা ও বোম্বাই প্রেসিডে-
ন্সিতে লোকের অতি অল্প পরিমাণে
অর্থ সাহায্য হইতেছে বটে; কিন্তু তন্নিম্ন
আব সমুদায় দেশের অতি দৃষ্টিপাত
কর। উড়িষ্যার দুর্দশার বিষয় আরও
কর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ লোক
দ্বিগুণে বিষয় ভাবিয়া দেখ। আমবা পূর্বে
পরে দেখিতেছি ভারতবর্ষের এখনকার
প্রধান দুঃখ দরিদ্রতা। যাঁহাদের হস্তে
ভারতবর্ষের ভার তাঁহারা এটা দেখেন
না ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা কি হইতে
পারে। আমরা উপসংহার কালে ফসেট

সাংসদদের শেষ কথাগুলি না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষীয়রা নিজেদের ভারতবর্ষ শাসন বিষয়ে অধিকতর অধিকার চেয়ে আসছেন। একটা অত্যাবশ্যক সংস্কারের কার্য। ভারতবর্ষীয় কোন লোক নিম্নলিখিত সর্বিসে প্রবেশ করিতে পারেন না যদি সে ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে না আসে, কিংবা নিজ দেশের ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারেন না যদি এখানকার কুপাসন বিল কলেজে প্রবেশ না করে। টাইমস পত্রিকা সম্প্রতি বলি-
রাছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে এক্ষণে নিত্যমাত্র আবশ্যক রাজকীয় গৃহস্থতা, কারণ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই কেবল বিপুলতা দৃষ্ট হয়। প্রধানতম পত্রিকার সেই মতটী জুলিয়া তিনি (কনসেট) তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ তাহাতে তাঁহার (কনসেটের) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় মতের সার মর্ম্য বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে কি চাই—না মিতব্যয়িতা চাই—সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় পরিত্যাগ করা চাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে একটা গৃহস্থের গৃহের ন্যায় সকল বিষয়ে মনোযোগ চাই। সর্বোপরি প্রাথমিক বিষয় এই যে রাজা ও প্রজাবিদের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত শাসন, আইন বিষয়ক সংস্কার এ সকল কিছুই হইবে না, যত দিন না ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবৃত্তিতে পাবে যে দেশের শাসন বিষয়ে তাহার অধিকার লাভ করিবে। যত দিন না ইংলণ্ড তাহা করিতে পারেন তত দিন যে তিনি অনাহুত হইয়া ২০ কোটি লোকের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া গুরুভারে দায়ী হইয়াছেন তাহার উপযুক্ত কিছুট করা হইবে না।

ইংলণ্ডে পালি পার্লামেন্ট মহাসভার কর্তৃক বিপক্ষে প্রস্তাব করা বলিবার

লোক আরেমন ইহা জানিলেও অনেক আশঙ্কা হয়। আমরা কনসেট সাংসদকে সমুদায় স্বত্বের সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছি। তিনি স্বীকার করিয়া এইরূপে ভারতবর্ষের পক্ষসমর্থন করুন। আমাদের কনসেট অল্প আমরা তাঁহার কি প্রত্যাশা করিব, এইমাত্র তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয়ের স্বত্বের তাঁহার নাম মুদ্রিত হইতেছে।

—০—

সাউথ সুয়ারথ মিউনিসিপালিটি।

বেহালা হইতে দক্ষিণ হারিনাতি মালক পর্যন্ত স্থান সকল সাউথ সুয়ারথ মিউনিসিপালিটি নামক এক মিউনিসিপাল কমিটির অধীন। ২৪ পরগণার আইন্ট মাজিস্ট্রেট ফার্স সাংসদ এই মিউনিসিপালিটির সভাপতি। বেহালা গ্রামে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ১২ জন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন বেহালার লোক, অবশিষ্ট দুই জন মাত্র গড়িয়া রাজপুর হারিনাতি মালক প্রভৃতি স্থান হইতে লওয়া হইয়াছে। এই মিউনিসিপালিটি, বাউস টাক্সের হিচাবে বাউস রিক প্রায় ২২০০০ হাজার টাকা আদায় করিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে প্রায় ১৬০০০/১৭০০০ হাজার টাকা পুলিশ রক্ষার্থ ব্যয় হয় এবং টাইল আবার প্রভৃতি অন্যান্য কারণে বৎসরে প্রায় ২ হাজার টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং অবশিষ্ট প্রায় ৪০০০ হাজার টাকা মিউনিসিপালিটির হস্তে থাকে। এই টাকার অধিকাংশই বেহালার ও তালিকটবর্তী স্থান সকলের পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। মেয়রসিগের মাধ্যমে অধিকাংশই বেহালার অধিবাসী এবং মিউনিসিপালিটির কমিটিও বেহালাতে বাসিয়া থাকে সুতরাং বেহালা ও তাহার নিকটবর্তী স্থান সকলেই উপর

মিউনিসিপালিটির বিশেষ দৃষ্টি। বেহালার অভাব আগে দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া হয়। সেই সকল অভাব পূরণ করিয়া যদি কিছু উদ্ধৃত হয় তাহা হইলে মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থান সকলের প্রতি দৃষ্টিগত করা হইয়া থাকে। এইরূপ রাজপুর হারিনাতি মালক প্রভৃতি স্থান সকল কলে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে পথ কয়েক বৎসর হইতে সাংসাদিক আরের দেরূপ প্রভৃতি হইয়াছে তাহাতে এখানকার রাজা পুল জননির্গমের পথ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত এবং এখানকার অধিবাসীরা যখন রীতি মত টাক্স দিতেছেন তখন এসকল সুবিধার জন্য তাহাদের অসুযোগ করিবার অধিকারও আছে, কিন্তু বেহালা ও তালিকটবর্তী স্থান সকল সমুদায় অর্থ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহাদের অসুযোগ কোন কার্যের হয় না। মধ্যে এতদূর বেশীর অধিবাসীদের আবেদনে ভূত পূর্বে সভাপতি প্রবল সাংসদ রাজপুর প্রভৃতি স্থানের রাজা ঘাট প্রভৃতির পুনঃ সংস্কারের জন্য কিছু টাকা দিতে সম্মত হন, এবং বর্তমান সভাপতিও আরও কিছু বিদ্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় বেহালাতে অধিক টাকা ব্যয় হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি টাকা হস্তগত হইল না, এবং যে হইবে সে সভ্যবনাও অল্প।

এই সকল কারণে রাজপুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটির জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাস্তবিক প্রস্তাব আবেদন করিবারও যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রথমতঃ মিউনিসিপালিটি স্বতন্ত্র হইলে এতদপ্রদেশীয় লোকেরা দৃষ্টিতে পারিবেন যে তাহাদের দত্ত টাকা আর স্থানান্তরে ব্যয় হইবে না, সুতরাং তাহাদের যথাযথ

টাক্স বিতে গুরুত্ব হইবে। দ্বিতীয়তঃ সংগৃহীত অর্থের ব্যয় বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিলে তাহারা আবশ্যিক মত ব্যয় করিতে পারিবেন, আর ব্যয়ের ভার হস্তে থাকিলে অকুলান হইলে অন্য উপায়েও কার্যোদ্ধার করিতে বাধ্য হইবেন। তৃতীয়তঃ সম্ভ্রুতি এ এদেশীয় দুইটি মাত্র লোক সভা আছেন একটা অবস্থার আশা করা যায় না যে সেই দুইজন এই সকল গ্রামের অবস্থা অবগত থাকিবেন এবং এতদে কের অভাব মিউনিসিপালিটির গোচর করিতে পারিবেন, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটি হইলে তদধীনস্থ সকল গ্রাম হইতেই সভা লওয়া যাইতে পারে এবং সমভাবে সকল গ্রামের অভাবের প্রতিদুষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ উপস্থিত প্রণালী অনুসারে সমুদায় টাকা স্থানান্তরে ব্যয় হইয়া যাওয়াতে এ এদেশীয় টাক্সদাতারা মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন এবং গবর্নমেন্টকে এক প্রকার প্রতারক মনে করিতেছেন, কিন্তু নিজের অর্থ নিজেরা ব্যয় করিতে গিয়া যদিও অকুলান হয় গবর্নমেন্টের প্রতি কোন বিরোধের কারণ থাকিবে না। পঞ্চমতঃ এক্ষণে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যে প্রকার লোক রাখিতে হয় এবং সে কারণে যেরূপ ব্যয় হয় স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটি হইলে সে প্রকার ব্যয়ের অনেক সংক্ষেপ হইতে পারে, কারণ স্থানীয় মিউনিসিপালিটি আপনায় সভ্যদের দ্বারা সে সকল কার্য করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ এক্ষণে মিউনিসিপালিটির মধ্যে বিদেশের লোক অধিকাংশ পুত্ররাং এ এদেশীয় লোকেরা অনেক সংস্কারের কার্যে (শব্দান্তরে স্থান পরিবর্তন প্রভৃতি) অনেক সময় বাধা দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য আপনাদের স্বার্থ পরিত্যাগ

করিতে অন্ততঃ নন, কিন্তু তাহাদের নিজের মিউনিসিপালিটি হইলে এই সকল কার্য অনেক অংশে পূরক হইতে পারে। কারণ দেশের মান্য গণ্য লোকের অনুরোধ সকলেই শুনিয়া থাকেন।

এই সকল কারণে আমরাও গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহাদের এই আবেদন গ্রাহ্য হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটি হওয়ার কতকগুলি আপত্তি আছে এবং বিশেষ বিবেচনায় উপযুক্ত কতকগুলি কথা আছে তাহা এই স্থানে বলা উচিত। প্রথমতঃ সে মিউনিসিপালিটির সভাপতি কে হইবেন? বর্তমান মিউনিসিপালিটির সভাপতি একজন গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত লোক। বারিশুরে নিজের মিউনিসিপালিটি আছে, তাহারও সভাপতি একজন গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত লোক। ইহাতে বোধ হয় গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত একজন লোককে সভাপতি করার গবর্নমেন্টের কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য আছে। আমাদের বিবেচনায় ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। ১ম গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত একজন লোক মস্তকে থাকিলে মিউনিসিপালিটির গবর্নমেন্টের বিরোধী হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। ২য় এখানে দেশীয় লোকেরা যেরূপ অজ্ঞ, গবর্নমেন্টের হাত না থাকিলে মিউনিসিপালিটিকে গ্রাহ্য না করিতে পারে। কিন্তু এদেশীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে অল্পাংশ শাসন শিক্ষা দেওয়া যদি এই সকল উপায়ের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট যত না টাকা দিতে পারেন ততই ভাল। গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত কোন লোক না থাকিলে বিরোধ হইবার বত সম্ভাবনা, থাকিতে তাহা অপেক্ষা অধিক বিরোধের কারণ হয়। কারণ গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত লোক কেবলেই লোকে মনে করেন মিউনিসিপালিটি কথা মাত্র, ও সকলই গবর্নমেন্টের অধিক টাক্স লই

বার কল্পি মাত্র। আর গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত লোক না হইলে লোকে ভয় করিবে না এ আশঙ্কাতঃ অনুসন্ধান বোধ হয়, কারণ টাক্স না দিলে নিলাম করা প্রভৃতি অনেক প্রকার কসমতা যখন মিউনিসিপালিটির হস্তে থাকিবে তখন কাজেই ভয় করিতে হইবে। অতএব সভাপতি প্রভৃতি মনোনীত করিবার কার্য এদেশীয় লোকদিগেরই হস্তে দেওয়া উচিত। কারণ গবর্নমেন্ট কোন লোককে মনোনীত করিয়া দিলে তিনি সাধারণের বিশ্বাস ভাজন না হইতেও পারেন। কিন্তু এক্ষণে এক প্রধান আপত্তি উঠিতে পারে যে এদেশের সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য লোক কই? স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটি হইয়া কি অর্থগুলি কয় জন বড় মানুষে পড়িয়া লুটিয়া যাইবে। এ আপত্তি বাস্তবিক তুল্যতর বটে; কিন্তু এদেশীয় লোকেরা যদি সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য সভ্যদিগ লোক দেখাইয়া দিতে না পারেন তাহা বের সম্ভার অধোবদন হওয়া উচিত। যাহা হউক যদি গবর্নমেন্ট সংক্রান্ত কোন লোককে সভাপতি রাখা নিতান্ত আবশ্যিক বোধ হয় গবর্নমেন্ট একজনকে স্থির করিয়া দেন, কিন্তু বাস্তবে আর “নেপো-হই মারিতে” না পারে তাহার উপায় করুন।

উপসংহারকালে আমরা এদেশের যাহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একটা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হউন। কেবল বিদেশে চাকরি করা ও শনিবার বাজিতে আলিয়া আমোদ প্রমোদ করা ভাল খেলা এবং নিদ্রা যাওয়াই যেন তাঁহাদের জীবনের ত্রুটি না হয়। আপনারা অগ্রসর হইয়া কসমতা গ্রহণ না করিলে ইংরাজ গবর্নমেন্ট কসমতা ছাড়িবেন না। অতএব তাঁহারা

মধ্যে মধ্যে একত্র হইয়া রাজনীতি বিষয়ের আলোচনা করুন। বেশের পরে ও বিতর্কিত বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। বেশের ও গবর্নমেন্টের সকল কার্যের উপর দুটি রাখুন এবং সেই সকল লইয়া আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন। এ সমুদায় যদিও আমা-দের পক্ষে ক্ষতন বাণীর তথাপি তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াই ইউরোপীয় জাতিরা স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক অধিকার হইয়াছেন। সাতসাহসি ও তুখা আমোদ দ্বারা বেশীর বৃদ্ধ ও অল্প লোকবিশেষকে বিভ্রান্ত না করিয়া তাহা-দের মধ্যে এই সকল ভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষের সুখের অবস্থা আগিবেই আগিবে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই তারিখ সোমবার।

পাণ্ডার প্রজা বিপ্লবের শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গোলযোগ ঘটে নাই। প্রজারা লেন্টনট গবর্নরের বোম্বা-নুসারে শান্তভাবে জমিদারিগণের দাওয়ার প্রতিবাদ করিতেছে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া থাকনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। এবিগে ত এই, আবার বাজারের তোলা সবচেয়ে কাচেল সাহেব যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে পাণ্ডার মাজিষ্ট্রেট এই বোম্বা করিয়া দিয়াছেন, জমিদারিগণের বাজারের তোলা তুলিবার কোন অস্বীকার নাই, ইহাতে বাজারের দোকানদারেরা খাজনা দিতে অস্বীকার করিতেছে। জমিদারিগণের প্রতি কাচেল সাহেবের তাৎপত্য দেখিয়া আধারিগণের মনে নানা চিন্তার উদয় হইতেছে।

আধারিগণের লেন্টনট গবর্নর কাচেল সাহেবের লীলা বিচার। সম্রাতি তিনি নিরস্ত করিয়াছেন, যদি কোন বেশহীতমী ব্যক্তি গবর্নমেন্টের সাহায্য লইয়া হাসপাতাল

কি ভিল্পেপারি স্থাপন করেন, তিনি উহাতে বেতীকা বিবেচন, পুত্র পৌত্রাদি জন্মে যতাবৎ এই টাকা বিবেচন করণ লিখিয়া দিতে হইবে। হিন্দু পোষ্ট্রিট বলিয়াছেন, পূর্ণপূর্ববিক্রয়ের প্রতিজ্ঞাত টাকার সহিত তাহা-দিগের উত্তরাধিকারিগণের কি সম্বন্ধ সাধিয়া দৃষ্টিতে পারিলান না। এটা ঠিক নীলকরবিগের বাবনের দ্বারা হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাকলের লেন্টনট গবর্নর আজা বিরাহেন, সেগিন কোর্টের বিচারে জুররের সংখ্যা ৯ জনের অধিক হইবে না।

রাজপুতনা টেট রেলওয়ের রামগড়ার উপরে যে সেতু ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং উজ্জয়িনীর বাঁধ তাহারা ভরতপুর প্রাধিক হইয়াছে।

সম্রাতি কলিকাতা ছোট আদালতে একটা বকদ্বা উপলক্ষে এই একটা প্রস্তাব উত্থিত হইয়াছে, মিউনিসিপালিটি একটা বাতীর উপর স্থিতি কর দ্বারা করিতে পারেন কিনা? একটা কর ভূম্যমীকে অপর টী বাতীওরালাকে দিতে হইবে। এবিগের এধনও কোন দীমাংসা হয় নাই।

বারাণসীতে গঙ্গার উপরে একটা সেতু হইবার কথা হইতেছে।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বাবড়া বিভাগের পোষ্টমাস্ট্রিস লসুকের ইম্পেস্ট্রি হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের অমর্ত্য বর্গপুর গ্রামের এক আশ্রম পত্নী এককালে ৪ টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। কিছুকাল পরেই সন্তানগুলির মৃত্যু হয়। ৪ দিন পরে প্রসুতীও পরলোক গমন করিয়াছে।

বোম্বাইর একজন বৈদ্য মাটির একজন মেথরকে একটা উচ্চ জাতীয় হিন্দুর সহিত এক গাড়িতে তুলিয়া বেওয়ার্ডে হিন্দু তাঁহার বিকল্পে নানীশ করিয়াছেন।

গত ১০ বৎসর মধ্যে মাজাজের অল্প নিবাসে ২০০০০ অল্প এককালে চকু রোগ হইতে মুক্ত হয়। ৫০০০ লোকে কতক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। একগে উক্ত নিবাসে ১৪১৯ জন অল্প আছে।

বারাজিও নিউস বেলেন্টুয়ার মাথ-

নের সাহিত্য লুকরের চর্চা মিজিও করিয়া বিক্রয় করে। কেবল বারাজিও বলিয়া কেন পণ্য জন্মে এইরূপ প্রতারণা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। গবর্নমেন্টের পক্ষ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

সংবাদ পাঠে দুই হইল, একজন অল্প একবা এক চৌমাথা পাঠ হইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একখানি গাড়ি সোং আসিয়া তাহার উপরে পতিত হইবার উপক্রম হয়, সেই সময় এক অল্প দুখতী পাড়া মারিয়া একগে কোশলে এই অল্পকে দূরে ফেলিল যে তাহাতেই তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। এই গাড়িতে যিনি ছিলেন, তিনি একজন লসুত ও ধনবান ব্যক্তি। তাঁহারও বিবাহ হয় নাই। তিনি এই প্রীলোকটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাংস ও পরহীতমিত্তা দর্শনে শ্রীত হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। প্রীলোকটি সকল বিষয়ে সামান্য হইলেও কেবল এই কারণে তিনি উহাকে বিবাহ করিলেন। এই দৃষ্টান্ত দর্শনে বড় একটা কৌতুকা বহু ঘটনা ঘটয়াছে। এখন প্রতি দিন অনেক অল্প দুখতী চৌমাথার ধারে বৃদ্ধ ব্যক্তির গাড়ি চাণা পড়িবার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। ইহা এই, তাহা হইলে তাহারও এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস দেখাইয়া বড় লোকের পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে।

বিশ্বদূত বলেন, এসময়কার পাল নামক ক্ষত্রমীপুত্রের এক ব্যক্তিকে গেন্ডুর লর্পে সংশন করে, তত্বে সেখ সেতু তাঁহার উহাকে আর্পণরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না।

পাঠগণের স্মরণ আছে, এক ব্যক্তি দুঃখপানে মত্ত হইয়া ছাগল জমে অপনার একটা কন্যাকে হত্যা কবিরাজিলা বলিয়া আমোদবাদের সেগিন কোর্টে উহার ১৪ বৎসর কাল কারাদণ্ড করা হইল। হাইকোর্টে আপীল করিতে উহার যাবজ্জীবন বাসের আজ্ঞা হয়। একগে গবর্নমেন্ট আবার এই বৎসরই ৬ মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে অবস্থায় এই ব্যক্তি কন্যা হত্যা করে, বৎসর কালে সেগিন আনি-

লত ও গবর্নমেন্ট তরপেফা ভাল অবস্থার
হিপেন বলিয়া বোধ হয় না।

মফাটের তৃতপূর্ণ ইমাম ফেজুলুহুনে
পলায়ন করিয়াছেন।

ভাক্সোরের একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর
একজন অপরাধীকে এড়াই প্রহার করিয়া
ছিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ইন
স্পেক্টরের ফাঁসী হইয়াছে। এতদ্বশনে
পুলিশ কর্মচারিগণের সাবধান হওয়া
উচিত।

নেটিব পাবলিক ওশিনিয়ান বলেন, এক
জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তীর্থযাত্রার উপলক্ষে
দুই জন সহচর সমভিষ্যাহারে মধুরায় গিয়া
ছিলেন। তথ্য হইতে প্রত্যাগমন কালে
এক বৃক্ষ তলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন।
কিছুক্ষণ পরে তাহারা দেখিলেন, একটী সর্প
অঙ্গুল হইতে বহির্গত হইয়া একটী বৃক্ষতল
ক্ষেত্রে মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। উহার
গমনে সমুদায় বৃক্ষ পুড়িয়া গেল।

সিদ্ধির রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে চৌর্য্য
নিবারণার্থ একটী চমৎকার উপায় অবলম্বন
করিয়াছেন। ইংলিসমান বলেন, চৌর্য্য
কাণ্ড সংঘটিত হইলে বাক দিন বা চোর ধরা
পড়ে ততদিন তিনি কোতরাল ও অন্যান্য
পুলিশ কর্মচারীকে বেতন দেন না। এটী
মন্ত উপায় নয়।

গত যে মাসে কলিকাতা হইতে ৬৭০
কুলি মরিসচে এবং ৫৭৭ কুলি সরিষানে
গমন করে।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর লিলেটকে আসামের
অধীন ক্রান্তে ত্রাতা কতকগুলি হিন্দু ও
মুসলমান ইতার প্রতিবাদ করিয়া কাম্বেল
সাংঘেবের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

জে, ডবলিউ গার্ডিনার সাংঘেব কিছু
দিনের জন্য রাজস্ব বিভাগে অতিরিক্ত
কারি হইয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকায় দুইটী হইল “আমে
রিকার একজন মহাব পত্রে লিখিত হই-
য়াছে, এত জনের একটী অর্থ ছিল, উহা
বিল্লাস নামক মদ পান করিত, এক দিন
অতিরিক্ত পান করায় বোঁড়া উৎক

হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। অমৃতবাজার
মানে তাবিলেন যে বোঁড়া অধিক বিয়ার পান
করিয়া মরিয়া গিয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত
করিয়া তিনি তাহার শরীর হইতে সমুদায়
চর্ষ ছাড়িয়া লইলেন। চর্ষমূদ্য মৃত অর্থ
পড়িয়া থাকিল। পরদিন প্রাতে অমৃতবাজার
গাজেথান করিয়া দেখেন, যে কি একটি
তরানক অভ, গায়ে চর্ষ নাই, লোম নাই,
তাহার ঘূষের সমুদ্যে তৃণ আহার করিয়া
বেড়াইতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া প্রথম
ভয়ে পলাইবার উদ্যোগ করেন, শেষে আগ
নার চাকর ও প্রতিবাসী সমুদায় একত্রিত
হইয়া বন্ধুত্ব ভরবার প্রতীতি দ্বারা দ্বারা
ইসিজ্জত হইয়া উহার নিকট গিয়া উপস্থিত
হইলেন। অর্থ আগনার স্বামীকে দেখিয়া
চীৎকার করিয়া উঠিল, গৃহস্থামী তখন
টের পাঠিলেন যে এটি তাহার অর্থ। তিনি
তখন জানিতে পারিলেন যে অর্থের মৃত্যু
হয় নাই অধিক বিয়ার পান দ্বারা উহা
অটুতম হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থ দ্বারা
তখন বাক সমস্ত হইয়া একজন অর্থ চীৎকার
সকলে ডাকিয়া আনিলেন এবং তিনি চাম
ড়াখানা হইতে চর্ষ আনিয়া উহার শরীরে
চর্ষ ও লোম লাগাইবার যত্ন করিতে লাগি
লেন। এই সম্বন্ধে আসামিগণের একটী গল্প
মানে পড়িল। একটা পশ্চিম দেশীয় একজন
বলগান পুত্র অঙ্গল মধ্যে ব্যাং কর্তৃক
আক্রান্ত হয়। উহার হস্তে অস্ত্রাদি কিছু
ছিল না, সে দুই হস্ত দ্বারা প্রাণপণে ব্যাং
টিকে ধরিল, ব্যাং বিশদ দেখিয়া উহার
হাত ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে
লাগিল, শেষে ঐ ব্যক্তি উহার লাঙ্গুল
ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, কিরূপে
টানাটানির পর ব্যাংটীর কপোলদেশের
চর্ষ কাটিয়া গিয়া সমুদায় চামড়াখানি
খুলিয়া উহার হাতে গেল, ছাড়নি বাক
চীৎকার করিতে করিতে সনে পলাইয়া
গেল। ব্যাংটী বনে গিয়া পুনরায় মৃত
চর্ষমূদ্য হইয়া গাছদি বধ করিয়া

অধীন ধারণ করিতে লাগিল কি না, আসামি
তিনি নাই।

এক ব্যক্তি আবেগ করিয়া আসামিগণের
নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, মহারাজ অস্ত্র
পাতী খানা গোপালনগরের অধীন বহু
পুর নামক গ্রামে যে একটী গবর্নমেন্ট
সাংঘাফত বিদ্যালয় ছিল, পীড়া মিব
জনকতকগুলি ছাত্র উপস্থিত ছিল না
বলিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাবিল। ইন
স্পেক্টর মহাশয় গবর্নমেন্টের সাংঘাফত
বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

অরনগর হস্তিত্তিপ্রচারিণী সভার
সম্পাদক হস্তিত্তি প্রচার করিয়া লিখি
য়াছেন। অমৃতবাজার মধ্যমী উক্ত
সভার ২০ কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন।

১১ ই জুলাই মঙ্গলবার।

আমরা আশ্চর্য হইলাম, গত পনি
বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভায় যে
অধিবেশন হয় উহাতে বার প্যাণ্ডিট
সরকারকে পুনরায় আগামী ২৫সতের জন্য
এসময় সুয়ার ঠাকুরের আইন অধ্যাপক নমো
নীত করা হইয়াছে।

আমাদিগের রাজপুত্রগণের ন্যায়
এদেশীয় রাজগণও ক্রমে পরজত বাস প্রিয়
হইয়া উঠিতেছেন। মহিষুরের রাজা উৎকা
মুখে “কানন ছিল” নামক একটী বাটী
১০ হাজার টাকার ফের করিয়াছেন। রাজা
ঐশ্ব কালে এই বাটীতে অবস্থান করিবেন।

বগায় আসলে একটী তরানক কুলি
কল হইয়া ১৫ টী বাটী পতিত হইয়াছে
এবং ৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। দেখা দেখি
কুলিকল ও আজ কালি কিছু ভীষণ মৃত্যু
ধারণ করিতেছে।

সিদ্ধির রাজা মবেশর মাসে আগ্রার
গবর্নর জেনরলের নরবার হইতে প্রত্যাগমন
করিয়া নিজ টেনাডিগের জন্য আর একটী
লিফা লিখির করবার মানস করিয়াছেন।
আমাদিগের প্রধান পুত্রদিগের এই মৃতন
মৃত টেনাডিগের শিক্ষাশিষ্য প্রণালী
এদেশীয় রাজগণকে সাংক্রমিক রোগের
ন্যায় আক্রমণ করিতেছে।

তদনন্তি এত, যাগাউন সাহেব যথ্য
এবেশের পোটে আকিস সবুহের এখান
তম ইনস্পেক্টর হইরাছেন ।

আমরা দুঃখিত হইলাম, আলাহাবাদ
হাইকোর্টের বিচারপতি জাভিদের মৃত্যু
হইরাছে ।

হিন্দুধর্মোত্তরনী বলেন, লোমসিংহ
নিবাসী ককণাচন্দ্র বিদ্যালিংগর নামক এক
যাজির মৃত্যু হইলে তাহার অস্থি গঙ্গার
দ্বিয়ার জন্য রাখা হয় । তাহার উপস্থিত
শোঁত্র এক দিন মৃত্যু পানে উন্মত্ত হইলে
পিতামোহের অস্থি গঙ্গার দিতে হইবে
মনে হয় । তিনি মনে করিলেন, উত্তরের
মোহাই ত গঙ্গা দেবী রহিয়াছেন, তবে আর
অশেফা কি ? তৎক্ষণাৎ বিলাতি গঙ্গা
জলে মিজিত করিয়া অস্থি উত্তর গঙ্গার
মিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেই দিবসেই তাহা
রও গঙ্গা প্রাপ্তি হইরাছে ।

১২ ই ভাদ্র বুধবার ।

হারাজিগত মিউন বলেন, পাঞ্জাবী
নিকটস্থ একটী চা-ক্ষেত্রের কুলিরা এতদূর
সভ্য হইরাছে যে তাহারা ধর্ম্যব্রত করিয়া
ক'বা পরিভ্রমণ করিয়াছে । বাহারা সামান্য
কুলিদিগকেও এত দূর সভ্য করিয়া
তুলিতে পারিয়াছেন তাহাদিগের ক্ষমতাকে
ধন্য ।

ঢাকার সর্বোচ্চ হারে এবং অন্যান্য
স্থানে অর্ধহারে রথাকর সংগ্রহের ব্যবস্থা
হইরাছে ।

সম্রাতি আর একজন টিপু বন্দীর
পেঙ্গনভোগীর মৃত্যু হইরাছে । ইনি মাসিক
৭০০ টাকা পেঙ্গন পাইতেন । গবর্নমেন্টের
বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল ।

এসিরাটিক সোসাইটির মিউজমে একটী
বিমস্তক সর্প আনা হইরাছে ।

রানীগঞ্জ কোল কোম্পানির পার্শ্ববর্তী
বারু প্যারীলালের একটী কয়লার খনি
আজিও পুড়িতেছে । কিন্তু সে আগুন লাগে
তাহা জানিতে পারা যায় নাই । যাহাতে
ঐ আগুন অন্যান্য খনিতে বিস্তৃত হইতে
না পারে তাহার উপায় বিধান করা হই-
রাছে ।

১৩ ই ভাদ্র বুধসপ্ততিবার ।

অতিবৃষ্টিবিবন্ধন আশ্রয় অনেক ঘূষ
পতিত হইরাছে ।

যথ্য আশিয়ার সহিত বাণিজ্য করিবার
জন্য মুরীতে এক কোম্পানি হইরাছে ।
পঞ্জাব গবর্নমেন্টের নিকট এ নিমিত্ত প্রস্তাব
করা হইরাছে ।

সিমলার ব্যবস্থাপক সভার মুরসিদাবাদ-
দেব নবাবকে তাহার উত্তর্যর্গদিগের হত
হইতে রক্ষা করিবার জন্য ডেটা হইতেছে ।
তাহার ভণ্ডলি দ্বিধ করিয়া তাহার একটী
ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিল প্রস্তত
হইবে ।

হায়বেরলিতে ওলাউটার অভ্যাস
প্রচুর্ত্ব হইরাছে ।

ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়নের একজন
সংবাদবাহতা কুলুর একজন পূর্বতন রাজার
বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন । রাজার এই
সংস্কার ছিল, বর্ষ মোহরগুলি রৌদ্রে দিলে
ভাল হয়, ঐগুলি উলটাইয়া দিবার জন্য
যে সকল চাকর নিযুক্ত হইত তাহারা পায়ে
আঠা মাখাইয়া মোহর চুরি করিত । গবর্না
করিয়া কুলিদিগের সহায় মোহর কমিয়া গেলে
রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা
হইত রৌদ্রে শুকাইয়া কমিয়া গিয়াছে ।
আমরা নবাবের মণিমুক্তা ও মোহরাধির
এইরূপ ভক্তি বাবের কথা ভিনিয়াছি ।

১৪ ই ভাদ্র শুক্রবার ।

প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্যান্যরূপে
কর আদায় সম্বন্ধে লেফটেনেন্ট গবর্নর যে
আজ্ঞা বেন এবং যেসকল কার্য্য প্রণালী
অবলম্বনের প্রস্তাব করেন, তারতন্যীয়
গবর্নমেন্ট সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন
করিয়াছেন । কায়েল সাহেব আজ্ঞা দিয়া-
ছেন, যদি কোন জমীদার অন্যত্রিংশে কর
আদায় দ্বারা প্রজাগণিত করেন, মাজিষ্ট্রেট
কালেক্টরেরা অবিলম্বে সে বিষয়ে হস্তার্পণ
করিবেন এবং প্রজাদিগের স্বত্ব অব্যাহত
রাখিয়া বাহাতে এরূপ পীড়নের উদ্ভূত
হয় তাহার নিমিত্ত আইনসম্মত এবং উপযুক্ত
উপায় অবলম্বন করিবেন । সেইরূপ স্থাপকর
সংক্রান্ত যোষণা পত্র দ্বারা বাহাতে জমীদার

বিগকে অতিরিক্ত কোনরূপ কর দেওয়া না
হয় তাহিবয়ে প্রজাগণকে সাবধান করিয়া
দেওয়া হইরাছে । আমরা জমীদারদিগের
বড় বিপদ দেখিতেছি । কায়েল সাহেবের
দৃষ্টি জমীদারদিগের উপর পতিত হইরাছে,
জমীদারদিগের সাবধান হওয়া উচিত ।

ছগলী জিলাতে তে-ভাল খেলার অভ্যাস
প্রচুর্ত্ব হইরাছে বলিয়া বর্তমানের কমিশ
নর বকলাও সাহেব বঙ্গদেশীয় জুয়াখেলার
আইন উক্ত স্থানে প্রচলিত করিবার প্রস্তাব
করিয়াছেন । বকলাও সাহেবের প্রস্তাব মন্ত
নর বটে, কিন্তু তাহার জানা উচিত আইন
হইলেই কাজ হয় না । কলিকাতা ও উপান-
গরে কি উক্ত আইন প্রচলিত নাই ? কিন্তু
থাকিলে কি হইবে জুয়ারেরা একাধা
রাজার পুলিশের সম্মুখে নিশেস্ত চিত্তে
খেলিতে থাকে ।

গত মঙ্গলবার গঙ্গার একটী ঘেত হালার
ধরা পড়িয়াছে ।

আজ্ঞা হইতে গোয়ালির পর্য্যন্ত যে
রেলওয়ে হইতেছে, তাহা “ সিদ্ধিয়া ব্রিট
রেলওয়ে ” নামে অভিহিত হইবে । গবর্ন-
মেন্ট উত্তর দিক বজায় রাখিলেন ।

ক'তুলের আদীর সিয়ার আলী খীর
রাজ্যের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে
মনোযোগী হইরাছেন । তিনি রাজ্যের
শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের বিবেচনামূলক সময়ে
সময়ে নিজ কাউন্সিলের অধিবেশন করি-
বার মানস করিয়াছেন ।

১৫ ই ভাদ্র শনিবার ।

আলীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফের মাজির
বাধু কুস্তুরনামক খোবাল উৎকোচ গ্রহণ করিয়া
ছিলেন, বলিয়া তাহার কঠিন পবিত্র্যের
সহিত ৩ মাস কারা দণ্ড হইরাছে । উপরি
লাভের এই মধ্যম ফল ।

প্রিয়নিয়র বলেন, জামজিবারের মূল
তান ইংলণ্ড দেশের ইচ্ছা পরিত্যাগ করি-
রাছেন । পারস্যের সাহা যখন ইংলণ্ডে
ছিলেন, তখন মূলতান তথায় থাকিতে চাহি-
রাছিলেন কিন্তু ইংলণ্ড তখন সম্মত হন
নাই, বোধ হয় তাহাতেই অপমান বোধ
হইরাছে ।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ আগষ্ট। জি.জি.জি. জে. এফ. ডি.বেঙ্গ সাহেব কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে কটকের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

২২ এ আগষ্ট। হাবদার সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর জি.জি.জি. এচ. এম. ডি.রাও সাহেব ভাগলপুরে বালী হইলেন।

অযোধ্যার রাজার জন্য গবর্ণর জেনরলের নিয়োগিত এজেন্ট লেপ্টনেন্ট কর্ণেল এম. টমসন সাহেব উক্ত রাজার বাসস্থানের গীমার মধ্য হইতে যে সপল মকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহার বিচারার্থ ২৪ পরগণার একজন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রত্নপুরের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রতনলাল ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জি.জি.জি. সি. এফ. ওয়াসল সাহেব কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ত্রিছতর প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

কটকের সহকারী কালেক্টর জি.জি.জি. জি. এচ. এফ. বেঙ্গল সাহেব ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

লক্ষীপুরের সহকারী কমিশনার লেপ্টনেন্ট ডব্লিউ. এ. হলকর সাহেব মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। লেপ্টনেন্ট এম. এ. এ. সাহেব আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার হইবেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২২ এ আগষ্ট। বাবু উভবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লার আফ্ফারারের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু বিহারীলাল চন্দ্র করিমপুরের আফ্ফারারের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

সি. বার্নাড

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২০ এ আগষ্ট। গিলেটের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু শ্যামচাঁদ রাই বি. এল., কিছু দিনের জন্য নদীপাশের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

২১ এ আগষ্ট। মৌলবী মোবারক আলী কিছু দিনের জন্য টিপুরার অতিরিক্ত নওদাখালির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন।

২০ এ আগষ্ট। বাবু রেবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল. কিছু দিনের জন্য টিপুরার একজন প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এ. মাকেন্জি

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয়সম্ভাচার

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে বাহারা জাল করিয়া টাকা লয় উহা হ'গের বিচার হইতেছে। উহার মিউচুয়েল হইতে বেরগে পলায়ন করিবার চেষ্টা পার তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক জেল অধ্যক্ষকে উৎকোচ দেওয়া হইয়াছিল।

কালিষ্টরা বার্ষিকে জর লাভ করিয়াছে, বিলবোয়ারে আরো টেনা পাঠান হইতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। বেটলোডে একটা রেলওয়ে রুমটনা হইয়া অনেক হত হইয়াছে। মঙ্গল সাহেব পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আপাততঃ কিছু দিনের জন্য পদস্থ থাকিবেন।

ট.ইমস পত্র আর্টার্টন সাহেবকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ডিউক অব আর্গিল যদি অবসর গ্রহণ করেন, লো সাহেব তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। কান্সে ডীর্থ বাক্সের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আলোকোকেসেন্টে মেরিট সিস্টেম প্রায় ৫০০ ইংরাজ কাপড় লিক গমন করিতেছে।

কার্বেজিনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। সেনাপতি ক্যাম্পস আরো অধিক টেনোর প্রতীকার আছেন। স্পেনের রাজময় রণতরী সকল শুধান করিয়াছে। বিলবোয়ার কর্তৃপক্ষগণ বিদেশীয় জাহাজ সকলকে বন্দর পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। ইংলণ্ডে আজি কালি রেলওয়ে রুমটনার কিছু আধিক্য হইয়াছে। গত কলা বার্ষিকলোকে মাল গাড়ির সহিত একটা আরোহী টেনের ধাক্কা লাগিয়া অনেক আহত হয়।

বাহারা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে জাল করিয়া টাকা লয়, উহাদের দাবজীদার কারা দণ্ড হইয়াছে।

বেলগাটে যে আয়কাণ্ড হয় তাহাতে মেরিট ইন্সুরান্স কোম্পানির ১০ লক্ষ ডলার ক্ষতি হইয়াছে। ১৩০ পরিবার গৃহহীন হইয়াছে।

তর্জনির সম্রাট বিট্টর এমালু একে আক্রাম করিতে তিনি বালিন দর্শনার্থ গমন করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ আগষ্ট। কলিকাতা হইতে যে যেইল ২৯ এ জুলাই এবং বোম্বাই হইতে ১ লা আগষ্ট যাত্রা করে উহা অন্য প্রাকাকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর জি.জি.জি. সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

১। ৭ ই আশ্বিন দিবসীয় সোমপ্রকাশে টেবুলাতীয় হরিমোহন গুপ্তের একখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি টেবুলাতীয় উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গও করিয়াছেন, আপনিও সেই পত্রের একটি নোট দিয়াছেন। পত্র প্রেরক অর্থাৎ জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন আপনি অর্থাৎ ও টেবুলাত এক বলিষ্ঠা খাঁক'র করেন নাই। বাহা হউক অর্থাৎ ও টেবুলাত এক ইহা অনেকের সংস্কার আছে, অনেক জ্ঞানপণ্ডিতেরও সেই মত, সুতরাং সহসা আপনাদি মূল্যবান উক্তি কে বিশ্বাস করিবে? আমি এতৎসম্বন্ধে যে কিছু আত্ম আছি তাহা লিখিতেছি। প্রার্থনা যে পত্রখানি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এক দিবসীয় পত্রিকায় সমুদয় পত্রখানি প্রকাশ করি বেন তাহা হইলে পাঠকগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়।

২। পত্র প্রেরক জি.জি.জি. গুপ্ত মহাশয় অর্থাৎ জাতির উৎকৃষ্টতা দর্শাইয়াছেন এবং সেই অর্থাৎ অজ্ঞাতাচিত চিহ্নসমূহা বাহা টেবুলাত নামে অভিহিত হইল লিখিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই। বোধ হয় তিনি গোঁরাঙ্গ দলিকায়াজ তরতরত টেবুলাতুল-তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন, সুতরাং তরতরত এই শরণ রাখিয়া অন্যান্য পূরণ ও সংশ্চিত্য মতানুসারে বাক্যমাণ প্রত্যয় লিখিত হইল।

৩। ভদ্রত নিজে বৈদ্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাহার কৃত ভটিকাব্যের চীক'তে উল্লেখ আছে "নন্দাশঙ্করমহর্ষি গৌরাক্ষ মল্লিকাধ্বজঃ ভটীসীকায়ঃ প্রভুভূতে ভদ্রভূতৌ দুঃখোবিনীতঃ"। তিনি বৈদ্য কুলতত্ত্ব নামক গ্রন্থে অঘট ও বৈদ্যকে এক বলি-রাছেন। তিনি অঘট গোষণ জন্ম স্বাক্ষর-স্কোর দ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন তাহা এই—
 বিপ্রাশুর্ভাবসিকোহি ক'ত্রিয়ারায়ঃ বিশা-
 জিয়াঃ। জাতোহঘটতু শূত্র'রায়ঃ নিষায়ঃ
 পার্শ্ববোণিবা। বৈদ্য'শূত্রোক্ত রাজন্যা-
 দ্বাধিব্যোষ্যো হুতো নৃত্যো। বৈদ্য'শূত্র' করণঃ
 শূত্রায়ঃ বিদ্যাস্থেব বিধিঃশূত্রঃ। এতদ্বারা
 পরিণীতা বৈদ্যভূতে আশ্রয় কর্তৃক জাত
 সন্তান অঘট নামে খ্যাত, অতএব তিনি
 বলিয়াছেন, সত্য জ্ঞেতা স্বাণভেদে দুগেদু
 আশ্রয়ঃ কিল। অশ্বকজিয় বিটু শূত্র
 কন্যাকাউপযোঁমরে, ইত্যাদি। বৃত্তি দৃষ্টি করিয়া
 তিনি অঘটকে বৈদ্য বলিয়াছেন। কিন্তু কোন
 শাসন উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি
 পরাশর সংহিতার বচন বলিয়া নিম্নলিখিত
 বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—বৈদ্য'রায়ঃ আশ্রয়ঃ
 জাতো হুতোহি যুনি সন্তম। আশ্রয়ানাং
 চিকিৎসার্যঃ নির্ধিতো যুনি পুঙ্কবৈঃ। কিন্তু
 সমাচ'র চক্ষিকা প্রেসে মুদ্রিত পরাশর
 সংহিতাতে ঐরূপ কোন বচন দৃষ্টি গৌচর
 হইল না। তাহার পরিবর্তে পরাশর সংহি-
 তাতে "বৈদ্য কন্যা সমুৎপাদো আশ্রয়েনতু
 সংস্কৃতাঃ। আশ্রিকঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ভোজ্যো
 বিটেন্দ্রসংস্রয়ঃ। তিনি শঙ্কোর বলিয়া
 নিম্নলিখিত বচন তুলিয়াছেন "বৈদ্যজ্ঞা-
 তোহিবৈদ্যঃ সাদিহতো অশ্বপুত্রকঃ।
 কিন্তু শঙ্ক্য সংহিতাতেও তদ্রূপ কোন বচন
 দেখা গেল না। তিনি হারিতের বলিয়া
 "অশ্বা দুর্ভাবসিকশ্চ বৈদ্যঃ ক'ত্রিবিশাবণি।
 অদীপক বিজ্ঞাএবং যথা পূরুত গৌরবঃ"
 বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্ভোগে ক্রমে
 হারীত সংহিতাতে ঐ বচনটি পাইলাম না।
 হারীত সংহিতাতে কেবল আশ্রয় ক'ত্রি
 বৈদ্য ও শূত্রের বর্ষ কথিত হইয়াছে, সন্তর
 জাতির উল্লেখ মাত্র নাই। পরিশেষে তিনি
 বলেন "আরুর্কোবোপমরনাং বৈদ্যোহিহ

ইতি শূত্রঃ। ইতি বৈদ্যকেহাশ্রু প্রবেশঃ।
 কোন প্রমাণ দ্বারা ইহা লিখিত হইয়াছে
 তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

৪। অঘট ও বৈদ্য এক জাতি ইহার
 কোন প্রমাণ নাই পক্ষাৎ প্রবর্তিত হইবে।
 অঘট ও বৈদ্য ভিন্ন জাতি। অঘট সিংহ
 কৃত অভিধানে অঘট ও বৈদ্যকে এক বলা
 হয় নাই। বরং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন
 রূপে দুইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি
 ক'ত্রিবর্ণে "রোগহার্য্য বক্তারোজিবকু বৈদ্য
 শিকিৎসকঃ" বলিয়া বৈদ্যের নাম উল্লেখ
 করিয়াছেন। অন্যস্থানে শূত্রবর্ণে সংকীর্ণ
 জাতিরগণনার অঘটের উল্লেখ করিয়া
 ছেন "আচালাতু সংকীর্ণা দঘট করণা
 দয়াঃ। এতদ্বারা বৈদ্য ও অঘট এক বলিয়া
 প্রতীতি হয় না। চীকাকর্তা কছেন, অঘটঃ
 অরং চিকিৎসা বৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ।
 সেই চীকাকর্তা বোধ হয় বৈদ্যজাতীয়
 হইবেন। তাহার নাম ভদ্রত। হাং হটক,
 তিনি যে জাতি হটন অঘট যে বৈদ্য ইহার
 কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করিতে সমর্থ
 হন নাই। সংহিতাতে যে সকল প্রমাণ
 প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে মনু সংহিতার
 ১০ ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে—হুতান্য
 মনু সারথ্য মঘটানাং চিকিৎসিতং" লেখা
 আছে। ইহা দ্বারা অঘটের চিকিৎসা ব্যবসার
 বাক্য জানা যায়। এইরূপ ব্যবসায় দেখিয়া
 জাতি অনুমান করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না।
 বিদ্বান্বিতের পুত্র শুক্র'ত ক'ত্রিবংশজ
 বিবোদাস হইতে আরুর্কেন শিকা করেন।
 আশ্রয় ক'ত্রিয় বৈদ্য ইহারও চিকিৎসা
 ব্যবসায় করিতেন। তাহা বলিয়া কি আশ্রয়
 ক'ত্রিয় বৈদ্য অঘট কি বৈদ্য হইবে? মনু
 সংহিতার ঐ বচন এবং বৈদ্যগণ চিকিৎসা
 ব্যবসায়ী এই দুইয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে
 বৈদ্যগণের লগ্ন্য একটি অনুমান হয় যাত্র,
 কিন্তু নিম্নলিখিত প্রমাণ প্রমাণ সকলে
 তাহা খণ্ডিত হইতেছে।

৫। অঘট সিংহ বৈদ্য ও অঘটকে ভিন্ন
 ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়া দুই জাতি বলিয়া
 একান্তরূপে নির্দেশ করিতেছেন। অঘটগণ

সংহিতার লিখনানুসারে বহিঃস্থ অঘট
 লম্বী বলিয়া বোধ হয় এবং ভদ্রতঃ ভদ্র-
 নুসারে পাত্র প্রেরক ঐ অঘটকে বৈদ্য হই-
 তেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তথাপি প্রাচীন
 শূত্রি সংগ্রহকর্তা বাচস্পতি যিজ্ঞেও "তৎ
 পায়ের শূত্রিতত্ত্ব কর্তা রতুনন্দন ভট্টাচার্য্য
 কলিযুগে অঘটের শূত্র'র প্রতিপন্ন করিয়া
 ছেন এবং পশ্চিম দেশে অঘট নামে এক
 প্রক'র কায়স্থ অদ্যাপি আছে।

৬। সকল সংহিতা হইতে মনুর প্রাধান্য
 আছে ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি,
 কিন্তু মনুসংহিতাতে অঘট ও বৈদ্য
 যে এক ইহা বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে
 উপমা সংহিতাতে ভিন্ন ও অঘট ভিন্ন
 ভিন্ন বলিয়া উক্ত ও তাহারের ভিন্ন ভিন্ন
 বৃত্তি নির্দেশ হইয়াছে। উপমা সংহিতার
 লেখার সহিত মনু সংহিতার লেখার
 বিরোধ না হওয়াতে এবং উপমা সংহি-
 তাতে বিশেষ করিয়া দুই সংকীর্ণ জাতির
 উল্লেখ থাকিতে উপমা সংহিতার লেখা
 এখানে বলবৎ। তিনি অঘট বিষয়ে লিখি
 রাছেন, "বৈদ্য'রায়ঃ বিধিনা বিপ্রাজ্ঞা-
 তোহাঘট উচ্যতে। ক্রবাংজীবো ভবেত্তস্য
 ভবৈবাজ্ঞের বৃত্তিকঃ। জজিমী ভীতিকা
 বাপি অঘটঃ সন্তজীবিনঃ। অনেকই অব-
 গত আছেন ভিন্ন ও বৈদ্য এক, এবং
 উপরে যে কোন বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা
 তেও ঐকথার প্রমাণ বহুতরছে। উপমা সংহি-
 তাতে ভিনকের (বৈদ্যের) জন্ম নিম্নলিখিত
 মতে বর্ণিত হইয়াছে "দুগ'রায়ঃ বিপ্রাত
 শৌর্য্য'ং স জাতো যো ঐশক শূত্রঃ।
 অতিবিক্ত দুগ'রায়ঃ প'ত্রি পায়াতু বৈ-
 দ্যকঃ। অশ্ব'র ম'র্য্য'ং স ত্রয়োজং বর্ষ-
 মাতপেৎ। কো ভিহা' গ'ম'তঃ বাপি
 কাশ্রিকীং চিকিৎসিতঃ।

৭। পুরাণ র্ত ও প্রবন্ধান করিলে
 বৈদ্যের জন্ম সম্বন্ধে ঐ প্রকার বৃত্তান্ত
 পাওয়া যায়। যথা—উদ্ভেদে বর্ণিত কন্যার
 জাতক বিপ্র যোষিত। বৈদ্য ঐযোঁন
 শূত্র'রায়ঃ পত্ন্যুর্করবে'জনাঃ। তেঃ প্র'ম গুণ
 জ্যশ্চ মন্ত্রোবিধি পরাশরঃ। ভেদাশ্চ ভাংসঃ
 শূত্র'রায়ঃ ভেদ্যানপ্রাধিপো কু'ব ঐ বৈদ্যের

উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যে উক্তি হইয়াছে তাহার মামূল বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। কথং ত্রাঙ্গণ পত্ন্যস্তি স্বর্ষাপুত্রোহশ্বিনী হুতঃ। অহোকেন বিপাকেন বিধ্যাদানং চকারসঃ। উত্তর—গন্ধর্ভীং তীর্থং ব'ত্রায়াং ত্রাঙ্গণীং কুরুনন্দন দদর্শ কাশুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোরমে, তয়া বিহারিতো বহুতং বলেন বলবান হুতঃ স্বতীং হুত্বীং দুটী বীর্ষাদানং চকারসঃ। অতং তত্যাঙ্গ গন্ধ'ং পুষ্পোদ্যানে মনোরমে। সত্বো বহুতং পুত্রং তপ্ত কাকন সন্তিতঃ। সপুত্রা স্বামিনং গোং জগাম ক্রীড়িতা ত্বা। স্বামিনং কথয়ামাস যশস্কিবাহি শঙ্কটং। বিপ্রো রে'যেণ তত্যাঙ্গ তপ্ত পুত্রং স্বকা মিনীং। স'রহুতং যোগেন সপ্ত গোদানরী শ্রুত। পুত্রং চিকিৎসা শাস্ত্রক পাঠ্যমাস বহুতঃ। নানা শিল্পক শস্ত্রক স্বয়ং স রবিনন্দনঃ। অঙ্গতৈবস্ত পুত্রাণে ত্রাঙ্গণে ১০ম অধ্যায়।

৮। উল্লংগ সংহিতার প্রমাণ দৃষ্টে জানা হইতেছে চৌবালক্য কত্রিয়াতে অথবা গোপনে কত্রিয়াতে গমন করিতে ত্রাঙ্গণ কর্তৃক যে সন্তান আছে তাহারি নাম ভিসক। এতবহুনায়ে ভিসকপ্রতি কোন রূপেই ঐদ বিবাহিতা জীর গন্ধ'জ পুত্র নহে। অঙ্গতৈবস্ত পুত্রাণের লিখন মতে জানা যায় ত্রাঙ্গণ কর্তৃক বিবাহিতা ত্রাঙ্গণ পত্নীতে অশ্বিনীকুমার চইতে বলংকারে জাত পুত্র টোদা, উত্তর প্রকারেই কি ঐদ্য অথবা ভিসক অর্থাৎ কি দ্বিজবর্ষাবলম্বী নহে।

আপনি বলিয়াছেন ঐদ্যের মূল দ্বির নাই। আমি তাহার সন্নিহিত এক বাক্য হইতে পারিলাম না। উপরে পৌরাণিক যে বচন উদ্ধৃত হইল তাহাতে মূল ঠিক চইতেছে। ঐদ্যজাতির মধ্যে অনেকগুলি লোক সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ঐরূপ জন্ম অগম্যন বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে আপনাদিগকে স্বর্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এমন অনুমান করা হইতে পারে। কেবল তাহার অর্থ ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এমন নহে। অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি গণকেও ঐদ্য বলিয়া কহিয়া থাকেন।

তাহাদের মতে আদিশুর ঐদ্য জাতীয় ছিলেন। কিন্তু ভট্টনারায়ণের পৌত্রের কৃত মনোরমা নামক গ্রন্থে আদিশুর চঞ্জ বংশীয় রাজা বলিয়া উক্ত আছে। ঐদ্যেরা বঙ্গাল সেনকে ঐদ্য বলেন। সম্ভ্রুতি যে সকল অনুসন্ধান হইতেছে তাহাতে একাল হইতেছে বঙ্গাল সেন ক্ষত্রিয় ছিলেন।

৯। ঐদ্যগণ, বোধ হয় আপনাদিগকে আপনাদের বিবরজাত মনে। কেহ উপবীত ধারণ করেন কেহ উপবীত ধারণ করেন না কেহ পোনের দিন ঐবধ গ্রহণ করেন কেহ এক মাস। কিন্তু অন্য কোন জাতির মধ্যে এইরূপ বিসম্বাস ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

১০। কারস্ব ও ঐদ্যের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ তাহা সহজেই পাঠকগণ হৃদিতে পারিবেন। তদ্বিবর উল্লেখ করিয়া ঐদ্য কি কারস্বের অন্তঃকরণে বাধা দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। তবে শাস্ত্রীয় প্রমাণে ঐদ্য ও কারস্ব সম্বন্ধে যাঁহা কিছু পাওয়া গেল তাহাই উদ্ধার করা গেল।

পত্র প্রেরকের লিখার আত্মসে বোধ হইতেছে, আপনি ঐদ্য ও কারস্ব জাতির মধ্যে কোন জাতি জ্যেষ্ঠ ইহা নির্ণয় করিবার ভার রামদাস সেনের উপর অর্পণ করিয়াছেন। যদি বাস্তবিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বোধে কার্যটা ভাল হয় নাই। রামদাস বাহু ত কারস্ব বটেন, তাঁহার মীমাংসাতে ঐদ্যগণ কেন সম্ভট হইবেন? আমার স্বরূপ হইতেছে একজন লেখক (বোধ হয় ইনি কারস্ব হইবেন) চণ্ডা লের বর্ণন করিতে গিয়া প্রকারান্তরে ঐদ্যকে নাক্ত করিয়াছেন সে লেখা এই “ঐদ্য্যার গর্ভজাত ত্রাঙ্গণ সন্তান ঐদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, ত্রাঙ্গণেরা তাহাদিগকে অগত্য যথপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহা ভেই তাহার ত্রাঙ্গণের তুল্য তত্র ও বিধান হইয়াছে। ত্রাঙ্গণী গর্ভজাত শূত্র সন্তানকে ছের চণ্ডাল না বলিয়া তত্র স্বীকার করতঃ তত্র ব্যবসারে নিষিদ্ধ করিলে তাহারিও জ্যেষ্ঠ হইত সন্দেহ কি? বিবিধার্থ সংগ্রহ ৫ ম বর্গ ১৩৫ পৃ। পত্র লেখক পঙ্কজগুপ্তই বলিয়াছেন যে কিশু বিবরের ভার কেবল

ত্রাঙ্গণগণই বহন করিতে সমর্থ। অধ্যাপিত ত্রাঙ্গণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চা ও শ্রুতি ও পুরাণ পাঠের সিরম রহিত হয় নাই। ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ হইতে কোন কারস্ব বা শূত্র শাস্ত্রার্থ চিন্তনে জ্যেষ্ঠতা লাভ করি রাহে?

আমি বহুদিন হইতে ভ্রমিতেছি কারস্ব গণ ক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রাচীন কালে শূত্রগণ হীনকর্মী ছিলেন, সেই হেতু বনবান্ বিধ্যবান্ সত্যতা পন্যস্ত কারস্বগণ আপনাদিগকে শূত্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু রাজ্য রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকম্পজয়ে অগ্নি পুরাণের যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—আদ্যে প্রজাপতে জাতা সুধ্যা বিপ্রাঃ সবারিকা বাহ্মশচ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্কো ঐদ্যা বিজজিতৈ। পাদাল শূত্রঃ সন্তৃতঃ। শ্রিবর্ষাচ সেবকঃ। হীননামা হুত ত্বয়া প্রবীণন্তয়া পুত্রকঃ। কারস্বত্বস্য পুত্রোভূৎ বহুতং লিপিকারকঃ। কারস্বস্য ত্রপুত্রাঃ বিধ্যতা জগতীতলে চিত্রগুপ্ত ক্ষিত্রসেনো বিচিত্রচন্দ্র তটবচ। চিত্রগুপ্তো-গতঃ বর্গে বিচিত্রো নাগ সন্ধির্ঘো চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং টব ইতি শূত্রঃ প্রচক্ষাতে। কারস্ব শব্দের স্থানে গোঁড়ে পক্ষ ত্রাঙ্গণ অগম্যনের বৃত্তান্ত পরিষ্কাররূপে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আদিশুর ও বীরসিংহের পত্রার্থ গ্রহণ করিলে ইহা অনুভব হইবে যে ত্রাঙ্গণের সঙ্গে যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারি শূত্র ছিল। কিন্তু সেই সকল শূত্র ভৃত্য যে ক্ষত্রি গাঁমছা বহন করিয়া আসিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। একজন মুচতুর লেখক কহেন যে রূপ ইউরোপের টেম্পল উপাধিধারী বীরগণের সঙ্গে কোরার নামক মানদীর ভৃত্য থাকিত সেইরূপ পক্ষ ত্রাঙ্গণের সহিত যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারিও মানদীর ছিল। যদি কখন কুজাগত ত্রাঙ্গণ সঙ্গী ভৃত্য শূত্র হইল, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা কিরূপে ক্ষত্রিয় হইবেন?

কারস্বগণ স্বকি আপনাদিগকে শূত্র বলিয়া পরিচয় না দেন, তাহা হইলে অনেক

গোল উপস্থিত হয়। শূত্র হইতে কারখের
উৎপত্তি বিবরণ যে পূর্বে উক্ত হইল তাহার
ভাষা স্বীকার না করেন তাহারের পক্ষে
এই করেকটা পথ দেখিতেছি। প্রথম ক্ষু-
পূরণের সহায়িত্রি খণ্ডে লিখিত হইয়াছে,
পরন্তু রামের নিঃকত্রিরকালে চন্দ্রসেন রাজা
হত হন, তাহার সগর্ভা স্ত্রী ঐর্ধ্যা দুনির
অত্রির গ্রহণ করেন, পরন্তু রাম গর্ভ নষ্ট
করার নিমিত্ত ঐর্ধ্যাভ্রমে যান, দুনির পর
শ্রমের অতিপ্রায় হুশিতে পারিয়া গর্ভ
বাচনা করেন। তাহাতে পরন্তু রাম বিবা-
রের সহিত গর্ভ নষ্টের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া
কছেন—বাচিভক্ত হুয়া বিপ্র কারেছা গর্ভ
উত্তমঃ। তন্মাত্ কারস্থ ইত্যোধ্যা তবিবাতি
শিশোঃশত। এতদ্বারা দেখা বাইতেছে
ঐ জাত সন্তান আর কত্রির বলিয়া গণ্য
হইল না এবং হিজ ধর্ম পালন করিতে
তাহার অধিকার ছিল না। ইচ্ছামতে বৃত্তি
অচরণ করিত। মনু কছেন জাঘন কত্রিয়া
বির মধ্যে তাহার ক্রিয়া লোণাধি বোবে
বাহা জাতি তাবপন্ন হয় তাহার। স্রেচ্ছ
তাবি বা সাধু তাবি হউক, তাহারিগকে
দয়া বলা যায়। ১০ অধ্যায় ৪৫ শ্লোক।
রত্নপুরের উত্তরস্থ ও সুচবিহারের কোচগণ
কহিয়া থাকে তাহারিও কত্রির। যৎকালীন
পরন্তু রাম নিঃকত্রির করেন তৎকালীন
সক্কেচ অর্থাৎ ভয় প্রযুক্ত যে সকল কত্রির
পালন করিল, তাহারি কোচ বলিয়া
অভিহিত হইল। সকোচাৎ কোচ উচাতে।
ইহা হইলে স্তম্ভপুরাণোক্ত সহায়িত্রি খণ্ডোক্ত
কারস্থ ও কোচে ইতর বিশেষ কি হইল?
অমরকোষের তীক্ষ্ণতার ভরত কছেন করণের
নাম কারস্থ, ইহার লিখন বৃত্তি, তাহা
হইলে কারস্থ বর্ণস্বর হইল। শূত্রা ঐর্ধ্য
বোজাতঃ করণঃ। পঞ্চান্তরে উপনঃ সংহি-
তাত্তে উক্ত হইয়াছে “ঐর্ধ্যাভ্রমে বিপ্রাত
শৌর্ধ্যাত সুতকরঃ স উচাতে। সুলাল
বৃত্ত্যা জীবিত নাপিতোবা ভবন্ত্যতঃ।
হতকে প্রেতকে বাপি বীক্ষাকালেহথ
বাণনঃ। মাতেকর্জ্বত বণনং তন্মাত্শপিত
উচাতে। কারস্য ইতিজীবন্তু বিচরেক
ইততকঃ। কাকার্সোস্যং বধাৎ জৌধ্যাৎ

স্থপতেরক কুতমং আন্যাকরাপি সংগৃহ্য
কারস্থ ইতি কীর্তিতা।

২ রা ভাষ্য } কস্যচিৎ পাঠকস্য
১২৮০

মহাশয়। রাইপুরের আর মতল দেখি
না। হুশি বা ঐর্ধ্যাধি একেবারেই উৎসন্ন
হইয়া যায়। ছর মাসের মধ্যে দুইটা মারাম্বক
বিপদে অধিবাসীদিগকে আকুলিত করিল।
আবার একটা ভূখন বিপদ ভীষণ দুর্ভি
ধারণ করিয়া তাহারের দ্বারে দ্বারে বিচরণ
করিতেছে। অগ্নিবাহ, জলপ্লাবন, তাহা-
দের মতকের ঊপর দিয়া চলিয়া গেল,
তাহাতে যদি কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে
বাঁচিয়া রহিল, আবার সেই বর্ষের সহগামী
সংক্রামক জ্বর গ্রীষ্ম মধ্যে প্রবেশ করিয়া
অধিবাসীদের দুর্দশা পূর্ণীক করিতে বসি-
রাছে !!! এই ঐর্ধ্যাধি আজি দুই বৎসর
সংক্রামক জ্বর অভ্যুত্থ হইয়াছে। এবারকার
গ্রীষ্মের অধিকাবলতঃ মধ্যে পীড়া কিছু
মন্দ ভাব ধারণ করে। আজি করেক দিন
বর্ষা একটু বিশেষ প্রবল হইয়াছে বলিয়া
পীড়ার প্রকোপ এত বর্ধিত হইয়া উঠি-
য়াছে যে গ্রীষ্মের অধিকাবে লোকই সপ-
রিবারে লম্বাগত হইয়াছে। শুক্রায়া করে
নীরোগ পরীয়ে এমন এক ব্যক্তিও নাই।
পীড়ার প্রকণ ৩৮০ তাব পূর্জ পূর্জ বৎসরে
পরিলাক্ষিত হয় নাই। মধন পীড়ার প্রথম
ধাক্কা এত ভয়ঙ্কর না জানি পরিণত অব-
স্থায় (আধিন কার্তিক মাসে) ইহার ভীষ
ণতা কত ক্ষুরবিদারক হইয়া উঠিলে।
এই উপস্থিত বিপদে অধিবাসিরা যেরূপ
দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অনুভবশীল
সম্ভব পাঠক মাত্রে অবেদগম্য থাকিবে
না। হুশি উদ্ভাবনের লাঞ্ছনার একশেষ
হইতেছে। তাহারের দুরবস্থার আর ইয়ত্তা
নাই !! একে তাহারের ব্যর্থসায় বদ্ধ হই-
য়াছে বলিলেই হয়, তাহাতে দুই বৎসরের
আহার ঔষধ ব্যয়ে কণিকাশূন্য হইয়াছিল।
আবার যাহা কিছু সঞ্চয় অবশিষ্ট ছিল,
তাহা অগ্নিবাহ, জলপ্লাবনে প্রায় করিয়া
গিয়াছে। ঐর্ধ্যাধিতে উদ্ভাবনের সংখ্যা
অধিক।

মহাশয়। আমরা ইংরাজ গবর্নমেন্টকে
প্রজাবৎসল বলিয়া আখ্যাত করিয়া
থাকি। বাৎসল্য ভাব কার্যে প্রদর্শন করি-
বার এটা কি উপযুক্ত স্থল নহে? রাইপুরের
দিকে গবর্নমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে
বলিয়া আমরা বরাবর চীৎকার করিয়া
আসিতেছি। কিন্তু ইহা এক সামান্য বাতলা
কাগজের সংবাদবাহতার রোদন বলিয়া
ভাবশ কার্যকর হয় নাই। বাহা হউক,
প্রজা রক্ষা করা যদি রাজ কর্তব্য কার্য
মধ্যে অবধারিত থাকে, তবে ক্ষণমাত্র
অপেক্ষা না করিয়া হুশি অধিবাসীদের
পক্ষের ব্যবস্থা করিয়া বেওয়া অত্যাবশ্যক
হইয়াছে। আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,
অন্তঃ ৩।৪ মাসের জন্য একটা অন্নহস্ত
না হুলিয়া দিলে রাইপুরের হুশি প্রজাগণ
কোন প্রকারেই রক্ষা পাইবে না।

উপসংহারে যুক্তব্য এই রাইপুর গ্রাম
খানি বলপুর টৌশনের সহিধানে অজয়
নদীর তটে অবস্থাপিত।

১ ই ভাষ্য একান্ত সন্দেহ

১২৮০ সমগ্রারি আবাস প্রবাসিনঃ

মহাশয়। গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন দিলেন,
রাজস্ব কমিটির নিকট সংক্ষ্য বিহার নিমিত্ত
যে সমস্ত এতদেশীয় ইংলণ্ডে বাইবেন,
তাঁহাদের নাম ও পরিচয় স্থানীয় গবর্নমে-
ন্টের নিকট পাঠাইয়া দেন। অনেক আবে-
দন করিলেন। কিন্তু বাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ
বলিয়া আমদের বিশেষ পরিচিত তাঁহারা
কেহই অগ্রসর হইলেন না। কেবল ত্রিযুক্ত
বাহু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ত্রিযুক্ত মাধব
রাও এই দুই জন আমাদের আশা স্থল
রহিলেন। তবুও অনেকটা আশ্বাস। আমরা
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আদেশ জানিবার
নিমিত্ত আশা পথ চাঁহিয়া রহিলাম। করেক
দিন কাটিয়া গেল। সিংহা পর্জত হইতে
সংবাদ আসিল এই দুই জনের একজনকে
প্রেরণ করা হইল না। বাতলা হইতে
বাঁহারা আবেদন করিয়াছিলেন ভূদেব বাহু
তাঁহাদের মধ্যে সর্জাপেক্ষা সাধারণ পরি-
চিত। আর মাধব রাও অনেক দিন জিবি-

জুর রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এক্ষণে মহারাষ্ট্রা হোলকারের রাজস্ব মন্ত্রী। সেও অব্ ইণ্ডিয়ার তৃতপূর্ণ সম্পাদক কটলেজ সাহেব মাধব রাওকে ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়া ছিলেন। ইহারা আমাদের রাজপুত্রবিশিষ্ট বিবেচনার সাফাফানে অনুগৃহীত, সুতরাং মনোনীত হইতে পারিলেন না। আর বেশ শুভ লোক বর্গবিশেষের নাম পর্য্যন্তও ইহার পূর্বে কখন শুনেম নাই, তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে চলিলেন। বলিতে কি অন্তরেবল মৌলবী আবদুল লতীফ বাঁ বাহাদুর ভিন্ন কাহাকেই আমরা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। রাজপুত্রদেরা কি ভিতরের দোষ বাহির হইয়া পতিবার ওরে অধিক-তর উপযুক্ত লোকদিগকে মনোনীত করিলেন না। সেই উন্নত যদি হয়, তবে একদে-শীরদিগকে রাজস্ব কমিটির সম্মুখে না পাঠাইলেই ভাল হয়। অনর্থক সাধারণের ধন ব্যয় করিবার আশংকা কত। কি একেইউ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত। তাহাতে আবার এইরূপ অনর্থক অর্থব্যয় হইলে কি জানি হয় ত আবার নুতন টাক্সতার অস্ত্র লইতে হইবে। অথবা আবেদনকারিদিগকে জু-রোধ করি, বহি তাঁহারা দেশের মণার্থ কীটখোঁচন, তাহা হইলে ইংলণ্ডে যাইতে বিরক্ত হউন।

উপসংহারে আমরা গবর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা সাধারণ বন্দ্যায় বাহাদি-গকে পাঠাইতেছেন তাঁহারা দেশের প্রতিনিধি হইতে পারেন কিনা, রাজস্ব কমিটির সম্মুখে তাঁহাদের সাফাফানে সাক্ষ্য আছে কি না তাহা কি একবারও অনুসন্ধান করিয়া ছেন? করিলে আমাদের অন্তঃকরণের কারণ কখনই ঘটিত না। আরও বাহাদা মনো-নীত হইয়াছেন তাঁহারা অনেকেই গবর্ন-মেন্টের কর্মচারী। কর্মচারীদিগকে একান্ত প্রেরণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। গবর্ন-মেন্টের মত ভিতরে কিছু গোল না থাকে নির্ভর্যে। তাহুক লোকদিগকে পাঠাইয়া দিন। ১৮৭০ বার, ও মাদবরাওরের মায়ে

অপমানিত হইবার ভরে অনেকে অগ্রসর হন নাই। গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে বাহিতে অনুরোধ করেন। মতুবা অনর্থক সাধারণের ধন এক্ষণে নষ্ট না করেন ইহা আমাদের প্রার্থনা।

১১ আগষ্ট
১৮৭০
কলিকাতা

জিন

নদীরার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ২২ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম সর্বকর্মতি আল
ফীট ইঞ্চ

মোহানায় জররামপুরের নীচে ১৩ ০

তথা হইতে গড়িয়ার উপর

১২ মাইলের মধ্যে ১৩

তথা হইতে জরিপুর

৭৪ মাইলের মধ্যে ২১

জরিপুর হইতে বহরমপুর

৪৭ মাইলের মধ্যে ২৩

বহরমপুর হইতে কাটোয়া

৫০ মাইলের মধ্যে ১৮ ৬

কাটোয়া হইতে নদীরা

৪৬ মাইলের মধ্যে ২৫ ৬

সন ১৮৭০ সালের ২৫ এ আগষ্ট বহরমপুর
গজ ঘাটের জলের মাপ।

ফীট ইঞ্চ
২৫ ৩১

বহরমপুর } জিয়ুস সি, ই, উইল একজি
২১ এ আগষ্ট } কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার নদীরা
১৮৭০ } লোকাল রিবার ডিবিজন

১৮৭০ অব্দের আগষ্ট ও ১২৮০ সালের
ভাদ্র মাসে যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের
সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে
তাঁহাদিগের অরণ্য নাম প্রকাশিত হইল।

রাজা গোণীলাল পাণ্ডে—পাংকোড

পাবনা গবর্নমেন্ট স্কুলের ছেত মাষ্টার

" " রাধানাথ বড়ুয়া—গৌড়াটী

" " বহুনাথ বসু—চৌসেকাবাদ

জিমতি ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা

" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেলনী পাড়া।

" " রাধেক্ষমাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরদিহায়া।

" " গকানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোদাবী বাজী।

" " বজেন্দ্রনাথ পাণ্ডা—কীরগাই।

" " গৌরীকান্ত সেন—উকিল

দৌলাত বাঁ।

" " অন্তরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হালিসহর।

" " কালীপ্রসাদ মিরোগী

হুজুরাবাদ।

" " ইন্দ্রনারায়ণ ডেওয়ারি—বর্ডমান।

" " মনোমোহন দাস—কানসাট।

" " আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস—প্যাংগাজ।

" " তারামোহন চৌধুরী

চৌকী বড়বাড়ী।

" " কালী বিহারী লাহিড়ী—সুন্দরলা।

" " মহেন্দ্রনারায়ণ মজিক

পাতিলাপাড়া।

" " তারাপ্রসাদ সুখোপাধ্যায়

করিদপুর।

" " মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুলালগঞ্জ।

" " প্যামিচরণ সুখোপাধ্যায়

হরিধরপুর।

" " আদিকান্দিন সরকার—হুজুরাবাদ।

" " নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়—চাউডাও।

" " নবীন্দ্রচন্দ্র—মোহনপুর।

" " রাধিকা প্রসাদ মিত্র—জোহানপুর।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জিয়ুস বাবু রামগতি দ্যাররত

বহরমপুর

১০

" " লালমোহন চট্টোপাধ্যায়

বারাজিলি:

১০

" " গোপালচন্দ্র কাননগো

কালিহাটী

১০

" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

জররামপুর রাজপুতনা

১০

সরপকাটা স্কুল

১০

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ণ
লোণাপুর টেবনের দক্ষিণ চাহাড়িপোড়ার
জিয়ুস দারকারাথ বিশ্বাসভূষণ বাবীতে
প্রতি সোমবার প্রত্যক্ষপক্ষে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৪৩ সংখ্যা।

“প্রবর্তনা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সুরক্ষণী স্তিমমহতী ন হৌয়না।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা।

সম ১২৮০। ২৪ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭৩। ৮ ই সেপ্টেম্বর।

সকলকে বাতুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০। ৮৮ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

অনুত উপমাণ।

প্রতি সপ্তাহে এক এক কপা (পুস্তক র আকারে) প্রকাশিত হইবে। মূল্য প্রতি সংখ্যা মধ্য দুই পয়সা। তাহা বিদেশে ডাক মাছল অর্জ আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পুস্তক প্রেরিত হইবে না। কলিকাতা মধ্য বস্ত্রালয় ঠিকানা নিকট আকরকারী নারায়ণ চন্দ্র বসু প্রেরিতব্য।

শ্রীমতী রাম কট্টাচার্য।

এতদ্বারা সকলকে জানান হইবে যে আমাদের চাটমহরত্ন “জ্ঞানবিকাশিনী” নামী সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাছল সমেত ৫ টাকা করা হইল। ইহা ৩ করমা। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা হইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক কৃত্তন কথা—সময় বৃত্তান্ত।

১২ পেন্সি কপার এক কপা করে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে বাহার আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন। মূল্য ১০ আনা।

সেবারীর অধীন }
উকবিধী গোষ্ঠী }
শ্রীঅধিকাচরণ গুপ্ত
হেড মাস্টার
ডাঃমোহন কল

বুড় রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
জরবেব চরিত অর্থাৎ নীতগোবিন্দ প্রণেতা
জরবেব গোবিন্দর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০।
ডাকমাছল ১০ আনা। মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তব্য।

মালবাজী হিন্দু শিক্তরবাল চট্টোপাধ্যায়
হট্টেল কলকাতা।

—১—

হিন্দুধর্ম—মূল্য ১০ আট আনা। বাগবা-
নি, কলকাতা, ১২৪ উত্তম প্রাপ্তব্য।

—২—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোস্তার, দাশাল, আত্মদার এবং
প্রতিমিত্র সমস্ত কার্য উক্ত এজেন্সির
দ্বারা সুন্দররূপে অতি কম ব্যয়ে সম্পাদিত
হইবে। এজেন্সী আফিস গুপ্ত যন্ত্রে কপা
ধাকের নামে মাছল নিয়া পত্র লিখিলে
এজেন্সী কার্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক
কলিকাতার বাতর নবের তালিকা প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত
জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভ্যচরণ গুপ্ত
কাব্যাদ্যক।

—৩—

কর্মবালি।

চকরীধর দাতব্যচিকিৎসালয়ের হেড
কম্পাউন্ডারের পূর্ব পুণ্য আছে। প্রার্থীর
বালালা রাসের ডিপ্লোমা থাকা আবশ্যক।
দিন অন্ত্র কিছুদিন কর্ম করিয়াছেন ও
কর্মকিৎ ইংরাজী শিক্ষিত ও পুণ্ডিত।

পারেন, তাঁহার আবেদন সম্বন্ধে আরও
বেতন মাসিক ২০ টাকা। সম্বন্ধ উপযুক্ত
হইলে ২৫ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। আবেদন
সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসা আবশ্যক।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার
চকরীধর

—৪—

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থাগারে আর সকল প্রকার বাংলা
গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অম্যান্য পুস্তক
কও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা
আবশ্যকমত পাঠান হইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত
কর্মাদ্যক।

—৫—

বিক্রয়ার্থ প্রাপ্ত।

রেলু স অএল কোম্পানি লিমিটেডের
কিরোসিন তৈল।

ডিকটোরিয়া তৈল—এই তৈল অতিশয়
পরিষ্কার ও বর্ণহীন এবং আলিলে অতি
উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করে। সচবাচর যে
সকল কিরোসিন তৈল বিক্রয় হয়, তাহা
অপেক্ষা ইহা অধিককাল থাকে এবং অগ্নি
সংশ্লিষ্ট অন্য কিরোসিন তৈলের ন্যায়
অগ্নি উঠে না; হুতরাং ইহাতে কোন বিপ
দের আশঙ্কা নাই। ৫ গ্যালনপূর্ণ কানেক্টার
মূল্য ৫ টাকা।

মধ্যবিধ তৈল—এই তৈল ইহা পীত
বর্ণ এবং ডিকটোরিয়া তৈলের ন্যায় উজ্জ্বল

আলোক দেব না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কাল থাকে। ইহাও অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলেনা। বিশেষ ইহা যে কেবল আগ্নেয়গিরির পক্ষে সত্য এবং কার্যকর একমাত্র নয়, ইহা ভিন্ন সৌর ইল্পাত প্রভৃতি মরিচা ধরা হইতে রক্ষা করিবার বেতন উপযোগী একমাত্র আর কোন তৈল দেখা যায় না। মূল্য ৬০০ আনা করিয়া গ্যালন। যখন যিনি অভয় পাঠা ইবেন, সেই সঙ্গে যেন মগর টাকা পাঠ, ইহা যেন।

কলিকতা
ব্রাউন ট্রাষ্ট
৮১ নং বাটী } ওয়াইলম্যান মিচেল রিড
কোম্পানি

গুপ্ত বস্ত্র।

২৪ নং বৃদ্ধাকর্ম সেন; প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকতা।

মগর মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ই রাজী ও বাঙ্গালী ছাপার কর্ম অতি অল্পরূপে শীত নির্ভর্য্য হইবে। মূল্য কার্য্য বিবেচনার লওয়া যায়, বাহ্যতে কর্মবাহার পক্ষে সর্ব্বাৎকা অল্পত হইতে পারে।

জিসতাচরণ গুপ্ত

কার্য্যার্থ, ক।

“ প্রত্ন-কল্প-নন্দিনী ”

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা)

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ‘ বাহ্যতা ’ প্রত্ন অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি প্রত্নের কল্প অর্থাৎ অভিলষিতী ভাষাদিগকে আনন্দিত করা। ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ বনী, বহান্য ও বিনোয়সাহী (বধা বর্জমা নাথিপতি দীর্ঘজ বাহ্যতর ও নাটোরাধীশ্বর মহোদয় প্রভৃতি মহারানী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎকল্লী প্রভৃতি; রাজা বতীজমোহন ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহ্যতর প্রভৃতি অনবেরল বহির্ষ্য ব্যতিক্রান্ত মিত্র ও কান্দীর রাজামাত্য মীলাধর সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি “ সনাতন ধর্ম্মাধিনী ” সত্যার অধ্যক্ষ রাজা বাহ্যতর ও “ আদি ব্রাহ্ম সনাতনের প্রথম আচার্য্য মহোদয় ” প্রভৃতি উনার বাহ্যতর সুখোপাধ্যায় ও অপর

প্রসার সুখোপাধ্যায়, সুজাগাহার সুখীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আনামের চিত্রানন্দ চৌধুরী ভাতিহম্বর বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, মন্সীপুরের পৃথ্বী রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রভাপুর সুখেন্দ্রমোহন দেবরায় ছান্দ্যার অক্ষমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামচন্দ্র সেন, হুগলির হরিন্দাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র আনন্দ্য পণ্ডিত ও কুলদাক্ষিত্যর রায় প্রভৃতি সেবুতলার (পদত্বরি করা) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি কালী (মঙ্গল তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাহেশের (অভিনবহৃৎ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি)

এতাব্দ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য্য বাধীন বস্ত্র নয় না থাকিলে হুতরূপে সম্পন্ন হইবার সঙ্কল্প। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবার জিরামপুর মাহেশ দিবাসী জিযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সত, বস্ত্র নানক একটি বস্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে প্রত্নের কার্য্যে কিছুমাত্র আর লক্ষিত না হইবার উক্ত মহোদয় বস্ত্রালয়ে খীর বস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক বস্ত্রবস্ত্র টাকাগুলি সাতের পুনঃ প্রাণের অভিজ্ঞতার প্রকাশ করিবার উনার প্রাণের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইরাছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অন্যাপি উনার প্রাণ্য আছে। ২৩০ টি সম্পূর্ণরূপে আমাধিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য্যে নিযুক্ত হইরাছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভাগীর ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা অল্প হইতেছে ইহার দারে (বস্ত্রটি সতুলে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানটানি সাপড়ে। অতএব এই অংশে প্রত্নকল্পের সাহায্য ভিন্ন পত্নান্তরও দেখি না। অতএব সন্তোষ এই সাধারণ বিষয় হইয়াছে। প্রত্নকল্প সন্দ্বিনীর প্রাক্ক জ্ঞে পরিচিত বা অপরিচিত ধর্ম্মী, বহান্য, বিনোয়সাহী, প্রত্নকল্প প্রভৃতি ইহা দিকটাই এই বস্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মূল্য কিছু

অধিক নহে। তরসা করি ‘ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যে ইহা আবার হইতে পারে। (ইতিপূর্বে ইহাতে এতাব্দ সাহায্যদাসে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাধিগের সর্ব্বত আশা আছে যে, বস্ত্রটি দিকটক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

বাহ্যতার বাহ্য দেব হইবে তাহা তিনি অল্পকল্প পুরস্কার “ সোমপ্রকাশ ” সম্পাদকের নিকটে বা “ হিন্দুধর্ম্মবিশিষ্ট ” সম্পাদকের নিকটে কিবা সনাতন ধর্ম্মাধিনী ” সত্যতে অথবা কলিকতা জীমবেবের লেন ৩ নং ভবনে সত্য বস্ত্র আবার সমীপে পাঠা ইহা বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেই স্বীকর্তব্য কৃতজ্ঞতা। সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশিত করিব।

প্রত্নকল্প সন্দ্বিনী ও সত্যবস্ত্র অধ্যক্ষ
জিসতাচরণ সন্দ্বিনী।

-২০২-

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রতি রবিবার গুপ্ত বস্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পত্রিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি রপ্তানি, জব্যানির শাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় একটুত হয়। মূল্য ডাক মাহুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টকা বাহ্য দিক ৪ ট্রৈমাসিক ২৬০ আনা।

জিসতাচরণ গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক।

ক বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সুখোপাধ্যায়
এম বি—মহাশয়ের কৃত বস্ত্র ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ভাষারি পুস্তকগুলি আমার দিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম বস্ত্র মূল্য ১০ ডাক মাহুল ১০।

এ দ্বিতীয় বস্ত্র মূল্য ১০ ডাক মাহুল ১০। একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাহুল ১০ মাত্র। ১২০ বর্ষ উত্তম হবি সমেত এমটিদি প্রথম বস্ত্র মূল্য ৪০ ডাক মাহুল ১০ আনা মাত্র।

মাকুলিকা মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০ আনা।
উক্ত এককটিন অব মেডিসিন বাঁহারা
ইতি পূর্বে প্রথম বৎ ১০ টাকা মূল্যে লই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় বৎসর আবশ্যক
হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল কিম্বা
লোক পাঠাইরা লইরা যান।

ডাক্তার করিমরারও বন্দোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বাসচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
৫০০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৮ দুর্গাদাস কর মহাশ-
য়ের কৃত মেট্রিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈবজ্য
রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০ উহার
কৃত ভিষগু ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সহ
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কানীচন্দ্র গুপ্ত
মহাশয়ের কৃত কৃতন সর্জিত অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা অতিমুর্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাহুল প্য. কিং ৫০০ ৮০। বাবু কেদ্র-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের করিণ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল ১০।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

বদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
জব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জব্যগুলি শুদানে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ নরা প্রস্তর নির্মিত সর্দার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেথিরাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট।

ফ'রার ব্রিক।

ফারার রে।

বাটীর সর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ নরা
পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন

লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেক।

কলিকাতা

১ বরন এণ্ড কোং।

৭ নং হেভিওন স্ট্রীট

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড
ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস
অনুভিজ্ঞ।

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির
ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার
কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাহুল ১০ আনা। উহার বাজাই অতি
পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুকার প্রযুক্তির
নিকট এবং কলিকাতা জালবাজার হিন্দু-
হোলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবিদ্যারই জাতব্য ধাত্রী-শিক্ষা
দুই ভাগ একত্র ব'জাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল
১০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গর্ভি
নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
ভূমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত
তাহাকে কিভাবে প্রতিপালন করিতে হয়
এইগুলি এবং শিশুনিয়োগ পীড়ার পূর্ণ-
লক্ষণ ও তাহারিণের কয়েকটি গুরুতর
পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিরে বাধ
কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব
নিবারণোপায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জাতব্য বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল চলিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিজ্ঞানিক রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০। প্রতিলিখিত চিকিৎসা

প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জার্নাল অর্থাৎ
চিকিৎসা মর্শন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাহুল ২০মত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বোটানি) ১০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১০

প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

কলিকাতা }
হিন্দুহোলে } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

এতদ্বারা দিনাজপুর সিভিল হোটেলে
১১ লক্ষ পাকা ইটদিবার জন্য টেণ্ডর সকল
আহ্বান করা যাইতেছে।

বাঁহারা উপরি উক্ত ইট যোগাইবার
জন্য টেণ্ডর দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা
দিনাজপুর ও মালদহ বিভাগের একজিকিউ
টিব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট আবেদন করিলে
এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিতে
পারিবেন।

১৮৭৩ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বর অবধি
তৎপূর্বে টেণ্ডর সকল দিতে হইবে।

একজিকিউটিব } এচ, বিটলি, সি, ই
ইঞ্জিনিয়ারের অফিস } দিনাজপুর ও মালদহ
দিনাজপুর } বিভাগের প্রতিনিধি
২২ এ আগস্ট ১৮৭৩ } একজিকিউটিব
ইঞ্জিনিয়ার

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য প্রাচীর পরীক্ষার
স্থিতি বিজ্ঞান বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান
এবং বাঙ্গালা হাজরুতি পরীক্ষার ন্যাচুরাল
ফিলসফি ও ফিজিক্যাল সায়েন্স পাঠ্য বইয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিক্যাল সায়েন্স বিষয়ে
কলিকাতা সর্দমা বিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা-
ধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রণীত পদার্থ মর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায়
এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই বাসাই যে পূর্ণ
পূর্ণ বংসরের হাজরুতি পরীক্ষার ইংরাজি
ভালিকার ফিজিক্যাল সায়েন্স বইয়া উল্লি-
খিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত
আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন

জাল পুস্তক না থাকতে ইনি সম্পত্তি পদার্থ
দর্শনের এক হুতন সংস্করণ গ্রন্থত করিয়া-
ছেন, তাহাতে জড়ের স্বপ্ন আকর্ষণ স্থিতিবি-
জ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান
ও তাপ বিজ্ঞান ঘটত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত
হইয়াছে এবং নর্থাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের
নির্মিত বলসজাত ও বলবিদ্যাভারকেন্দ্র
বস্ত্র বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক পদার্থবৃত্ত,
আণবিক গুরুত্ব ও ভাসমান ত্রব্য সংক্রান্ত
দ্রব্য সমাহিত গ্রন্থ গ্রন্থত হইয়াছে। মূল্য
১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ
নির্মিত না থাকতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য
সংগ্রহ গ্রন্থত করিয়াছেন। ইহার ১ম খণ্ডে
বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত
ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের
সার সঙ্কলিত হইয়াছে। ২য় খণ্ডে প্রধান
প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার
সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য
১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ১।০ আট আনা।
পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা ১।০ দেড়
আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত
বস্ত্র পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

ঐশ্বরকান্য গঙ্গোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্থাল স্কুল।

—৪৪০—

হুত রাজা শর রাধাকান্ত বাহাদুরের
ষ্টেটের অন্তর্গত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সকলের
(১লা সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপনে যে সকল
সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়, ইহাতে সেগুলি
এবং উদ্ভিষ্টিক আরো কতকগুলি আছে)
পাট। দেওয়া হইবে—

লাট নং ১ কলিকাতা পুস্তক ভাড়া

টিয়া সহিত ভূমি।

বাটী নং ১৫৫ চিত্তপুর রোড, তত্ত্ব
সভাবাজার নামক রা-
জার ৩ মার বাটী ও
গুদাম সহিত।

এ ১:২ চিত্তপুর রোড, বাটী ও
গুদাম সহিত।

এ ১৫৩ চিত্তপুর রোড গুদাম
সকল সহিত।

এ ১৫৪ চিত্তপুর রোড, বাটী ও
গুদাম ইত্যাদি সহিত।

এ ১৫৭ চিত্তপুর রোড।

এ ১৬০/১৬১ এ

এ ৩২১ এই দ্বিতল বাটী এক
খণ্ড বৃহৎ ভূমির
সহিত।

এ ২৩

এ ৪৪ বালাখানা

এ ৭ বেচারাম চাটুখোর লেন।

এ ৬৫ রাজা নবকৃষ্ণের টুট।

এ ৫৯ এ

এ ৫৫ এ

এ ৫০ এ

এ ৮১ করন ওয়ালিস

এ ২৮ হাতীবাগান।

এ ১৫০ শ্যামবাজার টুট

এ ১৫৪ এ

এ ৬ কবুলিরা টোলা

এ ১১ এ

এ ১৩ এ

এ ৬ শ্যামপুর টুট।

এ ১১ কুমারটুলী টুট।

এ ১৩ এ

এ ১৫ এ

এ ৩০ কাশী মিষ্টের ঘাট টুট।

এ ১০১ অপরসারকিউলার রোড
তত্ত্ব্যামানিকতলা বাজার
৩ মার বাটী গুদাম
ইত্যাদি সহিত।

বাটী ১৫৯ ৩ মেছুরাবাজার টুট,
তত্ত্ব্য মেছুরাবাজার
নামক বাজার ৩ মার
গুদাম ইত্যাদি সহিত।

এ ১ ৩ এ

এ ১৬০ ৩ এ

এ ১৫৮ ৩ এ

এই টুট চিত্তপুর সম্পত্তিগুলির মোরানী
পাট। দেওয়া হইবে।

লাট নং ২।

তালুক কিসমত ইছাপুর এবং নবাবগঞ্জ,
জিলা ২৪ পরগণার হাবলি মহল পরগণার
অন্তর্গত।

লাট নং ৩।

তালুক কিসমত হাবড়া ও চর হাবড়া
(কালেক্টরের তৌজী নং ৩৮৯৯ এবং
৩৯৯৩) জিলা হুগলীর বোরো পাইকান
পরগণার অন্তর্গত।

এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এবং
পাট। মিরমারি জানিতে হইলে রাজা নব
কৃষ্ণের টুট ৬৪ নং আফিসে উক্ত ষ্টেটের
একজিকিউটর বাবু আনন্দকৃষ্ণ বহু এবং
শ্যামলাল মিষ্টের নিকট অথবা ওল্ড পোষ্ট
আফিস টুট ৫ নং বাটীতে তাহাদের এটর্নি
বাবু দীননাথ বহুর নিকট আবেদন করিতে
হইবে।

১৮৭৩ অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শুক্র
বার অপরাত্ত ৫ ঘটিকা পর্যন্ত এবং উক্ত
একজিকিউটরদিগের উক্ত আফিসে ১৮৭৩
অব্দের ১৩ ই সেপ্টেম্বর অপরাত্ত ১ ও ২
ঘটিকা মধ্যে পাট।র জন্য আবেদন সকল
গ্রহণ করা হইবে। একটা সাধারণ ডাকের
নিয়ম করা হইবে, যিনি সর্জাপেক্ষা অধিক
ডানিবেন (অন্যান্য নিয়ম সকলও সুবিধা
মত হইলে) তাহারই ডাক মঞ্জুর করা
হইবে।

ভূগল সার সংগ্রহ।

ইহাতে মাইনর ও বালাখা ছাত্র বৃত্তি
পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসংক্রান্ত
অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে;
তত্ত্ব্য ১৮১৮ ও ১৮৩৩ খৃঃ ইতে ১৮৭২
খৃঃ পর্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার
ভূগোলের প্রশ্নাবলীও প্রদত্ত হইয়াছে।
কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্য
মূল্য ১/০

ঐশ্বরকান্য গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ ডিসেম্বর ১৯৮০।

নবাবগঞ্জের একটি মহাপ্রাণ

এক টুংগেল।

আজি কালি আশাধিগের মহাপ্রাণের

অনেকেই ইংরাজ সভ্যতার পিতৃপুত্রতা পক্ষপাতী দেখা যায়। ইংরাজ অশ্লীল বসনাদি ব্যবহার বিবরণে ইংরাজদেরই অশ্লীলতা বর্ণনা থাকেন। ইংরাজদের ভাব দেখিরা বোধ হয় আমরা যে কখন সভ্য ছিলাম, আমাদের আচার ব্যবহার বিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদি কুণ্ডল ছিল ইংরাজদের এ সংস্কার নাই। কিন্তু চমৎকার এই, এই হল ইংরাজদের অশ্লীলতা করেন, সেই আচার প্রথমে প্রথমে লোকে রাই এই সকল উদ্দেশ্যে অন্য আচার আচার প্রচলিত করেন এবং ইংরাজ ইংরাজদের অশ্লীলতা করেন বলিয়া ইংরাজগণকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত নামা প্রকাশক মাস্টার মুন্সীর সাহেব বর্তমানপুত্রের বাবু রামদাস সেনকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, এই মন্তব্য সেই পত্র খানি অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করা কর্তব্য। তিনি লিখিছেন, “তোমাদিগের জাতীয় ভেদাভেদ উত্তেজিত হয় এবং তোমরা তোমাদিগের পুরাতন গর্বিত ও প্রাচীন সাহিত্যে সন্তোষ প্রাপ্ত হও এই আমার অভিলাষ। ইউরোপের ঘাঘা ভাল আছে তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু ইউরোপীয় হইতে চেঁচা করিও না। তোমরা যেমন মমুর পুত্র উর্দুর ভারতমুখ্য সভ্যতা সজ্জা এই এবং এক মাত্র পরমেশ্বরের আরাধনাকারী সন্তানই থাক।” যে আচার আচার প্রাপ্ত একজন বিদেশীরের এত ভক্তি, সেই আচার আচার প্রাপ্ত বিদেশীরদের অনাস্থা দেখিরা কোন লক্ষ্য ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত হয়? বিদেশীর নবাবল মাস্টার মুন্সীর সাহেবের এই সারগর্ভ উপদেশের অনুবর্তী হইয়া কার্য করেন আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

—১০১—

বিহারের মুসলমানদের
অভিযোগ।

গেজেটের ম্যাকবেথ বলিয়াছি-

গেন “আজি অবধি যে কিছু আমার মনের প্রথম, তাহা আমার হস্তেরও প্রথম হইবে।” কাহেল সাহেব তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাহার সংস্কার আর কার্য উত্তরের দৃষ্টান্ত অতি অল্প। এইরূপ কর্তব্য হওয়ার অনেক গুণ লক্ষ্য নাই। পূর্বে যে সকল সংস্কারিত বিষয় কেবল পত্র লেখাশিখর চক্ষে পড়িয়া মাত্র বাইত তাহা কাহেল সাহেবের হস্তে শাসন ভার হইয়া আধি আচারে কার্যে পরিণত হইতেছে। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষাসংক্রান্ত পত্র বিংশতি বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হয় নাই। এক্ষণে কাহেল সাহেবের হস্তে পড়িয়া তাহা দুই বৎসরের মধ্যে আর এক বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার নিত্যন্ত ব্যস্ততা বশতঃ সকল কার্য সুসজ্জ হইতেছে না। ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাদানের উপদেশ দান একটা প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এত দিন তাহার কোন বিশেষ উপায় বিধান করা হয় নাই। কাহেল সাহেব সেই অভাবটী পূরণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং কতকগুলি উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য মহম্মদ মসিনের প্রদত্ত অর্থের বিনিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবতা বশতঃ বিহারের মুসলমানদিগের কথা তাহার স্মৃতিপথে প্রবিষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি বিহার প্রদেশীয় মুসলমানেরা দুই অভিযোগ করিয়াছেন। প্রথম, শিক্ষা সহজে বিহার প্রদেশীয় মুসলমানদিগের অবস্থা অতি নিকট, অথচ তাহাদের শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ উপায় করা হয় নাই। মহম্মদ মুসিনের টাকা দ্বারা বাঙ্গালা দেশের গুরুত্ব স্থানের মুসলমানদিগের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। বিহারে

মুসলমানের সংখ্যা অধিক, কিন্তু তাহাদের বিষয়ে কিছু করা হইল না।

দ্বিতীয় অভিযোগ এই, লেপ্টনাল্টগবর্নর আদেশ করিয়াছেন যে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য তিনি বিহারে যে সকল নর্থাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে মাগরী বর্ণমালা প্রচলিত করা হইবে। এই নিয়মটী তৎপ্রদেশীয় মুসলমানদিগের অত্যন্ত অসন্তোষের স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। তৎপ্রদেশীয় মুসলমানেরা সচরাচর উর্দু ভাষাতে কথাবার্তা করিয়া থাকেন, এবং পারসী অক্ষরে লেখা পড়া করেন। যে কারণেই হউক মাগরী বর্ণমালার উপর তাহাদের অত্যন্ত বিরোধ আছে। বিশেষতঃ উর্দুর মধ্যে এমন অনেক স্ব আছে তাহা মাগরী বর্ণমালার কোন অক্ষর দ্বারা প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না। এই কারণেই হউক কি হিন্দুদিগের উপর বিদ্বেষ থাকিতে হউক তাহারা মাগরী বর্ণমালার উপর অত্যন্ত বিরক্ত। এরূপ স্থলে তাহাদিগের অনিচ্ছাতে অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া এক প্রকার তাহাগকে নিগ্রহ করা সম্ভব নাই। লেপ্টনাল্ট গবর্নর স্থানান্তরে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে “যে যে স্থানের মুসলমানদিগের পারসী বর্ণমালা ব্যবহার সেনসকল স্থানে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থী পারসী বর্ণমালা চলিত হইবে।” তাহার এই আদেশের সহিত পূর্বে প্রচলিত আদেশের বিলম্ব বিরোধ হইতেছে। বিহারের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে পারসী বর্ণমালার আদেশ হইল, কিন্তু সেই সকল পাঠশালায় শিক্ষা দিবার জন্য নর্থাল স্কুলে যে সকল লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, তাহারা মাগরী বর্ণমালা শিক্ষা-বেন!! এরূপ অসঙ্গত বিরোধ কেবল সাহেবের ব্যস্ততার ফল সম্ভব নাই।

বাংলা ভাষা, বিচারের সুসঙ্গতমানদিগের উক্ত উত্তরাধিকার আভিযোগই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। বিচার প্রদেশে সুসঙ্গতমান অনেক। অতএব তাঁহাদের প্রবিধা ও অভাবের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কাম্য করা উচিত। ইংরাজ রাজত্ব ভারতবর্ষের সকল জাতিই প্রায় সমভাষা ও উন্নতিমান করিতেছেন কিন্তু সুসঙ্গতমানেরা নানা কারণে পূর্বাশেয়া উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, যেন ক্রমে ক্রমে আরও মুগ্ধ ও হীন হইয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া বাস্তবিক উদ্যোগের কার্য্য করিয়াছেন। অতএব বিচারের সুসঙ্গতমানদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সদয় দৃষ্টিমান একান্ত আবশ্যিক।

বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গমাতা দেব উৎকর্ষ

অবগা অগতির হইবার

সম্ভাবনা।

বঙ্গদর্শন বালক বলিয়া আমরা এতদিন উহার বিষয়ে কোন কথা কহি নাই, মৌনাবলম্বী হইয়া উহার বঙ্গদর্শন করিতেছিলাম। সম্প্রতি কএক জন পত্র প্রেরক আমাদের সেই মৌন ভ্রত ভঙ্গ করিয়া গিলেন। কএক সপ্তাহ কাল বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ও নিন্দা পূর্ণ এত প্রেরিত পত্র আমাদের গলে আসিতেছে আমরা যদি উহার সমুদায় গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করি, গোমপ্রকাশে অন্য বিষয়ের স্থান সমাবেশ হয় না। বঙ্গদর্শনের একুশ শব্দ ও মিত্র বুদ্ধির কারণ কি? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম বঙ্গদর্শন ভাষাকে মানুষ জান করেন না, সকলেই নিন্দা করেন, উহা উহার শব্দ ও মিত্র উক্ত বুদ্ধিই এক মাত্র কারণ। আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকের ক্রটি আজিও সংস্কৃত হয় নাই। অনেক অনেক নিন্দা

ভাল বাসেন। যে লেখায় পূর্বের নিন্দা থাকে, তাঁহারা অসদর পূর্বক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমাজের এই গতিতী সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়াছেন। লোকে তুচ্ছ হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে বড় লোকের নিন্দা পরিচাল ও গালি বর্ষণাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকেন। উহাতে বড়লোকের কতি নাই। “অলোকসামান্য নটস্থ্যচেতুকং দ্বিবর্ষি মন্দাশরিতং মণ্ডান্যনং” “ন কেবলং গোমহতোগভাবতে শৃংখলিতত্মাদর্শি যঃ সপাণ্ডাক” এই নিন্দার বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের প্রত্যেক বুদ্ধি হইয়া স্বার্থ নিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সমাজের একটা মতঃ অনিষ্ট ঘটিবাব সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদর্শন পাঠে লোকের ক্রটিব সংস্কার না হইয়া ক্রটি বিকার জন্মিতে চলিল। যে সকল লোকের পরিনিন্দা প্রবণে অহুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে তাহা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সাময়িক পত্র সম্পাদকদিগের স্বার্থনিদ্ধির নিমিত্ত একুশ ব্যবহার একান্ত অসুচিত। যাহাতে দেশের লোকের ক্রটি সংশোধন হয়, তাঁহাদিগের সেই চেড়া পাওয়াই কর্তব্য। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বিপণীত লবণামী করিয়াছেন। তাঁহারা লোকের কুপ্রবৃত্তির যে প্রকার উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাহাদিগের পিলোড়ি দণ্ড হওয়া উচিত। ইউরোপ যথেষ্ট হইলে তিক পিলোড়ি দণ্ড না হউক একরূপ একটা দণ্ড হইত মন্দেই নাই। বাহাদিগের ক্রটি মার্জিত হইয়াছে তাঁহারা বঙ্গদর্শনের এই দোক দর্শন করিয়া লজ্জা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এই দোক প্রদর্শন করিয়া বঙ্গদর্শনকে সংক্ষেপে “আনিবার চেড়া” পাইতেছেন

বটে; কিন্তু তাঁহাদের সেই চেড়া সান্নিপাতিক বিকারে বীর্ষবান ঐহধের ন্যায় বিকল হইতেছে।

বঙ্গদর্শন হইতে সমাজের কেবল যে এক ক্রটি বিপর্য্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে, বাঙ্গালাভাষা ও রচনা প্রণালীরও মতঃ অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকেরা ভাবেন যুগে বলিয়া ও থাকেন আমরা সচরাচর যে ভাষার কথোপকথন করি, ঐ ভাষা লেখাতেও যত প্রচলিত হইবে ততই ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু ওদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, দীর্ঘ সমাপ্রাপ্ত সংস্কৃত শব্দও তাঁহাদের নিকটে হতমান নহে। উত্তরেরই সমান অমান আছে, কিন্তু কোন স্থলে ক্রিপণ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লেখকদিগের জ্ঞান নাই। তাহাতে বঙ্গদর্শনের লেখ এক অপূর্ণ শ্রী দারণ করিয়াছে। যদি সকলে এই গোমার অনুকরণ করেন বাঙ্গালা ভাষাটা অসুস্থ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমি বঙ্গদর্শন প্রসাদে বাঙ্গালা ভাষার যে অপূর্ণ আকার লাভের সম্ভাবনা করিতেছি, পাঠকগণ আমাদের প্রদর্শিত হই তিনটা উদাহরণ দর্শন করিলেই অনায়াসে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম এই যদি আমরা চলিত শব্দ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, যতগুলি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে সে সমুদায় যদি চলিত শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলেই ভাষার শোভা হইয়া থাকে। আর যদি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়; পুরাণের সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত। শব্দ শব্দের পর দাহ শব্দ ও মড়া শব্দের পর পোড়ান শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাষার মৌঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমরা যদি শব্দ পোড়ান ও মড়া দাহ এইরূপ প্রয়োগ করি, পাঠকগণ বলুন তাহা যেমন কোঁচু

কাবু হইয়া উঠে। এক গালে চুপ ও এক গালে কালি বিলে, সেই বিবাহ সুখী বোধিতে যেমন খুশির হয়, অবশেষে ও মড়া হাফে আরোপ করিলে পাঠক গণ অন্তরে কি সেই রূপ মধুর হয় না? বর্ণনামের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই বিবাহ সুখী পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন !!

উপসংহারকালে পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি বক্তব্য এই তাঁহারা বঙ্গদেশ সংক্রান্ত পত্রপ্রেরণ করিয়া আমাদের সময় কতি ও গোমতকাশের স্থান গ্রহণ চেষ্টা না করেন। “কল্পিতার্থি নিশ্চয়ঃ মনঃ পশ্যন্ত নিম্নাভিমুখঃ প্রাপ্যেৎ” মহাকবি কালিদাসের মত মত্বার্থবাক্যের অর্থ চিন্তা করিয়া পত্রপ্রেরকগণ বিরত হউন। মত চিন্তা করার অঙ্গুরের আঘাতেও বশ্যতা প্রাপ্ত হয় না।

উত্তরঃ ১৯৮১।

সম্প্রতি জমিদারের সঙ্কট প্রজাতির যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট যে অবস্থার পড়িয়াছেন, আমরা তাহা উভয় সঙ্কট নাম দিলাম। সেদিন পানিতে ঘোরতর বিদ্রোহাঙ্গি প্রকলিত হই এবং তাহা নির্বাপন হইতে না হইলে আবার সঙ্কটে পাওয়া যাইতেছে ময়ম লিখ প্রকৃত স্থানে প্রজারা জমিদারিগণের বিপক্ষ হইয়া দলবদ্ধ হইয়াছে সকল স্থানেই যে কর বৃদ্ধি কিবা জমিদারিগণের অত্যাচার এইরূপ দলবদ্ধ হইবার কারণ তাকিও বোধ হইতেছে না। আমরা যাঁহাদেরকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্যভীরু বলিয়া জানি, এরূপ কোন কোন জমিদারের অধিকারের সংগত এইরূপ ধর্ম্যঘট হইবার কথা শুনা যাইতেছে। এ সকল নিবারণের উপায় কি? গবর্ণ-

মেন্ট এ বিষয়ে যে দিকে হাইবেন সেই দিকেই বিশদ। প্রথম, জমিদারেরা যে সকল আইনবিরুদ্ধ কর আদায় করিয়া তাহা অন্যায় বলিয়া যদি প্রজাতির নিকটে ঘোষণা করা হয়, তাহা হলে মুখ্য প্রজারা বলিয়া বলেন যে ন্যায়্য বরও দিব না। আবার যদি বলেন যে প্রজারা অতি গরিব বাবহার করিতেছে, ন্যায়সম্মত সমুদায় কর আদায় করিবার বিষয়ে জমিদারিগণের অধিকার আছে, গবর্ণমেন্ট প্রজাদের এ অন্যায় আশ্রয় দিবে না, তাহা হইলে আবার প্রজারা হতাশ হইয়া পড়ে এবং জমিদারেরা গবর্ণমেন্টকে অসহ্য করিয়া অবাধে অত্যাচার আরম্ভ করে। এই কারণেই এ বিষয়ে নেন্টনষ্ট গবর্ণরকে মানা কথা কথিতে হইতেছে সেদিন পাবনা ঘটিত ঘোষণাতে বলেন যে আইন বিরুদ্ধ কর গ্রহণ নিবারণের জন্য প্রজাতির ন্যায়সম্মত ধর্ম্যঘট করিবার অধিকার আছে। আবার সম্প্রতি তাহারি যে ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন “ভূমির ন্যায়্য কর তিন অনেক গুলি কর জমিদার ও প্রজাতির সম্মতি অনুসারে নির্ধারিত এবং চিরকালমত, সুতরাং সেগুলির নিবারণ করিলে জমিদারিগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট আশান্ততঃ এ সকল বিষয়ে চিন্তাক্ষেপ করা অসুচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।” এ কথার এই কল হইবে যে জমিদারগণ গবর্ণমেন্টের সম্মতি জানিয়া এই সকল করের উপলব্ধ করিয়া হয় ত অনেক অত্যাচার করিবেন। এই পক্ষে নেন্টনষ্ট গবর্ণর মাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন রিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তাহাদের এলাকার মধ্যে যদি কোন জমিদার বল প্রজাতির বিরুদ্ধে অত্যাচার

দ্বারা ন্যায়বিগর্হিত কর আদায় চেষ্টা পান, তৎক্ষণাতঃ তাঁহারা সে নিষেধক্সেপ করিবেন। কিন্তু কোন গুলি ন্যায়বিগর্হিত এবং কোন গুলি চিরপ্রথাগত ও উভয়ের সম্মতি স্থাপিত, তাহার কোন মীমাংসা হইল না। লোকে সচরাচর যে গুলি “বাব” বলিয়া জানেন, তাহা সাদেশে কিবা সকল বিভাগে লভ্য নহে। সুতরাং এক প্রদেশ যদি মীমাংসা করিলে সে মীমাংসা প্রায় মীমাংসা হইতে পারে না। আবার তাবিয়া দেখা যাউক যে ক্রমেই ভূমি আর বৃদ্ধি হইবে, যদি সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করের বৃদ্ধি না হয়, জমিদারিগণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় প্রজারা যেরূপ মুখ, তাহাতে তাহারা বরং পাঁচটা বাহিরের “বাব” নিতে পারে কিন্তু বর্ধিত কর দিতে সক্ষম সম্মত হয় না। এই কারণেই এই সকল বাবের অস্তি হইয়াছে। জমিদারেরা এক দিকে যেমন কর বৃদ্ধি করিতে পান না অন্য দিকে এই সকল উপায় দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ করেন। প্রজারাও এই গুলিকে সাময়িক ও আইনবিরুদ্ধ জানিয়াও সম্মত হয়। কারণ, তাহারা মনে করে যদি কোন কারণে তাহারা এগুলি দিতে অসমর্থ হয়, জমিদারেরা আইনের সাহায্যে তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। তাবিয়া দেখিলে দেখা যায় এই কারণেই অত্যাচার করা অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল বাব আদায় না করিলে জমিদারিগণের লাভ হয় না কিন্তু আদায়ের জন্য রাজ দ্বারেও যাইবার উপায় নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ কিবা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আদায় করিয়া লভিতে হয়। প্রজারা যদি ভূমির আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সক্ষম বর্ধিত কর

সকল বাব এবং তাহা আদায়ের জন্য অত্যাচার এত হইত না। প্রজার বিরুদ্ধে রাজ দ্বারে অভিযোগ উত্থাপন করিলে কর বর্জিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যেক প্রজার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করিতে গেলে জমিদারকে সন্তোষ হইতে হত। এই সকল কারণেই জমিদার ও প্রজার বর্তমান সহজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যত দিন ইহার নিবারণের কোন বিশেষ উপায় নিষ্কারিত না হয়, ততদিন এইরূপ চলিতে থাকিবে। অত্যাচার করিলে জমিদারের নামে অভিযোগ করিয়া কৃত-কার্য্য হওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সহজ নয়, সুতরাং তাহারা সহ্য করিয়া থাকে এবং এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া অনেক জ্বরশূণ্য জমিদার সহস্র প্রকারে প্রজাদিগকে মোষণ করিয়া থাকেন। সকল বাব যেচিরক্রমাগত তাহাও নয়, বৎসর বৎসর নূতন বাবের সৃষ্টি হয়। জমিদারের পুত্রের অল্পপ্রাশন জমিদারের মাতৃ-প্রাণ, জমিদারের বাজীতে পুত্র প্রভৃতির সকল বাব অবশেষে আর প্রজাদিগের ক্ষেপে পড়িয়া যায়। বাস্তবিক বিষয়টী বড় জটিল। বর্তমান সময়ে বেত্রপ দেখা যাইতেছে তাহাতে ত প্রজাই সমুদ্র কড়ি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারের দেয় কর চিরকালের জন্য নিষ্কারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজাদিগের দেয় করের মীমা নাই। তদ্বিবক্ষন জমিদারদিগের দিন দিন স্রীহৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার সন্ধান নাই সুতরাং রোড সেস প্রভৃতির উদ্ভাবন করিতে হইতেছে। লেপটনেন্ট গবর্নর রোড সেস সহজে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টকে বলিয়াছেন যে প্রজারা বৎসর বৎসর নানা বাবে জমিদার দিগকে যে টাকা দেয় তাহার সহিত তুলনা করিলে রোড

সেস সহজে বাহা দিবে তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। এই সেস অশুভ পাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের উপর করা হইয়াছে বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার তাবা উচিত ছিল যে প্রজারা চিরকাল যে সকল বাব দিয়া আসিতেছে তাহার নিবারণ করিয়া যদি রোড সেস স্থাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহাদের ভারের লাঘব হইত। প্রত্যুত ইহাতে ভার বৃদ্ধি হইল। দ্বিতীয়তঃ জমিদারদিগের উপর নেমের যে অংশ নিষ্কারিত হইয়াছে গোপনে গোপনে তাহার অধিকাংশ প্রজাদিগের ক্ষেপে পড়িবে। প্রজারা শ্রমিকারিত করিতে পড়িয়াছে। প্রজারা শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং জমিদারদিগের কার্য্যাদির উপর গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি থাকিলে এই সকল অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইতে পারে বটে কিন্তু এবিষয়ে সন্তোষ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট বেত্রপ উদ্ভাসীনা অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে এ সকলের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত বাবৎ না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেন্ট যদি ১৫ কিম্বা ২০ বৎসর অন্তর এক এক বার সমুদায় প্রদেশের আর বৃদ্ধি দেখিয়া এক একটী করের হার স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে প্রজারাও সুস্থিতে পারে যে সেই পরিমাণে কর দিতে হইবে এবং জমিদারেরাও সুস্থিতে পারেন যে তাহার অধিক প্রার্থনা করিবার তাহাদের অধিকার নাই। তাহার অতিরিক্ত কর গ্রহণের চেষ্টা হইলেই কঠিন দণ্ড দ্বারা যেন তাহার নিবারণ করা হয়। তাহা হইলে জমিদারদিগের অত্যাচার শেষ হইতে পারে। তদ্বি-ভিন্ন আরো যে সকল কর্তৃপক্ষী

আছেন তাহাদের দ্বারা গবর্ণমেন্ট সেই সেই প্রদেশের ভূমির আর কিয়দংশ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে যদিও জমিদারদিগের নিজ ভূমির কর সহজে সে স্বাধীনতা আছে তাহাতে সন্তোষ করা হয়, কিন্তু তাহা না হইলে প্রজারা বাঁচে না, তাহা না হইলে কৃষকদিগের হস্তে কোন কালে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারিবে না। কৃষকদিগের হস্তে অর্থ সংগ্রহ না হইলে এবং তাহা বিধের মনে সুখ না থাকিলে কৃষিকা-র্যের উন্নতি হইবে না এবং তাহাদের দরিদ্রতা ও যন্ত্রনার অরামান না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইবে।

প্রজাদিগের কথা একটী প্রধান কটের কারণ এই ঘটিয়াছে যে তাহা দিগকে একেবারে এক ব্যক্তির নিকট সমুদায় কর না দিয়া অনেক সময় এক জমিদারের তির ভিন্ন অংশীর নিকট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে জমা দিতে হয়। সেই জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে গোমস্তার খরচা প্রভৃতি নানা বাবে ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। ১৭৯৩ অব্দের ৮ আইনে এইরূপ বিধানের আশঙ্কা করিয়া এই প্রকার লিখিত হয় যদি কবি মাতে কোন জমিদারের ভাগ হয় সেই সমুদায় অংশীরা একজনকে কার্য্য সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন এবং প্রজারা তাহারই নিকট পরকার কর জমা দিবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আজও এই মতে কার্য্য হইতেছে, কিন্তু ১৮০৫ অব্দে হইতে কতকগুলি জমিদারের আবেদনে বাঙ্গলা-বেশে এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। সুতরাং তদবধি প্রজাদিগের কটের বৃদ্ধি হইয়াছে। উক্তবার কমিশনার প্রেন্ডেলস্‌ ডিবিজনের কমিশনার প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করি

হাছেন। গবর্ণমেন্টের পুনরায় সেই নিয়ম প্রচলিত করিয়া এই কষ্ট দূর করা উচিত।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, আমাদিগের বেশীর জামিদারেরা যদি ধর্মভীরু ও ন্যায়পর হইতেন তাহা হইলে এত কথা বলার প্রয়োজন হইত না। কিছুদিন হইল আরম্ভের করেকটা প্রদেশে উপযুক্ত রূপ জমিদারি না হওয়াতে জামিদারের অভ্যন্তর ফ্রেশ হইয়া তাহাতে সেই সেই প্রদেশের অনেকগুলি জমিদার আপনা হইতে জামিদারিকে লিখিয়া পাঠান যে সেবৎসর তাহাদের নির্ধারিত করের অর্ধেক মাত্র দিলেই হইবে। জমিদারেরা যদি এইরূপ সন্ধিবেচক ও সহনশীল হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অধিকারে বাগ করা পুথের বিনা অনুরোধের বাপারি হয় না। আমরা এখানে আর একটি প্রস্তাব করিতেছি আজিও কৃষকেরা যেসকল অজ্ঞ আছে তাহাতে তাহারা যে অসুবিধা আপনাদের কষ্ট গবর্ণমেন্টের গোচর করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায় না। অতএব দেশীয় কৃষক বিদ্যাদিগের মধ্যে বাঁহারা কৃষকদিগের জন্য বাস্তবিক তাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটি সভা করিয়া সর্বদা কৃষকদিগের অভাব ও কষ্টের বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। বর্তমানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং হিন্দু পিটিয়ট জমিদারদিগের পক্ষে যেসকল কার্য করিতেছেন যদি কৃষকদিগের পক্ষে সেসকল কোন উপায় থাকিত তাহা হইলে আজি অনেক অভ্যাচার প্রকাশ হইয়া পড়িত ও তাহার নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। জমিদারদিগের সকলেই যে অভ্যাচারী এবং প্রজারা যে সকলেই নিরপরাধ এরূপ বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। জমিদারদিগের মধ্যে

অনেকে আছেন বাহারা বাস্তবিক দ্বিপ্রজ্ঞা বিদ্যাদিগের হৃৎকৃত্তিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রতি বোধেই তাহা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অনেক প্রজা এরূপ হৃৎকৃত্ত বে বিনা অভ্যাচারে বশীভূত হয় না। কিছু সবেল কৃষকের সমাগমে কৃষকের অতিশ্রুত হইবার অধিক সম্ভাবনা, ইহা একটি চির-প্রাণকৃত্ত কথা। কৃষকের পক্ষ হইয়া তাহাকে রক্ষা করা রাজার প্রধান দায়িত্ব। এই জন্যই আমরা গবর্ণমেন্টকে এবিষয়ের একটি উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। ফল কথা এই জামিদারদের কষ্টের কথা আর সত্য হয় না। প্রজাধীন ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতি না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। সমাজের মধ্যে অলস ও অকর্ম্মণোর বহুদিন পরিশ্রমী ও কর্ম্মিষ্ঠদিগের রক্ত মাংসে প্রতিপালিত হইবে, যতদিন এই অর্থ্যাচার প্রচলিত থাকিবে ততদিন দেশের উন্নতি হইবে না।

—o—

কলিকাতা সিমুলীয়া সিমুল বিদ্যালয়ের অবস্থা মন্দ হওয়াতে উহার বর্তমান বধ্যক্ষগণ সাধারণের নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইয়া একখানি প্রার্থনা পত্র প্রচার করিয়াছেন। উহার একখণ্ড আমরা দিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। নোম প্রকাশে প্রকাশ করিলে বিদ্যালয়ের যদি কিছু উপকার হয়, এই তাবিয়া প্রচারের গোচরার্থে এই পত্র থানি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

“মহাশয়! প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইল এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎকাল পর্যন্ত উহার কার্য অত্যন্তরূপে লম্পট হইতেছিল। ইতিপূর্বে ব্রহ্মচরিত্রী বনোৎসাহী ও কালী প্রসন্ন (ব্রহ্মচরিত্রী) প্রধানতম প্রচারালয়ের অধ্যক্ষ পিতৃশ্রদ্ধা বনোৎসাহী, বেলগী নারদ

ইংরাজী স বাদ গাজের সম্পাদক ও পিতৃশ্রদ্ধা বনোৎসাহী মেনুয়াল মেকিনসন ইনকিয়ার হাজার বেনিয়াম ও নীলমাহব দেব এই বিদ্যালয়ের বিশেষ সাহায্য ও তত্ত্বাবধান করিতেন। হুজুগ বনোৎসাহী অকালে কাল প্রাপ্ত পতিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তৎকালে বর্তমান বধ্যক্ষগণ একটি সভা গঠন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য চালাইবার মানস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অর্থনাশা, ক্রিয়াকর্ম্মে মূলধনের সংস্থান না থাকিলে কোন মতেই আমাদিগের অতীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব ব্রহ্মচরিত্রী বনোৎসাহী সন্তান হাজার সাধারণের প্রতি আমদের সন্নিহিত প্রার্থনা এই যে, আমাদিগের বিদ্যালয়ের মূলধন সংস্থাপন বিষয়ে মাসিক অথবা এককালীন কিছু কিছু দান করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে ও স্থায়িত্ব বিষয়ে ব্রহ্মচরিত্রী

বাল্যাদি ভাষা ও বাল্যাদি সাহিত্য বিষয় প্রভৃতি। দ্বিতীয় ভাগ (১)। গ্রন্থকার বাল্যাদি ভাষার অবস্থাতেই আদ্যমধ্য, ইন্দ্রানীত্ব বিশেষণ দিয়া তিনটি বাল কল্পনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে ইন্দ্রানীত্ব কালের লেখকদিগের জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণিত ও তাঁহাদের প্রবন্ধ দোষ গুণ সমাচারিত হইয়াছে। মধ্য কবি তারহচন্দ্র রায় যদি ইন্দ্রানীত্ব কাল গণনা করা হইতাহা আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার পত্রিকা প্রকাশ করিয়া অনেক বিষয়ের অন্তর্দৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বিষয়গুলি পাঠে চিত্ত কোমলভাষায় বয়। জামাদিগের যেসকল কৃষ্ণ ও বিবেচনা ও কৃষ্ণ দ্বারা আমরা করিতেছি এখানি বক্তব্য ভাষার এক খনি পত্র। গ্রন্থ হইয়াছে। ইহা বাল্যাদি ভাষার উন্নতি সাধন করণ অনন্ত সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনের শেষাংশে লিখিয়াছেন “এতদ্বিধ পুস্তক রচনা পক্ষে ইহা

১) জীবন সাধারণতঃ মায়ার ও নীতি জীবনী বুঝানোর ব্যতীত দুইটি মূল্য ২ টাকা।

এক এক প্রথম উদ্যম। অন্তর্য একজুরো-
ধের বনি তাঁহার। (পাঠকগণ) অন্তর্যে পূর্ণক
আমার সেই সকল জন্মপ্রমাদি মার্জনা করেন
এবং উপদেশ বাণ্যে সেই গুণ আমাকে
দেখাইয়া দেন তাঁহা হইলে তাঁহাদের নিকট
অপরিসীম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।
এই টুঙ্গ মেসিরা তাঁহার কৃত গ্রন্থগত কয়েকটি
জন্ম প্রমাদ দেখাইয়া দিবার ইচ্ছা হইল।
চতুর্থ পরিচ্ছেদে আরম্ভেই তিনি স্বর্তমান
গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের নিরপেক্ষত বে গুণ
বোধ বিচার করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সজ্ঞানতা ও ধীর
তার মর্যাদাই পরিচয় হইয়াছে। “কলেন
পরিচীর্ণতে” এই একটি চিরপ্রসিদ্ধ মহার্ঘ
বাক্য আছে। ব্যাখ্যায় সেই বাক্যের অমূল্যতা
হইয়া যদি সজ্ঞানিত গ্রন্থগুলির গুণ বোধ
পরীক্ষা করিয়া নিক নিরপেক্ষতার পরিচয়
প্রদান করিতেন, তাহা হইলে সজ্ঞানগণের
স্বার্থ মোক্ষজন হইতেন। আমাদিগের
ইচ্ছা হইতেছে, এই তিনটি পৃষ্ঠে কবির
পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দ্বারা।

বাঙ্গালী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী ২৪৩২।
নিক গ্রন্থে গ্রন্থকারদিগের জীবনবৃত্ত সন্নি-
বেশিত করিছেন। কিন্তু যে দুটি গুণে
জীবনবৃত্ত পাঠকের অধিকতর আনন্দীয়
হয়, তাঁহার সন্নিবেশিত জীবন চরিত্র গুলিতে
তাঁহা ছুটাই অত্যন্ত দুই হইল। এক অত্যন্ত
পূরণ ক। তাঁহার সন্নিবেশিত নহে। যে
জীবন বৃত্তান্তে নানাপ্রকার ঘটনা সম্বন্ধ থাকে
তাঁহাই অধিকতর বিনোদকারী হয়। আর
গ্রন্থলেখকদিগের বিশেষতঃ এদেশীয় গ্রন্থ
কারদিগের জীবন মধ্যে ঘটনা বাহুল্য হয় না।
বোধ হয় স্বীয় বিবরণী তিনি নিজ নিজ অভ্য-
বগণসম্বন্ধে পরিচয় করিয়াছেন। চরিত্র বর্ণনা
দ্বারা জীবন বৃত্তের সমস্ত উপাদেশতা
হয়। পাঠকগণ ও তাঁহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ
সন্তোষ হন। শ্রুতিচরিত্রকে কবির করিয়া
কলেকের স্বচরিত্র সন্নিবেশনে যত্ন আছে।

নায়ক গ্রন্থগুলির যে গুণ বোধ বিচার
করিয়াছেন, তাহাতে পদে পদে তাঁহার
নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।
অস্বীকৃত মানরা তাঁহার উপরে যাহার

পর নাই সন্দেহ হইল। তবে কোন কোন
স্থানে তিনি অতি তরিক বশতঃ স্বকৃত গ্রন্থ
ছোঁচত কার্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু
তাঁহার স্থল অধিক ন। বলিয়া আমরা তত
খর্ব্বা করিতেছি না। ভারতচন্দ্রকৃত গ্রন্থের
তিনি যে বোধের ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা
সামান্য মাত্র। যে যে বিশেষ বোধ আছে
তাঁহার একটীও উল্লেখ করেন নাই। ভারত
চন্দ্রের গ্রন্থের অনেক স্থল একপ আছে
যে তাহাতে সহজে দৃষ্টান্ত করা যায় না।
দেই দেই স্থলের অর্থ বোধ করিবার প্রয়াস
পাইতে গেলে মস্তক ঘূর্ণমান হইতে থাকে।
তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থল মীরসও
আছে। গ্রন্থাবলেক সেকুলির উল্লেখ
মৌলভাব অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থাবলী
ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল অতএব আজি
আমরা অন্য অন্য দিবসে হস্তক্ষেপ করিতে
পারিলাম না।

বিবিধগণবাদ।

১৭ ই ডিগ্রি সোমবার।

কলিকাতা একসেলসর জনপ্রতিভে
প্রবণ করিয়াছেন, প্রাধানতম বিচারপতি
সনাতনাল সর বিচার্ড কাউন্স সাহেব জুনিয়র
বারিষ্টারদিগের প্রতি সন্মান প্রদান করেন না
বলিয়া তাঁহার তাহার প্রতিবাদ করিবার
মানস করিয়াছেন। প্রাধানতম বিচার
পতিকের সর মর্ডেন্ট ওয়েলসের রোগে পাই
তেছে না কি?

পাঠকগণ বোধ হয় মউন্ট সেলিস টিউলে
নের কথা শুনিয়া থাকিবেন। পূর্বে কটিয়া
এই পথটী প্রস্তুত করা হয়; ইহার উদ্দেশ্য
কিঞ্চিদিক ৭ মাইল হইবে। সম্প্রতি রিক
মউন্টসের মধ্য দিয়া যে একটি পথ প্রস্তুত
হইতেছে, সেটী সম্পন্ন হইলে পৃথিবী মধ্যে
ইঞ্জিনিয়ারদিগের দ্বারা যে সকল অদ্ভুত
কাণ্ড সাধিত হইয়াছে, এটী তদ্ব্যযো সর্ব-
প্রধান অভ্যাসার্থ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে,
এটী দীর্ঘ ১২ মাইল হইবে। এই সুদীর্ঘ
অভ্যাসার্থ্য সুড়ঙ্গের উপরে ৬ হাজার ফীট
দৃঢ়তা ও প্রস্তর থাকিবে। ইহাতে যে বহু
ব্যয় হইবে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই সুড়ঙ্গ হইলে রেলওয়ে দ্বারা বাণি-
জ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া অনেক লাভ
হইবে। তদ্ব্যযো পূর্বে মধ্য-বর্ষ রৌপ্য
দীর্ঘকালি পাইবারও বিলক্ষণ সন্তোষ
আছে। মউন্ট সেলিস সুড়ঙ্গ ১৪ বৎসরে
প্রস্তুত হইয়াছিল এটী ৪ বৎসরের মধ্যেই
হইবে। অস্বীকৃত্য আর কাহাকে বড় হইতে
দিবেন না।

বিজীগেজেট বলেন, সর বার্টল কিউরার
এক স্থলে লিখিয়াছেন, ডাপুরির গবর্নমেন্ট
হাউসের সিপাহী প্রকটীদিগের এই রীতি
ছিল, সেই স্থান দিয়া কোন পণ্ড গমন করি-
লেই তাঁহার ডোপলানি করিত। ইহার
কারণ এই, তাঁহাদের নিখাস ছিল বোম্বাইর
একজন ফুড গবর্নর পণ্ড বোধি প্রাপ্ত হই-
য়াছেন। প্রভুত্বের অধিভীর দৃষ্টান্ত।

১৮২৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়
পাহার রাজা গবর্নমেন্টকে এক লক্ষ টাকা
কাজ দেন। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট এই টাকা
পরিশোধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আদা-
দিগের গবর্নমেন্টের এমনই টানটানি এই
১৬ বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা গণ
পরিশোধ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এই
১৬ বৎসরের মধ্যে নানা রূপ প্রাজ্ঞাতক
কর দ্বারা ১৬ গুণ অত্যধিক হইয়াছে।

কিন্তু যাইতেছে যে সকল ব্যক্তির ব্যব-
সায় জীবন ধীপান্তর বাস হও হইবে উদ্দেশ্য-
গকে কলিকাতার জেলেই রাখিবার আজ্ঞা
হইয়াছে।

বোম্বাইর স্বাস্থ্য আফিসর এবং মিউ-
নিসিপাল কমিশনার একটি প্রকৃত সমু-
ভানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বাজারের
মানবীয় মর্যাদা ও চাউল কলাই প্রভৃতি
খাদ্য সামগ্রীর পরীক্ষা করিতেছেন। কেবল
এ গুলির কেন সকল খাদ্য দ্রব্যের পরীক্ষা
করা কর্তব্য। আমাদিগের মিউনিসিপাল
কর্তৃপক্ষদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ
একান্ত কর্তব্য।

আমরা বিশেষ দৃষ্টির সহিত পাঠকগণকে
বিদিত করিতেছি যে ৩০ এ আগষ্ট সনি-
বার বেলা ১০।১১ টার সময় কলিকাতা

জাতি সমাজের ভূতপূর্ব উপাচারী ও তৎসম্পাদক পত্রিকা সম্পাদক পণ্ডিত অম্বোদ্যায় পাণ্ডুলিপি কল্যাণে পণ্ডিত হইয়াছেন। ইহার দ্বারা সংবাদে অনেকের জ্ঞান বাধিত হইবে সন্দেহ নাই। যদিও তিনি সাধারণতঃ ততঃপরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার জীবনসংগ্রহ বাঁহারা তাঁহাকে এক বার দেখিয়াছেন কিংবা তাঁহার স্মৃতি পরিচয় হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হার হার করিতেছেন।

১৮ ই তারিখ বঙ্গবাসী।

কোলাপুর রাজ্য যথেষ্ট একজন এইশ্বেরীয় ভাষার উপাচার্য বেনতাকে মরবলি প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার দ্বারা দেওর রাজ্য হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট উক্ত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি এরূপ ঘটনা তথ্য হটে নাই, এই প্রথম হল, তৎপূর্বে এই জঘন্য রীতি তথ্য বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

অনেক বড়লোক নামান্তর ভাল ভাল বাবা যন্ত্র বাজাইতে শিক্ষা করেন, আমা-বিগের এডিনবরগ ডিউক বারোদিন মস্ত উল্লম্বণ বাজাইতে পারেন, কিন্তু মধীহরের যুবক রাজা তাকে বড় অসুস্থগী হইয়াছেন। কিরণে ঢাক বাজাইতে হয় তাঁহা পিখিয়াই জনা তিনি বড় বাস্তব হইয়াছেন এ বিষয় ডিউক অব আর্গাইলের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাজপুত্রের বৃদ্ধি বোধ হয় তাঁহার আঙুলি বাবা যন্ত্রের অপেক্ষা হৃদয় হইবে না, নতুনা এ কটি কেন?

উত্তর পশ্চিমাকলের হাইকোর্ট ৮ ই সেপ্টেম্বর অধিবেশন পর্যন্ত বন্ধ হইবে। আগ্রের বর্ষে বর্ষে যে নৌকার বাইত খেলা হয়, গত বঙ্গবাসীর সেট খেলার সময় এক খনি নৌকা তরাতা সেতুতে গাফা লাগিয়া জলমগ্ন হয়। ঐ নৌকার ২০ জন নৌক ছিল। উহার মধ্যে ১০ জন জলমগ্ন হইয়াছে।

১৯ ই তারিখ বঙ্গবাসী।

সম্প্রতি পাবলিক ওপিনিয়নে ইউরোপের কয়েকটি ব্রহ্ম যন্ত্রের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিশ্মিত হইতে ইউরোপীয়দিগের বুদ্ধি কোশলের প্রশংসা করিতে হয়। যে কয়েকটি যন্ত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে তথ্যে সর্গোপকা অস্ত্র একটা যন্ত্র ক্রপের উপযোগ নগরে ছিল। ১৮৭১ অব্দে আবিষ্কার করিয়া ১৮৭৪ অব্দে অর্থাৎ ৩৩ বছর এটি প্রস্তুত হয়। ইহার নির্মাণা ব্রহ্মসাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপল

পোড়িলস এটি প্রস্তুত করিতে করিতে বন্ধ হইয়া যায়। বন্ধ হইয়াও নিজে ইহা সম্পন্ন করেন আর কাহাকে ইহার প্রণালী পিখাইয়া দেন নাই। ইহাতে চম্প হুবা মক্ষত প্রভৃতির গতি প্রবর্তিত হয় উহাদের প্রস্তুত গতির সহিত এক যন্ত্রেরও মিলন নাই। উহাতে একটা পক্ষি আছে, উহার পক্ষীর মধ্যে এই সকল প্রকারের গতি প্রবর্তিত হয়। কোন সময় হুবা বা চম্প প্রবর্ত হইবে ইহা দ্বারা তাহাও সুস্বরূপে গণনা করা হয়। রবিবারে যন্ত্রে হুবার্থে আরো বণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সময় দিন জ্ঞান করিয়া অসম্মিত হন, আবার সোমবার চম্প প্রবর্ত জ্ঞান করিয়া অসম্মিত হন। প্রতিদিন এইরূপ চম্প হুবা পরিবর্তন করেন। যন্ত্রের দুই দিকে দুটা বালক দৃষ্টি নাড়াইয়া আছে। উত্তর দিকস্থ বালকের হস্তে একটা রাজদণ্ড আছে, যন্ত্রে বৈক্যেই বাজে এই বালক দণ্ডটি সেতু কর বার সঞ্চালন করে। দক্ষিণদিকের বালকের হাতে যন্ত্রের শাশ আছে সেটা ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে সম্মত চলে। চারিটা ছোট ছোট ঘণ্টা আছে, উহার প্রত্যেক কোয়ার্টার বাজে। প্রথম কোয়ার্টারে একটা বালক উপস্থিত হইয়া একটা কল দ্বারা ঘণ্টাবাজার এবং বাজাইয়া চতুর্থ কোয়ার্টারের ঘণ্টার মিলে গিয়া থাকায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এক যুবক আসিয়া অস্ত্র দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজার এবং প্রথম বালক যখন নাড়াইয়াছিল সেই খানে গিয়া দাঁড়ায়, তৎপরে এক ঘণ্টা আসিয়া টানি দ্বারা প্রথম ঘণ্টার ও তৃতীয় ঘণ্টা বাজাইয়া যুবকের স্থলে গিয়া দাঁড়ায়। ৮তম কোয়ার্টারে এক ব্রহ্ম যন্ত্র লাগি হস্ত উপস্থিত হয়, সে চারিকোয়ার্টার বাজাইয়া যন্ত্র আর অধি দ্বারা আসিয়া যন্ত্র বাজাইতে থাকে। সে স্থলে বালক যুগ প্রভৃতি অবস্থিত করে, তাহার মস্তকের উপরে যুগা স্থান। বালক যুগ প্রভৃতি কোয়ার্টার বাজাইয়া যন্ত্র যুগা অধি প্রতি বারে বাজাইতে অবসর কিন্তু সেই সময়ে আবার উহার মধ্য হস্তে যৌথুই আসিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া কল জ্ঞান করা দেন। দ্বিত্যকে কিরিতা মাঠে ৩২। চারি কোয়ার্টার বাজিয়া গেলে পর যৌথু পথ ছাড়িয়া দেন, তখন দ্বিত্য আসিয়া নিজ অধি দ্বারা যন্ত্র বাজান। পরের কোয়ার্টার পর্যন্ত তথ্য দণ্ডায়মান থাকেন। ১১ টা বাজিয়া যন্ত্র যুগের ১১ জন পিখা উপস্থিত হন এবং যন্ত্রের সম্মুখে অধুপাতিয়া উপাসনা করেন।

যৌথু তাহারিগকে আশীর্বাদ করেন। যন্ত্রের দুই দিকের একটা পিখা যন্ত্র আছে, উহাতে ৩, ৭, ১১ টার সময় যন্ত্র যন্ত্র গত বাজে। যন্ত্রের যন্ত্রের ছোট সলটাইড প্রভৃতি তিনটা যন্ত্রের পক্ষি হইতে প্রতি তিনটা সময়ের গীত হয়। ইহা সমাপন হইয়া যন্ত্র অধি দ্বারা উপর একটি যন্ত্র আসিয়া পাখা নাড়িতে থাকে এবং ৩ বার তাকে। এই অস্ত্র যন্ত্রের নির্মাণা কিরণ ব্রহ্মসাম্রাজ্যের ক'বা প্রণালী বর্ণন হইয়া বিনয়ন প্রদত্ত হইয়াছে।

১০ ই তারিখ বঙ্গবাসী।

আমরা শুনিয়া আসিয়াছি হইলাম, মনোহর বঙ্গোপাধার ও তারকেশ্বরের মধ্যস্থত যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে উহাতে মনোহর একজন ভাল বারিষ্টার দ্বারা উত্তমরূপে আসাপক সম্মান করিতে পারেন। তাঁহার সাহায্যে সাপ্তাহিক সমাচারের সম্পাদক টানা সংগ্রহে প্রস্তুত হইয়াছেন। ৬তম টাংকাও উঠিয়াছে। এ বিষয়ে সকলের কিছু কিছু সন্তোষা দান করিয়া।

অজিফেন বিভাগের একজন সমস্তা এক জন যুগী ও আর কয়েক জন গবর্নমেন্টের ১৪ হাজার টাকার অজিফেন প্রদত্ত করা হয়। গাজিপুত্রের হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট উহার বিচার হইতেছে।

১৪ পূর্ণগণার তথাকার সর্গোপকা হারে সংগৃহীত হইবে। করিমপুর এবং পূর্ণি হাতে ৮০০ তিন ভাগ হারে আদায় হইবে। ১৫ ই সেপ্টেম্বর বহুতে বীরভূম এবং বাঁহু দ্বারা উক্ত কর আদায় আদায় হইবে। ২৪ পূর্ণগণার প্রতি লেটনট গবর্নরের এত কোণ কেন?

১১ ই তারিখ বঙ্গবাসী।

অজি কলি কলিকাতার সদ্যত পিখা লয়ের ধুম পাড়িয়া গিয়াছে। যেখানে যেখানে যুগ তিনটা পিখা লয় ঘোঁড়াল, গর মঙ্গলার কল, তালাস বঙ্গসমাজ বিদ্যা লয়ের শাখা যন্ত্র একটা বিদ্যালয় ঘোঁড়াল হইয়াছে। একে নার্কের হৃদয় কর্তব্য থাকিয়া উঠিয়াছে। অম্বোদ্যায় ক'বা বাঁহালিদিগের নারি কের অগ্রসর নছেন।

২২ ই সেপ্টেম্বর হইল, সম্প্রতি দুইটি দাবাদের মাজিষ্ট্রেট আজিয়া হিঃ ১০০ টাকার দ্বারা পার না দিয়া কের দাবাদের কোটে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। সাংসদ জাজিও সেই পূরণ দেশী জুতার বিক্রয় হইতে পারেন নাই?

১১ এ ডিগ্রি পরিবর্তন।

চূড়ান্তকালে অব্যাহতির বৈধতা মূল্যায়ন
গোষ্ঠালিয়ার এবং রাজপুতমণ্ডল খাদ্য
অব্যাহতি সেইরূপ অন্যান্য চূড়ান্ত হইয়া
উঠিয়াছে, তৎসং অন্যান্য স্থান হইতে
অব্যাহতি প্রচুর পরিমাণে পাঠান হইতেছে।

বেঙ্গলি বলেন, ছাগলীর জন্ম প্রাপ্ত
সাহেবের বিহারিকাল শেষ হইয়াছে, তিনি
আসিয়া ভারতবর্ষের মহাত্মার বিচার
করিলেন।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। জর্নিবাসে প্রলম্বিতক
ডিকের সমাধি হইয়াছে। তিনি যে উইল
করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আত্মা বলিয়াছেন,
যে উইল তাঁহার উদ্ভাবনমূলক প্রকৃত হয়।

পারিস ৩০ এ আগষ্ট। জর্নিবাসে ডিকের
নামক পারিসের প্রধান সংবাদপত্র বলেন, সাং
রন তত্ত্ব বোঝা সম্ভাবিত নয় কারণে এক মাত্র
রাজ্য তত্ত্ব হইবারই সম্ভাবনা।

গত কল্যাণারসের সাহা তিউলিসে উপ
নীত হইয়াছেন।

ইটালির রাজ্য বিএবা ও বালিন রক্ষণ
গমন করিতেছেন। ইটালির সর্বিৎ অফিসার ও
অফিসার সত্তাব সংস্থাপন তাঁহার এই গমনের
উদ্দেশ্য।

খিবা হইতে যে ১০০০ পাবসকে মুক্ত করা
হয় উৎসাহিতক যে সকল টম্বোফান করায় করে
জনীয়া তাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করি
তেছে।

মাদ্রিদ ২৭ এ আগষ্ট। ডন কালোসের অধী
নস্থ কালিষ্টো এটিলাসে নিকটে পরাজিত হই
য়াছে।

আজামিরাল এল বাটম বিটোদিয়া এবং
আজামিরাল মাহক জাংগ টিবলটাব এবং
নীতে প্রেরণ করেন। ব্রোডিরা কোন প্রতি
বন্ধকতা করে নাই।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর বালিনে সিংহন মুক্তের
সার্বিক উৎসব উপলক্ষে "করতুর্গ" খোলা
হয়।

লণ্ডন ১লা সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে
মেইল এই আগষ্ট এবং বেংগলি হইতে ৮
আগষ্ট যাত্রা করে, অধ্য প্রত্যেকালে উহা লণ্ডনে
উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২রা সেপ্টেম্বর। অন্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে
১৫৪০০০ টাকা কমা দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ জাভা
লপুরের আইনতমিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয়
শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ক্রিয়াক জি, ডবলিউ কাশেল।

* রেবেরুও যে সি লব।

* সি, বি, লিসিমরচা।

এন, সেন্ট লেকার কাটর

বাবু প্রসাদ মণ্ডল।

* ব্রুন্ডার মণ্ডল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গরার আইনতমিক
মাজিষ্ট্রেট হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের
ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু বলদেব লাল খুঁকোখা, গরারওয়াল
সদর টেগন।

বাবু গুবরু লাল এবং সাহন মীলওয়ার
হোসেন, মওরানা উপাধিকারের কর্মচার।

২৮ এ আগষ্ট। ছাগলীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও
ডেপুটি কালেক্টর ই, বি, গডকে কিছুদিনের জন্য
বালেশ্বরের বদলী হইলেন।

বাবু বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের
জন্য মেইনপুুরে সর্গের প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর
হইয়াছেন।

বাবু বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের
জন্য নহর বিভাগের ডার পাইলেন।

ক্রিয়াকলম সাহেব কিছুদিনের জন্য তৃতীয়
শ্রেণীতে বজালনের ডিক্টেট ও সেলিয়ন জেলের
প্রতিনিধি হইয়াছেন।

বাতিষ্টার আব এচ, রিলি সাহেব কিছুদিনের
জন্য কলিকাতা পুলিশ মাজিষ্ট্রেট-মিলার
সাহেবের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত আফিসারেরা প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি
কালিষ্টো মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হই
য়াছেন।

ক্রিয়াক এ, করিস।

এচ, জি শার্প।

জে, ই, বি, জেকি।

পি, মোলান।

জে, কেলহার।

ক্রিয়াক কিছুদিন।

এ, এ, কয়েস।

আর, এম ওয়াশরি।

নিম্নলিখিত আফিসারেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর
প্রতিনিধি কালিষ্টো মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইয়াছেন—

ক্রিয়াক জি, জি, ডে।

* জে, এচ।

জি, এচ ডামার্ট।

ক্রিয়াক, ডবলিউ ব্যাডকক।

জে, বারলো।

সি, এ, সাহুএলস।

জে, এ বোডি লুন।

জে, পসকোড।

জি, ডে, মার।

আর কার্ভস।

এ, ডবলিউ পাল দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি
সহকারী কমিশনার হইয়াছেন।

১লা সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত আফিসারেরা
প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর
হইয়া পশ্চাতিবিত্ত হইয়াছিলেন।

২৪ পরগনার সব ডেপুটি বাবু মহানন্দ ও গু
ছাগলীতে হইলেন।

বিনোদপুর জেলের ডেপুটি বাবু কৃষ্ণক
মার সেন—জেলপুরে হইলেন।

করনপুরের অনাত্তর সব ডেপুটি বাবু মহেশ
চন্দ্র সেন—করনপুরে হইলেন।

বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ২৪ পরগনার একজন
প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটি হইলেন।

বাবু মহেশচন্দ্র মল্লবহার করনপুরের এক
জন সব ডেপুটি হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তৃতীয় শ্রেণীর মাজি
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু মহানন্দ ও গু (প্রতিনিধি ডেপুটি মাজি
ষ্ট্রেট) বাবু কৃষ্ণকুমার সেন (প্রতিনিধি ডেপুটি
মাজিষ্ট্রেট)। বাবু মহেশচন্দ্র সেন (প্রতিনিধি
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট), বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ
(সব ডেপুটি) বাবু মহেশচন্দ্র মল্লবহার (সব
ডেপুটি)।

সি, বার্গড

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেপ্টেম্বর।

প্রেরিত।

মান্যবর ক্রিয়াক নোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপে।

সম্পাদক মহাশয়। দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান
হইয়াছে। দুর্গোৎসবের কথার একটা খবর
মনে পড়িল। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি
সহস্র দিয়া অনুষ্ঠান করিলেন।

সকলকে শিক্ষা দিবার্থে। বেথিতে পাঠরা বসে কয়েক সাতটা প্রদান পুস্তিকা আছে। ইহার মধ্যে তিনটা কাকের, দুটা মুর ও গিঁহ। দুটা মুর দুই হইতেছে গিঁহ। আরও কাকের দুটা দুটা সাহায্য করিতেছে। লক্ষী সরস্বতী কাকিক ও গণেশ ইহার কাকের বসিয়া ভোগ দান। কোম, কাকেরই মন। সরস্বতী কাকের সাহায্যে শিক্ষা বিভাগে যে কাকের করিয়াছেন তাহাতেও এই রূপ ঘটনা ঘটয়াছে। ডেন্সী ইনস্পেক্টর ও মাজিস্ট্রেটেরা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য নির্বাহ করিতেছেন, ইনস্পেক্টরেরা বসিয়া বসিয়া ভোগ সহ্যেছেন, একথা বলিলে বোধ হয় অধিক বলা হয় না। কাকের সাহায্যের সুতন বন্দোবস্ত ইনস্পেক্টরদিগকে তাহা আর প্রয়োজন কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শিক্ষাবিভাগের সোভা সম্পাদন অথবা স্বাধীন প্রতিপালন ইহার কোনটাই দুখ্য উদ্দেশ্য নির্দেশ করা কঠিন। বোধ হয় কসেট সাহেব এ অপব্যয় বিবরণী জানিতে পারেন নাই। বাহা হউক সম্পাদক মহাশয় আমি উপরে যে উপমাটা বিলাম তাহা সঙ্গত হইল কি না ইহার নিচে একটু লিখিয়া দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন।

১৯২০ সাল
১৮ ই কাত

ঐচ্ছিক লেন্টনাক্ট গবর্নর বাহাদুর মর্দান কুল সকলের যে সুতন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে একটা বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। হুগলি কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল প্রথম শ্রেণীর মর্দান গুলিতে আণ্ডার ২৫০০০০ টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীর মর্দান আছেন, এই সকল কুলে উপস্থিত লোক আছেন বলিয়া এই রূপ উক্ত বেতন দানে তিনি অসুখোদন করিয়াছেন এবং এই সকল কুলের প্রদান শিক্ষকের বেতন ৩০০ টাকা পর্যন্ত হইবে বলিয়া করিয়া করিয়াছেন। কিন্তু টেনিং কুল গুলির প্রদান শিক্ষকেরা কি অপরাধ করি-

য়াছেন? বাহাদুর এই কুলে মর্দান হইতে ১০০ টাকা করিয়া বেতন পাইয়া আসিতেছেন, তাহাদের অনুকোণে উহাতেও ১০০ হইতে ১০০ টাকা বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল। বোধ হয় লেন্টনাক্ট গবর্নর বাহাদুর এ অব অবস্থা সংশোধন করিতে পারেন। অথবা সংশোধিত না হইলে বাহাদুর ১০০ টাকা পাইতেছেন, তাহারা ১০ টাকা পাইবেন। হরত তাহাতে অনেক কষ্ট ভোগ করিবেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের বা অন্য কোন বিভাগের কর্মচারীর বেতন এ পর্যন্ত উক্ত মহাশয় হ্রাস করিয়া দেন নাই।

মহাশয়! কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকা কতিপয়কে আপনার লক্ষ্যভিত্তিক পত্রিকা পাঠ্য প্রকাশ করিয়া অনুগ্রহীত করিবেন। “বিপদ বিপদের অনুগমন করে” এটি সিদ্ধান্ত বাক্য। অত্যাধিক বাসীগণ সাংক্রান্তিক জুরের কাল কাল হইতে দুর্ভিক্ষিত না করিতে করিতে একটি অধিকতর জীবন বিপদ উপস্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয় সমস্ত একবারে বৃদ্ধি করিয়া বিস্তারিত। একেত গবর্নমেন্ট দায়োদর মদের পশ্চিম তীরবর্তী গ্রাম নমুনের কালবর্তী বীধ ভূমিলা করিয়া যেওরাতে তখন দিয়া বম্বার জল প্রাণাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বর্ষাকালে লোককে মরণোন্মত্তি জেন দিয়া থাকে। তবে আবার এ বৎসর বিপদ জীবন দানে মদের জোড় প্রত্যয়ে জোড় জীবন ও জীবনপূর এই দুই প্রাণের মধ্যস্থিত বীধ ভগ্ন হইয়া। গোবের উপর বিন কোড়া হইয়াছে। আর লোকের রক্ষা নাই। বম্বার সময় হুজুরনসুকের হুবহু অবলোকন করিলে পাষণ্ড জুরেও ককণাট লক্ষ্য হয়। অনেক সুদীর্ঘবয়সকে সৃষ্টি শালী প্রতিবেশীর আগ্রহ প্রেরণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয়। বস্ততা তাহাদের কঠোর বিবর সম্যকভাবে বর্ণনা করিতে হইলে এখানে হইয়া উঠে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে এই অশিষ্টের বিবরণ হইতে পারে এই-অত্যাধিক বেশের রিত তরীর্ষ হুজুর মাজেরই জুরে উপস্থিত হয়। দ্বির চিত্তে অনু-বাসন করিয়া বেথিলে বন্যাপীড়িত গণকে সমবেত হইয়া গবর্নমেন্ট সমীপে আবেদন করিবার পরামর্শ দিতেই প্রবৃত্তি জন্মে। প্রজাবৎসল গবর্নমেন্ট উল্লিখিত প্রাথমিকদিগের অবস্থা দেখিয়া কখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া বিরত হইতে পারিবেন না। দায়োদর বিভাগে যে তাপিত্রাশি অর্ধ ব্যয়িত হয় তাহার ক্রিয়-নংশ এই উদ্দেশ্যে অর্পণ করিলেই অত্যাধিক সিদ্ধি হইবে। সামান্য টাকার জন্য দরাসু গবর্নমেন্ট কখনই এতগুলি প্রজাকে দায়ো-দর গর্তে নিক্ষেপ করিবেন না। শিতার সহিত পুত্রের যেরূপ সম্বন্ধ গবর্নমেন্টের ও প্রজার সহিত সেই রূপ। এমতাবস্থায় তাহাবিগকে বাস্তবিক বিপদ দেখিয়া গবর্নমেন্ট তাহাবিগের উপায় প্রেরণ না করিয়া কি কান্ত থাকিতে পারেন? উপসংহার কালে আপনাদের নিকট প্রার্থনা এই যে অল্প প্রেরণ করিয়া দুখীগণের লগ্নকে সম্প্রদায়ীভূত হইয়া তাহা পত্রিকা লিখিয়া তাহাবিগকে উপস্থিত করিবেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না যে স্থানীয় চাঁদা দ্বারা বীধ-টির সংহার হওয়া অনুপরাধিত। সুতরাং গবর্নমেন্টের অনুগ্রহ বাস্তব উপায়ান্তর নাই।

মহাশয়! আপনাদের গোবিন্দকণ্ঠের শিরোভূষণ যক্ষণ প্রোকার্ড অবলোকন করিয়া অনেক দিন হইল আমার মনে এতটা মন্দেব উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত প্রোকার্ড মণ্ডকনি কলিকাতার মুখ্যমন্ত্রী শেখনী নিযুক্ত মন্ত্রণালয় সৌরভ পূর্ণ অভিজ্ঞান শত্ৰুত্ব প্রকাশিত উক্ত। উহা প্রেরণ সমীপে ডায়ের (মটের) অধীক্ষার প্রেরণ বাক্য। প্রকৃতি-রিত সম্বন্ধে রাজার এবং আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনাই উহার উদ্দেশ্য। আপনাদিগে আপনাদের বেশহিটম্বরী সংবাদ পত্রের প্রাণে

মঙ্গলাচরণ করণে উক্ত অর্ধভাগ স্লোক
সম্মিলিত করিয়াছেন, ইহা পাঠকার্ণ
মাজেই অবগত আছেন। কিন্তু সর্গগুণসাগর
শ্রীমুক ইন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
সংগৃহীত ও মুদ্রিত অভিজ্ঞান শব্দতলে
উহার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে
“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি বিদ্যার পার্শ্বিঃ
সরস্বতী প্রভৃতি মহত্যাং মহীমাত্যাম্ ” এবং
“ মহীমাত্যাম্ ” উহার পরিবর্ত্তে “ ১১।২
৩।৪। পুস্তকে “ মহীমাত্যাম্ ” পাঠান্তরও
দৃষ্ট হয়। সোমপ্রকাশের শিরোনামে “ প্রব
র্ত্ততাং প্রকৃতি-বিদ্যার পার্শ্বিঃ সরস্বতী
প্রভৃতি মহত্যাং মহীমাত্যাম্ ” স্লোকটি সন্নি
বিষ্ট আছে। “ প্রভৃতি মহত্যাং মহীমাত্যাম্ ”
উহার পরিবর্ত্তে “ প্রভৃতি মহত্যাং মহীমাত্যাম্ ”
প্রযোজিত হইল কেন? স্পষ্টই বোধ হয়
আপনিই এই পাঠান্তর সম্মিলন করিয়াছেন
এবং তদ্বর্থে আপনাদের অতীত সিদ্ধি হই-
য়াছে। অথবা উহা কি আপনাদের কপোল
কল্পিত? না অন্য কোন মূল গ্রন্থ হইতে
উদ্ধৃত? বরং আপনাদের কল্পিত হয়, তাহা-
তেও ত বিশেষ অর্থ গৌরব দৃষ্ট হয় না।
বোধ হয় মূল পাঠ সন্নিবিষ্ট হইলে আপ
নাদের মনোগত সিদ্ধির ব্যত্যয় হইত না।
মূল পাঠ কোনটী ক’ণাই আবার সম্ভব
হল। যে যেতু অনেকানেক শব্দভার পাণ্ডিত
কর্তৃক অভিজ্ঞান শব্দতলের অনেক স্থানেই
নুতন নুতন পাঠ কল্পিত হইয়াছে।
তাহাতে উক্ত রত্নের কোন স্থান কলঙ্কিত
ও কোন কোন স্থান বা রসায়ন যোগে উজ্জ্ব
ল হইয়া উঠিয়াছে। বহু পাণ্ডিত্যমণি ভূতাব
গ্রাহি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোমীত
পাঠই এক প্রকার মূল বলিয়া এখন অনুভূত
হয়। তিনিও মূল নিরীক্ষণে কতদূর কৃত-
কার্য হইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন।
কিন্তু সময়ে সময়ে পাণ্ডিত বিশেষ কর্তৃক
প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তন বোধ হয়
অসম্ভব মুখর নহে। এই প্রকার পাঠান্তর
কল্পনা দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের
গৌরবের হানি হয় কি না? মূল গ্রন্থগত
বস্তুসমূহের পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহাদের রস
স্বাদী কৃত্রিমতা আছে কি না? ইত্যাদি

তাহাদের প্রকৃতওগাধি গ্রন্থের বাক্যই
সত্য। অভিজ্ঞান শব্দতল পাঠ করিয়া পাঠা-
ন্তর স্থলে বোধ হয় কেহই কালিহাসকে
চিনিতে পারিবেন না। আভিলাষ সিদ্ধি জন্য
বিজ্ঞাপন কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পাঠান্তর কল্পিত
হইয়া মূলের যে প্রকার দুর্দশা ঘটয়াছে,
তদানুশ মহাশ্রম কর্তৃক এই প্রকার পাঠান্তর
কল্পনারও বোধ হয় সেই ভয় বোধ আরও
বহুলা হইতেই চলিল। এক মূল স্লোক
উদ্ধৃত মতুরা ব্যস্তিত কবিতা নিবন্ধ করাই
কি উচিত নহে? মতুরা এ প্রকার পাঠান্তর
ক্রমশঃ সন্নিবিষ্ট হইতে থাকিলে শেষে
আমাদের মত অনভিজ্ঞ অমেরা কালিহাস
প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে চিনিতে সক্ষম
হইবে। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠা-
ন্তর কল্পনা পূর্বক সংগ্রহ পত্রে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে এবং সম্পাদক মহাশয়ই উহার
অন্য পাঠ্যেজনা করিয়াছেন, বোধ হয়
অবস্থাতে ইহা অনুভূত হওয়া দুষ্কর।
তখন ইহাই তাগিদ’সের পাঠ বলিয়া (১)
প্রতীতি হইবার আশঙ্কা কি?

ভবদীর বশব্দ

জিনিয়ারিং চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১) বিদ্যাসাগর অথবা সোমপ্রকাশ সম্পা
দক ইহাভঙ্গের অন্তর কেহই সোমপ্রকাশের
শিরোনাম শব্দতলার কবিতাভার পাঠ বজ্রনা
করেন নাই। সোমপ্রকাশ সম্পাদক বঙ্গদেশ প্রচ
লিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং
বিদ্যাসাগর পশ্চিম দেশ প্রচলিত পুস্তকে
আদর্শ করিয়া শব্দতলা মুদ্রিত করিয়াছেন।
এই উক্ত দেশ প্রচলিত শব্দতলার পাঠ গত
২৪ ইংলন্ডে আছে। এই ইংলন্ডের
কারণ এখন অনুমান করা সহজ নয়। কালি-
হাসের সময়ে এদেশে মুদ্রাব্যয় ছিল না।
বোধ হয় এদেশে প্রাচীন কালে এই রীতি ছিল
গ্রন্থকারেরা হস্তলিপিতে শব্দতল গ্রন্থের অব্যাপনা
করিয়া উহার প্রচার করিতেন। কালিহাসও
ঐ রীতির বশবর্ত্তী হইয়া শব্দতল শব্দতলার
অব্যাপনা করেন। অব্যাপনা কালে যে যে
স্থানের পাঠ তাহার ক্ষয়প্রাপ্ত হইত সে পদ্য
তিনি তাহার পরিবর্ত্তন করেন। পূর্বে যে যে
রাজ্য পাঠ সংগ্ৰহ করিয়া তাহার নিকট হইতে
চলিয়া যায়, তাহারা আর পরিপূর্ণত পাঠ

মহাপদ! আশ্রয় বহুপুস্তককারি জেলা
যেবিনীপুরের শরীফ কানীয়াবোদা পরগণার
বসবাস করিতেছি। পূর্বে এই জেলার স্থানে
স্থানে মনক পোক্তানের কাঁচা বাকার
অবেশীর খিরেশীর অনেকেরই প্রবাসস্থানে সম
রাতিবাহিত হইত, পোক্তান এবালিসের
সঙ্গেই আশ্রয়গণের সে সৌভাগ্য দূর্য্য অত্যা
চলে গমন করিয়াছেন, কেবল দান্য, ও ইন্দ্র
কপার ইহা দী তুত ও রেলবৈদ্য ওটির উপ-
জাতে কটে করে বস্ত্র দিনমাপন হইতে
ছিল, এইকণে তাহাতেও বঞ্চিত হইয়া
দেপত্যাগী হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ
এই জেলার কাঁচাই কানীয়াবাই এবং
পাঁচসুদী আদি দান্যে যে কয়েকটি মনী
আছে তাহাও কাঁচাই মনী বন্যা আতি
ভয়ানক। উক্ত মনক পোক্তান অন্য জেলার
অন্তঃপাতী তদনুক মেনাল মরনা ও
জল’ঘাটা আদি পরগণার যে ভূমি নিকট
ছিল তাহাতে বোধবন্দী না থাকিয়া দীত
কালে মনক পোক্তান হইত এবং বর্ষাকালে
তাহা ব্যাপিয়া ঐ মনীভয়ের জল বন্দী
নামক মনী পথে সমুদ্রে বাহিত। পোক্তান
এবালি হইলে পর সেই সকল স্থানে দান্য বি
আবদ কারণ গবর্ণমেণ্ট হইতে তৎস্থান-
হিকারীগণের সহ ন্যেবন্ত হইয়া ঐ সকল
স্থানে দৃঢ়রূপে বোধবন্দী করিয়া মনীভয়ের
দেখিতে পার না এই রূপেই শব্দতলা পাঠের
বহু পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এবেশীর পাণ্ডিত
বিগের এম্বী রোগ আছে ইহারা অনেকের কৃত
গ্রন্থের পাঠ বজ্রনা করিয়া দেন একথা মিথ্যা
নয়। কিন্তু তাহার মূল বিশেষ আছে। যে সকল
গ্রন্থ প্রচলিত হইয়া যায় তাহার উজ্জ্বল সময়ে
যে যে স্থানে অর্থ বোধ হওয়া দুষ্কর হয় সেই
স্থানেই পাঠ বজ্রনার প্রয়োজন হইয়া থাকে।
শব্দতলা সেরপ গ্রন্থ নয়। ইহা যে কখন প্রচল
লিত ছিল প্রমাণ বোধ হয় না। বোধ হয় রচনা
অবধি সাগরে ইহা অমীত ও অব্যাপিত হইয়া
আলিহেছে। আমরা অনেকগুলি শব্দতলা
পুস্তক মিলাইয়া দেখিয়াছি যে যে স্থানের পাঠ
সঙ্গে বোধগম্য হয় সে যে স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন
পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাঠ আছে। এই
সকল কারণেই আমরা পূর্বোক্ত প্রকার অনুমান
করিলাম।

জল নির্গতের পথ অব্যাহত সংরক্ষণ করায় এই নদীর তীরে বন্যার জোয়ার পাখীসহ পূর্ণগণা লকলের পান সময়ে সময়ে ভরা হয়। বন্যজল আবাদিগের বেলগে দুর্গতি করিতেছে তাহা অধিকাংশ রাজপুত্রগণের অগোচর নাই। কিন্তু এই বিপদের মূল কারণ প্রধান রাজপুত্রদের বেধিতে পান নাই। কারণ এই পোক্তান মহল বাহাতে এইক্ষেণে দুতন বাঁধ হইয়া বেশ উচ্চের বেতু হইয়াছে সে এক্ষণে প্রধান রাজপুত্রব গণের গমন হয় নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। প্রধান রাজপুত্রদের কেবল বন্যার আবিলাই বেশ উৎসাহের বেতু বিবেচনা করিয়া থাকেন কিন্তু উল্লিখিত কয়েক পরগণার যে সময়ে নিমক পোক্তান হইত তৎকালের এবং পোক্তান এবালিন গণে এইক্ষণ করি মাণ দর্শন করিলেই আনিতে পারিবে যে উল্লিখিত পোক্তান মহলের দুতন বাঁধ স্থাপনে বর্ষা কালের বন্যা অধিকতর তাহা কটীলসময়ের সুরাতের যোগে কয়েকটি পরগণার ক্রিষ্টপূর্ণ করিতেছে এবং করিবেক। এইক্ষেণে পোক্তান মহলের বাঁধের দ্বারা গণ যেক্টের এবং এই মহলের অধিকারী জমিদার মহাশয়গণের উপকার হইতেছে বটে, কিন্তু কয়েকটি পরগণার দুই প্রাঙ্গণের সর্বমাপ সম্বন্ধে দুসভা ও দুবিচারক গণ্যযেক্টের এতদুপকারে বিশেষভাবে রহিত, তবে সকল বিগে উপকার হয় ইহার উপায় সম্বন্ধ করা কর্তব্য। এমতে প্রাচীরীয় যে কীলাই নদীর বন্যার ক্রিষ্টপূর্ণ রূপনারায়ণ নদীতে হাই বাঁধ আর একটি দুতন পথ আবিষ্কার অথবা অন্য প্রকার কোন উপায় নির্ধারণ করিয়া এই দুর্ভাগ্যবর্গের পরম বিপদ নিবারণ করিয়া বেন, মজুয়া সাহাপুর কানীখোড়া, সবক মরনা, জলাঘাটা কয়েকটি পরগণার দুর্গতির সীমা থাকিবেক না।

কানীখোড়া } একান্ত বন্দন
১৮৭০ } কানীখোড়ার কতকগুলি
২৪ এ বাগট } প্রজা

নিবন্ধ নিবেদন—

বিশ্বাস! সাপনার ১০ ই তারের সৌম

প্রকাশে নিমন্তনের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, যাওয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর স্বরূপ ইন্ডার নাগিতের মকদ্দমার মূল বিষয়বস্তু লিখিতেছি পাঠ করিলেই এই ব্যাপার সংক্রান্ত আপনার সমুদায় সম্বন্ধ নিরাকরণ হইবেক। যাওয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইরাছি যে, ইন্ডার নাগিতের কন্যা মোহিনীকে এখন কলিকাতার একটি লোক বাহির করিয়া লইয়া য'র, সেবারে ইন্ডার নাগিত গোপনে তাহাকে আপন বাড়িতে ক্রিয়ায় আনে, কিন্তু মোহিনী ২।৪ দিন পিজালয়ে বাস করিয়াই পুনর্বার পলাইয়া যায়, এবারে ইন্ডার নাগিত প্রকাশ করে যে মোহিনীকে বাড়িতে আনিয়া কাটিয়া ফেলিব এই কথা বলিয়া ইন্ডার অনুসন্ধান করিয়া মোহিনীকে বাড়িতে আনিয়াছিল। মোহিনী এবারে এক দিনও পিজালয়ে বাস করে নাই। ইন্ডার যে দিবস ক্রিয়ায় আনে সেই দিবস রাজিতেই পলাইয়া য'র। ইন্ডার নাগিত লোক লজ্জা ও স্বজাতীয় দলপাতিগণের ভয়ে মোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু তাহার এই কথাই কেহই বিশ্বাস করে নাই। ইন্ডার নাগিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া গল্পীহ অনেক লোকেরই সম্বন্ধে উপস্থিত হয়। এদের জীলেকাগণ মাটে পাথে সর্বত্রই এই কথা লইয়া আন্দোলন করিতে থাকে। সুতরাং এই কথা ক্রমে ক্রমে বেশময় হইয়া উঠে। সেই সময়ে ইন্ডার নাগিতকে অনেকই নারী হত্যা বলিয়া বুঝা করিত। মোহিনীর মৃত্যুর কথা এতদূর বহুতুল হইয়াছিল যে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে একজন জীলোক এই বলিয়া জীলেকার করিয়া উঠে "এ যে গো দেহালে মোহিনীকে বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া বাইতেছে"। ইকলাস মওল ইন্ডার নাগিতের পান্দার বাস করিত, সে তার চাঁচিরার চেত কন্যেবলকে মোহিনীর হত্যার সংবাদ দেয়, তাহারই আবার নিমন্তন সুখোপাধায় (তৎকালিক একটিম সুপারিটেন্ডেন্ট) কে এই সংবাদ অবগত করে। নিমন্তন সুখোপাধায় ইমামিনী হত্যার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অন্য

শিবপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ পাওয়েল সাহেবকে অনুমত করেন এবং মকদ্দমাটি ওকতর বিবেচনা করিয়া তদারক কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। পাওয়েল সাহেব এই বিষয় তদারক করেন। নিমন্তন কেবল দুই একটি ইংরাজী শব্দের অর্থ সাক্ষীদিককে ও বাঙ্গালা শব্দের অর্থ পাওয়েল সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দুই দিন তদারক হয়, পাওয়েল সাহেব এখন ইন্ডার নাগিতকে গ্রেপ্তার করিয়া ডালান দেন, ইন্ডার নাগিতের পুত্র বহু মতি এবং পুত্র দুতনাথ পাওয়েল সাহেবের নিকট ইন্ডার নাগিত মোহিনীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষা দেয়, পাওয়েল সাহেব তদারক কালে ইন্ডার নাগিতের গৃহে এক খানা ছাগল কাটা খাঁড়া ও একটি কলা পাকাইবার জালা এবং ইন্ডার নাগিতের বাড়ীর পশ্চিমে বাঁসবনে মড়ার মাথা প্রাপ্ত হইয়া কৌজবারি ও ব লতে পাঠাইয়া দেন, পরে সাক্ষা দবার জন্য ডুংলাপ ও মতিকে কৌজবারি বাঁসবনে প্রেরণ করেন। ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট জিফ্রি বিল্ট সাহেবের নিকট ইন্ডার নাগিতের পিতার কালে দুতনাথ ও মতি আপনাদের পূর্ক কথা পরিবর্তন করিয়া বলে যে তাহার মোহিনীর হত্যার বিষয় কিছুই জানে না। সুতরাং প্রমাণভাবেন ইন্ডার নাগিত অব্যাহতি পাই য'র উপস্থিত হইয়াছিল, এমন সময়ে আবার মোহিনী আনিয়া উপস্থিত হওয়ার ইন্ডার নাগিত তৎক্ষণাৎ মুক্ত লাভ করিল। যে স্থানে মড়ার মাথা পড়িয়াছিল তাহার চতুর্দিক কেই দূর ও বাঁস বাগান। এই স্থানের চতুর্দিকের ইতর লোকেরা তাহার মলমূত্রাগ করিতে য'র, শূণ্যল লুপ্ত হেরা এই স্থানে কখন কখন হাচকি আনিয়া ফেলিয়া থাকে, এখনও এই স্থানে কতকগুলি মড়ার মাড়ত আছে। যে মড়ার মাথা পাওয়েল সাহেব তদারক কালে পাওয়াছিলেন এই মাথা এই স্থানে তদারকের পূর্ক হইতে পাতিত ছিল। এমন কি যখন গল্পীহ জীলোক পরস্পরায় মোহিনীর হত্যার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছিল এই সময়ে আমা মওল কয়েকজন (মকদ্দমা বাপাইয়া ও মিটারী অর্থ উপার্জন করা

মোহিনীর বাবা) এই মাথা মোহিনীর মাথা বলিয়া মকদ্দমা বাধাইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল। ঠিকলাস মওল উছাদিগের মধ্যে মওল উপাধিধারী একজন ছিলেন। নিমচাঁদ একজন মথার ভ্রাতৃলোক ছিলেন। মোহিনীর সহিত ঠিকলাসের প্রসক্তি ছিল কি না নিমচাঁদ তাহা জানিতেন না। মোহিনীর হত্যার বিষয় ঠিকলাসের বা এম্মা মওলদিগের বাড়ি যত্ন কি না নিমচাঁদ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ফলতঃ তৎকালে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না, যে কেতু তৎকালে পল্লিত অনেক ভ্রাতৃলোকের যুগে নিমচাঁদ মোহিনীর হত্যার কথা শুনিয়াছিলেন, মোহিনীর হত্যার বিষয় মথার বলিয়া নিমচাঁদ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ঠিকলাসের বা এম্মা মওল হলের চক্রান্ত উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। পুরোক্ত জনরবই ঈশ্বর নাণিতের মকদ্দমার মূল হইয়াছিল। ঠিকলাস অথবা এম্মা মওলগণ বা শৃগল কুসুরে ঈশ্বর নাণিতের বাটীর পাশ্বাশ্রমে বাস করে মড়ার মাথা আনিয়া ফেলিয়াছিল। পুলিশ তদারক কালে এম্মা মওলদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর নাণিতের গাফ কর, তাহাদের পরামর্শেই তদারক ও মতি পুলিশের নিকট মোহিনীর হত্যার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া মাজিস্ট্রেটের নিকট অস্বীকার করে। ঈশ্বর নাণিত বুজি লাভ করিবার পর নিমচাঁদের করেকজন শত্রু ইবরনবাতন মানসে ঈশ্বর নাণিতকে হস্তগত করিয়া তাহার দ্বারা নিমচাঁদের নামে মকদ্দমা উপস্থাপিত করে, তাহাতে নিমচাঁদ জুরির বিচারে করেগী অপরাধে বোঝা চলে। হও এপ্রতি হন। হওকোটের বিচারে নিমচাঁদ অন্য অন্য অপরাধে নিষেধী হন কেবল জুরির বিচার বলিয়া ৩০০ খারার অপরাধে হওকোট হস্তগত করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু নিমচাঁদ ৩০০ খারার অপরাধেও অপরাধী হইয়া না।

ক'বড়া বাসিন্দা কেমাকিত
বিশেষগ্রহণ।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ২২ এ আগষ্ট।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফীট	ইক
মোহিনীর জরায়মপুরের নীচে	৩	৩	
তথা হওতে গড়িয়ার উপর			
১২ মাইলের মধ্যে	১৪	১০	
তথা হওতে জঙ্গিপুর			
৭৪ মাইলের মধ্যে	১৮	৬	
জঙ্গিপুর হওতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে	২১		
বহরমপুর হওতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে	১৫		
কাটোয়া হওতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে	২০	৭	

সন ১৮৭০ সালের ১ লা এপ্রেল বহরমপুর গজ খাঁটের জলের মাপ।

	ফীট	ইক
	২০	৮
বহরমপুর } জিহুত সি. ট. উইন্স একজি ১লা এপ্রেল } কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া ১৮৭০ } লোকাল রিবার ভিভিজন		

—০—

মুলা প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্রাট সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জিহুত বাবু হ. স. প্রম. ভট্টাচার্য

রাজনগর	১০
" " পূর্বচন্দ্র বোম—গোড়ডা	৫১
" " গোলোকচন্দ্র বহু—কাজিরদার	১০
" " মৌলবী মোজা খোদাবাদ	
বামন পুকুরিয়া	৫১০
" " গঙ্গেশচন্দ্র সিংহ—মুরসিদাবাদ	৫১০
" " রাধিকানারায়ণ বোম	
বহুগজার	১০
" " বেবেজনাথ মুখোপাধ্যায়	
চিন্দুদুল	৫১০
" " রাধাকিশোর শীল—ধানাবারী	১০
" " মনোমোহন মুখোপাধ্যায়	
তেলনিপাড়া	১০
" " তারিণীচন্দ্র মজুমদার	
বেলিয়া গ্রাম	১০
মৌলিচন্দ্র আনিকানিচী সভা	৫১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫১০ টাকা, মকদ্দমে মাহুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫১০ টাকা। ছুটি মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, ছুটি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর মাধ্যমে ইহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরিয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিস্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আগমনের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া জিহুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

মাঠাদিগের নুতন মূল্য দিবার সময় নকট হইয়া থাকিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোন্মেষ করিয়া তাঁহা-বিগকে প্রেরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীত্র পাঠিব।

মাঠাদিগের মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৮০ টুই আনা তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোণাপুর বেগের দক্ষিণ চাকড়িপোতার জিহুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাত্যহিক প্রকাশিত হয়।

রেজিস্টারি করা।

৩৮ নং ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং পৃষ্ঠা।

৪৪ সংখ্যা।

“স্বদেশীয়া প্রতিনিধিত্বায় পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমন্তনী ন হৌয়না।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা

সম ১২৮০। ৩১ এ ডিসেম্বর। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই সেপ্টেম্বর

মকমলে মাহুল সময়ে অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে
আমাদের চাউনহাউস “অনুবিলাসিনী” নামী
সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
ডাক মাহুল সময়ে ৫ টাকা করা হইল।
ইহা ৩ করমা। আগামীতে আরও বৃদ্ধি
করা হইবে।

শ্রীমহিমার্চন চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক চতুর্দশ কথা—এমন বৃত্তান্ত।

১২ পেরী করমা এক করমাকারে প্রতি
মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে বাঁহার
আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন।
মূল্য/০ আনা।

মেম্বারীর অধীন } শ্রীঅনুবিলাসিনী
চক্রবর্তী পোষ্ট } হেড মাস্টার
ডাকমোকাঙ্কুল

যদি রজনীকান্ত শুভ কর্তৃক প্রণীত
অরবিন্দ চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
অরবিন্দ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০/০
ডাকমাহুল/০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তবা।

লালবাজার কিস্তি } শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
হরেন ক.সকাতা }

বিশ্বকর্মা—মূল্য ১০ আট আনা। বাগবা-

জার, বহুলভা, ১৫ নং কলমে প্রাপ্তবা।

কলিকাতা শুভ এজেন্সী।

মোক্তার, দাশগ, আত্মতরার এবং
প্রতিনিধির সমস্ত কার্য উক্ত এজেন্সির
দ্বারা অনুসরণে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত
হইবে। এজেন্সী অফিস শুভ যন্ত্রে কর্ণা
থাকের নামে মাহুল দিয়া পত্র লিখিলে
এজেন্সী কার্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক
কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত
জামিতে পরিবেশন।

শ্রীঅনুবিলাসিনী
কার্যাবধায়ক।

“প্রত্ন-কল্প-মন্দিরী”

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বাঁহারা ‘প্রত্ন
অর্থৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থৎ
অভিলাষী ঐতিহাসিক আনন্দিত করা।
ইহার সাহায্যার্থে প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ
ধনী, বদায় ও বিদ্যোৎসাহী’ (বখা বর্জনা
নাথিপতি দীর্ঘক বাহাদুর ও নাটোরাবীন্দ্র
মহোদয় প্রভৃতি মহারানী স্বর্গময়ী ও রাণী
শরৎকল্লী প্রভৃতি; রাজা বতীন্দ্রমোহন
ঠাকুর ও তার ধনপতি সিংহ তার বাহাদুর
প্রভৃতি অনেরবল বহুশি তারকানাথ মিত্র ও
কাশীর রাজামায়া দীলাধর মুখোপাধ্যায়
প্রভৃতি “সমাজ মন্দিরী” নামের
অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও “প্রত্ন-কল্প-
মন্দিরী” নামের অধ্যক্ষ আত্মতরার এবং
প্রত্ন-কল্প-মন্দিরী নামের অধ্যক্ষ

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুকুণ্ডলাহার স্বর্গকান্ত
আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী,
আসামের চিবানন্দ চৌধুরী, উত্তরবঙ্গের
বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, কলিকাতার
রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রভাচরণের স্বর্গমোহন
দেবরায়, ছান্দকার অমলমোহন দেব রায়,
বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলির হরিদাস
শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র
প্রাণনাথ পাণ্ডে ও কুলদাক্ষের রায় প্রভৃতি
নেবুতলার (খবদার কল) রামনাথ সেন
তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি
হাইকোর্টের উকীল ও কলকাতার
ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি কাশীর (মহল
তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বোসদাসবতী ও মাহেশের
(অভিনবজগৎ) রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রভৃতি।

এতাবশ্য পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য
সাধন যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন
হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবার
শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে সত্য, যন্ত্র
নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে
এতের কার্যে কিছুমাত্র আর লক্ষিত না হই
বার উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে খীর খব্দ গ্যাস
পূর্ণক যন্ত্রসহ টাকাগুলি যন্ত্রের পুনঃ
প্রাণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার তাঁহার
প্রাণের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত
করা হইরাছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অধ্যাপি
তাঁহার প্রাণ আছে। যন্ত্রালয় সম্পূর্ণরূপে
অনুবিলাসিনীর অধীন ও পত্রিকা কার্যে

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ ডাকমাহুল ১০ আনা। উহার মাজাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার প্রেসকর্তার নিকট এবং কলিকাতা মালবাজার হিন্দু-টেলে জীহুক বাবু ওরফা চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবিদ্যারই জ্ঞাতব্য খাতা-শিখা দুই ভাগ একত্র বন্ধাই, মূল্য ২ ডাকমাহুল ১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের সময় কি কি করিলে প্রভূতি কষ্ট পায় না, নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু জন্মিত হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্নানকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-লক্ষণ ও তাহাদিগের করণকী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধকের ব্যানোর চিকিৎসা, পুণঃ পুণঃ গর্ভপ্রাপ্তি নিবারণোপায়, দ্বতবৎসর চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার অর্থাৎ বিহুটিকা রোদের চিকিৎসা মূল্য ১০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাহুল ২০মত ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বোটানি) ১০/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১/০

প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

কলিকাতা }
হিন্দু-টেলে } জীহুক বাবু চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য প্রাচীন পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান বাহির বিজ্ঞান ও বায়ু, বিজ্ঞান এবং বায়ুলা হস্তবৃত্তি পরীক্ষার মাতুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বহিরা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা মর্শাল বিদ্যালয়স্থ পদার্থবিদ্যা-ধ্যাপক জীহুক বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বায়ুলা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই সে পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের হস্তবৃত্তি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকার ফিজিকাল সায়েন্স বহিরা উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। মাতুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক সুতন সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আবর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বাহির বিজ্ঞান বায়ু বিজ্ঞান ও তাপ-বিজ্ঞান যুক্তিত তৎ সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং মর্শাল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের নিমিত্ত বহুজ্ঞাত ও বহুবিখ্যাত ভারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বোম্বর্ডমান বোম্ব পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান জব্য সংক্রান্ত বিস্তার সমাহিত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই বৎসর সাহিত্য, সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের সার সম্বলিত হইয়াছে। ২ র খণ্ডে প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত পদার্থ দর্শন ১০ আট আনা।
পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা ১/০ দেড় আনা।
এই সকল পুস্তক কলিকাতা ম প ত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।
ঔষধসংক্রান্ত গদ্যোপাখ্যান
কলিকাতা মর্শাল হুল

—
জুগল সার সংগ্রহ।
ইহাতে মর্শাল ও বায়ুলা হস্তবৃত্তি

পরীক্ষার্থীদিগের জুগোল ও তৎসংক্রান্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিপিত হইয়াছে।
তদ্বিধ ১৮১৮ ও ১৮৩৩ খৃঃ ৩৩তে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এন্টোল ও হস্তবৃত্তি পরীক্ষার জুগোলের প্রমোদনী ও প্রস্তুত হইয়াছে।
কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্য মূল্য ১/০

জীহুক বাবু চট্টোপাধ্যায়, এ

বায়ুলা শব্দ তাহার মাতৃ প্রত্যয়, সমান এবং বায়ুলা ও ইংরাজী অর্থ নির্দিষ্ট এক খানি অভিধান রএল আট পেজি ফর্মার আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফসল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাহুলে ৮০ ফর্মার প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯৬ ফর্মার পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের “ন” চলি তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

কলিকাতার ট্রাট } জীহুক বাবু চট্টোপাধ্যায়
নং ৩৯ } পাখ্যার এও কোং

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ ডাক্ত সোমবার।

ইংলণ্ডে বহিরা ভারতবর্ষ
শাসন।

আমাদের সুযোগ্য সংযোগী ইংলি-
সমানে আবার এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া
গুটিকত কথা বলিয়াছেন। বর্তমান সময়ে
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের দুইটা শাখা
আছে, একটা ইংলণ্ডে ও দ্বিতীয়টা ভার
তবর্ষে। উক্ত উত্তরা কোম্পানির অধি-
কার কালে এখনকার গবর্নর জেনরলই
প্রায় সর্বস্বত্বা ছিলেন। অপেক্ষাকৃত
অনেক স্বাধীনতার সীমিত কার্য্য করিতে
পারিতেন। যখনও যোঁত অব কন্টোল
নামে ইংলণ্ডে এবটা সভা ছিল এবং
তাহার উপর ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য
পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল খটে; কিন্তু
এখনকার সভা সংবাদ প্রেরণের সুবিধার
অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষের
শাসন বিষয়ে সেই সভার বিশেষ বক্ত

ছিল না বলে অস্বীকার কর না। ১৮৫৮-৫৯ অব্দে ভারতবর্ষে সামান্যতম স্বতন্ত্র মহারাণীর হস্তগত হওয়া অবধি পূর্বের বন্দোবস্ত অন্যথা হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডে একজন সেক্রেটারি এবং তাঁহার অধীনে একটী সভা আছে। ইহাদেরই হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার। ইহাদের অধীন হইয়া গবর্নর জেনারলকে কার্য করিতে হয়, মুখ্যশাসনের পক্ষে প্রজাগণের অস্বস্তি ও অভিশ্রান্ত অবগত হওয়া যেরূপ আবশ্যিক আমাদিগের বিবেচনার আর কিছুই সেরূপ আবশ্যিক নহে। ইংলণ্ডে যোগদানের অবস্থিতি ইংলণ্ডের স্বার্থই সর্বদা যোগদানের দুটি পক্ষে তাঁহারা কিরূপে ভারতবর্ষের প্রজাদিগের অবস্থা সম্যক্রূপে অবগত হইবেন এবং কিরূপেই বা ভারতবর্ষের শুভাশুভ বুঝিতে পারিবেন। আমরা গতবারে প্রাপ্ত ডক সাহেবের যে বক্তৃতার বিষয় পাঠকগণের খোঁচর করি-রাছি তাহাতেই এই কথা সপ্রমাণ হই-রাছে। ফ্রেসেট সাহেব বিলম্বরূপে প্রতিশ্রুতি করিয়া দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইংলণ্ডস্থিত কর্তারা অনেক সময় ইংলণ্ডের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়া থাকেন। বিবেচনা হইতে শাসনের ফল এই। সকল বিষয়ে এই বিদেশীয় সভার অধীন হইয়া কার্য করিতে গেলে এখানকার শাসনকর্তাদিগকে কিরূপে বদ্ধ ভাবে কার্য করিতে হয় তাহা পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন। এখানকার শাসনকর্তারা প্রজাদিগের অবস্থা ও অভিশ্রান্ত অনেকাংশে বুঝিতে পারেন, সত্ত্বেও তদনুসারে কার্য করিতেও পারেন; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিতে অনেক শুভকার্য বিষয়েও তাহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। সনে কর লার্ড মর্থলেক ইনকম ট্যাক্স রহিত করা উচিত বিবেচনা করিলেন; কিন্তু

ইংলণ্ডের প্রভুরা বিলাতে বসিয়া তাহা রহিত করার আবশ্যিকতা দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং ইনকম ট্যাক্স উঠিল না। এইরূপ অনেক শুভ অনুষ্ঠানের যে ব্যাঘাত হয় এমন নহে, তাঁহাদের আদেশে অনেক অন্ততঃ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া এখানকার শাসন কর্তা বিগকে অনেক সময় লোকের নিকট নিশ্চিত হইতে হয়। ইহার দুটোই স্থলে আমরা দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি। ১ম অথোরা অপহরণের জন্য আমরা অনেক সময় জেলগাউসির বিশেষ অভিযোগ করিয়া থাকি, কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে অথোরা ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে তামি অনুকূলতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক বরং তাহার বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ড অব কমেন্টারীর আদেশে তিনি প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ২য়তঃ ইংলণ্ডের রাজস্ব সভায় সামান্য দিবার জন্য এদেশীয় যে যে ব্যক্তি অভিশ্রান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থাজিজ্ঞাসার মাধ্যম রাত্রির মত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা হইল না কেন, এই জন্য সকলে সন্দেহ করিতেছেন যে ইহার মধ্যে ডেট সেক্রেটারির গুপ্ত পরামর্শ আছে এবং তাহা হইবারও সম্ভাবনা। কারণ সার মর্থলার মত ব্যক্তির সেখানে গেলে অনেক ঘরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে; তাহা হইলে ফ্রেসেট প্রভৃতি ভারতবর্ষের বক্তৃতিগণের হস্তে অনেক অস্ত্র সংগৃহীত হয় এবং ডেট সেক্রেটারি ও অণ্ডর সেক্রেটারিকে লোকের নিকট ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং সামান্য মনোনীত করা বিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য আদেশ হইতেও পারে। যাহা হউক একথা অনুমান মাত্র, কিন্তু ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিলে যে মুখা

সন হওয়া দুইটি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বরং ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে বর্ষে বর্ষে কতকগুলি অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। এই ব্যয় সামান্য নহে। ১৮৭০ অব্দে ভারতবর্ষের সমগ্র ব্যয় ৫৩৩৮২০২৬০ টাকা। ইহার মধ্যে ১০৫২১০১৩০ টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয়। ৭২২৪৭৪২৪১০ কোটি টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় হয়। এ ব্যয়ের লক্ষ্যতা সম্পাদন কি সম্ভব নহে? কি উপায়ে তাহা হইতে পারে? একেবারে ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক রহিত করাও যুক্তি সম্মত নহে, কারণ ভারতবর্ষের প্রজাদিগের পরামর্শ ও মত লইয়া যদি এখানকার রাজ্য কার্য চলিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের নিঃসন্দেহ হইয়া একদিন চলিতে পারিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে প্রকার কার্য প্রণালী চলিতেছে তাহাতে প্রজাদিগের মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে আবেদন করা আবশ্যিক হয়। ভারতবর্ষের কথা শুনিবার এবং ভারতবর্ষের গবর্নরমন্টের হইয়া উত্তর দিবার যদি কে না থাকে তাহা হইলে প্রজাদিগকে অনেক সময় অনেক অত্যাচার সাংক্ৰান্তিতে হয়। ফ্রেসেট সাহেব ও ডেট সেক্রেটারি না থাকিলে কাবেল সাহেব ও এবার উচ্চাশঙ্কা ও সংকট কলেজ জুলিয়াছিলেন। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের আবেদন শুনিবার এবং ভারতবর্ষের শাসন কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য পার্লিামেন্টে মহান সভার সভাপনের মধ্য হইতে একটী সভা নিযুক্ত থাকে এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিয়ত লোকদিগের মধ্য হইতে যদি সেই সভার সভা নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে এত ব্যয় স্বীকার না করিয়াও মুখ্যশাসন হইতে পারে

—৩১—

লেন্টন গবর্নরের একটী উৎকৃষ্ট

প্রস্তাব।

আমরা গতবারে প্রজাদিগের একটী

বিশেষ কটোর কথা উল্লেখ করিয়াছি।
সে কটো এই প্রজাবিগের অনেক সময়
এক জমিদারীর তিন তিন অংশীর নিকট
পৃথক পৃথক রূপে থাকিয়া দিতে হয়।
গবর্ণমেন্ট গেজেটে সেই সময়ে লেপ্ট-
নেন্ট গবর্ণরের একটা আদেশ দেখি-
লাম। তাঁহার লেখানুসারে প্রকাশ পাই
তেছে যে তিনি এ বিষয়ের যথেষ্ট অনু-
সন্ধান করিয়া প্রজাদের ক্রেশ বিশদ
জবজব করিয়াছেন।

প্রজাবিগের এই কটোর কথা তাঁহার
গোচর করিবার জন্য চিঠনী ও অপর-
াপর করে কতক স্থান হইতে তাঁহার নিকট
আবেদন প্রেরিত হয় এবং গত পাবনার
প্রজাবিদ্রোহের সময়ও সকল প্রকার
অভিযোগের মধ্যে এ অভিযোগটীও
ছিল। এই সকল কারণে লেপ্টনেন্ট
গবর্ণর এ বিষয়ে তাঁহার অধীনস্থ কমি-
শনের কাগজের প্রতীতি কর্তব্যকারীদি-
গের অভিযোগ জানিয়া পাঠান। আর
সবলেই এই কথা বাস্তবিক ও অশেষ
ক্লেশের কারণ বলিয়া তাঁহার গোচর
করিয়াছেন। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর নিজের
মত প্রকাশ করিয়া এই কটো নিব-
ারণের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের
নিকট একখানি পত্র লেখেন। সেই
পত্রের উত্তরে গবর্ণর জেনারেল বলিয়া-
ছেন যে এ বিষয়ে একেবারে আইন
করিবার পূর্বে জমিদারবিগের অভি-
যোগ জিজ্ঞাসা করা উচিত, কারণ যদি
ইহার কোন উপায় করিতে হয় এমন
উপায় করা উচিত, যাতে জমিদার ও
প্রজা কাহারও পক্ষে কটকর না হয়
এবং জমিদারের স্বাধীনতা ও অধি-
কারের উপর হস্তার্পণ করা না হয়।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই পরামর্শ
অনুসারে লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সকল জমি-
দার ও ভূমালিকার বিবেচনার জন্য
এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে এবি-

ধয়ে একরূপ একটা আইন হওয়া উচিত যে
কোন ডিফিক্ট কর্তব্যকারীর নিকট প্রজারা
এইরূপ কটো জানাইলে তিনি সমুদায়
অংশীকে ডাকিয়া একজন সাধারণ
সরবরাহ কারক কিংবা গোমস্তা নিযুক্ত
করিবার অনুরোধ করিবেন। যদি তাঁহার
আপনা হইতে একরূপ কোন সাধারণ
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে না চান তাহা
হইলে তিনি একজনকে নিযুক্ত করিয়া
দিবেন। তিনি এবিধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান
এসোসিয়েশন প্রভৃতির মত জানিতে
চাহিয়াছেন।

লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বলিয়াছেন আম-
রাও জানি যে অনেক ছোট ছোট
জমিদারিতে তিন তিন অংশীরা সাধা-
রণ হইতে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া
থাকেন এবং অনেক অনেক বড় বড়
জমিদারিতেও এক একটা সরকারি
দপ্তর থাকে। অনেক স্থলে বংশের
মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি থাকেন তিনিই
আর সরকারি বিষয়ের সান্নিধ্য নিযুক্ত
হন। কিন্তু আমাদের বেশে জ্যেষ্ঠাধি-
কার প্রথা না থাকতে ঠিকতর বিচার
লইয়া দায়িত্ববিগের মধ্যে যেরূপ বিবাদ
বিসম্বাদ উপস্থিত হয় তাহাতে সাধা-
রণের বিশ্বাস যোগ্য একরূপ ব্যক্তি তাঁহা
বের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছির করা
অনেক সময় দুষ্কর হইয়া উঠে লেপ্ট-
নেন্ট গবর্ণরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।
কিন্তু সাধারণ হইতে একজন গোমস্তা
নিয়োগ করার বিষয়ে অংশীদিগের কোন
যে বিশেষ আপত্তি হইবে আমরা তাহা
বুঝিতে পারিতেছি না। কান্ট্রীকে যদি
লোক নিযুক্ত করিয়া দিতে হয় তাহার
ব্যয় অবশ্য জমিদারবিগের সাধারণ
বিষয় হইতে দিতে হইবে। কিন্তু জমি-
দারেরা নিজে লোক নিযুক্ত করিলে
যেরূপ অংশী ব্যয়ে কাব্য নিকটস্থ করিতে
পারিবেন গবর্ণমেন্ট হইতে লোক নিযুক্ত

হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় লাগি-
বার সম্ভাবনা এবং সেই অধিক ব্যয়
দিতে সকল অংশীর মত না হইতেও
পারে। বিশেষতঃ যদি জমিদারবিগের
অমতে লোক নিযুক্ত করা হয় জমিদা-
রেরা কখনই সহজে তাঁহাকে সাহায্য
করিবেন না, বরং নানা প্রকারে তাঁহার
কাছের ব্যাঘাত জমাইবার চেষ্টা
পাইবেন। যে কারণে ১৮০৫ অব্দে
জমিদারেরা ১৭৯৩ অব্দের নিয়ম রহিত
করিবার প্রার্থনা করেন এখন যে সে
সকল যুক্তি তিরোহিত হইয়াছে এমন
নহে। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বলিয়াছেন
যদি সেই নিয়ম রহিত করা হয় তখন
কেবল জমিদারেরই দিক চাহিয়া কাব্য
করা হইয়াছিল, প্রজাবিগের কটোর
কথা বিবেচনা করা হয় নাই। একথা
যথার্থ কিন্তু তখন সাধারণ লোক
নিযুক্ত করিতে জমিদারবিগের যে যে
অসুবিধা ও ক্লেশ হইত কাহেল নাহে-
বের প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে তাহার
লাঘবের বিশেষ সম্ভাবনা বোধ হই-
তেছে না। জমিদারেরা আপনা হইতে
যদি সাধারণ এক জন সরবরাহকার
নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সকল কথা
চুকিয়া যায়, কিন্তু অন্যতরপক্ষে স্থলেই
বিবাদ সমস্যা। গবর্ণমেন্ট হইতে লোক
নিযুক্ত হইলে ব্যয় বাহুল্য বহিরা অংশীরা
আপনা হইতে লোক নিযুক্ত করিতে
বাধ্য হইবেন একরূপ বিবেচনাও অযুক্ত
নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে জমিদার
বিগের পরামর্শ গ্রহণ যে প্রকৃত যুক্তি-
যুক্ত কাব্য করা হইয়াছে তাহাতে
সন্দেহ নাই। কারণ কিরূপে তাঁহাদের
সুবিধা হয় তাহা যেমন তাঁহারা বুঝি-
বেন এমন অন্য কাহারও সুবিধার সম্ভা-
বনা নাই। আমাদের এইমতের দৃষ্টব্য
যেরূপে হউক, কোন পক্ষের ক্ষতি বা
অসুবিধা প্রস্তাব না করিয়া আর হইবে

কোন সহপাঠী বিধান করিলে প্রজ্ঞাদি
গের একটা প্রধান ক্রেশ দূর করা হয়
এবং এই শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রজ্ঞারা
সকলেই গবর্নমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ
হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের ভূরাজ্য।

সূর সূর কাঁচপোকা এক'ও
একাও ঠেগপারিকাকে কি একাডে বণ
দীর্ঘাবিধান করিয়া যথেষ্ট লইয়া বেড়ায়
তাঁহা দেখিলে যেমন সময়ে সময়ে
চমৎকৃত হইতে হয়, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ
শাসনের বিষয় নিম্নরূপে বসিয়া ভাবিতে
ভাবিতে এক এক সময় সেইরূপ বিস্ম-
য়পন্ন হইতে হয়। কোথায় ইংলণ্ড
আর কোথায় ভারতবর্ষ। একটা আয়-
তনে শিশু অপরটা এক দীর্ঘাকৃতি
দৈত্য কি রাক্ষস। কিন্তু এই শিশু এই
একাও অশুরের ক্ষেত্র চাশিয়া করিপে
বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে ভাবিলে
বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের লোক
সংখ্যা ইংলণ্ডের অপেক্ষা সাত আট
গুণ অধিক। ইংলণ্ডের অধিবাসীদের
মধ্যে আবার সহস্রভাগের এক ভাগও
ভারতবর্ষের সংবাদ লন কি না সন্দেহ
হল। এই দুটিময় মহাপ্রাণের হস্তে
বিশ্বভিত্তি কোটি জীবের জীবন হুহুর
ভার, ইহা আবার অণু করিলে
আরও বিস্তৃত হইতে হয়। কিন্তু বীভৎস
চিন্তাশীল, বীভৎস ভারতবর্ষের উন্নতি ও
অবনতির জন্য বাস্তবিক ভাবিয়া থাকেন
উদ্ভাবকের নিকটে এই বিষয় কেবল মাত্র
বিশ্বের ব্যাপার না হইয়া কোভেডও
ব্যাপার হইয়া উঠে। ইংলণ্ড বিশ্বে
কোটি লোকের মুখ হাথের ভার হস্তে
লইয়া কিরূপে মুখে নিভ্রা যান সনে
ধারণা হয় না। ধারণা হউক আর না
হউক, ইংলণ্ডের এক কলঙ্ক বহুদিন হইতে
আছে এবং আজও তাহা তিরোহিত

হয় নাই। কয়েক বৎসর অবধি কেবল
ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের কথা বার্তা আরড
হইয়াছে। ইউ ইউরা কোম্পানির অধি-
কার সময়ে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভা
গণ এবং উদ্ভাবকের আত্মীয় কুটুম ভিন্ন
কেহ ভারতবর্ষের কথা ভিন্ন অন্য কোন
বিষয় জানিতেন কি না সন্দেহ। মধ্যে
এক একবার পালিয়ারমেন্টে মহাসভার
সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ যশস্বী হইবার
জন্য ভারতবর্ষ লইয়া গোপনযোগ করি-
তেন এবং ফণকালের জন্য ইংলণ্ডের
অধিবাসিদের অথবা পালিয়ারমেন্ট
সভার সভ্যদের চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে
আকৃষ্ট করিতেন কিন্তু তাহাদের আন্দো-
লন নিবৃত্ত হইতে না হইতে ভারতবর্ষ
পুনরায় অক্ষকারে নিমগ্ন হইত। তবে
মৌভাগ্যক্রমে একাদিক্রমে কতকগুলি
বক্ষ ও কার্যপটু গবর্নর জেনরলের ও
কতকগুলি দুন্দরী ও উদ্ভাবক
রাজনীতিজ্ঞের শাশনাবধি আশাতে
ইংলণ্ডের এরূপ উদ্যোগ নিবন্ধন ভার-
তবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই।
তথাপি অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ ভার-
তবর্ষের রাজস্বের সম্বন্ধে যে সকল অত্যা-
চার হইয়াছে ইংলণ্ডের দুষ্টি থাকিলে
তাহার অনেক হইতে পারিত না। শুভ
অকলণ্ড প্রভৃতি দুই একজন ব্যক্তি কি
কোম্পানির সময়ে কি মহারানীর সময়ে
অকর্মণ্য ও সাক্ষী গোপাল গবর্নর প্রায়
জানেন নাই। এই সকল কারণে অনেকে
বলিয়া থাকেন যে উৎকৃষ্ট ও প্রথম
শ্রেণীর গবর্নর জেনরল মনোমতি করিয়া
তাহার হস্তে অধিকাংশ ভার দেওয়া
শ্রেয়ঃ। ইংলণ্ডের সচিব ভারতবর্ষের
শাশন কার্য জড়িত রাখা বিতর্কনা
মাত্র

যাহা হউক, এত দিন ভারতবর্ষের
অবস্থা বিষয়ে ইংলণ্ডের উদ্যোগের

কথা উল্লেখ করিয়া সকলে যে অভিযোগ
করিয়া আশিত্ত্বলেন এত দিনের
পর সেই কলঙ্ক দূর হইবার সম্ভাবনা
হইতেছে। এখন ক্রমশই পালিয়ারমেন্টে
এবং পালিয়ারমেন্টের বাহিরে ভারতব-
র্ষের কথাবার্তা লইয়া আন্দোলন আরড
হইতেছে। ভারতবর্ষের কথা শুনিতে
ও বলিতে ক্রমশঃ রাজনীতিজ্ঞ মাত্রের
আগ্রহ বর্ধিত হইতেছে। এক দিকে
মহাত্মা ফিলেট এড্‌ভার্ট পালিয়ারমেন্টের
মধ্যে যেরূপ ভারতবর্ষের সপক্ষতা
করিতেছেন অপর দিকে প্রায় সমুদায়
সংবাদ পত্র ভারতবর্ষের বিষয় লইয়া
তর্ক বিতর্ক মাংস করিয়াছেন। ভারত-
বর্ষের আর বায়ের বিলাব বিবার সময়
অণ্ডা সেক্রেটারি প্রান্তে ডক সাহেব
যেরূপ ফিলেট সাহেবের নিকটে প্রভুত্ব
পাইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন।
যদিও পালিয়ারমেন্টের সকল কাজ শেষ
করিয়া ভাঙ্গিবার সময় সময় (যখন
সকল সভ্যই অশুপস্থিত ছিলেন) ভারত-
বর্ষের কথা জুগয়া যথেষ্ট উদ্যোগ
প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু কখনও যাহা
হয় নাই এবার ভারতবর্ষের মৌভাগ্যে
তাহা ঘটিয়াছে। তিন দিন ধরিয়া ভারত-
বর্ষের বিষয়ে কথোপকথন হয় এবং
অপেক্ষাকৃত অনেক সভা ভারতবর্ষের
সপক্ষতা করিয়াছেন। আমরা এই দূর
দেশ হইতে উদ্ভাবকের বক্তৃতাগুলির
মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের যত
টুকু দেখিতে পাউতেছি তাহাকে আমরা
সুপ্রভাভ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম
না। আমরা আমাদের কথা সপ্রমাণ
করিবার জন্য প্রধান প্রধান বক্তাদের
বক্তৃতার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া
দিতেছি পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে
পারিবেন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের
মনের ভাব ক্রমশই পরিবর্তিত হই-

তেছে। এই পরিবর্তনের অনেকগুলি কারণ আছে, তাহা মধ্যে এই কর্তৃক প্রদান ১ম ভারতীয় বিধির বহু পরিমাণে ইলেক্ট্রন (২য়) ফস্টে সাহেবের নায় ভারতবর্ষের বহু বিধির ভারতবর্ষের বিধির আন্দোলন (৩য়) মেল টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে লংঘানি প্রেরণের সুবিধা। এইরূপ নানা কারণে ইলেক্ট্রন অধিবাসীরা ভারতবর্ষের বিষয়ে ক্রমশই মনোযোগী হইতেছেন।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের আর বার সংসদ বিচারের সময় পালেমেন্টে মহাসভার কোন সভা ফস্টে সাহেবের বিরুদ্ধে এই কথা বলেন, “যে ভারতীয় (ফস্টে সাহেবের) কথা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে সুতরাং কেবল গবর্ণমেন্টের দোষ না ধরিত্তে ভারতবর্ষের মধ্যে ইলেক্ট্রন ভারতবর্ষের কত উপকার করিয়াছেন তাহাও অরণ করা ইয়া দেওয়া উচিত।” ইহাতে সার চার্লস উইলকিন্স এই উত্তর করিয়াছিলেন “দেশীয় বিধির কোন সংবাদ পত্র ইংলণ্ডের উপকার অধীকার করেনা, যদিও তাহারা বিদেশীয় দেশ অধীন থাকা প্রার্থনীয় বলে না, যদিও তাহারা আমাদের শাসন সম্বন্ধে অনেক ক্রম ও ক্রটি দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন তাহাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকে, ইংলণ্ড ও সুইডেনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা ইংলণ্ডেরই পক্ষ হইবে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে—” আমরা আশীষিত হইলাম যে সার চার্লস আমাদের স্বার্থের প্রকৃত ভাব অবগত হইয়াছেন। বিরাগ কারণ বর্তমান থাকিতে উপকারের কথা শুধু করা হইলে বিশেষকণেই হয় না। ভারতবর্ষ যে অনেক বিষয়ে

ইংলণ্ডের নিকট স্বীকার্য্য তাহা বোধ হয় শিক্ষিত বিধির মধ্যে কেবল অধীকার করেন না। সার চার্লস আরও শুদ্ধিকৃত সার সার কথা বলিয়াছেন; তাহার মধ্যে, ১ম পাবলিক ওয়ার্কস সলিসিটর বার সলিসিটর (২য়) বর্ষাই ও মাস্টারের গবর্ণর নিয়োগের প্রথা তুলিয়া দিয়া বাঙ্গলা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নায় লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর নিয়োগ করা। তাহা হইলে গবর্ণরের কাউন্সিলের আবশ্যিকতা থাকেনা সুতরাং অনেক বার সলিসিটর হইতে পারে। (৩য় ত:) এদেশীয় বিধিকে উন্নত পদস্থ হইবার অধিকার দেওয়া, ইহা দ্বারাও যথেষ্ট বাগের লাভ হইতে পারে, কারণ এখন সেই সকল পদের জন্য ইউরোপ হইতে লোক আনয়ন করিতে যত ব্যয় হয়, তাহার অর্ধেক ব্যয়ে এদেশীয় উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা তিন অপরাধের সত্যতাও ভারতবর্ষের হিতকর অনেক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন “আমরা যে রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং সুখে যে রূপ বলিয়া থাকি, তদনুসারে সকল প্রকার উন্নত পদে দেশীয় বিধিকে অধিকার দেওয়া উচিত এবং এখানে আশীষিত রূপ স্বীকার না করিয়াও বাহ্যতে তাহারা একল পদের উপযুক্ত হইতে পারে এরূপ বিধান করা কর্তব্য; কারণ কুপার্সন কলেজে উত্তীর্ণ না হইলে কাহাকেও কক্ষ দিবনা বলা ও বাহ্য আর কাহাকেও নিযুক্ত করিব না বলাও তাহা।” অন্য একজন লম্বার সভা ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

অবশেষে আমরা ভারতবর্ষে ১ম ফস্টে সাহেবের উক্তি কত কথা তুলিয়া প্রস্তাবের উপলক্ষ্য করিতেছি। অবশেষে তিনি ফস্টে

সাহেব) বলিতে চান যে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের সমস্ত বিধান করা কখনই উদ্দেশ্য নহে। বরং ভবিষ্যতে সাহায্যে মুসলমান রূপে ভারতবর্ষ শাসন হইতে পারে তাহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য। তাহাঁই দুট বিবাস যে কমল মহাসভার সত্যক নৃতি থাকা ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাঙ্গীণে আবশ্যিক। তাহা হইলে আমাদের রাজ্য শুভজনক হইতে পারে এবং তাহা হইলেই ভারতবর্ষবাসীরা সুস্থিতে পারে যে তাহাদের মুখের কথা শুনিবার ১০ ইংলণ্ড আছে।” পাঠকগণ বলুন দেখি একথা শুনি শুনি ভারতবর্ষের মুখের দিন আশিতেছে মনে হয় কি না? ইহাকে মুখোত্তর বলা যায় কি না? আমাদের মধ্যে উক্ত শোণিত ও বলবীর্ষ সম্পন্ন যদি কেহ থাকেন, যিনি ভারতবর্ষের আশীষিত ভারতবর্ষের মুখের দিনের সত্যতা দেখেন না, আমরা তাহাঁর পক্ষ নহি। ভারতবর্ষ ও মুন্ডের মুখ অবগত হইয়া আশিতেছে; ভারতবর্ষের যদি কখন সত্যতা হয় সে সত্যতা কেবল সকল ভারতবর্ষ নায় বিচারের দ্বারা হইবে। ভারতবর্ষ আশীষিত করা বিষয়ে ইংলণ্ড অনেক ধর্ম বিগত কার্য্য করিয়াছেন। অন্যায় দ্বারা উপার্জিত রাজ্যের শাসন যদি নায় সত্য রূপে করিতে না পারেন, তবে ইংলণ্ডকে দিক্। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি আপনাদের যোগ্যতা ও চরিত্র দেখাইতে পারেন ইংলণ্ড কত কাল বধির হইয়া থাকিতে পারিবে, স্বার্থপর নীতি প্রকৃতি ও জুর জয় ইংল্যান্ডের স্বার্থপরতা দূষিত রাজ্য নীতি কত কাল কাম্য করিতে পারিবে; অর্থ-পিপাচ জয়-শূন্য ভাষ্য খুটান সাহেবের কতকাল ভারতবর্ষের ধন মায় লুটিয়া থাকিতে পারিবে? যে সমস্ত শাসনের ভয়ে ইংলণ্ড আশীষিত হইয়াছেন, যে সমস্ত শাসনের ভয়ে

রুবিয়া খিঃ ছাড়া তেঁদের এবং নিজের কলঙ্ক স্বরণ দান এবং জুনিয়া বিয়াছেন সেই সমাজ শাসন এক সময় ভারতবর্ষের সুদিন আনিয়া দিবেই দিবে। অতএব এ সময় ফস্টে কুটিলেজ গেডিস প্রভৃতি যিনি যিনি ভারতবর্ষের হইয়া বলিতেছেন ও লিখিতেছেন তাঁহাদের সকলকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। তাঁহারা সেই সমাজ শাসন প্রস্তুত করিয়া পথ পরিষ্কার করিতেছেন।

—•—

অমরনাথ নাটক (১) নাটকে আমরা দিগের নিত্য অক্ষতি হইয়াছে। নাটক দেখলে মন উৎপাতে লোমুপ ও ব্যগ্র হয় না। অমরনাথ নাটকে সুলভ অঙ্গবস্ত্রী এই অক্ষতির বিপত্তির বুদ্ধি করিয়া দিল। কিন্তু কবি করি কষ্টবোর অঙ্গুরোধে নাটকখানি পড়িয়া দেখিতে হইল। পড়িতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম, এখানি অপদার্থ নাটকমূল্য প্রতিষ্ঠা নহে। ইহাতে কিছু বড় আছে। আমরা ইহাতে নাটক রচয়িতার দুটি ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইলাম। এক তিনি প্রায় প্রতি বাক্যেই উপমা দ্বারা সরস ও মিষ্ট করিয়া জুলিয়াছেন। অসংখ্য উপমাই স্থূলভ ও স্থূলভ হইয়াছে। তাঁহার বহু উপমা সংগ্রহের সন্ধি আছে একই বহি কবিতা রচনা করিবার ক্ষতি থাকিত তিনি একজন শুকবী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। এঁকে যে কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার একটিরও "অবিদিত স্তম্ভাশি সৎকবি ভনিতি কর্ণেয় বসতি মধু দ্বারাঃ। অমখিগত পরিমল্যাপি হরতি দুঃখ মালতী মালা।" কর্ণেয়ধু দ্বারা বর্ণনাকরে না।

দ্বিতীয়, গ্রন্থকার যে নাটকের নায়ক প্রতিনায়কাদি মনোনিীত করিয়াছেন তাহা যেরূপ ভাষার বিশুদ্ধতা, সজ্জনতা একশে পাইয়াছে। উদাহরণের চরিত্র আঁত সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা দিগের

(১) প্রকৃষ্ট রূপ চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা। সুলভা মাণিকলা টীট ১৯৮০ নং প্রথম বাৎসরিক প্রকাশিত। মূল্য ১৯০ টাকা।

সমাজ মধ্যে অঙ্গুসন্ধান করিলে উহার অনেক আদর্শ সচরিত্রের দৃষ্টিগোচর হয়। এঁকে নায়ক অথবা নায়কী জাতী শক্তবর মিত্র অমর নাথের উদ্ভূতি দর্শন করিয়া বার বার নাই ইন্দ্রী পরতন্ত্র হন এবং তাহার চূর্ণম রটাইবার ও প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা পান। বাহারা সুলভা স্বভাবের বিশেষ বক্তা নহেন তাঁহার। এই চরিত্রটিকে কঠিনসংগীক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন কিন্তু বাস্তবিক উহা কঠিনসংগীক হয় নাই। কিঞ্চিৎ অঙ্গুসন্ধান করিয়া দেখিলে একজন অনেক বর ধন মনোগোচর হয়।

নাটক রচয়িতার অন্য অন্য বিষয়ে যেমন প্রাণীয়া ও চাতুর্য্য লক্ষিত হইল যথ্য রচনা বিষয়ে সেকণ হইল না। অমরনাথ বিদ্যাম বুদ্ধিমান ও অতি উপযুক্ত লোক। তিনি একটি মিথ্যা চূর্ণম করে দেশ ভাঙ্গি করিলেন। এটি স্থূলভ-বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ অংশটি অন্য রূপে রচিত হইলে অধিকতর মনোজ্ঞ হইত। এঁকের বক্তব্যে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহার কিছু বিশেষ চমৎকারিতা হয় নাই উপসংহারও অঙ্গুরোধ করিয়া করা হইয়াছে। এঁকের ভাষাটি হয় গৌরী হইয়াছে। রচনা রীতিও ব্যাকরণ যত অনেক জ্ঞান প্রমাণ ও লক্ষিত হইল।

জয়দেব চরিত। ২। গ্রন্থে জীবন চরিত লিখিবার রীতি ছিল না। সুতরাং প্রাচীন কালের গ্রন্থকারেরা কোন সময়ে কোন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ ও কিসে বাত করিয়াছিলেন এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। অতএব এক্ষণে বাহারা প্রাচীন কালের লোক দিগের জীবন চরিত বর্ণন প্রবৃত্ত হইতেছেন তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভব না। অল্প জয়দেবের চরিত লেখক জয়দেবের প্রকৃত জন্মকালদিয় নির্ণয়ে যেসমর্থ হন নাই সেটি তাহার দোষের নহে। এ বিষয়ে অঙ্গুসন্ধান করিয়া বক্তব্য জানা যায় তিনি সে অঙ্গুসন্ধানের ক্ষতি করেন নাই। তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে খানি রচনার গাভীর অঙ্গুসন্ধান করিয়া

(২) প্রকৃষ্ট রচনীকৃত ও প্রণীত কলিকাতা ২১ নং বহুবাজার স্ট্রীট জি. পি. রায় কোং প্রকৃষ্ট প্রকাশিত। মূল্য ১৯০ টাকা।

সামান্য প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের যে প্রকার পরিচয় স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চূড়ি প্রশংসা করিতে হয়। তিনি যে সময়ে এই গ্রন্থে খানি মুদ্রিত করেন তখন তিনি অঙ্গুসন্ধান নাই। অঙ্গুসন্ধান এ প্রকার গ্রন্থের প্রচার আরো অধিকতর প্রসংসার বিবরণ। এঁকের লেখাটি বাৎসরিক ভাষার রীতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। এখানিও রামসংগীত ন্যায়রত্নের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের ন্যায় বাৎসরিক ভাষার এক খানি পাঠ্য গ্রন্থ হইল।

তমোলুক পত্রিকা। (৩) এখানি মাসিক পত্র। ইহাতে পাঠ যোগ্য অনেক গুলি উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু ইহার লেখাটি বিষয়ে অঙ্গুসন্ধান হইতেছে না পত্রিকা খানির নাম তমোলুক পত্রিকা নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু নামটি অর্থ হয় নাই। তমোলুকের বৃত্তান্ত অধিক পরিমাণে ইহাতে সন্নিবেশিত হইলেই ইহার নামটি যথার্থ হইত। কিন্তু আমরা পত্রিকা মধ্যে তমোলুকের নাম এক পাইলাম না।

অধিকাংশ চৌধুরী (৪) এখানিও মাসিক পত্র। এখানি লেখা তমোলুক পত্রিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহার বিবরণ গুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

বিবিধমতবাদ।

২১ এ ডিসেম্বর সোমবার।

সংবাদ পত্র দুটি বইল, আমাংবিগের রাজপুত্র এডিনবরাগ্র ডিউকের সহিত যে কলকাতা সম্রাট কলকাতা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তিনি একটি সেনাপালের অধীনস্থ মিত্র আধুনিক।

দুইয়ের একজন ককির আসিয়া বঙ্গ-ককি দেখাওঁতে আরম্ভ করিয়াছে। ককির সাংঘর্ষ্য যোগ্য ভাষার করেন। তাহার সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র তরবার আছে, উহা সেই

(১) কলিকাতা চৌধুরী রোড গঙ্গাধারী ১০৬ নং প্রকাশিত। মূল্য ১৯০ টাকা।

(২) কলিকাতা মিউ ইন্স সঙ্ঘের প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৯০ টাকা।

জিহ্বা আর কেহ তুলিতে পারে না। ককির সাহেব হাস খান কি দুকীরের লোকে হাস খান পরে জানা যাইবে।

ভেনকটের এক ব্যক্তি একদা লুইস-বিলের সুরতি খেলার আফিসে গিয়া ১৯১১, ১৯১২ অথবা ১৯১৩ বছর টিকিট আর্জনী করে। এজন্য বিশেষ আর্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করতে হলিল, সে ১ বছর বহু-সের সময় অধিবেশে আগমন করে, এখানে ২ বছর আতিথ্য বিবাহ হয়, বিবাহের ১ মাস পরে তাহার একটা সন্তান (যদি হয় বিবাহের পূর্বে কিবা সেই দিবসেই গর্ভ-সকার হইয়া থাকিলে) জন্মে। ১ মাস দিবসে এই শিশুর নাম করণ হয়। সে ১ বছর তাহার স্ত্রীর সহিত একত্রে ছিল, এই সময়ের মধ্যে ১ সন্তান হয়। তৎপরে স্ত্রীর সহিত বিবাহ হওয়ার পরে সে তাহাকে ১ বার প্রচার করিয়াছিল। এ জন্য সে ১ দিবস পদ্যাগত ছিল, তৎপরে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ১ বছরের শেষে এই টিকিটের জন্য আসি-রাছে। ১ বছর টিকিট দ্বারা অনেক টাকা পাইবে আশা ছিল কিন্তু তাহা না হওয়ার পরে ১ টা বেলার সময় চলিয়া গিয়া ১ গ্রাম বিহার মন পান করিয়া চলিয়া গেল।

২৫ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু।

ইচ্ছামত ঘরের ভাড়া ধরিয়া রাখা কর নিরূপণ অত্যাচারের অন্যতর কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তাঁহার সামান্য প্রকার একটা গাভী আছে, উহার বার্ষিক ভাড়া ৩ হাজার কাপ্তির করিয়া ১ টাকা কর রাখা করা আছে। যদি এইরূপে কর রাখা করা হয় অত্যাচারের এক শেষ হইবে। বাস্তবিক ভাড়া ধরিয়া গৃহস্থামীর আর নিরূপিত হইতে পারে না। অনেক স্থলে এমন আছে পূর্ক পুর্কবোরা অটোলিকারি করিয়া বোল চুপেই সব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিরা সেই অটোলিকারি বাস করিতেছেন, কিন্তু সেজন্য হনশালীতা নাহি, বরিত হইয়া পড়িয়াছে, এমন অবস্থার তাহারের সেই বাস্তবিক ভাড়া ধরিয়া কর রাখা করিতে

গেলে তাহারের প্রতি কি খবর করা হয় না?

শুনা যাঁতেছে, কতকগুলি লোকের এই ইচ্ছা হইয়াছে, সর্কিতের উন্নতি বিধানার্থ সাধারণ লোকে যে চেড়া করিতেছেন, গবর্ণমেন্ট তাহাদের সাহায্যদান করেন এবং কালেজ ও স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় সর্কিত কর্তৃক প্রদত্ত করেন। যদি হয় এ নিমিত্ত নীতি গবর্ণমেন্টে আবেদন হইবে। কলিকাতা এস্টেবলস ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন সাংক্রমিক জরাজীর্ণ প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক বিদ্যা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, গবর্ণমেন্টের এমন অর্থ নাই যে এসময়ে উহারিগের উপযুক্তরূপ সাহায্য করেন, এমন সময়ে সর্কিত বিদ্যা লয়ের পোষণার্থ সাধারণ ধনাগার হইতে অর্থদান কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না। কথা অব্যর্থ নয়, যে সকল দেশীয় ধনবান ব্যক্তির ইচ্ছাতে অসুখাগ আছে, তাহারাই মনে করিলে আর গবর্ণমেন্টের সাহায্য আবশ্যক হইবে না।

২৬ এপ্রিল বুধবার।

গত বুধবার কলিকাতার বিশপ উক্ত পশ্চিম দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। গত রাত্ৰিতে আটতকন বেলি পজার যাত্রা করিয়াছেন।

পুনর কোঁরকারেরা মাগদালার লাউ মেণিয়ার নিকটে যে আবেদন করিয়াছিল, তাহার কোন উত্তর না পাওয়ার পরে তাহার একেবারে রাজীর নিকটে আবেদন করিবে স্থির করিয়াছে। লাউ মেণিয়ার ইলেকট্রিক বিগের কোঁরকারের সামান্য ব্যয় সংক্ষেপ না করিয়া যদি এক বছরের জন্য আপনাদের পূর্ণত বাস ও বেশ অর্থ ব্যয় করেন সাধারণ ধনাগারের অনেক উপকার হয়।

আলাহাবাদে মেসন সাহেবের অর্থার্থ যে ১৭ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, পিরনিয়ার বলেন, উহা আলফেড পাক্ একটা দুখের দাটী নির্মাণের ব্যয় করা হইবে। সাহেবদিগের আবেদনের জন্য একটা ট্রিউস্ট খানা নির্মাণ অপেক্ষা প্রকৃত কাজের অর্থ

কোন বিষয়ে এই টাকা ব্যয় করা কি ভাল হয় না?

গবর্ণর জেনারেল আশ্রয় যে ধরবার করিবেন, বোম্বাইর গবর্ণর তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন।

ভারতবর্ষের আর বার লইয়া সে দিন পালিয়ারমেন্টে যে তর্ক বিতর্ক হয়, তাহাতে কসেট সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহা এবং তাহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তৃতা নীতি মাকমিলান কোপানি কর্তৃক সুস্বিত ও প্রচারিত হইবে।

আগামী ২২ এপ্রিলের সোমবার কলিকাতা হাইকোর্ট ১৬ হইয়া ১৭ ই মবেদন সোমবার পুনরায় স্থূলবে।

কারুলের আমীর শিয়ার আলী ক্রমে আস্থালত করিতেছেন।

জে, ডবলিউ গাভিনার সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গোবাই সমাচার বিষয় হুজে তিনটা লিখিয়াছেন, বিরানজী জীজী তাহার প্রথম নামক হেটে একটা হংসী ছিল। একদা প্রত্যেকালে উহাকে বেঁধিতে না পাওয়ার পরে অসুস্থমান করিয়া দেখা গেল কিঞ্চিৎ দূরে একটা বৃহৎ সর্প ওকাতর আহার নিবন্ধন চলচ্ছিত্ত রহিত হুজা পড়িয়া রাখিয়াছে। সর্পটিকে তৎক্ষণাত্ চারিয়া ফেলা হইল, কি আশ্চর্য! উহার উদর মধ্যে সেই হংসীটী জীবিতাবস্থায় রহিয়াছে, উহার একটা পালকও নষ্ট হয় নাই। সোম হয় নীতি নীতি বাস্তব না করিলে সর্পের উদর মধ্যে হংসীটী ডিম পাড়িত।

২৭ এপ্রিল বুধবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ম্যাকলিয়ার ডিউক খ্রীঃ পুত্র সমতিবাংগারে ইয়াও হইতে কানাডা যাত্রা করিয়াছেন। শুনা হইতে সান ফ্রান্সিসকোতে গমন করিবেন, পরে জাপান ও চীন হইয়া আগামী নীতি কালে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ডিউকের স্ত্রী ত্রিভিগি হুজা আসিয়া কলিকাতার তাঁহাদের সতিত সংক্ষিপ্ত করিবেন। ইংলণ্ডের বড় বড় লোকে ভারতবর্ষে যাবেন।

মন করিয়া ইহার অবস্থা যতদূর সম্ভব
করিয়া বন অধ্যক্ষের ইচ্ছা।

আমেরিকার জীলোকেরা ক্রমে সকল
বিষয়েই পুকুরের ন্যায় সামগ্রিক আয়ত্ত করি
রাছে। কি চিকিৎসা কি বিচার কি শিক্ষা
সকল বিষয়েই তাহারা পুকুরের অস্থ
নারিরাছে, সম্প্রতি আহার তাহারা গাউন
পরিভাগ করিয়া পুকুরের ন্যায় পরিচ্ছন্ন
পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন ডাক্তার
যেঁর ওরাকর পুকুরের পরিচ্ছন্ন পরিয়া
রাতার বাতির ছইরাছিল বলিয়া পুলিশ
তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, কিন্তু বিচারপতি
তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে উদ্ভূত
শীলা জীলোকেরা পুকুরের পরিচ্ছন্ন পরিয়া
অনার্যনে ডেভাইডে পারিবে আশাধারিত
আশঙ্কা বহুতেছে, পাঁছে ডাক্তার পুকুর-
গকে শেষে গাউন পরিয়া গোঁণ দাড়ি
কামাইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতে হয়।

সেদিন ৪টী টিওরা রেলওয়ে একজন
ফিরিকী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বাইতে
ছিলেক, বেঙ্কের উপর তাহার বাগ ছিল।
জীরাপুর্ন টেসনে একজন বাঙ্গালি এই
গাড়িতে উঠিয়া বাগ সরাইয়া উপবেশন
করেন। অনন্তর তিনি একখানি বহি লইয়া
পড়িতে আরম্ভ করেন। সাংসার অমনি
তাহার হাত হইতে বহি খানি কাড়িয়া
লইয়া গাড়ির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন,
বাঙ্গালি বাগর গায়ে জোর মাই তিনি হাব
ডায় আসিয়া রেলওয়ে পুলিশে মালী
করেন। পুলিশ দেখিলেন সাংসারের নামে
নাশীশ, মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন। উত্তম
বিচার হইয়াছে।

ডাক্তার উত্তরবর্তী বেরাইড নামক স্থান
হইতে এক ব্যক্তি ডাক্তার একালে লিখিয়া-
ছেন, উক্ত এমি নিবাসী কৃষ্ণকান্ত ধরের
পুত্রস্বরাজিকালে বীর দুই পোখা একটি
সম্মান লইয়া যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে
প্রতি রাতিতে সেই গৃহে একটি সর্প প্রবেশ
করিয়া তাহার জন্য পান করে অনেক দিন
এমনও ঘটয়াছে, জীলোকটী নিরাশ্রমে
সর্পটিকে কষ দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া
দিয়াছে, কিন্তু সর্পটী পুনরায় আসিয়া জন্য
পান করিয়াছে। ১৫। ১৬ দিন হইতে
সর্পটী এইরূপ করিতেছে।

সম্প্রতি লণ্ডন নগরে একটি বিদ্যালয়
স্থাপিত হইয়াছে, উহাতে বিবিধগকে
রন্ধন কার্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। এদিকে
আমাদেশের কারপেট নো দেশী মকল
বিবরা মধ্য অমি দিগের ওণ রন্ধন কার্য
জ্ঞান দাখিতোছেন।

২৮ এপ্রিল শুক্রবার।

পারিসের সাহা সেটেশনের শেষে
ঘমেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

অনডাইট সাহেব পুনরায় পালিগ্রামেট
সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। এ সংবাদে
তারতবীয় মাঝেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ
নাই।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, লণ্ডন
নগরে প্রতিদিন ৫১০০০০ সংবাদ পত্র
বিক্রীত হয়। ইহার মধ্যে ডেলি টেলি গ্রাক
১৭০০০০, টাওয়ার ১৪০০০০, ডেলিমেটস
২০০০০ একো ৮০০০০ টাইমস ৭০০০০।

চক্ৰবর্তী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—
গত ১৮ ই তার শুনিবার সন্ধ্যায় প্রমোদ
কালে বর্জ্যম জেলার অন্তঃপাতী চক্ৰবর্তী
সমীপবর্তী শুভা নামক গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ
জাতীয় দুই ব্যক্তির (ইহারা সবেদারদর)
সামান্য কথার কলহ উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ
এরূপ ভীষণ যুঁড়ি ধারণ করে যে দ্বিতীয়
জাতী একবারে বিবেক শূন্য হইয়া এক বড়
শাল কাঠের দ্বারা তহার জোড়ের মতকো-
পরি এরূপ একটা আঘাত করিল যে আঘাত
স্থান হইতে অপ্রতিহত প্রভাবে কবির দ্বারা
নিঃসৃত হইয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে
তাহাকে অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন করিয়া
ফেলিল রজনী প্রায় দ্বিপ্রহরা এমত সময়ে
তাহাকে চক্ৰবর্তী চিকিৎসালয়ে আনিয়ন
করা হয় তথায় মীত হইবার অব্যবহিত
পরেই আত্মমায়িক পনর মিনিট পরে এই
কাতলায় মনবলানী সম্বরণ করে। পারদিন
(১৭ ই তার প্রাতঃকালে বর্জ্যম প্রেরণ
জনা সংটিকে স্থানীয় পুলিশের হাতে অর্পণ
করা হইল।" এরূপ ঘটনাসংগীত শে'চনীয়
কতাকাণ্ডের কথা সচরাচর জ্ঞাপিতগোচর
হয় না।

২৯ এপ্রিল শনিবার।

পালিগ্রামেট সভায় বক্তৃতাকালে
ফসেট সাহেব বলিয়াছেন, ইমকম টাকের
দ্রাঘত পত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে তারত
বর্ষ অগোকা ইংলও ৫১ ওণ ধনী ইংলও
এই ধনশালিতার মূল তারতবর্ষ।
লক্ষ্য বস্তুর সময় বিচারপতি আক.

কাসন এবং মরিস হাইকোর্টের বিচার
কার্য নির্বাহ করিবেন।

এক ব্যক্তি রক্তমগের অন্তঃপাতী দাট
দর গ্রামের জমিদার জীলুক কান্দ মকরচন্দ্র
পাল চৌধুরীর নিম্নলিখিত সীমিতরাষ্ট্রের
অনুষ্ঠান সমাচার লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।
আমরা আফ্রিকাসহকারে পাঠকগণের গোচর
করিল্যম, এইরূপ সংস্কৃতি মর্শনই আমা-
দিগের বাঞ্ছনীয়।

নকর বাবু এ'মের পূর্বতন জবল
নির্মূল করিয়া বরিত্র সহযোগিত্ব জ'ক্ষণ
দ্বিগকে অজ্ঞান করিয়া অকীয় ব্যয়ে খীর
এ'মে উদ্বাহিগের বাজী করিয়া দিতেছেন
এবং তাহাদের সংসার বাজা নির্বাহোপ-
যোগী কিছু কিছু ধন ও চাকরী দিয়া উদ্বা-
হিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। এইরূপে
ত্রিশ ঘর জাকণের বাস হইয়াছে।

এ'মে যে সকল রাজা সংকীর্ণ ও অণ-
রিকৃত ছিল তাহানিহ ব্যয়ে প্রসন্ন করিয়া
বঁধাইয়া দিয়াছেন।

এ'মে একটা অপরিষ্কৃত ও পীড়াকর
পুকরণী ছিল, বাবু সিজ ২০০০ দুই সহস্র
টাকা ব্যয় করিয়া তাহার পক্ষোক্ত ও
অর্ধেকোশ ব্যবহিত টেরবনন হইতে উক্ত
পুকরণীতে জল আনারনের জন্য একটা
খাল খনন করিয়া দিয়া আনের উপযুক্ত
করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে কেবল জীলো-
কেরা পান করিবে এই নিয়ম করিয়া দিয়া-
ছেন।

৪। সাধারণ লোকের আনের জ'
১০০০০ ধন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এ'
বৃহৎ বীমী ধনন করিয়া তাহার দাট ব'
ইয়া দিয়াছেন।

৫। এ'মেতে বিদ্যার চর্চা অধিক ছিল
না এবং নিকটস্থ এ'মিসমূহের বালকগ-
ণের ইংরাজি বাঙ্গালা শিক্ষার কোন উপায়
ছিল না। সেই অতাব দুরকরণের অভি-
লাষে এ'মে একটা ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়
সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে বালিক
১০০ এক শত টাকা করিয়া ব্যয় পড়িতেছে,
অধিকাংশ দুঃখী বালককে অর্থ খরচ দিয়া
বিদ্যাভ্যাস করাইয়া দেওয়া হয়।

চিঠিপত্র বাতারাভের সুবিধার জন্য কলকাতা একটা পোস্ট অফিস সংস্থাপন করিয়েছেন।

ভাষার অভিযন্তা এলাকা লক্ষীপুর প্রাচ্যের প্রজাপতিদের জলকট্টা মিষ্টিভোগের জন্য ২৫০০ আড়াই সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটা খাল খনন করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৩০ এপ্রিল ১৯৮০। বাবু প্রসাদ মল্লিক জামালপুরে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন বলিয়া যে আত্ম প্রচারিত হয় তাহা ভুল হইল।

সাধারণের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু সৈয়দুল্লাহ সিংহ দ্বিতীয় জেনারেল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মুনীরুজ্জামান বঙ্গোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিহাট বিভাগের ভার পাইলেন এবং যে পর্যন্ত এই ভার ভাঙার চেষ্টা থাকিবে সে পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় জেনারেল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু সাহানুল গুলু হুগলিতে না থাকিয়া যেদিন পূর্বে থাকিবেন।

পাবনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু পুনরায় রাজসাহিতে বদলী হইলেন।

মালদহের সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু অক্ষয় কুমার বসু তৃতীয় জেনারেল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

উত্তর লক্ষীপুরের সরকারী কমিশনার কাশেম এচ. জে. পিট সাহেব সুবিস্ট্রেক্ট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু জানকীনাথ সিংহ মন্ডাইল বিভাগের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় জেনারেল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৩১ ই সেপ্টেম্বর। হুগলীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই. বি. গডবে সাহেব কিছু দিনের জন্য কটক বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চিমবঙ্গ বিভাগে দ্বিতীয় জেনারেল সব ডেপুটি হইলেন—

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ডারমদুয়ার, বাবু রাণা কান্ত বঙ্গোপাধ্যায় জিনিয়াস এবং মাণ্ডা, বাবু সুর্যকুমার সেন, বঙ্গনা গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বারানসি, অরুণাচল সেন, মন্ডাইল, জগদীশ সেন আলীপুর, ইকরমদা পালিত বর্ধমান, বীরেন্দ্রনাথ বসু, কালিচাঁদ।

ক্রীড়ক জে. এ. গার্সন সাহেব চট্টগ্রামের ভার গভর্ণ কর বাজার উপবিভাগের ভার পাইলেন।

কর বাজারের দ্বিতীয় জেনারেল প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ক্রীড়ক জে. পসকোড সাহেব ক্রীড়া বদলী হইলেন।

ক্রীড়ক এ. ডবলিউ. ক্রফেল সাহেব প্রথম জেনারেল প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ক্রীড়ক এ. এচ. গাঙ্গুলি সাহেব, কিছুদিনের জন্য কলার বিভাগের ভার পাইলেন।

সি. বি. কলক সাহেব উত্তর সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি বিভাগের জুল লস্করের প্রতিনিধি ইম্পেস্টর হইলেন।

আব. এফ. রাম্পারি সাহেব কিছুদিনের জন্য পূর্ণ বাজার বিভাগের জুল লস্করের প্রতিনিধি ইম্পেস্টর হইলেন।

সি. বার্নার্ড

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সমাচার।

লন্ডন ৩ ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের মন্ত্রিসভায় যে গোলযোগ হইতেছিল এখনও তাহার শেষ হয় নাই। কার্ভেরিয়ার আজমগারীরা কৃত কার্য হইতে পারিতেছে না।

লন্ডন ২ ই সেপ্টেম্বর। কোটিমোবা পুনরায় টেমারক নিয়ম সংস্থাপনের প্রস্তাব করা হইল, ব্রোহ্মদেশের মুক্তা পণ্ডের নিয়ম থাকে তাহা দেব হইল।

কানিটেরা উপর আগে জরাজ করিতেছে। শোপ পুনরায় হস্তান্তর হইয়াছেন।

মাদ্রিদ ৮ ই সেপ্টেম্বর। গিরি কাউন্সিল মন্ত্রিসভায় প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

লন্ডন ৯ ই সেপ্টেম্বর। লোহ এবং কয়লায় মূল্য কমেছে হইতেছে। ২৪৫ বিবল্লুর মেরে মূল্যও হ্রাস হইয়াছে।

ডব্লিউ. ইংলওর বাক্সে ১৯০০০০ টাকার জন্য দেওয়া হয়।

লন্ডন ১০ ই সেপ্টেম্বর। জার্মানির রাজী প্রসিয়ার যুবরাজের সন্ত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হোলবার্গে গমন করিতেছেন।

সিলভ. ক্যাডেবানিকটে আর একটা রেল ওয়ে ব্রুইনা হইয়াছে। ইহা ৩ জন ইত ১২ জন আহত হইয়াছে।

—১০১—

আমাদিগের বী. জুমহু সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন—

১। রাইপুরে দ্বার একটা দু'মন দিলব বেধা দিয়াছে। এই বারে প্রায় দ্বানি জন-শূন্য হইল। আশ্চর্য এই রাইপুরে এত কাণ্ড হইয়া দাঁড়িতেছে, গবর্ণমেন্ট তাহার কোন অনুসন্ধান লইতেছেন না। আমরা কি বিদ্যা সংগ্রহ প্রচার করিয়া আসিতেছি? গবর্ণমেন্ট অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পারিলাম আমরা কোন বিষয়েরই অণুমাণ অস্বাভাব্য বর্জন করি নাই। গবর্ণমেন্ট একটা কণামানে রাইপুরের দিকে নৃকিনেফ্রোমা করলে অধিবাসীদের প্রাণ রক্ষা হওয়া মুকতি হইল। গোড়ামগরের দ্বারা একটা জনপদ লোকশূন্য হইলে ইংরাজ রাজ্যের দল্লের আর গীমা থাকিবে না।

২। কামেল সাহেবের কাজ গুলি যে তদুপ পরিপক্ব প্রচার ফল নহে তাহা পরিফুট্রপে কালসংকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। বার সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি অনেক গুলি ঢৌকা উঠিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন যে ঢৌকাগুলি বাক্স আছে, তাহাদের এলাকা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে একজন যুক্তিসং-দায় কার্য মুকতিরূপে নিব্বাধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না আর একজন অভিরিক্ত সুস্কেফের নিয়োগ প্রয়োজন হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ক'টোরা ঢৌকা প্রকাশ করিলাম। ক'টোরা একটা সুস্কেফ আদা-লত ছিল। তাহার কার্য বন্ধ করিয়া কির-দংশ এলাকা বলাপুরের ঢৌকার সঙ্গে একত্রী হুত করিয়া বেওয়া হইয়াছে। বাকী অংশ ক'টোরা অস্বাভাবিক করা হইয়াছে। এত অস্বাভাবিক বিচার যে কত কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য

হইরাছে, তাহা অনুভবশীল পাঠক মাঝেই বুঝিতে পারিবেন। এত যে পরিবর্তনে মূল ব্যয় সংক্ষেপ, তাহা কত দূর কার্যকর হইয়া নাড়াইরাছে, তাহা এক বার দেখা বাড়িক। কাটোয়ার এক মকদ্দমা উপস্থিত হইতেছে যে একজন মুনসেফ কর্তা। শেষ করিতে পারিতেছেন না, এই হেতু একজন অতিরিক্ত মুনসেফ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। অতঃপর কাটোয়ার চৌকী থাকিতে যে ব্যয় হইতেছিল, তাহার কিছুমাত্র কৃপা হইল না। অপর দুই প্রজাদের বিচার পাঠবার পক্ষে নানা কষ্টক নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। কাটোয়ার জমিদার বাবু শিবচন্দ্র সরকার মহাশয়কে নানা পীড়ায় এত অক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে, যে তিনি আপন বিষয় কাৰ্য্য পরিদর্শনে নিত্যান্ত অগতি হইয়া পড়িয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবুর মঙ্গল কাম্যক্ষ উদ্যোগশীল পুরুষকে একশোচনীয় অবস্থা পরে দেখিলে জ্বর নিত্যন্ত সংঘটিত হয়। অনিরাহি তিনি আপন বিষয় কার্যের ভার অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া সংসার ক্ষেত্র হইতে অসুস্থ হইতে মানস করিয়াছেন। ইহর চেষ্টাকে সুস্থকায় করিয়া দেন এই আমাদের একান্তিক প্রার্থনা।

৪। এ অঞ্চলের মুসলমান শ্রমী মধ্যে একজন বেশ চিত্তব্য উদ্যোগশীল পুরুষ বেখিয়া আমদা যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তিনি আপন বাসগ্রামকে উজ্জ্বল করিয়া তুলবার জন্য একান্ত ব্যস্ত করিতেছেন। তদন্ত একটা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, এক বিদ্যালয়ে বালকদিগকে হাতারী বাঙ্গলা, ও পারসি শিক্ষা দেওয়া হয়। রবার জম্মা যে ব্যয় হয়, তাহার সমস্ত ভার আপনি বহন করিয়া থাকেন। গবর্নমেন্টের এক কল্যাণকর সাহায্য মাই। তিনি একজন উদ্বোধনশীল পুরুষ। তাহার এত অর্থ ব্যয়ে সম্ভাব্য এক প্রান্ত বেখিয়া আমাদের দূর প্রান্তর আশ্বাস। যে তিনি আপন বাস গ্রামের উন্নতি উদ্ভূত করিবেন। আমদা যে মহাশয়ের এত প্রাশংসা করিলে তিনি জালাপুর নিবাসী জালাপুর উন্নতি উদ্ভূত

মৌলী গোলাম সবহার মিস্ত্রির উপযুক্ত পুত্র জিয়া মুন্সী মিস্ত্রির রহমান সাহেব বাহাদুর। তাহার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি এত অনুরাগ যে তিনি বাঙ্গলা ভাষার প্রতি রিত অনেকগুলি সংবাদ পত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিংবদন্তি, কি মূল্যবান, বড়লোকের ঘরের ছেলেদের মন অসংপথে প্রাধান্য না হইলেই দেশের অনেক মঙ্গল হয়। উপসংহারে ইহর সমীপে প্রার্থনা এই প্রাক্তন মিস্ত্রি সাহেব দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করেন। জালাপুর গ্রামস্থানি বনরাতী আবার হইতে অনেক দূর হইবে না।

৫। সম্প্রতি কাখেল সাহেব শিক্ষা বিভাগে একটা নিয়ম করিয়াছেন যে প্রতি জেলার নির্দিষ্ট পরিমাণে কতক টাকা বেওয়া হইবে, তাহাতেই সেই জেলার শিক্ষাবিভাগ ব্যয় নির্ভরিত হইবে। এই নিয়ম অনুসারে কাখা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনিলায় বর্তমান জেলার স্কুলগুলির পোষণ নিমিত্ত গবর্নমেন্ট বার্ষিক ২৪০০০ টাকা দিবেন। কিন্তু স্কুলের বর্তমান সংখ্যা বজায় রাখিতে গেলে রাজকোষ হইতে প্রতি বর্ষে ৩৭০০০ টাকা বেওয়া অবশ্যক হইয়া উঠে। অতঃপর ১৩ লাক্ষার টাকার অনুমান পড়িয়াছে। অপর বাহের সামগ্র্য সাধনের জন্য উপায় না দেখিয়া কতৃপক্ষ যে সকল স্কুল দুর্ভাগ্যে চলিতেছে না, তাহাতে সাহায্যদান বন্ধ করিয়াছেন। এই হেতু বনরাতী আবার চতুঃপাশে যে স্কুল গুলি ছিল তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। অন্যায় স্কুলের কথা বলিতে পারি না, গঙ্গাতীকুরী বঙ্গবিদ্যালয়ের কি অপরাধে যে সাহায্য উঠাইয়া লওয়া হইল তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এটা এ অঞ্চলের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয়। এক এক বার পরীক্ষার বীরভূমের সময় স্কুলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমরাও সোমপ্রকাশে ইহার কাম্য প্রার্থনা করিতেছি। ইহা কর্তব্যের মধ্যেই প্রাশংসা করিয়াছিলাম। বর্তমান প্রসঙ্গের প্রতি একটা নির্দিষ্ট ব্যবহার

করাতে আমরা আর পর নাই স্থাখিত হইয়াছি।

৬। এবারে পূজার বছর পূর্বে বনরাতী আবার স্কুলের বালকদের বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত হইবে।

৭। বলপুর আজি কালি বীরভূমের একটা প্রধান স্থান হইয়াছে। বলপুরের সঙ্গে কাটোয়া প্রান্তি স্থানের যোগ থাকে, এরূপ একটা পাকা রাস্তা থাকা প্রার্থনীয় হইয়াছে। রোডসেস কমিটীর মেম্বরেরা সত্যি এ বিষয়টি আন্দোলন করেন, ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

প্রেরিত।

মান্যবর জিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

মহাশয়! আমি নানা সংবাদপত্রে এবং অনন্যে পাননা ও সেরাজগঞ্জ অঞ্চলের জমিদারদিগের সহিত প্রজাবর্ণের বিবাদের বিবরণ অবগত হইয়া তাহার তথ্য-সুলভানে প্রবৃত্ত হই, নানা স্থানে জয়গ করিয়া প্রকৃত ঘটনা ও তাহার যে প্রকৃত কারণগুলি অবগত হইলাম তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলুম।

কএক বৎসর হইল এ অঞ্চলের জমিদারেরা কএকখানি গ্রামের প্রজার যাকিনা অসম্মত রূপে বৃদ্ধি করিয়া তাহা ও নানা প্রকার খেচা আদায় করিবার চেষ্টা করেন। প্রজারা তাহা নিতে অসম্মত হয়। তদ্বিব্রম জমিদার বাবুরা প্রজাগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অত্যাচার এক প্রকারে করা হয় নাই। জমিদারগণের শক্তি হইতে প্রজাগণের প্রতিফুলে নানা প্রকার অমূলক বেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং জমিদারগণের শাসন চাঁদের বলে অনেক প্রজাকে সন্ত্রাসিত হইতে হয়। অনন্তর প্রজারা বৌলতপুর নিবাসী বাবু উপানচন্দ্র সরকারকে আদায়কার মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করায় বাবু প্রজাগণকে আইনের অনুযায়ী বাজনার টাকা আদায়তে বাধ্যকৃত করিয়া জমিদারগণের অত্যাচার নিবারণার্থে ফৌজ

দাবি আদালতের আওতাধীন উপবেশ
বেন। প্রজ্ঞাপন তদন্তকারী কর্ম করে, সেরাজ
গজের আদালতে মাজিস্ট্রেট জিহুজ নলেন
সাহেব জমিদার বাবুরিগের স্থানে প্রচুর
পরিমাণে টাকার মুদ্রলকা ও কোমল জমিদারী
এবং করেন, তাহাতে জমিদারের দৌরাত্ম
আপাততঃ কিংবা নিষৃত হইল বটে, কিন্তু
উহারা এককালে ক্ষান্ত হইলেন না।
তাহারা অসহ্যভাবে নিরিখ ও অমায়িক
করিয়া একে খাসি প্রদেশের প্রজ্ঞাপন নামে
অনুমান ২০০ শত বাকী রাজস্বের মকদ্দমা
শাহজাদপুরের সুপেক্ষী আদালতে উপ-
স্থিত করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু
প্রজ্ঞাপন আপিল করিতে জেলা রাজস্বাধির
বিচক্ষণ জজ জিহুজ আলেকজেন্ডার সাহেব
জমিদারগণের দাবি দলিল সকল ক্রটিম
তাহার প্রমাণ পাওয়া প্রজ্ঞাপনের স্বীকৃত
মতে বাকী প্রতি দিয়া ২০০ টাকা ও ফসলী
প্রতি দিয়া ১৭০ আনা নিরিখ অনুসারে
রাজস্ব দাবী করিয়া তদন্তকারী নিষ্পত্তি
করেন। প্রজ্ঞাপনের অবস্থা হইবার এই
প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দৌলতপুরের জমী
দারেরা দৌলতপুর প্রভৃতি গ্রাম জমীদার
প্রার্থনার আবেদন করেন। কালেক্টরের
উপরে উহার বিচার তার সমর্পিত হয়।
সেরাজগঞ্জের প্রাথমিক নলেন সাহেব
২০৭ ইকির হাতে জরিপের আদেশ করেন
(নলেন সাহেবের এই কার্য যে নিত্যন্ত
অসহ্য ও অমায়িক বলা যায় না, কেন না ১৮৬৯
ইংরাজীর ৮ আইনের যে স্থানে যে মাণ
দণ্ড প্রচলিত আছে সে স্থানে তদুপরি মাণ
হইবার বিধান থাকায় এবং ইশকসাহি
পরগণায় “মোকদম সাহেবের” অর্থাৎ
২০৬ ইকির হাতে প্রচলিত থাকায় দলিল ও
প্রমাণ পাওয়া নলেন সাহেব ঐক্য মীমাংসা
করেন) কিন্তু জমিদারেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট
হন।

তৃতীয় কারণ এই যে, কোন কোন জমী-
দার কতকগুলি প্রজ্ঞাপন দাবী করিয়া আপন
ইচ্ছা মত জমি, নিরিখ এবং তদন্তকারী
আইনিক অমায়িক করিয়া অনেকগুলি কলিহাস

রেজিষ্টারি করিবার জন্য সেরাজগঞ্জের
সব রেজিষ্টার নলেন সাহেবের সমীপে উপ-
স্থিত করেন এবং প্রকৃত প্রজ্ঞাপন পরিবর্তে
আপন বাবা অন্যান্য লোককে উপস্থিত
করিয়া তদন্তকারী রেজিষ্টার করাইয়া লন
পরে প্রকৃত প্রজ্ঞাপন তাহা টের পাইয়া
ঐ সকল কলিহাসের ক্ষেত্রে তাহাতে নলেন
সাহেব উক্ত কলিহাস হইয়াছে জমিদার
তাহা প্রমাণগতকৈ ক্ষেত্রে বেন।

এইরূপে সেরাজগঞ্জ প্রদেশে কতক দিন
গোলযোগ চলিতে চলিতে পাবনা অঞ্চলের
কতকগুলি জমিদারের সহিত তদন্তকারী
প্রজ্ঞাপনের বিরোধ এবং তদন্তকারী তদন্তকারী
অত্যাচার উপস্থিত হয়। কোন কোন জমী
দার প্রজ্ঞাপনের দাবি কাটিয়া কলিহাসের
প্রমাণ টিকিট লাগাইয়া নটকাইয়া বেন
এবং অন্যান্য জমিদারেরা প্রমাণ ও তাহার
বিষয়ের পরিবারগতকৈ উল্লংঘন করিয়া
অপমান করেন। প্রজ্ঞাপন ও তাহার প্রতি-
শোধ করিতে প্রকৃত হয়। পাবনা প্রদেশের
গোপাল নগরের প্রজ্ঞাপন প্রথমে জেপিয়া
উঠে, পরে তাহারবিষয়ের সঙ্গে নানা স্থানের
দুখা দল এবং জমিদার বাবুরিগের মুখ
পালিত লাঠিগাল দল মিলিত হইয়া নর্যায়ে
গোপাল নগরের মজুমদারবিষয়ের বাড়ী
লুণ্ঠ করে। তাহার পর দুরাচারী ক্রমশঃ
বলে বলে পুষ্ঠ হইয়া হাটুয়া নাকালিয়া
এবং কাঁড়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে তদন্তকারী
অত্যাচার করিয়া অবশেষে সাগর কাছিতে
দক্ষিণাঙ্ক করে। ইহার মধ্যে পাণ্ডাচারীকৃত
কত স্থানের জীলোকদিগকে বিব্রত করিয়া
তাহারবিষয়ের ক্ষম হইতে অলঙ্কার খুলিয়া
লইয়াছে এবং কত প্রকার অপমান
করিয়াছে।

গোপালনগর হইতে আরম্ভ করিয়া
সাগর কাছি পর্যন্ত শেখ করিতে অত্যা-
চারিগণের আর ৫।৩ দিন লাগিয়াছিল।
ইহার মধ্যেও পাবনার মহায়া মাজিস্ট্রেট
টেলার সাহেবের চেষ্টা হয় নাই। নানা
স্থানে লুণ্ঠ আরম্ভ হইয়াছে এবং দুখাবল
স্থানে স্থানে সমবেত হইয়াছে এ সংবাদ
লিখিতে জানে না এবং রাজ দ্বারে দাঁড়া-

তিনি এক জন পুলিশ কর্মচারীকে সঙ্গে
প্রথমে তাহার কিছুই বিশ্বাস করেন নাই।
যখন গ.ন.মের ৭.৬ গ.ন. হইল তখন
টেলার সাহেব মকদ্দমে যাওয়া নিজে
মৌকর বসিয়া থাকিয়া পুলিশ কর্মচারী
গণের দ্বারা দেবীর সঙ্গে কতকগুলি
নির্বোধ লোককে ধরিয়া আনিলেন। টেলার
সাহেব সত্যক হইলে কি ঐকল অত্যাচার
হইতে পারিত?

যাহা হউক দুখার অত্যাচার হইত বা
বিভ্রান্তী প্রকার অত্যাচার হইত যেম
তেন একান্তে বরিত প্রজ্ঞাপন যে সর্বনাশ
তৎ প্রতি সন্দেহ হয় নাই। যে এদেশে
লুণ্ঠ পাট হইয়াছে আজি কালি সেই এদেশে
শের অবস্থা দেখিলে অস্বস্তিকারী হইয়া বোধ
হয়। যে সকল লোকের বাড়ী লুণ্ঠ হইয়াছে
আহারও নালিশ করিতেছে, যাহাদের
বাড়ী লুণ্ঠ হয় নাই তাহারও নালিশ করি
তেছে এবং যে সকল লোকের সঙ্গে শক্ততা
যাচ্ছে তাহারবিষয়ের নানা অসামান্য মধ্যে
লিখিয়া দিয়া পরে পুলিশ কর্মচারীগণের
সহিত মিলিত হইয়া এক এক ব্যক্তির নিকট
১০। ১৫। ২০ টাকা পর্যন্ত নগদাঙ্ক
করিয়া লইয়া ক্রমে তাড়িয়া দিতেছে।
ওরিকে যে নিরপরাধ ব্যক্তি টাকা দিতে
পারিতেছে তাহাকে কে জমদারী আদালতে
চলান করিতেছে। এইরূপে যে কত শত
নির্বোধ লোকের সর্বনাশ হইয়াছে ও কত
নির্বোধ ব্যক্তি অকারণে জেলে আবদ্ধ
আছে তাহার সংখ্যা নাই।

মহাশয়! আমি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া
যেহাং আয়েজেন রেজিষ্টার তাহাতে
পাবনা ও সেরাজগঞ্জ প্রদেশের প্রজ্ঞাপন
গণের রক্ষার উপায় নাই। আজি কালি এ
প্রদেশে যাহার নিকটে সত্য কথা পাওয়া
যাইতে পারে এমন একটি মিরপেক্ষ লোক
পাওয়া যুক্তিহীন হইয়াছে। যাহারা লেখা
পাড়া জানেন তাহারা সকলেই প্রায় জমি
দার অথবা তাহার বিধের পক্ষাবলম্বী
লোক। প্রজ্ঞাপন অধিকাংশই যোর দুর্গ
এবং দরিদ্র। তাহার সংবাদ পাঠেও
লিখিতে জানে না এবং রাজ দ্বারে দাঁড়া-

কবার কবার টাকার দরকার, এত টাকা কোথায় পায়। এভাবে পাবনার স্থানীয় শান্তি রক্ষকেরা কেবল গণসংঘেটে রিপোর্ট করিয়া আপন আপন দায় সংশোধন করিবার চেষ্টাতেই তৎপর। কারণে যে এ এদেশে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে তাহারবিষয়ে তৎপ্রতি জ্ঞেয়ও নাই। পাবনা পুলিশ কর্তৃক রাগনের নিরপেক্ষতা এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে। ২। ১

১। ১ জীভাল দোকানিকালিও তাহারি ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন না। শান্তির ক্ষেত্রে সাহস পূর্ণক প্রজাতির অসুস্থতা কথা বলিলে জমিদারেরা অমনি তাহাকে বিক্রোভীর রাজা বা দলপতি ইত্যাদি নানা প্রকার অপরাধ দিতে এবং সংসদ পক্ষে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সংসদ পক্ষের সম্পাদক যুগে বলেন, তাহারি প্রকার বক্তৃতা, কিন্তু কাজের বেলায় জমিদারগণের বক্তৃতা বক্তৃতা। তাহারি প্রকার কথা প্রচার পক্ষবিশিষ্টগণের বিক্ষেপে নানা ঘন গড়া কথা লিখিয়া জমিদারগণের সম্মুখ সাধন ও তাহারিগণকে পুত্রিত করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বাগ, যদি কেহ অসংখ্য প্রতিবাদ করিয়া কিছু লেখে প্রাণান্তেও তাহা প্রকাশ করেন না। করিবেনই বা কেন? এজুতা ত টাকা খরিদ সংসদ পত্র গ্রহণ করিতে পারে না। জমিদারের বিক্ষেপে লিখিলে দেশে দেশে জমণ করিয়া যে গ্রাহক বৃদ্ধ করা হইয়াছে তাহা যে কমিয়া যাইবে, তাহার উপর কি? আজ কালি পেরাঙ্গের মনেন সংসদ এবং মৌনাত পুরের বাবু ঈশানচন্দ্র রাইই সম্পাদক বিগের লক্ষ্য হইয়াছেন। মনেন সংসদকে সেগোজগত হইতে পুনঃস্থর এবং ঈশানচন্দ্র রাইকে হও সেগোজগতে পারিলেই জমিদার বিগের কার্য সিদ্ধি হয়। তখন জমিদার বাগেরা বক্তৃতা বলিয়া প্রচার হইত। তাহারি রক্ত গান করিবেন এবং বাড়িতে পুত্র কণ্ঠে কথটি বলিবার লোক থাকিবেক না।

মহাশয়! লিখিতে লিখিতে এক গল্প হইয়া পড়িল আর লিখিতে পারি না, অব

শেষে পাবনার মাছিক্রেট টেলার সাহেবকে একটি কথা বলিয়া পত্রের উপসংহার করি। প্রাথমিক সাহেব কি মনে করিয়াছেন যে ঈশানচন্দ্র রাইকে আবদ্ধ রাখিলেই জমিদার প্রচার সম্বন্ধিত হইবে? যদি তাহা মনে করিয়া থাকেন তবে সে তাহার জয়। তিনি সর্বাপি এদেশের মঙ্গলক্ষী ও প্রচার বক্তৃতা হইতে চাহেন তবে অল্প এমি এমি জমণ করিয়া প্রচারবিগের অবস্থা দেখুন এবং যে সকল জমিদারের অসংখ্য মঙ্গল হইয়া পূজাগণকে বিক্রোভী হইতে পুত্রিত করিয়াছে এ অসংখ্য জমিদারের কঠিন হও বিধান কখন তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে অথচ কেহই তজ্জন্য দুঃখিত হইবে না। তত্ত্বের অন্তর্গত যত চেষ্টা করিবেন সকলই বুঝা হইবে।

জমণ কারিগোজমণ

জমিদারের মঙ্গলের নামে যে অতি যোগ উপাধিত হইয়াছে, সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে সম্মিলিতসমূহে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কোন কোন অধীর প্রকৃতি ব্যক্তি মঙ্গল উপর একেবারে বক্তৃতা হইয়া উঠিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত বিষয় বৃদ্ধি অধীন হইয়া বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই মঙ্গল উপর পরজাগরণপারামর্শের আবেগ করিতেছেন। "মঙ্গল" এই কি কাজ!! এই নামের অর্থখানি নাটকও মুদ্রিত হইয়াছে। যে বৃদ্ধিত অপরাধের নিমিত্ত মঙ্গল অভিযুক্ত হইয়াছেন, সংসদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীর্ঘসেবানিরত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহালক্ষ্যের মানবানি কত মঙ্গলপ্রাপ্ত আর নাই। কিন্তু মঙ্গল বক্তৃতা সেই অপরাধে অপরাধী কি না, আমরা কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। এমত স্থলে চূড়ান্ত বিচারের পূর্বে অতিবৃক্ত মঙ্গলের বিক্ষেপে কিছু লেখা বাত্পর নাই বোঝাব। ইহাতে যে কেবল অধীর প্রকৃতিগুলি উচ্চতা প্রকাশ হইতেছে এমন নহে বিচারপতির ক্ষমতা অতিবৃক্ত ব্যক্তির নিষেধিতার বিপরীত সংসদ

অসংখ্য বেওয়ার্ড চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে, যাহা লক্ষ্য পাত্র অনুসারে একান্ত নিষিদ্ধ। যাহা হউক, আমরা তরসা করি অপরাধের যিনি মহাস্তের অপরাধের বিচার করিবেন, সেই পুত্রিত বিচারপতি মহাশয়, এই আন্দোলন অন্য সংসদবিগে নিরোধ করিয়া সচিচার বিতরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

অবশেষে এই স্থলে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। যথেষ্ট, "সেন" বিচারালয়ে এই ওকতর অপরাধের বিচারকালে জুরির সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। যেস্থলে উত্তর পক্ষের অন্যতর পক্ষ বিশেষতঃ অতিবৃক্ত পক্ষ ঐশ্বর্যশালী ও ক্ষমতাগনন, সেস্থলে প্রায়ই জুরির বিচারে লোকে শঙ্কাবিত হইয়া থাকেন। তাহারিদের প্রেরণা আশঙ্কায় কোন বৃক্ত বৃক্ত হেতু আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু যখন সাধারণ উক্ত বিধ আশঙ্কা করেন, তখন বিচারপতিরও সম্মিত সাপেক্ষ হইয়া জুরি নির্বাচন করা কঠিন। আরো এতদে সাধারণ জুরির বিচারে লোকের আশঙ্কা অতি কম। তৎপ্রমাণার্থে আমরা একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, যথা— "কিন্তু বিচার জুরির হাতে! জুরির মহাশয়েরা একান্তে হুতন জাতী, অমায় অপ্রায় কিছু বুঝেন না। যখন লাকির জবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাহারি কেহ কতি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা সম্প্রতি তজ্জাতিত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতে ছিলেন, তখন তাহারি কিঞ্চিৎ সুধাতর। যুগে যুগিনী কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন জুরিধ্য বাহানার "চার্য্য" বিতেছিলেন, তখন তাহারি মনে মনে জজ সাহেবের বাড়ির পাকা হুল জলি গণিতে ছিলেন। জজ সাহেব যে শেষ করিলেন, "সম্বন্ধের কল প্রতিবাদী পাইবে" তাহাই কেবল কণে গেল। জুরির মহাশয় বিগের সকলই সন্দেহ, কিন্তু শুধুমাত্র

নাই, কিছুই বুঝেন নাই; তিনিই বুঝেন। একটা কিছু স্থির করা অভাব নাই, হয়ত সে সত্যিকারই, সুতরাং সন্দেহের কল প্রতিবাদীকেই দিলেন। ইত্যাদি।" যদি এম্বেলে মহান্ড সত্যই নিরপরাধী হন, তবাপি জুরীর বিচারে যুক্তি লাভ করিলে সংস্কারের ইচ্ছা বলিবার অধিকার হইবে যে, মহান্ডের এমনই প্রচুর সর্বাধার্য বশীভূত হইয়া জুরররা তাদৃশ পাণ্ডিত্যে নিরপরাধী বলিয়াছেন। অথবা তাহারদের দুর্বৃত্তা নিবন্ধন মহান্ডের নিকৃতি হইল। আর যদি তাহারি বোধোচিত নও হয়, তাহা হইলেও সম্ভব সমাজিকেরা ইচ্ছা অনুমান করিতে পারেন যে, এই দুষ্কৃত্য বহুল আফোলন হওয়ারতে জুররদের মনে মহান্ডের বিরুদ্ধে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহারই বশবর্তী হইয়া সম্যক প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত হয়ত তাহারি মহান্ডের সওঁবিধান করিয়াছেন। অতএব উপসংহার কালে আমরা বলিতেছি, যে মহান্ডি বিচারপতির হস্তে মহান্ডের এই মর্কস্মার বিচার হইবে, তিনি যেন জুরী নির্বাচন কালে এরূপ সাবধান হন যে, "জুরীর দোষে সচিবের ব্যাখ্যাত হইয়াছে" বাহারে এরূপ বোঝাবাটন করিতে ছিত্র না পান। অপর, এই অভিযোগের বিচারার্থে বাহারি জুরী হইবেন তাহারি দিককেও আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি যে এই সজ্ঞার অপরাধের বিচার কালে পাবে পাবে বর্ধের দিকে—লোক সমাজের দিকে সবার পূজ্য সম্প্রদায় মওদীর দিকে তাহারি যেন দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। "অদ্যাপি বওরন হওয়াং টেকবাণাবওরন অবশ্যো মহাব্যাপ্তি নরকটক গচ্ছতি।" বর্ধশাস্ত্র এণেতু মহাবি মনুর এই শাসন, বিচারপতি মাজেরই সর্ভব্য।

বশবত
বহুবিজ্ঞানী
উৎকলসজ্ঞা বহু।

সংসার পাত্র নুট হইল গবর্নমেন্ট বর্ধ-
বনি জেলায় গ্রামে গ্রামে বিশেষ তদন্ত
করিয়া বহিঃ প্রজাগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত
হইবেন এবং এরূপ সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলে

বোপী নদী বা খাল নাই সেখানে খাল
খনন জন্য তিন লক্ষ টাকা প্রদানের অনু-
মতি দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে পাঠ করিয়া
আমাদের হৃদয়সংস্পর্শে পুনর্জীবন প্রাপ্তির
আশা সঞ্চারিত হইল। ততদিনে যে জেলার
স্থানে স্থানে খাল হইয়া দেশরক্ষা, কৃষি ও
বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা
আমরা হৃদয়ে পারিতেছি না। নদী ও
আবাদীখাল না থাকাতাই প্রতিবৎসর
অধিকতম অল্পষ্ট অবস্থার পতিত থাকে।
বিশেষতঃ গভবৎসর অনার্য প্রযুক্ত অনেক
মহালের অর্ধেক ভূমি আবাদ হইয়াছে
কিন্তু সন্দেহ। একারণ কৃষকগণের দুঃখ-
দার একশেষ হইতেছে। এফে ত কয়েক
বৎসরাধি মালেরিয়ার জুরে শরীর জীর্ণ
হইয়াছে, আবার এবৎসর ঘরেও অন্ন নাই,
সুতরাং মজুরী না করিলে উদ্বাস্থ্য সংস্থান
হয় না। তদুপরীয়ে আশাশ্রয় করিয়া নিযুক্ত
হইলে জুর হয়, এই প্রকার উপায় পরি-
কল্পনায় জুরের ব্যতনার অন্তর হইয়া কেহ
অন্যভাবে কেহ সীতমত চিকিৎসা ও
পথ্যের অভাবে অকালে কাল গ্রাসে পতিত
হইয়া হৃদয়গা পরিবারবর্গের শোকাক্রান্ত ও
দারিদ্র্যগ্রস্ত প্রবাসিত করিতেছেন। কোন
পরিবারের হয়ত তিনি এক মাত্র বংশধর
ছিলেন সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার
বংশধরও নাম তৎসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হইল।
এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা অনেক গ্রামেই
দৃষ্ট হইবে। যদিও গবর্নমেন্ট এই জেলার
স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া
ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি বহুবিধ সমুদায়
দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেছেন,
কিন্তু আমাদের কল্পের দোষে কিছুতেই
জুরিবার সংক্রামক জুরের শান্তি হইতেছে
না। তাহার কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হই-
তেছে। প্রথম, জেলার স্থানে স্থানে জল
নির্গমনোপযুক্ত নদী বা খাল নাই। দ্বিতীয়,
যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহার অনেক
গুলি ভরাট হইয়া বাইতেছে, সেই কারণে
মাঠে কৃষিকার্যের বিঘ্ন ও উৎকট পানীর
জল লাভের ব্যাধাত হইতেছে। তৃতীয়

গাছে, তাহার অধিকাংশই অকালে পরিপূর্ণ।
একণে গবর্নমেন্টের নিকটে আমাদের মনু-
নর প্রার্থনা এই, বর্ধমান জেলায় নিত্যন্ত
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত গ্রামগুলির অবস্থা পরিজ্ঞাত
হইয়া খাল খনন করিয়া দিলে কিয়ৎ প্রজা-
সমূহের জীবন দান করা হয় এবং জেলা-
টিকে সম্যক উন্নয়ন করিয়া জমি ও বাণিজ্য
দ্বারা প্রভূত মঙ্গলসাধন করা হয়।

১৯৮০ সাল বর্ধমান জেলায়
২০ এ ডিসেম্বর কল্যাণ জনসাধারণ।
জি—

—৩০—

সবিরল নিবেদনকর্তা

মহাশয়! আমি কলি ইয়ারজমের

ভারতবর্ষীয় গণের প্রতি বৈরাগ্য বিনম্র ভাব
সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে এদেশের আর
মঙ্গল নাই। বিগত ৩১ সেপ্টেম্বর দিবসের
ইংলিসমানে হৃত বাণু কিশোরীচাঁদ মিত্রের
জন্মদেয় অনুমান বিখ্যাত আলোর উপাধিধা
রিগণের আশাভূষণ উদ্বাহিত হয় না কেন এই
বিষয় মীমাংসা করিতে গিয়া উপসংহার
কালে করেন "এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের
এখানে প্রধান শ্রীক্ষেত্রীয় দলের (গ্রাডু
এটমিগের) ইংরেজী জাতির প্রতি বৈরাগ্য
তাহাদের সর্বাঙ্গীন বিদ্যোদিতর একটি
মহান্দ সজ্ঞার স্বরূপ "ইচ্ছা (গ্রাডু এটম)
অত্যন্ত দাত্তিক ও বিদ্যোদিতমণী। ইচ্ছার
পূর্ণকালের কৃতবিদ্য বুদ্ধের ন্যায় অতাব
গত মনুষ্য নাই। এই সকল কারণের সম-
বাহই ইচ্ছার শিক্ষার বিশেষ ব্যাখ্যাত
জন্মইচ্ছা বৈরাগ্য " ইত্যাদি। কল্যাণ
বর্জিত ও সজ্ঞার পদনীতে অধিকতর হইয়া
বৈরাগ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে
একথাগুলি কেবল সত্যের অপলার্প মাত্র।
ইংলিসমানের ন্যায় এক খনি এদেশের
সংসারগত সমুদয়ের শীর্ষস্থানস্থিত ও লজ্জ
প্রাপ্ত পত্রিকাকে বিবেচ্য বিজ্ঞানত বাণ্য
একটি জাতিসাধারণ গ্রামিণী চার করিতে
বৈরাগ্যে আমাদের জন্মের সজ্ঞা পরিজ্ঞা-
পের আবির্ভাব হয় অসংখ্য লিখিতা শেল
করা যায় না। ইচ্ছা সপ্রদায় সীতার

ভাষ্যের বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা পরিত্যক্ত হইয়া যত প্রকাশ করিলে তাঁহা হইতে আশাভিগের বেশের যেরূপ অশিষ্ট হইতে পারে এরূপ আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্তমান জাতবর্গের বিজিত বিগের সহিত সমগ্রজাতের উন্নয়ন না হইতেছে, ততদিন এদেশের অত্যাচার কোথায়? বাহাদিগের উপরে ধের ও পশুসৎ বলিয়া সংস্কার থাকে, তাহাদের প্রতি সমাক্রমে সম্বাদন করিয়া অটনসর্গিক। আমরা বর্তমান অবগত আছি স্পষ্টভাবে কহিতে পারি চরিত্রগত বোধ আধুনিক শিক্ষিত হইলে অসুস্থতির কারণ নহে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এখানে সংস্কৃত না হইতেছে ততদিন উৎকৃষ্টতর কললাভের আশা করা বিতর্কনা মাত্র। এদেশের রতনবদ্য যাত্রাই বিদ্যাভিমানী ও গর্ভিত এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন সুক্তর অনুমোদিত তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদেশীয়বিগের (বর্তমান বাহাদিগের) রাজত্ব কতদূর দুর্ভাগ্য ইহাদের ইংরাজদের প্রতি বিরূপ তাহা তাহা পক্ষপাতহীন উদ্ভাষন ইংরাজ যাত্রাই অবগত আছেন। উদ্ভাষ ইহারা যেরূপ ন্যায় শাস্তিভাবে অনুভব ইংরাজদের অত্যাচারসহ্য করিতে পারে না এবং তাহাদের কোন সুক্তিবিগর্হিত কার্যে দেখিলে সংবাদপত্রে সরলভাবে তাহার প্রতিবাদ করে এই তাহাদের দোষ। কিন্তু ইংলিসম'নের জ্ঞান উচিত যে প্রজাবৎসল্য রাজ্যের সুশাসনে বিদ্যা শিক্ষার সত্ত প্রাচুর্য হইবে ততই তাহাদের এরূপ বাহাদিগের আধিক্য লক্ষিত হইবে। ইংরাজেরা আপনাই ইহাদের চক্ষুদীলিত করিয়া দিয়া আপনাই তাহা বন্ধ করিতে প্রয়াস পান কেন বুঝিতে পারি না। এদেশীয় ইংরাজেরা আমাদের কতদূর উদ্ভাষিতিকীর্ষ উল্লিখিত পণ্ডিত কতিপয় তাহার স্পষ্ট পরিচয়ক।

বন্দন
অটন এদেশীয়।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৩ সাল ৫ ই সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফীট	ইঞ্চ
মোহানার অরুণামপুরের নীচে	৪	০	
তথা হইতে গড়িয়া উপর			
১২ মাইলের মধ্যে	১৪	০	
তথা হইতে জগদীপুর			
৭১ মাইলের মধ্যে	১৭	০	
জগদীপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮	০	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৪০ মাইলের মধ্যে	১০	০	
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৪ মাইলের মধ্যে	১২	০	

সন ১৮৭৩ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর	১০	৪
জিহুত সি. ই. উইল একজি ১লা এপ্রেল ১৮৭৩		
কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া লোকাল রিবার ডিভিজন		

মুলা আশি।

আমরা রতজাতসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত যত্নসংগণ এ সংগ্রহে সোমপ্রকাশের মুলা প্রেরণ করিয়াছেন।

জিহুত বাব মনুসমোহন পান চৌধুরী	
বালিডাঙ্গা	১০
" " রায় চরিত্রজ্ঞা চাকি বাহাদুর	
ধুবড়ি	১০
" " মুণি জিন্নার রহমত	
তালিমপুর	১০
" " মহাতারত রায়—সিরাল দহ	৫১০
" " বাম'চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
কল্যাণপুর	৫১০
" " তেহারনাথ পাঠক	
শ্যামলাজার	৫১০
" " সুধেন্দ্রমোহন রায়	
রোরাইল	১০
" " ইজ্ঞানারাম তেওয়ারি	
বর্ধমান	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মুলা না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মুলা বার্ষিক ১০ টাকা বার্ষিক বাৎসরিক ৫১০ টাকা, মকমলে মাসুল সম্বন্ধে অগ্রিম বার্ষিক ৭০, বাৎসরিক ৫১০ টাকা। ছর মাসের স্থানে অগ্রিম মুলা গ্রহণ করা যায় না। নোট, ছটি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে বাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মুলা প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মুলা নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মুলা ফিরিয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মুলা পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনীর নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া জিহুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

বাহাদিগের সুতন মুলা দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পৃষ্ঠে তাহাদিগের নামোন্মেষ করিয়া তাঁহা-দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীত্র পাইব।

বাহাদিগা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৮০ হুই আনা তাহার পর ১০ বেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাহার সহিত যতদূর বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্বে সোণাপুর টোপের দক্ষিণ চারুকিপোড়ায় জিহুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রেরণ করিতে হইবে।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৪৫ সংখ্যা।

“প্রবর্তনাং প্রকৃতিচিন্তাম্ পার্থিবঃ সরস্বতী স্মৃতিমম্বতী ন নদীযতাং।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
জুনিয়র বাৎসরিক ৫ টাকা।

সন ১২৮০। ৭ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ২২ এ সেপ্টেম্বর

মকমলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মাস টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে
আমাদের চাউমহরত্ব “জ্ঞানবিকাশিনী” নামী
সাপ্তাহিক পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
ডাক মাসুল সমেত ৫ টাকা করা হইল।
ইহা ত করমা। আগামীতে আরও বৃদ্ধি
করা যাইবে।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

এই এক নতুন কথা—এমন বৃত্তান্ত।

১২ পেজী কর্মীর এক কর্মাকারে প্রতি
মাসে প্রকাশিত। পুস্তক পাঠে যাহার
আনন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে একবার দেখুন।
মূল্য ০.৫ আনা।

সেবারীর অধীন } শ্রীঅধিকাচরণ গুপ্ত
চক্রবর্তী পোষ্ট } হেতু মাষ্টার
ডাকমোকা কুস

—০—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
জরদেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
জরদেব গোখরীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০/০
ডাকমাসুল ০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্ত।

লালবাজার হিন্দু } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হট্টেল কলকাতা }

—০—

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী

মোড়ার, দানাল, আড়তদার এবং
অতিথিদিগের সমস্ত কার্য উক্ত এজেন্সির

দ্বারা স্থলরূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত
হইবে। এজেন্সী অফিস গুপ্ত যন্ত্রে কর্ণা
ধ্যকের নামে বাছল দিরা পত্র লিখিলে
এজেন্সী কার্যের নিয়মাবলি ও বাৎসরিক
কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত
হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত
জামিতে পারিবেন।

শ্রীঅভ্যুদয় গুপ্ত
কার্যাবধায়ক।

—০—

“প্রভু-কল্প-মঙ্গলী”

(সংস্কৃত ও বাংলা, মাসিক পত্রিকা।)

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বাহারা। এর
অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ
অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা।
ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ
ধনী, বন্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বর্জনা
নাথিগতি দীর্ঘকাল বাহাজুর ও নাটোরাবীন্দ্র
মহোদয় প্রকৃতি মহারানী স্বর্ণময়ী ও রাণী
শরৎসুন্দরী প্রকৃতি; রাজা বতীন্দ্রমোহন
ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাজুর
প্রকৃতি অনুরোধ বটিল দ্বারকানাথ মিত্র ও
কাম্বীর রাজানাত্য নীলাধর সুখোপাধ্যায়
প্রকৃতি “সনাতন ধর্ম্মাঙ্গিনী” সভার
অধ্যক্ষ রাজা বাহাজুর ও “আদি ব্রাহ্ম
সমাজের প্রথম আচার্য্য মহোদয়” প্রকৃতি
উদার বাসুদেব সুখোপাধ্যায় ও অমলা
প্রসাদ সুখোপাধ্যায়, মুক্তাঙ্গের স্বর্গকান্ত
আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী,
আসামের চিবানন্দ চৌধুরী তাঁতিবন্দের

বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, লক্ষ্মীপুরের পূর্ণী
রান চৌধুরী, চন্দ্রপ্রভাচরণের সুধেন্দ্রমোহন
দেবরায়, ছান্দ্যকার অমলমোহন দেব রায়,
বহরমপুরের রামরাস সেন, ছপলির হরিদাস
শীল প্রকৃতি এসিডেন্সি কলেজের ছাত্র
প্রাণনাথ পাণ্ডে ও কুলদাক্ষিণ্যর রায় প্রকৃতি
নেতৃত্বকার (ধনুসরি কল্প) রমানাথ সেন
তথা কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রকৃতি
হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রকৃতি কাম্বীর (মহাস
তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বৈদ্যসুন্দরবতী ও মাহেশের
(অভিনবজ্ঞান) রানচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকৃতি।)

এতাবূর্ণ পত্রিকাদির প্রকাশ কার্য
বাখীন বজ্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন
হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্তিত হইবার
শ্রীরামপুর মাহেশ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাম
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্যবজ্র
নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে
প্রস্তর কার্যে কিছুমাত্র আর লক্ষিত না হই
বার উক্ত মহোদয় বজ্রালয়ে খীর বস্ত্র ত্যাগ
পূর্বক স্বপ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ
প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার তাঁহার
প্রাণের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত
করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অধ্যাপি
তাঁহার প্রাণ্য আছে। তালকটি সম্পূর্ণরূপে
আনারিগের অধীন ও পত্রিকা কার্য
শিগ্গর হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয়
এই যে উল্লিখিত ভাগীন ভাগ নষ্ট করিতে
যে ১৮০০ আঠার শত টাকা খরচ হইতেছে

ইহার দ্বারা (যন্ত্রটি ত সমুদ্রে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষকে লাইরাও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই অংশোদ্ধে প্রত্নকল্পগণের সাহায্য জিন্ন গত্যন্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রত্নকল্প নন্দিনীর গ্রাহক হুইতে পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদোৎসাহী, প্রত্নকল্প মাত্রেই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত দুজা কিছু অধিক নহে। তরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আদার হইতে পারে। (ইতিপূর্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। কামাদিগের সর্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিকটক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

বাহার বাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অমুকল্পা পুরস্কার "সৌমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুজিভৈখী" সম্পাদকের নিকটে কিংবা "সমাতন ধর্মরক্ষণী" সভাতে অথবা কলিকাতা জীমঘোষের দেন ৩ নং ভবনে সত্য যন্ত্রে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা প্রাপ্ত মাত্রেই স্বীকর্তব্য কৃতজ্ঞতা সৌমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশিত করিব।

প্রত্নকল্প নন্দিনী ও সত্যযন্ত্রের অধ্যক্ষ
শ্রীসত্যব্রত শর্মা।

—:—:—

শুণ বস্ত্র।

২৪ নং বৃদ্ধাক্ষর দেন; প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগর মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাংলা ছাপার কর্ম্ম অতি হৃদয়রূপে শীঘ্র নির্মাণ কর। মূল্য কার্য্য বিবেচনার লগ্ন্য বার, বাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাংশে ক্ষয় হইতে পারে।

শ্রীসত্যব্রত শর্মা

কাংগাধক।

—:—:—

সাংগাধিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রণীত রহি

বার শুণ বস্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পত্রিকা, সাংগাধিক সংবাদ, কামদানি রপ্তানি, জব্বাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় একটু হইতে মূল্য ডাক মাহুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা বাধ্য দিক ৪৪ টৈমাসিক ২৬০ আনা।

শ্রীসত্যব্রত শর্মা

সহকারী সম্পাদক।

উক্ত বাবু গঙ্গাধর দত্ত প্রাণোপায়ী এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বস্ত্র ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাকদারি পুস্তকখানি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ১০।

এ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ১০। একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাহুল ১৮। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এম্টিসি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৪ ডাক মাহুল ৪৪ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০ আনা। উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাহারা ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাহাদের প্রয়োজন হয় তাহার দ্বিতীয় খণ্ড ডাক মাহুল কিংবা মোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাকদারি করিনারায় বঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাণচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক মাহুল ৫, আমার নিকট প্রাপ্য।

এসিদ্ধ ডাকদারি ৬ জুর্গানস কর মহাশয়ের কৃত মেট্রিকা মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রসাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০। উক্ত কৃত ভৈষজ্য ইহাতে বস্ত্র ব্যবস্থাপত্র সমিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০।

ডাকদারি শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র শর্মা মহাশয়ের কৃত হৃদয় সার্জারি অর্থাৎ হৃদয় চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল প্যাকিং খরচ ৬০। বাবু কেজনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমি-

তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল ১০। কলিকাতা প্রাণোপায়ী হিন্দুহটেল } শ্রীশ্রীদাস চট্টোপাধ্যায়।

শুণ লাইব্রেরী।

এই প্রাণোপায়ী প্রায় সকল প্রকার বাংলা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যিকমত পাঠান হইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ শর্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটরি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার জব্য আবশ্যিক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জব্যগুলি শুদাসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেক করা প্রস্তর নির্মিত নন্দীমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। যেহিহাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্লেট।

বাটী মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্খের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেক করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুতি নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি এই সকল কার্খ প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কলিকাতা

৭ নং হেভিওস ট্রীট } বরদ এণ্ড কোং।

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়াগনোসিস

অব ডিজিজ

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাকদারি বঙ্গোপাধ্যায় কৃত উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ণার ৬০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬ ডাকমাহুল ১০ আনা। উহার বাজাই অতি শোভা এবং সুন্দর। চুচুড়ার এডুকর্ডার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-হট্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু ওরফার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিণীদেরই জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্য-শিলা দুই ভাগ একত্র ব'জাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল ১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গর্ভিণীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কর্তৃপক্ষ পায় না, নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-লক্ষণ ও তাহারিগের কয়েকটা গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাধকের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভজাব নিবারণোপায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কলার্য অর্থাৎ বিহুটিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ১০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ন্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম আর্থিক মূল্য ডাকমাহুল ২ মৈত্র ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বোটানি) ১/০

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১/০

প্রত্যেকের ডাকমাহুল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানায় পাওয়া যায়।

কলিকাতা, } শ্রীযুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহট্টেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য প্রাচীর পরীক্ষার স্থিতি বিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান এবং বাঙ্গালা হাজরুতি পরীক্ষার ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিকাল সায়েন্স পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিকাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা-ধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত পদার্থ দর্শন যে বাঙ্গালা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই বানিই যে পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের হাজরুতি পরীক্ষার ইংরাজি তালিকায় ফিজিকাল সায়েন্স বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকাতে ইনি সম্প্রতি পদার্থ দর্শনের এক সুতম সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আবরণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান যুক্তিতত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্মাল বিদ্যালয় হাজরুতিগের নিমিত্ত বহুলভাবে ও বহুবিধাভাৱে ভারকেন্দ্র যন্ত্র বিজ্ঞান বোম্বার্ডম্যান বেগ পতনশীল বস্তু, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান দ্রব্য সংক্রান্ত বিস্তার সমাধিত প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ১। এক টাকা চারি আনা। সাহিত্য গ্রন্থ নির্দিষ্ট না থাকাতে ইনি দুই বৎসর সাহিত্য সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের আর সঙ্কলিত হইয়াছে। ২য় খণ্ডে প্রধান প্রধান গদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের আর সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক টাকা।

৩। কিপ্র পদার্থ দর্শন ১০ আট আনা।
পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা ১/১০ দেড় আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত বস্তুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা নর্মাল স্কুল।

ভূগল আর সংগ্রহ।

উপরে মাইনর ও বাঙ্গালা হাজরুতি

পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও তৎসংক্রান্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে, তারিখ ১৮৮৮ ও ১৮৬০ খৃঃ ৩ইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত এণ্ট্রেন্স ও হাজরুতি পরীক্ষার ভূগোলের প্রণালীও প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্য মূল্য ১/০

শ্রীযুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায় বি, এ

—০—

বাঙ্গালা শব্দ তাহার বাত্ম প্রত্যয়, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক বানি অভিধান রচনা আট পেজি করমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মকদ্দম হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাহুলে ৮০ করমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ করমা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে খর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের “ন” চলি তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ষ্ট্রীট } শ্রীযুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায়
নং ৩৯ } পাখার এণ্ড কোং

গোমপ্রকাশ।

৭ ই আশ্বিন সোমবার।

চূর্ণোৎসব উপলক্ষে আমাগী সোমবার অবধি দুই সপ্তাহ গোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

—১:—

তারকেশ্বরের মোহন ও নবীনকে লইয়া বেশের লোক যেন কিপ্রপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। আজও এই মকদ্দমার কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। মোহন প্রকৃত দোষী কিনা, তাহা সাক্ষ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। অথচ ইহার মধ্যে তাহাকে দোষী করিয়া সকলে তর্জনি গজনি করিতেছেন। মোহন প্রচুর ধনের অধিপতি, ভোগ সুখে বাস করে, তাহার একজন ইন্দির-চাকরী কি বিষয়কর ৭ বাঁহারা ইহা লইয়া এত গুণধোলা করিতেছেন, তাহা-বিগকে হিজলা করি, যদি এলোকে-

শীর হত্যা না হইত, তাহা হইলে কি তাঁহারা মোহন্তের অপরাধী (যদি সত্য হয়) এত গুরুতররূপে লইতেন? কখনই না, তবে এলোকেশীর হত্যা এই এত আন্দোলনের কারণ। কিন্তু সেই হত্যা বিষয়ে অধিক অপরাধী কে? নবীন নিম্ন আদালতে স্বীকার করে যে সে হত্যা করিয়াছে; কিন্তু উপর আদালতে তাহা অস্বীকার করিয়াছে। জুরিরা তাহাকে নির্দোষ বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলেন, কিন্তু সেলন জজ জুরিদের সহিত এক মত না হওয়াতে এই মকদ্দমা পুনরায় হাইকোর্টে অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নবীনের অপরাধ কতদূর সম্ভব হয় তাহারও স্থিরতা নাই। যদি নবীন বাস্তবিক অপরাধী হয়, দেশের লোক কি তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত বলেন? একটী জীহতা করা কি সামান্য কথা? বিশেষতঃ গুনিতে পাওয়া যায়, যে হত্যার পূর্বে এলোকেশী নবীনের নিকট তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল; সে অনিচ্ছা-সত্ত্বে অপরের দ্বারা বাধ্য হইয়া এই হৃদয়ের আচরণ করিয়াছে বলিয়া মার্জনা চাহিয়াছিল এবং নবীনের সহিত স্বস্তরালয়ে আসিতে স্তুত হইয়াছিল, যদি প্রকাশিত কথা সত্য হয়, এত কথা গুনিয়াও সেই অস-হারা বালিকাকে পরের উপর আক্রোশ করিয়া হত্যা করা কিরূপ কাপুরুষতা তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। প্রলুব্ধ না হইয়াও, অপরের দ্বারা বাধ্য না হইয়াও পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে যে রূপ চরিত্রের জঘন্যতা প্রদর্শন করেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এলোকেশীকে ত নিরাপত্তা বঞ্চিত হয়। এই বালিকাকে বিনোদন করা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে ওরূপ অবস্থায় ক্রোধ সহরণ

করা সহজ নয়। কিন্তু আপনার স্বামীকে হৃদয়িত জানিয়া যদি কোন স্ত্রী তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতেন দেশের লোক কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতেন? আমরা প্রাণ-হত্যার বিরোধী, নবীনের প্রাণ দণ্ড হউক, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং নবীন কিরূপ অবস্থায় ইহা করিয়াছে তাহাও জানি না, কিন্তু যদি বাস্তবিক নবীন অপরাধী হয়, তাহার কোন প্রকার দণ্ড হওয়া উচিত। সে সে ঘোর তর হৃদয় করিয়াছে তাহা জানা উচিত। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা মোহন্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছি। যদি তাহার দোষ সম্ভব হয় তাহারও গুরুতর দণ্ড হউক। নিজের কুসংস্কার চরিতার্থ করিবার জন্য অনিচ্ছা-সত্ত্বে একটী বালিকাকে নানা উপায়ে তাহার সতীত্ব বিক্রয় করিতে যে ব্যক্তি বাধ্য করে, আইন আপনার সকল অস্ত্র শস্ত্র সেই দুঃখদ্বার দ্বিগুণে বর্ধন করুক। এরূপ কার্য আরও করিতেও হুঃসংস্কার হয়, বিশেষ যেকোন বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক বাতায়িত করিয়া থাকেন সেই স্থানের মঠাধিপতির এই চরিত্র মনে করিলে এই ক্রোধ দশ গুণ বর্জিত হয় এবং যদি সে বাস্তবিক অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হয় কে ইচ্ছা করে যে সে বিনা দণ্ডে মুক্তি লাভ করুক। কিন্তু ইহার মধ্যে তৃতীয় আর এক ব্যক্তির নাম উল্লিখিত, আশ্চর্যের বিষয় এই দেশের লোকে কেহই তাহার নাম করি ভেছেন না। সে ব্যক্তি নীলকমল;—হৃদ এলোকেশীর পিতা। তাহার অপরাধ মোহন্তের অপরাধ অপেক্ষা শতগুণে নীচ। মোহন্ত একটী সাধারণ স্থানের রক্ষক হইয়া এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই জন্য তাহার উপর এত আক্রোশ; নতুবা কত মোহন্ত এতোকের গৃহের

নিকট অনুপ্রস্থান করিলে পাওয়া যায়। এক একজন ধনী জমীদারের সন্ধান ইহা অপেক্ষাও অমানুষোচিত দুর্জীব-হার করিয়া থাকেন। কিন্তু পিতা হইয়া অপরিপক্ক-মতি নিজ কন্যাকে সামান্য অর্থের লোভে তাহার সতীত্ব বিসর্জন করিতে বাধ্য করা এরূপ জঘন্যতার সূচীত্ব স্থল অতি বিরল। তবে এই কথাটী কল্পিত হইতেও পারে। যাহা হউক, আমাদের এইমাত্র বক্তব্য এ বিষয়টির যখন এখনও সীমানা হয় নাই, তখন ইহা লইয়া এত আন্দোলন করা উচিত নয় না। যাহারা নবীনের সাহা-য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন এবং দিতেছেন তাঁহারা তাহা করুন; কিন্তু একতর দোষীকে বিনা দণ্ডে বাইতে দেওয়া যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না হয়। মোহন্তের ক্রোশও অবশিষ্ট কিছুই থাকিতেছে না। অর্থের প্রাঙ্গ হইতেছে অপমানেরও নীনা থাকিতেছে না। হৃদয়িততার বিরুদ্ধে দেশের লোকে যে এরূপ স্বাভাবিক, তাহা স্থলবল; কিন্তু দোষ সম্ভব না হইতে হইতে কাহাকেও দোষী বলিয়া আক্রমণ করা ন্যায়-বিগ-হিত কার্য। তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

হর্গোৎসব।

দেখিতে দেখিতে হিন্দুদিগের অথবা বঙ্গবাসিদিগের মহোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা “অথবা বঙ্গবাসিদিগের” বলিলাম, কারণ এই উৎসবকে সমুদায় হিন্দু জাতির উৎসব বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। ভারত বর্ষের অন্যান্য স্থানে ইহা প্রচলিত নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ইহা প্রচলিত ছিল না। সম্ভ্রান্তি কার্যোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালি সেই সকল প্রদেশে বাস করি ভেছেন। তাঁহারা ই আজি কালি হর্গোৎসব

সব আরও করিয়াছেন। অনেকে বলেন, রাজাকাররাও রায়েক সভা হইতে এই উৎসবের জন্ম হয়। আমরা ইহার প্রকৃত ইতিহাস অবগত নই। যদি আমাদের কোন পাঠক পুস্তক ভূঁইয়াদের মধ্যে ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন আমরা ইহার নিকট বাঁধিত হইব।

যাহা হউক, তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকারে এই উৎসবের প্রতীক্য করিতেছেন। প্রথম শ্রেণী:—হিন্দু ধর্মের প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রত্যাশার বুদ্ধগণ, তাঁহারা আজি ধর্ম ও বিশ্বাসের সহিত জগৎব্যাপী পথ চালাইয়া আছেন। চর্মের কারণ এই তাঁহাদের প্রিয় ধর্ম যে আজিও জীবিত আছে, এই উৎসব তাঁহাদের পবিত্র দিবস অন্য আনন্দেছে; বিশ্বাসের কারণ এই—প্রায় তাঁহাদের সকলেরই পুত্র পৌত্রগণ দিন দিন সেই ধর্মের প্রতি উদ্যোগী হইতেছেন। কালে সকল ক্রিয়াকাণ্ড গোপ হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত সব পরে তাঁহারা দুর্গার নিকট এই মনের কষ্ট নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্য করিতেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী:—শিক্ষিত ও আমোদপ্রিয় সন্তান; ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রতি ইহাঙ্গিগের যে আস্থা ছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের পিতা পিতামহদের ন্যায় বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত উৎসবের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন না; কিন্তু উৎসবের সময় মুক্তভাবে আমোদ করিতে পারিবেন, সেই আশায় এখন হইতে আনন্দিত হইতেছেন। প্রায়শ্চিন্তীরা নব বস্ত্রে ও নব ভূষণে ভূষিত হইবেন; বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইবেন; নৃত্যগীতে বাঁজী কোলাহল পূর্ণ হইবে; পুস্তক আগমনে চারিদিক আমোদিত ও সকল হৃদয় উল্লসিত হইবে; এইরূপ নানা

কম্পনার তাঁহাদের হৃদয় দ্রুত করিতেছে। তৃতীয় শ্রেণী:—শিক্ষিত সন্তান; তাঁহারা ও হিন্দুধর্মের বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত। আমাদেরও আকর্ষণ তত নাই। সুতরাং তাঁহারা ইউইটিওয়া রেলওয়ে কোম্পানির নিয়ম পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন। যখন সকলেই গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিবার সংকল্প করিতেছেন; তাঁহারা গৃহ পরি-ভ্রমণ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে বাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এইরূপে যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে ততই হিন্দুধর্মের প্রতি লোকের আস্থা হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

আমরা যদিও তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত সুতরাং বুদ্ধিমত্তার সহিত সম্পূর্ণরূপে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না; যদিও সংক্রামক জ্বরের উপদ্রবে এতৎপ্রদেশের লোকদিগের কষ্ট দেখিয়া, এবং নিজেদের সর্গারবাসে জর্জর হইয়া, দেশের অপরাধের স্থানের বন্ধুদের আনন্দের অংশী হইতে পারিতেছি না, কিন্তু তাঁহারা উৎসবের সময় সুখে যাপন করুন হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি। হিন্দুধর্মের প্রকৃত আস্থা না থাকিলেও এত লোকে আনন্দিত হইতেছেন দেখিলে আনন্দ হয়। পতিভ্রতা ভার্য্যা বহু দিনের পর প্রোথিত পতির মুখ দর্শন করিবেন; স্নেহময়ী মাতা অনেক দিনের পর বিদেশ গত প্রার্থীকে সম্মানকে নিকটে পাইবেন; যিনি যেখানে আছেন সবলে অন্ততঃ কয়দিনের জন্য একত্রে মিলিত হইবেন, এ দৃশ্য অশ্রু করিলেও আনন্দ হয়।

এমন সাধারণ মানবের দিন আর নাই। অতএব এ সময় কিছু দীর্ঘকাল অবকাশ দেওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট এসময় যেক্রম অবকাশ দেন তাহাতে যাহারা দূর দেশ হইতে আগিয়া

কর্ম করেন তাঁহাদের আনন্দের বাজীতে বাইবার সুবিধাই হয় না। এই জন্য লণ্ডনগর আপীনের কর্মচারিরা অবকাশের দিন রুজি করিবার জন্য 'চেবর অব কমাসের' নিকট আবেদন করিয়াছেন; কিন্তু এ সময় বার্ষিক বন্ধ করিতে তাঁহাদের কতি তির লাভ নাই। সুতরাং তাহারা যে এ আবেদন প্রাচ্য করেন এরূপ বোধ হয় না। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী এ ইংলিসমান মুখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, এ সময় অবকাশ পাইলে ইংরাজদিগের কোন লাভ নাই। বর্ষাকাল যুগরা প্রকৃতিতে বাইবার সময় নয়, কোন স্থানে বাহ্যের জন্য বাইবার ও সময় নয়। ইহা অপেক্ষা শীতকালে অধিক অবকাশ পাইলে ভাল হয়। আমরা অনেক বার বলিয়াছি শীতকাল আমাদের কার্য্য করিবার সময়। মুক্তিদের ইংরাজ কর্মচারিদের সুবিধা দেখিয়া কার্য্য করা কঠিন নহে। কর্মচারিদের অধিকাংশ হিন্দু সুতরাং হিন্দুদিগের সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে অবকাশাদি দেওয়া উচিত।

উপলংঘ্যকালে আমরা পাঠকগণের নিকট দুই সপ্তাহের মত বিদায় লইতেছি। আমাদের কোন কথা যদি কাহারও অস্বীকৃত হইয়া থাকে, আমরা দিগের কোন কথাই যদি কেহ ক্রেশ পাইয়া থাকেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলে এসময়-চিত্তে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করুন। আমরা অগভীরের আশীর্বাদে দীর্ঘকাল তাহাদিগকে যথাসাধ্য সেবা করিয়া আসিতেছি কয়েক দিবস বিশ্রামের পর আবার তাঁহাদের পরিচর্যা নিযুক্ত হইব।

—

দেশীয় সংবাদপত্র ও কেও অব ইতিহাস।

দেশীয় সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান সময়ের একটা বিশেষ চিহ্ন।

সম্রাটের পুত্রের দুই এক খানি করিয়া
নূতন পত্রের সৃষ্টি হইতেছে; এবং সুখের
বিষয় এই যে, জম্মু গ্রহণ করিয়া অনেকের
জীবিত রাখিয়াছেন। দিন দিন সংবাদ
পত্রের এই স্রীতি, যেমন একদিকে
লোকের সকল বিষয় জানিবার ও শুধ-
ার জন্য আশ্রয় বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছে,
অপরদিকে দেশের হিতকর বিষয়ে যে
সাধারণের দৃষ্টি পড়িতেছে তাহাও
প্রমাণ করিতেছে। সংবাদপত্রের এই
স্রীতি সকলেরই আনন্দজনক তাহাতে
সন্দেহ কি? কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রেই এই
একটা প্রশ্ন করিতে পারেন যে সভা
সমাজে সংবাদ পত্রের যে মহৎ লক্ষ্য
এই সকল পত্র দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কত-
দূর সাধিত হইতেছে। মৃত মহাত্মা জন
টু হার্ট মিল এক স্থলে বলিয়াছেন যে
“বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডের লোকের কর্ণ
ও চিত্ত আকর্ষণ করিবার দুইটা মাত্র
উপায় আছে ১ম, সংবাদ পত্রের সম্পাদ-
ক হওয়া ২য়তঃ পাল্‌মেস্টো মহা
সভার সভ্য হওয়া। বাস্তবিক ইউরোপ
ও আমেরিকার সভা সমাজ সকলে
সংবাদ পত্রের প্রভুত্ব ও প্রভাব দেখিয়া
বিস্মিত হইতে হন। ইহার নিকটাকাশ-
মের নিকট রাজা ও প্রজা সকলেই অব-
নত। এই জন্যই লোকে ইংলণ্ডের গবর্ণ-
মেন্টকে চারি অঙ্গে বিভাগ করিয়া সংবাদ
পত্রকে তাহার চতুর্থ অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ
করিয়া থাকে। ১ম কমন্স সভা, ২য়
লর্ডস, সভা ৩য়, মহারাজা চতুর্থ সংবাদ
পত্র। ইহা অপেক্ষা সংবাদ পত্রের লক্ষ্য
ও কার্যের মণ্ডলের অন্য কি পরিচর
দেওয়া সাধ্য হইতে পারে? কিন্তু এদেশীয়
সংবাদ পত্র সকল কি সেই লক্ষ্য সাধন
করিতেছেন। আমাদের সুযোগ্য সহ-
যোগী কে. এ. এ. ডি. এ. এই প্রশ্ন উপা-
পন করিয়া আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশ
করিয়াছেন। তিনি অশঙ্কপক্ষে কতক-

গুলি দোষ ও গুণের বিষয় উল্লেখ করি-
য়াছেন। তাহার প্রতিবাদ করা আমা-
দিগের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তাঁহার উল্লি-
খিত দোষগুলির সত্যাসত্য বিচার করা
এবং কারণসুগম্য করা এই প্রস্তাবের
উদ্দেশ্য। আমাদের সহযোগী বৈরাগ্য
সম্রাটের সহিত কথাগুলি বলিয়াছেন
তাঁহার সহিত বিরোধ অসম্ভব। তিনি
যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহার
মধ্যে এই কয়টা প্রধান ১ম কতকগুলির
ভাবতে রাজ ভক্তির অত্যন্ত অভাব।
২য়তঃ সাধারণের হিতজনক বিষয়
বিস্মৃত হইয়া অনেকের ব্যক্তি বিশেষ
কি ঘটনা বিশেষ লইয়া আপনাদের
হিসাব বিবেচনায় প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া
থাকেন—৩য়তঃ রাজনীতি বিষয়ে
সচরাচর এরূপ অসার ও অযৌক্তিক কথা
বলা হয়-যে, বেগমমহা বাহাদুর রাজনী-
তির কিছু জানেন তাঁহারিগের হাত
সহরণ করা কঠিন। এই তিনটি অভি-
যোগই গুরুতর কিন্তু এই তিনটি বিচার
করিবার পূর্বে আমরা দেশীয় সংবাদ
পত্র সহজে গুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা
করি। উপরে সংবাদ পত্রের মহৎ লক্ষ্য
ও কার্যের কথা যাহা বলা হইল, দেশীয়
সংবাদ পত্রের অতি অধিকাংশ মহৎ
উদ্দেশ্য সাধন করিতে অক্ষম। এমন
কি? এদেশেরই মান্য গণ্য সুশিক্ষিত
ব্যক্তিরা দেশীয় সংবাদ পত্র পাঠের
অযোগ্য বিবেচনা করেন। উহার কারণ
কি? দেশের মধ্যে যাহারা একটু সুশি-
ক্ষিত হন তাহারা এতই ইংরাজীতে
মনের কাঁচ প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত
হন। সুতরাং তাহারা ইংরাজীতে
সংবাদ পত্র লিখিয়া থাকেন এবং
ইংরাজী সংবাদ পত্রই পাঠ করিয়া
থাকেন। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সকল
ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী-মাত্র
বিবেচনা করিয়া তাহা পাঠ করা সাব-

শ্যাক মনে করেন না। এইরূপে দেশের
মধ্যে অশিক্ষিত যাহারা তাহারা
এই বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদক
ও পাঠক হইবার জন্য পড়িয়া থাকেন।
এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের
মধ্যে আশানুরূপ—স্বাধীনতা চিন্তা-
শক্তি ও বহু দর্শনের পরিচর পাওয়া
যায় না। আমরা কোন পত্র বিশেষ কিম্বা
ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি
না কিন্তু সাধারণ সহজে বোধ কর একথা
সত্য। এই জন্যই দেশীয় সংবাদ পত্র
সকল এত দ্রুত ও অগ্রাহ্যের মধ্যে হইয়া
আছেন।

কিন্তু অব ইতিহাস উল্লিখিত প্রথম
দোষ সহজে অমার্হাদের বক্তব্য এই যে
এ বিষয়ে উত্তর পক্ষকে আমরা বোঝী
মনে করি। ১ম, স্বাধীন ভাবে গবর্ণমে-
ন্টের দোষ প্রদর্শন করিলে এবং অসংকু-
চিত ভাবে ইংলণ্ডের কার্যাদির আলো-
চনা করিলে অনেক সময় এদেশীয় ইংরা-
জেরা মনে করেন যে বিজ্ঞেয় কিম্বা
রাজ-বিপ্লব প্রচার করা হইতেছে।
২য়তঃ বাস্তবিক কতকগুলি পত্র এ
সহজে অত্যন্ত অসাবধান। অক্ষম ও
দুর্বলের পক্ষে সবলের প্রতি মৌখিক
আক্রোশ প্রকাশ করা যেমন তুণ্ডজনক
এমন আর কিছুই নহে। এই সকল পত্র
সারারূপে লোকের নিকট সুখ্যাতি ভাজন
হইবার জন্য অনেক সময় এই মৌখিক
আক্রোশে যোগ দিয়া থাকেন। দেশীয়
অজ্ঞ ও চিন্তাশক্তি-বিহীন লোকেরা
ছিন্নচিত্তে ইংলণ্ডের কৃত উপকার ও
অপকার বিচার করিতে পারে না,
আপাততঃ ক্রোধজনক একটা ব্যবহার
দেখিলে দশটি উপকারের কথা বিস্মৃত
হইয়া যায়; এই সকল সংবাদ পত্র অনেক
সময় যুক্তাযুক্ত বিবেচনা না করিয়া এই
বিরাগ বর্জিত করিয়া থাকেন। আর
বিশেষ দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের

মধ্যে একটী জমাখরক সংস্কার অভিযানে
সব এই গবর্ণমেন্টের প্রতি নিশ্চ-
কটুক্তি ও বিক্রম বর্ষণ করিতে না
পারিলে একত্ব দেশ কীটবিত্তা প্রকাশ
করা হয় না—এই ভাবটী জমাগ্রহণ করাতে
সংস্কার অভ্যাস অনাদর হইতেছে। গবর্ণ-
মেন্টের সকল কার্যের প্রতি এক একটী
জরুরিগতির আশ্রয় করা হয়; যেখানে
কোন জরুরিগতি বেধিতে পাওয়া যায় না,
সেখানেও কোন গুরুত্বপূর্ণ জরুরিগতি সত্তাবনা
করা হয়। এইরূপ ব্যবহার যুক্তি ও ন্যায়
বিরুদ্ধ। তাহাই হউক মন্দই হউক সকল
বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে আক্রমণ করিতে না
পারিলে; কিংবা কাংখেল সাহেবের মস্তকে
কটুক্তি বর্ষণ না করিলে আর স্বাধীনতা
কিংবা তেজস্বিতা প্রকাশিত হয় না, ইহা
অপেক্ষা জাতি সংস্কার আর হইতে
পারে না।

ফ্রেণ্ডের দ্বিতীয় কথা সহজে আমা-
দের বক্তব্য এই, এবিষয়ে কেবল অসহায়
দেশীয় সংবাদপত্রের কেন, উচ্চশ্রেণীস্থ
ইংরাজী সংবাদ পত্র সকল ও নিম্নার
উপযুক্ত। যে উদারতা স্বার্থ ও প্রতি-
স্থিতি বিস্মৃত হইয়া সাধারণের ক্ষতি
সাধনে প্রতীতি, সে উদারতা কোথায়? ফ্রেণ্ডের
অজ্ঞাতীয়দিগেরই বা তাহা
কই? দেশীয় সংবাদ পত্রদিগের
যে এ বিষয়ে ক্ষমতা আছে তাহা
আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি।
আমরা আমাদের সমুদায় বক্তৃৎসবকে
অনুরোধ করি, যে তাঁহারা আর সংবাদ
পত্রদিগকে স্বার্থ কিংবা বৈর সাধনের
যন্ত্র স্বরূপ না করেন; কোন বিশেষ
ব্যক্তি কিংবা ঘটনা লইয়া জ্বরের বিদ্রোহ
কিংবা ঘৃণা প্রকাশে অগ্রসর না হন।
দেশীয় সংবাদ পত্রের এককাল অনেক
দিন আছে; কিন্তু এককাল থাকিতে
দেওয়া উচিত নহে। দেশের হিতসাধনে
সকলোই প্রতী, অতএব পরস্পরের প্রতি

প্রত্যা ও প্রতির সহিত সেই সত্ত্বসাধনে
রত থাকুন।

তৃতীয়তঃ রাজনীতি। এ বিষয়েও
আমাদিগের ক্ষমতা বেধিতে পারিতেছি।
তবে কেতুকে এই কথা বলিতে পারি
যে, দেশের শাসন বিষয়ে এদেশীয়দি-
গের হস্ত না থাকাই এবিষয়ে অজ্ঞতার
প্রধান কারণ। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর
ওঁতে সর্বসাধারণকে আর দেশের গব-
র্ণমেন্টে কার্যাদি আলোচনা করিতে
হয়, সুতরাং ইংল্যান্ডের বালককাল
হইতে রাজনীতি বিষয়ে এক প্রকার
শিক্ষালাভ হইয়া থাকে; কিন্তু এদেশী
রোয়া পরাধীন ও রাজ্য শাসনের সহিত
সম্পর্করূপে নিঃসম্পর্ক, সুতরাং এ বিষয়ে
মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদের আর
আবশ্যক হয় না। রাজনীতি বিষয়ে
বিজ্ঞতা অল্প, অগতঃ সম্প্রদায়িকতার অমু-
রোধে দুই এক কথা বলিতে হয়, এই
জনাই অনেক সময় আমার ও অযুক্ত
কথা বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু এবি-
ষয়ে যে ক্রমশই উন্নতি হইতেছে, তাহা
কেহই অস্বীকার করিবেন না।

অংশেবে আমরা অপকপাতে ক্রমিক
ধরনের পক্ষ সমর্থন করি বলিয়া ফ্রেণ্ড
আমাদিগকে যে প্রশংসা করিয়াছেন
নেজম্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। আমা-
দিগের দেশীয় ছুখী ক্রমিকদিগের ন্যায়
অজ্ঞিত ও রূপপাত্র আর কোন
জ্ঞানী নাই। তাহাদের নানা প্রকার
কটুক্তি কথা শ্রবণ হইলে এক এক
সময় বাস্তবিক অপ্রসন্নতা করিতে হয়।
এই জনাই তাহাদের ছুখ দুঃ করিবার
জন্য বিনিময় করেন তাঁহাদের প্রতি
সহজেই জ্বরের ক্রুদ্ধতা থাকিত হয়।
আমাদের বক্তব্য উচিত তাহাদের অবস্থা
বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা না থাকিতে
সকল সময় তাহা করিতে সমর্থ হই না
বলিয়া মুখত হই। অগতঃ এই নিরা-

শ্রম ব্যক্তিদিগকে দেখুন, সকল মানব
হিতৈষী একত্র হইয়া এই নিরীক নিরা-
শ্রম ও সহিকু আশ্রয়দিগকে উদ্ধার করি
বার চেষ্টা করুন; তাঁহাদের মস্তকে পুষ্প
বৃষ্টি হইবে। কাংখেল সাহেব ইহাদের
মস্তকের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন
তাঁহাদের অক্ষয় কীর্তি থাকিবে

অপকপা ও অসীলতা প্রতি
সাধিত।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক এমার-
সন এক স্থানে বলিয়াছেন “যে দেশের
লোকে যে প্রকার প্রত্নকারের প্রশংসা
করিয়া থাকে, সেই প্রশংসা সেই দেশের
ধর্মনীতির পরিমাপক। এই কথাটির অর্থ
এই—কোন দেশের সাহিত্য দেখিলে
তাঁহাদের আধিবাসিদিগের চরিত্র ও প্রকৃতির
অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের
লোকের চরিত্র প্রকৃতি এমন কি চরিত্র
পর্যাপ্তগঠনকরা বিষয়ে, প্রসিদ্ধ প্রতিভা-
শালী প্রত্নকারদিগের যে কতদূর ক্ষমতা,
তাঁহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আশ্চর্য
হইতে হয়। এক নীতার চরিত্রে বাস্তবিক
ভারতগণনাধিককে যে কি নতীত্বের
শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক
মাজেই বুঝিতে পারিবেন। হিন্দু সমাজে
নতীত্বের এত মূল্য কেন? হিন্দু রমণীদি-
গের স্বামীর প্রতি এত ক্রোধান্বিততা
কেন? বাস্তবিক নীতি কি ইহার মধ্যে
প্রতিফলিত নন? হিন্দুপুত্রকন্যাদিগের
এত গুরুপরতন্ত্রতা কেন? বাস্তবিক রাম
কি ইহাতে প্রতিফলিত নন? এইরূপ
আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া থাকিতে
পারে।

এইরূপে গাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করি
বার ক্ষমতাও যেমন, প্রত্নকারদিগের
অগাধু বিষয়ে প্রবৃত্ত করিবার ক্ষমতাও
সেইরূপ। একটী অসদ্ব্যবস্থা শত শত
পাঠক পাঠিকার অসদ্ব্যবস্থা হয়; বিশেষ
অপরিণত মতি যুবক যুগ্মীদিগের

হস্তে এই সকল কুৎসিত গ্রন্থ কিরূপ কুৎসিততর রূপ প্রাপ্ত করে তাহা বর্ণনা জীত। অতএব দেশের ধর্মনীতির উন্নতি যাহারা প্রার্থনা করেন, দেশের রূচি পরিষ্কৃত করিতে যাহাদের বাগনা আছে, এই বিষয়ে তাঁহাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এবং কি গবর্ণমেন্ট কি দেশীয় তত্ত্ব লোক সকলেরই সমাজের এই গুণ শক্ত দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। আমরা কিছুদিন পূর্বে পাঠকগণকে সংবাদ দিয়াছি যে পূর্বে পুস্তক পত্রিকা ও চিত্র প্রভৃতি দমন করিবার জন্য ইউনাইটেড ডেটের কঙ্গ্রেস মহাসভা যুতন আইন প্রস্তত করিয়াছেন সম্প্রতি আমরা আর একটি সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

কিছু দিন হইল এইরূপ পুস্তক পত্রিকা চিত্র প্রভৃতি এবং প্রকাশ্য স্থান কিংবা রাজপথে অপভাষা ব্যবহার প্রভৃতি দমন করিবার জন্য কলিকাতার তত্ত্ব লোকেরা একতী সভা স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই ইহাতে কি কিন্তু কি মূল্যমান কি প্রাক্ষরিত পুস্তকান সকল সম্প্রদায়ের বড় বড় লোকেরা অগ্রসর হইয়াছেন। গত শনিবার টাউনহলে এই সভার একতী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কেও অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক অর্জুন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং জীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গেন, মনজিৎ সাহেব, সনাতন ধর্মপ্রাণী সভার সম্পাদক এবং বারিডার মুসী সায়দ আমীর আলী প্রভৃতি অনেকে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এত বিস্তৃত নতাবস্থাদিগে এতী সভাভবে একতী সম্মিলন আশা পূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ উদারতা বোধে ভাষ্য হইয়া গেল। ইহার চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃতকার্য হইবেন এবং তাহা হইলে দেশের একতী

বিশেষ অমঙ্গল নিবারিত হইবে। এক্ষণে বিদ্যালিকা কেবল বালকদিগের মধ্যে বন্ধ নাই, অসুপুত্রও প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং এই সময়ে জঘন্য সাক্ষিত্য দমনে বিশেষ সযত্ন হওয়া কর্তব্য। কিন্তু পুস্তকান সংস্কৃত সাক্ষিত্যের মধ্যে এবং দেশীয় প্রাসঙ্গ্য কবিদিগের কাব্য সকলে অনেক সুবর্ণীত স্থান আছে; সে সকল তুলিয়া দিলে তাহাদের সৌন্দর্য্য অপরূপ করা হয়, সে বিষয়ে বোধ হয় সভা হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

সভার দ্বিতীয় লক্ষ্যও প্রাথমিকীয় অপভাষী অসভ্য লোকদিগের দোষাত্মক এক এক সময় পথে চলা হ্রস্ব। বিশেষ পল্লীগ্রামে এ বিষয়ে লোকের অসভ্য অপাবধানতা, সভা যদি স্থানে স্থান শাখা সভা স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি একরূপ অপভাষী ব্যক্তি দিগকে পুলিসে দিবার ভার দেন এবং পুলিসকে তাহাদের প্রাধান্যমুখারে তদন্ত করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।



সমালোচনা।

কুল কালিদাস (১)। ইহাতে গ্রন্থ কর্তার নাম নাই। আজি কালি নাটকের যেহেতু প্রাচুর্য্য এই গ্রন্থ খানি হস্তে পড়িবার মাত্র সাতক মনে হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থকার বহুস্তে লিখিত এক পত্রিৎ দেখিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক মূল্যবোধে বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহার দুই এক স্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে ইহাতে বঙ্গাল দেশের ও কোলোয় প্রকার স্থল ইতি হাস নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার এ গ্রন্থ খানির অন্ততঃ কিছু অংশ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়া ভবিষ্যতে সত প্রকাশ করা বাইবে।

(১) কালকাত নক্ষ যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থ কর্তার নাম নাই। মূল্য দশ আনা।

মধুবিলাপ (২) কবিবর মাইকেল মধু সূদন দত্তের মৃদু-উপলক্ষে রচিত। এখানি অমিত্রাকর হস্তে লিখিত। ছাপা মন্দ নয় কিন্তু ইহা পড়িয়া মনে কোন সুবিষেব ভাব হইল না। ইহাতে পদ্য জ্ঞানে মাইকেলের গ্রন্থ গুলির একতী তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

পদ্যলতা (৩) ইহার কুল কলেবর ও বিষয় গুলি দেখিয়া শিশুদিগের পাঠ্যগ্রন্থীত বোধ হইল। জন টুয়ার্টমিল বলিয়াছেন যে কবিতা শিশুদের জন্য নহে। গল্পই তাহাদের উপযোগী। আমরা এই মত যুক্তি যুক্ত মনে করি। কালিদাস, রামমোহন রায়, ইহ কাল, পরকাল, প্রভৃতি না লিখিয়া যদি ইংরাজী “ব্যালাড কবিতার” মত গল্পের হলে তাহাদের মনো ভাব উত্তেজকের চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে অধিক উপকার হইতে পারে। বিশেষ এই পুস্তক খানির করিবার কোন চাক্ষণ নাই। না সরস না সুস্বাদু না ভাবপূর্ণ।

ধর্ম তত্ত্বালোচনা (৪) ইহাতে গ্রন্থ কর্তা জিজ্ঞাস্য ও আচার্য্যের কথোপকথনের হলে ইন্দ্রের অস্তিত্ব, একতী নিত্যত্ব, সত্যত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। বিষয় গুলি এত ছাবগাহ ও এত বতঃ সিদ্ধি যে ইহার অন্য তর্ক করা অনাবশ্যক ও পণ্ড আম মাত্র।

বিবিধপত্র (৫) ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী অনেক উত্তম বিষয় সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। “সৌর জগৎ” গ্রন্থে প্রভৃতি কর্তক খানি ছবি থাকিলে ভাল হইত। বারো হউক পুস্তক খানি দেখিয়া আমরা আশীত হইলাম। এইরূপ পুস্তকই বালকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী। আমরা

(২) কুলকাত নক্ষ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা।

(৩) কুলকাত নক্ষ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা।

(৪) মধুবিলাপ মধু সূদন দত্তের রচিত। কালি কাতা রিপ এমস যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১১০ মাত্র।

(৫) দ্ব্যতকামাধ পদ্য পুস্তক বিব্রচিত। কালিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

বাল্য। কুল সমুদ্রে এই পুস্তক ব্যবহারের
অনুরোধ করি।

গ্রেম-কুল-বারী (৬) এখানি হিন্দী
পুস্তক। হুগলের বিবরণ আমরা হিন্দী জানি না;
কিন্তু মধ্যে মধ্যে পক্ষিরা বতসুর বৃত্তিতে
পারা। সেল, তাহাতে বোধ হইল এটি কোন
সারক নারিকার গ্রেমের সকার ও বর্জ-
অবলম্বন করিয়া রচিত। এইরূপ বোধ হও
রাতে হিন্দী না জানার জন্য হুগল রহিল
না। গ্রেমের নামে অল্পট মজিয়াছে। এখন
মজিকের কথা হুই একটী গুণিতে ইচ্ছা হয়।

পাখি-বিবরণ (৭) ইহা প্রমোদচন্দ্রো
দত্ত নাটকের তৃতীয় অঙ্কের অনুবাদ। হিন্দী
জানি না। হুতরাং অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে
বলিতে পারি না।

বিবাহপদ্ধতি (৮)। এখানিতে শুক
শিখের কথাপকথন ছলে নামা বিবরের
মীমাংসা করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে বহুমান
এচলিত বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধীয় কথা বার্তা
এখন। ইহাতে বর্তমান অনেক প্রাচীন ও
মতের দোষ আবিষ্কার করিয়া পরিষ্কৃত মত
স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বহু বিবাহ রাহিত্যরহিত্য বিষয়ক দ্বিতীয়
পুস্তক (৯) ইহার ভাষা বেক্ষণ কটুক্তি ও
বিক্ষণ পরিপূর্ণ ও মত সকল বেক্ষণ
খোর আড়বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখিয়া
আমাদের পড়িতে সাহস ও সময় হইল না।
ইহাতে কবিরাজ মহাশয় বিদ্যালয়গরের
উত্তর দিয়াছেন।

শান্তি প্রদারিনী (১০)। এই গ্রন্থ খানি
ত্রিগুণমোখাসির বিরচিত ভক্তিরামহুতমিচ্ছুর
মূল সহিত অনুবাদ। ইহার সহিত জীবনো
খামির বিরচিত সীকাও আছে। বৈষ্ণব ধর্মের
তত্ত্ব বিষয়ে অল্প সাধারণের জ্ঞাত। বৈষ্ণব

(৩) কালী মেডিক্যাল হল প্রেসে মুদ্রিত।
হরিন্দ্র প্রণীত।

(৭) এখানিও হরিন্দ্র প্রণীত। বেনারস
প্রিন্ট প্রেসে মুদ্রিত।

(৮) চন্দ্রচরণ ভট্টর প্রণীত। সংস্কৃত
যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৪০ আনা।

(৯) কবিরাজ কবিরাজ প্রণীত।

(১০) কালিদাস নামে কর্তৃক প্রকাশিত।
প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০০ হর আনা।

সম্মানার্থে মধ্যে যে সকল কবিতার প্রবর্তি
হইয়াছে তাহার সহিত আমরা মহাশয়
চৈতন্যের বাহা কিছু জানি তাহার কিছু
মিলে না। এই সকল পুস্তক দ্বারা সে বিষয়ে
অনেক কথা প্রকাশ হইতে পারে। চৈতন্যের
অব্যবহিত পরবর্তী শিষ্যেরা তাহার ধর্মকে
কি প্রকারে বুঝিয়া ছিলেন তাহা জানিতে
পারা। অল্প লাভের বিষয় নহে। অতএব
একপ কার্যে সাধারণের বৈশাল্য দান করা
কর্তব্য।

শ্রুতিতত্ত্ব (১১) এই পুস্তক খানি অর্জ
শ্রীমদ্রত্নমন্ডন ভট্টাচার্যের মূলের অনুবাদ।
মূল ও ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গ
দেশে রত্নমন্ডনের শ্রুতির বেক্ষণ আদর ও
সকল কার্যে বেক্ষণ প্রয়োজন মর্জসাধারণের
নিকট ইহা এক খক খানি খাণ্ডা বিশেষ
আবশ্যক। কোন কার্যে উপস্থিত হইলেই
সাধারণ লোক বিগলকে ব্যবহার জন্য ব্যস্ত
সমস্ত হইতে হয়। এবং খাণ্ডা দেবের
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক চোটে কবিতা রচনা
ছেন; এই পুস্তক নিরমিত রূপে প্রকাশিত
হইলে সাধারণের বিশেষ সাহায্য হইবে।

বঙ্গ দর্শন ও বহু বিবাহ (১২)
বিদ্যালয়গর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বঙ্গদর্শন যে প্রস্তাব
লেখেন। এটি তাহার প্রত্যুত্তর মাত্র।
বিদ্যালয়গর মহাশয়ের কমতা বুদ্ধিচাতুর্য্য ও
অসাধারণ মীমাংসা-শক্তি সম্বন্ধে আমাের
বাহা বক্তব্য পূর্বেই বহুবারি, এবং বঙ্গদর্শ-
নের হুইতা ও আশঙ্কিত। সংক্ষেপে যা
বক্তব্য তাহাও কতক কতক প্রকাশ করা
রাছি। বঙ্গদর্শন যে প্রকার বাহাকেও লক্ষ্যে
মধ্যে বিবেচনা করেন না, তাহা মনে হইলে
তিনি বিদ্যালয়গর মহাশয়ের বিরুদ্ধে বাহা
রাখা বলিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক কমিয়া
যায়। পাঠকগণ সে সকল বুদ্ধি জানেন
হুতরাং তাহার ইচ্ছা করার প্রয়োজন
নাই।

অসহী বিধবার বিবাহবিধার বিষয়ে
(১০) জিনারায়ণ প্রসাদ বর্জবতী, বর্জ,
প্রকাশিত। বঙ্গমণ্ডল সত্যর যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য
৪০ আনা মাত্র।

বক্তব্য। (১৩) ইহাতে প্রাচীন
শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় উপায় অবলম্বন
করিয়া অসহী বিধবার অসম্মান প্রতি
পন্ন করিবার চেষ্টা করাছেন। মৃত শত্ৰুনাথ
পণ্ডিতের পুত্রের একপ সৎ বিয়ে উৎসাহ
ও শাস্ত্রাভ্যুদয়ান দেখিয়া আমরা আশ্চর্য
হইলাম। এই বক্তব্যের মধ্যে তাহার যে পরি-
চয় পাওয়া যায় তাহাতে তাহাতে আশা হয়
যে তিনি পিতার নাম রক্ষা করিতে
পারিবেন।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক
রিপোর্ট। ইহাতে কোড শেল, বেঙ্গল
মিউনিসিপালিটি বিল, ফ্রিম্যান প্রেসি-
ডিয়ার কোড প্রভৃতি অনেক আবশ্যিক
বিষয়ে বিচার আছে।

খুইয়ারস্ট্রাইন ইউরোপ (১৪) এখানি
ইংরাজী গ্রন্থ। কোন বিজ্ঞানতত্ত্ব হিন্দু যুবকের
পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত। আমরা ইহার
আরও কিছু পাঠ করিয়া পরে মহামত
প্রকাশ করিব। অপাতত দেখা যাঠিতেছে,
ইহাতে ই লণ্ডনের অনেক কথা পাওয়া যায়।

বিবিধসংবাদ।

৩১ এপ্রিল সোমবার।

আগামী ২৭ এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কলি
কাত্য ছোট আদালত বন্ধ হইয়া ওরা নবে-
ম্বর সোমবার খুলিবে।

উত্তর পশ্চিমবঙ্গের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর
উলম্যানগের যে শিক্ষা শিবিরের অনুষ্ঠান
করিতেছেন, উহা ১২ ই নবেম্বর আশ্রিতে
হইবে, তৎপরে তিনি ইটা, দুডন, বেরলি
সান্ডিচামপুর, কংগড় এবং কামপুর ভ্রমণ
করিয়া বেড়াবেন। জ'জুয়ারির শেষে
কামপুরে উপনীত হইবেন। অবিসেচক
লোক নলে ভারতবর্ষের শাসন-কর্তৃগণের
রাজ কংগ্রেস তৎপূর্ণ মনোযোগ নাই; কিন্তু
ক্রীষে পূর্ণতরঙ্গ নীতে বেশ জয়ম, নদীর
চৌক ও মৃত্যু নী, বর্জনের অবসর। সে
যে প্রজাদের দুঃস্থের প্রতি মনোযোগ

(১০) জিনারায়ণ প্রসাদ বর্জবতী, বর্জ,

প্রকাশিত। বঙ্গমণ্ডল সত্যর যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য

৪০ আনা মাত্র।

(১৩) ইহাতে প্রাচীন শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় উপায় অবলম্বন

বিধান করেন, এটা উদ্যোগ একবার তাহারা দেখে না।

সংবাদ পড়ে দুটো হইল, পাবনার যে ১৪২ জন বিদ্রোহী রাস্তারকে ধোঁয়া করা হয় তাঁদের মধ্যে ৮১ জন যুক্তলাভ করিয়াছে, ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৬২ জনের এখনও বিচার শেষ হয় নাই। এক মাস হইতে এক বৎসর পর্যন্ত কারাবাদ এবং তৎসঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির জরিমানাও হইয়াছে। প্রজাদের ত শাস্তিভঙ্গের নিমিত্ত মৃত্যু হইল, কিন্তু যে মূল কারণে এই প্রজাবিপ্লব উপস্থিত হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কি করিলেন।

উৎসাহমান বলেন, কলিকাতার ছোট আদালতের বিচারী জজ টমসন সাহেব (যিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন) পূজার সম্বন্ধে পর আদালত খুলিলে খীল কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

মেডিকাল কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১৪০০ হওয়ার লেটনাটে গবর্ণর বাজলা ক্লাপ গুলি শিরালদহে স্থাপন করিয়াছেন। নতুন মন কলেজ ও ক'মপাউন্ডের উন্নতি বিধানার্থে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে দ্বিতীয় বটগাছে। পাটনা এবং ঢাকায় নুতন বাজলা চিকিৎসা-বিদ্যালয় সকল খোলা হইবে। কলেজের মিলিটারি ক্লাসটি বোধ হয় পাটনার লইয়া যোগ্য হইবে। কারণ উক্ত ক্লাসের ছাত্রগুলি কিছুমানী। কোন কোন সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সে দিন মেডিকাল কলেজে যে বাজা হইয়া গিয়াছে, তাহাই বাজলা ক্লাপগুলি শিরালদহে লইয়া হাতির কারণ, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ অশ্লীল। কলেজের বাজার সহিত শিরালদহে বাজলা ক্লাপগুলি লইয়া যাইবার কোন সম্ভাব্য নাই।

সে দিন সিদ্ধাপুরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

* ক'বুলের নিকটে নতুন সংখ্যা টৈল্য বাধা হইয়াছে। পলিয়া তৎক্ষণাৎ অনেক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের জ্যেষ্ঠপুত্র

শীত দুরনিদ্রাবাদ হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

বেঙ্গল ক্রিস্টিয়ান হেরাল্ড বলেন দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে পর মিল এক্সপ্রেসের “হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়” খোলা হইবে।

ডাবলিউ এচ, চেম্বার লেন সাহেব পিয়নিয়রে ব্রুশিক সংস্করণের এক চমৎকার ঐক্যের বিষয় লিখিয়াছেন, একদিন তাহাকে ব্রুশিকে সংস্করণ করে, তাহার এক বন্ধুর পরামর্শানুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ একটা মাছির গডাইয়া এই স্থানে দিলেন দিবা যাত্রা সমুদায় আলা মনুনা শেষ হইয়া গেল।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, জিন্নার টেননের স্বত্বাধীনা সিংপাড়া নিবাসী ক'লী চট্টোপাধ্যায় ঢাকা লক্ষ্মী বাজারের জগদ্বাণ গোপকে চাকর রাখিয়াছিলেন। উক্ত গোপ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কোন কোন সময় সিংপাড়া যাইত। অক্ষর মহলেও তাহার যাত্রারত ছিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজিতে জগদ্বাণ বোলপুর নিবাসী গুজরন চক্কের নৌকা ডাড়া করিয়া সিংপাড়া যাত্র এবং আত্মরক্ষার পর পশ্চিমের ঘরে শয়ান থাকে। পরদিনস বাকীর সকলে উক্ত গোপ নৌকা এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১২ বৎসর বয়স্ক কন্যা স্বর্ণমণিকে (যিনি কুলীন কামিনী) দেখিতে না পাওয়া অনুমান করে জগদ্বাণের সঙ্গে স্বর্ণমণি বাহির হইয়া গিয়াছে। পরে তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল, সিদ্ধিক হইতে নগর ও অলঙ্কার পরে প্রায় ২৬২০০ টাকা মূল্যের মালও অপহৃত হইয়াছে। উক্ত মালের কিছুকের ঢাবি স্বর্ণমণির নিকটে ছিল। পুলিশ অনুসন্ধানের মনুষ্য আছেন। * ইচ্ছাতেও কুলীনদিগের উচ্চতম হয় না।

কয়লা ও আমেরিকানগণ ডীকু বুদ্ধির নিমিত্ত বিখ্যাত। সম্প্রতি মাসেলিসের এক হোটেলের একজন ফরাসী গমন করেন। তিনি নিজেকে একখানি চৌকিতে উপবেশন করেন, পার্শ্বস্থ আর একখানিতে আপনার ব্যাগ রাখেন। চৌকির পর হোটেল শ্রমিক দুই জনের আহারের মূল্য চাহিলেন।

কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন চৌকি ব্যবহার করিলেই একজনের আহারের মূল্য দিতে হইবে। উক্ত ভদ্রলোক দুই জনের মূল্য দিলেন। কিছু দিনের পর তিনি পুনর্বার হোটেলের আগিয়া পূর্বাংক একখানি চৌকির উপরে ব্যাগ রাখিলেন। কিন্তু নিজেকে আহার না করিয়া ব্যাগের মধ্যে বাতীর খাবা জ্বালা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। হোটেল অধ্যক্ষ রাগান্বিত হইয়া ক'লী জিজ্ঞাসা করিতে উক্ত ভদ্রলোক বলিলেন “সে দিবস আমার ব্যাগ আহার করে নাই, তথাপি তুমি মূল্য চাহিয়াছ। অত্যা সে আহার করিতেছে। দেখ, তাহার কি প্রকার প্রসন্ন মুখ ও গভীর উদর, অত্যা আমার ব্যাগ উদরপূর্ব্ব না করিয়া ছাড়িতেছে না।” দর্শকদিগকে পূর্বাংকের ঘটনা বলিতে উদ্যোগী হইয়া করিলেন। হোটেল অধ্যক্ষ বলিলেন ব্যাগকে আহার করিতে নিষেধ করুন, আমি সে দিনের মূল্য ফেরত দিতেছি।

সমবেদক লিখিয়াছেন, জেলা পুলিশ-বাহকের খড়গ্রাম থানার অধীন সাউপাড়া নিবাসী কুরিআতি বৈকুণ্ঠচরণ শা নামক একজন প্রাইমারি পাঠশালার ওক বয়স ১২-পূত্র নর্ম্মাল ট্রেনিং স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছে। তাহার দুই খান হস্তই নাই এমন শি যেখানে হস্ত থাকে সেখানে পর-মেস্তর যেন রেখা না ঘিসকাশ্য দুলাইয়া দিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সে বস্ত্রের কাব্য সমুদায় পারে করিয়া থাকে, বাম পদে কাগজ ধরিয়া দক্ষিণ পদে কলম লইয়া একটা লেখা যে অনেক লোকে তাহার মত লিখিতে পারেন না। দুই প'রে ধরিয়া দস্তুর বাঁধে, কাগজ তাজে পুতকের পাত উলটায়, টাকা লইয়া বস্ত্র বন্ধন করে, যেত লইয়া বালকদিগকে প্রহার করে নাইল ও দুই দিরা অল্প মাখিয়া হাতের করিয়া তুলিয়া অন্যরাসে আহার করে ম'ছের কীটা বাছিয়া লয়, কোন জ্বালা পাইলে বন্ধন করিয়া স্বস্ত্রে তুলিয়া মস্তক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে লইয়া যায়, কেবল বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন।

পুলি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য শিকার জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে একটি শ্রেণী খোলা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সমাচার শুনিয়াছেন, হুগলী বিভাগের প্রজারীও পাবনার প্রজারীর মৃত্যুভয়ের অনুসরণ করিতে পারেন।

১শ আশ্বিন। মঙ্গলবার।

ইরারথন্ডের রাজসূত বোম্বাই হইতে বাত্মা করিয়াছেন। তিনি ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অখালার উপনীত হইবেন। লাভ নর্থব্রক ২২এ সেপ্টেম্বর মধ্য-প্রদেশে বাত্মা করিবেন এবং ২৩রা অক্টোবর প্রত্যাগমম করিবেন।

মনোহরের প্রথম সপ্তাহেই সিমলার নিম্নতর কর্ণচারিগকে কলিকাতা বাত্মা করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

মর্নিং বীদ বলেন, পূর্ণিয়ার সেরিসান আদালতে আবদুল কাদেরের যে বিচার হইতেছিল, তিনি তাহাতে মুক্তি লাভ করি যাইছেন।

লক্ষ্মী টাইমস বলেন, সম্প্রতি কংকুরির সারদ টাকি আলী সাহেবের মৃত্যু হই-
রাছে। ইনি আরবীতে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সম্প্রতি লিখিয়াছেন “আমরা প্রার্থনা করি তিনি স্বর্গ গমনে হৃতকাথ্য হউন”।

আমাদিগের গবর্নমেন্ট আজি কালি পাটের চাসের প্রতি একটু বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। মাজাজে পাট জন্মার কি না এবং সেই পাট কি কাজে ব্যবহৃত হয় সম্প্রতি মাজাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হই-
তেছে।

সিমলার বাজারে যত সানাগার এবং পাক-ঘৃহ আছে, উহার প্রত্যেকের প্রতি মাসিক দুই আনা করিয়া কর গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছে। হুতন হুতন করের সৃষ্টি বিষয়ে আমাদিগের রাজপুরুষগণের উদ্ভা বনী আজি যেমন প্রবল এমন আর কিছুতেই নহে। সানাগারের হইল, এইবার বোব হয় পরসের একটি কর হইবে।

মাজাজ প্রেসিডেন্সির বন বিভাগের ইমপ্লিমেন্ট বেডোস সাহেব বন্য পশু বধের নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকট একটি হুতন প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন এ নিষিদ্ধ ভিনটী কোম্পানি করা হউক, প্রতি কোম্পানিতে দুইজন ইউরোপীয় আফিসর ও ১৫ জন করিয়া সিপাহী থাকবে। তিন তিন প্রেসিডেন্সির সেনাদল কিংবা পুলিশ হইতে এই সকল সিপাহী সংগ্রহ করা হইবে। পাথের যন্ত্রণ সিপাহিগকে মাসিক ১০। ১২ টাকা এবং আফিসর গিকে দৈনিক ৬। ৭ টাকা মিলেই হইবে। একগণ গবর্নমেন্টের বন্য জন্ত বধের নিষিদ্ধ পুর স্কার দানে যে বার (মাজাজে এক একটি ব্যক্ত বধের নিষিদ্ধ ৫০। ৬০ টাকা দিতে হয়) হইতেছে, বেডোস সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কাল করিলে অনেক বার লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু একগণ যেমন পুরস্কার লাভ আছে ইহা বিগের সে প্রলো ভন নাই। ইংরাজী ভাষাতে বসিয়া পৃথক রচনী উপরি লাভ করিতে পারেন।

লক্ষ্মী টাইমস বলেন সম্প্রতি লক্ষ্মীএর অন্তর্গত আমালিগঞ্জের নবাব আসিগর আলীকে একটি মর্নিং কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। মর্নিং কামড়ার, গকতে অঁা ড়ার ইহা এত দিন আনিভাম না, যাং হউক কালের বেরণ পরিবর্তন ঘটতেছে, ইহার পর সাণে লোককে উত্তরতে আরম্ভ করিবে।

২রা আশ্বিন। বুধবার।

বোধ হয় পাঠকগণ বিম্বিত হন নাই সেদিন এক ব্যক্তি বেগে গাড়ি চাঁকাইয়া বাওয়াতে, উল লেণ্টমেন্ট গবর্নরের গাড়ির উপর পতিত হয়, পুলিশ মাজিস্ট্রেট উহার অর্ধ নও করেন। ঐ সপ্তাহে ঐরূপ আর ছয়টি ঘটনা হয়। লেণ্টমেন্ট গবর্নর এবিষয়ে পুলিশ কমিশনরকে বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। তিনি ইহার নিবারণার্থে রাজ্য রাজ্যর পুলিশম্যান রাখিবার উপ দেশ দিয়াছেন। পুলিশ কমিশনর বলিষ্ঠা-
ছেন এ বিষয়ে উহার বিশেষ মনোযোগ

আছে, কিন্তু উহার মতে অস্বাভাবিক পুলিশ ডায় অটীউ সিদ্ধির চাওয়া নাই। এই আজার অন্য কোন ফল হউক, ঠিকা গাড়ির যোতা গুলির আর প্রাপণে দৌড়িতে হইবে না।

সেদিন মাজাজে একটি হিন্দু বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহা মাজাজে এই প্রথম হইল।

৬ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতার ১০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্বসপ্তাহে ১০১ জনের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ৫ জনের কেবল ওল্ডটায় মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টের আপীলেট বিভাগ ২২এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত বন্ধ হইবে। জুটির সময়ে বিচারপতি মাকফা সর্ন ও বার্চ সাহেব বিচার কার্য করিবেন। ১৯এ সেপ্টেম্বর শুক্রবারের পর জজেরা আসিবেন না, কিন্তু আপীল গ্রহণ এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য সোমবার পর্যন্ত আফিস খোলা থাকিবে। ২৩এ সেপ্টেম্বর অবধি আফিস সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইবে।

২রা আশ্বিন। বুধবার।

সাংক্রামিক জ্বরজাত দেশে ডেংগেল হারা উপকার হয় কি না, তাহার পরীক্ষার গবর্নমেন্ট ইংল্যান্ডে ৩০ বর্গ মাইল স্থান লইয়া কর্ম। আরম্ভ করিয়াছেন। জল নির্গ মনের পথের নই যে সাংক্রামিক জ্বরের ঘনতর প্রধার কারণ প্রদেশের অনেক বিশেষ বজ নৌকর সেই মত। গবর্নমেন্ট যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহার সত্যাসত্য নিরূপিত হইতে পারে।

আসাম মিত্র বলেন, সম্প্রতি গোহাল পাড়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব এক জন বেশী উকীলকে “মাজাজ” ও “গারামজাজ” বলি। গালি দেন। উকীল রাবুটী সাহেবকে সেল দ করেন নাই এই উকীল অপরাধ। এরূপ কড়কড়ি সেল ও ইংরাজী জুতা এত নীচ প্রভৃতি গাল-
কার ইংরাজ আফিসর কণ্ড শরুণ হই-
রাছে।

পোট্রিটে একজন লিখিয়াছেন, সেদিন বিচারপতি আফগন একটি মতবদল

বিচার করেন, কোর্টের উকীলদিগের শোষণ বিশেষতঃ পাগড়ী মাথায় বিবরণ ধরনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ছিলেন, কেবল কটাক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত হন না, এই সকল মাথার যিনি উকীল ছিলেন, তাঁহাকে আভিযত রূপে পাগড়ী পরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। উকীল বাবুটী কিরণ গাঙ্গুলী ছিলেন, জজ ই বা কিরণ সাক্ষাৎলেন আমরা দু'জনে পারিলাম না।

বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের (সি, এস) ১১ ই সেপ্টেম্বর উল্লিখিত হইতে যাত্রা করিবার কথা আছে।

বিলডেমসবর্গে এবং গটিনজেনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন প্রিন্সেস হিগকে জাতীয়ভাবে তপায় প্রবেশ করিতে নিষেধ না। কাল প্রত্যয়ে উন্নতি প্রাপ্ত প্রবাহিত হয় তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা নিষ্পত্তি মাত্র।

টাইমস দাব ইণ্ডোর গোয়ালিয়র সংবাদ-বাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি সিদ্ধিরা রাজার তালুদশে একটা স্ফোটক হইয়া তিনি অচিরেই কষ্ট পান। পানি অহার কিছুকাল পরে পারিতেন না। চাকরদিগের চিকিৎসায় অরোগ্য হওয়াতে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, উচ্চাঙ্গিক নগর ১২ কাকার টাকা ও কতকগুলি শাল দু'জন প্রহরী লইয়া একমুখে দুই পল্লী পুরদার দেন, জাহাঙ্গীরের বিনয়কে করদুক্ত করাইয়া এবং সন্তুষ্ট করিয়া দিয়া করান হয়। বড় লোকের সকলই বড়।

১৪ ই আশ্বিন শুক্রবার।

ভূমি বাইতেছে, আগামী শীতকালে মাফকুদের ডিউক পুত্র কলজ স'হিত ভারত বর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।

আমরা শুনিয়া অফ্রানিউ হইলাম, এই কাশিচন্দ্র যুগোপাধ্যায় জয়পুরের পলায়ন কালেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন, এবং বাদে অফ্রানিউ ডিউচার্য্য ডাক্তার দেওয়ানী অফিসের জজ হইয়াছেন।

কলিকাতার পুণ্ড্র কমিশনার ওয়াকোপ সাহেব ১৩ ই আশ্বিন হইতে দুই বৎসরের বিদায় লইতেছেন।

গত জুন মাসে ব্রিটিশ জাহাজ হইতে ১০৫২০৬ টাকা মূল্যের ১৪২৩ মণ তুলা বিশেষে রপ্তানী হইয়াছে।

আমাদিগের সমুদয় গবর্নর জেনারেল লাড নর্থব্রুক কলিকাতার পশুবিদ্যে প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কাশেল সাহেবকে আমরা কখন এরূপ অপব্যয় করিতে দেখিলাম না।

এখন প্রেনীর সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জেন বাবু শিবচন্দ্র ঘোষ বহুকাল অধিযুক্ত্যতির সহিত গবর্নমেন্টের কার্য করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া গবর্নর জেনারেল তাঁহাকে "বার সার্ভিস" উপাধি প্রদান করিয়াছেন, এ উপাধি লাভে আর সুখ নাই, আজি কালি ইহার হুড়া হুড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় বঙ্গদেশের প্রায় সকল বিভাগেই বৃষ্টির আবশ্যক, বিশেষতঃ রাজসাহী পাটনা ও ঢাকার বৃষ্টির অভাবে অধিক কষ্ট হইতেছে, বর্তমানে জলের বিলম্ব প্রভৃতির হিচাবে কষ্ট ও লাঠী কামিতেছে।

গত সপ্তাহে কলিকাতার ৫ বৎসর বয়স একটি পুটুগিজ বালকের অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা হইয়াছে। সে খুঁড়ি উড়াইতে গিয়া জিভালা বাতীর ছায়া হইতে পড়িত হয়, সৌভাগ্যক্রমে অলপূর্ণ একটি মর্দমায় পড়িতে হুজু হয় নাই, সামান্য আঘাত লাগিয়াছে।

৫ ই আশ্বিন শনিবার।

ইংলিসমান পাঠে অবগত হওয়া গেল সে দিন উম্মেদর বিদ্যালয়, রামদয়াল কুণ্ড এবং শশি কুণ্ড নামক তিন ব্যক্তি বেলিয়া-ঘাটার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে সন্ধি খনন করে। উহার প্রবেশ করিল পর একটি শব্দ হওয়াতে সকলে আগ্রহিত হয়, উচ্চাঙ্গ ও পলাইবার চেষ্টা পায়, পলাইবার সময় একজনকে ধরা হয়; কিন্তু আর দুই জন পড়িয়া উঠাকে ছিনাইয়া লইয়া সকলেই প্রস্থান করে। পর দিন এক খোঁজার বাটীতে উহার তিন জনই ধরা পড়িয়াছে। নিরাপদেই মাফকুদের

নিকট বিচার হইতেছে। এই পুলা-উপলক্ষে অনেককে প্রেসিডেন্সি জেলে ভোগা খাইতে হইবে।

সিদ্ধিতে পুনরায় পঞ্চপাল উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ক্রটি করে নাই।

দিল্লী গেজেটের কাহুলদ সংবাদবাতা লিখিয়াছেন, অমীর পুরাণেশা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল, কাজ করিতে পারিতেছেন না। তিনি এক্ষণে কেবল বাগা খেলিয়া সময়ান্ত্রিপাত করিতেছেন। তবে রাজ্য কার্য্য করিবার বাধা কি?

একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর দোষ খোঁজার করাইবার জন্য একজনকে অত্যন্ত প্রহার করিতে তাহার হুজু হইয়াছিল বলিয়া ট্রাইবুনারের সেলিংনে জজ তাহার যে হুজু দেওর আজ্ঞা দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট সে আজ্ঞার পরিবর্তন করিয়া কঠিন পরিপ্রেষের সহিত দুই বৎসর কারাদেওর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সে দিন করাচির মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক ব্যক্তি গিয়া এক আশ্চর্য্য প্রার্থনা করে। তাহার ২৬ বৎসর বয়স একটি পুত্রকে আয়েবাবাদের একীজীলোকবাতির করিয়া লইয়া গিয়াছে, অতএব উহাকে প্রেরণ করিবার জন্য ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট এ বিষয় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ছেলের নামালক বলিয়া না কি?

—১০—

বিজ্ঞাপন।

কৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীর কৌজদারী আদালত সমূহের কার্য্যবিধি লম্বীয়া, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-সম্মত প্রিন্ট এইচ, টি, প্রিন্সিপেল সাহেব কর্তৃক সংকলিত।

জগদী জজ আদালতের সেখেন্দার প্রিন্ট প্রসঙ্গতঃ বহু কর্তৃক অনুবাদিত।

২০০ টীকা। ডাক মাহুদ ৮০ আনা।

ব্যাকার স্প্রিং এন্ড কোং

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশাদ্বারা

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই সেপ্টেম্বর। সমন্বয় প্রতিমিহি কাটোনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন ডবলিউ হপ কিপন সাহেব নিজ কার্যে তির বারাক পুরের কাটোনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত কাটোনমেন্টের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি কর্তৃক।

লেন্টনট এম. এ. প্রে বিমি সম্মতি আসাম বিভাগের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার হইয়াছেন, শিবসাগরে রাখিলেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার খোরাল পাড়ার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি হইলেন এবং ডেপুটি কালেক্টর ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব পাইলেন।

রাজস্বীয় ডেপুটি কালেক্টর বাবু হুসিনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১০ আশ্বিন (বি, সি,) জুহুদারে কালেক্টরের দায়িত্ব পাইলেন।

১৩ ই সেপ্টেম্বর। কটকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই. বি. গডফ্রে সাহেব এখন শ্রোমীর মাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব পাইলেন।

মহিনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু বিজয়চন্দ্র বসু কিছুদিনের জন্য তমোজুক বিভাগের ভার পাইয়া রাজমহলের অভিজ্ঞ সহকারী কমিশনার সি. এ. এস. বেডকোড গোড্ডার উপবিভাগের ভার পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই. এম. মনি সাহেব কিছুদিনের জন্য বেঙ্গলসাই উপবিভাগের ভার পাইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু স্কুইরনাথ দাস বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের পদে আসিষ্ট্যান্ট হইলেন।

জে. মনগো সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাজস্বীয় প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেলিয়ন জজ হইলেন।

মুমসিলাবাদের সহকারী পুলিশ সুপার্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ ডি. বার্টলসেন কিছু দিনের জন্য পুর্বিয়ার বদলী হইলেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর। বাবু মনীনন্দ্র রায় চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্রনাথক ময়মন সিংহের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু কালীকান্ত মজুমদার নারায়ণ গজের সব রেজিষ্টার হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন রমণ কৃষ্ণ বে কিছুদিনের জন্য সুকুমার দাসকে ডিকিং লালপুরের ভার পাইলেন।

সার্জন এচ. ডবলিউ হিল কিছুদিনের জন্য বাগুড়ার সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি হইলেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর জে. ই. বি. জেফ্রি জিয়ারম পুর এবং উত্তর পাড়ার একজন মিউনিসিপাল কমিশনার হইলেন এবং এই উত্তর স্থানের মিউনিসিপাল কমিশনার মিগেস বাইল চেয়ারম্যান হইলেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। ডবলিউ এচ. পেজ সাহেব পুতুলিয়া মিউনিসিপাল কমিটির জন্য ভার সত্তা হইয়াছেন।

সি. মার্শাল

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয়সনাচার।

লণ্ডন ১২ ই সেপ্টেম্বর। অন্য ৭০০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। উলসলি সাহেব স্বপ্ন সন্তি গোল্ড কোস্টে ব্যাঙ্ক করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে ব্রহ্মোপকরণ সকল লাস্ট্রী জাহাজে করিয়া পাঠান হইতেছে।

জর্জ টেমসনগ জাহাজ পরিবহণ করিতে তত্ত্বাধিবাসীরা অত্যন্ত অনঙ্গ প্রকাশ করেন। কোন গোলযোগ হয় নাই।

কার্বেজিয়ায় হুর্ভিকের উপক্রম হইয়াছে।

গত সপ্তাহের মধ্যে পারিস নগরে ওলাউঠায় ১০৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সেনাপতি উলসলি আসাফি রাজধানী পর্যন্ত একটা প্রবল রাস্তা ও রেলওয়ে করিয়া মামল করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। গত কলা এডিনবারার ডিক্ট লিবাডিয়ায় যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা হইতে যে যেইল ১৯ এ এবং বোম্বাই হইতে ২২ এ আগষ্ট যাত্রা করে, উহা অল্য প্রাতঃকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকার কৃষিকাজ অসুস্থ করিয়া দেখিয়াছেন এবার তথায় ৪০ লক্ষ গাইট ডুলা জন্মাবে।

লণ্ডন ১৭ ই সেপ্টেম্বর। গ্রেগেটে প্রকাশিত হইয়াছে এঙ্গেল পর্যন্ত উদ্ভূত আরের কতক

টাকা জাহাজের যান পরোধে ব বিলিয়ে দিত করা হইয়াছে।

সেনাপতি এ. হাফিজ বঙ্গদেশের আমতর সেনাপতির কর্তৃত্ব গ্রহণে বীজ ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক করিয়াছেন।

মডিড হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। জোলাসার নিকটে কালিষ্টা পরাক্ত হইয়াছে উহাদের সংখ্যা ১৪০০ ছিল।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীমঃ—কলিকাতা চতকভাষা আমরা বড় কবিতাটির নহি বিশেষ চুর্ণোৎসবের আগমনী গোমপ্রকাশের উপযুক্ত বোধ হইল না।

রায় বসু মহন্ত লব্ধে আমাদের মনের ভাব বাহা ভাণা এবারকার তদ্বিষয় প্রস্তাব পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে। এরূপ উপহাস বিজ্ঞপ্তি পত্র প্রকাশ করার আবশ্যকতা বোধ হইল না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুর। আপনাদের পত্র ব্যক্তি বিশেষের উপর কটাক্ষ থাকিতে প্রকাশ করা গেল না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত গোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এই চরিত্রটি আমে বঙ্গদেশ হইতে যেখান আসিতেছি যে গবর্ণমেন্ট রাস্তার প্রতি নিকটেই শব্দবাহ কার্য্যী বহু হইল না। এক্ষণে দেশের সেরা লোকের ভাষাতে বোধ করা শব্দবাহ কার্য্যী আমের প্রতি নিকট হইতে উঠিয়া না দিলে ত্রমশই যেলেইরা বৃদ্ধি লভিতে থাকিবে। এক্ষণে যেখানে শব্দবাহ করা হয় সে স্থানটি প্রতি ভরস্বর, অথচ গবর্ণমেন্ট রাস্তার পাশেই। এক দিকে একটা ঘাঘ। বামটা মৃত কবনীক ও নানা প্রকার জগো সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল বুদ্ধলভ্য পট্টরা এমন চুর্ণিত বাতির হয় যে নিকট দিরা চলিতে কষ্ট হয়। আশান ভয়র অনানিকে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করী বিজালিত পুষ্করীতে জল ধোববার পায় নাই। নামে পরিপূর্ণ, কেবল একটা পুষ্করী যান করবার জন্য একটু গোলা আছে। এই রূপ মন্য প্রকার জীবের সম্মিলন ওরূপে স্থানটি বড় ভরস্বর হইয়া আছে। রাস্তার "সোণাল সোহাগা" ইহার নিকট একটা বিদ্যালয়

আছে। এই বিদ্যালয়ে ১১০১১০ জন ছাত্র প্রতিদিন নিয়মিত শিক্ষালাভ করে। ১০টা কক্ষে ৪টা গণিত ঘরোয়া এত লোকের সমাগম হয়, তাহার আতি সজ্জা-এমন দুর্গন্ধময় স্থান কি রাখা উচিত, সচরাচর পিতা মাতারা তৌজে দৌড়া দৌড় করিলে সম্মানহিণের স্থান্য হামির আশঙ্কায় শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এখানে সেই শিশুদিগের কত স্বাস্থ্যকামির সজ্জাবনা তাহা সকলেই অনুমান করিলে বুঝতে পারিবেন। এই কয়েক বৎসর অবধি আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রই পীড়িত। তাহার কারণ কি? কেবল বিদ্যালয়ের আতি নিকটেই অবস্থিত কারণ। এক এক দিন একজন দুর্গন্ধ বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, যে তদুপস্থিতই স্থল বন্ধ করিতে হয়। একজন ভয়ানক অবস্থা কি গবর্ণমেন্ট একবারও চকের উপর আনিবেন না? এসকল না দেখিয়া কি কেবল “মেলেরিয়া কিসে জন্মে” “মেলেরিয়া কিসে জন্মে” বলিয়া চীৎকার করিলে কোন ফল হয়?

প্রায় ৭।১ বৎসর গত হইল যখন এক হরিমতি গ্রামের বাকচপুতের মহম্মদের সঞ্জিবীট জৈল, অধিকার ভূতপূর্ব মাজি-স্ট্রেট বন্ধন না এক শব্দাহ কার্য যাতে গবর্ণমেন্ট হাওয়ার উপর না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুই কাজ হয় না। গ্রাম বাসীরা অধিক দূর যাতে হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, উহার প্রতিকূলতা না যে উঠা না করিলে দেশের পক্ষে কত অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। যাহা হউক, সম্প্রতি সাউথ হুগলি মডি-

ফায়টিং অধীন হওয়ার তাহা হইতেছে। এক দিন সভাপতি মহোদয়ের আশিলেন কোথায় শব্দাহ কার্য স্থাপনের নির্দেশ হইবে দেখিয়া গেলেন, টাকা পাশ করিলেন, হুগলি সন্নিহিত নতুন টাকা বেহালাগ্রামে নিশে-ষিত হইয়াছে। বলিয়া আশা করিলে কিছু

হইল না এক বেশের টাঙ্গা আদায় হইয়া অপর বেশের উপকার হওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্যবিশেষ। পিকক সাহেব এ বিষয়ে খোঁজ কর মনোযোগ করেন না। তাহা হইলে শীঘ্র উপায় বিধান করিতেন।

একজন হরিমতি গ্রাম মেলেরিয়া রোগে উৎসন্ন গ্রাম হইতেছে তাহাতে এই সকল উপায়। কত মাজি-স্ট্রেট, কত প্রধান প্রধান লোক যত্নে এই শব্দাহ কার্য দেখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কেহই ইহার প্রতিকার চেষ্টা করেন নাই। হরিমতি বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক মহোদয় যাহাতে এই সাধারণের স্বাস্থ্যকর কার্যটি বর্তমান স্থান হইতে কিকিৎ পশ্চিমাত-মুখ শরিয়া যার তাহার চেষ্টা আছেন। কিন্তু তাহার একা চেষ্টায় কি হইবে। গ্রাম বাসীরা একবার তাহার সাহায্য করুন, আর কেনইবা সাহায্য না করিবেন কারণ তাহাদের সম্মানগণ্য এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদেরও ত আশ্রয় হইতে পারে।

হরিমতি
১৮ ই. সেপ্টেম্বর } অনুগত
১৮-৭৩ } প্রিয়—

নীলকরের আত্মাচার।

নীলকর একটা সম্প্রদায়ের নাম। ইহার প্রায়ই বিদেশীয়, সুতরাং এতদেশীয় প্রজা-গণকে খার বশতাপন্ন করিতে না পারিলে উক্ত সম্প্রদায়ের অভিল্য পূর্ণ হইতে পারে না। অনেক অনভিজ্ঞ লোক এতদ্বিষয়ক কারণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন, কিন্তু ভরসা করি ক্রমশঃ নীলকরের অভি-প্রায় অবগত হইলে তাহারিগকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। যাহা হউক, কোনরূপে প্রজাগণকে খার ক্ষমতানীন করাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য। যে গ্রামে প্রজারা কোন বিচ্ছিন্ন লোককে তাহারিগের পরামর্শ দাতা ও কর্তৃত্বা-নুমোদিত করিয়া নীলকরের অধীনতা স্বীকার করিলে বসন্তের প্রকাশ করে, তাহার তাহা-দিগকে হঠাৎ আশ্রিত তাহার অধিকতর পরিদ্রব্য ও স্বার্থ বিচার করিতে হয়। প্রথমতঃ

প্রজাবিগকে নিঃসহায় করিতে পারিলে খার অভ্যন্তরীণ সজ্জাবনা বিবেচনায় উক্ত মহোদয়কে গ্রাম গমন্যের কার্য তাহাতে তিনি স্বীকৃত না হইলে বুঝিবে যেও-রানী, পরে নাবী পরীক্ষণে প্রদান করিতে সম্মত হন। তাহাতেও তাহাকে বেশে আনিতে না পারিলে বহুতর স্বার্থ বিশেষবিধ প্রলোভন দ্বারা তর প্রদর্শন করিয়া তাহাকে খার পক্ষে আমন্ত্রণ করিবার চেষ্টা পান। ইহাতেই কৃতকার্য হইলে যদি প্রজাগণ হতভম্ব হইয়া অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার অভিল্য পূর্ণ হইল; কিন্তু এইরূপে যদি তাহাকে হতভম্ব করিতে কৃত কার্য না হয় অথবা তিনি তাহারিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেও প্রজাগণ সে পক্ষ অবল-ম্বন না করে, তাহা হইলে তাহাদের আর কোন উপায়ের সাহায্য লইতে হয়। এই উপায় অণেকান্ত বহু ব্যয় সাধ্য। সেই সেই গ্রামের জমীদারকে আদায়ী জমার অধিক জমা দিয়াও বহুতর স্বার্থ মজুর দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইজারা গ্রহণে অসমর্থ হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় পরে বলি। ইজারা গ্রহণ করিয়া কি উপায়ে প্রজাগণকে শাসন করিতে হয় তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই সম্প্রদায় জমীদার হইলে প্রজাবিগের মনে স্বাভা-বিক ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহার কারণ এই যে তাহারিগের দূর সংস্কার জন্মে, নীলকর আশ্রিতগণের মজুর রাজা, সুতরাং কোন না কোন সময়ে তাহার অধীনস্থ হইতেই হইবে। অতএব এক্ষণে তাহার সতিত দার্শনিক করিলে পরিশেষে জোখানলে পড়িতে হইবে। প্রজাগণ কি নিরীক্ষ। উহার জমী-দার তির কাছকেই জানেন। জমীদার যাহা করেন তাহা তাহারিগের অকাতরে সহ্য করে। যাহা হউক, এই তাহারিগ যদি উহারি নীলকরের অধীন হইল তাহা হইলেই দুঃখা সন্তুষ্ট হইল, নচেৎ ছেলের অন্তর্ভাব নাই। তৎকালে কর দৃষ্টির মকদ্দমা আরম্ভ হইল। নীচ মাহালতে কোন প্রকারে নীল-কর কতক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। প্রজার ৫০ পঞ্চাশ টাকার জমা ১০ বছর

টাকা খাওয়া হয়। এজা কোথায় পাইবে? সর্বস্বত্ব গরু গরু কোক করিলেন। তাহার দিকপাশে হইয়া গড়িল। এতদব-
স্থায়, উক্ত সপ্তাহের পরগণত হইবে
আশ্চর্য্য কি? কিছু লক্ষ্যতঃ কোন কোন
ধনী এজা জেলার আশ্রয় করিল। আশ্রি-
লের বিচার প্রায় ২১ বৎসর হইয়া উঠে
না। ইহাতেও বাঁহারা পরগণত হইলেন,
কর বৃদ্ধির মকদ্দমা তাহারিগের উপর আর
চালাইলেন না। (এবার এই পর্ব্বান্ত প্রকাশ্য
বিভাগ্যবশে এই স্থান হইতে ক্রমশঃ
প্রকাশ্য) এই উপায়ে কৃতকার্য হইতে না
পারিলে অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিতে
হয়। গবর্ণমেন্ট পৌণ্ডে এই উপায়ের প্রধান
বস্ত্র। রাস্তা ঘাট প্রভৃতি গ্রামস্থ সমস্ত
পতিত জমিতে নীল বোনা হয়, এবং
প্রত্যেক গ্রামে নীলরক্ষক বরুণ ঠিকা লাগি-
য়া ২০। ২৫ জন নিযুক্ত করা হয়। নীল
কর মহাশয়ের হুজুম থাকে প্রজাগণের গরু
যেখানে পাইবে নীল খাইরাছে বলিয়া
পৌণ্ডে দিবে। শুনিতে পাই এই সকল নীল
রক্ষক (তাগাদগিরি) বিগকে বেতন দিতে
হয় না। উহারা প্রজাগণের গরু যেখানে
পায় পৌণ্ডে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়।
প্রজাগণ প্রত্যেক গরুর নিমিত্ত পৌণ্ডে ১/০
পাঁচ খানা জরিমানা দেওয়া অপেক্ষা তাহা
বিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়া গরু
লইয়া আইসে। তাহাতেই শুনিয়াছি
উহারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে। প্রজা-
রও বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। এমন
কি প্রজার কোন গরু বাতীতে বাঁধা রহি-
য়াছে কএক জন হুজুম আশ্রিয়া দড়া হুলিয়া
পৌণ্ডে লইয়া চলিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা
করিতে পারেন প্রজারা কোর্টে লালিশ
করে না কেন? ইহারা লালিশ করা দূরে
থাকুক, যদি ২। ১ জন লোক লাফা করি
বার জন্য ডাক দিল, অন্তি তাহারা
ছাড়িয়া দেয়, সুতীতে গমন করে, সাথে
হই এক জনকে বেত্রাবাত করিয়া কোর্টে
পাঠাইয়া দেন, তথায় উহারা লালিশ করে
যে প্রজাগণ আশ্রিয়াগকে মারপিট করিয়া
গরু ছিন্দিয়া লইয়াছে। কেহবা করিয়া

কেহবা লাফা। কামলার যদি এজাগণের
কটক কথা জরিমানা হইল তাহা হইলেই
সন্তোষের বিষয়। না হইলেও যত্ন নচে,
কারণ, প্রজার অর্থ ব্যয় হইয়াছে। দুর্বল
এজাগণ কত দিন এই ব্যয় তার বহন
করিবে। বসন্তপন্থ হইল। নীলকরের
অভিউ সিদ্ধির বাধা রহিল না। এক্ষণে
প্রজাগণ বিচারার্থী, হুজুর বিচারকগণের
বিষয়ে এই স্থানে কিছু বক্তব্য আছে।
বিধির নিয়মনা বসন্তঃ যে স্থানে অথবা
বাঁহা নিকটবর্তী কোন স্থানে নীলকর
বসতি করে, অথবা তাহার প্রাচুর্য্য থাকে,
তথায় প্রায়ই নয়া সিভিলিয়ান ভিন্ন অভিজ্ঞ
বহুদর্শী মাজিস্ট্রেটগণ তার প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন দেখিতে পাওয়া যায় না, নীলকর সপ্ত
বারের অধিকাংশই ইংরেজ হুজুর তদন্ত
বাসী কোন নয়া সিভিলিয়ান তত্ত্ব মকদ্দমার
তার প্রাপ্ত হইয়া নীলকরের চরিত্রের কিছুই
অনুভব করিতে পারেন না। মিস্টার প্রজার
এতিও তাঁহাদের মমতা আছে না। হুজুর
বহেশীর লোক নিঃসহায় প্রজাগণের
উপর দোষারোপ করিয়া কোন কথা বলিলে
বিশেষ বিদ্বেষ হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য কি?
ইহাতেই প্রজাগণ অনেক অস্বার্থ মকদ্দমার
মর্ম্মভেদী কষ্ট প্রাপ্ত হয়। বাঁধা হউক, এই
মাজিস্ট্রেটগণই কিছুকাল এবেশে থাকিলে
বখন নীলকরের চরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা
লাভ করিতে পারেন, বখন তাঁহাদের বিচার
শক্তি প্রশংসাপন্ন হইয়া উঠে নীলকর
পীড়িত প্রজারা তখন আর তাঁহারিগকে
প্রাপ্ত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ চুয়াডাঙ্গা ও
মেহেরপুর এ স্থানে এবেশ করিয়া। (এখন
কার নীলকর সমুদায় ইংলও বেশবাসী।
বোধ হয় তাহাদেরই শুভাবৃষ্টি এবং প্রজা
গণের চুয়াডুই বসন্তঃ এখানে কখন কখন
বাকালি হাকিম দেখিয়া না। বাঁধা হউক
প্রজার নামে মিথ্যা কোজাবারি মকদ্দমা
করাই উক্ত সপ্তাহের অতীত সিদ্ধির আর
একটি প্রশস্ত উপায়। এই কোজাবারি মকদ্দমা
মার করণ প্রকৃতি তাহা নিয়ে একটি
হইতেছে। ২। ৩ জন সাথে কোন মার
গমন করিয়া একজন স্ত্রীতে গভূগতি

দিলেন, টুপি তাকিলেন, গাজে হুলি মাথি
লেন এবং পেন্টেলেন ছিঁড়িলেন অপর
করক জন লাফা থাকিলেন সুতী আশ্রিয়া
যীর গমতা দুহর প্রকৃতি কর্তৃত্বীকরিকো
লাফা জেগী জুলা করিয়া কোর্টে লালিশ
করিলেন। নিম্ন আদালতের বিদ্বেষ জাছিল
(কারণ পূর্বে এবেশিত হইয়াছে) আসা-
মীর কটক হইল, প্রজাগণের বসন্তপন্থ
হইল। কে হাইকোর্টে গমন করিবে কে
অব্যাহতি প্রার্থী হইবে, চার্লস হিয়ার করি
য়াই, আসামী মফেলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহা
শয়ের মকদ্দমা ইহার স্বার্থ প্রমাণ কত
লোক হাইকোর্টে গমনে অসম্মত হইয়া এত
কষ্ট ভোগ করে। মফেল বাবু একজন তত্ত্ব
লোক ও ধনী কাম্যাতঃ তিনি হাইকোর্টে
পর্ব্বান্ত গমন করিতে পারিয়াছিলেন।
সামান্য প্রজা হইলে কটকেই থাকিতেন।
এইরূপে প্রজাগণ ক্রমাগত কটক থাকিতে
ও জরিমানা দিতে থাকে, পরে ক্রমে অসম্মত
ও বীনবল হইয়া আসিলে মগত্যা নীলক
রের অসুগত হইয়া অব্যাহতি লাভ করে
নীলকরের সভ্যতা সিদ্ধির পথ অবিস্মার
হইয়া উঠে। * ইহার অনশিষ্ট আশ্রিয়া
বারে একশিত হইবে।"

১ লা আশ্রিয়
১৯৮০

শ্রীঃ—

—১০—

স্বনিম্ন নিম্নোক্ত বিষয়ঃ—

মহাশয়! সাতিশর ব্যক্তি জবরে
প্রকাশ করিতেছি যে মেলেরিয়া নিবন্ধন
যেহিনীপুরের উত্তর পূর্বাংশের কয়েকটি
পরগণা উৎসর হইতে বসিয়াছে। এ
প্রদেশে প্রায় তিন বৎসর হইল মেলেরিয়া
আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বৎসর অল্প পরি-
মাণে হইয়াছিল বটে, কিন্তু গত বৎসর
হইতে প্রকটরূপে দেখা দিরাছে। গত বৎ-
সরে দেশের অধিকাংশ লোকই মৃত্যু প্রাপ্ত
পতিত হয়। ভাণ্ডা ও পরম্পর গুণে এবং
স্থানান্তর গমনে বাঁহারা বাঁচিয়াছিল, এবং
সর আবার তাহারাই আক্রান্ত হইয়াছে।
এখন অধিক মেলেরিয়ার প্রাচুর্য্য বেরূপ
দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা আর ৩। ৪

মানি থাকিলে নিশ্চয়ই গ্রামগুলি লোক শূন্য হইবে ।

সত্য ঘট, বরগাম গবর্ণমেন্ট গত ২৫-সর অপেক্ষা এ ২৫সর অধিক পরিমাণে মনোযোগ দিয়াছেন এবং ডাক্তার ও ঔষধ প্রেরণ দ্বারা মেলেরিয়াক্রান্ত প্রধান স্থান গুলির অনেক উপকার করিতেছেন, কিন্তু তবুও আশ্রয় মুক্তকণ্ঠে ও কাতর স্বরে বলিতেছি যে, যেকোন পীড়া তাহার অনু-রূপ চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান হইতেছে না ।

পুলিশ কর্মচারী ও ডাক্তারদের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া গ্রামে গ্রামে জমণ ও পীড়ার কারণ ও তারতম্য জানিবার জন্য এক স্বতন্ত্র বিভাগ লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, অথবা মেলেরিয়া পীড়িত গ্রাম সমূহের ভিত্ত লোকদের কথা যদি শুনে তাহা হইলেও অনেক জানিতে পারিবেন ।

ডাক্তারদের স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ও দাতব্য চিকিৎসার অনেক অন্তর আছে, কিন্তু সাধারণের এরূপ সাদর্থ্য নাই যে স্বাধীন ভাবে ডাক্তারকে আনিয়া চিকিৎসা করেন লোকের অর্থসামান্য আরনাই । দিনে দিনে লোকে জীবনে নিরাশ ও উৎসাহ হীন হইতেছে, আবার এ প্রদেশে এমন সঙ্কটপন্ন লোক নাই যে তাঁহাদের দ্বারা বেশের কিছু উপকার হয় । উপরে ঈশ্বরও পৃথিবীতে গবর্ণমেন্ট ভিন্ন আর উপায় নাই ।

আমাদের বাস গ্রাম বলিহারপুর ও তৎপাশ্বে বর্তী বাসবপুর চাঁদপুর ও বাসপুর প্রভৃতি কয়েক গ্রাম গ্রামে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব । শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে ও আত্মনাথ আর শুনিতে পারা যায় না । প্রত্যেক পরিবার মধ্যে একটী লোক ও ভাল আছে কি না সন্দেহ । অতএব ডাক্তার মহাশয়দের নিকট আর্থনা যে তাঁহারা যেন এত কয়েক গ্রাম গ্রামের প্রতি বিশেষ যত্ন করেন । তাঁহাদের দ্বারা এমন প্রদেশের লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে । পরি-শেষে ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ গবর্ণমেন্টের নিকট সব-নয় ১৯১০, যে তাঁহারা আরও যত্ন করুন

ডাক্তার এবং স্থান ও পীড়ার পরিমাণ ঔষধ প্রেরণ করেন ।

জেলা মেরিনীপুর }
পাং চেওরা }
খানা দাসপুর } কল্যাণ
১৫ ই সেপ্টেম্বর } বলিহারপুর নিবাসিনঃ
১৮৭৩

নদীয়ার নদী ।

সন ১৮৭৩ সাল ১২ ই সেপ্টেম্বর ।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফীট	ইঞ্চ
মোহানার জয়রামপুরের নীচে	৭	৬	
তথা হইতে গড়িয়ার উপর			
১২ মাইলের মধ্যে	১৫		
তথা হইতে জম্বিপুর			
৭১ মাইলের মধ্যে	১৮		
জম্বিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোরা			
৫০ মাইলের মধ্যে	১৫	৩	
কাটোরা হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	৩	

সন ১৮৭৩ সালের ১৫ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ ।

	ফীট	ইঞ্চ
	২০	২১
বহরমপুর } জিহুত সি. ই. উইলকিন্স একজি ১৫ সেপ্টেম্বর } কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া ১৮৭৩ } লোকাল রিবার ভিবিজান		

মূল্য প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করি-তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্রাধে সোমপ্রকাশের দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

জিহুত বাহু বহুনাথ দত্ত	
হোসেনাবাদ	১০
কুজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	
তবানীপুর	৫০
হরচন্দ্র চৌধুরী - সিঁহুনিয়া	১০
মহেন্দ্রনাথ মলিক	
পাতিলাপাড়া	৫০
মুন্সি মহম্মদ হা'সেনা - সিঁহুনিয়া	১০

* রায়গোপাল ঘোষ

সোমপ্রকাশ

* জে.এল. লারেল কোং—বহরমপুর ১০

১৮৭৩ বছরের সেপ্টেম্বর ও ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে যে সকল গ্রন্থিক মহাশয়দের সোমপ্রকাশের দ্বারা পত্র হইবে, নিম্নে তাঁহা বিগের স্বরস্বার্থ নাম প্রকাশিত হইল ।

জিহুত বাহু জিহুতরামচন্দ্র—জিহুতী ।

- * " মঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বেলগড় ।
- * " জিহুতরাম ঘোষাল—গঙ্গাটিকুড়ী ।
- * " নন্দীনাথ বড়ুয়া—মর্গা আসাম ।
- * " নবীনচন্দ্র সরকার—শোলাধামা ।
- * " উপেন্দ্রনাথ রায়—বলিহার ।
- * " অজনাথ কা—ঠাকুর গাঁ
- * " মতিলাল চট্টোপাধ্যায় জুতাঘাটা ।
- * " উদ্যোতন দত্ত—মিষ্ট
- * " কাশীবিহারি লাহিড়ী—কুমকল ।
- * " বিহারিলাল সেন—জিহুতপুর ।
- * " দিননাথ বসু—বলিহারি ।
- * " অনুরচন্দ্র সেন—গিলিগড়ি ।
- * " তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কটক ।

রাজ জিহুতরামচন্দ্র দেব বাহাদুর মাধবাঙ্গার ।

যতন কুলীন পাড়া জুজিলাল এসো সএসন সভা ।

- * " চন্দ্রশেখর সায়াল—কুলুবাড়িয়া ।
- * " তারাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাক
- অব কোঁ ছোট আদালত ।
- * " হরিশচন্দ্র ঘোষ—ভিহুতপুর ।
- * " পুতীয়া কুউডেটস এসোসিয়েশন সভা ।

লাইজেরি যোং রাতি ছোটনাগপুর

- * " কুমার মহেন্দ্রলাল বীন জমীদার রাজবাটী ।
- দশবরা স্কুলের বেড মাস্টার
- * " ভারতচন্দ্র চক্রবর্তী কালীয়া ভাসা ।

এই পত্র কলিকাতার হকিমপুর সোণাপুর কেশবের হকিম চাকুড়িপোতার জিহুত বাহুনাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাত্যহাসে প্রকাশিত হয় ।

রেজিস্ট্রি করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৪ নং ভাগ।

১৬ সংখ্যা।

“প্রবক্তাঃ প্রতিনিধিত্বায় পার্শ্বিঃ সঙ্কলনী স্তিমিত্বানী ন হীযতাং।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫৫ টাকা

সন ১২৮০। ২৮ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭৩। ১৩ ই অক্টোবর

সকলকে বাহুল্যসহিত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৫ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৫ এবং ২২০ নং মক
জমার-সাহায্যে জিন্তী কৃকমনি দাসী বাদী
ও জিন্তী বাবু আনন্দকৃক বহু প্রকৃতি প্রতি
বাদী থাকেন সেই মকজমার হাইকোর্ট
হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৬১ অব্দের
৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকজমার নিষ্পত্তি
হয়, এবং গত যে মাসে পূর্বোক্ত আদালত
যে আদালত প্রচার করেন, তদনুসারে হুত সর
রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইন্টেট
কৃত নিম্নলিখিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া
হইবে।

১ নং। কালেক্টরীর ভৌজী কৃত ১৫৬ নং
ইন্টেটের মধ্যে, গোকুলনগর, বিকুপুত ও
শিবরবালী এই কয় পত্তনী তরফ বাতীত,
এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মৌজে
জুখর বাতীত, তেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত
কিসমত পরগণে বরিশহাটী হুত সনুদার
জুমি ২ র। ৩২৫ নং কালেক্টরীর ভৌজী
কৃত মুড়াগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত
উদয়পুর ও অধনহাড়া। ৩ র। ১২৬৬ নং
কালেক্টরীর ভৌজী কৃত লাকরাজ জুমি
৪ র্ধ। ১২৬৬ নং কালেক্টরীর ভৌজী কৃত
লাকরাজ জুমি। প্রত্যেক তরফে যে সকল
খাস কিম্বা টিকা মহল আছে এবং যে সকল
লাকরাজ জুমি অথবা হাট প্রকৃতি আছে
সে সনুদার এই পত্তনীর অন্তর্গত থাকবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় হুত স
রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজিকিটর
জিন্তী বাবু এবং শ্যামলাল মিত্র

মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের টুট ৬৪ নং
বাটীস্থিত আফিসে পূর্বোক্ত পত্তনীর বিজ্ঞ
গ্রহণ করা হইবে

যদি বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক
এই পত্তনী হাইএট বিভারকে দেওয়া
হইবে। প্রত্যেক তরফের এবং খাস কিম্বা
টিকা মহল সম্বন্ধে কিম্বা হাট প্রকৃতির
খরচা বাবে; বর্তমান উপস্থিত হাতে রাখিয়া
এ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং এই
পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণকারিদিগকে একপ
লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলি
খিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে
যদি কখনও তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া তদা
দেওয়া হইবে। জিন্তী কৃকমনি দাসী; কুমার
রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব; কুমার কুজেন্দ্রনারা
য়ণ দেব এবং কুমার জরেন্দ্র নারায়ণ দেব।

পূর্বোক্ত বার্ষিক পরগণা এবং তরফ
বাহু অংশ সমগ্র জমিদারী এক জাটে কেহ
হইতে চান, তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে,
কিম্বা একটী একটী তরফ বতন্ত্র বতন্ত্র ভাবে
গ্রহণ কবিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী
হন তাহাও নইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সাংবাদ জানি
বার ইচ্ছা হইলে পূর্বোক্ত জিন্তী বাবু
আনন্দ কৃক বহু এবং শ্যামলাল মিত্রের
আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিল
নাথ বহুর ওলড পোষ্ট অফিস টুট ৫ নং
বাটীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে
পাওয়া হইতে পারে।

ফৌজদারী কার্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষের ফৌজদারী আদালতসমূহের
কার্যবিধি সংঘীয়; বিবিধ টিকা ও ব্যাখ্যা-
সহিত জিন্তী এইচ, টি, প্রিন্সেপ সাহেব
কর্তৃক সম্পাদিত।

হগলী জল আদালতের সেবেস্তাদার
জিন্তী প্রসন্নচন্দ্র বহু কর্তৃক অনুবাদিত।
মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাহুল ৮০ আনা।

ব্যাকার পিঞ্চ এণ্ড কোং

—১:—

বাবু রজনীকান্ত তপ্ত কর্তৃক এণীত
জরদেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
জরদেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০
ডাকমাহুল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তবা।

লালবাজার হিন্দু } জিওরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বইদে কলিকাতা }

—২:—

“প্রত্ন-কল্প-মন্দিরী”

(স্মৃতি ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা)

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বাঁহারা' এর
অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ
অভিলাষী তাঁহাদিগকে আনন্দিত করা।
ইহার সাহায্যকারীরাও আর সকলেই প্রসিদ্ধ
ধনী, বহালা ও বিদ্যোৎসাহী (যদি বর্তমান
নাথিপতি ধীরাজ বাহাদুর ও নাটোরবাহাদুর
মহোদয়ের প্রকৃতি মহারানী স্বর্ণময়ী ও রাণী
শরৎসুন্দরী প্রকৃতি; রাজা বতীন্দ্রনোবন
ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর

প্রভৃতি; অন্যতরকম যথেষ্ট প্রকারের মিত্র ও কাম্বীর রাজ্যমাতা নীলাধর সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি; “সমাজন ধর্মরক্ষিণী” সভার অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও “আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহোদয়” প্রভৃতি; উনার বামনদাস সুখোপাধ্যায় ও অমলা প্রসাদ সুখোপাধ্যায়, সুজাগাছার স্বর্ধ্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, আসামের উদ্যানন্দ চৌধুরী, উত্তরবঙ্গের বিষ্ণু গোবিন্দ চৌধুরী, মন্দিপুরের পূর্ণী রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রভাচরণের স্বপ্নমোহন দেবরায়, চান্দ্রভার অক্ষমোহন দেব রায়, বহরমপুরের রামনাথ সেন, হুগলীর হরিদাস শীল প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রাণনাথ গুপ্ত ও কুলদাক্ষিণ্যের রায় প্রভৃতি, নেতৃত্বদার (যজ্ঞধারি বর) রমানাথ সেন তথা কুমারটুলির গঙ্গাধর সেন প্রভৃতি; হাইকোর্টের উকীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি; কাশীর (মৎস তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেদান্তসরস্বতী ও মাধেশ্বর (অভিনবভূষণ) রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।)

এতাবশ্য পত্রিকার প্রকাশ কার্য স্থায়ী যন্ত্রালয় না থাকিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইবার জিরামপুর মাধেশ্বর নিবাসী জীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত,বস্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে প্রত্নের কার্যে কিছুমাত্র অার লক্ষিত না হইয়া উক্ত মহোদয় যন্ত্রালয়ে খীর স্বত্ব ভাগ পূর্ণক বন্দ্রদত্ত টাকাগুলি মাত্রের পুত্র প্রাপ্তির অভিশ্রুতি প্রকাশ করিবার, তাঁহার আপ্যায়ের অনিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে অবশিষ্ট কিছু টাকা অধ্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালয়টি সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভগ্নীর ভাগ নষ্ট হইতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা ধার হইতে হইবার দ্বারা (যন্ত্রটিতে সমুদায় ২৫ ০০ টা)

রে) অধ্যক্ষকে লইয়াও উক্ত টাকা

অবশ্য এই ক্ষণশেষে প্রকৃতভাবে,

সাহায্য ভিন্ন গতান্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রকৃত সম্মিলনের প্রার্থক্য হুঁএ পরিচিত বা অপরিচিত ধর্মী, বদান্য, বিদোৎসাহী, প্রকৃত মাত্রেরই নিকটে এই বস্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, যাঁহাদের শত দুজা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যে ইহা আদার হইতে পারে। (ইতিপূর্বে ইহাতে এতাবশ্য সাহায্যমানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিকটক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

বাঁহার বাহা দেয় হইবে তাহা তিনি অল্পকল্প পুরস্কার “সোমপ্রকাশ” সম্পাদকের নিকটে বা “হিন্দুহিতৈষিনী” সম্পাদকের নিকটে কিংবা অন্যতর ধর্মরক্ষিণী” সভাতে অথবা কলিকাতা ভূমিযোগের দেন ৩ নং ভবনে সত্য বস্ত্র আদার সমীপে পাঠাইয়া বাদিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেরই স্বীকর্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশিত করিব।

প্রকৃত মন্দিরী ও সত্যবস্ত্রের অধ্যক্ষ
জিহ্মব্রত শর্মা।

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার, দানাল, আড়তদার এবং প্রতিবিধির সমস্ত কার্য উক্ত এজেন্সির দ্বারা হস্তরূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী অফিস গুপ্ত বস্ত্র। কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে বাহুল্য বিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্যের নিয়মাবলি ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিকা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

জীমন্তরচরণ গুপ্ত

কার্য্যাধ্যক্ষ।

—০০০—

জীযুক্ত বাবু/গঙ্গাধর সুখোপাধ্যায়

এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বস্ত্র ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ১০।

ই দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ১০। একত্রে মটলে ১৮, ডাক মাহুল ১৮ মাত্র। ১২০ বাসি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাহুল ১০ বাসি মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০ বাসি উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারি ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্য লইয়াছেন, তাঁহারের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অথবা হইতে চর মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্য দেওয়া বাইবেক। বাঁহারের এরোজন হর তাঁহারি বেন টাকা ও ডাক মাহুল কিংবা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ব্রিটানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাণটিকিংসা মূল্য ৫, ডাক মাহুল ৫, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ড. চুর্ণাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেট্রিকা মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০ উহার কৃত ভিষয়জ্ঞ ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০।

ডাক্তার জীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত সূতন সার্করি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল প্যাকিং মাহুল ১০। বাবু কেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জরিয় ও পরিমিত্তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল ১০।

কলিকাতা
লালবাজার } জীযুক্তদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহিতৈষিনী

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে আর সকল প্রকার বাহুল্য প্রাপ্ত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তকও সরবরাহ করা যায়, সুস্থিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান হইতে পারে।

জীমন্তরচরণ গুপ্ত

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তুত নির্দিষ্ট কোন প্রকার জব্য আবশ্যক হয় আবেদন করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জব্যগুলি শুধুমাত্র বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেজ নরা প্রস্তুত নির্দিষ্ট নম্বরের পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন ড্রেশন বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট, মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফ্যারার গ্রিক।

ফ্যারার জে।

বাটার মজমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফ্যারার গ্রিক প্রস্তুতি নির্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কলিকাতা
৭ নং হেভিওল স্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

শুভ বস্তু।

২৪ নং বৃদ্ধিফর্ম জেন; প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা।

নগর মূল্যে উক্ত ছাপাখানায় ইংরাজী ও বাংলা ছাপার কার্য অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্দিষ্ট হয়। মূল্য কার্য বিবেচনায় লওয়া যায়, বাহ্যতে কর্মদাতার পক্ষে সর্ব-
সেফা সুলভ হয় তাই কহা যায়।

ক্রিস্টিয়ান গুপ্ত

কার্যাদক্ষ।

বঙ্গভাষায়।

ক্রিনিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ফিজিক্যাল ডায়গনোসিস

অর্থাৎ ডিজীজ

অর্থৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি কর্ণার ৬০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬ ডাকমাসুল ৪০ আনা। উহার বাজাই অতি পোস্ত এবং সুন্দর। চুচুড়ার প্রেসকর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
হোটেলে জীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহবিদ্যাত্তর ই জ্ঞাতব্য ধাত্রী-নিধা

দুই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২, ডাকমাসুল ১/০ উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়। গতি বীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় না, নির্বাণমে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিশুবিদ্যে পীড়ার পূর্ণ-
লক্ষণ ও তাহাদিগের কলেকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী, এতদ্বিধ বাপ কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভপ্রাব নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবসারণ করা গেল।

২। কলারী অর্থাৎ বিজুটিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতদ্বিধিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেসলি মেডিক্যাল জর্ণাল অর্থাৎ চিকিৎসা মর্শন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৬ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বোটানি)

১/০

৬। সুইনাইন্ প্রয়োগ-প্রণালী

১/০

এতদ্বিকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত দুই টিকানার পাওয়া যায়।

কলিকাতা }
হিন্দুহোটেলে } জীযুক্ত বাবু চট্টোপাধ্যায়

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্রিকাখানি পুস্তকাকারে প্রীতি রবি বার শুক্র বস্তু হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পত্রিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, কামদানি রপ্তানি, জবাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় একত্রিত হয়। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮ টাকা বাছা যিক ৪৪ ট্রেনমাসিক ২৫০ আনা।

ক্রিস্টিয়ান গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রণীত পত্রিকার স্থিতি বিজ্ঞান, বারি বিজ্ঞান ও বার বিজ্ঞান এবং বাংলা হাজরুত পত্রিকার ন্যাচুরাল ফিলসফি ও ফিজিক্যাল সায়েন্স পাঠ্য বইয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফিজিক্যাল সায়েন্স বিষয়ে কলিকাতা নর্মাল বিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা ধাপক জীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত পদার্থ মর্শন যে বাংলা ভাষায় এক মাত্র গ্রন্থ এবং এই খানিই যে পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের হাজরুত পত্রিকার ইংরাজি তালিকার ফিজিক্যাল সায়েন্স পত্রিকা উল্লিখিত হইয়াছিল ইহা সকলেই অবগত আছেন। ন্যাচুরাল ফিলসফি বিষয়ে কোন ভাল পুস্তক না থাকতে ইনি সস্ত্রীত পদার্থ মর্শনের এক প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে জড়ের গুণ আকর্ষণ স্থিতিবিজ্ঞান গতিবিজ্ঞান বারিবিজ্ঞান বায়ুবিজ্ঞান ও তাপ বিজ্ঞান ঘটিত তত্ত্ব সমুদয় বর্ণিত হইয়াছে এবং নর্মাল বিদ্যালয় ছাত্রদিগের নিমিত্ত বঙ্গভাষাত ও বঙ্গবিদ্যাত কার্যকর যন্ত্র বিজ্ঞান বো, বর্জমান বো পদার্থবীজ, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ভাসমান জব্য সংক্রান্ত বিস্তার সমাহিত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। পাঠ্য গ্রন্থ নির্দিষ্ট না থাকতে ইনি দুই খণ্ড সাহিত্য, সাংগ্রহ ও স্তম্ভ করিয়াছেন। ইহার ১ ম খণ্ডে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কবিগণের জীবন চরিত ও রচনা প্রণালী বর্ণিত ও কাব্য সকলের দার সম্বলিত হইয়াছে। ২ ম খণ্ডে প্রদান প্রদান পদ্য গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের দার সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্বিক খণ্ডে মূল্য এক টকা

সংক্ষিপ্ত পরামর্শ দর্শন ৪০ আট আনা।
পরামর্শ দর্শনের প্রবেশিকা /১০ দেড়
আনা।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত
যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

ইংল্যান্ডের গবেষণাধ্যক্ষ।

কলিকাতা নর্মাল স্কুল।

ভূগোল সার সংগ্রহ।

ইন্ডিতে মাইনর ও বাঙ্গালা হাজি রুতি
পরীক্ষার্থীদের ভূগোল ও তৎসংক্রান্ত
অবস্থা জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে।
তন্মধ্যে ১৮১৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ বইতে ১৮৭২
খৃঃ পর্যন্ত একটো যা ও ছাত্র রুতি পরীক্ষার
ভূগোলের প্রয়োজনীয় অনেক বইয়াছে।
কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্য
মূল্য।

প্রিয়জনীকান্ত গবেষণাধ্যক্ষ বি. এ

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ আশ্বিন সোমবার।

গোয়েন্দা দিার।

প্রজা এক জাতি, এক ধর্মী ও এক
দেশী, এবং রাজা অন্য জাতি, অন্য ধর্মী
ও অন্য দেশী হওয়ার অনেক অনুবিধ।
এরূপ অবস্থায় দেশ অধিকার করিয়াও
অধিকারের সম্পূর্ণ সুখ ভুগিত। এই
অন্যে কিছুদিন হইল একজন বুদ্ধিমান
ইংরাজ বলিয়াছেন; আমরা ভারতবর্ষের
দের পরীক্ষা অধিকৃত করিয়াছি; কিন্তু
তাহাদের জন্ম হস্তগত হইল না। এই
কারণেই গবর্ণমেণ্ট নিজের শাসনাধীন
কোন শ্রেণীর অধ্যক্ষের কথা জানিতে
পারিতেছেন না। যদিও রাশি রাশি
সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা
প্রকারে প্রজাদিগের ভাব ও অবস্থা
রাজাদিগের গোচর করিতেছে তথাপি
কত কথা যে সমাজের মধ্যে লুক্কায়িত
হইতেছে তাহার সংখ্যা হয় না।
কোথায় কত প্রকারে সবলের নিকট

দুর্ব্বলের নিগ্রহ হইতেছে তাহার তত্ত্ব
কয় জন রাখে? অন্যায় অত্যাচার
দুর্ব্বল নিবারণের চেষ্টা বিধিমেতে হই
তেছে বটে, কিন্তু কয়টি অত্যাচার
বা দুর্ব্বলের কথা সমাজের উপর ডালিয়া
উঠে, সহস্র সহস্র অজ্ঞ দুর্ব্বল ও অসহায়
ব্যক্তি যে অশীড়িত ও বিপন্ন হইয়া
ক্রন্দন করে, তাহাদের রোদিন স্থান কর
অনের কর্তৃত্বেরে প্রবর্ত্তি হয়?

সমাজের এইরূপ অবস্থায় সহজেই
মনে হয় যে হয় ত গোপনে গোপনে
অনেক অত্যাচার, অনেক অসৎ কার্যের
অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ
চক্ষুর উপর উপস্থিত হয় না। এই
জন্যই বোধ হয় লেণ্টনন্ট গবর্ণর
সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া-
ছেন, যে জ্ঞাতসারেই কোন আইন-বিগ-
্রহিত অপরাধ কৃত হইলে, সকলকে নিক-
টস্থ পুলিশে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট
তাহার সংবাদ দিতে হইবে। এই বিজ্ঞা-
পনের সহিত সেই সেই অপরাধের
একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। পুরা-
তন কোজদারি কার্যবিধির আইনের
১৩৮ ধারাতে এইমর্ম্মের কথা লিখিত
ছিল এবং বর্তমান কোজদারি আইনের
৮৯ ধারাতেও এই আদেশ প্রচার করা
হইয়াছে। লেণ্টনন্ট গবর্ণর পুনরায়
সকলকে সেই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া
দিয়াছেন। এরূপ পুরাতন কথার উল্লেখ
করিবার প্রকৃত অভিপ্রেতি কি বুঝিত
পারা যাইতেছে না? কিন্তু এক্ষণে এম্ম
এই; এতদিন ত এই কথা প্রচারিত হই-
য়াছে তথাপি এতদিন ইহার অনুসারে
লোকে কার্য্য করিল না কেন? ইহার
অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ
কোন অপরাধের গোয়েন্দা হইলে প্রায়
সংবাদদাতাকে বাদী হইতে হয় সুতরাং
আয়েশীকৃত সুখবাদের প্রমাণোপযোগী
সাক্ষী প্রত্যুক্তি সংগ্রহের জন্য বাস্ত

হইতে হয়। সেই সকল বিষয়ে সময় ও
পরিশ্রম ব্যয় করিতে পারে এমন
অনুবিধা কয় জনের? দ্বিতীয়তঃ অত্যাচার
নিবারণ এবং দুর্ব্বলের সমনের অন্যে
গোয়েন্দা হওয়া, কিন্তু সংবাদ দিয়াও
সে অভিপ্রায় প্রায় পূর্ণ হয় না। পুলিশ
তদন্ত করিবার জন্য আসিলেন, সেই
উপলক্ষে অপরাধী হয় ত নিজ অপরাধ
গোপন করিয়া কেলিল অথবা রক্তকাণ্ডি
দেখাইয়া পুলিশকে মুগ্ধ করিয়া কেলিল;
পুলিশ সবিশেষ অনুসন্ধানের পর প্রবৃত্ত
সংবাদ অনুসন্ধান বলিয়া রিপোর্ট করি-
লেন। তৃতীয়তঃ কাহুরো নামে কোন
ভুক্তির দোষারোপ করিয়া তাহা সপ্র-
মাণ করিতে অক্ষম হইলে বিপদে গড়ি-
বাক সম্ভাবনা। চতুর্থতঃ যাহার বিরুদ্ধে
সংবাদ দেওয়া হয় তাহার সহিত চির-
শত্রুতা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক সময়ে
এইরূপ গোয়েন্দার কার্য্য করিতে গেলে
দেশভক্ত লোকের শত্রু হইয়া দাঁড়া-
ইতে হয়। এই সকল কারণেই কেহ
সহজে পত্রের বিবাদ নিজের ক্ষণে
লইতে চান না। এই সকল কারণেই
অগ্রনয় হইয়া অপরাধীকে রাজদ্বারে
উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা দূরে
থাকুক, সকলেই প্রায় লেহন হইতে
প্রস্থান করিয়া থাকেন, কারণ পাছে
সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। নতুবা
অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে কিম্বা
চক্ষুর উপর কোন দুর্ব্বলের অনুষ্ঠান
দেখিলে কোন ভক্তলোকের হৃদয় না
গতীর কোণে আন্দোলিত হয়, বাহা-
দের ন্যায়পরতা রুতি কিছুমাত্র বিকশিত
হইয়াছে, তাহারা কি কখন সমাজের
শত্রুদিগকে নিকটকে ও অবধে পাণ্ডা
চরণ করিতে দেখিয়া অস্বস্তিতে আহার
বিহার করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের
যতই শৃঙ্খলন হউক না কেন সকল
প্রকার অত্যাচার ও অসদানুষ্ঠান নিবা-

চণ্ডের ইচ্ছা যতই বলবতী হউক না কেন, অপরের সাহায্য ব্যতীত সকল গুণ্ড কথ্য জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই সকল গুণ্ড অপরকে আবিষ্কার ও গবর্ণমেন্টের গোচর করিবার উপায় পুণ্ডিষ, কিন্তু বর্তমান সময়ের পুণ্ডিষ কথ্য চারিদিকের বেক্সণ উদাসীনা এবং তাহাদের ধর্ম্মনীতি বেক্সণ নিকট তাহাতে সে আশা করা দুঃখ। মাত্র।

আমরা কয়েকটি ঘটনা জানি যেখানে সংবাদ দিয়াও কোন ফল হয় নাই বরং পুণ্ডিষ, কর্তৃক অপর্যায়িত হইতে চাই-
রাছে। যতদিন না পুণ্ডিষের কৃষ্ণপ-
রিচ্ছদ মুখ সফল নিয়ন্ত্রণ এবং অক-
র্ষণ্য কর্ম্মচারিরা তাহাদের কার্যে মনো-
যোগী হইবে, যতদিন না তাহারা
অন্তরলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে
শিখিবে, যতদিন না আদালতের
শোণিত-শোবক রাজস্বের শাসিত
হইবে এবং আদালত অস্ত্রলোকের গম্য-
স্থান হইবে, ততদিন লোকের উপর কথা
কহি করা বিফল। এখনো বিচারকেরা
প্রায় কিবাদী, কি প্রতিবাদী, কি সাক্ষী
সকলকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক
হিস্তর করিয়া বিচার আওতা করেন। এক্ষণ
স্থলে কোন অস্ত্রলোক পেরকে অস্ত্রসহ
হইতে লাহনী হইবেম? যাহাকে চুই
বানের অধিক আদালতে দেখিতে
পাওয়া যায়, আদালতের এবং ব্যক্তির
লোকে তাঁহাকে সাক্ষী ব্যবসায়ী হিস্তর
করিয়া বলে। পুণ্ডিষ ও আদালতের এক্ষণ
হীনাবস্থ ব্যক্তিতে কোন অস্ত্রলোক
গোয়েন্দা হইতে পারেন না। বিশেষ
হিস্তরদের চক্ষে গোয়েন্দাগিরি অতি নীচ
কর্ম্ম। অপরকে হোয়াবিষ্কার করিয়া
তাহাকে বিপর্যয় করা হিস্তর জ্বরের
পক্ষে ভয়ানক দুঃখসত্য। অপর্যায়কে
হিস্তরী দেওয়া দুই ব্যক্তিক, তাহাকে
আজ্ঞার বেওয়া আইন বিপর্যিত জানিয়াও

অনেকে দ্বার অস্ত্ররোধে আশ্রয় দিয়া
থাকেন।

যতএব লেন্টমেন্ট গবর্ণর অপরকে
উপর কথা কহি না করিয়া যদি পুণ্ডিষ
বিহারী নবাবদিগকে একটু সম্মান
করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ
ফল দর্শিবার সম্ভাবনা।

✓ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রদিগের নিয়তি।

আমরা গতবারের গোমস্তকালে
“ ক্রোড়মব ইণ্ডিয়া এবং বাঙ্গালা
সংবাদপত্র ” নামক প্রস্তাবে বাঙ্গালা
সংবাদ পত্র সম্বন্ধে আমাদের বাহা-
বস্তব্যতাচার প্রায় সকল বলিয়াছি; কিন্তু
আজ কিছু বলা উচিত যৌথ ভাষাতে
পুনরায় এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে হই-
তেছে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সকলের
চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছে; এদিন “ পিতা
নিয়ত বলিলেন, ইহাদিগকে হমন কর ”
ওদিন ইংলিসমান বলিলেন, এই বিবেচনা
শূন্য চীৎকার; পটু নিকর্ম্মদিগকে শাসন
কর, এই রূপে ত ইংরাজী সংবাদ পত্র
দিগের অধিকাংশই মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা
সংবাদ পত্রদিগের উপর কটাক্ষ করিয়া
থাকেন। ইহাদিগের আক্রোশ কিয়
আক্রমণে ভীত হইবার কারণ অতি
অস্পষ্ট; কিন্তু কিছুদিন হইল “ মুহম্মদশী ”
ভিক্রম সাহেব এক আইন রূপ মেঘের
সম্মার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার
পর হুনি যদিও প্রতিক্রিয়া হইয়া
আগিয়াছে, কিন্তু সেই মেঘের মধ্যে যে
ভীষণ বজ্র নিঃসৃত আছে, তাহা বুঝি
মান মাজেই অনুভব করিতে পারেন
আবশ্যক হইলে এবং সময় উপস্থিত
হইলে, কালে সেই বজ্র বাঙ্গালা সংবাদ
পত্রদিগের মস্তকে পড়িতে পারে। সে
ধাশঙ্কা ও বিশেষ চিন্তার কারণ নহে;
কারণ তাহা আইন। কিন্তু বাঙ্গালা
সংবাদপত্রদিগের নিয়তি যথেষ্ট চিন্তিত

হইবার বিশেষ কারণ এই যে তাহাঁ-
দের উপর আমাদিগের লেন্টমেন্ট
গবর্ণরের কোণ দৃষ্টি পতিত হই-
রাছে। কায়েল সাহেব যে কি ধাতুর
লোক তাহা এত দিনে সকলে এক
প্রকার বুঝিয়াছি। তিনি তাহাঁর দেশের
পূর্ক-পুরুষ মাকবেথের ন্যায় ইচ্ছা ও
কার্যের মধ্যে বড় অপর রাখিতে চান
না। কলিকাতায় পা দিয়াই রবার্ট সাহেব
বকে লসপেও করা, প্রভৃতি সাহেবকে
মাত মমুজ ও ভের নদীর জল পান
করান; এবং গেডিস সাহেবকে পরচূত
করা এই সকল কথা অপর করিয়া কে না
তাহাঁর এক্ষণকে ভয় করিবে। আমরা
কেবল তাহাঁর স্বজাতীদিগের দৃষ্টান্ত
প্রদর্শন করিলাম; কারণ ইহা হইতেই
এদেশীয় দিগের প্রতি বিরূপ ব্যবহা-
রের সম্ভাবনা তাহা জ্বরজ্বল হইতে
পারে। সেই জন্যই আমরা সর্বদা ভয়ে
ভয়ে থাকি, পাছে মহারাজা কায়েলের
চক্ষু আমাদিগের উপর পড়ে। কিন্তু
অবশেষে যৌথ হয় তাহাই ঘটিল;
আমরা নিজে তাঁহার রাজস্বাধী শাসন
সম্বন্ধীয় রিপোর্ট বিধরক আবেশ হইতে
কয়েক পক্ষি জুলিয়া দিতেছি—

“ লোকে সর্বদা বলিয়া থাকে যে
দেশের সর্বসাধারণের উপর বাঙ্গালা
সংবাদ পত্র দিগের ক্ষমতা অস্পষ্ট। কিন্তু
লেন্টমেন্ট গবর্ণরের বিবেচনায় যাহা
বুঝির্ম
চক্ষু চোঁপাখ্যায় বে বলিয়াছেন,—যাহা
রং লোকের যে গবর্ণমেন্টের উপর এত
অবিশ্বাস, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রেরা
তাহার প্রধান কারণ ” সে কথা অনেক
পরিমাণে সত্য। এই সম্বন্ধে কনিষ্ঠদের
মননি সাহেব বলেন : “ আমার বিবেচনায়
এতৎপ্রদেশে বাঙ্গালা সংবাদপত্র মদ-
নের কারণ না হইয়া অমঙ্গলের কারণ
হইতেছে। এত সকল পত্র হইতে কোন
বিশেষ উপকার দর্শে না, বরং এতদ্দ্বারা

এ প্রদেশের শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে চঞ্চলতা ও বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই সকল অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি নিজে কোন মত স্থির করিতে পারে না, কেবল মাত্র সংবাদ পত্রের মত লইয়াই চলে—

আমরা গত বারে প্রায় এই সমস্ত কথাই বলিয়াছি। বাস্তবিক আন্দোলনের কতকগুলি সহযোগীর অনবধানতা ও অসুদর্শিতা নিম্নলিখিত যে এই রূপ অপকার হইতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা অনর্থক গণ্ডগোল করিয়া বিশেষ কোন উপকার করিতে পারেন না পারেন, হয় ত বাঙ্গালী সংবাদ পত্রদিগের স্বাধীনতা হানির কারণ হইতে পারেন। ভাল হউক মন্দ হউক গবর্ণমেন্টকে আক্রমণ করিব, ঘৃণা ভিন্ন কৃতজ্ঞতা দেখাইব না; কোম প্রকার দুর্ভাগ্যবশিষ্ট না পাইলে ও গুঢ় দুঃখ-সজ্জার আরোপ করিব, একবার প্রতিক্রিয়া সম্পাদকের সত্যপ্রিয় ও পক্ষপাত-শূন্য ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। ইংলণ্ড দ্বারা অনুপ্রেরণাধীন অথবা পরকালে সমুদ্রতীর আশাতেই ভারতবর্ষের গুরুতর মস্তকে প্রহর করিয়াছেন; কৃতজ্ঞতা ভিন্ন ভারতবর্ষীর বিধেয় অন্য কথা হওয়া উচিত নহে; এরূপ প্রস্তাব আন্দোলনের নিকট যেমন অসত্য ও অসঙ্গত বোধ হয়; আর ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কখন কোন উপকার করেন নাই এই কর-বার উদ্ভাষ করেন নাই; স্থগা ও বিদ্রোহ ভিন্ন ভারতবর্ষ আন্দোলনের নিকট হইতে কোনও-কিছু আশা নাই; একথাও সেই মত অনাগর এবং অসঙ্গত মনে হয়। সুখ-য-সুখ ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কটাক্ষ-সমূহ আন্দোলনের প্রাণ-ত্যাগী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে আন্দোলন তাহা আকর্ষণ

করিতে পারেন। অসার চীৎকার ছাড়িয়া যদি গার কথার আলোচনা করেন এবং দেশের লোকদিগকে ন্যায় নীতি এবং সুবিচার শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আন্দোলনের দ্বারা বিশেষ ইচ্ছা সাধিত হয়।

—০—

জমীদার, প্রজা ও গবর্ণমেন্ট।

কিছুদিন হইল উত্তর সেক্ট লিবেলামে আমরা একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমরা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলাম তিনি আজও তাহা হইতে নিকৃতি পাইতেছেন না। বস্তুতঃ এখানে গবর্ণ-মেন্টের যে কি করা কর্তব্য, তিনি তাহা নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পাবনা ও বগুড়ার জমিদার ও প্রজা-দিগের মধ্যে পুনরায় সন্তোষ স্থাপনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে। প্রযোগ্য কমিশনের মর্মানি সাহেব এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজা এমখনাথ রায় প্রজাদিগের অভিযোগ গ্রহণ ও সমুদায় বিধানের জন্য নিজে তাঁহার বগুড়া জেলার অন্তর্গত জমিদারিতে গমন করিয়াছেন, বিখ্যাত রায় ধনপত সিংহ অনায় কর কিছা কোন প্রকার বাব প্রহণ করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কলিকাতার ঠাকুরদিগের কর্মী চারীরাও মোলার সাহেবের সাফাতে প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। এ সকল ত চলে। এ সকল উপায়ে পাবনা কিছা বগুড়ার প্রজারা শান্ত হইতে পারে; কিন্তু একপ্রান্ত আর একপে কেবলমাত্র পাবনা কিছা বগুড়াতে বন্ধ নহে। অন্যান্য স্থানের প্রজারাও যথেষ্ট করিয়াছে। তাহারা ন্যায় বাজনাও দিতে চাহেন। বোধ হয় প্রজাদের হিসাবে

যাহা জমা দিবে তাহা বাবের হিসাবে কাটা যাইবে, পুনরায় সমগ্র প্রজারা দের হইবে, এই আশঙ্কার যতদিন না অস্তিত্ব বাব প্রহণ সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় ততদিন প্রজারা পর্যন্ত দিতেছে না। যাহা হউক যে প্রজা উঠিয়াছে তাহা অত্যন্ত গুরুতর। যে প্রকারে হউক ইহার মীমাংসা না হইলে কোন পক্ষের শান্তি নাই। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের যে দুই একটি কথা জানা গিয়াছে তাহাতে তিনিও যে কোন বিশেষ মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। রাজসাহির শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর তিনি যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বর্ণিত হইছে, এই রিপোর্টে উল্লিখিত কতকগুলি মুসলিম চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে পূর্বাশ্রয় রাইসতদিগের মনে অধিক স্বাধীনতার তাৎপর্য-হইতে এবং পূর্বাশ্রয় তাহারা আপ-নাদের দখল এবং অধিকার অধিক বুঝিতে পারিতেছে। দেশের সর্বসাধারণের দ্বারা যে অব্যাবধি ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে সহজ যেমন অনির্দিষ্ট ছিল তাহার পরিবর্তে মণেকাকৃত উন্নত সহজ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে এবিধে উন্নতি হইতেছে এবং এই সহজ নির্দিষ্ট হইবে। কিন্তু তিনি ভয় করেন যে এখনকার আদালত সকল বেক্রপ ধর্মী ও আইন ব্যব-সায়ী লোকে পরিপূর্ণ, সেখানে গিয়া বিবাদের মীমাংসা করা রিভ্র প্রজার পক্ষে সুখের হইবে না এবং যতদিন উত্তরণক ন্যায়সঙ্গতরূপে কাণ্ড, করে ততদিন সেখানে প্রজা বন্দোবস্তের পরি-বর্তে আইনের মীমাংসা স্থাপিত করা উচিত ইচ্ছা নহে। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর

যে আশঙ্কা করিছিলেন তাহা, সমূলক বোধ হয়। বাস্তবিক আদালতের ও আইনের বর্তমান অবস্থা থাকিতে সে দ্বারে গিয়া যে প্রকার কষ্ট দূর হয় এমন আশা করা যায় না। আবার এদিকে নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগকে জমিদারের ইচ্ছার তলে ফেলিয়া রাখাও উচিত বোধ হয় না। দেশের অধিশক্তি তিন্ন তাহাদের অরক্ষিত মস্তককে রক্ষা করে কে? সেই কোটি কোটি নির্ভীক নারী, যারা জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া চিরদিন অন্ধকারে বাস করিতেছে, তাহাদের সংসারণত্ব নাই এলোপিসেশন নাই, মনের কষ্ট জানাই বার অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের হইয়া বলে অথবা তাহা কে? এই উভয় পক্ষের বিবানে সন্তুষ্কপ করিতে গেলে কিয়া আইনের দ্বারা সীমান্সা করিতে গেলে, কেবল উভয় পক্ষের ক্রেশ হুজি করা হয়, এই ভয়ে কায়েদ সাহেব পেরদিকে হঠাৎ অগ্রসর হাতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু এখন হস্ত যৌত করিয়া বাসবার ত সময় নাই। যদি গবর্ণমেন্ট নিজে জমিদারদিগকে সৃষ্টি না করিতেন, ইংরাজী আইন রূপ লবণায়ু আনিয়া যদি পুরাতন হিন্দু "গ্রামা" শাসন প্রণালী নষ্ট না করিতেন, যদি অন্ততঃ সুপলমানবিগের ন্যায় হিন্দু গ্রাম সকলকে হিন্দু প্রণালী অনুসারে সকল কার্য করিতে দিতেন তাহা হইলে প্রজাবিগের পক্ষ সমর্থন করিবার লোক থাকিত। গ্রামের পক্ষান্তে দ্বারা তাহাদের দেয় কর নির্ভারিত হইত এবং বিবাদের মীমাংসা হইত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট আপনাই চাইতে যে সকল ভয় করিয়া ফেলিয়াছেন। একবার ইংরাজী আইন প্রয়োগ করিয়া হিন্দুবিগের চিরস্থান প্রণালী, নিরম ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন আর আইন প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইলে কি হইবে? হয় আমাদের, এখন প্রজা

বাহুল্যে প্রজাবিগের সহিত চির স্থায়ী বন্ধোবন্ধ করিয়া তাহাদের স্বত্ব ও অধিকারের মীমাংসা করিয়া দিল, নতুবা আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে ১০।১৫ বৎসর অন্তর সকল প্রদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কোন নির্দিষ্ট কালের মত প্রজার হার স্থির করিয়া দিল। চিরস্থায়ী বন্ধোবন্ধ দ্বারা জমিদারদিগকে ভুখানি করা হইয়াছে; কিন্তু লালস যাবাদিগকে ধরিতে হয় ভূমির উপর তাহাদের স্থায়ী স্বত্ব না হইলে ভূমির উপর তাহাদের মাল্য ও শ্রুত না জন্মিলে প্রকৃত উন্নাত অসম্ভব।

জমিদারদিগকে সৃষ্টি করিবার সময় বোধ হয়, লন্ডন কর্ণওয়ালিস বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক শ্রেণী ধনী ও ভুখানি লোক থাকিলে তাহারা অবশ্যে নিশ্চয় গবর্ণমেন্টের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং সময় বিশেষে সাণার্য করিবেন। কিন্তু আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক আশঙ্কা করিয়া গিয়াছেন যে, যদি কালে কখন এই শ্রেণী প্রজাদের সহিত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে দণ্ড্যমান হয় তাহা হইলে রাজ্য রক্ষা ভার হইবে এবং এ আশঙ্কা অসুগলকও নহে; কারণ আমরা ত ইতিহাস পাঠে জানি রাহি ইংলণ্ডের রাজাবিগকে দেশের ধনী ও লভ্যবিগের ভয়ে চিরকাল কিরণ শঙ্কত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। বিশেষের সময় যেমন এক একবার এই লভ্যের রাজাকে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনই সময়ে সময়ে প্রজাবিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদস্থ করিয়াছেন। অতএব লন্ডন কর্ণওয়ালিসের আশা এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির শঙ্কা উভয় নিতান্ত অসুগলক নহে। পাবনার বিদ্রোহ উপলক্ষে লেন্টনেন্ট গবর্ণর রাষ্ট্রদূত বিগের দিকে পক্ষপাত দেখাইতেছেন

বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে এরূপ অবিবেচনার কার্য করণে কল এই চইবে যে অবশেষে জমিদারেরা গবর্ণমেন্টের উপর বিরক্ত হইয়া প্রজাবিগের সহিত মিলিত হইবে এবং দ্বিতীয় লেখকের আশঙ্কা পূর্ণ হইবে; কিন্তু যদি গবর্ণমেন্ট জমিদারবিগের পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে প্রজারা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে দণ্ড্যমান হইলেও জমিদারেরা গবর্ণমেন্টের সাণার্য করিবে। তাহাদের বিবেচনার এ বিবাদের গবর্ণমেন্টের সন্তুষ্কপ করা উচিত নহে।

আমরা বলিতেছি গবর্ণমেন্টের কোন শ্রেণীর দিকে পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে; কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচার নিবারণ এবং ন্যায় বিচার করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত। জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি অবধি এই ৮০ বৎসরে বঙ্গ সমাজ আর এক ভাবে গঠিত হইয়াছে, সকল বিষয়ে এক প্রকার শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে, এখন সেই শ্রেণীর উচ্ছেদ করিলে বিবম গোলযোগের সম্ভাবনা। আবার সন্তুষ্কপ করিব না বলিয়া উদা সীন হইলেও প্রজারা বাঁচেন না; অতএব এই সময়ে লেন্টনেন্ট গবর্ণরের বিশেষ দৃঢ়তার আবশ্যক। কোন শ্রেণীর ক্ষতি করিয়া অপরের লাভ হউক আমাদের ইচ্ছা নহে; কিন্তু অপক্ষপাতে বিচার হউক, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্বলেরা রক্ষিত হউক, নিরাশ্রয় অজ্ঞান ও নির্ভীক প্রজাদের দুঃখের রাজি অবগান হউক, এই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধসংবাদ।

৭ ই অপ্রিল সোমবার।

খ্রীষ্টান বাবু নীলাধর সুবর্ণপাঠ্য কান্ডীর রেশম চাষের উৎকর্ষ বিধান করিয়া অতিশয় সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। মধ্যরাজ্য গল্ট হইয়া তাঁহাকে খেলাত বিচার

ছেন, এবং তাঁহার বেতন ১০০০ টাকা হইতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন । মহারাজা একাধা সভার অনেক প্রার্থাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং বিধিমাতে উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন । গুণ্ডাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ফরসিথ সাহেব এই রেশমের কারখানা করণ প্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । নীল-সর বাদ্দেরূপ সুযোগ্য লোক আমাদেবের স্ত্রী বিশ্বাস যে তিনি কাম্বীয়েব বিশেষ উপকার করিবেন ।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সম্প্রতি এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে জাহাঙ্গীরে নিম্ন লিখিত অপরাজিত রূত হইলে সর্জসাধারণকে তাহার সংবাদ দিবার জন্য বাধ্য করি-
রাছেনঃ—১ম । মহারাজার বিকল্পে মুক্ত করা মুক্ত করিবার চেষ্টা করা কিম্বা মুক্ত বিহরে সাধায়া করা । ২য় । পূর্ণোক্ত অপরাজিত করিবার জন্য জটলা করা কিম্বা ভয় প্রদর্শন অথবা বল প্রকাশ দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ন-
মেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেণ্টকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করা । ৩য় । মহারাজার বিকল্পে মুক্ত করিবার মানসে স্বল্প শুল্ক বাক্য প্রভৃতি কিম্বা ইনস্য় সংগ্রহ করা । ৪র্থ । গবর্নর জেনেরল কোন প্রোগ্রিডেক্টর গবর্নর লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কিম্বা কোন মন্ত্রী সভার সভাকে আজ্ঞা করণ কিম্বা বল প্রকাশ দ্বারা ভীত করিবার চেষ্টা করা । ৫ম । গবর্নমেণ্টের প্রতি লোককে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করা । ৬ত । মহারাজার কোন মিত্র রাজ্যের বিকল্পে মুক্ত করা কিম্বা তাহার রাজ্যের অপরাজিত করা । ৭ম । কোন রাজ্য বন্দীকে মুক্ত করা কিম্বা মুক্ত করিবার চেষ্টা করা অথবা কোন পরাজিত লোককে আশ্রয় দেওয়া । ৮ম খুন । ৯ম দাবা গার বণ্টক হত্য । ১০ম । খুন । ১১ম । মৃত্যু, এবং নর-
হত্য । ১২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ২৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৩৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৪৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৫৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৬৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৭৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৮৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯১ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯২ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯৩ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯৪ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯৫ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯৬ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯৭ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯৮ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ৯৯ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য । ১০০ম । মৃত্যু, এবং নর-হত্য ।

সাংঘাতিক অস্ত্র হস্তে ডাকাইতি করা । ১৭ম ডাকাতির জন্য যোগ্যত যন্ত্র করা । ১৮ম । গরু খাণ্ডন দেওয়া । ১৯ম । কোন ভরানক অপরাজিত করিবার জন্য বলপূর্ব্বক কাছারি বাটীতে প্রবেশ করা । ইত্যাদি ।

৮ ই আশ্বিন মফলবার ।

হাইকোর্ট সম্প্রতি এক নিয়ম প্রচার করি-
রাছেন তাহাতে এই আদেশ করিয়াছেন যে যাহা বিধিগত হাইকোর্টে ওকালতি করিতে হইবে তাহা বিধিগত তা বি এল পরীক্ষা দিতেই হইবে, ইহা ভিন্ন দুই বৎসর কাল কোন আটর্নি কিম্বা উকীলের আর্টিকেল ও ফ্রাঙ্কের কাজ করিতে হইবে কিম্বা কোন মফলবার আদালতে ৪ বৎসর নিয়মিতরূপ ওকালতি করিতে হইবে । তাহার পর এই সকলের সার্টিফিকেট এবং সফলতার সার্টিফিকেট দিলে তাহারা হাইকোর্টে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন । একেবারে আত্যা উকীল না লইয়া হাইকোর্টে একটু পাকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন সে ভালই ।

৯ ই আশ্বিন বুধবার ।

আপান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তাহার কুতূহলের উপর একটা টাঙ্ক করা হই-
য়াছে । আমাধিগের রাজপুত্রগণের মস্তিষ্কে একটা টাঙ্ক উন্নয়ন হয় নাই কেন বলা যায় না ।

বিজি গেজেটের কাহিলার সংবাদবাহীতা-
লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলী পীড়িত হইয়া বালিরাহিলেন “আমি ইংরাজদি-
গের সহিত যত্নভাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাঁহারা আকগানস্থানে আদেশের আধার এ ইচ্ছা নয় ।” কেবল আমীরের কোন আকগানস্থানের অনেকের এমন ইচ্ছা নয় যে ইংরাজেরা তাহার গমন করেন ।

মর্নিংবীম বলেন, এলেকশীর পিতা-
নীলকমন্ডের মৃত্যু হইয়াছে ।

বোম্বাই ও মাস্জাহ পণ্ডিতগের প্রতি-
মাস্জাহের নিবারণার্থ সভা স্থাপনের চেষ্টা-
চলিতেছে ।

পত্রবের সাহিব ইরারখণ্ডের বিলক্ষণ-
পরিচয় চাহিতেছে । সম্প্রতি লাভক হইতে

প্রায় ৫ শত বোম্বাই বাণিজ্য জবা লইয়া-
গিয়াছে এবং প্রতি দিন আরো জবা বি-
ক্ৰীতেছে ।

মাস্জাহ মেইল বলেন, সম্প্রতি মাস্জাহ-
রেলওয়ের টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার জি কে,
উত্তর স'হেব এক দুর্ভাগ্য প্রণালীতে
টেলিগ্রাফ প্রেরণের উপায় আবিষ্কৃত
করিয়াছেন । ইহাতে এক সময়ে একটা
তার দ্বারা উন্নয়ন হইতেই সংবাদ দেওয়া
যায় । কিছু দিন হইল ডাল সাহেব এম
সমি করিয়াছিলেন এইরূপ উপায়ে টেলি-
গ্রাফ পাঠান যায় ।

১০ ই বৃহস্পতিবার ।

কনডা টেমোপলের একখানি সংবাদ-
পত্র বলেন, তুর্কির সুন্ডাম পারস্যের
মালা ২২ মিশরের শাশনকর্তা এই তিন
জনেরই বরস এক । এই তিন জনই
১৮৩০ অব্দে জয় গ্রহণ করেন ।

বরদার গুইকুমার বলিয়াছেন অজ্ঞাত-
রেগিডেট কেরর পরামর্শনুসারে তিনি
বরদার আসন করি করিবেন । তিনি
খীর রাজ্য যথো বিচারালয় প্রভৃতি
স্থাপন করিয়া দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি-
বিশেষ দ্বারা উহার কার্য সম্পাদনের অভি-
প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । সুরাটের মুখ-
ভিনেট কাজ মকুনরাও মুনিরাওকে বর-
দার হাইকোর্টের জজ হইবার জন্য টেলি-
গ্রাফ করিয়াছেন । গুইকুমার ক্রমে সোজা
হইয়া আসিতেছেন ।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হই-
য়াছে, পৃথিবীতে ১০০০০০০০ লোকের
বাস আছে, ইহার মধ্যে বর্ষে বর্ষে ১০০০০০০
অথবা প্রতিদিন ২০০০০ কিম্বা প্রতি
মিনিটে ৬০ জনের মৃত্যু হয় । মৃত্যু
অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা বড় অধিক নয় ।

মর্নিংবীমে নিম্নলিখিত বিষয়টি লিখিত
হইয়াছে । এক জন চিকিৎসক একটা
রোগীর চিকিৎসা করেন, রোগীর মৃত্যু
হইলে চিকিৎসক সাহায্য উপর তাহার
বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাহার
নিকটে ঔষধ ও রোগীর বিল লইয়া গিয়া
বলিলেন, আপনি যদি এই বিলের লক্ষ্য

সভা বিবরে লক্ষ্যমান হন, আমি লক্ষ্য করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি উত্তর করিলেন “আপনাকে লক্ষ্য করিতে হইবে না, আপনি যে চিকৎসা করিয়াছিলেন তাহার হুতুই তাহার পরিচয় বিদ্যা বিতেছে” এই বলিয়া টীকাগুলি কেলিয়া দিলেন।

১১ ই আশ্বিন শুক্রবার।

প্রাথমিক বসেন ৩ বৎসর পূর্বে একজন মুসলমান এবেশে আসিয়া বলে যে আরব দেশের এক পর্যটকের উপর একটি নারিকেল বৃক্ষ জড়িয়াছে, অতএব এবেশে মুসলমান রাজস্ব পুনঃস্থাপিত হইবে। এখন সেট ব্যক্তি প্রামাণ্যবিরোধের নিকট বলিয়া বেড়াইতেছে যে সেই নারিকেল গাছের জুল হইয়াছে অতএব আর ১৫ বৎসর পরে ভারতের সিংহাসনে মুসলমান রাজ্য উপবিষ্ট হইবে দেখিতে পাইবে। এ ব্যক্তি কি অজ্ঞান গায় বাতাস দিয়া বেড়াইতেছে?

“মিরারের ডাওলপুরস্থ কোন সংবাদভাতা লিখিয়াছেন, গত ২৩ এ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রত্যুষে টেবিলের গোল পার্শ্বের মত একটি আন্দোলিত্ত আকাশের পূর্ণভাগে ঠাণ্ডা দুই বয়, তাহা অগ্নি শিখা উদগীরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে, কিন্তু কোন প্রকার অনিষ্ট করে নাই। ইহার প্রত্যুষে উহার গোবুলি মধ্য ঠাণ্ডা মধ্যাহ্নের ম্যায় আলোকময় হইয়া উঠে। আলোক জন্ত এত বেগে বায়ু মধ্য দিয়া গমন করে যে তাহাতে বজ্রনি অগ্নিকাণ্ডী গভীর দার প্রভৃতি বয় এবং চলিয়া গেলে একটি-একল বাত্যা উখিত হয়।”

১২ ই আশ্বিন শনিবার।

আমেরিকার কাঁঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

সম্রাতি উলগে হত্যাপর্যন্ত একজন অস্ত্রের ফাঁদী হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের প্রায় ত্রিশ সংবাদপত্র অসংখ্য বৃত্তে সংবাদভাতা প্রেরণ করিতেছেন।

বেলজার্টে নিউস পেটের একটি গ্রীলোক লিখিয়াছেন, পারস্যের সাহা যে পর্যন্ত

ইংলণ্ডে ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি ৮ হাজার তিকাণ্ড পান। তিনি এই পত্রগুলি লিখুক করিয়া পারস্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি এই পত্রগুলি একটি চিত্র শালিকায় রাখিবেন মাসক করিয়াছেন।

মাস্তাজ টাইমস বসেন, বোম্বাইয়ে একটি গ্রীলোক ভারতের একটি শিশুকে ভূমিতে আঁহুড়িয়া মাটিয়া ফেলে। উহার ছত্র মাস কাগজও হইয়াছে। এ সংবাদে আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না।

১৪ ই আশ্বিন সোমবার।

ইংলিসমান পাঠে জামা গেল যে লণ্ডন নগরে “ডেলি টেলিগ্রাফ ১৭০০০০ সংখ্যা মুদ্রিত হয়, টাণ্ডার্ড ১৪০০০০ ডেলিসি ১৭ ২০,০০০ টাইমস ১৭,০০০। লণ্ডনের সমুদয় সংবাদ-পত্রের সমষ্টি ৫৬২০০০ সংখ্যা হইবে।

বিদ্যা গেজেট বসেন কানেক্স প্রদেশে বৃক্ষের উচ্চতা মাপিবার এক আশ্চর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। বৃক্ষের তল হইতে দুই বাইতে আরম্ভ কর, মধ্যে মধ্যে এক একবার উত্তর জাঁকুর মধ্য দিয়া বৃক্ষের প্রতি চাঙ্গিয়া বেষ, এইরূপে বেধিতে বেধিতে যে স্থানে গিয়া তিক বৃক্ষের অগ্রভাগী মাজ দেখা যাইবে সেট স্থান হইতে বৃক্ষের তল মাজ হস্ত বৃক্ষটী উঠে তত মত।

পিয়নিররের একজন সংবাদ বাতর বসেন পারিস নগরের একজন দস্ত চিড়িৎ লক একদিন রাত্রি যোগে পথ দিয়া ঘুমাইতে ছিলেন, পথি মধ্যে এক স্থানে একজন মহা ভাণ করিয়া পাঁচিয়া পৌছাইতে ছিল। ডাক্তার সাহেব তাৎকালে কোন পীড়িত ব্যক্তি মনে করিয়া নিকটস্থ হইলেন, তিনি নিকটস্থ হইয়া মত মহা ঠাণ্ডা উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল; তাৎকালে তিনি আপনাত পকেট হইতে বস্ত্র নিকটমণের অঙ্গ বাহির করিয়া তাহা বস্ত্রা এই চূর্ণবস্ত্রের মত কুচু চারি আঘাত করিলেন। সে ব্যক্তি আঘাত পাইয়া কাতর হইয়া পড়িল এবং পুলিশ লইয়া হাটবেন না বলিয়া পুলিশ অগ্রসর হইয়া

কারতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব তাৎকালে তাহার হুচুটী দস্ত উপস্থিত না। তাৎকালে হাটবেন না। দুই ক করে দ্বারে পাড়িয়া হাটবেন না। ডাক্তার সাহেব অস্ত্র ধরিয়া অস্ত্র নব্বনে তাহার হুচুটী দস্ত তুলিয়া লইলেন। মহা দস্ত বিদ্যা পুলিশের ডায় হইতে বাঁচিল।

১৫ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

সংগ্রাহিক সমাচার বসেন পোম্বাই প্রেসি ডেপুতে বড়োচ নামক স্থানে একজন ফৌজ কার একটি অশুভ ঘটনাকে তাহার শৌর্যবৃত্তি কর্তৃক করিতে বলে, তাৎকাল খাঁকার নাম না। তাৎকালে শুধাকার সকল নাগিতে একা হইয়া আর অশুভ ঘটনা অগ্নিগোর কো কাক নাম তাৎকালে করিয়াছে। সেখানকার খোপারা নিশ্চেষ্টে রহিয়াছে কেন তাৎকালে অগ্নিগোর জন্তে তাৎকালে ছিল, তাৎকালে তাৎকালে নাগিতের ডোরাকাটা রাখিতেন না, এখন আর সে দিন নাই, বোম্বাই নাগিতের তর না রাখিলে চলিবে না।

—মাস্তাজ প্রেসিডেপ্তিতে গুজরাটী নামক স্থানে একজন গভেরনি গাড়ি হাঁকাইবার সময় একটা কুকুরকে চাবুক মারিয়া গাড়ির মধ্যস্থিত পথ হইতে সরাইয়া দিয়াছিল। এই কুকুরটী সেখানকার ডাক্তার সাহেবের। সাহেব শয়ন করতের অগমানে অগমানে বোধ করিয়া গাড়ি হাঁককে প্রহার করিতে করিতে গাড়ি হাঁকিতে পথে কেলিয়া যেন। অনন্তর শুধাকার মাজি হেট সাহেবকে এই ঘটনা লিখিয়া পাঠায়। মাজি হেট তৎক্ষণাত পোম্বাই পাঠাইয়া গাড়িহানকে ধরিয়া লইয়া যান এবং এক দিন জেলে রাখিয়া, তাহাকে ডাক্তার সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করেন। তৎপরে দিন এই গাড়িহানের পোম্বাই একজন উকিল, মাজি হেটের বোম্বাইতে উপস্থিত হইয়া তাহার মাজি হেটের হাজতে ছিল, এই জিজ্ঞাসা করেন যে তাৎকালে গোলমাল ঘটিয়াছিল কি? এ সাহেবের করিলেন। গাড়িহানের এ সাহেবের নামে দাখিল করিল।

গায়ে যশাল ভাড়াই পড়তে সর্গ সর্গীর
জলিয়া উঠে । কিরকাল পরে এই হতভা-
গের মৃত্যু হইয়াছে । যাহুৎ এইরা হুয়াস
লজার বিধান এই ।

১৮-১২ অব্দে ইংলণ্ড হইতে ৪৪২৪৮০
টাকা মূল্যের পুস্তক ভারতবর্ষে রপ্তানী হই-
য়াছে ।

সংবাদপত্রে দুই হইল, বিএমার প্রবর্তনে
এক আত্মশ্রুতি ক্ষুদ্র হতাকর প্রবর্তিত
হইতেছে । এই ক্ষুদ্র হোমের সমুদায়
হলিগতখানি একত্র ক্ষুদ্র একত্র কাগজে
লিখিত হইয়াছে যে উহা অনায়াসে একটি
বাহ্যের খোলার মধ্যে রাখা যায় ।

৬ ই অক্টোবর লর্ড নর্থ ক্রকের মধ্য
প্রবেশ হইতে সিসলার প্রত্যাগমনের কথা
আছে ।

লক্ষীএ ব্যবসায় শিক্ষার্থ একটি শ্রেণী
খোলা হইয়াছে ।

বোম্বাইর বীজিলা নাইরোজী পাঠ্য
নামক একজন পারসী লওনের ইউনিবার
সিটি কলেজ আর একটি স্বর্ণমেডাল পাই
রাছেন ।

কলীয়ার সমষ্টি সতীক জিমিরার জালি
ভেছেন, তাহার ওডেসার উপনীত হই
রাছেন । এডেনবার উডিক নীত গীতাবি
গের সহিত মিলিত হইবেন ।

দিল্লীর হাকিম আশুজা খাঁর মৃত্যু হই
রাছে । অনেকে বলেন, ১৪৫৭ অব্দের
সিপাহী বিদ্রোহের ইনিই প্রধান উদ্যোগ
কর্তা ।

২৪ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ।

ভারতসংস্কারক লিখিয়াছেন, “ ২৪
পরগণার জয়নগর মিউনিসিপালিটির অবস্থা
অতিশয় পোচনীর : দিনকত ইহা হইতে
জহল কাটা, পুষ্করিণী পরিষ্কার করা এবং
রাস্তা বাঁধার ধুমধাম হইয়াছিল এবং
ভাষাতে কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি
শীড়নও হয় । কিন্তু এক্ষণে ইহার অধীনস্থ
হজীরাপুর জয়নগর প্রভৃতি গ্রাম সকল
পুনরায় জহল পূর্ব হইয়াছে, পুষ্করিণী
সকল বামে পরিষ্কার গিয়াছে এবং রাস্তা
সকল অতি শুষ্ক হইয়া আছে । তদ্বিনে

পাই এই মিউনিসিপালিটিতে প্রচুর আর
হয় এবং সর্বত্রই ইহার টাকা অনেক
জমিতেছে । তবে ভাষাতা-বসবাসীদিগের
এ দুঃখই কেন ? সকল স্থানের মিউনিসি-
পালিটির অবস্থাই কি এক রূপ ?

পূর্ববর্ত অবস্থায় কানিরকে অন্যান্য
বিষয়ে বিবেচনা করিয়া : তাহিল ভহরণ
অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার
এ বৎসর কারামত হইয়াছে ।

পাটনা এবং বেহারের আদালতসমূহে
বিমুহু হুণীর পরিবর্তে নাগরিকের প্রচলিত
হওয়ারতে ভাষাতা অধিবাসীরা ইহার প্রতি
বাহ করিয়া কাগেল সাংসেবের নিকটে এক
আবেদন করিয়াছেন ।

গিরমিরর কত হইতে সংবাদ পাটনা-
ছেন বৃষ্টির অভাবে তথায় অসাব্যির মিল
কণ অনিষ্ট হইতেছে । ২৪ পরগণা ও পর্দ
মান প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি না হওয়ারতে রস
করা মাথায় হাত দিয়া কানিতেছে, এবার
খান্য উত্তম জমিরাহিল, বৃষ্টির অভাবে সযু
দায় শুকাইয়া যাইতেছে, এখনও বৃষ্টি
হইলে অর্ধেক খান্য পাওয়া যায় । বৃষ্টি না
হইলে ছুঁতকের সম্ভাবনা, অনেকে এ
আশঙ্কাও করিতেছেন ।

আবেদ্যার এককল বলশিয়ার সেনা
করিবার উদ্যোগ হইতেছে । ইহাতে কেবল
এধেনীরগণ থাকিবেন ।

ইতিহাস মিরর অনুসন্ধান করিয়া দেখি
রাছেন গত বৎসর অশোকা এ বৎসর কলি
কাতার দুর্গা প্রতিষা কতক কম হইয়াছে ।

সেদিন কম্পটি নবীর সেতু খোলা
হইয়াছে । সাত বৎসর পরিয়া এই সেতুটি
নির্মিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে একত্র ৮০২
সেতু এ পর্বত হয় নাই । ইহার উদর্গ
১০০০ ফীট পরিমিত ২৪ ফীট । ৮০ ফীট
অন্তর এক একটী করিয়া ১২ টী বিলম্ব
আছে, ইহার উচ্চতা ৬০ ফীট । এই সেতু
নির্মানে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে ।

২৫ এ আশ্বিন শুক্রবার ।

আমরা আশ্চর্যমিত হইলাম সিঁড়িয়ার
বাহু অনন্দ রায় বজুর আতা বলি নারা

রণ বজুরা কুপার্মিলি মিবিষ্ট ইঞ্জিনের
কালেজে প্রবেশার্থ পরীক্ষার উত্তর দফ
রাছেন ।

মার্কিটমণ্ড মিউস হলেন, ভাষাতা পার্শ্বত
সকলের মিম দেশে বহু পরিমাণে ভাল ভাল
সেট প্রস্তর আনিষ্ট হইয়াছে ।

১ লা অক্টোবর হইতে আউড একমেল-
সর নামক পত্র খানি প্রাত্যহিক হইয়াছে,
এবং উহার মূল্য এক খান্য করিয়া করা হই
য়াছে । অংশ মূল্যের প্রাত্যহিক ইংরাজী
সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি একত্র আর্থনীত ।
গত আগষ্ট মাসে বোম্বাই হইতে ১০৮
১১২০ টাকা মূল্যের ৫১৮৬০৪ পাউণ্ড তুলা
বিবেশে রপ্তানী হইয়াছে ।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে,
বন্দাভাই নাইরোজী যিম সম্রাট ভারত
বর্ষের রাজস্ব কমিটিতে সাক্ষা দিয়াছেন,
বরবার গুইকুমার গীতাকে দেওয়ারনের পদে
অভিষিক্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ
করিয়াছেন । গুইকুমারের ইবি ও দুমতি
হইয়া থাকে আশ্চর্যের বিষয় ।

বোম্বাইয়ে ট্রামওয়ে করিবার উদ্যোগ
হইতেছে । পূর্বে সে রাস্তার উপরে রেল
বসাইয়া ট্রামওয়ে করিবার প্রস্তাব হয় সেই
রূপ হইবে না কি ?

অবা হুগলীতে ভারতবর্ষের মধ্যস্থত
পুনরায় বিচার হইবে ।

২৬ এ আশ্বিন অনিবার ।

ইতিহাস মিরর হুত মধ্যস্থতা জন কুটুম্ব
মিলের উইলের এইরূপ সাক্ষ্য বিবরণ
লিখিত হইয়াছে । ভাষাতা সহস্রাব্দীর পরি
বার দর্পের জন্য ২০ ৮০০০০ টাকা, পাণ্ডিত্য
গের প্রতি অত্যাচার মিথ্যাবিত্তি সভার
হাজার, কুমার রাজস্ব সংশোধনী সভার
৫ হাজার, গ্রেট ব্রিটন শিক্ষা আয় ১০০০০০০
কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা যের প্রকার শিক্ষক
ছাত্রীরূপে প্রেরণ করিবেন তথ্য ১০০ হাজার
এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল জায়গার
নিগণে বৃত্তি বিনাম ১০০০০০০০০০০০০
ভাষাতা মত সকল ১০০০০০০০০০০০০০০০০
যদি কোন সামগ্রিক প্রকল্প ১০০০০০০০০০০০০০০০০

তাহার সংস্কার্য তিনি জন যোত্রলি সাহেবকে তাঁহার কাণি রাইটগুলি দিয়া ছেন। উহার মিল ৫ ৭ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মিল জীলেকরিগের যে পত্রম বন্ধ ছিলেন তাঁহার কৃত উল্লিখিত তাহার অন্তর পরিচরক।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের পর ইংলণ্ডকে যোদ্ধা দেশে আকৃষ্ট করা প্রবেশ করিতে হয় নাই, কিন্তু এইবার তাহা হইবার উপক্রম হইয়াছে। আফ্রিকার আশাটি ও কাণি নামক দুই অসমতা জাতি আছে। কাণি জাতি ব্রাহ্মজরিগের বসুগত। আশাটির উদ্যোগের দেশ স্বাক্ষর করিতে উদ্ভার বিবান হয়, কাণিরা পরাভূত হইয়া ইংরাজ বিগের সংস্কার্য প্রার্থনা করে, ইংলণ্ডও আশাটির সঙ্গে শানন করিবার জন্য যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছেন। ইংলণ্ড ত যুদ্ধে চলিলেন, কিন্তু আবিসিনিয়ার কথা মনে হইয়া আমিতা ভীত হইতেছি।

—৩৩—

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাষ্ট্রপুত্র সাধারণ বিজ্ঞাপন।

৪ ই. অক্টোবর। কাকাদুর বর্তমান প্রতি মিশ্র ডেপুটি কমিশনার মেজর ডবলিউ এচ. জে. লাস সাহেব পরামর্শে বদলী হইলেন।

মেজর. ওয়াই ওয়ালস্ট সাহেব কিছু দিনের জন্য কাকাদুর ডেপুটি কমিশনারের প্রতি মিশ্র হইলেন।

যে পর্যন্ত যে, বঙ্গ সাহেব উচিত্যের কমি শন্যের প্রতিমিশ্র করিলেন সেই পর্যন্ত জ্যোক্ত ই. ডি. লকট প্রথম খেনীর মাজিষ্ট্রেট ২ কামেটের প্রতিমিশ্র হইলেন।

ক্রীড়া এচ. এল. জমসদ প্রথম খেনীর কাইট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কমেটের প্রতি মিশ্র হইলেন।

দানাপুরের প্রতিমিশ্র কাকোমনেন্ট মাজি কেট কামেট এ. এল. মেজরার নিজ কাধী তির পাটনী রসেশের দানাপুর বিভাগের ভার পাইলেন।

এচ. এম. টিলি দ্বিতীয় খেনীর ডিভিট পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন।

এচ. এল. জো. সাহেব তৃতীয় খেনীর ডিভিট পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন।

ডবলিউ. ডি. জাট সাহেব চতুর্থ খেনীর ডিভিট পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন।

এ. এচ. জেমস সাহেব পঞ্চম খেনীর ডিভিট পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন।

লেন্টনকট ডবলিউ. এক, ষষ্ঠার সাহেব প্রথম খেনীর সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হইলেন।

কামেট আর এম. জিমার সাহেব প্রথম খেনীর ডিভিট পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতি মিশ্র হইলেন।

জে. ককনর দ্বিতীয় খেনীর ডিভিট পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতিমিশ্র হইলেন।

সি. পি. এল. মেজর মেজর সি. টি. হিটল সাহেবের অস্থাপিত কাল পর্যন্ত তৃতীয় খেনীর ডিভিট পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতি মিশ্র হইলেন।

ডবলিউ. সি. বাটলসন প্রথম খেনীর সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতিমিশ্র হইলেন।

২০ এ. সেপ্টেম্বর। তৃতীয় খেনীর সব আশি টাকার সার্জন বর্ণন বিহারী ডো. বীরভূমের এপিডেমিক ডিসেম্পারির সমুদয় প্রতিমিশ্র পরি মিশ্র হইলেন।

তৃতীয় খেনীর সব আশিটাকার সার্জন বর্ণন মাদব নাস (ইনি এক্ষণে মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে কার্য্য করিতেছেন) মঙ্গলকোটের এপিডেমিক ডিসেম্পারির ভার পাইলেন।

সি. বার্ড

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
প্রতিমিশ্র সেক্রেটার

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। ডিসরেল সাহেবের এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি ইচ্ছাতে মন্ত্র সভার ব্যবহারের প্রস্তাব করি য়াছেন।

পারিস ৭ ই অক্টোবর। ডক ডি ব্রগল একজী মন্তব্য কারণা বলিয়াছেন, ফ্রান্সে আর গোপের শাসন হওয়া সম্ভাবিত নয়।

লণ্ডন ৬ ই অক্টোবর। সেনাবলে পরকর প্রথা উল্লিখিত বাওরতে আফিসরিগের অসজ্জা বের কারণ আছে কি না তাহার অনুসন্ধান

লাভ করিল যেমন, লাভ সেমজাং এবং ডব লিউ হট ডয়াল কমিশনার হইয়াছেন।

কামেট কাক এল. আর তিনজন মন্ত ইণ্ডিয়ানের কানী হইয়াছে।

অধ্য মার্শল বেভিনের বিজ্ঞান আর হইবে। বেসবলিকান সৈন্যের উপস্থিত হওয়াতে কালিষ্টা এটোলা চত্রে প্রস্থান করিয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই অক্টোবর। টি. ডাস এক পত্র দ্বারা রাজ্যভ্রমের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ওয়েব প্রতি তাঁহার অনুদান প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার ও ইংল্যান্ডের রণতরি সকল সাক্ষর মাসমত পত্রভাগ করিতেছে।

ডিকাগোর বাজার সকল পুনরায় উত্তম হই য়তে টাকার ভাগ আদায় করিয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। গত কাল অধ্যাপক ওয়াইলের বেহুন নিউইর্ক হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের উপা দিয়া ইউরোপে যাত্রা করি য়াছে।

স্পেন চত্রে লণ্ডন আসিয়াতে মাড্রিদের সৈন্যগণ কালিষ্টিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর অধ্যাপক ওয়াইল বেহুন দ্বারা ইউরোপে যাত্রা করিবার যে চেষ্টা করেন তাহাতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। কমেটিকে উরা কটিকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পতিত হয় কিন্তু কাগর ও জীবন নষ্ট হয় নাই।

—৩৪—

পত্রপ্রেরকবিগের প্রতি।

“মানীর মান রক্ষা যদি লংঘনপত্রের লক্ষ্য হয়” ইত্যাদি পত্র। এই পত্রের লেখক তাঁরানি তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মানরক্ষার জন্য উপযুক্ত তাইপোর প্রম- শিত করেকটী কথার উত্তর দিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিদ্যা বুদ্ধি সাধা- রণে পরিচিত। তাইপোর মত কোন ব্যক্তির উপহাস বিক্রপ বা আক্রমণে তাঁহার মানের লক্ষ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমরা লেখককে পরামর্শ দি তাঁহার ব্যক্তি হইবার আবশ্যকতা নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয়েরও ব্যক্তি হইবার প্রয়োজন নাই। মূল বিষয় পরিভাগ করিয়া অকিঞ্চিৎকর বিবাদের জন্য সোম- একাশের দ্বার উন্মুক্ত করা যুক্ত-সঙ্গত বোধ হইল না।

ক্রীড়ানীকমল সান্যাল—সোমগ্রকাশে কবিতা বড় প্রকাশ হয় না। আশা করি তাঁহা অন্য পত্রপাঠাইলে ভাল হয়।

কোঁতরক বানী কতিপয় উক্ত লোক।
আপনার পত্রের ভাষা ও রীতি ইচ্ছা
হওয়াতে আমরা তত সময় বিতে পারি-
লাম না।

প্রেরিত।

সাম্যবর জীযুক্ত গোমগ্রন্থ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

নীলকর—১৮৮০

ষষ্ঠীয় প্রস্তাব

(গত প্রকাশিতের পর)

এইরূপে যে কোন উপায়ে নীলকর
প্রজাতিগকে বহুগত করিয়া কুঠিতে লইয়া
যায় এবং যথেষ্ট শাটো লিখাইয়া লয়,
ইহাকে হাস খত বলিলেও অত্যাচার হয় না।
ইংলণ্ডের মহাশয়রা আকৃষ্ট হইয়া হাস ব্যবসার
উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন।
কিন্তু বীর শালনাথীন ভারতবর্ষে যে নীলকর
সম্প্রদায় হাস ব্যবসার করিতেছেন তাহার
প্রতি নৃসিংপাতও করেন না; ইহাই পরি-
ভ্রমের বিষয়। শাটো ক্রয় ও তাহাতে
প্রজাতিগের উপর কতদূর অত্যাচার হইয়া
পাকে তাহাই এখানে বলিতে হইতেছে।

নীলবাননের ঘেরাশী শাটোর মর্ম এই।

‘‘হাস’র আবাদী জমির মধ্যে আপনাত
ইচ্ছামত জমি দিব, আপনাত ইচ্ছামত
সময়ে, আপনাত ইচ্ছামত চাষ করিব, ওষম
বৃষ্টি হইলেই নীল বুনিয়া দিব আপনাত
ইচ্ছামত নিড়ানি আদি কার্যকর করিব।

এই শাটো গৃহীত হইলে ২ টাকা দান
অর্থ প্রদত্ত হয়; কিন্তু এই টাকা লইয়া
বাহিরে আসিতে না আসিতে মারের
নজর ১ টাকা এবং সেওয়ান ও আমিনের
অপর টাকা দিয়া প্রজাতিগকে হস্তে দাস
খত লিখিয়া বাঁধা থাকে। দাসখতে জীত
দাসেরা খোঁচাকী পাইয়া থাকে এবং এক
জনের নিমিত্ত বিক্রয়তা কিছু টাকাও
প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহারা আপনিত খাইয়া
পরিয়া পরের দাসত্ব করে, ইহা কতদূর
ন্যায়-সঙ্গত বিবেচনা করিলে অজান
হইতে হয়।

নীলের জমীদার করবার সময় আসিলে

প্রজাতিগ নীলের জমী ও ধানের জমী
করিয়া রাখিয়াছে। নীলকর কর্তৃত্ব
উহার ইচ্ছামত জমী গ্রহণ করিবেন;
মুতরাং উহার শুভাগমন হইল। কোন
এক স্থলে প্রজাতিগ বিধা জমী ধানের
নিমিত্ত রাখিয়াছে তাহাতেই কর্তৃত্ব
বৃষ্টিপতিত হইল। তাহারই মধ্য দেশে
প্রজাতিগ দাননের এক বিধা জমী চিহ্নিত
করিতে উদ্যত। মধ্য দেশে নীল জমিতে
অনেক কারণে পান্থ্যদেশে ধানোৎপত্তির
বাহ্যাত ঘটে। প্রজাতিগ তাহার জীবন-সর্বস্ব
ধানের জমী বাহাতে চিহ্নিত না কর সে
জমী কর্তৃত্বের মহাশয়কে উৎকোচ প্রদান
করিল, তখন তিনি অন্যজমীতে চিহ্ন করি-
লেন এবং একবিধা স্থানে বেড় বিধা মাটি
বসিলেন। হস্তভাঙ্গা প্রজাতিগ উৎকোচ দান
ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কর্তৃত্বের মহাশয়ের
লাভের সময় উপস্থিত কোন মতে টাকা
পাইলেই মহাশয় বিচার করিলেন; মৃত্যু
প্রজাতিগ সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইতে
শুরু হইলেন কেন? এই সময়ে কর্তৃত্বের
মহাশয়ের একটী কথা আমার মনে পড়ে
পড়িত হইল। যখন কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব
কাতর হইয়া বলিতেছে যে প্রজাতিগ মহা-
শয় আদি আট আনির অধিক দিতে পারিব
না। তৎকালে তিনি বলিলেন (১৮১২৬)
পনের আনা উমিশ গণ্ডা হইলেও হইবে
না। এক টা টাকা আন তবে হইবে মৃত্যু
বা করবার তা করিব। এই সময়ে প্রজাতিগ
অস্তিত্বই প্রাণে পায়গণ্ড ত্রুটিত হয়।

যদি হউক, প্রথম জল হইল নীল
বুনিবার তারি গোলামাল পড়িয়া গেল।
প্রায় সকলেই অবগত আছেন এই সময়েই
ধান বুনিবার উপযুক্ত সময়। প্রজাতিগ
এই সময়েই নীলের দানন প্রাপ্তের ফল
প্রাপ্ত হয় এবং একবার যে এই ফল প্রাপ্ত
হইয়াছে সে আর সাধ্যমতে পুত্রগ্রহণ
করিতে সক্ষম হয় না।

প্রজাতিগ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায়
জমীর দান ও টাকা বৎসর বৎসর গ্রহণ
করিয়া থাকে, এবং ধান অস্থিরেই ত্যাগ

উক্ত মহাশয়ের দৃশ্য পরিশোধ করে। কিছু
পরিশোধ না করিলে, অথবা পরিশোধ
হইবে একপা আশা না থাকিলে, মহাশয়
মহাশয় কখনই একাগণকে পুত্রের দান
দান করিতে সক্ষম হন না। মুতরাং প্রজাতিগ
গকে অন্যভাবে কালক্রমে পতিত হইতে
হয়। এরূপ অবস্থায় ধানের প্রতি প্রজাতিগ
গের কীদৃশ যত্ন তাহা সজ্ঞের ব্যক্তি মাজেই
অনুভব করিতে পারিবেন। এই ধান্য বুনি
বার এক মাস সময়। মুতরাং প্রজাতিগকে
ধান্য বুনিতে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু কর্তৃত্ব
চারীরা আসিয়া তাহা দিগকে পীড়ন করে
এবং কখন কখন প্রজাতিগ করিয়া তাহাদি-
গকে নীলের জমীতে লইয়া যায়। পরে
তাহাদিগের দাননের জমী দোয়া হইয়া
গেলে নীলকরের নিজাধনের (১) জমী দুমানি
আরম্ভ কর এবং যত দিন সম্পন্ন হইয়া না
যায় ততদিন প্রজাতিগকে তাহাতেই
থাকিতে হয়। সজ্ঞার সময় তাহাদের
লাজল আদি কাচিয়া রাখে; নিজাধনের
জমীতে কাজে কাজেই গমন করিতে হয়।
এই সময়ে নিজস্ব পক্ষে কর্তৃত্বের মহাশয়
গণকে কিছু কিছু উৎকোচ প্রদান না
করিলে উপায় নাই। তাহারা অন্যথায়
হইলেও তাহাদের কার্য বন্ধ করিয়া
রাখেন। এখানে স্বীকার করা কত্তব্য যে এই
সকল নিজাধনের জমীতে কার্য করিতে
হইলে প্রজাতিগ কিছু কিছু পাইয়া থাকে।
এই প্রাপ্য নিমিত্ত ধানের অর্ধেকেরও
কুন হইবে। কিছু প্রাপ্ত হউক বা না
হউক জীবনোপায় ধানের চাষে ব্যাঘাত
অথলে কত কষ্ট তাহা বলা বাক্য।
যদি হউক, পরে উৎকোচ আদি দানে ধান
বুনিতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া, যেমন ধান
দান সম্পন্ন হইয়া যায় আমিন নীলকর কর্তৃত্ব
চারীগণ প্রজাতিগকে ধারিয়া নীলের জমি
নিড়ানি করিতে লইয়া যায় এবং জমি
দোয়া প্রদান করিয়া উঠিলে নিকিউ
নিড়ানি ভাল বলিয়া একটী উৎকোচ আছে

(১) যে সকল জমী নীল বুনিবার
অথবা বাঁধানোর জন্য নীল বুনিয়া
করিয়া ধানোৎপাদন করিয়া জমী করে।

তাহা প্রদান করিলে এই অজ্ঞাচার হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় । এই স্থানে কেহ কেহ জমীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইহা কি নীলকর সম্প্রদায়ের উক্ত কর্তৃত্বীগণের অভিযন্ত ? তদুত্তরে ইহাট বলিলে পার্যাপ্ত হইবে, যে যদি সংকল্পের অভিযন্ত না হয়, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃত্বী শাটী প্রাপ্তের সময় (যখন নীলের জমীতে মিডামি আব শাক করে না এবং কেহ কখন মিডামি দেয় না) আগমনের ইচ্ছামত মিডামি করিয়া নিব এই কথা নিবিয়া লইবার তাৎপর্য্য কি ? অশাট খীকার করিতে হইবে যে নিব কর্তৃত্বীগণ যাহাতে অজ্ঞাচার করিতে পারে তাহারই উপায় স্বরূপ মিডামি কম পাতিয়া রাখা হয় । সুতরাং ইহা যে জ্ঞানবোধের অভিযন্ত তাহা বলিয়া অনুমান সংকল্প জন্মিত হইতে না । ইহাও খীকার করিতে হইবে যে অজ্ঞাচার করবার গণনা থাকিলে তখন স্বস্বপণের অজ্ঞাচার করিতে না পারিলে ইচ্ছামত গতি করবার গণনা এক প্রকার বন্ধ হয় । সুতরাং নীলকর এক প্রকার অজ্ঞাচার বোধস্বাভাবিক একথা সকলেরই অন্তরে জাগরক আছে । তত্বনা আমি নীল কৃষিকার, আমি লাভ পাইব আমি লোকসান দিব অথচ আমার গোক যদি আমার নীলে ক'চ গমন করে আমি নীলকরের অধীনে অগাদগিরিতা সেই গক লইয়া পৌণ্ডে দিল অথবা লইয়া গিয়া মিজে ২। ১ টাকা জরিমানা করিয়া লইল । অথচ গকতে নীল তক্ষণ করে না কেবল নীলের মধ্যে যে দান থাকে, তাহাষ্ট তক্ষণার্থ নীলের মধ্যে গক গমন করিয়া থাকে । কিন্তু সাধের যখন কৃষক দ্বিগুন তহন আর নীলের মধ্যে এক দিতে কোন ক্ষতি বা অপোত্তি থাকে না ।

যদিও উক্ত নীলকরের তত্ত্বম সাধিত হইল । পূর্বেই বলা হইয়াছে নীল দুই প্রকার প্রজাত নীল অর্থাৎ বাদনের নীল এবং নিজাবাদের নীল । এই সময়ে সকল প্রকার লোকেরই বিপত্তি হইতে থাকে । বাহাদিগের বাদনের নীল আছে তাহারা তাহাষ্ট ক'চ করিতে পার অথচ গ'না

কাটিবার সময় উপস্থিত তথাপিও কোন প্রকারে তাহারা বাদনের নীল কাটিয়া দিল বানা নষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাতে নীলকরের কি ? তাহার নিজাবাদের নীল কাটিতে হইবে । এই নীল কর্তৃনের বাদন স্বরূপ প্রতি বাড়ী ২। ১ টাকা দিয়া গেল যেন তাহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল । এক্ষণে কিভাবে এই টাকা ফিরিয়া দিয়া আপনাকে নীলকর্ত্তন দায় হইতে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাই তাহারা আতুল হইতে থাকিল । ততঃপা প্রজার বানা থাকিয়া নষ্ট হইয়া থাকে ; কোম মতেই নিজাবাদের নীল কাটিতে সময় ব্যয় করিতে পারেন না । বাদনের বানা নাট সেও তদ্রূপ অল্প দারে নিজাবাদের জমীতে গমন করিতে অনিচ্ছুক, তাহার কারণ এই যে এই সময়ে তাহাদের সাধারণ বেতন বৃদ্ধি হয়, সুতরাং কিছু প্রাপ্ত হইবে ও মহাজনের কৃপা পাই শোধ করিবে এই আশায় বাতুল থাকে । কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রজাগণের উৎকোচই এক মাত্র বদার সুতরাং ১ টাকা আর এক টাকা উৎকোচ প্রদান করিয়া এই টাকা ফিরিয়া দিয়া আসিল । ইহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং জনসম্মুখে খীকারি টাকা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । বলা বহলা যে এই খীকারি টাকার নিমিত্ত সকলেরই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় এবং কি গাভোহান কি নৌকা ওর'না এতদ্বিত সকলকেই কিছু কিছু লোক সনে দিতে হয়, না দিয়া কি করিবে । গত ২৪ এ পৌষ তারিখের জরুরামপুর প্রজার সভায় এক ব্যক্তি বলিয়াছিল মহাজন নীল বদনের সময় সাধের আম'কে ৪ মাগ খাটা ইয়াছেন কিন্তু ২ টাকা ভাড়া স্বরূপ দিয়াছেন য'জ, কিন্তু এজন সময়ে আমরা এত দিবে ২ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকি । এই বক্তা একজন গাভোহান । এই স্থানে ইহাও স্বরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উৎকোচের টাকা সমুদায় দরিদ্র প্রজাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে দায় করিয়া লইতে হয় । পর বৎসরে এই টাকা, উহার নির্য্যস্ত মুদ্রা অ'প্রদান বানা (য'হা মহাজনের নিকট হইতে লাভাছিল) এবং তাহার বাড়ী

(বাহারীর বানোর একবিশ দায় করিলে প্রজাদিগকে বেড়বিশ দিতে হয় এই অতিরিক্ত দায় বিশকে বাড়ী কছে) পরিশোধিত না হইলে অথবা কতক পরিমাণে শোধ না হইলে পুনরায় তাহার বাহারীর বানা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু নীল হইতে তাহা বের বতসুর লাভের সম্ভাবনা তাহা প্রদর্শিত হইল । (ক) বানোর এক বিঘা জমী (খ) নীলের জমী লাভের ম'পের এক বিঘা কিন্তু (ক) র দেড়া তাহার কারণ সাধের রমী । সুতরাং এই দায় বিঘায় যে বানা হইত তাহাও প্রজার লোকসান, পরে (ক) ও (খ) তে বানা ও নীল বণন করা হইলে কোম জমীতে ক'চলাভ বা লোকসান হয় তাহা সহজেই স্থির করা হইতে পারে । আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রতি বিঘার বানোর চালে ৪৫০ লাভ হয়, কিন্তু নীলের জমী আবাদ করিয়া প্রতিবিঘায় ১১ টাকা লোকসান দিতে হয় । এই টাকা মহাজনের নিকট হইতে দায় করিয়া থাকে সুতরাং এই (খ) র নিমিত্ত বেনা টাকা পরিশোধ করিতে তাহাদের (ক) র লাভ বৃদ্ধি ব্যয়িত হয় অথচ সাধের বাহাদুর ৩০ বাটল নীল ২৪০ টাকা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ইহাই নীলকরের অতিলাভ । আমরা একজন বাহাল নীলকরকে দেখি রাহি তিন প্রতি বাটল ৫০ হারে গ্রহণ করেন এবং প্রতি বিঘায় বদার্থ মাগ করিয়া ৩০ বাটল করিয়া গ্রহণ করেন । ইহাতেও তাহার বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে । তত্বনা করিতে হইলে নীলকর যে জমীতে ২৪০ টাকা প্রদান করিলেন উক্ত বাবু তাহাতে ২৪০ টাকা প্রদান করেন সুতরাং ইহা বলিলে অত্যাতি হয় না যে নীলকর এই নীল বিনা মূল্যে প্রজাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন । বিনা খরচে ক'চা চলিবে অথচ বিলক্ষণ লাভ হইবে ইহাতে তাহার অভিল্য না হয় ? এই লাভের আশায় তাহারা প্রজাগণকে সন্মানে আনিতে প্রথমে এত বার ও পরিশ্রম খীকার করেন যাহা হউক, এইকণ লোকসান দিয়া ম'রি ও গালাগালি খাওয়া নীল করিতে

কে লক্ষ্য হইবে? লক্ষ্য না হইয়াই বা
তাহাদের উপায় কি? কেহ কেহ অস্থির
হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহারা
কোর্টে মালীশ করে না কেন? এ কথা
উত্তর মিথ্যাশ্রিত বিবরণে প্রকাশ পাইবে।
জহরামপুরের প্রজার সভার বিগত ২৪ এ
শৌখ তাহাদের সাধারণ অধিবেশনে খাদম
পুর নিবাসী মালমাসুদ বিশ্বাস কোন মালক
রের অত্যাচার প্রকাশ্যরূপে বর্ণনা করেন।
পরে ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ তাহাদের সাধারণ অধি
বেশনে বোয়ালদারী নিবাসী কজম রহ-
মান বিশ্বাস ও গোবিন্দপুর নিবাসী বুধুই
বিশ্বাস সাতিশয় ভীত হইয়া বলিতে লাগিল
“মালকরের কোন অত্যাচার আমরা কোন
স্থানে প্রকাশ্যরূপে বলা দূরে থাকুক গুপ্ত
স্থানে থাকিয়া অত্যাচারে গোলাম মাজ বলি
লেও প্রাণ সম্বন্ধিত হইয়া উঠে, মালকর কর্তা
ব্যাক আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, যার
পৃষ্ঠ করে, কখন কখন গুদামেও পুরিয়া
রাখে। বেছুন মহাশয়! গত সভার যে মাল
মাসুদ বিশ্বাস প্রভৃতি মালকরের অত্যাচার
বর্ণনা করিয়াছিলেন, মালকর সাহেব শুনিতে
পাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, জরি
মানা করে এবং কিছু দিনের দিমিত্ত গুদামে
পুরিয়া রাখে, আমরা এই কথাবলিলাম কিছ
পথে আমাদের অদৃষ্টে কি হইবে কি জানি?”
বাস্তবিক তাহাদের যে কি সশা হইয়াছে
অদ্যাপিও আমরা তাহা জানিতে পারি
নাই। কি তরানক দৌরাখা!! নিরুপায় প্রজা
গণ এতদূর অত্যাচারে অগত্যা মীল করিবে
ও বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে, না করিলেই
তাহাদের সর্বনাশ হইল। বাহা বউক, যক-
দমা করিতে অক্ষম হইবার মার একটা কারণ
আছে। বিবেচনা করুন প্রজার উপর মীল
কর একটা অত্যাচার করিল সে তাহা কোটে
জানাইল। বিচার হইতে না বহিতে সাংস
জুহু হইয়া আর ও টা অত্যাচার করিল সে
জয়সী ও বালীশ ও রদ, যার ১০ প্রকারের
অত্যাচার করা হয়। হামান ও মরিজ
প্রজার অঙ্গ কথকা নাহ যে মীলকরের
সহিত গুরুত্বের খরচ চালাইয়া উঠে।

কার্যতঃ তাহারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকে
সিংহের সহিত শূণ্যের যুদ্ধ করা কখন
উচিত নহে।

—০—

আহানাবাদ টেসনের এলাকাভুক্ত
জুহুটে পরগণার সাঁওতাল নামক একটা
ভরানক মাটি আছে। তদ্ব্যপেক্ষ অতি অল্প
পরিমাণ লোক বাস করে। উক্ত তালুক
জমাইয়ের জিমতী সর্মমহলা দেবীর নিকট
হইতে কোছগর নিবাসী জিমতী বিরাজ
মনি দেবী গত বৎসর দরপত্তনি গ্রহণ
করেন। মঞ্চল করিবার সময়ে উক্ত জাঠা-
নাবাব সব ডিবিজনের নিকটস্থ করেক
জন জমিদার উক্ত সাঁওতাল গ্রামের
করেক বর প্রজাকে পরামর্শ দিয়া, রীতিমত
রাজস্ব আদায় করিতে না দিয়া দরপত্তনি
হার এই মহল খানি বিগত ২০ এ প্রাচল
তারিখে একত্রে দিতে বাধ্য হন।
তাহাতে এই মহল পত্তনিহারের ঝগ হইয়া
যায়। গত তাত্র মাসে এই স্থানের নিকট
বাসী জিহুজ বিহারিলাল সেন নামক এক
ব্যক্তি পুনরায় দরপত্তনী গ্রহণ করিয়া
ছেন। এক্ষণে উক্ত সেন রীতিমত মহল
মঞ্চল করিবার চেষ্টা করায় উপরি উক্ত
নিবাসী জমিদারগণ তৎপ্রবেশস্থ সমু-
দায় প্রজাকে বশতগত করিয়া ধর্মঘট করি-
য়াছেন। বর্তমান তালুকদার যে কি পর্য্যন্ত
বিপদাপন্ন হইয়াছেন তাহা বর্ণনাভীত।
সাঁওতার নিকটস্থ উক্ত করেকটা জমিদারের
অত্যাচার নিবারণ করাই আমাদিগের মুখ্য
উদ্দেশ্য। দৃঢ় আশা করিতেছি এই কথা
জিল—জিহুজের কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই
বর্তমান তালুকদার রাজস্ব আদায় করিয়া
লাভ করিতে পারে। অধিক লিখিত হইলে
সমুদ্র সাগর হইয়া পড়ে।

১৯৮০ সাল } একান্ত বসরদ
৬ আখিন। } জিঃ—

আজি কালি আমাদের এ অঞ্চল ভারি
ভরানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মগরার কাটের

চতুর্দিকস্থ, দক্ষিণ বারানস পর্য্যন্ত ৩০। ৩২
খানি গ্রামের জুয়ের এমন প্রাচুর্য্য দেখা
দাঁড়িতেছে, যে সমগ্র লোক সম্ভার এক
ভৃতীরাশি শয়োগত বলিলেও অত্যুক্তি হয়
না। এক গ্রামের লোকের আর এক গ্রামের
লোকের সহিত সাক্ষ্য হইলে কাহার
বাড়িতে কে কেমন আছে, এই আলপাই
শুনিতে পাওয়া যায়। দুই একজন হাটু-
ড়িয়া টোরা ও অকলে চিকৎসারি করিয়া
থাকে। সম্প্রতি তাহাদেরও আর গর্ভে পা
মাটিতে পড়িতেছে না। এ অঞ্চলবাসি
লোকের ধানের চাষ প্রাধান উপভৌমিক।
রাজা মহাজন ইত্যাদি সমস্ত বার এই ধান্য
চাষের উপর নির্ভর করে। একে এ আরা
ম্বে তাহাতে আবার বর্তমান সমাট চাষি
মাজেরই বিলক্ষণ খরচের সময়, যাকার
যাচা ১০।১৫।২০ সংগ্রহ ছিল, তাহা কৃষি
কার্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং
এ সময়ে যে তাহারা দুই এক টাকা ব্যয়
করিয়া রোগ প্রতীকারের চেষ্টা করে এতদূর
সম্ভাবনা নাই। হাট বাজার প্রভৃতি স্থানে
উপাধিত হইলে, কণ্ড পীড়িত, ও দুর্বল
মানবই অধিকাংশ মৃত্যু পথে পতিত হইয়া
থাকে। কেহ বা জুয়ের এভাবে হটখালার
মোটা চানর দিয়া গাজাফদন করত হু হু
শব্দ করিতেছে; কেহ বা জুয়ের সময়
আগত, এই বলিয়া হাটের মধ্যে মসবাস;
কেহ বা জু ও ক্রীত ত্রণের ভার স্বন্ধে
করত ইবৎ বজতাবে হু হু শব্দ করিয়া
গুতাভিমুখে গমন করিতেছে। এই ত্রণে
লোকে সর্মদাই বিজিত। একে এপিডেমিক
জুয়ে লোকের প্রাণ ও সর্মবাস্ত করি-
তেছে, তাহাতে আবার মেরাজরক গ্রামের
জহরার চিকৎসার দ্বারা পুরাতন জুয় পীড়া
সোথ ও গৃহিনী শ্রুতি মনো প্রকার রোগ
উৎপন্ন ও মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। এমন
কি পরানখানী গ্রামের সর্মগত ২৮।৩২ দর
বসতির মধ্যে সবার প্রায়স্ত অধি বর্তমান
সময় পর্য্যন্ত ২৫।২৮ জন লোক মৃত্যু মুখে
পতিত হইয়াছে। এই সকল অবস্থা সর্মদ
করিয়া ও লোকে অস্ত্রমার প্রবণ করিয়া
জ্বর মন ব্যাধিত হইতেছে।

রেজিক্টরি করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৪৭ সংখ্যা।

“প্রবৃত্তান্তা প্রকৃতিভিত্তায়া যার্থিবঃ নরকন্তো স্তিমমহন্তী ন হ্যযত্যা।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।

অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা।

সম ১২৮০। ৫ ই কার্তিক। ১৮৭৩। ২০ এ অক্টোবর

মকদ্দমল মাহুল সম্মত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৭ মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৪০ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি।

গুপ্ত বস্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর লেন
প্রেসিডেন্সি কলেজের উত্তর পূর্ব মুখ ঘড়ীর
পাশে।

এই ছাপাখানার উত্তম বাঙ্গলা ও
ইংরাজী মান্য প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে।
ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে
এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম অতি
শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয় যিনি লেখক কর্ম চাহেন,
তাঁহার কর্ম যদি সেই ৬ নং বা ৮ নং ভিত্তিতে
অধ্যক্ষ দায়ী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্মদাতাগণকে ছাপার
নমুনা পাঠান হইতে পারে এবং পরচের
ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা হইতে
পারে। মাস্তুল দিয়া কর্মধাক্কের নামে
পত্র লিখিলে এবং প্রত্নত্বের কারণে ট্যাক্স
পাঠাইলে অধিকন্তু সবলের সকল অতি-
প্রায় সিদ্ধ হইবেক।

ক্রিস্ট. চ. ৭ গুপ্ত কর্মধ্যক্ষ।

“শব্দ কল্পকর্ম।”

সর রাজা বাহাদুর বাহাদুরের
সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয়
বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক কপে বাঙ্গলা ও দেবনাগ-
রীকরে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্যের ২০ কর্ম্য
করিয়া আশীশীকৃত হইতে এক এক খণ্ড
প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক

টাকা ডাক মাহুল ৮ আনা। যিনি গ্রাহক
প্রার্থী হইতে ইচ্ছা করেন তিনি অল্প-
প্রমাণ পূর্বক স্বীয় নাম ধান সহস্রিত লিপি
কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার
ইপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাহাদুর মিত্র কোং

ফৌজদারী কার্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষের ফৌজদারী আদালতসমূহের
কার্যবিধি সংকলিত, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-
সম্মত শ্রীযুক্ত এইচ. টি. জিনসেপ সাহেব
কর্তৃক সংকলিত।

হুগলী জজ আদালতের সেবেস্তানার
শ্রীযুক্ত এসমুচন্দ্র বহু কর্তৃক অনুবাদিত।
মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাহুল ৬০ আনা।

ব্যাকার শিক্স এণ্ড কোং

—:—

বাগু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
করদেব চরিত্ত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
করদেব গোখামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০
ডাকমাহুল ৮ আনা মাত্র, আবার নিকট
প্রাপ্তব্য।

জালদায়ার হিন্দু শ্রীওরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হস্তেন কলিকাতা।

—:—

“প্রত্ন-কল্প-মন্দিরী”

(সংস্কৃত ও বাঙ্গলা, মাসিক পত্রিকা)

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বাহাদুর “প্রত্ন
অর্থাৎ প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থের কল্প অর্থাৎ

অভিলাষী ভাষাধিককে আনন্দিত করা।
ইহার সাহায্যকারীরাও প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ
ধনী, বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী (যথা বঙ্কমা
নাথিপতি ধীরাজ বাহাদুর ও নাটোরাবাধুর
মহোদয় প্রভৃতি; মহারাজাধীশ্বরমণী ও রাণী
পরমহংসমণী প্রভৃতি; রাজা স্বতীজ্ঞমোহন
ঠাকুর ও রায় ধনপতি সিংহ রায় বাহাদুর
প্রভৃতি; অনন্তরঙ্গ বাহাদুর হারকানাথ মিত্র ও
কান্দীর রাজানন্দ্য নীলাদর সুখোপাধ্যায়
প্রভৃতি; “সদাভন ধর্ম্য কলী” সজ্ঞার
অধ্যক্ষ রাজা বাহাদুর ও “আদি ব্রাহ্ম
সমাজের প্রধান আচার্য মহোদয়” প্রভৃতি;
উল্লার বাসনদাস সুখোপাধ্যায় ও অমলা
প্রসাদ সুখোপাধ্যায়, সুজ্ঞানচন্দ্র স্বর্গাকান্ত
আচার্য চৌধুরী, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী,
আলামের চিনানন্দ চৌধুরী, তাঁতিবন্দ্যের
বিক্রম গোবিন্দ চৌধুরী, সাজীপুরের পৃথ্বী
রাম চৌধুরী, চন্দ্রপ্রভাকের হৃদেঙ্গমোহন
বোরার, হুগলীর অক্ষমোহন দেব রায়,
বহরমপুরের রামদাস সেন, হুগলীর হরদাস
শীল প্রভৃতি; প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র
প্রাণনাথ পাণ্ডিত ও কুলপাক্ষিকর রায় প্রভৃতি;
নেবুতলার (যদুধি কল) রমানাথ সেন
তথা কুমারটুলির গঙ্গাধরদাস সেন প্রভৃতি;
হাইকোর্টের উল্লীল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ও অমরণাথ বোন প্রভৃতি; কান্দীর (মৎস
তীর্থ) শিবকৃষ্ণ বেনাসুরস্বামী ও মাচেশ্বর
(অভিনবব্রহ্ম) রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রভৃতি।)

এতদুপাশ পত্রিকাটির এককল কার্য

অধীন ব্যাংকর না থাকিলে অচ্যুতরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। ইহা পূর সিদ্ধান্তিত হইবার জীরামপুর মাহেশ নিবাসী জীবুজ বাবু রাম চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে সত্ত, যন্ত্র নামক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে এতের কার্যে কিছুমাত্র আর লক্ষিত না হইবার উক্ত মহোদয় যন্ত্রালায়ে খাঁর স্বত্ব ত্যাগ পূর্বক যন্ত্রসত্ত্ব টাকাগুলি মাত্রের পুনঃ প্রাপ্তি অবশিষ্ট প্রকাশ করিবার, তাঁহার প্রাপ্যের অধিকাংশ টাকাই পরিশোধিত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট কিছু টাকা অন্যাপি তাঁহার প্রাপ্য আছে। যন্ত্রালায়ে সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অধীন ও পত্রিকা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে উল্লিখিত ভাণ্ডার ভাগ নষ্ট করিতে যে ১৮০০ আঠার শত টাকা খণ্ড হইতেছে ইহার দ্বারে (যন্ত্রটিতে সমূলে নষ্ট হইতেই পারে) অধ্যক্ষকে লইয়াও টানাটানি না পড়ে। অথচ এই স্বর্ণশোধে প্রত্নকল্পগণের সাহায্য ভিন্ন গন্তব্যস্তরও দেখি না। অতএব সম্প্রতি এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্নকল্প নন্দিনীর গ্রাহক হুঁএ পরিচিত বা অপরিচিত ধনী, বদান্য, বিদোৎসাহী, প্রত্নকল্প মাত্রেরই নিকটে এই যন্ত্র স্থাপনের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আঠার শত মুদ্রা কিছু অধিক নহে। ভরসা করি এসিদ্ধ এসিদ্ধ কতিপয় মহোদয়ের সামান্য সামান্য সাহায্যেই ইহা আহার হইতে পারে। (ইতিপূর্বে ইহাতে এতাদৃশ সাহায্যদানে কতিপয় মহোদয় সত্যই প্রস্তুত ছিলেন)। আমাদিগের সর্বত আশা আছে যে, যন্ত্রটি নিকটক হইলেই পত্রিকার বিবিধ উন্নতি লক্ষিত হইতে পারিবে।

বাঁহার বহো দেয় হইবে তাহা তিনি অস্বকল্প। পুরস্কার "সোমপ্রকাশ" সম্পাদকের নিকটে বা "হিন্দুজৈবৈদ্য" সম্পাদকের নিকটে কিবা সমান্তর ধর্ম্মরক্ষণী" সভাতে অথবা কলিকাতা জীমবেগের লেন ৩ নং ভবনে সত্য বক্তে আমার সমীপে পাঠাইয়া বাহিত করিবেন। আমরা প্রাপ্তি মাত্রেরই স্বীকর্তব্য কৃতজ্ঞতা সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশিত করিব।

প্রত্নকল্প নন্দিনী ও সত্যবজ্রের অধ্যক্ষ
জীমবাত্রত পূর্ণা।

জীবুজ বাবু গঙ্গোপাধ্যায়
এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত ডাকারি পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ৪০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল ৪০ একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাহুল ১৬০ মাত্র। ১০০ খানি উত্তম ছবি সমেত এমটিসি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাহুল ৮০ আনা মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০ আনা। উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহার ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া বাইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল কিবা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাকারি ব্রহ্মনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাসচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৪, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিদ্ধ ডাকারি ৮ চূর্ণাবল কর মহাশয়ের কৃত মেট্রিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ৪০ উহার কৃত ভিষয়কু ইহাও বহুতর ব্যবহাগত নহি বেশি হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০।

ডাকারি জীবুজ বাবু কাম্বীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত মৃতদ শার্করি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল প্যাকিং খরচ ৮০। বাবু কেশব নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমিতির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল ৮০। কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহস্পেল } জীবুজ বাবু চট্টোপাধ্যায়।

—০০০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

বহি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার ত্রব্য আবশ্যক হয়, আবেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া বাইবে।

নিম্নলিখিত ত্রব্যগুলি গুহাগে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

য়েজ করা অন্তর নির্মিত বর্জ্যমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইকল অংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছায়ের টাইল ইট। মেকিয়াতে বলাইবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ টাইল ইট।

ফারার ত্রিক।

ফারার ক্রে।

বাটীর মর্জমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত য়েজ করা পাইপ, টাইল এবং ফারার ত্রিক প্রযুক্তি নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

৭ নং হেফিঙ্গস ট্রাট } বরণ এণ্ড কোং।

—০—

বঙ্গভাষার।

ক্লিনিকাল্ মেডিসিন্ এণ্ড্

ফিজিকাল ডায়গনোসিস্

অব ডিজীজ্

অর্থাৎ

রেগি-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয়।

ডাকারি বহুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কৃত উপরি উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৩৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাহুল ১০ আনা। উহার বাজাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুড়ুকার এম্বিকর্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহস্পেল জীবুজ বাবু গুহানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। গৃহিষাজেরই জাতব্য খাত্তী-শিকা ছই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২, ডাকমাহুল ৮০ উক্ত ছই দিকানায় পাওয়া যায়। গর্ভিনীকে কি কি নিরসে রাখিতে হয়, প্রসবের সময় কি কি করিলে প্রসূতি কষ্ট পায় বা, নিরাসনে প্রসব করিতে পারে, আর শিশু জন্মিত হওয়া অবধি ছই বৎসর পর্যন্ত

তাহাকে কিল্পে প্রতিপালন করিতে হয় এইগুলি এবং শিকড়িগের পীড়ার পূর্ণ-লক্ষণ ও তাহাদিগের করেকটী গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা এণালী, এতদ্বিধ বাদ কের ব্যামোর চিকিৎসা, পুনা পুনা গর্ভপ্রাব নিবারণোপায়, যুতবৎসার চিকিৎসা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সংস্কারের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে ২ টাকা অবদারণ করা গেল।

২। কলারার অর্থাৎ বিস্তুতিকা রোগের চিকিৎসা মূল্য ১০। এইজ্বিখিত চিকিৎসা এণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গল মেডিক্যাল জর্নালে অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাফুল সৈতে ৩ টাকা।

৪। শরীর-পালন (৪ ম সংস্করণ)

মূল্য ৭/০

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বেটামি) ১০/০

৬। কুইনটিন প্রয়োগ-প্রণালী ১০/০

প্রত্যেকের ডাকমাফুল এক আনা।

উক্ত ৩ই চিকিৎসার পাণ্ডুরা যায়।

কলিকাতা }
হিন্দুহটেল } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভূগোল মাপ সংগ্রহ

ইহাতে মাইল ও বাঙ্গালা ছাত্র রুতি পরীক্ষার্থীদের ভূগোল ও ভূতত্ত্বীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিখিত হইয়াছে। ভক্তির ১৮১৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ ইতে ১৮৭২ খৃঃ পর্যন্ত এন্ট্রী ও ছাত্র রুতি পরীক্ষার ভূগোলের প্রমাবলীও এতদ্ব্যবহিত হইয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্য মূল্য ১/০

প্রবন্ধন্যাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

বাঙ্গালা শব্দ তাহার ঋতু প্রাপ্ত, সমাস এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খানি অভিধান রচনা আট পেন্স ফরমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য

হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাহুলে ৮০ ফরমা প্রেরিত হয়। এক্ষণে ৯২ ফরমা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বর বর্ণ শেষ ও বাঙ্গল বর্ণের “ন” চলি তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানবাজার ট্রীট } জীবোগীজনাথ মুখো-
নং ৩৯ } পাদ্যার এণ্ড কোং

ইহু-বাড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত বেপালকাটা হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ বানিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে সকল নৌকা ভিনফিটের অধিক ভল আনশ্য করি না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গলভার
লেপ্টেনেন্ট কর্নেল আর ই
অফিসএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি
বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট পাবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশন ব্রাঞ্চ।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই কার্তিক সোমবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধের বিচারের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে শুনা যাইতেছে, যে মহম্মদ সিংহের মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর রেণ লুডস সাহেব একজন ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং আসামের ডেপুটী কমিশনের কর্নেল লায় সাহেব এই কর্তব্যবিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিচার শ্রীলঙ্কা হইবে। এবং গবর্নমেন্ট ওহাবি ব্যাপার প্রসিদ্ধ ওকেনাল সাহেবকে নিজের দিকের উদীয় নিযুক্ত করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্র বাবু উপর মিথ্যা হিসাব দেওয়ার বোধ্যরোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে সুরেন্দ্র বাবু রেটরেন পাঠান তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর ছিল না। একথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহার অপরা

ধের গুরুত্ব অনেক হ্রাস হয় নুহে কি? এবং অনেকে এই সামান্য অপরাধে এত আয়োজন করা অকারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বিষয়টী অস্বাভাবিক অন্য গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। যদি গবর্নমেন্ট সুবিধা অস্বস্তিকান না করিয়া নিজের বিশ্বাসমত তাঁহাকে দণ্ড দেন, তাহা হইলে এদেশীয়দের মনে সন্দেহ থাকিবে যে বোধ হয় তাঁহার লগ্ন্যপাণে গুরু দণ্ড হইল। আবার যদি নিজের বিশ্বাসা মূহারে লগ্ন্য দণ্ড করেন, তাহা হইলে ইংরাজ কর্মচারিদিগের, বিশেষ বাঙ্গালীদেবী সাহেবদিগের চৌক্যেরে দেশ কাটিয়া যাইবে। সুতরাং বোধ হয় বাধ্য হইয়াই গবর্নমেন্টকে অস্বস্তিকানের আড়ম্বর করিতে হইতেছে। সে ভালই। যদিও সুরেন্দ্র বাবু আমাদের অদেষীয় এবং তাঁহার গোপনে আমাদের দেশের গোপন, তথাপি আমরা এক দিনের জন্য প্রার্থনা করি না, যে তিনি যদি বাস্তবিক অপরাধী হন, বিনাদণ্ডে মুক্তি লাভ করুন। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুকে সাহায্যে এই বিচারের জন্য আর অধিক ক্লেশ কিছ: ব্যয় স্বীকার করিতে না হয়, গবর্নমেন্টের এইরূপ করা উচিত। সুরেন্দ্র বাবু নির্দোষ বলিয়া যদি প্রমাণ হয় তাহা যে বাঙ্গালিদিগের পক্ষে কি সুখের সংবাদ হইবে বলা যায় না।

অন্যুষ্টি এবং হত্যার আশঙ্কা।

বর্ত্তই সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাই তেছে আর চতুর্দশক ইতে এবারকার ধামের সহস্রোত্তর ও চারের সহস্রোত্তর আগিতেছে। বর্জমান, বীজত্ব, বাঁকুড়া মেদিনীপুর, দুর্গাদেশ, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, মহম্মদ সিংহ প্রভৃতি আর সমুদায় প্রদেশেই ১০ রুতির অত্যাধিক কিছু হইল না।

“রুচিঃ অতাবে বিচুঃ হইল না” এই কথাই প্রতিস্থাপিত হইতেছে। পক্ষার দুই পাখীর স্থান সকল প্রায় প্রতি বর্ষে পক্ষার প্রাবনে ভাগিয়া যায়, এবার বন্যার ও সেক্ষপে অবলম্ব্য দেখা যায় নাই। পূজার পূর্বেই সে সকল স্থানের জল শুকাইয়া গিয়াছে, এবং পূজার সময় হইতেই কুবকেরা এক প্রকার ধানোর আশা ছাড়িয়াছে। কুটির, কুমারখালি প্রভৃতির স্থানের বড় বড় আড়তদারেরা পূজার পর হইতেই চাল আটকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের নৌকা সকল উত্তর ও পূর্ব প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বর্ষার অভাবে এই সকল নৌকা গম্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

বাথরগঞ্জ বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান ধানোর জন্ম-ভূমি। এই স্থান হইতেই আর বাঙ্গলা দেশের অর্ধেক লোকের আহারের সংস্থান হয়, সেই বাথরগঞ্জ এখন পর্যন্ত অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একবারে জ্বলিয়া যায় নাই বটে; কিন্তু আর কিছু দিন রুচি না হইলে বোধ হয় সেখানেও হাহাকার হইবে। একে জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া সমুদায় বঙ্গদেশের কুবকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবার ধানোর হানি! এবার যে কুবকদিগের কি দুরবস্থা ঘটিবে তাহা বলা যায় না। জমীদারেরা নিয়মিত খাজনা আদায় করিতে পারি নেন না; জমজীবিরও কার্য পাইবে না; নির্দিষ্ট বেতনভোগী বহু-পরিবারপোষী কর্মচারিরা গলগ্রস্তদিগের আহারের সংস্থান করিতে পারিবে না; এইরূপে সকলসাধারণেরই যৎপরোনাস্তি ক্রেশের সম্ভাবনা, কিন্তু কুবকদিগের ভাগী দুর-বস্থার বিষয় ভাবিলে শঙ্কিত হইতে হয়। তাহাদের নিয়মিত নির্দিষ্ট আয় নাই।

ধানাই তাহাদের সর্বস্ব; ধান্য হইতে তাহারা মহাজনের কণ শোধ করে; ধান্য হইতে তাহারা জমির খাজনা দেয়; ধান্য হইতেই তাহারা পরিবারের অন্ন প্রস্তুত করে; ধান্য হইতেই তাহারা সংসারের সমস্তসরের অপর ব্যয়ের সংস্থান করে এবং ধান্য হইতেই তাহারা পুত্র কন্যার বিবাহাদির ব্যয় নির্বাহ করে, সেই-ধানোর অভাবে তাহাদের কি বিপদ একবার ভাবিয়া দেখ।

আমাদের এ প্রদেশেও জলের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। মুন্ডা-খাছা মোসারচক প্রভৃতি যে সকল স্থানের ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাহাতে এখনো ধানোর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে; কিন্তু উচ্চভূমি সকলের ধান্য আর জ্বলিয়া যাইতেছে। পূর্বোক্ত পরগণা সকলে এবৎসর প্রচুর ধান্য বসিয়াছিল তাহার অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতেও চতুর্দিকস্থ অধিবাসিদিগের বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা নাই। কারণ কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশী বিপনিতে বৎসর বৎসর বহু তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহার অনেক এই সকল স্থান হইতে গিয়া থাকে। এই সকল স্থানের তণ্ডুল প্রথমে চেতনার হাটে প্রেরিত হয়, এবং সেখানে হইতে সওদাগর আফিসের কর্মচারিরা আসিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

আমরা অন্যান্য আনন্দিত হইলাম যে আমাদের কাথরচক পেপ্টেনেট গবর্নর ইহার মধ্যেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কমিশনার এবং ডিস্ট্রিক্ট কর্মচারিদিগের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—

“এবারে শীঘ্র শীঘ্র বর্ষা বঙ্গ হও তাতে প্রগণ শঙ্কা হইতেছে যে” অনেক

প্রদেশে নানা প্রকার ফসলেরি ব্যাঘাত হইবে। পেপ্টেনেট গবর্নরের অনুরোধে তাহারা মধ্য মধ্য ফসলের অবস্থার বিষয় গবর্নমেন্টের গোচর করিবার চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যিক পেপ্টেনেট গবর্নরের প্রগণ ইচ্ছা নহে; কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কর্মচারিরা যেন ফসল কাটা না হইতে হইতে যতদূর পারেন খচক্ষে দেখিয়া অন্যান্য ব্যক্তির অপেক্ষা এবারে ফসল কত কম তাহা নির্ধারণ করেন।”

উদ্ভাবার দুর্ভিক্ষের সময় বীড়ন সাধেব যে কলঙ্কের ভাগী হইয়াছিলেন, কাহেল সাধেব কখনই সে কলঙ্ক আপনার মস্তকে লইবেন না। তিনি যথা সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এমন্য আমরা তাঁহাকে জন্মের সহিত ধন্যবাদ করি। তিনি মনোযোগী হইলে নিশ্চয় সমুদায় বিধান করিতে পারিবেন। এবং এই বিপদের সময় প্রজা দিগকে বাঁচাইতে পারিলে তিনি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

—

হর্ষলের রক্ষা।

ইংলণ্ড ধনী-প্রধান দেশ। সেখানে ধনীর পূজা এবং ধর্মিরের যত্ন। সুতরাং ইংলণ্ডের জাঁচে যে শালস-প্রণালী গঠিত, তাহাতে ধনীর সমাদর এবং ধর্মিরের অনাদর হইয়া থাকে। শালসকর্ত্তারা দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন ধর্মিরদেরই উপর প্রথম দৃষ্টি পড়িল। ধর্মিরদিগকে চিত্তদিনের জন্য কর-রুচি হইতে অব্যাহতি দেও; ধর্মিরদিগের পুত্র পৌত্রের আত্মীয় স্বজনের শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন কর, এইরূপে সমাজের উপরিস্থিত প্রেণীদিগের জন্ম নানা প্রকার আয়োজন হইল; কিন্তু লক্ষ

লের চকের নিম্নে যে আর এক শ্রেণী মুখ মুজ্রিত করিয়া রহিল, অগতের আইন পুস্তকে তাহাদের নাম কুবক ও জামজীবী, দয়ার পুস্তকে তাহাদের নাম দরিদ্র ও অসচ্চর, এবং ন্যায়ের পুস্তকে তাহাদের নাম সমাজের মূল, ভিত্তি অথবা বন্ধু, তাহাদের প্রতি কাঁচারও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল না। গবর্ণমেন্ট উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করিলেন, তাহারা অপনাদের অধিকার ও পদ বুঝিয়া লইলেন এবং আপনাদের কটী ভূখণ্ড গবর্ণমেন্টের খোঁচ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দরিদ্রেরা যে মুখ মুজ্রিত করিয়া ছিল, তাহারা মুখ খুলিল না কেন? সুসভা গবর্ণমেন্ট ভূমি তাহাদের মুখ খুলিবার জন্য কি করিয়াছে? বেশবাসি তোমরাই বা তাহাদের জন্য কি করিয়াছে? রাজ্যের রক্ষা কর্তা রাজা; কিন্তু তাহাদের রক্ষা কর্তা কে? আর কত দিন তাহারা বসে পাইবে? আর কত দিন তাহারা মুখ মুজ্রিত করিয়া সত্য করিবে? আনানিগের স্বেচ্ছা সভ্যোগী ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উপায় স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি করিয়াছেন। যদিও সম্ভ্রুতি ৫০৪ টি থানা এবং পুলিশ ডেসন আছে, তথাপি সেই সকল পুলিশ কর্মচারিদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নীচ-প্রকৃতি হওয়াতে, তাহাদের দ্বারা আশাস্বরূপ হুজুরের রক্ষা হয় না। যে ১১৫টি মহকুম আছে তাহা আর সম্প্রতিনিবন্ধন তাহা দ্বারাও প্রকৃতরূপে দরিদ্রের রক্ষা হয় না বর্তমান সময়ে গবর্ণমেন্টের চিহ্নিত কর্মচারির সংখ্যা ৮০১। ইহার মধ্যে শত করা ২০ জনকে নানা কারণে অসুশাসিত বিবেচনা করিলেও ৬৪১ জন কার্যক্ষম কর্মচারি অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেন্ট যদি প্রত্যেক থানায় এক-এক

জন চিহ্নিত কর্মচারি নিযুক্ত করেন এবং অবশিষ্ট ১৩১ জনের উপর তত্ত্বাধীন করিবার ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে হুজুরের রক্ষার বিশেষ উপায় হইতে পারে।

একশকার পুলিশ কর্মচারিরা যেরূপ অশিক্ষিত এবং ধর্মের বশীভূত তাহা দিগের দ্বারা হুজুরের রক্ষা হয় না। দরিদ্রেরা অত্যাচারের কথা তাহাদের গোচর করিলেও তাহারা কোন উপায় করে না; সুতরাং যদি প্রত্যেক থানায় এক-এক জন শিক্ষিত চিহ্নিত কর্মচারি থাকেন, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা হুজুরের রক্ষার অনেক সুপায় হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু নিকটে উপযুক্ত কর্মচারি থাকার অভাবে যে হুজুর দরিদ্র দিগের এত ক্লেশ হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না; কারণ কালিকাতার পূর্ভ-দেশে, চিহ্নিত কর্মচারিদিগের পশ্চাতেই বলিলে হা, যে সকল অত্যাচার হয় তাহা ত উক্ত কর্মচারিদিগের বর্ণ পর্য্যন্ত ও আসে না। কোন জমিদার কেবল মজরের দ্বারাই পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করেন, মজর না দিলে নিস্তার নাই। কোন কোন জমিদার জরিমানার টাকাতেই বাধান, বাতী, ক্রিয়া কাণ্ড সারিবার চেষ্টা করেন। জরিমানা জমিদারদিগের উপরি লাভ। এমের কোন-জুই দরিদ্র বিবাদ করিল, জমিদার উভয়কে ধৃত করিয়া আনিলেন এবং উভয়কে জরিমানা করিলেন, এবং সকল কর্ম কতি করিয়া বসাইয়া রাখিলেন, পরে জরিমানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বলিতেছি আদালতের পার্শ্বেই এই সকল হইয়া থাকে; তবে এ সকল অভিযোগ বিচারালয়ে উপস্থিত হয় না কেন? লেপ্টেনেন্ট গবর্নর প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আদালত দরিদ্রের

গম্য স্থান নহে। সুবিবেচক গবর্ণমেন্টে মকদ্দমার যেরূপ ব্যয় বাধ্যতা করিয়াছেন, তাহাতে সে দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিচার প্রার্থনা করা দরিদ্রের পক্ষে অসম্ভব; এবং বিচার প্রার্থনা করিয়াও সহজে নিষ্পত্তি হয় না বলিয়া আবার দরিদ্রেরা নিরাশ হইয়া পড়ে। অতএব কেবল মাত্র প্রথম প্রস্তাব অবলম্বন করিলে ইন্ডিস্ট্রির সম্পূর্ণ সজ্জাবনা নাই। গবর্ণমেন্ট জীবন্ত বাবু রামশঙ্কর সেনের ন্যায় সুযোগ্য কর্মচারি নিয়োগ করিয়া দরিদ্রদিগের আত্মাত্মিক অবস্থা ও মুখ মুখে অবগত হইবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে অনেক ক্ষণ অত্যাচার প্রকাশিত হইবে এবং অবশেষে বর্ত্তমানের পথ দেখিতে পাইবেন।

—১০১—

মিউনিসিপালিটির হৃদয় ও কার্য।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনের তারিখের মন্তকে লইয়া এক প্রকার কণ্টের অবস্থায় পড়িয়াছেন। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা প্রত্যেক ইংরাজের প্রিয় সম্পত্তি। সেই ইংরাজ-জাতি যদি আসিয়ার বেচ্ছাচারী রাজাদিগের ন্যায় বিংশতি কোটি জীবের মুখ মুখে লইয়া জীড়া করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের স্বাধীনতার অগৌরব; তাহাদিগের সত্যতার অগৌরব এবং তাহাদিগের খ্রীষ্ট ধর্মের অগৌরব; আবার এদিকে যদি এক্ষুণি রাজনীতি ও উন্নত ধর্মনীতির অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে বান, তাহা হইলে ভারতবর্ষেই হিতের জন্য তার তবর্ষ-শাসন করিতে হা, অর্থাৎ মুখের ঐশ্য অবশেষে ফিরাইয়া দিতে হয়। ইহার কোন পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য আজিও ইংলণ্ড প্রস্তুত নন। সত্য তার অগৌরব কিম্বা ধর্মের অগৌরবের তরফে যদি ভত না করেন, অন্যায় সত্য

জাতিবিগেণ উপহাস ও অপ্রজ্ঞা বহন করিতে সাহসী নন । আবার বাহার ধন ভাটাকে ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা হয় এমন ধর্ম্য বুদ্ধি ও ইংরাজদিগের জন্মে নাই । সুতরাং এই উত্তর যুক্তি যুগপৎ কার্য্য করাতে, ইংলণ্ডের কথা ও কার্য্যের মধ্যে এত বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে । আমাদের রাজারা সুখ্যাতির অমুরো দেখে হটক, এবং সত্য জাতিদের অমুরো দেখে হটক, কিম্বা ধর্ম্য বুদ্ধির অমুরোধেই হটক, সুখে বলিতেছেন “ আমরা ভারতবর্ষের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছি ; ভারতবর্ষীরদিগকে উপযুক্ত দেখিলেই ভারতবর্ষ পরিচাল্য করিব ” অথচ আবার কার্য্যের সময় অসুপযুক্ততার বোকাই দিয়া ভারতবর্ষাধিনিগকে সকল প্রকার উচ্চ উচ্চ পদ ও কার্য্য হইতে দূরে রাখিতেছেন । উচ্চতর কার্য্যের ভার না পড়িলে কি মনুষ্যের উপযুক্ততা প্রকাশ পায় ? স্থল বিশেষে একটু একটু কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দিতেছেন বটে ; কিন্তু সে কেবল গলের রজ্জু খুলিয়া রুবকে কাটার মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়ার ন্যায় । বর্তমান মিউনিসিপাল আইন ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল ।

গবর্ণমেন্ট চিন্তা করিলেন অধীনস্থ জনপদ সকলের পথ ঘাট প্রভৃতির উন্নতি করা রাজার একটা প্রধান কার্য্য এবং সে বিষয়ে মনোযোগী না হইলে রাজার সুখ্যাতি নাই । অতএব দেশের এই সকল উন্নতি আবশ্যক । কিন্তু প্রজাদের অর্থেই সে কার্য্য করিতে হইবে, ই লও কি গৃহ হইতে অর্থ আনিয়া ব্যয় করিবেন ? কখনই না । তবে উক্ত অর্থ সংগ্রহার্থ একটা মূল্যন করে স্বত্ব আদায় কর । কিন্তু এ বিষয়ে প্রজাদিগের সম্মতি গ্রহণ করাতে আশঙ্কিত নাই । কারণ

প্রতিবন্ধকতা করিলে তাহাদেরই ক্ষতি । অথচ অস্পষ্ট মূল্য, ইংলও প্রজাদিগকে আত্ম শাসন শিক্ষা দিতেছেন এ সুখ্যাতিও লাভ হয় । এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হটক কিম্বা সরল ইচ্ছা ভেদে হটক গবর্ণমেন্ট মিউনিসিপাল আইনের সৃষ্টি করেন । ১৮৪২ সালে প্রথমে এই আইন প্রচারিত হয় । সম্মতি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্মতি বলে না, সুতরাং প্রথমে বলপ্রয়োগের কথা ছিল না । এই আইনের উপকার গ্রহণ করিয়া করা প্রজাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত । কিন্তু কতৃপক্ষেরা বহু দিন দেখিলেন যে এ প্রস্তাবে বড় কেহ আগ্রহের হইল না । একে আমাদিগের সাধারণ লোক অজ্ঞ তাহাতে আবার তাহাদের কোন বিষয়ের সহিত কোন সংশ্লিষ্ট নাই, এক্ষণ অবস্থায় সকলে যে সহসা এরূপ আইনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা অনুভব করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না । কিছুকাল পরে গবর্ণমেন্ট অস্পষ্ট অস্পষ্ট বল প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন ।

বর্তমান সময়ে যে আইন চলিতেছে তাহার নিম্নম এই, যেখানে অর্ধেকের অপেক্ষা অধিক সংখ্যিক ভ্রমলোকের বাস একটা করে কমানি গ্রাম বা স্থান লইয়া একটা মিউনিসিপালিটি প্রস্তুত হইবে । মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থান হইতে কয়েক জন লজ্জা মনোনীত করিয়া একটা মিউনিসিপাল কমিটি স্থাপিত হইবে । লজ্জা মনোনীত করিবার ভার গবর্ণমেন্টের । লজ্জাদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারী হওয়া আবশ্যক । লজ্জাদিগের মধ্য হইতে সভাপতি নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে একজন স্থানীয় সভাপতি নিযুক্ত করিয়া

বিত্তে পারেন, এবং তাহাই সভাপতির হইয়া থাকে । মিউনিসিপালিটির টাক্স দ্বারা যত টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে সেই সেই স্থানের পুলিশের ব্যয় নির্বাহ হইবে । অতিরিক্ত টাকা তৎস্থানীয় নের পথ ঘাট প্রস্তুত ও সংস্কারার্থ ব্যয় হইবে । পুলিশের ব্যয় কত দিতে হইবে তাহা গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়া দিবেন, এবং তাহা দিতেই হইবে । কাহাকে কত টাকা দিতে হইবে তাহা মিউনিসিপাল কমিটির সভ্যেরা স্থির করিয়া দিবেন নতুবা গবর্ণমেন্ট স্থির করিবেন । পাঠ্যগণ ! বিবেচনা করুন, ইহা এ প্রকার কাটার মধ্যে রূপকে স্বাধীনতা দেওয়া কি না ? উত্তরে গবর্ণমেন্ট, দক্ষিণে গবর্ণমেন্ট, পূর্বে গবর্ণমেন্ট, পশ্চিমে গবর্ণমেন্ট, তবে প্রজার স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি কোথায় ? এই জন্যই বোধ হয় উড়িষ্যার কমিশনার রাবেনসা সাহেব বলিয়াছেন ; রোডসেস কমিটি, মিউনিসিপাল কমিটি, এবং বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে অন্য সকল কমিটিই কেবল ছেলে খেলা মাত্র । এই কথা উত্তরে লেণ্টাণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে “ সুখের বিষয় যে তিনি বাহা ইচ্ছা ছিল বলিবার পূর্বে বিরত হইয়াছেন । তিনি (লেণ্টাণ্ট গবর্ণর) বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে প্রজারা ক্রমে তাহাদের নিজের বিবরণি নিজের মনোযোগী হইবে, তিনি আরও বলেন “ আমি দেখিয়াছি যে সকল স্থানেই প্রায় শিক্ষা সন্ন্যাসী কমিটির সভ্যেরা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন । আমার বিশ্বাস যে এই ভার আরও বিকশিত হইবে এবং রোডসেস এবং মিউনিসিপাল কমিটির সভ্যেরা যখন দেখিবেন যে তাহাদের অর্থের ব্যয়ের উপর তাহাদের হস্ত আছে তখন তাহারাও ইহার অনুসরণ করিবেন ।

এদেশীয় বিপকে আত্ম শাসন শিক্ষা দিবার যতগুলি উপায় আছে ইহা তাহার মধ্যে একটি ভাষাতে লক্ষ্য রাখি। কিন্তু তাহাই যদি লক্ষ্য হয় এত উত্তরে দক্ষিণে গবর্ণমেন্ট কেন? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেন্টের নাম শুনিলেই লোকে ভাবিয়া বলে যে এসকল গবর্ণমেন্টের নিজের স্বার্থ সাধনের অন্যতর উপায় মাত্র। আমরা শুনিয়া আত্মাধিকৃত হইয়াছি যে গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি জিরামপুর মিউনিসিপালিটিকে আশে একটু স্বাধীনতা দিরাছেন। ১৮ জন সভ্যের মধ্যে তিন জন মনোনীত করিবার ভার লেণ্ড নেট গবর্ণমেন্টের হস্তে রাখিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ১৫ জন মনোনীত করিবার ভার প্রজাতির হস্তে দিয়াছেন। ইহার মধ্যে জিরামপুর হইতে ৯ জন কোম্পানীর হইতে ৩ জন এবং রিসল্ডা ও মাহেশ্বর হইতে ৩ জন। এইরূপ উত্তরোত্তর এদেশীয়দিগকে যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেন তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রকৃত মন্তব্য প্রকাশিত হইবে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি আত্ম শাসন শিক্ষা দিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট যত গা ঢাকা দিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা উচিত।

গোবংশের চর্চা।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য একটি প্রকাণ্ড সভা আছে। বড় বড় লোক তাহার সভ্য। মধ্যে মধ্যে আমরা এই সভার এক একটা কার্যের কথা শুনিয়া থাকি। বাস্তবিক যাহারা কষ্ট পাইলে, কষ্ট জামাইতে পারে না, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লক্ষ্য রাখি। মাজেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনেকদিন হইতে আমাদের দেশের গোবংশের অবস্থা হইতেছে, যে বিষয়ে কাহাকেও

বিশেষ মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায় না। গাভী হিন্দুদিগের অতি প্রিয় ধন। হিন্দুগণ গোবংশকে যে কি চক্ষে দর্শন করেন, আমিষাণি-শাচ ও গম্ভীরাক্ষণ মুগলমানেরা কিই ইউরোপীয়েরা তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। সে গৃহে লবঙ্গ বা বৎসতরীর অধিষ্ঠান নাই, সে গৃহের গৃহ নহে। হিন্দু বালিকা জেত করিয়া এই শাস্ত প্রকৃতি জাতির চরণ ধৌত করিয়া, দেহ, যন্ত্রের সহিত পুঙ্ক, কবলী ও নব হুর্দাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ইহাদের মুখে ধারণ করে, এবং বাজান করিয়া আহারের সময় দংশনক প্রকৃতিকে বিরক্ত করিতে দেয় না। গৃহপতিরা প্রতিদিন স্বচক্ষে ইহাদের তত্ত্বাবধান করেন, এবং গৃহিণীরা অন্নরানের সহিত ইহাদের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু হুৎথের বিবর এই এমন গোবংশ ক্রমশঃ হীন অবস্থাপন্ন হইতেছে। লোকের আবাগস্থান ভিন্ন সমুদায় ভূমিই প্রায় ধান্য প্রকৃতির চাষে নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং পশুদিগের চরিবার স্থানের ক্রমশঃই অভাব হইতেছে। টোন্ড মাসে লোকে ধান্য বণন করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে গাভীদিগকে গৃহে বদ্ধ করিতে হয়, টোন্ড হইতে পৌষ পর্যন্ত কেজ্রে ধানের ফল থাকে সুতরাং এক মাস তাহারা গৃহে বদ্ধই থাকে। পৌষ মাসে ধান্য কর্তন হইলেও কেজ্রে কড়াই প্রকৃতি থাকে, সুতরাং তখন গাভীদিগকে বদ্ধ রাখিতে হয়। সমুদায় একাকল উঠিতে, প্রায় চৈত্র মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হয়। তখন গাভীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু সে কয় দিনের জন্য, বৈশাখ মাসের দিন কত দূর হইতে না। হইতে লোকের আবার ভূমি কর্তনের জন্য লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে, বিশেষ এ সময়ে

মাঠ শুক ও তৃণ-শূন্য থাকে। অতএব গাভীদিগের মাঠে চরা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে মাঠে উত্তম উত্তম ঘাস জন্মে, কিন্তু প্রতিদিন গাভীদিগের জন্য তাহা আহরণ করা লোকের পক্ষে সুবিধা হয় না। ইংলণ্ডে গাভীদিগের চরিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, সেখানে কেহ চাষ করিতে পারে না, সুতরাং গোবংশের এত দুর্গতি নাই। কলিকাতার অনেক গাভী গড়ের মাঠে চরিয়া থাকে, কিন্তু গড়ের মাঠে তেমন উত্তম ঘাস জন্মে না, সুতরাং নহরের অধিকাংশ গাভীই সহস্রসহস্র বদ্ধ থাকিয়া ভূমি প্রকৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করে। সেই কারণেই বোধ হয় কলিকাতার দুই এত জলবৎ ও অল্প স্বাধীন ক্রমে পল্লীগ্রামের গাভীদিগের ও সেইরূপ দুঃখ হইতেছে। সুস্থ, সবল ও সুন্দর গাভী প্রায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশই প্রায় দুর্বল এবং শ্রীভ্রষ্ট।

গোকুলের ক্রমশঃ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার বিশেষ আর একটি কারণ এই যে দেশের মধ্যে সন্তোষ ও বলিষ্ঠরূপ দেখা যায় না। পূর্বে পূর্বে সেখানে সেখানে ত্রিশূল চক্র-অঙ্কিত সন্দ্বন্দ-বিচারী বল বাহন অনেক রূপ দেখিতে পাওয়া যাইত; ধর্মের বাঁড় বলিয়া কেহ ইহাদিগকে ধরি তনা, কেহ ইহাদের ক্ষেত্র লাঙ্গল দিত না; কেহ স্বাধীনতা বোধ করিত না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকেও পূর্বের স্বাধীনতা (ও সুখের) অবস্থা হইতে বিচূড় হওয়া মিউনিসিপালিটির মরলা ফেলার গাড়ি টানিতে হয়। উপযুক্ত সুত্বকার্যের অভাবে, গ্রামবাগিদিগকে লাঙ্গলবাহী দুর্বল ও ক্রমশঃ অতিয়া দ্বারা গোবংশের উৎপত্তি করিতে হয়, সুতরাং গোবংশ ক্রমেই দুর্বল হইয়া পাত্তিতেছে। শীঘ্র ইহার কোন সঙ্গুপার বিধান করা উচিত।

কিছু দিন হইল কতকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া গোবংশের রক্ষা ও উন্নতির উপায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের আর কোন কথা শোনা যায় না। সকলেরই ইহার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত। দ্বিধা মুক্ত প্রতীতি যে ক্রমেই এক হুঁশুলা হইতেছে তাহার কারণ গোবংশের অবনতি। এদিকে আবার মাংস পিশাচ মনুষ্যদিগের উদয় পুষ্টির জন্য প্রতিদিন শত শত গোধনের প্রাণ যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের চক্ষুর অন্য বিশেষ সচেতন হওয়া উচিত।

আমরা প্রস্তাব করি কতকগুলি ভদ্র লোক একত্র হইয়া পূর্বোন্নিখিত সভার ন্যায় একটা সভা করুন। মূল সভার অধিবেশন কলিকাতাতে হউক এবং সফলত্বের প্রত্যেক বর্জিত জনপদে এক একটা শাখা সভা স্থাপিত হউক। সভা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি বিলাতি এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় রূব জর করুন। সেই রূবের কতকগুলি কলিকাতাতে রক্ষিত হউক, এবং অবশিষ্টগুলি মকদ্দমার স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন। আমরা বিলাতি রূব দ্বারা এদেশীয় গাভীতে সন্তান উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি; সে সন্তান এদেশীয় গাভী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হয়। এবং অন্যদিকে সভা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া করেক বর্গ মাইলের মধ্যে এক একটা গাভীর রাখিবার নিরস করুন। তাহা হইলে আবার গোবংশের উন্নতি হইতে পারে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটা দুর্ঘটনা
বাবহার।

যাহারা লক্ষপাত প্রায়, লক্ষপাত তাহারিগের বিশ্বাস লাগে না; কিন্তু তাহারিগের ভাণ্ডারে একান্ত অল্প, তদর্শন তাহারিগের অভিশপ্ত ক্রেশকর হয়। লিখিত পত্র খানি তাহার

এমাণ। যিনি পত্র লিখিয়াছেন ইটাই গুয়া রেলওয়ে কর্তৃকারিগের লক্ষপাত বাবহার দর্শন করিয়া তিনি কেমন অনুখিত হইরাছেন, পাঠকগণ পত্রখানি পাঠ করিলেই তাৎক্ষণিক পাবিবেন। পত্রলেখক আমাদিগকে অনুরোধ করি যাচ্ছেন, যে এই বিষয়টি আমরা মহানুভব লাড নর্থক্রকের গোচর করিয়া উহার প্রতীকার চেষ্টা পাই। আমরা জানি লাড নর্থক্রক বের্লিং লোক, তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া উদাসীন থাকিবেন এক্ষণে বোধ হয় না। আমাদিগের এবিষয়ে স্বতন্ত্র কিছু লিখিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। তবে যদি অনুবাদক মহোদয় নিঃসংশয় হন এই এক সন্ধা আছে। পত্রখানির ভাণ্ডা তাহার হস্তে নিক্ষিপ্ত হইল।

“আমি ৫ ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে পূর্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে বৈদ্যনাথ ব্যাড়া করি। আমার স্ত্রী ছিল, তৃতীয় জেণীর শকটারোহিদিগের নিকটে রেলওয়ে কোম্পানির আর অধিক, উদাহরণেই কষ্ট অধিক। আমি কখন ভুলভোগী হই নাই, সুতরাং আমার এই কষ্টের স্বরূপ জানা হয় নাই। ঘটনাক্রমে এই কষ্টটী এই বার আমার রূপে জানা হইল। আর চারি পাঁচ ব্যক্তি আমরা সঙ্গী ছিলেন। উদাহরণের এমপ সঙ্গী ছিল না যে উদাহরণ অন্য জেণীর শকটে যাইতে পারেন, আমারও এক্ষণে সঙ্গতি নরবে আমি রাখিয়া তাঁহাদিগকে অন্য জেণীর শকটে লইয়া যাই। সুতরাং উদাহরণের অনুরোধে আমাকে তৃতীয় জেণীর শকটে আরোহণ করিতে হইল। আমরা ৫। ৩ জন একত্র ছিলাম রাত্রে কষ্ট হইল না। সন্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে বেলা ৯ টার সময়ে বৈদ্যনাথে অবতীর্ণ হইলাম। বিভাগ্য এই স্থানে থাকিয়া রাত্রি ৯ টার সময়ে আমরা পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম। আমরা যে

গাড়িতে উঠিলাম সেখি তাহার পাখের গাড়িতে একজন ওলাউঠা রোগী আছে। দুর্গন্ধে গাড়ি খানি পরিপূর্ণ হইরাছে, ইতিমধ্যে আমাদিগের বোধ হইল আমরা কি নরকে আদিয়া উপস্থিত হইলাম। কোন ক্রমে সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া এই বিষয়; কর্তৃকারিগের নোচর করিলাম। উদাহরণ আমাদিগকে আর এক গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। সেখানে গিয়া আমাদিগের কষ্টের নিবৃত্তি হইল। তৃতীয় জেণীর শকটের মধ্যে মধ্যে লোকের লোক বেওয়া এক একটা যেমন স্বতন্ত্র কুঠী আছে, আমরা সেখানে নীত হইলাম সে গাড়ি খানি সঙ্গত নয়। উদাহরণ এই পাখের কাঠের বেওয়া ল। উদাহরণে এইটী হইলে অন্য গাড়ির লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় না। গাড়ির মধ্যস্থলে একটা আলোক আছে। এই গাড়ি খানি গুরুত্ব কেন, আমি তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। চিন্তা করিতে করিতে ২। ৩ টেবল পার হইয়া গেল। ক্রমে নিদ্রা আকর্ষণ হইল, নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল। এই ভাবে আমি কতদূর গেলাম তাণা বলিতে পারি না। কতকক্ষণ পরে আমার সচচরণ বাস্তবময় হইয়া আমাকে জাগাইয়া বলিলেন, শ্রী এ গাড়ি হইতে নামিয়া বাইল, সাক্ষে বড় রাগিয়াছেন। আমিও যুগের ঘোরে উদাহরণের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিলাম, কিন্তু মনটা বড় চটয়া উঠিল। টেবল মাইলকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আমাদিগকে এ গাড়ি হইতে নামাইয়া নিম্নার কারণ কি? এখানি কি তৃতীয় জেণীর গাড়ি নয়; তিনি উত্তর করিলেন, তৃতীয় জেণীর গাড়ি ঐটে কিছু ইন্ডিতে উইরোপীয় ভিন্ন অন্যের বাণ্ডার হকুম নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাতে যেসকল উইরোপীয় ব্যক্তি, তাহারা কি অধিক ডাড়া দেয়? তিনি বলিলেন না ডাড়া এক। তবে এক্ষণে ইত্যদ্বিশেষ কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

উদাহরণ পর আমার অন্তঃকরণে

তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল, তাহা বক্তার
শ্রবণ করিতে পারি না। কণে বিম্বর কণে
ক্রোধ সকার হইয়া স্বর একান্ত আলো-
ড়িত করিয়া তুলিল। কি আশ্চর্য্য কি পক্ষ-
পাত? এক জ্ঞেয়ীর গাড়ি এক ডাড়া অথচ
ফলাংশে এত ইতর বিশেষ? যে কোন কণে
চটক এবেশীর বিগের অর্থ নইয়া ইষ্টরো-
পীয়দিগকে সুখিত করাই কি ইংরাজ জাতির
উদ্দেশ্য? বোধ হয় গবর্ণমেন্ট এ বিষয়
জানেন না। জানিলে এখন এতল পক্ষ পক্ষ
পাত থাকিতে দিতেন না। লাড' সর্বত্রক
অধিলে এই কলঙ্ক দূর করেন এক্ষণে এই
আবার আর্থনা।

পুস্তক সমালোচনা।

কমলে কামিনী (১)। এই নামটি
কুমিলামাত্র অনেক মনে করিতে পারেন
যে ইহা ক্রিমন্ত সওদাগরের কমলে
কামিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত।
কিন্তু তাহা নহে। এ আর এক কমলে
কামিনী; ইনি ব্রজরাজের কন্যা রণ
কন্যাণী। বহিষ্কৃত প্রজ্ঞার সমালোচকদিগকে
কুট কুটে মাছি বলিয়া উপহাস করিয়াছেন;
কিন্তু মাছির একটা বিশেষ অংশস্বরূপ বিষয়
এই যে সে ছোট বড় বিচার করে না। একটু
খা পাইলেই জ্ঞান জ্ঞান করিয়া বসে। হৃত
মহাত্মা জনষ্ট্রাটস্মি এক স্থলে বলিয়াছেন
“এক প্রকার রচনা আছে যাহাতে কবিত্ব
(অর্থাৎ আন্তরিক আবেগাধার এবং
বর্ণনা, অর্থাৎ বাহ্যিক ঘটনার সাহায্য)
অত্যন্ত আবশ্যক হয়; তাহা নাম নাটক
৷ ৷ ৷ এই উক্ত প্রকার চমৎকারিতা একত্র
হওয়াতেই শেক্সপীরের গ্রন্থ সকল সাধা-
রণে এত আনন্দ। এই সকল গ্রন্থে সকল
জ্ঞেয়ীর পাঠকেরাই আপন আপন শক্তি ও
বুদ্ধির অনুযায়ী ভ্রম পাইয়া থাকেন। অনে-
কের নিকট তাঁহার লজ রচনার চাতুরী
চমৎকার, অসংখ্যক লোকের নিকটে
তাঁহার আত্মিক জীব বর্ণনের ক্ষমতা

(২) ক্রিমন্ত সওদাগর নামক গ্রন্থে ইংল্যান্ড
এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস ১ টাকার
মাত্র।

আশ্চর্য্য। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও এই
উক্ত প্রকার অলঙ্কারে “বহু” এবং
“রস” বলিয়া থাকে। কিন্তু সুখের বিষয়
এই বীণবজ্র বাবুর গ্রন্থে এতদূর বিশেষ
লক্ষ্য দেওয়া গেল না। দর্শক এবং পাঠক
গণের বিম্বর, তর কিংবা ভক্তির উল্লেখ
করিতে পারে, মনের উপর একটা ভাব
সুপ্রভাষিত করিয়া দিতে পারে। গল্পটির মধ্যে
এমন কোন বিশেষ চাতুরী দেখিতে
পাওয়া গেল না। বক্তব্যের দুগুণা একটা
হাস্য জনক অংশ বটে, কিন্তু শেক্সপীরের
সার জন ফলষ্ট্রাফের রাজকুমার হেমরিচ
সহিত বনমধ্যে চুরি করিতে যাওয়ার কথা
মনে হইয়াছে। এইস্থানের হাস্য রসের
কিছু ব্যাঘাত হইল। লরজন কলষ্ট্রাফকে
হেমরন স্থগন্ধীর নোকেরা বেশাঙ্কুর পরিধান
করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল; বক্তব্যেরও
হেমনি নিজের নোকেরা বিপক্ষ নাড়িয়া
আক্রমণ করে। তবে গৌল ধরাটী বোধ হয়
নুতন। নাট্যোজ্জ্বলিত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই
কল্পজন প্রধান শিখণ্ডিবাহন মকরকেন্দ্র,
বক্তব্যের, রণকণাণী, হুরবালা ও হুলীলা।
এই ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অনেকের চরিত্রের
পূর্ণাঙ্গের সন্নিবিষ্ট নাই। ঠিক বলিয়া স. স. স.
শিখণ্ডিবাহনের বেকপ কথা বার্তা দেওয়া
গেল, এবং হুলীলা ও মকরকেন্দ্রের তাঁহার
উপর বেকপ প্রগাঢ় ভক্তির প্রকাশ হইয়াছে
তাঁহাতে শিখণ্ডিবাহনকে গভীর প্রকৃতি ও
বিজ্ঞ বলিয়া মনে হইল, কিন্তু তাঁহার ক্রম
সাজা রাজার সম্মুখে নৃত্য করিয়া নিগাজ্য
প্রকাশ করা, দেখিয়া সেজাব উড়িয়া গেল।
পিতার নিকট সলজ্ঞ ভাব ও পূর্ণকার কথা
বার্তা বেধিয়া রণকণাণীকে শান্ত ও ধীর
প্রকৃতি বলিয়া মনে হইল, কিন্তু রাধিকা
নাড়িয়া অভিনয় করা দেখিয়া এবং বুড়িকে
যৌ লাক্সাইয়া শিখণ্ডিবাহনের কোলে ধরা
ধরি করিয়া বেওয়া দেখিয়া সেজাব চলিয়া
গেল। মকরকেন্দ্রের মন পরিবর্তন যেন
এক কথার হইয়া গেল। যে শৈবর্নিনকে
এত ভাল বসিতেন তাঁহাকে এত সহজে
ডোলা অস্বাভাবিক। মনের মধ্যে আরও
কিছু সংগ্রাম হওয়া উচিত ছিল। গাফারীর

অনুতাপ ও ব্রত সঞ্চরণ যেন লোভি মাক-
যেখের ছবি মানি। লোভি মাকযেখের পাপ
ভরস্বর ও অশ্রুতির ধর অনুতাপ তাঁহার
অনুতাপের মধ্যেও ভরানকল্প আছে।
গাফারীর পাপ অশ্রুতির মধ্যেও অনুতাপ
তাঁহার অনুতাপ বড় মনে লাগিল না। ইহা
ভিন্ন বস্তুরও বোধও আছে। রণকণাণীর
স্বাধীনতা, নৃত্য করিতে যাওয়া, ও গাফারী
বিধানের বহাণ, নৃত্যাবসানে বিদায় দিবার
সময় গলা ধরিয়া সুগন্ধন এ গন্ধুদায়
ইংরাজী ভাব, আবার হাঁদলাতলা, বুড়িকে
বউ লাক্সাইয়া বরের কোলে দেওয়া, এসকল
দেশী ভাবও আছে। সুরবালা প্রকৃ-
তির রসিকতা তত মধুর বোধ হইল না।

মানস বিকাশ (৪) এখানি গদ্যগ্রন্থ
কবিতাগুলি সঙ্গ বহু নাই। ইহাতে অনেক
ভাল কথা আছে। এখানি বোধ হয় প্রাচ্য-
কারের প্রথম উন্মাদের ফল তিনি চেষ্টা
করিলে অবশ্যই একজন সুলেখক হইতে
পারেন।

বিবিশ্বসংবাদ।

২৮ এপ্রিলের পত্র।

এবার মঙ্গলবারের অধিকক্ষণের সন্নিবিষ্ট
রের বিজ্ঞপ্তি এবং মঙ্গলবারের অধিকক্ষণের
১ মাসের তুল্য ৪৫৫১০০ টাকার বয়স।
ইহার মধ্যে মঙ্গলবারের অধিকক্ষণে ১০৪১১০
এবং মঙ্গলবারের অধিকক্ষণে ৩২৮১০১ টাকার
হয়।

এতদিনের পর ইংল্যান্ডের অনেক কটে
আনন্দুল আজকের নিকট হইতে এই মর্মে
একটা একরার পত্র লইয়াছেন যে তিনি
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কলুফি না লইয়া ও
মংগের কলুফি হস্তান্তর করিবেন না। এবং
তাঁহাকে যে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া
হইয়াছে, ইংল্যান্ডের মত না লইয়া তাঁহা
পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন না।

২৭ এপ্রিলের পত্র। এক সপ্তাহের
মধ্যে কলিকাতার ১০৬ জনের মৃত্যু হয়।
ইহার পূর্বে সপ্তাহে ১১ জনের মৃত্যু হয়।

(১) এপ্রিলের মান অজ্ঞাত। প্রাণী
তাহার মধ্যে প্রভ।

আরও অধিকংশ লোকের হুজুর হইয়াছে।

অন্য কলিকাতার ঠিকা গাড়িওয়ালাদিগের একটী সভা হইবে। যোগে গাড়ি চালান বন্ধ করিতে এবং এমিহিস্ত পুলিশ কর্তৃক কয়েক জনের নও গুওরাতে এই সভা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানার্থে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহার সিবে-চনা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। সকলে স্বয়ং যত্ন করিয়া গাড়ি চালান বন্ধ করিবে এই রূপ সংকল্প করিতেছে। এক ব্যক্তি সুবা পান্নে মত্ত হইয়া অতিশয় বেগে গাড়ি চালাইয়াছিল বলিয়া উহা লেন্ডনষ্টে গবর্নরের গাড়ির উপর পতিত হইয়া তাঁহার ঘোড়ারশরীরে আঘাত লাগে, এমিহিস্ত আর কেহই বেগে গাড়ি চালাইতে পারিবে না এরূপ আজ্ঞা দেওয়া কতদূর ন্যায় সম্মত হইয়াছে না। এটী যদি ন্যায় সম্মত হইয়া যায় তাহা হইলে একজন ওয়াশিংটন অফিসের অফিসারের হস্ত হইয়াছিল বলিয়া যাবতীয় ওয়াশিংটন অফিসের কার্যে লওয়া উচিত।

পারস্যের সাহা টিভারগে উপনীত হইয়াছেন।

বাংলা ট্রামওয়ে দ্বারা যাত্রাসংকটের উপহারের সুবিধার জুনা মিউনিসিপালিটি মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা করিতেছেন। এরূপে জনসংগতি এই, কেবল ফাঁত হইতেছে বলিয়া ট্রামওয়েটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। এটী উঠিয়া গেলে কতকগুলি অল্প বৈতন্য ভোগী ব্যক্তির পরিবার বর্গ কোম্পানিকে আশীর্বাদ করেন। তাহাদের নেতৃত্ব কর্তী টাংকা প্রায় রেলওয়ে ট্রামওয়ে প্রকৃতিতে পর্য্যাপ্ত হয়।

গিলাজ মহম্মদ বীরত্বাঙ্গী হও কমাইবার জন্য গবর্নমেন্টে যে আবেদন করেন গবর্নমেন্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

মাস্তাজ উওর্ড বলেন, মাস্তাজ আক্বের ডাইরেটরের তঁহারিগের সভার গত অধিবেশনে যাবতীয় কর্তব্যকারী বৈতন্য কমাইবার সংকল্প করিয়াছেন। দুইজন চাকরী শুভুতা ভার, যাহাদেরছিল তাহা হের বৈতন্য কমিতেছে, ক্রমে লর্ডজেনের বাবদ হইবে, তাহাদের এই সুখ, ইং

তেও লোকে চাকরী চাকরী করিয়া প্রাপ্ত হইবে তাহাশি বাণিজ্য বা শিল্প প্রকৃতি অন্য কোন উপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা নাশিবে না।

পোস্ট অফিসের ডাইরেটর জেনারেল বগ সাহেব পুনরায় বীর শবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। গবর্নমেন্ট তাঁহাকে অত্যন্ত ভিত্তিকার করিয়া পুনরায় এই পদ দিয়াছেন।

ইংল্যান্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে কিছু দিন হইল প্রতাপ গড় এবং বানসুগড়ের লোকসিগের মধ্যে সীমা লইয়া বিরতর দাঙ্গা হয়, ইহাতে ৩৪ জন হত এবং প্রায় ৬০ জন আহত হয়।

শুধা বাইরেছে কাশ্মীর সাহেব নাকি আজ্ঞা দিয়াছেন বালিকাসিগকে কেহ বেশা হুক্ত শিকা নিতে পারিবে না।

আমরা শুনিয়া আসিয়াছি হইলম র'র হীমন্তু হিঙ্গ বাহ'রুর অ'রোগালিত করি-
রাছেন, শ্রীযুক্ত বীর ক'র্যাকার প্রেরণ করি-
য়েন।

ইংলণ্ডে পুনরায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা মুদ্রিত হইতেছে। বিনি এই কাষে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিলাতে লক্ষিয়া নগরে এক ব্যক্তি এক আনিমাজ লৌহ অথবা ইস্পাত দ্বারা কলের আশ্রয় প্রদত্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া-
ছেন। তিনি কোন রূপ বিল না দিয়া কেবল লৌহপুণ্ডের দ্বারা উহা নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি এক ট্রাক্স নির্মাণ করিয়াছেন উহা দ্বারা এই কার্যে অতি অল্প মূল্যে সম্পন্ন হয়।

আমেসিকার এক খানি সংবাদ পড়ে লিখিত হইয়াছে মেন্সুসেইন্স নগরে একটী আশিষ্য বিডাল আছে; সে আলপিন অল্প সন্ধান করিয়া পাইলে উহা জিজ্ঞা দ্বারা উঠাইয়া লয় এবং একটী কাগজে বিদ্ধ করিয়া রাখে। এইরূপ একমত পিন লংঘ-
নিত হইলে সে উহা কসাইর ঘোঁসানে লইয়া গিয়া উহার পরিবর্তে বাৎসর্য করি।

* ভারত সংস্কারক বলেন" বেকোরগরের ড'কাইতীকারী বলিয়া হুত হইয়া যে ৪ জন খোলসা পায়, ৪০ প্রাপ্ত একজন ডাকহিত ডাকহিগের দ্বারা বম্বালের সন্ধান বলিয়া দেয়, অল্পসন্ধান অন্য'না স্থানের ড'কাইতির বহাল প্রকৃতি দ্বারা পড়তে তাহার পুনরায় জিরামপুতের মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান হইয়াছে, পুনরায় তাহারিগের বিচার হইবে।

জেলা ২৪ পরগণার মজিলপুর, জেন-
গর প্রকৃতি স্থানে অল্পদিন মধ্যে মনের ভ্রান্তক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গজে ২ খানি ঘোঁসান আছে, তাহার সকল অত্যন্ত দূর হয় না, একমাত্র জিম্পেন্সরীওহ'লা ডাকার ব্যয় প্রথম বলিয়া দ্বারা বিক্রয় করি-
তেছিলেন। হাংগটক তাঁহার দুর্ভাগ্যে সে দ্বারা গতিয়া ২০০, ট'কা দও দিয়াছেন। অল্পসন্ধান করিলে অনেক ডিম্পেন্সরী দ্বারা মদের ভাঁজি মিলিতে পারে।

নাগপুরে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এক কোম্পানি হইয়াছে। ১০ করিয়া ৫০০ টী অংশ করা হইয়াছে ইহার মধ্যে ৩০০ অংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

গবর্নর জেনারেল লর্ডো এ যে দরবার করিবেন উহাতে নেপালের সর জত বাহা হুর উপস্থিত থাকিবেন।

কালী পূজা উপলক্ষে আংগামী সোম ও মঙ্গল ব্যয় সমুদায় আকিসুন্দর থাকিবে।

জর্জগে হুত দেহ করিত করিব'র দীতি আছে। সম্রাতি তত্ত্বা কয়েকজন সন্তুগ্ত ব্যক্তি হিন্দুসিগের নায় শব বাহ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ইংলিসমান বলেন, হাংগটক মির্জা'দ এবং তাহার পুনরায় পুলিশের কার্যে পাইবার জন্য সম্রাতি কাশ্মীর সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিল। হাংগটক অনেক বৈতন্য সন্তুগ্ত ব্যক্তি এই আবেদনের সপক্ষে করিয়া ছিলেন, লর্ডনষ্টে গবর্নর তাহারকে পুনরায় কর্তৃক দ্বারা অন্য মাজিষ্ট্রেট এটে সাহেবকে লিখিয়াছিলেন,

কিন্তু দিব্য চাঁদের আবেশন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সমস্তদিনে মাঝ অনেক লোণার টাঁব পুণ্ডির বিভাগ আলোক ঘর করিয়া আছেন, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত না হইলে পুণ্ডির বিভাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

আমরা শুনিয়া অভিশপ্ত দুঃখিত হইলাম বঙ্গবন্ধুর সিবিল সার্জারী সুযোগ্য কলেস সাহেবের অর্থ হইতে পণ্ডিত হইয়া যুড়া হইয়াছে। ইহার যুড়া কেবল অমায়িকের মধ্যে, অনেকেরই শোকের কারণ হইবে

কিন্তু বাইতেছে উন্নতি হইয়া সাহেব সীত্র কলিকাতার আসিয়া পুণ্ডির কমিশনার এবং জজিস মিগের সভাপতি এই উভয় পদ গ্রহণ করিবেন। এই দুই পদই শুকতর এই কাব্য এক ব্যক্তি দ্বারা দুইয়ের রূপে সংসারিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। এ বন্ধা বস্ত্র অনেকেরই মত নাই, কিন্তু মত না থাকিলে কি হইবে, ভিত্তিক অব অর্গাইল ইতিয়া আফিসে বসিয়া বাহা করিবেন তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস ও ক্ষমতা কি কাহারও আছে?

২২ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর গবর্নমেন্ট সেপ্টেম্বর প্রায় ১৫০ জন কম্পোজিটর প্রেসে কন্ট্রাক্টের বন্দোবস্ত করিতে, সকলে ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিরাছে, পূর্বের ন্যায় বেতনের বন্দোবস্ত না করিলে আর তাহার কার্য করিবে না। ধর্মঘট ক্রমে সাংক্রামিক রূপে ইংলণ্ড হইতে সমুদ্র পার হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান টেটসম্যান বলেন সম্রাতি শোলাপুরে কতকগুলি হিন্দু একটা সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। এ সাবান একরূপ প্রস্তুত হইবে, যে অতি সুস্বাদু এবং ইহার ব্যবহারে কোন অংশই থাকিবে না। বিশেষ প্রয়োজনীয় তখন কোন বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিবে না বলিয়া বোম্বাইর লোকেরা যে প্রতিজ্ঞা করেন, ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে এই সাবান প্রস্তুত হইবে। বেলের প্রস্তুত উন্নতি পক্ষে বোম্বাইর লোকেরা ভারতবর্ষের

অধ্যাপনা স্থানের লোকসিগকে পরাস্ত করিরাছেন।

৩০ এ আশ্বিন বুধবার।

গত শুক্রবার কলিকাতার ডিন ২৫সর এরফ একটা পিত্ত জ্বালাতন হাঁহের উপর হইতে পণ্ডিত হওয়ার মাধ্যমে কাটিয়া যায়।

সম্রাতি হাবডার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসন্তের নিকট একটা কোতুকা বহু সময়ের উপস্থিত হয়। একটা বালক একটা বোকাগে থাকিয়া বেচাফেচা করিত। কিছুদিন পরে সে কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে সে খবরো খবর করিয়া বলে সে ঐ কিনিসগুলি লইয়া বাটীতে বাটবার পথে বেছিল তাহার মাতার মৃত দেহ পণ্ডিত রহিয়াছে। উহা বেধিয়া সে খবরী লইয়া গিয়া গদাভীরে হাট করে, বাছ করিয়া ঐ অপরিত্র জব্দা গুলি ভীতে রাখিয়া দান করিতে যায়। দান করিয়া উঠিয়া দেখে কে সেগুলি লইয়া গিয়াছে। উভয় কঠিন পরিজ্ঞেয় সহিত হয় দান কার্যও এবং পকাশ ঘটিয়া জরিসনা হইয়াছে। জরিসনা দিতে না পারিলে আর ছিন্ন সপ্তাহ যেরূপ থাকিতে হইবে। চোরের দন ঘটি পড়ে লইল, চোর কার্যতক হইল।

ইতিমধ্যে মাগবালার লর্ড মেনিরয়ের সিমলা পরিভ্রমণের কথা ছিল, কিন্তু তিনি সে সংকল্প পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি ২৪ এ অক্টোবরের পূর্বে আর সিমলা হইতে বাজা করিতেছেন না। রাজধানীতে আসিতেই হইবে এমন কোন বিধি নাই। যখন পা চালিয়া দিয়াছেন, তখন এত সীত্র সীত্র নাই আসিলেন।

১ লা কার্তিক বৃহস্পতিবার।

গত কল্যা রাতে হরিমতিস্থ কোন ভক্ত লোকের গৃহে সিঁধ হইয়া গিয়াছে। লোকসাক্ষ্যে কিছুই লইয়া বাইতে পারে নাই। প্রথমে চোর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্তলোকটির পায়ে হস্ত প্রদান করিয়া ছিল। মনে করিল গহনা লইব। ভক্ত লোকটি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া চোর

চোর বলিয়া উঠিলেন, অর্থাৎ চোর সিঁধের মধ্যে দিয়া পলায়ন করিল। পাছাকাড়িয়া তাহার যে কি করেন হলা যায় না। সোলাপুর থানার ইন্সপেক্টর বাবু যদি মনোযোগ দেন, তাহা হইলে উপকার হয়। হরিমতি রাজপুরের মধ্যে এমনি সিঁধের কথা শোনা বাইতেছে।

আমেরিকার সকলই ভুতন। তথ্যর খুন্সার উপর একটা আত্মকর স্থান প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। গ্যালভেষ্টন নামক একটা স্থানে একটা বড় বেলুন রাখা হইবে, উহা পৌঁছে তার দ্বারা ভূমির সহিত আবদ্ধ থাকিবে। বেলুনটী একশত জনের বাসোপযোগী করা হইবে। একটা ছোট বেলুন দ্বারা ঐ বেলুনে উঠিতে হইবে। ভাণ্ডার বস্ত্র স্বচাতির উপক্রম দেখিলে গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, বেলুনটী তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নামিয়া পড়িবে, কড় খামিয়া গেলে পুন্সার খুন্সো উঠিবে।

দিল্লী গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, পঞ্জাবের সামান্য নামক স্থানে সেদিন স্বপ্ন হইয়া অনেক কীর্তি কবিতা হইছে। সে দিন বৈটকধান্য একজন কীর্তির বাটীতে একটা কীর্তি জীলোক একজন এবেশীর দাসীকে চুরিকা দ্বারা শুকতর আঘাত করে। আদ্য জীলোকটীকে যেতকল কোলেজে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

হারজিলিড নিউস বলেন দুজির অভাবে তবার এবার চর অভাব কতি হইয়াছে, হেরণ খাশা করা গিয়াছিল তা শুধবে কা অনেক কম জায়বে।

কটন কমিসনার রিপোর্ট কার্পেক সাহেব পুনরায় খাঁর পথে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে দোবে তাঁহাকে সম্প্রদান করা হয় গবর্নমেন্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন সে গুলি অসার।

লক্ষ্মীএর কতকগুলি হিন্দু সন্তান ব্যক্তি অসুস্থ বাজার পত্রিকার বিক্রেতা যে লক্ষ্মীএর লের নানীল করেন, তাহাতে অস্বাস্থ্য আসামীর সপক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আদালত বলেন বাহা পেখা হইয়া

ছিল তাহাতে লাইবেল হইতে পারে না। ইহাতে ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন এবং ইংলিসমান প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইরাছেন। ইহারা ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, কিন্তু ইহারা সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আশালাভ অন্যায় করিয়া একজন সম্পাদককে জেলে দিতে পারেন না।

গত শনিবার জরপুত্রের রাজা সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রুক্ষা নদীর উপরে যে সেতু হইতেছিল গত বৃহস্পতিবার উহা খোলা হইয়াছে।

আউড এজেন্সির বলেন, অবোধার অনেক সর্দার এবং তালুকদারের বস্ত্রাশ্রয় অথবা অশেষকৃত মক্ষ বলিয়া গণ্যের জেনরল স্থির করিয়াছেন, লক্ষ্যে যে হরবার হইবে তাহাতে ঐরাবদিককে পুঙ্খানুসারে নজর দিতে হইবে না। ভারতবর্ষের দরিদ্রতা ক্রমেই বৃদ্ধ হইতেছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর চম্বার সুব্রাজ সিংহা সনে অধিরূপ হন। ঐহার অভ্যবস্কে পর এক হরবার হর, এবং সর্দার কালে নগর আলোকিত করা হয় এবং নানা রূপ বাজী গোড়ান হয়।

গ্রেহাম সাহেব পদত্যাগ করিতে পাল সাহেব আউবোকেট জেনরলের পদে নিযুক্ত হইরাছেন।

জুগলীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তারিকেশ্বরের মহাস্তর পুনর্নির্ভার হইতেছে। গত ১০ ই ও ১১ ই অক্টোবর কতকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইরাছে। কিন্তু আপল সাক্ষী তেলী খোঁজর সন্ধান পাওয়া বাইতেছে না। সেই জন্য আগামী ২২ এ অক্টোবর পর্যন্ত মকদ্দমা বন্ধ রাখিল। মকদ্দমা চলিতে চলিতে এলোকেশীর পিতা মাতার মৃত্যু হইল, তেলীখোঁ উবিয়া গেল। এ সকল কেমন কেমন লাগিতেছে। বাহা হউক মহাস্তর বাবাজীকে বন্যাবার !!!

শিশা রঙ্গার নামক জিবাজুরের একজন উকীল একটা কিস্মি বিধবাকে বিবাহ করিয়া ছিলেন বলিয়া ঐহাকে সমাজহৃত করা হয়। যে সকল দরিদ্র বিধবা পাত্যস্তর গ্রহণ

করিবেন, ঐরাবদিকের সাহায্যার্থ ইনি একটা কণ্ড করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পাঞ্জের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি ভাষায় বিবহা বিবাহ বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করণ ঐহার ইচ্ছা। অনেকে এবিষয়ে ঐহার সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন বলেন, হিসার বিভাগের তেপুটী কমিশনার একজন সিবিলায়ান সম্প্রতি সুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া একটা সুসলমান বাবিলককে বিবাহ করিয়াছেন। সাহেব ১৯ বৎসর গবর্নমেন্টের কার্য করিয়া পুত্র কলত্র পরিত্যাগ পূর্বক এই কার্য করিয়াছেন। এমন অবস্থার ঐহাকে বিবাহ বিষয়ক আইনের নিকটে জবাব দিতে হইবে সন্দেহ নাই। বাহা হউক সাহেব বড়ো বরণে এ কাজ করিয়া ভাল করেন নাই।

গত পূর্ণ বুধবার বোম্বাইয়ে পোর্টকামিও কোম্পানির এক সভার অধিবেশন হয়। ডাই রেক্টর সিগের রিপোর্ট অনুসারে ১০২০৪ টাকা লাভ হইরাছে। চোরার যান বলিলেন, কোম্পানিকে নীচ টাউলের কলের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, অতএব এ টাকা অংশদার সিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া ঐ টাকা কল টালাইবার জন্য মূল ধন খরচা রাখিলে অনেক কাজ হইবে।

২ রা কার্তিক শুক্রবার।

সানস্কু'পিসুকোভে' শিতদিগের কাম রোগের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হইরাছে। উক্ত রোগাক্রান্ত অনেক শিশু তত্রতা গার্সের কারখানার গিরা আরোগ্য লাভ করে। গার্স হইতে গন্ধকের একরূপ ধূম নির্গত হয়, তৎ সেবনকারী এই রোগের উপশম হয়। এ ভিন্ন বাহারা এই কারখানার কর্ষ করে তাহাদের জ্বর ওলাউঠা হয় না। এই সংবাদটী চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যঙ্গারীদের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

গরাজে বড় ঘরালি আছে কয়েকখো ছোটোলাল গরালি সঙ্গোপেয়া ধনী ও

বদান্য। সম্প্রতি ইনি গরী জিলা খুলে বার্ষিক ১৬ টাকা'র একটা ছাত্রবৃত্তি দিয়াছেন।

অনুভবাজার পত্রিকা কোন সচ্ছ হইতে এই সংবাদটী পাইরাছেন। দুই বুধক সেদিন কর্তৃপক্ষের অজান্তেই ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। একজনের পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে কাতর হইরা নিরীতাবস্থার যন্ত্র দেখিলেন, ঐহার পুত্র যে জাহাজে যাইতে ছিলেন, সেখানি জলমগ্ন হইরাছে। তিনি নিরীতাবস্থার ক্রন্দন করিয়া উঠেন। তাহার পরদিবস তিনি ইন্টকখানার বসিয়া আছেন এমত সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল তাহা কি সংবাদ আসিয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইরা টেলিগ্রাম বেধেন যে টিক যে সময় তিনি যন্ত্র দেখেন, সেই সময়ে ঐহার পুত্রের জাহাজ জলমগ্ন হয়।

সকলেই জানেন আমাদেব দেশে নথ চুল ছাই এ সকল দ্রব্য কোন কাজে আইসে না, কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার ব্যবসার আছে, ইহাতে তদায় বার্ষিক ৮ কোটি টাকা হয়। এদেশের ফৌরকারেরা চেতী কখন বড় মানুব হইতে পারিবেন।

৩ রা কার্তিক শনিবার।

ন্যাশনাল পেপার পাঠে জানা গেল বারপারি কতকগুলি গণিত একজন ক'র-স্থের প্রার্থনানুসারে এই ব্যবস্থা দিরাছেন কারাশ্বেরা ক্রিষ্ণ, শূত্র নহে।

রাজপুতনার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইরাছে।

সমুটি গ্রন্থ নেপোলিয়ন ১৮১৪ অব্দে এলবারীনে যে বাটীতে বাস করেন সেটা বিক্রয় করা হইবে। উহার মূল্য ৪০০০০০০ টাকা স্থির হইরাছে।

ডিক্টর অব আর্গাইল বলিয়াছেন তিনি আপাততঃ ভারতবর্ষের ভেট সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিতেছেন না। ভারতের দুর্ভিক্ষ।

বোম্বাইর পাণ্ডুরও নামক এক ব্যক্তি সংবাহ পত্রে লিখিয়া বাবজীর খুঁট ধর্ম বলধিকে ধর্ম বিষয়ে ঐহার সহিত ভর্ষ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

অন্যত্রি এই, যেহেতু ব্যাক ভোলা-
ডের হত্যাকারী মারাজ খাঁ কবুল হইতে
পলায়ন করিয়াছে।

যাজ্ঞাজে আর একটী কোম্পানি হই-
তেছে, সুতরাং প্রস্তুত এবং বস্ত্রবস্ত্র ইহা-
দের উদ্দেশ্য। কলিকাতা কি কেবল দাবা
খেলিয়া বাইরা লইবেন?

গত কল্যা আশ্রয় হইতে ভরতপুর
পর্যন্ত রাজপুতরা রেলওয়ে খুলিবার কথা
ছিল ইহা দ্বারা আশ্রয় হইতে ভরতপুরে
আগি আড়াই ঘণ্টায় বাওয়া হইবে।

বোম্বাইর একজন পারসী উৎকৃষ্ট লৌহ
কারখানা সকল দেশিয়ার জন্য ইউরোপ
যাত্রা করিয়াছেন। এবার একটী লৌহ
কারখানাতে আছে। ইউরোপের ভাল ভাল
কারখানা সকল দেশিয়া আশ্রয় ব্যবসায়ের
উন্নতি করা ইহার উদ্দেশ্য।

মিরর তৈরিয়াছেন, পরলান দেশের হইতে
শিয়ালবহের লক হাসপাতালটী উঠিয়া
হইবে।

লক্ষ্য টাইমস বলেন, ১৮৭২ খ্রিঃ লাড
ডেলহাউসি কাগেন গোনাড লিংহ এবং
সর্দার উতার লিংহকে যে পঞ্জাব হইতে
দূরীভূত করেন এবং বাহারা এ পর্যন্ত রাজ
বন্দীভাবে জলাহাবাদে ছিলেন সম্প্রতি
তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাপননের আদেশ
করা হইয়াছে। ইহার রাজা পেরসিংহের
জ্যোত্স্না হইয়াছে পুত্র।

এক ব্যক্তি ত্রিভাজুরের জেলে বাবাজী
বনের জন্য কারাবদ্ধ হয়। ৪৫ বৎসর জেলে
থাকিয়া সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে।
সিঁকুরের জেলে বোধ হয় কাছেলি বন্দী
বদ্ধ নাই।

কিরর বলেন, কতকগুলি হিন্দু কুলি
বারনেডোসের কতকগুলি কলেজে অনিয়ম
করিতেছে।

মাজাজ খ্রীষ্টিকা বিষয়ে কারতবর্ষের
অন্যান্য প্রেসিডেন্সিকে পরাণ্ড করিয়াছে।
এক্কে তথ্য ৫১১২ টী বালিয়া লিফা লাভ
করিতেছে। বোম্বাইএ ইহার অষ্টমাস
মাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে বার।

হিন্দুপেট্রিট বলেন। সর উইলিয়াম
হার্শেল কারতবর্ষে প্রত্যাপনন কাররা
পূর্ণ বাকালার কর সম্বন্ধে প্রজ্ঞাপিতের যে
গোলেযোগ হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থে
বিশেষ কমিশনার হইবেন।

উওরাম মেডিকাল সার্জিসের পরীক্ষা
দিবার জন্য যাজ্ঞাজের মেডিকাল কলেজ
হইতে ৫ টী ছাত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছে।

দিল্লীগেজেটের কবুলস্থ সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন, কোথায় বস্ত্রের অভাব প্রাচুর্য
হইয়াছে। বহুসংখ্য লোক ইহা দ্বারা
অজ্ঞান হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদে
শীয় পাখিকদিগকে কাটোনমেট দিয়া
হইতে বেওয়া হইতেছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই অক্টোবর। পূর্বদ্বার সহকারী মাজি-
স্ট্রেট ও কলেজের এক ডবলিউ ব্যাডকক ডাগল
পুরে মনোনীত হইলেন।

৯ ই অক্টোবর। বাবু তারিনীলাল চৌধুরী
স্ট্রীটের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটি কলেজের
হইলেন, বাবু গৌরমোহন বসাক ত্রিপুরার প্রথম
শ্রেণীর সব ডেপুটি কলেজের হইলেন।

বাবু রতনরত্ন মণ্ডারখালির দ্বিতীয় শ্রেণীর
সব ডেপুটি কলেজের হইলেন।

১১ ই অক্টোবর। দানাপুরের প্রতিনিধি
কাটোনমেট মাজিস্ট্রেট এবং উক্ত কাটোন-
মেটের ছোট আদালতের জজ কাগেন এ এল
গ্রেগোরকে নিজ কার্যে ভিন্ন দানাপুরের দেও-
য়ানী ছোট আদালতের জজের কার্যে করিতে
হইবে।

পাটনার ছোট আদালতের জজকে আর
দানাপুরের দেওয়ানী ছোট আদালতের কার্যে
করিতে হইবে না।

নিয়ুক্তিত ব্যক্তিগণ পুনর্বিজ্ঞাপন আইন-
নিক মাজিস্ট্রেট হইলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

পারিক্রমের রাজা (জমিদার) গৌরচন্দ্র হরি
চন্দ্র মনসিংহ সর্দার অমরবর) সহায় নার-

রণ দাস, বাবু বাসুদেব আচা, পণ্ডিত চরণ দাস
বাঘাজী) পণ্ডিত গোপীনাথ মিত্র।

১২ ই অক্টোবর। এক এচ, লিউট প্রথম
শ্রেণীর প্রতিনিধি মা জেস্টে ও কলেজের হই-
লেন।

মানকুমের সব ডেপুটি কলেজের বাবু রাইচ-
রণ দ্যোব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইলেন।

মৌলবী সালামত আলী পূর্ণিয়ার প্রথম
শ্রেণীর সব ডেপুটি কলেজের হইলেন।

মৌলবী শিরাজুলহক দ্বিতীয় শ্রেণীর সব
ডেপুটি কলেজের হইলেন।

সি, এ, এচ, প্যাটালন কিছুদিনের জন্য
প্রতিনিধি পুলিশ ইন্সপেক্টর ডেনবল হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিস্টেন্ট সার্জেন্ট মনো
চন্দ্র দত্ত কিছুদিনের জন্য মধু বনীর চিকিৎসা-
লয়ের ভার পাইলেন।

সি, বার্ডাল্ড

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। টাইমসের সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন, মাঝিতে কলিকটনিগের
এক গৃহ হয়। দুইটি ভরানক হইয়াছিল। রিপ
থলিকানেরা পুনরায় শিউনি ত্রিএনার তাক্টিচ
হইয়াছে। এক ব্যক্তি আসিয়াছে সে আপনাকে
অটম বলিয়া প্রকট্য দিতেছে।

লন্ড হাউজের সূচ্য হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। সর সারুল এল
লন্ড বেকার উপনীত হইয়াছেন।

ফরেন আফগের অণ্ড সেক্রেটারি অন্তরে
বল হামক পদবিাগ করিয়াছেন।

মোবাবে কলিকট প্রত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। ২০ রা সেপ্টেম্বর কলি
কাতা হইতে যে মেইল ডাফে গত কল্যা উঠা
লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

অদা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ১৫০০০০ টাকা
অদা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের
ফিন্ডিং ট্রেন্ডের কম ইয়া লভকরা ৪ টাকা
করা হইয়াছে।

অদা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২০০০০০
টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের
ফিন্ডিং ট্রেন্ডের কম ইয়া লভকরা ৬ টাকা
করা হইয়াছে।

ফাগে : ব্যাঙ্কে ডাক টিকের দ্বারা লোকেরা
ডাকি।

পোপ জর্জের সময়টিকে লিখতেছেন, ক্রাফ
লিঙ্গবিশেষের প্রতি আর না মিলে রক্তাক্তরূপে কা
র্য এবং তাঁহাকে এই উক্তি করিয়াছেন, তিনি
নিজেই তাহা। লিঙ্গবিশেষের অস্তিত্ব
কর্তব্যেছেন। সম্রাট বলিয়াছেন, ক্রাফলিঙ্গের
ব্যবহারের দ্বারা বাহ্যিক আবেশ করিয়াছে।

(অন্যতঃ প্রাপ্ত)

মান্যবর অগুণ্ড গোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

মহাশয় : এই নিম্নতর বক্তৃতাতে বহু
মান্য মেম্বারের প্রাতিষ্ঠানিক কথারো অধি
বিত্ত নাই। সম্প্রতি ইহার প্রথম বেগে
স্থানে স্থানে যে শোভনীয় দৃশ্য ঘটিতেছে
তাঁহা তাৎপরিতে গিয়ে ক্ষমতা বিবর্তন হয়।
মিলিত কি মেম্বারের জন্মে দেশ উৎসাহ
কইতে চলিল। সমস্ত সমস্ত উত্তর পাশ্চ-
মাঞ্চলে বসন্ত প্রভৃতি মহামারিতে সেরূপ
লোক বিপ্লব উপস্থিত হয়, মেম্বারের
বিপ্লব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। এই মেম্বার
রায় সমস্ত বক্তৃতাগুলি আমরা পরিচিত
নটে, কিন্তু গত বৎসর কইতে ইহা যেত
জীবন মুক্তি বরণ করিয়াছে, তাহাতে এত-
দেখে লোক-সংখ্যার বিলক্ষণ হ্রাস হই-
তেছে। পীড়িত স্থান সমুদ্রে এমন ব্যক্তি
হুজিগের হয় না, বাহ্যিক শরীর এই রোগের
করুণা চিহ্ন অঙ্কিত নহে। শ্রীষা ও বরতের
অন্যতর বা উত্তর দ্বারা যাহার উদর স্থল,
বর্ন মূল, মুখ পাণ্ডু, অঙ্গ ক্লান্ত, ওষ্ঠ ফীত
এবং সমস্ত দেহ বিবর্ণ ও বিকৃত ভাবাপন্ন
নহে, এতদ্বারা প্রায় দুর্ভাগ্য। এই সকল
প্রত্যক্ষ করিতে আপনাকে অধিক দূর
দাঁড়িতে হইবে না, একবার নিজ দাস-ভূমি
ভাঙ্গিড়িপোতা ও তৎসম্বন্ধিত স্থান সমুদ্রে
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারি-
বেন। এক্ষণে এ হতভাগ্য বেসামান্যের
উপায় কি? একে দীক্ষণ রোগে শরীর
করুণ-সার, তাহাতে যুগ্ম ও অর্ধিক-
লার অভাব। যুগ্মত্ব অকালে যে শত শত
লোক কাল সমস্তের অতিথি হইবে তাহা
বিবেচনা

যদি শীত ইহার কোন সমুদায় অবল-
ম্বিত না হয় তবে অতিরিক্ত যে এসকল স্থান
জন্ম লুপ্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে সংশয়
নাই। মেম্বারের প্রকৃত কারণ যাহাই
হউক, নিম্ন নিম্নিত দুইটা সাধারণ নিয়ম
রক্ষিত হইলে ইহা যে ক্রমে মন্দবেগ হইয়া
আসিবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।
প্রথম স্থানের উৎকর্ষসাধন, দ্বিতীয় সুচি-
কিৎসা। যখন দেখা যাইতেছে যে নিম্নতল,
অলাকীর্ণ বা অসমলয় প্রদেশ-সকলে
মেম্বারের প্রাণ আধিপাত্য, এবং এই
সকল স্থানেই সমস্ত কারণের অত্রুত
নাই। তখন জনগণ ও বাসিন্দার চতুর্দিক
যাহাতে দূরব্য শুষ্ক ও পত্রিত্ব থাকে
সর্বত্রই সেই চেষ্টাই বিধেয়। এবিধে
গর্ভবতীর মাংস সমস্তে ব্রহ্মবলম্বিত
প্রদানাদিরা যে নিজ চেষ্টায় ও নিজ বায়ে
কৃতকার্য হইতে পারেন এ সম্ভাবনা অল্প,
কারণ একে অনেকই নিম্ন, তাহাতে
আবার পীড়িত পীড়িত এতদ্বারা যে
অনেকেরই কলাবস্তুর সংস্থান নাই। হত
এবং প্রকৃত-ভাষ্য-কর্তার গর্ভবতীর নিকট
প্রার্থনা এই যে অন্যান্য মেম্বারের পীড়িত
প্রদেশের দ্বারা আশ্রয়িত এই দীক্ষণ
বেশ ও তদীয় রূপকটাকে শক্তিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ-সুচিকিৎসা। প্রকৃত বিজ্ঞান
সম্বন্ধে চিকিৎসার নামই সুচিকিৎসা।
যাঁহারা আয়ুর্বেদ অল্পই অনুশীলন করিয়া
ছেন এবং ব্যাধির বরণ নির্ণয়ে অল্প হই-
য়াও আয়ুর্বেদ-বাস্তা বলিয়া পরিচিত হইয়া
থাকেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদেখে তাঁহা
চিকিৎসকেরই সংখ্যা অধিক। আশ্রয়িত
মতে এই সকল চিকিৎসক মাঝে মেম্বারের
অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিমাণে যথের
সহায়তা করেন। এখনও যে কেহ কেহ
ইহার প্রতিকার আশ্রয়ান ইহাই পরিতা-
পের বিষয়। অধিকতর আক্ষেপের বিষয়
এই যে কেহ কেহ অত্র চিকিৎসা শাস্ত্র
জানিয়া শুনিয়াও কেবল এক ব্যক্তির বৃত্তি
লোপ করিতে বলিয়া চিকিৎসকেরা উপেক্ষা
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ বরা
চিকিৎসা পাত্রে নির্ণিত না হইয়া দূর্য্য বলে

প্রদর্শিত হইলে বরং অল্প অনর্থের সত্তা-
বন্দী, যেহেতু প্রকাশ্য দূর্য্য নির্ভর চিকিৎসা
অপেক্ষা এই সকল দূর্য্য ঐক্য রূপ চিকি-
তার বিজ্ঞান ও শতগুণ অধিক। গর্ভবতীর
যেমন দূর্য্য বলের শাসনার্য্য ব্যবস্থা করিয়া
ছেন তেমন ইহার শাসনার্য্য ব্যবস্থা না
করিলে নিম্নতর হইবেন।

এ প্রদেশস্থ অনেক চিকিৎসক মেলে-
রিয়া রোগে উপস্থাপিত বসন্ত ও বিতরণ-
দিত ঐক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে
রোগী অতিমাত্রা হ্রাস হইয়া পড়ে। তাহা
উপর যে ব্যয়াম্য লঘুতম পণ্যের ব্যবস্থা
করেন তাহাতে রোগীকে এককালে অবসন্ন
কইতে হয়। রোগী বলতীন ও অবসন্ন হইলে
তাঁহার আরোগ্য লাভের প্রত্যক্ষা দুর্ভাগ্য
মতি। এজন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রেই
অগ্রে রোগীর বল পরীক্ষার বিধি আছে।
উক্ত প্রকার ঐক্যের পরিবর্তে যদি শাস্ত্র
সম্মত বল-কর উত্তম ঐক্য এবং পথ্য
স্থলে দুই প্রদানরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা
হইলে আর রোগীকে অবসন্ন কইতে হয় না
এবং তাঁহার আরোগ্য লাভ ও সমস্ত
দুষ্কর হয় না।

আমার ব্যবসারী কোন কোন চিকিৎ-
সক শ্রীলঙ্কা সড়িত মেম্বারের দুষ্কর নাম
শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা উত্তিতে পাইলেন। কিন্তু
নিম্নে রূপে পরীক্ষা করা গিয়াছে যে
দুষ্কর মনুষ্যের সর্বাবস্থায় ও সর্বপ্রকার
রোগেই ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাতে
উপকার তির অপর্য্যায়ের সম্ভাবনা নাই।
দুষ্কর শরীরে দুষ্কর ও কণ্ঠ দেহে
দুগ্ধা। উনটী প্রভৃতি উৎকট উৎকট
রোগেও দুষ্কর ঐক্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। কিন্তু কি দুষ্কর যে এমন গরম
উপায়ের পদার্থ তাহাদের নিকট বিরুদ্ধ
হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তাহারা
যদি এবিধে দুষ্কর-সহজতীয় যত প্রকাশ
করিয়া আমায় সন্দেহ দূর করেন তাহা
হইলে বাঞ্ছিত হই।

১৭ ই অক্টোবর, শ্রীমহাশয় ডাক্তার
১৮৭৩ সাল
চিকিৎসাপোতা এল, এম, এল

প্রেরিত।

মান্যবর ত্রিযুক্ত নোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

“মার না আটিলে ও
তুকাইরা বাও”

অন্যদেশীয় লোকেরা অতি সাধারণ
ভাষায় এই কথাটা ব্যবহার করিয়া থাকে।
আমাদের লেন্টেনেটে গবর্নর বাহাদুরের
একজন ডিপার্টমেন্টে বিষয়কমুতন বন্দো-
বস্তের সহিত এই কথাটির বেশ সামঞ্জস্য
করা বাইতে পারে। তিনি ডিট্রিট কমি-
টীকে শিক্ষাবিগের এক প্রকার সার্জে সর্জী
করিয়াছেন। যিনি কমিটীর ডাইন-প্রেসি-
ডেন্ট, তাঁহার হস্তে এত কাজ যে, আমা-
দের বোধ হয় তিনি অগণালের জন্যও
শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিতে
পারেন না। আমার বাহাদুর নাকি সাধারণ
মেম্বরকণে পরিগণিত, তাঁহারের অধিকাংশ
নই সাক্ষীগোপাল স্বরূপ। তাঁহার কামি-
টীর স্থানে পুস্তকিকার ন্যায় উপবিষ্ট
থাকেন। এমতাবস্থায় উক্ত কমিটী হারা
যে শিক্ষা বিভাগের কতদূর উন্নতি হইবে,
তাঁহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই
নওগাঁও ডিট্রিট কমিটী গত অধিবেশনে
যে একটি অসার ও চিন্তা-শূন্য কাজ করি-
রাছেন, তাঁহা আমরা পাঠক-মণ্ডলীর
সম্মুখে উপস্থিত করিলাম; পাঠকবর্গ
বুঝিতে পারিবেন, উক্ত কমিটী শিক্ষাবি-
ভাগ সম্বন্ধে কতদূর চিন্তা করিয়া থাকেন।
এবং এই সম্বন্ধে তাঁহারের কতদূর অজি-
জ্ঞতা আছে।

মর্দাল স্কুল সমূহের মুতন বন্দোবস্তা-
নুসারে এই নওগাঁও মর্দাল স্কুলে একজন
দ্বিতীয় শিক্ষক নিয়োগ করিবার আবেদন
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কমিটী পূর্বে কোন
বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই। কর্তৃকাক্সী-
গণ উক্ত তত্ত্ব জ্ঞানিয়াই, কমিটীর সেক্রেটারী
মহাশয়ের নিকটে আবেদন পত্র প্রেরণ
করেন। ওবিলাম, সেক্রেটারী মহাশয়,
কমিটিতে ৮খান আবেদন পত্র উপস্থিত
করেন। আবেদন কর যিনি নাকি লেপাকা
হইতেও বাহির করা হয় নাই। কিন্তু
আবেদন হইয়াছে, “প্রার্থীদিগের নিম্ন

লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।
তাঁহাতে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকেই
উক্ত কাজে নিয়োগ করা হইবে।” কিন্তু
ব্যক্তিরা কর্তৃকাক্সী হইয়াছেন, তৎপ্রতি
বৃষ্টি করা হয় নাই। কিন্তু প্রার্থীদিগের
কাহারো কাহারো অবস্থা ও তাঁহাদিগের
পরীক্ষার নির্দিষ্ট পুস্তকগুলির প্রতি
বৃষ্টিপাত করিলে কমিটীর কার্যগেটুতা
সম্বন্ধেই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা জ্ঞাত
হইলাম, প্রার্থীদিগের মধ্যে অত্রস্থ বাঙ্গালা
স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক, দুই জন
এডভেড স্কুলের শিক্ষক, অপর কয়েক জন
জিলা স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়
শ্রেণীর ছাত্র। প্রার্থীদিগের মধ্যে অপর
কাহারো সম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ
কিছু নাই। বাঙ্গালা স্কুলের দ্বিতীয় ও
তৃতীয় শিক্ষক সম্বন্ধে কমিটীকে কিছু বলি
তেছি। দ্বিতীয় শিক্ষক একজন বাঙ্গালী
তিনি বাঙ্গালা বেশে ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া
৬ বৎসর মাঝে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত
আছেন। মধ্যে মধ্যে একটী হেড পাঠিতও
হইয়াছেন। তৃতীয় শিক্ষক একজন আলা-
হিয়া, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ। আর ৪।৫
বৎসর মাঝে শিক্ষকতা করিতেছেন।
সম্পাদক মহাশয়! এতগুলি অবস্থার কয়েক
জন স্কুলের বালকের সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ
করা কি ইচ্ছারের অবমাননা করা
নহে? আর জ্ঞাত হইলাম, উপরোক্ত
আবেদন প্রচার হওয়ার পর অত্র বাঙ্গালা
স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকজন
ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছে। বনি ৪০১ নম্বর
হয় তবে আমরা একটি অপরূপ দৃশ্য
দেখিতে পাইব। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্রে
পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উপসংহারকালে
আমরা কমিটীকে একটি সুপারামর্শ দিতেছি
ভরসা করি, আমাদের অন্ত্যবে একেবারে
বদির হইবেন না।

আসাম দেশে আসামিয়া ভাষা প্রচলিত
হইয়াছে। যদি আসামিয়াদিগকে কাজ
দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে
নিয়োগকরুন। যদি কোন দিকে পক্ষপাত
না করেন, তবে বোধ হয় বাঙ্গালীদিগেরই

হাওয়া অধিক হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে
আসামিয়া ভাষায় পরীক্ষা করিয়া এই
কাজে নিয়োগ করা উচিত হইত।

- ১। আসামিয়া ভাষা ও সাহিত্য।
- ২। অক্ষ-উচ্চারণ পর্য্যন্ত।
- ৩। ফের ব্যবহার সাধন্য জ্ঞান,
ক্ষেত্রের পরিমাণ।
- ৪। মৌজাবাদী ও মহাজনী হিসাব।
- ৫। বস্ত; পাটী, ও কপুলিত সময়ের
রসিক মাটী বেচা কাকত ইত্যাদি।
- ৬। মৌজাবাদের পিঠাল ও গোলায়
হিসাব।
- ৭। ভূগোল পৃথিবীর চারিখণ্ড ভারত
বর্ষ ও আসাম দেশের বিশেষ জ্ঞান।
- ৮। আসামিয়া লরার মিত্র ও শাকা
ভারতবর্ষ, আক আসাম দেশের ভূতত্ত্ব।

১৮৭০ সন

সেপ্টেম্বর

আসাম নওগাঁও

সমিতির নিবেদন মিদং—

মহাশয়! বিগত রবিবার অপরাহ্নে আর
৪ ঘণ্টিকার সময় এই হরিনাতি, রাজপুর,
মালকপ্রভৃতি স্থানের সমুদায় টাক্সদাতা
একত্রে হরিনাতি স্কুল বাটীতে সমাগত
হইয়াছিলেন। এই সভাটি আহ্বান করি-
বার কারণ এই যে, এ প্রদেশ সাউথসুবারবন
মিউনিসিপালিটী ডুফ, এই প্রদেশ বর্ষে
বর্ষে টাক্স দিয়া থাকে, কিন্তু টাক্স দিলে কি
হইবে? টাক্স দাতাদিগের উপকার যথেষ্ট
হইতেছে। আর ১০ বৎসর এখানে মিউ-
নিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে এ পর্য্যন্ত
একটি ও রাস্তা কিম্বা ঘাট অনুন্নত হয় নাই,
এতদ্বারা দূরে থাক, যে সকল গাথ আছে
তাঁহাও সংস্কার হয় নাই। কখন গবর্নমে-
ন্টের যে পাটী রাস্তাটী আছে সেটাই
এক এক বার পারফর করা হয়। সেটী
আবার আমের বাতির, সেটীতে আমবাণী
যের তত উপকার হইতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেহই মিউ-
নিসিপালিটীর সত্য শ্রেণীভুক্ত হন নাই।

সম্প্রতি হরিমতিজী জীযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ
দেব মহাপ্রসন্ন সত্য হইরাছেন। ইনি সত্য
কর্য্যাহেঁন বলিয়া আমরা মিউনিসিপালিটী
বিষয়ে কথাকিৎ অবগত হইয়াছি। এপরাস্ত
সত্য টাকা উদ্ধৃত হইত তাহা বেতালী
গ্রামের রাজা বাট প্রভৃতি প্রযুক্ত ও মেরা
মত হইত। আমাদের কিছুই হইত না।
উক্ত নবীন বাবু প্রাপণে আমাদের অন্য
সত্য অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু তাহাতে
কোন ফল হইত না। কারণ সত্য বেতালী
গ্রামে ৪৫০ টাকা এবং সেখানকার সত্য
অধিক, সুতরাং তাঁহাদেরই কথা থাকিরা
যাইত।

এই সমুদায় বেতালী শুনিয়া এতদূর
তত্ত্বলোকেয়া একত্র ৪৫০ টাকাতে উক্ত
মিউনিসিপালিটী ভিন্ন হয় তাহার অব-
ধান করিলেন। তৎপরে সোমপ্রকাশ
লেখা হইল। এই অবসরে ডিষ্ট্রিক্ট সুপার-
টেন্ডেণ্ট মহাপ্রসন্ন জানিতে পারিয়া টালিগঞ্জ
খানার ইনস্পেক্টর বাবু কালিনাথ বাবু মত-
নরকে ইহার তদন্ত করিতে পাঠান। তিনি
বাছা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই সপ্র-
মাণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি কতক
গুলি সাধারণ সাধারণ লোকদিগকে ডাকিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, মিউনিসিপালিটী টাক
আবার হইরা কি হয়? শুনিয়া তাহারা
কিছুই বলিতে পারিল না। তদন্ত করিয়া
কি ফল হইরাছে তাহা অবগণিত জানিতে
পারা যায় নাই। এই সকল বিষয় বিবেচ-
নার্থ এই সত্য অধিবেশন হয়। ইহাতে
প্রায় ১৫০১২০০ তত্ত্বলোক এবং টাকদাতা
সমবেত হইরাছিলেন। দেশের রাজা বাটের
উপকার হইবে শুনিয়া সকলেই দক্ষিণে
মণ্ড হইলেন, প্রথমে হরিমতিজী জীযুক্ত বর্ত-
মান প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক বাবু শিব
নাথ শাস্ত্রী এম, এ, বলিলেন “এখনে সত্য
করিতে গেলে একটী সভাপতি এবং
একটী সম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যিক।
সকলেই সম্মত হইরা বাবু নবীন চাঁদ যোগ
মহাপ্রসন্নকে সভাপতি এবং উক্ত শাস্ত্রী
মহাপ্রসন্নকে সম্পাদক করিলেন। তৎপরে
সম্পাদক সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা

করিলেন। অনেকেই সেই সময় হরত ভাবি-
লেন “মিউনিসিপালিটী এই রূপ পদার্থ
জ্ঞাতা এতদিন জানি নাই।” এই সত্য
কথা নিরূপিত রূপ নির্ভা হইবার জন্য
রাজপুর হরিমতি এবং মালিক হইতে
কয়েকজন সত্য নিযুক্ত করা হইল। সক-
লেই সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে সত্যর বত
লোক উপস্থিত ছিলেন জানিবার জন্য সক-
লের আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। এইরূপে সেই
বিবস প্রথম অধিবেশন হইয়া উক্ত বিষয়
গুলি বিবেচনার্থ সময় কাটিয়া গেল। অন্য
কিছুই চল না। আগামী অধিবেশনের
বিষয় সমুদায় হইবে। বত অবশেষে কিরা
মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে বত চৌদ্দ পত্র
সমুদায় এক সভা হইতে যাইবে। এই সভা
১১ ডিসেম্বর উদ্বৃত্ত লক্ষিত হইবে। ইহার
কর্ম্ম যেন সভাটী চিরস্থায়ী হয়।

হরিমতি
১১ ই অক্টোবর } অসুগত
১২৮০ সাল } উকো--

নদীর নদী ।

সন ১৮৭০ সাল ১০ ই অক্টোবর ।
স্থানের নাম “ নরকমতি জল
কীট ইক
মোহানার জয়রামপুরের নীচে ১৪
তথা হইতে মুরপুর ৫
তথা হইতে জগদীপুর ১২
৯ মাইলের মধ্যে
জগদীপুর হইতে বহরমপুর ১
৪৭ মাইলের মধ্যে
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ১০
১০ মাইলের মধ্যে
কাটোয়া হইতে নরীয়া ১২
৪৫ মাইলের মধ্যে
সন ১৮৭০ সালের ১০ ই অক্টোবর বহরমপুর
গজ বাটের জলের মাপ।

কীট

১২

বহরমপুর } জীযুক্ত সি, ই, উইজ একজি
১০ অক্টোবর } ১০০ টা ইঞ্জিনিয়ার নরীয়া
১৮৭০ } লোকাল বিচার ডিবিজন।

—১০৭—

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কর্তৃত্ব বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৫০ টাকা, মকমলে মাহুল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫৫০ টাকা। ইহা
মাসের দ্বায়ে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। মোট, ছুটি, বরাহ চিটি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর বাহাতে ইহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিবেশিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ একপে অনিশ্চয় হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আগবার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া জীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁহাংগের নুতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইরা আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পূর্বে তাঁহাংগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-
ংগকে অরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
নীত পাইব।

বাঁহাংগা মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাংগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৮০ দুই আনা তাহার পর ১০
দুই আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত যত্ন সহকারে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার বহরমপুর
সোণাপুর ডাকঘরে দক্ষিণ চাকড়িপোড়ার
জীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের হস্তিতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিস্টারি করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৪ নং ভাগ।

৪৮ সংখ্যা।

“দ্রব্যসম্পত্তাং প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ নরস্তু নো অন্তিমম্বনী ন হৌযনাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫০ টাকা।

সন ১২৮০। ১২ ই কার্তিক। ইং ১৮৭৩। ২৭ এ অক্টোবর

মকমলে মাহুল সমেত অগ্রিম
বাহ্যিক ১০। মূল টাকা এবং
সাপ্তাহিক ৫০ টাকা।

বিতরণপত্রঃ

শুভ্র বস্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা, ২৪ নং মির্জাপুর লেন প্রেসি
ডেন্সি কালেক্টরের উত্তর পূর্ব মুখস্থিত গলি।

শঙ্কর বিহার মল্লিক

অর্থাৎ শঙ্কর বিহার মল্লিক নামে
খ্রিস্টান ধর্ম পুস্তকাদি শঙ্করচার্য্য নামের
জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করচার্য্য নামের জীবন
চরিত্র, অস্বাভাবিক স্বপ্ন গমন পর্যন্ত সমস্ত
বৃত্তান্ত, অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দ্বিধা
কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, বিবিধ-সার
এই হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য-প্রবন্ধে বর্ণনা
যোগ্য স্থানে মূল গ্রন্থ, অর্থ সহিত বিরচিত
হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপে
মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রেরিত আছে।
এই অতি উপায়ের দ্বারা অবলোকনে
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও
উপায় বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রন্থগুলি
হয় কলিকাতা পটভূমি দ্বারা শুভ্র রঙে ও
বারপেশী পোশাকপুর্বে প্রিন্ট করা
মিষ্ট্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মোসিম
গঞ্জে প্রিন্ট করা মিষ্ট্রের নিকটে মূল্য ও
ডাক মাহুল পাঠাইলে পাইবেন। পত্র
বেরারিং পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

বাংলা কারীগরের প্রতি

প্রতি খণ্ড

বিনা বাবদকারী

ডাকমাহুল প্রতি খণ্ড

খ্রিস্টান ধর্ম শুভ্র কার্য্যক।

১৪০

২

৪

মৃত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং (অন্য সকল স্থিতি সত্ত্বে) হাইয়েট
রের ইন্সটিটিউট নিম্নলিখিত সম্পত্তি-সকল, রিভারকে দেওয়া হইবে।

পাঠা দেওয়া হইবে।

১ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত,
হাবিলদার পরগণাস্থিত এবং ৩১৭ নং
কালেক্টরীর ভৌমীভূত তালুক কিসমত
ইচাপুর এবং নবাবগঞ্জ।

২ নং লাট। হগলী হেলার অন্তর্গত বড়
পাইকান পরগণাস্থিত ৩৮২৯ এবং ৩৯২৩
নং কালেক্টরীর ভৌমীভূত তালুক কিসমত
হাবড়া ও চর হাবড়া।

৩ নং লাট। ২৪ পরগণার অন্তর্গত
এবং কলিকাতা পরগণাস্থিত এবং ১১৬ নং
কালেক্টরীর ভৌমীভূত তালুক মোজা মুক
চর। এবং উক্ত পরগণাস্থিত ২৭৬ নং কালেক্টরীর
ভৌমীভূত মোহনপুর হাবড়ারাজ ভূমি
সকল।

অন্যান্য বিষয় এবং পাঠার অপরাপর
সরভের জন্য উক্ত রাজা বাহাদুরের একজন
কিউটার প্রিন্স বাবু আনন্দকৃষ্ণ বহু এবং
প্রিন্স বাবু শ্যামলাল মিত্রের রাজ্য নবকুন্ডের
ষ্ট্রী ৬ নং বাটীস্থিত আফিসে কিবা তাঁর
বের উকীল প্রিন্স বাবু দিননাথ বহুর ওল্ড
পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট ৫ নং আফিসে অহুস
জান করিলে পাইতে পারেন।

১৮৭২ সালের ৭ ই নবেম্বর শুক্রবার
বেলা ৪ টা পর্যন্ত পূর্বেক স্থান সকলে
পাঠার বর তে গ্রহণ করা হইবে এবং
৩০ নং লাট ৮ ই নং নং বের ১০ টা
হইতে ২ টা পর্যন্ত সন্ধ্যার ডাক হইবে

“শুভ্র কল্লভন।”

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের
সংস্থত অভিধান দ্বিতীয়
বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক কপে বাবলা ও দেবনাগ-
রাক্ষরে ডিমাই ৪ পেন্সি কর্মার ২০ কর্মা
করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড
প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক
টাকা ডাক মাহুল ৮ আনা। যিনি গ্রাহক
জেনী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি অহু-
গ্রহ পূর্বেক খীর নাম ধাম সম্বলিত লিপি
কলিকাতা পোস্তাভাডার প্রিন্স কুমার
ইণ্ডোপ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকটে পাঠাইবেন।
প্রিন্স বাহাদুর মিত্র কোং

ফৌজদারী কার্য্য বিধানের আইন।

(১৮৭২ সালের ১০ আইন)

ভারতবর্ষীর ফৌজদারী আদালত সমুহের
কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয়, বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা-
সমেত প্রিন্স এইচ. টি. ব্রিনসেপ সাহেব
কর্ত্তক সম্প্রদিত।

হগলী হজ আদালতের দেবেস্তার
প্রিন্স প্রসন্নচন্দ্র বহু কর্ত্তক অহুসমিত।
মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাহুল ৮০ আনা।

দ্যাক্টর শিঙ্গ এ. কোং

বাবু হরদীনাথ মল্লিক কর্ত্তক প্রণীত

জয়দেব চরিত্র অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
জয়দেব গাথার মৌলিক বৃত্তান্ত, মূল্য ১০/-
ডাকমাছল ৭/- আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তবা ।

লালবাজার হিন্দু } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা }

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এন্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার একা-
ধিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য ।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাছল ১০/- ।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০/- একত্রে মটলে ১৮ ডাক মাছল ১০/-
মাত্র । ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১০/- আনা
মাত্র ।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০/- আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারা
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যিক
হইলে অধ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া হইবেক । বাঁহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা বেন টাকা ও ডাক মাছল কিম্বা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান ।

ডাক্তার ব্রজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বাঙ্গালিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
৫০/-, আমার নিকট প্রাপ্তবা ।

এসিদ্ধ ডাক্তার ড/ গুরুদাস চর মহাশ-
য়ের কৃত মেটরিকা মেডিকাল অর্থাৎ জৈষজ্য
রসাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল ১০/- উহার
কৃত ভিষক্য ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নি-
বেশিত হইয়াছে । মূল্য ২ ডাকমাছল ১০/- ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কানীচন্দ্র শঙ্কর
মহাশয়ের কৃত বৃত্তন সারসংক্ষেপ অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাছল ১০/- আনা । উহার বাজাই অতি
গোস্ত্র এবং স্থল্য । চুচুকার গ্রন্থকর্তার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
স্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায় ।

কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুস্টেলে }

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
প্রব্য আবশ্যিক হয়- আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে ।

* নিম্নলিখিত প্রব্যগুলি শুধামে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে ।

রোজ করা প্রস্তর নির্মিত নর্দীমার পাইপ
এবং উহার নিম্নস্ত সাইফন জটনন ও
বেগু ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ।
মেক্সিকোতে বনা-গার নিম্নস্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট ।

ফ্যারার ত্রিক :

ফ্যারার রে

বাটীর নর্দীম ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিম্নস্ত উপরি উক্ত রোজ করা
পাইপ, টাইল এবং ফ্যারার ত্রিক প্রকৃতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যিক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা

৭ নং হেভিওস ট্রীট } বরদ এণ্ড কোং ।

বঙ্গভাষায় ।

ক্লিনিকাল মেডিসিন্ এণ্ড্

ফিজিকাল ডায়গনোসিস্

অব ডিজিজ্

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক তত্ত্ব নির্ণয় ।

ডাক্তার যমুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । উহার
কলেবর ৮ পেজি ফর্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা মূল্য ৬
ডাকমাছল ১০/- আনা । উহার বাজাই অতি
গোস্ত্র এবং স্থল্য । চুচুকার গ্রন্থকর্তার
নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু-
স্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট পাওয়া যায় ।

তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক ।

১। গৃহবিদ্যার ইচ্ছাভাব্য দ্বাভা-শিলা

দুই ভাগ একত্র বাজাই, মূল্য ২ ডাকমাছল
১০/- উক্ত দুই ভাগের পাওয়া যায় । গর্তি-
নীকে কি কি নিয়মে রাখিতে হয়, এসবের
সময় কি কি করিলে প্রযুক্তি পার না,
নিরাপদে এসব করিতে পারে, আর শিশু
ভূমিষ্ট হওয়া অবধি দুই বৎসর পর্যন্ত
তাহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়
এতগুলি এবং শিশুদিগের পীড়ার পূর্ণ-
লক্ষণ ও তাহাদিগের করকটী গুরুতর
পীড়ার চিকিৎসা অণালী, এতদ্বিধ বাধ-
কের বামোদ চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ গর্ভজাব
নিবারণোপায়, স্তন্যবৎসার চিকিৎসা প্রকৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবস্থা জাতব্য বিষয় এই
পুস্তকে কথোপকথনরূপে অতি সরল চলিত
ভাষায় লিপিত হইয়াছে । সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত উহার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবদারণ করা গেল ।

২। কলারী অর্থাৎ বিহুটিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ১০/- এতদ্বিধিত চিকিৎসা
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায় ।

৩। বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ
চিকিৎসা-দর্পণ, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাছল সমেত ৬ টাকা ।

৪। শরীর-পালন (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১০/-

৫। উদ্ভিদ-বিচার (বোটানি) ১০/-

৬। কুইনাইন প্রয়োগ-প্রণালী ১০/-

প্রত্যেকের ডাকমাছল এক আনা ।

উক্ত দুই ভাগের পাওয়া যায় ।

কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুস্টেলে }

ভূগোল সার সংগ্রহ ।

ইহাতে মাইনর ও বালালা ছাত্র বৃত্তি
পরীক্ষার্থীদিগের ভূগোল ও ভূতত্ত্বীয়
অবস্থা জ্ঞাতব্য বিষয় সকল লিপিত হইয়াছে,
তদ্বিধ ১৮৮৮ ও ১৮৬৩ খৃঃ চইতে ১৮৭২
খৃঃ পর্যন্ত একটোল ও ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার
ভূগোলের প্রণালীও প্রদত্ত হইয়াছে ।
কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য
মূল্য ১/-

শ্রীজয়নীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ

বালালা শব্দ তাহার খাতু এতদ্বারা, সমান এবং বালালা ও ইংরাজী অর্থ বিশিষ্ট এক খামি অভিব্যক্তি রএল আট পেন্সি করমা আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মফস্বল হইতে অগ্রিম পাঁচ টাকা পাঠাইলে বিনা মাফুলে ৮০ করমা প্রেরিত হয়। একপে ২২ করমা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বর বর্ণ শেষ ও ব্যঞ্জন বর্ণের “ন” চিহ্ন তেছে, অতি শীঘ্র শেষ হইবে।

জানমাজার খুঁটি / জীবোদীপনাম মুরো-
নং ৩৯) পাখ্যার এত কোং

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত যে খালকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে বাতাস-জাত করিতে পারে।

এইচ ডবলউ গলিতার
সেপ্টেমেন্ট কর্নেল আর ই
অফিস এটিং কয়েকটো সেক্রেটারি
বালালা সর্বনমেন্টে গবলিকওয়ার্ড
ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

১৮৬৮ অব্দের ১৫৫ এবং ২২০ নং মকদ্দমার-বাহাতে জিম্মী কৃষ্ণমণি দাসী বানী ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বহু প্রকৃতি প্রতি বানী থাকেন সেই মকদ্দমার হাউকোর্ট হইতে যে নিষ্পত্তি হয় এবং ১৮৬৯ অব্দের ৬ ই অক্টোবর তারিখে যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং গত মে মাসে পূর্বোক্ত আদালত যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তৎসমুদায়ের ৩তম সর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয়ের ইন্ডেন্ট জুজ নিয়ন্ত্রিত মহল সকল পত্তনী দেওয়া হইবে।

১ ম। কালেক্টরীর তৌজী জুজ ১৫৬ নং ইন্ডেন্টের মধ্যে, গোপালনগর, বিষ্ণুপুর ও লিখরবানী এই কয় পত্তনী করক বাণীত, এবং কিসমত পরগণে কলিকাতা মেজের জখচর বাণীত, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণে বরিশদাণীত সনুদার

জুজ ২৪। ৩২৫ নং কালেক্টরীর তৌজী জুজ মুক্তাগাছা পরগণার অন্তর্গত কিসমত ইন্দরপুর ও অমলহাড়া। ৩৪। ১২৬৬ নং কালেক্টরীর তৌজী জুজ লাকরাজ জুজ। ৪র্থ। ১২৬৬ নং কালেক্টরীর তৌজী জুজ লাকরাজ জুজ। এতোক তরফে যে সকল খাস কিয়া ঠিকি মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ জুজ অপবা হাট প্রকৃতি আছে সে সনুদার এই পত্তনীর অন্তর্গত থাকবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ২ টার সময় সনুদার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এককিঞ্চিৎ উত্তর জিহুক আনন্দকৃষ্ণ বহু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবকৃষ্ণের খুঁটি ৬৪ নং বাণীত আকিসে পূর্বোক্ত পত্তনীর বিজ্ঞ প্রহণ করা হইবে।

যথা বিধি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক এই পত্তনী হাইএন্ট বিভাগকে দেওয়া হইবে। এতোক তরফের এবং খাস কিয়া ঠিকি মহল সবলের কিয়া হাট প্রকৃতির বরচা বাদে; বর্তমান উপস্থিত হাতে রাখিয়া এই পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং এই পত্তনীর মধ্যে পত্তনী প্রহণ কারিদিগকে একপ লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে, যে নিয়মিত বিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অংশানুসারে বদিকখন স্বতন্ত্র কবুলীয়াত প্রার্থনা করেন তাহা দেওয়া হইবে। জিম্মী কৃষ্ণমণি দাসী; কুমার গোবিন্দ নাগায়ণ দেব; কুমার জুজেন্দ্রনাথ ৩য় দেব এবং কুমার জুজেন্দ্র নাগায়ণ দেব।

পূর্বোক্ত বর্জিত পরগণা এবং তৎক বাদ অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেহ লইতে চান, তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে, কিংবা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন।

এতৎপ্রতিজ্ঞা অন্য কোন স বাদ জানি বার ইচ্ছা হইলে পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ কৃষ্ণ বহু এবং শ্যামলাল মিত্রের আকিসে কিয়া তাহীদের উকীল বাবু মিস নামে বহর চলন্ত পোষ্ট আকিস খুঁটি ৫ নং বাণীত আকিসে অনুমতি প্রদানে পারেন।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই কার্তিক সোমবার।

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে এবার ভারতবর্ষের আগ সকল স্থানে রই অনাড়ম্বর সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন। রাজপুত্রবংশের রাত এই চিন্তার অংশ গ্রহণে উদ্বীণ নছেন। কোন স্থানের শব্দের কিছপ অস্বাভাবিকতা তাহার মুহূর্ত্তে সংবাদ লইতেছেন। বার বাস্তবিক বিপৎপাত হয়, রাজপুত্রবংশের পুত্র-সংজ্ঞাও প্রচার কন্ডের অনেক লাঘব সত্তাবনা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের মতে রাজপুত্রবংশের আর একটী কর্তব্য কর্তব্য আছে। তাঁহারা জননেচন বিষয়ে প্রচার সাহায্যমান করুন। বর্জ মান নবীরা প্রকৃতির এরূপ অনেক স্থান আছে, সেখানকার পুষ্করিণী ও নদী প্রকৃতির জল সেচিয়া দিলে অনেক শস্য রক্ষার সত্তাবনা আছে। প্রচার। স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া সে সকলের রক্ষা করিবে, যে আশা অংশ। বঙ্গদেশে সে প্রকার প্রচার সাহায্য বিরণ। ইহা বিগকে ১০ ধরে তত্ত্ব ঘটাইতে হয়।

রাজপুত্রবংশ বঙ্গদেশের এক লাংক্য মিক জুজের নিধান নির্ণয় ও তাহার প্রতিবিধান চেঁকাতেই বাতিবাস্ত, আবার তাঁহা কর্তে অনাড়ম্বর কারণে মুগ্ধনে ও তাহার প্রতিবিধান চেঁকা বাস্ত হইতে চটল। প্রাচীন লোকেরা বলেন, তাঁহারা অনাড়ম্বর এরূপ ঘন ঘন প্রকৃতির কর্তব্য দেখেন নাই। অন্য-তরুতে দেশের যে প্রকার অমিত্র হয়, প্রতিটি বল আর কত বল কিছুতে প্রেরণ কর না। অতএব তাহার কারণে মুগ্ধনে উদ্বীণী কোম ক্রমে বিধের মধ্যে অনেকে প্রকৃতির অনেক কারণ নির্দেশ করেন; জগৎমন্ডলের নিয়োগিত

বিজ্ঞান-বাহিনী তাকার নির্ণয় করি
বেন। আমানিগের সে বিষয়ে অধিকার
নাই। তবে অন্যতরুটি মিবন্ধন অনিষ্ট
প্রতিবন্ধক বিষয়ে আমানিগের কিছু বলি
বার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের অন্য
অন্য প্রদেশের ন্যায় স্থানে স্থানে খাল
খনন করিয়া বঙ্গদেশকেও নদীমাতৃক
করিয়া তুল্যকর্তব্য। তাহা হইলে অন্যতরুটি
কালে কেবল যে স্বাধীন সম্পত্তি রক্ষার
উপায় হইবে একরূপ নয়, গ্রামাধির জল
নির্মম পথ বন্ধ হওয়াতে সাংক্রমিক
অরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনেক
যে অনুমান করিতেছেন, তাহারও সহজে
প্রতিবিধান হইয়া আসিবে। শস্যান্তরে
স্থানে স্থানে বাণিজ্যাদির উন্নতি হইয়া
জনপদগুলির শ্রীবৃদ্ধি ও গবর্ণমেন্টের
লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

—০০—

কাশীর মিউনিসিপাল
বন্দোবস্ত।

হিন্দু সাধারণ জন প্রবাদ এই, কাশী
পৃথিবী ছাড়া, সেখানকার মিউনিসি-
পাল বন্দোবস্ত ও পৃথিবী ছাড়া। কিলে
স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীবাসিন্দাদের
সৈনিকের দৃষ্টি নাই, বিশেষত্বের উপরে
তাহাদিগের সমুদায় বিবরণই নির্ভর।
মিউনিসিপালিটিও বিশেষত্বের উপরে
কাশীর স্বাস্থ্য রক্ষার ভারার্ণব করিয়া
নিশ্চিত হইয়া আছেন। কাশীর তুল্য
হিন্দু জাতির অতি প্রাচীন পবিত্র ভূমি
স্থান অম্প আছে, কিন্তু মিউনিসিপাল
বন্দোবস্তের দোষে উহা নরক কুণ্ড হইয়া
উঠিয়াছে বলিলে অতুক্তি হয় না।
গলিগুলি একে ১ হাত ১১ হাত প্রশস্ত,
তাহার স্থানে স্থানে ময়লা জমা আছে,
তাহা সযাসময়ে পরিষ্কৃত হয় না।
আমরা মিউনিসিপালিটির কেবল এই
একমাত্র দোষের উল্লেখ করিতেছি
নাথকরণ একরূপ বিবেচনা করিবেন না।

যে বন্দোবস্তের শুণে দেশের স্বাস্থ্য
বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কাশীর মিউনি-
সিপালিটি সে বিষয়ে একান্ত উদ্য-
মীণ। সহস্রের যত ময়লা নলের যোগে
রাস্তার ভিতর দিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়ে।
এই নিয়ম থাকিতে গলিগুলিতে আচ্ছা-
দন প্রস্তুতের চিন্তা দিয়া সকল দুর্ভিত
বাস্প উৎখিত হইতেছে। এই পথে চলা
যাত্রীর অভয়াস নাই এমন কোন ব্যক্তির
সাধা নয় যে নাসিকা অন্যতরুত করিয়া
গমনাধমন করে। এই দোষ থাকিতে
কাশীর জল বায়ু ক্রমে দুর্ভিত হইয়া
যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের যদি
কোন উপায় করা না যায়, ধৌতাবি
প্রাচীন নগরের ন্যায় কাশী নিঃসংশয়
উৎসব হইবে। কাশীর মিউনিসিপা-
লিটি কে দোষের প্রতিকারের কোন
উপায় চিন্তা করেন না। ইহা শোচনীয়
সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি-
তো, মিউনিসিপালিটি যদি আপা-
ততঃ অন্য উপায়ের অবলম্বনে অসমর্থ
হন, রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার
রীতিটী বন্ধ করিয়া দিন। রাস্তার ভিতর
দিয়া ময়লা অন্যত্র নীত করিয়া কাশীকে
সুন্দার করিষ্কৃত ও স্বাস্থ্যকর করিয়া
রাখা সম্ভব নয়, গলিগুলি অতিশয়
সংকীর্ণ বসতি যাহার পর নাই ঘন।
কলিকাতার ন্যায় ময়লা নিগারিত করি-
বার ভাল স্থান নাই। গঙ্গায় ময়লা
নিক্ষেপ হইলে বহুগুণ অনিষ্ট ঘটিবে।
কাশীর একল লোকেই আর গঙ্গাধলে
স্নান ও গঙ্গাজল পান করিয়া থাকে।
তাহারা কখনই ইহার অন্যথাচরণে
সম্মত হইবে

রাস্তার ভিতর দিয়া ময়লা যাইবার
রীতি হিত কালে আর একটা মহান
উপকার লাভের সম্ভাবনা এই, পাই-
খানার বন্দোবস্তের দোষে কাশীর
একটা বাড়ীও বাস যোগ্য নহে, একথা

বলিলে বোধ হয় অত্যা- হয় না। সে
দোষ দুগুণত হইবে। সকলে যদি বাজীর
বাহির দিকে পাইখানা করে এবং
সকলই পরিষ্কার রাখে, কাশীর জল
বায়ুর উৎকর্ষ বহু-গুণে সাধিত হইবে
সন্দেহ নাই।

—০০—

বাঁধ অপেক্ষা কড়ি শক্ত।

আমরা বহুদিন হইল একটা গল্প
স্মরণাঙ্কিত করিয়া আসিতেছি। সে গল্পটি
উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। সে গল্পটি
এই— একজন নবাব-প্রকৃতির অমীর
ছিলেন। এক দিন তিনি আইহার করিতে
বসিয়া বুটের ডাউলে একটা সমগ্র ছোলা
দেখিতে পান; দেখিবারমাত্র চক্ষু তুলিয়া
পার্থক্যিত ভোবামোহন্যবী ভূতাদি
পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি বুটের
ডাউলে ছোলা?” অমনি শত শত ব্যক্তি
চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল “সে কি
বুটের ডাউলে ছোলা?” এইরূপ বলিয়া
কেহ বা পাচক জাম্বকে প্রহার করিতে
যায়, কেহ বা ভূতাকে আঘাত করিতে
যায়। অবশেষে যে হোকানদার সেই
ডাউল বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার দোষ
সপ্রমাণ হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে
ধৃত করিয়া আনা হইল, এবং শত শত
ব্যক্তি তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল।
সকলেই বলে “এত বড় ধোঁয়াতা
বুটের ডাউলে ছোলা?” আমানিগের
নবাব-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লেটেনট গবর্ণর-
ও তাহার ভূতাদিগের মধ্যে এইরূপ
সদৃশ ঘটাইয়াছে। তিনি ধরিয়া
আনিতে বলিলে, তাহার অধীনস্থ কর্ম-
চারিরা বাঁধিয়া আনেন। খাজানাদি-
গের সম্বন্ধে পুলিশের বন্দনার তাহার
প্রমাণ। একদা একখানি শকট লেট,
নষ্ট গবর্ণরের গাড়ির উপর পড়িল।
সহরাজা বলিলেন, “কি এত ভ্রুত শকট
চালান!” অমনি পুলিশ বাহির হইয়া

চীৎকার আরম্ভ করিলেন, “কি এত
জরতলকটচালান।” এই উপলক্ষ করিয়া
পুলিস-কর্মচারিরা গাড়োয়ানদিগকে
এত নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন,
যে অবশেষে তাহারা ধর্মঘট করিতে
বাধ্য হইল। আমরা শুনিলাম মুসলমান
গাড়োয়ানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষেদন করিয়া
অপমান করা হইরাছিল। এক আশ্চর্য
কথা। কোন জাতির ধর্ম বিবরক
সংস্কারের উপর চতুষ্কপ করা আইন
বিরুদ্ধ জানিষ্ঠাও পুলিস কর্মচারিরা
কেন এমন ব্যবহার করিলেন। আমরা
বহু দিন হইতে গাড়োয়ানদিগের সুখে
ঠিকা গাড়ির রেজিষ্টার সাহেবের
নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা শুনিয়া আসি-
তেছি। সে কথা গাড়োয়ানদিগের অভুক্তি
হইতে পারে; কিন্তু বিশেষ অপমান
না হইলে এত লোকের ফোখাঘি কথ-
নই উদ্দীপ্ত হয় না। কলিকাতার গাড়ো-
য়ানরা অতিশয় উদ্ধত ও দুঃখিতাব
সে কথা বর্ষার্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া
তাহাদিগকে একরূপ অপমান করা, বিশেষ
তাহাদের ধর্ম-সংস্কারের অবমাননা
করা নিতান্ত যুক্তি ও ন্যায় বিপর্যিত
কার্য্য হইয়াছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের
তদন্ত করা উচিত এবং যদি-বা স্তব্ধ
এ প্রকার দুর্কী-বহার হইয়া থাকে তাহার
বিশেষ শাস্তি হওয়া আবশ্যিক।

উত্তরাংশ হত্যার পরিদর্শন।

আমরা গোবর্ষণের দুর্গতি নামক
প্রস্তাব পরে করার পর অবশর ক্রমে
কতিপয় বহু সমাজব্যাধারে উত্তরার
হত্যার দর্শন করিবার জন্য গিয়াছি
লাম। পূর্বে স্থানে স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র হত্যার ছিল তাহার পরিবর্তে এই
হত্যারাজী স্থাপিত হইয়াছে। শিখর
পূরে অফিস গঞ্জের নিকট আর একটা
হত্যার আছে। সেটা গবর্ণমেন্টের

অধীন। এই দুই স্থান হইতে কলিকা-
তার মাংস ভোজীদিগের প্রতি দিনের
মাংস যোগান হয়। আমরা এই হত্যার
চীৎকার শোঁতব ও বন্দোবস্ত দেখিয়া
শ্রীত হইলাম। রক্ত নির্গম ও অন্যান্য
জ্বরের দুর্নীতরণের জন্য অতি উত্তম
উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পশু-
দিগের হত্যার পরই কলের জল ছাড়িয়া
দেওয়া হয় এবং সমুদায় রক্ত প্রসূতি
একেবারে ধৌত হইয়া যায়। এবং নাড়ি
ভুড়ি প্রভৃতি অপরাণের জ্বা মিউনিসি-
পালিটির ট্রেনের দ্বারা ধাপার জলাভে
নীত হয়। এই হত্যার এক পার্শ্বের
একটা বাড়ীতে একজন ইংরেজীর কর্ম
চারি থাকেন, এই হত্যার প্রতিদিন
কি প্রকার কত গল্প হত হয়, তাহার
মধ্যে রোগ বিশিষ্ট ও স্বাস্থ্যের হানিজনক
কোন গল্প থাকে কিনা এই সকল বিষ-
য়ের তত্ত্বাবধান করিবার তার তাঁহার
উপর। কিন্তু সে স্থানে হত্যার যত
গোধান স-সুখীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে
অনেক গুলি অর্ধ শীর্ণ কঙ্কাল-সার ও
ক্লম্ম দেখমান। এসকল পশুর মাংসে
উন্নত পুষ্টি করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়
কি না বিশেষ সন্দেহ।

ইহা তত্ত্ব-এই হত্যার সমস্ত
আরও করেকটা কথা বক্তব্য আছে।
প্রথম, ইহার যে স্থানে ফেলিয়া
পশুদিগকে হত্যা করা হয় তাহার চারি
দিক অনাসৃত; রাস্তার উপর হইতে
তাহা অনায়াসেই দৃষ্টিগোচর হয়।
বৈকালে বেলা ৪ টা ৪৫তে রাত্রি ৭-৮
টা পর্যন্ত হত্যা কার্য চলিয়া থাকে।
ইহার সম্মুখেই কতকগুলি হিম্মুর বাস।
সমস্ত দিন পরিদ্রোমের পর তাহারা বাস
সেবনার্থ যে একটু গৃহ হইতে বহির্গত
হইলেন তাহার উপায় নাই। গৃহের
দ্বারে উপস্থিত হইলেই শত শত গো-
-

দের প্রাণ হত্যা চক্ষুগোচর করিতে হয়।
বিশেষ, হত্যা কার্যের পর রাস্তার অবাক
হিত পার্শ্ব রেলের নিকটে আনিয়া সেই
সকল কাটিতে ও ভাঙা দিতে আরম্ভ
করে। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, তাহার
১০। ১২ মণ্ডের মধ্যে বাহাদিগকে বাস
করিতে হয় তাঁহাদিগের কিরূপ যন্ত্রণা।
আমরা দেখানে গিয়া শুনিলাম যে পানী
বাণী হিম্মুরা একত্র হইয়া হত্যার
চারি দিক উক্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত
করিবার জন্য মিউনিসিপালিটির নিকট
আবেদন করেন; কিন্তু অস্বাভাবি তাঁহা-
দের আবেদনের কোন ফল দর্শে নাই।
এই ক্রেশ প্রতিবাসি দিগের এত অসহ্য
হইয়াছে যে কেহ কেহ উত্তীর্ণ গিয়াছেন
এবং একজন তদ্রূপ লোক উত্তীর্ণ বাইবার
সংকল্প করিয়া বৎসরাবধি নিজের
দ্বারে “বিজ্ঞপ্তি রক্ষিত” বলিয়া
বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বাটীটা প্রস্তত
করিতে তাঁহার ৫০০০। ৬০০০ হাজার
টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাটীর উপযুক্ত
মুলা হইতেছে না, বলিয়া তিনি উত্তীর্ণ
বাইতেও পারিতেছেন না। এই সামান্য
বিষয় মিউনিসিপালিটি যে কেন অব-
হেলা করিতেছেন বলা যায় না।

দ্বিতীয় কথা। কলিকাতার কবাইরা
প্রতিদিন বাজারে যে মাংস বিক্রয় করে
তাঙ্গা এখানে আনিয়া হত্যা করিয়া
লইয়া যায়। একটা গো হত্যা করাইতে
চারি আনা এবং ছাগ প্রভৃতিতে দুই
আনা করিয়া দিতে হয়। হত্যার পর
কবাইরা হয় গরুর গাড়ি করিয়া দুই
মুটের সমস্তকে বিয়া এই সকল পশু নিক
দোকানে চালান করে। হত্যার
সমস্তীয় আটনে আছে, যে লোকের
বিশেষ প্রতি-বিধি শূন্য নির্জন পথ দিয়া
এই সকল শব্দপূর্ণ গাড়ি লইয়া বাইতে
হইবে, এবং উত্তমরূপ আত্মত্ব করিয়া
লইয়া বাইতে হইবে, কিন্তু প্রতিবাসি

নিম্নের নিম্ন উপস্থাপন করা গেল যে প্রায়
ঐ সকল পূর্ণাঙ্গ গাভী অনাবৃত করিয়া
বহুজনাগীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া
হয়। এমন কি এ জন্য ইটালীর কোন
কোন ভদ্র লোক তাহাদের সঙ্গে দাড়া
পারিয়া করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটি
এ বিষয়ে পুলিশকে যদি একটু সতর্ক
করিয়া দেন তাহা হইলে অনেকের ক্লেশ
দূর হয়।

কিন্তু আমরা বাহা দেখিবার জন্য
গিরাহিলাম, তাহা এখনো বলা হয় নাই।
এখানে প্রতিদিন কত গোধনের আগ
নট হয়। আমরা গিয়া দেখিলাম যে
স্বত্বার কিছুর সন্ধান কবাইরা দলে দলে
গোপাল হত্যার স্থানে সংগ্রহ করিতেছে,
একে প্রথমে রৌদ্র তাহাতে কবাইদিগের
নির্দিষ্ট প্রকার, গরুগুলি আকুল হইয়া হত
বুদ্ধি-প্রায় এক স্থানে সমবেত হইতেছে।
তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া চক্ষে জল
আগিল এবং মনে মনে বলিলাম পশুদি
গের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা
তুমি কোথায়!! দেখিলাম একটা শাফ
প্রকৃতি গরু ভাল করিয়া একখানি পা
পাতিতে পারিতেছে না। কবাইরা
নির্দিষ্ট আঘাতে সেখানি বোধ তা
ভাঙিয়া গিয়াছে; অথচ তিন পায়ে ভাল
করিয়া হাঁড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু
স্বত্বার তাহার কটোর অবস্থান হইবে
ভাবিয়া ক্রেশের কিছু লাঘব হটল।
দেখানো যে সকল কবাই হত্যা করাইতে
আগিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করাতে তাহারা বলিল যে সেখানে
প্রতিদিন দুই শত গোধনের আগ নট
হয়। অর্থাৎ বৎসরে ৭২০০০ হাজার
গোহত্যা হয়, আমরা একথা যথার্থ কি
না প্রমাণ করিবার জন্য ফোরগডেল
ন্যাভের রিপোর্ট অবস্থগণ করিয়া দেখি
লাম, যে গত বৎসর ১৯০৮-৯ তী গোহত্যা
হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতিদিন ২৫০ র

ও উপর গোধনের আগ নট হইয়াছে এবং
একশেও হইতেছে। এ সকল গরু কোথা
হইতে আসে; কলিকাতা হইতে কখনই
এত গরুর সংস্থান হয় না। চতুর্দিক
হইতে কবাইদিগের লোকেরা গরু সংগ্রহ
করে। আমরা আমাদের নিকটবর্তী
গ্রাম সকল হইতে কবাইদিগকে
গরু লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। লোকে
পায়খিনী বৎসতরীদ্বারা প্রায় বিক্রয়
করে না। আঁড়িয়া কিবা অকর্মণ্য গাভী
হইলেই বিক্রয় করে। এই জন্য এই
সকল হত গোধনের মধ্যে আঁড়িয়া
অধিক। ইহাও চতুর্দিকে গোবৎসোৎ
পানমোণযোগী রূপের অভাবের একটি
প্রধান কারণ।

আমরা এ বিষয়ে পুনশ্চ দেশ
বাসিনদিগের এবং গবর্নমেন্টের দৃষ্টি
আকর্ষণ করিতেছি। দিন দিন গোবৎ
শের ক্ষয় হইতেছে সময় থাকিতে
উপায় না করিলে তাহাদের রক্ষার পথ
দেখা যায় না। আমরা পূর্ন্ব-বারে যে
প্রস্তাব করিয়াছি সে সম্বন্ধে আমাদের
আরো কিছু বলবা আছে। একবার
কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া কতকগুলি রূব
ক্রয় করিলে বোধ হয় দ্বিতীয়বার আর
অধিক রূব ক্রয় করিতে হইবে না, এবং
ঐ সকল রূব প্রতিপালন করিবার ব্যয়
ও তার বোধ হইবে না। কারণ এই
সকল রূব দ্বারা যে আর এক শ্রেণী
রূবে উৎপত্তি হইবে, তাহারা ভবি
ষ্যতে ইহাদের স্থান অধিকার করিতে
পারিবে। ইহা ভিন্ন ডক্ক সভা যদি
নিম্নের অধীনে একটা গোশালা রাখেন
এবং তাহাতে কতকগুলি গাভী রক্ষা
করিতে পারেন, তাহাদের দ্বারা দুই
প্রকার কাফা হইতে পারে। প্রথম
তাহাদের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে
তাহাদের প্রতিপালনের ব্যয় নিকাশ
হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আর এক

শ্রেণী সবল রূবও পাওয়া যাইতে
পারে। মকসলে যে সকল রূব প্রেরিত
হইবে তাহাদিগের প্রতিপালনেরও
উপায় করা যাইতে পারে। একটা
গ্রামে একটা কি দুইটা রূব থাকিলে
অন্যতঃ তাহার দুই তিন ক্রোশের
মধ্যে গাভী সকলের বৎসোৎপত্তির
উপায় হইতে পারে। প্রত্যেক গাভীতে
চার আনা করিয়া সন্তান হইলে রূবদি
গের ব্যয়োগ্যোগী অর্থ ও উঠিতে
পারে। আমরা বাস্তবিক গোবৎশের
জাবী হ্রাসহার বিবরণ চিত্রা করিয়া
শক্তিত হইয়াছি, সেই জন্যই সকলকে
এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ
করিতেছি। গোবৎশের উন্নতি পথ
এক অথচ বৎসর বৎসর এক লক্ষ
গোধনের প্রাণ সংহার হইতেছে।
পাঠকগণ বলুন অবশেষে কি ঘটতে
পারে।

একটা প্রাণের সংবাদ।

অমী গাভীয়া রাজপুর হরিমন্দি
ও নান্দোর টাকুরাভা দিগকে একটা
পুণ্ডব সংবাদ দিতেছি। গাউথ সুবর্কান
মিউনিসিপালিটি নামক প্রস্তাবে তাহা
দের যে কটোর কথা গবর্নমেন্টের গোচর
করা হইয়াছিল; বাহা নিবারণের জন্য
তাহারা মিউনিসিপালিটির সভাপতির
নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, এবং
বাহা নিবারণের জন্য তাহারা কিছুদিন
হইল সভা করিয়াছিলেন, এতদিনের পর
তাহাদের সেই কটো নিবারণ হইবার
আশা হইতেছে। উক্ত মিউনিসিপাল
কমিটির গত অধিবেশনে সভাপতি
শ্রীক সাহেব আবেদন গ্রহণ করিয়া
বলিয়াছেন যে আগামী বর্ষের প্রথম
হইতে বেচারা প্রকৃতি স্থানের এবং
তাহাদের চিলাব পৃথক করা হইবে।
আমরা স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটির জন্য

অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সভাপতি বলেন যে কেবল চারিটা গ্রাম (যাহার বার্ষিক আয় ৩০০০ তাকার টাকা মাত্র) লইয়া একটা মিউনিসিপালিটি হইতে পারে না। মিউনিসিপালিটি এক রাখিয়া দুইটা হিসাব স্বতন্ত্র রাখিলে ও ঐ প্রদেশের টাকাদাতাদিগের সময়ে টাকা পাইবার এবং পথঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত হইবার আশা থাকে সম্ভব নাই। কিন্তু আরও কিছু কর্তব্য আছে এবং সে জন্য আমরা গবর্ণমেন্টকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি। দুই স্থানের হিসাব যখন স্বতন্ত্র হইল, তখন রাজপুত্র প্রভৃতি স্থান হইতে আরও করের জন সভা গ্রহণ করা উচিত। সম্প্রতি প্রদেশের দুইজন মাত্র সভা আছেন। যদি নাকি নিবাসী জমিদার বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ এবং বালুইপুরের জমিদার পরিবারের মধ্যে বলন্তকুমার চৌধুরি। ইহার মধ্যে বলন্ত বাবু আর সভাতে উপস্থিত হন না এবং মিউনিসিপালিটি সংক্রান্ত কোন কার্যের সহিত আর সংশ্লিষ্ট রাখেন না। নবীর বাবু এক মাত্র লোক যিনি নিরমিতরূপে সভায় উপস্থিত হন এবং এই সকল স্থানের জন্য দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। এই এক মাত্র সভার দ্বারা কিরূপে সকলের অভাব দূর হইবে। অতএব আমাদের প্রস্তাব যে গড়িয়া হইতে একজন রাজপুত্র হইতে তিন জন, চরিনাতি হইতে তিন জন এবং মান্ডা হইতে দুইজন সভা নিয়োগ করা হউক। সভাপতি ইহাদিগের সহিত এই সকল স্থানের উন্নতির বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য স্বতন্ত্র দ্বৈত নির্দ্বিগ্ন করুন। যেহেতু সভাদিগের সহিত একজন স্থানের কার্যের সম্পর্ক রাখায় মোলোযোগ তিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। এখানকার কোন পথ আছে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যিক, কোন কার্যের

জন্য কি প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত, এতদ্বারা অধিবাসীরা যেরূপ সুবিধে পারিবেন বাংলার লোকেরা দূরে বসিয়া কখনই সে প্রকার সুবিধে পারিবেন না। আমরা স্থানীয় সভা গ্রহণের ও প্রস্তাব করিলাম ইহা নিতান্ত আবশ্যিক, কারণ দুই এক ব্যক্তির উপর এই সকল কার্যের ভার থাকিলে কি প্রকার ফল আমরা তাহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গবর্ণমেন্ট ধনী ও জমিদার বেখিরা এক একজনকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ কার্যের ভার দিয়া থাকেন বাবু হস্তে অর্থ আনিয়া গ্রামের রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইবে; বাবু আপনায় বাটী হইতে বাগানে ঘাইবার রাস্তা উদ্ভাৱিত করিয়া লইলেন। নিজের বাটীর চতুর্দিকের এবং বাগানের চারি পাশের জঙ্গল পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু গ্রামের অপরাধের পথ পূর্বের ন্যায় দুর্গম ও অচল রহিয়া গেল। প্রতি কার্যে জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি কেবল দারের অধ্বনে ব্যস্ত না হইয়া, গবর্ণমেন্ট যদি শিক্ষিত লোকজি এবং ন্যায়দর্শী লোক বাহিয়া তাঁহাদের উপর এই সকল কার্যের ভার দেন কিবা অন্ততঃ তাহাদিগকে পূর্বোক্ত দারদিগের নকী করেন তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। একে ত গবর্ণমেন্ট রোডলেন কমিটি মিউনিসিপাল কমিটি প্রভৃতির সভা মনোনীত করিবার ভার প্রজাদিগের উপর দিতেছেন না, তাহাতে যদি উপযুক্ত সভা মনোনীত করিবার ক্রেশ ও স্বীকার না করেন, তাহা হইলে এ সকল কেলেংকারী তিন্ন আর কি?

—১০২—

বাবু হুরেন্দ্রনাথ ও নিবিলসার্স।

বাবু হুরেন্দ্রনাথের অপরাধ উপলক্ষ করিয়া অনেক ইংরেজীরা আশা

সেই পুরাতন চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, এদেশীয়েরা আজিও নিবিল সার্সের উপযুক্ত হয় নাই। আমরা এই আত্মহত্যারপূর্ণ স্বার্থাঙ্ক ও অনুরোধী লেখকদিগের আর কতবার প্রতিবাদ করিব? যাহাদিগের বিচার শক্তি নাগের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয় তাঁহাদের সহিত বিচার করা বিতর্ক। কিন্তু তথাপি আমাদের দুই এক কথা বলা আবশ্যিক বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ হুরেন্দ্র বাবু বাস্তবিক অপরাধী কিনা, তাহা আজিও প্রমাণ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যদি অসাবধানতা তিন্ন অন্য গুরুতর অপরাধ না প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য, এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাকেই নিবিল সার্সের অনুরূপ বলিয়া স্থির করা উচিত বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ যদিও তিনি বাস্তবিক অসাবধানতা অপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হন, তাহা অবলম্বন করিয়া সমুদায় এদেশীয়দিগকে অনুরূপ বলিয়া স্থির করা উচিত বোধ হয় না। আমাদের কোন সুযোগ্য সহযোগী বলিয়াছেন, আমরা পূর্বে জাহিরাছিলাম, জাতির ভর ইহারা লক্ষ্য করিতে পারিবেক না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সে ভর উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না, ইহাদের বন্ধু বাজবেলাও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। বৎসর বৎসর ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, সুতরাং এক্ষণে সাবধান হইয়া ইহাদের প্রতিবিধি দেখা উচিত। মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই এদেশীয় নিবিল সার্সকেও কর্তাদিগের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ত একাধিপত্য থাকে না। তাহার বলেন যে যদি হুরেন্দ্র বাবু চতুর্থ নিবিলসার্স না হইত।

শত জনের পর চইশত, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধে মোকের এত ভর হইত না। সে কথা যথার্থ। কিন্তু যদিও তিনি চতুর্থ সিবিলিয়ান বটেন, তথাপি তাঁহার দোষে সমুদায় জাতিকে দোষী করা কি ন্যায়সঙ্গত? প্রথম গবর্ণর ক্রাইস্ট উমীচীদের যথেষ্ট জুরাচুরি করিয়াছিলেন বলিয়া কি ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষের গবর্ণর হইবার উপযুক্ত নয় বলিলে শোভা পাইত? ভারতবর্ষে অদ্যাবধি যত ইংরাজ আসিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কি ধর্ম ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিয়াছেন? কখনই না। গুরু বর্ণ মীলকরেরা যে অমানুষ্য ব্যবহার করিয়াছে এবং আজিও করিয়া থাকে এদেশীয়েরা তাহা স্বপেও জানেন না, তবে এদেশে ইংরাজদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে; বড় বড় মানা গণা ইংরাজেরা মুসলিমদিগের এবং আর্মিটের মণিবাহিরের সহিত বেজ্ঞ জুরাচুরি করিয়াছিলেন, তাহা কাহার অবদিত আছে? তবে ইংরাজদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া উচিত নহে। অথবা পরাজী হরণ অসাবধানতা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ নহে।

গোভাগ্যক্রমে সিবিল সর্কিসের সুখ্যাতি চিরদিন আছে। এই শ্রেণীর অনেক দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মচারির ভূগে সিবিল সর্কিসের নামের সহিত একটা শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আছে। আমরা বলিতে এক সুখ্যাতি বর্তমান কম্পিটিশনওয়াদের ভূগে তত নহে যত পুরাতন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের ভূগে। ইংলিসমান বলিয়াছেন কম্পিটিশন অর্থাৎ পরীক্ষা উপযুক্ততা জানিবার উপায় নাই। এ কথা যথার্থ এবং সত্য

এদেশীয়দিগের পক্ষে কেন ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও যথার্থ। চুই এক শাত চল ও স্পেনসার একটু গ্রামার ও একটু সংস্কৃত জ্ঞানই জানিলে কিস্তি প্রমাণ হইবে যে পরীক্ষাতীর্ণ ব্যক্তিরা লক্ষ লক্ষ লোকের উপর শাসন কার্য করিতে পারিবে? সিবিল সর্কিস পূর্বে অতি যৎসামান্য ছিল। প্রথম প্রথম চুই ইণ্ডিয়া কোম্পানির লেখা পড়া করিবার জন্য এক এক মল কোম্পানীর মত আনা হইত। তাহার আতি অল্প বেতন পাইত এবং যৎসামান্য কর্ম করিত। তাহারাই সিবিলিয়ানদের পূর্বপুরুষ। ক্রমে ইংরাজ জাতি বাণিজ্য করিতে করিতে রাজ্য হইয়া পড়িলেন এবং এই কর্মচারিদিগের উপর গুরুতর ভার পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষিত করা আবশ্যক হইতে লাগিল, এই জন্য হেলিবার কলেজের স্থিতি হইল এবং এই জন্যই লড ওয়েলেসলি কলিগাতার কোর্ট চুই লিটল কলেজের স্থিতি করিলেন। যখন কোম্পানীর কার্য করা সিবিলিয়ানদিগের ভাগা ছিল, তখন ক্রাইস্টের মত ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ও নিরাসিত ব্যক্তিরাই সেই কার্যে আসিত। কিন্তু সিবিলিয়ানদিগের পক্ষে গুরুতর যত্নই বর্জিত হইতে লাগিল এক্ষিতার ফলে কলিগাতার আপনাদিগেব আত্মীয় কুটুম্ব দ্বারা সিবিল সর্কিস পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখনও কি অকর্মণ্য ও সাফী গোপাল কর্মচারী আগে নাই? অনেক আনিত; কিন্তু সে সময়কার অনেক কর্মচারির যে এতদূর দক্ষতার কথা শ্রবণ করা যায় তাহার কারণ কি? কর্ণেল চেম্বার্স তাঁহার ইণ্ডিয়ান পলিটিক্‌স ইহার প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন। তাহার বড় হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিত না কিন্তু বড় পদ তাহাদিগকে প্রদত্ত করিত। বার্ষিক টকা আতি

সারগত কথা। গুরুতর কার্যের ভার না পড়িলে সমুদায় যোগান্তা বিকশিত হয় না। অবস্থা ও পদের ভূগে সমুদায় মগ্ন হয়। এদেশীয়দিগকে গুরুতর পদে দিলে যে তাঁহারা সেপদের উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন না একথা কে সন্দেহ করিয়া বলিতে পারে? কেন ইহার কি প্রমাণ নাই? বাবু দ্বারকানাথ মিত্র কলিকাতা কোর্টের বেঞ্চে অগমান করিতেছেন? হার মাথব্যাটার রাজনীতিজ্ঞতা কি নিম্নমী? টাইমস পত্রিকা না তাঁহাকে ভারতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী করিবার পরামর্শ দেন? বাবু মৌলায়র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলাদেশের একজন সামান্য লোক; কিন্তু তাঁহা হইতে কাশ্মীরের কত উপকার হইতেছে। ইহা ভিন্ন যেখানে যেখানে উচ্চ পদে এদেশীয়েরা প্রতিষ্ঠিত আছেন সেখানেই ত তাঁহারা প্রশংসা ভাজন হইতেছেন।

এই এক সামান্য দুটামু লইয়া আজিও খাঁচার এমন স্বার্থ দূষিত কথা প্রচার করেন তাঁহাদের বিচার-শক্তিকে নমস্কার। সমগ্র জাতির উপর যাহারা এতদূর কলঙ্ক আদোপ করিতে সাহসী হন তাঁহারা সত্যকে ধন্যবাদ। এখনো কি ওর্ড'মেকের দিন অবসান হইবে না? ইংরাজেরা কিন্তু সমাজের কিছুই জানেন না। এক মদগুণ ইহার মধ্যে আছে যাহার নিকটে তাঁহাদিগের মস্তক আনত করা উচিত। যাহা কিছু মদগুণ ইংরাজদিগের মধ্যে, এবং যাহা কিছু মীনতা হিন্দুদিগের মধ্যে, এই সংকীর্ণ অদ্বার কথা বাঁহারা বলেন আমরা তাঁহাদিগকে বিবেচনা বিহীন অকল কৃষ্ণ ও বাতিরেকে আর কিছু বলিতে পারি না।

পুস্তক সমালোচন।

চন্দ্রনাথ (১) এখানি উপন্যাস অর্থাৎ

(১) জী৩ বাবু ক্ষেত্রপাল চন্দ্রবর্তী রচিত।

নভেল । আমরা আয়োপান্ত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি । গ্রন্থখানির বিশেষ মৌল্য এই যে ইহার বর্ণিত বিষয়গুলি এতদূর সহজ ও স্বাভাবিক যে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় অথচ পড়িতে আশ্চর্য্য জন্মে । নিবিড়-সেখামূর মল্লিক ; স্তামসী বিশ্বার মিশ্রীকাল ; বিজন প্রান্তরে বিজন দেবমন্দির ; ভাটার মধ্যে এক নিরুপম কণ বতী যুবতী, এতদূর ঘটনার যোগাড় করিলে ত সহজে মন চমকিত ও হৃদয় আকর্ষিত হইয়া থাকে । ইহাকে ইংরাজীতে রোমান্টিক লেখা বলে । সার ওয়াল্টার স্কট, ইচার অবতার এবং বালা সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিম বাবু ইহার ডক্ট । কিন্তু আমরা এ প্রকার অসুষ্ঠুর ঘটনারাজির সম্বলন অপেক্ষা সেই শক্তি অধিক ভাল বাসি, স্বাভাবিকতার প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে সৌন্দর্য্য এবং কদর্য্যতা দেখাইতে পারে, স্বর্গ এবং নরক আবিষ্কার করে এবং সাধুতার পুরস্কার ও দুষ্করিতার ফলাফল দেখাইয়া দেয় । যত মহাত্মা ডিকেন্স এই শক্তিতে সজ্জিত ছিল । এই জন্যই কেন্দ্রপাল বাবুর গ্রন্থটি আমাদের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইল । তিনি বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন মনের অপব্যবহার যেখানে ভীষণ এক উদ্দেশ্য, ভীষণ সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে । মণীর সহিত দরজের প্রায় কিঞ্চিৎ ভাঙা ইপেন বাবু ও নবীনের ব্যবহারে অপ্রকাশ । বুদ্ধ প্রাণ সোমনস্কের বহুক্ষেপে সজ্জিত থক কিঞ্চিৎ নিরুপম উপপত্তিদিগের সাহায্যেও বেশার চরণে বায় হইল স্বরণ হইলে হাসি পায় । সৌভাগ্য ব'লুও হেমলতার প্রায় একটা আত্মার জন্মিষ । জলোচনা ; আঁকা জলোচনা ! নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ের অবতার । আমরা স্বরণের দুর্জলতা খাঁকার করিয়া বলিতেছি যে জলোচনার স্মৃতির সময় কানিতে হইয়াছে । প্রব্ধের উপসংহারটীও মন্দ হয় নাই । সৌরেন্দ্রের শেষে স্থখ হইল, গোলোক বহু পড়িল, হরিপ্রভুতি জন্ম হইল, কেবল নবীনের সর্বনাশ হইল । কেন হইল ? মনে এই কথাটা রহিয়া গেল কেন হইল ?

হেমলতা (২) আমরা নটিক রানি আয়োপান্ত পাঠ করিলাম । ইহাও কমলে কামিনীর নায়, একজন বীর পুরুষ ও তেজস্বী রাজ-কন্যার প্রায় স্বীকৃত নাটক । কমলে কামিনীর নায় ইহার মারক ও একজন রাজপুত্র কিন্তু সাধারণ্যে অজ্ঞাত । কমলে কামিনীতে রণকল্যাণী শিখি-বাহনের বীরত্ব মুদ্র হইয়া মালা ফেলিয়া দেন, ইহাও হেমলতা সত্যসংগর বীরত্ব মুদ্র হইয়া অমরবীর ফেলিয়া দেন ।

কমলে কামিনীতে শিখি-বাহন পাগড়ি ফেলিয়া বান ; এখানে সত্যসংগর তরবার ফেলিয়া বান । কমলে কামিনীতে তরবার পাগড়ী দিতে বান, এখানেও হেমলতার একটি নবী তরবার দিতে বান । বীরও দুই এক স্থলে ঢকে জল আগিয়াছে বটে, কিন্তু নাটকখানি সর্বদা হৃদয়ের সহ্য নাই । প্রকৃত প্রেমের গুণিত বিভিন্ন এই ভাবধারা চালিত হইয়া গ্রন্থকার এই প্রেমের বর্ণনাটী এত চমৎকার করিতে প্রয়াস পাতিয়াছেন যে এক প্রকার স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে ।

গ্রামবাসী । আমরা এ সম্বন্ধে গ্রামবাসী বলিয়া এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানি রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত হইতেছে

বিবিধ সংবাদ ।

৬ ই কার্তিক সোমবার ।

আমাদিগের লেফটেনেন্ট গবর্নর কায়েল সাহেব আজি কালি বেঙ্গল লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন যদি তাঁহার সেই দয়ার স্রোত প্রবলবেগে প্রাবাহিত হয় দুইয়ের ভয়ানক প্রভাববৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই । হাবড়ার দৈবর নাগিনবটিক মকদ-মায়া নিমচাঁদ কিরণ অভিনয় করিয়াছিল যৌবক পাঠকগণের আনন্দিত নাই । সেই নিমচাঁদ লেফটেনেন্ট গবর্নরের দয়ার পান হইল । সেদিন বেঁলগলস নামক একজন ইহুদী প্রভাষণ করিয়া নবী-ব'র একজন জমীদারের সঙ্গমাম করে । উপস্থিতি ম'ক্রেট কঠিন পরিশ্রমের সন্ধি-ভাষার ছ' (২) বাবু বরগাল দার মণীত ।

বৎসর কাঁচরও বিদ্যমান ছিলেন । সেদিন জজের নিকটে আশীর্বাদ করতে গিয়া দুই বৎসর কমাটিকা ৬ মাস করা হওঁর ব্যবস্থা করেন, লেফটেনেন্ট গবর্নরের নিকটে আবেদন করতে তিনি আবার উচা কমাটিকা ৩ মাস করিয়াছেন । এ ব্যক্তি যদি গবর্নর জেম-রলের নিকটে পুনরায় আবেদন করিত এবং তিনি যদি তাহেল সাহেবের মায়ি ময়ালু হইতেন তাহা হইলে এই ইহুদী একটা প্রকৃত পাণ কাম্য করিয়াও আশী-রাসে গাংর বাতাল দিয়া বেড়াইতে পারিত সম্ভব নাই । হাবড়ার চন্দ্র অমীম ক্ষমতা আছে তিনি সেই ক্ষমতার সদ্যব্যবহার দ্বারা যেমন উপকার করিতে পারেন অস্বাভাবিক দ্বারা তেমনই অনিষ্ট করিয়া থাকেন ।

কলিকাতার আভিনিবি রেজিষ্টার জেমরল উইলসন সাহেব দুই বৎসরের বিদায় লইয়াছেন । বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট বিগমোল্ড সাহেবকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বলা হয় কিন্তু বেতন বৃদ্ধি নাই বলিয়া তিনি আগিতে অস্বীকার করিয়া-ছেন ।

লাড' মর্ফ্রক আগামী ১৪ ই নবেম্বর আগাতে আগিবেন, তৎপরে এক পাঞ্চকাল থাকিরা দক্ষিণ ও আলাহাবাদে গমন করিবেন পরে ডিসেম্বরের প্রথম সম্ভবে কলিকাতায় উপনীত হইবেন । লাড' মর্ফ্রক যাত্রাজে গমন করিবেন কি না এ পর্যন্ত তাহার কিছুকিছু হয় নাই ।

মফসলের ছোট আদালতের কার্যচারি বিগের প্রতি কায়েল সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রতিভা হইয়াছে । তিনি উদ্যোগের বেতন কমাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন । মফসলের ছোট আদালতের আদ্য তৎপন্ন নয় আদালত বার কল্যাণী বহু উদ্ভূত হয়, তবে প্রকৃত কেন ?

ইণ্ডিয়ান ডেমিনিউস বলেন, কলিকা-তার মল্লারম দেবী টে কোন ভাবে পরি-বারস্থ বিধবা ভীষণ ভাটীর একজন ফাউ-টিয়ার সজিত ব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন ।

কেন্দ্র অব ইণ্ডিয়া বলেন, পাননার রাই-য়তবিগের সজিত জমীদারদিগের বন্দো-

বসেই বসেছে। নৌলাই সাংকেব রিপোর্ট করিয়াছেন, একটা জমীদারীতে অনেকগুলি শ্রমীর প্রজা জমীদারদিগের দ্বারা খাজনার দ্বারে সমস্ত ভট্টা খাজনা দিয়াছে। এই সকল জমীদার দেরণ খাজনার বিষয় করিয়াছেন, গবর্নমেন্টের কর্তব্য অবিলম্বে তাহা সাধারণের গোঁচর করেন তাহা হইলে বোধ হয় অন্যান্য স্থানেও প্রজারা গোট রূপ খাজনার দ্বারে জমীদারের সম্বন্ধিত বঞ্চিত করিতে পারে।

উত্তর পাড়ার জমীদার বাবু জয়রাম সুখোপাধ্যায় জমীদারদিগের সম্বন্ধিত প্রজাদিগের গোঁচরযোগ্য সম্বন্ধে ফেব্রুয়ারি ২৩ তাংতে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কয়েকটা শিখরের অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম, গত ১০ বছরের মধ্যে প্রত্যেক উপবিভাগে বার্ষিক খাজনা, খাজনা বৃদ্ধি এবং জোত ছাড়ান জন্য কত নালিশ হইয়াছে। দ্বিতীয়, 'নিম্নাধিকারপত্র' করে কত বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আদালতই বা কিরূপ নিয়মে ডিক্রি দিয়াছেন ইত্যাদি। জয়রাম বাবু যে কয়টা বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান হইলে অনেক কাজ হইবে।

৬ ই কার্তিক মঙ্গলবার।

গবর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তির ব্যবসায়িক কার্য হইবে কেবল তাহারিগকেই আদালতের পক্ষান হইবে।

ইংলিসমান এবং করিয়াছেন, রাঁচিতে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সে চাউল টাকায় ৩০ সের বিক্রীত হইত এক্ষণে তাহা ১৮ সের বিক্রীত হইতেছে। এতদ্বারা যদি বৃষ্টি না হয়, মূল্য আরো বৃদ্ধি হইবে। এখনও যদি বৃষ্টি হয় অনেক রক্ষা হইতে পারে, নতুবা দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

চাকরি যে একটা মৌজকাল স্থল স্থাপনের কথা হইতেছে, তাহার সম্বন্ধিত মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার্থ একটা প্রেসী খুলিবার জন্য উক্ত মুসলমান অভিযান্ত্রিকগকে আশ্রয় করিয়া যাজে আশানুরূপ একটা সভা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।

মেগালো তুলার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ বছর অনেক তুলার গাছ রপ্তানী হইয়াছে। যাহারা তুলার লইয়া যাইতেছেন তাঁহারা বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখিতেছেন।

৪ ফেব্রুয়ারি মিলে বসেন আমেরিকার গবর্নর লর জন পিটার গ্রাণ্টে বক্তৃতা করিয়াছেন যে তিনি কর্তৃক পরিচালিত করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

লক্ষ্য টাইমস বসেন আগামী ১ লা মার্চের লক্ষ্য হইতে মোরারাম ও অন্যান্য গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে খুলিবে। কেবল রাজঘাট এবং বেরলির নিকটে রাস্তার উপরে যে সেতু হইতেছে সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তাহার এক একবার ট্রেন হইতে নামিয়া পুনরায় ট্রেনে উঠিতে হইবে।

বোম্বাইর এক খানি সংবাদ পাঠ করিল, বোম্বাইর নাউরোজী কর্জুনজী বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্বে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। এদেশীয়দিগের প্রতি ইংলণ্ডের লোকের সমবেদনা বৃদ্ধি উত্তেজিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। এ নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের কার্যাবলি বিষয় ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরের লোকদিগের গোঁচর করিবেন। কর্জুনজী বেরণ যখনই চোতা ও দেশবৈতন্য তাহাতে তিনি ভারতবর্ষীয় মাতেরই ধন্যবাদই সম্বোধন করিবেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রার্থনায় নিবন্ধন অনেক তুলার বেলা হইতেছে। সম্প্রতি টিকাগেতে "মীত খুঁড়ের পত্র" প্রকাশিত। নামক পত্রের পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছে। ইহাতে উত্তর জগৎ, যৌবন কাল, তাহার আদিম মত ও প্রভৃতি, তিনি বেরণে লোকদিগকে চিত্তবিনোদিত করিতে এবং উপদেশ দিবে। তাঁহার নিকটে বড়সস্ত্র এবং তাহার মৃত্যু ঘটনা এত তাৎপর্য বিষয় সম্বন্ধিত হইয়াছে। এগুলির সত্যতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার যো নাই কারণ ইহা কোন পুস্তক দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া করা হয় নাই, খুঁড়ের সময়ে

যে সকল ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া তাঁহার কার্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা আশ্রয় করিয়া সেই আশ্রয় হইতে এই সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। আলেকজান্ডার শিব মিউজিয় হইয়াছিলেন। খুঁড়ের মৃত্যুর পরে এত দিন যো সো করিয়া খুঁড়ের মৃত্যুর বিষয় রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমেরিকার ভূতের নিকট সেই মৃত্যুর লোণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এক্ষণে তাৎক্ষণিক করিতে না পারিলে আর খুঁড়ের মৃত্যু নাই।

গত বছর ইংলণ্ডে ৭৪০ জন আত্মহত্যার চেষ্টা পাঠ, তাহাও লওনে ৪০৫ জন। প্রাক্তনের নিউম্যানের শিখোরা নাকি?

৭ ই কার্তিক বুধবার।

টাইমস খবর ইণ্ডিয়া বসেন, মাল্জার মিউনিসিপাল কমিশনররা যেহেতু কর্তৃত্ব করতে তজ্জাত্য কসাধরা ধর্মঘট করিয়া কার্য বদ্ধ করিয়াছে। আজ কালি এদেশে ধর্মঘট প্রাতিভিক, ঘটনার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্য কলিকাতার চ্যাপ নামক এক আশ্রয় মনুষ্য আশ্রিয়াছে। মানুষটা দীর্ঘ ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি হইবে। ইহার সঙ্গে কিন্ কু নামক একজন লোক আছে, তাহার পদম্বর অভিলষিত ফুজ। ইনি আবার গান বাজা বিলক্ষণ জানেন। ইহার ডেলফাউলি ইন ডিটেলিয়ারে। গভের মাঠে অভিজ্ঞ করিলে বিলক্ষণ উপার্জন করিতে পারিতেন।

নাটোর এবং নরজার রাজা এক্ষণে কানীতে রহিয়াছেন।

অনেকে অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন, খিলা বুড়ে ৫০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে বোম্বাইয়ের ওয়াবি মৌলবীরা কামান ও বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। আজ কালি আর সকল আভি কেই বুড়ের আয়োজনে ব্যয় দেখা যাইতেছে।

আমেরিকার লেজিওন নামক স্থানে একটা কন্যা জন্মিয়াছে উহার অর্ধাঙ্গ ইক এবং অপার্ধাঙ্গ যেতবর্ণ। বোধ হয় হয় গোঁড়ী

আমেরিকার গিরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কাবুলের একজন জন্ম বড় বিপ্লব পণ্ডিত
হাভেন। তিনি একটা মকদ্দমার উত্তর পক্ষ
হইতে ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন,
এক জনের মিকট হইতে অধিক টাকা
লইয়া তাৎকালেই মকদ্দমা জিতাইয়া দেন
বলিয়াই ধরা পড়িয়াছেন। এই মহাত্মা বহু
কাল হইতে এইরূপ উৎকোচ লইয়া আসি
তেছেন। ইহার পতিজ্ঞতা জী আমীরের
ক্রোধ শাস্তির নিমিত্ত আমীরের জীর মিকট
বহু দূলা নানাকর্ণ উপহার পাঠাইয়াছেন।

এদিকে আমরা এক বিদ্যুৎ আলোর নিমিত্ত
বাত্ত হইয়াছি ওরিয়ে যাজ্ঞাজে এক
প্রকার মল-প্রাচীন হইতেছে।

জহুরা কেবল আমদের বেশে মর
ইউরোপেও ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা
যায়। ইংলণ্ডের বহু সংখ্য লোক জিহালি
নামক একটা স্থানের একটা প্রাচীন কুণ
হইতে মল আনয়ন করিয়া লইতেছে। উহাদি
গের সংস্কার এই, যে মলে অতিবিক্রম
রোগও ব্যাধিও হয়।

কতকগুলি এদেশীয় ও ইউরোপীয়
জীলোক একত্রিত হইয়া "অলম্বাভাব" নামে
একখানি সংবাদ পত্র প্রচার আরম্ভ
করিয়াছেন। আঞ্জাদের বিষয়।

ইংলিসমান বলেন কাবুলের আমীর
সিয়ার আলী নারাজ থাকে ও তাহার টাকা
অরিমান্য করিয়া পুনরায় লালপুরার
শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

জাপানের সহিত এদেশের সকল বিষ
য়েই সৌহার্দ্য দেখা যাউতেছে। জাপান
বাসীরা ভাতিয়া ছায়া, এদেশীয়েরও ভাতি
য়া ছায়া, এবার এদেশে অনারুতি নিবন্ধন
ধান্যাদি নষ্ট হইতেছে। সেখানেও বৃষ্টির
অভাবে ধান্যাদি জন্মে নাই, দুর্ভিক্ষের উপ
ক্রম হইয়াছে।

৮ ই কার্তিক বৃহস্পতিবার।

গত শনিবার আউড ও রোহিলখও
রেলওয়ে বেরিলি পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

সি, ডি, ফিলড সাহেব কিছুদিনের জন্য
ছাগী ও ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট
ও সেলিয়ন জজের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

এবার বিহারে শস্যাবির অবস্থা ভবিষ্য
লেপ্টেনেন্ট গবর্নর পাটনার গবর্ন করিয়া
ছেন। তিনি শনিবার হাজি, রিবা'ব হইতে
যাত্রা করিয়া সোমবার পাটনার উপনীত
হইবেন। ৫ ই নবেম্বরের মধ্যে বৃষ্টি হইলে
দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিবে না। যদ্য বৃষ্টি
না হয়, নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে।

১৮ ই অক্টোবর বেঙ্গল প্রদেশের শেষ কয়
সেই প্রদেশের স্বতন্ত্রীয় প্রাদেশিক
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে; ধানোর
অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। উচ্চ ভূমির
ধান্য সকল এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,
লোকে এই ধান কাটিয়া গরুকে খাওয়াই
তেছে, শীত বৃষ্টি না হইলে নিম্নভূমির ধান্য
ও নষ্ট হইবে। যশোহর বাধাগরু কাছাড়
ভাগলপুর পুরী বাগেশ্বর এবং লক্ষ্মীপুর
এই কয়টা স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে
পাটনার দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে।
বঙ্গদেশ হইতে তথায় অনেক চাউল পাঠান
হইতেছে। তথাপি সেখানে চাউলের দূলা
বৃদ্ধি হইতেছে। অন্যান্য স্থানে পীড়ার
তীব্র প্রাদুর্ভাব নাই কেবল পর্য্যটনে মৃত
এবং ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়া
জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৯ ই কার্তিক শুক্রবার।

পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ১৭ ই অক্টো
বর লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

বোম্বাইর তাৎকালে অনেক মকদ্দমা
পড়িয়া থাকিতে এই সকল মকদ্দমার নিষ্প
ত্তির জন্য ৬ মাসের নিমিত্ত একজন চতুর্থ
জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। মঙ্গল সংখ্য বিচার
পত্ৰ হইতে ২৬-২৭ মকদ্দমার তার মাত
হইলে কেবল যে সকল মকদ্দমার বিচার
হয় না এমন নয় যে সকল মকদ্দমার বিচার
হয় সকল সময়ে তাহারও সুবিচার হয়
না।

সংবাদপত্রে দেখা গেল ইণ্ডিয়ান নামক
একটা স্থানে এক ব্যক্তির ৩ টী বিবাহ। এই
তিন জীর দ্বারা উচার সমুদায় ১৬ টী
সন্তান হইয়াছে। এই ১৬ টীতেই নাপিত
মরে নাই, তখনও সন্তান হইবার ধোঁয়া
নাই।

গ্যালি নামক স্থান করেকজন পাণ্ডাই-
রের মধ্যে একটা কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটি
য়াছে। একজন ব্যক্তির কৌতুক করিয়া
আর এক জনের মিকট হইতে ৫ টাকার
এক খানি মোট চুরি করিয়া উহা আর
এক জনের হস্তে দেন। যাহার মোট তিনি
আমোর করিয়া এই শেষোক্ত ব্যক্তির নামে
নানীশ করেন। মাজিষ্ট্রেট যথারীতি
নানীশ গ্রহণ করেন। অভিযোগ কর্তা ক্রমে
গুপ্ততর হইয়া উঠিল বেধিয়া মাজিষ্ট্রেটের
কাছারি হইতে মণ্ডি চুরি করেন। মাজি
ষ্ট্রেট এ নিমিত্ত তাৎকালে ৭ দিনের জন্য
কাড়ানও দেন। হাইকোর্টে আপীল করিতে
আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আমোর
গড়াইল মন্দ নয়।

এক ব্যক্তি বক্ষিণ আমেরিকার এক-
স্থলে জন্ম করিয়া প্রস্থিত করিবার জন্য
একটা বৃক্ষের গুটির উপর উপবেশন করেন,
কিঞ্চৎকণ পরে বোগ হইল যেন বৃক্ষটা নড়ি
তেছে, পরে দেখিলেন সেটা বৃক্ষ নয় একটা
পুতুল সর্প। আমরা গল্প শুনিয়াছিলাম
এক ব্যক্তি এদেশে একটা সর্পের উপর
বহন করিয়া ব্যক্তির উদ্বেগ করিয়াছি-
লেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে পর সর্পটা
নড়িতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার অঙ্গ
প্রস্থিত পারিলেন।

বোম্বাইর ব্রিটিশ জুরাটের কালেক্ট
রের মিকটে এই বলিয়া দরখাস্ত করে,
কেন একটা স্থানের ৫ টী নিম্নভূমি বর্জিত
বৃক্ষতলে ১২৪০০০ টাকার ভোগিত আছে,
যতএব কালেক্টর তাৎকালিক এই টাকা
খরচ করিয়া লম্বাও ক্রয় করিতে। কালেক্ট
র অসুস্থ হইয়া বোম্বাইতে তাহার বিস্তার
কুল লম্বাও এই স্থান খরচ করিতেছে।
কবিজ্ঞ কালিদাস ভোজ্যাজ হস্ত

নিদর্শন পাঠ্য পুস্তক মূল হইতে
লক্ষ দুজা লাভ হইল ইহারও বোধ হয়
যেরূপ কোন নিদর্শন পাঠ্য পাঠ্য থাকিবে।

অতিশয় শোক দিব্যম যাদু এক
একটা উৎকর্ষ রোগগ্রস্ত হয়; কিন্তু শোকে
যাহার মূল থাকিয়া যায় একথা এত দিন

তুলা যায় নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার লিখিত হইয়াছে, বালিনে একজন যুগ ও সংসকার উত্তার উত্তার জী ও কন্যাকে একতী যাহ্যাকর স্ত্রীতে পাঠাইয়া দেন। তিনি তাঁহাদের পৌছান মননদ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল উত্তার কন্যার অত্যন্ত পীড়া তজ্জি হইয়াছে, তিনি মৃত প্রায় হইয়াছেন। উত্তার অত্যন্ত শোক পাঠিলেন এবং অগ্নিতে তাঁহার সমুদায় হুণ লান্না হইয়া গেল। বেলার মধ্যে ৩২ বছর বয়স্ক একতী যুগা যানের পরিচর্যাশ্রিতে দাঁড়িতে বেগিলেন একতী বাক্য কলমগু হইতেছে, তিনি ১৩০তাকে তুলিয়া লেগিলেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বালকটিকে পাঠাইবার জন্য ভাব করিয়া বেগিতে লাগিলেন বেগেন সেতী তাঁহারই পুত্র, তিনি এত শোক পাঠিলেন যে তাঁহার সমুদায় চুল লান্না হইয়া গেল।

১০ ই কার্তিক শনিবার।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কালেজে বাবু প্রসন্ন কুমার রায় পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এবং বিউপাধি পাইয়াছেন। যোগাতির ডিগ্রন পূরণ এই কালেজে একতী স্নান মেডাল পাইয়াছেন।

আমরা দুঃখের সচিত প্রকাশ করিতেছি জাইকোন্টের বিচারে মনীনের দায়জ্ঞীকম স্বপান্তরের আত্মা হইয়াছে। বগুটা কিছু গুরু হইয়াছে।

ইংলণ্ডের পোষ্ট অফিস হইতে প্রচি-
বৎসর ১০ কোটি পত্র ৮ কোটি কণ্ড একশত
কোটি সংবাদ পত্র এবং একশত কোটি
পুস্তক গত্যন্ত করে।

সম্প্রতি একজন রোমান ক্যাথলিক
পুস্তাহিত প্রকাশ্য-রূপে বলিয়াছেন,
গোটেটাকি বিগের জীরা বিবাহিতা জী
মনিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, তাহার
একরূপ উপপত্নী মাত্র।

তাহারকথের মতান্তর মকদ্দমা পুনরায়
১১ ই অক্টোবর হইতে স্থির হইয়াছে। এই
মকদ্দমার একজন সাক্ষী উভয়নগরে পলাইয়া
প্রবাসিত। উৎকল পরিবার জন্য ওয়াশিংটন
দাউন লিখিত। তাহার কল্পণকল্পক

উৎকল পরিবার জন্য থানা হইবে।
কলিকাতার নার মাস্ত্রাজেও সরকার
চুক্তি হইয়াছে সরকার একচেটিয়া এই
অনিষ্টের মূল।

লন্ডন নর্থকক আঞ্জার যে সরকার করি-
য়েন সিদ্ধিয়ার রাজ্য তাহাতে উপস্থিত
সাক্ষিত পারিবেন না। কারণ সে দিবস
উত্তার নিজের বিবাহ।

ইউরোপীয় সন্নাচার।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। জনজ্ঞাত এই
মধ্যে সারি ৬ ইটালির যোগযোগ হইয়াছে।
মন্ত্রিত্ব সম্রাট পোলকে যোগ্য লিখেন লণ্ড-
নের তাৎসং সংবাদ পত্র তাহার অনুমোদন করি-
তোরন। সকলে বলিতেছেন এম এ প্রত্যুত
নার ইংলণ্ডেরও কর্তব্য পোলের অত্যাচারের
প্রতিবাদ করেন।

লণ্ডন ১৭ ই অক্টোবর। স্পেনের রণতরি
জিৎবরলটার প্রবলী হইতে প্রত্যাহমন করি-
য়াছে। বিরোধীরা দ্বিতীয় বার যে যুদ্ধ করিতে
শক্ত হই, তাহাতে সম্মত হন নাই বলিয়া উক্ত
রণতরির অধ্যাক্ষকে পরচ্যুত করা হইয়াছে।

পারিস ১৮ ই অক্টোবর। বেজিনের বিচার
বিবরে লোকের আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতেছে।
প্রেসিডেন্ট জীহার যে পরীক্ষা করিয়াছেন সেতী
আশঙ্কাজনক গুরুতব। তিনি বলিয়াছেন বেজিন
সেতর বাবহার করিয়াছেন সেতর কখন আশা
করা যায় নাই।

বিএনা ১৮ ই অক্টোবর। অন্য সম্রাট উইলি-
ম এখানে আসিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের
ডিস্কাউন্টের হার লক্ষ্য করা ৭ টাকা হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ২০ এ এবং
বোম্বাই হইতে ২৩ এ সেপ্টেম্বর যাত্রা করে অন্য
উই। লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

আমেরিকার কৃষিসংক্রান্ত রিপোর্টে জানা
যায় এবার তাহার বার আমার অধিক তুল্য
লাগবে না। কীটাদিতে এবং প্রবল বৃষ্টিতে
অনেক তুল্য নষ্ট হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ ই অক্টোবর। মার্শেল মাকমেদন
বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষের সমস্ত তিনি আধীন
ভালে কার্য করিবেন এবং কম্প্রোমিটিব মত
হইতে বঞ্জন পৃথক হইবেন না।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
আদেশাঙ্গুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিজ্ঞাপন।

২২ এ সেপ্টেম্বর। ২৪ পবণার সহকারী
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর, মারিগিন
করিরপুরে বদলী হইলেন।

২৬ ই অক্টোবর। জি, এফ বিগমোলড এচ,
বিবলি সাহেবের অধুপস্থিত কালে রেজিষ্টার
প্রতিনিধি ইমপেটর জেনরল হইবেন।

সি, এ বকলি কিছুদিনের জন্য চতুর্থ
শ্রেণীতে যোগ্যতার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর হইবেন।

বীরভূমের দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজি-
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আর পাচে পাবনার
বদলী হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
ডবলিউ, এচ, এম গণ কিছুদিনের জন্য জাজি
পুর বিভাগের কার্য পাইবেন।

হাজারিবাগের নিম্ন লিখিত অতিরিক্ত সহ-
কারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাজগোপাল রায়।

ব্রিহৎচরণ লাল।

হাজারিবাগের সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু
কম্বারলাল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা
পাইলেন।

মৌলবী মহম্মদ উল মোবী গয়াতে দ্বিতীয়
শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

১৭ ই অক্টোবর। বাবু খন্দাধরায় সাহা-
বাদে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হই-
লেন।

মৌলবী মাখর হোসেন কিছুদিনের জন্য
চম্পারণে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হই-
লেন।

বীরভূমের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি
কালেক্টর বাবু তারিণী কুমার যোগ্য প্রথম শ্রেণীর
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, সি প্রিৎস মদীরাতে চতুর্থ শ্রেণীর
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জি, আর লাঠান প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজি-
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ ওয়েবস্টার তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি
মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ লোবন দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ হইবেন।

সি জি মেকাক প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও
কালেক্টর হইবেন।

ଉପାଧିକାରୀ ଏବଂ ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

এট এল হারিসন ঘোঁসিনীপুরে ফুটবল জেবীর
মার্জিটেট ও কালেক্টর হইবেন ।

ডবলিউ কেদার চাক্ত্য জেনীতে পুৰিহাৰ
মাজিষ্টেট এ কালেক্টৰ হইবেন।

ଡଃ. ଡକ୍ଟରମଣି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଆଇଡିଟି ମାଜି-
ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏ ଡେପୁଟି କାଲେକ୍ଟର ହେବେନ ।

এ শিখর প্রথম জেলীর প্রাতিমিহি মা'কাউটে
*ও কালোইব হইবে। জি এস পাক' তুটী
জেলীর মা'জিউটে ও কালোইব হইবে।

জে এস আরম্ভেও সূতীত জেনে। প্রতিদিন
মাঝিটোটে ও কালেট্টে গঠনেন।

ই. জি. মেক্সিমভ গুড্রীফ জেলীর প্রতিমি
মাজিষ্ট্রেট ও ক্যান্টনীর হটবের।

চট্টগ্রামের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এড. বি. বীমল পাটনায় বহুলী হটলে।

বাংলাদেশের চেপ্তারী সাজিয়েট ও চেপ্তারী
কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার গেম চট্টোপাধ্যায় বঙ্গলী
হইলেন

নিম্নলিখিত বিভাগের সব চেপ্তালী কালেক্টরেরা তৃতীয় খণ্ডের মালিকগণের ৭ নম্বর পার্সেল।

বাল্য পূর্বকল্পে রাষ্ট্র, জগৎকে সেবি, গৌরীকে
কালি চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরচন্দ্র ।

ବିଂସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ, କୁମାର, ଶ୍ରୀ ମନ ।

शाय बीरलाल रिश्ताम बनीया ।

শাক্ত-রূপাঙ্কিত-বঙ্গোপাখ্যান, টেজগবনি
পাণ্ডিত-অম্বতীকলাপ (সম. বঙ্গোপাখ্যান)

শি, ডি ফিল্ড বিজ্ঞানের জন্য জগলী ও
০৪ পরগনার অধিনিধি অতিরিক্ত ডিফিট
সেমন জল হইবে।

২২ এ অক্টোবর। কল্যাণ ওয়াকোপ সাহেব
কলিকাতার পুলিশ কমিশনকে কার্যভার লিখি-
তবে করিবেন। ওয়াকোপ সাহেব যেকোন
কর্তা করিয়াছেন, তাহাকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর
জিঃকে বনাবার দিচ্ছেন।

ই, বি, বেকার কিশোরীমন্ডের জমা পুলিসে
অভিনিধি দেপুটি ইন্সপেক্টর, জমরল হুদা
ফোন ।

১৪ ই অক্টোবর। তৃতীয় সেশনের ১৮ আই.
 ইন্ডিয়ান সাস্ট্রন সুধীনারায়ণ সিংহ বেহারের
 সাক্ষর। চিকিৎসালয়ের ভার লাটবেন।

তৃতীয় জেলার সব অসিষ্টান্ট সার্জন কৃষ্ণ
চরণ বসু যত্নে স্বাস্থ্যবিধির চিকিৎসালয়ে
করে পাইবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আনন্দিত হয়ে সন্তানদের
স্বাধীনতা বর্জন করে দেবে। মেধাবীরাও
স্বাধীনতার জন্য আবেগিত।

ਜਿ. ਥਾਈਂ

संज्ञा

ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଣ୍ଟରର ।

 Springer

আমাদিগের ধর্ম: ভূমিহীন সংসারবাদ।

মহাশয় ! এবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য ! পুজার
বন্ধে খীরভূমের অনেক স্থান শুষ্ক দেখি
বার অবসর হইয়াছিল । সর্বত্রই ভূমি শুষ্ক
হইয়া গিয়াছে । ধান্য কসল গাইবার কিছু
মাত্র আশা নাই । আজি এক মাস এদিকে
বুড়ি পাঁচ হয় নাই । দুর্ভিক্ষ নিবারণের
কোন উপায় হেথা যাঁহতেছে না । তারি
দিকে হাঁহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে । এখন
ইহাতেই দুর্ভিক্ষ সময়ে যে দরে পান্য বিক্রয়
হইয়া থাকে, সেই উচ্চ দরই চানিতে আরম্ভ
হইয়াছে । রাইপুর অঞ্চলে প্রতি টাকার
১৫ মৌল পের চাউল বিক্রয় হইতে যেম্বর
আসিয়াছি । মহাজনেরা অনেক স্থলে
চাউল বিক্রয় একবারে বন্ধ করিয়া দিল
হাজ । মহাশয় ! এই দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভ

১। বলপুর, আমদপুর, মাইতা প্রভৃতি

দীর্ঘায়ু কতিপয় ক্ষণে চাউলের অংশের
 হিম্মতেরে চলিয়া থাকে। এই ক্ষণের
 যতক্ষণেরা যখন চাউল রান্না করিতে
 না পারে তখন কতিপয় দ্রুতি রাখা।

২। যাবতীয় প্রবোধ শিক্ষার সংগত
রূপে এক একটি ছাত্র নিয়োগ করিয়া
(১৯৩১)

৩। বীরকৃষ্ণের কতিপয় প্রধান লোক
এ জমিদারীর অনেক ধান্য সঞ্চিত আছে।
অংশ দান হইবে মরিজ প্রভা মিশ্রকে ধান্য
(বারী) দিতে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত
করা।

৯। বিভিন্ন মজুর লোকেরা কার্যে পাঠিয়ে
বলিষ্ঠা গদর্ঘ্যমেষ্টের কোন কাজ আরম্ভ
করিয়া দেওয়া।

৬। বৌদ্ধদের স্থানে স্থানে অসহজ
খুলিয়া দেওয়া।

৩। বীরভূমের যে জমিদার এ সময়ের
বিশেষ ন্যায়দায়ক করিবেন তাঁকে বিশেষ
রূপে সম্বোধিত করা হইবে, এতদুপায়ে যোগ্য
পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

[illegible]

६६५॥३॥

ମାଧବ (ଅପ) : ବିଶେଷ ଆଦି ।

শ্রীমদভগবদ্গীতা-পাঠ্য । শ্রীমদভগবদ্গীতা-
 পদ্য-মঞ্জরী । শ্রীমদভগবদ্গীতা-
 পদ্য-মঞ্জরী । শ্রীমদভগবদ্গীতা-
 পদ্য-মঞ্জরী ।

লিপি প্রণয়ন জনকরক ভজা
পৌকিমা-৩. গাংচী দ্বিতর বিকছে বে
মকদমা উ- সাকা ভিসমিস
কাতের কারি নিধেদীভার শমাণ ৪৪
হাছে, সে বয়ে অদিক লেখা বহিলা
বোশ ৪৪

গোষ্ঠী ক্রি জেনারেল কং সাংকেদর
সংস্কৃত্য া বিনি শক্ত লিখিয়াছেন
ক্রি গ - যোমত্রিকাশে কং সাংকে
পের গুন - প্রোগের সাংক নিমন্তর অত্রকমে
পাংকরক, কং ক্রিগের ক্রোত নিমন্তর
করিয়াছেন। ক্রি গ- ক্রিগের ক্রিগের
সাংকেদর ক্রিগের ক্রিগের ক্রিগের
ক্রিগের ক্রিগের, গাং ক্রিগের।

শ্রী—সী—১৪৬৬ : অগ্নি উজ্জ্বল

নিগের যে ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা
মাত্র যেদেশে যোগ করা ভাষার সংশোধন
করিয়া প্রকাশনার্থে প্রেরণ করা। যদি
অন্যত্র হয়, তাহা হইলে এই পত্রখনি
এই ভাষার কোন পক্ষে প্রকাশ করা ভাল,
কারণ তাহা সমস্ত কিছ: প্রাক-প্রকাশক-
দের সম্মত সোমপ্রকাশের কোন সম্পর্ক
নাই। বিশেষ একজন সহযোগীর দ্বারা
কথা থাকিতে আমরা প্রকাশ করিতে
কুণ্ঠিত হইলাম।

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয়! অত্যাশ অত্যাশে আপনাদি
মিকট প্রথম সংবাদী পাঠ্যেতে অক্ষম
হিলাম।

পূর্বোক্তিতে তেজপুত্র আশ্রয় পদা-
ধটির নাম মিট্রিক বসন্তের আইরন। আমি
দেব প্রসিদ্ধ নবাবের রাজ্যের অন্তর্গত কর
রপুর নামক স্থানে পণ্ডিত-হইয়াছি। উক্ত
স্থানটি এখন হইতে আর ৪০ মাইল দূরত্ব।
তাহার দূরত্বের উপর্যুক্ত পণ্ডিত হইলাম যে
উহাতে কাকারোও কোন আনন্দ হয় নাই।
পূর্বোক্ত লেখা হইয়াছে যে উক্ত আনন্দিক
অংশে পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে বৃহৎ
নাকার গোলায় নামের তিনটি অংশ পণ্ডিটি
কেল এজেন্ট সংঘের দোষদার নিমিত্ত
সেই স্থানের তহসিলদার পাঠ্যেয়াছিলেন
তহসিল উক্ত ওজনে জগৎপরে ৩২,৫০ এবং
৪০ সের হইয়াছে। বেঁধেতে ঠিক কাস্ট
আইরনের সন্ধান। তাহারা ফেলিলে ঠিক
সেই রকম চকলা চকলা উঠিয়া আসে।
উহার এক টুকরা আপনাদি মিকট পাঠ্যেয়া
বলিয়া আনিয়াছিলাম, কোথায় ফেলিয়াছি,
এক্ষণে অরণ হইতেছে না।

মিরারের সংবাদদাতা বিশেষ জ্ঞানেন না
বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে করেন নাই।

কাকার সময় বগি উদ্ভীর্ণ করে নাই,
আকারটিও বর্ণনা হয় নাই; এতল রাহু
উদ্ভীর্ণ হয় নাই। যে সময়ে শতাব্দিক অংশে
বিভক্ত হইয়া নিশ্চিত হয় সেই সময়ে

অভিযয় শব্দ হইয়াছিল। অত্যা এই অবস্থা।

ভাটলপুর

১০ ই ফেব্রুয়ারি

১৮৭১

শ্রীভাট্য প্রসন্ন গুপ্ত

মুরমুরী কাব্য

প্রথম সর্গ।

(১)

মুরমুরীর কথা, বিচিত্র, মুরমুর,
বর্ণিতে বলনা; তাই আবার ভারতি।
ভাটগো তোমারে আজ বহুদিনান্তর।
মাস শুভ সন্ধ্যার অব্যাহত-গতি
বহু বার। ক্রমে ক্রমে ক্রমে অগ্নির
মৃত্যু-অভিযুগে ঘাই। তটিনী যেমতি
মুরমুরে দীরে দীরে দায় সিদ্ধপানে,
সেইজন জীবন-শ্রোত মৃত্যু-যুগে টানে।

(২)

কালচক্রে দিন রাত্র এক ছুই করে
মুরে গেল; বালকের বালক্য গিয়া,
মুরমুরে দেখাছিল; বহুদিন ধরে
বেশব উদ্ভত আশা বতন করিয়া,
বেঁধেছুর; পুণ্ডি ভাটা মানস-কবরে,
আবার জীবন-ভরি ঘাই ভাসিয়া,
সংসার-সাগরে; কুল মিলিবে কোথায়!
ঘটনার দাস জীব বুঝেছি ধরায়!

(৩)

এসংসার-চক্রে জীব ঘটনার দাস,
আগে তাহা বুঝি নাই; ভাবিতাম মনে,
খেলিতে যেমন খেলা আছে অভিলষ
পূর্ণ হবে; কিন্তু কই? কাল শ্রোত-সনে
সকল বে কলে গেল; বের উগাহস
করে মোরে গেল সব; কেবল মরনে
পড়িয়া রহিল ধরা; কিভাবে কি হলো
ভবিষ্যতে বিতে পদ চরণ কাণিল।

(৪)

হে ভারতি! কই তাহা পূর্ণ এসংসার।
শব্দ কপা তব তুমি, তোমারি ছায়ায়
ক্রান্ত হয়ে বসি তাই এক এক বার;
হারিয়া তখন যদি থাকে গো ধরায়
সে তব তুমি; হারিয়েকে রাজ্য অধিকার
তুমি দেও; যে তরঙ্গ হইবে বহু বার
অন্য কি বুঝিবে, কবি জানে বিলম্ব,
সে তরঙ্গে সন্ধ্যা যুগের কেমন।

(৫)

লোকে বলে তুমি নাকি সবার আদারে,
তাই আজ ভাকি বেধি! সেজন বরসে
উৎসর্গে এককূল হয়ে ডেকেছি তোমারে,
তুমিও বিরহাছ বেধা; গেঁথেছি সবার
কোমল কবিতা তার; সাগরের পারে
হস্তভাঙ্গা নিরাসিত কিরণেতে বলে,
অবিরাম গুহের কথা করিছে রোদন,
তোমার প্রসাধে তাই করেছি বর্নন।

(৬)

আজ এ হুতন সৃষ্টি, হুতন চন্দ্রা,
এবারে গড়িব এক তুবন ঘোঁড়ী
রমণীর শিরোমণি অগুরু মলনা,
উৎসর্গের গতি আছে, কিন্তু এ কামিনী,
করি যাতে দিব আর? করেছি বলনা,
সঁপিব তোমারি হাতে ০ ০ ০ ভগিনি!
যেজন সন্ধ্যা পূর্ণ জন্মের তোমার
তোমারে উৎসর্গ করা উপযুক্ত তার।

(৭)

চিতোরের মহারাজ পড়িলা সমরে,
কাটায়ে গগন পৃথী উঠে বাহ্যকার!
বাল বৃদ্ধ নরনারীবিদ্যার-সাগরে
তুবিল; সোণার পুত্রী হলো বহুকার;
কিহলো কিহলো বলে চরণের ভিতরে
সানাই বাজিল; বহু হলো পুত্র দ্বার;
রাণীদেব অভিনয় গগনে উঠিল;
শূঁকে শূঁকে তলে তলে প্রাসাদ কাণিল।

(৮)

কাণিল চিতোরপুত্রী ধর ধর করে,
হুতন বন-সেনা আসিয়া ঘেরিল।
চিতোরের দশা বেঁধে অনাগরি বরে
নিমানে মলিন রবি মরি লুকাইল;
সজ্জাসমগমে ক্রমে গগন উপরে
শত্রু'ন গৃহীনি আদি উড়িতে লাগিল।
অভাগা চিতোর তুই কাণেরে বদন,
ওই লুকাইল তোর মুখের ভগন!

(৯)

কালক্রণী এলো নিশি কালের ভগিনী,
বালবৃদ্ধ নরনারী আগে সজ্জন
আগের রাজ-সেনা; আগে কুলের কাশিনী,
যাহাই যাহাই হবে শত শত জন
কুকরিছে হারে হারে; আশা মর বিধী
এখন বিদ্যে ঘন বিরম বদন,
লইছে অশ্রু মত বীরের জন্মে,
আগিছে চিতোর আজ বসিয়া সন্ধ্যায়।

১২ই কার্তিক ১২৮০

বোমপ্রকাশ।

(১০)

এক পর দুইপর ক্রমে বয়ে যায়,
এলো এলো এলো করে সজাগ সকলে,
গভীর আঁধার হলো ছুঁচ-তেয়া-প্রাণ,
কাঁকী করে তাকে মিশি, তার পর তলে
মৃত-প্রাণ শুদ্ধ সব অঙ্গেরে ঘুমায়,
একাকী চিত্তের শুধু ভাসে চক্ষু-জলে।
তার সে দুঃখের সাক্ষী তুমিলো বামিনি!
বরা করে ঢাক তার অঙ্গ বিনোবিনি।

(১১)

কে ঘুমায়! কেবা জাগে! চিত্তেরনগরে!
রজনীর লম্বীনিদ্রা অঙ্গে ধরে ধারে,
কোথাও না পাঁচ স্থান! শরনের খরে
বিধবা দুবতী কেহ প্রাণের কুমারে
সুখ পাঁডাইয়া, নিজে চিত্তের সাগরে
মগ্ন আছে, পতি তার ভাসারে তাহারে
সেই বিন রণ ভূমে করিল শরন।
একা বসে ভাবে লতী করে দুমনন।

(১২)

এধেন সময়ে তত্ত্বা তাহার নরনে
দেখা দিল কণকাল, দেখিল দুবতী
দুঃস্থ স্বপন এক তাহার ভবনে
এসেছে, পুত্রটী তার বধিতে চূর্ণিত;
উর্ধ্বরে অভাগিনী কাঁহিল স্বপনে।
প্রকাশ হলোনা বর, শোকতরে লতী
গোঁ গোঁ করে লুটিতেছে শব্দার উপরে;
স্বচরীণ তার ছুটে এসে ধরে।

(১৩)

একপে চিত্তের-পুতী সজাগ সতরে;
হেন কালে ওকি শুনি রব তরুর?
একবারে বন্দক গেল পূর্ণ হয়ে;
কঁপিল পুতীর মূল, "মার মার ধর"
রবের উঠিল রোল, অস্ত্র পত্র লয়ে
রাজপথে ছুটো ছুটি করে লজ মর;
সাজো সাজো বলে দুর্গে নৌবত বাজিল
ভোপের উপর ভোপ বাগিতে লাগিল।

(১৪)

তুমি কিরে কাল-রাজি পোষাইবে আর!
সাজো সাজো আর নয়। রণভেদে যারা
এসেছিল, ওইভারা সাজিল আবার।
"আবার বিদায় দেও" দুহু অঙ্গ ধারা,
মিলি-বাঁহিল বীর, এক দৃষ্টি তার

রাজ-পথে, অনাদৃতি যথা ম'ব ধারা
কনীপ্রায় হত্যাশাগ তাহার কামিনী
অকলে কঁপিয়া দুখ কঁাবে অভাগিনী।

(১৫)

যারিক অভাগী দেখা পাবে প্রাণেশ্বর!
কণকাল রও নাথ! বারেক তোমারে
প্রবক্ষিণ করি! ধরে বাতুল অস্ত্র
ওই বরিতেছে বালা-প্রাণের সম্বারে;
যত প্রবক্ষিণ করে, প্রেমের সাগর
উৎপলিগা চক্ষু-ধরা বহে অঙ্গধারে।
এস্তরের মুক্তিমত প্রাণেশ্বর তার
দাঁড়ারে, তাহারো ঢকে বহে দুটী ধার।

(১৬)

বস্ বস্ আর নয়! ওই মার মার
শব্দ শোন ক্রমে যেন আসে আগুিরা;
বিদায়! বিদায়! যবি কি'রলো আবার
দেখা হবে, দুঃখাশুধি! আবার আগুিয়া
বিব প্রেম আলিঙ্গন, বিপরীত তার
ঘটে মরি তবে জিরে লওলো দেখিয়া
শেষ দেখা; জগদীশ কেনুন তোমার
আলি ভবে আসি তবে বিদায়! বিদায়!

(১৭)

বিদায়! বিদায়! বীর উদ্ব'নের প্রায়
ছুটিল দুর্গের বিকে। অনাথা করিনী
যেহুপ চাহিয়া থাকে, যে পণ্ডিতে বায়
পতি তার, সেই পথ চাহিয়া কামিনী
বহিল প্রস্তর মত; সলিল ধর'র
ভাসিল অধাংক দুখ, আলা অভাগিনী
বাবে কি? উঠে না পদ; তত্ত্বিতের মত
বহিল দাঁড়ারে যেন বুজি ত'দ্ব হত।

(১৮)

ক্রমে সে বুকের রোল ধর অঙ্গের
হল শূল রাজপুতী নিত্যস্ত অস্থির,
অববোধে কুল-বধু বাঁধে পরিকর;
ধারকী হয়ে বত রাজপুত বীর
বাঁডাচ্ছে ঘরে ঘারে, এবে প্রতি ঘর
এক এক দুর্গ হলো; পুঞ্জের কথির
চিত্তের বক দিয়ে বহিবেরে আজ,
সাজরে অভাগা পুতী সাজ সাজ সাজ।

(১৯মঃ)

ক্রিঃ—

এক শেষ করিয়া গিয়াছে। এমন দুঃস্থ কতি
অঙ্গ, যৈধ'নে অনাধিগণ্ড শোভাশ্রিৎ
লিত নাই। কথার বলে মড়ার উপর খাঁড়া,
এবার তাইট ঘটয়াছে। একেত রাজ্যের
এই শোভনীয় মনসা, তাহাতে জ্বরের
প্রভাণে লোকে আর নিশ্বাস কেলিবার অব
কাশ যাত্র পাঁহিতেছে না। আর যে কেবল
দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইতেছে এমন নহে,
দ্বাদে-দ্বাদে অনেক লোক মৃত্যু-প্রাণে ও
পতিত হইতেছে। একপ ভবিষ্যৎ বিশেষ
কারণও দেখা যাইতেছে। গত দুই বৎসর
বন্যা না হওয়াতে জল ব'হু দূষিত হইয়া
রহিয়াছে। গলিত বস্তুর বাষ্প ক্রমেই বৃদ্ধি
হইতেছে। এখানে পাঁচ অধিক পরিমাণে
জমে। খাল ভোবা প্রভৃতিতে জল না
থাকিল নহীতে ও সকল জাগ দিতে আরম্ভ
করিয়াছে। একে জল অঙ্গ পাঁচ জাগে
জল দূষিত হইয়া উঠিতেছে; লোকে ব্যব
হার না করিয়াও পারে না, এরিকে ব্যাধি-
যের হাত হইতে নিস্তারেরও কোন উপায়
নাই। যঁহারা রাজ্যের শান্তি রক্ষক, যে
পুলিষের হস্তে বাধ্য-রক্ষার তার রহিয়াছে,
তাঁহারা অনিষ্টায় অচেতন। নাবালক
রাজ্যের তরুর অর্ধ বিভক্তিত হইতেছে বটে,
কিন্তু পুলিষ কুচবিহারের লোকদিগকে কিছু
যাত্রও উপকার দিতেছে না। দুঃখের বিষয়
এই, উপরিবৃদ্ধ কার্য সচিবেরাও যথোচিত প্রতি
বিধানের পরামর্শ রহিয়াছেন। তাঁহাদের
এইরূপ নিকরোগিতা দেখিয়া আমাদের
মনে বিবির ও ভয়, উভয়ই উপস্থিত হই-
তেছে। জীপুজ কমিশনার সাহেব পাঁচাত্তরের
নিকট আমাদের এক প্রার্থনা, তিনি ইহার
একটী সন্তোষ সাহস উদ্ভাবন করুন, না
হইলে আর রাজ্য রক্ষা পার না। আমাদের
প্রগাঢ় আশা, তিনি বংশের মনোযোগী
হইয়া সজ্ঞিত পুঞ্জের উদ্বোধন অঙ্গকরণকে
প্রবোধিত করিবেন।

১২ই টোকা / ১৯৮০

গো: ১০ / ১৯৮০

গো: ১০ / ১৯৮০

গো: ১০ / ১৯৮০

গো: ১০ / ১৯৮০

গো: ১০ / ১৯৮০

গো: ১০ / ১৯৮০

লক্ষ্যবদ্ধ মহাশয়! গত বৎসর ওলাউ-
ঠার এই কুতুবিহার রাজ্যের দুঃস্থস্বা

নিম্নে ১০ টোকা ১৯৮০
১০ টোকা ১৯৮০

স্থাপিত বহু বিদ্যালয়ের বর্তমান বর্ষের ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষার যে যে ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া, রাজ-সভা বৃত্তি পাইবে, তাঁহাদের কলিকাতা যেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক চারি টাকা করিয়া সাহায্য দান করিবে, এতদ্বারা খরচ করিয়াছেন । এই যে তাঁহার প্রথম দানের চিত্র এতদ্বারা মনে ।

দ্বিতীয় উৎসাহ দিবার জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বেডেল (গবক) অর্থাৎ খালক দিগকে বেতন ও পুস্তক দান করিয়া শিক্ষা দিতেছেন । ক্রমিক ও বাবলারীদিগকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র বিদ্যালয়, বাণিক্যের জন্য বাণিক্য বিদ্যালয়, এবং ইংরাজী মধ্যম স্তরের বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া এঁদের স্বার্থ সাধন করিতেছেন । লোকের জ্ঞান ও গহনাগমন সুবিধার্থ পরিষ্কৃত দীঘি ও পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন । শ্রীমহীন প্রজাদের বন প্রাণ রক্ষার জন্য প্রচণ্ড বেগশালী ধূলা নদের উপর সুদূর দূর নির্মাণ করিয়া বন হারের সার্থকতা অর্জাইয়াছেন । রোগ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত অধিক দুলা উত্তমোত্তম ঔষধ প্রস্তুত ও ডাক্তারি মতের ঔষধ অকাতরে প্রদান করিয়া অনেক লোকের জীবনদান করিতেছেন । ফলতঃ সর্ব প্রকারে তাঁহার অত্যাশ্রয় লোকের উপকার চিত্তে নিযুক্ত তিনি সকলের নিকট স্বাধাধা তাহার সন্মুখ নাই ।

গোবরাহড়) অল
১৮৭৩
২ই অক্টোবর

জি—

নদীরান নদী ।

সন ১৮৭৩ সাল ১৭ ই অক্টোবর ।	
স্থানের নাম	লক্ষ্যমতি জল
	ফীট ইক
চৌরাসির মীচে	১০ ৩
তথা হইতে হরপুর	৬ ৩
তথা হইতে জদিপুর	
১ মাইলের মধ্যে	৮
২ মাইলের মধ্যে	৮
৩ মাইলের মধ্যে	৮

বহরমপুর হইতে কাটোরা

৪০ মাইলের মধ্যে ৮ ৩

কাটোরা হইতে নদীরা

৪৩ মাইলের মধ্যে ১২ ৩

সন ১৮৭৩ সালের ২০ ই অক্টোবর বহরমপুর গজ বাটের জলের মাপ ।

ফীট ইক

৮ ১১

বহরমপুর } জি.জি.সি. সি. ই. উইলকিন্স
২০ অক্টোবর } ক্রিউস্টন ইঞ্জিনিয়ার নদীরা
১৮৭৩ } লোকাল রিবার ডিভিশন ।

দুলা প্রাক্তি ।

আমরা স্তম্ভজ্ঞানসরকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সোমগ্রকাশের দুলা প্রেরণ করিয়াছেন ।

- জি.জি.সি. সি. ই. উইলকিন্স ১০
- করিমোহন চট্টোপাধ্যায় ১০
- জলপাইগুড়ি ১০
- রাধানাথ বড়ুয়া ১০
- গোঁড়াটা ১০

১২৭৩ অব্দের অক্টোবর ও ১২৮০ সালের
কার্তিক মাসে যে সকল গ্রন্থিক মহাশয়ের
সোমগ্রকাশের দুলা শেষ হইবে, নিম্নে
তাঁহাদের স্বাক্ষর নাম প্রকাশিত হইল ।

জি.জি.সি. সি. ই. উইলকিন্স রায় মহাশয়
বেহুড়া গ্রাম ।

- অম্বাচন্দ্র দত্ত মহোপাধ্যায়
উলা বীরনগর ।
- মুন্সিলাল রায় মুন্সেফ
চৌকী বারীরাখালি ।
- সিদ্ধেশ্বর রায়
চকরীঘাট গোঁড়াটা ।
- কানীচন্দ্র রায় বাগবাটী
গোঁড়াটা ।
- পুলিনচন্দ্র রায়—কল্যাণচন্দ্র নাম ।
- বহুনাথ চক্রবর্তী লক্ষ্যমতি
পৌরা গ্রাম ।
- মোহন চন্দ্র—ভারতপুর ।
- বিশ্বনাথ পাণ্ডা—ভারতপুর ।

* কিশোরচন্দ্র রায়

বহরমপুর উকীলবাড়ি ।

* ভোলানাথ দাস—বোম্বে গোঁড়াটা

* ছবিলাল সরকার বোম্বে

রাজমহল ।

* রসময় দাস—ভারতপুর

মুন্সি রসিউল্লাহ বাবেজার—আলাহাবাদ

* বরেন্দ্র চক্রবর্তী—রাধাকামপুর ।

মুন্সি দ্বায় আলী দিয়া চৌধুরী

সাহেব—ভারতপুর

* ললিত মোহন সরকার—জি.জি.সি. সি. ই. উইলকিন্স

* টেকলানাথ বিশ্বাস অম্বাচন্দ্র

বড়ুয়া ।

* কিশোরচন্দ্র বসু—আলাহাবাদ

* জিনাভুলা সুলতান দার

আখানগর গ্রাম ।

* উপেন্দ্রনাথ মিশ্র—গ্রাম চাঁচিরাডা

* দীনাথ গাল—মুন্সিলাল রায়

* অম্বাচন্দ্র দাস

কবিরাজ বাড়ী মণগ্রাম ।

* শিতলচন্দ্র বাগচি

লক্ষ্যমতি পুন্ডী ।

* মহানন্দ রায়—ভারতপুর

* গোবিন্দ প্রসাদ বোম্বে

যৌজে দুলাতা গ্রাম ।

* হরপ্রসাদ তট্টোচা

কাকদ মহিষা ।

* যেনীনাথ রায়

পুন্ডীলাল ।

* নবীনচন্দ্র কোত্তর—সেখপুর ।

* হরকানাথ ওহ—ময়মন সিংহ ।

* জি.জি.সি. সি. ই. উইলকিন্স—ভারতপুর ।

* আদিত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিমলা পাহাড় ।

* জি.জি.সি. সি. ই. উইলকিন্স—জলপাইগুড়ি ।

* বাবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গোঁড়াটা ।

* বগুড়া পল্লীসক লাইজেরি—বগুড়া ।

* এই পত্র

সোণাপুর টেম্পেল

জি.জি.সি. সি. ই. উইলকিন্স

প্রতি-সোমবার

লক্ষ্যমতি, ভারতপুর

রেজিকেরি করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৪ নং ভাগ।

৪২ সংখ্যা।

“প্রবক্তাণাং প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ সম্বলন্তী অনিমন্তনী ন হ্যযত।”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাপ্তাহিক ৪৪ টাকা।

সন ১২৮০। ১২ এ কার্তিক। ইং ১৮৭৩। ৩ রা নবেম্বর

মহাশয়ে আত্মলসাময়িক অগ্রিম
বার্ষিক ১০। মূল টাকা এবং
সাপ্তাহিক ৪৪০ টাকা।

১ নং

শুভ সন্তান জন্ম।

কলিকাতা ১৪ নং মির্জাপুর লেন জেসি
ডেপ্সি কালেক্টর উত্তর পূর্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

শঙ্কর বিহার কর্তব্যী।

অর্থাৎ শঙ্কর দ্বিধির সার সুসারে

শ্রীমন্তগবৎ পুত্রাপাদ লক্ষ্যার্থী স্বামির
জীবন চরিত্র।

জগদান শঙ্করচর্চা। স্বামির জীবন
চরিত্র, জন্মাবধি স্বর্গায় গমন পর্যন্ত সমস্ত
বৃত্তান্ত অলৌকিক কীর্তি ও বিচর ও বিধি
কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, বিধিভঙ্গ-সার
গ্রন্থ হইতে বহুভাষায় গদ্য-প্রবন্ধে বর্ণনা
যোগ্য স্থানে মূল গ্রন্থ, অর্থ সহিত বিচিত্র
হইয়া, উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপে
মুদ্রাক্ষিত হইয়া, বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

গ্রন্থ অতি উপায়েতর বাক্য অবলোকনে
শাস্ত্রের তাৎপর্য ও তত্ত্বজ্ঞানের সম্বন্ধ ও
উপায় বোধ কর, যে মহাশয়ের প্রবন্ধ-ভিলাষ
কর কলিকাতা পটলভাঙ্গার শুভ ক্রমে ও
বারান্দা দেবদারপুত্রে প্রযুক্ত কাশীদাস
মিত্রের নিকটে এবং একান্তভাবে মৌন
গড়ে প্রযুক্ত শশীভূষণ মিত্রের নিকটে মূল্য ও
ডাক মন্তর পাঠাইলে পাঠিবেন, পত্র
বেহারি। পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

স্বাক্ষর কারাগণের প্রতি

প্রতি খণ্ড

বিনা স্বাক্ষরকারী

ডাকমাফল প্রতি খণ্ড

শ্রীমন্তচরণ শুভ কর্মাদ, ক।

মৃত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাবাজি
সের ইষ্টেট জুজ নিয়ন্ত্রিত সম্পত্তি সকল
পাঠা দেওয়া হইবে।

১ নং লাট। ২৪ পরগনার অন্তর্গত,
হাবিলদার পরগনাস্থিত এবং ৩১৭ নং
কালেক্টরীর হৌদীজুজ তালুক কিসমত
ইচাপুর এবং নবাবগঞ্জ।

২ নং লাট। হুগলী রেলার অন্তর্গত বড়
পাইকান পরগনাস্থিত ৩৮৯৯ এবং ৩৯৯৩
নং কালেক্টরীর হৌদীজুজ তালুক কিসমত
হাবড়া ও চর হাবড়া।

৩ নং লাট। ২৪ পরগনার অন্তর্গত
এবং কলিকাতা পরগনাস্থিত এবং ১৫৬ নং
কালেক্টরীর হৌদীজুজ তালুক মৌজে মুক
চর। এবং উক্ত পরগনাস্থিত ২৭৬ নং কালেক্টরীর
হৌদীজুজ মোহনপুরস্থ মাকরাণ ভূমি
সকল।

অন্যান্য বিষয় এবং পাটের অপরাপর
সরভের জন্য উক্ত রাজা বাবাজির একত্রি
কিউটার প্রযুক্ত বাবু আমনন্দকৃষ্ণ বহু এবং
প্রযুক্ত বাবু শ্যামলাল মিত্রের রাজা নবকৃষ্ণের
পুত্র ৬৪ নং বাটীস্থিত অফিসে কিম্বা প্রচার
হের উত্তীর্ণ প্রযুক্ত বাবু সিননাথ বসুর ওলড
পোষ্ট অফিস প্রুটি ও নং অফিসে অন্তঃ
স্থান করিলে পাঠিতে পারেন।

১৮৭৩ সালের ৭ ই নবেম্বর শুক্রবার
বেলা ৫ টা পর্যন্ত পূর্বীক স্থান সকলে
পাটের সরগাও প্রবন্ধ করা হইবে এবং
ইজ্ঞা মাসের ৮ ই শনিবার বেলা ১ টা
হইতে ২ টা পর্যন্ত নিলামের ডাক হইবে।

এবং (অন্য সকল স্থিতি নহে) হাট্টেই
রিড, কে দেওয়া হইবে।

“শাস্ত্র কর্তব্য।”

সর রাজা রাধাকান্ত বাবাজির

সংস্কৃত অভিজ্ঞান দ্বিতীয়

বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক রূপে বাবলা ও দেব-নাগ-
রাকরে ডিমাই ৪ পোজি কর্ণার ২০ কন্ডা
করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড
প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক
টাকা ডাকমাফল ৮ আনা। যিনি প্রাক্তন
শ্রৌণী জুজ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্র-
হুহ পুস্তক খীর নাম ধাম সবলিত লি
কলিকাতা শোভাবাজার প্রযুক্ত কুমার
ইপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবাজির নিকট পাঠাইবেন।
জীবনদাক্ষিণ্য দ্বিতীয় কোং

২৪৭ রজনীকান্ত শুভ সন্তান জন্ম
করনের চরিত্র অর্থাৎ দীর্ঘকালীন প্রবন্ধ
করনের গোপালদেব জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০০
ডাকমাফল ৮ আনা। মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্ত।

জালবাজার কলিকাতা, প্রযুক্ত কাস চট্টোপাধ্যায়ের
চাইনি কলিকাতা।

প্রযুক্ত বাবু গঙ্গাধরদাস মুখোপাধ্যায়
এম বি--মহাশয়ের কৃত বহু ভাষায় এবং
শিখ নিয়ন্ত্রিত ডাক্তারি পুস্তকালয়
আমার নিকট প্রাপ্ত।

প্রাক্তন অর মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাকমাফল ৮।

ঐ বিচারক মূল্য ১০ ডাক মাসুল
১০০ টাকা মূল্যে ১০ ডাক মাসুল ১০
মাস ১০০ খান উত্তম ছাত্র সমেত এনাটমি
প্রথম বর্ষ মূল্য ৪০ ডাক মাসুল ১০ আনা
মাত্র।

মাসিক শাস্ত্র মূল্য ২, ডাক মাসুল ১০ খান,
বিশ্ব প্রাকটিক্যাল অব মেডিসিন বাঁটার
বই প্রথম বর্ষ ১০ টাকা মূল্যে লাই
ব্রেন্স, ব্রিটানের দ্বিতীয় বর্ষের আবশ্যিক
বইয়ে অর্থাৎ বইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাক,
মাসিক দেওয়া হইবেক। ব্রিটানের প্রয়োজন
কর তাঁহার যেন টাকা ও ডাক মাসুল কিংবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার করিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ-
য়ের কৃত বাস্টিকিংস মূল্য ৩, ডাক
মাসুল ১০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ড. দুর্জয়দাস কল মহাশ-
য়ের কৃত মেট্রিকা মেডিক্যাল অর্থাৎ ভৈষজ্য
কল্যাণী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাসুল ৪০ টাকার
কৃত ভিউস ইত্যাদি বইতে ব্যবস্থাপত্র সমি
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাসুল ১০।

ডাক্তার জিগুজ বাবু কল্যাণী ও প্র
মহাশয়ের কৃত হুডন শার্জি অর্থাৎ শস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্তি মতি মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাসুল পাঠিক পড়ে ৫০। বাবু কেত-
নাম ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভূষণ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাসুল ১০।

কলিকাতা
কল্যাণী
কল্যাণী
কল্যাণী

—০০০—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়াক

বহি কাচাব প্রস্তুত নির্দিষ্ট কোন প্রকার
প্রমাণাবলীকর আদেশ ব্রিলিজেট দিয়া
প্রাপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত প্রমাণের জরুরি বিক্রয়ার্থ
প্রাপ্ত আছে।

প্রথম বর্ষ প্রস্তুত নির্দিষ্ট নকশার পাঠিক
মূল্য ১০ টাকার নিমিত্ত হুইফন জন্মণ ও
১০ টাকার।

উত্তমী দেশীয় ছাত্রের টাইল উট
অধিকারে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্দশ
টাইল উট।

ফারাব গ্রিক।

ফারাব গ্রিক।

বাস্তব-অন্যায় ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রকৃত
পাঠিক, টাইল এবং ফারাব গ্রিক প্রকৃতি
নিমিত্ত হইয়াছে, আবশ্যিক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রাপ্ত
করিয়া দিবেক।
কলিকাতা

৭ নং ডেভিডস স্ট্রীট

বঙ্গভাষার।

ক্রিমিক্যাল মেডিসিন এণ্ড

ক্রিমিক্যাল ডায়গনোসিস

অব ডিক্শনারি

অর্থাৎ

রোগ-বিচার এবং ব্যাধির

ভৌতিক ও তত্ত্ব নিয়ম।

ডাক্তার যত্নাথ সুবোপাধ্যায়কৃত উপরি
উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচার
কলনের ৮ পোলি ফারাব ৩০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩
ডাকমাসুল ১০ আনা। উপরি বাক্যই অতি
পোক্ত এবং ইন্দ্রিয়। চতুর্দশ প্রকৃতির
নিকট ১০ কল্যাণী কল্যাণীর কল্যাণী
ষ্টেনে জি বাবু ও কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের
নিকট প্রাপ্তব্য।

তৎকালীন অন্যান্য পুস্তক।

১। সুবিধারবৎ আশ্রয় মনোনিবেশ
৬ টি ভাগ একত্র বাক্যই, মূল্য ২, ডাকমাসুল
১০ উক্ত টাইলিকার পাঠ্য। যার পক্ষে
নীচের কি কি নিয়মে চর্চিত কর, প্রথম
সময় কি কি বসিলে চর্চিত কর পাঠ না,
নিরাপদে চলব করিতে পারে, আর নিম্ন
কৃষ্টি ৬ ওয়া অর্থাৎ দুই বৎসর পক্ষ
ছাত্রকে বিশ্রামে আনিপালন করিতে কর
একটালি এবং শিশুদিগে। প্রচার পূর্ণ-
লক্ষণ ও তাৎপারিগে। কলিকাতা পুস্তক
পাঠ্য চিকিৎসা প্রকাশী, এতদ্বিধা বাস
কেন ব্যাধির চিকিৎসা, পুনঃ পুনঃ পত্রপ্রদ
নিবারণোপায়, চক্ষুবৎসর চিকিৎসা প্রকৃতি
অন্যান্য বহুবিধ অবশ্য প্রাপ্তব্য বিষয় এই

পুস্তকে কল্যাণীকল্যাণীকৃত অতি সরল চর্চিত
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের সুবি-
ধার নিমিত্ত উপরি মূল্য ৩ টাকার পরিবর্তে
২ টাকা অবধারণ করা গেল।

২। কল্যাণী অর্থাৎ বিহুটিকা রোগের
চিকিৎসা মূল্য ৪০। এতদ্বিধা চিকিৎসা
প্রকাশী অবলম্বন করিয়া ১০০ জন রোগীর
মধ্যে ৮০ জনকে বাঁচাইতে পারা যায়।

৩। বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণালে অর্থাৎ
চিকিৎসা-দর্শন, মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল ২০০ ৬ টাকা।

৪। শরীর-পাণ্ডিত্য (৫ ম সংস্করণ)

মূল্য ১০

৫। উদ্ভিদ বিচার (বোটাণি) ১০

৬। কুইনস্ প্রোগ-প্রকাশী ১০

প্রত্যেকের ডাকমাসুল এক আনা।

উক্ত টাইলিকার পাঠ্য যার।

কলিকাতা

কলিকাতা ১১ নং ডেভিডস স্ট্রীট

ইউরোপীয় বইতে মেডিসিন পুস্তক
যে বাসকাটা বইতে ছল পাঠ্য মূল্য ৩
বাক্যের জন্য পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।
যে সকল নৌক। হিন্দুদিগের অধিক জন
অবিশ্বাস করে না, পাঠ্য এই বাসে বাস-
কাটা করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গিল্ডার

লেপটনেট কর্নেল আর ই

অফ সার্জি হরেন্ট মেজেরটারি

স্বাধীন পদবীমুক্ত পাবলিক ওয়াক

ডিপার্টমেন্ট, ইরিগেশন ব্রাঞ্চ।

—০০০—

১৮৬৮ অক্টোবর ১৫ এবং ২২ নং মক
কল্যাণী বাসাতে শ্রীমত কল্যাণী দাসী বানী
ও জিগুজ বাবু আনন্দরূপ বহু প্রকৃতি
প্রতিবাদী থাকেন সেই মকল্যাণী কল্যাণী
হইতে যে নিম্পত্তি হয় এবং ১৮৬৯ অক্টোবর
৬ টি অক্টোবর তারিখে যে মকল্যাণী নিম্পত্তি
হয় এবং গত মে মাসে পূর্ণোক্ত আদালত
যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তদনুসারে গত মাস
রাখা বাসে দেব বাসার মকল্যাণী হইতে
কল্যাণী নিম্পত্তি মকল্যাণী পদবী দেওয়া
হইবে।

১ ম। কালেকটরীর তৌজী জুজ ১৫৭ ম। ইষ্টেটের মধ্যে গোকুলনগর, বিষ্ণুপুর ও শিখরবাণী এই নয় পত্তনী তরফ বাতীত এবং কিসমত পরগণা কলিকাতা মৌজে সুখের বাতীত, যেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কিসমত পরগণা বর্তমানস্থিত সমুদায় জুমি। ১০৫ ম। ৩০৫ ম। কালেকটরীর তৌজী জুজ মুচাপাহা পরগণার অন্তর্গত কিসমত উদয়পুর ও খলহাড়া। ৩ ম। ১২৬৬ ম। কালেকটরীর তৌজী জুজ লাকরাজ জুমি। ৪ ম। ১০৩৬ ম। কালেকটরীর তৌজী জুজ লাকরাজ জুমি। এতোক তরফে যে সকল খাস কিম্বা ঠিকার মহল আছে এবং যে সকল লাকরাজ জুমি অথবা চাউ প্রভৃতি আছে সে সমুদায় ঐ পত্তনীর অন্তর্গত থাকবে।

৮ ই নবেম্বর বেলা ১ টার সময় রত্ন সাঃ রাধাকান্ত দেব বাগাড়রের একজিকিটের শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বহু এবং শ্যামলাল মিত্র মহাশয়দিগের, রাজা নবরত্নের ছুটি ৬৪ ম। বাতীস্থিত আফিসে পূর্ণোক্ত পত্তনীর বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইবে।

যদি বিবি কোর্টের অমুমতি গ্রহণ পূর্বক এই পত্তনী চাউএষ্ট বিচারকে দেওয়া হইবে। এতোক তরফের এবং খাস কিম্বা ঠিকার মহল সবলের কিম্বা চাউ প্রভৃতির খরচা বাদে, বর্তমান উপস্থিতিতে রাখিয়া ঐ পত্তনীর দর দেওয়া হইবে, এবং ঐ পত্তনীর মধ্যে পত্তনী গ্রহণকারিদিগকে ১০০ পণ্ডা করিয়া দিতে হইবে, যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব আংশানুসারে যদি কখন অকল্পনীয়রূপে লাভ করিয়া দেওয়া হইবে। শ্রীমতী কল্যাণী দাসী, কুমার নাজের নারায়ণ দেব, কুমার কল্যাণদাস, রণ দেব এবং কুমার অরেন্দ্র নাথ দেব।

পূর্ণোক্ত বর্তমান পত্তনীর এবং তরফ বাদে অপর সমগ্র জমিদারী এক লাটে কেত লইতে চাই, তাঁহার আবেদন চ্যে হইবে, কিম্বা একটী একটী তরফ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য যদি কেহ অভিলাষী হন তাহাও লইতে পারেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সংবাদ জানিবার ইচ্ছা হইলে পূর্ণোক্ত মাজুজ বাবু

আনন্দ কৃষ্ণ বহু এবং শ্যামলাল মিত্রের আফিসে কিম্বা তাঁহাদের উকীল বাবু দিন নাথ বহুর ওলন্ড পোষ্ট অফিস ছুটি ৬ নং বাতীস্থিত আফিসে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।



ইশতেহার নামা কাছারি রেং ওয়ে
ডেপুটী কালেকটর একলাস
শ্রীযুক্ত মে উইলিয়াম হেসাম
সার্জেব একটী, রেলওয়ে
ডেপুটী কালেকটর।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে জেলা মুর সদাবারের অন্তর্গত রেলওয়ে লাইনের উত্তর পার্শ্বস্থিত বাজে অস্থি বিঃ শ্রেণীর ১৪৯০/ বিঘা জমির শ্রীযুক্ত সরদার বাহাদুর, মালিকী বহু, বর্তমান মাসের ১৫ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারের লিখিত নিয়মানুসারে সন ১৮৭৩ সালের ১০ ই নবেম্বর মোং বাঙ্গালী সন ১২৮০

পরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির মোকাম সিঁহিয়ার কাছারিতে নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ নীলাম হইবেক তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ বর্তমানে আবাদ হইতেছে, অবশিষ্টাংশ খালি রাখিলে আবাদের যোগ্য হইতে পারিবেক।

ঐ সকল জমি তথাকার প্রচলিত ধার অপেক্ষা কম ভদ্রায় ক্রয়ণে সন করিতে জ্ঞাত করে এবং নিম্নের নীলাম হইবেক যে কেউ চাকার চাউইতে চাহেনক তিনি আর এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩ } মে উইলিয়াম হেসাম
২২ অক্টবর } একটী রেলওয়ে ডেপুটী
কালেকটর

১৯ এ কার্তিক ১২৮০

আর চুক্তি হইবে: সত্যাবস্থা নাই।

এবার বঙ্গদেশে চুক্তি নিষিদ্ধ।
গতবার ভাল চাল হয় নাই, কৃষকেরা

অবসন্ন হইয়া আছে, এবার তাহার উপরে এই নিদারুণ আঘাত। এবার কৃষক ও ইতার শ্রেণীর রক্ষা নাই। গবর্ণমেন্ট জমীদার ও ধনবানদিগের এই সময়ে তাহাদিগের রক্ষার্থ সমস্ত হস্তান্তর কর্তব্য। গবর্ণমেন্ট কেবল চিন্তা যাউ প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেন্টের দাতব্য চিকিৎসাদি কার্যের ন্যায় এ কার্যও অনেক উপার্গ্য আছে। মেই উপার্গ্য তাহা কাহারো হিদিগের প্রকৃত উপকার লাভ হয় না। আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেন্টে রাস্তা ঘাটাদির কায্য আরম্ভ করুন এবং বঙ্গদেশ হইতে চাউনের প্রচলিত বন্ধা করিয়া দিন। নিম্নের ব্যবসায়ীরা শস্য কৃষকের সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। স্বল্প মূল্য-ক্রীত শস্য বহুগুলো বিক্রয় করিয়া এককালে বড় মালুম হইবে এই তাহাদিগের বাসনা। অতএব যাহাতে তাহারা উচ্ছাসিত অসদত মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে, প্ররূপ করিয়া চাউ মোহ মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কর্তব্য। যে স্থানে আমদানী কম হইবে, গবর্ণমেন্টে ক্রয় নিজে সেখানে আমদানী করিতে চাহবে। এ ব্যবসায় বাণিজ্যনিয়মের নিয়ন্ত্রণ বটে, কিন্তু আশংক্যে এতদব মূল্য একান্ত আবশ্যিক। আশংক্যে মূল্য পতনপালন প্রায় চলে না। নিয়ম প্রতিপালন করিতে গেলে অনেক সময়ে মোহ পল্লের প্রায়শ চলে যায়। বিদ্রোহ হইয়া তাহার প্রমাণ জল। বিদ্রোহ হইলে ৩৪ জন লোকের অগারাদের অনুপ্রাণিত হইয়া দণ্ড চণ্ড তত্বপালে শত শত লোক কি বিনা বিচারে হত হইল। বীড়ন সাহেবের সময়ে আমদানী প্রাচীরে এইরূপ উপদেশ দিয়া সময়ে সাবধান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের কথায় আস্থা করেন নাই।

শেষে তাহাকে অত্যাশঙ্কিত করিতে চাইয়াছিল। কায়েম সাহেব সুচতুর লোক, তিনি তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব ইচ্ছা যে প্রতি আমাদিগের এই উপদেশ বিবেচন করিয়া আমরা ইহা মনে করিতে পারি।

গতভাবে আমরা বলিয়াছি যে নবী মের দণ্ডী আত্মসম্মত হইয়াছে। বিচাপতিয়া আইন অনুসারে যাচা করিয়া তাহা করিয়াছেন। এক্ষণে দেশের সকল ভাগ লোকে একত্র হইয়া দণ্ডের লঘুতার জন্য লেপ্টেনেন্ট গবর্নরকে অনুরোধ করুন। তাহাড়া পুলিশের নিমণ্ডার তারাচাঁদ এবং দুর্ভাগ্য ও প্রবঞ্চক বেলিওলমদখন তাঁহার ক্রপার পাত্র হইল তখন এই দরিদ্র জাফান যুবা নিশ্চয়ই অনুগ্রহের উপযুক্ত। নবী যে কার্য করিয়াছিল তাহাতে কাপুরুষতা, হঠকারিতা ও নিকরুর্জিতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কোন দুরভিসন্ধি প্রকাশিত হয় নাই। এলোকেশীর উপর বিদ্বেষ বা ক্রোধ পরবশ হইয়া সে এই কার্য করে নাই, বিপদে পড়িয়া হতাশ হইয়াই এই কাপুরুষতা করিয়াছিল। কার্যটি অতি দুসার্য্য হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। সেট জনাট আমরা তাহার কিছু দণ্ড আবশ্যক মনে করি। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর এক চতুর্ভাগ্য যুবার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। তাঁহার ব্যবহার জীবন নিকাগনের সংবাদে শত শত লোক প্রাণে বেদনা পাইয়াছে। দণ্ডের চমুতা সম্পাদন করিলে তিনি অনেকের আশ্রয় ও প্রশংসার ভাজন হইবেন।

সংবাদ:

১৯ এ কার্তিক ১২৮০-এ ও নবী

কালে সমানে। রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় অবধি ইহার মতিমা বর্ণিত হইয়া আসি তেছে। যিনি ইহার দান হন, তাঁহার উৎসাহ দশা বহু শীঘ্র আসন্ন হয়, অন্য কোন বাসনামত ব্যক্তির হস্ত শীঘ্র দশা বিপর্য্য ঘটনা। কোন দেশেই জুয়া খেলার এ উৎসাহ বৈলক্ষ্য্য নাই। কিন্তু ইহার দণ্ড বিধির দেশ ভেদে বহু বৈলক্ষ্য্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা গঢ়াচর দেখিতে পাই, কলিকাতার হাটে বাজারে ও রাস্তায় রাস্তায় জুয়া খেলা হয়, কিন্তু কেহ কিছু বলে না। দণ্ড দূরে থাকুক, পুলিশের লোকেরা দাঁড়াইয়া তাহা দেখে। সে দিন তাঁর কেশেরে ঘাইবার পথে জুয়াখিদিগের দৌঃস্বঃ লইয়া আন্দোলন হইল; কিন্তু তাহার কি বিশেষ দল হইল আমরা জানিতে পারিলাম না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আইন এট, কেহ মক করিয়া জুয়া খেলিলে তাহার দণ্ড হয় না, জুয়া খেলা যাহার ব্যবসায় তাঁহার দণ্ড হয়। মজলিস পাজিপুরে আদার একটি নূতন দণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি কতকগুলি লোক লইয়া অঃপুুরের অতি নিম্নত স্থানে জুয়া খেলিতেছিল। গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সংবাদ দিলে তিনি দল দল লইয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া জীড়া স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনেকই প্রসন্ন করিল। যাহার বাটী, সে ব্যক্তি ও আর কয় জন ধৃত হইল। তাহারা পলায়ন্যার, তাহা দিগের জুতা সেই স্থানে পড়িয়াছিল। পুলিশ সেই জুতাগুলি জনান জুয়ারির মস্তকে দিয়া রাস্তা দিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। মাজিষ্ট্রেট তাহা ৫০ টাকা দণ্ড করিলেন। পাঠকগণ! পাজিপুরে এক জুয়া খেলার দলী দণ্ড। অর্থ দণ্ডী মাজিষ্ট্রেটের এবং জুতা বহা

দণ্ডী পুলিশের হস্তগত। পাঠকগণ বলুন এটা কি নূতনবিধ দণ্ড নয়? যাহাকে জুতা বহান হইয়াছে, শুনিলাম তাহার অনেক টাকা আছে। পাঠকগণ! একটি কথা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, যাহারা ইচ্ছা করিয়া জুয়া খেলে তাহা দিগের দণ্ড হয় না, এক্ষণ নিয়ম হইবার কারণ এই সাহেবেরা সময়ে সময়ে খেলিয়া থাকেন।

—১২—

বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিম

প্রদেশের

উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যে পারিশ্রম কট্ট-খোকার ও মাংসাদিক দ্রব্য দর্শন করিলে বঙ্গবাসী কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত অনেক সুখী বলিয়া বোধ হয়। এখানকার কৃষকেরা যদি উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের কৃষকদিগের ন্যায় কট্ট ও পাতি মক করিয়া কৃষিকার্য্য নির্বাহ করে, বোধ করি ইহাদিগকে কোন প্রকার মাংসাদিক দ্রব্যের সুখ দর্শন করিতে হয় না। বঙ্গদেশের লোকেরা অন্য অন্য দেশের অপেক্ষা অধিকতর দৈবপরায়ণ, এখানকার কৃষকেরাও এ নিয়মের বহিষ্কৃত নহে। ইহারা কৃষিকার্য্যের বিষয়ে শর্জ্জন্য দেবের মুখ নিীক্ষণ করিয়া থাকে, যদি দেব প্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, যদি তিনি অপ্রসন্ন হইলেন, ইহাদিগের দ্রব্যের অবধি রহিল না। উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের কৃষকেরা এক্ষণ দৈবপর ও অসমপ্রকৃতি নহে। তাহারা দৈবকে পরাস্ত করিয়া আত্ম-পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি সুরতি হয়, তাহাদিগের বাগ ও আমের লাগব হয় এই মাত্র; কিন্তু যদি সময়ে রুটি না হয়, তাহারা বঙ্গদেশের কৃষকদিগের ন্যায় ভয়োৎসাহ হয় না। তাহারা যেরূপে ও যে অনুবিধা ভোগ করিয়া কৃষিকার্য্য

নির্ধারিত করে, তদনুযায়ী শুনিতে বঙ্গদেশে
শীঘ্র ক্রয়করিগে। সমস্ত প্রজার অবনত
হয় সম্বোধন নাই।

প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি
বঙ্গদেশের ভূমির মায় উৎসর্গ নয়।
উহার উৎসর্গতা সম্পাদনার্থ ক্রয়করিগকে
বিস্তার পরীক্ষাম করিতে ও বিস্তার ব্যয়
করিয়া কেত্রে সার প্রভৃতি বিতে হয়।
পরিশ্রমের পরিণতি নাই। ক্রয়ক
জাদি লইয়া সমস্ত দিন কেতের কাজ
করে। কেতগুলি এমনি পরিশুদ্ধ করিয়া
তুলে বেঁধিলে নয়ন ও মনের সর্বাংশ
তৃপ্তিলাভ হয়। বঙ্গদেশের ক্রয়কেরা
কেতের একরূপ কাজ করিতে জানেন না
বলিলে অতুক্তি হয় না। এদেশে ক্রয়
কেরা কেতের ত্রৈরূপ কাজ করিলে
মিঃসংশয় দ্বিগুণ ত্রিগুণ শস্য লাভ
করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর পশ্চি-
মাঞ্চলের ভূমির খাজনা অত্যন্ত অধিক।
এক বিঘা (১০০ হাতে বিঘা হয়)
ভূমির খাজনা সচরাচর ১০।১১ টাকা।
৫।৬ টাকার মূল নাই। তৃতীয়তঃ,
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গদেশের মায়
রুচি হয় না। কুশের জল তুলিয়া ক্রয়
কার্য্য নির্বাহ করিতে হয়। জল তুলিতে
বগদে ও লোকের অনেক ব্যয় হয়।

এতলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমী
দারদিগকে কিছু অংশ্য করা আবশ্যিক
হইল। তাহার আশ্রয় আপন অধিকা
রের অধিকাংশ স্থলে কৃণ ধ্বংস করিয়া
বেন। কৃণ ধ্বংস করিয়া দিলে ভূমির
পৌরব ও খাজনা বৃদ্ধি হইবে, এই
আশয়ে তাহার কৃণ ধ্বংস করেন মতা,
কিন্তু বঙ্গদেশের জমীদারেরা এ পৌরব
জানেন না। তাহার বর্দ আপন আপন
অধিকার মধ্যে কৃণ ও পুষ্করিণী ধ্বংস
করিয়া বেম কেবল যে তাঁহাদের
ভূমির অধিকতর আদর ও খাজনা
বৃদ্ধি হয় এরূপ নয়, অন্যরূপে

প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদের বিপ-
দাপন্ন হইতে হয় না। যে বৎসর শস্য
না জন্মে, জমীদারেরা সে বৎসর প্রজার
মিকটে সম্পূর্ণ খাজনা পান না, পর
বৎসর শস্য জন্মিলে পুনঃ সমস্ত দুই
বৎসর খাজনা আদায় করেন, ইহাই
প্রজার প্রতি অত্যাচার ও তাহার দুর্দ্দ-
শার চেতুত্ব হয়। কিন্তু ভূমিতে জল
দিবার কোন উপায় থাকিলে এ দুর্দ্দ-
টনা ঘটে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ক্রয়কেরা প্রাণ
পণ পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন
করে; কিন্তু তাহাদিগের দুই বেলা অন্ন
জুটে না। এক বেলায় আহারও অতি
অযথ্য ও কমখ্য ভ্রব্য। বাঙ্গলা দেশের
তাহাদিগের জাত ক্রয়করণের সহিত
ইতর বিশেষ এই যে ইহারা দুই সন্তান
ধাইতে পার। কিন্তু বাগ পুং ও পরি-
ম্বদাদি বিষয়ে উভয়ের বিলক্ষণ মৌণ্য-
দৃশ্য আছে। উভয়েরই শোচনীয় দশা
দর্শন করিলে সহস্র ব্যক্তির হৃদয়ে
দয়ার সঞ্চার হয়। এক সামান্য কোতের
বিষয়, তাহাদিগের সম্মেলনপাতিত শস্য
হারি দেশ রক্ষা হইতেছে তাহার দুই
বেলা উদর পূরিয়া অন্ন পায় না!! তাই
কি ভাল সামগ্রী ধাইতে পার। পরের
ভোগার্থ তাহাদিগের উত্তম ভ্রব্য উৎপা-
দন প্রাণ। বাঙ্গলা দেশের ক্রয়কেরা
অতি মোটা চটেল এবং উত্তর পশ্চি-
মাঞ্চলের ক্রয়কেরা বাঙ্গলা ভূট্টা জনারি
প্রভৃতি নিকট ভ্রব্য ভক্ষণ করে। যেমন
অন্ন তাহার উপকরণও তেমনি, অনেক
কের অন্তরে সেই সামান্য উপকরণও
জুটিয়া উঠে না।

ক্রয়কদিগের ত এই দুঃস্বস্থা, ইহার
উপরে জমীদারাদির গীড়ন আছে,
কি উপায়ে ইহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ
সাধন হয়, তদবেশে অল্প লোককে
অনুমানীয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কতক

গুলি লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে,
ক্রয়কদিগকে লেখা পড়া শিখাইলেই
তাঁহাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত
হইবে। স্থানে স্থানে তাহাদিগের
পাঠশালা কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু
আমাদিগের বিবেচনায় এতী ক্রয়কদি-
গের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃত
উপায় নয়। মানুষ যে লেখা পড়া
শিখিয়া আপনাব অবস্থার উৎকর্ষ
সাধনে সমর্থ হয়, ক্রয়কদিগের সে লেখা
পড়া শিখিবার সত্তাবনা নাই। তাহার
অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ
তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, দ্বিতী-
য়তঃ তাহাদিগের অবস্থা অতি মন্দ।
তাহাদিগের যে লেখা পড়া আরম্ভ হই
য়াছে তাহাও অতি সামান্য। যাহা
হউক, হুঃখের বিষয় এই, বঙ্গদারা তাহা
দিগের অবস্থার বাস্তবিক উন্নতি হইবার
সত্তাবনা আছে সে উপায়ের অবলম্বনে
প্রায় কেহই যত্নশীল নহেন। আমাদি-
গের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায়গুলি
অবলম্বন প্রয়োজন। প্রথম, জমীদা-
রেরা যাহাতে ইচ্ছামত অসম্মত কর
বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহার একটা
পাকা বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। দ্বিতীয়
ক্রয়কেরা যাহাতে অন্যায়ের কেত্রে
জল সেচন করিতে পারে, তাহার
উপায় করিয়া দেওয়া বিধেয়। তৃতীয়,
ক্রয়কেরা আবশ্যমান এক বিধ প্রণালীতে
ক্রয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আনিতেছে,
তাহাদিগকে সেই প্রণালীর পরিবর্তন
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

বঙ্গদেশের ভূমির উৎকর্ষ সাধন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অপ-
রাপর উদ্দেশ্যের মধ্যে ভূমির উৎকর্ষ-
সাধন একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।
যাহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন
তাহাদিগকে এ কথা বলিয়া দিবার

অপেক্ষা নাই এইটী একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিলেই হয়। কিন্তু তদবধি এত দিন গত হইল আজিও বঙ্গদেশের ভূমির সকল অসুবিধা দূর হইল না। আমরা সম্ভ্রান্তি বঙ্গদেশের ভূমির তিনটী বিষয় দেখিতে পাও। ১ম, অনাহুতি। ২য়, বন্যা ও জলপ্রাধান। ৩য়, বর্ষার জল নির্গমের উপায়াভাব। আমরা পূর্বে প্রস্তাবে বলিয়াছি, যে উত্তর পশ্চিম দিকের জমিদারদিগের ন্যায় এদেশীয় জমিদারগণ যদি স্ব স্ব ভূমিতে কুপ পুষ্করিণী প্রকৃতি খনন করিয়া দিচ্ছেন, তাহা হইলে অসময়ে এত বিপদে পড়িতে হইত না। দ্বিতীয় উপদ্রব নিবারণের উপায়, বাঁধ প্রকৃতি দ্বারা ভূমি রক্ষা করা। এই উপদ্রব নদী ও গাঙের পাশের ভূমি সকলেরই অধিক। পদ্মা, দামোদর প্রকৃতি নদীর জলপ্রাধান সচরাচর হুই চারি দিবস থাকে; সুতরাং তাহাতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ২৪ পরগণা, বাথরগঞ্জ প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে সকলে এই উপদ্রবে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ এখানে যে সকল গাঙ আছে তাহার অধিকাংশেরই জল লোণা। সেই জল ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে আর শস্য রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই এসকল স্থানে আবাস করা এক দুষ্কর।

জমিদারেরা বহুতর ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই সকল ভূমির অনেক উদ্ধার করিয়াছেন বটে; কিন্তু অনেকের বিলের ন্যায় এখনো অনেক বিল ও বাধা পড়িয়া আছে। বৎসর বৎসর লোণা জল প্রবিষ্ট হওয়াতে যে সকল স্থানে চাল হয় না। কেবল এক জমিদারের অধিকার হইলে বোধ হয় তিনি যে কোন প্রকারে হউক, ইহার

উপায় করিতেন; কিন্তু নানা জনের অধিকার হওয়াতে কেহ বিশেষ মনোযোগী হন না। সকলেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া মৌনী থাকেন। তৃতীয় উপদ্রবের সম্বন্ধেও একরূপ। গঙ্গার ওপারের ডানকুমীর জলা যেমন এত দিন পতিত হইয়াছিল; এ পারে ২৪ পরগণার দক্ষিণ ভাগে এবং বাথরগঞ্জ প্রকৃতির স্থানে স্থানেও সেইরূপ অনেক স্থান পতিত হইয়া আছে। সমুদ্রসরের মধ্যে বর্ষার জল সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় না; সুতরাং ধানোর চালও হইতে পারে না। নানা জমিদারের অধিকার হিত হওয়াতে এগুলির প্রতিও জমিদারদিগের মনোযোগ নাই। এই ভূমির উদ্ধারের জন্য গবর্ণমেন্ট অবশেষে বল প্রয়োগ করা স্থির করিয়াছেন। বাঁধ ও খাল প্রকৃতি সমুদ্রীর আইনের সংশোধনার্থ লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের কাউন্সিলে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার ৪০ ধারাতে ল্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সকল জমিদারের ভূমির উপর দিয়া এই সকল বাঁধ কিম্বা খাল প্রকৃতি বাইবে এবং এই সকল উপায়ে ধানোদের ভূমির বিশেষ উপকার হইবে তাহা বিবেচ্য এই সকল ব্যয় দিতে হইবে। এই নিয়মটী জমিদারগণের পক্ষে কম উৎপীড়নের কারণ হইবে না। কারণ, জমিদারদিগের হস্তে যে কার্য এক গুণ ব্যয়ে হইতে পারিত গবর্ণমেন্টের হস্তে তাহাতে দশ গুণ ব্যয় হইবে। অল্পট কার্যগুলি সাধারণের মনোমত এবং সুবিধাজনক না হইতেও পারে। কার্যগুলি আরম্ভ করিবার পূর্বে কত ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, কিরূপ করিলে সকলের সুবিধা হয় অল্পট অল্প ব্যয়ে হইতে পারে, কোন জমিদার কত সাহায্য করিতে পারেন, এই সকল বিষয়ে জমিদারদিগের সহিত পরামর্শ করিবার

যদি নিয়ম থাকিত তাহা হইলেও তাহা নিগের একটু হস্ত থাকিত; কিন্তু এ বিলে দেখা গেল যে কত ব্যয় হইবে এবং কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণের ভার গবর্ণমেন্টের, টাকা দিবার ভার জমিদারদিগের। উভারা যে এত দিন এই সকল কার্যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন এতী তাহার দণ্ড দরুণ। জমিদারদিগের এ বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা রাখিলে অতি উত্তম কার্য হইত। বাহা হউক, শেষোক্ত হুইটী উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র বঙ্গদেশের অনেক ভূমির উদ্ধার হইবে। কলিকাতার দক্ষিণ কাওরাপুকুরের খালটী করেক বৎসর হইল বর্জিত করিয়া দেওয়াতে এবারে অনেক পতিত ভূমিতে চাল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে খাল কাটিয়া দিবে অনেক স্থানের বিশেষ উপকার হইবে। বাঁধ জোর ও লোকের গতারাতে অনেক সুবিধা হইবে এবং অনাহুতি প্রকৃতির সমর জলসেচনেরও উপায় হইবে।

—:—

গোমগ্রকণমিতী।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের বিশাল রোড-সেস আইন বঙ্গদেশের সর্বত্রোণের মণোবধ; সকল অসুবিধা দূর করিবার এক মাত্র উপায়। মধ্যে মধ্যে তাহার এক একটী খোঁজাল উপস্থিত হয়, রোড সেস কমিটীর সভা নির্ণয় সেইরূপ একটী খোঁজাল। অমুক বারু, অমুক জমিদার ও অমুক মিয়া সভা রূপে নিৰ্বীত হইলেন তবে আর এদেশীয়দিগের আশ্বাসন নের কি অবশিষ্ট রহিল। এবার ভারত-বর্ষের নিশ্চয় পুনঃজন্ম। শুদ্ধ ধনী ও বর্জিত লোকেরাই সভা নন, সেক মিয়া মোলা বাবাজী প্রকৃতিও আছেন, তবে কে বলে রাজা শাসন বিষয়ে দরিদ্রদিগের হস্ত নাই? লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর তাহার খোঁজালের চক্রে বাহাই দেখুন, আমরা

একটি উপায়ের কার্যকারিতা বিষয়ে বিশেষ সম্বন্ধান। আমরা বার বার বলিতেছি সভ্য মনোনিীত করা বিষয়ে এদেশীয়বিশেষের মত গ্রহণ না করিলে বিশেষ ফলের আশা নাই। রোডসেল কমিটীর সভ্য মনোনিীত করা বিষয়েও আমাদেরিগের সেই কথা।

অপরদিক দ্বানেন কমিটীর বিষয় বিশেষ বলিতে পারি না। বাকুইপুর সব ডিভিজননের কমিটীর বিষয়ে কিছু বলবা আছে। এই কমিটীর সভ্যসংখ্যা আর মধ্যে বাকুইপুর নিবাসী বাবু দেবনারায়ণ মত মজিলপুর নিবাসী বাবু হরিদাস মত ও জয়নগর নিবাসী বাবু আমলচন্দ্র ঘোষ এই কমিটীর সভ্যসংখ্যা জানি। ইহাঁদিগকে রোডসেল কমিটীর সভ্য প্রেরণীভুক্ত করা হইল কেন? প্রথমতঃ ইহাঁদিগকে মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কার্যে বাকু। দেবনারায়ণ বাবু বাকুইপুর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, হরিদাস বাবু জয়নগর মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারি, এবং আমল বাবু একজন অন্যান্য মাজি ট্রেট, ইহাঁদিগকে আবার রোডসেল সম্বন্ধীয় কার্যে নিযুক্ত করিলে কোন কার্যের বিশেষ উন্নতি হইবে না। ২য়ত ইহাঁদিগের বাগগ্রামে রোডসেল নাই; যাঁহাদিগকে রোডসেল দিতে হইত তাঁহাদের সভ্য হইতে সভ্য মনোনিীত করিলে ভাল হইত। তৃতীয়তঃ ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো উপর সর্ক সাধারণে বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং লোকের সেমকার বিশ্বাস হইবে না। চতুর্থতঃ বাবাজিগের একজন স্থানের অবস্থা ইহাঁদিগকে জানিতে পারিবে না। এই সকল কারণে এই কমিটী নিযুক্ত করা আমাদেরিগের জন্যে খেলা মাত্র বোধ হয়। সভ্য মনোনিীত করিবার তার বোধ হয় বাকুইপুরের ডেপুটী মাজিট্রেট মহাশয়ের উপর পড়িয়াছিল। তিনি এই

কর অনেকই চিন্তা রাখেছেন, ইহা বিধকেই গাঁথিয়া দিলেন। যাঁহারা আপন আপন মিউনিসিপালিটীর কার্যেই ভাল করিয়া করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে কেবল রাসের পুতুলের মত লাগাইলে ফল কি? অমুক জমীদার অমুক ভাস্করদার, অমুক উজ্জৈরাদার, অমুক জোতদার, অমুক পতনীদার ইত্যাদি কেবল দ্বারের মালা বেঁধিতে ও শুভমিতে ভাল বাটে, কিন্তু কার্যে। রাসেরমা সাতের প্রকৃত কথা বলিতেছেন। ছেলে খেলা বাতীরকে আর কিছুই নহে।

যাচা চটক আঘা সময়ে আমরা মিগের এই বন্ধুদিগকে একটী বিষয় অবগত করিয়া রাখিতেছি, যের্থ কার্যে। তাঁহারা কতদূর করেন। চাঁদড়িপোতা ও কোমালিয়ার পূর্বপার্শ্বে যে বিলটি আছে, তাহার পূর্বে ও দক্ষিণে গোরে ঘোষপুর, চণাটি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম আছে; এই সকল স্থান বাকুইপুর সব ডিভিজননের অধগত। উপযুক্ত রাস্তার অভাবে গ্রামবাসীরা বর্ষাকালে ইতস্ততঃ গত্যাত্যত করিতে পারে না। এমন কি চাষালোকেরা গত্যাত্যতের নিত্যই অসুবিধা বলিয়া বাজিতে বসিয়া অল্পমূল্যে বাবা চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। রাস্তার অসুবিধা হইলে তাঁহারা অন্যত্রানে কোমালিয়ার এবং রাজপুরের বাসারে আনিয়া লাভ করিতে পারে। বহুদিন হইল গোবের রজনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বহায়ে একটী বাস্তা প্রস্তুত করিতে আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হওয়াতে, এবং বহুদিন সংস্কারের অভাবে, দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। কমিটী এই রাস্তাটী যদি শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন সে সকলের লোকের অনেক ক্লেশের শান্তি হয়। তাঁহাদিগকে রোডসেল দিতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদের এই কুটীর

প্রতি দৃষ্টিপাতকর। উচিত। এই কার্যে অল্পবায়েরই সুমিত হইবে। অপর দিক শত লোকের কষ্ট দূর হইবে।

বিবিধ সংবাদ ।

১২ ই কার্তিক সোমবার।

অর্ধশত এক খানি সংবাদগত বলেন, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এডিনবারা গ্রানগো সেট এওল এবং এবার ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮২৮ ছাত্রের মধ্যে শত করা ১২ জন ছাত্র সামান্য ইমিনিক যজ্ঞের পুত্র। শত করা ১৬ জন লিন্সী চামার ছাত্র কামার এবং তাঁতির পুত্র। উপরিউক্ত ১২৮ সংখ্যার মধ্যে ১৫০ জন কৃষক, ১১১ পাখির ২৪ বণিক এবং ৩৯ জন লিন্সকের পুত্র। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য যে কত আছে তাহাতেই ইহাদিগের চলে এ ডিন ভাল ভাল ছাত্রেরা যেটাকা পুরস্কার গ্রহণ পার তাহাতে তাহাদিগের ব্যয় হুলিরা বার ঘটলওঁর সমুদায় অধিবাসীর মধ্যে হাজার করা ১ জন করিয়া ছাত্র আছে। ইংলণ্ডে ৫০০০ মধ্যে একজন অর্ধশত ২৬০০ মধ্যে একজন। শিক্ষাকার্য শীতকালে সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মকালের সময় ছাত্রগণ গ্রহণ ওকতর পারিতীক পারি প্রায়ের কাছো প্রস্তুত কর'বে তুলনা করিলে শীতকালের পারিতীক তাহাদের বিজয় ক'ল বলিয়া প্রতীতমান হয়।

ভূতপূর্ব হিন্দী মেমোরিয়ারের গীটার সময় সর চেম'র টমসন নামক একজন মাজি ডাক্তারকে শুদ্ধ দর্শনী ভরণ সমুদায় ২০ জনার টাক'রও অধিক দিতে হইয়াছিল। রাক্ষী'র অ'ক্ষ' ম'ল্য তাহারা তিনি উক্ত মর্দেক টাকা দিরাইয়া পাঠাইয়াছেন।

প্রোটেষ্ট্যান্টবিশেষের বিবাহিত স্ত্রীদিগকে প্রকৃত িনা বলিয়া দেখা বলিয়া পরিগণিত করা উচিত, যে একজন রোম'ন কাথলিক পুরোহিত একাধারপে এই কথা বলিয়াছিলেন, 'শুশিরাতে' তাঁহার ১৫ দিনের অন্য দার'দও হইয়াছে।

ফেও সব ইতিয়া আদ্যমাদ দীণের একবিভূত হত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বোধ হয় পূজার অবকাশে ইহার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূজার বস্ত্রের পূর্বে অনেক অনেক কারণে আত্মীয়েরা গিয়াছিলেন, সম্প্রদায়িক কি অন্য গিয়াছিলেন আমরা জানি না।

কলিকাতার বিখ্যাত ধনী নাকোনা হাজী জগদীশ্বর মৃত্যু হইয়াছেন। এ ব্যক্তি নিজস্বতায় অতুল ভৈরবের অধিষ্ঠান। ইহার বিলম্ব দানশক্তি ছিল। ইনি কলিকাতা পিছুরিয়া গাঁৱের মসজিদে লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সত্ত্ব প্রকাশ করিতেছি যেতদকাল কালেজ হাসপাতালের ডাক্তার কট্টরূপ বেহত্যাগ করিয়াছেন। শত্রুটিকৎসায় ইহার বিলম্ব পারদর্শী ছিল।

আমরা আত্মশ্রিত হইলাম বঙ্গদেশীয় গভর্নমেন্টের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি রিচার্ডসন সাহেব আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইনি বোধ হয় ডিসেম্বর মাসে বীর কাম্বোজের এগুণ জরিবেন ১০ ই নংয়ের ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

ইংলিসমান বলেন, আগামী বৎসরে বোম্বাই মিউনিসিপালিটির ব্যয় ৩০৭৮০০০ টাকা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

বোম্বাইর একজন পুলিশমান নিরিয়তের গভর্নমেন্ট স্কুলে আত্মন দিয়াছিল বলিয়া কারাকন্ড হইয়াছে। আজ কালি পুলিশ বিভাগে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক দেখা যাইতেছে। এই সকল যত্নাত্মক অন্তর্ভুক্ত হইয়া যতদিন না শিক্ষিত লোক অধিক পরিমাণে পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিবে ততদিন ইহার উন্নতি আশা অল্প।

১৩ ই কার্তিক বঙ্গাব্দ।

বাহু জগদীশ্বর বন্দোপাধ্যায় কার্যে ৪৪তম অবসর গ্রহণ করিতে হুগলীর বিত্তীয় প্রভিন্সেট জজের পদটি উঠাইয়া বেওয়া হইয়াছে।

লেন্টনেন্ট গবর্নর গভর্নর হাজিরা বাধ হইতে গিরিধিতে যাত্রা করেন। গত কল্যাণে চারিটার সময় বিশেষ ট্রেনে করিয়া পাটনা গিয়াছেন।

ভাগলপুর হইতে এক ব্যক্তি ইংলিস মানে লিখিয়াছেন, উক্ত জিলার উত্তর বিভাগে জল বিহনে শস্য সকল জ্বলিয়া বাহিতেছে। বৃষ্টি করিবার জন্য লোকে মহা বেবেকে জলে ডুবাইতেছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। লেন্টনেন্ট গবর্নর প্রজাতিগের নিকট হইতে কোন রূপ বাধ গ্রহণ করিতে নিবেদন করিতে জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ওষিকে প্রজারা এই আকারে প্রকৃত মর্ষ বুঝিতে পারে নাই। তাহারে সংস্কার আশ্বিহাছে তাহারিগকে আত্মনা দিতে হইবে না এবং তাহারি যে টাকা কর্ত্ত করিয়াছে তাহারও হুম দিতে হইবে না। গবর্নমেন্টের কর্ত্তব্য উহারিগকে শীত্র এই অম হুয়াইয়া বেন, অন্যথা নানা গোল যোগের সজাবনা।

বাস্তবলোর এগজামিনার বলেন, সম্প্রতি নান্দিত্রুগ আদালতে একজন দেশীয়ের চৌর্যাণরাধের বিচার কালে সে ব্যক্তি শীড়ার ভাগ করে, কিন্তু জজ যখন তাহার কারাদণ্ডের আত্মা বেন, সে সময় সে যত পারিল জজকে গালি দিতে লাগিল। তৎ পর দিন একগুণ আর একজনের বিচার কালে বড়োজা হইয়া মাত্র সে জুতা কেলিয়া জজকে মারিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে জুতা ধানি জজকে না লাগিয়া পারায় গিয়া লাগে।

আমরা দুঃখিত হইলাম সিমলার বাণ রাজকুমার মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন অকণ্ট বৈদ্য ছিলেন।

গত কল্যাণ কলিকাতার ছোট আদালত খুলিয়াছে।

১৮ ই অক্টোবর সেলফ'রের শেষ চর সেই সপ্তাহে পূর্ণ তাবতবর্ষের রেলওয়ে কোম্পানির ৪০২০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটা শিম্প প্রদর্শন খোলা হইয়াছে।

পণ্ডিত মহানন্দ সরস্বতী কানী পরিভাগ করিয়া একগুণ লক্ষ্যে এতকরিয়াছেন।

লাহোরে একটা শিম্প বিদ্যালয় স্থাপনের কথা হইতেছে।

ডেকু আজিও ভারতবর্ষ পরিভাগ করে নাই। উত্তর পশ্চিমাকলের সমস্ত পুরে ইহা একগুণ বীর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। গত মাসের মধ্যে ইহাতে ২০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

চীন হইতে সংসার আলিরাছে কানীয়ার সহিত আপামের শীত্র একটা মুক্ত ঘটবার সজাবনা। কানীয়া সেগেলিরন দীপটি গ্রহণ করিবার জন্য মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইংলিসমান মেলিগ্রিম পাটয়াছেন, লেন্টনেন্ট গবর্নর গবর্নর জেনরলকে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সজাবনা হইয়াছে অতএব পূর্ণ হইতে লবিধান হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্নর জেনরল ও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

সম্প্রতি মেপালে দুই জীলোক তাহার বর্মীর মৃত্যুতে লগমন করিয়াছে।

উড়িয়া পোট্রিট বলেন কানীতে দুর্গার নিকটে একটা ইজলক দেশীয় জাকগে খলি বিবর উদ্যোগ করা হয়, কয়েকজন বজুর সাহায্যে আত্মগরু পাঠ। কানীতেও যিহাজ আছেন না কি?

সিমলার নিকটে কেটা ব্যাট আলিরাছে। এটা বোধ হয় আমাদিগের কোন মৃত শাসন কর্ত্তা হইবে।

সালিকিয়ার চুরি ডাকাতিতির অত্যন্ত প্রচুর্ভা হইয়াছে। পুলিশ কি নিত্য বাইতেছেন?

জাপান গেজেট বলেন, তত্ত্বাত্মক একজন যুগ ১১ বৎসর ক'ল বিবেশে জমণ করিয়া বেওয়া। সম্প্রতি ফুপের কোন বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক জাপানীর ভাষাতে উচ্চক কয়েকটা প্রাম জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তি উহার কিছুই বুঝিতে পারে না। সে মাতৃ ভাষা এক কালে জুলিয়া গিয়াছে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, আজ কালি অনেক বর্মীর যুবক ইংলণ্ডে বাইতেছেন, পাছে বঙ্গদেশে এতটা গমন কালে কেহ বাঙ্গালা ভাষা জুলিয়া আইসেন।

উদ্রাট হুগ সাহেব কলিকাতার আলিয়া পুলিশ কমিশনার এবং কতিপয় গের সজা পণ্ডিত এই উক্ত কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিমিটেশন বোর্ড, বেংগালোর
রাজ্যে বেংগাল কোর একজন হিঠাইও-
রলা ২৪ বণ খাজা বিক্রয় করে। এসবাবো
অনেকের সহরে গিয়া বসি করিবার ইচ্ছা
হইবে সম্ভব নাই।

ভূমা যাইতেছে গভ্র সঞ্চারে বেঙ্গল
সেক্টোরিওটে এক সভা হইয়া আশঙ্কিত
হুঁত্বক নিবারণের উপায় বিধানার্থ ভারত
বীর গবর্ণমেণ্টকে লিখবার প্রস্তাব কর।
চাউলের রপ্তানী বন্ধ উহার অন্যতর উপায়
দিত্ত কর।

୨୪ କାର୍ତ୍ତିକ ସୁଧ୍ୟା ।

আগামী ১৭ ই মে মঙ্গলবার অ'ও'র গণপত্র
জেনারেলের দরবার হইবে।

শিরমির ব্লেস, সার গুটিচাউ' টুটেলস
লাভ নর্থব্রকের সহিত কলিকাতায় আসি
য়েছেন।

বিকেন্দ্রতার হইতে সংবোধ আসিয়াছে
বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন এবার তথ্য লোকের
বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইফাল, মঙ্গলকোট মস্তুর এবং
মোমারি, বর্ধমান বিভাগে কেরিকোরি জন্য
এই চারটি লুডন সব জটিলে ছইরাছে।

বেঙ্গল সিভিল সার্জিসের গভন সাহেব
রিকী ডায়ার পরীক্ষা দিয়া সন্মান স্মৃতি
উপাধি এবং দুই হাজার টাকা পুরস্কার
এবং 'বোডিলিন সাহেব বঙ্গালি ডায়ার
পরীক্ষা দিয়া এক এশংসা পত্র ও হাজার
টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাং. বাধবচক্স চট্টোপাধ্যায় রাজস্ব
 বিভাগ হইতে অণুসৃত হওয়াতে জেমন
 টেলর সাহেব চতুর্থ শ্রেণীতে এবং হার্ট
 সাহেব পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নত হইয়াছেন।

১১ ই অক্টোবর পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২১৩ জনের মৃত্যু ঘটে গেছে। ইকরার পূর্বে সপ্তাহে ২৩৭ জনের মৃত্যু হয়। আরেই অধিক লোকের মৃত্যু হয়।

কিছুদিন হইল হুজুঙ্গ শোকার নায়ক
এক ব্যক্তি কাছিরিটোলাতে চারি বৎসর
বরফ একটী বাঁককে সিঁড়ি নির্মিত
ভাবে উন্নীত করিয়া বাইতেছিল। কারণ
জিজ্ঞাস্য করিতে সে বলিল বাঁকটী ভাঙার

জাতি সে ডাহ'র ভরণ পোষণ করিতে অস
 মর্থ, অতএব কেহ যদি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের
 ভার লয় সে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে ।
 উহ'র কথা বাস্তবায়ন হওয়াতে একজন
 পুলিশে সন্বাদ দেয় । ঐ ব্যক্তি খাঁকার
 করিয়াছে, সালিকরা হঠাৎ সে উঠকে
 হুঁরি করিয়া আসে । বালকের বাসীতে
 সন্বাদ হেওরা'তে উহার পিতা আসিয়া
 লইয়া গিয়াছে । আজিও ছেলে মরার ভয়
 গেল না ?

ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ নায়ক যে এক
সংবাদ পত্র আছে উহা প্রতি দিন ১৭০০০০
খণ্ড মুদ্রিত হয়। আমেরিকায় নিউইয়র্ক
হেরাল্ড সংবাদ পত্র প্রতি দিন ১৫০০০০
খণ্ড এবং রবিবার ১৭০০৮০০ খণ্ড বিক্রীত
হয়। এক দিবস এই পত্রিকায় অতিরিক্ত
সংবাদ প্রচারিত হয়, সেই দিবস দুই লক্ষ
পত্রিকা বিক্রীত হইয়া থাকে।

१८ हे कार्तिक शुक्लपक्षिवाह ।

রেলওয়েতে ইউরোপীয়েরা একেশ্বরবাদ
গের প্রতি বৈরত ব্যবহার করেন, তাহাতে
এদেশীয় সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদিগের ইউরোপীয়
বৈরতের সহিত রেল গাড়ীতে সাওয়া
ক্রমে ভার বহন উঠিল। লক্ষ্য টাইমস
পত্র লিখিত হইয়াছে, সেদিন এক জন
সন্ত্রাস্ত হিন্দুস্থানী বিভিন্ন শ্রেণীর রেলওয়ে
গাড়ীতে ঘোড়িতেছিলেন। একজন সাহেব
সেই গাড়ীতে উঠিয়া উহাকে দেখিয়াই
অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং উহার জবাবদি
ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করেন। তখন লোক
টির হুজুগা, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন
উহার অণুরাধ কি? এ উদ্ভক্ত সাহেবের
সহ্য হইবে কেন? তৎক্ষণাৎ প্রচার আরম্ভ
করিলেন। সে সময় একজন কনষ্টেবল
আসিয়া উহার জীবন রক্ষা করিল। সাহেব
তাহাকে এরূপ প্রহার করেন যে, তাহার
সর্বত্র রক্তাক্ত হইয়াছিল। আমরা রেলও
য়েতে এরূপ ঘটনার বিষয় প্রায় শুনিতে
পাই। উহার কি নিবারণ হইবে না?

বারিষ্টার আনোভি সাত্বেৰেৰ আঘাত
 শত্ৰুৰেৰ লক্ষ্য আধিকাৰেৰ অন্য বোম্বাই
 আলিগাছেন। তিনি বোম্বাইৰ এক লক্ষ

৪২ হাজার টাকা রাখিয়া গিরগোঁস। ক'ল
কাতার তাকার ৮৫০ টাকা খুঁজো। ত'ত্তর
ইংলেণ্ডে তাকার বিহর আছে। তাহার
অনেকগুলি বিভাগ আছে, উহাদের এক
একটির এক একরূপ বর্ণ। ঐগুলি এবং
তাহার লাহিতির মীলামে বিভাজিত হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডব-
লিউ ব্রাকল'রেন্‌ অধ্যাপনা ছেড়ে এক বহুস-
রের বিদায় লইয়াছেন।

ଆଗାମୀ ୨୭ ଓ ୨୮ ମସିହାର ହାଉସିଂ କୋର୍ଟର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମିତି ।

বাংলাদেশ চন্দ্র মন্ডল তহবিল দুটি
কন্যাকে লেইলা ইসলাম হতে এতদাধীন
করিয়াছেন। উনি কন্যা দুটিকে শিক্ষণ
বিভিন্ন জায়গায় অনেক দিন ইংলণ্ডে ছিলেন।

গত কলা জগতের আইটে মালিকদের নিকট তারেকদের মর্যাদার মকদ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু বিচারের শেষ হয় নাই, ওঠা মবেদন স্থগলবার পুনরায় মকদ্দমার বিম খায়া হইয়াছে। বারব চক্রকারীরা মামক যে একজন লক্ষী ছিল সে উপস্থিত হয় নাই, পুনরায় আইর মায়ে এয়ারেন্ট বাহির হইয়াছে। তদন্ত লম্বার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। গত কলা আর এক জনের লক্ষা লওয়া হইয়াছে মাত্র।

কেন্দ্র এবং ইংরেজী বলেন একজন ফকীর
একটা মসজিদে প্রবেশ করিয়া দিব ব্যক্তি
আজমীরে খর্ষ সংগ্রহ করিতেছিল, সে ব্যক্তি
হঠাৎ একজন অদর্শন চকু, পুঁসি তাণ্ডাকে
দৃষ্ট করিয়াছে, সে এমন আজমীরের জেলে
মসজিদে প্রবেশ করিতেছে।

আজমীরের এক বাজির হুটী খ্রী ছিল। একজন সাহাবি প্রিয় ও একজন অধির ছিল। সে বাজি আপনাব বিশেষ অন্নুয়ে ঘের পাঠের সম্বন্ধ পরামর্শ করিয়া অপর টীকে লক্ষ্য করে। কতটা কারী কোন ক্রমেই অপরাম খোকার করে নাই, কিন্তু তাৎপর্য জেরলী সমুদায় কথা ভাঙিয়া দিয়া আপন নিম্নুতি পাঠিয়াছে এবং শুভা কান্দী আমীকে কাসি কণ্ঠের আনিমানে অর্পণ করিয়াছে।

বরদার ওইকুমার নিজরাজা মধ্যে একটি
হাইকোর্ট জুরিয়ার মানস করিয়াছেন।

সুপ্রাপ্ত বিবরণে বাঙ্গালিদিগের বেহা
রের লোকদিগের অনুকরণ করা কণ্ঠব্য।
পার্টনার কমিশনার বদেন, বেহায়ে সুপ্রা-
প্তারী সংখ্যা অতি অল্প। যে সুপ্রা তাহারা
পান করে তাহা বিলাতি তেলের সুপ্রা
নহে, উহা মটরা হইতে প্রস্তুত হয়। এক
সংসরের মধ্যে তথায় সুপ্রার দোকান ৮০০
কথিয়া গিয়াছে।

১৯ এ কার্তিক শুক্রবার।

ডাক্তার কটরকের দৃষ্টিতে ডাক্তার
চার্লস পামার সংঘের কলিকাতার প্রত্যা-
গমন করিয়া উক্ত কর্ম্ম তার প্রেরণ করি-
য়াছেন।

মাজাজে মুলসমানদিগের উপর গণ-
মন্দের বড় অনুগ্রহ দেখা বাইতেছে।
সম্রাতি তজস্য কটরকের কলেটর মাজাজ
গেজেটে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন “ ১৫
টাকা বেতনে একজন কোরাণীর প্রয়োজন
মুলসমানদিগের আবেদন অধিক আদর-
ণীয়”।

ডাক্তার কামাইলি দে রার বাহাদুর
তারতবর্ষের কতকগুলি উৎকৃষ্ট তথ্য
এবং তাহাদের বিবরণ দর্শনা করিয়া বিএম
প্রদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে
পুরস্কার স্বরূপ একটি মেডাল দেওয়া হই-
য়াছে।

জুর্জর মুলতান নিজ সেনাদলের উৎ-
কর্ষ সংবাদ যত্ববান হইয়াছেন।

টোনের ৬০ জন ছাত্র আমেরিকায়
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে; কিন্তু তাহাদের
প্রায় ২০০ ছাত্র আমেরিকায় রহিয়াছে।

বেশালে খাদ্য সামগ্রী এত দুস্প্রাপ্য হই
রাছে যে অনেক কুলি তথা হটতে মার-
িহিলিতে উঠিয়া আসিতেছে।

কলীয়া হইতে অনেক লোক আমেরি-
কায় উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। গত
অগষ্ট মাসে ৪০০ কলীয় আমেরিকায় গমন
করে। কলীয়ার দুই একটি প্রদেশ এককালে
অনুপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পালি সংঘে এডওয়ার্ড সংঘের পক্ষে কিছু

বিশেষ অন্য দারজিলিঙের ডেপুটী কমি-
শনার হইয়াছেন।

দ্বিতীয় গেজেটের কংগ্রেস সংবাদদাতা
বলেন, কোরাণী মুলতান নামক একব্যক্তি
লাহোরত সংবাদপত্রে কংগ্রেস সংবাদ
লিখিয়াছেন এই সম্বন্ধে করিয়া আত্মীয়
তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন।

কাম্বীরের রাজা অংগামী ডিসেম্বর
মাসে জরুতে একটি কৃষি প্রদর্শন করিবার
প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমাদিগের প্রজাতিত্বী ল'ড মর্ফ-
কেন জুর্জর সংঘার পাটবামাত্র শিমলা
পরিভ্রমণ করিয়া অম্বা কলিকাতায় আসি-
য়াছেন। বাহাতে জুর্জর নিবারণ করা
ক'বেল সংঘের সহিত পরামর্শ করিয়া
তাঁহার উপায় সিদ্ধান করিবার জন্যই
তিনি দরবার প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মা পার
তাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। উদ্ভি-
ষার জুর্জর সময় লরেন্স বেঙ্গল ব্যব-
হার করিয়াছিলেন, লাড মর্ফকেন আজ
যদি সেইরূপ বাঙ্গালার জুর্জর সংবাদ
অবহেলন পূর্বক আত্মীয়তার আঘাতে
যত্ন হইতেন উদ্ভিষার মাংস বাঙ্গালী
বেশও যে উৎসাহ বাহিত না কে বলিতে
পারে? লাড মর্ফকেন এই সকল গুণে অজ্ঞা
দিগের অনুরাগ ও প্রীতিভাজন হইয়া-
ছেন।

ডেল মিউল বলেন, জিরাপপুরের
মিকটাদী ওডলগাছা নামক গ্রামে এক
ব্যক্তি একটি ইজুরের কল পাতিয়া রাখেন।
কলে ইজুর না পাতিয়া একটি মর্গ পড়ে,
গুহু মনে করিলেন ইজুর পরিষ্কারে, এই
মনে করিয়া সেই অল্পকাল মরে যেমন গিয়া
কলে ভাত দিয়াছেন অমনি সর্পে মংশন
করিয়াছে। এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

এইবার বুধ কোরাণীর মত মারা যার।
আমেরিকার এক ব্যক্তি একটি যন্ত্র প্রস্তুত
করিয়াছেন, উহা যারা প্রতি মিনিটে ৭৫ টী
কথা লেখা যায়।

একজন আমের রাজা মাজাজে একটি
কোরাণী নির্দ্বন্দ্বার্থ বশ হাদার টাকা
দিয়াছেন।

লাড মর্ফকেনের আগামী বর্তমানে সর
সলার জজ বাহাদুর গবর্নর জেনারেলের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।
তাঁহার সহিত দুই সহস্র টেনা ও দুই শত
হাতী আসিবে।

আমাদিগের অংগামীবাসিন্দা সহযোগী
বাহাদুরী হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন
যদিও তথায় বৃষ্টির অভাবে বাঁশের অমিট
হইয়াছে এবং চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইবার
সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু জুর্জর হইবে
না।

কাম্বীরের মেলা ও পণ্ড প্রদর্শন ৩১ এ
অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০ এ নবেম্বর
পর্যন্ত থাকিবে।

গত মঙ্গলবার শিবলার গবর্নর জেনার
লের কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়া এই
স্থির হইল মর্ফকেন কলিকাতায় গিয়া
কাউন্সিলের উপর নির্ভর না করিয়া ক'জ
করিতে পারবেন এবং আনন্দ্যক হইলে
কাউন্সিলও মর্ফকেনের অনুপস্থিতিতে
শিবলার কাজ করিতে পারিবেন। মর্ফকেন
অনুপস্থিত কালে সর হেনরি মর্ফান কাউ-
ন্সিলের প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট হইবেন।

শিখার রাজা অংগীর দরবারে আসি
তেছেন। তিনি অত্র বিবাহের আর একটি
দিন স্থির করিয়াছেন।

সম্রাতি হাবিডার পুলিশের আর একটি
অভ্যাসের বৃত্তান্ত সংবাদ পাঠে দেখা গেল।
গোলাবাড়ির পুলিশ ইনস্পেক্টর একজন
ব্রত ওলাসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য
মালিকিয়ার গদাধর সরকারের বাড়িতে
প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে ধরিয়া মাজি
স্ট্রেটের নিকট ডালান দেয়া উহারা কলী
পূজার দিন কোথায় ডাকাইতি করিয়াছে,
পুলিশের এই সম্বন্ধে হওয়াতেই এই ঘটনা
কর। মাজিস্ট্রেট অনুসন্ধানে উহাদিগকে
নির্দোষ জানিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।
তদা বাইতেছে উহারা নাকি পুলিশের
বিকছে মাজিস্ট্রেটের নিকট মাদীশ
করিবে। হাবিডা পুলিশের প্রতি কর্তৃপক্ষের
একবার দৃষ্টিগোচর কর্তব্য।

সে দিন লণ্ডনের লাস্থেব অংগলতে দুই
জল মিশাইয়া বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া
করক অব গহলার বও হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার গবর্নামেন্টের এডিস একট
চুক্তিলাভ করিয়া ।

আগামী জামুয়ার মাসে লিখাতিরাতে
আমারিগের রাজপুত্র আলেকজেন্ডার সহিত
কলীহার ঐশি তুঙ্গ যেরির বিবাহ
হইবে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যে
একটি ব্যবসায় প্রণীত পুলিশার কথা হই
তেছে, লেটমস্ট গবর্নর ডিরিফ্ট দ্বারিক
৪০ টাকা এবং আবশ্যিক জরুরি ক্রয়
করবার জন্য এককালে হাজার টাকা
বিবার হাজার বিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মিত্রারে লিখিয়াছেন, ২২ এ
অক্টোবর বুধবার ইটালির একজন চম্বার
এক মুসলমানের বোকারে প্রেক কিমিতে
যায়। প্রেক করা করাইলে সে বোকার-
দ্বারের অনুমতি না লইয়া যার দুই তিনতী
প্রেক তুলিয়া লয়, ইহাতে ঐ মুসলমান
বোকারদ্বার জুড়ি হইয়া উহার পেট পদাঘাত
করে, উহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে
সময়ে একজন পাহারিওতালী সেখানে
দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু সে হত্যাকাণ্ডকে
ধরিবার চেষ্টা না করিয়া কাঠের পুতুলের
স্যার দাঁড়াইয়া রহিল, হত্যাকাণ্ডে অন্য
দ্বারসে পলাইয়া গেল। পুলিশ অনুসন্ধান
করিতেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহাকে
ধরিতে পারেন, নাহি। আবার মৃত দেহ হাঁস
পাংগলে পাঠান হইয়াছে।

গত দুখবার আমিবিগের এঁদের
পার্শ্বস্থিত কোদালিরা এঁয়ে ছুটী কর
জর হত্যা ইহরা গিরাছে। একজন
টাঁড়াল একেবারে স্ত্রীবা অরোগ্য
কররা দিব বলিরা ছুটী বালককে একটী
ঔষধ খাওয়ার। বালক ছুটী খেলিরা
খেতেইতেছিল, ঔষধ খাইবার পর ১ ঘণ্টার
মধ্যে তাহারের মৃত্যু হইয়াছে। এ লব্ধকে
এখানকার ডাক্তার বাবু অতুললাল তত্তাচার্য্য
একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহা রক্ষাশ্রমে
সংরক্ষিত হইল, অনুবাদক মহাশয় যেন
সেখানি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে বিশেষ
দয় করি।

রাজসারী হইতে এক বাজি লিখিয়াছেন—“এ প্রদেশে অসংখ্য অর্থহীন নিত্যকাল মল্ল দৃষ্ট হইতেছে। যথাক্রমে অনেক চাউল বাঁসা গোলাজাত করিয়াছে সভ্য; কিন্তু তাহা দুর্ভিক্ষাক্রমে কেহ তাহাতে ব্যবহার করিতেছে না। চক-হিনের বাঁসাকার ফানি উঠিয়াছে আউস চাউল, কীচি ৪১।৪২ সের রোপা বাঁমোর চাউল ১৫।১৬ সের মক বিক্রয় হইতেছে।

১৭ ই কার্তিক শনিবার ।
হরিনাথের গবর্ণমেন্টের তত্ত্বার শাখা-
স্থিত যে শব্দার্থ স্থানটির বিষয় সোম-
প্রকাশে লিখিত হয়, সেই কয়েকটি
নূতন ইহার আশা হইতেছে । লাউর দুবা-
র্জান মিউনিসিপালিটির সভাপতি
ও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অত্র
প্রাক্তকালে তদারকের নিমিত্ত আশি
রাহিলেন । আশান্বীত স্থানটির করিবার
আবেদন করিয়া গিয়াছেন । এখন অবধি
প্রতিবাসিতা আর যেন সেখানে শব্দার্থ
না করেন । বারু বিচারি বহুর পক্ষের
দক্ষিণ পারে স্থান নির্ণীত হইয়াছে । ইহাতে
সকলের বিশেষ অনুবিধা হইবে না অথচ
অনেকের ক্ষেপ মিথ্যার হইবে ।

সাতইখ দু'গাখারাম মিউনিসিপালটির গত
 অধিবেশনে হরিনাক্তর মন্বন হোডের সন্ধ্যা
 রেকর্ড ১৬০ টাকা পাশ হইয়াছে। এই
 হোডের কতকগুলি পুণ আরক্ত হইয়াছে।
 জিবুজ বাবু নবীনচন্দ্র বোম ইহার তদারক
 করিতেছেন। নবীন বাবু বেক্সপ বাচের
 অনুমান করিয়াছিলেন তদশেকা কিঞ্চিৎ
 অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। মিউ.সি
 পালিটি অধিক টাকা দিবেন না। অথচ
 অংশ ব্যয়ে সারিবার চেষ্টা করিতে গেলে
 পুল কর্তী কম মজবুত হইবে। নবীন বাবু
 ইচ্ছা করিলে ইহার উপায় করিতে পারেন।

আমরা তিনরা আঁতশের সংঘাত হইলাম
জীবন্ত বায়ু দীনবন্ধুর রসি বাঁহাঘরের গীড়া
আবার বৃদ্ধ হইয়াছে ডাক্তারেরা নাকি
হতাশ হইয়াছেন । দীনবন্ধু বায়ু প্রোট
আকিসে অনেকের বিশেষ উপকার করি
রাছেন এবং বেশে তাঁহার সুখ্যাতির ও

কতাব নাই। তাঁহার এই গীতের ভাষাতে বলা
 দেই হুংখত বাহুয়।

টাকা প্রকাশ হলেও, ঘাণিকগঞ্জ কাইট
মার সাঁজার নিবাসী চ'মাক কাহার নামক
এক ব্যক্তির দ্বারা প্রী। সে তাহার একটী
স্ত্রীকে সমস্তা এহার করাতে এই প্রী তাহার
নামে ঘাণিকগঞ্জের ডেঃ ঘাজিউল্লের মিকট
অভিযোগ করে। তাহাতে উক্ত কাহারের ২
টাকা নও হয় এবং তাহাতে উক্তদণ্ড দ্বার
পট্ট না করে এই নিমিত্ত সাত টাকার মুচ
লক্ষণ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু চ'মাক তাহা
কপ্রোহা করিয়া পুনরায় এই স্ত্রীকে এহার
করে। সুতরাং পুনরায় তাহার নামে
নালিশ উপস্থিত হয়। এই নালিশের সমন
আরি এওহার পর এক নিবাস এই চ'মাক
কিরূপ পরিমাণ শরণ্য করিয়া আনিয়া
মিলে পান করে ও এই স্ত্রীকে পান করিতে
বের এবং এই সময়ে এই স্ত্রীকে মঞ্চদ্বার দ্বারা
বরদাও দিতে অনুমোদন করে কিন্তু স্ত্রী
তাহাতে কোনরূপে সম্মত নাহওয়াতে
চ'মাক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দাওদার নাম
স্থানে আশ্রিত করিতে আরম্ভ করে। তাহা
রণ জনা কতিপয় লোক অগ্রেসর হইলে
তাহাদিগের মধ্যে পাতিয়াও দুই ব্যক্তিকে
টাকি অর্থাৎ এক একার কুঠার দ্বারা জব্দ
করে এবং পরে আশ্রিততার মানসে নিজ
গলাও টাকির আশ্রিত করিয়া আশ্রিত হয়।
আশ্রিত ব্যক্তির হস্পিটালে নীত হইয়াছে;
বিচারে যাহা হয় পাশ্চাত্য জনা দাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার ।

লক্ষ্য ২৭ এ অভিযন্ত। সেখানে শত্রু
এখা উঠাইয়া দেওয়াতে আফিসেরা যে আ-
শান্ত করেন এবং কাছের সহসকা আশ্রিত
সমুলকাই না তাহাও গুরুত্বপূর্ণ। যে কামর
নিয়োগ কর উহার অবস্থান অত্রই উঠাও।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ।

এরূপে ১৪ টি কলিকতা, ২০০০ টুক
সিইজেস অধিকার করিবান উপক্রম করিয়াছে।
ইংরাজিগের ৫-০ অধ্যু-বোণী পলাজিক
পোলকাজ এমি-এক অক্য কর্ণেল এডওয়ার্ডের
অধীনে ইংরাজ নিবারণার্থে বাজা করিয়াছে।

লগুন ২৭ এ অক্টোবর । পারিপের ল্যাবে-
নির ন্যাপবাল নামক সংবাদ পত্র কাটকি ডি
চাৰ্ভাডের বিজ্ঞে নিশিচািতলেন বলিয়া উক্ত
কাগজ খানি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

বাইল চাপেলের উইকেলের দ্রুত হইয়াছে ।

লগুন ২৮ এ অক্টোবর । মাৰ্চেন্ট মান
নামক জাহাজ কার্বেজিনার বিদ্রোহীরা আক্রমণ
করিয়াছে ।

জনজ্ঞতি এই, আর্চিবল্ড মবিচ কের সকল
জালাইরা নিতেছে ।

আডমিরাল তবটি মেলিয়ার দ্রুত হইয়াছে ।

সব গ'টে উলজানিকেশ কোট কাটলে
উপনীত হইয়াছেন ।

গত বৃহস্পতির কলিকাতা গেজেটে

প্রকাশিত শস্যের অবস্থা ।

বর্দ্ধমান—উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া
গিয়াছে । আউলখানির মদীন গ্রাম সকলে
প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে । গত বৎসর অপেক্ষা
চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে । বাঁকুড়া,
র অত্যাধিক ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।
ইকু কিছু রক্ষা হইবে । রবি শস্যের চাল
অল্প হইয়াছে । বীরভূম—যে সমুদয় ধান্য
পাকিয়াছে তাহার অর্ধেক পরিমাণ রক্ষা
হইয়াছে । যে ধান্য অব্যাপি পাঁকে নাই
এখন বৃষ্টি হইলে অর্ধেক পরিমাণ রক্ষা
পারি, মজুদা অনুমান হয় আনা পাঁচরা
হইবে । রবি শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইবে ।
যেহনৌপুরে—প্রায় মণ আনা ভাগ
ধান্য উৎপন্ন হইবে । কোন কোন স্থানে
বৃষ্টি হইয়াছে । জগন্নাথ—ধান্য সমুদয় নষ্ট
হইয়া গিয়াছে । জয়ান্তির মূল্য ক্রমেই
বৃদ্ধি হইতেছে । বাঁকুড়া—উক্ত ভূমির ধান্য
নষ্ট হইয়াছে । নিম্ন ভূমির ধান্য এখন বৃষ্টি
হইলে কতক রক্ষা হইবে । এখনো কল
ইয়ের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই ।
১৪ পরগণা—উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া
গিয়াছে । নিম্ন ভূমির ধান্য সত্তর বৃষ্টি না
হইলে রক্ষা পাইবে না । রবি শস্যের চাল
হইতেছে না । নদীয়া—উক্ত ভূমির ধান্য
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন বৃষ্টি হইলে নিম্ন
ভূমির ধান্য কতক রক্ষা হইতে পারে । রবি
শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে বৃষ্টি

আবলাক । যশোর । উক্ত ভূমির ধান্য
বৃষ্টি অত্যাধিক নষ্ট হইতেছে, নিম্ন ভূমির
ধান্য বৃষ্টি হইলে কতক রক্ষা হইবে । বৃষ্টি
অত্যাধিক রবি শস্যের বিশেষ অনিষ্ট
হইবে । সুর্শিহাবি—শস্যের অবস্থা
নিতান্ত মন্দ । চাঁদা ধান্য কাটিয়া গোককে
হিতেছে । রবি শস্য কিছুই হইবে না ।
হিনাজপুর—বৃষ্টি অত্যাধিক ধান্য নষ্ট হই
য়াছে । তিন কি চারি আনা ধান্য হইবার
সম্ভাবনা । রবি শস্যের বিশেষ অনিষ্ট
হইতেছে । শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে ।
মালদহ । ধান্য শিবগঞ্জ অনুমান বার আনা
ধান্য পাঁচরা হইবে । অপর স্থলের ধান্য
নষ্ট হইয়া গেল, রবি শস্য কতক মন্দ কতক
মন্দ নয় । দুই এক মলে পোকাল গিয়াছে ।
রাজসাহী—নাটোরে কিছু ধান্য হইবে ।
অন্যান্য স্থানের ধান্যের অবস্থা নিতান্ত
মন্দ । রবি শস্যের কতক কতকের অবস্থা
মন্দ নয় । শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে ।
রঙ্গপুর—ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ।
বগুড়া—ধান্য নষ্ট হইয়া গেল ।
পারমা—উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়া
গিয়াছে । নিম্ন ভূমির ধান্যের অবস্থাও
নিতান্ত মন্দ । বাজিলিঙ—উক্ত ভূমির
ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে । নিম্ন ভূমির
ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে । কলাই মন্দ
হইবে না । ঢাকা—শস্যের অবস্থা নিতান্ত
মন্দ । করিমপুর—উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট
হইবে । নিম্ন ভূমির ধান্য উত্তম আছে ।
বাখরগঞ্জ—উক্ত ভূমির ধান্যের অনিষ্ট
হইয়াছে । নিম্ন ভূমির ধান্য উত্তম আছে ।
ময়মনসিংহ—ধান্যের অবস্থা মন্দ । জিহট
শীত বৃষ্টি না হইলে উক্ত ভূমির ধান্য নষ্ট
হইয়া যাইবে । কাছাড়—ধান্যের কতক
পোকায় এবং কতক অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া
যাইতেছে । চট্টগ্রাম—ধান্য মন্দ হইবে
না । নওগাঁও—পোকায় স্থানে
স্থানে ধান্যের ক্ষতি করিতেছে, কিন্তু
অপর স্থলে ধান্য মন্দ হইবে না । জিপুরা ।
কোন কোন স্থানে ধান্য নষ্ট হইবে কোথায়
মন্দ হইবে না । চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী
দেশ—ধান্যের অবস্থা মন্দ নাই । পার্শ্ব

বর্তী জিপুরা—অনুমান হয় আনা ধান্য
হইবে । পাটনা—শস্যের অবস্থা ক্রমেই
মন্দ হইতেছে । গঙ্গা—শস্যের অবস্থা
মন্দ । লাহাবি—জল নিগম করিয়া
কতক শস্যের রক্ষা হইয়াছে । মিহত—
এখনো রবি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে অনুমান
চারি আনা ধান্য হইতে পারে । সারন ।
শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, ধান গাছ
কাটিয়া গোককে হিতেছে । জয়ান্তির মূল্য
ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে । চম্পারন—বৃষ্টি না
হইলে অনুমান হয় আনা ধান্য হইতে
পারে । মুকের—বৃষ্টি অত্যাধিক ধান্যের
অনিষ্ট হইতেছে । ভাগলপুর—ধান্যের
অবস্থা মন্দ । পূর্ণিয়া—রবি শস্যের অবস্থা
মন্দ নয় । কোন কোন স্থানে ধান্য রক্ষা
হইবে । জয়ান্তির মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হই
তেছে । সাঁওতাল পরগণা—ধান্যের
অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়, অনুমান অর্ধেক
হইতে পারে । কটক । শস্য মন্দ নয় । পুরী
মন্দ নয় । বাঁলেশ্বর—শস্যের অবস্থা মন্দ
নয় । হাজারিবাগ—ধান্য নিতান্ত মন্দ
হইবে না, কিন্তু শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি
হইতেছে । লোহারডাঙ্গা—ধান্যের অবস্থা
নিতান্ত মন্দ । সিংভূম । ৫ । হয় আনা
অনুমান শস্য হইবে । মানসিংহ—
ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ । গোরাইল
পাড়া, কামরূপ, দৌরং নওগাঁ, শিবস
গর প্রভৃতি স্থানের ধান্যের অবস্থা নিতান্ত
মন্দ । নাগাপাহাড় । শস্য মন্দ হইবে না ।
শিলাই পর্জত—ধান্যের অবস্থা উত্তম ।

—২—

আমাবিগের বর্দ্ধমানস্থ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন—

এখানকার জল বার পূর্ণাশোকা অনেক
উৎকৃষ্ট হইয়াছে এমন কি সপ্ত ৬ । ৭ বৎস
রের সহিত তুলনা করিলে এই উৎকৃষ্ট
স্বভাবই প্রতীত হয় । এ বৎসর, নিজ
বর্দ্ধমানে জ্বর নাই বলিলে অত্যাতি হয় না,
একণে যে দুই একটর তত্বা হইতেছে,
তাহার অধিকাংশই পুরাতন রোগী, অজ্ঞাত
মহারাজার ও গবর্ণমেন্টের বে কর্মকর্তা
দাতব্য চিকিৎসালয় অতি তথ্যর বেশকল
রোগী চিকিৎসার্থে গমন ও অবস্থিতি

করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত গণ্ড যেলেরিয়ার জর ও স্নিহাক্রান্ত জীবরোগীর ভাগই অধিক। বাহা হটক যাহারা কেবল সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া নিজ বর্তমানকে পুরাতন জ্বরের ও যেলেরিয়ার আবল স্থান মনে করেন তাঁহারা মহাজমে পতিত আছেন সন্দেহ নাই।

কি গর্জননা! কার্তিকের অর্ধেক অতীত হইতে চলিল তথাপিও এক বিমুগ্ধ বৃত্তি হইল না, সাধারণের ও দুঃখী জীবের জীবী ভয়গণের মনে মনে ভয়গা ছিল, যে অমাবস্যার কালিপূজার দিন অবশ্যই সারি বর্ষিত হইবে। হার এক্ষণে তাহার নিরাস হইয়া হাকাকার করিতেছে। ধান্য সকল শুক হইয়া যাইতেছে এবং তৎপ্রযুক্ত কি দুঃখী কি গৃহস্থ কি কৃষক কি জমীদার সকলেই সশঙ্কিত হইয়াছে, তগুলের দুল্য ক্রমশাই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি যে, গত সপ্তাহে ২৫ শের (৬০ সিদ্ধার) হিসাবে, গত ৫ ই কার্তিক ২০ শের হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, অথবা অতি সামান্য চাউল ২১ শেরের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অন্তএব আমরা গুবর্ণমেটিকে সাবধান করিয়া বিতেছি এবারে যেন তিহ বেশে চাউলের রপ্তানি করা না হয়, যেহেতু এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৮৬৬ খৃ অঙ্গে সারি লিপিল বীজন হেঁচোহের আমলে উদ্ভিধ্যা প্রদেশে যেত্রণ দুর্ভিক্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যু হইয়াছিল। আমাদের বর্তমান সারি অন্তর্জ কালে মহা-রাজার অবিকারে সেত্রণ অভিন্ন না হয় ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পূজার পূর্বে আমরা অজ্ঞাতা দ্বিতীয় দুমসেক সজ্ঞাপদ প্রযুক্ত গকাকান্ত বিদ্যা লঙ্কার মহাশয়ের সুবিচারকভাও বহুবর্ষ তার বিবর লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি এক জন পুরাতন বহুবর্ষী বিচারপতি হইয়াও অনেক বিনাবধি উন্নতিলাভ করিতে পারি তেছিলেন না। এই বিবর আমরা আক্ষেপ করিয়া সোমপ্রকাশ দ্বারা হাইকোর্টের গোচর করিয়াছিলাম, বোধ হয় আমাদের

এ লেখা দেখিয়াই জজিণ জাকশন মহোদয় উক্ত বিচারপতির প্রতি সদর তইয়াছেন, এক্ষণে আমরা অতীত আত্মসমিত হইয়া পারিকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি, যে মান্যবর হাইকোর্ট বিহাইলসার মহাশয়কে বেকিমীপুরের জজের অধীন বালেশ্বরের সুসভিমেট পদ প্রদান করিয়া “বদোন দুজাতে লোকে দুসকাতন যোজয়ে” এই কবার সার্থকা সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত পূর্বম গোপজাতীক এক ব্যক্তি একটী মেঘ বলি প্রদান করিয়া মতের সচিত উক্তর মাংস অপরিসমিত রূপে ভোজন করে, ত্রাতিতে উক্ত ব্যক্তির উক্তর অশোকাত শ্রীত হয়, পরদিন ঐমধ সেগন এতৃততে পীড়ার উপলম্ব না হইয়া উক্ত রক্তভাগা ঐরকম অথ প্রাণে ৭ ঘটিকার সময় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

আমারিগের হাইটবাহু সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

রেলওয়ে কোম্পানির অব্যবস্থিততা নিবন্ধন সময়ে সময়ে আরোহিগণের যত্ন-রেনাসি অমুবিধা হইয়া থাকে। আমরা অনেকবার সোমপ্রকাশে এ বিষয়ের আক্ষেপ লন করিয়াছি। হুরাপানোমন্ত আরোহিগকে রেলওয়ে শকটে প্রবেশিত করিবার নিয়মনাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গালা রেলওয়ে এই নিয়মের বাতিচর দুই হয়। অনিরা একবার লি'গরা'চিলাহ দুইজন মান্দাল ইউরোপীয়কে এক খানি দ্বি'গির শ্রেনীর শকটে বাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এই ক'ওজান শূন্য আরোহিগর শকটে যেকা মতপায় করে, তাহা আমরা সোম-প্রকাশ পাঠকগণকে জ্ঞানাইতে ত্রিটি করি নাই। অথচ আমরা ঐরূপ একটী বিবর পাঠকগণকে জ্ঞানাইতেছি। গত ১১ ই আশ্বিন যে শকট শ্রেনী ত্রাতি চটার সময় মিয়ারলক রকতে গোয়ালিমে যাত্রা করে, তাহার দ্বিতীয় শ্রেনীর এক খানি শকটে ধরা ধরি করিয়া একজন হতজান ইউরো-পীয়কে তুলিয়া দেওয়া হয়। এ ব্যক্তি এত

মহাপায় করিয়াছিল যে তাহার শ্রি'গলে বসবার সামর্থ্য ছিল না। মিয়ারলক যেমন কয়েক জন রেলওয়ে গার্ড ইহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া চাবিৎক করিয়া দেয়। এই হুরাভি'গ-চোকা আরোহী শকটে বসন ইত্যাদি করিয়া অমান্য আরোহিগণের সমুদ্র বিব্রক্ত উৎপাদন করিয়াছিল। আমরা গোয়েজ ম'চ'কে পুনর্বার অমু-রোধ করিতেছি তিনি এতাবিত বিবরে বিশিষ্ট মনোযোগ শিখান ককন। এক্ষণে পানোমন্ত গাড়িদিগকে রেলওয়ে শকটে বাইতে দিলে রক্তর অধিক দ্বি'গির সন্তা-বনা। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, রেলওয়ে কর্তৃপরিগণ চোকা করিয়া এই অনিষ্টের চোতুভূত হইতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যান কোন উগ্রদ আরোহী শকটে হইতে পতিত হয়, অথবা অপরপার আরোহিগণের কোন রূপ অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে কি কর্তৃপরিগণ তদ্বিষয়ের দায়ী হইবেন না? উন্নতিবিগকে হতগমন শীল যানায়িতে যাইতে দেওয়া কি অনিষ্ট কর নয়? আমরা ভয়গা করি, এক্ষণে দ্বি'গির গণ হাকাত রেলওয়ে শকটে যাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে পূর্ববঙ্গালা রেলওয়ে কর্তৃপরিগণ বিশেষ সতর্ক হইবেন।

বিষয় বুজি অবগত হইলাম, গোয়ালিমে আরোহীক যাজি'কৌট, জলময় ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। কিন্তু এখ' ক'যে' তাহার কিছুই বুঝে হয় না। ইময়নসিং'গের যব মনোমুখী গোয়ালি'গের পক্ষপাত কর্তৃক ছিলেন, হুতিমদো মকশ'হ' তাঁহার নৌকা জলময় হয়। অতঃপর নৌকার মাপরগণ ইহা দেখিতে পাবারা তাঁহারিগকে তুলিয়া এখানে আনয়ন করে। এখ' গোয়ালি'গের চৌকুরী সব ইনস্পেক্টর'গেরকে অর্থাদি দিয়া অথবা স্ব'মে পাঠ'চরা দি'হ'ছেন। যে দীপরগ' উক্ত জলময় ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করে, তাহারিগের বাউ এক বৎসরের জন্য তা'কা দিগের খাতনা মাপ করিয়াছেন। রূপ কার্য বিশেষ দেশ'সমীরা।

কয়েকদিন হইল এখানে অ'গ' এ'দী

ব্যাভ্র হত হওয়া'ছে। হাইটবর ক্রমে দুন্দর
বন হইয়া উঠিল।

কর্তব্য দিবস হইল লক্ষণ হাস নামক
জনের কবীরের পত্নী একবারে চারিটী
সন্তান প্রসব করে। সন্তানগুলি ভূমিতে
হইয়া অস্পন্দিত জীবিত ছিল।

—১০২—

পত্র: প্রকটকের প্রতি ।

শ্রীকান্তম্ভ মণ্ডল, চাইপাট। আপনি
যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সমগ্র উত্তর
দেওয়া অসম্ভব। ৭ ই অক্টোবরের গবর্নমেন্টে
গেজেট দেখিলে সবিশেষ জানিতে পারি-
বেন। তবে আপনীর প্রার্থনামুসারে দুই
একটী কথা বলা যাইতেছে। বাঁহারা নিম্ন
শ্রেণীর উকীল হইবার ইচ্ছা করেন তাঁহা-
রিগের এইগুলি অবশ্যক। ১ম প্রেসলিকা
পরীক্ষা দিতে হইবে অথবা চাইকোর্টের
তিন জন জজের সমক্ষে এমন পরীক্ষা
দিতে হইবে বাহা প্রেসলিকা পরীক্ষার
সমান। ২য়। সেই বৎসর নবেম্বর মাসের
১ তারিখে পরীক্ষা দিবার আভিপ্রায়
প্রকাশ করিয়া পরীক্ষকদিগের নিকট আসে
দান করিতে হইবে। ৩য়। সাক্ষরিতের সার্ট-
ফিকেট দেখাইতে হইবে। ৪র্থ। বয়স ২০
বৎসরের অধিক হওয়া অবশ্যক। ৫ম,
পরীক্ষা দিবার পূর্বে গবর্নমেন্টের হনাগারে
২০ টাকা ফি জমা দিতে হইবে। ৬ষ্ঠ, পরী-
ক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ কর-
বার সময় আবার ১৫ টাকা ফি জমা দিতে
হইবে। ৭ম, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার এক
বৎসরের মধ্যে চাইকোর্টে অ্যাসেন্সন করিতে
হইবে। ইহাতেই বোধ হয় পত্র প্রেরক
সম্মত হইবেন।

কস্যারিং মর্শকস্য। সাধু রাজেন্দ্র কুমার
ভৌদুরের স্থাপিত ঐযথালয় দ্বারা পরিচালিত
গের উপকার হইতেছে কি না? পত্রপ্রেরক
বিরোধীতে বাঁহারা কিরণে জানিতে পারি-
বেন? রাজেন্দ্র বাবুর পরোপকারের
বিষয় পত্র প্রকাশে অধিক প্রকাশ করিবার
ইচ্ছা নাই। এ বিষয় একবার বলা হইয়াছে।

—১০৩—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর জীবুজ সোমপ্রকাশ
সম্পাদক মহাশয় সমীপেস্থ।

আমি বাই।

আমি বাই! বঙ্গবাসি! তবে আমি বাই,
অকুল সাগর জলে জীবন তাসাই।
হা জননি! বঙ্গভূমি! কোথায় রহিলে তুমি
জনমের মত তবে আজ আমি বাই,
মনে রেখ, মনে রেখ, বঙ্গবাসি তাই!

(২)

এলোকেশি! হা প্রেরসি! রহিলে কোথায়
নবীন জনম মত জলে তেজে যায়।

তোমারে পাঠিয়ে দিলে, তাবিলামনি জেগিয়ে
খিলিষ তোমার সনে, সে বাসনা যায়!
পূর্ণত হলো না, ধরে রাখিল আমার।

(৩)

প্রিয়ানব বঙ্গভূমি ধরেছে আমার,
তাই আমি হেন বেশে থাকিব না আর।
চলিলাম সিঁচুপারে, সে নিষ্ঠুরনে অক্ষধারে
তালিষ, জীবন সাধ খুঁচেছে আমার!
লয়েছি সম্মান আমি ছাড়িছু সংসার!

(৪)

বঙ্গজন বঙ্গুগণ! পাষাণের তরে
লয়েছ অনেক ক্রেশ সবার অন্তরে;
ভেঙে কি বলিব আর, নমস্কার নমস্কার!
জানাইতে কতজ্ঞতা বাঁহারা অন্তরে,
কিন্তু বাই, থাকিব না প্রিয়া-হীন ধরে।

(৫)

কেউ ত আমার নাই কে বেয় বিদায়!
তাই আজ বঙ্গভূমি ডাকি যা তোমায়!
দেও যা বিদায় বেঁও, জননি গো দুখেরও
বাই আমি, কেন আজ দুকফটে যার,
অধীর জ্বর কেন! সংসারীর প্রায়।

(৬)

স্ববরং! সে দুন্দর প্রিয়ার পরীতে
অস্ত্রযাত করিয়াছি, এ সময়ে কিরে
হারালে সে কঠিনতা? আমি বাই এই কথা
বলিতে অকুল আজ তাস অক্রমীয়ে,
তপস্যু করিতে বাই জাননা তা কিরে?

(৭)

হে মহাত্মা! কি বলিব আমার সময়

পত্রতা রাখিরা যা(ও)রা উচিত ত নয়,
মার্জনা করিরা বাই, দুখে ভূমি থাক তাই,
কিন্তু এই নিবেদন করে ধর্ম তর,
করোনা কাহারো দুখ আর বিষয়।

(৮)

বঙ্গবেশে লীলা খেলা কুরল আমার,
আমি বাই, বঙ্গবাসি তবে নমস্কার!
রেখ হে আমারে মনে, বল পুত্র-পৌত্রগণে
কি কারণে, কি রূপে বা ছাড়িছু সংসার,
প্রিয়াহীন বঙ্গভূমে থাকিব না আর!

হৃদভাগ্য

জীনবীন

—১০৪—

হাভুড়িয়া ঈশ্বরের কি স্তন্যদক
চিকিৎসা।

মহাশয়! আমি ৫ ই কার্তিকের সোম-
প্রকাশে যে প্রেরিত পত্র লিখি তাহাতে
মহাশয় বিবিত আছেন, যে যে এদেশে
বেলোরিয়ার প্রাচুর্য্য তৎতৎ স্থানে হাভু-
ড়িয়াদিগের বড় প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার
প্রমাণ প্রদর্শনার্থ আমরা নিম্নলিখিত শেট
দ্বারা ঘটনাস্থী বিস্তারিত রূপে একটি
করিলাম।

আমাদিগের বাসভূমীর নিকটস্থ কোঁদা
লিরা গ্রামে দুই জন কৃষকের দুইটী পুত্র
গত কল্যা বোলা গ্রাম ৯ ঘটিকার সময়
অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে।
ইহাদের মধ্যে একের বয়স প্রায় ৭-৮
বৎসর ও অপরটির অণেক্ষরিত চিকিৎসা
হইবে। ইহাদের মধ্যে অধিক বয়স্কটী
আমার চিকিৎসা দ্বারা পুরাতন মেলোরিয়ার
জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া সবলকার
হইয়াছিল। কেবল এপিডেমিকের স্বার্থ
প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে তাহার দুই এক দিন
সামান্য জ্বর হইত। অপরটীও উক্ত পীড়ায়
বহুদিনাবধি আক্রান্ত ছিল, কিন্তু তাহার
কোন ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা
করান হয় নাই। এই রোগটির পিতা তাহা
পর প্রতিবাসীর দুখে অনিল যে তাহাদের
একজনের বাটীতে প্রীহা ও বহুত আরোগ্য
করিতে সক্ষম এমন এক ব্যক্তি আসিয়াছে।
এই কথা শুনিয়া সে তাঁহাকে আপন বাটীতে
ডাকিয়া আনিল এবং পুত্রের পীড়ার বিষয়
আলোচনা করিল। তখন দুবিজ চিকিৎ-
সক একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষ-
ধ ঔষধে অপরটির কি শিকড় ছিল বলিতে

পারিমা, শুভিলাস যে বোকা তরাক জলে
 তিকাইয়া সেই জল ও সজনার পিকড়ের
 ছাল খেত করিয়া তাহার রস, এই উত্তর
 একত্রে মিশ্রিত করিয়া ততগা
 পিত্তকে সেবন কর। অপর বালক
 গীর পিতা - বীর পুত্র একবারে মেলেরিয়া
 জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে তাবিয়া প্রতি
 মালীর দুইজামুকরণ করিল। ৩ তরানক
 ঐষধ উৎসাহ হইয়া মাত্র তাহার ক'র। সমু
 দ্রায় সুউ হইতে লাগিল। রোগীর সমস্ত
 শরীর শীতল কর্ণে আগ্রস্ত ও কম্পিত হইতে
 লাগিল। ইহার সন্ধে তরানক হাটগণিলাসা
 উপস্থিত হইল; নিশ্বাস মলীকৃত হইয়া
 আসিল এবং বেঁধে বেঁধে শরীর অবসর
 হইয়া তাহারিগের উত্তরেরই দৃষ্ট হইল।
 যে ব্যক্তি ঐষধ সেবন করাইয়াছিল সেও তা
 বৎকাল তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু দুত্বার
 জ্বাবহিত পূর্বেই প্রস্থান করে। ঐষধ
 সেবনের প্রায় আর মটী গারে তাহার
 আমাকে লইতে আইসে, কিন্তু তৎকালে
 আমি কোম দূরবর্তী স্থানে রোগী দেখিতে
 গমন করিয়া ছিলাম সুতরাং সাক্ষাৎ না
 হওয়ার তাহার চলিয়া যায়। এই ঘটনার
 প্রায় ৪। ৫ মটী গারে আমি প্রজ্ঞাগত
 কইলে তাহার গুনরাগ আমাকে ডাকিত
 আইসে। আমি শুনিয়া মাত্র স্তব্ধ উপ
 স্থিত হইলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য সপত্তা দেখি
 লাম যে উত্তরের অনেক কণ পূর্বে প্রাণ
 ত্যাগ করিয়াছে। আমি বাহ্যিক আকির
 পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে চক্ষু উদ্বীলিত,
 তারা প্রসস্ত, উদর শীত ও কর্ণ নাসিকাঃ ও
 মুখে বমনের চিহ্ন লক্ষিত হইল, অঙ্গ প্রত্য
 ঙ্গাদি তৎকাল পর্যন্ত শিথিল আছে।
 পোষ্টে মর্টেম একজামিন করিতে বা পার্শ্বে
 অপর্যাপ্তক চিহ্ন সকল বলিতে পারি
 লাম না। কিন্তু জীবিতাবস্থার লক্ষণ সমুচ্চ
 শুনিয়া এবং মৃত্যাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া
 স্পষ্টই প্রতীত হইল যে উক্ত তরানক
 ঐষধ বিমের কর্ণ করিয়াছে। বোকাই
 ইহার প্রধানে কর্তব্য। কাম তাহারিগকে
 ঐষধ পুনর্বিবেচনা করিতে বলিয়া
 গিয়ে প্রত্যাগমন করি। অন্য প্রান্ত

কালে শুভল'ম খে তাহার সোনা পুরের
 সব ইনস্পেক্টরকে জামাইয়াছিল; কিন্তু
 কেহ কর্তারী না হওয়ার তিমি দৃঢ়
 বালকবনের মন্তোতি কীরার আজ্ঞা প্রদান
 করিয়াছেন।
 এক্ষণে বক্তব্য এই যে আমরা ন'রবার
 এই সকল বিষয় গবর্নমেন্টের কর্ণগেচ
 করিতেছি; কিন্তু তাঁহারা এই সকল বিষয়ে
 কর্ণপাত না করিয়া ব'ধার হইয়াছেন।
 প্রথমতঃ বলাপি এই এবিষয়ী উপেক্ষিত হয়
 তাহা হইলে এই সকল হত্যাকাণ্ডী হত্যুতি
 রাহিগের হল দিন দিন বৃদ্ধ হইতে থাকিবে
 ও নিষে ব্যক্তিগের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে
 হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়তঃ কর্তারী নাই
 বলিয়া সব ইনস্পেক্টর স্তব্ধ অগ্নিত
 দুত্বার পোষ্টে মর্টেম একজামিনেশন ব্যতি
 রেকে যে অ্যোজিকীরার আজ্ঞা বেন তাঁহা
 কার্য বৃদ্ধিতে পারিতেছে না।
 এইরূপ হইলে অনেকই হত্যা করি
 করিয়াও পার পাইতে পারে যেহেতু নিষে
 ঐষধ সেবন করান ও অস্ত্র হ'রা হত্যাকরা
 এই উত্তর বিধ হত্যার উত্তর বিশেষ
 নাই। যখন দেখিতেছি যে অস্ত্র হ'রা হত্যা
 করিলে কর্তারী না থাকিলে গবর্নমেন্ট
 কর্তারী হইয়া তাহার তদারক হর তখন
 এরূপ হত্যার বিশেষ রূপ তদারক না
 হইলে গবর্নমেন্ট নিশ্চয়ই নিষদীয় হই
 বেন। উপসংহার ক'লে প্রার্থনা এই যে
 গবর্নমেন্ট হইতে এবিষয়ী বিশেষ তদারকের
 হুকুম হয় এবং যে সকল হত্যুতি
 হত্যাকারি এইরূপে হত্যা করিয়া পার
 পাইতেছে তাহাদের শাসনের নিমিত্ত কোম
 বিশেষ আইন জারি হয়।
 চাকরিপোতা, ১২৮০
 ১৫ ই কার্তিক ১২৮০ এল, এম, এস,
 এপিডেমিক ফিবার এবেলে এরূপ
 প্রবল প্রতাপ হইয়াছে যে প্রত্যেক গৃহে
 আবার বৃদ্ধ বিনতা পীড়িত। কেহ কাহারো
 তদ্বিধান করে এরূপ সান্নিধ্য কাহারো
 নাই। জগদীশ্বর বহিঃগণকে দুঃখমণ্ডলীর
 এক মতি আধার করিয়াছেন। এরূপ হ্রব-

দ্বাভেও এবেলে চিকিৎসক ছিল না। দ'রও
 ব'রতা অধিব'সীগণ জামাইয়া উঠিয়া চিকিৎসা
 সকল আনাটো আপনাদের চিকিৎসাকালে
 লক্ষ্য। কিন্তু অ'ব'ৎস হরিজগিরিগের পক্ষে
 তাহা নিতান্ত দুঃসাধ্য, একারণ আমরা
 অনাগতি হইয়া ইতিপূর্বে দেশহিতৈষী
 জিহুজ মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের
 নিকট একজন ডাক্তার প্রেরণার্থ আবেদন
 করিয়াছি। উক্ত মহোদয় আমাহিগের প্রতি
 সান্ত্বনায় অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক একজন
 মেডিক ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার
 নাম জিহুজ দাব িমোহনজ্ঞান'গ তিনি
 আমাদের বেশে আগমন পূর্বক আন্তরিক
 যত্ন ও বৎসালা কাঠিক পরিচর্য্য সহকারে
 চিকিৎসা করিয়া অসংখ্য জ্বরপীড়িত হরি-
 জগিরি প্রাণরক্ষা করতঃ প্রাণসংভাজন
 হইয়াছেন, এবং সব জালিষ্টাষ্ট সার্জন
 জিহুজ বাবু অন্নপ্রাণন মজুমদার এখানে
 উপস্থিত থাক'তে আমাদের যথেষ্ট উপ-
 কার হইতেছে। বাবু দেশের বিত্তসামর্থ্য
 স্বয়ং প্রতিদিন পদতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যা
 ক'লে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে রোগীদিগের
 বাসী পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনেক দুঃখী
 রোগের যথোচিত চিকিৎসাকরণ তাহা-
 রিগকে অনায়াসে চন্দ্র করিতেছেন। ইনি
 অতি সজ্জন ও সৎসংজ্ঞাত এসময় ইনি
 এখানে উপস্থিত না থাকিলে অনেকই
 কাল ক'লে পণ্ডিত হইতেন তাহার সন্দেহ
 নাই। এবেল ইহার এলাকার মহাশয়,
 এখানে ইহার বেডকোয়ার্টার হইলে আমরা
 অত্যন্ত উপকৃত হই।
 সৌভাগ্যবশতঃ জিহুজ সিবিল সার্জন
 মহোদয় এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগিতার
 সহিত ঐষধ বিশেষিত হইলে বৎসায়
 ঐষধ মেরণ ও ম'মো ম'মো তাঁহার অধীনস্থ
 ডিম্পলার সমুচ্চ তদ্বিধান বিষয়ে
 সবিশেষ যত্নবান হইবেন।
 পরিশেষে আমাদের প্রার্থনীয় এই যে
 রোগী সংখ্যা দিন দিন পরিবর্তিত হই-
 তেছে, একজন চিকিৎসক দ্বারা সকলের
 চিকিৎসা চূড়াকরণে নাকার হইতে পারি
 তেছে না অতএব জিহুজ মাজিষ্ট্রেট সাহেব

বাঁহা'র কিকরধিক অল্পকল্পা প্রদর্শন পূর্বক এরেশে বার একজন ডাক্তর প্রেরণ করিলে আমরা চিরবাহিত ও সান্ত্বনয় অনুগ্রহীত হই।

কীরণটি ।
৮ ই কার্তিক } অসুগত
১২৮০ সাল } ঐযজ্ঞেশ্বর গাছাণ্ডী

—

জেনা বর্জমানের অন্তর্গতি বৃহৎ বৃহৎ সব ডিবিজনের অধিন গোষাধীশও প্রভৃতি ১৪১২ খ্রিঃ এ'য়ে যোগেশ্বরী জ্বরে বহু সংখ্যক লোক পীড়িত হইয়াছে এবং অনেকেরই মৃত্যু হইতেছে। অত্রস্থ কবিবাঁ লিগনের অধিকংশেই আত্মক হানী হুতরাং অর্ধবার করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে এমন লোক অতি বিরল। মিকটস্থ কোন স্থলে গবর্ণমেন্টে দাতব্য চিকিৎসালয় নাই যে বিনাভায়ে ডাক্তারী চিকিৎসা করাইতে পারে, এজন্য চিকিৎসাতাবে বহুহরিত ব্যক্তি কালক্রমে পরিত হইতেছে।

এই ব্যবস্থায় বৃহৎ বৃহৎ সব ডিবিজনের বিখ্যাত লোক হিউডবী, সুবে'গা ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিহুক প্রাণাণ নারায়ণ সিংহ রায় বাঁহা'র মিকট আবেদন করায়, তিনি সরেহমিনে অত্রস্থলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্জমানের মাজিস্ট্রেট সাহেব বাঁহা'র সন্নিপাতে কত বিষয়ক সবিশেষ রিপোর্ট করেন। বিগত ৬ ই কার্তিক দিবস ৪ টার সময় বর্জমানের ডাক্তার সাহেব মহোদয় গোষাধীশও এ'য়ে পৌঁছিয়া গোষাধীশও প্রভৃতি সকল এ'য়ের প্রত্যেক অববাসীর অবাসস্থানে গমন করত রোগী রোগকে অচক্ষে দেখিয়া গোষাধীশও গবর্ণ মেন্ট হইতে একজন মেডিক ডাক্তর পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রশংসিত ডাক্তর সাহেব মহোদয়ের এই প্রতিশ্রুতি সকল হইলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে সন্দেহ নাই। কলকাতা দিন দিন বেগুন মৃত্যু হইতেছে, ইহাতে কলিকাতা ডাক্তর প্রেরিত হইলে অনেক দূর এক কালে শূন্য হইয়া যাইতেছে। অতএব আমরা বিনয় সহকারে ডাক্তর সাহেব মহোদয়ের মিকট প্রার্থনা করিতেছি যে

তিনি রূপাপূর্বক অবিলম্বে গোষাধীশও অবাস্যকমত ঐযজ্ঞ ও একজন উপযুক্ত ডাক্তর প্রেরণ বিষয়ে যমোযোগী হইয়া অনেক নিকণাতঃ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করুন।

গোষাধীশও }
১২৮০ সাল } ঐগঙ্গানারায়ণ মহামহার
৮ ই কার্তিক }

—

নদীয়ার নদী ।

সন ১৮৭০ সাল ২৪ এ অক্টোবর ।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে		১০	৬
তথা হইতে মুরপুর		৫	৪
তথা হইতে জগদপুর			
৯ মাইলের মধ্যে			
জগদপুর হইতে নরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে			
নরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে			
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪৬ মাইলের মধ্যে			

সন ১৮৭০ সালের ২৭ এ অক্টোবর নরমপুর গজ বাঁটের জলের মাপ ।

	ফীট	ইঞ্চ
		১০
নরমপুর } জিহুক সি. ক. উইলসন এক'জ		
২৭ অক্টোবর } কিকটিন উইলসনের নদীয়া		
১৮৭০ } লোকাল দিবস ডিবিজনে ।		

মুলা প্রাক্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতাস্বরকারে প্রকাশ কর-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্রাট
সোমপ্রকাশের মুলা প্রেরণ করিয়াছেন।

জিহুক বাবু এক কোড়ি সিংহ	
জিবেদী	৫০
বিনন্দচন্দ্র অধিকারি	
রাহচকী	১০
জিহাম পাল মহাপুত্র	১০
কেশব দিগী—গোবর ডাক্তার	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মুলা না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই মিকটে প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মুলা বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫০ টাকা, মফস্বলে যাহুল সময়ে অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা। ছয় মাসের স্থানে অগ্রিম মুলা গ্রহণ করা যায় না। মোট, ছুটি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর মাধ্যমে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মুলা প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মুলা নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মুলা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মুলা পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও বাগনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া জিহুক হারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাবিগের স্মরণ মুলা দিবস সময় মিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাবিগের নামোন্মেষ করিয়া তাঁহাবিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অসীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোমপ্রকাশের ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা নীচ পাঠিব।

যাঁহারা যাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাবিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৮০ ছই আনা তাহার পর ১০ বেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবস ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত যতন্তু বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার স্কিনপুর্ন সোমপ্রকাশ টেম্পোরারি স্কিন চার্ট্রিফিকেশনার জিহুক হারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসীতে প্রতি সোমবার প্রাত্যহিক প্রকাশিত হয়।

রেজিস্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৫ নং ভাগ।

৫০ সংখ্যা।

“প্রবক্তাণাং প্রকৃতিচিন্তায় পার্থিবঃ সন্নিবৃত্তো অনিমগ্নো ন হ্যস্মিৎ।”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ৫০ টাকা।

সম ১২৮০। ২৬ এ কার্তিক। ইং ১৮৭৩। ১০ ই নবেম্বর

মকমলে মাহুল সময়ে অগ্রিম
বার্ষিক ১০) মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গুপ্ত বস্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা, ২৪ নং মির্জাপুর লেন প্রেসি
ডেন্সি কালেক্টরের উত্তর পূর্বে দুই দ্বিতীয় গলি।

শঙ্কর বিহার জরতী।

অর্থাৎ শঙ্কর বিধিভঙ্গ সার, সুসারে
ঐশ্বর্যবৎ পূজাপার শঙ্করচার্য্য আশির
জীবন চরিত্র।

উপস্থান শঙ্করচার্য্য আশির জীবন
চরিত্র, জন্মাবধি স্বর্গাধ গমন পর্য্যন্ত সমস্ত
বৃত্তান্ত, অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচর ও বিধি
ভঙ্গ এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, বিধিভঙ্গ-সার
এবং হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য-এবং বলা-
যোগ্য স্থানে মূল গ্রন্থ, অর্থাৎ সহিত বিরচিত
হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপে
মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।
এখু অতি উপায়ের বাহা অবলোকনে
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্ব ও
উপায় বোধ হয়, যে মঙ্গলশয়ের গ্রন্থাভিলাষ
স্বয়ং কলিকাতা পটলভাঙ্গার গুপ্ত প্রেসে ও
বারাণসী সোনারপুরে ঐযুক্ত কালীদাস
মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মোসিম
গজ্জে ঐযুক্ত শশীভূষণ মিত্রের নিকটে মূল্য ও
ডাক মাগুল পাঠাইলে পাইবেন। পত্র
বেয়ারিং পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

স্বাক্ষর কারীগরের প্রতি

প্রতি খণ্ড

বিনা স্বাক্ষরকারী

ডাকমাগুল প্রতি খণ্ড

ঐশ্বর্য্যভরণ গুপ্ত কর্ম্মাধিকারী।

১০

২

৪

ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে, চাউল

প্রকৃতি আহারীর শস্য ও মরদা

প্রকৃতির ভাঙার লম্বতা

বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কালী পর্য্যন্ত কিছা কালী
হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত কোন ট্রেনে যদি কেহ
চাউল প্রকৃতি আহারীর শস্য অর্থাৎ মরদা
প্রকৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে
১ মাসের অঙ্গুন বোকার পক্ষে প্রত্যেক
মণে মাইল গিছু এক পাই এর আট
ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া
ডাকা দিতে হইবে। কালীর উপরের কোন
ট্রেন হইতে যদি কালী কিছা কালীর মিত্রের
কোন ট্রেনে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রেরিত
হয় সেই স্থলেই এই নিয়ম খাটিবে অর্থাৎ
উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মলহাটী
ষ্টেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল
খাটিবে। এই ভাঙার পরিবর্তন আবশ্যক
হইলে বলা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল মরদা প্রকৃতি আহারীর
দ্রব্যের ভাঙার যে লম্বতার কথা হইল,
তাহা গবর্নমেন্টের আদেশ, সুসারে ও ব্যয়
হওয়াতে, বাঁহারী রক্তানীর অন্য পূর্ণোক্ত
দ্রব্যাদি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবেন তাঁহা
মিত্রের পক্ষে খাটিবে না। হাবড়া কিছা
কলিকাতার বন্দরের বর্তমানীয় সময় যে সকল
দ্রব্য আনীত হইবে, তাহার সম্পূর্ণ ভাঙা
দিতে হইবে।

এজেন্সি ই, আই,

রেলওয়ে

১ নং নবেম্বর
১৮৭৩

লিঙ্গি টিকেনমস

বাসা এনট্রান্স ফুলের এংম এবং
দ্বিতীয় মাস্টারের পদ শূন্য আছে। প্রথম
মাস্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং
দ্বিতীয় মাস্টার ৩০ টাকা। পদাঙ্কালীগণ
উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে
নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন প্রেরণ
করিবেন। দ্বিতীয় মাস্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং
জানা আবশ্যক।

১৮৭৩।

৩১ এ অক্টবর

ঐযুক্ত সেন

সম্পাদক

বাসা, পোষ্ট অফিস

মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

“শঙ্কর জরতী।”

সর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের

সংস্কৃত অভিধান দ্বিতীয়

বার মুদ্রিত।

পৃথক পৃথক কপে বাঙ্গলা ও দেবনাগ-
রাঙ্করে ডিমা ই ও গেজি কর্ম্মার ২০ কর্ম্মা
করিয়া আগামী মাস হইতে এক এক খণ্ড
প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ এক
টাকা ডাক মাগুল ৮ আনা। বিন প্রাক্ত
জ্ঞানী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অঙ্গু-
গ্রহ পুস্তক খীর নাম বাম সম্বলিত লিপি
কলিকাতা শোভাবাজার ঐযুক্ত কুমার
ইপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট পাঠাইবেন।

ঐযুক্ত কান্ত মিত্র কোং

—১০২—

বাহু রক্তানীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
জরতী চরিত্র অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
জরতী গাওয়ানীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০/০

ডাকমাছল ৮ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তব্য।

মালবাজার কিন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়
হট্টেল কলিকাতা।

—০—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর দত্ত চট্টোপাধ্যায়
এম বি—মহাশয়ের কৃত বল ভাষার প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাকারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাছল ১০।

এ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০। একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাছল ১০
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১০ আনা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারা
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া হইবেক। বাঁহাদের এরোজন
হয় তাঁহারা বেন টাকা ও ডাক মাছল কিংবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাকারি ব্রিটারিয়ান বন্দোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বাসচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
মাছল ৮, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এলিক ডাকারি ৬ দুর্গাবাস কর মহাশ-
য়ের কৃত মেট্রিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য
রসাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল ১০ উহার
কৃত ভিষয়ক ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাছল ১০।

ডাকারি শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ওপ্ত
মহাশয়ের কৃত হুতন সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা এতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাছল প্যাকিং খরচ ৬০। বাবু ক্ষেত্র-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের করিপ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাছল ১০।
কলিকাতা } শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।
মালবাজার } হিন্দুহটেল।

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার

ব্রহ্ম আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ব্রহ্মগুলি শুধামে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

রেল করা অন্তর নির্মিত সর্ভাঙ্গার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জঙ্কশন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
যেতিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্ট্রো।

বাঙ্গার সর্ভাঙ্গা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল করা
পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

৭ নং হেভিওয়েস স্ট্রীট } বরদ এণ্ড কোং।

—০—

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত
যে খানকাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি
বানিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।
যে সকল নৌকা তিনফিটের অধিক কল
আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে বাতা-
রাতে করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গলিভার

লেপ্টেনেন্ট কর্নেল আর ই

অফিসিএটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি

বাংলা গবর্নমেন্ট পাবলিকওয়ার্ক

ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

ইশতেহার নামা কাছারি রেফ ওয়ে

ডেপুটি কালেক্টরি এজলাস

শ্রীযুক্ত মে উইলিয়াম হেসাম

সাহেব একটীং রেলওয়ে

ডেপুটি কালেক্টর।

এতদ্বারা সর্ভসাধারণকে জ্ঞাত করা

হইতেছে যে জিলা মুরসিদাবাদের অন্তর্গত
রেলওয়ে লাইনের উত্তর পার্শ্বস্থিত বাগে

অগ্নি বিধি জেবীর ১৫২০/ বিধা ভূমির
শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুরের মালিকী স্বত্ব,
বর্তমান মাহার ১৫ ই তারিখের কলিকাতা
গেজেটে প্রকাশিত নীলামী ইশতেহারে
লিখিত নিম্নলিখিত সন ১৮৭৩ সালের
১০ ই নংখর মোং বালালা সন ১২৮০
সালের ২৬ এ কার্তিক সোমবার এবং তদ
পরে নিম্ন স্বাক্ষরকারির মোকাম সিদ্ধিচার
কাছারিঃ নীলাম বিক্রয় হইবেক।

যে পরিমাণ জমী নীলাম হইবেক
তাহার চারি অংশের প্রায় তিন অংশ
বর্তমানে, আবাব হইতেছে; অবশিষ্টাংশ
বল্লবায় করিলে আবাবের যোগ্য হইতে
পারিবেক।

এ সকল জমি শুধাকার প্রচলিত হার
অপেক্ষাক্রম জমার ভূবিগল সন করারে
জ্ঞাত করে এবং নিজের নীলাম হইবেক যে
কেহ টাকা খাটাইতে চাহেন তিনি আর
এমন সুবিধা পাইবেন না।

১৮৭৩ } মে উইলিয়াম হেসাম সালের
২২ অক্টবর } একটীং রেলওয়ে ডেপুটি
কালেক্টর

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ কার্তিক সোমবার।

সর জর্জ কাহেল সাহেবের প্রায়
রোড সেস এক দুর্ভিক্ষকে সহচর করিয়া
বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতেছে। এই নবে
দুই মাস তাহার অধিকার কাল। লেপ্ট
নেন্ট গবর্নর কি তৎসংগ্রহের অসুখিত
বলবতী রাখিবেন? যদি রাখেন, উহা
দুর্ভিক্ষকে অধিকতর ভরস্বর করিয়া
তুলিবে সন্দেহ নাই। আমাদের পক্ষের
চনার রোডসেস দূরে থাকুক জমীদারি-
গের দেয় নিয়মিত রাজস্ব ও এ বৎসর
সম্পূর্ণরূপে আদায় করা কর্তব্য নহ।
গবর্নমেন্ট যদি তাঁহাদের নিকট হইতে
রাজস্ব লন, তাঁহারা প্রজাকে হাড়িবেন
না। তাহা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের
কণ্ঠে কার লম্পর্ণ তুল্য হইবে সন্দেহ
নাই। গবর্নমেন্টের উচিত যে আইনে

যেমন অন্য অধিবেশনে, তাঁরা নির্ণয় করিয়া তত্ত্ব জমীদার বিধের দের রাজস্বের অর্ধ চতুর্থাংশ তৃতীয় অংশ পরিচালনা করুন। যদি একে ধারে পরিচালনা করিতে না চান, এবং অন্য জমীদার দিগকে ঐ পরিমাণে রেহাই করুন, আগামী বর্ষে আদায় করিয়া লইবেন। যদি বলেন, গবর্ণমেন্ট জমীদারদিগকে রাজস্ব রেহাই করিলে তাঁহাদিগের নিজের ব্যয় কিরূপে চলবে। তাঁহার উত্তর এই, আপন কালের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের সক্ষম আছে, সক্ষম না থাকিলেও তৎকালের উপায় বিধান গবর্ণমেন্টের পক্ষে হ্রস্ব হয় না। শকাব্দের জমীদার দিগের অধিকাংশের আপন কালের সক্ষম নাই, তাঁহাদিগের সক্ষম করাও হ্রস্ব। এজারাই তাঁহাদিগের সক্ষম স্থল। সেই এজারাই যদি অবসর হইয়া পড়িল, তাঁহাদিগের জাতির শুভ হইয়া গেল। গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে পীড়া পীড়িত করিলে তাঁহারা যে এজাপীড়নে উৎসাহিত থাকিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

উপসংহার কালে আমরা পূর্বেকার ন্যায় সঙ্কল্প প্রার্থনায় জমীদারদিগকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এই অবসরে অনাহুতি কালে ক্ষেত্রে জল বেচনার্থ নিজ নিজ জমীদারী মধ্যে জল পুষ্করিণী কুপাদি খনন করাইয়া লউন তাহাতে তাঁহাদিগের এজাতিভিত্তিক আশ্রিত-হাৎসলা ও মহাপ্রভাবতা একাংশ পাইবে, এজারাই তাঁহাদিগের অনুরক্ত হইবে অথচ তাঁহাদিগের বিলম্বিত বার্থনিক হইবে। ভূমির রাজস্ব হ্রাস হইবে এবং ভবিষ্যৎ অনাহুতিকালে তাঁহাদিগকে একান্ত সহিত বিপদাপন্ন হইতে হইবে না।

ইউরোপীয়ে এদেশীয় দিগকে।

সময় সাহস তাল

বাসেন কি না?

এদেশীয়ে এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে বেরপ এণ্ডর এদেশীয়ে ইউরোপীয়ে বেরপ এণ্ডর দেখিতে পাওয়া যায় না। বেরপ এণ্ডর হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? যদি না থাকে তাহার কারণ কি? এ প্রশ্নের সমাধান বঙ্গদেশের মেলেরিয়া অথবা হেতু ওলাউঠার নিদান ও অনাহুতির কারণ নির্ণয়ের ন্যায় নিতান্ত হ্রস্ব। ইউরোপীয়ে এদেশীদিগের প্রতি এবং এদেশীয়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতি ঘোষণা করুন। লাম্বু সর্দার লোকেরা বলেন উত্তরে এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, উত্তরের জাতীয় আছে, অতএব পরস্পর বহুমান হইলে পরস্পরের এণ্ডর ক্রমে বহু মূল হইবে। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে নানা একান্ত সভা ও প্রত্যাহিতা প্রকৃতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই বাক্যগুলি শুনিতে অতি মধুর ও তেজী অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমরা শুনি ইউরোপীয়ে লাম্বু সর্দার গমা রেলওয়ের এক গাড়িতে এদেশীকে দেখিলে বিরক্ত হন, সময়ে সময়ে এদেশীকে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টার পরাক্রম হন না, আপনাদিগের নৃত্য গীত সমাজে এদেশীদিগকে বাইতে বেন না, তাঁহারা যেখানে গিয়া বাস করেন, তত্ত্ব আদিম নিবাসিদিগকে নির্মূল করেন, তখন আমাদের একান্ত হতাশ হইতে হয়। ইউরোপীয়ে সহিত এদেশীয়ে যে কোনকালে এণ্ডর হইবে সে আশা থাকে না। প্রকৃত আমাদের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হয় ইউরোপীয়ে কবে আমাদের নির্মূল করেন। আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ দ্বারা বাস

করিতেছি। কোন অংশে কোন একান্ত প্রতিযোগিতা ঘটিলেই বিপদ।

আমাদিগের আতঙ্ক অনুলক হউক, আর সুলক হউক, এদেশীয়ে সহিত ইউরোপীয়ে যে বার্থ এণ্ডর নাই এটা নিশ্চিত কথা। তবে যে হই এক স্থানে মিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায় লাত বেকন প্রধান ও অপ্রধান যে মিত্রতার কথা কহিয়া গিয়াছেন, সে সেই মিত্রতা। এদেশী যত দিন ইউরোপীয়ে অনুরক্ত হইলেন, যত দিন চাটু বচন দ্বারা ইউরোপীয়ে চিত্ত রঞ্জন করিলেন, তত দিন প্রায় হ্রস্ব। কিন্তু যেখানে এদেশী ইউরোপীয়ে সহিত সমকক্ষ আচরণ আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ ইউরোপীয় চিহ্না গেলেন, উত্তরের এণ্ডর বাসিল বার্থের ন্যায় তালিয়া গেল। করল ইউরোপীয় এদেশী মিত্র বিপদাপন্ন হইলে তাঁহার বাজিতে আসিয়া তত্ত্বাধান করেন? পীড়া হইলে তত্ত্বাধান করেন?

আমরা একান্ত এ প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া অতি বৈরাগ্য উদ্ভূত করিয়া তুলিতেছি, পাঠকগণ একান্ত বিবেচনা করিবেন না। সে দিন একজন ইউরোপীয় বিরক্ত হইয়া একস্থানে সংবাদপত্রে লিখিলেন, মহা প্রেণীর গাড়ি এদেশীদিগের পক্ষে পর্যাপ্ত; এদেশীদিগকে দ্বিতীয় প্রেণীতে বাইতে দেওর হাকেন? আর এক দিন আর এক স্থানে সংবাদপত্রে লিখিত হইল একজন ইউরোপীয় একজন এদেশী তত্ত্বালোকের জীবিত লাম্বু গাড়ি হইতে ফেলিয়া দিলেন। ঐ ইউরোপীয়ে সহিত এদেশীয়ে কোন বিবাদ বিবাদ ছিল না, তখন বিবাদ বিবাদ হইতে নাই। এদেশীদিগকে এইরূপ ঘৃণা করা কি ভাবাত্মক এবং পণ্ডিতদিগের প্রতিপাদিত জাতীয়তাবাদের লক্ষণ? এটা কি উচ্চতম

সভ্যতার কল ? যেখানে এত বিদ্যেব
এত যুগ। সেখানে সম্ভাব হইবার সম্ভা-
বনা কি ? একজন যুগ। করিলেন আর
একজন ভক্তি করিলেন ইহা কি সম্ভা-
বিত ? এদেশীয়েরাও এই কারণে ইউ-
রোপীয়দিগের প্রতি সম্মতি নম ? ইউ-
রোপীয়ের সহিত এদেশীয়েদের যে যথার্থ
প্রণয় হয় না ইউরোপীয়ের এই গাধা ত
বাবহারই তাহার কারণ। উদাহরণের
শরীরে বল আছে, উদাহরণ। এদেশে প্রয়
করিয়াছেন, এই উদাহরণের অহঙ্কার।
এই অহঙ্কারে উদাহরণ। এদেশীদিগকে
মানুষ জ্ঞান করেন না। এদেশের একজন
অনেক আছে, উদাহরণ। অনেক ইউরো-
পীয়ের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট।
সেই ক্ষেত্রে ইউরোপীয়েরাও শরীরে
বল আছে বলিয়া সেই উৎকৃষ্ট এদেশী
দিগকে ঘৃণা করেন। এটা সামান্য
মৌতুকাবহ মতে। কলত; ইউরোপীয়
দিগের মনে আপনাদিগকে বড় বলিয়া
যে অভিমান আছে, যাবৎ উদাহরণ। তাহা
পরিভাষ্য করিয়া এদেশীদিগের সহিত
অমায়িক ব্যবহার না করিবেন, তাবৎ
এদেশীদিগের সহিত অকৃত্রিম মিত্রতা
হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যে ইউরো-
পীয় অমায়িক ব্যবহার করেন উদাহ-
রণের সহিত এদেশীদিগের কেবল
যে একপট মৌহাদ্দ হয় একজন নয়। এদেশী-
য়েরা উদাহরণকে যথোচিত ভক্তি
করিয়া থাকেন। যে সকল ইউরোপীয়
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এদেশীদিগের
সহিত সর্বপ্রকার সংসর্গ পরিভাষ্য
করেন উদাহরণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা
করিবার ইচ্ছা হইল, এদেশীদিগের
সহিত মৌহাদ্দ করিয়া এদেশে বাস
করা আর ইহাদিগকে ঘৃণা করিয়া
অত্যাচার ইহার অন্যতর কোন
সম্ভবতার কাজ ও সুখের বিষয় ? উদাহরণ।
আরতবর্ধের অগ্রে প্রতিপালন হইতে

ছেন, ভারতবাসিদিগের সহিত মিশ্রিত
অপার উন্নতিসাধন করা কি উদাহরণের
কর্তব্য নয় ?

—

আমার কথা ।

ভাবী হুজুর্কের আশঙ্কার দেশবাসী
সকলেরই দুঃখ স্রাব হইয়া আসিতেছে ;
কিন্তু সুখের বিষয় এই, কর্তৃপক্ষেরাও
ভীত হইয়া কষ্টে নিবারণের যথাসাধ্য
চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা লাল্ট নর্থ
ব্রুক বাস্তব হইয়া সমস্ত পরিভাষ্যপূর্বক
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, লেন্ট-
নর্থ গবর্নরের সহিত পরামর্শ করিতে-
ছেন, দেশের ভিত্তি লোকদিগকে ডাকিয়া
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আগের
ধরবার বক্তৃতা বিবরণ অভিপ্রায় প্রকাশ
করিয়াছেন এবং বিধিমাতে প্রজাদিগকে
অভয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। লেন্ট-
নর্থ গবর্নরও এই সময়ে উদাহরণ কার্য-
পটত। ও শিক্ষাকারিতার সার্থক
সম্পাদন করিতেছেন। ইতি মধ্যেই
শেণ ষ্টাল ও দারজিলিঙ রেলওয়ে
নির্মাণের আয়োজন করিয়াছেন ;
লম্বায়া কর্তৃপক্ষদিগকে অচিরে কার্য-
রত করিতে অসুমান দিয়াছেন, বিহার
প্রভৃতি বিশেষ হুজুর্ক পীড়িত প্রদেশ
সকলে ততুল প্রভৃতি প্রেরণের সুবি-
ধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ঐ
সকল প্রবোর ভাড়ার লাঘব করিবার
জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা
অন্যন্তরে শেণ ষ্টাল দারজিলিঙ
রেলওয়ে এবং অপর্যাপক কার্য বিষয়ে
গবর্নর জেনরেল এবং লেন্টনর্থ গবর্নরের
আদেশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া
দিলাম এবং বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে
শেকোক্ত বিষয়ক একটি বিজ্ঞাপন
প্রকাশ করিলাম, তাহা দেখিলেই
পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে রেল-
ওয়ে কোম্পানিও ভাড়া কমাইয়া দিয়া-

রাছেন। ইহাতে ব্যবসায়ীরা সেই সমস্ত
স্থানে ততুল লাইয়া দাইবে বটে ; কিন্তু
আমরা পূর্ব্ববারে বলিয়াছি তাহার
শস্য-কৃষকের সময় অপেক্ষা করিয়া
থাকে, তাহার লাইয়া গেলেও দীন
হুজুর্কদিগের বিশেষ সাহায্য হইবে কি
না সম্ভবতা বোধেই দুলা হুজুর্ক পক্ষে
কোন শাসন না থাকিলে, গবর্নরও
কার্যের উপলক্ষ করিয়া দ্রুত প্রজাদি-
গের হস্তে যে কিছু অর্থ দিবে তাহাতে
তাহারা কুলাইতে পারিবে না যে বড়
সেই কষ্ট থাকিবে।

অনিন্তে পাওয়া যায় রপ্তানী বন্ধ
করিলে চলে কি না বলিবার সহিত
সে পরামর্শ চলিতেছে। এ সকল
সংসার শুনিতে মনে আশ্রয় ও কৃত-
জতার উদয় হয়। ১৮৯৬ অব্দের হুজুর্ক
ক্ষেত্র সময় যে কমিশন নিযুক্ত হয়
কায়েল সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন,
সুতরাং সে সময়ের কটের কথা উদাহরণ
হৃদয়ে চির-সুস্থিত হইয়া আছে এবং
হুজুর্ক নিবারণের সুপায়ে কি তাহার
উদাহরণ চিন্তা করা আছে। এটা আবার
বিশেষ অধ্যায়ের কারণ। লোকের যে
প্রকার শঙ্কাকার করিতেছেন এখনো
সেই কারণে কারণ উপস্থিত হয় নাই ;
গত বৎসরের ধান্য প্রায় ফুরাইয়া,
আগিল; এবারে দুই চারি আনা ধান্য
হইবে তাহাতেও দুই চারি মাগ চলিবে;
কিন্তু আগামী বসাকালে বিশেষ
ভয়ের সময়। অন্যান্য বর্ষেও সচরাচর
এই সময়ে ধান্যের কিছু হুজুর্ক হয়,
এবারে সর্বনাশ। উদ্ভিদার হুজুর্ক
বেলা এই কালেই বিশেষ সর্বনাশ
ঘটিয়াছিল। সেই সময়ের জন্য
এখন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত,
রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেশে কত ধান্য
আছে বা কত দিন চলিবার সম্ভাবনা
তাহা স্থির করা কর্তব্য এবং তাহাতেই

প্রশংসে এবার প্রচুর ধন্য কবিতায়ে
শেখান এবং মাজান কবিতা শুধু
আনবানী করিয়া এবং উত্তর গণিত্যক
হইতে বৎসর প্রভৃতি আনবানী করিয়া
গবর্ণমেন্টের কতকগুলি পোলাসিতে
করিয়া রাখা উচিত। অন্য বাবদীরা
এ সময়ে এত টাকা বলাইয়া রাখিতে
চাহিবে না। এবং এত ব্যয় ও রেশ
খরচ করিতে প্রস্তুত হইবে না। গবর্ণ
মেন্ট এই কার্য করিলে সে সময়ে কিছু
অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভ
করিতে পারেন। অনেক মহাজনের
নিকট এখন অনেক ধান্য সঞ্চিত
আছে তাহা অসুস্থান করিয়া বিক্রয়
করিলে জীবিতের জন্য রাখিবার
উপায় হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট তথ্য
এই সকল জানিবার উপায় অবলম্বন
করুন, রাজ কৰ্মচারি নিয়োগ দ্বারা
জানিবার চেষ্টা করিতে গেলে জানিতে
পারিবেন না, কারণ দেশের অজ
নোকেরা মনে করিবে যে বোধ হয়
সে সকল কাঁড়িয়া লওয়া গবর্ণমেন্টের
উদ্দেশ্য, কিবা সুতন কোন টাক্স করার
অভিযান, সুতরাং তাহারা প্রকৃত কথা
প্রকাশ করিবে না। গোপনে জানিবার
চেষ্টা করিলে বোধ হয় কৃতকার্য হইবার
অধিক সম্ভাবনা।

—:—

সং আইন কিংবা সং শাসন কৰ্তা

ভারতবর্ষের পক্ষে অধিক

আবশ্য কি?

ইংরাজদিগের নিকট আইনের যত
আদর রাজার তত আদর নয়। ইংরাজ
জেরা এক এক আইনের এক একটা অফ
সের জন্য রক্ত-পাত করিয়াছেন বালিলে
অসুস্থ হইয়া না। ইংলণ্ডের গত ৭০০
৮০০ বৎসরের ইতিহাস তাহার প্রমাণ।
কিন্তু এতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন করার
অথবা থাকিতে ইংলণ্ডের আইন অসুস্থ

জটিল ও দুর্জয় হইয়া পড়িয়াছে। কোন
বিল পার্লামেন্টে মহাজনের উপস্থিত
করিলে বলাবলি মিথস্ক্রম দল জন
তাহাতে দল প্রকার আশুতি উত্থাপন
করিয়া থাকেন এবং অবশেষে হয় সে
আইন প্রচলিত হইতে পার না নতুবা
দলটী ধারা, বিংশতিটি উপধারা, বিংশ
তিটি অতিরিক্ত কথা এইরূপে সেই আই
নের অঙ্গ হুজি হইয়া পড়ে। এই কারণেই
কোন অসং আইনের সংশোধন করা
ইংলণ্ডে যত দুষ্কর অপর স্থানে সেরূপ
নহে। ভারতবর্ষে যেহেতু প্রাণী
প্রচলিত থাকিতে অপর অনিষ্ট বাহ্য
কিছু থাকুক এখানকার আইন বড় সরল
ও সুগ্রহ। ইংগরান পিনাল কোড
তাহার প্রমাণ। স্থল, এমন পরিষ্কার
সরল ও সুগম আইন অগতে অধিক
আছে কি না সম্ভব। সৌভাগ্য ক্রমে
এই সকল আইন প্রস্তুত করিবার ভার
কতকগুলি উদার-প্রকৃতি ও প্রকৃত-বুদ্ধি
শক্তি-সম্পন্ন লোকের উর্দরে পড়িয়া
ছিল। তাহারা স্বাধীন ভাবে কৰ্ম করিতে
পাইরাছিলেন বলিয়া ইহাকে এমন
সুন্দর করিতে পারিয়াছিলেন।

যিনি বাহাই বলুন আইনের জটিল
তাকে আমরা কখনই প্রার্থনার বিবর
মনে করি না। বিশেষ ভারতবর্ষে। এই
আইন রূপ অস্ত্র দ্বারা দেশের ধনী ও
কমতাল্পী লোকেরা পরিজ্ঞ ও অজ্ঞদি
গকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। আইন
দুর্বলের রক্ষক না হইয়া অনেক সময়
দুর্বলের পীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া
থাকে। আইনের সংখ্যা যত অল্প হয়
এবং সাধারণের পক্ষে যত সুগম হয়,
তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু ভারত
বর্ষের আইন ক্রমেই জটিল হইয়া উঠি
তেছে। আইন কর্তারা ইংরাজ, ইংলণ্ডে
তাঁহাদের আইনের শিক্ষা হইয়াছে,
সুতরাং তাঁহারা মনে করেন ভাল ভাল

আইনের সৃষ্টি করাই ভারতবর্ষের জীবাঙ্কি
করিবার পথ। সেই জন্য তাঁহারা ইংরাজ
রাজ্যে স্থানীয় ও সুবহু অধিকাংশে বালি-
রা এক বিশেষ পর অপর বিল এক আই
নের পর অপর আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন,
কিন্তু আমাদের বিবেচনার তাঁহারা
এবিধে দুইটা প্রধান কথা বিস্মৃত হইয়া
কার্য করেন। প্রথমতঃ প্রজারা সেই
আইন প্রার্থনা করে কি না? দ্বিতীয়তঃ
সেই আইন এই বিংশতি কোটি
নিরীক্ষা প্রাণীর সুবিধা জনক হইবে কি
না? বাহাদিগের অন্য আইন, তাঁহাদের
সে আইনের আবশ্যিকতা না থাকিলে
তাহা করা বিফল। যদিও তাহাতে কোন
বিশেষ মঙ্গল সংকল্প থাকে, তাহাও
তাঁহারা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নবিরত্ন
কোন গুণদুর্ভাগ্যের আশঙ্কা করিয়া
অনেক সময় বিরক্ত হয়। এই জন্যই
“প্রয়োজনের অনুরোধে আইন” এটা
সত্য রাজনীতির একটা প্রোত মত।

দ্বিতীয়তঃ আইন কর্তারা
বিবেচনা কোন আইন কি প্রকার হইলে
এদেশীয়দিগের বিশেষ উপযোগী
হইবে তাহা নির্ধারণ করা তাঁহাদের
পক্ষে সহজ নহে। সুতরাং তাঁহারা
প্রজাদিগের কষ্ট হ্রাস করিবার জন্য যে
আইনের সৃষ্টি করেন তাহাতে অনেক সময়
কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।
আমাদের আইন কর্তাদিগের মধ্যে কাহা
রই আর ভারতবর্ষ বিবরে অভিজ্ঞতা
নাই। বিলাত হইতে আতাত্তা লোক
হরিয়া মন্ত্রী করিলে এ উদ্দেশ্য কখনই
সাধিত হইবে না। এই অভাব দূর করি-
বার জন্য আমাদের সুযোগ্য সহযোগী
ইংলিসমান এখানকার বারিক্টার এবং
বিচারক শ্রেণী হইতে আইন সংক্রান্ত
মন্ত্রী নিয়োগের পরামর্শ দেন। দেশীয়
জজ কিবা দেশীয় বারিক্টারদিগকে
নিযুক্ত করা তাঁহাদের পরামর্শ কি না প্রমা

শিষ্ট ২০ নাই বোধ হয়। এদেশীয়দিগকে এতদূর ক্ষমতা দেওয়া তাঁহার পরামর্শ না হইতেও পারে। সে যাহা হউক, বিলাতের আভ্যন্তরীণ লোক অপেক্ষা এখানকার সাহেবদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলে এ অত্যাধিকতম দূর হইতে পারে বটে; কিন্তু দেশীয়দিগকে যত দিন সে বিষয়ে অধিকার দেওয়া না হইবে তত দিন এ পক্ষে কখনই আশাশূন্য ফল হইবে না। গবর্ণমেন্ট মধ্যে মধ্যে এক এক জন দেশীয় বড় বড় রাজা ধরিয়া গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে বসাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষীগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকেন। আইনের তর্ক বিতর্কে অগ্রসর হইতে পারেন তাঁহাদের সে প্রকার শিক্ষা নাই। বিশেষ ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র প্রজার অসুখ বিষয়ে তাঁহারা সাহেবদিগের অপেক্ষা ও বোধ হয় অধিক অনভিজ্ঞ। এগুলি লোক লওয়া কেবল অধিকার দেওয়ার জন্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে বাবু দ্বার কনাথ মিত্র সুপ্রিম কাউন্সিলের সভ্য হইবেন বলিয়া জনশ্রুতি উঠিয়াছিল; কিন্তু শরতের মেঘের ন্যায় তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে চিহ্ন মাত্রও নাই। সেই জনশ্রুতি যাহাই হউক, এই রূপ দক্ষ ও সকল শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ লোক লইলে ভাল হয় বটে; কিন্তু তাঁহার সত লোক বোধ হয় কখনই সাক্ষীগোপাল হইয়া থাকিতে ভাল বাসিবেন না। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের সভ্যত্বে ত কয়েকজন এদেশীয় সভ্য আছেন, কই তাঁহাদের থাকার বিশেষ ফল দর্শিতেছে না কেন? ইংরাজা থাকিয়াও ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অপেক্ষাচারিতার খরী করিতে পারিতেছেন না এবং দেশের লোকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেছেন না। আর যে উদ্দেশ্যে ইংলিগকে নিযুক্ত

করা তাহাই বা কই সুশিষ্ট হইতেছে? দেশের কর জন লোক জানে যে অমুক রাজা, অমুক বাহাদুর, অমুক খাঁ উপস্থিত থাকিয়া রোডমেস আর্টন প্রচলিত হইয়াছে। কে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ?—

ফল কথা এই এদেশের লোকে আইন তত বুকে না। আজও তত দূর সভ্যতার অবস্থা হয় নাই। শাসন প্রণালী অপেক্ষা শাসন কর্তার উপর দেশের লোকের অধিক দৃষ্টি। এদেশীয়দিগকে অনুজ্ঞ করিবার ইচ্ছা থাকে ভাল ভাল আইন সৃষ্টির জন্য বাস্তব হইও না, ভাল ভাল শাসন কর্ত্তা আনিয়া দেও। যাহারা প্রজার দুখে দুখী ও প্রজার সুখে সুখী হইবেন; প্রতিদিন নীচ দরিদ্র প্রজাদিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণ ও শুভ সাধনের চেষ্টায় থাকিবেন, এবং স্রেহ ও অনুগ্রহ দ্বারা বশীভূত করিবেন। একরূপ একজন শাসন কর্তার গুণে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রতি লোকে যত অনুজ্ঞ হয় দশটা উৎকৃষ্ট আইনে তালি হয় না। এদেশীয়েরা কি এমন নরাদম যে কৃতজ্ঞতার কারণ দেখিলে কৃতজ্ঞ হয় না? কখনই নহে। অধিক কি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময় যখন ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষান্বিত সুলিয়া উঠিয়াছিল, তখনও সার হেনরি লয়েন্স ও সার জন লয়েন্স প্রভৃতির নামের গুণে কত কাজ হইয়াছিল? তাবী হুজিফের আশঙ্কা করিয়া লার্ড মর্ফ্রুক বাস্তবসম্মত হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এ সংবাদে কোন বাঙ্গালির হৃদয় না কৃতজ্ঞতারসে আত্ম হইয়াছে। ভারতবর্ষেরা ইউরোপীয় জাতিদের ন্যায় প্রতিশ্রুতিশীল নহে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে এক দিন ইংরাজেরা সুস্থির হইয়া রাজ্য করিতে পারিতেন না। আচার্য্যগণের মত আরও অনেক

উপায়দিগকে বাস্তবাস্তব হইতে হইত। এমন আশুতোষ প্রজাদিগকে অনুজ্ঞ করিতে আবার তাবনা কি? লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ত দেশের লোককে এত বিরক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই হুজিফের সময় তিনি যে প্রকার বাস্তব হইয়াছেন তাহাতে সকলেই মনে মনে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছে এবং অবশেষে যদি তিনি প্রজাদিগের রক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনি যখন বিদায় লইবেন এদেশের অনেক নর নারী তাঁহাকে কামিয়ারা বিদায় দিবে। বিদেশীর লোক, যাহারা প্রজাদের সকল কষ্টের কথা জানেন না, তাঁহাদের একটু স্নেহ মাত্র দেখিয়া যখন এদেশীয়েরা এত বশীভূত হয় তখন এদেশীয় লোক, যাহারা প্রজাদিগের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের দ্বারা কত গুণে অধিক ইচ্ছা সাধন ও প্রজার ভক্তি উদ্ভীপনের সম্ভাবনা? গবর্ণমেন্ট যে এই কথাটা আজও বুঝিতে পারিতেছেন না এই আশ্চর্য্য!!

গবর্ণমেন্টেরও এ বৎসর
হুজিফের।

কেবলমাত্র দরিদ্র বঙ্গবাদিগের হই এ বৎসর হুজিফের নয়, গবর্ণমেন্টকেও এবারে বিশেষ ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। গবর্ণমেন্টের আয়ের খেঁচা দ্বারা আছে ভূমির কর ও অধিনের কর তাহার মধ্যে প্রধান।

ভূমির কর সম্বন্ধে আমাদের বাহা বক্তব্য পূর্বে বলিয়াছি, এবার জমিদারদিগকে কিছু কিছু ছাড়িয়া না দিলে অনেক জমিদারকে বিগ্ন হইতে হইবে। অনেকে জমিদারি রক্ষা করিতে পারিবেন না এবং প্রজাদিগের উপর সমুদ্র উৎপীড়ন হইবে। এ প্রস্তাবে ভূমির কর সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত

এবিষয়েও বোধ হয় গবর্ণমেন্টকে কতি
একটু চিন্তে চাইতেছে, কারণ একজন স্ত্রী
বাঁচতেছে যে বৃষ্টির অভাবে এ বৎসর
অধিকালের চাহও ভাল হয় নাই।
বিহার প্রদেশে যথেষ্ট অধিকের জমি
থাকে, এবার বৃষ্টির অভাবে সে প্রদেশে
অধিকের ভাল হয় নাই। ফেণ্ড অব
ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা এই সকল
স্থান স্বত্বকে বেঁধে রাখিয়াছেন, “এবার
ধানের এবং অধিকের বিশেষ কতি
হইবে। মিঃ ডিয়ার ৩৬ বৎসর এই
প্রদেশে আছেন তিনি এমনকি কতি
দেখেন নাই। সুদূরের অধিকের
ফসলের অবস্থা বড় মন্দ। আমার
সংস্কার ইহা অপেক্ষা আর অধিক মন্দ
হইতে পারে না” এ অংশেও গবর্ণমে
ন্টকে কতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

একদিকে আরের এই রূপ বাঘাত
অন্যদিকে লেন্টেনেট গবর্ণর যে সকল
কার্য্যারস্ত করবার পরামর্শ করিতেছেন
তাঁহাতে ব্যয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে।
কিন্তু এত ব্যয়ের নমুনা নয়। এই
সকল অবস্থার জন্যই গ্রান্ট ডক সাহেব
ইনকমটাক্সকে অগম্যের বন্ধ বলিয়া মনে
করেন কিন্তু লর্ড মর্ফ্রুক ত তাহা বন্ধ
করিয়াছেন; তবে শূন্য রাজকোষ পরি-
পূরণের অন্য কি উপায়ান্তর আছে;
গোডসেস সহজে আমাদের যাহা বক্তব্য
বলিয়াছি; এ বৎসর গোডসেসের জন্য
টানাটানি করিলে প্রজাদের কষ্টের
মীমা পরিদীনা থাকিবে না; তাহাদের
শীপুত্রের তাহাকার নিবারণের জন্য
গবর্ণমেন্ট পবিত্র ওয়ার্ক আরম্ভ করিতে
কেন, তাহাদের হস্তে কোন প্রকারে
কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া দিতে চেষ্টা
করিয়াছেন, তাহার কোন প্রাণে তাহা
কর অনোপায়ান্তর সেই অর্থ হোজন
করিবেন? লেন্টেনেট গবর্ণরকে বলা করিয়া
সেই এখানে নাজিরা কতিতে হইয়াছে।

তবে গবর্ণমেন্টের আরের উপায়ান্তর কি?
পবিত্র ওয়ার্ক হিসাবে খণ করা। এ
উপায়ান্তর সঙ্গ বটে। গবর্ণমেন্ট অনেক
খণ পাঠিতে পারেন। কিন্তু এই খণ রূপ
যে যে দেখা আমাদের শঙ্কা হয়। ইতি
পূর্বেই এখানে এবং ইংলণ্ডে যথেষ্ট
খণ আছে, তাহার উপর আবার খণ
বৃদ্ধি। হয়ত কোন নুতন সর রিচ ড
টেন্সন আবার আসিবেন, আসিয়া বলি
বেন কি এত খণ। আমি আর ব্যয়ের
সামঞ্জস্য করিয়া দিব এবং খণ শোধ
করিব। এই বলিয়া হয়ত কোন নুতন
টাক্সের প্রস্তাব করিয়া আসিবেন। এবং
দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি বৎসর ডিউক এবং
তাঁহার গবর্ণমেন্ট মন্ত্রী গ্রান্ট ডক তখনো
পদস্থ থাকেন, আবার এই ইনকম টাক্স
বেশান্তর পরিধান করিয়া উপস্থিত
হইতে পারে। পাঠকগণের বোধ হয়
অর্থ থাকিতে পারে গ্রান্ট ডক সাহেব
ফনেট সাহেবের কথার উত্তর দিবার
সময় এক কাল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া রাখি
য়াছেন “আবার ইনকম টাক্স প্রচলিত
করা আবশ্যক হইতে পারে”। ফনেট
তাঁহার উত্তরে বলেন “পারে” কেন?
ভারতবর্ষীয় রাজস্বের আর ব্যয়ের
একটি গোলযোগ থাকিলে অবশ্যই
হইবে। আমরাও বুঝিতে পারিতেছি,
খণ বৃদ্ধি হইলে ইনকম টাক্স না হউক
গোডসেসের ন্যায় অর্থবা তাহা অপেক্ষা
ক্লেশকর কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে
হইবে।

এখন উপায় কি? গবর্ণমেন্ট মহা
মহারাজা দিবার সময় লর্ড লরেন্স
ডিসেম্বর মাসের ১১ অর্থাৎ তা
বর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
পৃথক করিয়া বিস্তৃত যতগুলি যুক্তি
দেখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি
এই—কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কোন
বিশেষ দিগে অর্থ স্থানীয় গবর্ণমে

ন্টেরা সাহায্য না করিতে পারেন,
কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে
সমুদায় স্থানের রাজস্বের নিয়োগের
ভার থাকিলে তিনি আবশ্যক মত ব্যয়
করিতে পারেন। এই ত লর্ড লরেন্সের
কথার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়া-
ছে। “ইম্পিরিয়াল টেলিগ্রাফে” বক্ত
টাকা আছে আমরা জানি না, যে সকল
কার্য্যের প্রস্তাব হইতেছে সে সমুদায়
নির্বাহ্য তাহা হইতে হইবে কিনা,
তাঁহাও জানি না। আমাদের “সিউর
প্রেনিভেন্সেরা” অর্থাতঃ সার্বভৌমত্ব
গবর্ণমেন্ট কি এ সময় উদ্যোগী থাকি-
বেন? কিন্তু গবর্ণমেন্ট বলিয়া কি
তাঁহারা সাহায্য করিতে চাহিবেন না?
তাঁহাদের ধনাগারে যদি উদ্ভূত টাকা
থাকে কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত।
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পৃথক হউক সকলে
এক মহারাণীর প্রজা এবং এক গবর্ণ
মেন্টের ও অধীন, আমরা বাঁচিলে
অসময়ে তাঁহাণিগেরও সাহায্য করিতে
পারি।

উপসংহারকালে আমরা ভারতব
র্ষের সকল স্থানের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তি
বিগকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা
অগ্রসর হইয়া কাছের, সাহেবের স্তব সমু-
তানে সাহায্য করুন গবর্ণমেন্টকে খণ
দায় হইতে মুক্ত করুন, বিশেষতঃ স্থানীয়
ধনকে বর্ধমান দ্রুতিক্ষের হস্ত হইতে
ক্ষা করুন এবং ভবিষ্যৎ টাক্সের
বিশেষ হইতে নিষ্কৃতি দিন।

—৪৪—

বায় দীপক মিত্র।

নীল মর্পণের প্রস্তাব আর এ
বগতে নাই। এই বিবাদের সংবাদে
মনেক বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর চক্ষে
মল পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।
মামরা দীনবন্ধু বাবুর রচনা শক্তি ও
বিবাহ সহজে অনেকবার অনেক কথা
লিখিয়াছি। এমন কি যে দিনও তাঁহার

“কমন্সে কার্মিনীর” দেয় প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার হস্তান্তে বঙ্গদেশের একটি অধ্যক্ষের ধন নষ্ট হইল এ কথা কে অস্বীকার করিবে; তাঁহার কি মরিবার সময় হইয়াছিল। এই অসময়ে খোর সঙ্গাধীনকে চির সুখিণী ও শিশু সন্তানবিশগকে পিতৃহীন করিয়া তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। জীবদ্দশায় তাঁহার চখিজের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না; তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহার জ্বরে যে অনেক সাধুতা ও সন্তাব নিহিত ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থেই সুপ্রকাশ। তিনি নিম্নলিখিত কোন কার্য্য যদি করেন করিয়া থাকেন, তাহা বঙ্গভারতবর্ষে। এমন বঙ্গপ্রিয় লোক অতি অল্প দেখা যায়। দুই দিন যাহার সহিত আলাপ হইত তিনি তাহাকেই ভাল বাগিয়া ফেলিতেন এবং উত্তরোত্তর সেই ভাল বাগা বৃদ্ধিত হইত। কোন সহযোগী বলিয়াছেন তাঁহার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রশংসা এই যে তিনি কাহাকেও শত্রু রাখিয়া বান নাই।

তিনি যে বিভাগে কর্ম করিতেন তাহাতেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্বকর্তব্যের অনুরোধে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের সকল স্থানে বাইতে হইত, সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইত। তাঁহার প্রত্যেক নাটকে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। গবর্ণমেন্ট ও তাঁহার দক্ষতা স্বীকারবিষয়ে উরাসীন ছিলেন না। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি উপার্জন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহার উপর অতি কঠিন কঠিন কাণ্ডের ভার দিতেন। গত জুলাইয়ের সময় তাঁহার এই উপর ডাকের পথ নির্ণয় করিবার ভার হইয়াছিল। তিনি যে প্রকারে কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহার উত্তরোত্তর

পদবৃদ্ধি হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু যে জন্য একজন ইংরাজ শ্রমী হইলে এদে শীরদিগের পাইবার আশা থাকে না সেই জন্যই তিনি উন্নত হইতে পারেন নাই। তিনি এত কাজের বাস্তবতার মধ্যে যে এত পুস্তক রচনা করিবার সময় পাটরাহিলেন, ইহাও অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা হউক, তাহার হস্তান্তে বঙ্গদেশের আর একটি দুর্ভাগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল।

বিবিধ সংবাদ ।

১১ এ কার্তিক দোমবার ।

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যা গবর্ণর জেনরল এই অভিশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন তিনি এক্ষণে আশ্রয় লক্ষ্যে এই দরবার করিতেছেন না। গবর্ণর জেনরল এই উভয় স্থানে গমন করিবেন এবং দেশীয় রাজা ও সঙ্গাধীনকে আশ্রয় করিবেন কিন্তু যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন তাঁহার যেন অধিক সংখ্য লোক জন সঙ্গে লইয়া না আসেন। লাভ নষ্টকর এ সময়ে দরবার বন্ধ করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন কিন্তু তিনি শীঘ্র রাজধানী পরিভ্রমণ করিয়া অন্যত্র গমন করেন আমাদিগের এ ইচ্ছা নহে, এক্ষণে শিশুর সময় প্রদান আসন কর্তার রাজধানীতে থাকা একান্ত কঠিন।

গত শনিবারের ইংলিসমানে লিখিত হইয়াছে, ১৮৫৮ সালে কোম্পানির রাজত্ব রাজ্যের হস্তগত হয়। অদ্য তাহার সংখ্য সঠিক দিবস। এই শতাব্দী বঙ্গদেশের মধ্যে দেশের কি বিশেষ উপকার হইয়াছে? যদি এই প্রশ্ন করা যায়, অতি অল্প লোকেই ইহার অনুরূপ উত্তর দিবেন সম্ভব নাই। অনেক বলিয়া থাকেন কোম্পানির রাজত্ব কালে লোকে অনেকাংশে সুখী ছিল, ভারত বর্ষ রাজ্যের ধাস হওয়া অবধি কেবল লোকের ক্রন্দন ও কটেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। একথা বড় অসমর্থও নয়। এই শতাব্দী বর্ষের মধ্যে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ, তিনটি বাতাস, দুইটি

জল প্রাধান হয়। তন্মধ্যে সাংক্রামিক জ্বর ওলাউতা প্রভৃতিতে বেশ উৎসব এবং টেম্পল ও কাবেল প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের কর প্রত্যয়ে লোকে অর্জিত হইয়াছে।

আগামী শনিবার অবধি সমুদায় ইণ্ডিয়া গেজেট পুনরায় কলিকাতায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবে।

২০ এ কার্তিক মঙ্গলবার ।

আমরা শুনিয়া সুখিত হইলাম, অষ্ট্রেলিয়ার লেপ্টেনেন্ট অনরেনবল এফ, জি বেরিগের অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

একজন অধ্যক্ষের লেফটেনেন্ট অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, কলীয়া গবর্ণমেন্ট অধ্যক্ষের নিকট কতকগুলি উপহার প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন নাই, কাশগারে ফিরিয়া গাঠিয়া দিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসে ১৭৩০৪ জন ভারতবর্ষীয় চিত্র শিল্পীক দর্শন করিতে যান। এদেশীয়ের মধ্যে ১৫১১৯ জন পুরুষ ও ২০৫৯ জন স্ত্রীলোক, এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ৫০৪ পুরুষ এবং ১৫২ স্ত্রীলোক গমন করেন।

একজন অধ্যক্ষ একটা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ৬০০ এবং আর একটা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ১০০ টাকা এই বলিয়া টাকা-ইয়া লয় যে, সে এই টাকার তাহার উপায়া দেবভাগের পূজা দিলে তাঁহার এই স্ত্রীলোকের গর্ভে মটিতে পোতা ঘন, বাহির করিয়া দিবেন। অধ্যক্ষ গত শনিবার হাইকোর্টের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। অধ্যক্ষ এক্ষণে অর্থের উদ্ধারের পরিবর্তে আপনাতঃ ইচ্ছা বিন্ধ্য উপায়া দেবভাগের পূজা দিল।

সম্প্রতি লিবরপুলে একটা বালককে বিভালে কামডার, উত্তমতঃ তাঁহার হস্তা হইয়াছে। শূণ্যল কুতুরের কথাই শুনা গিয়াছিল বিভালে কামডাইলে হস্তা হয় একথা এতদিন শুনা যায় নাই, তবে বিভাগের বিভালের কথা বলা যায় না।

লক্ষ্যে একজন সাংসদের গার্ল চাপা পড়িয়া একজন এদেশীয়ের হস্ত হওয়াতে সাংসদের ৩০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। সাংসদের সাংসদ নির্ধেয় বলিয়াছেন। সাংসদের মিথ্যা বলিতেও বিচারপতি একজন এদেশীয়ের হস্তাপ্রাপ্ত যে একজন সাংসদের ৩০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন ইহাতে আশা

ভাষার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি-
লাম না।

বিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল, সিংহল
দীপে ইলু এবং পালী ভাষার উন্নতি জন্য
উক্ত দীপে একটি বৌদ্ধ কালেক্স খোলা
হইবে।

হুখে জল বিস্ফাটন বিক্রয় করিতে
লাওনের করেকজন গরলার যে করিমানা
হয় তাহাতে সকল গরলা বিলিয়া একসভা
করিয়া হুকের মূল্য বৃদ্ধি করিবার সংকল্প
করিয়াছে।

হাইড্রোপানে ট্রামওয়ে করিবার প্রস্তাব
হইয়াছে। পর লালার জট এনিমিত্ত একজন
উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সিমলায় সংবাদ
স্বাভা লিখিয়াছেন, আগামী এপ্রিলের জন্য
সিমলার রাষ্ট্রী সকল পুনরায় লওয়া হই-
য়াছে। লর্ড নর্থব্রকের সিমলা পার্লামেন্ট
তাল লাগিয়াছে। তিনি বড় হাওয়ারত-
বর্ষে থাকিবেন, প্রতি এপ্রিল কালে সিমলার
হাইবেন। সিমলা পার্লামেন্ট কক্ষের অধিক
তাল লাগিয়াছে, সংবাদসাতার, কি, লর্ড
নর্থব্রকের, আমরা তাল বুঝিতে পারিলাম
না।

কৃষি সমাজের প্রতিনিধি মোকটগারি
উড সাহেব বৃহস্পতিবারের ইংলিসমানে
লিখিয়াছেন, সে দিন পূর্ণিমাতে এত প্রকার
বীজ বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে, ইহার করেক দিন
পূর্বে আর একবার একপ বৃদ্ধি হয়, বীজ
গুলি কি গাছের, জন্মতা অধিবাসীরা
বলিতে পারে না। উড সাহেব উহার কতক
গুলি বীজ ইংলিসমানে সম্পাদকের নিকট
পাঠিয়াছেন। এদিকে বিরর লিখিয়াছেন,
পূর্ণিমাতে জন্মগত বটেরের ন্যায় এক
প্রকার বীজ বৃদ্ধি হইতেছে, তদুপস্থানীরা
ইহাকে কুসুরাট্টা কহে। কেহ কেহ বলেন,
নিকটবর্তী ডেরাহিতে এই কুসুরাট্টা অনেক
পাওয়া যায়, ইহাতেই অনেকে অনুমান
করেন, যুর্ন বাতালে এই বীজগুলি আনিয়া
পড়িয়াছে, কিন্তু যুর্ন বাতাল হইয়াছে কি
না কেহ বলিতে পারে না। বাহা হউক
ইহার প্রকৃত কারণ খির হয় নাই।

গঙ্গার উপর যে সেতু হইতেছে, গত
কলা তথায় একটি ভরানক দুর্ঘটনা ঘটা
গিয়াছে। দিকল দিয়া একটি মোহ কতি
তুলা হইতেছিল, তখন দিকল ছিড়িয়া
উহা নিম্নের একটি পট্টনের উপর পতিত
হওয়াতে করেকজন খালসি ও তিন জন
ইউরোপীয় জলমগ্ন হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ক্রমেনেই রেলওয়ে দুর্ঘটনার
আধিকা হইতেছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় মাস্ত্রাজেও নবৈকনিক
মাস্ত্রাজেটের আত্মক প্রয়োজন হইয়াছে।
এ নিমিত্ত মাস্ত্রাজ গবর্নমেন্ট প্রধানতম
গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ডেপু অবশেষে বঙ্গলখন্ডে প্রবেশ
করিয়াছে।

মণিভবীম বলেন, ১৮৭২। ৭৩ খ্রিঃ বঙ্গ
দেশের আবিগারি হইতে গবর্নমেন্টের ৭০
লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। পূর্বে বৎসর
৬৫ লক্ষ টাকা হয়। ইহার গত ৫ বৎসরে
মোট প্রাপ্তি বৎসর ৪১ লক্ষ করিয়া টাকা
আবিগারি হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালা
দেশের আর কিছুতে বড় হউক না হউক
আবিগারি বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি বেধা হই-
তেছে।

শ্রীমত রাজা ব্যক্তিকের রাজ্য মণ্ডের
উন্নতি িধানার্থ বহুবান হইয়াছেন। একটি
মিউনিসিপালিটী স্থাপনের মানস করি-
য়াছেন। শ্রীমত রাজা যে একবার কলিকাতায়
আসিয়াছিলেন, এ ণ্ডলি তাহার ফল।

ইণ্ডোর হইতে নিমক পণ্যক যে
রেলওয়ে হইবার কথা হয়, ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্ট উহার কাষা আন্ত করিবার জন্য
আজ্ঞা দিয়াছেন।

বারাণসীর রাজা আদ্রায় উপনীত হই-
য়াছেন। তিনি মথুরা এবং ভরতপুর দর্শন
করিয়া দরবারে প্রত্যাগমন করিবেন।

১১ এপ্রিল দুধবার।

এ বিগে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের উপক্রম
হইয়াছে, এদিকে আবার নওরাখালি দুর্ভিক্ষ
তুলুয়া প্রভৃতি স্থানে পশুপাল ক্ধা
বিয়াছে।

হুগলীর ডিভিউ ও সেনিয়ন জজ
প্রশংসা সাধে কলা বঙ্গের প্রথম
বন্দোপাধ্যায়ের বিচারার্থ সিলেটে গমন
করিবেন।

জামিজিবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে,
সমুদ্রপথে দাল ব্যবসায় বন্ধ করিতে আরম্ভ
দেশীয় দাল ব্যবসায়ীরা তুমিণথে দাল
প্রেরণ করিতেছে।

বিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল, আবি-
কাশা নামক এক ব্যক্তি টাইগের সংগ্রাসন
প্রাপ্তির আশাতে আশনকে রাজা বলিয়া
পরিচয় দেয়, টাইগের প্রকৃত রাজা কানী
(একজন ইনি আশিসিনয়ার সম্রাট দ্বিতীয়
জোহানি এই নামে অভিহিত হন) উহাকে
হরিয়া উহার কর্ণমধ্যে বাকর পুরিয়া আওন
হিবার আজ্ঞা দেন, আওন হিবারাজ মন্ত-
কর্তী কাটিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ইনি উক্তি
পূর্বে আর ২৭ জন সঙ্গীর দক্ষিণ হস্ত এবং
বামপদ আশনার সম্মুখে কাটিয়া এই রক্ত-
ভাগ্যবিগকে সিংহ বাস্তের সম্মুখে
নিষ্ক্ষেপ করে। কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা!!
নিরো কি পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই-
য়াছে?

লর্ড নর্থব্রক গত শনিবার কলিকাতায়
করেকজন এখান এখান বণিককে
আজ্ঞান করেন, কলিকাতায় কত চাউল
মজুত আছে, তাহা জানাই উহার উদ্দেশ্য।
কলিকাতায় এক্ষণে ৭৮ লক্ষ মণ চাউলের
অধিক নাই। চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা
একান্ত কর্তব্য হইতেছে।

পূর্বে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির
দুর্ভোগের অনুকরণ করিয়া গুজবাসালা রেল
ওয়ে কোম্পানিও ধান্য চাউল প্রভৃতির
ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিভিউস বলেন, বিচারপতি
ফিয়ার অন্য আচার্য্যবৎ হইতে কলিকা-
তার প্রত্যাগমন করিবেন।

গত রাত্রিতে এখানে চক্রেপ্রবণ হইয়া
গিয়াছে। সর্কগ্রাস হইবার কথা ছিল,
সর্কগ্রাস হইয়াছিল, পূর্ণিমার রাজি অব-
কল অমাবসয়ার রাত্রির নাম হইয়াছিল।

১৮ ই অক্টোবর পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ওয়ার পূর্বসংগে ২২৬ জনের মৃত্যু হয়।

গতকল্য ভগলীর আইটে মাজিস্ট্রেটের নিকটে ভাটকেবরের মর্গের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। আইটে মাজিস্ট্রেট মর্গকে সেসিয়নের বিচারে অর্পণ করিয়াছেন। সেসিয়ন জন প্রিন্সেপ সাহেব বাবু হুজুর সাথ বন্দোপাধ্যায়ের বিচারার্থ সিলেটে যানতেন, ছাত্ররা দারতর বিচার ভিলে সেরের পূর্বে হইতেছে না। মর্গকে হাজত নেন আইটে মাজিস্ট্রেটের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মর্গের বারিটার অ্যাকসন সাহেবের যত্নে তাহা হয় নাই, পূর্কের দায় মর্গের আধিনে মুক্ত আছেন। সাকী বহুগুজর ভাটীকে পাওয়া যায় নাই, তাহার সম্পত্তি সকল ত্রোক করা হইয়াছে, এবং হাজার টাকার মধ্যে ৫৭৫৮ আনা আদায় হইয়াছে। তেলিবিউ অর্জিত আছে।

হিম্মুগেট্রিট বলেন, পীড়িত মংসা বিক্রয় করিতে একজন মংসা বিক্রতার জরিমানা হইয়াছে।

কনীরার সহিত কাশগাঞ্জের একটি বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দণ্ড সম্বন্ধে গিরনিকর লিখিয়াছেন, “হাইকোর্ট নবীনকে যে দণ্ড দিয়াছেন তাহা আইননিক হইয়া নাই, কিন্তু সমুদায় অবস্থা বিবেচনা করিলে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ইচ্ছা বেনালিয় সের প্রতি, যেসকল দণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন, নবীনকে প্রতি সেইরূপ করিতে পারেন।

২২ এ কার্তিক বৃহস্পতিবার।

অনুরোধ এক, এক ওরইমান সাহেব তাঁহার বন্দেমৌর্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পর পরিচালিত করিয়াছেন।

নিম্ন বইয়াছে, ডিক্টিট হুজুরনেট এবং ছোট মংসারের লজেরা বিচারের জন্য যে মংসার করবেন এই মংসার পত্র হাইকোর্ট দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কাখীরের রেগিডেট সংবাদ-পত্রিই-রাছেন, ১২ ট অক্টোবর কসিধ সংগ্রহ যগণ সহিত কারকোরম পাগ অভিক্রম করিয়া আটনাগে উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চিতপুরস্থ টেগনের সম্মুখস্থ টাণ্ডা ব্যাক্ত রক্তা নির্ধা বের জন্য লেপ্টেনেন্ট গবর্নর পোর্ট কমিশনার দিগকে ২৪৪০২ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

গত ২২ নবেম্বর অনুরোধ প্রদত্তকুমার ঠাকুরের বাটীতে আদায় সভার অষ্টম মাসিক সভার অধিবেশন হয়। তাহা কমল ক্রকের অনুপস্থিতি নিবন্ধন তাহা কানী-কর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহাকারী নেফেজটারি গত অধিবেশনের কংবা বিষয়ণ পাঠ করিলে পর “বাইবল ভগবদীতা হইতে অথবা ভগবদীতা বাইবল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিষয় উপস্থিত হয়। কিন্তু একজন সভ্য (যিনি এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন) পীড়িত ছিলেন বলিয়া এ বিষয় আগামী সভার জন্য বন্ধ থাকে। তৎপরে বাবু নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। নবগোপাল বাবু দুর্ভিক্ষের নিবারণ জন্য চাউলের রপ্তানী বন্ধ এবং জনসেচন দ্বারা শস্য বিক্রয় এই রূপ করে কটী উপায়ের নির্দেশ করিয়া বর্তমান বিশদ হইতে উদ্ধারের জন্য ইন্ডের নিকট প্রার্থনার আবশ্যিকতা প্রদর্শন করেন, সভাপতি এ বিষয়ে শব্দের কয়েকটি গ্রহণ বেন, এবং লকলেই ইচ্ছা অনুমোদন করেন। সভাপতি একটি কুরকার উৎসর্গ বক্তৃতা করিলে পর সভার কার্য বন্ধ হয়, পরে মালিশালি থিএটারের দ্বারা আন্ততোন মুখোপাধ্যায় কয়েকটি গান করিয়া সকলের চিত্তরঞ্জন করেন।

আবদারিগর জুগিটেওট এবং কলিকাতার কলেটর জে মারিকজি সাহেব ২২ নবেম্বর কলিকাতার প্রত্যগমন করিয়াছেন।

কলিকাতা পোস্টমালিসে বঙ্গদেশের ১০৯ খানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ

পত্র রেজিষ্টার হইয়াছে। “ডিপু নিউস” নামক সংবাদ পত্র খানি সর্ব শেষে রেজিষ্টার হইয়াছে।

বোম্বাই আর্গিস বলেন, ওইকুমারের আক্সিনামুসারে দাবাতাই নাউরোজী ইংলও হইতে বরদা যাত্রা করিয়াছেন।

মিরর বলেন, বাবু হুজুর সাথ বন্দোপাধ্যায় নিজ পক্ষ সমর্থনার্থ বারিটার অ্যাকসন সাহেবকে লইয়া বাইতেছেন।

২৩ এ কার্তিক শুক্রবার।

গত সোমবার রাণীগঞ্জ এবং বীরভূমের স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে, চহাতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার করিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বরদার ওইকুমারের বিবাহের জন্য মহা উদ্যোগ হইতেছে। লক্ষ্মী বাই নামক একটি বালিকার সহিত বিবাহ হইবে। ইনি এক জন মজুরের কন্যা। এমন আশেবের সময় কমিশন গিয়া তাঁহার আসন সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে তাঁহার মর্যাদিক হইকে সম্বোধন নাই।

গত বৎসর মাজাজ প্রেসিডেন্সিতে সর্প সংশ্লেশে এবং বন্য পশু দ্বারা ১৭১৭ মজুয়া এবং ১১৭০৩ গো মর্দিবাদি হত হয়। বন্য পশু দ্বারা ২৭৪২৭ টাকার ক্ষয় নষ্ট হয়। উক্ত বৎসরে ৪ হস্তী ২০৫ ব্যাজ ৮১৭ চিত্তা বাঘ ১১১ তলুক ১০৮ নেকড়িয়া বাঘ এবং ২ টী কুড়ীর হত হয়। উক্ত বৎসর সর্প বধের নিমিত্ত গবর্নমেন্টের ১৫৭২০০ টাকা ব্যয় হয়। বামদিগের বিবেচনার সর্প বধের নিমিত্ত প্রতি বৎসর গবর্নমেন্টের যে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়, ও টাকার সর্প বিষ মালিক ঐবধের আবিষ্কার্য যদি কতগুলি কর্তব্যসী নিযুক্ত করা হয় কাজ হইতে পারে। উক্ত ঐবধ আদৌ আবিষ্কৃত হয় নাই আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। সাঁওতাল প্রভৃতি মৃত্যু বন্য জাতি বিশেষতঃ মাল জাতি এবং ছোট এক জন এসিহ সাপের ওয়ার নিকট এই ঐবধ পাওয়া বাইতে পারে।

বঙ্গদেশের একাউন্টেন্ট জেনারল এড. এ. মালিকল সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যায়ন করিয়া বীর কার্যভার গ্রহণ করিরাছেন।

টেলিগ্রাফ আসিরাছে ইংলণ্ডে হুগ সাহেবের জী পরিভ্রাণের স্বকর্মচার পুনর্বিচারের জন্য প্রস্থাব হইরাছে।

২৪ এ কার্তিক শনিবার।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্যিত হইলাম, স্বর্গদাম বিভাগের সাংক্রমিক জ্বর নিবারণার্থে সকল চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া উহার সাহায্যার্থে স্বর্গদামের রাজা পূর্বে যে ৫০ হাজার টাকা নিয়োগিলেন এক্ষণে তাহার উপরে আর ১০ হাজার টাকা বান করিয়াছেন।

গ্রীষ্মবার্তা প্রকাশিকা বলেন, পাইমার মিকটবজী দাশুরিরা নামক স্থানে যে প্রজা বিক্রোহ উপস্থিত হইয়া তাহার ফল এই হইরাছে নাটোরের রাজা তার প্রথমদাশ তার বাহাদুরের হাজার টাকা জরিমানা হইরাছে। রাজা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহার জমীদারি হইতে তাবৎ বহু মায়েসকে তাড়িয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের মধ্যে কমিশনার সাহেব রাজা কমলকর, কুমার নরেন্দ্রকর, বাদ বসন্তকুমার তার চৌধুরী এবং সিবলহ সাহেব এই কয়েকজন জমীদারের সুখ্যাতি করিয়াছেন। রাজা কমলকর এবং বসন্তকুমার এই বলিয়া সুখ্যাতি করা হইরাছে, ইহারা নিজে জমীদারীতে ভিল্পেলি স্থাপনে বড়ই যত্নবান, কুমার নরেন্দ্রকর কোন কাছের উল্লেখ করা হয় নাই, এই সাজ বলা হইরাছে, নরেন্দ্রকর একজন উত্তম জমীদার।

গুপ্ত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের

অবস্থা।

বর্ষদান। শস্যের অবস্থা মন্দ; নিম্ন জমির সকলের স্থানে স্থানে জল সেচন কর

হইরাছে। জমিদারি দুলা পূর্ণাশোকা কম। বঁজুড়া। জল সেচন দ্বারা অনেক ধান্য রক্ষিত হইরাছে। জমিদারি দুলা অংশই বাড়িরাছে। বীরভূম। নীজ নীজ যে সকল ধান্য পাঁকিয়া থাকে, সে সকলের অবস্থা পূর্বে বেরণ বিবেচনা করা গিয়াছিল তত মন্দ নহে। অল্পমান দশ আনা রক্ষা পাইবে। কিন্তু অন্য সকল ধান্য ৫। ৬ আনার অধিক পাওয়া যাইবে না। জমিদারি দুলা বৃদ্ধি হই হইরাছে। মে'রমীপুত্র। কলসের ভাগের ৩ ভাগ মাত্র বাঁচবে। ছাগলী। পূর্বে বেরণ তর করা গিয়াছিল সেরণ নহে। এখনো বৃদ্ধি হইলে অতি আনা পরিমাণ ধান্য রক্ষা হইতে পারে। হাবড়া—প্রজারা জল সেচন আরম্ভ করিয়াছে। অনেক ধান রক্ষা পাইবে। ২৪ পরগণা—নিম্ন ভূমি ভিন্ন অপর সকল ধান্য একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। নদীরা—উচ্চ ভূমির ধান্য বাঁচাইবার আর আশা নাই। নিম্ন ভূমি বৃদ্ধি হইলে কিছু কিছু রক্ষিত হইতে পারে। বশোর—উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বিশেষ ক্ষতি, কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে দশ আনা কি বার আনা পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। মুরশিদাবাদ। চারি আনার অর্ধেক ও দুই আনা পাইবার সম্ভাবনা। জমিদারি দুলা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। মালবহ। অবস্থা অত্যন্ত মন্দ জমিদারি দুলা অত্যন্ত বাড়িতেছে। রাজসাহী—ধান্য পাওয়া যাইবে না। কিন্তু জমিদারি দুলা বৃদ্ধি হয় নাই। রঙ্গপুর—বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না।—বগুড়া। শেষের ধানের আশা নাই। পানমা—উচ্চ ভূমির ধান্য নষ্ট হইরাছে। দারজিলিঙ—অল্পমান বার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। গৌল আলু পূর্ব বৎসরের ন্যায় হয় নাই। ঢাকা এবং করিমপুর। পূর্বের ন্যায়। বাধরগঞ্জ। দেশের খোরাকের শকে মধ্যেই হইবে কিন্তু রপ্তানীর মত হইবে না। ময়মনসিংহ—অবস্থা বড় মন্দ হইরাছে। চাউলের দুলা টাকার ২৩ হইরাছে। কাছাড়—ধান্যের অবস্থা অতি উত্তম। চট্টগ্রাম এবং বোরাখালি। অবস্থা উত্তম। ঝিনুড়া—হয় জানা ধান্য পাওয়া

যাইবে। কিন্তু চুক্তি কর সম্ভাবিত নাই। বিহার। দিন দিন অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইতেছে। পাটনা গরু সাহাবার হইতে ততের সংবাদ আসিতেছে। জিহুত অতি অংশই ধান্য পাওয়া যাইবে। রবি মন্দ বপন করা হইরাছিল, কিন্তু অতুন্নিত হইতেছে না। কিন্তু এসপ্তাহে জমিদারি দুলা বৃদ্ধি হয় নাই। যুসের। ধানের আশা নাই বালিলে হয়। রবি মন্দ বপন হইতেছে না। ভাগলপুর পরগণা। অত্যন্ত মন্দ। ছোটনাগপুর। ক্রমেই মন্দ হইতেছে। হাজারিগাঁও—অর্ধেকমাত্র পাওয়া যাইবে। লোহারডাঙ্গা—একেবারে নষ্ট হইবে না। সিংহভূম—অবস্থা বড় মন্দ এবং দিন দিন আশা দূর হইতেছে। মানভূম—স্থানে স্থানে জল সেচন হইতেছে অন্য স্থানের ধান্য একেবারে স্থলিরা যাইতেছে।

ভারী দুর্ভিক্ষ লব্ধে গবর্নর জেনারলের আবেদন।

মন্ত্রিসভাধিকৃতি গবর্নর জেনারল শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইরাছেন যে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে শস্যের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে যে প্রজাবিগের রক্ষার জন্য নীজ কোন কাজ আরম্ভ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইবে। যেখানে যেখানে এরূপ সাহায্য অত্যাবশ্যক অথচ যেখানে পূর্ব হইতে কোন প্রকার কর্যের প্রস্তাব নাই, কিম্বা অচিরে কর্যারস্ত করিবার মত কোন বেগাজ নাই, সেখানেও গবর্নর কোন প্রকার কর্যারস্ত হওয়া আবশ্যক। পাটনা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ বঙ্গদেশের মধ্যে এই দুই স্থানেরই বিশেষ ক্ষতি হইরাছে শুনা যাইতেছে। পূর্বেজ বিভাগের দক্ষিণভাগে শোণ খালের কল্যা হইয়া আছে। এতদ্বারা লেফটেনেন্ট গবর্নরকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তিনি অচিরে যে যে স্থানে বিশেষ সাহায্য আবশ্যক সেই স্থানে কর্যারস্ত করিতে পারেন ৬০০ রাজসাহী বিভাগের বিহার সত্য্য এই, কিছু দিন হইল উত্তর বাহালা রেলওয়ে নামক একটা রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়া আছে, এই প্রস্তাব টেটলেফ্রেটারি অল্পমোদন

প্রেরণ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর
সম্পত্তি হইতে বিশেষভাবে করিয়া যত্নসহ
মিষ্টিত গবর্ণর জেনারেল অনুমতি করিতে
ছেন যে নীতি এই রেলওয়ে নির্মাণ কার্য
আরম্ভ করা হউক। ১৮৬৯ খালের
ঐতিহাসিক যখন উত্তর পশ্চিমকালে জায়া-
দির অনাটন হইয়াছিল তখন রেলওয়ে
কোম্পানিদিগকে প্রতি মাইলে প্রতি মণে
১৫ ক্রান্তি করিয়া ভাড়া দিতে অনুরোধ
করা হইয়াছিল। সেজন্য রেলওয়ে কোম্পা-
নিদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা গবর্ন-
মেন্ট হইতে পূরণ করা হইয়াছিল। কোন
কোন স্থানে বোধ হয় পুনরায় সেই উপায়
অবলম্বন আবশ্যিক হইবে। যদি তাহা হয়
ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট সে ব্যয় দিতে
প্রস্তুত আছেন।

এই আদেশের উপর লেফটেনেন্ট গবর্নর
যাহা বলিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত
করা গেল।

“ ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের আদেশানু-
সারে শোণ ঝাল ও উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে
কার্যারম্ভ বিষয়ক আজ্ঞা জারী করা
হইবে। ১৮৬৯ রেলওয়ের ভাড়া লঘুতা
বিষয়ক প্রস্তাবানুসারে কার্য করা হইয়াছে।
এই সকল কার্য তদ্রূপ অব্যাহতি স্থানে প্রজ্ঞা
বিগের সাহায্যে অন্য যাহা যাহা করা
আবশ্যক লেফটেনেন্ট গবর্নর সে সমুদয়
করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। তাহার
বিবেচনায় যথাসময়ে কোন প্রকার কার্য-
রম্ভ করাই প্রয়োজ্যকে সাহায্য করিবার
সর্বপ্রধান উপায়। যে সকল প্রকার কার্য
আবশ্যক তাহার সাংবাদ পাইলে সেই
সকল স্থানে বাইতে পারে এবং বিশেষ
কর্তৃক দিন আগিবার পূর্বে উপযুক্ত রূপ
সকর করিয়া রাখিতে পারে। যতদিন
অতিজরুরে জানা গিয়াছে যে কার্য দ্বারা
ভাড়া হ্রাসের হস্ত হইতে লোকদিগকে
রক্ষা করা যাওতে পারে কিন্তু যাহারা অন্য
দ্বারা শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া অক্ষম হইয়া
পড়িয়াছে তাহাদের বিশেষ সাহায্য
না। বিশেষ কখনো যাহাদের মজুরি করা

করিতে সময় লাগে, সুতরাং যখন চুক্তি-
কের আশঙ্কা হইতেছে তখন বড় নীতি
কার্যারম্ভ হয় ততই ভাল।

দেশের কতদূর অক্ষকর্ত হইবে এখনো
তাঁহা নির্ণয় করা অসম্ভব। আমরা এখনো
আশার সহিত ঈশ্বরের সুখ চাহিয়া আছি
যে তিনি আর অধিক দুর্ভাগ্য করিবেন না।
কিন্তু এখনো যদি যত্নমান অবস্থার উন্নতি না
হয় তাহা হইলে পর্যাধি কম্পাই পাওয়া
যাইবে এবং শীতকালের সকলের ও আশা
ঢলিয়া যাইবে, তখন যে কার্যের অন্ত্যস্ত অভাব
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেফটেনেন্ট
গবর্নর অতিশয় যে কার্য আবশ্যক মনে
করেন তাহা এই, সচরাত এই সময় সকল
ভিত্তিতে যে সকল কার্য হইয়া থাকে, তাহার
আরম্ভন বর্জিত করা। তিনি ইহার মধ্যেই
পাটনা এবং ভাগলপুরের কমিশনারদিগের
সহিত এবিষয়ের পরামর্শ স্থির করিয়া
ছেন। এবং তাহার অধীনস্থ সমুদায় স্থানীয়
কর্মচারিদিগকে অনুমতি করিয়াছেন যে তাঁ
হারা যেখানে যেখানে কাঁচার বিশেষ অভাব
মনে করেন সেখানে সেখানে এই সকল কার্য
আরম্ভ করিতে পারেন। দেশের প্রত্যেক
স্থানে, যেখানেই বিশেষ সাহায্য আবশ্যক
বোধ হইবে কোন না কোন প্রকার কার্য
আরম্ভ করা যাইবে। ১৮৬৯। স্থানীয় কর্মচারি
দিগকে বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের স্থানীয়
কর্ম যদি শেষ হয়, সাধারণ ধনাগার হইতে
অর্থ বেওয়া যাইবে। ১৮৬৯। উত্তর বাঙ্গালা
রেলওয়ে। এমন সকল স্থানের মধ্যস্থিত
যাইবে যেখানে অসামুচি নিবন্ধন পোস্টের
বিশেষ কতি হইয়াছে এবং চুক্তিকের
বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু এখানকার লোক
দিগের মজুরি করা অভাব নাই। নিত্য
দুরবস্থা না হইলে তাহার যাকী পরিত্যাগ
করিয়া থাকিতে আসিবে না, অতএব এক
মাত্র রেলওয়ে দ্বারা এ প্রদেশের সকল
মোটের বিশেষ সাহায্যের সম্ভাবনা নাই।
রেলওয়ে টেননে আগিবার পূর্বে সকল ও
রেলওয়ে কাঁচার অন্তর্ভুক্ত বিশেষনা করিয়া
লেফটেনেন্ট গবর্নর প্রস্তাব করেন যে প্রত্যেক

করিয়া আরও অধিক কাঁচার সুবিধা করা
হয়।

১৮৬৯ ১০ ই সেপ্টেম্বরের গোজেন্টের
ক্রোডপত্রে প্রকাশিত মোটে কথিত হই
য়াছে যে লেফটেনেন্ট গবর্নরের মতে বহুজন
কীর্ণ পশ্চিম প্রদেশ সকলের এবং পূর্ব
বেঙ্গীয় প্রদেশ সকলের মধ্যে যাত্রাভারতের
উপায় স্থাপিত হওয়া নিত্য আবশ্যক।
সুতরাং পশ্চিম হইতে পূর্ব যুগে কতকগুলি
রাস্তা নির্মিত হইতে পারে। ত্রিভুজ জেলার
উত্তর ভাগে এবং ভাগলপুরের উত্তর
সীমারে বিশেষ অর্থ কতি হইবার সম্ভাবনা,
এবং সেখান দিয়াই এই সকল রাস্তা যাইবে
সুতরাং সেখানে শীত কার্য আরম্ভ করা
উচিত। ১৮৬৯। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের
কার্যারম্ভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জিভেল এই
সকল স্থানের অবস্থা বিশেষ জানেন এবং
তিনি ইতিমধ্যেই যেখানে যেখানে তাহা
আবশ্যক নির্ণয় করিয়াছেন। লেফটেনেন্ট
গবর্নর পাটনার কমিশনার এবং জিভেল
সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির
করিয়াছেন যে জিভেল সাহেব দ্বারা
ভারতবর্ষ হইতে দুইটা রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ
করিবেন। প্রথমটা সরলভাবে পুনীয়ার
দিকে যাইবে। দ্বিতীয়টা দাটপুর হইয়া
উত্তরে টিটালিয়ার দিকে যাইবে। ভাগলপু-
রের কমিশনার এই রাস্তার সহিত পুনীয়া
ও টিটালিয়ার যোগ স্থাপন করিবার উপায়
দেখিবেন। পুনীয়া হইতে একপে যে পাঁকা
রাস্তা ডেওয়ারাটে গিয়াছে সেখান হইতে
দিনাজপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণ করি-
বার পরামর্শ হইয়াছে। টিটালিয়ার হইতে
জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যে রাস্তা আছে,
তাঁহার সংস্কার করা যাইতে পারে, এবং
সেখান হইতে কুচবিহার হইয়া জলপুত্র
পর্যন্ত একটা রাস্তা করা যাইতে পারে। ১৮৬৯
বর্তমানে দায়োদর ও কাশিমপুর যোগ করি-
বার বিষয় চিন্তা করা যাইতেছে, ইহা দ্বারা
দ্বারা জল পাওয়া যাইতে পারে এবং
প্রয়োজ্যকে কার্যে বেওয়া যাইতে
পারে। অনেক অভিযোগ করিয়া থাকেন
যে বর্তমানে ভাল পুষ্কারনী ও জলনিগ্ধের

শাক। এই ক্ষুদ্র কার্যগুলি সহঃ কার্যের
সার আখ্যাক তাঁহাতে সন্নিহিত হইবে এবং
এ উপায়ে নিম্নের প্রস্তাবগুলির বহু কার্য
উপস্থিত করা যাইতে পারে। কিন্তু অপর
দিকে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির উপর এই
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য আরও করা ও তাঁহার তত্ত্বা
বধান করা এ সময়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষে
ক্ষুদ্র হইবে। বারো হটক, এখানেও
লেন্টমেন্ট গবর্ণর কমিশনারগণকে অবশেষ
করিতেছেন যে জরিবারেরা এ সকল কার্য
সারিত করিতে ইচ্ছুক কি না-নিশ্চয় করেন।
আখ্যাক হইলে তাঁহাদের ভেট হটক
রাখিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহা কর্তৃত্ব দিতে পারেন।
লেন্টমেন্ট গবর্ণরের ক্ষুদ্র সংস্কার যে জমিদা
রেরা যদি আপনাদের পদের মধ্যে অনুভব
করিয়া চলেন তাঁহাদিগের এই সুবিধা ছাড়া
উচিত নয়। তাঁহারা যেনো যোগী হইলে
এ সকল কার্য অনায়াসে হইতে পারে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

ইন্দোলের গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগে।

২০ এ অক্টোবর। কটকের সবডেপুটি কাল
উপ জুজাম আব্বল হুসেন খাঁ তৃতীয় জেনার
মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২১ এ অক্টোবর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ
অলপাইজ্ঞিতে আইনগত মাজিষ্টেট হই-
লেন এবং তৃতীয় জেনার মাজিষ্টেটের ক্ষমতা
পাইলেন।

বাবু বেনীমহন বসু, দেবীচরণ দাস, টেক-
রাজবংশী (রায়ত এবং পাটওয়ারি) মথুর
টেকরাজবংশী (তহশিলদার) রামকৃষ্ণ দাস,
রাজবংশী (জোতদার)।

১ লা নবেম্বর। ১৮৭১ অক্টোবর ৭ আইনের
৮৪ ধারানুসারে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইন্ট
মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ, ডবলিউ
জে, রিস সাহেব উক্ত বিভাগের মাজিষ্টেটের
ক্ষমতা পাইবেন ইনি সাউথ সুবায়ন টাউন
মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইলেন।

২৪ নবেম্বর। ১৮৭১ অক্টোবর ৭ আইনের
৮৪ ধারানুসারে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইন্ট
মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ, ডবলিউ
জে, রিস সাহেব উক্ত বিভাগের মাজিষ্টেটের
ক্ষমতা পাইবেন ইনি সাউথ সুবায়ন টাউন
মিউনিসিপালিটির সভাপতি হইলেন।

জে, ই, বি, জেকি ১৮৭১ অক্টোবর ৭ আই-
নের (বি, সি.) ৪ ধারানুসারে একজন ডেপুটি
কমিশনার হইলেন।

৩ লা নবেম্বর। জুজামী এবং ২৪ পরগণার
প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিউটি ও সেনিয়র জজ
সি, ডি, ফিল্ড সাহেব প্রিন্সিপাল সার্জনের অফিস
পদত্যাগকালে জুজামী ডিউটি ও সেনিয়র জজের
প্রতিনিধিত্ব করিলেন।

জাহানাবাদ বিভাগের প্রতিনিধি জাইন্ট
মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, এ বোডিলন
সাহেব ১৮৭০ অক্টোবর ১০ আইনানুসারে কালেক্টর
জাহানাবাদের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর এ, পি
ম্যাকডোনেল সাহেব কিছুদিনের জন্য দরভাসা
বিভাগের ভার পাইলেন।

এ, ডবলিউ কফেলান্দুহনী বিভাগের ভার
পাইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর এচ, বি বীমল
সাহেব গড়ার অন্তর্গত নওদা বিভাগের ভার
পাইলেন।

৪ঠা নবেম্বর। অনন্তবল এফ, এফ, ওয়াই
ম্যান সাহেব লেন্টমেন্ট গবর্ণমেন্টের কাউন্সিলের
সভাপতি পদত্যাগ করিয়াছেন।

২১ এ অক্টোবর। সব আন্টিস্টার্ড সার্জেন
হারামচন্দ্র দাস বিজ্ঞানের জন্য ডিগ্রী পূর্ণ
প্রদানের প্রতিনিধি সিবিএল সার্জেন এস, ব্রি
টন সাহেবের সহকারী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩রা নবেম্বর। মৌলবী আব্বাস উল্লাহ সাহা-
বের অন্তর্গত সালিমাম নামক স্থানে তৃতীয়
জেনার মুফক হইলেন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ অক্টোবর। মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল
জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তার সি স্তোফ
সাহেব যে সকল অপরাধে বেত্রাস্ত্র দণ্ড হই
আহার বিচারার্থ বিশেষ মাজিষ্টেট হইলেন।

জি এস, পার্ক তৃতীয় জেনার মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর হইলেন কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে
দ্বিতীয় জেনার মাজিষ্টেট কালেক্টরের প্রতিনি-
ধিত্ব করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাহারা সম্প্রতি
বেঙ্গল সিবিএল সার্জিনের সভা হইয়াছেন,
নিম্নলিখিত স্থানের মাজিষ্টেট এবং কালেক্টর
দিগের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় জেনার
মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইবেন।

জি, গডকে। মৌলানা।

এ, ডবলিউ কোক। ২৪ পরগণা।
২৪ এ অক্টোবর। ১২৮০ মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর এ, পি ম্যাকডোনেল পাটনার রহি
লেন এবং প্রথম জেনার জাইন্ট মাজিষ্টেট ও
ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন। ইনি
প্রথম জেনার মাজিষ্টেটের এবং জোজামী হও
বিহারি ১৪২, ১৪৭, ২২২, ৪১৭ এবং ৫২১ ধারানু
সারে ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাহারা সম্প্রতি
বেঙ্গল সিবিএল সার্জিনের সভা হইয়াছেন, পশ্চা
জিবিএল স্থানের মাজিষ্টেট ও কালেক্টরদি-
গের সহকারী হইবেন এবং তৃতীয় জেনার মাজি
ষ্টেটের ক্ষমতা চালান করিতে পারিবেন।

এচ, এচ, রিস। মোহনীগুর।

এস, এস, চোপা। সুবাসিন্দার।

কটকের ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর
ই, বি, গডকে বর্ধমানের মৌলী হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু
তারিণী প্রসাদ রায় মহিষাখা বিভাগের ভার
পাইলেন।

জে, বিমল প্রথম জেনার কটকের মাজি
ষ্টেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

সিমানুগুণের ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি
কালেক্টর মৌলবী মাহমদ কামিল চট্টোপাধ্যায় বদলী
হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাহারা সম্প্রতি বেঙ্গল
সিবিএল সার্জিনের সভা হইয়াছেন, পশ্চাৎস্থিত
স্থানের মাজিষ্টেট ও কালেক্টরদিগের সহকারী
হইবেন এবং তৃতীয় জেনার মাজিষ্টেটের ক্ষমতা
পাইলেন।

বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত। বাবুগুপ্ত।

জি, এ মিয়রসন। বশোহর।

এচ, বিচ। ছপনী।

এচ, এম টিএম হাজারিবাগের ডেপুটি কমি-
শনারের সহকারী হইলেন। এবং তৃতীয় জেনার
মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ ই, ওয়াড কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয়
জেনার মাজিষ্টেটের প্রতিনিধি হইলেন।

কটকের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজি
ষ্টেট বাবু নন্দাকান্ত দাস পুরীতে বদলী
হইলেন।

পুরীর ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর
মৌলবী ইব্রাহিম রহুল কটকে বদলী হইলেন।
ডিহিরি এজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জে, বি,
টোনি সাহাবায়ে আইনগত মাজিষ্টেট হই

লেন এবং তৃতীয় জেণীর মাজিষ্টেটের কমতা পাইলেন ।

২৮ এ অক্টোবর । চিহ্নিত সিভিল সার্জিসের বাবু হুয়েজনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানার্থ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ১৮৫০ অক্টোবর ২৭ আইনের ২ ধারায় সাংঘর্ষিক নিয়ন্ত্রিত বাস্তবগতক কমিশন গঠন নিযুক্ত করিয়াছেন ।

এচ, টি, প্রিন্সেপ (প্রেসিডেন্ট) ।

এচ, জে, বেগোলডস ।

কার্বেল, সি, এফ, জি, ল্যাং (সত্য) ।

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ এচ, এ, কন্টেল সাহেব যে কমিশন নিযুক্ত হন, তিনি সে পদ ত্যাগ করিয়াছেন, লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সে ত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।

সিনিয়র ইন্সপেক্টর শিবলাল জেওয়ারি রাটে সাহেবের অনুপস্থিতি কালে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশের ভার পাইলেন ।

এ, মাকেকি

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ২৩ এ অক্টোবর । কলিকাতা হইতে যে যেইল ৩রা এবং বোম্বাই হইতে ৬ ই অক্টোবর ব্যাঙ্গা কবে উহা ২৭ এ অক্টোবর লণ্ডনে উপনীত হয় ।

পারিস ৩০ এ অক্টোবর । রেনোয়াল বেলিমেরার বলিয়াভিলেম রাজ্যে তত্ত্ব স্থাপিত হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন, এই নিষিদ্ধ ভাষাকে শব্দ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে ।

পারিসের প্রাচীন অপেরা হাউসটি এককালে অস্বীকৃত হইয়া পিয়াছে ।

লণ্ডন ১ লা নবেম্বর । কালের নিয়তি লইয়া রাজ্যতন্ত্র-প্রিয় দলের মধ্যে মহা গোলাযোগ হইতেছে, অনেক অনেক রূপ বলিতেছেন ।

রশ্মীয় গবর্নমেন্ট পুনরায় বিদ্রোহী টুর্কিমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যাঙ্গা করিবার সংকল্প করিয়াছেন ।

আমেরিকার বালিভ্য কার্ভের অবস্থা অতি মন্দ । একটা বৃহৎ কমিশন হাউস সেউলিয়া হইয়াছে এবং ১০০০ কারখানা বন্ধ হইয়াছে ।

সিসিলিতে তদানিক জুনি কম্প হইয়া গিয়াছে ।

বিচারপতি বোভিলের মৃত্যু হইয়াছে ।

অক্টোবর । আসাতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধব্যাপ্তি আরোজন নীত্র নীত্র হইতেছে । কাপ্তেন মৌজাব সর গবর্নর উলসলিকে বলিয়াছেন, আবাতিরা কেপকোষ্ট কাষ্টলে আগ্রসর হইতেছে ।

রাজসাহী হইতে এক ব্যক্তি লিখি রাছেনঃ—

১। বৃত্তি না বওরাং হুর্জিক উপস্থিত হইবে সকলেই একশ আশঙ্কা করিতেছে । ধান্যের গাছ সকল শুকাইয়া উলু খেড়ের আকার ধারণ করিয়াছে । অনেক কৃষক শস্যের বিষয় নিরাশ হইয়া ধান্যের গাছ সকল কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতেছে । যে সকল স্থানে অন্যান্য বৎসর ৪।৫ হস্ত জল হইত এবংসর সে স্থানে জলের " জ " ও আইসে নাই । এদেশে (লোব) হয় অনেক জেলাই) বর্ষাকালে স্বাভাবিক এক প্রকার ধান উৎপাদ হয়, তাহা কাটিয়া গরুদিগকে খাওয়াইয়া থাকে । এবংসর জল সর্বত্র না খাওয়াতে এই ধান উৎপাদ হয় নাই । সুতরাং গরুর আহারের তদানিক কষ্ট হইতেছে । পূর্বে বৎসরের সঞ্চিত গোয়াল (বিড়ালি) বাহার আছে সে উহা বিক্রয় করিতেছে না, সুতরাং পরস্য থাকিতে গরুর খাওয়ার অনেক কষ্ট হইতেছে । ফলতঃ এবার ধনে প্রাণে এদেশ মট হইবার উপক্রম হইয়াছে ।

২। এপ্রদেশীয় কৃষকেরা অল্প পরিমাণেই অপর্যাপ্ত শস্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই শস্য বিক্রয় করিয়া এত টাকা সত্তর করে, ইত্যেৎ আশা দাস হইতে মহাজনের নিকট হইতে যে সিকি, বেতা মুদে টাকা ও ধান কর্ত্ত করিয়া ধান তাহা পরিশোধ করে এবং ঋতি সমারোহে কুটুম্বিগকে আনন্দ করিয়া থাকে । অগ্রহারণ দাসে ধান পাওয়া মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়া থাকে । একদা তাহার এই মাসের ম'ম " সোণার মাস " সোণার অগ্র হারণ " বলিয়া থাকে এবং সেই কাল পাইবার জন্য কতই আগ্রহ প্রকাশ করে । কিন্তু এ বৎসর তাহার বিপরীত হইতেছে ।

তাহার প্রাণে আশা লাগিয়া বাহার করিতেছে । জল জল করিয়া কাঁদিয়া বেতা হইতেছে । বাহারের ক্ষেত্রে জল দিবার অভাব আছে তাহার প্রাণ পাণে জল দিতেছে, মকতুমির মত সবুজ জলে কি করিবে ? জল দিবার জন্য আদিকার মহাপরোষা নিজে জল দিবার চেষ্টা করিতেছেন । এপ্রদেশে কোন দিন জল সেচন করিয়া জল দেয় ? অন্ত্যাস বনতর তাহাও কেহ দিতেছে না । আদিকারের চেষ্টার কি হইবে ।

৩। এখন জল হইলে সিকি কি হয় আনা রকম ধান রক্ষা পাইতে পারে । কিন্তু আকাশের গতিক দেখিলে তাহার আশা করা যায় না । রৌত্রের এখন গ্রীষ্মের মাত্র তেজ । সকল বস্তুই কি নিজ নিজ বর্ষ তুলিয়া পিয়াছেক ?

৪ ধান্য ও চাউলের মত দিন দিন বৃত্তি পাইতেছে এখানে ৮০ তোলায় ওজনের ১১ ১২ সের করিয়া মোটা চাউল বিক্রয় হইতেছে । পূর্বে এসবর এক যোগ করিয়া বিক্রয় হইত । ইহার পর আর দিন আছে ।

৫। মান্যবর কায়েল সাহেবকে বন্যাবাদ দিতে হয় তিনি প্রতি জেলার শস্যের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিশেষে বাহাতে চাউল রপ্তানি না হয় তাহার প্রতি বিধানের জন্য প্রযুক্ত গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন । তাহার চেষ্টা সকল হউক ।

আমাদিগের বাইটম্বর সংবাদনাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এবার এখানে বর্ষা ভাল হয় নাই । কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে চলিল, অপর্যাপ্ত বিদ্যুত ব্যরিণীত হইল না । ধান্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ । মকতুমির ধান্য অনেক রক্ষা পাইয়াছে । উচ্চ জমির ধান্যের অবস্থা দেখিলে জরুরের শোণিত শুক হয় । কৃষকগণ উচ্চ জমির ধান্য লাতে হতাপ হইয়া তৎসমুদয় কর্ত্তন পূর্বেক গোকে প্রদান করিতেছে । হুর্জকের আশঙ্কা এখানে সকলেই চিহ্নিত হইয়াছেন । যে

বেশ বেয়াদব, ভাষার ব্যবস্থা যথো যথো এইরূপই শোচনীয় হয়। আমাধিগের বিবেচনার খাল খনন ও ক্ষেত্রে আল লিক বের ব্যবস্থাকর্য কর্তব্য। কেবল বেরভারি দুখ পানে চাহিয়া থাকা কর্তব্য নহে। উপ-সংহার সময়ে আমরা অগ্রহে সহকারে গবর্ন-মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা চাইলে রপ্তানি আণ্ডণ্ডঃ বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করুন। অন্যথা দুর্ভিক্ষ অনি-কার্য হইয়া উঠিবে।

২। অত্রস্তা শিকারীর কোশলে এখানে আবার একটা ব্যস্ত হস্ত হইয়াছে।

৩। তৎকাল হইল এখানে বিশেষ গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে। আকাশে সময়ে সময়ে ঘেঘ নুই হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা কোন কার্যকারী হইতেছে না।

আমাধিগের বীরভূমি সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

যশ, পর! দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যে উপ-স্থিত। দেশ একবারে উৎসন্ন হইয়া বাইবে, এই চিন্তার সকলেই আকুলিত। এ সময়ে আমরা একবার চিন্তার বেগ রাইপুরের দিকে ফিরাইয়া দেই। আঁহা! তথাকার অধিবাসীদের কতই না দুর্গতি হইতেছে। তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া কত প্রকার বিপদ একে একে চলিয়া গেল। তাহা-দের প্রতি ক্লৃপাদুর্ভি হইবে বলিয়া ভাবিত হইত কতবারই আমরা ভীৎকার করিলাম। গবর্নমেণ্ট ত সে দিকে অক্ষেপই করিলেন না। আমাদের দেশের বাঁহারা প্রকৃত হান শৌও বলিয়া ধ্যতি, তাহাদের অনেকেরই নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলাম। তাহার কল এই দাঁড়াইল যে তাঁহারা যে মিঃখার্থভাবে দান করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের কোন ক্রমেই প্রতীতি হইল না। আমরা অতি সামান্য লোক। এক মানি বাস্তালা সংহার পত্রের সংবাদদাতা মাত্র। আমাদের আঁকর বেধিয়া তাঁহাদের ঘন আঁকট হয় নাই। প্রাণ্ডঃস্বর্ণীয় জীমতী মহারানী স্বর্নয়ী মহোদয়্য তিস্ব সকলেরই নিকট আমাদের প্রার্থনা পর্বলিত হইয়াছে। বেধিলাম

তিনিই কেবল আঁকর বেধিয়া দান করেন না। সাহায্যের খল উপস্থিত হইলেই তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি ৫০ টাকা দান করিয়া আপন মিঃখার্থ বেশ-হিতবিতার পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিয়া-ছেন। বাঁহা হউক, উপস্থিত বিপদে রাই-পুরের প্রজাদের কি হইবে, ইহা আমা-দের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। অগ্নি দ'হে তাহাদের ক্রতির একশেষ হইয়া গি-য়াছে। বন্যা গ্রীষ্ম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কণ্ডলি গৃহকে তুতলশায়ী করিয়া দিয়া গি-য়াছে। এসকল ভয়াবহ আঘাত বিবিতাহারা কোন প্রকারে সহ্য করিল গ্রীষ্ম মধ্যে পুন-রায় সাংক্রামিক জ্বর দেখা দিয়াছে। তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এই হত-ভাগ্যদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি, এই চিন্তাই পুনঃ পুনঃ উদ্ভিন্ন হইতেছে। তাহা-দের যে কিছু মাত্র সংগতি নাই, তাহা সঙ্ক-দর পাঠকমাজেই বিলক্ষণ দৃষ্টিতেছেন। যখন অপর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলাম না, তখন ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে গবর্নমেণ্টই একমাত্র সাক্ষ্যস্থল হইতেছেন। গবর্নমেণ্ট আর অক্ষমাল বিলম্ব না করিয়া তথার একটা অন্নছত্র স্থাপন দিন। অন্ন-ছত্রে সামান্য অক্ষম পোকদের আহার ক'বা চলিবে। অনেক তরলোক্ত ও কটে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তথার তাঁহারা যে বাইতে দুর্ভিত হইবেন, তাহা অনায়াসে দূর্য্য যার। এই হেতু আমাদের প্রার্থন এই জ্রৌণীর লোকদিগকে মগধ টাকা না দিয়া কিছু কিছু তুল দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। অবশেষে আমা-দের সাঁজুরোণে প্রার্থনা এই অনুবাদক মহাশয় যেন এই প্রার্থনীয় অনুবাদ করিয়া দিয়া গবর্নমেণ্টের দৃষ্টি সম্মুখে ধরিয়া যেন। রাইপুর বৌলপুর টেসনের অতি নিকট।

তনিলাম ভেতুগ্রাম থানা অধিবাসীরা ছোট লাট সাহেবের নিকট এক মানি আবেদন করিতে চলিল, তাহাতে অনেক গুলি প্রার্থনা থাকিবে। তদ্বোধে একটা প্রার্থনা এই যেন। অধিবাসীরা এ বৎসর

রাজস্ব আদায় বন্ধ হ'বেন। বস্ত্ত্য তাঁহা-দের এ প্রার্থনা অসংগত বলিয়া প্রতীত মান হইতেছে না। অধিকাংশ প্রজার ধান্য কলসই রাজস্ব সংস্থানের একমাত্র আয়। সেই কলস যখন নষ্ট হইয়া গেল, তখন তাহাদের রাজস্ব দিবার উপায় কি? আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, দু'খবা পাব-নার অভিনয় আমাধিগকে অনেক স্থলে দেখিতে হয়।

অবল গ্রামের প্রজারা জ'মদ'রের প্রতি কুলে অনেকগুলি অতিযোগ উপস্থিত করি-য়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত হইতেছে, বলিয়া আমরা অন্য ইহার বৃত্তান্তগুলি দিলাম না। অবল গ্রাম স্থানি ধনরাণী আবার অতি নিকট।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর জীযুক্ত সোমগ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেস্থ।

মহাশয়! বহুদিনসাবধি জগদল ও এলাচী উভয় গ্রামের মধ্য স্থলে এই বঙ্গ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়া গবর্নমেণ্ট ও বেনীর মহোদয়গণের সাহায্যে এক একর চলিয়া আসিতেছে। সম্রাতি বিদ্যালয় গৃহটি পুনঃ নির্মাণের আবশ্যক হওয়াতে বেনীর ও বিদেশীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণের সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে তৎকার কুলি বন্ধ করিয়া কিকিৎ কিকিৎ সাহায্য প্রার্থনা করি-তেছি। এক্ষণে সাধারণের যথায়োগ্য রূপা বলোকনট কেবল আমাধিগের বস্ত্তমান অতাব মোচনের এক মাত্র উপায়।

এলাচী
বঙ্গবিদ্যালয়

—০১—

সম্পাদক মহাশয়! আজ কাল বঙ্গদে-শের লোকের একটি ভ্রমণ কর্তব্য বিষয় উদ্ভাবিত হইতেছে। যিনি দু'আঁকর লিখে-ছেন, দু'এক গান বাস্তালা বই পড়েছেন, জুপাত ইংরাজি উল্টেছেন, তিনিই এক জন লেখক হয়ে পড়লেন। ভাল লেখক হয়ে বহি লোকের কোন না কোন উপকার

সোমপ্রকাশ

১৩ নং ভাগ।

৬ সুবর্ণা।

প্রকাশনাঃ প্রতিনিধিত্ব পাব্লিশিং: সংস্থানো অনিমতনী ন হোয়না। *

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা

নম ১২৮০। ও রা অগ্রহাটন। ইং ১৮-৭-৩। ১৭ ই নবেম্বর

মকসলে মাইল সময়ে অগ্রিম
বার্ষিক ১০। মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কাশ শুল ও বেছের ডিকেন্স।

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম মহাশয়
খাস কাশাদি রোগের অর্থাৎ উষধ জানি
তেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত
আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি
হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে এই
সকল রোগের অর্থাৎ খাস, কাশ কুর কাশ
শুল ও মেহ রোগের উক্ত অর্থাৎ উষধ উক্ত
মকপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেহনীপুর
ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির ডিকেন্স
করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি।
তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট
আছে। আমি এক্ষণে মেহনীপুর গবর্ণমেন্ট
জেলা কলার চুতপুর্ন প্রধান শিক্ষক এবং
আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভা
পতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ ২য় মহাশয়
য়ের বাসাতে অবস্থিত করিতেছি। এইখাস
কলিকাতা-হুগলীপুরের ককর চাঁদ মিত্রের
দ্বীপে ১৩ নং বাড়ী। যিনি আমার দ্বারা
ডিকেন্সিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত
ডিকেন্সিত তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাই
বেন।

ঐউপেক্ষানাথ পাল

—১১—

উগ্র যন্ত্র ছাপাখানা।

কলিকাতা, ২৪ নং মির্জাপুর লেন প্রেস
ডেলি কালেক্টর উক্ত পূর্ণ মুদ্রিতীয় গাল।
শঙ্কর বিহার অরুণা।

অর্থাৎ শঙ্কর দ্বিধিকার সার হুগারে
ঐনন্দগবৎ পুঞ্জগাব শঙ্করচাৰ্য্য খামির

জীবন চরিত্র।

উগদান শঙ্করচাৰ্য্য খামির জীবন
চরিত্র, জন্মাবধি বর্ণনাম গমন পৰ্য্যন্ত সমস্ত
বৃত্তান্ত, অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচর ও দিধি
অর এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, বিধিঅর-সার
এবং হইতে বন্ধুভাষার গদ্য-প্রবন্ধে বর্ণা-
যোগ্য ভাবে মূল শ্লোক, অর্থ সহিত বিরচিত
হইয়া উক্তন কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্ট-রূপে
মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।
এখু অতি উপাদের বাহা অবলোকনে
শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও
উপারি বোধ হয়, যে মহাশয়ের গ্রন্থাভিলাষ
হর কলিকাতা পটলভাঙ্গার গুপ্ত প্রেসে ও
বারাণসী সোণারপুরে শ্রীযুক্ত কাশীদাস
মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌসিম
গঞ্জে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মিত্রের নিকটে মূল্য ও
ডাক মাওল পাঠাইলে পাইবেন। পত্র
যেদ্বারা পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য।

খাকর কারীগরের প্রতি	
প্রতি খণ্ড	১১০
বিনা খাকরকারী	২
ডাকমাওল প্রতি খণ্ড	৬

ঐনন্দগবৎ গুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, চাউল

প্রকৃতি আহাৰী শস্য ও মরদা

প্রকৃতির জাফার মদুতা

বিসয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্যন্ত বিদ্যা কাশী

হইতে হাবড়া পর্যন্ত কোন টেলসে যদি কেহ
চাউল প্রকৃতি আহাৰী শস্য অর্থাৎ মরদা
প্রকৃতি প্রেরণ করিতে চান তাহা হইলে
১ মানের অল্প ন বোকার পক্ষে প্রত্যেক
মণে মাইল পিছু এক পাই এর আট
ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া
জাড়া দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন
টেলস হইতে যদি কাশী কিবা কাশীর নিম্নের
কোন টেলসে এই সকল প্রব্যাধি প্রেরিত
হর সেই টেলসে এই নিম্ন খাটিবে অর্থাৎ
উপরে প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মলহাসী
ট্রেট রেলওয়ের পক্ষেও এই নিম্ন প্রবল
খাটিবে। এই জাড়ার পরিণতি আবশ্যিক
হইলে বহা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

উপরে চাউল মরদা প্রকৃতি আহাৰী
প্রবোর জাড়ার বে মদুতার কথা হইল।
তাঁহা গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে ও ব্যারে
হওয়ারতে, বাঁধারা রক্তানীর জন্য পূর্কোক্ত
প্রব্যাধি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবেন তাঁহা
দিগের পক্ষে খাটিবে না। হাবড়া কিবা
কলিকাতার বন্দরে রক্তানীর জন্য যে সকল
প্রব্যা আনীত হইবে তাহার সম্পূর্ণ জাড়ার
দিতে হইবে।

এডেনগি ২, আট,
রেলওয়ে
১ মা নবেম্বর, ১৮৭৩
সি.সি.সি. ডিকেন্সন

বাসন্ত্য এনট্রান্স মূল্যের প্রথম এবং
বিভীত মাঠেরের পদ শূন্য আছে। প্রথম
মাঠারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং

দ্বিতীয় মাসটারের ৩০ টাকা। পদ্মাকাকীর্ণ উপস্থাপনার পরেও সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন। দ্বিতীয় মাসটারের ইকিনিয়ারিং জ্ঞান আবশ্যিক।

১০৭৩। } জীবিক চক্র সেম
৩১ এ পক্টবর } মাসিক
} বাস ৩১, পোস্ট অফিস
} মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক এণীত জরদেব চরিত্ত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ এণেডা জরদেব গোবিন্দীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০০ ডাকমাছল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু } শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়
হট্টেল কলকাতা }

কৃত বাবু গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এক বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল ১০। একত্রে মিলে ১৮ ডাক মাছল ১০ মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনটিমি প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১০ আনা মাত্র।

হাউলিক্স মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আনা উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাইরের ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহারের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাইরের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা বেস টাকা ও ডাক মাছল কিংবা নোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ১, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৬ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের কৃত মেট্রিয়া মেডিকা অর্থাৎ জৈবজ

রসাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল ১০ উহার কৃত ভিষক ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাছল ১০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কানীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত হৃদয় সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল প্যাকিং খরচ ৫০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জরপ ও পরিমিতের অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাছল /০।

কলিকাতা } শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়।
লালবাজার }
হিন্দু হট্টেল }

—০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার জব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জব্যগুলি গুহামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সেজ করা অন্তর নির্মিত সর্জারীর পাইপ এবং উহার নির্মিত সাইক্লস জংশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট, মেথিরাতে বসাইবার নির্মিত চতুর্কোণ টাইল ইট।

ফ্যারার ব্রিক।

ফ্যারার ক্রে।

বাটীর সর্জারী ও অন্যান্য যে সকল কার্যে নির্মিত উপরি উক্ত যন্ত্র করা পাইপ, টাইল এবং ফ্যারার ব্রিক প্রস্তুতি নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্যে প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলকাতা

৭, নং হেভিডাস ট্রাট } বরন এন্ড কোং

—০—

উজ্জবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত যে বাসকাটা হইতেছিল, তাহা সম্প্রতি রাণিজোর জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল

আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাত্রা করিতে পারে।

এইচ ভবানীউ গণিতার

সেন্টেনেট স্ট্রীট অর ই

অফিস এটিং জয়েন্ট সেক্রেটারি

বাংলা গবর্নমেন্ট পাবলিক ওয়ার্ক

ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশন ব্রাঞ্চ।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা অগ্রহারণ সোমবার।

সোমপ্রকাশে বর্ষ বৃত্তি।

এই অগ্রহারণ মাসে সোমপ্রকাশ পঞ্চদশ বর্ষ বরংক্রম আতিক্রম করিয়া বোড়িশ বর্ষে পরীর্ণ করিল। বয়ো বিভাগ কর্তারা বহুসংখ্যক যে এক এক নীমা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সোমপ্রকাশের এক নীমা উত্তীর্ণ হইয়া অপর নীমার অবতীর্ণ হওয়া চলিল। অতএব সোমপ্রকাশ এত দিন যে পথ যে যুক্তি যে নীতি অবলম্বন করিয়া স্বকর্তব্য সম্পাদন করিল, তাহার উল্লেখ করা সঙ্গ হইতেছে না। উল্লেখ করিবার একটা বিশেষ কারণও ঘটিয়াছে। আমরা বিশেষরূপে জানিয়াছি সোমপ্রকাশের বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার ভ্রম আছে। সেই ভ্রম তত্ত্বন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

সোমপ্রকাশ বিস্তৃত পথ অবলম্বন করিয়া বরাবর স্বকর্তব্য পালন করিয়াছে। অনুরোধ উপরোধ উৎকোচ বা আত্মীয়তা কিছুতেই কখন ইহাকে বিপণ্যমামী করিতে পারে নাই। উদার যুক্তি ও উদার নীতি ইহার একমাত্র অবলম্বন। এই যুক্তির বশবর্তী হইয়া ইহা কি রাজনীতি কি জমিদারী কি সমাজ কি আচার ব্যবহার কি ধর্ম সকল বিষয়েই উদার অভিজ্ঞতার প্রকাশ করিয়াছে। গুণ যোব বিচারকালে ইহা কখন পক্ষপাত ঘোষে হুই হয় নাই।

বন্ধন যে বিষয়ে যৌন বোধিত্যে অস্বাভাবিক
মুখে তাহা কহিয়াছে। কত বা কতই
বৈশিষ্ট্য বা গুণকোচ করে নাই,
তবে বর্ণনাবলয়েও ইহা কখন মৌনাব
লম্বী হয় নাই। এই কারণে অনেক
ইহার প্রতি প্রতি ও প্রসঙ্গ নহেন।
অনেকেই তাই বৈশিষ্ট্যকালী উদ্ভা-
সিত শব্দ। কিন্তু উদ্ভা-এ বৈশিষ্ট্য
করেন না যে উদ্ভা-বৈশিষ্ট্যের নিজস্ব
উদ্ভা-বৈশিষ্ট্যের শব্দভাষ্যে। যে
দোষ দেখাইয়া দেয় সে শব্দ না যিহা?
সোমপ্রকাশ বাস্তবিক উদ্ভা-বৈশিষ্ট্যের
মিষ্টের কাজ করিয়াছে। উদ্ভা-তাহা
বুদ্ধিতে পারেন নাই।

সোমপ্রকাশ গবর্ণমেন্টের কার্য-
প্রণালীর আলোচনাকালে সময়ে সময়ে
অস্বাভাবিক কহিয়া থাকে। তাহাতে
গবর্ণমেন্ট ইহাকে শব্দ জান করে,
প্রাথমিকের অনেকও তাহা-থাকেন
সোমপ্রকাশ গবর্ণমেন্টের বিশেষ। কিন্তু
উদ্ভা-যদি সোমপ্রকাশের ফাইল
খুলিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন
অস্বাভাবিক বাক্য অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের
প্রাথমিক বাক্যই অধিক। যে বাক্য সময়ে
কোন ব্যক্তির কার্যের দোষ কীর্তন ও
সময়ে তাহারই কার্যের গুণ-সুবাদ
করে, সে কি বিশেষ? বিশেষতার কি
এই লক্ষণ? গবর্ণমেন্টের কার্য-প্রণালীর
বিষয়ে সোমপ্রকাশের অভিমত এই,
গবর্ণমেন্ট সুতন আইন করুন, সুতনবিধ
কর করুন, আর প্রচার বিতরণ কোন
চেতা করুন, প্রচার-বিগের অভিজ্ঞ
জানিয়া তাহা-বিগের সহায় সাধন
করিয়া কহাই কর্তব্য। কিন্তু মহাপ্রভু
লাভ মর্জনের আপমনের পুরুষ
পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে অস্বাভাবিক গবর্ণমেন্টের
এই প্রাথমিক বাস্তবিক ছিল, যে কোন
কাজ করুন, তাহাতে প্রচার অভিজ্ঞ
প্রচার-বিগের সহায় সাধন করা অস্বাভাবিক

কিন্তু ক্রমে জান করিতেছেন। উদ্ভা-
আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করি-
তেছেন তাহাই করিতেছেন। তাহাতে ক্রমে
প্রচার অস্বাভাবিক হইতে লাগিল।
প্রচার মনের তাব গবর্ণমেন্টের প্রচার
করাই সমাচার পত্রের প্রচার কর্তব্য
কর্ম। সোমপ্রকাশ সেই কর্তব্যের অস্বাভাবিক
উদ্ভা-প্রাথমিক পণ চেতা পাইয়াছে।
গবর্ণমেন্টকে সাবধান করিবার নিমিত্ত
তর তর করিয়া উদ্ভা-বিগের সেই সেই
কার্যের দোষ গুণের উল্লেখ প্রবৃত্ত হই-
য়াছে। একপা প্রতিবাদ করা মিষ্টের না
শব্দ কার্য? সোমপ্রকাশ যে তর
মিষ্টের বশীভূত না হইয়া অস্বাভাবিক
ভাবে স্বকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, এত
দূর কি তাহারই পরিচয় হইতেছে
না?

অমীদারেরাও সোমপ্রকাশকে শব্দ
জানেন। সেটাও উদ্ভা-বিগের মহাজম।
উদ্ভা-বিগের অনেকগুলি অন্যায় কাজ
আছে। তাহাতে প্রচার যার পর
নাই কত পার। উদ্ভা-মনে করেন,
সেই কার্যগুলি করিয়া উদ্ভা-বিগের
লাভ হইবে, কিন্তু পরিণামে উদ্ভা-
মিষ্টেই তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। উদ্ভা-
সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রচার
উদ্ভা-লাভই হইবে, হন, সোমপ্রকা-
শের এই অভিমত। সোমপ্রকাশ নির-
স্তর তাহারই উপদেশ দিয়া থাকে।
কিন্তু হুগের বিষয় এই উদ্ভা-হিতে
বিশদীভূত তাহা-থাকেন। সোমপ্রকাশ
উদ্ভা-বিগের কার্যের প্রতিবাদ দেখে
সেই জলিয়া উঠেন। সোমপ্রকাশ
যদি উদ্ভা-বিগের শব্দ হইল, প্রচার
উদ্ভা-বিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার
করিলে সোমপ্রকাশ প্রচার কার্যের
প্রতিবাদ ও উদ্ভা-বিগের সশক্ত করে
করিল কি? শব্দকারেরা এই ব্যবহার
কে কি শব্দভাষ্য লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন? শব্দভাষ্য-বিগের হইয়া
কহা করিতে গেলে উদ্ভা-পত্রেরই
সমস্তই দোষ গুণ কীর্তন করিতে
হয়।

অনেকের ইচ্ছা ও চেতা এই, আমা-
দিগের আচার ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য
দোষ আছে গবর্ণমেন্ট হুগে-বিগের করিয়া
বলপূরক তাহার নিবারণ করেন।
কিন্তু সোমপ্রকাশের সে মত নয়।
ইহার মত এই, গবর্ণমেন্ট আমা-
দিগের সামাজিক কোন বিষয়ে সাফা-
ল্য হইবে না করেন। গবর্ণমেন্ট উদ্ভা-
লিখা দান করুন, এদেশীয়েরা আচার-
ব্যবহারের দোষগুলি বুঝিতে পারুন,
তাহার উদ্ভা-প্রতিজ্ঞা হউন,
অস্বাভাবিক ও সাহস-সম্পন্ন হউন,
ক্রমে দোষগুলি অস্বাভাবিক হইবে।
অনেকে এ মত বুঝিতে না পারিয়া
মনে করেন, সোমপ্রকাশ সমাজের
উদ্ভা-প্রতিজ্ঞা-কিন্তু কোভে-
এই, উদ্ভা-বুদ্ধিতে পারেন না গবর্ণ-
মেন্ট যদি একবার আচার ব্যবহার-
বিগের হুগে-করণ করিতে পারেন, হুগে-
করণ করিয়া বহুত প্রভা-
বো-বিগের হুগে-করণ করিতে পারেন, হুগে-
ক্রমে একপা-সকল বিষয়ে হুগে-
করিবেন যে তাহারা একপা-উদ্ভা-
গবর্ণমেন্টের হুগে-করণ প্রাথমিক করিতে
ছেন, উদ্ভা-বিগের আচার তখন বাস্তবিক
হইয়া হুগে-করণ চেতা পাইবেন; কিন্তু
তখন উদ্ভা-বিগের সে চেতা জাল
কাটিয়া গোপা জল আনিবার ন্যায়
বিফল হইবে সমস্তই নাই।

সোমপ্রকাশকে জাল-বিগের বিগের
অনেকের মতের আছে। এ মতের
উদ্ভা-নিবারণ অস্বাভাবিক। ইহা গবর্ণমেন্ট
ও কর্মচার প্রভৃতির ন্যায় জাল-
বিগের অবসরে দোষ কীর্তন ও অব-
সরে উপাসনা করিয়া থাকে। এক

দীর্ঘকাল ধরেই আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এই উদ্দেশ্যটী মঙ্গলসাধন। নানা জগতের আশ্রয় হইয়া মনোহর প্রভাব ছইয়া আছে। এই জগতের দুই প্রকার করিয়া উঠাকে মার্জিত ও পরিষ্কার করিয়া তুলিতে চাইবে। বাক্যের সেই পরিষ্কার জিহ্বায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি সেই মঙ্গলময় জগতের পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কি ভবিষ্যৎ যোগ্য হইবে না? কি মুখ্য কি শক্তি কি উচ্চ কি নীচ, কি ধনী কি দরিদ্র, ধর্মের আরাধনা বিষয়ে সকলেই সমান অধিকারী। উহার দেশকাল পাত্র ভেদ নাই, স্থান ও আসন বিচার নাই, অশ্রুতান পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না, সামাজিক আচার ব্যবহারাদিও উহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না, উহার নিমিত্ত কোন প্রকার প্রতিজ্ঞার বন্ধ হইবারও প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু ত্রাঙ্কোত্তর হবার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতেছেন। আদি ত্রাঙ্কমাজ কি মৃতদেহ অশ্রুতান পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন? নবাবল প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ না করিয়া ত্রাঙ্কমাজে দীক্ষিত করেন না!! এতদ্বিষয় আরও অনেক উল্লেখ আছে। উপাসনার কাল নিয়মও ক্রমে হইয়া উঠিতেছে। যদি সোমপ্রকাশ প্রাতিজ্ঞা না হইত, নবাবলের অধিনায়ক বাবু কেশবচন্দ্র সেন এত দিনে হয় ত একটা আশ্রয় হইয়া উঠিতেন। যে দিন সোমপ্রকাশ কেশব বাবুর অগ্র্যে গিয়া যটী বাজাটবার প্রতিবাদ করে, সেই দিন অগ্র্যে ত্রাঙ্কোত্তর সোমপ্রকাশকে শত্রু জ্ঞান করেন!! কিন্তু যদি তাঁহা বিবেক পরিচায় দর্শন হইয়া থাকে, যদি তাঁহাদিগের চিত্ত স্থির ভাবে সকল বিষয়ের বিচার করিতে শিখিয়া

থাকে, যদি তাঁহাদিগের একুত্তি শাস্ত্র ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, সোমপ্রকাশ তাঁহাদিগের শত্রুতা অথবা মিত্রতা করিয়াছে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশের রচনা প্রাণালী বাঙ্গালী ভাষার বিশুদ্ধ রীতির অনুযায়ী। প্রচলিত সাধু ভাষাই ইহার আশ্রয়। তবে সময়ে সময়ে দুই একটা সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অস্থান প্রযুক্ত হয় না। তৎপ্রয়োজনের কারণ এই, সংক্ষেপে সংস্কৃত অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়। সেই সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে পাঠকগণের ক্রেশ হয় একটু বোধ হয় না। সোমপ্রকাশের রচনা প্রসাদজন সম্পন্ন। সেই প্রসাদজনের বলে সেই সংস্কৃত শব্দগুলির সহজেই অর্থ বোধ হইয়া যায়।

সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন, প্রস্তাব, বিবিধ সংবাদ, সংগৃহীত সংবাদ, ও প্রেরিত পত্র এই পাঁচটা প্রকরণ আছে। বিজ্ঞাপন বিষয়ে সম্পাদক দাবী করেন। যিনি যেকোন লিখিয়া পাঠান, তাহাই অবিকল প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কেবল এই মাত্র দেখেন, বিজ্ঞাপন মধ্যে ব্রহ্মোৎসুক কোন বাক্য প্রয়োগ অথবা নাকার প্রাণ আছে কি না? প্রস্তাব হইলে সম্পাদকের নিজের ও তাঁহার সহকারীগণের লিখিত। অন্যের লিখিত প্রস্তাব উৎকৃষ্ট হইলে তাহাও সময়ে সময়ে প্রস্তাব মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবে রাজনীতি সমাজ ধর্ম পুণ্ডিত গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয়। পাঠকগণের অনেক পরিচয় ভালবাসেন। কিন্তু পরিচয় করিতে গেলে বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা হয় না। এই কারণে প্রস্তাব মধ্যে প্রায় পরিচয় বাক্য প্রযুক্ত হয়

না। যে সমস্ত পরিচয় বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা অতি গূঢ়। নিবিড় চিত্তে পাঠ না করিলে তাহা জলদ্রব হইয়া যায়। যাঁহারা পরিচয় ভালবাসেন, তাঁহারা বিবিধ সংবাদ পাঠ করুন। বিবিধ সংবাদে অধিকাংশ ইংরাজী সমাচার পত্র ও অন্য অন্য সংবাদ পত্র হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। সোমপ্রকাশের প্রেরিত সংবাদমতারা যে সকল সংবাদ পাঠাইয়া দেন তাহা সংগৃহীত সংবাদ হলে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা প্রেরিত পত্র প্রেরণ করেন, তাঁহারা অপরিচিত। সোমপ্রকাশে অঘন প্রেরিত পত্র প্রকাশের নিয়ম নাই। যেগুলি উৎকৃষ্ট হয়, সেইগুলিই বাছিয়া লওয়া হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে হয় তাহার কারণ এই, সম্পাদক সকল সময়ে সকল প্রেরিত বাছিয়া বিচার অবলম্বন পান না।

—৩৩—

বঙ্গদেশের আশ্রিত
চুক্তি।

উদ্ভিয়ার চুক্তির কথা আগে হইলে আজও জলদ্রব উপস্থিত হয়। এবার বঙ্গদেশে তাহার অভিনয় হইবে, ইহা মনে করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক ও মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তবে এক আশ্বাস এই, আমাদের গবর্ণমেন্টের শিরস্ত্রানন্ত দুই প্রহান পুরুষ সপায়সময়ে আশঙ্কিত অনিষ্টের প্রতীকার চেষ্টার প্রবৃত্তি হইয়াছেন। পর অর্জ্য কায়েল সাহেবের অধাবসায় শালিতা ও ক্ষিপ্রকারিতা লাভ নাক্রমের বিপ্লবকারী দীর দ্বজাবের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যম প্রায় করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি তাঁহারা মধ্য প্রায় শক্ত হইয়াছেন। এ আশঙ্কালেও বাহিরের স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি

কেনে আমলা প্রকাশ করিয়াছেন। দুই ইয়াও বীজন ও লাভ লোকের ন্যায় কতকগুলি মানুষ মারেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেন্ডেনেট গবর্নর এড মনটন সাহেবেরই দুইটা একশত হইরাছে তাহা বঙ্গদেশের পক্ষে খুব দরকার হইতেছে না। বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বহু বৈলক্ষ্য আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কুবকেরা অনাটুটি হইলেও এককালে হতাশ হইত না। তাহার নিজ পরিচয়মতে কুপোদক লেটন করিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করে। কিন্তু বঙ্গদেশের কুবকদিগের সে ক্ষমতা নাই। যাহা ঠিক, আমরা সর জর্জ কায়েল সাহেব ও লাড মর্ফ্রকের বিবেচনার্থ হুগী বিবরের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, জাতিগত বৈষ্য কারণে তত্ত্ব জাতির মধ্যে অনেক বিরক্তি আছে। অতিশয় জাত্যভিমান থাকতে উহারা আশাশ্রয় মকুরি করেন না। অসম্মত হইত না। অতএব গবলিকওয়ার্ড এবং অসম্মত স্থাপন দ্বারা তাহাদিগের উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগের স্বার্থ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক। দ্বিতীয়, ১২৮০ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত হুগীর তাদৃশ একোপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। ৮১ সালের বৈশাখ অবধি তাদৃশ মাস পর্যন্ত যার পর নাই উত্তর একোপ হইবে। এই সময়ে তাহার আতিবিশ্রামের উপায় চিন্তন কর্তব্য।

আমরা উপরে যে হুগী অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া, গবর্নর কেবল গবলিকওয়ার্ড প্রভৃতি দ্বারা তদ্বিধানে সমর্থ হইবেন আমাদিগের এমন বোধ হয় না। নগরজনেরা যদি ইচ্ছাযুক্ত হউলে মূল্য বৃদ্ধি করেন

গবর্নর কেবল গবলিকওয়ার্ড উপরে কতকগুলি মাত্র করিলে, তত্ত্ব দ্বিগুণের অধিক লাভ পাউবেন সম্ভব নাই। ইতার লোকেরাও কেবল গবলিকওয়ার্ড দ্বারা আপন আপন জীবন রক্ষার সমর্থ হইবেন না। আমরা পূর্বে অনুবোধ করিয়াছি এক্ষণে অনুবোধ করিতেছি, গবর্নর কেবল যদি সামান্য নিম্ন লক্ষ্যের বোধ আপেক্ষা সমস্ত লক্ষ্য প্রকার জীবন মাস গুরুতর বিবেচনা করেন, চাউলের একটি মূল্য স্থির করিয়া যেন তাহা না করিলে গবর্নর কেবল কোনক্রমেই প্রকার রক্ষার কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। বীজন ও লোকের সাহায্যের গবর্নর কেবল কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। উক্তির অর্থ লোকের অল্প। হুগী তাহার প্রমাণ। উপসংহারে বক্তব্য এই, আপেক্ষিক নিম্ন লক্ষ্যের বোধাবহ নহে। অপর বক্তব্য এই, গবর্নর কেবল একপ আশ্বাস দিয়াছেন যখন মজার দিগের হইতে বেশ রক্ষা কঠিন হইবে, তখন উহারা কতকগুলি করিবেন, কিন্তু উহাদিগের সে অসম্মতের চেতনা যে কলোপহারিনী হইবে সে সম্ভাবনা নাই। সমস্ত বীজ বপন না করিলে অসম্পত্ত হইয়া যাইবে।

কলিকাতার বর্ণনা দ্বারা মনস্কলের
রক্ষার উপায় কি?

১ম। জর্জ কায়েলের মন্তব্যে পূর্ণ হুগী ঠিক। এই সময়ে উহার উদ্যোগ দেখিয়া বেশশুদ্ধ লোক আশ্বাস পাইতেছে। উহার অধীনস্থ কোটিকোটিক গরিব প্রকার উপর যে উহার দুটি তাহা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে। দ্বিতীয় কোটিকোটিক ঘর ফেলিয়া আশ্রিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তাহাদের ঘর পর্যন্ত কোটিকোটিক হইতে উদ্ধৃত। আমরা পূর্বাশর উহার যে সকল

কথা উদ্ধৃত করিয়াছি পাঠ করিয়াই পাঠকগণ আমাদের প্রস্তাবের স্বার্থভা বুঝিতে পারিবেন। শোম কানোনে বিহুটের লোকেরা বাঁচিবে, দ্বিতীয় লোকেরা উত্তর প্রদেশের লোকের পূর্ণ রক্ষা হইবে কিন্তু আমাদেব এমি কের দ্বিতীয় দিগের জন্য কিছু আবশ্যিক কিনা? নিম্ন ভূমি তির সমুদায় ভানত স্থিতি গিয়াছে। তবে এ অঞ্চলে নিম্ন ভূমিই অধিক এবং গড়ে মূল্য বার আনা ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতদিন কেতের ধান্য গোলাজাত না হইতেছে ততদিন মূল্য অল্প হইতেছে না। কিন্তু জাতিগত মূল্য অল্প হইতেছে এবং ইতি মধ্যে লোকের কষ্ট আরও হইরাছে। এমন কি যে চাউল পূর্বে ২০ হারে বিক্রয় হইতেছিল তাহা ৩০ শিকা বিক্রয় হইতেছে। এ প্রদেশের ধান্যের ভূমিই অধিক সুতরাং অধিকাংশ লোক ধান্য জীবী, মকুরি করা তাহাদের অভ্যাস নাই। সুতরাং যদি বাস্তবিক কার্য কলমুই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত থাকিতে এমিকেও কোন প্রকার কার্য আরও হওয়া উচিত। আমরা কয়েকটি কার্যের উল্লেখ করিয়া লেন্ডেনেট গবর্নরের এবং কথচারিদিগের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি।

১ম। কলকাতা জাতি লোকের। মাতলা রেলওয়ে যখন কলিকাতা লাউথ উত্তর রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে ছিল তখন ৮৮ রেলওয়ের সোণাপুর স্টেশন হইতে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত একটি জাতি লাইন খুঁটিয়া কথ্য হয়। যে জন্য জমি জরিপ ও এটিমেট প্রভৃতি হইয়াছিল, এবং একটি প্রাথমিক প্রস্তাব করা হইয়াছিল কিন্তু জাতি লাইন হওয়া দূরে থাকুক কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গবর্ন

মেটে. হাঃস্ত নিচা মিছুটি পার্শ্বাচ্ছেন। বর্তমান মাতলা রেলওয়ের যে প্রকার জীবাঙ্ক, গবর্ণমেন্টকে আর জাঙ্ক লাইন খুলিতে বলিতে সাহস হয় না কিন্তু লেন্ট নেন্ট গবর্ণর নাকি বলিয়াছেন এসকল কার্যারম্ভ করা লাভের আশায় নহে কেবল দরিদ্রদিগকে কার্য্য ও অর্থ যোগ্য ইবার জন্য, সুতরাং তদনুসারে একাধিক আরম্ভ করিলে লোকের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে এবং এই সকল স্থানে সৰ্কস বা বহুসনের গতাযাত থাকিতে বিশেষ অতি না হইতেও পারে।

দ্বিতীয়, আকনার বিলের বাঁধ ও জুঃসংগেট। পূর্বে সোমগ্রকাশে অনেক ধার লেখা হইয়াছে যে বাঁধ ও জুঃসংগেটের অভাবে এস্থানের অনেক ভূমি পতিত হইয়া আছে। লোণা জল প্রবেশ করিয়া শস্যাদি জমিতে দেয় না, গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে একবার অনুসন্ধান করেন এবং ১ লক্ষ টাকা এটিমেট হয়; জমিদারেরা এই ব্যয়ের অতি অল্প অংশ মাত্র সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়াতে তখন কিছু হয় নাই। সুনিতে পাওয়া যায়, গত বৎসর আবার একটা এটিমেট হইয়া আছে। আর কত বার এটিমেট হইবে। তরায় এই কার্য্যটি আরম্ভ করা উচিত।

তৃতীয়, গড়িয়া হইতে সূর্য্যাপুর পর্য্যন্ত যে পুরাতন গঙ্গার খাতটী মজিয়া আছে তাহার পুনরুদ্ধার। এই খাতটী যখন প্রবল ছিল তখন লোকের সাতারাত্তর এবং বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল। গড়িয়া এবং সূর্য্যাপুর এ দুই শের মধ্যে দুইটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এই সকল স্থান হইতে জন্মাদি জন্ম করিয়া আনিতে লোকের অনেক ব্যয় ও অসুবিধা হইয়া থাকে। এই খাতটী কাটিয়া দিলে সে অসুবিধা দূর হইতে পারে; বিশেষ পুরাতন গঙ্গার

খাতটী মজিয়া থাকিতে নানা প্রকার পরার্থ পাতিয়া চতুর্দিকের বায়ু দূষিত করিয়া থাকে। এবং মেলেরিয়ার জীবাঙ্ক করে।

চতুর্থ, দক্ষিণে নেলো ও উত্তরে সূর্য্যাপুর, একটা খাল কাটিয়া এই দুই স্থানের যোগ করিয়া দিতে পারিলে ভাল পূর্বে মজিলপুরের পূর্কি দিকে বুড়োর খাল নামে একটা খাল ছিল। সেটি লোণা হওয়াতে তাহার সস্ত্রাণ অপকার ভিন্ন উপকার হইত না। সেই জন্য লোকেরা সেটিকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু নেলো পুষ্কৃতি স্থান হইতে কাঠ খান্য পুষ্কৃতি নানা জ্রবা পূর্বে আমদানী হইত সেগুলি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি নেলো হইতে সূর্য্যাপুর নিচা গড়িয়া পর্য্যন্ত জলপথে আগিবার সুবিধা হয় তাহা হইলে বাণিজ্যের যে কি প্রকার উন্নতি হয় তাহার বর্ণনা করা যায় না।

পঞ্চম, অন্ননগর হইতে সরিষা কামার পোল, বাঃজোণ পুষ্কৃতি স্থানে লোকদিগকে সৰ্কসাই গতাযাত করিতে হয়। কিন্তু পেরূপ পথ নাই। বর্ষাকালে মালতিযোগে যাইতে হয় গ্রীষ্মকালে মাঠ ভাঙিয়া যাইতে হয়। এখানে একটা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলে লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। আমরা যে কাঁচাগুলির প্রস্তাব করিলাম ইহাতে সকল স্থানের লোকে কাঁচা পাইবে এবং প্রজাবের অল্পকষ্ট নিবারণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

বেনারস অহিফেন বিভাগ।

পাঠকগণ! আপনারা অপব্যয় অতি লোভ পক্ষপাত অকর্ণণ্য নিরোগ ইন্ডোরোপীয় প্রডিপালস নিষ্ঠুরের উৎসাহন ও শুণবানের উৎসাহতক এইগুলি যদি এক স্থানে দেখিতে চান আমাদিগের সঙ্গে চলুন অহিফেন বিভাগে দেখিতে

পাইবেন। গাজিপুুর জেলখানার কপোতগণের ন্যায় (১) এই স্থানে এ দোষ গুলি নির্কিয়ে বাস করিতেছে, সেখানে আজম পাঁড়া নাই, তাহাদিগের (দোঃস্তমি) প্রাণ বিনাশ শস্তা নাই। কেহ কেহ তাহা দিগঃক বাসচূঃত করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে লক্ষ্য করেন বটে কিন্তু সে লক্ষ্য জরী হইয়া যায়। উক্ত্য কর্মচারিগণ তাহাদিগের প্রাণ বক্ষ সমর। তাহারা তাহাদিগকে পাখা ঢাকা দিয়া রাখিয়াছেন বলিলে আত্মজ্ঞি হয় না। সম্রাতি বেনারস অহিফেন বিভাগে দুই চুরী বহিয়াছে। এক ১৪০০০ টাকা মিতীর, ও ১৬ শত টাকা। এই চৌর্য্য কারণে অহিফেন বিভাগের কার্য্য প্রণালীর দোষানুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনার কমিটির স্তুতা র্হতা লাভ সম্ভাবনা বড় অল্প। কারণ তাহারা কমিটির মেম্বর হইয়াছেন, তাহারা সকলেই অহিফেন বিভাগের লোক। দীঃকাল সহবাস নিবন্ধন এই দোষগুলির সহিত তাহাদিগের পরম আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। তাহারা এই গুলিকে দোষ বলিয়াই বুঝিতে পারিবেন না। তবে যদি কাঞ্চল নাহেবুঃ) পরাঃ কোমর বাঁধিতে পারেন, আত্মন, এই বিভাগে প্রবেশ করিয়া তদ্র তদ্র করিয়া সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করুন, তবে যদি কিছু করিতে পারেন। আমরা জানি তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এড়াইতে পারে এবং দোষ অল্প আছে; কিন্তু তাহাকে আমরা একটা কথা বলিয়া দি, যদি কাহার পরামর্শ অনুসারে চলেন কৃতকায্য হইতে পারিবেন না।

(১) গাজিপুুরের সাহেব ও বালাল বাবু-১ বড় দিকান্ত্রিয়। তাহারা পাঁড়া দোঃস্তমিই তখন তাহার প্রাণসংহার করেন। এই নিমিত্ত পাররাগুলি আর কোঃখ্য থাকে না। জেল খানায় বাস করে। সেখানে গুল চলে ইবার বিবেদ আছে। পাঁড়াগুলি তাহা বুঝিতে পারে।

(২) বেনারস অহিফেন ডিপার্টমেন্ট উক্ত পশ্চিম অঞ্চলের লেন্টমেন্ট পদবীর অধিকারস্থ বটে কিন্তু বালালার লেন্টমেন্ট গবর্ণরের অধীন।

আমরা উপরে অহিংসে ডিপার্টমেন্টের অগণ্য কর্মী বিবরণের উল্লেখ করিলাম। বোধ হয় পাঠকগণ তাহার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। অহিংস ডিপার্টমেন্টে কাজ অতি অল্প, কর্মচারী অনেক অধিক। কাজ এত অল্প যে কর্মচারিদিগের আফিসে আসিয়া বসি কাটাতে আর হয় কিছুই। কেবল বসিয়া চুলিবেছেন কেহ বা চুলিবেছেন কেহ ডুফি দিতেছেন কেহ ঘরের কড়িকাঠ পরিষ্কারেছেন কেহবা ঘড়িতে করটা বাজিতেছে সেই দিকে কাণপাতিয়া আছেন। যতক্ষণ আফিসে থাকিতে হয় তাঁহাদিগের বস বসনা বসিয়া বোধ হয়। একটা বাজিলেই প্রথমে ক্রমে ক্রমে কর্মচারিরা অফিসের ভিত্তে থাকেন। পক্ষপাত ও ইরোপীয় প্রতিপত্তির কথা পাঠকগণকে আর কি কহিব। এই ডিপার্টমেন্টে অনেকগুলি ইউরোপীয় আফিসে নিয়োজিত আছেন। তাঁহারা না জানেন এদেশের অবস্থা, না বুঝেন লোকের মনের ভাব, না জানেন লোকের চরিত্র। তাঁহাদিগের বস অধিক নয়, বহুদূর। কিছু মাত্র নাই। তাঁহাদিগের হাতে এবিভাগের কোন উপকার হইতেছে না। বরং প্রকারান্তরে অপকার হইতেছে। চমৎকার এই, এই সকল ব্যক্তি মোটা মোটা বেতন পাউন্ডেছেন বাহিরে গেলেও মোটা মোটা পাতের পাইয়া থাকেন। কিন্তু এদেশীয় যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগের অপেক্ষা শত গুণে উপযুক্ত, তাঁহাদিগের হস্তে কার্য ভার সমর্পিত হইলে শত গুণ হস্তক্ষেপে সম্পাদিত হয় তাঁহারা নীচে পড়িয়া আছেন তাঁহারা বেতন অল্প পান এবং বাহিরে গেলে পাতের হস্তক্ষেপে কাকসমূহ্য ছুই চারি আনা পাইয়া থাকেন। সকলে তাহাও পান না। পাঠকগণ! উহার পর পক্ষপাত আর কি আছে? এখানে আমাদিগের একটি প্রাচীন কবিতা শ্রবণ কর—

উত্তম শৈল শিখরস্থিত পারপান্য

কাক কুশোণি ফলমালভতে সপক্ষ

সিংহাবলী ছিন্নকুন্ত বিদ্যাংকণি

নীড়ভাষ্যে কুন্তে পক্ষপাতিনা

কাক কুশ হইলেও উত্তম পক্ষের লোক স্থিত বুদ্ধের ফল লাভ করে, কারণ সে পক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যা সিংহ বসবাস ও ছিন্ন কুন্ত বিদ্যা বক্ষণ হইলেও তাহাকে তার তলে পড়িয়া থাকিতে হয়, সে সে বুদ্ধের ফল লাভ করিতে পারে না, কারণ সে পক্ষ (সহায়) ধীন।

অহিংস ডিপার্টমেন্টের এদেশীয় উপযুক্ত কর্মচারিগণ এইকম সহায় নাই বলিয়া নীচে পড়িয়া পড়িতেছেন।

আমরা উপরে যে অহিংসের কথা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছু বলবার আমাদিগের কিছু শঙ্কা হইবেছে। কিন্তু কি বলি এখন প্রসঙ্গ উপস্থিত; সেখন সর্ব্বব্যাপার অহিংসে মোনাবলম্বনও বিধেয় হইতেছে না। এ বিভাগটি কেবল কর্মচারিদিগের নয় গবর্নমেন্টেরও অহিংসের পরিচয় দিতেছে। গবর্নমেন্টের এ অংশে অহিংস হওয়া তত্ত্ববিদ্যার অহিংস অপেক্ষাও অধিক তর নিম্নমী। দ্বিতীয় তত্ত্ববিদ্যে যে ব্যক্তির বাণীতে চুপী বা ডাকাইতী করে, কেবল গভার্ট প্রমাণিত অর্ধের হানি হয় অন্য কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু গবর্নমেন্ট সাহায্য দানাদি দ্বারা অহিংস ইংল্যান্ড করিয়া জগতের যে ক্ষতি করিতেছেন, তাহা এক-বিধ নয়। বাহারি অহিংস সেবন করে, তাহাদিগের বুদ্ধি বল শরীর অর্থ সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। এ বিভাগের কর্মচারিদিগের অনেকেরই চোখ ক্ষতি প্রাপ্ত। তাঁহারা বহন ব্যাঘাত করিয়া আছেন, কীট পতঙ্গ যে কিছু সম্মুখে পড়ে পড়িয়া পড়িয়া যায়।

বঙ্গদেশের আশঙ্কিত চুক্তির নিবারণ পক্ষে গবর্নর জেনারেল যে সকল অভিজ্ঞ প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্ন তাহার স্বল্প তাৎপর্য লিপিত হইতেছে—

কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে শস্য বিধি বৈধ অবস্থা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এবং বিহারের স্থানে স্থানে আমদানি দান্য অতি অল্প অধিক হইয়াছে, রবি শস্যেরও

বিলম্বন অনিষ্ট হইবে। তবে আমাদি ৩ মাসের মধ্যে কলিকাতার ডাব বৈধ হইবে তদনুসারে এই শস্যের বৈধতা ভাল মন্দ উত্তরই হইতে পারে। বঙ্গদেশের লেপ্টনন্ট গবর্নর এই সকল বিষয় যথা সমর ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের গোচর করেন, এবং অবিলম্বে আশঙ্কিত চুক্তির নিবারণ উপায় বিধানার্থ লেপ্টনন্ট গবর্নরের সহিত পরামর্শ করা হয়। এক্ষণে প্রকৃত চুক্তির উপস্থিত হয় নাই। অতএব এ সময়ে গবর্নমেন্ট ইহার নিবারণার্থ কিছু উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন না। রপ্তানী বন্ধ করা হউক, গবর্নমেন্ট সমুদায় চাইল ক্ষয় করিয়া স্থানে স্থানে প্রেরণ করুন, কিংবা বাজারে চাইলেই একটা নির্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দেন, এই রূপ অনেক প্রস্তাব উপস্থিত হয়। যদি আবশ্যক হয় গবর্নমেন্ট এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু এখনও প্রস্তাব আবশ্যকতা উপস্থিত হয় নাই। যে সকল স্থানের অধিক শস্য লোকের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা দেখা বাইবে সেই সকল স্থানে রাখা ঘাট প্রকৃতি পরীক্ষণ ও রক্ষা সকল আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইবে। এক্ষণে শস্য নদের খালের কার্য বৃদ্ধি ও উত্তর বাঙ্গালার রেলওয়ের কার্য আরম্ভ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহাতে এখন কার্য সকল অন্যান্য স্থানে আরম্ভ করা হয় সেজন্য লেপ্টনন্ট গবর্নরের প্রতি ভারপণ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে সমুদায়কে বেতন না দিয়া বেতন স্বল্প দান্য দ্রব্য দেওয়া হইবে। এ নির্দিষ্ট গবর্নমেন্ট শস্য ক্ষয় করিয়া রাখিবেন এবং যে সকল স্থানে চুক্তি নাই সেই সকল স্থানে হইতে শস্য আমদান করিবেন, এমন মাফ্যাক গবর্নর নীতি এবং ব্রিটিশ ব্রেকার কমিশনারকে ক্রমে ক্রমে শস্য ক্ষয় করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। জমীর রেজা নিজ নিজ জমিদারী মধ্যে পুষ্ক রিনী বহন অথবা জমির ইংল্যান্ড সামান্য অন্যান্য ব্যবহার অহিংস করিলে গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগের অগ্রিম টাকা দিতে প্রস্তুত

আছেন, যে সব স্থানে প্রচুর পরিমাণে
চট্টগ্রামে যেই সমস্ত স্থানে কৃষিকর সংগ্রহ
বন্ধ করা হইবে। বাক্যের দেশের মধ্যে
শস্যাদি সমস্ত প্রেরিত হইতে পারে
গবর্নমেন্ট তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে
এই নিমিত্ত রেলওয়ে কোম্পানিতে
শস্যের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া চাই
যদি স্থানে স্থানে অল্পকষ্টে ভরস্কর চট্টগ্রাম
আকার : নিবারণার্থ স্থানে স্থানে কমি
বসিবে। অসম্ভাব্যে পীড়ার দৃষ্টি হইলে গব
র্নমেন্ট ভাঙ্গারাদি প্রেরণ দ্বারা ভাঙ্গার যথ
চিত্ত সাহায্য করিবেন। আগামী বৎসরে যে
সুনামী হইবে তাহা নিমিত্ত বীজ প্রয়োগ করিয়া
জান্য লেন্ডনমেন্ট গবর্নর বিবেচনা পূর্বক কী
দার এবং প্রজাদিগকে টাকা কর্ত্তি দিবেন।
শস্যের কখন কি পণ্য অবস্থা হয় তা
সমুদ্র আছে পর্বত গিরি এবং চট্টগ্রাম
নিবারণার্থ কমিটি কার্য্য করিয়া
চলিতেছে এবং চট্টগ্রাম সমস্ত আশ্রয়
সংবাদ চোট্টমেন্ট গবর্নর কর্ত্তা
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করি
বেন। লেন্ডনমেন্ট গবর্নর যাবতীয় গবর্নমেন্ট
আফিসরের পরামর্শদ্বারা বিশেষণে
পরিণাম বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে
ভৎপরতার সজিত কার্য্য করিবেন।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের
অবস্থা।

বর্ত্তমান—ভারত জিন্ন কর্ত্তাই অল্প
পরিমাণে এবং বাকুড়া ও হুগলীতে প্রচুর
পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নভূমি জিন্ন
শস্যের অবস্থা মন্দ, অথবা অবস্থা পূর্বের
ন্যায়। বাকুড়ার নিম্নভূমিতে ৭০৮ আনা
ধান পাওয়া যাইবে, বীরভূম হইতে অনেক
চাউল ভাগলপুর ও পাটনায় প্রাপ্ত হইবে,
কিন্তু মূল্য সমান হইবে। মেদিনীপুরে
মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। তথা হইতে অনেক
চাউল বাকুড়া ও কলিকাতায় প্রাপ্ত হই
তেছে। হুগলী—৩০ ভূমির ৩ ভাগ এবং
নিম্নভূমির অর্দ্ধেক ধান্য নষ্ট হইয়াছে।
বাকুড়া—উচ্চ ভূমির ধান্য প্রচুর। উচ্চ

সমস্ত ভূমির ধান্য পাওয়া যাইবে।
প্রান্তিক প্রদেশে বাক্যে অনেক স্থানে বৃষ্টি
হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যদি শস্য বপনের
পক্ষেই প্রতিধা হইবে। ২৪ পরগণা—উচ্চ
ভূমির ধান্য প্রচুর। মদী, পূর্বের ন্যায়
বৃষ্টি হইল ও টাকা মণ বিক্রীত হই
তেছে। নদী শস্যের মধ্যস্থানদিগের নিকট
১০০ লক্ষ মণ জুত আছে, তাহার দর
১২০ হইতেছে। মেহেরপুর এবং চুড়িয়া
স্থানে স্থানে চাউল এক টাকা বর আনা
মণ বিক্রীত হইতেছে। যশোহর—প্রায়
পূর্বের ন্যায় আছে, যেখানে বৃষ্টি একান্ত
প্রচুরকণে দেখানো বৃষ্টি হয় নাই। যশোহ
রের সর্বত্রই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে,
কিন্তু কেউ কোয়টারে মূল্য কম আছে।
মুরসিদাবাদে এবং রাজসাহী বিভাগের
কেউ কোয়টারে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে।
এতদ্বিধা মুরসিদাবাদে কতক উপকার
হইয়াছে বটে কিন্তু চাউলের মূল্য ক্রমে
বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর—শস্যের অবস্থা
অতি মন্দ, চাউলে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।
মদনহে চুই আনার অধিক আমন ধান্য
পাওয়া যাইবে না। চাউলের মূল্য এক্ষণে
কম আছে অনেক চাউলও সমুদ্র আছে।
রাজসাহী বিভাগের অবস্থা পূর্বের ন্যায়
হইয়াছে। কোন কোন স্থানে মূল্য বৃদ্ধি
হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল্য সমান
হইয়াছে। ২৪পুরে চারি আনার অধিক
ধান্য পাওয়া যাইবে না, মূল্য বৃদ্ধি চট
তেছে। বাকুড়ার অধিকাংশ শস্যের অবস্থা
মন্দ, তবে জল সেচন দ্বারা কতক স্থানে
উপকার হইয়াছে। পাবনায় এখনও বৃষ্টি
হইলে নানি ধানের উপকার হয়। কুচবি
হারে বৃষ্টি হয় নাই। দারজিলিঙে নিম্নভূ
মিতে যে ধান্য জন্মিয়াছে লোকের অধিক
কষ্ট হইবে না, কুচবিহারে মণ আনা শস্য
পাওয়া যাইবে। এখানে চট্টগ্রামের তাম্রশ
সম্ভাবনা নাই, গত দুই বৎসর বিলক্ষণ ফল
প্রাপ্ত হইয়াছে। ঢাকা বিভাগের মধ্যে বাথর
প্রদেশ এবং ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে বৃষ্টি
হইয়াছে। ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর ময়মন

সিংহের দক্ষিণ বিভাগে প্রচুর পরিমাণে
বৃষ্টি হয়। ঢাকা বিভাগের শস্যের অবস্থা
মন্দ উচ্চভূমির নানি ধান্য সকল গিয়াছে
করিদপুরে নিম্নভূমিতে বর আনা ধান্য
পাওয়া যাইবে। মূল্য অল্প কমিয়াছে। বাথর
গড়ে বর চৌদ্দ আনা ধান্য পাওয়া যাইবে
মূল্য পুনরায় কমিয়াছে। ময়মনসিংহে মণ
আনা পাওয়া যাইবে। সিলেটে শস্যের
অবস্থা পূর্বের ন্যায়। বাকুড়ায় মণ আনা
শস্য জন্মিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের সংবাদ
ভাল। ময়মনসিংহে কীটবিধিতে এবং বৃষ্টির
অভাবে শস্যের বড় অনিষ্ট করিয়াছে।
ত্রিপুরার শস্যের অবস্থা মন্দ। চুল
বৃদ্ধি হইতেছে। চট্টগ্রাম পূর্ব
প্রদেশে এবং হিল টিপুরে অবস্থা পূর্বের
ন্যায়। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ চট্টগ্রামের আশঙ্কা
নাই। সমুদ্রার পাটনা বিভাগে শস্যের
অবস্থা অতি মন্দ; কেউ কোয়টারে সে
শস্য আছে, তাহা পোকার দষ্ট করিতেছে।
গঙ্গা বিভাগে নাওদার বৃষ্টি হওয়াতে বহু
উপকার হইয়াছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে
সাহাবদে যে ১০ হাজার একর ভূমিতে
জল সেচন করা হয় তাহা ভিন্ন আর সমুদ্র
ভূমির ধান্য নষ্ট হইয়াছে। নিম্নভূমির শস্য
শস্যের অবস্থা এখন ভাল। সমুদ্রার ত্রিভুজ
বিভাগে ধান্য নষ্ট হইয়াছে, রাজসাহী যাহা
বপন করা হইয়াছিল তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে
না, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, মোকের চাউল
ফের আশঙ্কা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। ময়মন
সিংহ কাটরা গরুরে খাদ্যরান হইতেছে।
ভাগলপুর বিভাগে মদীর ভাগলপুর এবং
শ্রীহরী পদপদার স্থানে স্থানে সামান্য
বৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বড় উপকার
হয় নাই। চম্পারণ—উচ্চ ভূমিতে উচ্চ মূল্য
হিন চারি আনা এবং নিম্নভূমিতে চাউল
আনা শস্য পাওয়া যাইবে। মূল্য কিছু কমি
য়াছে। মুন্সিবে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ
ভাগলপুরে বাবা উপবিভাগে বৃষ্টি হইয়া
অনেক উপকার করিয়াছে। আমনানী ও
রাতে চাউলের মূল্য কমিয়াছে। পূর্নরাতে
কাসি নদীর নিকটে প্রথমে যে ধান্য রোপণ

করা হয় তাহা উত্তম জমিরাছে কিন্তু পূর্বদিগের ধানের অবস্থা মন্দ। সমুদারে চারি আনা জমিরাছে। আগমনী আরম্ভ হইয়াছে। সীতহাল পরগণার দক্ষিণ পশ্চিম দিক আট আনা ধান পাওয়া যাইবে। উড়িয়ার সংবাদ ভাল, কিন্তু বাতাসেরে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মোট নাগপুরের দরিদ্র কৃষকদিগেরই ধান্য অতি মন্দ হইয়াছে। বোধ হয় লোহার ভগার শীতল লোকের কষ্ট হইবে কিন্তু সিংহভূম এবং মানভূমে যে ধান্য জমিরাছে তাহাতে ওস্তাদ লোকের কষ্ট হইবে না। আসাম এবং নিকটবর্তী পার্বত্য প্রদেশের যে সকল স্থানে ধান্য জন্মে তথা হইতে মন্দ সংবাদ আসিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১১ এ কার্তিক সোমবার।

বর্ধমান ও ছগনীর সাংক্রামিক জ্বর দ্রুমে বঙ্গদেশের সর্ব স্থানেই ঘোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহার গতিরোধ করিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিতেছে না। কয়েক মাসাবধি কোমালিয়া চাকড়িগোড়া হরিমানিক রাজপুর মালক গোবিন্দপুর এভতি স্থানে জ্বর অত্যন্ত প্রাচুর্য হইয়াছে। সবল যুগ্মকার ব্যক্তি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। হুইটী চারিটা পীড়িত নাই এমন গাভী প্রায় দেখা যায় না। এমন অনেক বাড়ী আছে, তথায় রোগীদিগের জঞ্জলি করে এমন একটিও লোক নাই, সকলেই পীড়িত। যে সকল লোকের হৃদয় ও সবল দেহ দেখিয়া মনে আনন্দ হইত, তাহারারা রোগে জঞ্জলীভূত হইয়া শীর্ণ কয়াল যাত্রা সার হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের অবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আইসে। ইহার উপরে আচার হাড়ুড়িয়া চিকিৎসকের দল বিলক্ষণ পুষ্ট হইয়াছে। একালের লোক অধিকাংশ দরিদ্র, অধিক পরস্যা ব্যয় করিয়া ভাল চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করান তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়, অগত্যা তাহাদিগকে এই সকল বদমূর্তের হস্তে জীবন সমর্পণ

করিতে হয়। ইহারিগের চিকিৎসা প্রণালী যেহেতু তাহা বাঁধার। একজন হাড়ুড়িয়া কর্তৃক সে দিনকার কোমালিয়ার হুটী বালকের হত্যা বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন তাহাদের অবস্থিত নাই। এমন অবস্থায় ইহারিগের জীবন রক্ষার একটী মাত্র উপায় আশাদিগের নরন পথে পতিত হইতেছে, সে উপায় গবর্ণমেন্ট। গবর্ণমেন্টের এ সময়ে কর্তব্য অবিলম্বে এককালে একটী হাতবা ঐমখালয় স্থাপন এবং একজন ভাল ডাক্তার নিযুক্ত করেন।

১০ ই নবেম্বর গাজিপুতে কত্যাগরাধে একজনের ফাঁশী হইয়া গিয়াছে। যাহার ফাঁশী হইল সে যাহাকে হত্যা কবে, তিনি গাজিপুতের একজন প্রধান ও এসিষ্ট উকীল ছিলেন।

একজন লিপিরাছেন, ৪৫ দিন হইল ধান্য সেলেমাখাদের শরহদ্ধ কাঁশড়া গ্রামে এক শোচনীয় ভত্যাকিও হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের নিকটস্থ কান্ধা গ্রাম নিবাসী মাখন লাল নামক ময়রা সামান্য অলঙ্কারের লোভে উপরি উক্ত গ্রামের ৪৫ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে দিবা দুই প্রহরের সময় হত্যা করিয়াছে। সে এই হত্যা করিয়া ভয়কটক ভয়ে গ্রামে এক বণিকের নিকট অলঙ্কার বিক্রয় করিতেছিল; এমন সময় কাঁশড়া গ্রামের চৌকিয়ার গিয়া অলঙ্কার সমেত তাহাকে ধৃত করিয়া সেলেমাখাদের সব ইনস্পেক্টরকে সংবাদ দেওয়ার তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রমাণাদি লইয়া বর্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে চালান দেন। শুনিলাম এই ব্যক্তি অরুণ্যুণ করিয়াছি বালিকা একজার বের, বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

এম, জোগলেট নামক যে একজন ক্ষুদ্র ভিজমির ক্রটিম চীন প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, একজন নগর ঠাকুর নিকট হইতে ১০০০০০০ টাকার এই আবিষ্কারীটী ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ক্রটিম চীন প্রস্তুতের কল ক্রটিম ক্রটিম টাকার দেওয়া হয় নাই।

ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সমুদ্রে আশাদিগের রাজপুত্র এডিনবার্গ ডিউকের এই

রূপ আয়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কনীর সমুদ্র কন্যা পিতার মিত্র হইতে শেখন ও নগর টীকা বাহা গাম তাহা ত্রিষ ক্রটিম হাতে বিস্তার ভুলম্পত্তি পাইবেন। গণ্যার ডিউক তাঁহার তানী উত্তরাধিকারীকে অর্থাৎ আশাদিগের ডিউককে বার্ষিক ৩০০০০ টাকা শেখন দিবার মানস করিয়াছেন, অর্থাৎ উইকের ডিউকও কিছু দিবার কামনা করিতেছেন। তন্নিয় প্রায় কপট তাঁহার ক্রটিম পুত্রগণের জন্য যে একটি কণ্ড করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আশাদিগের রাজী ডিউককে ১৫০০০০ টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। এ ত্রিষ পালিগামেন্টের নাম আছে। ডিউকের এ বিবাহ নয়; কতকগুলি তালুক হয় হইল।

ইংলণ্ডে ক্ষেত্র জল সেচনের এক নুতন বিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূমির কিছু উপরে কতকগুলি শিশার পাইপ রাখা হয়, এই পাইপগুলিতে অনেক ছুজ ছুজ ছিঁজ আছে। একটী কল দ্বারা এই সকল পাইপে জল লইয়া বাওয়া হয়, সেই জল বৃষ্টির ন্যায় এই সকল ছিঁজ দিয়া ভূমিতে পড়িতে থাকে।

গত বৎসর গ্রেটব্রিটেনে ৪৩৭৭০০ লোকের ইনকম ট্যাক্স ধার্য্য হয়। ইহারিগের আর এবং যে ইনকম ট্যাক্স হিতে হইয়াছে তাহা একত্রে ব্রিটলে ১২২২১৭৪১৮০ টাকা হয় শুদ্ধ টাক্সে ৩০৫৪৩০৫০ টাকা হয়। ১৮৪৭ জনের চারি হইতে ৫ লক্ষ পর্যন্ত ট্যাক্স ধরা হয় এবং ৬০ জনের ৫ লক্ষের অধিক করিয়া ট্যাক্স ধরা হইয়াছে। তালিকাভুক্ত ইংলণ্ডের বনশালিকার পরিচয় দিয়া দিতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার নিখিত হইয়াছে, "কাজির বিচারের অবশেষে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সম্প্রতি আর একটি বিচারের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। পারসো একজন রাজমিস্ত্রী ছাত্র নিয়োগ করিতেছিল, তন্নিমধ্যে পদস্থানিত হইয়া পতিত হয়। সেখান দিয়া একজন ফাঁস ওয়ালা গমন করিতেছিল। দ্বিতীয় প্রহর দেখে তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া যায়। ইহাতে

ফেরিওয়ালার প্রাণত্যাগ হয়। তাহার পুত্র মিস্ত্রীর নামে কাজীর নিকট নালিশ করে। মিস্ত্রী আসিয়া বিনয় পূর্বক বলিল যে, সে টেনবাং ছাত্র হইতে পণ্ডিত হয় এবং ফেরিওয়ালার উপরে পণ্ডিত ভাবে ভাষণ দে অপ্রাপ্ত জানেন না। কি কিস ফেরিওয়ালার পুত্র পুংপুং প্রাণনা করিতে লাগিল যে তাহার পিতার ভৃত্য-কারী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হয়। কাজি বলিলেন, যে অবশ্য উহার বিচার হইবে, এবং একটু চিন্তা করিয়া ভ্রম দিলেন যে, মিস্ত্রী ছাত্র হইতে মোমার পিতার উপর পণ্ডিত হইয়া ভাষাকে বদ করিয়াছে। অতএব মিস্ত্রী সেই পাথে গিয়া হাঁড়াইয়া থাকুক এবং তুমি ছাত্র হইতে উহার উপরে নিপাতিত হও। তাহা হইলে উপযুক্ত বিচার হইবে। ফেরিওয়ালার পুত্র এ বিচার মত কাজ করিল কি না তাহা আমরা অবগত হই নাই। ফলতঃ বাঁহারা একশ আতচারির দণ্ড প্রার্থনা করে, তাহাদের পক্ষে এটী একটী বহু মূল্য উপদেশ।

বিলম্বিত একখান কাগজে আপায়ে যেহেণে অপর্যাবদিগের প্রাণদণ্ড করা হয় তাহার বিনয় লিখিত হইয়াছে। এক দিবস আটটি অপর্যাবদিগের প্রাণ দণ্ড করা হয়। এক জন সাহেব সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এইরূপ বলেন, খানিকটা জমির ডিহিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে তিনটী গর্ত করিয়া তাহার পাশ্বাদিকে ম'হুর পাতিয়া অপর্যাবদিগকে বসান হয়। এই ঘোর এক দিকে দুই জন রাজ কর্তার বসিয়া থাকেন। অপর্যাবদিগকে একসারিতে বসাইয়া কাগজ দিয়া তাহাদের ঢকু বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আর এক ব্যক্তি ছিল যে এতোক অপর্যাবদিগের কাছে গিয়া তাহার ঘাড় খস খস করিলে সে উঠিয়া একটা গর্তের পাশ্বে গিয়া বসে। সেখানে লইয়া ভাষাকে দাঁড় করাইতে বসে। ঘাড় বাঁড়াইয়া ম'হুর নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দেয়া হয়।

হয়। ছিন্নমস্তকী গর্তের মধ্যে পাড়ে। তাহা কাজীর সঙ্গে লোকটী উঠা উঠাইয়া লইয়া জল দিয়া দুইটা কেলিয়া রাজকর্কট'ক' নিকট অর্পণ করে। সাহেব এই মূল্য দেওয়া আস্তে আস্তে হইয়াছিলেন। তিনি কি নিজ দেশে লোকের ফাঁসী হইতে বেগেন নাই?

টাকা প্রকাশ বলেন "মুসলমানদের জয় জয় করা। কিছুকাল হইল, মুসলমানের পক্ষ হইতে এক জন ম'হুরের সব ডেপুটী ইমপেক্টর আসিয়া হওয়াতে তৎকালীন মাজিস্ট্রেট এক জন বি. এ. উপাধিধারী বাঙ্গালীকে উপেক্ষা করিয়া একজন ম'হুরকে জজ আসিয়া মুসলমানকে এই কর্তব্য দিয়াছেন। সম্রাতি মাদ্রাজ নগরে একটা কর্ণ খানি হওয়াতে তৎকালীন ক'লেক্টর মাজিস্ট্রেট দিয়াছেন যে কর্ণ প্রাণী জাতিতে মুসলমান হইলেই অধিকারী হইবে। হিন্দু ও মুসলমান যখন এক দেশের অধিবাসী ও এক গবর্নমেন্টের আসনধারী তখন উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিলে কোন কণা অসঙ্গত না। যোগ হইলেই কর্ণ পাইবে এই সাধারণ নিয়মের অনুবর্তী হইলে কোন জাতীর প্রাণ অসঙ্কট হইতে পারে না। যে রাজনীতি পক্ষ পাতিয়ার আভাস দেয় তাহা বিপদ নহে।

গরুর বলেন, বড়বাজারে মৌলভীওঁর দল নামক একটা জুয়াচোরের খনি আছে। ইরানী গাঁইট কাটে, জুয়া খেলেও লোককে নামা প্রকারে ঠকাইয়া লয়। গত শুক্রবার এ রকম লোক আলিপুরের কালেক্টর হইতে তিন সহস্র টাকা লইয়া নিজ গ্রাম হুখরে গাইতেছিলেন। ধর্মতলার তিন জন ভদ্র লোক তাঁহাকে বলিল যে তাঁহাদের শিরদাঁড় হইতে হইবে, কিন্তু গাভী নাই। অতএব তাঁহাদের সজিত ভাড়ার অংশ দিয়া অথবা বাঁটতে চাইল। তিনি তাহা দিগকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, যে তাহারা মৌলভীওঁর লোক। এক ব্যক্তি ইহাতে অসুখকশকট মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু তাহলোকটী পুলিশ বলিয়া জীংকার করিতে এক জন ইউরো

পীর ইমপেক্টর উপস্থিত হইলেন। জুয়া চোরেরা কোথায় পলায়ন করিল তাহা নির্ণয় করা গেল না। পরিশেষে একজন কমন্ডেমন তাঁহাকে শিরদাঁড় হইতে পছন্দীয়া দিয়া গিয়াছিল। মৌলভীওঁর দলকে কি পুলিশ জানেন না? ইহাঙ্গিরের অধিক টাকার ফেরাল জাহিম লইলে মৌলভী কতক কমিতে পারে।

হিন্দুধর্মবিশিষ্ট লিখিত হইয়াছে, "বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজিদের পরিচয় পরিচয় করিতেছেন না। মৌলভী সকলেই তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালীর ন্যায় পুনরায় দু'ত চ'দর পরিচয় লোকে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে পারে এই আশঙ্কায় বোধ হয় তিনি আর বাঙ্গালী হইতে চ'কেন না। কোন ভদ্র পরিবর্তের জীলোকেরাও বলিয়াছেন যে ইংরেজিদের বাক্যকে টেম্'করিবীর ন্যায় দেখায়। যখন তিনি সাহেবী পরিচয় ছাড়িতেছেন না, তখন তাঁহাদের জীলোকেরাও অথবা বিবিদের পরিচয় (গাউন) পরাইবেন, বিবিগির শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু যে রমণীর কপালে উল্কীর স্পষ্ট চিহ্ন রক্ষিয়াছে, তাহাকে গাউন পরাইলে এক মণ্ডুর মেঘের ন্যায়ই দেখাইবে। আমরা গুরুত্ব বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে বিলাতের কেতলা লোকেরা যেন করে যে পরিচয়ের বলেই তাঁহারা ইংরেজদের সমকক্ষ হইবেন, অথবা তাঁহাদের দলে মিশিবেন। কিন্তু বাঙ্গালীকে সাহেবী সাজে দেখিলে ইংরেজদিগের মনে নিত্য বিদ্বেষ ভাবের উদয় হয়, দেশীয় আচার ব্যবহারে সিদ্ধ দেখিলে তাঁহাদের তালা ধরনা। বঙ্গদেশে জাহিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রতি ঘৃণা করিলে তিনি এদেশের কি উপকার করিলেন? একজন ইউরোপীয় তাঁহা অশেষা সমস্ত গুণে এদেশীয়দের উপকার করিতে পারেন। সুতরাং বাঙ্গালী সিবিলায়ন দ্বারা বঙ্গদেশের কিছু ঘাত্র উপকারের আশা নাই। বাঁহারা অত্যন্ত সাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক ক্ষণ রোদিন করিতেছেন। ইংরেজিদের বাক্য বোধ হয় তাঁহাদের শিক্ষা জন্য যথেষ্ট পিতাকে অর্থ সংগ্ৰহে বিশ্বাস হইবে না।

কটক হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সম্রাতি তবার একজন গোঁরালা তাহার জী জননী এবং সেই পল্লীস্থ একজন এক-মণ্ডারকে বও খও করিয়া কাড়িয়া কেল-

রাছে, তিন জনেই সরিয়াছে। ব্যতিত'রট এই তরঙ্গের হাজার কারণ।

২১ এ কার্তিক মঙ্গলবার।

গত পূর্ণ সোমবারে ঢাকা'র বিলক্ষণ এক গঙ্গা বৃষ্টি হইয়াছে।

আগষ্ট মাসে জিটিশ ত্রুট' হইতে ১৪-২০২৬ টাকা মূল্যের ১১৪৪৪ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, অষ্ট্রিও সাহেব বারু হুসেজ্জাদা বন্দোপাধ্যায়ের পক্ষসমর্থন করিয়াইতেছেন। জ্যাকসন সাহেবের বে কথ্য হয় তাহা অস্বলক।

বঙ্গদেশের অধিকেনের ৮ মাসের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অধিকেনের ৭ মাসের শুষ্ক ৪৫০১২২০ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশের অধিকেনে ১০২৪৪০ টাকা এবং মালওয়ার অধিকেনে ৩১০১৮০ টাকা হইয়াছে।

ইংলিশমান বলেন, আগামী বুধবার অপরাত্ন সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় গবর্নর জেনরল খগন সহিত এক বিশেষ ট্রেনে হাবড়া হইতে আশ্রী যাত্রা করিবেন।

বুধবার প্রাতঃকালে টাউনহালে জুর্জিক নিবারণোদ্দেশে ইন্ডের নিকট উপাসনার এক সভা হইবে। রেণ্ডেরও জে, এম টমসন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

নিরীণেজেটের কবলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কাবুলের ইসন্যগণ অভ্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহারী রীতিমত বেতন পাইতেছে না, অমীর আজা দিরাছেন আপাততঃ আর না তুতন ইসন্য গ্রহণ করা হয়।

১৮৭১ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ৫০৪০৮১০ হাক্কর চাউন বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৮৭২ অব্দে ৫১০২৫৬ হাক্কর চাউন ব'র। ২৪তম বর্ষের প্রথম ৮ মাসে ৩৭২১১১ হাক্কর চাউন গিয়াছে। এই তালিকা দ্বারা প্রতি পদ হইতেছে, এবেশে বে ধান্য জায়ে, তাহা যদি রপ্তানী না হয় এক বৎসর ফসল না হইলে আমাদিগকে হাছাকার করিতে হয় না।

গতকাল্য পূর্ণিমা হইতে ৩ জন পুরুষ

ও দুই স্ত্রীলোককে আত্মহনে পাঠাইবার জন্য আলীপুর জেলে আ'না হইয়াছে। হুদাবিগের বাহজীবন হীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মিরর বলেন, কলকাতার হইতে বারানসীতে অনেক চাউল আমদানী হইয়াছে।

কলকাতার উইলিয়াম মিউরের অগ্রি উপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

গাজীপুর বারানসী মিরজাপুর আ'জ ২ গড় এবং গোরক্ষপুরে আ'না ৮ মণা বিশেষতঃ ধান্য ভাল জায়ে মাট, গোরক্ষপুরে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, চুরি ডাক'টিকিও আরম্ভ হইয়াছে।

তুলা বাইতেছে পঞ্জাবে চিরস্থানী বন্দোবস্ত করবার কথা হইতেছে। কিন্তু তত্ত্বতা লেফটেনেন্ট গবর্নর ডেবিস সাহেব এ প্রস্তাবের বিরোধী।

বোম্বাইয়েও বৃ'ষ গাড়িওরালদিগের দরখাস্ত হয়। তব'র বেগে গাড়ি হাঁকাইবার জন্য অনেকগুলি গাড়িওরালার জরিমানা হইয়াছে।

বরদার মল্লারীও একজন মজুরের কন্যাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া যে ফেণিয়া উঠেন, কি কারণে বলা যায় না, এক্ষণে সে বেয়াল পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কন্যাসীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাকে একটা পৃথক বাড়ীতে রাখা হইয়াছে এবং উহার শিতাকে অনেক টাকা ও বহুমূল্য জবাবি দেওয়া হইয়াছে। উহাকে পৃথক বাড়ীতে রাখা অশেখা বিবাহ করা হইতাল ছিল।

মিরর বলেন, সর রিচ'ড' টেম্পলের পুত্র টেম্পল সাহেব এক্ষণে কলিকাতার রহিয়াছেন, ইনি শিতার সহিত নিমল'গ ছিলেন। ইনি শিতার নিকটে রাজস্ব বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন না কি?

ত্রো'জের একটা জাঙ্গল মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কে ইহাকে মুসলমান করিল, কোরাণ, না, কোন খোড়শী মুসলমানী?

২৮ এ কার্তিক বুধবার।

শিগলস্ কেও বলেন, হুন্দরানের

রাহিগেতা হুদ'র ম'বাদ আভার'জানে কষ্ট পাঠিতেছে। অনেক প্রকারপাতা ও দুলাদি আহার করিয়া জীপন'গ করিতেছে।

আগামী ১২ ই অ'জুয়ারি কলিকাতার অষ্ট প্রদর্শন হইবে। ইহাতে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার বেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ভক্ত হুলাজী সঘরে লিখিত হইয়াছে। আমতা সব ডিবিজনের গুণবীন গোবিন্দপুর নামক গ্রামে কতকগুলি কৃষক সম্মান ক্রীড়া করিতে করিতে শ্যামা পূজার বিবস একখানি প্রতিমা করিয়া একটা ঘরের ভিতর পুজা আরম্ভ করে। উহাদের মধ্যে কেহ পুরো'ধিত কেহ পরিচরক কেহ কর্ক'র কেহ না কর্তা হয়। পুজা আরম্ভ হইলে একটা বালক বলিল তাই আমাদের পাঠা কট? পাঠা না হইলে পুজা কি? অতএব আ'মি পাঠা হই'কেছি, তোমরা চাডকাঠ পুত। আমি হাড কালে গলা দিরা পাড়িলে এক জন মাথার তুল ধরিয়া টানিলে আর দুই জন আমার হাড পা পুর্কের দিকে ধরিয়া টানিরা থাকিলে। যখন বেধিলে আমি চীৎকার করিতে করিতে নিতম্ব হইব সেই সময়ে আমাকে বলিমান কর'নে। ক্রমে ঐ বালক চাডকাঠে গলা দিরা শরন করিরা চীৎকার আরম্ভ করিল, আর আর বালকেরা পূর্ণ কথাজুসারে কেহ হাড কেহ পা। কেহ তুল ধরিয়া টানিরা রহিল। পশুশলাভি-দিক বালকের চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণ্ঠধর কচ্ছ আর হইরা আসিল, যে বালকটা কর্ক'র ধরিয়াছিল সে কোণের উদে'গ দেখিতে লা'গল এমন সময় উহাদের মধ্যে একজন বালক এত ভয়ঙ্কর বাণীর দশনে ভীত হইয়া জন্তসেগে দৌড়িয়া গিয়া নিকট'হী কব'দিগকে ডাকিতে লা'গল, কথকরা শীত্র আসিয়া ঐ বালককে দৃড়াযুগ হাডে রাখা করিল। এ ঘটনাটী ক'রতুর সত্য বলা যায় না। ইহার মূল কিছু থাকিতে পারে তা'দ হইতে বাড়িয়া এতদূর করিয়া তুলনা হই'ছে।

৮ ই এবং ১১ ই অক্টোবরের মধ্যে

হাব'দা হইতে ২৮৭০০০ মণ চাউল রেল-

ওরের দ্বারা রণীগঞ্জ এবং বজ্রাভের দ্বারা-
বতী স্থান সকলে প্রেরিত হয়। উক্তসময়
হইতে ১০ হাজার মণ পাঠান হয়। উক্তসম-
য়গত হইতে আর ৬০ হাজার মণ পাঠান
হইতে।

বিষয়সূত্রে লিখিত হইয়াছে, একজন
সহায়ক এক মাসিক ২০ হাজার টাকা
কর্জ দেন, ১০ মাসের পর উহার মূল
১৭১২ টাকা পরিশোধিত। সম্পাদক এমিলিও
আইন দ্বারা প্রেরিত একটা নির্দিষ্ট নিয়ম
কর্তব্যের পরামর্শ বিহীন। অতীত অনেক
নীচপ্রভৃতি সহায়কের কতক এই ভাৱে
লোকের বিপর্যয়ে আগুনাবিগের দ্বারা
সামনের উপায় করিয়া লয়।

সহায়কের আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সময়ে
ভারতবর্ষীয় এবং সহায়কের গবর্ণমেন্টের
সহায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন লোকের
বাটীয়া দাঁড়িতে পারে এ নিমিত্ত লেন্টনটে
পার্বীর সকল প্রকার সাধারণ হিতকর
কার্য্য আন্তরিক করিয়া আত্মা বিতরণ।
উত্তর বাঙালী রেলওয়ের কার্য্য তিম লেন্ট
মট গবর্ণর এই রেলওয়ে সিস্টেম অন্যান্য
রাজ্য নির্মাণের আদেশ বিতরণ। বর্জ
ক'নে বামোবের সহিত কাগানবীর সংযোগ
কর্তব্যের জন্য কার্য্য আন্তরিক হইয়াছে।
উক্ত বিভাগে ভাল পুষ্করিণী মাই বলিয়া
লেন্টনটে গবর্ণর বলিয়াছেন, জমীদারেরা
বহিঃভাষার জমীদারীর স্থানে স্থানে
পুষ্করিণী খনন করেন, তিনি আশ্রিত টাকা
কর্জ হিতে প্রস্তুত আছেন।

২৩ এ কার্তিক কল্যাণভিষয়।

সে বিবল ভূতলসমূহের রাজ্য বাচানগীর
কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভি-
লাষ করিয়া উৎসাহে জিজ্ঞাসা করিয়া
পাঠান তিন জুতা পার বিরা উৎসাহের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি না? কমিশনর
ইহার এই উত্তর দেন, ভূতলসমূহের রাজ্য
অধিকা বাচানগীর রাজ্য বিবল হানমী,
তিনি যখন জুতা খুলিয়া উৎসাহের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন ভূতলসমূহের
রাজ্যের কতক জুতা খুলিয়া উৎসাহের
সাক্ষাৎ করেন। রাজ্য দশমাই এ

প্রত্যেক সময়ে কইলেন না। কমিশনর
সাহেব বিবল জমীদারী পদ্ধতি উৎসাহে, রাজ্য
পসীর রাজ্য উৎসাহে এ সময়ে করিতে
পারেন, কিন্তু ভূতলসমূহের রাজ্যের জন্য হার
বাহ্যিক, তিনি কমিশনর রাজ্যের ১২০০
মহাশি অবস্থার পদ্ধতি লোকের হিত
এরূপ সময়ে আশা করিতে পারেন না।

সেইল টাইমস বলেন, ভারতীয় গণ
ওলাউটার আশঙ্কিত প্রাচুর্য্য হইয়াছে।
ওলাউটা সাংক্রমিক জ্বর এবং দুর্ভিক্ষ
এবং এই তিনে যোগ দিয়া বহু লোকের মৃত্যু
করিতে।

মোহাম্মদ গবর্ণর সন পি, এড জাউন
গত পনিবার বাচানগীরে উল্লীত হইয়া-
ছেন।

গবর্ণর জেনারেল আশ্রিত গমন করিলে
তত্ত্বা মিউনিসিপাল কমিশনরেরা জাজ
সহল সংলোককর করিবার এবং রাজ্যী
পৌড়বিহার প্রত্যাহ করিয়াছেন। এ নিমিত্ত
আড়াই হাজার টাকা ব্যয় করিবার প্রত্যাহ
হইয়াছে। এ সময়ে মিউনিসিপাল কমি-
শনরেরা হাজার সাংক্রমিক বিবলসমূহ আড়াই
হাজার টাকা পৌড়বিহার প্রত্যাহ করিয়া
ছেন তিনি যোগ দিয়া ইহাতে সন্তুষ্ট না
হইতে পারেন।

একজন বাহি মজিরিক আরোহী লইয়া
ছিল বলিয়া বিহার পুলিশ ডিভার ১০ টাকা
জরিমানা করিয়াছেন। এতদ্বিন প্রায় ৭০
হইতেছে, তথাপি লোকের উত্তম হয় না
এই আশঙ্ক।

বুট বল, মুলদান বল কিছুবর্ষের
মিকট কাহারই আশ্রিত বাটীয়া উঠে না,
কিন্তু বর্ষে বর্ষে আশ্রিতবাটি বেধিতে
পাওয়া যায় এমন আর কোন বর্ষেই নয়, বহু
বিপ্লব হইয়াছে তথাপি এই গুণে ইহা
আজও পুষ্করিণী সকল বর্ষের উপর মনক
উৎসাহ করিয়া আছে। বুট বর্ষাবলম্বীর
মুলদান, মুলদানের বুটের মত
বিপ্লব বুটান বা মুলদান বহুতর অন্য
রানে বটে, কিন্তু বুটের মত বা মুলদান
নের কিছু বহুতর সন্তোষিত নয়। পার্শ্বগণ

মুলদান বা বিপ্লব বুটের দ্বারা বুটান
মুলদান বহুতর অন্য আশ্রিত বাটীয়া
মুলদানেরই কিছু হইবার তেতা কথ-
তমেন বাই ই সমগ্রিত হয় ভারতবর্ষের
মুলদান বৌলত বৌ বী মাহত একজন
মুলদান কিছু হইবার অন্য তেতা করিতে
ছেন। ইনি আশ্রিত পারিভাগ করিয়া-
ছেন, ভারতীয় পুষ্করিণী পুষ্করিণী
করিয়া একনে ভেল কিছু বেলতা প্রাচুর্য্যে
ভিজি প্রাচুর্য্য করিতেছেন, মুলদানবিগকে
অভ্যন্তর বর্ণা করেন এবং প্রাচুর্য্যবিগকে
সম্প্রাপেক্ষা পদ্ধতি প্রাচুর্য্য করিতে, প্রাচুর্য্য
গেরা বহিঃভাষা লইয়া একনে আহার
করেন, তিনি প্রায় বর্ষ বিতেও
প্রস্তুত আছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হই-
তেছে না, তিনি এত করিয়াও কিছু হইতে
পারিতেছেন না, কখনও যে পারিষেন
আমরা সে সময়ে বলাও করি না। ইংরেজ
বিবল এই, সেই কিছু বর্ষের প্রাচুর্য্য সম-
য়ল আশ্রিত বেধিতে পাওয়া যায় না।

৩০ এ কার্তিক শুভবার।

শিপল লেন্টন বলেন, গত সপ্তাহে
কাটোরা বিভাগের স্থানে স্থানে সামান্য
বৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু ধান্য আউসপ্রায়
বুঝে এবং সাহেবগণের স্থানে স্থানে
প্রায় পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

আমিবিগের আশ্রিতবাহিনী সময়ে
বলেন গত ৩০ এ অক্টোবর আশ্রিতের রাজ্য
প্রাচুর্য্য সাংক্রমিক রাজ্য বহুতর যোগে বহু
ভাষা করিয়াছেন। ইনি চমার রাজ্যের
কম্যা। রাজ্য গোলাব সাংক্রমিক সমাধি
স্থানের মিকটবাহিনী ইহার কতক জিজ্ঞা
করা হয়। প্রায় ২০ হাজার লোক ইহার
সমাধি স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

গত পনিবার বাচানগীর মিউনিসিপাল
কমিশনরেরা পনিবারের হরিজনের ৬টি
বিহারগর্ভ উপায় উৎসাহের জন্য এক
সভা করেন। জজল পরিবার মুলদান পুষ্ক-
রিণী খনন এবং পুষ্করিণী পুষ্করিণী সাংক্রমিক
প্রাচুর্য্য হয়। গবর্ণমেন্টের মিকট এ
বিবলী কতক সাহায্য অন্য আশ্রিত

আমেরিকার গবর্নমেন্ট জম্মিন হইতে দুই কোটি খালার খুলেব পৌষ্য কর করিয়াছেন ।

মাসাল মাকমেহেনের হস্তে যে করক বৎস বেগ রম্য কমতা আশিত হইয়াছে, তাঁহা এই কমতা কাপড়ের ও বিহু চাঁদ করিবার বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, কান্তিসংগরম সত্যক নিগোষিত কমিটার ১২ জন সভার মধ্যে ৮ জন সে প্রজ্ঞা বেগ প্রাপ্তবান কাপড়ারেন । ইহাতে পাঠসের মাকমেহি প্রজ্ঞা হইয়াছেন । বারলে লসের মাকমেহি পদত্যাগ করিয়াছেন । কিন্তু মাসাল মাকমেহেন প্রজ্ঞা স্বীকার করেন নাই ।

নিম্নোক্ত কালিষ্ট্রা কর পাঠ কর ।
সেপালবানসের সেনাপতি বানারা ৮০ হই
৮০ জনে এক সেনাপতি মিন্দ মস আন্ত ও
দক্ষিণ হইয়াছেন । কাপড় সের ৮০ জন
সদ্য হইত এবং দুই জন অস্ত্র হইয়াছে ।

লগুন ১০ ইংরেজ । গত ১১ইতে মাক
ষ্ট্রান এক বক্তৃত্যে বলিয়াছেন, আমেরিকার
মহা-মহা যুদ্ধ দ্বারা এই শিক্ষা হইতেছে, যে
যেহা বক্তৃত্যের এই সবল বিধময় কল হয়, সে
বক্তৃত্য পারিত্যগ করিয়া ।

আমেরিকার বীরভূমি স'বাদদাতা

লিখিয়াছেনঃ—

দেখিলাম একখানি বাঙ্গালী সংবাদ
পত্রের আতিশ্রুতি এত যে এ বৎসর
দুর্ভিক্ষ হইবে না । যাঁহাতে প্রাণগণ
অলীক আশঙ্কার আকুলিত না হয় তাহা
লগ্নে মানা আমেরিকার বাঙ্গালী বিদ্যা
মধ্যে প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।

আর যে যে সম্পাদক উহার (দুর্ভিক্ষ)
বিষয়ে গবর্নমেন্টকে সসজ্জ ভাবে থাকি-
বার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন, তাঁহারা
তাঁহার বিবরণে পড়িয়াছেন । কেও
অব ইতিয়া সংশোধিত হইয়াছে হইয়া
ছেন । ভালসংগনাতে অভিজ্ঞতা করি
তিনিই বেশদণ্ডে সর্জক হইলেন ।

যখন আমেরিকা দেশে দুর্ভিক্ষ
এবার অবশ্যস্বামী বলিয়া টীকা
করিতেছেন, তখন তাঁহার অতঃপূর্বে
পারদের একটু গুণ মতিসক্তি আছে তাহা
কি আমরা বুঝি না ? বিপদ আশঙ্কা করিয়া
সতর্ক করাই বিচক্ষণ বুদ্ধিমানের কাজ ।

বিপদ পাড়ের সামান্য মাত্র নিদর্শন দেখিয়া
তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান চেষ্টা না

করিলে শেষে অসুতাপিত হইতে হয় ।
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি তিনি কোন
জুয়ে জানিলেন যে এবার দুর্ভিক্ষ হইবে
না ? বলিতে কি এখনই হইতে দুর্ভিক্ষ
আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয় । বনরায়ী
আবার অকলে (৩০ সিদ্ধা ওজনে) ১৮১১
সের চাউল টাকার বিক্রীত হইতেছে । দরিদ্র
লোকের কর্ম চলিতেছে না । বনরায়ী
আবার শ্রুতি শুনিওলি বীরভূমির মিস-
তর প্রবেশ । মিনি যাচাই করুন এ হিকে
চারি আনার অধিক কমল হইবে না । বীর
ভূমির অন্য দিকের অধিকাংশ স্থলই এক
বারে শুক হইয়া গিয়াছে । কে না জানে
যে বীরভূমির মাটি খতি কড়া এবং ভূমি
খতি ভাল । ভাঙ্গাভূমিতে এতক
বৎসরে ধান্য জমিবার সম্ভাবনা কি ?
আমরা নিম্নোক্ত দেখিতে পাউতেছি বীর
ভূমে এবার তিন কি চারি আনার অধিক
কমল হইবে না । একখণ্ডে মাত্র কমলে
যে কি প্রকারে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে
তাঁহা আপনি আপনার সুযোগ্য সহযোগী
গীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন ।

দরিদ্র লোকের কাজ পাইবে বলিয়া গবর্নমেন্ট
যে কার্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া যোগ্য
নিয়াছেন, তাহা বীরভূমে আরম্ভ করিয়া
বেওয়া মিডাক্স আবশ্যক হইয়াছে । আমরা
দেখিতেছি সরিষা লোকের হার পর নাই
কই হইয়াছে । আপাততঃ এই দুইটা কাজ
আরম্ভ করিয়া বেওয়া হউক ।

১ । কাটোয়া হইতে বোলপুর উল্লস পর্যন্ত
একটা পাকা রাস্তা ।

২ । আমুরপুর হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যে
একটা রাস্তা আছে, সেটা খতি জঘন্য ।
এটিকে পাকা করিয়া দেওয়া ।

দ্বিতীয় রাস্তা প্রাচীরের অন্য কোই
সেখানে সংরক্ষণ করিতেছেন না । তাঁহারা
আপনি আপন দেশ অধিক রাজস্ব আদায়-
রকে পূর্ণে বিচাচ্ছে । অপর বর্ষ আমেরিকার
পাওয়া হইয়াছে । সদর উপস্থিত হইলেই

জমিবার আহার আরম্ভ করিবেন । যাঁহা
তখন তাঁহাদের দুর্ভিক্ষের এক শেষ হইবে ।
গবর্নমেন্ট কি ইহার কোন উপায় স্থির
করিয়া রাখিয়াছেন ?

পত্র প্রেরকগণের প্রতি ।

একান্ত বন্দন জিঃ—বীরবাটা কুচি-
বার । এজন পত্র অনেক আইসে, লম্বা
প্রকাশ করা সম্ভব নহে ।

অনুগত জিঃ । ওকতর বিবরণ খাতিতে
আপনার কবিতা একাংশ করিতে পারিলাম
না । এত বেশন গেজেটে পাঠাইলে ভাল হয় ।

কেবলিকম্যান্ডানিয়ার গটলডায়া ।
যে ধনী ব্যক্তি আপনাদিগকে টিকিট বিক্রা
শেষে এরূপ অপমান করিয়াছেন তিনি
অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছেন । আজ কাল
থিয়েটার দেখিতে যাওয়ার এই একা
নগই হয় । এই জন্য এসকল স্থান তত-
লোকের গম্য বোধ হয় না ।

প্রেরিত পত্র ।

মানাবর জীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে
বন্দনা ।

(১)

কোথায় মনীর বাণ ! চলিল কোথায়,
জনমের মত কেলি মতগিলী ম'র, [করে
আর বাণ ! আর তোরে, একবার কোলে
জুড়াই তাপিত রেহ, আর বাণ আর,
একান্ত হ'ব কি বাণ কেলিয়া আয়ার ?

(২)

অপার অলদি পারে পাঠায়ে তোমারে,
কেমনে কহরে বাছা রবে প্রাণধরে;
তুমিও তাসিলে জলে, আমিও তাসিলু জলে
হায় ! হায় ! এক দার খটল আমারে
যুধ বেধে বুক কাটে কহিব কাহারে ।

(৩)

নাহি জানি আছে মোর অনেক মতান,
কিন্তু কেহনহে দুখী তোমার সমান । [মোর
সাবাসিরে বিদ্যা তোত, আর বাণ ক'ছে,
হেরিয়ে বহন করি শীতল পরণে,
কেমনে বিদায় তোর করিব রে মন ।

(৪)

সকলের কাছে বাণ বিদ্যুৎ কথিয়া,
বিহার লওগে অতি বিমল করিয়া,
শুন বাণ বলি তোরে, বাবার সময় ওরে,
করো নাথি অশ্রয় যেওনা রাখিয়া,
সুখদূর ভাবে লবে যাওরে তুখিয়া।

(৫)

আজিও তোমারে বাণ পেতেছি দেখিতে,
কিছু কাল মাঝে কোথা ভাগিতে আসিতে।
এও বাণ যেখানেতে, বেঁচে থাক শরণেতে
আজি হতে জেনো ওরে তোমার লোকিতে
স্বকলি মাতা ভোর রহিল কাদিতে।

(৬)

আজিও জননী বলে ডাকিছ আমার,
কিছু কাল না জানি রে মা বলিবে কার
কেবা আর যেহতরে, ও বিধুবদন হরে
এবোধ যদূর ভাবে তু'ববে তোমার,
জানি কি পেরেছ 'পারে' আর।

(৭)

কোথা ওমা এলোকে! রহিলে কোথায়,
সবীন তোমার লাগি দেশ ছেড়ে যায়;
বিদ্যা লাগিল বান, মিটিল মনের সাধ
একেবারে মোর প্রাণ-বীনের ছায়।
জনমের মত তারে দেওরে বিহার।

(৮)

সাহাগণ দেখ বেধ নী! আমার
জনমের মত যার জনমির গার,
বিদার দেওগে হবে, নিরানন্দ মনে লবে,
ঐবিরতাব যদি মনে থাকে কান্দার।
কম সেই ভাব মনে রেখোনা রে আর।

(৯)

হার! ধর্ম হলো তব এই কি বিচার?
বিশাশিলে যেই জন অধীন তোমার,
রাখিতে তোমার মান, হেতু ভাবি নিজ
প্রাণবিক্রি প্রয়াস করিল সংসার
ভাঙারে পাঠালে তু'ম জলধির পার?

(১০)

জানিলাম কালযোগে ঘটবে সকল
অর্থের জর এবং ধর্ম রসাতল,
শুন শ্রিয় পুত্রগণ, লবে হয়ে এক মন
চিহ্নহ সকলে মেলি আত্মার মঙ্গল,
যতন করিলে কারো হইবে কুশল।

শ্রীহেমদাস দত্ত।

সম্পাদক মহোদয়! শ্রীজগজ্জ্যোত
পাশ্চিমে অসংখ্য সাত সাইল দূরে সুন্দর
মাঝে একটী পাহাড় আছে। ইটী একটী গও-
আঁশ ছিল, বিবিধ বাহনাদি লোক বসবাস
করিত। এক্ষণে ইহার পূর্ব দোঁরব লম্বুর
ভিত্তিরাজিত হইয়াছে। গ্রামটী দেখিবা
যাজেই “মুখাঙ্গে মুখের ভার” শ্রুতি
পথে নিয়ত এই উদ্ভিত হইয়া দর্শকের
মর্ম পীড়া করায়। চতুর্দিকে গা'র বেজনে
ও অন্যান্য বৃহৎ বৃক্ষের পরিধার গ্রামটী
বেষ্টিত। গ্রামের নিম্নে কোন প্রান্তিকটী
নবী নাই, যে একটী শাখা আছে, তাহা
কেবল বর্ষান্তেই প্রবাহিত হয়, অন্য সময়ে
প্রায় শুষ্কাবস্থাতেই পরিণত হইয়া যায়।
কর্ম্ম বিপ্রিত প্রোতঃ শূন্য যে কিছু জল
সঞ্চিত থাকে, লোকে অগত্যা তাহাই
বসন্তেরে খাওয়া হয়। মৃতিকার অবস্থা-
সম্মত্রে কণা বর্ষিত হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী
হয় না। যে সকল পুষ্টিগী আছে, তাহাও
মাঝে পরিপূর্ণ। সেই সুবৃত্ত জল অচোরাজি
লোকের উদরস্থ হইতেছে। মহাশয়!
এখন বুঝতে পারিলেন গ্রামটী কেমন
বা'হ্যকর! এরূপ গ্রামবাসীরা যে অকালে
কাল করলিত হইবে তাহাতে বোধ হয়
কেহই সন্দেহান থাকিতে পারেন না।
লোক সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাঁতেছে,
বা'হারা আগে বাঁচিয়া আছে, তাহারা কেহ
প্লীহা, কেহ জ্বর, কেহ কাশ ইত্যাদি রোগের
কর বোগাইতেছে। ভূম্যধিকারীর এমন
সংস্থান নাই যে, তিনি একা গ্রামের সং-
স্থার করিয়া উঠেন। সকলের যত্ন এক
পাখাবলম্বী না হইলে উদ্ভিত আশা হু'শা
ম'জ। সতলেই গ্রামের উন্নতি বিদ্যুৎ। উপ-
কার বুঝাইয়া দিলেও কেহ বুঝেন না।
এইরূপ উদাসীন থাকিলে গ্রামটী অচিরে
অরণ্য হইয়া উঠিবে। এখন লক্ষ্য হইলে
বাজের ভয়ে কাঁকার সাধা যে গৃহের বচি
গতি হয়? বাধ্য হইয়া আপনাত আত্মর
লইল। অনেককে দেখা গিয়াছে, পূর্বে
সুখাইয়া থাকে, সংসার পক্ষে যখন কুংসা
বান বেধিতে পার, তখন ভাঙানের জ্ঞান
চক্ষু উদ্বীলিত হয়। আমার উদ্দেশ্যও তাই।

যদি আপনাত পত্রিকার গ্রামের এই রূপ
চুরনস্থ একবার চিত্রিত দেখিতে পার,
শ্রদ্ধতা লজ্জার অনুভবেও গ'হাড়া দিয়া
উঠিবে আশা করা যায়। সকল উপায়ই
বিফল হইয়া গিয়াছে, এখন আশাশ্রমি আমি
বের শেষ লক্ষ্য, যদি ইচ্ছাতেও কিছু না
হয়, তবে জানিন, গ্রামের পতন কাল ক্রমে
যনাদিয়া আসিতেছে। আমাদের বিশেষ
অনুরোধ আপনি এইটি স্মৃতিত করিয়া
পঞ্জিগাসীদগকে সংকার্য সাধনে উত্তে-
জিত করিবেন।

১৮৭০

বঙ্গবর্ষ

১২৮০ নবেম্বর } শ্রীকালীকমল সাংঘাল।
গৌরগাহড়া }

সমিতির নিবেদনমিমাংসা—

মহাশয় আপনাত সিংহিত দুই পত্রিকার
গোপালের উদ্ভিত প্রজ্ঞান পাঠ করিয়া
আমরা যতান্ত আশ্চর্যিত হইলাম। ইহা-
দের আপাততঃ চারিদিকে বিশিষ্ট এ-
বিশীল ব্যক্তিরগের ভাষাতে সম্পূর্ণ ঐক্য
ভাবিয়া এক কালে গোবৎশের ক্ষয় হইবে
এরূপ উপলক্ষি হইলে মনোমধ্যে এক
প্রকার যত্না উপস্থিত হয়। গোবদন যে
ভারতবর্ষের মহোপকার সাধন করে এ-
ভারতবাসীরগের অকৃত্রিম প্রীতি ও যত্নের
পাত্র তাহা আপনি পূর্বেই উল্লেখ করিয়া-
ছেন। তাহাদের মহোপকারিত বুঝিয়াই
পূর্বে কালের মহাশয়রা গোবৎশা নিবেদন করা
দূরে থাকুক গোবদনকে একান্ত প্রীতি ও ভক্তি
করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

পূর্বকাল অপেক্ষা দুই বে মহাব্য হই-
রাছে, তাহার কারণ যদিও কিংবাশেইতা
দির ব্যাধাধিকা বটে, কিন্তু পূর্বেকার
গোবৎশের দুই প্রকারের অতি কাল
হওয়াসেই যে দুইয়ের অসংখ্য হই-
রাছে তাহাতে আর অসম্ভব কমে
নাই এবং কিসে সেই শক্তির কাল
হইয়াছে দেখিতে গেলে গোবৎশের অতি-
সংখ্যানেপত্তির পথে ব্যাধাত তদ্ব অর্থাৎ
কোন কারণ দু'তসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রেম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কারাই নিকটে প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রেম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫০ টাকা; মফস্বলে মাগুল সমেত অগ্রেম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা । ছয় মাসের ভূমানে অগ্রেম মূল্য গ্রহণ করা যায় না । মোট, স্থতি, বরাদ্দ চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর মাছাতে মাছার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন । কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না ।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিস্ট্রি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া জিহুজ হারকামাথ বিদ্যাভূষণের মাঝে পাঠাইয়া দেন ।

মাছানিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সন্মুখপাশে পুঠে তাঁহানিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহানিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাইবে । সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর আগজ বন্ধ করা হইবে ।

সোমপ্রকাশের ডাকখরচে ডিও আসিলে আমরা শীঘ্র পাঠিব ।

মাছানিগের মাছলে না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহানিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৮০ ছই আনা তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে । যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সচিত্র যত্ন বন্দোবস্ত হইবে ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপুর্বে সোমপ্রকাশের দক্ষিণ পাশে পাঠাইয়া জিহুজ হারকামাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার আত্মকালে একাধিক ছয়

করিতে হইবে না । পত্র প্রতি মিহুরতা দিবার দায়িত্ব সত্য মছোদয়গণ একই মনোযোগ করিয়া গবর্নমেন্টে আবেদন করিলে হইবে । মূল্য ইংরাজ গবর্নমেন্ট যে ইচ্ছাতে অনতিমিত্ত কি ঠিকানা প্রকাশ করিবেন এ কখনই সত্য হইতে পারেনা ।

নদয়ার নদী ।

সন ১৮৭০ সালে ৭ ই নবেম্বর ।

স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ফীট	ইঞ্চ
চৌরাসির নীচে		১২	
তথা হইতে দুরপুর		৩	৬
তথা হইতে অঙ্গিপুর			
১ মাইলের মধ্যে		৩	
অঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর			
৪৭ মাইলের মধ্যে		৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
৫০ মাইলের মধ্যে		৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া			
৪১ মাইলের মধ্যে		৪	৩

সন ১৮৭০ সালের ১০ ই নবেম্বর বহরমপুর গজ বাটের জলের মাপ ।

	ফীট	ইঞ্চ
বহরমপুর	১	০
জিহুজ সি, ই, উইলকিন্স একজি		
১০ ই নবেম্বর		
১৮৭০		

মূল্য প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতাস্বাকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্রাধে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন ।

জিহুজ বাবু শ্রীমত চরণ চট্টোপাধ্যায়	পায়না	১০
" " বন্ধু বিহারি সিংহ—খাজিরা		১০
" " জিহুজ চক্রবর্তী		
জলপাইগুড়ি		১০
" " কর্ণাকান্ত আচার্য্য চৌধুরী		
মুজাগ'ছা		১০
" " শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়		
কলাগপুর	৪৪০	
" " উপনিষদ মন্ত—বনগ্রাম		১০
" " মধুসূদন রায় মুন্সেফ		
বাঁদীয়া বাঁদী		১০

না । মাছা চুক্তি ইহা অভ্যস্ত অর্থের বিষয় যে ভাবনাশ ব্যক্তি এবিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে । এবং অপর অপর সম্রাধি পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা এবিষয়ে তাহা পত্র পাঠকবৃন্দের চিত্তকর্ষণ করিলে যে প্রয়োজনীয় মতামত প্রকাশ করা হইবে ইচ্ছাতে অত্র সঙ্কেত কি ? গোপালেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের চুক্তি হইয়াছে তাহা একটু ভাবনাশে জানিতে পারা যায় । চুক্তি এক প্রকার চুক্তি পাঠ হইয়াছে । মাছা পাঠ হইয়া যায় তাহাও বিস্তৃত নয় ; ইচ্ছাতে ক্রমশঃ আত্ম ও বলের স্থানি হইয়া আসিতেছে । ভাবনাশের অপর অপর জাতির ন্যায় মাছাশি বর্ষাকার করে না, বলাকারক মাছা প্রায় মধ্য কেবল চুক্তি । সেই চুক্তি অভাবে বেশের যে কি পর্য্যন্ত স্থানি তাহা মনুষ্য প্রকৃত ব্যক্তি মাছাই স্থিতিতে পারিবেন । মাছার এবিধে চাষোপায়ায়ী বলিষ্ট বল দেয় সমস্তই হইয়া উঠিতেছে ।

আপনি সত্য ও শাস্ত্র সত্য স্থাপন এবং সবলকার্য্য রূপ পুষ্টিয়া গোষ্ঠীর বস্ত্রমনি চুরমহার প্রতিবিধান করিবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের আশাশ্রয় নাই । কিন্তু বোধ হয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবনী ভরণে মাছাশাসন সাধ্য হইতে পারে ।

আজ্ঞে উৎসর্গ করা বহুবার সত্যবতা বলমান হয় । মাছাশাসনের দ্বারা বলিষ্ট সত্য মোক্ষপুষ্টি হইয়া থাকে, এবং পুষ্টি তাহা নিগকে সমগ্র বস্ত্রমশেই বিচরণ করিতে দেখা যায় ।

কিন্তু অধুনা মিউনিসিপালিটির দ্বারা-কোই তাহা অসম্ভব হইয়াছে । মাছাশাসন লাগি বহন করিবে এই অসম্ভব লোকেও আর আজ্ঞে আর বস্ত্রমশেই করা পদ্ধতি উদ্ভাবনা দিয়াছেন । সুতরাং উল্লিখিত বস্ত্র জাতির লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে । এ গ ক্রি কোম প্রকারে মিউনিসিপালিটির বস্ত্র হইতে উদ্ভাবনকে বন্ধ করিয়া পুনরায় এমি এমি বিচরণ করিতে দিতে পারা যায় প্রচুর উপকার হইবার সম্ভাবনা । ইহার জন্য আমাদের অধিক স্পষ্ট সহ্য

সোমপ্রকাশ

১৬ নং ভাগ ।

২ সংখ্যা ।

“ প্রবক্তা প্রকাশিতায় পার্থিবঃ নরস্বামী স্মৃতিমহতী ন হোয়নাং । ”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা ।
অগ্রিম বাৎসরিক ২৪ টাকা ।

সন ১২৮০ । ১০ ই অগ্রহায়ণ । ইং ১৮৭৩ । ২৪ এ নবেম্বর

মতমানে মাহুলসামেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ২৪) টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

মুদ্রিত ।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদিগের ঐতিহাসিক চিকিৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শাবীর-শাস্তি, ত্রাণ ওণ, বিবিধ রোগের নিবান, অক্ষণ ও চিকিৎসা, সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহু-তর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং বাজারাম অক্ষুণ্ডের মেনে ভিক্টোরিয়া বস্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিম্নলিখিত দারি করিয়া ক্রয় করা যাইবে। প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সব্বদেই করিয়া ক্রয় করা যাইবে। গ্রাহকগণ উক্ত যন্ত্রাণের তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি ক.মা ১০ ডাক মাহুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে সকলস্থলের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০ } অগ্রহায়ণ মাসে
২২ এ কার্তিক }

—১৭—

উপ লাইব্রেরী প্রস্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকলেন প্রেসি
ডেন্সী কালেক্টর উত্তর পূর্ণি দুধ
দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৭০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থাগারে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা
গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যিক মত
গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে
পারে। ই রাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত

রাখা যার না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আদ্য
দের প্রস্থালয়ে উপস্থিত, না বটে, তাহা
উচিত মূল্যে লইয়া রাখা করা যার এবং যে যে
স্থানে মগল টাকার যে অগ্রসারে কমিশন
পাওয়া যায়, আমরাও সেই অগ্রসারে সত
শ্রমে কমিশন দিয়া থাকি।

মাহুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাহুল
পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে।
অগ্রিম মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে
কাছাকাড় পুস্তকাদি পাঠান যার না।

জ্ঞানচরণ ওণ—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কালি মূল ও মেহের চিকিৎসা।

আমার পিতা ঠাকুর ভিক্টরাস মহাশয়
খাস কাশাবি রোগের অর্থাৎ ঔষধ জানি
তেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত
আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি
হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে এই
সকল রোগের অর্থাৎ খাস কাশ কর কাশ
মূল ও মেহ রোগের উক্ত অর্থাৎ ঔষধ উক্ত
মতমানে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেহনীপুর
ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা
করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি।
তাঁহাদিগের পত্র সকল আমার নিকট
আছে। আমি এক্ষণে মেহনীপুর গবর্নমেন্ট
হোমো কলেজের চুতপূর্ণি প্রথম শিক্কে এবং
আমি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সত্যর সত্য
পতি শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ বসু মহাশয়
রের বাসাতে অবস্থিত করিতেছি। এই বাসা
কলিকাতা হুগলীর ফকির চাঁদ মজের
দ্বীপে ১৩ নং বাড়ী। যিনি আমার ঠিকার

চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত
ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাই
বেন।

জিউপেন্দ্রনাথ গাল

—১৮—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত,
অরুণেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
অরুণেব মোখানীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০
ডাক মাহুল ১০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্ত।

মালবাজার হিন্দু } জিউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হট্টেল কলিকাতা }

—১৯—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধরানন্দ মুখোপাধ্যায়
এম বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্ত।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাহুল ১০।

এই দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল
১০ একজে লইলে ১৮ ডাক মাহুল ১০
মাত্র। ১০ খানি উদ্ভদ ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাহুল ১০ আনা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাস্তব
ইতি পূর্ণি প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই
য়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যিক
হইলে অথবা হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে বেওয়া যাইবেক। বাস্তবের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল কিংবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার কলিকাতার ৬ নং পাথার মহা-
শয়ের ক্রত বাসভিত্তিক মূল্য ৫, ডাক
খরচ ১, আমার নিকট প্রাপ্ত।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৬ দুর্গাদাস কর মহাশ-
য়ের ক্রত মেট্রিয়া মেডিকা অর্থাৎ তৈলজ
গ্রন্থাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০ টাকার
ক্রত ভিষয়ক ইলাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র শুভ
মহাশয়ের ক্রত সূতন সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাহুল প্যাকিং খরচ ১০। বাবু ক্ষেত্র-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ক্রত পুণ্ড ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল ১০।

কলিকাতা
মালবাজার } শ্রীমদ্রদাস চট্টোপাধ্যায়
বিশ্ববরেন

—২০—

রাণীপল্ল পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
ক্রয় আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ক্রয়গুলি শুদায়ে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্মিত নন্দামার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন কন্ডেশন ও
বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট,
মেথিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্ট্রেক।

বালী, মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা
পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রস্তুতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলিকাতা

৭ নং হেভিওল স্ট্রীট

১৪৭ এণ্ড কো।

উজ্জবেড়িয়া হইতে মেথিলীপুর পর্য্যন্ত
যে খাল কাটা হইতেছিল তাহা সম্প্রতি
বাগিচার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।
যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল
আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাচা-
য়াত করিতে পারে।

এইচ ডব্লিউ গলিভার

লেপ্টেনেন্ট কর্নেল আর ই

অফিসএটিং কর্নেল সেক্রেটারি

বাল্লা গবর্নমেন্ট পাবলিকওয়ার্ক

ডিপার্টমেন্ট, ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—২১—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে চাউল

প্রস্তুতি আহাঙ্গীর শস্য ও মরদা

প্রস্তুতির ডাক্তার লম্বা

বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

হাবড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত কিম্বা কাশী
হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশনে যদি কেহ
চাউল প্রস্তুতি আহাঙ্গীর শস্য অথবা মরদা
প্রস্তুতি পেরণ করিতে চান তাহা হইলে
১ মনের অস্থান বোকার পক্ষে এতোক
মণে মাইল পিছু এক শাইএর আট ভাগের
এক ভাগ অর্থাৎ দুই ক্রান্তি করিয়া জাড়া
দিতে হইবে। কাশীর উপরের কোন ষ্টেশন
হইতে যদি কাশী কিম্বা কাশীর নিম্নের কোন
ষ্টেশনে ঐ সকল প্রবাদি প্রেরিত হয় সেই
স্থলেই এট নিয়ম খাটিবে অর্থাৎ উপরে
প্রেরণ পক্ষে খাটিবে না। মলহাট্টা হেট
রেলওয়ের পক্ষেও এই নিয়ম প্রবল
থাকিবে। এই ডাক্তার পরিবর্তন আবশ্যক
হইলে যথা সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে।

উপরে চাউল মরদা প্রস্তুতি আহাঙ্গীর
প্রবোর ডাক্তার যে লম্বুতার কথা হইল,
তালা গবর্নমেন্টের আদেশানুসারে ও ব্যয়ে
হওয়াতে বাহারী রপ্তানীর জন্য পূর্বেক্ত
প্রবাদি কলিকাতাতে প্রেরণ করিবে
উহারিগের খাটিবে না। হাবড়া কিম্বা
কলিকাতার বন্দরে রপ্তানীর জন্য যে সকল
প্রব্য আনীত হইবে তাহার সম্পূর্ণ ডাড়া
দিতে হইবে

এজেন্সি ই, আই,

রেলওয়ে

১ নং নবেম্বর

১৮৯০

সিগিল ডিক্রেশন

সোমপ্রকাশ।

১০ ই অগ্রহায়ণ ১২৯০।

১১ এ কার্তিকের সোমপ্রকাশে নবী

নের উক্তিঃ “আমি যাই” বলিয়া
একটি কবিতা প্রেরিত হইতে প্রকাশিত
হয়। আমরাগের কোন কোন সহযোগী
সেটি উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু অপর
পত্রের নাম দিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা
এরূপ প্রমে কেন পণ্ডিত হইলেন আমরা
বুঝিতে পারিতেছি না।

—২২—

আমরা শুনিয়া হুঃখিত হইলাম যে
দীনবন্ধু বাবু পুত্র কন্যাদিগের জন্য কিছু
মাত্র সংস্থান করিয়া রাখিয়া যাইতে
পারেন নাই। এই সংবাদে আমরা
হুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। তিনি
নিজে যথেষ্ট বেতন পাইতেন এবং পুস্ত্র
কও যথেষ্ট বিক্রীত হইত। তথাপি
তিনি কিছু মাত্র সংস্থান করিতে পারেন
নাই, ইহার কারণ কি? তাঁহার স্বভাব
গত হইয়া কি তাঁহার পরিজ্ঞতার কাণ্ড?
অথবা অন্য কোন কারণ আছে? নোদন
কবিরব মাইকেলও এইরূপে পরিজ্ঞতার
চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া প্রাণ পবি
ভাগ করিয়াছেন। বারিটার উমেশচন্দ্র
বানজি'র মধুসূদনের পুত্র কন্যার উপায়
করিতেছেন দীনবন্ধু বাবুর বাস্তবতাও
একটি সভা করিয়া তাঁহার পুত্র বন্যা
বিগের উপায় করিবার চেষ্টা করুন।
দেশীয় সাহিত্যের গঠন বিষয়ে সাহায্য
করার জন্য যদি কেহ সাধারণের কৃতজ্ঞ
তার পাত্র হন দীনবন্ধু বাবু নিশ্চয় বঙ্গ-
বাসিনদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

—২৩—

পরবারে কেবল টাকার প্রাক্ক হইবে,
কোন ইট লাভ হইবে না। প্রত্যুত
অনিষ্ট ঘটিবে, রাজগণের মনে মনে
যে প্রকার পরস্পরাঙ্গার অতমান
আছে, পরবারে তদনুসরণ কাঁধ্য হইবে

না, সেই অন্ধিমানে আঘাত করা হইবে।
মতরাং তাঁহানিগের অনুরাগ না জন্মিয়া
বিরাগের উৎপত্তি হইবে, ইত্যাদি আপত্তি
করিয়া সোমপ্রকাশ দরবারের যখন প্রথম
স্থিতি হয়, ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিল;
কিন্তু তখন মহানুরাগ, কে কাহার কথা
শুনে। বরং তখন কেহ কেহ অকারণ
প্রতিবাদী বলিয়া সোমপ্রকাশের উপরে
বিরূপ হইয়াছিলেন। এখন ক্রমে অনুরাগ
কমিতেছে, এখন দেখিতেছি, কোন কোন
ব্যক্তির চৈতন্য হইতেছে। সে দিন
পায়োনিয়র দরবারের প্রতিবাদ করিয়া-
ছেন। এখন যদি প্রধান রাজপুরুষদিগের
চৈতন্য হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল হয়।
লর্ড নর্থক্রক যদি দরবার প্রথাটী উঠাইয়া
দেন, তাহা হইলে তাঁহার ভারতবর্ষের
অন্য অন্য হিতকর কার্যের মধ্যে ইহাও
পরিগণিত ও প্রশংসিত হইবে সন্দেহ
নাই।

ভাবী ভূর্ত্তিক নিবারণ জন্য কাশ্মীর সাহেবের
উদ্যোগ ।

ভাবী ভূর্ত্তিক সম্বন্ধে নানা জনে নানা
প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন, নানা
জনে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিলেন,
রপ্তানী বন্ধ করা, জ্রব্যাদির মূল্য স্থির
করিয়া দেওয়া, বিশেষ ভূর্ত্তিক-পীড়িত
প্রদেশে চাউল আমদানী করা, সময়ে অন্য
স্থান হইতে চাউল আনা ইয়া গোলাঘাত
করিয়া রাণা, প্রভৃতি অনেক অনেক পরা-
মর্শ দিলেন। লর্ড নর্থক্রক ব্যস্ত সমস্ত
হইয়া সিমলা হইতে রাজধানীতে আসিলেন
লোকের মনে আশার সঞ্চার হইল যে
এবার একটা কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধা-
রিত হইবে। কিন্তু লর্ড নর্থক্রক আসিয়া
যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে
প্রজাগণ বিশেষ আশ্বাসিত ও সন্তুষ্ট হয়
নাই। তিনি বলিয়াছেন, যে পারংপক্ষে
রপ্তানী বন্ধ কিম্বা জ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধা-

রণ করিবেন না। বাণিজ্যের স্বাধীনতা
তে হস্তক্ষেপ করা গর্হিত কার্য ও তাহার
অপকার অনেক জ্ঞান। আমরা বিলক্ষণ
বুদ্ধিতে পারি, কিন্তু বিপত্তিকালে সময়ান্ত-
রের নিয়ম সকলও লঙ্ঘন করিতে হয়,
তাহাও আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই
অসময়ে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজার
সপরিবারে অনাহারে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবার
এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা
এখনো কি পলিটিকাল ইকনমির একটা
মত লইয়া বসিয়া থাকা উচিত? গবর্নর
জেনারেল বলিয়াছেন যে হস্তক্ষেপ না
করিয়া যদি চলিতে পারে তাহা হইলে
তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। যদি না চলে
তাহা হইলে কি করিবেন? বোধ হয়
তখন হস্তক্ষেপ করিবেন, কিন্তু হস্তক্ষেপ
করিবার সময় আসিল কি না স্থির করিতে
করিতে এই ভূর্ত্তিক দেশের অসংখ্য দরিদ্র
প্রাণী নিশ্চয় অগ্নিকণ্ডে হাহাকার করিয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সাধারণ লোকেরা
পলিটিকাল ইকনমির মত বুঝে না, তাহার।
কেবল ক্ষুধার অগ্নি ও পিপাসার জল মাত্র
বুঝে। যদি দেখিতে পায় রাজার হস্ত অগ্রসর
হইয়া তাহানিগকে এই ছুইটা বোগাইতে-
ছে, তাহা হইলেই তাহারা আত্মনিত কিম্বা
কৃতজ্ঞ হইতে পারে, নতুবা গবর্নর জেনা-
রল সিমলা হইতে একদিনেই আত্মন আর
একঘণ্টাতেই আত্মন, বড় বড় মত প্রকাশই
করুন, আর মৌনীই থাকুন তাহাতে
তাহাদের হৃদয়ের সংশয় কিছুই নাই।

লর্ড নর্থক্রকের এই অভিপ্রায় প্রকা-
শিত হওয়াতে আপাততঃ কিছু হউক, না
হউক, বাজারে চাউলের মূল্য অত্যন্ত
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত কয়েক দিবস
কলিকাতাতে ভদ্র লোকদিগের আহা-
রোপযোগী চাউল, ৪ টাকা মণ বিক্রয়
হইতেছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছিলাম
ধর্মজ্ঞান-বিহীন লাভ-মাত্র-দর্শী ও অর্থ-

পিপাচ ব্যবসায়ীরা পশু-কৃচ্ছুর সময়
অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার। এই
উপলক্ষ করিয়া লাভের অবধি রাখিবে না।
শুনা গেল কলিকাতার বড় বড় বণিকেরা
সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ক্রয়
করিতেছেন। কিন্তু সে সকল বিশেষে
প্রেরণ না করিয়া এখানেই গোলাঘাত
করিতেছেন। চাউলের মূল্য দিন দিন
যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার। এখানেই
যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবেন।

এদিকে ত বাজার এইরূপ উষ্ণ হইয়া
উঠিতেছে, এদিকে লর্ড নর্থক্রক পুনরায়
রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় দরবার
করিতে গিয়াছেন, সেখান হইতে লক্ষৌ
নগরে গমন করিবার সঙ্কল্প আছে।

ইংলণ্ডের লোক আশঙ্কিত যুদ্ধ এবং কন-
সারবেট্ট ও রাডিক্যালদিগের বিবাহ
লইয়াই ব্যস্ত; আমাদের ছুই কর্তাও
বোধ হয় সেই তরঙ্গে ভাসিতেছেন;
মাস্ত্রাজ ও বোম্বাই দূরে বসিয়া আপন আপন
কার্য্য দেখিতেছেন, সকলেই নিজ নিজ
কার্য্যে ব্যস্ত, রাজ্যেশ্বর রাজা দরবার
করিতে গিয়াছেন, কেবল সার জর্জের
আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম। তিনি
সময় থাকিতে সাধারণ ধনাগার হইতে
কিকিৎ অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শুনিতে
পাওয়া যায় গবর্নর জেনারেল আপাততঃ
পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।
তাহার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে যাহাতে
অস্তুতঃ এদেশের সাধারণ লোকদিগের
প্রতিদিনের আহারোপযোগী সামান্য চাউল
রপ্তানী না হয় এরূপ আজ্ঞা দেওয়া উচিত,
কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এইরূপে
সকল পথ বন্ধ হইয়া তিনি যে পথ মুক্ত
পাইয়াছেন তাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি-
তেছেন। আমরা স্থানাভাবে তাঁহার ১৭ ই
নবেম্বরে প্রকাশিত কথার মর্ম উদ্ধৃত করিয়া
দিতে পারিলাম না, তাহা পাঠ করিলে

পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেন যে তিনি চেষ্টার অবশিষ্ট রাখিতেছেন না। তিনি ব্যবসায়ীদিগকে চুক্তিপত্রীভিত্তি প্রদেয় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জেল সমূহের সকলে চাউল খান্য প্রভৃতি লইয়া বাইরে উৎসাহিত করিবার জন্য রেলওয়ের ভাড়া অর্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন, সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ঘোষ শুণ পার ঘাটের ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়াছেন, যেখানে পারাপারের অভাব ছিল সেখানে সুবিধা করিবার জন্য আপনার অধীনস্থ কর্মচারিদিগকে আদেশ করিয়াছেন, কুঠীয়া হইতে রাজসাহীতে এবং অন্যান্য চুক্তিপত্রীভিত্তি স্থানে দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য কতকগুলি গিঁটার ও বোট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এত দ্রুত যদি কোন জমিদার, মৌলকর কিম্বা অন্য কোন মান্যগণ্য ব্যক্তি সেই সকল স্থানে পূর্বোক্ত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাঁহানিগকে গবর্ণমেন্ট হইতে ঋণ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার জন্য তাঁহাকে সকলে ধন্যবাদ করি।

লর্ড নর্থব্রুক যে নিতান্ত উদাসীনের মত কার্য করিতেছেন তাহাও নহে। তিনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারিদিগকে এবং সমস্ত ঋণাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য অশ্রু-রোধ করিয়াছেন। চুক্তিপত্রীভিত্তি প্রজাদিগের স্বাক্ষর জন্য এই সকল অর্থব্যয় করিবার লক্ষ্য আছে। আমরা স্থান থাকিলে তাঁহার কথাও উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু লেন্টেনেট গবর্ণরের শেষ প্রার্থনাটী কেন গ্রাহ্য করা হইল না আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

সাহসজ্ঞ কার্যে ল ও জেল।

জেল বিষয়ে সোমপ্রকাশে অনেকবার অনেক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। ডাক্তর মাউএটের সময় একবার কয়েকটি জেল তদারক করিবার তার পর্য্যন্ত আমরা

গের উপর অর্পিত হয়। আমরাও তদারক করিয়া আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি জেল সমূহের ডাইরেক্টর ছিল সাহেবের রিপোর্টের উপর লেন্টেনেট গবর্ণর যে অভিপ্রায় বিচারের জন্য পুনরায় এবিষয়ের প্রদর্শন করিতে হইতেছে।

অপরাধীদিগকে জেলে দেওয়া হয় কেন? বুদ্ধিমান মাজেই বলিবেন যে প্রশ্নের দুইটী মাত্র উত্তর সম্ভব। প্রথম অপর দুইজন ব্যক্তিদিগকে ভীত করিয়া সমাজকে নিরুপদ্রব করা, দ্বিতীয় কয়েদীকে সংশোধন করিয়া তাহার হস্ত হইতে সমাজের যে অপকারের সম্ভাবনা ছিল তাহা দূর করা। সমাজকে নিরুপদ্রব করা চরম লক্ষ্য। দুইদিগকে দমন করা ও অপরাধীর সংশোধন করা তাহার উপায়। কিন্তু এই দুইটীই জেলের শাসন প্রণালীর লক্ষ্য। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, এই দুইটীর মধ্যে কোনটী মুখ্য ও কোনটী গৌণ। কাম্বেল সাহেব বলেন প্রথমটী অর্থাৎ লোকদিগকে ভীত করা মুখ্য এবং কয়েদীর সংশোধন গৌণ। ডাক্তর মাউএট সাহেবের মতে অপরাধীকে সংশোধন করা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং দুইদমন করা গৌণ। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে কি দেখা আবশ্যিক? আমাদের দেয়া আবশ্যিক যে দুইটীর মধ্যে কোনটীতে অবহেলা করিলে লক্ষ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। সেই অনুসারে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় একজন কয়েদী যে রূপে দুষিত

হইয়া কারাগারে গিয়াছিল যদি সেই প্রকার অথবা তাহা অপেক্ষা বিকৃত প্রকৃতি লইয়া প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সে পুনরায় সমাজের উপদ্রবের

কারণ হয় এবং তাহার দৃষ্টান্তে আর জনজন দুই লোককে উৎসাহিত করে। বিশেষ কারাগারের মধ্যে শাসনের কি প্রণালী অবলম্বিত হয় তাহা কেহই দেখিতে যায় না। প্রত্যাগত কয়েদীদিগের মুখে ও কার্যে তাহার পরিচয় পায়। তাহার যদি জেল হইতে অসতৃ থাকিয়াই কিরিয়া আসে তাহারা কেবল একবার জেলের কষ্ট সহ হওয়াতে সাহসের সহিত অধিক পাপাচরণ করে এমন নহে, অপরও তাহার সাহস দেখিয়া মনে করে যে তবে বুকি জেলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং তাহারাও আর পাঁচজন লোক লইয়া জটলা আরম্ভ করে ও সমাজের অশেষ উপদ্রবের কারণ হইয়া উঠে। অতএব জেলে দিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও বিফল হইয়া যায়।

আমাদিগের বিবেচনায় অপরাধীর সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, অথচ দুইদিগের দমনের উপায়ও অবলম্বিত হওয়া উচিত। সংশোধনের পক্ষে আবশ্যিক কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই সংশোধনের তিনটি উপায় হইতে পারে। প্রথম, ধর্মবুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা দ্বিতীয়, যন্ত্রণা ও নিগ্রহের ভয় দ্বারা, তৃতীয় জীবন যাত্রা নির্বাহের হুলভ উপায় প্রদর্শন দ্বারা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ ধর্মবুদ্ধির উদ্রেক দ্বারা অপরাধীর সংশোধন কাম্বেল সাহেবের রাজ্যে উপহাসের কথা। বর্তমান জেল প্রণালী অনুসারে সে আশা চূরাশ। দ্বিতীয় উপায়টী প্রকৃত উপায় নহে, কারণ ইহাতে অসদনুষ্ঠান বহু থাকিতে পারে কিন্তু তাহার হুল পর্য্যন্ত সকল সময় তিরোহিত হয় না।

বিশেষ বাঁহাদের মনুষ্য প্রকৃতি বৃদ্ধি-
বার শক্তি আছে তাহারাই জানেন যে
নিষ্ঠুরতা ও দুর্জীবহারে অতি অল্প
সংখ্যক স্থলে অসদচরিত্র দমন হয়
কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই প্রকৃতিকে
আরও বিকৃত করিয়া ফেলে, কিন্তু
দুর্ভাগ্যক্রমে কাদেল সাহেবের মতে
বোধ হয় এই এক মাত্র উপায়। তৃতীয়
উপায়টী অবলম্বিত হইলে তৎক্ষণ কলি-
তে পারে। যদি কারাগারের মধ্যে জীব-
কানিকার্যোপযোগী কোন কার্য শিক্ষা
দেওয়া হয় এবং কয়েদীরা যদি দেখিতে
পায় যে তাহারাই সেই সকল কার্য
করিয়া জীবন নির্বাহ করিতে পারিত
এবং তাহা হইলে পরিবারের বিচ্ছেদের
রেশ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, তাড়না অপ-
মান এসকল সচা করিতে হইত না,
তাহা হইলে আপনাই হইতেই সংপথে
থাকিতে তাহাদের চেষ্টা হয়। বন্দী
দিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করান হয়
তাহাতে তত ক্রটি নাই কিন্তু মানি
টানা প্রভৃতি কার্যে সেই পরিশ্রম ব্যর্থ
না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি খলে ব্যাগ
কম্বল, সতরঞ্চ, মাচর, খোঁচা, চোরা প্র
ভৃতি প্রস্তুত করান, চুসরের কার্য শিক্ষা
দেওয়া, লোচার রেম প্রভৃতি চালিতে
শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কার্যে ব্যয় করে-
ন, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যতে
সহজে জীবন নির্বাহের উপায় করিয়া
দেওয়া হয়, এবং মজুরির ব্যয় না করি-
য়াও গবর্ণমেন্ট অনেকগুলি দ্রব্য
পাইতে পারেন। এই উপায়টী অব-
লম্বিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক।

বেনারস অফিসের বিভাগ

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এবিভাগের অপব্যয়ের দুই প্রধান

কারণ। এক, অকর্মণ্য ও অনাবশ্যক
কর্মচারি নিয়োগ, দ্বিতীয় চৌর্য। যে
কারণেও যেভাবে চুরী হয় তাহার নিবা-
রণের উপায়ই বা কি এই গুলি লেপ্টে-
নন্ট গবর্ণরের গোচর করা আজিকার এ
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ বিভাগে যে কতক
গুলি অস্বাস্থ্যশ্রী লোকব্যবহারান-
ভিজ্ঞ নূতন ত্রুটি আসিষ্টাণ্ট আছেন,
তাহারাই চৌর্যের উৎপত্তি স্থান।
পাঠকগণ কি এ লেখার এই অর্থ
বোধ করিতেছেন তাহারাই চুরী
করেন আমরা এই কথা কহিতেছি? তাহা
নয়। তাহাদিগের অনভিজ্ঞতা অপটুতা
অপদার্থতা হইতেই চৌর্য স্রোত নির্গত
হইতেছে এই কথা বলাই আমাদের
অভিপ্রের্ত। গবর্ণমেন্ট নিজে অহিকেনের
চাস করেন না। দাদন দিয়া তৎ কাদো
কৃষকদিগের উৎসাহদান ও প্রস্তুতিদান
করিয়া থাকেন। যে রূপে চুরী হয় রূপে
পাঠকগণ তাহা জ্ঞান করুন। কৃষক-
দিগের বাহার যেমন কমতা সে
তেননি দাদন লইয়া থাকে, কৃষকেরা
দাদন লইয়া টাকা উদরার সাহা করিল
অথবা চাস করিল তাহার অনুসন্ধানার্থ
উল্লিখিত আসিষ্টাণ্ট প্রকৃতি কর্ম
চারিগণ মকদ্দলে স্থান। কৃষকদিগের
সকলেই ভাল মানুষ নয়। তাহাদিগের
মধ্যে অনেক চুই লোক আছে। চুইয়া
যত বিদার দাদন লইয়া যায় প্রায়ই
তাহার অনুদার চাস করে না। তাহারাই
আসিষ্টাণ্টদিগকে পাইয়া বড় মন্তুষ্ট
হয়। আসিষ্টাণ্টেরা বাসক; তাহাদিগকে
ঠকান তাহাদিগের বড় কঠিন হয় না।
কয়েকজন ধূর্ত কৃষক বোগ করিয়া যে
সকল ক্ষেত্রে বাস্তবিক অহিকেনের বোজ
বপন করা হইয়াছে তাহাতেই তাহা-
দিগকে কলুর গরুর ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘুরা-
ইয়া লইয়া রেড়ার। তাহারাই বালুক,

অল্পেই প্রাপ্ত হইয়া পড়েন।
বিশেষতঃ বালকদিগের অল্পেই লো-
কের উপর বিশ্বাস হয়। পরি-
পকৃষ্টি বাস্তবিক যে ধূর্ততা সহজে
ধরিতে পারেন না বালক আসিষ্টাণ্টেরা
তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন?
যে ক্ষেতগুলি দেখিলেন তাহাতেই
তাহাদিগের এই বিশ্বাস জন্মিল, যে
বাস্তবিক ভূমি আবাদ করিবে বলিয়া
দাদন লইয়াছে সে সে অনুদার ভূমিতে
অহিকেনের চাস করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত
করিয়া তাহারাই তাবুতে কিরিয়া গে-
লেন। কৃষকেরা নিশ্চিত হইল। তাহা-
দিগের আত্মশুদ্ধির বড় সুবিধা হইয়া
রহিল। ইহার পরে তাহারাই অন্যান্য
বলিবে তাহারাই যত ভূমির দাদন লইয়া-
ছিল সে অনুদার চাস করিয়াছিল।
কিন্তু সকল ভূমিকে অহিকেন উৎপন্ন
হয় নাই। তাহারাই যে সকল ভূমিতে
চাস করিয়াছিল, আসিষ্টাণ্টেরা তা-
হার সাক্ষা, তাহারাই আর “না” বলিতে
পারেন না। কৃষকেরা সকলে নির্দোষ
হইল। গবর্ণমেন্ট বিলম্ব করিতে
হইলেন। কত টাকা পাথের ব্যয়
হইয়া গেল। দাদনের অনুদার
অনুদার ভূমিতে চাস করিলে গবর্ণ-
মেন্টের কত ক্ষতি হইত, এক আসি-
ষ্টাণ্টের বোঝে সে অনুদার নষ্ট হইয়া
গেল।

এই তখন কে. হ. ডি. তাহার
পর যে আর এক চুরী আ. হ. তাহাও
সতরাতির বালক আসিষ্টাণ্টদিগের
শোণে মটরা থাকে। তাহা এই, বর্ধন
অহিকেন ওজন চুর, মুজুরিরা একটী
আসিষ্টাণ্টেরা একটী দিগাব রাখেন।
আসিষ্টাণ্টেরা যদি উত্তর দিগাবের ঠিক
দিয়া মোট করিয়া দেন এবং আপনা-
দিগের নাম আঁকর করেন, চুরী বন্ধ

হইতে পারে কিন্তু আসিস্ট্যান্টদিগের ঠিক দিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা আপনাদিগের হাতের কাগজ বিনা ঠিকে ছাড়িয়া দেন। এ অবস্থার ১১ মণের স্থানে ১ মণ ও ১০ মণের স্থানে ১ মণ করা কঠিন হয় না। এই কারণেই সম্প্রতি ১৪০০০ টাকা চুরী হইয়া গিয়াছে।

অহিফেন ডিপার্টমেন্টের সমুদায় কার্য উর্দ্ধুতে সম্পাদিত হয়। ইহা চৌধুরীর আর এক কারণ। ইউরোপীয় কর্মচারিরা ভাণ করেন উর্দ্ধু ভাষা জানেন পরীক্ষাও দিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যা যত হয়, চুরীই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাহারা উর্দ্ধু কিছুই বুঝেন না। কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান আছে।

পীড়ার নিদান নির্ণীত হইলে ঐহিক আবিষ্কৃত্য চক্র হইয়া যায় না। উপরে চুরীর যে কারণগুলি নির্দিষ্ট হইল তাহা উন্মূলিত হইলে যে চুরী সহজে উন্মূলিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। গবর্ণমেন্ট ইউরোপীয় প্রতিপালন বৃত্ত পরিত্যাগ করুন এবং অফিস হইতে এককালে উর্দ্ধুর সম্পর্ক উঠাইয়া দিন। উত্তর পশ্চিমাকলের চলিত ভাষা হিন্দী। যে কৃষকদিগকে গইয়া অহিফেন ডিপার্টমেন্টের অধিক সংস্কৃত, তাহারা উর্দ্ধু জানে না, হিন্দীতে কথা বার্তা কহিয়া থাকে। অতএব উর্দ্ধু রহিত করিয়া হিন্দী ও ইংরাজীতে কার্য সম্পাদনের নিয়ম করা হউক। আর এই নিয়ম করা হউক ঐহারা ইংরাজী ও হিন্দী জানেন ও নানা কার্য করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাহারাই অহিফেন ডিপার্টমেন্টে নিয়োজিত হইবেন। নিয়োগ কালে বর্ণ ও জাতিভেদ করা যেন না হয়। রঙের সঙ্গে কি গুণের কোন সম্পর্ক আছে? কৃষ্ণবর্ণ কি গুণের

কালিমা সম্পাদন করে। বাহারী রঙ কাল, তাহার উৎকৃষ্ট ও বিকৃত গুণ জন্মে না এরূপ কি কোন কার্য কারণ ভাব আছে? অন্য কোন ডিপার্টমেন্টে ইউরোপীয় কর্মচারি নিয়োগের এক চেষ্টা নাই, এখানে সে এক চেষ্টা কেন? এটা কি লক্ষ্য হইতেছে না? অহিফেন এক চেষ্টা বলিয়া কি এখানেও ইউরোপীয় কর্মচারিনিয়োগের এক চেষ্টা? জাতি ও বর্ণভেদ না করিয়া সকলকে সমান রূপে কর্ম দেওয়া হইবে বলিয়া ইংলণ্ডের যেরূপ পত্র প্রচার করেন, তাহাতে কি “অহিফেন ডিপার্টমেন্ট বাদে” এইরূপ লেখা ছিল? এক চেষ্টার ফল কখন উপাদেয় হয় না। গবর্ণমেন্ট অহিফেন ডিপার্টমেন্টে একমাত্র ইউরোপীয় আসিস্ট্যান্ট নিয়োগের এক চেষ্টা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তথাপি কি চৈতন্য হইবে না? আসিস্ট্যান্টদিগের দুই তিন শত টাকা বেতন। এই বেতনে কি সুশিক্ষিত বিশ্বাসভাজন বহুদর্শী কর্ম দক্ষ এদেশীয় পাওয়া যায় না? তাহাদিগের হস্তে কার্য ভার সমর্পিত হইলে কি গবর্ণমেন্টের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? সুশিক্ষিত উপযুক্ত এ দেশীয়েরা কি বড় বড় রাজকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছেন না? উপযুক্ত এদেশীয়েরা কি কাশ্মীর প্রকৃতি মিত্র রাজগণের কার্য ধুরন্ধর হইয়া লক প্রতীত হইতেছেন না? তাহাদিগের হইতে সেই সেই রাজ্যের কি উন্নতি লাভ হইতেছে না? তৎসদৃশ কর্মঠ এদেশীয়েরা অহিফেন ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ হইলে কি এ বিভাগের ঐরূপ সবিশেষ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই? উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেন্ট যদি লাভবান হইবার ইচ্ছা

করেন, পক্ষপাত দোষের পরিহার বাসনা করেন, ইংলণ্ডের যেরূপ পত্রের অমুসারে কাজ করিবার অভিলান করেন, ইউরোপীয় ও এদেশীয় ভেদ না করিয়া উপযুক্ত বিশ্বাসপাত্র বহুদর্শী লোক দেখিয়া আসিস্ট্যান্ট ও অন্য অন্য পদে মিস্ত্র করুন।

আরও একটা বিষয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের গোচর করা আবশ্যক হইল। পূর্বে গমস্তাদিগকে কমিসন দিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে তাহারা উৎসাহিত হইয়া অধিক সংখ্য কেবলে অহিফেন চাগ করাইত। এখন আর কমিসন দিবার প্রথা নাই, অহিফেনের চাগ কমিয়া গিয়াছে। ভূমির পূর্বের মায়ার উন্নয়ন নাই এই নিমিত্ত চাগ কমিয়াছে এই কথা যাহারা গবর্ণমেন্টকে বুঝাইয়া দেন তাহারা নিজে কিছু বুঝেন না। উত্তর পশ্চিমাকলের কৃষকেরা বেকার পরিশ্রম করে, কেবলে যে প্রকার গার দেয় তাহাতে ভূমির উন্নয়ন গুণের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। ভূমি প্রতি বৎসরই নতুন হইয়া উঠে। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেন্ট জাস্তদিগের বাক্যে মোহিত না হইয়া পুনরায় কমিসন দিবার ব্যবস্থা করুন।

পরিশেষে কাবুল সাহেবকে আর একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। অহিফেন বিভাগে অনেক পাক জমিয়াছে। এ পক্ষের উদ্ধার করা সুসাধ্য নয়, তিনি যদি পরিশ্রম করেন ও মনোযোগ দেন, তবেই যদি কিছু হয়। কর্তব্যের অমুরোধে তাহার মনোযোগ দেওয়াও উচিত। এ বিভাগের পক্ষোদ্ধার করিতে পারিলে গবর্ণমেন্টেরও বিলক্ষণ আয় বৃদ্ধি হইবে, তিনিও অক্ষয় কীর্তিভাজন হইবেন।

গত শনিবার রাজিতে আমাদের ছাপাখানা বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রস্তুত করা প্রস্তাব সংবাদ প্রত্টি সমুদায় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে আমরা যে এখানে সোমপ্রকাশ বাহির করিতে পারিব সে আশা ছিল না। সেই কারণেই এবারে কিছু বিলম্ব হইল এবং এক ফরমা কম প্রকাশ করিতে হইল, সমুদয় গ্রাহকগণ মার্জনা করিবেন।

বিবিসংবাদ।

৩রা অগ্রহারণ সোমবার।

অন্য আমরা আর একটি পেচবীর সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। কলিকাতা বিবলার বাবু কানীপ্রসাদ ঘোষ সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহার ঐশ্বর্য ৭০ বৎসর বয়স্ক হইয়াছিল। ইংরাজিতে ইনি সুন্দর পত্র লিখিতে পারিতেন। এইজন্য ইনি সচরাচর “ইণ্ডিয়ান বাড” নামে অভিহিত হইতেন। ইনি অতি সমাধাণী ও মিষ্টভাবী ছিলেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫০৬ জন প্রবেশিকা এবং ৫৩৭ জন প্রথম পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি যুধিষ্ঠির একটি পাটের কলে চারিটা মজুরের মৃত্যু হয়। কলের অধ্যক্ষগণ বাটীজীব জালষণ সংস্থার মা করাতের উহারের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া উহার বিচারার্থে আদালতে লিখ দেন। উহার অংশ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আমাদের ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে রাজ্য হইতে পঙ্গু আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে রাজ্যে এতদূর পঙ্গু ভবিষ্যছে মূল্য কমিয়াছে কিন্তু রাজ্য ট.ই.বস লিখিয়াছেন, শস্যের মূল্য শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস হইতেছে, শীঘ্র হ্রাস না হইলে আরও হ্রাস হইবে। অতএব এখানকার শস্যের প্রকৃত অবস্থা না দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রার্থিত পঙ্গু প্রেরণ কর্তব্য হয় না। শস্যের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ যত হইত না হইত এক দুর্ভিক্ষের ভয়কে চাউলের মূল্য স্থানে স্থানে অসম্ভব হ্রাস হইতেছে।

৪ঠা অগ্রহারণ মঙ্গলবার।

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় লাহোরে দুই কম্প হইয়া গিয়াছে।

পিরমির রাজ্য হইতে টেনিস গ্রাম পাইয়াছেন, তথ্য এক টেট টেনিস গ্রাম অধীনস্থ একজন কর্মচারীকে অক্রমণ করিয়া ছিলেন বলিয়া উহার ১০০ টাকা জরিমানা ও মকদ্দমার খরচ অরূপ ২০০ টাকা দিতে হইয়াছে। এমন দুই একটি মকদ্দমার কথা শুনিলে আমাদের অজ্ঞান হয়।

বোম্বাই গেজেট জনগণের জানিয়াছেন যে ই রাজ্য ও কলিকাতা এই তিন প্রেসিডেন্সির ভিতর প্রথম মজুর সেমাদাক এবং তিন জন এজেন্টের পর উঠাইয়া সমুদায় সেমাদাকের কর্তৃত্ব ভার ইংলণ্ডীয় প্রধানমন্ত্র সেমাদাকের হস্তে দিবার কথা হইতেছে। ইংলি সমান ইহাতে বলিয়াছেন এক্ষণ বার সংক্ষেপ বুঝির কাজ নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এক্ষণ বার সংক্ষেপ করিলে বিলম্ব বুঝির কাজ হইবে। এক্ষণে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, এক দিনের মধ্যে যুদ্ধাদি উপস্থিত হইতে পারে না, অর্থাৎ এই অসম্ভবতার সময়ে এই তিনটি পর উঠাইয়া নিলে অনেক অর্থও বাঁচবে, কার্যেরও কোম বাধিত হইবে না, ইংলণ্ডীয় সেমাদাকের এবং এই তিন প্রেসিডেন্সির অধ্যক্ষ নিযুক্ত নৈমিত্তিক পুস্তকের দ্বারা বিলম্ব কার্য চলিবে। আলি কলি বেঙ্গল সুবিধা হইয়াছে তাহাতে প্রয়োজন হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে লোক আনিয়া আমরা সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারি।

সরিসার বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, মহা রাণী স্বামিনী উহারের স্থলে ১৫ টাকা দান করিয়াছেন।

৫ই অগ্রহারণ বুধবার।

কেও অব ইতিয়া বলেন জন, ইর অনাধর জমীদার বাই.ও. সি. মুখোপাধ্যায় তাহাৎ এত বিগের চারি বাস চলে একটা চাউল জের করিয়াছেন। তিনি এই চাউল লাভ না রাখিয়া প্রকৃত বিগকে বিক্রয় করিবেন। অধ্যক্ষ জমীদারেরাও এই দুটোয়ের অনুসরণ কর্তব্য। যাহাঙ্গিরের টাকার সুবিধা নাই, গবর্ণমেণ্ট এমিসিত তাহা বিগকে টাকা কর্তব্য দিতেও প্রস্তুত আছেন।

দীলগিরি করিয়ারের একজন সংবাদ দাতা

লিখিয়াছেন, সম্প্রতি দুইবার হাকারে একটি প্রিগকে কুতে পথে। উহার চিহ্নিতনাই একজন ডাক্তার আনা হয়, ডাক্তার নিজে কিছু করতে না পারিয়া দ্রুত ডাক্তারের জন্য কলিকাতা প্রিগকে আনা করিতে বলেন। তখন ডাক্তার সেই মত, পরিশেষে উহার দুই অঙ্গে অন্য একজন উপাধ না পাইয়া কুতের বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জীলোকটিকে একটি দুই মধ্যে কত করিয়া এমনি গুরুতররূপে আহত করিল, যে পরদিন আত্মকোলেই উহার মৃত্যু হইল।

প্রথম দশে এই রীতি আছে; চন্দ্র গ্রহের সময় রক্তের কতকগুলি পত্র কিম্বা শাখা রাখিয়া দিয়া, গ্রহের শেষ হইয়া গেলে সেই পাতা কিম্বা শাখাগুলি কাটিয়া ফেলে। উহারের সংস্কার এই, এই পত্র দ্বারা পীড়া আরোগ্য হয়। কোম কোন পীড়ার পক্ষে ভিত্তি পত্র বিশেষ উপকারী হয়। এবেশে জীলোকটির গুরুতর এই সংস্কার আছে, গ্রহের সময় কোন একটি পাতা তুলিয়া রাখিলে উহার পীড়া আরোগ্য হয়।

চীন ভাষায় করাসী প্রসীদ মুক্তের এক খানি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। উহা ১৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৬ই অগ্রহারণ বৃহস্পতিবার।

আগামী ২৯ই মার্চের শনিবার বঙ্গদেশীয় বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইবে।

বুধদেব, প্রসাদ ঘোষ জগদীশ্বর মণ্ডল এবং হার্ডার ডেট অ.ম.ল.ভের সভ্য হইয়াছেন। পিরমির বলেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণ বর্ষগবর্ণমেণ্টের যে আভিযুক্ত বার চইবে তাহার সংকুলমর্ষ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ই লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন।

ডা.ম্পারস সাহেব পুনর গবর্ণমেণ্টীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ও বাকের গ্রহণ করিয়াছেন, নাভেল সাহেব পুনর অগ্র সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া মুখিত হইয়া যে উত্তর পাড়ার কর্মদার বাবু ভবক মুখোপাধ্যায় পীড়িত হইয়াছেন। উহার পীড়ার অবস্থা যেহেতু তাহাতে সকলে চিন্তিত হইয়াছেন।

গত সোমবার শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাত্র (ইনি বঙ্গদেশের একজন জমীদারের পুত্র, লালবাড়ীর শিবুহুডেলে থাকিতেন) হাইড্রো এমিড

১০ ই নবেম্বর এক ব্যক্তি ভাঙ্গলপুরের অন্তর্গত রাকপুর হইতে ইংলিসমানে গিবিয়াছেন, অন্যদ্বারে লোকের দৃষ্টি হইতেছে। বাহ্যিকের চাউল আছে তাহার উহা বিক্রয় করিতেছেন। যদিও বা কোথাও কিছু কিসিতে পাওয়া যায়, তাহারাজি প্রতিদিন খাটিকা খায় তাহারাজি কাজ পাইতেছে না। বলিয়া উপার্জনের পথ বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারাজি তাহাও কিনিয়া খাইতে পারিতেছে না।

বাঁকিপুরে চাউলের দ্রুত অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে কিন্তু তথায় এখনও প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল মজুত আছে। প্রকৃত অর্থাৎ না হইলেও এ সময় মহাজন নেহা যে ইচ্ছা পূর্বক দ্রুত হ্রাস করিতেছেন এটি তাহার প্রমাণ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ই নবেম্বর। কিউবাতে যে সকল হত্যা করা হয় সেক্রেটারি কিপ তাহার বোঝতর প্রতিবাদ করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। স্পেন এই উত্তর দিয়াছেন, তিনি তাহার দায়িত্বা বুঝেন এবং এই হত্যার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেন।

বেজিনের বিচার কালে কর্ণেল স্টেফেল আবার লতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ৩ মাস কারাবাদ হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ই নবেম্বর। ইংরাজেরা এলসিনাতে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আশান্ধিবিগকে পরাস্ত করেন। এটি পল্লী জ্বালাইয়া দিয়া আশান্ধিবিগের শিবির তধকরেন। ২০ জন ইংরাজ আরত হয়, বাটেবিয়াতে এখনও গুল্যটিটার প্রাচুর্য্য রহিয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই নবেম্বর। ১১ই অক্টোবর সর গাণ্টে উলস্টি আসাটি বিগের পক্ষাৎ ব্যবধান ঘন।

কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৪ এবং বোম্বাই হইতে ২৭ই অক্টোবর বাজা করে অন্য উহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ই নবেম্বর। লর্ড বেরের বক্তব্বের চুক্তিক নিধারণের সাহায্যার্থ একটী কণ্ডের উদ্যোগ করিতেছেন।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

জিউয়েপট্র বোব। বাকইপুর। যিনি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি যথাস্থানে দিখিয়াছেন লর্ড ইউলিক ব্রাউন রিপোর্ট করিবার সময় রাজেন্দ্র বাহুর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকেন সে অপরাধ ত পয়ের নয়। লর্ড ইউলিক ব্রাউন পূর্বে রাজেন্দ্র

বাহুর প্রাণসো করিলেন রিপোর্টে তাহার নাম উল্লেখ কেন করিলেন না তাহা আমরা জানি না। রাজেন্দ্র বাহুর কীর্তিকলাপের বিবরণ অনেক বার অনেকপত্র প্রকাশ হইয়াছে এবং সোমপ্রকাশেও কয়েকবার প্রকাশ হইয়াছে, সেই জন্য আর এবিষয়ে স্থান দেওয়া অস্বস্তিক বোধ হওয়াতে আমরা আপনার পত্র যদি সূত্রিত করিলাম না। বিশেষ জমিদারিগণের সংস্কারের যোগ্য বিবরণ আমরা কিছু মৌনী—কারণ অনেক স্থানে জানা গিয়াছে যে প্রজাবাদের শোভিত শোষণ করিয়া এই সকল সংস্কারের অস্বস্তিক হয়। সেই সকল জমিদার আমদের প্রাণসার পাত্র হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের আন্তরিক দৃষ্টি ও অজ্ঞতার পাত্র।

ছাখিনী বিজ্ঞানজিনী। আপনার পত্রখানি পড়িয়া চমকিত হইলাম। পাছে আপনার অনেক কথা কয়টি লইয়া লোকে হাস্য পরিহাস করে এই জন্য ছাপা গেল না। আপনার ঠিক নাম ও ঠিক ঠিকানা জানিলে আমরা আপনার সাহায্যের জন্য বিশেষ উপায় করিতে পারিতাম। আমাদের নিকট গোপনে নাম ও ঠিকানা পাঠাইলে প্রকাশ হইবে না। বিবহাবিবাহ পারসিদ্ধ ও সেইগর্ভে সন্তান জন্মিলে সে আত্ম তর্পণে অধিকারী হয়। কিন্তু আমাদের এই পরামর্শ, আপনি অপরিপক্বমতি অতএব বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন।

বীরশিখল হইতে একজন লিখিয়া

ছেন:—

এক আশা ছিল, আশু ধান্য হইলে কটের কিছু লাভ হইবে, কিন্তু তাগো তাহাও ঘটে নাই একারণ একপে কৃষকগণের ক্রোধের এক শেষ হইতেছে। মজুরী বাতীত জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই, তাও সকলকার অদৃষ্টে সহ দিন ছুটিয়া উঠে না। তদ্ব্যতীত কতকগুলির শরীর এ প্রকার অস্বাভাবিক যে কোন প্রকারেই প্রমদান কার্য্যে নিমুক্ত হইতে পারে না; এদিকে যথেষ্ট একটী তত্ত্বল কথা মাত্র সফল নাই। একজন অনেক দিন সেই হতভাগ্য দিগকে অন্যায়ীরা আহু-কুলের উপর নির্ভর করিয়া ছাড়ে ছাড়ে কিরিতে হয়, যদি কোন পুণ্যাত্মা দয়া করিয়া কিছু কর্তব্য প্রদান করিলেন তবেই তাহার তাগ্য প্রসন্ন নহে। জনশ্রমে অধোবহনে দিন বাপন করিতে হয়। টাকা প্রাপ্ত হইলে ও নিকটবর্তী কোন গ্রামে ধান্য বা তত্ত্বল ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

আমাদিগের বর্জমানস্থ সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন:—

১। যে চাউল গত বৈশাখ মাসে ৩২ সেরের

বিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল, এবং গত পূর্ব মধ্যাহ্নে যে চাউল ২১২২ সেরের কথা আমরা দিখিয়াছিলাম সেই চাউল একপে ১৭ সেরের বিসাবে বিক্রয় হইতেছে।

২। সম্প্রতি কোয়র মিহাসী জিন্দুক বাহু ক্ষেত্রনাথ বহু এখানকার দ্বিতীয় সর্ব মূল্যক হইয়া আসিয়াছেন, শুনিলাম ইনি নাকি কতবিদ্যা ও অমারিত লোক। যাহা হউক ইহার বিচার প্রণালী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

৩। অত্যা মহারাজার, লক্ষ্মীজনার্দন সর্ব মঙ্গলা প্রকৃতি ঠাকুর বাড়ীতে প্রায় ৩৪ শত কাপালী প্রত্যাহ মধ্যাহ্ন কালে আহার করিয়া থাকে, গত কয়েক সপ্তাহ অবধি কিছু বেশী কাপালির আম দানী বেধা যাইতেছে, ইতি চুক্তিক হইবার পূর্ব-লক্ষণ।

৪। বাহাসতের জিন্দুক বাহু মহেন্দ্রলাল দত্তা মহোদয় এখানে ঘোষিপাখী হতে ডিকিৎসা করিতেছেন। যে সকল জীর্ণ জ্বর ও ম্লীহাজাত ব্যক্তিগণকে অত্রতা বড় বড় এলোপাথীক ডাক্তারেরা ছাড়িয়া দিয়াছেন মহেন্দ্র বাহু তদ্ব্যতীত কতকগুলিকে একেবারেই পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া লোকের অজ্ঞান্য হইতেছেন। বর্জমানের অনেক সন্তান ব্যক্তি ইহার ডিকিৎসা প্রণালী বর্ণন করিয়া চমৎকৃত ও আশ্চর্য্যবিত হইয়াছেন। ইনি অনেক ছুঃখী রোগীকে বিনা বর্ণনীতে (ডিকিটে) বেথিয়া থাকেন, এবং স্থল বিশেষে নিজ হইতেও ঔষধ প্রদান করেন। ফলে মহেন্দ্র বাহু এতদ্ভুক্ত সাধারণের কৃতজ্ঞতা ও ছুঃখী অনাথ পীড়িতগণের মঙ্গল আশীর্ষ্যের ভাজন হইতেছেন, যলা বাহুল্য মাত্র। আমরা ভরসা করি মহেন্দ্র বাহু এখানে কিছুদিন অবস্থান করিবেন।

৫। আমরা নিত্য শোক সন্তপ্ত হইতে প্রকাশ করিতেছি, বীণবেড়িয়া মিহাসী, মহারাজার বিদ্যালয়ের ম্যানেজার এবং মহাকারত সেরেতার অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাপদ বিবিধ-পাত্র-বিশারদ শ্যামাচরণ তত্ত্ববানীশ মহোদয় ইহ লোক হইতে অবলম্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তে মহারাজ নিত্য চমকিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ কি? মহারাজ বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া মহাকারত হাকলা তাহার অস্থাবরিত করিতেছিলেন, স্বর্গীর মহাজ্ঞা দানীপ্রসন্ন সিংহের মহাকারত অপেক্ষা আমার মহাকারত উৎকৃষ্ট হইবে এটি মহারাজের বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতা সেই ইচ্ছা সফল হই উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। যাহা হউক তত্ত্ববানীশ মহোদয়ের দৃষ্টান্তে মহাকারত

সেত্রেণা কতিপয় হইলেন বলা বিক্রিম্যতঃ। মহারাজসুলভনী অঙ্গুষ্ঠক পণ্ডিতকে উক্ত সূত্র মহাজ্ঞান পর জ্ঞান করিয়া তাঁহার আসনের অধঃস্থান না করেন ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

৩। অত্রত্য কোন ইউরোপীয় গবর্নমেন্টে কর্তৃপক্ষীয় কর্তব্যবাহকের কথা আমরা বহুদিন জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। আমরা তাঁহাকে বহুভাবে সাবধানে করিয়া দিতেছি। তিনি যদি অতঃপরও স্বীয় স্বভাব পরিচয় না করেন, তবে আমরা তাঁহাকে অত্যা সাধারণের নিকট হাজির করিতে বাধ্য হইব।

৭। আমরা আশঙ্কিত হইয়া প্রকাশ্যে কতিপয় আমাদের বর্জমানাধিপতি রাজাবিগ্ন মহারাজ মহাত্মাচরণ সাহস্রত্ব এ বৎসরে মেলোয়া সংক্রান্ত ভিসপেনসারিতে আর দশ সত্তর টাকা চাঁদা দিয়াছেন, ইতি পূর্বে পঞ্চদশ সত্তর টাকা দিয়াছিলেন, এতদা বাক্যলার লেপনেষ্ট গবর্নর প্রিন্স সার জর্জ কামেল মহোদয় তাঁহাকে অত্যা হন্যাবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি মহারাজ বতই মুক্ত হইবেন ততই বেশের মঙ্গল ও তাঁহার কার্যবা যতাবের অপব্যয় সুদীক্ষিত হইবে।

২৭শে কার্তিক :

১৯২০।

আমাদের বীরত্বমুহু সংবাদসত্য

লিখিয়াছেন:—

১। বন্যারী আমাদের অতি সন্নিহানে মল-মুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। তথায় কবিজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক। সংগতিপন্ন লোক নাই বলিলেই হয়। সেখানে প্রকৃত ভূর্তিক আরম্ভ হইয়াছে। শুনিলাম কয়েকটি পরিবারের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। এক খেলাও উৎসর্গিত করিয়া তাহার আহার করিতে পাইতেছে না। এই ঘটনায় কতদূর সত্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চারি মনো হর সংবাদ লন, এই আমাদের প্রার্থনা।

২। শুনিলাম, কীর্ত্তার স্কুলের অবস্থা ক্রমেই ভয়ানক রূপে মন্দ হইতেছে। ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগকে সন্নিহান হইতে হইয়াছে। প্রেক্ষাপদ শিবচন্দ্র বাবু দ্বারা সংগ্রহের নানা চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ফলকর্য হইতে পারিলেন না। শুনিলাম তিনি এখন হতাশ হইয়া আর দূর জমিদারি বিসর্জন দিতে হইবে এই চিন্তায়

কাতর আছেন। স্কুলে বালকদের হের বেতন আবার প্রথা নাই বলিলেই হয়। প্রথম জেবীর কয়েকটি ছাত্রকে (বিশেষী হইলে) আহার বিহার ব্যবস্থা আছে। এ সকল সুবিধা সম্বন্ধে শোভা জ্বর এ স্কুলটির মহা অধ্যাপক হইয়াছে কর্তৃপক্ষ মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ এই অবস্থাতেই স্কুলটি অধ্যাহত রাখিয়া দেন।

৩। এই ভূর্তিকের সময় যেতমপুরের প্র-সিদ্ধ ভবিষ্যৎ রামচন্দ্রন বাবুর দ্বিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে। রামচন্দ্রন বাবু বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। তিনি আজি কালি বীরত্বের প্রথম ভবিষ্যৎ মনো পরিগণিত। সেখিলাম বিস্তারিত এমিশনের সাহেবের রিপোর্টের মতো তাঁহারই কেবল নাম প্রবেশিত করিয়া যেতম হইয়াছে। বীরত্বের মতো তিনিই যে কেবল উদ্যোগ-শীল এটি কমিশনের সাহেবের বারগা হইয়াছে। তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই তিনি যে উক্ত গৌরব পাইয়াছেন, তাহার অগ্রসর কাজ করিতে প্ররত হউন। কাজ দেখাইবার সময়ও উপস্থিত। বীরত্বের অনেক ক্রমেই এখনই হইতে ভূর্তিক দেখা দিয়াছে। সর্বত্রেরই উত্তর লোকের হার পর নাই প্রশংসা হইয়াছে। ভূর্তিক আশ্রয় অনেকেরই কাজ বন্ধ রাখিয়াছেন। সুতরাং তাহারের কর্তৃপক্ষ উত্তীর্ণ হইবে না। এ সময় স্থানে স্থানে তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। মনো-মনো একটী অগ্রসর গুলিয়া দিলেন। ফল কথা তাঁহার নিকট আমাদের অনেক আশা আছে। এ পর্যন্ত তিনি বীরত্বের কোন স্থায়ী উপকার করেন নাই। এ সময়ে কার্য শেষে অবতরণ করিয়া অমর কীর্ত্তি স্থাপন করেন ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ। রাইপুরের ভূমি প্রমোদের দিকে যেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি নিশ্চিত হয়।

• আমাদিগের ভ্রমণকারী সংবাদসত্য লিখিয়াছেন:—

১। আজ কাল বেশের তাবত সময়ই হও হও জাত হইতেছেন, এখার সহস্র চেষ্টা করিলেও ভূর্তিক বিহার সম্বন্ধে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এ প্রবেশে শস্যাবির অবস্থা দুই সপ্তাহই অধর শোভিত শুভ হইতেছে। এমন সময় আবার জ্বর খেলায় মহা দুঃখায় পড়িয়া গিয়াছে। অত্রত্য রাস মেলায়, শুনিলাম এক জন জ্বরির অধ্যক্ষ বিগের নিকট হইতে ১৫০ টাকা ঋণনা দিয়া খেলা করিবার আবেশ লইয়াছে। আমরা শুনিতেছি আর এক জন আরও কিছু অধিক দিতে স্বীকৃত

হইয়া খেলা করিবার প্রার্থনা করিতেছে, তাহাতে অধ্যক্ষগণের মত এপর্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। জ্বরখেলার যে লোকের সর্বনাশ হয় তাহা তাহাকেও বোধ হইবে। দুবাইয়া দিতে হইবেক না এবং তদ্বিহারের নিমিত্ত গবর্নমেন্ট হইতে যে কতকগুলি নিয়ম পাশ হইয়াছে, তাহাও সাধারণে অজ্ঞাত নহে। বিশেষ এই ভয়ানক সময়ে এ খেলায় যে সাধারণের কত দুঃখ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। আমরা আরও শুনিয়াছি উপরিউক্ত মেলায় নিয়োজিত শাস্ত্রিক পুনিশ উক্ত খেলার বিষয় সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়াও কিছু করিতেছেন না। মেলার পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় এক মাস কাল চলিতে থাকে। পূর্বেই আমরা গবর্নমেন্টের গোচর জন্য প্রকাশ করিতেছি, সাধারণের কষ্ট হইবে তত্ক্ষণাত্ আমরা সেই বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। বস্তুতঃ আমরা আজ কাল জ্বর খেলায় গোচর্য এবং পুনিশের তাহাতে সম্পূর্ণ যোগ সকল দিকেই শুনিতে ও বেনি কোন স্থল বেধিতেও পাইতেছি। সেদিন রাসসাহীর অন্তর্গত লালপুর দুখপাড়ার মেলান্তেও আমরা ঐ সময় প্রত্যক্ষ করিয়া নিত্য ভ্রমিত হইয়াছি।

২। আমরা শুনিয়া ভ্রমিত হইলাম, অত্রত্য স্ট্যাম্প ব্যাণ্ডার স্ট্যাম্প বিক্রিতে অবস্থা পরস্য লাভ করিতেছে। বাতারে প্রকাশ যে উক্ত ব্যাণ্ডার দুই আনা মূল্যের স্ট্যাম্প দশ পরস্য, চারি আনার স্ট্যাম্প পাঁচ আনা, এক টাকার স্ট্যাম্প এক টাকা দুই আনার বিক্রয় করিয়া সাধারণের পীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। আবার শুনিলাম যে ব্যক্তি উপরি পরস্য দিতে অস্বীকার করে, তাহার অকৃষ্টে স্ট্যাম্প নিলে না। সুইটজার মাস্ট্রেট সাহেব কি করেন। তাঁহার চক্ষুকামীল কি কষ্টের হইয়াছে।

গত ৭ই কার্তিক গোবামী দুর্গাপুরের সন্নিহিত মাগুরা পল্লিতে একেবারে তিন চারি বাড়ীতে ৭ টী সিঁধ হইয়া প্রত্যেকেরই সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। পুনিশ আসিয়া তদারক করিয়া বহুদানে প্রস্থান করিয়াছেন। পুনিশের তদারক বাহা হইয়াছে এবং পরে বাহা হইবে তাহা অতঃপরেই বুঝিয়া লইবেন। রাত্রের কথা দুই খাঁজ, হিমেও বিশেষ সাধন তির এদেশীয় পুনিশ কিবা চৌকিয়ারদিগের বর্শন পাওয়া নিত্য অসম্ভব। সুতরাং বিনে না হইয়া এক ভাবে কেবল মাত্র চারি বাড়ীতে ৭ টী সিঁধ হইয়া চুরি হওয়াই আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে।

সত ২৩। গবেষণা আয়তন বিশেষ কোন কার্যাবলিতে সুসংগঠিত। ইহা হইতে লকটোরোগে হালনা পর্যন্ত আসিয়া অবতীর্ণ হই। এই তারিখে পূর্ববঙ্গালা রেল-ওয়ে কোম্পানির একজনে যে কংক্রিট প্রজেক্ট সাহেব ইউ ট্রেণে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তজ্জাচ আরোহিণীগের কটোর সীমা ছিল না অর্থাৎ সে গাড়ীতে ৪০ জন যাত্রী লোকের স্থান পাওয়াই কষ্টকর সেই গাড়ীতে এমন কি ৮০ জন পর্যন্তও প্রবেশ করান হইয়াছিল। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ৪০ জন ব্যক্তির স্থানে ৮০ জনকে প্রবেশ করান হইলে লকটস্থ লোক সমুহের কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হয়। এ সকল দুখটিনা ঘটনার কারণ কি? এক মাত্র কর্তৃকারিণীগের পর্যাপ্ত সংখ্যা লকট না রাখাই কি ইহার যথার্থ কারণ নয়? যদি তাহাই হইল তাহা হইলে ইহা কি যত পর নাই অন্যান্য চরণ নহে? আমরা গণ্যমণ্ডিকে এদিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করিতেছি।

কুটীরা মহকুমার অন্তর্গত গোখারী দুর্গা পুর একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম। ইহাতে মহতর ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের বসতি আছে, কিন্তু নিত্যন্ত আকোণের বিহর এই যে ভদ্রতা কাহারই কোন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ বা আন্তরিক যত্ন নাই, অধিকাংশই আয়োদ্যপ্রিয়। এখানে একটি জাক পোট আকিস আছে। তাহাতে একটি মাত্র হরকরা থাকার এদেশীয় পজাদি আদাম প্রদান বহুক্ষে মার পর নাও কষ্ট হইতেছে। অনুসন্ধানের জ্ঞানিল্যম আকিসীতে গবর্নমেন্টের বিলক্ষণ আওতা হইতেছে, কিন্তু তজ্জাচ এ পর্যন্ত একজন হরকরা দ্বারা একবার ভিন্ন জোশ পথে ডাক প্রেরণ ও পুনরায় তথা হইতে ডাক আনয়ন এবং তদনন্তর ৪।৫ জোশ দুঃস্থ গ্রাম সমুহের পজাদি বিলি করা কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা পোট মাউর মেনেরল সাহেব মহোদয়কে অনুরোধসহ পরামর্শ দিতেছি যে, তিনি উপস্থিত হরকরার ৩০ টাকার পরিবর্তে

৫ এবং আর ৩০ টাকা বৃদ্ধি করিয়া অবশিষ্ট ১১ ও উক্ত ৩০ একত্রে ৫ টাকার আর এক জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া দেওয়ার আবেদন করুন। তাহা হইলে সাধারণের কার্যের যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাৎক্ষণিক কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে গবর্নমেন্টেরও পূর্ণ লাভ আরই বাঁচিয়া হইবে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপে।

কুচিন্ধারের আল মাম।

অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে কৈচ বিহারস্থ শিশু রাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইংরেজ গবর্নমেন্টের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে রাজ্যের অনেকাংশে জীবাঁক হইতেছে। যে স্থান ভ্রম লোকের অগম্য ছিল, যে স্থান, কুৎসিত রীতি নীতিতে পরিপূর্ণ ছিল, যে স্থান পশু পক্ষী মনুষ্য কিম্বা অন্য কাহার আবাস যোগ্য ছিল না, সেই স্থান ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যালয়ক সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি দ্বারা স্থাপিত হইতেছে; সেই স্থানে গ্রামে গ্রামে, বিদ্যালয়, বিভাগে বিভাগে বিচারালয়, চিকিৎসালয়, শাস্তি রক্ষক, এক জন পর হইতে অন্য জন পর সংযোজক রাজ পথ, রাজ মন্দিরে শিল্প বিদ্যালয়, লক্ষিত শালা, মুদ্রা-মন্ত্র, ডাক ঘর ও নানা প্রকার শৌখ এবং পরিচ্ছন্ন প্রস্তুত পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্মিত হইতেছে। এ সমস্ত মহল কার্যই তৃত পূর্ণ রাজ্য প্রতি নিবি জীযুক্ত হউন সাহেব বাহাদুরের একান্ত যত্নে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যদিও তিনি করেকটি অন্যান্য কার্যে অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যাবলক রাজার হিত সাধনে একান্ত মনোযোগী ছিলেন। এ জন্য সে সকল অপব্যয় মার্জিত নীতি।

সংগ্রহিত জীযুক্ত কমিসনার মেটকাফ সাহেব বাহাদুর তৎপরাতিথিক হইয়া নানা প্রকার পরিবর্তন করিতেছেন। তাহার নিত্যন্ত ইচ্ছা যে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া রাজ্যটী সুশৃঙ্খল রাখেন। কিন্তু

তাহা না হইয়া নানাভাবে ব্যয়ের বৃদ্ধিই লক্ষিত দেখা যাইতেছে। যখনও একটি কার্যে ব্যয় কমিতেছে, অন্যটীতে আবৃত্তি হইয়া পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। উদাহরণের পরিবর্তন হওয়াতে কর্তৃকারি মাজেই যে রূপ সম্প্রসৃত চিত্রে কাল যাপন করিতে ছেন, তাহা সর্বনাশীত। কোন লোকের মনে একটা জালা নাই যে আদ্য আগামী কলা অগনে থাকিয়া কর্ষ করিব। লাভের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কর্তৃকারিগকে অবসৃত করা হইয়াছে।

তিনি এখানে আগমন করিয়া অবধি সে যে কর্ষ করিয়াছেন, তাহাও একটি এই যে বিহার হইলে গোদানন্দ পর্যন্ত প্রতি ইংরেজী মাসের ১ লা তারিখে দুই খাদি নৌকা মনুষ্য ও জখাদি নোয়াই হইয়া, জমাগিরে গমনাগমন করিব। অংরেজীদি গকে খাদি মণ পর্যন্ত ওজনে অবশ্যক জখাদি মণ পাঁচ টাকা তাড়ায় গমন ও পাঁচ টাকা তাড়ায় আগমন করিতে দেওয়া হইবে। অতিশয় সাম্রাজীর ২৭ এতি আট খাদি তিনবে মণ্ডল লাগিব। ২০ জন মনুষ্যের খাদি মনুষ্য দেওয়া হইবে না এবং নৌকার অর্ধাংশ ব্যতীত, সমগ্র নৌকা তাড়ায় দেওয়া হইবে না। ইহা কেবল সাধারণের উপকার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। অপর ইংরেজী মাসের ১৫ ই তারিখে আর এক খাদি ব্যতীত করিতে থাকিবে, একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে। উক্ত কার্যে লোকের কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা চিন্তা দ্বারা অনুভূত হয় না। গমনাগমনের কষ্টবিহীন বাণিজ্য কার্যের কত অনিষ্ট হইতেছিল, তাহা ব্যবসায়ী লোক মাজেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। জনপরিচিত দ্বারা, কারাগোলা পথে বাণিজ্য জখাদি প্রেরণ ও আনয়ন করিতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াও সুশৃঙ্খলা অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই দেশান্তরকর কর্ষ সম্প্রদায়ের জন্য রাজপ্রতিনিধিকে অগম্য ধন্যবাদ প্রদান কর। যেমন তাঁহার পূর্ব পুত্র (১) ভারত (১) ইংরেজ কোর্টায় ভারতবর্ষের যব নরাজেরল ছিলেন খৃস্টাব্দ ১৮৪১।

বাণীর চিরস্মরণীয় হয়ে রাখে রাখছেন, ইতিমধ্যেই দেশে চিত্তকর কার্যে অতীত থাকিয়া অগণিত শিশু রাজ্যটিকে বজায় রাখিলে এতদেশীয় জনগণের অন্তরে সৰ্বাঙ্গীভূত আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে নাহি ।

গোবর্দ্ধন জাতি স্কুল }
১৯৭০ }
৫ ই নবেম্বর }

—৫০—

কানাকপুর-বন-মহু পাড়ী মেজমরা,
মেজে মেজমহু বন কানাকপুরে,
সেই শোকে চিত্তস্থী বসবাসীগণ,
বস্তুপে ও পূর্বস্থ বসিতে জীবন ।
কায় রে ! মরার আত্মপঙ্কজের আঘাত,
কায় ! কি বল রে দেখ পুনঃ অকস্মাৎ
মোটক পনবিচারী ধীমতজু রায়,
সমস্তাধী হয়ে পুনঃ কানাকপুরে ।
কে আর রচিব মীল নগণ সুন্দর,
নীলাবতী, তপস্বিনী অতি মনোহর,
কেবা সন্তোষনে লিখে নব প্রহসন,
নানা রঙ্গ কে সাধিবে বসন্ত অকস্মাৎ ।
কোন জন সমতনে সহায়তা করে,
জীবী তজে নিবে কর্তব্য সদা ডাক করে,
নামাঙ্কুরেতে কার্য বল কার হয়,
হায় ধীমতজু কোথা ছুঁবীর সহায় !
আজ গল্পী মহাপাণী চুরত শমন !
বসন্তসহ বাহু তের কেন রে এমন ?
দিরাছে কি বসন্ত তব পাকা দানে মই ?
বিদ্যাইছে বক্ষ্যঃ হায় দুঃখ করে কই ।
অনু রে পানর তুই শমন সুমতি,
আছে কি শক্তি তোর, করিতে দুর্জতি
তার চিরস্মরণীয় গুণের মহিমা ?
তরে নিসু যারে তোর দেখাতে গরিমা ?
কত যে বা সাধিরা বসন্ত প্রাণধিক,
অকালে করিলি এসে ; বলি কিম্বদিক ।
তলি কি লক্ষ্য তার নাশিতে গৌরব ?
লয়েছিস ফুল ছিড়ি, বকিত সৌরভ ।
কি বল বল রে তোর তাহে মূঢ় মতি ।
অণুমান পথে পানে চলিতে দুর্জতি ।
তবু শিক্ত না হইল হায় রে যেমন
শত সন্ত মহাপাণী মহে লংঘ্যেইন ।
প্রাণকর্তৃনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
গোবর্দ্ধন জাতি স্কুল ।

নদীয়ার নদী ।

সন ১৮৭০ সাল ১৪ ই নবেম্বর ।

স্থানের নাম * সর্বকর্মজি জল
ইককোট

চৌরাসির নীচে	১২	
তথা হইতে চুরপুর	৩	৬
তথা হইতে জসিপুর		
১ মাইলের মধ্যে	২	১
জসিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	১০
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৩ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭০ সালের ১৭ ই নবেম্বর বহরমপুর
গজ ঘাটের জলের দাপ ।

কীট ইক
৩ ২

বহরমপুর } জিহুক সি. ই. উইক একটি
১৭ ই নবেম্বর } কীটটি ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া
১৮৭০ } লোকাল রিবার ডিবিজন ।

কীলা প্রাপ্তি ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্রাটের
সোমপ্রকাশের দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন ।

জিহুক বার চুর্গা প্রসাদ বোম্বাই

বুলন্দশহর ৫৪০

" " মন্দিরাথ বড়ুয়া—আশাম ১০

" " মিয়া গোলাম আলী চৌধুরী সাহেব

চাঁট দিঘা ১০

" " বজেন্দর পাটোড়ী

খিরপাই ১০

" " অম্বা প্রসাদ চুখোপাধ্যায়

উলা

" " শামাচরণ জিহনী—সিহুলিয়া ৫৪০

" " উদ্যচরণ হুত—মিরট ১০

পুতীয়া উওটন এসোসিয়েশন

৫৪০

" " ললিতমোহন সরকার—জিহুক ১০

" " মহামন্দ রায় হুদুপুত—১০

১৯৮০ সালের অক্টোবর ও ১৯৭০

অবধের নবেম্বর মাসে যে সকল গ্রন্থিক মহা-
শয়ের সোমপ্রকাশের দ্বারা শেষ হইবে
উহারিগের স্মরণার্থ নিম্নে নাম প্রকাশ
হইল ।

জিহুক বার কিসুসিংহ রায়

মহাপাণী রঙ্গপুর ।

" " টেরুনাথ দেব—বালেশ্বর ।

" " গোলাকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর

" " হরিশচন্দ্র—কালী ।

" " রাজকুমার চুখোপাধ্যায়

মজারপুর ।

" " মৌলবী আবদুল মহম্মদ—জিহুক ।

" " মহিমচন্দ্র মজুমদার

চৌরা হরিকর পাড়া ।

" " বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ।

অযোধ্যা পোস্তাণীস

বর্গেল সাহিত্য সমাজ—বর্গেল ।

রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরি—রঙ্গপুর ।

" " রাজা কালী প্রসাদ গজেন্দ্র মহাপাণী

ধওকই গড় ।

" " গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী—সাঁকরাইল ।

বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয় ।

" " চন্দ্রকান্ত ঠাকুরানাথ চন্দ্র রায়

জমিদার—সহবন্দর আম ।

" " নবকুমার চৌধুরী—খালী পাড়া ।

" " উত্তমচরণ রায়—রামেশ্বরপুর ।

" " গিরিশচন্দ্র দে—আশানান আম ।

" " রক্ষ প্রসাদ সামন্ত—দেখানী ।

" " বিপিনবিহারি বকশী—বুলন্দশহর ।

" " গোষ্ঠবিহারি পাল—অগন্তরঙ্গপুর

" " রমেশচন্দ্র দত্ত—বনগ্রাম ।

" " নবীনচন্দ্র পাল—কাউখানী ।

" " গোবিন্দনারায়ণ দে—হুদুপুত ।

" " অজনাথ রায়—জসনপুর ।

" " বহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মাউ ।

" " বজেন্দর দাস—মওগা ।

" " রত্নমন্দন লাল—হানাপুর ।

" " মধুসূদন বসু—অযোধ্যা ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোণাপুর টেম্পেল দক্ষিণ চাঁকড়িপোতার
জিহুক বারকানোথ বিদ্যাভবনের বাসীতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

১৩শ ভাগ।

৩ সংখ্যা।

৪. প্রবক্তার প্রকৃতিচিন্তায় পার্থক্য: সঙ্গততা স্থানমতনী ন হইয়া।

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫৫ টাকা

সন ১২৮০ ১৭ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭৩। ১ লা ডিসেম্বর

মকমলে বাতুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৫ টাকা।

বিশ্বাপান।

স্বস্ত।

এই গ্রন্থে আর্চন হিন্দুজিগের মতে শত্রু
চিকিৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শারীর দান, জ্বা
ওষ, বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও
চিকিৎসা সর্গীতি প্রভৃতির বিষ চিকিৎসা
এবং স্ব স্বারক্ষার উপায় প্রভৃতি বহু-
তর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ
সরল বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া নলি
কাতা বহুবাজার ৩৪ নং বালুয়ারমন্ডলের
নেমো: ডেপোটারিয়া বস্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহা-
র্য মাস হইতে নিয়মিত চারি করমা করিয়া
প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্তরেই
কামা বুদ্ধি করা যাইবে। গ্রন্থগণ উক্ত
বজ্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবে। মূল্য প্রতি
ক. মা ১০ ডাকমাগুল সমেত অগ্রিম মূল্য
না পাঠাইলে মধ্যযুগের গ্রন্থকর্মকে পুস্তক
পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০ ১৭ ই অগ্রহায়ণ বঙ্গোপা-
২৯ কার্তিক } ধার

—১:—

বাবু রজনীকান্ত স্বস্ত কর্তৃক প্রণীত
জয়দেব চরিত্ত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
জয়দেব গ্যোলামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০
ডাকমাগুল ১০ আনা মাত্র, আবার নিকট
প্রাপ্তবা।

লালবাজার চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক কলকাতা।

—২:—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর দত্তের প্রণীত

এম বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ আচার একা-
শিত নিম্নলিখিত ডাকারি পুস্তকগুলি
আবার নিকট প্রাপ্ত।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাকমাগুল ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাকমাগুল
১০। একত্রে দুইতে ১৮ ডাকমাগুল ১০
মাত্র। ১২। বাসি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪৪ ডাকমাগুল ১০ আনা
মাত্র।

মাতৃ শিশু মূল্য ২, ডাকমাগুল ১০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাণারা
উক্তি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অদ্য এইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাণাদের প্রত্যেকজন
হর তাঁহারা যেন টাকা ও ডাকমাগুল কিংবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাকার বরিনারায়ণ বঙ্গোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বালচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
৮৪, আবার নিকট প্রাপ্তবা।

প্রসিদ্ধ ডাকার ড. সুর্যদাস কর মহাশ-
য়ের কৃত মেটরিক মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ
রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাগুল ১০। উক্ত
কৃত ভিত্তিক ইত্যাদি বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাগুল ১০।

ডাকার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ও প্র
মহাশয়ের কৃত মৃতদেহ সর্জকি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাগুল পাঠাইয়া লইয়া ১০। বাবু কের-

নাথ ডেপোটারি মহাশয়ের জরিপ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাগুল ১০।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়।
বিশ্বব্রহ্মণ

—৩:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
জ্বা আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জ্বাগুলি শুধামে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ করা প্রস্তর নির্মিত নন্দামার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাউফন জংশন ও
বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ
টাইল ইট।

ফার্সি টাক।

ফার্সি টাক।

বাটী ২৫০০ ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা
পাইপ, টাইল এবং ফার্সি ট্রিক প্রভৃতি
নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন-
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলকাতা } বরণ এন্ড কোং।
৭ নং হেভিওস ট্রিট

—৪:—

ইহুসখিয়া ৩০তে মেন্দীপুর পর্য্যন্ত যে খাগ কাট, ৩০তে জল ঢাকা সম্প্রতি বানিজ্যের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল নৌকা তিন ফিটের অধিক জল আবশ্যক করে না, তাহা এই খালে যাতায়াত করিতে পারে।

এইচ ডবলিউ গলিভার
লেপ্টেনেন্ট কর্নেল আর ই
অফিসএটিং জেনেট সেক্রেটারি
বাংলা গবর্নমেন্ট পাবলিকওয়ার্ক
ডিপার্টমেন্ট; ইরিগেশনব্রাঞ্চ।

—:—:—

বিশি জুরার আয়োজন লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমাণ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদুত্তর পুস্তকের মধ্যস্থগারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উত্তর পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। এতোক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাছল দুই আনা। জীরামপুরে আমার মিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার

কলিকাতা শ্রুত এজেন্সী

প্রতিনিধিত্ব কাব্যালয়।

এই কাব্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে যত প্রকার কর্ম আছে সে সমুদয় অনুরোধে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার আত্মরক্ত বায় হয় না অথচ অর্থ উপার্জিত থাকে কার্য করিলে যে ১০ লাভজনক হয় তাহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বর কর্মব্যবসায়ের পাটের দ্বারা কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে। ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধারণ সমস্ত উৎকল কর্ম সমানরূপে নির্মিত হইতে পারে। যথা জ্বালানি খরিদ বিক্রয় করা, যন্ত্রের জ্বালানি জোরণ করা এবং কোম্পানী তৈয়ার কি মেরামত করান, টাংক ও যন্ত্রের রক্ষা, আত্মীয় জনের ও বিদেশী ভ্রাতৃ ভ্রাতৃবধূর করণ, মামলা মোকদ্দমা চালাইয়া দেওয়া, মামলা বিবেচনা সংগঠন দেওয়া, কি সংপারামশের দ্বারা বিবাদ মচন করা অর্থাৎ বাহ্যতে পরস্পর

বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া অন্যরূপে তাবক্ষ্য কর তাহার উপায় করা এতদুত্তি উচিত মত কার্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদুত্তি বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা ৩০তে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মানব্দী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি জ্বালানির বাতীর দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্ষেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার জ্বালানীর বাতীর দর জানিয়া এজেন্সীর উপর কর বিক্রয়ের ভারার্ণব করিতে পারেন, কলিকাতার অনেক আড়তনার প্রকৃতি মহাতন লোক আছে, কিন্তু তাহার একপ কোন জন্মরম নাই সেট নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্ষেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মানব্দী ও বাতীর দরের তালিকা আবশ্যক হইলে জোরের খরচা ডাক মাছল পাঠাইলে উত্তরই পাঠান যাইতে পারে।

স্বাক্ষরচরণ শ্রুত কর্মদাতা

স্বাক্ষর

১৭ ই অগ্রহাণ সোমবার।

অন্ততঃ ইংরাজ বাঙ্গালীর জাতকর্ম

কিন্তু ইহা নীচের জাতকর্ম

জাতকর্ম নীচের জাতকর্ম

মহাচর দেখিতে পাঠান যায়, জগদীশ্বরের সৃষ্টি এক অংশে জটি অস্তাব ও কতি হইলে অপর অংশে তাহার পূরণ হইয়া থাকে। 'মস্তুর শ্রবণ শক্তি অধিক, বস্তিরের দর্শন শক্তি প্রবল। বাঙ্গালিদিগের বল বীর্ষ্য নাইস অল্প, অগদীশ্বর ইহাদিগকে বলবর্তী বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়া এই জটি মার্জিত করিয়া ছেন। ইহাদিগকে যাহা শিখিতে দাও, যে কাজ করিতে দাও, তাহাই ইহারা সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে

পারেন। ইংরাজেরা ইহাদিগকে ইংরাজী শিখাইলেন। সম্বন্ধে পতিত বীজের ন্যায় উঃ সুচারু পর্য্যাপ্ত ফল প্রসব করিল। বাঁচার প্রথমে ইংরাজী বিনা লয় স্থাপন করেন, তাহার অল্প কাল মধ্যে আশনাদিগের আরজ কাছের অতুল্যকৃত ফল দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও বাঁচার পর নাই শ্রীত হইলেন। তাহার তৎকালে সেই সময়ে তৎকালে গুলিতে পারিলেন না যে ইংরাজী শিক্ষার অমুরণ ফল যে তেজস্বিতা স্বাধীন-তাগিরতা ন্যায় নিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিবাদিতা, বাঙ্গালিদিগের হৃদয়ে তাহা সম্পূর্ণভাবে অধিগাছে। অতএব তাহাদিগের মুখে তৎকালে বাঙ্গালির প্রশংসা ধবং নাই, বাঙ্গালিদিগকে উচ্চ করিবার চেষ্টারও জুটি করেন নাই। ইহাদিগের সেই অকণ্ঠ চেষ্টার ও শ্রু জগ ফলও ফলিয়াছে। যে দিনের বল বাঙ্গালিদিগের যে কিছু উন্নতি লাভ হইয়াছে, তাহাদিগের সেই চেষ্টাই তাহার মূল কারণ। কিন্তু এখনকার ইংরাজদিগের সেই প্রমোদজনিত মোহ নিস্তা নাই। ইহারা বাঙ্গালিদিগের তেজস্বিতাদি দিবা চক্ষে দেখিতে ছেন। ইংরাজ জাতির স্বতাব অতি অল্পত। বোধ হয়, এরূপ পূর্ণতার বিরোধী স্বতাব অন্য কোন জাতের নাই। ইহারা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষ পাঠী, তেজস্বিতা ইহাদিগের অলঙ্কার উল্লেখের সকলের সমকক্ষতাব হয়, ইহাদিগের অধিকাংশের মতত সেই চেষ্টা। কিন্তু বিজিত দেশে ইহাদিগের ইহার সম্পূর্ণ বিশরীত ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা বিজিত দেশ বাঙ্গালিদিগের স্বাধীনতাগিরতা ভালবাসেন না। তাহাদিগের তেজস্বিতা ইহাদিগের চক্ষুশ্রু হয় তাহার সমকক্ষতাব ব্যবহার দ্বারা অলঙ্ক বিবেচনায় ইহাদিগের একান্ত

অন্য হইয়া উঠে। বাঙ্গালিদিগের যত ইংরাজী শিক্ষা হইতেছে, ততই ইংরাজিগের ভেদভাষিতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ইংরাজী ইংরাজিগের সমকক্ষতাব অবলম্বন করিতেছেন এবং ইংরাজিগের দোষ দেখিলেই তাহা মুখের উপরে বলিতেছেন। ইংরাজিগের একটা বিজাতীয় জেতুলাভীর গৰ্ব্বাক্রান্ত আছে। বাঙ্গালিগের এই ব্যবহারে তাহাতে আঘাত লাগিতেছে। তাঁহারা মধ্যস্থিক বাধা পাইতেছেন। বাহ্যতে বাঙ্গালিগা আর গ্রহণ করিতে না পারে, সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, বাঙ্গালিগের আর উচ্চ শিক্ষা না হয়, বাঙ্গালিগা আর উন্নত পদ না পায়, অনেক ইংরাজিগের এই চেষ্টা অসিদ্ধ আছে। অনেকে এই ইচ্ছা হইয়াছে, বাঙ্গালিগা মাথা তুলিতে না পারেন, ইংরাজিগের পদ তলে পড়িয়া থাকেন, দাসবৎ ইংরাজিগের সেবা করিয়া জীবিকা অর্জন করেন। এমন পাঠকগণ দেখুন, ইংরাজিগের স্বভাব কেমন চমৎকার এবং বাঙ্গালিগের কেমন ভাঙ্গা। বাঙ্গালিগের অগ্রগণ্য কাব্যকারিতা ও অগ্রগণ্য শিক্ষাশক্তি ~~হইয়া~~ হইয়া দেব হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাতীতা ইংরাজিগের বল বীৰ্য্যাদি অঙ্গ করিয়া যে ভীকৃতর বৃদ্ধি বৃদ্ধি দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের বিবম বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালিগের উপরে ইংরাজিগের কোপের এই কারণ গেল। এখন, ইংরাজেরা সে কারণে বাঙ্গালিগের অপেক্ষা হিন্দুস্থানীয়দিগের উপরে অধিক প্রহর, তাহা এ পর্য্যন্ত হইতেছে।

হিন্দু স্থানেই মুসলমানদিগের রাজত্ব বহুদূর গিয়াছে। হিন্দু স্থানেই মুসলমানেরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। অধিক সংখ্যা মুসলমান হিন্দু স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং অনেক হিন্দুকে বল

পূর্বক মুসলমান করিয়া ফেলেন। যে সকল ব্যক্তি হিন্দু জাতিতে রহিলেন তাঁহা বিগেরও অধিকার যবন সংসর্গ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের পুরুষগণস্কারা গত পবিত্র আচার ভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মুসলমানদিগের আচার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যিনি বাঙ্গলাদেশের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আচার ব্যবহার অভিনিবেশ পুরস্কার দেখিয়াছেন, তিনিই আমাদিগের বাক্যের যাঁথার্থ্য বুদ্ধিতে পারিতোছেন মুসলমানদিগের প্রতিমা পূজা নাই। তদুপায়ে হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগেরও প্রতিমাপূজা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। হিন্দু স্থানের হিন্দুরা প্রায় নির্মাণ করিয়া প্রতিমা পূজা করেন না। যে সমস্ত দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, কতকগুলি লোকে তাহার মস্তকে পুষ্প ও জল নিক্ষেপ করেন এই মাত্র। অধিক সংখ্যা লোকেরই পূজার মন্ত্র জানা নাই। গাধিক কি অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গায়ত্রী বাস্তব জানেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন মাত্র। যাগ যজ্ঞাদির অগুষ্ঠিতা বৈদ্য ব্রাহ্মণ হিন্দু স্থানে অতি অঙ্গা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের মুসলমানদিগের ন্যায় উচ্ছ্রিত বিচার নাই। ইংরাজিগের বাম হস্ত উচ্ছ্রিত হয় না। দক্ষিণ হস্তে আচার ও বাম হস্তে চুসুক দিয়া জলপান করা হইতেছে এবং সেই বাম হস্ত ধৌত না করিয়া সকায়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে দোষ হইতেছে না হিন্দু স্থানে ত্রুটি নিয়মাদি পবিত্র প্রায় দেখা সাক্ষ্য নাই। বঙ্গ দেশে ত্রুটি নিয়ম ও প্রতিমা পূজাদি বাহ্যিক নিবন্ধন পবিত্রতা সংস্কার যেরূপ বহুদূর হইয়াছে, হিন্দু স্থানে যেরূপ নয়। বঙ্গদেশের ব্যবহার এই, পাচক বা পাচিকা সিদ্ধ অন্ন স্পর্শ করিলে

তাঁহার হস্ত অপবিত্র হইল। যতক্ষণ তিনি সেই হস্ত ধৌত না করিবেন, ততক্ষণ তিনি পবিত্র হইতে পারিলেন না। কিন্তু হিন্দু স্থানে সিদ্ধ অন্ন স্পর্শে দোষ হয় না। মুসলমানদিগের সংসর্গ হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগের আচার যেমন ভ্রষ্ট হইয়াছে, তেমনি মুসলমানদিগের অনেক আচার ব্যবহার পরিপূর্ণ হইয়াছে। হিন্দুদিগের শিক্তাচার এক প্রকার, মুসলমানদিগের শিক্তাচার অন্য প্রকার। হিন্দুরা পূজা ব্যক্তির চরণ বক্ষন ও সমকক্ষ ব্যক্তিকে নমস্কার করিয়া থাকেন। নিকটকে নমস্কার করেন না। অন্য জাতীয়কে নমস্কার করা দূরে থাকুক, স্নেহ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। শব্দান্তরে মুসলমানদিগের সকলকেই প্রণাম করা ও প্রতি প্রণাম গ্রহণ করা রীতি। তাঁহারা যখন হিন্দু স্থানের রাজত্ব করেন, তখন ঐ রীতি তথার কতক বল দ্বারা ও কতক কৌশল দ্বারা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তাহাও জেতুলাভীর ছিলেন। তাঁহারা যে হিন্দুস্থানীয়দিগের নিকটে প্রণাম গ্রহণ পরাভিমুখ থাকিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। হিন্দু স্থানের হিন্দুদিগের আজিও সেই অভ্যাস আছে। তাঁহারা মুসলমানদিগকে দেখিলেই দণ্ড ভরে যেরূপ সেলাম করিতেন, ইংরাজিগকে দেখিলেও সেইরূপ সেলাম করিয়া থাকেন। ইংরাজিগের গনীচরিতার্থ হয়, সুতরাং তাহারা হিন্দুস্থানীয়দিগের প্রতি অধিকতর প্রীতি ও প্রহর হইয়া থাকেন। বাঙ্গালিগের সে অভ্যাস নাই। তাঁহারা ইংরাজ দেখিলেই পরকৃত্যক্রমে সেলাম করেন না। তাহাতে ইংরাজেরা বিবম চটিয়া উঠেন। বাঙ্গালিগের সে অভ্যাস নাই কেন? জাতিবার নিমিত্ত যোগ হয়, পাঠকগণের অনেকে কৌতুক প্রবর্তিত হইতে পারেন। অতএব এখানে

তাহার উল্লেখ করা হয় যে হইতেছে না।

বঙ্গদেশে মুসলমানদের অধিকার নিম্নলিখিত। এক একজন নবাব থাকিতেন তাহাও অযথার্থ নয়। কিন্তু মুসলমানদের সহিত বাঙ্গালিদের বন্ধন গঠিত ছিল না। নবাবেরা আস্ত্র প্রভৃতি মত থাকিতেন। প্রজার চিত্তাধিভের প্রতি দুষ্টিপাত করিতেন না। প্রজারও উদারদের সহিত নিশিত না। পরস্পরের এই দূরত্ব নিবন্ধন বাঙ্গালিদের আচার ব্যবহারের অণু মাত্র বাতিক্রম ঘটে নাই। ইহারা মুসলমানদের শিষ্টাচারও গ্রহণ করেন না। অভ্যাস নাই বলিয়া ইহারা হিন্দু স্থানীয়দের মত সেলাম করেন না। তাহাতে রংরাজেরা ইহাদের প্রতি আন্তরিকতা ও হিন্দুস্থানীয়দের প্রতি সহানুভূতি।

বঙ্গদেশে ইংরাজদের সমকক্ষ ব্যবহার ও সমকক্ষ ভাবে প্রণাম ও প্রতি প্রণামের কার্য থাকেন একদুইরা তাহারও কারণ ঘুস্পাট হইতেছে। মুসলমানেরা ৭। ৮ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া বাঙ্গলাদেশের আচার ব্যবহারে যে বিপ্লব ঘটাইতে পারেন নাই, রংরাজেরা কিঞ্চিৎকাল শত বৎসর রাজত্ব করিয়া তাহার শত গুণ অধিক বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। রংরাজ ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, উদারদের চিত্রা চরিত শিষ্টাচারে অনাস্থা জন্মিয়াছে। চিত্রাচরিত শিষ্টাচারে অনাস্থা না জন্মিলে যে ইহারা হিন্দুদের প্রাচীন রীতির অনুসারে পূজা জ্ঞান করিয়া ইংরাজদের চরণ বন্দন করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। কারণ হিন্দুবা ইংরাজদের সন্তোষ বোধ করেন। হিন্দু শাস্ত্রে স্নেহকে সমস্তের বিধি দেয় না। কাজে কাজেই ইহাদিগকে ইংরাজী শিষ্টাচার শিখিতে হইয়াছে। ইহাদিগের গভ্যস্তর

নাই। আমরা উপরে কহিয়াছি, ইংরাজী শিষ্টাচারে সমকক্ষ ব্যবহারের উপদেশ দেয়। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন, বাঙ্গালিদের কেমন বিশদ। ইহারা দেশীয় শিষ্টাচারের রীতিক্রমে যদি রংরাজদের পদ বন্দন করেন, স্বজাতি মধ্যে একান্ত উপহাসিত ও ঘৃণিত হইবেন সন্দেহ নাই। ওদিকে সমকক্ষ ভাবে প্রণামাদি করিতে গেলে ইহারা জেরা বিরক্ত হন। গুরুত্বাক্রান্ত হইয়া সেলাম করা মুসলমানদের রীতি, যদি এক রীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য রীতি গ্রহণ সম্ভব হয়, ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ রীতি গ্রহণ কি উচিত নয়?

হিন্দু স্থানীয় ইংরাজদিগকে দেখি লেই কেবল যে সেলাম করেন একদম নয়, জুতা-ছাড়াও সেলামের সবিশেষ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী যত বড় বড় আর সাহেব যত নিম্ন হউক, হিন্দুস্থানী জুতা না খুলিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হন না। সাহেবেরা তাহাতে গলিয়া যান। এই নিমিত্তই ইংরাজ রাজপুরুষেরা হিন্দুস্থানীয়দের প্রতি এত প্রশম। এই প্রশমতার ফলও কলিয়াছে। রাজপুরুষেরা প্রাণপণে হিন্দুস্থানীয়দের উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন বিদ্যালয় হইতেছে স্মিলেই নূতন হস্তে সাহায্য দান করেন। বাঙ্গলাদেশের ন্যায় শীড়াপীড়ি করেন না। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিকট হইতে নাম মাত্র বেতন গ্রহণ করা হয়। বড় বড় স্কুলে ছাত্রের বেতন দুই এক আনা। কলেজের বেতন চারি আনা আট আনা। রাজপুরুষেরা হিন্দু স্থানের কোন কর্ম হিন্দুস্থানী ভিন্ন কাহাকে দিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কাজেও তাহাই ঘটতেছে। বাঙ্গালিগণ! তোমরা যদি আপনাদের ভ্রাতৃ চাও, হিন্দুস্থানীয়দের ন্যায় অকৃতজ্ঞভাবে

সাহেবদিগকে সেলাম করিতে ও জুতা ছাড়া উদারদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা কর, তোমাদিগেরও উন্নতি দ্রা অপ্রতিলভ হইবে।

—১০২—

সার জর্জ ক্যামেল ও ডেক

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

জেল সবল আমাদের আরও করে কত কথা বক্তব্য আছে। জেলের হত্যা সংখ্যার হ্রাস সম্বন্ধে কি না? কলিকাতা গেজেটে কয়েক বৎসরের হত্যা সংখ্যার বেতালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল যে ডাক্তার মাওএট সাহেবের সময় হত্যা সংখ্যা ক্রমে শত করা দশ হইতে পঁচ পঁচ কনিরাছিল; কিন্তু তথাপি তাহার অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে বন্দীদের শাসনের শিথিলতা হয় বলিয়া ক্যামেল সাহেব ও ডিগ সাহেব তাহার প্রণালীর প্রতি দোষাংশ করিয়াছেন। ক্যামেল সাহেবের মতে অপরাধিগকে কাগারে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে যেকোন এবং তিনি যাহাকে শাসন বলিয়া থাকেন এ উত্তর দিয়া কহিয়া বক্তব্যে হত্যা সংখ্যা সম্বন্ধে পারের সহজ বুঝ হই। আমাদের বোধ গম্য হয় না।

ক্যামেল সাহেব গত বৎসর বলিয়া ছিলেন যে কারাগার যেন ভরের স্থান হয়, কিন্তু এবৎসর বলিয়াছেন যে কিঞ্চিৎ দূর প্রকাশ করিয়াও যদি হত্যা সংখ্যার হ্রাস হয় তাহা করা উচিত। এই উত্তর কথা অসঙ্গতি দোষে দূষিত বোধ হয়। কারণ হত্যা সংখ্যার হ্রাসের পক্ষে আবশ্যিক কি কি? এই প্রশ্ন উপস্থিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রীতিমত আহার রীতিমত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জলবায়ু দেবন এই কয়টা পক্ষে বিশেষ আবশ্যিক। যদি হত্যা সংখ্যার

হাস করিবার লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে এইগুলির দিকে আর মনোযোগ করা উচিত? কিন্তু কারাগারের এই কষ্টগুলি দূর করিলে কারাগার আর কামের সাহেবের সত্যভরণ ভরের স্থান থাকে না। অতএব আমাদের বিবেচনার কাহেলি লাহেব যদি কারাগারকে ভরের স্থান করিতে ইচ্ছুক হয়, যত্নসংখ্যার স্থানের চেটো না করিয়া বৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রায়, কারণ একবার জেলে গেলে ফিরিতে হয় না, এই সংস্কারে লোকের বেত্রণ জীত হইবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু ডাক্তার মাউন্টের এবং প্রত্যেক চিকিৎসক ও সজ্জার লোকের মতে জেলের যত্ন সংখ্যার স্থান করা অসম্ভব নহে। মাউন্ট-এট লাহেব সন্তোষিত ইংলণ্ডে কারাগার সহজে যে বস্তুতা করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে বলিয়াছেন যে কারাগারে অপরাধীর কঠিন পরিশ্রমের বিধি করা নিত্য প্রায়, কারণ তাহাতে অপরাধী-বিগের শ্রমের উপর রুচি না জন্মিয়া অনেক সময় অসুস্থি জন্মিয়া থাকে। অর্থিক ও উপকারজনক কার্যে চীতি মত লক্ষ্য পরিশ্রম করাইলে তাহার স্নান হইয়া সংশোধিত হইতেও পারে। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তে এই কথাই বলিয়াছি। অপরাধীর সংশোধন যাহাদের সুখ উদ্দেশ্য তাহারা এইরূপ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিবেন; কিন্তু কেবল মাত্র শাসন ও ভয় প্রদর্শন যাহাদের সুখ উদ্দেশ্য তাহাদের নিকট এতদূর যুক্তি ভ্রমস্থূল বোধ হইতে পারে।

আমরা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে একদিন জেলে যত্ন ও নিগ্রহের মধ্যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, যত্নসংখ্যার ও যত্নসংখ্যার দিক দিয়া, কিন্তু

অধিগণ কারাগারে যাহারা একবার যার তাহার সংশোধন হইয়া দূরে থাকুক আর অধিক বিকৃত হইয়াও অধিক লাহেব হইয়া আসে কেন? অপর্যায়ী সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৬৬০ পর্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে কেন? প্রত্যেক যুক্তি যাহাকে পূজ্য কন্যা লইয়া বাল করিতে হয়, ইহার সন্তোষ দিতে পারেন। কোন যুক্তি না জানেন যে সর্ব্বদা নিগ্রহ করিলে ও কষ্ট দিলে বালক বালিকাদিগের প্রকৃতি একেবারে বিকৃত হইয়া যায়। মানব প্রকৃতির গুণতম স্থানে অবতরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সাধারণের স্নান অনেক সময় লোকের চরিত্রকে স্নান উপস্থিত করে এবং সাধারণের স্নানে সেই চরিত্রকে অনেক সময় স্নান করে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে যাহারা একবার বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয়, তাহারা একটিকে সমাজের স্নান ও সমাজ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া দেখানে গমন করে, অপর দিকে কারাগারের চতুর্দশীমের মধ্যে নিরন্তর স্নান নিগ্রহ ও যত্নের মধ্যে বাল করিতে থাকে এইরূপে মনুষ্যের চরিত্র রক্ষার চেতন আশ্রয়দায়ী। একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, নিরন্তর আপনাদিগকে হের ও জঘন্য ভাবিতে ভাবিতে সং হইবার আশা পর্যন্ত অর্জিত হয়। সুতরাং আর চরিত্র রক্ষা হইয়া উঠে। এদিকে কঠিন পরিশ্রম, সাধারণের ক্রেশ প্রকৃতি কারাগারের ক্রেশ সকল একবার লক্ষ্য হইয়া যাওয়াতে তাহাদের আর বিশেষ ভরের কারণ থাকে না; এবং তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সমাজের সমধিক উপস্থানের কারণ হয়।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই জেলের স্নানবিধিগণের একটু দূর ও প্রায়, অপরাধীদিগের সংশো-

ধন বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে। সমাজ কর্তৃক স্নান ও নির্বাসিত হইয়া তাহারা এই বিষয়, কষ্টের অবস্থার যদি একটু স্নান দূর ও প্রায় দেখিতে পার তাহা হইলে নিশ্চয় আশ্রয় দূর, নিশ্চয় তাহাদের স্নানে সেই স্নানের জন্য অনুতাপের স্নান দূর, এবং সেই সঙ্গে জীবন সাধারণের স্নান উপায় শিক্ষা করিতে পারিলে আর কখনই স্নানে পদার্পণ করে না। মধ্যে মধ্যে জেলের লাহেবদিগের স্নান করে দীর্ঘদিনের বিবাহের যে সকল সংবাদ প্রাপ্ত করা যায় তাহার অর্থ কি? অলম্বনীর অভ্যাস ও নিগ্রহ তাহার স্নান করণ। যদি জেলের স্নানবিধিগণের স্নান তাহাদের উপায় যীতি খ্রীষ্টের উদারতার ও দূরার কিঞ্চিৎ অংশী হইতেন, যদি তাহাদের অধীনস্থ অপরাধীদিগকে মানব-প্রায়-গণ্য জীব বিবেচনা করিয়া চলিতে পারিতেন তাহা হইলে এতদিনে জেলের দ্বারা অনেক স্নানবিধির সংশোধন হইত, দেশের ও অনেক উপস্থান নিবারণ হইত।

—:—

যেহাঙ্গল অধিকার বিভাগ।

(তৃতীয় স্তম্ভ)

লেন্ট-এট গবর্নর আমাদের উদ্দেশ্যনা যাহা প্রণোদিত হইয়া যদি এ বিভাগের অপরাধ ও চৌর্য্য নিবারণ করিয়া গবর্নর মেণ্টের আর বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন তিনি অতুল কীর্তিভাজন হইবেন; আমরাও সেই যশের অংশভাগী হইব সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদের পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপ করিবার প্রদান কারণ এট, গবর্নর মেণ্ট অধিকারের পাণ্ডা আর পরিচালনা করিতে পারিতেছেন না, পরিচালনা করিতে যে পারিবেন সে পূর্ব্বদাও দেখিতেছি না। তবে আরটা লক্ষ্য একবারে মনে হইবে কেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি এ

বিভাগে আরও হ্রাস দেয়া যাবেনা আছে, কমচারীদের দোষে তহা হইতেছে না, বাহা হইতেছে, তাহারও অনশ্প অংশ পাঁচ ডুজের উত্তর-গত হইতেছে। ইহার নিবারণ হইয়া যদি গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ আর হয়, আমাধিগের বেশী লোকেরা অনেক করতর হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এটা শরম লাভ মনে হইবে। এই লাভের নিমিত্ত আমরা এত ব্যস্ত করিতেছি। আমরা গত বারে গমস্তাদিগকে কমিশন দিয়া অফিসের চান বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সে বিষয়ে একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করেন। এখন এই রীতি আছে, কুবকরা দান লয়। উচ্চাধিগের এক এক জন সরসার থাকে, তাহাদিগকে সরসার বলে। তাহাদিগের উপরে গমস্তা ডারাই কুবকদিগকে দান দেওয়া হইয়া থাকে। উচ্চাধি দানের টাকার দায়ী। উচ্চাধি পূর্বে কমিশন পাইত। গবর্ণমেন্টে যেখানে, কমিশনে অনেক যায়। অতঃপর উচ্চাধিগের বেতন বাবদ্য করিয়া দিলেন। অনেক সময়ে একগুণ ঘটনা হয়, গবর্ণমেন্ট আপাততঃ লাভ হোঁচরা ডুলিয়া যান, পরিণামের ইফোনিক্টি চিন্তার অবসর পান না। গমস্তাদিগের বেতনের বাবদ্য হইল; কিন্তু উচ্চাধি গবর্ণমেন্টের আর হ্রাসের কারণ হইয়া উঠিল। কাহেল নাহেব অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, পূর্বে যে বিভাগে ৫০।৬০ মণ অফিসের উৎপন্ন হইত, এখন সেখানে ৩০।৩২ মণ হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। কমিশনের নিয়মে লোকের মনে উৎসাহ হয়, অধিক অর্থ উপার্জন করিব এই বাঞ্ছা হয়, সুতরাং পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না। অধিক পরিশ্রম না করিলে অধিক অর্থ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, কাজে

কাজে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু বেতন বাবদ্য অধিক অর্থ উপার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, উৎসাহ থাকে না, শ্রম-শক্তিও সুতরাং কমিয়া আসিলে। বেতন বাবদ্য অগম্য দলে রই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ গবর্ণমেন্টের চাকরী অতি সুখের চাকরী। অধিক খাটিতে হয় না। হাল্কা শুকা নাই যত করি না করি মাগ গেলেই টাকা-গুলি গুণিয়া পাওয়া যায়। এ চাকরীর সুখের কথা অধিক বলা বাহুল্য। একটা প্রবাসই হইয়া উঠিয়াছে। অন্য চাকরকে কম খাটিতে দেখিলে লোকে বলে যেন কোম্পানির চাকর। এই সুখেই গমস্তার চাকরী স্বীকার করিলেন। তাঁহারা আরো এই ভাবিলেন গবর্ণমেন্টে কিছু বাঁধা টাকা রহিল তাহার কাড়তি পড়তি নাই মানে মনে পাইবেন, আবার কুবকদিগের নিকটে যে উপরি লাভ হইবে তাহাতে পুঁজিয়া যাইবে। অতঃপর অধিক খাটিতে হইল না, শ্রীর বিলম্ব আরামে থাকিলে। অধিকাংশ গমস্তা এটা লাভ গণনা করিয়া দান স্বীকার করিলেন। কিন্তু বাঁহারা কাজের লোক স্বাধীনভাবে মতপথে উপার্জন ভাল বাসেন, তাঁহারা সে দান স্বীকরণে যত্ন হইলেন না। বেতন বাবদ্য হইতেও কেহ কেহ কেবল কমিশনে গমস্তাগিরি চাকরীর লাভ করেন ইহাই আমাদের উপরিলিখিত বাক্যগুলির প্রমাণ।

এই কারণে আমরা কহিতেছি, গবর্ণমেন্ট পুনরায় কমিশন দিবার বাবদ্য করুন এবং এই নিয়ম করুন যে গমস্তা অধিক অফিসের সরবরাহ করিতে পারিবেন তিনি পুরস্কার পাইবেন, আর বাঁহারা কম হইবে তাঁহাকে হাফাইরা দিয়া অন্য কোন উপযুক্ত লোককে তৎপরে নিযুক্ত করা হইবে। কুবকদিগকে একগুণ অফিসের

বেতন দেওয়া হইয়া থাকে, তাহারও কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া আবশ্যিক। অন্য অন্য প্রথা উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের যে আর হয় অফিসের তদপেক্ষা অধিক আর না হইলে তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অশ্লী। কমিশন দিবার বাবদ্য করিলে অফিসের অধিক উৎপন্ন হইয়া কেবল যে গবর্ণমেন্টের আরবৃদ্ধিরূপ এক বিধ লাভ হইবে একগুণ নয় আশীর্বাদক পমস্তাদিগের বেতন দানরূপ নিত্য ব্যয় হইতে মুক্ত হইবেন এবং পূর্নকার মবাবদিগের ন্যায় অফিসের বিভাগে যে কতকগুলি অলস পুঁজিতেছেন, তাহাদিগের চক্ষু হইতেও পরিষ্কার পাইবেন। বাঁহারা বলেন ডুম্পি পূর্বে যেরূপ উর্ধ্বা ছিল, এখন নেত্রপ নাই, তাহাতেই অধিক পরিমাণে অফিসের অফিসেছে না, আমরা গতবারের প্রস্তাবে ইহার এক প্রকার উত্তর দান করিয়াছি; বাঁহারা এ বিষয়ের পুনর্বার বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু আপাততঃ বক্তব্য এই, প্রাণীলীর দোষে বা ডুম্পির দোষে পূর্নমত অফিসের অফিসেছে না একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যিক। কমিশন দিবার বাবদ্য করিলে অফিসের বীজ বপনের ঋণম আরম্ভ কালে ক্ষেত্রে যে চুরি হইয়া থাকে, তাহারও নিবারণ হইয়া আসিবে।

অফিসের গুণ পরীক্ষা ও ওজন লইবার সমস্ত চুরি করিবার একটা প্রদান সময়। এ সময়ে কোন ক্রমে চুরি না হয়, তাহার সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যিক। তৎকালে সাধু সদাশয় ব্যক্তি দক্ষ চতুর কর্মচারির উপস্থিতি ব্যতিরেকে ইফোলাভের সম্ভাবনা নাই। তদন্ত মিত আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি নিম্নলিখিত গুণসম্পন্ন তিনজন প্রদান তম কর্মচারিকে তদার উপস্থিতি

ব্যবহৃত হইবে। প্রথম, এজেন্ট দ্বিতীয়, তাঁহার হুইজন সহকারী। গবর্ণ-
মেন্টে ইউরোপীয়দিগের প্রতি নেতৃত্ব
অচলা ভক্তি ও অনির্কটনীয় লক্ষণাদি,
তাঁহাতে আমাদিগের একথা বলিতে
সাহস জন্মিত হইবে না যে এদেশীয় ও
ইউরোপীয় ভেদ না করিয়া উপযুক্ত
বেতন এজেন্ট নিযুক্ত করা হউক।
দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া
কথা বলিতে হয়। এজেন্ট ইউরোপীয়
হউন। তাঁহান যে হুইজন সহকারী হই-
বেন, তাহার একজন ইউরোপীয় ও
একজন এদেশীয় হওয়া চাই। কিন্তু
তিন জনেই একত্র হওয়া আবশ্যিক যে
দীর্ঘকাল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস
করিয়া বহুবর্ণিত। লাভ করিয়াছেন,
এদেশীয়দিগের তাহা মনের ভাব ও
অভিপ্রায়ে অনায়াসে বুঝিতে পারেন
অফিসের গুণদোষ পরীক্ষার পট্ট হন।
সি উপায়ে অফিসের উন্নতি হয়,
সর্বদা সে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা যে
সুশিক্ষিত সচিব জনসমূহ ও গবর্ণমে-
ন্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন, এ কথা
বলা বাহুল্য। এই তিনজনে অফিসের
গুণ দোষ পরীক্ষা করিবেন এবং ভুল
নের সময়ও এই তিন জন ওজন লইবেন।
যে দিন যে ওজন লওয়া হইবে, সে
দিনেই তিনজনে তাহার স্বতন্ত্র টিপ
দিয়া, পরস্পর মিলাইয়া আঁক বাঁধিবেন,
এবং একত্রে আপন আপন কাগজ
ও পাম্পলের কার্গস আঁক বাঁধিয়া
দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা হইলে
আর অন্যের জাল করিবার সঙ্কা-
বনা থাকিবে না। এখন এই
আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তিনজনে
কিভাবে এত অফিস ওজন লন?
এপ্রেল ও মে মাসে অফিসে আসে।
ঐ সময়েই ওজন লওয়া হইয়া থাকে।
প্রাতঃকাল ও বৈকাল হইবে। যদি

কাজ চলে, আমরা যেহেতু বলিলাম,
অনায়াসে একত্রে ওজন লওয়া হইতে
পারে। কুবকেরা এককালে সুস্থায়
অফিসে আনয়ন না করে, ক্রমে ক্রমে
আনে কেবল এই একটা আফ্রা প্রচার
আবশ্যক।

এখানে আর একটা বিষয়ের প্রসঙ্গ
করা আবশ্যক হইল। নবেম্বর মাসে
অফিসের বীজ বণন করা হয়, এপ্রেল
মাসে উহার ফল আঁকিয়া অফিসে উৎ-
পন্ন হয়। ঐ অফিসে ফিরে নবেম্বরে
বাক্স বন্দী হইয়া গাজিপুর হইতে
কলিকাতায় প্রেরিত হয়। এত দীর্ঘকাল
বিলম্ব হইবার কারণ কি? এত অসঙ্গত
বিলম্ব চৌধুরে যে অন্যত্র প্রধান
কারণ নয়, এ কথা কে বলিতে সাহসী
হন? এ বিষয়টির প্রতি লেপ্টনেন্ট গব-
র্নরের বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত।
অফিসের শুকাইয়া বাজা বন্দী করিতে
এত বিলম্ব করা নিতান্ত অসঙ্গত মনে
নাই। এপ্রেল ও মে মাসে প্রবর্তিত হইয়া।
সকল দ্রব্যই সহজে শুক হইয়া আইলে।
অপ্পে অপ্পে না শুকাইলে অফিসে
ভাল হয় না, যদি এ আপত্তি হয়, ঐ
কার্যে ৬ মাসেরও অধিক সময় কেন
করা নিতান্ত অসঙ্গত মনে নাই। যদি
বল বাজা ও অন্য অন্য উপকরণ সংগ্রহ
করিতে বিলম্ব হয়, এটা অকিঞ্চিৎকর
ব্যক্তি। এপ্রেল মাসের পূর্বে ঐ সকল
সামগ্রীর অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারে
পূর্বে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত থাকিলে
অফিসে যেমন খোলা করিবার যোগ্য
হইতে থাকে, অর্মান বাজবন্দী করিয়া
৬ মাসে মাসে কলিকাতায় প্রেরণ
করা হয়, চৌধুরে অবসর অপ্পে হয়
মনে নাই। বাজা বন্দী সময়ে ঐ তিন
জন প্রধান কর্মচারীর উপস্থিত থাকা
আবশ্যক। মাসে মাসে অফিসে কলি-
কাতায় প্রেরণ করিতে হইলে আর

বাক্স হইবার সত্যাবস্থা এ আপত্তি
কোন কাজের নয়। মাসের একটা দিন
স্থির করিয়া যদি চালান যেওয়া হয়,
কোন প্রকার বিলম্ব বা ঘটিবার সত্যাবস্থা
নাই। ঐ দিবস একজন বিশেষ কর্ম-
চারী গাজিপুর হইতে বহুনিম্নায় বাক্স
গুলি রেলের দ্বারা রাসি লাইয়া আইলেন
ও বিকে একজন কর্মচারী আসিয়া
হাফা হইতে লইয়া গেলেন, তাহাতে
ব্যয় বাজলের সত্যাবস্থা কি?

-৩০-

আমাদিগের আঁকনের

হয়।

আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজপুর গ্রামে;
কোয়ার্থ চক্রবর্তী নামক একটা
হুস্তরজ সুবা পুরুষ আছে। এ ব্যক্তি
চুরি অপরাধে একবার কারাগারে
প্রেরিত হয়। এখন ছাপাখানার কম্পো-
জিটরের কাজ করিয়া থাকে। শুনিতে
পাওয়া যায় এ ব্যক্তি কয়েক স্থানে এই
রূপ অফিস চুরি করিয়া কয়েকবার ধৃত
হইয়া অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে।
গত শনিবার বেলা ৩।৪ টার সময়
আমরা এবং আমাদের কর্মচারীগণ সক-
লেই কাজে নিতান্ত ব্যস্ত আছি, এমন
সময় এ ব্যক্তি আমাদের ছাপাখানায়
আইলে। সে প্রায় এদিকে আসেন। এবং
আমাদের আঁকিতে তাহার কোন
কাঁচ ছিল না। তখন কোম হুস্তর-
জির আশঙ্কনা থাকিতে ইহাকে আসিতে
কেহ নিষেধ করেন নাই। সকলেই
কার্যে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম, হতভাগ্য
নানা ছলে এখানকার সকল সহায় লয়।
আমাদিগের প্রেসমানে প্রতীক্কে জিজ্ঞাসা
করে যে আঁকস ব্যক্তিতে প্রায় দ্বারদান
প্রস্তুত থাকে কি না, তাহারা উত্তর
করে যে গাজিপুরে নোক থাকি আব-
শ্যক হয় না। তাহার পাবে সে সকল
ঘর ঘুরিয়া বেঁধিয়াছে; কম্পোজিটেরা

কম্পোজ করিয়া কোণের কি চাপি
তেছে সবে সঙ্গে গিয়া দেখিয়া আলি
গাছে এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত
বিলম্ব করিয়া, যে দুই এক জন কর্মচারি
অবশিষ্ট ছিল তাহাদের সজ্জিত বাহির
করিয়া গিয়াছে।

পর দিন প্রাতঃকালে কর্মচারিরা
অফিস বাতির দ্বার খুলিয়া কাখা
করিতে যাত্রা দেখিল যে পূর্বে দিনের
কম্পোজ করা সমুদায় অক্ষর অপ
হৃত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে
দেখা গেল যে এক দিকের জানালার
দুইটি কাঁঠের গরাদে জাঙ্গিয়া ফেলি
য়াছে। গারদের গার জুতার প্রেক্ষ
চিহ্ন দেখা গেল, তাহাতে বোধ হইল
বাতির হইতে পদাঘাত করিয়া তাহা
জাঙ্গিয়াছে। তখন সকলের সন্দেহ
সঙ্গেই সেই ব্যক্তির দিকে স্থাপিত
হইল। আমরা পুলিষে সংবাদ দিলাম
পুলিষ তাহাকে ধৃত করিলেন; তখন
দেখা গেল যে তাহার বক্ষণ পায়ে
জুতার গোড়ালে একেবারে চিঁড়িত
গিয়াছে। সে কোন প্রকারে অপরাধ
স্বীকার করেনা। নানা প্রকার মিথ্যা
বাগজাল বিস্তার করিয়া কাটাতে চায়।
সে ব্যক্তিকে জামিনে রাখা হইয়াছে।
পুলিষের এক এক কর্তা এক এক বার
আসিতেছেন। তাহাকে ও আমাদিগকে
ডাকাইতেছেন এবং চলিয়া যাউতেছেন।
আমাদিগের কয়েক মোগ অক্ষর চুরি
গিয়াছে তাহাতে আমাদিগের বিশেষ
ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সকল দুটো ব্যক্তির
শাসন হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। এইরূপ
কতকগুলি বদমাসের স্থানে স্থানে
জামিয়া আমাদিগকে শাস্ত করিয়া
জুলিয়াছে। এই দুর্কৃত্যদিগকে দমন
করিবে না পারিলে সমাজের উপদ্রব
কখনই সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবে

না। পুলিষ কতদূর করেন আমরা তাহার
অপেক্ষা করিলাম।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই অগ্রহায়ণ সোমবার

১৭ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক পক্ষের
মধ্যে অবোধা হইতে ৪৩০৩৫ মণ শস্য
রপ্তানী হয়।

অধ্য আগ্রায় গবর্নর জেনরলের আর
একটি সভার অধিবেশন হইবে। ইহাতে
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির খাজনা ও রাজস্ব
সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বিবরণে তর্ক
হইবে। এদিকে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আকু
লিত হইতেছে, তাহকে দেশের প্রধান
কর্তা আগ্রায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্ব
সংক্রান্ত রাজনীতির পর্যালোচনা করিয়া

কাছাড় এবং চট্টগ্রামে পোকায় অনেক
শস্য নষ্ট করিয়াছে।

এবার বঙ্গদেশে কেবল অরুণ নদ
কতকগুলি জমিদার জল কঠোর আশঙ্কা
করিয়াছেন।

বাংলাদেশ এ অঞ্চলের লোকের গোলা
তথায় শস্য জমিয়াছে, এই আশার লোকে
কতক আশ্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু সে
আশার লোপ হইতেছে গত মাসে ওখার
২১৮ আনা চাউল বিক্রীত হইয়াছিল এখন
৩৬০ আনা মণ বিক্রীত হইতেছে ক্রমে
আরো বৃদ্ধি হইবে। এ অঞ্চলে এখনই ৩০০
০৬০ চাউলের মণ হাড়াইয়াছে। মহানগরে
এই সুযোগে বড় মাহুদ হইবার চেষ্টা
আছেন।

মাজারের বণিকেরা উড়িয়া হইতে
অনেক চাউল লইয়া বাইতেছেন। উড়িয়ার
প্রতিনিধি কমিশনার বীমস সাহেব কলি
কাতার বণিকদিগকেও এইরূপ পরামর্শ দিয়া
ছেন।

গাজিপুর এবং মির্জাপুরের স্থানে স্থানে
লোকের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মির্জাপুরে
পাবলিক ওয়ার্ক আরম্ভ করিবার উদ্যোগ
হইতেছে।

খিবার খাঁর জাতি সম্প্রতি কলীর সজ্জা

টের নিকট এক পত্র লইয়া যান, উক্ত পত্রে
খাঁ এই প্রার্থনা করিয়াছেন, বার্ষিক রাজস্ব
কতক কমাইয়া দেওয়া য় এবং পূর্বের ন্যায়
উজাদিগকে দাস ব্যবসারে অনুমতি দেওয়া
হয়। সজ্জাট বলিয়াছেন তিনি বর্তমান রাজ
স্বের পক্ষমাংশ মাত্র গ্রহণ করিলেন কিন্তু
দাস ব্যবসারের অনুমতি দিতে পারিলেন
না তিনি এ দোষে লিপ্ত হইবেন তাঁহার
শ্রুতির দণ্ড হইবে।

পিরানিরের পার্শ্ব সংবাদদাতা লিখি
য়াছেন তথায় এক হুতন ভবিষ্যৎকার আবি
র্ভাব হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন এই
মাসের ২৯ এ আগ্রহায়ণ রবিবারের মধ্যে
একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটবে। পার্শ্ব নগর
অন্ধকার হয় হইবে, ২৭ ২৮ ও ২৯ এ
ভয়ানক বৃষ্টি হইবে, পার্শ্ব নগর একটী
কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দ্বারা আবৃত হইবে ধূমকে
তুর ন্যায় ইহার একটী লাল লাল ধানিবে এই
লাল লাল প্রাণীর মত। পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।
মধ্যে এক একটী ক্রিয়শীল দেখা যাইবে,
উহাতেই কণকালের জন্য অন্ধকারের
নাশ হইবে। গত বৎসর জেমিস র একজন
ভবিষ্যৎকার বলিয়াছিলেন একটি ধূমকেতুর
উদয় হইয়া পৃথিবীর নাশ হইবে। তাহা
ক্রমে তাঁহার সে ধূমকেতুর উদয় হয় নাই।
এই সকল ভবিষ্যৎকার দোষ এই, ইহার
মাত্রা ঠিক রাখিতে পারেন না মাত্রা বেশি
হলেই এইরূপ গণনা করিয়া বলেন।

১১ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

মর্জারগ ইতিহাস নিউস বলেন, সম্প্রতি
লাহোরে কেশব বাবু যে বক্তৃতা করেন
উহাতে এক জন পক্ষপাতি একপ মোতিত
হইয়াছিলেন, কেশব বাবুকে এক জন ভবি
ষ্যৎকার বলিয়া তাঁহার সংসার জন্মে এবং
তিনি সাধারণের নিকট সে সজ্জার অপ্র
কাশ রাখেন নাই। তাঁহার এত ভক্তি হই
বার কারণ এই, কেশব বাবু কলিকাতায়
থাকেন, এবং বিলাত দেখিয়া আসিয়াছেন,
অতএব তিনি পুজা পাঠবার যোগ্য।
ভবিষ্যৎকার লক্ষণী ভাল হইয়াছে। এজন্য

ভক্তি বোধ হয় কেশব বাবু আর্থনা করেন না।

ই, এ, কলন নামক এক ব্যক্তি টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, মোহিত সাগরে এখনও দাস ব্যবসার বিলম্ব চলিতেছে। মেট্রো নামক নগরে বেড়িবে ৩ হাজার টেনা আছে। সেখানে দাস ব্যবসারে একটা একা-শ্য বাজার আছে। যে সকল টেনা রে করিয়া এই সকল দাস বিবেশে লইয়া যাওয়া হয় ১০০ মি বেড়িবে। বেড়িবে প্রত্যেক দাসের উপর কর গ্রহণ করেন। জেডাতেও দাস ব্যবসারের একটা বাজার আছে।

১৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

পিপলস্ ফ্রেণ্ড বলেন কলিকাতার ইহার মধ্যেই হুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, লোকের কষ্ট আরও হইয়াছে। সামান্য চুরির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তিক্কুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্বা বঙ্গলা রেলওয়ে সংক্রান্ত যে সকল কার্য চিতপুরে করিবার জন্য গবর্নমেন্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, অলিখে সেই কার্যগুলি আরম্ভ করা উচিত।

গতকলা পঞ্জাব হইতে ট্রেণে ৪০ জন করেমিকে (ইহাদিগের ব্যবসায়িক জীপা-স্তর বাসের খাজা হইয়াছে) আনিয়া আলী পুর জেলে রাখা হইয়াছে, ইহাদিগকে পোর্ট গেয়ারে পাঠান হইবে।

সেপেলিয়ন ধীপে কশীরদিগের সহিত জাপানীদিগের গোলযোগ চলিতেছে। এই ধীপটী অধিকার করা কশীরদিগের ইচ্ছা।

সরমাধবা রাওয়ের পুত্র আনন্দরাও মহিষুরের আফিসে একজন কুতন এটাচি হইয়াছেন।

সম্রাতি পণ্ডিত বৈয়াক্ষর বরসভী একেই আহার দেহান্তর গমন এবং বৈদ্য বিঘরে ছুটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যেইসাইর জামিন আমনোড নামক সংবাদ পত্র বঙ্গদেশের হুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি

দিগের সাহায্যার্থ পারসিদিগকে চীরা করিয়া টাকা জুঁলিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছেন।

অন্য ভারতবর্ষের মহাত্মের দণ্ডাজ্ঞা হইবে। অন্যতর আসেসর পত্নীচন্দ্র গন্ধ-গড়ি অনেক বিবেচনারপর বলিলেন “যেহা সাফা বেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মকে বোঝাবল্যায় না। যে মহাত্ম দেখকরিয়াছে তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই, মহাত্ম যে নির্দোষী এই তাঁহার যুক্তি। আমর এমন বিশ্বাস হয় না যে এলোকেশী কখন মহাত্মের বাটীতে গিয়াছিল। ‘হাশিম আসেসর বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক মহাত্মকে দেখা দিহর করেন এবং বলেন ‘আমর বিশ্বাস এই এলোকেশী মহাত্মের বাটীতে যাইতে এবং মহাত্মের সহিত সে ব্যক্তিচারিণী হয়।’ লজুবাবুর এই কমটী কথা বলিয়া তৃপ্ত হয় নাই তাঁহার আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আনালত তাঁহাকে আর অধিক বলিতে দেন নাই। লজুবাবু বহুক্ষণ যত্নে আলোড়িত করিয়া এই যুক্তিটী বাহির করিয়াছিলেন মাত্র, এমন সময় আনালত তাঁহাকে বাধা দিয়া তাল করেন নাই। আনালত লজুবাবুকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার এই সারগর্ভ যুক্তিটার মূল্য কত?

ইণ্ডিয়ান টেটসমান বলেন, বঙ্গদেশী হুর্ভিক্ষ বোধ্যকর ৮ উলের রাজ্যের বড় পরিবর্ত করিতে পারিবে না। বঙ্গ দেশ হইতে তথায় যে চাউল রপ্তানী হয় তাহা বরিত্রদিগের জন্য নয় বরিত্রেরা যে চাউল খরি তাহা অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী হয়। তবে যে তথায় লোকে হুর্ভিক্ষের সন্ধ্যা করিতেছে সে কেবল মহাজনদের দোষ।

বাদ হইতে একজন রাজদূত কলিকাতার আসিতেছেন।

শিছু নদীর উপরে যে নৌকার সেতু হইতেছিল উহা ১ লা নবেম্বর খোলা হইয়াছে।

১২ ই নবেম্বর পর্যন্ত পঞ্জাবের যে

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, হিসার বিভাগে তিন আর সর্বত্র শস্যের অবস্থা ভাল। উক্ত বিভাগের ‘অন্যহুতি’ নিবন্ধন রবি শস্যের অবস্থা অতি মন্দ মূল্য সমান রহিয়াছে কেবল লুধিয়ানাতে ৩০ ৮০ হইতেছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

অনরেনবল বেজেট ডিকলরিন পুনরায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

মাজাজে জনজাগতি এই, আদালী বর্ষে নয় মাস কাল পর্যন্ত বাস করিবার জন্য লাভ হবার্টি ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ তথায় বাটী ভাড়া লইয়াছেন। প্রথমে তিন মাস পরে ছয় মাস, এখন ১২ মাস পর্যন্ত উঠিয়াছে, পরিশেষে সম্বৎসর কাল পর্যন্ত বাসের ব্যবস্থা হইবে সম্ভব নাই। ইহাতেই শেষ হইবে বোধ হয় না, পর্যন্ত বাসে অকিছ হইলে শেষে ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের মাধ্যমে তাত এয়াইবার জন্য রাজপুরুষগণের চেটা জাহাজে পারি।

গাজীপুরের অফিসের বিভাগের দারোগা ও তাহার কেরানী বাঁহারা গবর্নমেন্টের ১৪ হাজার টাকা চুরি করেন, তাঁহা বের প্রত্যেকের হাজার টাকা করিয়া অরি দানি ও কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর করিয়া কাগান্ড হইয়াছে। দারোগা সাহেব ২০ বৎসরেরও অধিক কাল গবর্নমেন্টের কার্যে ছিলেন। এই বৃদ্ধি বৎসরের মধ্যে ইহার কখন অজ্ঞানতা বোধ ঘটে নাই এইবার অজ্ঞানতা ঘটিয়াছে, ৭ বৎসর ধরিয়া তাহার কল ভোগ করিতে হইবে।

এক খানি সংবাদ পত্র অনুমান করেন কশীরার অভিশ্রায় এই, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া উহা এতদিনবরাহ ডিউকনে এদান করেন।

উত্তর বাঙ্গলা টেট রেলওয়ে জন্য গবর্নমেন্ট মাল্টোয়ের এক ম্যান মল্লিক পশ্চিম ৪৪তে ১০০ কীট ও অন্য এক ম্যান তুমি লইয়াছেন। উহা মাল্টো পুরের পলি হইয়া হালহাতিয়া লালবাড়ীর পলি হইয়া

পুর, নরওয়ানী এবং ভে'জদাখিডির নিকট
বিশা জলপাইওড়িতে যাবে।

হুজিৎক এবার কেবল বাঙ্গালীরাই নহে ময়
জাণা হীশেও ইহার উপক্রম করিয়াছে।
অন্যুজি নিবন্ধন সেখানেও শস্যের বিল
কণ অসুই করিয়াছে।

মনি'জ বীম বলেন, বারু শাম'চরণ যে
প্রা'নিমি সহকারী কণ্টোনার জেনরল
হইয়াছেন।

বেঙ্গল টাইমস্ বলেন, রাজ্যের সুতন
চ'উলের আয়দানী হওরাতে ঢাকার চ'উ
নের দর পূজের ন্যায় হইয়াছে। সুতন
আয়দানীতে বর কতক কমিলে বটে, কিন্তু
ভাটার পর বেঙ্গল বাড়িতে থাকিলে ভাটা
তেই সর্জনশাকরিবে। সে কষ্ট লোকের
অংশ দিনেও শেষ হইবার নয়। আগামী
বারে শস্য হওয়া পর্যন্ত এইভাবে থাকিবে।

ইংলিশম্যান বলেন, লাড' মর্জুক ২ রা
ডিসেম্বর লক্ষ্যে প্রত্যাগমন করিবেন
যেখা হয় ৮ ই পর্যন্ত তথায় থাকিবেন।
পর ২ ই আল'হাবাবে গিয়া ১০ ই ডিসেম্বর
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। লাড'
মর্জুক এসময় শীত শীত কলিকাতায়
আসিলেও লোকের অনেক আশ্বাস জন্মে।

দাংজিলিও নিউস বলেন, গত রবিবার
তথায় সামান্য মাত্র বৃষ্টি হয়। কিন্তু হোপ
টাউনে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

১৪ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত কল্যা হাইকোর্টের নবম ফৌজদারী
সেশিয়ন বসিয়াছে।

শুনা যাইতেছে অন্তর্যমল দ্বারকানাথ
মিত্র অসুস্থতা নিবন্ধন দুই মাসের ছুটি
চাধিয়াছেন।

৮ ই মঘের যে সপ্ত'হের শেষ হয় সেই
সপ্ত'হে কলিকাতায় ২০৯ জন লোকের মৃত্যু
হয়। ইহার পূর্বে সপ্ত'হে ২৩০ জনের মৃত্যু
হইয়াছিল।

দেশিন সাজ'গাছির বাবু ভোলানাথ
ল'জিয়ার বাসীতে চোর প্রবেশ করিয়া
লাজ'বাজ'র টাকার অলঙ্কারাদি ও শাল
প্রভৃতি লুটয়া গিয়াছে। পুলিস কি করেন?

গত বুধবার হুগলীর সেশিয়ন জজ
ফিলড সাহেব তারকেশ্বরের মর্জুনের
কঠিন পরিগ্রহের সহিত তিন বৎসর কারা
হও ও দুই মাসের টাকা জরিমানা করিয়া
ছেন। দণ্ডাতা হইয়া মর্জুকে জেলে
লইয়া যাওয়া হয়। মর্জুনের বারিউর জাক-
সান সাহেব এই দুর্ভাগ্য করেন, তিনি এই
দণ্ডের বিক্ষেপ আশীল করিবেন, অতএব
মর্জুকে জামীন লইয়া খোলসা দেওয়া
হয়। কিন্তু তাঁহার এ আবেদন অগ্র'হা
হইয়াছে। মিরর বলেন, মর্জু আশীল
করিয়াছে। মর্জুনের বিচার কালে আদা-
লতের ভিতর বাহির লোকের পরিপূর্ণ হই-
য়াছিল। হওজা হইয়া মর্জু আদালত
লোকের আনন্দ ও প্রশংস'জন্মিতে প্র-
জন্মিত হইতে লাগিল। জজ নানা প্রকার
ভয় প্রদর্শন করিয়াও সে গোল কমাতে
পারেন নাই। মর্জুনের হও লোকে সন্তুষ্ট
হইয়াছে, এক্ষণে আশীল আদালত সেই
দণ্ডের বাধ্যতা না করেন সাধারণের এই
ইচ্ছা।

বীরভূম হইতে ভাগলপুর ও গাটনার
৭০২ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে।

বঙ্গদেশের একজন মহাজন গণনা
করিয়া বলিয়াছেন বঙ্গদেশে প্রতিদিন
৪২ লক্ষ মণ চাউল লাগে। গণনাটা ভুল
বলিয়া যোগ হইতেছে।

১৫ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

কিছুদিন পূর্বে লর্ড ইউলিক'ট্রাউনের
বেরিপোর্টের কথা লেখা হয় তাহাতে
বারু জেজুজুয়ার রায়চৌধুরির নাম
উল্লেখ না থাকায় তিনি দুঃখিত হইয়া অ'বা
'নিগের নিকট লর্ড ইউলিক'ট্রাউনের রিপো-
র্টের একটা অনুলিপি পাঠাইয়াছেন। তাহাতে
বেখা গেল লর্ড-ইউলিক'ট্রাউন তাঁহার
বাহত্যা চকিৎসালয়েরও প্রশংসা করিয়া
ছেন।

একবার লিখিয়াছেন, গত ১১ ই
অগ্রহায়ণ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ২০২৫
জন লোক একত্র হইয়া হাটখোলার
মৃত রাধা গোবিন্দ সাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ

পূর্বক শিল্পক প্রভৃতি জাহিরা টাকা গহন
এবং জীলেকেরিগের গজি হইতে অলঙ্কার
কাঁড়রা লয়, জীলেকেরি সে সময় চাঁৎক'র
করাতে তাহাদিগকে প্রহার পর্যন্ত করি-
য়াছে। কলিকাতার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়
পুলিস প্রহরীদিগের চক্ষের উপর এরূপ
ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ
নাই। বাহা হউক পুলিস এবিষয়ে কতদূর
করিয়াছেন আমরা এপর্যন্ত জানিতে
পারি নাই।

আমরা দেখিতেছি হাইকোর্ট নবীনকে
হারজীদান বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দেও-
য়াতে অনেকটা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন
নবীনকে কমা করা হয় তাহারা এনিমিত্ত
বহুদান করিয়াছেন। কলিকাতা হুগলী
প্রভৃতি স্থানের অনেক নবীনের দুঃখে
দুঃখিত হইয়া তাহার কয়ার জন্য লেপ্টনন্ট
গবর্নরের নিকট আবেদন করিতেছেন।
মুরসিদাবাদ হইতে একবার লিখিয়াছেন।
গম্ভীতি নিজামত স্কুলের পাণ্ডিত ও শিক্ষক
গণের যত্নে মুরসিদাবাদ এবং বহরমপুরের
প্রা'র ভিনশত প্রাধান প্রাধান লোকের
আকর্ষিত এক আবেদন প্রেরিত হইয়াছে।
বহারানী স্বর্নময়ী রাণী বহুদা কুমারী
লহমী কুমারী রাণী হুজা কুমারী রাণী
আনন্দময়ী প্রভৃতি এবং রায় রাজীবলো-
চন রায় বাহাদুর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক
লোকে ইহাতে আকর করিয়াছেন।

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া
ছেন:—

১। এবংসর অমাবৃষ্টি নিবন্ধন গড়ে বশ
আনারও কম শস্য হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হই
তেছে। অতএব দুঃখী প্রজাগণের ত সর্গ
নাশ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণেরও বিল
ক্ষণ হয় কচৌর সম্ভাবনা আছে। এসময়
প্রজার উপর অমীদারদের ও জমীদারদের
উপর গবর্নমেন্টের রাজস্ব লব্ধ হইয়া করা
নিতান্ত আশঙ্ক্য।

৩ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র
কুমার জেজুজুয়ারিগ দেব বাহাদুর গত
রবিবার আর রোগে কলিকাতায় প্রাণ ত্যাগ
করিয়াছেন।

ইনি কিছুদিন পূর্বে ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া যেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন এবং হোমিও পেশিক চিকিৎসা ও বিসয় সৌজন্য গুণে প্রায় সকলকেই আকর্ষিত করিয়াছিলেন। ইহার সুত্বাৎ অনেকেই মুগ্ধিত হইয়াছেন।

যেদিনীপুরে একটা বাঙালী লাইব্রেরি লক্ষ্য পিত হইয়াছে। বেশীর প্রায় ১০।৭০ জন ভাষার মেঘর হইয়াছেন। ইউরোপীয় মহোদয়গণের মধ্যে থাকবস্থা আফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রিয়ুজ প্রাইস সাহেব ও হরি গেশন কেনেলের ইমজিনিয়ার প্রিয়ুজ কিসর সাহেব এবং সিবিলা সারজন ডাক্তার প্রিয়ুজ মেসিউ সাহেব মহোদয় প্রায় হইয়াছেন।

যেদিনীপুর হইতে উলুবেড়িয়া কেনেল খোলার বাণিজ্যের বিলম্বন সুবিধা ৬৫ মাইল। প্রতিদিন দুইজন দুইজন জাহাজ আসি দানী ও এখান হইতে অনেক জাহাজ রপ্তানি হইতেছে। কীসাই মনোতে প্রায় প্রতিদিন ২০।২৫ বানিরও অধিক নৌকা বাঁধা থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতার ন্যায় আকর্ষণ দ্বারা দ্বারা আরোহী সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যেদিনীপুরের সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রাচীন আমেরিকান পানিরী প্রিয়ুজ ডাক্তার বেটলর সাহেব পুনরায় আমেরিকা হইতে যেদিনীপুরে আগমন করিয়াছেন। ইনি অতি বিজ্ঞ বাজক ও বহুবলী ডাক্তার। ইহার আগমনে সকলেই আশ্চর্যিত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

আগরার মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষনা পত্রের উত্তরে গবর্নর জেনরল বলিয়াছেন, "বাঙালী দেশের শস্যের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইবার কারণ আছে বটে কিন্তু গবর্নরমেট সে কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবেন এক্ষণে আশা করিবার কারণও আছে।

১৮৬২ সালে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যে সকল লোকের বিশেষ সেশ হয় তাহাদের সংখ্যা ২৪০০০,০০০ হইবে, এবারেও ইহার অধিক

সংখ্যা লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্বে পূর্বে বৎসরে উত্তম চাষ হওয়াতে ১৮৬২ সালের মত এখনো জম্বাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। লণ্ডনের সত্যের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষে অনেকে অভ্যস্ত আনন্দিত হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাজি বিগের সাহায্যার্থে তুল্য প্রভৃতি বিতরণের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই কিন্তু ভাষার জন্য উদ্যোগ করা হইতেছে। সাহায্য করিতে গবর্নরমেটকে কত ব্যস্ত করিতে হইবে তাহা দ্বিত হইয়াছে। এতদূর পরিমাণ শস্য জর্য করা হইয়াছে এবং আরও জর্য করিবার আশা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে যেখানে শস্যাদির স্ত্যাব সম্ভব বোধ হইবে সেখানে এই সকল শস্য প্রেরিত হইবে। উক্তিয়া কমিসন যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে সমুদায় অবলম্বিত হইয়াছে। শস্যের অগ্রতুল হইলে ভারত বর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে তাহা আমদান করা বিষয়ে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। বাধারঞ্জ এবং উক্তিয়ার শস্যের অবস্থা উত্তম। অস্তদেশে প্রচুর শস্য আশ্রিত। গজাব, মাজিলা নোয়াই এবং বেনারস ব্যতীত সমুদায় উত্তর পশ্চিমাকলের শস্যের অবস্থা অতি উত্তম। বাণিজ্য বিলম্বন চলিতেছে। জম্বাদির মূল্য নির্ধারণ দ্বারা কিয় রপ্তানী বন্ধ করিবার আদেশ দ্বারা গবর্নরমেট বাণিজ্যের স্বাধীন কাছের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নন। মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ইতি মধ্যে কলিকাতার রপ্তানী অনেক কমিয়া আসিয়াছে। বাণিজ্য যেখানে সুবিধা করিতে পারিবে না গবর্নরমেট সেখানে সে অভাব দূর করিবেন। সমুদায় স্থানীয় কর্মচারিগণকে বিপদ দুখের কাঁধে করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গবর্নর জেনরলের কলিকাতার করিবার সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সকল দেখিয়া হাইবার ইচ্ছা আছে।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লেফটেনেন্ট গবর্নরকে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহার সার স্বর্ষ এই— ১ম ১৮৬০।

৩১ অক্টোবর এবারে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অধিক সেশের সত্যের ১৮৬২। ৬৬ সালে কেবল উক্তিয়ার অনুমান ৩০ লক্ষ লোকের কষ্ট হইয়াছিল, বর্তমান বর্ষে অনুমান ৫২০০০০০ লোকের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ উত্তর ও পূর্বসাহারার যে সকল স্থান হইতে সমুদায় দেশের আহারের সংস্থান হয় সে বৎসর তাহাদের ক্ষতি হয় নাই। এ বৎসর তাহাদের যেরূপ টর হইয়া তাহাতে তাহাদের নিজের চলাচল হয়। ওয়া। সর্ব সময়ে গড়ে হয় আনার অধিক শস্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে অনেক দিন তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং পূর্বে পূর্বে বৎসরের দান্য যে অধিক সঞ্চিত আছে এক্ষণে বোধ হয় না। ৫ মা। এই বিপদের সময় দেশের মধ্যে যাহা কিছু শস্য পাওয়া যায় তাহা দেশের মধ্যেই রাখা উচিত। ৬ মাই রপ্তানী বন্ধ করিবে যে যে আশঙ্কিত হইবে এত বিপদের সময় এটি করা উচিত নয়। বিশেষ বিদেশীয় লোকের আহারার্থে অতি অল্পট চাউল রপ্তানী হয়, অধিকাংশ চাউল কপা ছের মাং ও মদের ভাটীর জন্য নীত হয়। সেই অনুসারে এখন রক্ষা করা উচিত নয়। ৭ মা। এখন আর সময় নষ্ট করা বিপদের মধ্যে; অতীত বিদেশ হইতে শস্যাদি আমদানির ব্যবস্থা করা বক্তব্য। ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রাধান প্রাধান অধিক টেট সেক্রেটারিকে লিখিয়াছেন যে সে যদি আশঙ্কিত হয় আমেরা ভারতবর্ষ হইতে যে সকল চাউল আনিয়াছি তাহা পুনরায় সেখানে পাঠাইতে পারি।

লণ্ডনের লাইট বোর বক্তবিশেষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত রাজ্যদের সাহায্যার্থে স্বর্ষ সংগ্রহ করিবার জন্য একটা সভা করিয়াছেন।

পার্লিামেন্ট কলিকাতা হইতে সংবাদ পাঠিয়াছেন—

জম্বাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে হাট বিক্রয় এখনো ১৮৬২ সালের নবেম্বরের মাত্র হয় নাই। ১ মা। নবেম্বর অবধি কেবল মাত্র

৩১০০০ মণ জলপথে উত্তরে গিয়াছে । ১লা অক্টোবর অবধি যথা পর্যায়ে খাল প্রভৃতি স্থানান্তরিত ৩০০ মণ কলিকাতাতে আমদানি হইয়াছে । কলিকাতা হইতে রণীগঞ্জেও বিহার প্রভৃতি স্থানে ৩৮৯০০ মণ পেরিত হইয়াছে । এখন কলিকাতা হইতে পাহাড়িগড় হইতে ১১০০০ মণ প্রেরিত হইতেছে । তবে গত মাসে ২০১৫০০ মণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । অতঃপক্ষে ৫ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত বার্ষিক হিসাবকে প্রেরণ করিবার পরা দশা চলিতেছে । ৫০ মণের মূল্য বেলগুয়ে খরিদ হইয়াছে । অল্প কয়েক গবর্ণমেন্ট বিক্রেত ডাউন করি গিয়াছেন । উত্তরপশ্চিম হাতিয়ে শস্য জের করিয়া অন্য কলসিন মাছের সঙ্গেই নিযুক্ত করিয়াছেন । বর্ষা মাসের মত রোজা ও ঢাকার গায়ে অংশলগণের পুত্র বিস্তার ডাউন জের করিতেছেন, পরে জীত দ্রব্যে বিক্রয় করিবেন ।

—১১—

গত সপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের অবস্থা ।

চাঁদ্রভিলিও এবং কশাই ও জয়জিয়ার পাহাড়ে অল্প পরিমাণে রসি হইয়াছে । শস্যের অবস্থা সাধারণতঃ মন্দ । কিন্তু কোন কোন স্থানে যেরূপ শস্য হানি হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করা হয় বাস্তবিক ততদূর নহে । মৌসুমীপুত্র, মালদহ, রতপুর, পাবনা, জলপাইগুড়, ফরিদপুর, গুয়া, সাহাব, ও পুরীও স্থানে স্থানে এবং গুয়া হাট নান্যাদি জল সর্গের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে । বর্ষমানের পশ্চিম ও উত্তরে যেরূপ পূর্ণ ও বর্ষাভে শস্যের অবস্থা তত মন্দ নহে । জলের প্রাচুর্য্য সমান হইয়াছে । বর্ষাকার মাস শস্যের আদিকাগে নষ্ট হইয়াছে, আমর ধান্য অধিক পাওয়া যায়বে । বীজত্ব হইতে পাটনি ও বাগলপুরের রপ্তানী চলিতেছে । মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে । মৌসুমীপুরের দাঙ্গা হইতে উত্তরে রপ্তানী হইতেছে বলিয়া দক্ষিণে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে । প্রগাণীতে আশু ধান্য রসি আসি হইবে, টাক ভূমি ধান্য শুকাইয়া যাইতেছে, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে । বাবুদার জল সেচন হইতে অনেক উপকার হইয়াছে । উত্তরপশ্চিম এবং আমতায় যেরূপ শস্য করা গিয়াছিল শস্যের অবস্থা ততদূর অনেক ভাল । শিবপুরে জলের অভাব হইয়াছে হইয়াছে এবং এগেচিয়া

ও ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে প্রবেশ করিতেছে । ২৪ মাস—অবস্থা পূর্বের মত রসি হইতে, মৌসুমীপুত্র হইতে মনেই কথ্য কাজের অভাবে মনেই কষ্ট আশঙ্ক্য হইয়াছে । মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে পল্লভাট, বাবুদার সাতক্ষীরা এবং আলীপুর জলের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে । মৌসুমীপুরে বর্ষাঘাট হইতে হই আনা এবং অন্যান্য স্থানে হইতে চারি আনা শস্য পাওয়া সাইবে । বাবুদারে জল এবং মৌসুমীপুরের অবস্থা ভাল কিন্তু অন্যান্য রসিদের রপ্তানী আবশ্যক বিশেষ নহে । এখানে বোরা ধান্যই অধিক জন্মে, কিন্তু অনাবৃষ্টি নিবন্ধন তাহারও অনেক আনষ্ট হইয়াছে । মূল্য অপেক্ষাকৃত কম আছে । মৌসুমীপুরে কালেক্টর সাহেব স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখাচ্ছেন, শস্যের অবস্থা যতদূর মন্দ বলি হইয়াছিল বাস্তবিক ততদূর নহে । জল সেচন দ্বারা অনেক শস্য বক্ষা হইয়াছে । উত্তরে শস্য আনা শস্য হইবে । হিন্দুপুরের অবস্থা পূর্বের মত । মালদহে চারি আনা শস্য পাওয়া যায়বে, পল্লভাটের অবস্থা বৃদ্ধি হইয়াছে । রাজশাহীতে ছয় আনা ধান্য হইবে । কোন কোন স্থানে বসন্ত এবং ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে । রতপুরে তিন আনা শস্য পাওয়া যায়বে, তমাক, সরিষা, গম বৃষ্টি না হইলে নষ্ট হইবে, ইক্ষু ও আখা উত্তম জন্মিয়াছে । বগুড়ার অল্প ধান্য রক্ষা হইবে । পাবনার আট আনা ধান্য পাওয়া যায়বে । আশাভাষা রসিদের অবস্থা উত্তম ।

কুচবিহারের অবস্থা পূর্বের মত, দারজিলিতে মূল্য কতক বৃদ্ধি হইয়াছে । কিন্তু জলপাইগুড়িতে কতক কম আছে । কুচবিহার হইতে রতপুরে শস্য রপ্তানী হইতেছে । ঢাকার যেরূপ আশা করা গিয়াছে তাহাশেষ শস্য উত্তম জন্মিয়াছে । মানিকগঞ্জে তদানক আর হইতেছে । ফরিদপুরে স্থানে স্থানে শস্যের অবস্থা ভাল কিন্তু অন্যান্য স্থানে গভীর বন্যারের চতুর্দশ কল পাওয়া যায়বে মাত্র । রসি শস্যের অবস্থা ভাল । বাখর গঞ্জের অবস্থা ভাল । কিন্তু ময়মনসিংহের অবস্থা কতক মন্দ হইয়াছে । অধিক শস্য রপ্তানী নিবন্ধন সিলেটে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে । কাছাকে পোকা কতক শস্য নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু মশা আনা শস্য পাওয়া যায়বে । চট্টগ্রামের অবস্থা ভাল । নওয়াখালিতে আট মশা আনা মন্দ হইবে । ত্রিপুরাতে মূল্য কমিতেছে । ত্রিপুরা এবং হিন্দিপারায় সমুদারে শস্যের অবস্থা তদূর মন্দ নয় । পাটনার অবস্থা দিন দিন মন্দ

হইতেছে । যে সকল রসি শস্য অল্প রিভাইটরা ছিল তাহাতে পোকা লাগিয়াছে । শোণ খাল হইতে জল সেচন দ্বারা গুয়ার স্থানে স্থানে কতক উপকার হইয়াছে । মূল্যও কতক কমি যাইতে । দালাতীয়ে জল সেচন দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে । রসি শস্যের অবস্থাও ভাল । ব্রিহতে আট মশা আনা শস্য পাওয়া যায়বে । অধিকাংশ ভূমিতে এপর্য্যন্ত রসি শস্য বপন করা হয় নাই, কৃষকেরা বলিতেছে, আর ১০/২০ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে বপন করা হইবে না । আশু প্রায় চারি আনা জন্মিয়াছে । লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে । সাহরনের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে কিন্তু জল সেচনের জন্য কতকগুলি কৃষক বপন করা হইতেছে, মূল্য কমিতেছে । চম্পারনের অবস্থা মন্দ । ধান্য হই আনা হইবে । রসি শস্য তরু আনা মাত্র বপন করা হইয়াছে । মুসেরে বোরবি শস্য জন্মিয়াছিল তাহাতে পোকা লাগিয়াছে । ভাগলপুরে মূল্য কমিতেছে, বেড়াউল আমদানী হইয়াছিল, তাহার কতক পুনরায় রপ্তানী করা হইতেছে । পূর্ণিয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । সাঁওতাল পরগণার যে ধান্য কাটা হইয়াছে তাহাতে অল্প পাওয়া যায়বে । রসি শস্যের অবস্থা মন্দ হইতেছে । স্থানে স্থানে পোকা লাগিয়াছে । উত্তি দ্বারা শস্য উত্তম জন্মিয়াছে, কিন্তু রপ্তানী নিবন্ধন মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে । ছোট নারপুরের সংবাদ ভাল । কিন্তু রসি শস্যের অবস্থার উন্নতি হয় নাই । পালামাতে যেরূপ রিপোর্ট করা হইয়াছিল তাহাশেষ শস্য আরো কম জন্মিবে । আসামের সংবাদ গত সপ্তাহে অপেক্ষা মন্দ । নাগা, কশাই এবং গারো পর্বতের সংবাদ অপেক্ষাকৃত ভাল ।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

সামান্য ও সাধারণ বিভাগ ।

১৯ এ নবেম্বর । পূর্ণিয়ার প্রথম জেনারেল প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এক ওয়াইর সাহেব ফৌজদারী বক্তাবিধির ২১৬ বারানুসারী কর্মকা পাঠলেন ।

অনবহল বি, ডি, কলসিন বঙ্গদেশীয় বঙ্গভাষিক সভার সভ্য হইয়াছেন ।

আর এক রাশিানি প্রথম জেনারেল ডাক্তার

প্রতিনিধি আইনটো মার্জিনেট ও ডেপুটি কালি
উর হইলেন।

বগুড়ার সব ডেপুটি কালিউর বাবু তারিখী
সকাল রাত তৃতীয় সেশনের মার্জিনেটের ক্ষমতা
পাইলেন।

সহকারী কমিশনার কালিউর ডাবলউ জি
মেটলাও কিছুদিনের জন্য গোলাঘাট বিভাগের
গার পাইলেন।

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের
জনা সফরানের কমিশনারের পাসনাল আদিল
কৈর সহকারী হইলেন।

মালদহের দ্বিতীয় সেশনের সব ডেপুটি কালি
উর বাবু অক্ষয়কুমার বসু কিছুদিনের জন্য প্রথম
সেশনের সব ডেপুটি কালিউর হইলেন।

বগুড়ার প্রথম সেশনের সব ডেপুটি কালিউর
বাবু তারিখীপদ রায় কিছুদিনের জন্য প্রথম
সেশনের সব ডেপুটি কালিউর হইলেন।

মুর্শিদাবাদের কাননগুড় বাবু কালি
রায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় সেশনের
ডেপুটি কালিউর হইলেন।

এক, ডাবলউ আর কাউলি সাহাবাদ গড়া
এবং পাটনার প্রথম সেশনের মার্জিনেটের
ক্ষমতা পাইলেন।

ডাক্তার সি, টি, ও উডকোড মিক কার্য
ভিন্ন সিডালবহেৎ হুতন মেডিকল স্কুলের জুগ
টিমেন্টেট হইলেন।

এক, এল, এল ডাম্পিয়াব
বলবেনীয় গবর্নমেন্টের
সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সন্নাচার।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। কর্বেল ম্যাকমিডে
লকে পুনরায় খণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য
সর আর্চারল্ড এলিসন কেপ কোর্টে গমন করি
তেছেন।

হিমালয়া নামক রপ্তানি ১৪০০ টনমা ২ইয়া
কেপ কোর্টে গমন করিয়াছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি পালিগামেন্টে পুলিশেডে।
কয়লায় মূল্য ক্রমে কমিতেছে।

কিউবার হত্যাকাণ্ডের বিষয় অল্পসন্ধান
আমেরিকা স্পেনকে কিছু অধিক সময় দিয়া
জন।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। প্রিন্স লিওপোল্ড
নীতিভূক্ত হইয়াছেন।

কিউবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমেরিকার

সর্গাসাধারণের যেরূপ প্রচেষ্টার উদয় হইয়াছিল
তমের তাহার সমস্তা হইতেছে।

আনাকিটিনগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হইয়াছে।
কর্বেল কোর্টে ২৭ এ অক্টোবর ডনকুয়াজে
উদাহরণকে আক্রমণ করেন, তিন যতী বুকের
পর তাহারের শিবির ভঙ্গ করেন। পরে
আফিন্ড ও ৪২ জন বেনীয় আহত হয়। পর
গার্টে উদসল বলেন বেনীয়দিগকে বিখ্যাস
করা যায় না, এই মিমিত্ত ওয়ার আফিস আর
হই হাজার টনমা প্রেবের উলোগ করিতে
ছেন। এসসিনার যুদ্ধ কালে কর্বেল ম্যাকমিএল
চরিত্ররূপে আক্রমণ হয়। ৪২ গণিত হাইলগার
দলকে তেপ কোর্টে পাঠান হইতেছে

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। আমেরিকা দল
বংসসার উদাহরণ দিবার জন্য বিশ্বব্রহ্মে বলি
য়াছেন।

এডেন আর কোম গোলযোগ নাই।
কলিগাতা হইতে যে মেইল ৩১ এ অক্টোবর
৩০ বাই হইতে ৩৩ নবেম্বর যাত্রা করি
৩৩ নাত্যকালে উদা লণ্ডনে উপনীত হই
লাক।



পত্রপ্রেরকবিগের প্রতি।

জিরাঙ্গমোহন সরকার। অরুণোদয়পুর স্কুল।
বঙ্গদর্শন সম্বন্ধীয় পত্র আর সোম প্রকাশে
একাশ করিবার ইচ্ছা নাই। বক্তব্য বাস্তব
কোন শক্তি নাই যাঁহারি বলেন, তাঁহারি
জানু ২১ বিবেক—পরংশ, কিন্তু তাঁহার
লেখাতে বোধ নাই যাঁহারি মনে করেন
তাঁহারি গোঁড়া কিম্বা নিরোধ ইহাও সভ্য।
বক্তব্য বাস্তব একজন প্রতিভাশালী লোক
ইহা আমাদের ধারণা, কিন্তু তাঁহার আকর্ষ
রিতা নিম্নলিখিত ও তাঁহার রচনাপ্রণালী
অনেক স্থানে দুর্বল।

জীনবগোপাল ঘোষ রাজমহল। বিম-
রী পাঠ করিয়া এত বলা হইল একাশ
করিতে ইচ্ছা হইল না।

বঙ্গভূমি। ময়দা। নবীনের উজ্জ্বল
উত্তর একবার প্রকাশ হইয়াছে। আর
প্রকাশ করা সম্ভব বোধ হইল না।

জীবাধোরনাথ মুখোপাধ্যায়। বারানসি।
আপনার কবিতাটিও এই কারণে প্রকাশ
করা গেল না।

কাল্যাণ চন্দ্র হিতাকাঙ্ক্ষিণ চন্দ্র

ভাষা। আপনায় পাত্র দেখিয়া বারানসিতে
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই।

খাগড়িয়া চইতে এক ব্যক্তি লিখি
মাছেন—

এতদ্বেনীয় লোকে যে এতদ্বেনীয় হুঁর্তকে
কত কষ্ট পাইবেক তাহা অচেনীয়। অদা
তিন দিবস হইল, এখানে ঢাউল ও টাটা
যোগ বিজয় হইতেছে। এইক্ষেত্রে যদি এই
রূপ হইল পরে যে কি চইতেক বলা অসম্ভব।
এতদ্বেনীয় নিধ জেীত লোক সমাজেই
বিনে দুই বার আহার পাও না, তাহাতে
এই হুঁর্তক। তাহা বোধ হইতেছে আর
কিছু দিন পরে এখানে ঢাউল দুশুণা হই
বেক। কয়েক দিবস গাভ হইল অজস্র
হইতে গুগরি পর্যন্ত একটী রাস্তা আরম্ভ
হইয়াছে, তাহাতে আর পাঁচ শত দুনি
জমিয়াছে এবং জমি আরও কমিতেছে।
তরসা করি যে গবর্নমেন্ট ৩৭০ ৩৭০০
দেয় মজুরি দাখা নির্ধারণ ৩০০০, এতভাবে
বাঁটা না চলে এক বিধ ভীতাতা দাঁড়ি রাধি
বেন। কিন্তু অজস্রুলের ১০ মাসের বাস্তব
দরিদ্র লোকদিগের এক সংসারের উপায় হই
বেক না। বেরূপ যত্নের কানদানি এক
মাসেই সমস্ত প্রস্তুত দ্রব্যকে, কিন্তু আমাদের
বেশাচিষ্টমী সেন্টমেন্ট গবর্নর বাঁটাচর এই
সময় আর কোন উপায় দিও এমন দাঁহাতে
আর এগারমাসের উপায় নাই।

২৪ এ নবেম্বর
১৮৭৩

আমাদের তমোলুক্কে সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন।

বিগত ১ লা আশ্বিন হইতে দুই আশ্বিন
না হওয়ার ধানের বিশেষ অমিষ্ট হইয়াছে
অর্ধেক পরিমাণে ধান্য হইয়াছে তাহাও
সমস্ত পরিপুষ্ট হয় নাই। রুধীসলগণ
তাঁহাতেও কতিপয় হইবেক, বিশেষতঃ
কর্তিক মাসে ছরুটি হইলে এইবৎ দ্বারা
চুঁহসরস থাকায় শীতকালের শস্য কলাই
ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আশ্রিত, কিন্তু সে
আশা কোথায়? জুঁম সকল রসাতালে

বিভিন্ন হইবে। সুতরাং কলাই প্রভৃতিতে রূপকল্পের যে আশা ছিল তাহাও একবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর বিচারিত উত্তম হয় নাই। সুতরাং কলাই প্রভৃতিতে যে শীতকালের শস্যের উৎপাদন আনুমানিক বিলম্বিত হইয়াছে তাহাও সত্য।

অন্যান্য জেলার সিংগেট যন্ত্রণা দুই হইতেছে। তাহাতে দুর্ভিক্ষ এবং সরাসরি রোগে মৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোধ হইতেছে, অজানা অসুখের কারণে জেনারেল বাকিয়ার ও লেফটেনেন্ট গবর্নর মহোদয় যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষের শাস্তি হইবার সম্ভাবনা। শুধু পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগে মানানসই কার্য আরম্ভ হইবার যে প্রচেষ্টা প্রবর্ত হইয়াছে তাহার দুর্ভিক্ষের অনেক শাস্তি সম্ভব। কিন্তু সরকারের উপকারের জন্য বাহা অসুস্থ হইবে তাহা যেম বাকি বিশেষ ও সম্ভাব্য বিশেষের উত্তর পুত্রের পছন্দসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কোন ফলই হইবেক না। অতঃপর গবর্নমেন্টের কার্য যথা উদ্দেশ্যে সাধিত না হইয়া জলসাৎ হইবে মাত্র। আর হঠাৎ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে যাহারা পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগে কার্য করিলে তাহারা কেবল তাহারিগেরই দিন নির্মাণে হইবেক, অর্থাৎ একজন সমস্ত দিন প্রাণ করিয়া বাহা উপাধীন করিলে তাহাতে তাহার নিজেরই উত্তর পুত্র সম্ভব। অন্যান্য পেশাবর্ণ কেবল তাঁহা প্রত্যাশা দিন ক্ষেপণ করিলে। দুর্ভিক্ষ ও মজুরিগের পরিবার মধ্যে বিরাজমান থাকিলেও সহজেই হইয়া বোধ হইতেছে। এজন্য এক্ষণে উপায় করিলে বোধ হইবে অনেকাংশে ভাল হইতে পারিবেক। মজুরিগের পত্নীগণ অত্যন্ত শ্রমশীল, তাহারাও নিম্নতর প্রকারে কাজ করিয়া থাকে, অতঃপর তাহারা হইয়া গিয়া থাকে তাহারা গের অসুস্থের বিপরীত। এজন্য অসুখবলিতেই গবর্নমেন্ট যত্ন করিবার জন্য জরুরি করিয়া সুশীল পাঠ্যে কাটা জমীদারদিগকে মধ্যস্থ রাখিয়া মজুর

বিগের পরিবারদিগকে ধান্য দ্বারা তুল প্রদত্ত করিতে দিলে বিশেষ উপকার হইবেক। অতঃপর বেধিয়াছি এক যৌন ধান্য ১০ খানা লাভ থাকিতে পারে ১০ খানা লাভ একজন দ্বীপের দিনের পরিপ্রদেয় করা। গবর্নমেন্ট ধান্য জরুরি করিয়া বিয়া তৎপরিবর্তে তুল প্রদত্ত করিলে ও তুল নিঃশেষিত হইলে সমস্ত সমস্ত একত্রিত হইয়া যথা করে বাজারে বিক্রীত হইবেক অথচ গবর্নমেন্টকে মজুরিগের পরিবারগণকে পোষণ করিবার নিমিত্ত অসুখ সাহায্য দান করিতে হইবেক না। এজন্য গবর্নমেন্টকে অধিক আয় ২১ অনুমতি দিয়া থাকিবার করিতে হইবেক না। এই ভাবে কোন কোন উপায় জমীদারদিগের হস্তে দিলেই চলিবেক। অথবা অথবা গবর্নমেন্ট খাদ্য কার্যকারী দ্বারা তৎপরিপ্রদেয় করিলে মাত্র। গবর্নমেন্ট এভাবে জমীদারদিগকে দায়ী রাখিবেন। অর্থাৎ কোন বিষয়ের অথবা ব্যয় না হয় এজন্য ৪১৫ খানি প্রায় লইয়া এক একটা কমিটি করিলেই চলিবেক এই কমিটি এই সকল বিষয়ের বোধোচিত তত্ত্বাধান করিবেন। এতদ্বিধা কেবল কণা খোঁড়া অল্প প্রতিক্রিয়া সাহায্য দান করিলেই চলিবে।

দ্বিতীয় কথা বিগত উদ্ভিদার ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে গবর্নমেন্ট স্থানে স্থানে অল্প অল্প করিয়া যেকোন আচারাদি করাষ্টেনে দান করিলে অনেক গোলযোগের সম্ভাবনা। একই বহুসংখ্য লোক সমাগত হইয়া অহার করিলে আহারের সময়েই হুত্ব থাকে না। অনেক বেলা লজ্জাই হইবেক এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িতবিগের উত্তরের মনতাপসহ্য ঔষধিক রোগ প্রায়ই হইয়া থাকে। শেষে সেই উদ্ভিদিক রোগ নানা বিধ সংক্রামক শীতের পরিণত হয় এই সকল পর্যালোচনা করিলে দুর্ভিক্ষ এত বিগত তাহারিগের যুগে থাকিরাই সাহায্য দান কর্তব্য। মজুর শীত ও প্রৌঢ় জাতি বিধীন স্থানে থাকিলে মানবিক উৎসাহ সম্ভব। অতঃপর এই সকলের বিষয়

কল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তুরোবর্ষণ বলে অমরা বলিতেছি মাত্র। অতঃপর বাহা বিবর্তিকর প্রকার এবং সরাসরি জমা দান স্থানে একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। মজুরা দেশ উৎসাহ হইবে। তাহারিগের ভূমিতে ধান্য উৎপাদন করে, তাহারিগের পুষ্টি মাত্র এবং তাহারিগের বার্ষিক রাজস্ব বর্ধন তাহারিগের ভাৱ হুত্ব বোধ হইতেছে, তখন অতি-রিত্তি করের ত কথাই নাই। আর এবং সরাসরি মানব রাজস্বের জন্য একবারে গবর্নমেন্ট কাঠিন্য অবলম্বন না করেন, যেখানে যেমন ধান্য হইয়াছে সেইখানে তৎপরিপ্রদেয় দান প্রদত্ত কর্তব্য, মজুরা বিপরীত হইবে গবর্নমেন্ট যন্ত্রণা বিচার ও বিবেচনা করিয়া জমীদারদিগের নিকট ধান্য প্রদত্ত করিবেন, জমীদারগণও তৎপরিপ্রদেয় প্রদত্ত করিবেন, তাহারিগের নিকট হইতে ধান্য প্রদত্ত করিবেন তাহাও গবর্নমেন্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে জমীদারগণ প্রদত্ত করিলে তৎপরিপ্রদেয় দান বিবর্তিত কি না? আর এবং সরাসরি জমীদারগণের নিকটে যে ধান্য আদায় থাকিলে অর্থাৎ গবর্নমেন্ট এবং সরাসরি প্রদত্ত করিলে বাকি হইবে, তাহা আগামী বৎসরে জমীদারের নিকট হইতে প্রদত্ত করিবেন। কিন্তু তাহারিগের অতি দুরিলে বিশেষ অনিষ্ট সম্ভব। অতএব বাহা বাদ দিবেন তাহারিগের উপরে কোন প্রকার শুভ দিবেক না।

২১ নবেম্বর

জি—

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর জীবন্ত নোম প্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপে।

বর্তমান জেলার অন্তর্গত মহাশয়দিগের পশ্চিম মাঠে অনুমান ৮।১ শত বিঘা উচ্চ ভূমি আছে। তাহা সিকিমের কোন উপায় নাই। এই নিমিত্ত প্রায় প্রতি বৎসর এখানে অধিকাংশ ধান্য জ্বলিয়া যায়। এবং সরাসরি ত কথাই নাই। তদনুযায়ী প্রদত্ত করিলে গবর্নমেন্টে দান করিয়াছেন যে উদ্ভিদিক

উহার প্রাথমিক করিয়া রাখা। সংগ্রহের
মাত্র সত্বেও প্রাপ্তকরণের অবস্থা
কতখান। এই সুতন ত সুতনরূপে প্রথম
বিকার সময়ে নানা সুতন সুতন গোলযোগ
গের সন্তাননা, স্বাভাৱে তাহা না হইতে
পারে। অবশ্য চাইলেই প্রতিনিধান হয়,
তাহারো কর্তৃপক্ষীয়ে। একটু কলংকটাক্ষ
পাত্ত কখন। এ সময়ে মধ্যে মধ্যে উপ
বিভাগীয় বিভাগীয় কাপনের চিত্রা,
যাচা এগরাত্ত রূপকরণের মনসপ্রাণ
দ্বিতী এইয়া আছে, সেগুলি কার্যতঃ করিতে
উৎসাহ একটু ক্রিয়াক্ষম হইল। গবর্নমেন্ট
যে দ্বিতীয় বার সুতন বহু-বস্তু জমিদার জেগির
অবস্থা সংস্কার করিয়া তাহাদের সহিত
রূপকরণের দ্বিতী বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন,
তাহা আমরা অর্পণে আশা করি নাই।
সুতরাং সে বিষয়ে আমরা বাক্য ব্যতীত
রোজন মনে করি।

সম্পাদক মহোদয়! বলিতে কি, এই
জুর্জবসরে এই ভক্ত ভাণ্ডা চিত্রনিরূপ রূপক
রণের যে কি ভূমিকাকর্মে গতিবার সন্তা
বনা, তাহা স্থিরচিত্তে তাহারা দেখিলে
সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। জ্বর
একান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। চোখের এক
মাত্র তরঙ্গা ধান্য, তাহা অনাবৃত্তিতে প্রাণ
নষ্ট হইয়া গেল, যাঁহা কিংবা অবশিষ্ট
আছে। তাহা হইতে উজ্জ্বল করে জমিদার
গের স্বাধীনতা বহাদুরের স্বপ্নপরিণামকরিতা
তাঁহাদের কৃপালাপন অর্পণও পরিবার
স্বার্থে কলংকটাক্ষে তাহাদের পত্রিকায়
কর। তাহার উপর যদি আবার সুতন
অন্য নব্বয়ের সুতন গোলযোগ হয়, তাহা হইলে
যে ৩ সর্বশরীর উপস্থিত হইবে, আশানিষ্ট
তাহা একবার তাহা করিয়া দেখুন। তা ভক্ত
ভাণ্ডা রূপকরণ। তাহাদের প্রতি জমিদার
অন্যদে প্রাণে তাহা উদাসীন—পত্রিকায়
দ্বিতীয় প্রতিকূল—রোজন প্রাণে দেশের
একটি বৈকল্য পথিত, তাহাদের আর
স্থান কোথায়?

উপসংহারে আর একটা কথা স্মরণ
হইল, সাক্ষ্যে পত্রিকায়। সংগ্রহিত বস্তু
দেশে নানা স্থানে আর্থিক পাঠশালা

সকল সংস্কারের মূল্য পত্রিকায় গিরগছে।
নিম্নলিখিত প্রাক্ষারের পত্রিকায় উত্তম
লাভন, ইহার লক্ষ্য। কেহ তাহা কোটি কোটি
নিরূপ রূপকরণের এক মাত্র সম্বল হইতে
সুখী বন্দোবস্তও তাহা করে। উৎকর্ষ
সাধন হইবার তাহাদের আশঙ্কায় রূপকরণ
পরিবর্তন না করিয়া দিয়া, কেবল পাঠশালা
মাত্র সাধা বুদ্ধি করিলে কি কল হইলে?
যে সকল বালকদের ও ৫ বৎসর বয়স্ক
হইতে মুকতিন সাধারণ পরিচর্য্য দ্বারা
জীবিকাার্জনের চেষ্টা পাঠ্যে হয়, তাহাদের
শিক্ষার উপায় কই? আমরা বলি, গবর্ন
মেন্ট কর্ত্তে তাহাদের শিক্ষা পথের কলংক
দূর করুন—উত্তর পূরিতা আবার পাঠশালা
উপাধানধারণ করিয়া দিন, পরে উত্তম
পাঠশালায় বহুল প্রচারে সুফল দর্শিবে।
আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আশালাপন
যত্ন বুঝিয়া লইবার জন্য, তাহাদিগকে
ভূমি সংক্রান্ত আইন ও নওবিধির মূল
মূল মর্ম্ম সকল শিক্ষা দিবার নিয়ম হউক।
প্রাপ্ত পাঠশালা সকলের সৃষ্টি মাননীয়
কাপেল সাহেব মহোদয়ের সংপ্রতি উৎসে
জিত, সাক্ষ্যে নাই; কিন্তু তাহা হয় পাঠ্য
সেগুলি মূল্য, বাণিজ্য, অসাময়িকতা
ও অপূর্ণতা নিবন্ধন বিভ্রমণা মাত্র হইয়া
উঠে।

১৯০৭ } মওলানা বাসিন:
১ নং আগষ্ট ১৯০৭ } কলংকটাক্ষ

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কলংকটাক্ষের প্রকাশ কর-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সমগ্র
সোমঃ কাশঃ মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

- " সৈয়দ চন্দ্রসার—বরদহপুর ১০
- " মাধবজ্ঞান রমোপাধ্যায়
হামিদপুর ৫০
- " মহোদয়গণ রায়—পাটনা ৫০
- " দুর্গানাথ তলা পাণ্ডা
সিলিগুড়ি ৫০
- " দুর্গা এসদাস বারি
জাফর বাড়িয়া ১০
- " বোহীজনাথ মুখোপাধ্যায়
বারি ১০

সোমঃ কাশঃ সংক্রান্ত কলংকটাক্ষ
বিশেষ নিয়ম

অগ্রিম মূল্য না পাঠিলে সোমঃ প্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্ষিক ৫০ টাকা, মফসসে মাহুল সবেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্ষিক ৫০ টাকা।
মাসের মূল্যে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। মোট, হুতি, বরাদ্দি চিঠি, যদি অর্ডার,
ইহার অন্যতর মাফাতে বীহার প্রবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ বেনটিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিম্নলিখিত হইবার পূর্বে কেহ সোমঃ
প্রকাশ গ্রহণে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট মূল্য
কিছুইয়া রেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমঃ প্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আশানার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া জীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া যেন।

বীহারিগের সুতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমঃ প্রকাশের সাক্ষ্যে
পূর্বে তাহাদিগের নামোলেখ করিয়া তাহা-
দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
হইবে।

সোমঃ প্রকাশের ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
সীল পাঠিব।

বীহারী মাহুল না বিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমঃ প্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে চাহিয়া
করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিকায় ১০ দুই আনা তাহার পর ১০
দুই আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাহার
সহিত যত্নে বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার সন্ধিপু-
সোমঃ প্রকাশের সন্ধিপু-
জীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
এতি সোমঃ প্রকাশের

সোমপ্রকাশ

১৬ নং কলিকাতা

৪ নংখ্যা।

“ প্রবন্ধম্ মজ্জিমসংঘায় যাস্মিন্ মহাস্থানী স্মৃতিসম্বলী ন হোয়তা। ”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
প্রথম বাৎসরিক ৫১ টাকা।

সন ১২৮০। ২৪ এ অক্টোবর। ইং ১৮৭৩। ৮ ই ডিসেম্বর

সকলকে বাহুল্যময় প্রথম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং বাৎসরিক ৫১ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

মুদ্রিত।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুধর্মের মতে শত্রু চিকিৎসা, ঔষধ প্রকরণ, শারীর দাম, জ্বর ওষুধ, বিবিধ রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, সর্পাদি জন্তুর বিষ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রকৃতি বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজার ৩৪ নং বাজারাম অফিসের লেনে ডিষ্ট্রিবিউট হইয়া মুদ্রিত হইয়া অগ্রহা-রণ মাস হইতে নিয়মিত চারি করমার করিয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। মতুরেই করমার বৃদ্ধি করা যাইবে। গ্রাহকগণ ঠিক সম্রাটেরে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি করমার ১০ ডাকমাছল সমেত প্রথম মূল্য না পাঠাইলে সকলকালের গ্রাহকগণকে পুস্তক পাঠান যাইবে না।

সন ১২৮০। } অসম্বিকার ৭ বন্দোপা-
২২ এ কার্তিক } ধার

—:—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত জয়দেব চরিত্ত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোবিন্দীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০ ডাকমাছল ১০ আশা মাত্র, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু } জগদ্রাস চট্টোপাধ্যায়
হট্টেল কলিকাতা }

—:—

জীবন বাবু গঙ্গাধর দত্তোপাধ্যায়

এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাককারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্ত।

প্রাকটিক অথ মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাছল ১০।

দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০। একত্রে দুইলে ১৮ ডাক মাছল ১৮
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১০ আশা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আশা
উক্ত প্রাকটিক অথ মেডিসিন বাহার
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লাই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্য দেওয়া যাইবেক। বাহারের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাছল কিংবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাককার করিমারাম বন্দোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বাঙ্গালিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
খরচ ১০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রসিদ্ধ ডাককার ডঃ গুণদাস কর মহাশ-
য়ের কৃত মেডিকেল মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য
রহস্যমূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল ১০। উক্ত
কৃত ভৈষজ্য ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সহ
বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাছল ১০।

ডাককার জীবন বাবু কালীচন্দ্র গুপ্ত
মহাশয়ের কৃত হৃদয় সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাছল গ্যাপিং খরচ ১০। বাবু কেত-

নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের করিণ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাছল ১০।

কলিকাতা
লালবাজার } জগদ্রাস চট্টোপাধ্যায়।
হিন্দুহট্টেল }

—:—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার অন্তর নির্মিত কোন প্রকার
ত্রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ত্রব্যগুলি শুধামে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ ৮২০ প্রকার নির্মিত সর্দার পাইল
এবং উহার নিমিত্ত শুল্কফন জংশন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্কোণ
টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্টে।

বাটীর সর্দার ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ করা
পাইল, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রকৃতি
নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন-
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলিকাতা
৭ নং বেডিস্ট্রিট } বরদ এন্ড কোং।

আমার ১ নং ভাগ্যবান প্রিয় বান্ধু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী এড্‌ভোকেট বাকুইপুর দাতব্য হাসপাতালের চতুর্থ ও রামপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাপ্তাহিক সভাপতিত্ব করিয়া বাকুইপুর অতিমহা উদ্যানে ৪ই বৈশাখ ১৩৭০ হইয়া সাপ্তাহিক কার্য বিবরণ প্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর } অতিরিক্ত মাস বহু
১৩৭০ } মেনেজার
বাকুইপুর

গুপ্ত লাইব্রেরী প্রস্থান।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকমলেন প্রেসি
ডেন্সী কালেক্টরের উত্তর পূর্ণ মুখ
দ্বিতীয় গলি

ইংল ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই প্রস্থানে প্রায় অনেক বহু বাকুইপুর গ্রাম বিস্তারিত আছে এবং আবশ্যিক মত প্রবেশ সুবিধিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রাম ততোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আসা দের প্রস্থানে উপস্থিত না থাকে, তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগর টাকায় যে অগ্রসারে কমিশন পাওয়া যায়, আমরাও সেই অগ্রসারে সকলকে কমিশন দিয়া থাকি।

সাহুল দিয়া পত্র লিখিলে ও সাহুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রা মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

জিজ্ঞাসা করণ গুপ্ত—কর্মধ্যাক।

—২২—

বিনিময় আর জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর এতদ্ব্যতীত পুস্তকের মধ্যস্থগারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকসাহুল ৩ই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে আশ্রয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার।

সোমপ্রকাশ

২৪ এপ্রিল ১৯৮০ সোমবার।

এরূপ ক্ষমিতে পাওয়া যাইতে পারে, যে নবীনের অপরাধ প্রার্থনার জন্য ন্যায় স্থান হইতে যে সকল আবেদন পত্র প্রেরিত হইতেছে লেন্টনট গবর্নর তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। ভাবী হৃদয়িকের আশঙ্কায় নিতান্ত বাস্তব থাকিতে বিরক্ত হইয়া কি তিনি এইরূপ উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছেন? অথবা তাঁহার মত কার্যদক্ষ লোক কার্যে বাস্তবতা নিবন্ধন বিরক্ত হইবার মন। বিচারপতিদের বিচারের উপর তিনি চতুর্দশ করিতে ইচ্ছা করেন না একথা ও করা যাইতে পারে না, কারণ হাবুসার ভারতীয় নিমন্ত্রণ ও প্রবন্ধক বেলিলিয়স আমাদের দৃষ্টিতে স্থল। আমরা লেন্টনট গবর্নরকে বলিতেছি অপরাধী দিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা যদি কখনও উচিত হয়, তাহার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। সমগ্র জাতি এই প্রার্থনা করিতেছে, এমনকি গৃহস্থ ভদ্র ও মান্য গণ্য পরিবারের কুলজনারা পর্যন্ত এই স্ত্রী-হত্যার পাতকীর মার্জনার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। লেন্টনট গবর্নর আর কি প্রমাণ প্রার্থনা করেন? আমরা একেবারে মার্জনা করিতে বলিতেছি না কিন্তু তাহার দণ্ডের লক্ষ্যতা সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিতেছি। কতগুলি যিহুদীর প্রার্থনার যদি বেলিলিয়সের দণ্ডের লাঘব হইতে পারে, বঙ্গদেশের অধিকাংশ নর নারীর প্রার্থনা লেন্টনট গবর্নর কি বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন?

শিক্ষাবিভাগের কয়েকটি উচ্চ শ্রেণীর পদাধীশ হওয়ার লেন্টনট গবর্নর সাহেব এই বিভাগ হইতে লোক নির্বাচন না করিয়া অন্য বিভাগের

অর্থাৎ সিভিলিয়ান বিভাগের লোক নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাবিভাগ হইতে ইউরোপীয় প্রভেদে কর্মচারীরা প্রতিবাহ করিয়া গবর্নর কেনেরল বাহা হরের নিকট এক মেমোরিয়াল পাঠাই রাখিলেন। লেন্টনট গবর্নর সাহেব আপন মত রক্ষার্থ এই মেমোরিয়ালের প্রতিকূলে বাহা বাহা বলিয়াছেন গবর্নর কেনেরল ও তাহাতেই অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে মোরারিয়ালের প্রেরিতত্বগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের সন্তুষ্ট না হইবার কিছু কারণ আছে। আমরা এখানে সে সকল কারণগুলির উল্লেখ না করিয়া কয়েকটি মাত্রের কথা বলিব। লেন্টনট গবর্নর বলিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগস্থ বর্তমান কর্মচারীদের মধ্যে উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় হৃৎকিন্দ সাহেবকে পশ্চিম বাঙ্গালা বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টরী পর প্রদান করা হইয়াছে কারণ তাঁহার মতে এক্ষণে প্রাইমারী স্কুলের সংস্থাপন কার্য আরম্ভ হওয়ার বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশের রীতি নীতি রীতাহার অধিক জ্ঞানেন এবং সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য (এডমিনিস্ট্রেটিভ পাউয়ার) যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই স্কুল ইন্সপেক্টরের কার্য পাওয়া উচিত। কিন্তু এই দুই গুণ থাকাই যার স্কুল ইন্সপেক্টর পদ লাভের নিয়ামক হয়, তবে বহরমপুর কালেক্টর প্রিন্সিপাল হ্যাণ্ড সাহেবকে এই পদটি দেওয়া হইল কেন? শিক্ষাবিভাগস্থ প্রভেদে ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে বোধ হয় হ্যাণ্ড সাহেবের ন্যায় কেহই বাঙ্গালা জ্ঞানেন না এডমিনিস্ট্রেটিভ পাউয়ার তাঁহার কিছু আছে কি না, তাহা নিয়ে আরিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ১৮৫৮ সালে স্বতন্ত্রকালে তিনি স্কুল ইন্সপেক্টর

যেই প্রতিনিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, তুলের পাঠ্য পুস্তিকা, ডেপুটি ইন্সপেক্টর গির্জার কার্যপ্রণালীর নিয়ম, তুল্যমানে জরাজীর্ণের সহিত গবর্নমেন্টে। সহজ নির্ধারণ প্রকৃতি তাঁহার তৎকালিক কার্য কলাপ সম্পর্কিত করিলেই সে বিষয় সমাক পরিজ্ঞাত হইবে, পাটনা কালেক্টরের রজপ সাহেবের এডমিনিস্ট্রেটিভ পাউয়ার কিরূপ আছে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তিনিও এদেশীয় ভাষা রীতি নীতি কম জানেন না। আর যদিই এই দুই গুণ এতই আবশ্যিক হইল, তবে ইউরোপীয়কে এই পদ নিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন কৃতবিদ্যা দেশীয় ব্যক্তিকে উহা দিলে কি চলিত না? দেশীয়রা কেন বিধিরে এখন ইউরোপীয়গণের সমকক্ষ হইতে না পারিতেছেন? আর এক কথা, যদি বাঙ্গালার ভাষাধার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই এই পদ বেওয়া উচিত হয়, তবে ঢাকা কালেক্টরের প্রিন্সিপাল ক্রফ্ট সাহেবকে যে সম্ভ্রান্ত তুল ইন্সপেক্টরী কার্য বেওয়া হইয়াছে তাঁহার কারণ কি? ক্রফ্ট সাহেবের এই গুণ আছে কি না? তদ্বিষয়ে সংশয় নেই কিছু জানে না।

পশ্চাৎ প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিবারণার্থ
একটি সাধারণ আইন হওয়া
উচিত।

চোরেরা অনেক জীবা অশ্রয়ণ করিয়া সমাজের শান্তিভঙ্গ করে, এই অশ্রয়স্থল রাজদ্বারে বেত খায়, তাহাতে তত দুঃখ হয় না। কিন্তু নিরপরাধ নির্দ্বাক পশুরা যে অগণিত দক্ষি প্রকারে কষ্ট বিকৃত হয়, তদর্শন একান্ত অগাধ। তাহারা প্রহার কর্তার মনের মত কাজ করেনা, এই তাহাধিগের অপরাধ অনুমান করিয়া দেখিলে প্রতীক্ষমান হয়, যে অপরাধের কারণ তাহারা নয়,

এইক কর্তাই তাঁহার কারণ। প্রহার কর্তা হয় ত তাহাধিগকে উদর পুরিয়া আহার দেয় নাই। তাহারা দুর্বল হইয়া আছে, অথবা তাহাধিগের কোন গীড়া জন্মিয়াছে, প্রহার কর্তা সে বিবেচনা করিতেছে না, অন্যরূপ প্রহারই করিতেছে। কলিকাতার পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা হইয়াছে, তদ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে, কিন্তু সর্বত্র সেসুত্র সভা হইয়া সেসুত্র কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। পল্লী গ্রামে ও সামান্য সামান্য সহরে পশুর প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়, তাহা দর্শন করিলে সহস্রর ব্যক্তি মাজের জ্বর বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমরা গাজপুরের একজন প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, তত্রতা নীচলোকেরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শূকর হত্যা করে। একখান ক্ষুদ্র ছুরিকা শূকরের জ্বরবেশে প্রবেশিত করিয়া দিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা কাল তাহাকে বাতনা দিয়া তাহার গ্রাণ বহু করে। তাহার করুণহৃদিত পাড়ার যাবতীয় ভদ্র লোক যাহার পর নাই কাতর হন। দণ্ডবিধির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে ইহার নিবারণ হওয়া মুকঠিন। তদ্বিন্মিত আমরা প্রার্থনা করিতেছি গবর্নমেন্ট হওঁর এইরূপ একটা আইন করুন। যে ব্যক্তি পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে গ্রামের ও নগরের ভদ্র লোকেরা তাহাকে পুণিব ইন্সপেক্টরের নিকটে সমর্পণ করিবেন। তিনি বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিবেন; যদি বল পুলিশের উপরে দণ্ড ভার দিলে অন্যায় হইবে, এ আপত্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম না। ইন্সপেক্টরেরা সজ্ঞা ও পশুপত লোক। এই সামান্য দণ্ডের ভার দিয়া যদি তাঁহাধিগকে বিশ্বাস করা না হয়, তবে শাস্তি রক্ষার উদ্ভূত ভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া হইতেছে? যাহা হইক

এ বিষয়ে গবর্নমেন্টের একটা বিশেষ বিবেচনা কর্তব্য।

সম্বন্ধ।

দরিদ্রতার লক্ষণ কি? সুবিখ্যাত পেলি সাহেব বলিয়া গিয়াছেন “যে ব্যক্তির বায় আর অপেক্ষা অধিক সেই দরিদ্র”। এই লক্ষণানুসারে একজন মজুর যে মাসে ৮ টাকা উপার্জন করে কিন্তু বাহার সংসারের ব্যয় আট টাকার অধিক নয় সে ব্যক্তি দরিদ্র নহে, কিন্তু একজন রাজা যাহার বৎসর ৮ কোটি ব্যয়, কিন্তু দশকোটি ব্যয় তিনি দরিদ্র। মজুরের নৌকে এই লক্ষণানুসারে দরিদ্র ও ধনী বিচার করে না। বাহার প্রকাণ্ড সট্টালিকা আছে, বহুলংঘ্যক দাস দাসী আছে, জিন্না কলাপে অনেক ব্যয় আছে, সেই ব্যক্তি ধনী, লোকের মনে এই রূপ একটা সংস্কার আছে। যাহাদের অবস্থা সেই সংস্কারের অনুরূপ নহে তাহারা দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু সুখ্য বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে পারে না সেই দরিদ্র। আপাততঃ বোধ হয় পেলি সাহেবের লক্ষণ হইতে ইহার কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ পেলি সাহেবের মতে কোন ব্যক্তির আর ব্যয়ের সমতা হইলে তাহাকে দরিদ্র বলা যায় না। এক ব্যক্তি যদি ৫০ টাকা উপার্জন করে এবং তাহার সামাজিক অবস্থার অনুরূপ না থাকিবা তদপেক্ষা হীন তাহাে যদি সেই ৫০ টাকার মধ্যে সমুদায় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে সে দরিদ্র নয়। কিন্তু আমাদের লক্ষণানুসারে সেব্যক্তিও দরিদ্র। মজুরের নৌকে কখন সঞ্চয় করে? এখন তাহার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থাজনিত সমুদায় অনাব দূর হইয়াও অর্থ উদ্ধৃত থাকে। ছাত্রা

সেবাস্থিৎ অস্বাস্থ্যমূলে মনঃ অস্তাব
দূর কাঁচে যব একশত টাকা আর
আবশ্যক হয় এবং যদি তাহার সেই ৫০
টাকার উপর আরও দশ টাকা আর
বাড়িত হয়, তাহাণি সে দরিদ্র থাকিবে
কিন্তু তখনও সে ক্ষম করিতে পারি-
বে না। সক্ষম দরিদ্রতা নিরূপিত চিত্র।

পূর্বেক্ত লক্ষণানুসারে বিবেচনা
করিয়া দেখিলে দারিদ্র্য বর্তমানে বঙ্গ-
সমাজের প্রধান কষ্ট বলিয়া বোধ হয়।
সমাজের মধ্যে যাহারা উচ্চ শ্রেণী
বলিয়া গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ উপার্জন
করিয়া থাকেন, তাহারাও বিশেষ সংগ্রহ
করিয়া গাইতে পারিতেছেন না। ওদ-
পক্ষে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের কথা
বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা স্বল্প দ্বারে
বিজিত ও অসুবিধা পূর্ণ হইয়া যেক্রমে
দিনপাত করিতেছেন, তাহা আরও
কালে মনে ভয় ও ক্রেশের উদয় হয়।
আর এমন দিন যায় না, যেদিন দুই চারি
কনের মুখে সাময়িক অসচ্ছলের
কথা শুনিতে না পাওয়া যায়। চতুর্দিকে
এই প্রকার হুতাশ দেখা ও শুনিয়া
জনগণে অত্যন্ত চিন্তার উদয় হয় এবং
এই দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ কি? বারবার
এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে থাকে।
একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার
অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া
যায়। ১ মতঃ দিন দিন দেশের রপ্তানীর
ও ব্যক্তিগত বৃদ্ধি হওয়াতে পূর্বাশ্রয়
ক্রয়াদি দ্রুপ্ত হইয়াছে সুতরাং সংসার
নির্বাহ করা পূর্বাশ্রয় বহু-অর্থসাশ্রয়
হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সভ্যতার
বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে মনের সংস্কার ও জ্ঞা-
নের ইচ্ছার ব্যতিক্রম ঘটতে অনেক
মুশল-বিব ভোগ্য বস্তুসমূহ বিধিমাগ্নী
অভাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি
না হইলে সমাজে ভয় ও অবগণিত
হইতে হয়, সুতরাং সেগুলির আহারের

জন্য লোকে ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকে।
যেমন একদিকে লোকের ব্যয়ের বৃদ্ধি
হইয়াছে অপরদিকে অর্থগণেরও অনেক
দূর মুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডের
সহিত সম্পর্ক হওয়াতে আমাদের
অভাবই বাড়িয়াছে; কিন্তু সমাজের গঠ-
নত অন্য প্রকার হয় নাই, সুতরাং কিন্তু
সমাজের পুণ্ডিত নীতি ও প্রথা
প্রচলিত থাকতে, যে ব্যক্তিও অর্থ
গম হইতেছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য
বোধ হইতেছে না। আমরা পাঠক-
গণকে আমাদের মনের ভাব অবগত
করিবার জন্য কতকগুলি প্রথা উল্লেখ
করিতেছি এবং কতগুলি দৃষ্টান্ত প্রদ-
র্শন করিতেছি। প্রথাগুলির দোষ শুণ
বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের
উদ্দেশ্য নয় কেবল সেই প্রথাগুলির,
লোকের অর্থের ও ব্যয়ের সহিত কতদূর
সম্বন্ধ তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের
লক্ষ্য।

প্রথমতঃ একান্ত বর্তিতা। এই
প্রকার লক্ষণে বলিবার অনেক কথা
মাছে, বিরুদ্ধে বলিবারও অনেক যুক্তি
আছে; কিন্তু ইহা যে লোকের দরিদ্রতা
বৃদ্ধির অন্যতর কারণ তাহাতেও আর
সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত
থাকতে একদিকে দশজন নিরুধ্য,
অথবা অসম্পূর্ণাঙ্গ একজন উপার্জন
নশীল ও পরিভ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া
থাকে। অন্যদিকে আপনাদের এবং পরি-
বার দের উত্তরের অগ্রের সংস্থান হয়
বলিয়া ভ্রম করিতে ও তাহাদের প্রবৃত্তি
জন্মে না। অপর দিকে পরিভ্রম করিয়া
নিজের ও নিজ পরিবারের উন্নতির
বিশেষ আশা না থাকতে সেই উপা-
র্জনশীল ব্যক্তির ও অধিক উপার্জনের
জন্য প্রয়াস হয় না। অথচ সেই উপা-
র্জিত অর্থ বহুভাগ হওয়াতে কাহারও
অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ বাল্য-বিবাহ। এই প্রথা
প্রচলিত থাকতে উপার্জন সম্বন্ধে দুইটি
অশকার হয়। (১) পুত্র কন্যা নগকে
উপার্জনের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কঠিন
হইয়া পড়ে (২) ক্রমেই ব্যয় বাড়িতে
থাকে। দ্বিতীয়তঃ মনে কর, এক
ব্যক্তির একটি পুত্র আছে। সে ব্যক্তি নিজে
মাসে ৩০ টাকা উপার্জন করে; তাহাতে
কোন রূপে তাহার পরিবারের ভরণ
পোষণ চলিয়া যায়। পুত্রটির ১৪:১৫ বৎসর
র সময় একটি বিবাহ ছিল, তাহাতে
একটি পরিবার বৃদ্ধি হইল। পরে ১৮:১৯
বৎসর হইতে র সংস্থান জন্মিতে
আরম্ভ হইল। আর ৩০ টাকাতো সংসার
নির্বাহ হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রটিকে
বিদ্যালয় ছাড়িয়া অসম্পূর্ণাঙ্গের
চেতায় মধ্যে নিযুক্ত করিলেন, শিক্ষা
অসম্পূর্ণ সুতরাং তাহারও উপার্জন
অসম্পূর্ণ হইতে লাগিল; কিন্তু সম্বানের
জ্যেষ্ঠ অপ্রতিভতা ছিল। একদিকে বৃদ্ধ
পিতা উপার্জনাক্রম হইয়া পড়িলেন।
এরূপ অবস্থায় অল্পটো ও সাময়িক
অসচ্ছল অপরিহার্য।

তৃতীয়তঃ পিতৃস্বতার আদর্শ ও পুত্র
কন্যার বিবাহ প্রভৃতি। এই কথায়
গুলির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য
নাই। এগুলি অত্যাবশ্যক ও পুণ্য কথ্য।
কিন্তু এগুলির এত প্রকার ব্যয়ের সহিত
সংগ্রহ আছে, যে অনেক সময় তজ্জন্য
অনেক ব্যক্তিকে বিপদ প্রাপ্ত হইতে হয়।
চতুর্থতঃ চিরবৈধব্য। এই প্রথা প্রচলিত
থাকতে কতকগুলি নিরুধ্যা স্ত্রীলো-
কের জীবন যাত্রা নির্বাহের ভার আত্মীয়
স্বজন দিগকে লইতে হয় এবং চিরদিন
তাহা বহন করিতে হয়। অন্যান্য দেশে
তাঁহারা পুনরায় পত্যস্বর গ্রহণ করেন
সুতরাং তাঁহাদের জন্য কোন পরিবার-
পোষী আত্মীয়কে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়
না।

পঞ্চমঃ জাতিভেদ ও জাতিভিত্তিক মান। যদিও ইংরাজী শিক্ষা বহুল-প্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চ জাতীর লোক জীবন ব্যাভ্রা নির্বাহের জন্য শাস্ত্র-বিজ্ঞান ও হীন জাতিদিগের দ্বিরাব লব্ধ অনেক কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাতিভিত্তিক মানসম্মত অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসুখল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও ছোট বলিয়া তাহাতে প্ররুত হইতে পারেন না। হিন্দু রাজা বিধের রাজত্বকালে এবং হিন্দুধর্মের সৌভাগ্য ও জীবিত্তির সময় সেই সকল উচ্চ জাতির উপর লোকের যেরূপ প্রজ্ঞা ও ভক্তি ছিল, বিধর্মী রাজাদিগের সংগ্রহে সে প্রজ্ঞা ও ভক্তির বিপর্য্য ঘটিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের আয়েরও ব্যাঘাত হইয়াছে। এক্ষণে এক দিকে অল্প কষ্ট অপর দিকে নীচ কর্ম্মাশ্রয় ব্যতিরেকে আর গভাস্তর নাই, আর এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। নীচ কর্ম্মাশ্রয় করিবেন তাহাই বা কোথায়? বিদেশীর জ্বরের আমদানী হওয়াতে দেশের নীচ শ্রেণী রাই দিন দিন কর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তদ্ব্যতিরূপ কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্যত এক একর উঠিয়া যাইতেছে। সে সকল শ্রেণীর কোথায় যাত্র। এক বাবসার, তাহা তেই বা কত লোককে নিম্নস্তর রাখিতে পারে? দ্বিতীয় কৃষিকার্য্য। এত লোক প্রতিপালিত হইতে পারে মেরূপ ভূমিই বা কৈ? বিশেষ সে সকল কার্য্য নীচ বলিয়া সংস্কার থাকিতে লোকের সহজে সে দিকে যাইতে প্ররুত হয় না। সকলেই অপেক্ষাকৃত সত্য "চাকরীর" অধ্বরণে তৎপরতা এইরূপে শিক্ষিত। ক্যান্টোপরি, ডাক্তারি, ওকালতি প্রভৃতি কর্ম্মকর্ম্ম কায়। অপেক্ষাকৃত ভদ্র মনে

করিল তাহাতে রাশি রাশি লোক প্রবেশ করিয়াছেন সুতরাং উচ্চতর মূল্য অর্জ্য করিয়া গিয়াছে। এসকল কার্য্যের দ্বারা যে আরের সম্ভাবনা তাহাতে লোকের সম্মুখে দিন চলা দুর্ঘট। সুতরাং পূর্বাগে লোকের দরিদ্রতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমরা উপরে বর্ত্তমান সময়ের দারিদ্র্য বৃদ্ধির যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলাম তদ্বিত্তি অন্যান্য কারণও আছে কিন্তু এই প্রধান। এই সকল কারণে লোকের সহ্য করা দূরে থাকুক সম্মুখে দিন পাত করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার ব্যয়ে এদেশীয়দিগের অর্থ লুপ্তবলিত হয়, সুতরাং দেশের দিতকর কিম্বা সাধারণের উপকারজনক কোন কাযো ব্যয় করিবার আর উপায় থাকেনা। সেই জন্য ইংরাজেরা মনে করেন হিন্দুরা স্বার্থপর ও অর্থ-পুঞ্জু, কিন্তু হিন্দু সমাজের গঠন-প্রণালী ও এই প্রথাগুলির ফলাফল বুদ্ধিতে পারিলে সে সংস্কারের অনেক স্থান হয়। হিন্দু সমাজে প্রতিদিন কত নিরাশ্রয় নিরুপায় ও নিরুপায়ক লোক প্রতিপালিত হয় তাহা গণনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

একান্তবর্তী পরিবারের লোকেরা যেরূপ নিঃস্বার্থতার পরিচয় প্রদান করে এবং আপনাদিগের দ্বিধা অন্য দিগকে যেরূপে রক্ষ করে, তাহার মধ্যে কি প্রশংসা করিবার কিছু নাই? যাহা হউক এবিষয়ে আমা দিগের আরও কিছু বলব্য আছে তাহা বারাস্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নহিল।

দ্বিতীয় সর্গঃ সর্বভেদ।

তাবী দ্বিতীয় সর্গঃ সংসারপত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে সত তেজ উপস্থিত হইয়াছে। কেত কেত লোকের দুরবস্থার পরাকাষ্ঠা হইবে বলিয়া ভদ্র প্রদর্শন করিতেছেন, আবার কেত কেত ভদ্রের

কারণ নাই বলিয়া আত্মান প্রদান করিতেছেন। শেষের প্রকৃত অবস্থা কি? এবং বাস্তবিক কি পরিমাণে ধান্য পাওয়া যাইবে, তাহা এখনও নির্ণয় করা যাইতেছে না। গবর্নর জেনারেল আগরার মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষনা। পত্রের উত্তরে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে তিনি বিশেষ বিপদের আশঙ্কা করেন না। কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন লেন্ডনে গবর্নরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং লেন্ডনে গবর্নর ও যথেষ্ট আশঙ্কার সঞ্চিত কার্য্য রত করিয়াছেন। লোকে কোন পক্ষের কথা অবলম্বন করিবে? লর্ড নর্থক্লক যে আত্মান দিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তিনি বৃথা আত্মান দিবার লোক নন। অত্যা তাহার কথার বিশেষ কোন যুক্তি আছে। আত্মানিত হইবার যতগুলি কারণ সম্ভব, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

দেশে আর যে দুইবার দুর্ভিক্ষ হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান বৎসরের বিভীষিকা আছে। (১) ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের পূর্বা পূর্বা বৎসরে ধান্য ভাল জোগে নাই। কিন্তু গত বৎসর দেশে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে। সুতরাং নিশ্চয় সেই সকল ধান্য মহাজনদিগের নিকট সঞ্চিত আছে, মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সে সকল বাজারে আসিবে। (২) উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। সে বৎসর বঙ্গ বিহার প্রভৃতি পাখান্দী স্থানে ধান্য ভাল জোগে নাই। এখানে উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট ধান্য জন্মিয়াছে, বঙ্গদেশেরও সকল বিভাগে সমান ক্ষতি হয় নাই, সুতরাং যে যে প্রদেশে বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা পন্যন্য স্থানের শেষে তাহা নিবারণ

হইবার আশা আছে। দ্বিতীয়তঃ ভুক্তির আশঙ্কায় যে সকল কবি আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক ভাবে অনেকাংশে নিবারণ হইবে। তৃতীয়তঃ যদি এ সকল উপায়েও কিছু না হয় যথা সময়ে রিলিফ কার্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক আর অন্য কারণেই হউক, গবর্ণর জেনেরল বিশেষ ভীত হওয়া আবশ্যিক জ্ঞান করেন না।

লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর যে ভীত হইয়াছেন তাহার কারণ কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে খসড়া সাফায়েত আলী ওয়াহীদ, একটু বিবেচনার ক্রমে হইলে তাঁহার সম্বন্ধ নিন্দা ও প্রশংসার সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহার ভীত হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ তিনি আগামী বৎসর এদেশ পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন; বাইবার সময় একবার প্রজাদিগের জন্য যথা সাধা করিয়া পূর্বের বিরোধ দূর করিয়া যাওয়ার ইচ্ছা আছে। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর যে সকল রিপোর্ট দেখিয়া শস্যের অবস্থা অবগত হইতেছেন, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের উপর এই সকল সংবাদ প্রেরণ করিবার ভার আছে তাঁহারা শস্যাদির বিষয় কিছু বুঝেন না। তাঁহারা মতামত দান ক্ষেত্রের গিয়া হই চারি জন প্রজাকে শস্যের অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহারা সাহেবের নিকট হুঁই জানাইলে কোন মতামত হইতে পারে মনে করিয়া আর এক জুনের স্থানে দশমুণ্ড দড়ি জানায়। সুতরাং জেলার কমচারিদিগের রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা ঠিক না হইতেও পারে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এত

আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন কেন? তাহার উত্তর এই তাঁহারা সকলেই অস্বাভাবিক ভাবে অনেক কলিকাতাতেই থাকেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহাদের ন্যায় ও গমস্তা প্রভৃতি দ্বারা পাওয়া থাকেন। অনেক কারণে এই সকল কর্মচারিরা শস্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে পারে। সুতরাং তাঁহারাও যে প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন একথা বোধ হয় না। এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে, আশঙ্কা পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু এ সময়ে “আশঙ্কা” ও “আশঙ্কা” এই দুইটির কোনটি প্রার্থনীয়। আমার বিবেচনার বিপরীত আশিবার পূর্বে বিপদের আশঙ্কাই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র উপায়। এসময়ে আশঙ্কাতে লাভ ভিন্ন কতি নাই। তবে লোকের হৃদয় হন না। যদি বল ভয়ের জন্য বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই, কারণ বাস্তবিক যদি মহাজনদিগের নিকট পূর্বা বৎসরের চাউল সঞ্চিত থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহা বাজারে উপস্থিত হইবে এবং শস্যের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যাইবে, অথচ তাহার মূল্য কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ মূল্য বৃদ্ধি হইলে রপ্তানী কমিয়া আসিবে, কারণ বিদেশে লইয়া গিয়া বিপণ্যেরা যে লাভের প্রত্যাশা করেন, এখানে তদপেক্ষা অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকিলে কিহা সেখানে লইয়া গিয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা অল্প বেধিলে তাঁহারা আপনাই হইতেই নিরুত্তর হইবেন। তৃতীয়তঃ যে যে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক শস্য জমিয়াছে বাবসাভীরা অধিক লাভের প্রত্যাশায় সেই সকল স্থান হইতে চাউল আনিয়া বাজারে উপস্থিত করিবে।

চতুর্থতঃ মূল্য বৃদ্ধি হইলেই লোকে দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে এবং গবর্ণমেন্টে যেকল কার্য আরম্ভ করিতেছেন সেখানে উপস্থিত হইবে। পঞ্চমতঃ ভাবী ভুক্তির আশঙ্কায় এখন হইতে বার সঞ্চার করিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে।

আর যদি পূর্বা বৎসরের সঞ্চিত কিছু না থাকে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে। এবং এমতাবস্থায় যে সমস্ত রহিয়াছে তাহা দূর হইলে গবর্ণমেন্ট এবং অন্যান্য মানব হিতৈষী ব্যক্তিরা ভুক্তিক পীড়িতদিগের সাহায্যের পথ দেখিতে পাইবেন, যদি বল এট মূল্য বৃদ্ধিতেই অনেক লোককে বিপন্ন হইতে হইবে। তাহার উত্তর এই যদি ভুক্তির আশঙ্কা মিথ্যা হয় অতি অসম্ভব পরেই তাঁহাদের কষ্ট দূর হইবে এবং যদি সে আশঙ্কা সত্য হয় তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট মিস্ত্রি তাহার কোন মতামত বিধান করিবেন।

দ্রষ্টব্য করুন যে সকলের আশঙ্কা অবশেষে অমূলক বলিয়া প্রমাণ হয়; কিন্তু যতদিন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারা না যাইতেছে তত দিন উদ্বোধনের কোন প্রকার প্রতীকী করা উচিত নয়, চেতনার ও ধর্মতা করা যুক্তি সম্মত নয়। গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণরের ভাবের ঐক্যমূল্য দর্শন করিয়া আমাদের মনে আর এক দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে; একবার এইরূপ মতভেদের জন্য বীভূত সাহেবের হস্ত পর বন্ধ হইয়াছিল। কায়েল সাহেবের পাছে সেইরূপ বিশেষ পড়িতে হয়। অথবা লাভ মতভেদের নিকট আমাদের মতভেদ বিশেষ আশঙ্কা নাই। যদি বাস্তবিক বিপদ উপস্থিত হয়, তিনি কখনই উদ্বোধন থাকিবেন না।

লক্ষ লক্ষ ধরিয়া একবার আধ্যাত্মিক
সাক্ষ্য করুন। তিনি লক্ষ করিবেন না,
যাহাতে যত্নপূর্ব্বক হয় তাহা। তিনি
বিশ্বাস করিবেন। তাঁহার প্রাণই
আমাদের আশা ও আশ্রয় আছে
এবং এ আশা অপাঙ্গে স্থাপিত নয়।

—
আমাদের আশ্রয় হুই।

অন্যভাবে আর আশ্রয় নাই।
তিনি যে আমাদের চোর ধরিবার জন্য
এক ক্রেশ প্রীকার করিয়াছেন সে জন্য
তাঁহাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি যাহাকে
চোর বলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন তিনি
আমাদের প্রজ্ঞাপন ও হিতৈষী বহু।
অতএব আমরা তাঁহাকে একটা সংবাদ
দিয়া তাঁহার হৃদয়না দূর করিতেছি।
স্বয়ং অগস্ত্য আমাদের এই কতি করি
রাছেন; কারণ ধর্ম্মভাষ্য একখানি
রথের ভিতর ২ মণ ৮৮ পের অক্ষর
পাওয়া গিয়াছে। ২৪ অগস্ত্যের পুত্ররা
তাঁহারই এই কাজ। হরী পুঁটুলিতে
অক্ষরগুলি ছিল। তাহাতে বোধ হয় ৫।৩
জনে এই কথ্য করিয়াছে। আশ্চর্যের
বিষয় এই, ২৪খানি কাঁড়ীর অতি
মিকটে। পুলিশ ত আশ্রিত কিছু করিতে
পারেন না। বাহা হউক, চিফ ইন-
স্পেক্টর বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ এ বিষয়ের
তদন্ত করিতেছেন, পাকা লোক বলিয়া
তাঁহার সুখ্যাতি আছে। দেখা যাইক
তিনি কতদূর করিতে পারেন। আমা-
দের বোধ হয় অগস্ত্যকে প্রেরণ
করিলে তাঁহাদের আর ক্রেশ পাইতে
হয় না। কারণ তাঁহার মিকট হইতে
সম্মতি লইতে কষ্ট নাই। “মৌনং
সম্মতি লক্ষণং।” তাঁহার প্রতি সন্দেহ
হইবার আরো বিশেষ কারণ এই যে
তিনি পলাতক আগামী, মত একটা
ভয় ও গভীর পরিবারের মধ্যে লুকা-
ইয়া থাকেন, ২২২২ একবার কি হই

যা কি হইয়াছিল বাহির হয় না। পুলিশ
যেমন প্রকারে সেই ভয় পরিবারের
লোককে না ধরিয়া বসেন ত আমরা
বাঁচি। “চোর ধরিতে হইবে” এই
হৃদয়নার পুলিশের আকার নিজে নাই,
আমাদেরও আকার নিজে নাই। সেই
জন্য বলিতেছি অগস্ত্যকে চালান
দিন যে তাঁহারাও নিকৃতি পান আমা-
দেরও হৃদয়না দূর হউক।

—
সর স্বর্গ কাহেলের পরভাগ।

আগামী এপ্রেল মাসে আমাদের
লেন্টনট গবর্নর এদেশ পরিভ্রমণ
করিয়া যাইবেন। এই হৃদয়কের সময়
কোন ব্যক্তি না এই সংবাদে হুঃখিত
হইবেন? তাঁহার শরীর ক্রমেই অশুভ
হইতেছে। ডাক্তারেরা তাঁহাকে কার্য
হইতে অবসর লইবার জন্য উপদেশ
দিতেছেন। তাঁহার জন্মভূমি স্কটল-
ণ্ডের কারক্যাল নামক স্থানের অধিবা-
সীরাও তাঁহাকে আপনাদের প্রতিমিথি
করিয়া পালেমেন্টে প্রেরণ করিবার
আশা দিয়াছেন। তিনি যেমন কার্য
বন্ধ ও পরিশ্রমী লোক তিনি যে
লেখেনে গিয়াও বসেই কার্য করিবেন
তাঁহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু
আর কি ভারতবর্ষ তাঁহার মনে
থাকিবে? আর কি জনতার পীড়িত
দরিদ্র প্রজারা তাঁহার চিন্তা ও চেতনা
বিষয় হইবে? সে ত ভবিষ্যতের কথা।
আপাততঃ যে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার
মুখ চাহিয়া রহিয়াছে তাঁহারা এ
সংবাদে একবারে হতাশ হইয়া
পড়িবে। যদি বল যিনি তাঁহার গদ্য-
ভিত্তিক হইবেন তিনি তাহাদের রক্ষা
করিবেন। এমত শুনা যাইতেছে যে
মুর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পদে
অভিষিক্ত হইবেন। মুর রিচার্ড কি
খাতুর লোক তাহা এখনও সকলের

বিদিত নাই, তিনি এত দরিত্রের বহু
হইবেন কি না সন্দেহ। যে কার্য তাঁরা
তাঁহার সহিত লোকের পরিচয় আছে
সেই সাধারণের অগ্রণ, পুত্ররা
লোকের বিশ্বাস ও প্রভাব উল্লেখ
করিতে অনেক সময় বাইবে।

এই হৃদয়কের সময় কাহেল সাহে-
বের উৎসাহ পরিপ্রমিত চিন্তা ও চেতনা
দেখিয়া দেশের সমুদায় লোক কৃতজ্ঞ
হইয়াছে। প্রজাপিণ্ডের মনে একটা
বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহাদের রক্ষার
জন্য কাহেল সাহেবের সাধা যাহা
আছে তাহা তিনি করিবেন। পুত্ররা
এখন যদি অস্বাভাবিক লক্ষ লক্ষ লোকের
প্রাণ ব্যয় তথাপি কেহ গবর্নমেন্টকে
উদ্বাসী মনে করিয়া বিরক্ত হইতে
পারিবে না। কেবল দেশের লোক নহে,
তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম
চারিরা সকলেই দশ গুণ উৎসাহের
সহিত কার্য করিতেছেন। তিনি গেলে
তাঁহাদেরও উৎসাহের হ্রাস হইবে।

অতএব আমরা অনুরোধ করি যে
তিনি আরো কয়েক মাস অপেক্ষা
করুন। যদি হৃদয়কের আশঙ্কা মত
হয়, এপ্রেল ও মে হইতে প্রকৃত কষ্ট
আরম্ভ হইবে। তখন তাঁহার মত
উদ্যোগী পরিশ্রমী ও কার্যবদ্ধ
লোক ভিন্ন বিপদ নিবারণের আশা
দেখা যায় না। এমত অনুরোধ করিতে
সাহস হয় না। কারণ ইহা অত্যন্ত
স্বার্থপর কথা। কিন্তু যদি কোন প্রকারে
আর কয়েক মাস বিলম্ব করিতে পারেন
তাঁহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হয়। গবর্ন-
মেন্টের কর্মচারিদের মধ্যে তাঁহার
নায় উল্লাস উৎসাহ, পরিশ্রম ও দৃঢ়
তার সহিত কেহ কার্য করেন নাই।
কিন্তু তাঁহার মত উপদান বিজ্ঞান
কটুক্তি ও আক্রমণও কেহ সহ্য করেন
নাই।

সরকার এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে গণ-
বোকা ৬০ হাজার টাকার অধিক চাউলের
প্রয়োজন হয়েছিল। যদি তাহাই হইল,
৫০ হাজার টন চাউল বাজারিবিগের দুই
বিশের খোরাক বাড়ি, ইহাই কি দুর্ভিক্ষ
নিবারণ পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে? আমরা
বোধ হয় বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য লগ্নে
যে চিন্তা হইতেছিল, লাভ সর্বত্রকের
আয়োজন করতে তাহা বন্ধ হইয়াছে।
লাভ সর্বত্রক আপনাতর দ্বন্দ্ব বিষম হাতিয়া
এরূপ করিতেছেন। "সকলে লাভ সর্বত্রকের
প্রত্যাগমনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন
তাঁহার এসময় শীত শীত কলিকাতার
আগমন করা কর্তব্য।

রঙ্গপুর হইতে এই সংবার পাওয়া
গিয়াছে-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে কিন্তু
বৃষ্টি নাই, অগ্নি স্থানে ধান কাটা হইতেছে
কিন্তু তাহাতে অগ্নি ধান পাওয়া যাইবে।
অনেক স্থানে কেবল খড়ের জন্য ধান
কাটা হইতেছে। সরিষা প্রভৃতি রবিশস্যের
অবস্থা ভাল, আলু অনেক পরিমাণে বণন
করা হইয়াছে। উত্তর ত্রিপুরা আর সকল
স্থানের সংবার মন্দ। উত্তর পূর্ব হইতে
অনেকে গোয়ালপাড়ার উঠিয়া গিয়াছে।
সর্বত্র ৩ হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত চাউলের
মণ বিক্রীত হইতেছে। বক্ষণ ও পূর্ব
বিভাগে লোকের বিলম্ব কষ্ট হই-
য়াছে।

১৮ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, এক্ষণে ঢাকার
নিকটবর্তী স্থান সকলে ধান্য কাটা হই-
তেছে, এখানে উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে, ইহা
তেই ঢাকার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই
কিন্তু দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে চাউলের
বাজার গরম হইবে। রবি পল্লী বণন করা
হইতেছে, কিন্তু বৃষ্টি না হইলে তাহাতে
কিছুই হইবে না।

বারজিলিও হইতে আলু ও চাউল
রপ্তানী বন্ধ করা হয় নাই, কিন্তু বারজিলিও
সিউস বলেন, শীত রপ্তানী বন্ধ করা
হইবে।

এক ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান ৬০৭১ খানি
সংবার ও সামগ্রিক পত্র দ্বারা, পৃথিবীর
আর অব্যাহত স্থানে সমুদারে ৭৩৪২ খানি
হইবে।

ভারতবর্ষের মহান্তঃসভায় আসে করে
যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিভক্ত হন, এক্ষণে
তাহার চিকিৎসা হইতেছে। মহান্তঃ
লোকের ঘনিষ্ঠান সখ্য হইবে কেন?
তাঁহার চিরকাল প্রান্তরময় শিবদুর্ভি
পূজা করিয়া অত্যাশ, তাঁহাকে পাখর
ভাজিতে দিয়া পরীক্ষা করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট যে সীমা নির্দিষ্ট
করিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্যে যে সকল
প্রবেশের লোকের কষ্ট হইয়াছে তথায়
বিতরণ করবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট
এখনও পল্লী প্রেরণ করিতেছেন। ৫০
হাজার মণ বঙ্গদেশীয় চাউল আলিয়াছে।
উচ্চ কলিকাতার আনিতে ৩৬০ মণ পাড়িয়াছে।
এই চাউল বিচার ও রাজসাহীতে পাঠান
হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ শেখ খালের
কার্য্য স্থলে, সাধারণ ও চম্পারগের বাঁধের
কার্য্য স্থলে এবং উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের
কার্য্য স্থলে পাঠান হইতেছে। কলিকাতা
ও কটওয়াল হইতে আর ৭০।৮০ মণ এম-
শীয় চাউল জর করিয়া পাটনা জংলপুর
এবং রাজসাহীর যে সকল স্থানে কার্য্য হই-
তেছে তথায় সঞ্চিত রাখিবার জন্য
পাঠান হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ গর
গাড়ি বোকাই হইয়া পূর্ণিমা জাঙ্গলপুর
বুকের ও পাটনার এবং নৌকা ও ট্রেনে
করিয়া চম্পারগ রাজসাহী রিমানপুর ও
উত্তর ত্রিপুরা হইতেছে। উত্তর পশ্চিমা-
ঞ্চল হইতে যে চাউল আনিবার কথা হয়,
উহা পাটনা ও জাঙ্গলপুর রেলওয়ে টেননে
উপনীত হইয়াছে। উড়িয়া হইতেও কতক
চাউল কলিকাতার আলিয়াছে। গবর্নমেন্ট
মাস্ত্রাজে যে চাউল জর করিয়াছেন উহা
জাহাজ বোকাই হইয়া কলিকাতার আসি-
তেছে। বাধরগঞ্জ এবং সিলেট হইতেও
কতক চাউল রাজসাহীতে আসিবে। বোধ
হয় ভিসেররের শেষ হইবার পূর্বে আর ৫
লক্ষ মণ চাউল গবর্নমেন্টের তত্ত্বাধীন

স্থানের গোলাঘাট হইবে। শীত শীত রাখা
যদি করবার জন্য বঙ্গদেশ হইতেছে,
পুত্রাতন রাজ্যের সংখ্যা বাড়ত হইয়াছে।

গত সপ্তাহে গবর্নমেন্টের খরিদ শেষ
হইলে পর চাউলের বাজার অশেফাকৃত
মরম হইয়াছে। দুগী চাউল ওরোট ইণ্ডিসে
লইয়া যাওয়া হইতেছে। সুতন আলকুলি
প্রচুর পরিমাণে আনিতেছে, এবং এই
চাউল ইউরোপে রপ্তানীর জন্য বণিক-
গের আশ্রয়িতায় দেখা যাইতেছে।
মঙ্গলবার চাউলের মূল্য এইরূপ গিয়াছে-
বালাম ৩৮।৩৮। দুগী ৩৮।৩৮।১০ অ-
কুলি ৩৮।১০।৩৮।

১৯ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত সোমবার সেনেট চাউলে প্রবে-
শিকা ও প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৪৫ এবং
প্রথম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০৯ হইয়াছে।
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত কদম হয় নাই।
এক সেনেট হাউসে সকলের স্থান সমাবেশ
হয় নাই, ছেতার সাংঘাত্যে সুতন স্থল
বসিতে কতকগুলির পরীক্ষা হয়। আমরা
তুলনাম করে কখন হাজি নিজ নিজ শিক
কের নিকট প্রবেশা পত্র না পাওয়াতে
অন্য স্থলের অধ্যক্ষের নিকট গিয়া ছয়
মাসের কোথায় বা এক বৎসরের বেতন জমা
দিয়া প্রবেশপত্র লইয়া পরীক্ষা দিতে গিয়া
ছিলেন, সঠিক সাধেব উহাদিগকে তাড়া-
ইয়া দিয়াছেন। স্থলের অধ্যক্ষের উপরি
লাভের এই এক মন্তব্য। বাংলা হটক এত
জুয়াচুরি নিত্য শোভনীয়। এরূপ ছাত্র ও
অধ্যক্ষের বদনাম বাধ্য কর্তব্য।

মধ্য প্রদেশে বঙ্গদেশের জন্য চাউল
জর আরম্ভ হইয়াছে।

ফিমেল নর্দাল স্থলের চুরত্বা জন্য
মিরর আক্ষেপ করিয়াছেন। এক তত্ত্বাবধান
দেখ এই চুরত্বার কারণ। ভারতসংস্কার
সভার এবিধে মনোযোগ বিধান কর্তব্য।

২০ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

আগামী সোমবার চাইথোটে তৎক-
ষরের মহান্তঃসভার অঙ্গীকার বিচার হইবে।
বিচারপতি মার্কেই এবং পার্টী লাইক
বিচার করিবেন।

গত সোমবার রাত্রে টাউনহলে সেন্ট
এও সন্নিহার মতা ব্যতীত সম্প্রদায় ৪২।
সেন্টনট গবর্নর এই উপলক্ষে বঙ্গদেশের

চূর্তক সময়ে বলিয়াছেন, শস্যের
 চূর্ণাংশ নিবন্ধন কার্যনিগের সহায় সহায়
 প্রত্যেক কৃষক চাইবে। এই শস্যচাষির
 পরিণাম কি হইবে তাহাই জানেন।
 কংগ্রেস সংগে প্রচারিত অত্যন্ত সমৃদ্ধ
 যুক্তি প্রকাশ করিয়া এতদূর চূর্তকের সময়
 এদেশেরেরা যেজন সচিব্যুতা গ্রহণ করেন,
 তাহাদের। তাহাণিগের বিশেষ প্রাশংসা
 করিতেছেন।

টানমস পুত্র লর্ড মর্ফ্রিক এ কামেল
মারিশকে এই আশ্বাস দিয়াছেন, নজদে
শের হুমকি নিবারণ পক্ষে তাঁহার হাতাই
করিবেন, যদিও কিছু দিনের জন্য "পোলি-
টিকাল ইকনমির" নিয়ম সকলও তল
করিতে হয়, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের
সেবে তাঁহাদের কার্যের অনুমোদন করি
বেন।

ক্রেও অব টাওয়ার বলেন, পূর্ণিমা
পাটনা গয়া ভাগলপুর বুকের প্রভৃতি
স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অধিক
পরিমাণ ভূমিতে রবিশম্য বপন করা
হইয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে উৎসবের
অবস্থা যেদগ তাহাতে যদি 'বৃষ্টি হয়,
উত্তম ফল্য আশাযে। চম্পারণ (এখানে
১৮৫২-৬১ অব্দে অনাধারে ৫১০০০ লোকের
মৃত্যু হয়) এবং বঙ্গদেশের মধ্যে বহু জনা
কার্য স্থান সাধারণে লোকের প্রাকৃত কষ্ট
উপস্থিত হইয়াছে। 'তাহার জন্য কার্য
আরও করিতে দেখা হইয়াছে এবং অন্যান্য
স্থান হইতে শস্য আমদানী করা হইতেছে।
পাটনায় এবং দিনাজপুর ও রাজসাহীর
স্থানে স্থান লোক রাজার কার্যের জন্য
বাড়ি করিতেছে। নগর সকলে শস্যের মূল্য
যেদগ আছে অন্যত্র 'তদপেক্ষা অধিক নহে,
কিন্তু ব্রহ্ম ও চম্পারণ হইতে টাকারেরা
মক সাধারণ পাঠিতছেন। তাহাদের সংখ্যার
কটকট হইয়াছে এবং ১৮৫৩-৬১ অব্দের অশেষ
লোকের কষ্ট অধিক হইবে। তাহার কারণ
বঙ্গদেশে শস্যের মূল্য প্রায় চূর্তক কালের
দায় হইয়াছে। তাহার প্রজাবিধের জন্য
শস্য মর্য্য ক্রমেতেছে। কিন্তু এ সকল মক
সংবাদে বড় ও উত্তর জিহ্বের স্থানে স্থান

যে সকল কার্যে ব্যস্ত হইরাছে, তদ্ব্যতিরিক্ত
মজুরবিগের তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখা যাইতেছে
না। ওদিকে চা-করেরা কঠোরকর্মিকে
বলিয়াছেন, পূর্বভাবে যে সকল কার্যাবলি
করা হইরাছে, তত করিবার প্রয়োজন
দেখা যাইতেছে না। তদ্ব্যতিরিক্ত একটা
অতি অল্পাংশে মজুর করিয়াও বণিক-
ছেন, লোকের কার্যের জন্য আসিতেছে না,
কয়েকজন মাত্র চাণারানীর কার্যের জন্য
যাইলে কিছু উদ্যোগকে কোদাল লইয়া
মাটি কাটতে হইবে এই কথা বলিতে
উদ্যোগ চলিয়া যায়। বিহ্বলের লোকের এই
সংস্কার হইরাছে তদানন্তর দুর্বল হইবে।

কূল সমুদ্রের ইনস্পেক্টর জার্ক সাহেন
বঙ্গদেশের অবস্থা বিষয়ে এক পত্র লিখেন,
তাঁহার এক স্থলে বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের
মধ্য স্থানের একটি ভৌগোলিক সঙ্গতি একদা
কতকগুলি কুলি মার্জায়েটকে ঘেরিয়া এই
আশ্চর্য করে, তাঁহাদের যে বেতন বেওয়া
হয় তাঁহাতে তাঁহারা এক বেলাও উদর
পুরিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

২১ এ অক্টোবর ১৯৭১ সালে।

গবর্ণমেণ্টে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ১ লা ডিসেম্বর অবধি টিউ। নামক গবর্ণমেণ্টের জীয়ার গো'রালাই হইতে মহানদীর মনানার নিকট গো'রাগাও পর্যন্ত বাতায়ত করিবে, ইহাতে লোকে রামপুরঝোলালিয়া নুতন ভগমানগোলা এবং গো'রাগাওতে অন্য লইয়া যাইতে পারিবেন। যদি আবশ্যক হয় বোঝাই লইবার জন্য কুতিয়ায় বাইবে কিন্তু কুতিয়ায় লইয়া বাইবার জন্য গো'রালাই বোঝাই লওয়া হইবে না। গো'রালাই কিবা কুতিয়া হইতে সকল ঠেসনে ৮০ সিকা ওজনের প্রাপ্তিমণ এক আনা'র হিসাবে ভাড়া লওয়া হইবে; যদি স্থান থাকে তবে অন্য কিছন্ন অন্যান্য সামগ্রী লওয়া হইবে। চাউলের গো'রার অধ্যক্ষবিগকে চাউলের সঠিক দিনা জুড়ায় লইয়া যাওয়া হইবে। অন্যান্য আরোহীর একবার খাইতে আট আনা লাগিবে। রামপুরঝোলালিয়া কিবা গো'রাগাও হইতে প্রত্যগমন কালে পাঠি ও বীজ তিছ অন্য কোন জায়

খানার হয়ে যা। ইহাও গোলাপীজ ভানপুর
বোলাপীজা কিছা গোলাপীজির অধ্যক্ষ
গের সহিত বিশেষ মতেরে করিয়া করিতে
হইবে।

২২. এ অষ্টোত্তম শতাব্দী ।

গত ৩০ এ অক্টোবর লাভ নর্থব্রুক
বঙ্গদেশের চুক্তির সম্বন্ধে ডিউক অব আর্গিল
লের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, ২৪
ডিসেম্বর তাহার উত্তর আসিয়াছে। লোকের
কষ্ট নিবারণার্থ যাহা আবশ্যিক হইবে
তাঁহা করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষীয়
গবর্নমেন্টের হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিরাগছেন।
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট চাইলেই প্রচাণী
বন্ধ না করিয়া অথচ চাইলে ক্ষয় করিবার
যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর্গিল তাঁহার
অনুমোদন করিয়াছেন। যেমন বর্তমান
হইরা আসিতেছে, আর্গিল যদি এ সময়ে
কাখেল সাহেবের রাজনীতির অনুমোদন
করিতেন, ভারতবর্ষের বিগের কুতজ্ঞতা
তাজন হইতে পারিতেন।

—•—

গদ্যমেন্টে বিজ্ঞাপন।

વજાદમખોશ ગરબાદમલેટ

આદેશાનુસારી

निदिताश ।

राज्य और माहाराष्ट्र विभाग

২৮ এ নবেম্বর। কমুই বিভাগের প্রধান জেনারেল প্রতিনিধি আইসিও মার্জিটো ও ডিপুটি কালেক্টর এফ. জে. জি কাহেল সাহেব কিছুদিনের জন্য উক্ত পিও গের সদর স্টেশনে বদলী হয়েছেন।

মুন্সিফের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
ই. এম. মনি সাহেব কিছুদিনের জন্য জম্মু বিজা
পের কার্য পাল্টেন।

হাওড়ার ভেগুটি মাছিকোটে ও ভেগুটি কালে
ইর বাবু মৌরদাস বসাক কিছুদিনের জন্য জিহা
মাবাদ বিভাগের ভার পাইলেন।

যে পর্য্যন্ত ঐ বাবু পীরদাস বসাক জিহানাবাদ বিভাগে উপনীত না হন, সে পর্য্যন্ত বর্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর, টি সিংহের সঙ্গেই উক্ত বিভাগের আর লইবেন।

বাহু খোলা প্রদর্শন সেন কিছুদিনের জন্য
 ত্রিভুজের দ্বিতীয় কোণের সব ভেদগুলি কালেক্টর
 হইবেন।

ସୁଖୀ ଅବସ୍ଥା ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ

তৎকালীন দ্বিতীয় জেনারেল ডেপুটি কালেক্টরের
প্রতিনিধি হইবেন।

পাটনার ডেপুটি কালেক্টর হৌলদী সারদা
আমীর হোসেন মহাশয় ২ পাটনা দিষ্ট বোর্ড
মিলিত করিবার জন্য জুমি গ্রহণার্থ ১৮৭০
আখের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা
পাইলেন।

২ হা ডিসেম্বর। গোয়াল পাড়ার সব ডেপুটি
কালেক্টর বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের আসাম
উজরোডের জন্য জুমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ আখের
১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাই
লেন।

সেপ্টেম্বর পর্যন্তের গ্রাইবেট সেক্রেটারি
এচ. এল. জমসদ সাহেব আপাততঃ বঙ্গদেশীয়
গবর্নমেন্টের "হুর্তিক ও সাহায্য" এই বিভাগ
গের অন্তর সেক্রেটারির কার্য করিবেন।

গত ১ লা নবেম্বর হইতে নিম্নলিখিত
নিয়োগ গুলি হইয়াছে—

এচ. টি. প্রিন্সেপ কুমারীর ডিউটি ও সেলি
ডন কাজ হইবেন।

ই. ডমণ্ড চাকাস ডিউটি ও সেলিডন কাজ
হইবেন কিন্তু আপাততঃ সাতপনের ডিউটি ও
সেলিডন কাজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

জে. ডি. ওয়াড দ্বিতীয় জেনারেল পুর্ণিয়ার
ডিউটি ও সেলিডন কাজ হইবেন।

জে. বীমস প্রথম জেনারেল মাজিষ্টেট ও কাল
েক্টর হইবেন।

ই. ডি লকউড দ্বিতীয় জেনারেল মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ প্রথম
জেনারেল প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর থাকি
বেন।

টি. ওয়াটসন চতুর্থ জেনারেল মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ বর্তমানের
ডিউটি ও সেলিডন কাজের প্রতিনিধি থাকি
বেন।

এচ. এচ. লিলিউ প্রথম জেনারেল প্রতিনিধি
মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ. আর মাজড সাহেবের পদত্যাগ অবধি
নিম্নলিখিত নিয়োগ গুলি হইয়াছে।

জে. এস সুইস ভাগলপুরের ডিউটি ও সেলি
ডন কাজ হইবেন।

জে. এস. ম্যাকবেননা বাসুদার ডিউটি ও
সেলিডন কাজ হইবেন।

এ. জে. আর. বেনরিস দুর্গাবাসের
ডিউটি ও সেলিডন কাজ হইবেন।

এল. জ্যার টেটবরাম দ্বিতীয় জেনারেল

প্রথম ও দ্বিতীয় জেনারেল কাজ হইবেন
কিন্তু আপাততঃ প্রথম জেনারেল বাবরগঞ্জের
ডিউটি ও সেলিডন কাজের প্রতিনিধি থাকিতে
হইবে।

জামিএল, জে. জে. ম্যাকনিলি প্রথম জেনারেল
মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

ই. ই সুইস প্রথম জেনারেল মাজিষ্টেট ও
কালেক্টর হইবেন।

জে. এস. ডাং ও প্রথম জেনারেল প্রতিনিধি
মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ. এল. হারিসন প্রথম জেনারেল প্রতিনিধি
মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে. বি. ওয়াগার দ্বিতীয় জেনারেল মাজিষ্টেট
ও কালেক্টর হইবেন।

এচ. বেনরিস বাবরগঞ্জ চতুর্থ জেনারেল মাজি
ষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ. এল. ক্রুপ্রথম জেনারেল জাইন্ট মাজিষ্টেট
ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

টি ডবলিউ গ্রিফিথ দ্বিতীয় জেনারেল জাইন্ট
মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২ হা ডিসেম্বর। আসাম বিভাগের স্মৃল সদু
বের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর সি. এ. মার্টিন এল.
এল. ডি. বঙ্গদেশীয় শিক্ষা-কার্যের দ্বিতীয়
জেনারেল উন্নয়িত হইলেন।

এচ. এল. ডাব্লিউ. বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
সেক্রেটারি

পদায়ন করে। অর্ডার ইন্সপেক্ট হই
রাছেন।

কর্নেল ফেলিও কর জন আকিসন এবং
আর ১০ জন আকিত হইয়াছে। আক্রমণ কারীরা
আক্রান্ত হইয়াছে।

ম্যান্ট ফেন এবং হইবেন এই দুইজনে মল
মুদ্র হই, শেখোজ ব্যক্তি গুলিররূপে আকিত
হইয়াছেন।

নগর মধ্যে গোলা বর্ষণ করিতে কার্পেজিনার
বিস্ফোরিতের প্রী পুত্র সকলে নগর পরিত্যাগ
করিয়াছে।

লগুন : লা' ডিসেম্বর। কলিকাতা হইতে বে
মেইল ৭ টি এবং যোঁহাট হইতে ১০ টি নবেম্বর
যাত্রা করে অন্য প্রাত্যহিক উলা লগুনে উপ
নীত হইয়াছে।

অন্য ইংলণ্ডের দাংকে ১৯১০-১১ টাকা
জমা দেওয়া হইয়াছে।

সব গার্টেট উলসলি যে সকল পত্র পাঠাইয়া
ছেন তাহাতে কামা বাবু, ম্যাকনিলি সত্যি
নানা স্থানে পরাক্রিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিরু
সাহ হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

ইংলণ্ডের সর্ব প্রথম সংবাদপত্র টাই
মস বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত
মত প্রকাশ করিয়াছেন—

০০০০০ অল্প কালের মধ্যে আমরা

যে সকল দুর্ভিক্ষ দেখিয়াছি তাহা ১৮৬৬
অব্দে উদ্ভিষা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা

সর্বাধিক ভয়ঙ্কর এবং সে বিষয় তাহিলে
"বঙ্গদেশে এবার ধান্য জন্মে নাই" এই

করুণী কথাই পর্যাপ্ত ভরানক তাহা সহ
জেই প্রতীতি হয়। ০০০০ ভারতবর্ষের

কর্তৃপক্ষেরা সে বার জমে পাড়িয়াছিলেন।

কীভাবে মনে করিয়াছিলেন যে বর্ষও শস্য

জন্মে নাই মহাজনদিগের নিকট নিশ্চয়

শস্য সঞ্চিত আছে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হই-

লেই সে সকল ব্যক্তি হইবে। বঙ্গভারত

ভাষায় ভাষাদের ইংলণ্ডের সংস্কারের

চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন এবং এই
জন্মে যে ফল ফলিয়াছিল তাহা স্বয়ং
করিলে জন্ম কল্পিত হয়। উদ্ভিষার যে
বিভাগ বাঙ্গালার অন্তর্গত তাহাতে প্রায়
বার আনা লোক "হু" দিন ভরানক হাতিয়া
ভোগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এবারে
যে বিভাগে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে,

ইউরোপীয় সন্দেশ।

লগুন ২৮ এ নবেম্বর। আমেরিকার কৃষি পত্র
অনুমান করিয়াছেন, এবার তথায় ৩৭৫০০০০
গাউন্ট ফুলা জন্মিবে।

লগুন ৩০ এ নবেম্বর। রেশবলিকান জেম
রল লিটেলিয়র ব্যালেককে পরচুক্ত করা হই
য়াছে।

স্পেন-বাক্সিটুল আশঙ্ক এবং যে সকল
ব্যক্তি জীবিত আরে তাহানিকে প্রত্যাণ
করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই
জাভাক অধিকার করা যদি বাস্তবিক আইন
বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত
আছেন।

কেল কোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কর্নেল
ফেলিও ডনকোয়াকে এ বৎসর গার্টেট উলসলি
আক্রান্ত হইয়া আলাউদিগকে আক্রমণ করেন
এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে তাহান
গকে পরাজিত করেন। আলাউদিগ প্রায় দিক

ভাড়া উঠিয়া অগেফা আরতনে অনেক
গুণে বৃদ্ধ এবং এখানেও উড়িয়ায় নার
চুখশা ঘটবার সম্ভাবনা। ৯৯ বছরমুশের
সে'কদিগের ধান্য ভিন্ন গতি নাই। ৯৯
ভারতবর্ষের প্রজারা দরিদ্র, অসহায় এবং
বড়দুর-বাসী। ভাড়া আত্মসম্মত যত্নে
এখানেও যত্নের কথা জানাইতে পারে না।
চুক্তি কর সময় সেখানে যাও হয় ত দেখিতে
পারবে সে সহস্র সহস্র লোক নির্ভর্য হইয়া
অন্যায়ের পথ পাশে পড়িয়া এগি পারি
তাগ করিতেছে। যদি গবর্নমেন্ট অগ্রসর
হইয়া চক্ষুপাত না করেন ভাড়াহের চুর্ক-
শ'র আর অবসান হয় না। বাহারা কর্ষ
ভোগ করিয়া আসিতেছিল ভাড়া এগি
তাগ করে, কেহ জানিতেও পারে না।
এবং বা'রা তখনো জীবিত থাকে, ভাড়া
ক'হারিও সাধা সাধীত এগি রক্ষার
উপায় নাই বিবেচনা করিয়া, এবং ভাড়া
দের শেষ দিন সর্ব্বিকট জানিয়া হুতুর
অগেফা করিয়া থাকে।

একজন ভারতবর্ষের অধিবাসীর দিন
পাতের অন্য অতি অসুখি আশঙ্ক, এবং
চরিত্র বিপদের বিশেষ চেষ্টা, কারণ ভাড়া
বন্দগামিন্য ও নিত্যস্থ অশ্রমল্য ত্রয়ো দিন
পাতকরে সুতরাং আর ব্যয় সংকোচ করিবার
পথ থাকে না। বৎসরে যে দুইবার কসল
হয় তাহা লক্ষ লক্ষ লোকের এগি ব্যয়গের
পক্ষে নিত্যস্থ আবশ্যক এবং একবার দান
না জ'লে, যে ভাড়া উদর পূরিয়া
আগার পাড় না তাহানহে, একেবারে আহার
পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে আহারে
একজন ইংরেজের নিশ্চয় মৃত্যু, ভাড়া এক
জন বাঙ্গালি সজ্জনে জীবন ধারণ করিতে
পারে কিন্তু যখন ধানের অভাব উপস্থিত
হইয়াছে তখন গবর্নমেন্টের কিছা অন্য
কো'রও সাহায্য আত্মসম্মত, অস্তিত্ব
বাহারের বীড়িয়ার সম্ভাবনা নাই। এই
বিবেচনাক্রমে জরাজরম করিবার আশঙ্কা
ক'ল'ল' মতরাণীর লক্ষ লক্ষ প্রজা
সমাজের আশঙ্কায় পিবে এই কথাই
সংগীত, আর অস্তিত্ব বৈশা আশঙ্ক্য করে
নাও তত এতকি বিদ্রুত আশঙ্কা হইতে

কিছু করিবে না। বাহা কিছু করিবার গবর্ন-
মেন্টে করিতে হইবে। গবর্নমেন্ট না
করেন কিছুই করা হইবে না। সাধারণ
ধনাগার হইতে অর্থ দিয়াই হউক, কিছা
ব্যক্তি বিশেষের প্রদত্ত অর্থদ্বারা হউক,
যে প্রকারে সাহায্য করা হইবে তাহা
ইং'জ লিগকেই করিতে হইবে। কারণ
ভারতবর্ষ রক্ষার ভার উদ্বাহাগের হস্তে।
৯৯ ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে গবর্নমেন্টের
উপর নির্ভর করে সুতরাং তদনুসারে গব-
র্নমেন্টেরও কর্তব্যের ভার ওকতর। আমরা
অনিয়া অসম্মিত ভবিলায় যে বঙ্গদেশের
লেপটনন্ট গবর্নর এই নিশান হইতে উত্তীর্ণ
হইবার জন্য পূর্ক হইতে উপযুক্তরূপে আয়ো
জন করিতেছেন। কাল বিলম্ব হওয়াতে
উড়িয়ায় চুক্তির বেলা সর্ব্বনাশ হইয়া
ছিল, এবার কাল বিলম্ব হইলে তদগেফা
অমিত্তি ঘটনা হইবে। যখন আমরা একবার
গত চুক্তি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি
এবং বিশেষ চুক্তিফলিভিত স্থানে লস্যাগি
লইয়া যাইবার জন্য যখন এত রেলওয়ের
সুবিধা আছে, তখন যদি ১৮২৬ সালের
দূর্য পুনরায় উপস্থিত হয়, আমাদের বলি-
বার আর কোম কথা থাকিবে না।

—

ভূতপূর্ক বেঙ্গল সিভিলিয়ান চ'রলস
কাহেল ল'বেব ডিউক অব অর্গাইলের গব-
র্নমেন্টের প্রতি এই দোষারোপ করিয়া টাইমস
পত্রিকাতে পত্র লিখিয়াছেন যে ভাড়া
বাঙ্গালী দেশের চুক্তির সংবাদ যেন
লোকের গো'চর করিতেছেন না। টাইমস
পত্রিকাও এই দোষারোপ করিয়াছেন।
ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোম কথা ভাড়া
গতজে প্রকাশ করেন?

গতসপ্তাহে প্রকাশিত শস্যের
অবস্থা।

দীর্ঘকালে আমন ও আশ এই দুটো
প্রায় ৩০০০০০ মন চাউল হইবে। হুগলীতে
জল সেচন দ্বারা অনেক শস্য রক্ষা করিয়াছে
এখানে আট আনা শস্য পাওয়া যাইবে।
হাবড়া জিলায় বৈজুবিজয়ার এবং আমতর
প্রথমে বেঙ্গল আশা করা গিয়াছিল তদগেফা

উত্তম ধান্য জন্মিয়াছে। নবীয়ার চারি আনা
শস্য হইবে। জেলিদের পশ্চিম মেহেরপুরে
লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, গুরদাসাবাদ
জিলায় জলপুতে সাত আনা, রামপুরহাটে
পাঁচ আনা, রাজনাহীতে আর আট আনা,
পাবনার আট আনা, দারজিলিং নশ আনা
শস্য পাওয়া যাইবে। ঢাকার রবিশস্যের
অবস্থা মন্দ নয়। ফরিদপুরে আর ১১০০-
৩১৩৬ মন ধান্য হইবে। কদি রত্নালী না হয়
ইহাতে তত্রতা লোকের এক বৎসরের
আহার চলিতে পারে। গত বৎসরের আর
১৫৯২০ মন চাউল ও ২৭৭০ মন ধান্য
আছে। সমুদায় লিলেটে ব্যর আনা শস্য
পাওয়া যাইবে। নওয়াখালির সংবাদ মন্দ
নয়। ত্রিপুরায় আট আনা শস্য পাওয়া
যাইবে, ইহাতে তত্রতা লোকের পর্যাপ্ত
হইতে পারে। ত্রিহুতের সংবাদ ভাল নয়,
কিন্তু রবি শস্য উত্তম জন্মিবার সম্ভাবনা
আছে। সাহরগের ধান্য ভাল জন্মে নাই।
কিন্তু রবি শস্যের অবস্থা এখনও ভাল আছে
চম্পারনে আমন ধানের অবস্থা ভাল নয়।
এপর্যন্ত তিন ভাগ ভূমিতে রবিশস্য বপন
করা হইয়াছে মাত্র। মুন্সেরের শস্যের অবস্থা
অতি মন্দ, ভাগলপুরে রবি শস্যের অবস্থা
ভাল। পূর্নিয়ার আমন ধান্য বেশ আনা
জন্মিয়াছে। সাওতাল পরগণায় বৃষ্টি না
হইলে আমন ধান্য ভাল জন্মিবে না। পুরীতে
আমন ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে।

—

আসাম হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া
ছেন:—

আগামী ভাদ্রবার মাস হইতে আসাম
একটা শাসন বহির্ভূত রাজ্য হইতে চলিল।
এত দিন এই প্রদেশ বাঙ্গালী দেশের
সহিত সমভূত্ব স্থগতা অক্ষুব করিয়া আসি
তেছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী একটি
প্রসিদ্ধ ইংলিশীল স্থান। ইহার সহিত এই
আসাম ভূমি এক শাসন সূত্রে বন্ধ থাকিতে
তদদেশের আচার ব্যবহার সভ্যতা ও বিদ্যা
চর্চ প্রভৃতি ক'ল'ল'ল' সমভূত্ব সময়ে
সময়ে এদেশে মহাগবেশ হইয়া এদেশবাসী
দিগের মনকে উত্তরোত্তর উত্তর করিতে-
ছিল এত দিন পরে যে উত্তরিত পথ সমস্যা
বদ্ধ হইয়া গেল। এখন আর বাঙ্গালীর
সহিত ইহার কোন সম্পর্ক রহিল না।

অত্যাধিকারিকতার বিরুদ্ধে লক্ষ্যবস্তু, কি বিদ্যা, চর্চার খাতিরে এবং কি রাজকীয় ব্যয়ভার, সকলই নিরুপায় আসাম দেশের উপর বিন্যস্ত হইল। বাহা হ'ক, এই বেশকি শাসন বহির্ভূত করিয়া গণগণমন্ডলের কি লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু ইহার সবক্ষে যে ক্ষতবিক্ষত নিরাস নির্জীর্ণ হইয়াছে তাহার পরিচর্য্য ও আর কতকগুলি দুঃসম নিরাস প্রতিষ্ঠিত করণের অনুরোধই আমাদের এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১। অপরাধের শাসন বহির্ভূত বেশের স্যায় এখানেও একজন প্রাথমিক কমিশনের থাকিবেন। তিনিই এদেশের হর্তা কর্তা বিধাতা হইবেন। তাঁহার উপর কাহারও কোন কথা কহিবার যো থাকিবেক না, সত সামলা মকদ্দমার নীমা সেই পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট। তিনি সকলের মন বুঝিয়া কাজ করিবেন, এমন আশাও অল্প। হয় ত একের অনুরাগ, অপরের বিরাগভাজন হইয়া বাইতে পারেন। অতএব অন্ততঃ এখানে আপীল মকদ্দমা শুনিবার জন্য একটা টীপ ক্রোট সংস্থাপন করা কিংবা হাইকোর্টের উপর পূর্ণ প্রচলিত নিরমালুমেরে আপীল শুনিবার ভার প্রদান করা কর্তব্য।

২। সচিব আসাম কিংবা তদন্তগত প্রত্যেক জেলার নিম্নতম সচিবীয় গণমন্ডল যে সকল নীমা নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহার আনুগত্য করিলেই গণমন্ডলের নিকট হইতে পাপ লইতে হইবেক; বোধ হয় ইহাতে কিছু না কিছু খরচেরও আবশ্যকতা হইবেক। বিশেষতঃ ইহাও একটি টাক্স বিশেষ হইয়া আসাম ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ইনকম টাক্সের আসেন্সরিগের মত স্থানে স্থানে যে সকল রেজিষ্টার থাকিবেন, তাঁহাদের দ্বারা যে, পথিক লোকেরা কিংবা বিপদ গ্রস্ত না হইয়া বাইবেক এমনত আশাও অতি অল্প। অধিকন্তু এদেশের অনেক নিরুপায় লোক বঙ্গদেশে বাইয়া কেহ বা মাসিক ২ হই টাকা বেতনে মজুরী, কেহ বা একপ আত্মীয় যেকোন বিগ্রহ-পূজা এবং কোন কোন নিরুপায় অর্ধহীন বালক বঙ্গদেশের

কোন বড় শহরের কাছে প্রতিপালিত হইয়া তুলে অধ্যয়ন করিতেছে। নীমা অতি ক্রম বেহু বড়িত হইতে হইবেক, ইহা অনিশ্চয় তাহানিকমে সেই চির উপজীবা মজুরী ও তাঁহুর-পূজা-কিবা ঐক্য বিদ্যাধ্যয়ন হইতে এককালে বঞ্চিত হইতে হইবেক। অতএব প্রজাবৎসল গণমন্ডলের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে বাহাতে বাহালা দেশে গণমাগমনের কোন বাধা না আছে অন্ততঃ তাহাই করিয়া উপায় মীন আসাম বাসিন্দাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

৩। এদেশে বাসিন্দার মত "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" এখানে নাই। বাৎসরিক "সারস্বতী" বন্দবস্ত এখানেই প্রচলিত। তাহাতে কখনও প্রজাদের ভূমির প্রতি সমতা আছে না। অতঃ এই এদেশীয় প্রজাদের সহিত কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য সমুদায় প্রবাসী ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া কর্তব্য। এট বন্দোবস্ত অন্ততঃ ১০ কিংবা ২০ বৎসরের নির্দিষ্ট হইলেও হানি নাই।

আমাদিগের মূলতানত্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

পঞ্জাব নীমা

ডেপুটি কমিশনার খাঁ।

১। অধ্যাপকপ্রাণ আসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, এ সময়ে এখানে নীতকাল কিন্তু এ সময়ে মূলতঃ বৈরণ নীত অনুভূত হইত এখানে সেরূপ নীত অনুভূত হইতেছে না, শুনিলাম পৌষ মাসে এখানে "হাড় ভাঙ্গা নীত" পড়ে।

২। কারুল ও কাণাহার হইতে এই সময়ে আত্মর বেহায়া, পেস্তা, কিসমিস, সর্পা, বাহাম সেউ প্রভৃতি বিবিধ মেওরা আসিয়া হে'কান সকল পূর্ণ হইতেছে, এবং এই স্থান হইয়া এই সময়ে মেওরা অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইতেছে, যোঁসা পান্ডিন, চোগা প্রভৃতি উক খয়ও কারুল হইতে অনেক আমদানী হইতেছে।

৩। সিদ্ধ নদের উপর যে তরনী, সেতুর বিঘর পূর্বে লিখিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ হই

য'ছে। ১ লা মন্থের তারিখ হইতে সাধারণ রণের গতা'গতির মন। খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখনও তেঁতে মূলতঃ বা তেরা গাজী খাঁর বাইবার রাস্তা যে দুর্গম ও কষ্ট প্রব তাহার কোন সুবিধা সম্ভবে হইতেছে না। মূলতঃ হইতে এখানে ম'ন্থে (১ পা রেয়া) তাক লইয়া আসে, কোন প্রকার শকটের উপযোগী রাস্তা নাই কেবল উত্ত পূর্বে গতা'গত করে। এখন হইতে তেরা গাজী খাঁর নৌকারোহণও য'র। এইরূপ কষ্টের ও দুর্গম স্থান মূলতঃ হইতে এখানে আসিবার সুস্তা প'ঠে প'ঠে গণগণ তাহা এক জ'র হইতে পারিয়াছেন।

৪। ভূতপূর্ব লেফটেনেন্ট গবর্নর সার হেনরী ডুর'ণের সমাধিস্থানের উপর স্মরণ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, বিলাত হইতে মার্শেল প্রভর খোঁদিত ও সুসজ্জিত হইয়া বাঙ্গালী পৌ'ত করিয়া আসিয়াছিল। স্তম্ভের উপর কেবল জ'ণের তারিখ হুতুর। তারিখ কোনকালে ক'র'কেজে প্রবেশ করিয়াছিলেম ও'ত'দি ঘর'ফরে অঙ্কিত হইয়াছে। তেরা কম্প্রাইজ খাঁর মধ্যে ইহা একটা দর্শনীয় গদ্যার্থ হইল তাহা সম্ভেদ নাই।

৫। দুর্গে'লসনের সময় কেবল যে বঙ্গদেশ উৎসবপূর্ণ হয় এমন নহে। আ'ম এ'ই সময়ে উত্তর পশ্চিম, মধ্য ভারতবর্ষ ও পঞ্জাবের যে যে স্থানে ছিলাম সর্বত্রই উৎসবপূর্ণ দেখিয়াছি অর্থাৎ বঙ্গদেশে যেমন দুর্গে'লসন এই সকল সকলে সেই রূপ রামলীলা অতি সম'রে'বে সম্পন্ন করা এখানকার রামলীলা আবার অন্য প্রকার। এখানে অসংখ্য বালক কেবল চারিদিকে বিভিন্ন নৃত্য করিয়া বেড়ায়। রামলীলার অন্যান্য অনুষ্ঠান বিশেষ দেখিলাম না।

৬। বিগত ১৪ ই কা'তিক গোষ্ঠাষ্ট-মীর দিন এখানে আর একটা উৎসব দেখিলাম। একটা মাঠে অসংখ্য গাজী একত্রিত করা হয় এবং তাহারিগকে পূজা করে ও কাপ'সের বীজ মা'তে বেরা এবং দুইটা খালকে রাম লক্ষণ সাজাইয়া গাজীদিগের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। এখানকার

হিন্দুদের জন্য হিন্দুরানী বস্ত্র থাকুক আর নাই থাকুক গাভীর প্রতি বিশেষ ভ্রদ্ধা আছে।

৭। দেওয়ানী অর্থাৎ শাস্যাপুত্রার সময় এখানে জরানিক জুরাখেলার প্রাচুর্য্যবোধে গেল। এরূপ জুরাখেলার হুম হার প্রত্যাশা দেখা যায় নাই। তিন রাত্রিলোকের মধ্যে নিদ্রা বদ্ধ হইয়াছিল। চৌর্য্যাদির প্রাচুর্য্যবোধ কম হয় নাই। শুনিলাম এখানে আর সকল সময়ই জুরাখেলা হয়, অংশ-দিনের কথা হইল এক জন নাকি এই খেলাতে স্ত্রী পর্য্যন্ত হারিয়াছিল, সে স্ত্রী খানস করিতে না পারিতে জোতার নিকট আশ্রয় লইল। এ বিষয়ে ইত্যদিকে দুর্ব্বিপ্লবের সম্বন্ধ বর্ণনা হইতে পারে। বাস্তবিক জুরাখেলা প্রভৃতি বাসন একেবারে নির্মূল করা উচিত। কিন্তু ইংরাজেরা যুদ্ধিতির বাবা, ইহারা নানা জুরার যত্ন।

৮। পূর্বেই বলিয়াছি এ প্রদেশে বর্ষা মাসে, আমি দেখলাম মূলতানে বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা হয় এখানে সেক্ষণও হয় না, কিন্তু এখানকার কবিবারী ইহাদের উপর নির্ভর করে না, সুগোবর্কেই এটি সমস্ত কবিবারী সম্পন্ন হয়, সুতরাং এখানকার কবালের অবস্থার তরিকমা বলা যায় না, বাঙ্গালীর খালা এখানে কিছুই পাওয়া যায় না, যাঁহা পাওয়া যায়, তাঁহা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের অপেক্ষাও মধ্যম্য্য করে বিক্রয় হয়। চাউল টাকায় ৮ পের অল্পের ডাউল ছয় পের যত বেড় সেয়, কাঁচ আড়াই মণ ইত্যাদি। কোল আটা ২ টাকা মণ।

৯। এখানেও চন্দ্রপ্রভা সর্কগ্রাস হই-
রাটন ও কনককর্ণ হারী ছিল।

১০। অত্রস্থ কমিসনার ও ডেপুটী কমি-
সনার বিশেষ দক্ষতার সহিত এ প্রদেশের
বন্দোবস্ত করিতেছেন, দুর্ভিক্ষ উদ্ধারার্থে
অত্রস্থে অনিবার্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন,
তৎসকল কথ্যেছেন না, টাকা ও দুধুর
নিকটবর্তী উদ্ধারার্থে শাসন করিতে
পারিলেন এখানকার বিশেষ ভয় থাকিবে
না। প্রায় তিন মাস যে উদ্ধারিতা হলে

বলে ও কৌশলে দলক বালিকা চুরি
করিয়া লইয়া যায় এবং নিজ নিজ পুরুষ
বালক বালিকাদিগকে প্রত্যাশ্রয় করিতে
বীকার করে, টাকা না পাইলে মারিয়া কেল
কি জরানিক রাকস।

১১। লক্ষ্যেতে বৈষ্ণব অধ্যাত্মিক
ব্যক্তির কথা শুনা যায় এখানেও সেই
রূপ অধ্যাত্মিক ব্যক্তির প্রাচুর্য্যবোধ
কথা প্রায় শুনা যায়, মধ্যে মধ্যে আদা-
লতেও এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত হয়, কি শর-
ত্মিক ব্যাপার !!

পুত্রিত পত্র।

ত্রিযুক্ত সোমগ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

(১)

প্রাণের সৌভাগ্যে বোর জীবনের তাই।
যা বিধ জনম যত তাহারে হারাই।
নিদ্রা হইয়া মোরে, চলিছে বেশান্তরে,
থাকিব কেমন করে তাবি আমি তাই।
শোক জ্বালায় ঘোরে দহিছে সহাই।

(২)

একান্তই যাবে যদি তাজিরা আবার।
কেমন করিয়া তাই দিবরে বিদায়।
থাকিতে না পারি স্থির, দুই চক্ষু বহে নীর
তাবি মনে একবার জেটিতে তোমার।
কিন্তু কাল গতিহীন করেছে আমার।

(৩)

কে জানে রে তাই তুমি ভাগিবে গিলিলে।
ভাসিরা সবে চির শোক-সিন্ধু জলে।
পরিহার সব হারা, পাখিগে বাঁধিবে কারা,
তাজি প্রিয় বন্ধুত্ব কিঁদারে সকলে
কেমন করিয়া এবে যাও তুমি চলে।

(৪)

প্রিয়তম মরে তব না রহে জীবন।
দুঃখ সাগরে তাই দিলে সম্ভরণ।
দেখ কিরে এক বার, হয়েছে কি সবাকির,
অধীর হয়েছে কিরে ও বিধু বহন।
জিতিলে নরন নীরে তুবি মধুকর্ণ।

(৫)

এলোকেশি! একবার দেখ অঙ্গালিগে।

যেতেছে নবীন তব সাগরে তালিগে।
এস এস একবার, শীতল করহ তার—
তাপিত পরাণ, তব বাক্য সুধা বিরে।
এস এস যায় গতি পড় সুটাইরে।

(৬)

এক ভূমিতে তুমি থাকিবে না আর।
এসব বরসে তুমি ছাড়িবে সংসার।
এত যদি ছিলমনে, যদি কেন প্রশমনে,
নাথিলে হৃদয়ের তুমে বিশেষ আগার।
রাখিলে তাহাতে যুগ্ম জলন্ত অঙ্গার।

(৭)

হারলে নবীন মোর বুক কেটে যায়।
সাক্ষ করি নীলা থেলা চলে কোথায়।
যে মাতা বতন করে, রেখেছিল কোলে করে
তুচ্ছ করে সেই কোলে যেতেছ যথায়।
তুমি কোমল কোল পাখে কি তথায়।

(৮)

বঙ্গ সরঃ হাংবে কলি আছে বক্তৃগলি।
তোমার শোকেতে শুক হয়েছ সকলি।
আর প্রকল্পতা নাই, মলিন দেখিতে পাই,
কেবল আত্মতঃ দেহ অঙ্গজল ঢালি।
কোথায় নির্বাবে অগ্নি উঠে আরো জ্বলি।

(৯)

দেখলে নবীন দেখ তুলিয়ে বহন।
যে বেশ ধরেছে তব বঙ্গ বক্তৃজম।
ভাবিতে ভাবিতে হার, হইয়াছে শীর্ণকার
তবু তব বিতে সবে সঁপিয়াছে মন।
তোমার মঙ্গল হেতু করিছে যতন।

(১০)

শুনছি যতনে লাভ হয় রে রতন।
এরতনে বঙ্গবাসী পাখে কি কখন?
বঙ্গ আশা আছে মনে, গাব পুনঃসেইমনে,
কিন্তু কে বলিবে পাখে নিয়তি কেমন।
পুনঃ কি উজ্জ্বল হবে মানস কানন?

গৌরবজ্ঞতা } বঙ্গবঙ্গ
২৫ এ নবেম্বর } ত্রিকালীকমল সান্যাল

মহাশয়! কিছু দিন হইল আপনি
সংবাদ ভক্রে লিখিয়াছিলেন যে লক্ষ্যে-
হিন্দু বাঙ্গালীগণ কেন বেশীর সংখ্যক
সম্প্রদায়ের নামে নাগণ্য করিয়াছিলেন।
মকদ্দমা ভিন্ন মিল হইয়াছে। এখানে লক্ষ্যে
না হইয়া লাগেই হইবে, কারণ লক্ষ্যে

বাক্সিগণই অতঃপর পত্রের
মিক্সে লিপিত করিয়াছিলেন। তদা যাই
তেছে পুনরায় হুজি লিপিত হইবে।

সম্রাট জিগুজ বাবু একশতজন সেন,
সাহেব নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি
প্রায় এখানে ১০। ১৫ দিবস অবস্থান করেন
এবং চারিদিন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া
সম্রাটের অধীনে একই শক্তি প্রকাশ করি-
য়াছেন। যিনি বক্তৃতা দ্বারা ইংলণ্ড ও
প্রদেশ-ভাষ্যন হইয়াছিলেন তাঁহার
বক্তৃতা যে আশাবিগের অধিক প্রায় হই-
য়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তবে এই দ্বারা
বক্তৃতা যে তাঁহার বক্তৃতা প্রবণে বিমোহিত
হইয়া কোন কোন জড়-বুদ্ধি পঞ্জাবী
তাঁহাকে একবারে প্রকট (ভবিষ্যৎ
বক্তা) বলিয়া উঠিয়াছিলেন। সেন মহাশয়
সাহেব পূর্ণদিন অগ্নে পরিবৃত্ত হইয়া
সংকীর্ণ করিতে করিতে সগর পরিভ্রমণ
করিয়াছিলেন। এবং বাওলা সাহেব নামক
একটি সাধারণ স্থানে সভা করিয়া হিন্দিতে
বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার সময় দুই বা
ততোধিকবার হরিশঙ্ক উচ্চারণ করিয়া
ছিলেন। এই সভাতে সাধারণ লোককে
আস্থান করিবার জন্য যে বিজ্ঞাপনটি ছাপা
হইয়াছিল তাহাতে এই লেখা ছিল যে বহু
দূর বেশ হইতে এক তগমন্তক সাধু আসি-
য়াছেন, তিনি বাওলা সাহেব নামক স্থানে
যোগ ধর্ম উপদেশ করিবেন এবং সেখানে
হরি সংকীর্ণ হইবে। অতঃপর সকল সাধু
লোক তাহাতে যোগ দান করিবেন ইত্যাদি।
সাহা হউক নবীন জাতি সম্রাটের মধ্যে
এরূপ হরি শব্দের রাসদার ব্যবহারে অনেকে
আশ্চর্য হইয়াছেন বোধ হয় পাঠক দিগের
মধ্যেও অনেকে আশ্চর্য হইবেন।

১৫ এ নবেম্বর } নিত্যক অনুগত
১৮৭০ }
সাহেব

মহাশয়! এই স্থান হইতে ২ ক্রোশ
অন্তর লেহাতা নামক স্থানের পূর্বে জোড়
পত কল্য একটি ছুটনা হইয়া গিয়াছে।
“মুকের সেট ওয়ার্ল্ড” কোম্পানির ক্রতক
গুলি গুলি এই পাহাড়ের নিম্নদেশে বসিয়া

প্রভুর কাটিডেবিল এয়ন সমস্ত পূর্বে
উপর হইতে এক পত বুদ্ধাকার টেল দুই
অন্তর মাঝার পড়িত হওয়ার তাহার এক
বারে নীলা সমস্ত করিয়াছে। সাহা। হত
তাঁহার হরের মুতদেব বেগিলে জ্বর বিধী
হইয়া দার, অতঃপর এমন কোন অংশই দুই
হইল না। সাহা পাহাড়ের পাহাড়ে দুই ক্রত হয়
নাই। এই স্থানে নামা কারণে রথো যথো
২। ১৪ টী হত্যা হইয়া থাকে, কয়েক দিন
হাতি হইল তদা গিয়াছে একজন কুলি এরূপ
প্রভুরের কার্য করিতেছিল। এমন সময়
তাঁহাকে ব্যাঙে লইয়া গেল। বিগত বর্ষ
কালে ২। ৩ জন পূর্বে উপর কর করিতে
করিতে পূর্বে সহিত বর্ষার জলের জোড়ে
কোথার তালিয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়
এই, পত পক্ষীর মৃত্যুর ন্যায় এই দুর্ভাগ্য
বিগের মৃত্যু কাহারো ধরেনা। সাহা
অথবা যেতাক বাবাজীদিগের কাব্যোচ্চার
করিতে গিয়া ক্রতবর্ন দুটে অতঃপর প্রাণ
দেয় তাতে আবার কথা কি? আমাদের
বিশেষতঃ যে প্রকারেই হত্যা হউক গবর্ন
মেণ্টের তাহা তদারক করা উচিত। আনিয়া
এ সকল স্থানে কিরণ করা হয়।

১৮ এ নবেম্বর }
১৮৭০ } বনধন
রেলওয়ে ষ্টেশন }
খারিয়া } জিগুজ চটোপাধ্যায়

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত
গবর্নমেণ্ট না না উপায় উদ্ভাবন করিতে-
ছেন। তাগলপুর, পাটনা এবং পূর্ণিয়া
জেলার স্থানে স্থানে গোলা প্রস্তুত হই-
তেছে এবং তাহাতে লতবমত তুল
আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইতর লোক-
দিগের নিমিত্ত গবর্নমেণ্ট বহু নানা প্রকার
কার্য আরম্ভ করিতেছেন, স্থানে স্থানে
পথকর বদ্ধ হইয়াছে, ততুল প্রভৃতি
প্রেরণের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানি
কে তাড়া লাগন করিবার জন্য অনুরোধ
করিয়াছেন এবং সেই ক্ষতি গবর্নমেণ্ট বহু
পূরণ করিবেন। কিন্তু দুখের বিষয় এই,
জেলা পূর্ণিয়া ও তদন্তর্গত স্থান সমুদ্রের
প্রতি গবর্নমেণ্টকে কিছু অমনোযোগী

বোধা যায়। এখানকার বোকাখিরা বাহার
যেমন ইচ্ছা সেই দরে চাউল বিক্রয় করি-
তেছে। একে ৭২ তোলায় ৩ জন, তাহাতে
যদি তত লোকের ব্যবহারোপযোগী ততুল
৪ টাকায় ৭২ বিক্রয় হয়, তাহা হইলে পাঁচ
ওকমে ১২ সের করিয়া প্রতি টাকায় পড়িল
তাহার বলে যেমন ধরিম তাহার উপর
বৎকিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছে
কিন্তু লক্ষ্য বোকাখিরা লম্বান দূর নহে।
কেহ কেহ ১১ সের ১২ সের পর্যন্তও বিক্রয়
করে। ইহার তাৎপর্য্য কি, কিছুই
বুঝিতে পারা যায় না। অতঃপর পুলিশের
কর্তব্য ইহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখেন।
তাহার। যেখান হইতে চাউল লইয়া
আইলে, সেখানে কি দরে ধরিম করে ও
কতই লাভ রাখে, ইহার তদন্ত করা
অতীব আবশ্যক, এবং তাহাতে এক নির্দিষ্ট
নিয়মে সকলেই বিক্রয় ও ধরিম করতে
পারে, গবর্নমেণ্টের সেবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি
রাখা উচিত। এখনও গত ১৮৭০ ততুল
আছে এবং এবৎসরও বৎকিঞ্চিৎ পাইবার
আশা আছে, এখন হইতে যদি, প্রজাপিগের
এ প্রকার কট হয়, ইতঃপরে যে কি হইবে
কিছুই বলা যায় না।

একজন কুলী যে ১১০ করিয়া রোজ
পায়, তাহার দুই বেলায় সাধারণ
অন্তঃ কাটি ১২ সের হইবে কিন্তু
তাহার সেই চাউল ধরিম করিতে পাঁচ
পয়সা লাগিবে, বাকি পাঁচ পয়সাতে
তাহার পরিধান বস্ত্র, পরিবারের তরল
পোষণ এবং অন্যান্য সকল খরচ ঢালা-
ইতে হইবে, তাহা কি সাধন্য কষ্টকর?
আবার তদন্তেছি পূর্ণিয়া জেলা হইতে
পদকর আদায় করিবার উদ্যোগ হইতেছে
এই যেন মজার উপর খাঁড়ার যা “সেওয়া
হইতেছে। এখানকার প্রজারা অধিকাংশ
ই নিত্যক দুখী দৈনিক পরিভ্রমণ দ্বারা
জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, তাহাতে কখনও
সর কোন কলসই ভাল হয় নাই। দামো-
রত কথাই নাই, গম, ধন প্রভৃতি এবং
অন্যান্য রবি শস্য বাহা পাইবার প্রত্যাশা
ছিল, তাহাও জলাভাবে বীজ পর্যন্ত অক-
রিত হয় নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না।

অতএব গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা এই, আপাততঃ কিছুদিনের জন্য পথকর বন্ধ রাখিয়া বাতাসে দুখী প্রজাবিগের জীবন রক্ষা কর। অধিকার বিশেষ যত্নবান হন।

আমরা এখন দুই অংকত হইলাম, পূর্ণিমা জেনার অন্তর্গত যেসকল ভূমি মরী কিসা খালের নিকট বর্ত্তী আছে, সেই সকল ভূমিতে উত্তরণালের একাংশ ধামা পাইবার আশা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ ভূমিতে কিছুমাত্র পাইবার প্রত্যাশা নাই। পূর্ণিয়ার অধীন কসবা নামক স্থানে কয়েকজন মহাজন আছে, যদিও তাহাদের অনেক তওল এখন পর্য্যন্ত গোলান্যত আছে বটে কিন্তু তাহারা এমন অর্থ পিশাও ও মহা-বর্ষ-রহিত যে, যখন যেখানে সুবিধা পাইবে, সেই স্থানেই তওলের রক্তানী আঁস্ত করিয়া দিবে। এখনই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, নোকানীরা ভাল খরিস করিতে বাইলে, এতোক কে তিস্ত তিস্ত করে বিক্রয় করে, অর্থাৎ বাতাসে বেঙ্গল ঠিকিতে পারে সাধামত জট করে না। অতএব গবর্ণমেন্টের নিকট আশা করে লবিনয়ে প্রার্থনা এই, তাহারা যদি একটী বস্ত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং বাহার চাইল আছে, সেই নির্দিষ্ট নিয়মে বিক্রয় না করিলে কোনরূপ দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে সকলেই একসরে খরিস ও বিক্রয় করিতে পারে, ইহাতে মহাজনেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং লোকেরও কোন ক্ষতি হয় না।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, যদিও তওল প্রভৃতি খাদ্যজবোর আমদানী জন্য রেলওয়ের জাড়া অনেক লাঘব হইয়াছে বটে কিন্তু রেলওয়ে ফেরী জিম্বারের জাড়া কিছুই লাঘব হয় নাই। ইহাতে ব্যবসায়ীরা মাহুল করিয়া স্থানান্তর হইতে চাইলে আমদানী করিতে পারে না, সুতরাং কসবার মহাজনেরা আরো অধিক প্রায়শ পাইয়াছে অতএব গবর্ণমেন্টের নিকট আশা করে বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই জিম্বারের জাড়াও যাতাতে সম্ভবতঃ মাপ হয়, তাহা হইলে বিশেষ মনোযোগী হন। গবর্ণমেন্ট যখন

রেলওয়ের জাড়ার জন্য এক অধিকক্ষিত সন্ধ্যা করিলেন, জিম্বারের জন্য বৈ সাধারণ ক্ষতি সন্ধ্যা করিতে পারিবেন না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

১৮ এপ্রিলের }
১৮৭০ }
করিগোলা

—১১—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭০ সাল ১১ ই মবেছর।

তানের নাম	সর্বকর্মজি জল	ইককীট
চৌরাসির নীচে		১২
তথা হইতে চুরপুর		৩
তথা হইতে জমিপুর		
২ মাইলের মধ্যে	২	১০
জমিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোরা		
৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোরা হইতে নদীয়া		
৪১ মাইলের মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৭০ সালের ২৪ এ মবেছর বহরমপুর গজ বাটের জলের মাপ।

	ফীট	ইক
বহরমপুর	২	৮
১৪ এ মবেছর } ১৮৭০	ত্রিযুক্ত সি, ই, উইজ্ঞ এন্ড কিউটিং ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।	

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সমগ্রায়ে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ত্রিযুক্ত বাঃ জিম্মা গোপাল দাস

মুরসিদাবাদ	১০
" " কল্যাণচন্দ্র রায়—বেহুড়া	১০
" " রামরামচন্দ্র—জিহাটী	১০
" " দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	
সিমুলিয়া	১০
" " অবিভক্ত প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	
সিমলা	৫৪
" " কানীকুন্ঠ নুর—পাণ্ডুরা বাটী	১০
" " নাপু মিস্ত্র—রাধাবাজার	৫১০
" " ভোলানাথ দাস—গোহাটী	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকজন বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাৎসরিক ৫৪০ টাকা, যতদূরে মাহুল সবটে অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫১০ টাকা। ছয় মাসের ভূমিতে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। মোট, হুতি, বরাত চিঠি, যদি অর্ডার, ইহার অন্যতর বাহাতে বীহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ কোন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য বিশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাকারে লিখিয়া ত্রিযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

বীহারবিগের ভুতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ পূর্বে বীহারবিগের নামোন্মেষ করিয়া বীহারবিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ভাঙঘরে চিঠি আসিলে আমরা নীত পাইব।

বীহার মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, বীহারবিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পত্রিক ৩০ হুই আনা তাহার পর ১০ বেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাহার সহিত স্বতন্ত্র যন্দোবদ হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোণাপুর টোপনের দক্ষিণ চারুকিণোড়ার ত্রিযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিকেরি করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৩ নং ভাগ।

৫ সংখ্যা।

“প্রবর্তনা প্রক্রিয়ায় পার্থিব: মনস্বতী অনিমন্ত্রণী ন হইব।”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫৪ টাকা।

সন ১২৮০। ১ লা পৌষ। ইং ১৮৭৩। ১৫ ই ডিসেম্বর

মক্কাবলে বাহুলসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০। মূল্য টাকা এবং
সাপ্তাহিক ৫৪ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান
বাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
মনিঅর্ডার পাঠাইবেন, তাঁহারা জীযুক্ত কেদা
রনাথ চক্রবর্তীর নামে রেজিকেরি করিয়া
পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষ।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থানের অমোঘ ও মোহন্তর
চবিত্র সম্বন্ধে নাটক।

জীন্সাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ১/১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল
মাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং
গোপরা বাগান স্ট্রীটে হুতন সান্ত্বিত বস্ত্রা-
লয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্ঘ্যের স্ট্রীটে সান্ত্বিত
বস্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া বাইবে।

গুপ্ত বস্ত্র ছাপা খান।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান্ধ জেন

প্রেনিডেন্সী কলেজের উত্তর

পূর্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বাংলা ও
ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে।
ছাপার মূল্য উচিত সময় দিতে পারিলে
এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম অতি
শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেসকল কর্ম চান
তাঁহারা কর্তৃক বহি সেইসকল নামের তালিকা
প্রদান করিয়া দিবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম দাতাগণকে
ছাপার মমুনা পাঠান বাইতে পারে এবং
বরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা
বাইতে পারে; মাওলানার দায়িত্বের
নামে পত্র লিখিলে এবং কারণ
ইষ্টাম্প পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভি-
প্রায় সিদ্ধ হইবেক।

জিন্সাইচাঁদ সান্ত্বিত কল্যাণক।

বাসতা এমটোমস কলার প্রথম এবং
দ্বিতীয় মার্চের পর মূল্য আছে। প্রথম
মার্চের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং
দ্বিতীয় মার্চের ৩০ টাকা। পদাধিকারী
উপস্থিততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে
দিল্লি বাস্তবিক রীতির নিকট আবেদন প্রেরণ
করিলেন। দ্বিতীয় মার্চের ইজিনিয়ারিং
জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। } জীযুক্ত সেন সম্পাদক

৩১ এ অক্টোবর } বাসতা, পোস্ট অফিস
মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

হুতন।

এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদিগের মতে শত্রু
চিকিৎসা, ঔষধ প্রসারণ, শারীর শাসন, জন্ম
গণ, বিবিধ রোগের নিবারণ, মক্ষণ ও
চিকিৎসা সর্গাদি অন্তর বিষ চিকিৎসা
এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রভৃতি বহু-
তর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। এই গ্রন্থ
সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলি-
কাতা বহুবাজার ৩৪ নং বাহাদুরি অফিসের

দেখে, ভিত্তিরিয়া বস্ত্রে মুদ্রিত হইয়া অগ্রহা-
রণ মাস হইতে নিয়মিত চারি করমা করিয়া
প্রতি মাসে প্রকাশিত হইবে। সত্তরেই
করমা বৃদ্ধি করা হইবে। গ্রাহকগণ উক্ত
বস্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। মূল্য প্রতি
করমা ১/০ ডাকমাওল সমেত অগ্রিম মূল্য
না পাঠাইলে মক্কাবলের গ্রাহকগণকে পুস্তক
পাঠান বাইবে না।

সন ১২৮০ } জীযুক্তাচার্য বন্দ্যোপা-
২৯ এ কার্তিক } ধার

—:—

বাহু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
অরুণের চরিত্র অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
অরুণের গোখানীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০/০
ডাকমাওল ১/০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু } জীযুক্তদাস চট্টোপাধ্যায়
হাটের কলিকাতা }

—:—

জীযুক্ত বাবু গঙ্গাধরদাস দুখোপাধ্যায়
এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বহু ভাষায় প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাকারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অফ মেডিসিন প্রথম বৎ মূল্য
১০ ডাক মাওল ১০/১।

ঐ দ্বিতীয় বৎ মূল্য ১০ ডাক মাওল
১০/০ এবং তৃতীয় বৎ ১০ ডাক মাওল ১০/০
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছাপ সমেত এমটোমি
প্রথম বৎ মূল্য ৫০ ডাক মাওল ১/০ আনা
মাত্র।

—মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাওল ১০ আনা

উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারা ইতি পূর্বে প্রথম ১০ টাকা মূল্যে লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক হইলে অপর হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ব্রজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত বাস্টিচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক খরচ ৪, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৬ ভূগীদাস কর মহাশয়ের কৃত মেট্রিরা মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্য রসাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০ উহার কৃত ভিষয়ক ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কানীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কৃত হৃদয় সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল প্যাকিং খরচ ৫০। বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জরীপ ও পরিমিত্তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল / কলিকাতা।
লালবাজার } শ্রীকুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
হিম্মতবস্ত্র }

—৩—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

বদিকাহারো প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার প্রব্য আবশ্যক হয়। আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত প্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তর নির্মিত নর্দামার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইজন জংশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। যেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।
কারার স্ট্রো।

বাটী, নর্দামা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ করা

পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রস্তুতি নির্মিত হইয়াছে। আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কালকাতা।

বরণ এণ্ড কোং।

৭ নং হেভিডন স্ট্রীট

আগামী ১ লা জানুয়ারি শ্রীযুক্ত বাবু রাসেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য হাসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাংসদিক সভাপতিবশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাংসদিক কার্য বিবরণ জ্ঞাপন ও উৎসাহবাদ করিয়া বাধিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর

শ্রীতারকদাস বসু

১৮৭৩

মেমোর

বারুইপুর

যিনি দ্বারা আয়োজন লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ জ্ঞান রসাকর ও পরমার্থ বিজ্ঞান রসাকর এতদ্বতর পুস্তকের মর্ম্মভঙ্গারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উক্ত পুস্তকে সাধনের তথ্য বিস্তৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাহুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার।

সোমপ্রকাশ।

১ লা পৌষ সোমবার।

ব্যক্তিচারিণী হিম্মত বিধবার বিবরণ-দিকারের বিরুদ্ধে গ্রিবি কাউন্সিলে আণীল করিবার নিমিত্ত যে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য বাগেশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র শটনারক আমাধের নিকট ২৫ টাকা পাঠাইয়াছেন আমরা অত্র তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

হর্তিক, অমিয়ার ও লেন্ট-

নর্দ গবর্নর।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হর্তিক লসজে লেন্টনর্দ গবর্নরকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম আমরা পাঠক গণের গোচর করিয়াছি এবং লেন্টনর্দ গবর্নর ঐ পত্রের এক প্রত্নস্তর দিয়াছেন এবং বাদে আমরা গতবারে দিয়াছি। কিন্তু স্থানান্তরে ঐ প্রত্নস্তরের সকল কথা পাঠকগণের গোচর করিতে পারি নাই।

এই প্রত্নস্তর পত্রে লেন্টনর্দ গবর্নর গৃহভাষে অমিয়ারদিগকে বিজ্ঞপ্তি করি-
চাছেন। আমরা পাঠকগণের গোচ-
রার্থ তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া
দিলাম। “সধারণতঃ আপনাদের পত্র
লসজে এবং বিশেষতঃ পঞ্চম প্যারা-
গ্রাফ লসজে আমার বক্তব্য এই যে এই
বিপদের সময় গবর্নমেন্ট নিজের পদের
অনুগারে যাঁকা কিছু কর্তব্য সে সমুদায়
করিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু ইহাও
স্মরণ করা উচিত যে গবর্নমেন্ট এই
সকল প্রদেশের ভূমির রাজস্বের অধি-
কাংশ অমিয়ারদিগকে দিয়াছেন এবং
মেই সঙ্গে সেই সকল ভূমির এবং শত
শত দরিদ্র প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার
দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত বিপ-
দের নায় হ্রবস্তার সময় গবর্নমেন্ট সেই
সকল দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য
অনেক অংশে অমিয়ারদিগের মুখা-
শেক্ষা করেন। এরূপ সাহায্য করিতে
তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এবং যে অমিয়ার
নিজ সম্পত্তির শ্রীহৃদ্ধি ও উন্নয়ন রুদ্ধ
করিতে চান তাঁহার পক্ষে এরূপ করা
বিশেষ বুদ্ধির কাব্য।”

“সুতরাং এসোসিয়েশন যদি সময়
বাঞ্ছিতে অমিয়ারদিগকে তাঁহাদের
প্রজাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ
করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে পারেন
তাল হয়।”

“লেপ্টনট গবর্ণর আশা করেন যে এনোনিমশন যেমন পরামর্শ প্রদায় বিবরে পড়িত দেখাইয়াছেন, তেমনি আপনাদের সভাসদগণকে এবং তাঁহার সমস্ত সমাজ লোককে এরিবিবরে উৎসাহিত করিবেন। এবং আপনার আপনাদের অবলম্বিত উপায় সকলের সংগ্রহ দ্বারা গবর্ণমেন্টকে সুখী করিবেন।”

এই করণক্তি পাঠ করিলেই লেপ্টনট গবর্ণর কিয়ৎ কটাক্ষ করিয়াছেন: তাহা লিপ্ত হৃদয়ঙ্গম হয়। কেবল লেপ্টনট গবর্ণর নয়, অনেক প্রধান সংবাদ পত্র ও এনোনিমশনকে উপহাস করিয়াছেন। আমাদের উপহাস করিয়া প্রকাশ নাই, কিংবা কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষকে আক্রমণ করিয়াও ইচ্ছা নাই। “উপস্থিত দুর্ভিক্ষ সময়ে জমিদারদিগের কর্তব্য কি?” আমরা কেবল এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবা—

এসময়ে দুইটি বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষ বলেন গবর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূস্বামী করিয়া ভূমির সহিত প্রজাদিগের ও রক্ষার ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি প্রভৃতি আপৎকালে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা ধর্ম্যতঃ বাধ্য। লেপ্টনট গবর্ণর এই মতঃবলয়ী। অপর পক্ষ বলেন জমিদারদিগকে ভূস্বামী করা হইয়াছে বটে কিন্তু বহুবিধ রাজবিধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে কৃষকদিগকেও স্বাধীন এবং জমিদার নিরপেক্ষ করা হইয়াছে, সুতরাং বিপৎকালে তাহাদের রক্ষার জন্য জমিদারেরা ধর্ম্যতঃ বাধ্য নহেন।

দ্বিতীয় চক্ষে দেখিতে গেলে জমিদার কেন সেই দরিদ্রদিগকে রক্ষা করা আবশ্যক? লোক মাজেরই কর্তব্য, জমিদারদিগের বিশেষ বাধ্যতায়

কোন কারণ আছে কিনা তাহা এখানে বিচার্য।

দ্বিতীয় চক্ষে দেখিতে গেলে দ্বিতীয় প্রকার বিপৎকালে জমিদারদের রক্ষণীয় একমতে কি কাহারো সন্দেহ হইতে পারে? স্বার্থের কথাও এখানে বিবেচনা করা হইতেছে না, কারণ প্রজাদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহাদের লাভের সম্ভাবনা, তাঁহারা যদি লাভের প্রার্থী না হন, সেজন্য তাঁহাদেরকে সাহায্য করা যায় না। এই উদ্ভূত প্রশ্নের অতিরিক্ত কোন বিশেষ বাধা আছে কিনা তাহাই বিচার্য।

এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে গবর্ণমেন্ট, জমিদার ও রাইরত এ তিন শ্রেণীর প্রতিনিধির সহিত কিয়ৎসময় তাহা স্থির করা আবশ্যিক। গবর্ণমেন্ট যখন জমিদার শ্রেণীর স্বত্বিকরো তখন তাঁহাদের হস্তে কি কি ভার দিয়া ছিলেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইচ্ছা তাহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন যে কৃষকদিগের হ্রস্বস্থা দূর করা তাহাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে যেভাবে নিলাম করিয়া বৎসর বৎসর রাজস্বের হ্রাস করিতেন, তাহাতে দুইটি অপকার হইত। প্রথম ভূমির উৎকর্ষ সাধনে কার্যে বাধা হইত না। দ্বিতীয়, জমিদারেরা প্রজাদিগকে যৎসামান্যতঃ শোষণ করিতেন। এই দুই কতিবিবারের জন্যই সে সময়ের সদাশয় বর্জ্জপক্ষে স্থির করেন যে জমিদারদিগকে ভূমির স্বাধীন স্বত্ত্ব না দিলে তাহার প্রতি তাঁহাদের মাহা অসম্মত। ভূমির উৎকর্ষ অপেক্ষা কৃষকদিগের দুর্দশা দূর করা বরং অধিক লক্ষ্য ছিল, কারণ ভূমির উন্নতি হইলে গবর্ণমেন্টের ভরসা লাভ নাই। অধিক রাজস্ব সাধিবার আশা ও তাঁহারা করতেন নাই। সে বাহা হউক কৃষকদিগের গবর্ণমেন্ট

প্রজাদিগের রক্ষার ভার এক প্রকার জমিদারদিগের হস্তেই দিয়াছেন। তাঁহারা তাহাদের জন্য অব্যাবধি অর্থ অঙ্গুষ্ঠ উপায় করা হইয়াছে। “বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের অধীন হওয়া অপেক্ষা স্বদেশীয় সম্রাট ভূমাদিকারীদিগের অধীনে থাকা তাহাদের পক্ষে সুখের বস্তুই” এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া গবর্ণমেন্ট চির দিন কার্য্য করিয়াছেন। সেই সম্রাট স্বদেশীয় প্রজাদের অধীনে থাকি যাও যদি তাহারা কষ্ট পায় সেজন্য তাঁহারা নিশ্চয় প্রত্যাবর্তন করি। জমিদারেরা কি এতদিন তাঁহাদের হস্তে স্থাপিত এই বিশ্বাসের অনুসরণ কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহারা কিছুই করেন নাই একথা আমরা বলিতেছি না, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কিন্তু তাঁহারা যে সেই বিশ্বাসের অনুসরণ কার্য্য করেন নাই একথা তাঁহারা স্বীকার করিবেন।

আর এক কথা এই, তাঁহাদের বিপদের সময় তাঁহারা প্রজাদিগকে সাহায্য করিতে কি ক্রটি করেন? প্রজাদিগের সাহায্যে কি তাঁহারা অনেক বিপৎ উত্তীর্ণ হন না? সুতরাং তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে কি তাঁহারা ধর্ম্যতঃ বাধ্য নন?

ফল কথা এই, যখন অল্প কয়েক দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির যন্ত্রণা, এন্ত হইবার সম্ভাবনা, এমন সময় “আমরা সাহায্য করিতে ধর্ম্যতঃ বাধ্য নহি” একথা বলা জমিদারদিগের ভাল দেখায় না। এসময়ে কি গবর্ণমেন্ট, কি জমিদার, কি অপর সাধারণ লোক সকলেই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্যতঃ বাধ্য। জমিদারেরা যে কিছু করিতেছেন না কিংবা করিবেন না, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইতি মধ্যেই অনেক জমিদার প্রজাদিগের কতিবিবারের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ১২৬৪ খালে-২৪ পঃ

গার দাঁড়িয়ে যখন মধ্যরাত্রে, সে
মনে এইরকম এক এক জন জমিদার
যে রূপ অন্ন ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা
উপকণ্ঠের মত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ ও
বুদ্ধাঙ্গ পুত্র পৌত্রদিগের নিকটে আন
ন্দের সহিত তাঁহাদের যশ কীর্তন করিয়া
থাকেন। নিরন্তর অন্নদান রোগান্তকে
ঐশ্বর্যদান, অন্যথাকে প্রতিপালন এই সকল
কার্যের জন্যই ত হিন্দু সমাজ চিরদিন
বিখ্যাত। ইহাতেই আমাদের প্রশংসা
ও গৌরব। হিন্দু জমিদারেরা এ প্রশংসা
মনে লইয়াছেন এবং আমাদের সম্পূর্ণ
সাধা যে এখানে ও তাঁহারা এ গৌর
বের ভাগী হইবেন।

সম্প্রদায়।

(বিহারী প্রসঙ্গ)।

বর্তমান সময়ে প্রকৃত কি কি
বাঁচান, আমরা প্রত্যেকে তাহা মধা-
সাধ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি।
এবারে সফরের উপায় সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য
আছে। ইউরোপে কনটিনেন্ট নামক এক
মতাবলম্বী কতকগুলি লোক আছেন,
তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র ভাবে
অর্থ সঞ্চয় অনায়াসে করেন। যিনি যাহা
উপার্জন করিবেন সমুদায় সাধারণ
ধন্যগারে অর্পিত হইবে। এবং সংসার
নির্বাহ করিতে যে ব্যক্তির যাহা আব
শ্যক হইবে তিনি তাহা সাধারণ ধনা
গার হইতে পাইবেন। উদ্ধৃত অর্থ সাধা
রণের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে। এই
মতটী অতিশয় উন্নত ও সভ্যতা-সাপেক্ষ
নির্বোধ ভাবে কেবল সাধারণের জন্য
উপার্জন করা, এ অবস্থার আশিতে
কগতের এখনও অনেক দিন লাগিবে।

আমাদের দেশের ঘাঁহারা উপার্জন
করেন, তাঁহারা প্রায়ই পুত্র পৌত্রদিগের
জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান। কেহবা
বিধে, কেহবা অন্য ভূষণাদিতে, কেহ

বা কোম্পানির কাগজে এই সঞ্চয়নান্না
প্রকারে হইয়া থাকে। যতদিন পরিবার
দিগের জন্য সংস্থান করিবার কোন
প্রকৃষ্টতর উপায় না হইতেছে, ততদিন
কাজেই এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে
হয়, কিন্তু এসকল উপায়ের অনিষ্ট ফলও
ফলিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনার
সঞ্চয় করিবার সেই উপায় প্রকৃষ্ট যদ্বারা
পুত্র কন্যা দিগের শিক্ষার ব্যাঘাত না হয়
এবং ব্যক্তি বিশেষের দুঃস্বস্তিত্বতা বা
ঐশ্বর্যদান নিবন্ধন সেই অর্থ সঞ্চয়
হইবার সম্ভাবনা না থাকে। মনে কর
যদি একজন কোন উপায় করিয়া যাওয়া
যায় যে যে পুত্র যতদিন সুশিক্ষিত
না হইবেন ততদিন শিক্ষার ব্যাঘাত বা
মাত্র পাইবেন। পুত্র কন্যা দিগের
বাঁচান হইতে নির্বাহ হইবে, অব
শিষ্ট অর্থ কোন বিশেষ যোগ্য পাত্রের
নিহিত থাকিবে। উত্তরাধিকারীদিগের
মধ্যে যিনি যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন তিনি
প্রার্থী হইলে তাঁহার অংশমত অর্থ পাই
বেন। তাহা হইলে অর্থনষ্ট হয় না। অনেক
ধন্যমান ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যেই একজন
চিঠিটা নিযুক্ত করিয়া যান; কিন্তু সেই
একজি চিঠিরেই সকল সময় বিশ্বাস
সুত্রপ ব্যবহার করেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট
কিহা কোন বিশ্বাস যোগ্য কোম্পানি
সেই ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ভাল
হয়। এটী জন্যই লাইফ ইন্সুরান্স
কোম্পানি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

সম্প্রতি স্থল সমুদ্রের ইনস্পেক্টর
ক্লার্ক গায়েব হিন্দু তন্ত্র লোকদি
দিগের সঞ্চয়ের সুবিধা করিবার জন্য
গবর্ণমেণ্টকে ইন্সুরান্স কার্যের ভার
লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।
বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের মধ্যে
অনেকে ইন্সুরান্স কাহাকে বলে জানেন
না। আমরা দুটো দ্বারা বুঝাইয়া
দিতেছি। এক ব্যক্তি আপনার পুত্র

কন্যা প্রভৃতির জন্য ৩০০০০ হাজার
টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন।
সংসারের নানা বিপদের মধ্যে ৩০০০০
হাজার টাকা সঞ্চয় করা সহজ নহে।
সুতরাং তিনি কোন ইন্সুরান্স কোম্পা
নির নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার
তাঁহার বয়স ও কতদিন বাঁচিয়া থাকা
সম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মাসে
মাসে কত দিতে হইবে স্থির করিয়া
দিলেন এবং তাঁহার অবশেষে তাঁহার
উত্তরাধিকারীগণকে ৩০০০০ হাজার
টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এপ্রণা
লীর সুবিধা এই যে যদি এই নিয়মবদ্ধ
হওয়ার দুই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়
তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই
৩০০০০ হাজার টাকা পাইবে। আবার
অপরদিকে যদি তিনি কোম্পানির সম্ভা
বিত সময় অপেক্ষা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া
থাকেন এবং ততদিনে যদি তাঁহার
৪০০০০ হাজার টাকা জমা দেওয়া হয়
তথাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই
৩০০০০ হাজার টাকা পাইবেন। এটী যে
লোকের সঞ্চয় করিবার সহজ উপায় তাহা
সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু
অন্য ইন্সুরান্স কোম্পানিদিগকে লোকের
সহজে বিশ্বাস হয় না। সেদিন ত আলবার্ট
ইন্সুরান্স কোম্পানি কতকগুলি ভদ্র-
লোকের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু
গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্যভার নিজস্ব
গ্রহণ করেন তাহাতে সকলের বিশ্বাস
হইতে পারে।

ইংলণ্ডে প্রমজীবি ও সামান্য লোক
দিগেরও জন্য একরূপ ভুরি ভুরি উপায়
আছে। আমাদের দেশে আজও
একরূপ উপায় বলনপরিমাণে অবলম্বিত
হয় নাই। কিছুদিন হইল কতিপয় ভদ্র
লোকের যত্নে ও উৎসাহে “হিন্দু ক্যামিল
আসুরিটি কং নামে একটা কং স্থাপিত
হইয়াছে। প্রতিবৎসর ঐশ্বর্য তন্ত্র বিধা-

সামরিক বাণিজ্যিক কার্যে মিত্র প্রভৃতি ইহার অধীনে নিযুক্ত হইরাছেন। এই কণ্ঠ যাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য মতকণ্ঠ শুভকর। কিন্তু যেরূপ স্থাপনকারী সে বিধে বড় মনোযোগ করিতেছেন না। গবর্ণমেন্ট যদি এই অভাব দূর করিতে চান তাহাই। কিন্তু তাহাতে বোধ হয় সম্ভাব্য অবস্থার লোকদিগের বিশেষ সাহায্য হইবে না। তাঁহাদের পক্ষে দ্বিতীয় উপায় বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ইহার একেবারে অধিক টাকা দিবে না। এবং যে কোন উত্তরাধিকারীকেও দিবে না। যাঁহার নামে লক্ষ্য করা হইবেক, তাঁহাকে মাসে মাসে নির্দিষ্ট মত কিছু কিছু করিয়া দিবে। আমরা আমাদের উপার্জনিক ও সম্ভাব্য সকল জেনীর পাঠকারিগের মন এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি, সকলেরই এই রূপে কিছু কিছু লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করা উচিত।

—০—
 হৃদয় নীতিভঙ্গিগের বিরূপে
 সাহায্য করা উচিত।

অস্বাভাবিক হৃদয় নীতিভঙ্গি ব্যক্তি-
 যিগকে সাহায্য করিবার হুইটী মাত্র
 উপায় স্থির করা হইরাছে; প্রথম পব-
 লিক ওয়ার্ক অর্থাৎ রাস্তা খাল প্রভৃতি
 কার্য দ্বারা; দ্বিতীয়, বিশেষ আবশ্যিক
 হইলে রিলিফ অর্থাৎ খাদ্য জরায়ি বিত-
 রণ দ্বারা। প্রথম সংকল্প অনুসারে শোণ
 খাল, গওকের বাঁধ, উত্তর বাঙ্গালা রেল
 ওয়ে প্রভৃতি আরম্ভ করা হইরাছে।
 যেখানে এই সকল কার্য আরম্ভ হই-
 রাছে সেখানেই লোক জুটিতেছে।
 সারণে ১২০০০ হাজার লোক এক-
 ত্রিত হইরাছে। গবর্ণমেন্ট ইহা-
 যিগকে পরবার বেতন না দিয়া খাদ্য
 জরায়ি দিবার সংকল্প করিয়াছেন, সেই

জন্য প্রস্তাব, কটক প্রভৃতি নানাস্থান
 হইতে চাউল আমদানী করিয়া সেই
 সকল কার্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন।
 এখনও সেখানকার বাজারে চাউল
 পাওয়া যায় নাই এবং মূল্যও বিশেষ
 বর্ধিত হয় নাই, এই জন্য আশাভিত্তিক
 সে সকল চাউল ছাড়িতেছেন না, পরগা
 দিয়া বেতন দিতেছেন। যখন বাজার
 সম্পূর্ণ হইবে তখন তাহা বাহির
 করিবার অভিপ্রায় আছে।

গত বারের গেজেটে লেফটেনেন্ট গব-
 র্ণর আদেশ করিয়াছেন যে যাঁহারা সমস্ত
 দিনের কার্য করিতে পারিবে তাঁহারা
 সমস্ত দিনের মত বেতন পাইবে এবং
 যাঁহারা তাহা না পারিবে, তাঁহারা
 ধোরাকি মাত্র পাইবে। এছলে কতক
 জলি কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ
 মজুরি করা যাঁহাদের অভ্যাস তন্ত্ৰি
 অন্য লোকে কখনই সেই সকল কার্য
 রীতিমত করিতে পারিবে না। রীতিমত
 কার্য করিতে না পারিলে উপযুক্ত রূপ
 বেতন পাইবে না। যাহা কিছু অল্প
 পাইবে তাহাতে তাঁহাদের ধোরাকি
 বলিয়া পরিচালিত হইবার সাহায্যের সত্তা-
 বনা দেখা যায় না। বিশেষ উত্তর পশ্চি-
 ম প্রদেশের ন্যায় এখানকার নীচশ্রেণীর
 জীলোকেরা মজুরি করিবার জন্য গৃহের
 বাহির হয় না। তবে তাঁহাদের রক্ষার
 উপায় কি? আমাদের বিবেচ-
 নায় সেদিন আমাদের একজন পত্রপ্র-
 রক যে প্রস্তাব করেন গবর্ণমেন্ট যদি
 সেই উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা
 হইলে তাঁহাদিগেরও বিশেষ সাহায্য
 হইত। সে উপায় এট, মজুরদিগের
 দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট চাউল আমদানী
 না করিয়া যদি ধান জর করিয়া পুষ্কোত
 তান সকলে প্রেরণ করিতেন এবং এক
 মণ চাউল প্রেরণ করিলে এক চাউল
 দেওয়া যাইবে, এই রূপ একটা দর স্থির

করিয়া যদি সেই ধান মজুরদিগের জী-
 যিগকে ভানিতে দিতেন তাহা হইলে
 তাঁহারা গৃহকার্যে সারিয়া সমস্ত দিন ধান
 ভানিতে পারিত এবং সেই উপায়ে কিছু
 কিছু উপার্জন করিতে পারিত। পরী
 গ্রামে অনেক নিরাশ্রয় জীলোক এই
 উপায় অবলম্বন করিয়া সমস্ত দিন-
 পাত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অল্প বেতন পাইলে
 তাঁহাদিগকে অল্প আহার করিতে
 হইবে, এদিকে আবার অধিক উপার্জ-
 নের আশায় অধিক পরিশ্রম করিতে
 থাকিবে। সুতরাং ক্রমে অবসন্ন হইয়া
 অনেক হৃৎস্পর্শে পতিত হইবে। সচরা-
 চর মজুরেরা দিনে করিয়া উপার্জন করে
 শস্যারির অবস্থা ভাল থাকিলে তাহা-
 তেই তাঁহাদের সংসার নিরীহ হয়, কিন্তু
 হৃদয় নীতির সময় জরায়ি প্রেরণ হইয়া
 হইবে তাহাতে সে উপার্জনে পরিবা-
 রের অন্ন বস্ত্র হওয়া হুইট হইবে। অত-
 এব আমাদের বিবেচনার তাঁহাদিগকে
 বাজারে চাউলের মূল্য বিবেচনা করিয়া
 বর্ধিত মজুরি দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ রিলিফ সহজে
 বক্তব্য এই; অন্নভর প্রভৃতি করিয়া
 এক স্থানে বহুজনের সমাগম করা সুক-
 ল্পত নহে। আমাদের একজন পত্রপ্র-
 রকও এই কথা বলিয়াছেন। একজ
 বহুজনের সমাগমে অনেক ক্রেশের সত্তা
 বনা। প্রথমতঃ এত লোকের আহার
 প্রস্তুত করিতে সচরাচর অনেক বেলা
 হইয়া পড়ে, তাহাতে অনেকের পীড়া
 জন্মিবার সত্তাবনা। দ্বিতীয়তঃ অনারিত
 স্থানে বাস ও পৌর রক্ষা প্রভৃতি ভোগ
 ক্রান্তে তাঁহাদের স্বাস্থ্যমানির বিশেষ
 আশঙ্কা। তৃতীয়তঃ যাঁহারা বিশেষ
 অসুবিধা নিবন্ধন অন্নভর স্থানে
 আসিতে পারিবে না তাঁহাদের কষ্টকুর
 হইবার আশা থাকিবে না। এই কারণে

বোধ হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত
যাহাতে কানাকোও গ্রাম ও গুরু ছাড়িয়া
বাইতে না হয়। হুই ভিন্ন খানি গ্রাম
একত্র করিয়া এক একটা কমিটী স্থাপিত
হউক। তাঁহাদের নিকট এই সময় হইতে
খান প্রেরিত হউক। সেই সকল খান
এখন গোলাঘাত করিয়া রাখা হইবে;
যে সময়ে রিলিফের কার্য আরম্ভ করা
আবশ্যক হইবে, তখন কমিটী চতুর্দিকের
দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে সেই সকল খান
ভানিতে দিবে। এবং উপযুক্ত
রূপ অনুশাসন করিয়া লোকের অবস্থা
ও পরিবার বেঁধিয়া দিন দিন চাউল
বিতরণ করিবেন। বৎসরের কমিটীর
খোলা হইতে সেই চাউল প্রতিদিন লইয়া
বাইবে। তাহাদেও প্রত্যেকের নিকট
টিকিট থাকিবে এবং সেই টিকিট প্রতি
দিন দেখাইতে চাইবে।

এই রূপে নীচ শ্রেণীর লোকদিগের
সাহায্য হইতে গাণে কিছু আর এক
শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা ভ্রমবশত
আত কিছু অতিশয় দুঃস্থ। তাঁহারা অল্প
হুইতে বাইতে পারিবেনই না, কমিটির
বিতরিত চাউল ভানিতে বাওয়াও তাঁহা
দের পক্ষে বিশেষ গজাজলক হইবে।
তাঁহাদের উপায় কি? আমাদের বোধ হয়
তাঁহাদের জন্য যদি গ্রামের জমিদারদিগের
বাটীতে স্বতন্ত্ররূপে চাউল বিতরণ করা
হয় তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি না হইতে
পারে। গবর্ণমেন্ট এতদূর করা আবশ্যক
মনে না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা
নিশ্চয় বলিতেছি তাঁহারা সপরিবারে
প্রাণত্যাগ করিবেন তথাপি সে সকল
স্থানে বাইবেন না।

সার জর্জ কাম্বেলের সম্মত।

আমরা আশঙ্কিত হইতেছি যে গত বারের
সার জর্জ কাম্বেলের সম্মত উপলক্ষে

আমরা যে আশঙ্ক। প্রকাশ করিয়াছি-
লাম তাহা আপাততঃ ঘটিতেছে না।
লেন্টনট গবর্ণর কর্তৃক পরিত্যাগ করি-
বার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং অবসর
লইবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবে-
দনও করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গদেশে
হুইফের আশঙ্ক। দেখিয়া তিনি আপনা
হইতেই অবসর লওয়া স্থগিত রাখিয়া-
ছেন। যতদিন তাঁহার সাহায্য আবশ্যক
ততদিন তিনি বঙ্গদেশে পরিত্যাগ
করিবেন না বলিয়া অভিজ্ঞতার প্রকাশ
করিয়াছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য
আমরা তাঁহাকে জীবনের সহিত ধন্যবাদ
করি। শুভতর পরিণামে তাঁহার শরীর
যে প্রকার ক্ষুধা ও দুর্বল হইয়া পড়ি-
য়াছে, তিনি অন্যায়সে অবসর লইয়া
চলিয়া বাইতে পারিতেন। হুইফ
নিবারণের জন্য তিনি হুইফ মধ্যেই যে
যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা-
তেই তাঁহার যথেষ্ট কীর্তি থাকিত,
কিন্তু তিনি নাকি কখনই পরিশ্রম ও
কার্যভার স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন
না সেই জন্যই শরীরের এরূপ অবস্থার
পুনরায় এই শুভতর ভার আপনায়
মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক
উপস্থিত বিপদের সময় তাঁহার মত
একজন কর্ণধার নিতান্ত আবশ্যক।
কর্ম পরিত্যাগ করিতে কৃত সংকল্প
হইয়াও যে তাঁহার এত উৎসাহ ও
উদ্যোগ ইহাও সামান্য প্রশংসার বিষয়
নহে। তিনি ভারতবর্ষে অন্য কোন চিহ্ন
রাখিয়া বাইতে পারেন আর না পারেন
অন্য-মনা হইয়া কিরূপে নিজ কর্তব্য
সাধন করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত
দেখাইয়া গেলেন।

ভারতবর্ষের মহাত্মা।

অরুচিকর মহাত্মের হাজামার ব্যুতি
অবধান হইয়া আসিল। হাইকোর্টে

আপীল হইয়াছে। যাহা-ও প্রতিবাদী
উক্ত পক্ষের উকীলদিগের বার্ষিক বাহা
বক্তব্য ছিল সকলে শেষ করিয়াছেন।
হুই এক দিনের মধ্যে বিচার পত্ৰদিগের
নিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে। আর মহা-
ত্মের ঐশ্বর্যচিক বাণীর সকলের সংহার
সুনিবার ইচ্ছা নাই। বিচারপত্ৰদিগের
বিচারে বাহা হয় তাঁহারা করিবেন;
কারাগারে কঠিন পরিশ্রমে মহাত্মের
অস্থি মাংস চূর্ণ হইতেছে, নেত্রনা আমরা
হুইত বা ভাবিত নাই। এলোকেশীর
হুই ও নবীনের নির্দীপন এই হুইজীর
বিষয় চিন্তা করিলে অধিক হুইত হয়।
মহাত্মের অপরাধ একটা নহে। প্রথমতঃ
একটা তীর্থ স্থানের অধিক হুইয়া অহু-
চিত লাম্পটো নিময় হওয়া; দ্বিতীয়তঃ
নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বেংগলয়ের
সম্পত্তি অপহরণ জন্য বিশ্বাস দাতকতা।
যেটীর নিকেই দেখা বাউক হুইত হয়
ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। ইহা ভিন্ন
এই কাণ্ডের মধ্যে বোধহয় আরও অনেক
লুক্কায়িত কথা আছে যাহা প্রকাশ
হইল না। দেশের এক একটা কুলাঙ্গার
পাণ্ডা ধর্মীর সম্মান মধ্যে যথো যো
নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন, মহা-
ত্ম সেইরূপ একটি অভিনয় করিয়া গেল;
কেবল এলোকেশীর হুই ও নবীনের
নির্দীপন দেশের উপকণ্ঠার মধ্যে প্রথিত
হইল।

শুনিলে পাণ্ডা যার বর্ধমানের
মহারাজা কালীধামাঙ্কিত মহাত্মদিগের
অধিপতির নিকটে আর একজন মহাত্ম
নিযুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে
আর একজন ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।
এরূপ সাধারণের জন্য তীর্থ স্থানের।
ভারতবর্ষের হুইত রক্ষিত হয় তাহা-
দিগের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি
দেওয়া উচিত। কেবল ভারতবর্ষের
কেন আর সকল তীর্থ স্থানেরই এরূপ

কাণী দেখাচ্ছেন কি না, সন্দেহ।
আমরা পুনরায় এক একটা করিয়া
গেট কড়গুলির উল্লেখ করিতেছি।

১ম। গড়িয়া রাজপুর হরিমন্দির
ও মন্দির এই গ্রামে বৎসরে প্রায়
৩০০ হাজার টাকা আদায় হইয়া
থাকে। এই ৩০০ হাজার টাকার মধ্যে
প্রায় ১২০০ টাকা পুলিশ প্রদত্তিতে ব্যয়
হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৭০০-৮০০ টাকা
উদ্ধৃত থাকে। আট দশ বৎসর এই রূপ
টাকা উদ্ধৃত হইতেছে, কিন্তু এই আট
দশ বৎসরের মধ্যে এদিকের রাস্তা
গাটের জন্য ৪০০ শত টাকা ব্যয় হই-
য়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বেহালা প্রায়
সব্বরের মত হইয়া পেল।

২ম। আশ্চর্যের বিষয় এই বেহালা
প্রদত্তি পান অপেক্ষা এই গ্রামের
টাকার ও গুরুতর হারে টাকার
দিয়া থাকে।

৩ম। মিউনিসিপালিটি হইতে
একজন ওয়ার্ডশিয়ার ও কতকগুলি কুলী
নিযুক্ত হয়। তাহারা এই দশ বৎসরের
মধ্যে এদিকে একবার ও পদপুলি দেয়
নাই।

৪র্থ। যে একটা মিউনিসিপালিটি সম্প-
ন্ন আছে, তাহা বেহালাতে। বেহালা
এখানে হইতে ৪। ৫ কোশ দূরে, তাহারা
এদিকের টাকারাতাদিগের কত উপকার
দর্শিতে পারে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা
করুন।

আমরা অনেক চীৎকার করিতে
কতদিনের পর, গুটিকত পুল প্রস্তুত
করিবার জন্য ১৬০ টাকা হুকুম হইয়াছে।
সেই টাকাতে আমাদের এখানকার
সভা প্রযুক্ত বাবু নবীন চাঁদ ঘোষ কত
কগুলি পুল প্রস্তুত করিতেছেন। দ্বিতী
য়তঃ এখানকার টাকারাতাদিগের
আবেদনে সভাপতি আদেশ করিয়াছেন
যে যদিও স্বতন্ত্র মিউনিসিপালিটি না হয়

উত্তর স্থানের চিন্তা আগামী বৎসর
হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এই সংবাদ প্রথম
শুনিয়া আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম,
যে বুঝি এ প্রদেশের টাকা এ প্রদেশেই
ব্যয় হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা
নহে। স্বতন্ত্র করা নাম মাত্র। মিউনিসি-
পালিটির সকল ব্যয়ের অংশ বহন
করিতে হইবে। যে ব্যয়ে এ প্রদেশের
উপকারের সম্ভাবনা, তাহা বহন করিতে
সকলে প্রস্তুত। কিন্তু যেরূপ কর্ণে ব্যয়
হইবার কথা হইতেছে তাহাতে আমাদের
টাকারাতাদিগের কিছু মাত্র উপকার
নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে মিউনিসি-
পালিটির একটা আফিস বাটী ও একটা
টাইনশাল হইবে। তাহা বেহালাতেই
হইবে। কিন্তু তাহাও অংশ আমাদের
টাকারাতাদিগের বহন করিতে হইবে।
এস্থানের লোকদিগের মত যদি জিজ্ঞাসা
করা হয়, তাহা হইলে বেহালা অপেক্ষা
আলিপুরে যাওয়া এখানকার লোকদি-
গের পক্ষে অধিক সহজ। বেহালাতে
সাইতে অসুবিধা ভিন্ন সুবিধা নাই।

আমরা বাস্তবিক বলিতেছি আমরা
অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছি। অবিচার আর
সভ্য হয় না। টাকার দিতে বিলম্ব হইলে
লোকের দ্বার, জানালা, ঘাটী, বাটী, গরু
বাছুর বিক্রয় করা হয় অথচ দশ বৎস-
রের মধ্যে পথে ঘাটে এক মুক্তি
মাটি পড়িয়া না। ম্যালেরিয়া আর
প্রায়ের অর্ধেক লোক নির্মূল হইল
তথাপি দশবৎসরের মধ্যে একটা জল
নির্গমের পথ প্রস্তুত হইল না। বাহারা
সর্বাপেক্ষা অধিক টাকারাতাদিগের
প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক অবহেলা। তাহা
না হইলে আবার ন্যায় বিচার কি?
এক সভার সভ্য বার জন, তাহার মধ্যে
৯১০ জন বেহালায় লোক। এদিকের
হুইটী মাত্র সভ্য লওয়া হইয়াছে। তাহার
মধ্যে একজন আবার একই প্রায়ের

কোনটীর অধিবাসী নয়। আমাদের হুই
কোশ দূরবর্তী বারিপুরে তাঁহার বাস।
এই সম্পূর্ণ সংখ্যক সভ্য কতই করিয়া
উঠিবেন।

আমরা গবর্ণমেন্টকে পুনরায় অসু-
রোধ করিতেছি যে স্বরাষ্ট্র ইহার একটা
উপায় করুন। নতুবা অবিচারের এক
শেষ হইবে। নিতান্তই যদি স্বতন্ত্র মিউ-
নিসিপালিটি না হয়, সেই সভাপতি
থাকুন, এদিক হইতে আরও কয়েক জন
সভ্য গ্রহণ করা হউক; তাহাদের
সহিত অন্য এক বারে আলিপুরে কমিটি
বসুক। বেহালায় সভাদের কমিটিতে
উপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই।
এরূপে কি কার্য করা যায় না? আবে-
দনপত্র লইয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিকট
উপস্থিত না হইলে কি এই প্রদেশের অব-
সান হইবে না? রিল সাহেবের বিজ্ঞ ও
হার্থিক বলিয়া সুখ্যাতি আছে, আশা
করি তিনি ইহার একটি উপায় করি-
বেন।

আমরা শুনিয়া মুগ্ধিত হইলাম যে
গত বারে অরেন্স বাবু মুক্তিলাভ
সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা
জনপ্রতি মাত্র। অরেন্স বাবু এখনও
সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু অনে-
কের সংস্কার যে তিনি মুক্তিলাভ করি-
বেন; কিন্তু গবর্ণমেন্টের পক্ষের উকীল
ওকিনেলি বলিয়াছেন যে তিনি কখনই
মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।
অরেন্স বাবুর বিশ্বাস যে তিনি মুক্তি
লাভ করিবেন। আমাদেরও আন্তরিক
ইচ্ছা যে তিনি অব্যাহতি পান।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

আমরা বহুদিন হইতে কতকগুলি পুস্তক
ও পত্রিকা পাইয়াছি। স্থান সমাবেশ না
হওয়াতে, এতদিন তাহা স্বীকার ও সমালো-

চলারিতে পারি নাই। এছাড়াও সম্পাদক
গণ আমাধিগের উপর বিরক্ত হইবেন না।

(১) পূর্বপলী। মাসিক পত্র ১ নং খণ্ড
সারস্বত বন্ধে মুদ্রিত। ইহাতে প্রকাশকের
নাম নাই। ইহাতে বাসগুরু কলিকপুরাণ,
লাইকরণন, 'মবালন', প্রভৃতি কতকগুলি
বিষয় সমিবেশিত আছে। দুইটি কবিতাও
আছে এবং ইহা তিন পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধেও
দুই এক কথা আছে। আমরা এই পত্রিকা
খানির স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম
লেখকের বাসলা লিখিবার ক্রমতা আছে।
কিন্তু পাঠ করিয়া মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উপকার
হয় এমন অধিক পদার্থ নাই। বাসগুরু বিষয়
ক প্রস্তাবসী ভাল লাগিল।

(২) জ্ঞানানুর। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান
ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র ও সমা-
লোচন। খ্রীষ্টীয় কলস কতক সম্পাদিত।
এখানে সর্গাংশে ঐতিহাসিক উল্লেখ।
জ্ঞান উৎকৃষ্ট বিবরণগুলিও উত্তম। বস্তুগুলি
বিষয় সমিবেশিত হইয়াছে। সকল গুলিতেই
চিন্তাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা
ইহারও বিশেষ আদর করি। দেশের লোকের
চিন্তা শক্তির উদ্রেক করা, রুচি পরিষ্কার করা
প্রভৃতি এই সকল পত্রের উদ্দেশ্য
হওয়া উচিত। আমরা এই মাসিক পত্রিকা
খানি পত্রিকা আনন্দিত হইলাম। বেশে
এইখান পত্রিকা বহুল পরিমাণে প্রচার
হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।
সম্পাদকের সম্পাদক একজন প্রতিভাশালী
লোক, আমরা মনে করিয়াছিলাম তাঁহার
পত্রিকার সমস্বক হওয়া সহজ নহে। কিন্তু
আমরা জ্ঞানানুর সম্পাদককে উৎসাহ
দিত্তি, তিনি আরও পরিচর্য ও বহু কখন
বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারিবেন। বিষয়
গুলির এক একটি করিয়া সমালোচনা করিতে
পারিলাম না।

(৩) অবকাশ ভোবিনী, এখানিও
মাসিক পত্র ও সমালোচন। ইহাতেও চিন্তার
উৎকর্ষকারী দুই একটি বিষয় দেখা গেল।

(৪) অন্নোতা নিবারণী সত্তারিপোটে।
এ সম্বন্ধে আমাদের বাহা বক্তব্য পূর্বে বলি
রাছি।

(৫) সাহিত্য মঞ্জরী। খ্রীষ্টীয় মাসিক পত্র
এখানিও। মুদ্রাক্ষরিত। মুদ্রা ৬০ আনা
মাত্র। ইহাতে বহুবিধ বাসকদিগের শিকো-
যোগ্য বিষয় সমিবেশিত হইয়াছে। অনেক
কবিতাও আছে। প্রকাশক এখানিকে
বাসকদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী করি-
য়াছেন। বাসলা কুল সমূহের প্রথম প্রণীতে
এই সকল পুস্তক পড়াইলে বাসকদিগের
অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইনস্পেক্টরের
এইরূপ পুস্তক সকল যদি পরীক্ষার্থ নিশ্চিষ্ট
করেন তাহা হইলে উত্তর উদ্দেশ্য সাধিত
হয়। ইংরাজী রীতারের ন্যায় বাসলা
ভাষাতে এইরূপ কতকগুলি পুস্তকের অভাব
ছিল ক্রমেই তাহা দূর হইতেছে।

(৬) গতবারের বেঙ্গল ম্যাগাজিন।
ইহাতে অতি সুন্দর ইংরাজীতে অনেকগুলি
সারগর্ভ বিষয় সমিবেশিত হইয়াছে - ইহার
নামে কি? এস্তাবসী সেলাখিয়ার
সাহেবদিগের পাঠ করিলে উপকার হয়।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষের মহাশয় খানি টানিতে না
পারিতে তাড়াতাড়ি গঙ্গা হইতে জল তুলিতে
দেওয়া হয়, তাহাও পারিয়া উঠেন নাই।
এখানে তিন হাজার হাঙ্গুলের বিক্রয়
মুখ অক্ষত করিতেছেন। মিরর গুলিয়া
ছেন মহাশয় জেলের সারসা ভাঙ্গিয়া যে তেল
প্রস্তুত করিয়াছেন জেলের অধ্যক্ষ এই তেল
না কি ১ টাকা সের বিক্রয় করিতেছেন।
ইহাতে আর কিছু হটক না হটক খানান্য
মহাশয়, তীর্থ স্থানের পাণ্ডা ও পল্লীগ্রামের
অনেক ধনী সম্ভ্রামের উক্ত তেল সেবনে
বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

গঙ্গার উপরে যে সেতুটি হইতেছে, তাহা
কোত'লেসলি সাহেব বলেন, উহা ১৮৮৪
অব্দের জুন মাসে সম্পূর্ণ হইবে। সেতুটির
প্রান্তে ত দুই জন ইউরোপীয় জীবন হারা
ইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইতে কয় জনের
জীবন সংহার হয় বলা যায় না।

বারাণসীর হরিদ্রাজ নবীনের কুমার
জন্ম তত্ত্বা প্রায় ৭০০ লোকের দর্শনার্থ

করাইয়া লেন্টনট গংগের নিকট এক
আবেদন প্রেরণ করিতেছেন। আমরা দেখি-
তেছি অনেকই নবীনের মুখে দুঃখী হই
য়াছেন, কিছু কাল বিলম্ব করিয়া যদি
সকলে মিলিয়া সহায়তা করিতে পারিতেন
কাঞ্চল সাহেব বোধ হয় কখনই অগ্রাহ্য
করিতেন না, কয়েকজন অধীর প্রাজ্ঞ
লোকের দোষে সমুদায় নষ্ট হইল। এখন
আর আবেদনে ফল হইবে আমাধিগের
এমন বোধ হয় না।

এ পর্যন্ত কলিকাতার সেরিকের পদে
কোন এদেশীয় নিযুক্ত হন নাই, সম্রাতি
মামলজী রত্নমজীকে এই পদ দেওয়া হই
য়াছে।

আমরা আশ্চর্যিত হইলাম কলিকাতার
ভক্তির চক্রবর্তীর পুত্র এড. এ. আর
গুডবী চক্রবর্তী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিজ্ঞান বি. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল।

ভক্তির জন্ম ফেরার মাহে ১০ খুশ
শ্রুত কাল পর্যন্ত যেতিয়া কালেকের
সার্জারির প্রতিদিশ অধ্যাপনা হইবে।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য অগোচরিত
সত্তা হইয়াছে। যে চাউল ৩৮/ হইতে ৩৯/
পর্যন্ত মূল্য বিক্রীত হইতেছিল, উহার মূল্য
এখন ৩ টাকা ৩৮ টাকা দাড়াইয়াছে।

কাবুলের আমীর পারস্যের সম্রাটের
ন্যায় আপনাকে আফগানিস্তানের সম্রাট
বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধাদিও
তবুবারে প্রস্তুত হইতেছে। কোর্ট পুত্র
জাহুব খাঁকে পরিভ্রাম্য করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র
আবদুল্লাহ খাঁকে উত্তরাধিকারী করিয়া
ছেন। ১৮৮৪ প্রথম কারণ এই আমীর
আবদুল্লাহ খাঁর মাতার একান্ত বাধ্য।
এছাড়া বাধ্য বাধ্যতা বহু অনর্থের মূল হয়।

আরওটের প্রিন্স আজিম জার এই বৃহৎ
সম্মেলন যোগ্য পীড়া হইয়াছে, তাহাতে
তাঁহার জীবন সংশয়।

১৯ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।
এক ব্যক্তি আমাধিগকে লিখিয়াছেন
“মহম্মদ নিকটবর্তী গোপালপুর মাহক
আমের পরাগচন্দ্র চক্রবর্তী ও তাহার পুত্র
কানীপুজার দিন একটা বিষয়কে ওকতর

হেন। ডাক্তার মুহম্মদ আলী সরকার গণিত ইত্যাদি চিকিৎসার প্রকাশনা করিয়াছেন।

বিচারপতিবিধির বিচারে ক্রিমিনেল অ্যান্ড প্রাইভেট মার্শাল ব্যাঞ্চেনের অবমাননা ও প্রাণ হত্যার আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা আশঙ্কিত হইতেছি যে কঠিন পরিস্থিতি হইয়া বিচারপতি দ্বারা কানাই মিশ্রের জীবন সংশয় হইয়াছিল ডাক্তার কতক উপলব্ধ হইয়াছে।

ডাক্তার মাকিনামারা অগ্নিপুত্রের রাজার চিকিৎসা আরোপ্য করিতে রাজা তাঁহাকে নগদ ১৫ হাজার ও কতকগুলি জহরত ও একখান তরবার পুরস্কার দিয়াছেন। রাজা মাকিনামারার প্রতি এত সন্তুষ্টি হইয়াছেন, যে তিনি আসিবার সময় তাঁহাকে আমলা বর্গ সহিত রাজবাটীর বহির্ভাগ পর্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া যান।

মিরর বলেন, কায়েল সাহেব কখন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন এখনও তাহার স্থিরতা নাই। ইতি মধ্যে টেম্পল সাহেব একবার বাটী বেড়াইয়া আসিবেন। পিয়ারির কলিকাতা হইতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়াছেন। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অবধি কায়েল সাহেব পরত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং লাভ নর্থককে বলিয়াছেন, বতরিন আবশ্যক হয়, তিনি পঞ্চম থাকিতে প্রস্তুত আছেন। এ সময় কায়েল সাহেব বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ না করেন সকলেরই ইচ্ছা।

২৮ এ অক্টোবর শুক্রবার।

গত কল্যাণ অকালে বিলম্ব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, যে বৃষ্টি হইয়াছে, উহা সময়ে হইলে উত্তম ফসল জন্মিত। এই বৃষ্টি কতদূর পর্যন্ত হইয়াছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই, ইহাতে রবিস্যার উপকার হইবে বটে কিন্তু যে সকল কাটান ধান ক্ষেত্রে রহিয়াছে এবং বেগুনি পাতিয়াছে, তাহার অনিষ্ট করিবে। লোকে যে বলে "পাকিাবনে মই" তাহাই ঘটাইয়াছে।

অন্য লাভ নর্থক কলিকাতার উপনীত হইয়াছেন। অপরূপ ৪—১৫ মিনিটের

সবর আর্জাবি বাটে অবতীর্ণ হন। তাঁহার আত্মানন্দ ১৪ মিনিট রেডিওমেন্টের সেনাপন রেলওয়ের বাটে এবং বলটিয়ারের গবর্ন মেন্ট হাউসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেলওয়ের বাটে বহু সংখ্যা লোক সমাগত হয়। তিনি যখন গাড়িতে বসিতে লাগিলেন, দর্শকগণ সেলাম করিতে লাগিল, তিনিও টুপি পুলিয়া সহস্র বদনে সেলাম করিতে করিতে গমন করিলেন। এ সময়ে নর্থক রাজধানীতে আগমন করিতে সকলেই আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষের বিলম্ব প্রকাশ দেখা যাইতেছে, অন্য দ্বারা দুই একটি লোকের মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। দুর্ভিক্ষ বিষয়ে আর সংশয় করা উচিত হয় না, এক শস্যজর দ্বারা অভাববিরোধের যে চেতনা হইতেছে তাহা সত্য করলোপদ্রবী হইবে আশংক্যের কোন বোধ হয় না। অনেক দাশ্য করিয়া আছেন লাভ নর্থক রাজধানীতে আসিয়া বিদেশীয় বন্দরে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। তিনি পূর্বে এ প্রতিশ্রুতি প্রকাশও করিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে রপ্তানী বন্ধ করিবেন, এক্ষণে য সেই আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিলম্ব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যতদূর লোকে যে আশা করিতেছেন, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের সেই আশা পূরণ করেন এই আমাদের ইচ্ছা।

ডাক্তারের মরণ ব্যতিত বোধে দৌলী হওয়াতে বর্তমানের রাজা বারগাসী মুহম্মদ বীরের প্রধানকে তারকনাথের মন্দিরে আর একজন জুতন মহান্ত নিয়োগের জন্য লিখেন, এই পবে একজন জুতন মহান্তও নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্তমানের বর্তমান রাজার জটনক পূর্ণপুণ্য এই মন্দির নির্মাণ করেন, এবং তারকনাথের সেবার্থ অনেক ভূমি দান করিয়া যান। জুতনের বিষয় এই, যে সকল ভূমির উপস্থিত তারকনাথের না হইয়া মহান্তের সেবার্থই পর্যাবসিত হইয়া গিয়াছিল। তারকনাথের আর দশম মর,

যাহাতে উহার সমস্ত ভর তাহার এতটী ব্যবস্থা করা একান্ত কষ্টসাধ্য।

বোম্বাই গেজেট বলেন একটি আশ্রম বিধবা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তাঁহার কোন স্বজাতীয় যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, আবেদন করিবে। সুপারিস চলিবে?

২৯ এ অক্টোবর শনিবার।

মেলা হইতে পূর্বদিক চট্টল আম দানী হইতেছে।

ক'ছাড়ের নারি সিলেটেও ডায়নক কুমিল্প হইয়াছে।

ব'জু ও বন্য ব'জু পূর্বদিক অনেক শস্য বন্ট করিতেছে। এবার এসেশের শস্যের প্রতি নিতান্তই শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

নদীতে পানীয় জলের কষ্ট আঁড় হইয়াছে, কয়েকজন জমীদার সে জলকষ্টের দাশ্য করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহা পড়াইবে না। এবার দুর্ভিক্ষ একাকী বঙ্গ দেশে প্রবেশ করিতেছেন না।

বঙ্গদেশের নারি জাহা দীপে দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পঞ্চাব হইতে নিম্ন প্রবেশ সকলে শস্য প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে।

পাখনার জুতের অভাব প্রারূপ হইয়াছে।

বঙ্গদেশে রপ্তানী করিবার জন্য পুরীতে চাউল জর আরম্ভ হইয়াছে, ফল ও বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে একতমের ব'জু বলের কষ্ট বৃদ্ধি করিয়া অপর স্থানের দরিদ্র দলের কষ্টের দাশ্য করা হইতেছে যাত্র।

কতকগুলি হুজুরী সংবাদ পত্রের সম্পাদক এই দুর্ভিক্ষের পরিণামে বিত্তীয় বার এরেশে পিচ্ছিল উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কা করিয়াছেন। যাহারা সন্দেহ বিজ্ঞো ঘের অগ্নি দেখেন তাহারা বোধ হয় সেই লোক ব'জু হইবে।

সিলেট হইতে কলিকাতা পাটনা কি ও নারায়ণপুর চাউল রপ্তানী হইতেছে।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে পশ্চিম গেজেট দ্বারা টাইমস সাইটে প্রিভিউ

এবং স্প্রেটের প্রভুতি সংবাদ পড়ে বড় বড় প্রভাব লিখিত হইতেছে।

বাকুডা হইতে পাটনার চাউল রপ্তানী হইতেছে। ১১ এ নবেম্বরের পূর্বে সপ্তাহে ১২৫০০ মণ চাউল আসিয়াছে।

মালদহ রঙ্গপুর এবং সাঁচরগে মজুরতা কাঁচের জন্য বড় বাজী হইয়াছে। কুচবিহার হইতে রঙ্গপুরে চাউল রপ্তানী হইতেছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, 'জলপু'র একজন ভাটসিনদারের স্ত্রী এককালে দুইটা পুত্র ও দুইটা কন্যা প্রসব করিয়াছেন, চা'জনের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত আছে। ৪০সের পর প্রসূতিরও মৃত্যু হইয়াছে।

নদীয়ার এবং রঙ্গপুরে ৩০ হইতে ৪ টা কা পর্বন্ত চাউলের মণ বিক্রীত হইতেছে। বগুড়া টাকার ৮০ সিকা ওজনের ১২ সের চাউন বিক্রীত হইতেছে। বালেশ্বরে মোটা চাউল ১৪/ মণ বিক্রীত হইতেছে।

দুসীরে লোকের ধান্য ও কাজ বোগাইবার জন্য গবর্ণমেন্ট যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে লোকের কতক আশ্বাস জন্মিয়াছে। ব্যবসায়ীরাও বুঝিতে পারিয়াছে যে শস্য জমাইয়া রাখা অপেক্ষা শস্য বিক্রয় ও আবার হুতন আমদানী করিতে লাভ আছে।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

গতমুখ্যে প্রকাশিত শব্দের অবস্থা।

১.—কোন কোন বিভাগে আট মনে ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। তাহার স্থানে তিন চারি আনা ওয়া সাইতে পারে। বীরভূম, ২.—ধান্য জল বোধ হয়। ৩ ও জমজং কমিয়া আসিতেছে, ৪.—বড় হয় নাই। মেদিনীপুর, ৫.—এতি হওয়াতে অপর্যাপ্ত শস্য ক্ষতি হইয়াছে। ভগনৌ, ৬.—তিন আনা, শুষ্ক বারি আনা

পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। হাবড়া, পূর্বাংশে আশিক ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। প্রায় আট আনা পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে। তাহাতেই অল্প অধিবাসীবর্গের একবৎসর জালরণে চলিতে পারে। নদীয়া সেটকপই আছে। আড়াই টাকা চাউলের মণ বিক্রয় হইতেছে। জলকটী হইবার সম্ভাবনা আছে। বাশাওর—চাউলের মণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। দিনাজপুর ইকু হুন্দর মণ জন্মিয়াছে। মালদহ অমল ও টেম্বলিক ধান্য কঠিন করা হইয়াছে কিন্তু চাউলের মণ কমে নাই। রাজশাহী নিম্ন ভূমিতে ধান্য পাটবার সম্ভাবনা কিন্তু উচ্চ ভূমির সমস্ত ধান্য জলাভাবে শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে দরও বৃদ্ধি হইয়াছে। রঙ্গপুর, ধান্য ছয় আনা পরিমাণ পাওয়া বাটবে; কিন্তু অপর্যাপ্ত শস্য হুন্দর। এবং চাউলের মণ ৩০ হইতে ৪ টা কা পর্বন্ত রহিয়াছে। বগুড়া চাউল টাকার ৮০ পোনের মের বিক্রয় হইতেছে। দারজিলিং, মণ আনা পরিমাণ ধান্য পাইবার সম্ভাবনা। চাউলের মণ কমিয়াছে। জলপাইগুড়ি এই রূপ। সিলেট অধিক ধান্য রপ্তানী হওয়াতে চাউলের মণ বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে কমিয়া আসিতেছে। কাছাতে ধান্য একপা। নওয়াখালি আউল ধান্য উত্তমরূপে জন্মিয়াছে, কিন্তু পঙ্গপাল পড়িয়া স্থানে স্থানে বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। পুরী—রপ্তানিকার চাউলের মণ বৃদ্ধি হইয়াছে। হালারিবাগ—পঙ্গপালে শস্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। লোহার ডাঙ্গা, মণ আনা পরিমাণ ধান্য জন্মিতে পারে। সিংহ ভূম—৪ আনা রকম ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। নিম্নভূমিতে আরো অধিক পাইবার সম্ভাবনা। মানভূম, মণ আনা পরিমাণ ধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ইকু হুন্দর মণ জন্মিয়াছে। আগাম ও শুষ্ক টেম্বলী পাওয়া স্থান সমুদ্রে ধান্য মন্দ নয়।

ইংলণ্ডে তাণী দুর্ভিক্ষের কথা প্রচার হওয়াতে প্রায় সকলেই সেই কথা আশঙ্কিত

লন করিতেছেন, যাহারা পূর্বে ভারতবর্ষে ছিলেন তাহারা স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি সার বাটল কিউরার টাইমল পত্রিকাতে জেনারেল ব্যালকোরের একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "প্রায় সার বাটল! দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদ দেওয়া আমার পত্র লেখার উদ্দেশ্য। ১৮০০ সালে যাজ্রাজে যে দুর্ভিক্ষ হয় এবং তৎসম্বন্ধে পাবলিক ওয়ার্ক কমিশন বসে, আমি তাহার একজন ছিলাম। আমরা ১৮৭০ সালে পার্লামেন্ট বহা সভায় এক রিপোর্ট অর্পণ করি, তাহাতে তুমি সেই দুর্ভিক্ষের বিষয় দেখিতে পাও। ১৮০০ সমুদায় দেখিয়া ও শুনিয়া আমি যে সে সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছি তাহা এই, ১৮৩০ সালে প্রজাবিগকে আশান আশান আমি পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে দেওয়া হয় হইয়াছিল, কারণ যাজ্রাজে ওত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে তাহাদের রক্ষা করা মজুরের সাধ্য-বর্জিত হইয়া পড়ে। সেখানে আর্টিলারি থাকিত, সেখানে আমরা যে কাজ বিস্তরণ করিয়া অনেককে রক্ষা করিয়াছিলাম। ১৮৩০ আমি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিতে পারি যে লোকে সচরাচর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে সকল কর্ম করিয়া থাকে তাহার অনেকগুলি অমঙ্গল। কেবল কতকগুলি ইউরোপীয়কে বড় বড় খেতন দেওয়া হইয়াছিল এবং কাঁচাও তাল হয় নাই। বিশেষ কতকগুলি লোক লইয়া কার্য করা বড় কঠিন। বাঙ্গলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোকে এইরূপে নিম্নক কঠিতে হইবে তাহিলে প্রভুত কমতামানী, কাঁচাও লোকের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়।

এতদ্ব্যতীত পাবলিক ওয়ার্ক দ্বারা অনেক দুখা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ১০ বছর পরি অম করিতে না হয় তাহা হইলে মানুষ পরিভ্রমণের অবস্থার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র অল্পে প্রাণ ধারণ করিতে পারে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে ধান্য-ক্রয় লইয়া বাহ্যার অধিবাসী পূর্বে দূর করা উচিত;

কার্য পরিচালনা করিলে বহুত বিত্তীয় ক্ষতি।
তিনশত ত্রয় লইয়া, যাঁহাতে বহু সুতরাং
সেই অসুবিধা বর্জিত হয়।

কুমি মাস্তোজের হুজুর্ক সম্বন্ধীয় রিপোর্ট
দেখিলেই জানিতে পারিবে যে হুজুর্কের
সময় গোঁ মসিয় প্রভৃতি অনেক মারা পড়ে
সুতরাং পর বৎসর চাষ করিবার ও অনেক
অসুবিধা হয়।

আমার বক্তব্য এই সকল অসুবিধা
আগম আগম অসুবিধারিতে যান সেখানে
সামান্য সময় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাবের
রক্ষা করুন। কেহ যেন এগ পুরিত্যাগ
না করে। জাফন দিগকে বীজী প্রস্তুত
করিতে নিযুক্ত করা হউক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কার্য্য দ্বারা
সাধায়া করিবার চেড়া। এম, কার্য্য ১৮৩১
সালের হুজুর্কে আমি অনেক ব্যক্তিকে
শাখা ত্রয় হস্তে করিয়া মরিতে দেখি
য়াছি। ১৮৩০

৩১ও হইতে হুজুর্ক সম্বন্ধে নিম্নলি
খিত টেনগ্রাম আশিরাছে।

গত কলা ডিউক অব আর্গাইল লড মর্ফ
জেকের ৩০ অক্টোবরের পত্রের উত্তর দিয়া
ছেন। তিনি বলেন যে হুজুর্কের সময়
অপর সময়ের ন্যায় বাণিজ্যের চেড়ার
উপর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং তিনি
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের উপর সম্পূর্ণ
কমতা দিতেছেন যে লোকের কষ্ট নিবার
ণের জন্য বাধা বাধা আবশ্যক উক্ত গবর্ন
মেন্ট করিতে পারেন। রপ্তানী বন্ধ করা
অপেক্ষা বিদেশ হইতে পণ্যের আমদানী
করা তাঁহার অধিক অনুমোদিত।

হিন্দু পেমিট্রিট বলেন বালুচের জমি
সার সার লক্ষ্যীপুত সিংহ বাহাদুর তাঁহার
রত্নপুর ও দিনাজপুরস্থ প্রজাদিগের সাধা
যোর জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ করিতেছেন।
তিনি যথেষ্ট পরিমাণে চাউল জর করিয়া
রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন, এই সকল
চাউল তিনি যথা সময়ে প্রজাদিগকে বিক্রয়
করিবেন। তাহার বৎসরের সেই সময়ে সচ
রাচর যে বরে চাউল জর করে সেই বরে

তাঁহার জর করিতে পারিলে। এতদ্বিধ
হুজুর্ক পীড়িত স্থানের প্রজাদিগকে এ
বৎসরের খাজনা হইতে অসুবিধা দিয়া
ছেন, এবং কেবল তাহা নহে তাঁহাদিগকে
বিনামূল্যে টাকা কর্ত্তি বিবার আদেশ করি
রাছেন। এই শুভ সংকল্পের জন্য লেপ্টনন্ট
গবর্নর তাঁহাকে তুরি প্রশংসা করিয়াছেন।

গত সাহাবন্দরের জমিদার জিহুজ বাবু
জিহুজদার তুরি চন্দ্ররায় গত ১৮৩৬ সালের
হুজুর্কের সময় প্রজাদিগের সাহায্য করিয়া
গবর্নমেন্টের প্রশংসা লাভ করেন। এখানেও
তিনি প্রজাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য
এখন হইতে চাউল জর করিয়া গোলাঘাট
করিতেছেন।

লেপ্টনন্ট গবর্নর ৩১ শে জানু
য়ারি ১৮৩০ মণ চাউল জর করি
য়াছেন। এই সকল চাউল
হুজুর্ক পীড়িত ব্যক্তিদিগের কষ্টের উপশম
করিবার জন্য প্রতারণ করা হইবে। ইচার
মধ্যে ৪০০০০ মণ কলিকাতা হইতে জর
করিবার সংকল্প আছে। ১৫০০০ মণ ইতি
মধ্যেই জর করা হইয়াছে। চাকরি কমিশ
নার পূর্ণবাসিলি হইতে ১০০০০০ মণ জর
করিবার চেষ্টায় আছেন। অবশিষ্ট ১৫০০০০
মণের জন্য লেপ্টনন্ট গবর্নর যত্নাঞ্জন দিগকে
আজ্ঞান করিয়াছেন।

এবারে বঙ্গদেশের হুজুর্কের সংবাদে
ইংলণ্ডে লোকের আশংক্যবোধটা চাউলের
মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং কলি
কাতার প্রত্যেক লোকেরে অত্যন্ত চাউলের
মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এই চাউল রপ্তানী করা
হইবে।

গেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন সার আর্থার
কটন গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহা
হুজুর্কে অনুমান ২ কোটি লোকের কষ্ট হই
বার সম্ভাবনা। এই কোটি লোকের অন্ন বিতে
প্রতিদিন অন্ততঃ ৪২০০০০ মণ চাউল দান
শ্যক, তেলওয়েতে প্রতিদিন ১৪০০০ মণ
মণ মাজ বহন করা যাঁহাতে পারে। অতএব
ইণ্ডিয়া আফিস যদি ভারতবর্ষীয় গবর্নমে
ন্টের হস্তে সময়ে অর্থ ও কমতা দিউন
তাঁহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হইত।

গবর্নমেন্ট বিভাগ।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

এডোয়ার্ড গ্রে গিলি এখন কুমি লইয়াছেন
মেডক সাহেব যেদিন হইতে কুমি জাগ কর
বেন সেই দিন হইতে দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও
সেশন জজ হইবেন।

ডবলিউ সি, এফ, রাইগান সাহেব পাবনা
ভিক্টোরিয়া বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিযুক্ত
হইলেন। তিনি আরও দিনাজপুর জজ ও
মালদহ এবং রাজশাহী বিভাগে হুজুর্ক বিষয়ক
তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এবং
১৮৩০ সালের ১০ জানুয়ারি মতে প্রথম প্রেরণ
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং কালেক্টরের
কার্য্যও বেন।

সার জর্জ আর্স্ট্রাক্ট কমিশনার কাগেন
আর্থার ওয়াকিন্স সাহেব শিবসাগর সদর
স্টেশনে পদবী হইলেন।

কালেক্টর আর্স্ট্রাক্ট কমিশনার মেজর টি
এডওয়ার্ড, কালেক্টর সাহেব আগামে বদলী
হইলেন। এবং লর্দাণী সদর স্টেশনে স্থানিত
হইলেন।

মুন্সিফালীর সব ডেপুটি বারু বগলাঙ্গর
মুন্সিফালীর সব ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাঠ
লেন।

বারু ভারতবর্ষীয় শস্তর ভারতবর্ষীয় (দিনি
একশে শিকুননের জন্য প্রথম জেনীতে উপস্থিত
হইয়াছেন।) রাজশাহী পাবনা ও বারু মল্লীমজ
রায় কিছুদিনের জন্য পাবনা বিভাগে দ্বিতীয়
জেনীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

বারু ইলানচন্দ্র সেন কিছুদিনের জন্য মাল
দহ বিভাগে দ্বিতীয় জেনীর সব ডেপুটি কালেক্টর
হইলেন। কালেক্টর ডিওর ১৮৩৪ সালের
ফেব্রুয়ারি মাসে বদলী সিং বেল সারিস পাস
করিতে হইবে।

জর্জ, টি, মান্দিগি সি, এস, রাজশাহী বিভা
গের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী নিযুক্ত
হইলেন।

বিশেষ কার্য্য ডিওর - ১৮৩৪ দিন না মৌলবী
মহম্মদ টিওর মল্লীমজ, উপস্থিত হইতেছেন
কত দিন বারু রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট সারণ
বিভাগে সিওগানে দ্বিতীয় জেনীর সব ডেপুটি
কালেক্টর হইলেন।

মোহাম্মদ সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর
সি, মোহাম্মদ ওয়েল এন্ড, এ, জি জেলায় গিলি
দহ বিভাগের ক্ষমতা পাইলেন।

পৌষাণ্যকর্তব্য ক্রমশঃ সম্বৰ্দ্ধিত হইলে
অত্যাচার নিৰ্মূল্য হইবে সন্দেহ নাই।
আমরা যে কারণে এই প্রস্তাবের অবতারণা
করিলাম তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

যেহীনপুত্র জেলার মধ্যে দোর প্রভৃতি
এগার পরগণা গবর্ণমেন্টের খাস মহাল, এক
জমিদারির কয়েকজন জমিদার কৈশিক
বাস করেন, তাঁহাদের কয়েক জনের আমলা
রিত অংশ বাবু পদ্ম লোচন মণ্ডল, বাবু মন
নারায়ণ গিরি ও বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী
কর করিয়া লইরাছেন। এতদ্ভিন্ন রাণী
সত্যভামা, রাজা আনন্দ লাল রায় প্রভৃতি
তিন জন জমিদার আছেন। ইহারা সকলে
এক জনকে স্থায়ী নায়েরি পদে অতিথিত
করিলে কোন গোলযোগ হয় না, মধ্যে
কাঁধের রাজা ও চৌধুরী বাবু, নায়েরি পদটী
ইত্যন্তত সকালিত করার প্রজ্ঞাদিগের কষ্ট
হইরাছিল। আমরা যতদূর জানি তাহাতে
যেই পরগণার নায়েরি পদটী মুশিক্ষিত
সম্রাট, ধনশালী বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধানকে
স্থায়িত্বে প্রদান করিলে প্রজ্ঞাদিগের
অধের সীমা থাকে না। আমরা ইন্দ্রবাবুর
পক্ষীয় লোক নহি, অথবা তাঁহার নিকট
কোন প্রত্যাশাও রাধি না। এদেশের
লোকেরা তাঁহার সর্বাঙ্গীন মুখ্যতির পরি
চর নিবে তিনি এই পদের যোগ্য। বোধ
হয় প্রধান বাবুর নাম তদ্বিষয়ে নির্কীরো
রূপে সাধারণ্যে গৃহীত হইবে। তিনি
তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট নায়েরি কার্য
হস্তরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা
প্রায় আত্মীয় সম্রাট ও যথেষ্ট বিশ্বাস সহ
কারে এই পদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়া
ছেন; এমন কি তাঁহার দ্বারা দোরের নায়েরি
পদ অপেক্ষাকৃত গৌরবান্বিত হইরাছে।
তদীয় পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ বাবু পৈতৃক গুণের
সম্প্রতিভাযে উত্তরাধিকারী হইরাছেন, এবং
এ পর্যন্ত এই নায়েরিকার্য্য করিতেছেন;
এক সময়ে দৈব দুর্ভাগ্যক উপস্থিত হইলে
যদি প্রজ্ঞাগণ স্বার্থের রাজ্য প্রদান করিতে
না পারে তথাপি তিনি তাহা নিজ হাতে
বহিরা থাকেন। প্রজ্ঞাদিগের তাঁহার উপর
যথেষ্ট ভক্তিও আছে। তিনি অংশ বয়সে

যেদণ্ড নিজের সহকারে আপন কর্তব্য প্রতি
পালন করিয়া থাকেন তাহা এদেশের অনে
কে জানেন। শুনিতে পাওঁতেছি কোন
কোন ব্যক্তি কোন কোন জমিদারের নিকট
কর্তব্য কার্য্যিক নায়েরি পদ প্রার্থনা বা
প্রস্তাব দিয়া বাহা হউক আমরা নির্ভর্য্যাত্মক
মতামতে যখনবর লেপ্টেনন্ট গবর্ণর মহোদ
য়কে এই মেহীনপুত্রের সুযোগ্য মালিষ্ট্রট
বিস্তৃত এড, এল, হারিসন সাহেব মহোদ
য়কে সম্বোধন করিতেছি, তিনি এবিষয়ের
ন্যায়ানুসারে যীমাংসা করিবেন। তাঁহার
এবিসরে হস্তক্ষেপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার
আছে। তিনি শীত কালের জঘন উপলক্ষে
দোরতে আসিয়া এবিষয়ের গুণ লক্ষ্য
করিয়া বাহা কর্তব্য পক্ষে বিধান করি
বেন। তাঁহার হস্তক্ষেপ ভিন্ন হস্ত এই
পদটী নিশ্চয়ল হইরা উঠিবে। আমরা
প্রকৃত পক্ষে প্রজ্ঞা ও জমিদার উভয়েরই
ভক্তন। বিনা রক্ত পাতে যুদ্ধের অবসানই
আমাদিগের প্রার্থনীয়। এতদ্বারা আমরা
কোন পক্ষই সমর্থন করিতেছি না বাহা ন্যায়
সঙ্গত তাহাই অব্যাক্ত থাকুক।

তমোলুক
৩১২১৭৩



আমাদিগের বীরভূমি সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! যে যে স্থানে অতি উপশম
কার্য্য হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রকা
শিত হইরাছে। বীরভূমি সে তালিকার
অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বীরভূমির দুর্ভাগ্য
আমরা বরাবর প্রচার করিয়া আসিতেছি।
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি সে নিকে পড়িল না।
কিন্তু এ উদাসিনের বিষময় ফল সঙ্গে
সঙ্গেই দেখা দিরাছে। বোলপুর অঞ্চলে
হুই স্থানে তদানিক ডাকঘর ভাঙিয়া গিয়াছে।
বীরভূমি অতি দরিদ্র প্রদেশ। আশ্রিতরাণী
বদ্ধ হইল না। সামান্য লোকের কার্য্যক্ষে
একজন কোন ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল
না। হুতরাং একজন লোমহর্ষণ কার্য্যে যে
ইতর লোকে সন্তত আবৃত হইবে, তাহার
বিচিত্রতা কি? অতীতল প্রাপ্ত হইলে,

সামান্য লোকের কথ্য দূরে থাকুক, যাজ্ঞিক
বুদ্ধি ব্যক্তিও জ্ঞান শূন্য হন, গবর্ণমেন্টকে
আমরা এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি,
অন্ততঃ সামান্য লোকের দক্ষিণ হস্তের
কাষা চলে একজন কোন উপায় করিয়া
দিন।

২। অবা ক্রমজ্ঞতা প্রকাশের দিন পুন
রায় উপস্থিত। পুঁটিলার স্রীমতি রাণী শরৎ
হুন্দরী দেবী মণোদায়ী আমনের প্রার্থনায়
কর্ণপাত করিয়াছেন। রাইপুরের হুস্ব
অধিনায়ীদেব মহারাজা জনা আমাদের
নিকট ৫০ টাকার অল্প মোট পাঠাইয়া
দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, অধের স্বার্থ
যদি ব্যবহার আমাদের দেশের যে কয়েক
জন ধনাঢ্য মহোদয় শিক্ষা করিয়াছেন,
তাঁহাদের মধ্যে মহারাজা স্বর্নময়ী, রাণী
শরৎহুন্দরী, ও বিনাজপুরের রাণী শ্যাম
মোহিনীকে অগ্রণী বলিলে বোধ হয়
অতুল্যি বেসে দুইত হইতে হইবে না।
এমন সংবাদ পাঞ অতি বিতল বাঁধিতে
এই মহোদয়াদেব হইন সন্তত উত্তিত হইতে
না দেখা যায়। সংকটের পুরস্কার করা
রাঁজার অধ্যক্ষ কর্তব্য কর্ম্ম। রাণা শরৎ
হুন্দরী অত্র কত দিন পুরস্কৃত না হইয়া
থাকিবেন?

৩। আমরা দেখিতেছি যে কি রাজা,
কি প্রজা সকলে উপস্থিত হুঁতক জ্ঞাত
কষ্ট নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্তন।
এইরূপ দুর্ভটনা সাহায্যে পুনঃ পুনঃ উদ্ভিত
হইতে না পারি তাঁহার উপায় বিনামে
কাঁচাফেই চিন্তাশীল দেখিতেছি না। অথ
দেব দেশী দেবমাহু। স্বর্গের জন্য
আমাদিগকে দেবতার উপায় নির্ভর করিতে
হয়। বুদ্ধি মধ্যস্থে এতদ্য আমদান্য
দেখিয়া যথেষ্ট মনো সে দৃষ্টিক মণি
তাঁহা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে?
এই কষ্ট আমাদের প্রাণের এক স্বার্থ
মধ্যে মধ্যে যে এক একটী পুত্রের মৃত্যু,
শেওলি গ্রাম জল সিঙনের জন্যই অতি
প্রোক্ত। এই পুত্রের মৃত্যু মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত
হয় না বলিয়া অতি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে।
অল অতি অশ্রদ্ধা থাকে। অথ

পুত্র ওঁল জল গিকনের নিতান্ত
অনুশাষণী হওয়া আছে। এই পুত্র
ওঁলির পোষাকের করা হউক। আর যত্নের
মধ্যে মধ্যে এক একটু স্থান পড়িয়া আছে
সেখানে পুত্রবধী ও কুণা বনন করা হউক।

৪। গঙ্গাভীকুরী ফুলের গাণ্ডমেট
সংস্কার বদ্ধ হইয়াছে। এ দিন পুনঃ প্রাণ
অংশে না না উপায় করা হইল। (১০)
কিছুকাল ধৈর্যে চেষ্টা ফলস্বতী হইল না।
এখন আমাদের আশঙ্কা হইতেছে ও
বা কলসীর কার্য একবারে বদ্ধ হয়। ও
ফুলটী এ অজ্ঞানের চার উপকার সাধন
করিতেছে। এটি উত্তীর্ণা গেলে লোকের
কর্ত্তর একশেষ হইবে। এট চেষ্টা লক্ষ্যমত
বার ইচ্ছানাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এল মহা
শয়ের নিকট প্রার্থনা এই তিনি ফুলটীর
সাধারণত বার সংক্ষেপ করিয়া ফুলটী
অন্ততঃ আর কিছু কাল অব্যাহত রাখিয়া
দেন। গত আগষ্ট মাসে সাধায়া বদ্ধ হই-
য়াছে। এ পর্বান্ত তিনি অরং সমস্ত বার
তার বহন করিয়া আনিতেছেন। তাঁহার
ফুলটীর প্রতি বিশেষ যত্ন দৃষ্টি আছে।
আমাদের এ উত্তেজনা বাহুলা মাত্র।

৫। বাজার দিন দিন গরম হইতেছে।
সকল অব্যাহতি অতি উচ্চ দরে বিক্রীত হই-
তেছে।

১২৮০
১৭ ই অগ্রহায়ণ }

প্রেরিত পত্র।

ঐযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় মহাপ্রসাদে।

মহাশয়! এবৎসর একেবারে বন্যা কম
হইয়াছে। অতীতে অধিক ১।৭ দিনসংকট
অংশে যেখানে ও মধ্যে মধ্যে বর্ষণ হইত
তার মধ্যে পৌষ ও বর্ষার ভিত্তি হইয়া, ধানের
বিস্তার বাড়িত করিতেছে। এখনকার দিনে
পূর্বেকার মত পূর্ণাঙ্গ অকলস হইবার ধারণার
অস্তিত্ব নাই। (অধিক ভয়
হইতে উদ্ভাবিত বন্য পদার্থ) কবিজীবী ও
অন্য সাধারণ (মুন্ডারা বৎসরের গোলাক
একটিমাত্র সঞ্চার করিয়া রাখিতে অপারগ

অধিকাংশ লোকের জীবন রক্ষা করিত।
এবৎসর জলাভাবে এই সকল পাহাড়ীয়া
ধানের আমদানী হইতে পারে নাই।
এদিকে কলিকাতার টানে এখানকার গোলা
জাত ধান চাউল অল্প রপ্তানী হইয়া
নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। ৫৬০ আনার
চাউল ২ দুই টাকা ৫-রাছে। যে প্রকার
রপ্তানীর গতক ইহাৎ এই লম্বা-প্রসবিনী
বিখ্যাতা বাকরগঞ্জ তমিই পরিণামে দুর্ভিক্ষ
পীড়িত হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশঙ্কা হই
তেছে। গবর্ণমেট রপ্তানী বদ্ধ করিতে যদি
একাত্তই সাহসী না হন, তবে বরং বাকরগ-
ঞ্জের জেলা ও এতোক ময়ূমা ও ময়ূরাজ
গঞ্জ, সাংহেবগঞ্জ এতদিত বড় বড় গঞ্জে গবর্ণ
মেট এক একটী গোলা করিয়া চাউল সঞ্চিত
রাখুন, দেশের অবস্থা বুঝিয়া বেশ মধোই
জীত দরে বিক্রয় কিম্বা দেশের সম্বল
বুঝিলে অন্যান্য দুর্ভিক্ষ স্থানে চালান
করিতে পারিবেন ইহাতে সকল দিকরক্ষা
হইতে পারে, দেশীর জমিদার মহাশয়েরা
এই কার্যটি করিয়া ও দেশের সম্বলকরিতে
পারেন। কিন্তু আমাদের লেখাশাকোষার?
মুন্ডারা বরাবান গবর্ণমেণ্টের প্রতিই সর্ব
ভৌভাবে নির্ভর।

২০ অগ্রহায়ণ } জিকানীচন্দ্র মজুমদার
১২৮০
বাকরগঞ্জ } জেলা বাকরগঞ্জ

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সমগ্রাছে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ঐযুক্ত বাবু মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	
ব্রজভাটী	৫০
" রাজা খোতিমুদোহন ঠাকুর	
পাণ্ডুমেধাটী	১০
" " অদ্বৈতানন্দ দাস মহাপ্রসাদ	১০
" " সত্যনাথ দাস—নিমাজপুর	৫০
" " দিগুসিংহ দাস	
মহাপ্রসাদ চন্দ্রপুর	১০
" " হনুমান মিত্র—করমপুর	১০
" " গিরীশচন্দ্র তাম্রাঙ্গার	
আবদুল আজিম	৫০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা, মফস্বলে মাঠল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা। ছয়
মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। যেটি, হাতি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর যাহাতে বাহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য
কিরিয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আগনার নাম স্পষ্টাকরে
লিখিয়া ঐযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন। আর বাঁচার মনি
অর্ডার পাঠাইবেন তাঁহার ঐযুক্ত কেমার-
নাথ চক্রবর্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁচারিগের হুতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সম্বন্ধে
পূর্বে তাঁহারিগের নামোক্ত করিয়া তাঁহা-
বিগকে অরণ করাইয়া দেওয়া বাইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বদ্ধ করা
বাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
শীঘ্র পাইব।

বাঁচার মাঠল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহারিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা বাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পংক্তি ৮০ দুই আনা তাহার পর ১০
দুই আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সচিত্র বস্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

প্রত্যেক পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোণাপুর টোনের দক্ষিণ চাকি চণ্ডীপোতার
ঐযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসিতে
প্রতি সেববার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টার করা।

৩৮ নং। ১৮৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৩ নং ভাগ।

৩ সংখ্যা।

“ প্রবক্তা প্রকৃতিস্থিত্যে পার্থিবঃ স্বরস্বতী স্তমিতমহনী ন স্বয়তী”

অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ৫১ টাকা।

নং ১২৮০। ৮ ই পৌষ। ইং ১৮৭৩। ২২ এ ডিসেম্বর

মকবলে বাহুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০) নং টাকা এবং বাৎসরিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান
কাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
মনিঅর্ডার পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদা
রনাথ চক্রবর্তীর নামে রেজিষ্টারি করিয়া
পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষ।

তীর্থ মহিমা।

তীর্থস্থানের অলোচন ও মোহনের
চরিত্র লক্ষ্যে নাটক।

শ্রীমদাইচাঁদ শীল এনোত।

মূল্য ১/১ এক টাকা। চুঁচুকার বেঙ্গল
ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪নং
গোওয়া বাগান স্ট্রীটে হুতন সঙ্কৃত বস্ত্রা-
লয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্ঘ্যের স্ট্রীটে লঙ্কৃত
বস্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বাসণা এনট্রান্স কুলার প্রথম এবং
দ্বিতীয় মার্টারের পদ স্থান্য আছে। প্রথম
মার্টারের যেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং
দ্বিতীয় মার্টারের ৩০ টাকা। পদাঙ্কালীগণ
উপযুক্ততার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে
নিম্ন স্বাক্ষর কর্তৃক নিকট আবেদন প্রেরণ
করবেন। দ্বিতীয় মার্টারের ইঞ্জিনিয়ারিং
জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। ১ শ্রীযুক্ত চন্দ্র সেন সম্পাদক

৩১ এ অক্টোবর ১ বাসণা, পোষ্ট অফিস
মহারাজগঞ্জ জেলা বরিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক এনোত
অরুণেব চরিত্র অর্থাৎ গীতগোবিন্দ এনোত।
অরুণেব গোবিন্দীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০/০
ডাকমাছল ১/০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হষ্টেল কলিকাতা }

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধরান মুখোপাধ্যায়
এম বি—মহাশয়ের কৃত্ত বঙ্গ ভাষার একা-
শিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাছল ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০/০ একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাছল ১০/০
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এসটিসি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাছল ১/০ আনা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন যাঁহারা
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক। যাঁহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাছল কিংবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার ব্রিনারার বন্দোপাধ্যায়ের মহা-
শয়ের কৃত্ত বাহ্যচিকিৎসা মূল্য ৫ ডাক
খরচ ৪০, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৬ চুর্ণাদান কর মহাশ-
য়ের কৃত্ত মেটরিয়াল মেডিকা অর্থাৎ জৈবজ্য
রসাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল ১০ উহার
কৃত্ত ভিত্তিতে ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি-
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাছল ১০।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কানৌজী গুপ্ত
মহাশয়ের কৃত্ত হুতন সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাছল প্যাকিং খরচ ৫০। বাবু কেদা-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অরিপ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাছল ১০।

কলিকাতা } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
লালবাজার } হিন্দুহষ্টেল

—১২—

যিনি ত্বরায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে
চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পর
মার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় পুস্তকের
মর্ম্মভূমারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন,
উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে।
এতদুভয় পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাছল
লই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্তৃক।

—১৩—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

বহিঃকাহারো প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কোন প্রকার
ব্রত আবশ্যক হয়। আদেশ করিলেই উহা
প্রাপ্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ব্রতগুলি শুদামে বিক্রমার্থ
প্রাপ্ত আছে।

গোল্ড প্রাইজের নিমিত্ত সন্থার পাঁচপ এবং উত্তর নিমিত্ত সন্থার জলসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

উটালী দেশীয় ছানের টাইল ইট।
মেকিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফারার প্রিক।

ফারার ফ্রে।

বাটীর নর্দীমা ও অন্যান্য যে সকল কাষের নিমিত্ত উপরি উক্ত গোল্ড করা পাটিল, টাইল এবং ফারার প্রিক প্রকৃতি নিমিত্ত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এই সকল কাষ প্রস্তুত করিয়া দিবে।

ক.ন.ব.স.

৭ নং হেভিওস ট্রীট

—o—

আগামী ১ নং জানুয়ারি খ্রীষ্টাব্দ বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বাকুই-পুত্র মাদ্রাসা কালপাতালের চতুর্থ ও রাজপুত্র মাতব্য চাকিৎসালনের প্রথম সাবৎসরিক সভা-বিবেশন বাকুইপুর অভিনব উদ্যানে হইবেক। দেশহিতৈষী মহোদয় গণ অত্র উদ্যানে উপস্থিত হইয়া সাবৎসরিক কার্য বিবরণ গ্রহণ ও উৎসাহদান করিয়া বাসিত করিবেন।

৩০ এ নবেম্বর

১৮৭৩

বাকুইপুর

জীতারকমাল বসু

মেনেজার

কমিকাতা গুপ্ত এজেন্সী

প্রতিনিধিত্ব কার্যালয়।

এই কার্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সহজে বহু প্রকার কর্ম আছে সে সমুদয় অনারসে সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ বহু উপস্থিত থাকিয়া কার্য করিলে বেচাপ লাভজনক হয় ইহা জাতিও সেইজন্য ওয়া সম্ভব বহু কর্মচারীগণের পারদর্শিতার কারণ কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লজ্জা হইতে পারে। ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধা

রূপ সকলেরই সকল কর্ম সমান্যে নির্বাহ হইতে পারে। যথা জরাজীর্ণ বস্ত্র বিক্রয় করা, স্থানান্তরে জরাজীর্ণ প্রেরণ করা এবং কোন কিছু বৈয়ার কি মেরামত করান, দীক্ষা প্রাপ্ত ও পাক্কত রাখা, আজীয় অনেক ও বিষয় সম্পত্তির সম্ভাবধারণ করা, সামলি মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সংসারামশ্য দেওয়া, কি সংসারামশ্যের দ্বারা নিরবতজনকণা অর্থাৎ বাহাতে পরস্পর বাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রণয় যত্রে আবদ্ধ হয় তাহার উপায় করা প্রকৃতি উচিত মত কাব্য সমস্তই এত এজেন্সীর দ্বারা সংসাধন হয়। এতদ্বিধ বিশেষ বিশেষ নিয়মানি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর দৃষ্টিভিন্ন নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, যাহা আবশ্যকমত সকলকেই পাঠান যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি জরাজীর্ণ বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা ক্ষেত্র ও বিক্রয়যোগ্য কলিকাতার জরাজীর্ণ বাজার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারোপ করিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত আর অনেক আড় প্রকৃতি মহাজন লোক আছে, কিন্তু কাহার একপ কোন স্থানায়ন নাই সেও নিমিত্ত এজেন্সীর দ্বারা ক্ষেত্র ও বিক্রয়যোগ্য বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের খরচা ডাক মাহুল পাঠাইলে উত্তরই পাঠান যাইতে পারে

শ্রীঅন্তর্যমরণ গুপ্ত কর্মদাখ্য

সোমপ্রকাশ।

৮ ই পৌষ ১২৮০।

বিদ্বান হইল ইংলণ্ডে "ইউইটিওয়া এনোসিএশন" নামক একটা সভাপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিস মেরি কার্পেন্টার প্রকৃতি ভারতবর্ষের হিতৈষী অনেক পুরুষ ও স্ত্রী এই সভার সভ্য প্রণীত হইয়া-

ছেন। বিবিধ উপায়ে ভারতবর্ষের উপকার করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক বিদ্যা শিক্ষার্থ, কি অন্য উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন, এই সভা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষের শুভ জনক অনেক কথার আন্দোলন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই সভা আমাদের টেট সেক্রেটারির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে তিন বৎসর হইল তিনি ভারতবর্ষ হইতে লিবিলা মার্কিনের জন্য লোক মনোনীত করিবার যে আশা দিয়াছেন তাহা মতুর সম্পন্ন করিলে ভাল হয়। প্রান্তিক সাহেব তাঁহাদের পত্রের উত্তরে বলিয়াছেন যে তাহা আজিও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বিচার্যমীন আছে। টেট সেক্রেটারি পুনরায় গেবিল হয়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবেন। এবিষয়ে সকল সংবাদ পত্রই বর্ধেই আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের টেটসেক্রেটারির সকল কার্যই বহুশয় মতুর হইয়া থাকে একাধীতিও সেইরূপে হইবে।

দরবার।

আমাদিগের গবর্ণর জেনারেলের আগরা প্রকৃতি স্থানে বর্ষে বর্ষে যে সকল দরবার করিয়া থাকেন, সেগুলি কাশীর সভা ও অধিষ্ঠানের পৌরসভার অবলম্বন করিয়াছে। কে ছোট ও কে বিনীত, তাহা নির্কাজি উঠা সহজ নয়। কাশীর মাতা-মুখ ও দেশালজ্ঞ জ্ঞান দেবা অধিকাংশের গুণে যেমন সভা ও অধিষ্ঠান তলে সমধিক সম্মানিত হন আর জ্ঞানাপন্ন সুখী ব্যক্তিরা হত্যার হইয়া থাকেন, দরবার স্থলেও সেইরূপ সেক্রেটারিদিগের অসুখেই ক্ষুদ্রাঙ্গা রাও উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, আর বাঁহারা

উক্ত আসন ও উক্ত সম্মান লাভের বখাৰ্থ
যোগ্য পাত্র, তাঁহারা নীচ আসনে অধি-
ষ্ঠিত হইয়া যারপর নাই অবমানিত
হইয়া থাকেন। কোন রাজা কি একার
সম্মান লাভের যোগ্য, গবর্ণর জেনেলেয়র
তাঁহা জানেন না, সেক্রেটারিরা তাহা
বুঝিয়া দেন, তাঁহারা তাহা বুঝিয়া
যান। রাজগণের ঐতিহাসিক দাবার
ঐতিহ্য বুঝা উদ্দেশ্য। এক্ষণে দাবার
সে উদ্দেশ্য-নিষ্ঠিত সত্যবান তাহে কি
না পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিতে
ছেন। আমরা ত এই বুঝিতে, গবর্ণ
মেন্ট অর্থবার করিয়া বড়ো ভাব
কিনিয়া লইয়া যাঁতেছেন। দাবারের
এই মাত্র ফল-লাভ নয়, আমাদিগের
গবর্ণমেন্ট ও রাজগণ উভয়কে পরস্পর
সহজে একা পীড়ন করা হইতেছে।
আমাদিগের গবর্ণমেন্টের কি আর রাজ
গণেরই বা কি, দাবারে যে অর্থ ব্যয় হয়,
তাঁহারা তাহা কোথায় পান? "ছাই
ফেলিতে ভাঙা কুলা" প্রকারা আছে,
টাকার প্রয়োজন হইলেই তাহাদিগকে
দিতে হয়। তাহাদিগের কটে হটক,
তাঁহারা খাইতে না পাউক, আর তাঁহারা
মরুক, গবর্ণমেন্ট ও রাজগণের তাহাতে
আইশে যায় না, তাঁহাদিগের দাবারের
ব্যয় সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা ভুঁই হই-
লেন। ভাল, প্রধান পুরুষেরা বসুন দেখি
দাবারে যে টাকা নষ্ট হয় ত্রৈ টাকা গুলি
থাকিলে আমাদিগের অন্যতর কর ভার
লাঘব হয় কি না? এবার প্রকৃতপ্রস্তাবে
দাবার হয় নাই, কিন্তু যথোচিত সম্মান
লাভ না হওয়াতে কায়জন রাজা মনঃক্ষুব্ধ
ও অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন, আমাদিগের
এখন পুরুষেরা কি তাঁহার অনুদান
রাখেন? প্রতি বর্ষে দুই চারি জন
রাজার বিরণ কর করাই কি দাবারের
ফল হইতেছে না? আমরা এই অনিষ্ট
আশঙ্কা করিয়া দাবারের প্রথম সূত্রেই

উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রতি
বাদ করিবার একটী প্রধান কারণ এই,
সংস্কৃত গ্রন্থে হিন্দু সম্রাটদিগের সভা
বর্ণনাবসরে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্রাট
উপস্থিত সভা করিয়া বসিয়া আছেন, অধী
নস্থ রাজগণ সভা স্থলে উপস্থিত হইয়া
সভায় শোভা বর্জন করিতেছেন। রাজ
গণ ঐতিহ্যবাহী ঐক্যে সভায় গমন
করিতেছেন। সম্রাটের অনুগ্রহলাভের
আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের তাদৃশ আগ্রহতা
করিবার কারণ। ইচ্ছাবলী একটী শ্লোক
এইঃ—

অস্তাপান্ত-সমস্ত-ভাগি মন্তঃ

পারিত্রাতে রবা

বাস্তানীং সময়ে সমঃসৃজনঃ

মালভয়ে সম্পত্তম্।

সম্রাটোবসরোরুক-হুতিমুখঃ

পাদান্তবাসেবিতুং

ঐতুংকর্যকৃতো দৃশ্যমুদনে

নোমোহিবেদীকতে।

সম্রাট উদয়ন মদনমহোৎসবে সভা
হইয়া উপবন মধ্যে আছেন, তথ্য অস্তা
চলে গমন করিয়াছেন, রাজগণ সভাস্থলে
আগমন করি প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন
সময়ে বন্দী উদয়নের উদ্বোধন উপরি
উক্ত শ্লোকটী পাঠ করিল।

এই শ্লোকটী পাঠ করিলে স্পষ্ট
বোধ হয়, অধীনস্থ রাজগণ সম্রাটের
চিত্ত রঞ্জনার্থে দুই বেলা তাঁহার আগ্রহতা
করিতেন। রাজগণের এ অবস্থা কি
ঐতিহ্য? তাঁহাদিগকে এ প্রকার চাটু
কারিতা করিয়া সম্রাটের মনোরঞ্জন
করিতে হয়, তাঁহাদিগের ভেজানিতা ও
পৌরুষ থাকিবার কি সম্ভাবনা? অধী
নস্থ রাজগণকে ঐতিহ্যবাহী সভা স্থলে
আগমন করাতে সম্রাটদিগের কেবল অহ
কার প্রকাশ ও রাজগণের কাপুরুষতা
প্রকাশ তখন এই মাত্র।

আমরা সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের কৃত

সভা বর্ণন গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া পাঠ
করিয়াছি, তখনই আমাদিগের মনে এই
ভয়ের উদয় হইয়াছে, হিন্দু সম্রাটদিগের
তাদৃশ সহনশীলতা ছিল না, অধীনস্থ রাজ
গণের মনে অধীনতার ভাব জাগরক
করিয়া রাখিলে যে কি অনিষ্ট হয়,
তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেন না।
আমাদিগের মনের এইরূপ ভাব তখন
সম্রাটদিগের অধীনস্থ রাজগণকে
লইয়া সভা করিবার প্রতি অতিশয় ঘৃণা
জন্মে। বর্ধন আমরা প্রথম শুনিলাম,
আমাদিগের সহনশীল সভ্যতম প্রধান রাজ
পুরুষেরা সেই গর্হিত সভা প্রণালীকে
উজ্জীবিত করিতেছেন, তখন যে আমা
দিগের মনে কি প্রকার ভাবের উদয়
হইল, পাঠকগণ তাহা সহজে বুঝিতে
পারিতেছেন। এই ভাবোদয়ই আমাদি
গের দাবারের প্রতিবাদ করিবার কারণ
হয়। এক্ষণে আমরা মহাত্মব লাভ নর্থ
ত্রককে এই অনুগ্রহ করিতেছি, তিনি
দাবার প্রণালী রহিত করিয়া ভারতব
র্ষের ভারতবর্ষীয় অধীন ও মিত্র রাজ
গণের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের হিতৈ
ষিতার পরিচয় দেন।

আমরা উপস্থাপন করিয়াছি
তেছি, অনেক রাজা দাবারে সর্বিশেষ
সম্মানিত ও সুখিত হইতেন মনে করিয়া
আগমন করেন, শেষে ভ্রমরাক্রমের
ভ্রমরের মাংস লজ্জিত ও হুখিত হইয়া
নির্গত হন।

দুর্ভাগ্যবান ভবানীন্দ্র

লেখাপট্ট বিদ্যালয়

চিত্রং চিত্রং ক্রিমিত ক্রিমিত

বাহ্যবিশিষ্ট

মাসিক পত্রিকা

মাসিক পত্রিকা

মাসিক পত্রিকা

মাসিক পত্রিকা

মাসিক পত্রিকা

মাসিক পত্রিকা

দর্শন করিয়া আশ্চর্য হইল এবং
কি আশ্চর্য এই কথা কহিতে কহিতে
তামার উপরে গিয়া পতিত হইল।
দেখিল তাহাতে গজ নাই মধু-কণা নাই
ও সেই পৌকুমারিও নাই। দেখিয়া
ঘৃণিত মন্তক ও বজ্রায় নত শিরা হইয়া
তথা হইতে প্রস্থান করিল।

—:—

উকীল না জজ।

বিচারালয়ে গমন করিলে আমরা
সেখানে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে
পাই। এক শ্রেণী বাদী ও প্রতিবাদি
গের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদের
পক্ষ সমর্থন করেন; দ্বিতীয় শ্রেণী তাঁহা
দের প্রদর্শিত দ্রুতি ও প্রমাণ প্রত্যা-
পন্ন্যলোচনা করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়
করেন। প্রথম শ্রেণীর নাম উকীল;
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম জজ। স্বপক্ষের
দোষ ও দুর্বল দ্রুতি সকল গোপন
পূর্বক সমস্ত দ্রুতি সকল প্রদর্শন করা
উকীল দিগের কার্য। উভয় পক্ষের দোষ
ও গুণ সমভাবে বিচার করিয়া ন্যায়পক্ষ
নির্ণয় করা জজদিগের কার্য। আমরা
জিজ্ঞাসা করি সংবাদ পত্র সকল কি?
উকীল না জজ? আমরা সমুদায় সহযোগী
কি এই প্রশ্ন করিতেছি এবং এইভাবে
তাঁহাদের মত প্রার্থনা করি।

আমাদিগের বিবেচনায় সম্পাদকের
ভার ও কার্য অতিশয় ক্ষুদ্রতর। সত্য
ও ন্যায়ের দিকে দ্রুতি না রাখিয়া কেবল
কোন পক্ষ রক্ষা করা সম্পাদকের কার্য
নহে। বাস্তব বিশেষ বা সম্ভাব্য বিশে-
ষের সুধাপেক্ষা না করিয়া, কাহারও
বিরক্তির ভয়ে ভীত কিংবা কাহারও অসু-
খের আশায় ক্ষীণ না হইয়া, ন্যায় ও
সত্য পক্ষ অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে
উচিত। পাঠক ও গ্রাহকদিগের ক্রটি
অনুযায়ে আপনাদিগের মত গঠিত করি-
বার চেষ্টা না করিয়া ন্যায় ও সত্য সঙ্গত

মতামত পাঠকদিগের মত ও ক্রটি
গঠিত করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।
কোন ঘটনা বা কথা উপস্থিত হইলে
সাধারণের চুপে গোপনে যোগ না দিয়া ও
সহজ সহজ লোকের আক্ষালন, চীৎকা-
রের দিকে কণ্ঠপাতও না করিয়া, পূর্বে
স্থির ভাবে সেই প্রশ্নের ন্যায়পক্ষ নিষ্কা-
রণ করা এবং অবশেষে সংযুক্তি প্রদ-
র্শন পূর্বক পাঠকদিগের চিত্ত সেই
ন্যায় পক্ষের দিকে আকর্ষণ করিবার
চেষ্টা করা উচিত। এই সকল ক্ষুদ্র
সম্পাদকের কার্য। মহাত্মের হাজিমা
উপস্থিত হইলে যখন আমাদের সকল
সহযোগীই চীৎকারে গগন মেদিনী
ফাটাইবার উপক্রম করিলেন তখন
আমরা বিচারকে ন্যায় ন্যায় পক্ষ নির্ণ-
য়েরই চেষ্টা করিয়াচিলাম কিন্তু সেজন্য
কত আক্রমণই সহ্য করিতে হইল।
সে সকল আক্রমণ ও বিক্রমে আমরা
এই উন্নত মত হইতে এক চুলও স্থলিত
হই নাই। আমরা গ্রাহকের দ্বারা নীত
না হইয়া তাঁহাদের নেতা হইতে ইচ্ছা
করি।

আমাদিগকে হুঃখের সহিত বলিতে
হইতেছে যে আমাদের অনেক সহ-
যোগী উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়া কার্য
করিতেছেন। কেবল মাত্র স্বপক্ষের গুণ
কীর্তন করিলেও তত ফল হইত না,
কিন্তু নিম্ন শ্রেণী পরসাকাক্সী উকীল
দিগের ন্যায় কেহ কেহ অন্যতাকে সত্য এবং
অন্যকে ও ন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করি-
বার চেষ্টা করেন। অজ্ঞ ও বিচারাক্ষম
লোকদিগের ক্রটি ও মতের তোষামোদ
করিয়া, তাঁহারা সম্পাদকীয় পদকে হীন
করিতেছেন। তাঁহাদের সম্পাদকীয় কার্য
ক্ষুণ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি প্রভুত করার ন্যায়,
পরমাধিকার অন্য লোকের প্রভুত-
শ্রোতে লাল কেলা মাত্র। কোন কোন
কারণে লোকে কাহেল সাহেবের

উপর বিরক্ত পুস্তক তাঁহারা ও
আর কাহেল সাহেবের কোন কার্য
প্রসঙ্গের কিছু দেখিতে পান না।
একশ লোকদিগকে চলিত ভাষায়
“জরকেতে” বলিয়া থাকে।
আমরা একশ পরসার জেলে “জর-
কেতে” দিগের অসারগত চীৎকার
ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করি। যে
সত্য ও ন্যায়প্রিয়তা অকণ্টে চিত্তে
দোষ দেখিলে দোষোন্মোচন ও গুণ
দেখিলে প্রশংসা করিতে পারে; নির্ভয়ে
অন্যদের প্রতিবাদ করিতে পারে অথচ
উপকৃত হইলে অকণ্টে কৃতজ্ঞতা
দেখাইতে পারে এবং নিজ পক্ষের
দোষ ও ক্রটি মিষ্ট কথায় গোপন না
করিয়া সাহসের সহিত দেখাইয়া সংশোধ-
ন করিতে পারে আমরা সেই সত্য ও
ন্যায় শ্রিত্য চাই, এবং তাহারই
সমধিক সম্মান করি। ন্যায় ও সত্যানু-
সার বিক্রম করিয়া যে “পপুলারিটী”
অর্থাৎ লোকপুস্রাগ জয় করিতে হন,
আমরা তাহার প্রার্থী নহি। তোষামো-
দের লাল হস্তে করিয়া যে মৎস্যের
অন্য বাহির হইতে হন, আমরা যে
মৎস্য গোমাংস অপেক্ষা ঘৃণা করি।

সোমপ্রকাশে গত কয়েকবার কাহেল
সাহেবের প্রশংসা প্রকাশিত হওয়াতে
কেহ কেহ বিস্মিত হইরাছেন। কাহেল
সাহেব হুঁতুক সহজে প্রসঙ্গের উপযুক্ত
কিছু করিতেছেন কি না? তাঁহারা
ভাবিয়া পান না। এ সময়ে তাঁহার পদ-
ভাগে কোন অপকারের সম্ভাবনা আছে
কি না তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন
না। সোমপ্রকাশ মধ্যে মধ্যে যে নির্দয়
ভাবে কাহেল সাহেবকে আক্রমণ করি-
রাছেন এবং করিয়া থাকেন তাহা কাহা-
রও অবদিত নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া
প্রসঙ্গের উপযুক্ত কার্য করিলে
তাঁহাকে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইব

কেন? যেখানে একপাশ শিখা দেয় সে
পাশে আবার আমাদিগের পাঠ করা
হয় না। এইরূপ সকল বিষয়েই আমরা
মত্যা ও ন্যায় বেধিয়া চলবার চেষ্টা
করি। যে যে বিষয়ে হিন্দুজাতির গৌরব
ও মহত্ত্ব তাহা নোমপ্রকাশ আনন্দ
ও গর্বের সজ্জিত প্রকাশ করিতে চেষ্টা
কবেন নাই। আবার উক্ত সমাজে যে
কিছু কুঅর্থ বা দোষ আছে তাহারও
উল্লেখ করিয়া সংশোধন চেষ্টা করিতে
চেষ্টা কবেন নাই। সময়ে আমরা জমি
দানের পক্ষ হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট
অনুরোধ করিয়াছি, আবার সময়ে প্রজার
পক্ষ হইয়া জমিদারদিগকে আক্রমণ
করিয়াছি। এইরূপ ব্যবহারে আমরা
কাহার প্রতি মনোহর করিয়াছি এবং
কাহারই বা অপ্রীতিভাজন হইয়াছি
তাহা জানি না এবং সে গণনাও করি
ব না। ন্যায় ও মত্যাভ্রূণের অভাবেই
সংবাদ পত্রদিগের এত অগৌরব।
যাহাতে আর একলক্ষ বাঙ্গালা সংবাদ
পত্রদিগের শিরে না থাকে তাহার
জন্য আমাদের সকলেরই গভীর হওয়া
উচিত।

—:—

কোন শ্রেণীর আশঙ্কা অধিক?

আমরা গত বাৎসর বলিয়াছিলাম যে
হুর্তিকপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যের
জন্য রিলিফ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন
করিলেও এমন এক শ্রেণীর লোক
থাকিবে যাহারা সে সকল উপায় দ্বারা
উপকৃত হইবে না। আমরা আশঙ্কিত
হইলাম যে গবর্ণর জেনারেলের দুষ্টিও
পূর্বে হইতে এই বিবেচনা পতিত হইয়াছে।
স্থানান্তরে তাঁহার যে পত্র প্রকাশ করা
হইল, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ
বেধিতে পাইবেন যে ভাগলপুরের কমি
শনার এই বিষয় গবর্ণর জেনারেলের গোচর
করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা ও

আমাদিগের কথার মধ্যে কিছু প্রভেদ
আছে। তিনি যাহাদিগের কথা বলিয়া
ছেন তাহার ক্রমিক শ্রেণীভুক্ত, আমরা
যাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাঁহার
ভ্রূশ্রেণীভুক্ত। মজুরি করিয়া অর্থোপা-
র্জন করিতে লজ্জিত হয় কৃষকদিগের
মধ্যে একপাশ লোকের সংখ্যা। অধিক কি
না? সে বিষয়ে আমাদিগের সম্বন্ধ
আছে। কৃষকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর
লোক আছে, এক শ্রেণী যথেষ্ট ক্ষেত্র
কার্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী
লোক দ্বারা সেই কার্য করে। প্রথম
শ্রেণী দরিদ্র, দ্বিতীয় শ্রেণী অশেণাকৃত
ধনী। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সচরাচর
লজ্জিত অর্থ ধান্য চাউল প্রভৃতির ব্যব
সারে অথবা মহাজনি কর্তৃক নিয়োগ
করে। ইহাদের এক এক জনের হাল গুরু
গোলা প্রভৃতি দেখিলে লক্ষ্যী অবতীর্ণ
বলিয়া মনে হয়। ইহারা মজুরি করে না
এবং করা আবশ্যকও হয় না। মজুরি
করিতে ইহাদের কিছু লজ্জা হইতে
পারে বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অতি
অল্প। বিশেষ ইহাদের হস্তে আর
অনেক ধান ও চাউল সঞ্চিত থাকে।
অতীত হুর্তিক কালে ইহাদের বিশেষ
ক্লেশের সম্ভাবনা দেখা যায় না। খাজ
নার হস্ত হইতে মুক্তি দিলে ইহারা
এক প্রকার সংসার চালাইতে পারিবে।
ভাগলপুরের কমিশনার এই শ্রেণীর কথা
বলিয়াছেন কি না আমরা বুঝিতে পারি
লাম না। ইহা ভিন্ন সকল কৃষকই মজুরি
করিতে কিংবা রিলিফের কার্য স্থানে
উপস্থিত হইতে অধিকৃত হইবে সন্দেহ
নাই। পূর্বেকালে শ্রেণী কৃষকদিগের সান্না
যোর জন্য গবর্ণর জেনারেল তিন প্রকার
উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। (১ম)
তাহাদিগকে কর্জ দিবার জন্য জমিদার
দিগকে অনুরোধ করা (২য়) জমিদার
দিগের টাকা না থাকিলে গবর্ণমেন্ট

হইতে তাঁহাদিগকে অল্প তদে কর্জ
দিয়া সেই টাকা তাহাদিগকে দেওয়ান,
(৩য়) যদি জমিদারেরা সাহায্য
করিতে কিংবা কর্জ লইতে অগ্রসর না
হন; তাহাদিগকে সাক্ষাৎ সহজে কর্জ
দেওয়া। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে জমিদার
দিগকে জামিন থাকিতে হইবে।

আমরা এ শ্রেণীর কথা বলি নাই।
তাঁহারা ভ্রূশ্র বংশ জাত কিন্তু নিতান্ত
দুঃস্থ। কোন ক্রমে আপনাদিগের এবং
পরিবারের উত্তরের অস্ত্রের সংস্থান করিয়া
দিনপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের
উপায় কি? পূর্বেকালে শ্রেণীর কৃষকেরা
জমিদারদিগের এক প্রকার হস্তগত
অস্ত্রসং জমিদারেরা একদিন তাহাদের
জামিন হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ইহা
দের জামিনকে হইবে? বিশেষ তাঁহারা
আর সকলেই অগদারে ব্যস্ত। তাহার
উপর অণু বুদ্ধি। তাঁহারা যে সহজে অণ
হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন একপা
বোধ হয় না। কেহ জামিন না হইলেও
গবর্ণমেন্ট যদি সাহস করিয়া তাঁহাদি
গকে কর্জ দিতে পারেন তাহা হইলেই
তাঁহাদের উপায় হ'ল, নতুবা আর গতি
দেখা যায় না। এই জন্য আমরা গতবারে
প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে রিলিফ কমিটী
হইতে যে সকল শস্যাদি বিতরণ করা
হইবে, তাহার কিছু কিছু প্রমের জমিদার
দিগের বাজীতে প্রেরণ করিলে এবং ঐ
জমিদারদিগের উপর তাহা বিতরণের
ভার অর্পণ করিলে, সেই সকল দরিদ্র
ভ্রূশ্র সম্ভান অনায়াসে দেখান হইতে
সেই সকল জীবনই বাইতে পারেন।

সাইপ হুগানার মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে
অনুগত উল্লিখিত কথা।

আমাদের সকল বখাই ত রক্ষা
হইল; তথাপি কর্তব্য বোধে আবার
মিউনিসিপাল কমিটিকে উল্লিখিত বিষ-

য়ের জন্য অনুবোধ করিতে চাইতেছে। যদি অনুবোধ করিয়া মনোযোগ করেন আমরা বিশেষ বাধিত হই।

প্রথম বক্তব্য—অনেক দিন হইতে রাজপুর এবং হরিনাতি প্রভৃতি স্থানের শব্দবাহের স্থান লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছে। বর্তমান সময়ে হরিনাতিতে ২।৩ স্থানে এবং রাজপুরে নারায়ণ তলা নামক এক স্থানে শব্দবাহ হইয়া থাকে। ইহার সকল গুলিই গ্রাম গবর্ণ-মেণ্টের প্রকাশ্য রাস্তার পাশে অবস্থিত। এই গুলির জন্য পথিকদিগের বিশেষ প্রতিবেশবাণী ভ্রমলোকদিগের অন্তর্ভুক্ত কষ্ট হয়। এই জন্য কতক গুলি ভ্রমলোক অনেক দিন হইতে এগুলি স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টায় আছেন। হরিনাতির দাহুল গুলির এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; তিনটি ভর ভর স্থানে শব্দবাহ না করিয়া একটী স্থানে হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। কিন্তু রাজপুরের নারায়ণ তলার ২।৩ টি লইয়া বিবাদ চলিতেছে। পূর্বে রাজপুরের গঙ্গার ধারে স্থানে স্থানে দাহ কার্য সম্পাদিত হইত এখন রাজপুরের বাজারের স্মৃতিস্থ হওয়াতে কোনো প্রভৃতি হইয়া সেই সকল ঘাট একদাটে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দিকে চার প্রামেব লোকের প্রতিদিন এই স্থান দিয়া বাজারে গতিয়াত করিতে হয়, উহাদিগকে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় কমিটী একবার স্মরণ করিয়া বেগুন। রাজ্যে অধীনকার পথদিয়া চলা নিত্যস্থ হ্রদ; শৃংগালের ২৩ দেহের হস্ত পদ প্রভৃতি লইয়া রাজ পথের উপরে কোলা হন করিতে থাকে। সমান্তরিত হইয়া পথ চলিতে হয়। কিঞ্চিদূরে এই বাটটি সরাইয়া দিবার সুবিধা হইতে পারে; এবং তাহাতে গ্রামবাসীদিগের ও বিশেষ কষ্ট হুজি হয় না। শুনিতে

পাওয়া যায় বারিপুর নিবাসী মেঘর বাবু বসন্তকুমার চৌধুরি এই ঘাটটি সরাইবার বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম; তিনি বারিপুরে বাস করেন উহাকেই এই ঘাটের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। রাজপুর গ্রামের মধ্যেও যাহারা বাস করেন উহাদিগকেও ইহার কষ্ট সহ্য করা পাইতে হয় না। কিন্তু এই স্থানের চতুর্দিকে যাহাদিগকে বিবলে এবং রাজ্যে যাতায়াত করিতে হয় উহারাই জানেন স্থানটি কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া আছে।

শুনিতে পাওয়া যায় স্মিরামপুরের ঘাট সম্বন্ধে হাইকোর্টের নিম্পত্তির একটি নম্বর দ্বারা অনেক এই ঘাট তোলা বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন। আমরা এক আপত্তি করিবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি দুই চার মরিয়া গেলে কতকগুলি লোকের দণ্ড দুই চার তাহাতে কি গ্রামবাসীদিগের দণ্ড ইচ্ছুক হওয়া উচিত নহে? এতটুকুও পরোপকার করিতে কি তাহাদের হ্রদ প্রস্তুত নহে? যদি মিউনিসিপালিটী এই কার্য করিতে অক্ষম হন গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

দ্বিতীয় কথা; রাজপুরের মধ্যে “ভূতন পুষ্কর” নামে একটি পুষ্করিনী আছে। পূর্বে পাড়ার সকল লোকে এই পুষ্করিনীতে স্নান ও ইহার জলপান করিত সস্ত্রাতি পান্য হওয়াতে এই পুষ্করিনীর জল আর ব্যবহারযোগ্য নাই। এই পুষ্করিনীর পুনঃসংস্কার করা বোধ হয় অধিকারীদিগের সাধ্যাত্ত নহে। কিন্তু আপাততঃ পান্যগুলি জুলিয়া ইহার জল পরিষ্কারের কোন উপায় করিলে বোধ হয় লোকের অনেক কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। বিশেষ দেশে বেরণ মেগেরিয়া স্রের প্রাচুর্ভাব, তাহাতে

সর্বপ্রায়ে লোকের প্রতিদিনের ব্যবহারে যোগ্য জলের দিকে দৃষ্টি পাত করা কর্তব্য। শুনিতে পাওয়া যায় বসন্ত বাবু না কি এবিষয়েও আপত্তি করিয়াছেন। তবেই তাহাকে মেঘর করিয়া এদিকের ট্যাক্সদাতাদিগের বিশেষলাভ। অল্পবারে যাহা হয় তাহা না করা হয় কেন?

তৃতীয় কথা এই। নেজামতলার ফাঁড়ীর মত একটি প্রধান ফাঁড়ীতে একটি ঘড়ি নাই কেন? ঘড়ির অভাবে ফাঁড়ীর লোকদিগের বিশেষ অনুবিধা হয়। পাহারা বদল প্রভৃতি ঘড়ি ব্যতি বেকে কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? ব্যয় ও অধিক নহে একটি; আমেরিকান ক্লক ও একটি পেটা ঘড়ি থাকিলেই কায চলিতে পারে। মিউনিসিপালিটির এবার স্বীকার করা উচিত।

চতুর্থতঃ, বর্ষাকাল না আসিতে রাজপুর এবং হরিনাতির যে রাস্তাগুলির সংস্কার আবশ্যিক তাহার সংস্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বেহালার টাউন হল কিয়া মিউনিসিপাল আফিস অংশে একটি বিশেষ আবশ্যিক। আটমশ বৎসর এদিকের ট্যাক্সদাতাদিগের কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় নাই; কর্তারা আজও কি উদাসীন থাকিবেন? বর্ষাকালে এক একটা পথিকরূপ দুর্গম ও অঘন্য হয় তাহা বর্ণনার অসাধ্য। মিউনিসিপালিটি যখন কয়েকটি পুল করিবার আবেশ করিয়া একবার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন এই উদ্যোগে যে যে স্থানে সংস্কার আবশ্যিক করিয়া দিলে ভাল হয়। অনেক দিন অধি সংস্কারের অভাবে গ্রাম গুলির জল সম্যকরূপে নির্গত হয় না; এই সকল কারণেই মেগেরিয়া স্রের এত স্মৃতি। এই পথ গুলির সংস্কার হইলে বোধ হয় দেশেও অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

আমরা মিউনিসিপালিটির বিবেচনা এই কথাগুলি অর্পণ করিলাম, যেহেতু তাঁহাদের বিচারে কি প্রকার নিষ্কৃতি হয়।

—৩৩—

বিশেষীকৃত আদেশ কোথায়?

ইংলণ্ড ভারতবর্ষের ভূমি অধিকার করিয়াছেন কিন্তু অর্থিক ও ভারতবর্ষীয় বিধের ক্ষমতা অধিকার করিতে পারিয়াছেন কি না? ভারতবর্ষের ধন ধান ইংলণ্ডের হস্তগত কি? ইংলণ্ড কোটি কোটি জনের ক্ষমতা কোথায় পড়িয়া আছে? ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ এই দুইটা কথা যুগপৎ উচ্চারণ করিলে চিত্তাশীল ব্যক্তির মনে কতকগুলি প্রশ্ন উদ্ভিত হয় এবং সেগুলির সম্বন্ধে সীমান্ত করা যায় না। সে প্রশ্নগুলি এই—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজত্ব চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তাহার উপায় কি? চিরস্থায়ী হইবার পক্ষে বাধ্যত কি কি? চিরস্থায়ী হওয়াতে ভারতবর্ষের উপকার না অপকার? যদি অপকার হয় এদাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটি গুরুতর এবং এক একটীর সম্বন্ধে দিতে এক একটা স্বতন্ত্র প্রস্তাব আবশ্যিক; কিন্তু অতি সংক্ষেপে ইহার দুই একটীর আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার একটা মাত্র উপায় আছে কিন্তু তাহা এত বহু দিন ও বহু শিক্ষা লাগে যে সে আশা দুরাশা মাত্র। সে উপায়টি কি? না, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডে অঙ্গ করা। অলঙ্কারে বিনীত ভাষায় বর্ণিত হলে এই রূপে বলিতে হয়, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে সমান অধিকার দেওয়া। এই উপায় তির্যক আর উপায় নাই। ভারতবর্ষের সাহায্যে অনেক দিন রাজ্য রক্ষা হইতে

পারে; কিন্তু ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ যদি কখনো দুর্বল হয়, ভারতবর্ষের ভারতবর্ষ যদি কখনো আবার সবল হয় অথবা ক্রমিকার মত অন্য কোন আত্মিক ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের ভারতবর্ষকে পরাস্ত করিবার উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাজ্য আর রক্ষা হইবে না। আমরা পুনরায় বলিতেছি পুরোঁক উপায় তির্যক উপায় নাই। আমেরিকা ইংলণ্ডের হস্তে ছিল, তাহারা ইংলণ্ডের অঙ্গ হইতে চাহিল, ইংলণ্ডের প্রজাতির সহিত সমান অধিকার প্রার্থনা করিল; ইংলণ্ড দিতে প্রস্তুত হইলেন না। আমেরিকাও আর দাসত্ব শৃঙ্খল পরিত্যক্ত হইল না। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের সাহায্য লইয়া দেখিলেন কিন্তু আমেরিকা ভারতবর্ষের জয় লাভ করিল। তদবধি আমেরিকা স্বাধীন। আরলও ইংলণ্ডের হস্তগত হইল; তাহারাও সমান অধিকার চাহিল, ইংলণ্ড সম্মত হইল দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু সেজন্য কত বিজ্ঞোহাষি প্রচলিত হইল, কত উপদ্রব সহ্য করিতে হইল। অবশেষে অগ্রে অগ্রে সেই সকল অধিকার দিতে লাগিলেন তাহারাও কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইল। স্টটনগও ইংলণ্ডের হস্তগত হয়; স্বাধীনতার জন্য তাহারাও যুদ্ধ করিয়াছিল কিন্তু স্টটনগওকে ইংলণ্ডের অঙ্গ করিতে সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। হিন্দুরা শাস্ত্রপ্রকৃতি, লোকসম্মত শরীরে নাই; সুতরাং সে প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা নাই; কিন্তু তথাপি পুরোঁক উপায় অবলম্বন তির্যক ইংরাজ রাজত্ব স্থায়ী হইবার আশা নাই।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এক শরীর হইবার পক্ষে অনেক বাধ্যত আছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ড জেতা ও ভারতবর্ষ পরাজিত। জেতা ও পরাজিতের মধ্যে সম্ভাব্য স্থাপিত হইতে বহুদিন

লাগে। এখনো ইংরাজ ও অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাব্য স্থাপিত হইতে বহুদিন লাগে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ড সমতা ও ভারতবর্ষ অসমতা। এ অবস্থায় প্রকৃত বন্ধুত্ব কখনই হইতে পারে না। সমানে সমানে যে লাভ তাহাই বন্ধুত্বের মূল। একের অসুখই অন্যের তত্ত্ব তাহাকে বন্ধুত্ব বলে না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের শিক্ষা স্বতন্ত্র। সহস্র সহস্র বৎসর উভয়ে সাফা ছিল না। ইংলণ্ড বাসিন্দাদের কৃতি ও প্রবৃত্তি একরূপে শিক্ষিত, ভারতবর্ষ বাসিন্দাদের কৃতি ও প্রবৃত্তি অন্য রূপে শিক্ষিত। এ উভয়ের সমতা হইতে বহু দিন আবশ্যিক। চতুর্থতঃ ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, সুতরাং ভারতবর্ষ সম্মত হইলে ইংলণ্ডের ভাবে গঠিত হইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের রাজত্ব চিরস্থায়ী হইবার একটা মাত্র উপায় আছে। কিন্তু তাহা বহু দিন ও বহু শিক্ষা লাগে।

আমরা উপরে যে উপায়টির উল্লেখ করিলাম, ইংলণ্ডের বুদ্ধিশালী ও সূক্ষ্ম দর্শী রাজনীতিজ্ঞেরাও ইহা অনুত্তর করিয়াছেন। দরবার প্রথা তাহার দৃষ্টান্ত ছিল। দরবার প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের যোগ্য বক্তব্য পূর্বে প্রস্তাবে বলিয়াছি। এই প্রথার তিনটা উদ্দেশ্য সম্ভব। প্রথমতঃ, রাজনীতি জ্ঞান দেখিলেন রাজাদিগের ভারতবর্ষের নোকে অগাধ ভক্তি এবং সেখানে যথোপযথো প্রভুত্ব ক্রমশঃ। যখন ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজত্বের চোম ভর পাবে, এই রাজ্য রাই সেই ভাবে ইংলিশগকে সম্মত হইতে পারিবে। অতঃপর ভাবে কোন ভাব। ভারতবর্ষে পারিবে না। রাজ্য প্রকৃত হস্তগত করিবার উপায় কি? সম্মত হইতে হইবে। সম্মত হইলে রাজত্ব স্থায়ী হইবে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে: প্রতি অধিকার
করা। দ্বিতীয়তঃ, সরকারস্বলে ব্রিটিশ
গবর্ণমেন্টে: প্রতাপ ও ক্ষমতার পরি-
চয় দিবা তাহারিগকে একটু ভীত
রাখা। তৃতীয়তঃ এই সরকার পুত্র
ভাষাদের যাহার যে একটি আছে
তার সংশোধন করিয়া প্রজাদিগের
প্রথ সংস্থান বৃদ্ধি করা। এই কর্তৃ
উদ্দেশ্যই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু ইহার
প্রকৃত ফল ফলিতেছে না। কারণ
শেষাংশে শেষাংশে কোলাকোলির
নার হৃদয় আর এক স্থানে রাখিয়া
আনিদেন করিলে কি তাহাতে বজ্র তা
প্রকৃত হয়? ইংলণ্ড রাজাদিগকে আহ্বান
করিয়া কতই ভোজ্য করিতেছেন
কতই বিলাস ও বজ্র তা দেখাইতেছেন
কিন্তু আবার অবিলাসের প্রতিমূর্ত্তির
অব্রণ প্রত্যেকের বক্ষঃস্থলে এক একটী
এজেন্ট বসাইয়া দিবা নিশি অধীনতা
আরণ করাইয়া দিতেছেন। বিদেশীর
রাজা হওয়ার একটী প্রধান কষ্ট এই
যে, তাঁহাদের কোন কার্যে প্রজাদের
কর্তব্যে বিশ্বাস হয় না। কারণ উভয়ের
স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। গবর্ণমেন্টে উহার
ভাবে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগেরই কল্যা
ণের জন্য যদি কোন কৰ্ম করেন তাহা
তেও আমরা কোন পুত্র প্রতীক্ষার
আরোপ করি, কারণ সহজেই মনে হয়
গবর্ণর জেনরল কিম্বা লেপ্টনন্ট গবর্ণর
কি আমাদের দিকে টানিয়া কাজ করি
তেছেন, কখনই না। তিনি যাহার ভৃত্য
তাঁহা এই শুভ সাধন তাঁহার সংকল্প।
প্রাকগণেরও মনের ভাব এইরূপ। গব-
র্ণমেন্টে বরদার শাসনের বিশৃঙ্খলতা
বিষয়ে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন;
অন্য রাজারা ভাবিতেছেন, অযোধ্যা
জ্যোতিষ নাম বরদাও এক দিনের পর
গর্তগত হইল। এই জনাই মনে হয় যে
এই সকল বাহ্যিক উপায়ে ইংলণ্ড তার

ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় পাইবেন না।
আমরা যদি হৃদয় পাই তাহা হইলে
হৃদয় দিতে পারি; যুগ্য করেন তাহার
পরিবর্তে ঘৃণাই দিব; জেতা ও সজা
বলিয়া অহঙ্কার করেন তাঁহাদিগকে অস্ত্র
ছুর সহিত পরিহার করিয়া আমরা
আমাদের চিরকালের সত্যতা লইয়া
থাকিব। অত্যাচার করেন অগনোষকে
সাক্ষী করিব এবং মনে মনে অভিশ-
প্ত করিব, কারণ সাক্ষ্যস্বরূপ শরীরে
নাই। আবার আমাদের এক শরীর
করিয়া লন, ইংলণ্ডেও শুভাকাঙ্ক্ষী
হইয়া থাকিব, কারণ তখন ইংলণ্ডের
ও আমাদের স্বার্থ এক হইবে। কাহেল
সাধেব ক্রোধে নিজ হস্ত সংশ্লিষ্ট করেন
এবং ভাবেন যে ইহার ভাল করিতে
গেলে মন্দ ভাবে, এমন আশঙ্ক্য জাতি
কখনো দেখি নাই; কিন্তু আমরা তাঁহাকে
বলিতেছি যতদিন উভয়ের স্বার্থ এক না
হইতেছে ততদিন বিদেশীর রাজার
শাস্তি কোথায়?

গাজিপুর।

গাজিপুর বলিলেই সচরাচর সহরটী
বুঝাইয়া যায়। এটি বহুকালের প্রাচীন সহর
মুসলমানদিগের অধিকার কালে ইহার চতু
দিকে ফুটক ছিল, উহাই ইহার সীমা
বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। ইহার অধিগের অধি
কারে আর সে সীমা নাই। এখন দিন দিন
ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে। যে যে
স্থানে এখন সমুদায় বাহারি, অন্য অন্য
আফিস ও সচিবদিগের বাস আছে, তাহা
পূর্বতন সহরের বহির্ভূত, কিন্তু এই স্থান
গুলি বর্তমান সহরের মধ্যগত বহিরা পরি
গণিত হইয়া থাকে। সহর বলিলেই উহাকে
একটী সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্থান বলিয়া মনে ভাবো
হয় হয়। কিন্তু গাজিপুর সহরে সে ভাবের
উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এটি অতি
দরিদ্র সহর। কেন যে 'দরিদ্র' এই বিশেষ
বল দিয়া আমরা ইহার অবমাননা করিলাম

তাহার কারণ পশ্চাৎ নির্দিষ্ট হইতেছে। এটি
যে বহুকালের প্রাচীন সহর, প্রথমতঃ তাহা
রই প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতেছে। এই
সহরের দক্ষিণ পূর্ব অংশে গজার নিজ
ধারেই একটী অত্যন্ত স্থান আছে, সেখানে
প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আভিঃ পুষ্টি
গোচর হইয়া থাকে। এই স্থানে ১৮৩৮ অব্দে
গবর্ণমেন্ট একটী ডাক্তারখানা করিয়া দেন।
স্থানটী দেখিলেই বোধ হয়, সেখানে অতি
পূর্বকালের কোন রাজা যুগ ধনাগার
অথবা তৎসমূহ কোন দৃঢ়তর গৃহ নির্মাণ
করিয়াছিলেন। এই স্থানটী গাজিপুরের দূর
বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোধ হয় গাজিপুর পূর্বে
গাজিরাজার রাজধানী ও উহার নাম গাজি
পুর ছিল। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে
উহার নাম পরিবর্ত হইয়া গাজিপুর হই
রাছে। গাজিপুর বিখ্যাত বজ্রকার্য
অযোধ্যা হইতে রায়চন্দ্রকে আনয়ন করেন
এবং তাঁহাকে সমভিষেকার্থে মিলিতার তন
কালরে লইয়া যান। রামায়ণে মহাকবি বাসী
কির বর্ণিত এই বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিলেও
গাজিপুর গাজিরাজার রাজধানী ও বিখ্যাত
দের আশ্রম স্থান বলিয়া প্রতিপত্তমান হয়।
বোধ হয়, যে সময়ে গাজিপুরে বিখ্যাত
আজম ছিল তখন দেখানো আশ্রম নিবাসি
দিগের অতিশয় দৌরাগা ছিল। বিখ্যাত
কজির ধর্ম পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম
প্রচল করেন। স্বতরাং তাহার এই দুরাশা
দিগকে দমন করিবার ক্ষমতা ছিল না।
গাজিপুর যেটা এখন কেবল পরিভ্রমণ
হইয়াছে, রামায়ণের বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়
পূর্বে একপ পরকৃত ছিল না, অরণ্যময়
ছিল। এই জ্বালাতা এই বন মধ্যে বাস করিত।
মধ্যে মধ্যে উহার বন হইতে নির্গত হইয়া
বিখ্যাত প্রকৃতি মুনীন্দ্রের যাগবজ্রাদির
নানা প্রকার বিদ্রু করিত। বিখ্যাত মূর্ত্তন
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। আশ্রমের ব্রাহ্মণকে
অধিকতর ত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহার
যাগবজ্রাদির বহল অমুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়
অতএব তাঁহারই অধিনতর অনিষ্ট ঘটত।
তিনি এই দুরাশাদিগের উত্তর সহ্য করিতে
না পারিয়া পরিশেষে অযোধ্যার অধিনতর

মহারাজ দশরথের পরধাতু হন। কিন্তু দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার সাহায্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি স্বভাবতঃ ভীতশূন্য ছিলেন। রাম চন্দ্রের আদৌকিক শৌর্য্যবীর্য্য দ্বারা কাঞ্চিন্দ্যাদি গুণ গ্রহণ করিলেন মোহিত হইয়া। তাঁহাকেই সমজ্ঞাধারে আনয়ন করেন। রামচন্দ্রের বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে জরা ও বিজরা নামে দুই বিদ্যাধান করেন। তদ্বারা এই অনুমান হয়, বিশ্বামিত্র যখন রামচন্দ্রকে আনয়ন করেন, তখন তিনি যজুর্বিদ্যার পরিপক্ব হন নাই। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কিছু দিক যজুর্বিদ্যার শিক্ষাদান করেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। যজুর্বিদ্যার তাঁহার বিদ্যা থাকি অসম্ভাবিত নয়। তবে যে তিনি পরম দুর্ভাগ্যবিশেষে মননে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহার কারণ এই, তিনি যদি পুনরায় যজুর্জ্ঞান গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে ব্যাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ দলে অপ্রতিষ্ঠা ও নব্যজিত ব্রাহ্মণের হাসি হইত। তাহা না করিয়া রামচন্দ্র দ্বারা স্বকাৰ্য্য সাধন করিয়া গইলেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকটে যে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ এই, তিনি বরাবর কুশিক তনয়ের নিকটে শিষ্যবৎ ব্যবহার করেন। বিশ্বামিত্রও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি স্বাক্ষাটী লাভে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া জনক তনয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিলেন। মিথিলা গাজিপুরের পূর্ব উত্তরাংশে। গাজিপুৰ হইতে মিথিলার দূরত্বে ৪ দিনের অধিক লাগে না। এই বিষয়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় গাজিপুৰে বিদ্যা মন্ত্রের আশ্রয় ছিল। এই স্থানে তাঁহার অজ্ঞান হইলেই অযোগ্য হইতে রামচন্দ্রের আনয়ন এবং মিথিলার হইয়া তাঁহার পানিগ্রহণ সম্পাদন রামচন্দ্রের বর্ণিত এই বৃত্তান্তগুলি অসঙ্গত ও অসংলগ্ন হয়।

গাজিপুরের প্রাচীনতার অপর প্রমাণ এই, গাজিপুরের প্রতিনিধি কালেক্টর উইলিয়াম ওল্ডহাম লাহেব এই জেলার যে

বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে যে প্রমাণ প্রদায়ক উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্বারা বসমান হয়। হইয়াছে গাজিপুৰে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের সময়কালের লোক। ওল্ডহাম লাহেব যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অতি বিশ্বাস-যোগ্য। গাজিপুৰ জেলার অন্তর্গত লৈমপুর ভিত্তি প্রজ্ঞাপুৰ প্রভৃতি স্থানে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার উত্তরাধিকারিণের কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভগুলিতে যে সংস্কৃত শ্লোক আছে সেই গুলি অশ্বাবার সময়ের পুস্তক মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্তম্ভের যে কতক গুলি মুসলমানগণের দ্বারা পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হইল। মুসলমানগণ প্রভুত সংস্কৃত গ্রন্থে যেকোন বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় পাটলিপুত্র চন্দ্রগুপ্ত রাজধানী ছিল; পাটলিপুত্রেরই উদ্যানীকৃত নাম পাটনা। পাটনা আর গাজিপুৰ অধিক দূরবর্তী নহে, অতএব গাজিপুৰে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য থাকিবার বিষয়ে কোন ক্রমে সন্দেহ জন্মিতে পারে না। চন্দ্রগুপ্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না, একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার বহুদূর-ব্যাপী রাজত্ব থাকি বারই সমধিক সম্ভাবনা।

গাজিপুরের বাটীগুলি কীর্ত্তিস্তম্ভ ও মন্দিরভা উভয়ের এক কালে পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাটীগুলি দর্শন করিলে স্পষ্ট বোধ হয় বাটী নির্মাণের নব্য রীতি আজিও গাজিপুৰ মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় নাই। গৃহগুলির না আছে স্তম্ভ, না আছে জানলা। প্রবেশ দ্বারগুলি এমন ক্ষুদ্র যে প্রবেশকালে বামন অবতার হইতে হয়। বাটার বাটীগুলি নির্মাণ করিয়াছেন; বোধ হয়, অগ্নি ও পবনের সহিত তাঁহাদিগের শত্রুতা ছিল, ঐ ঈর্ষার প্রবেশপথ রাখিয়া তাঁহারা বাটী নির্মাণ করেন নাই। নগর মধ্যে অধিকাংশই খোলার ঘর। অন্য কথা কি গাজিপুৰে গবর্ণমেন্টের যে জেল আছে, তাহারও

বেতালে খোলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলের প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইল। জেলটির বারিচের বড়ক দেওয়ান হুস্বর ও তাহাতে খোলা দেওয়া আছে বটে কিন্তু উহার ভিতরটী বড় স্থলবৎ। আমনি অনেক জেল পরিদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এতটা বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত পরিষ্কৃত জেল কোথাও দেখি নাই। জেলের মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেম নিম্নোক্ত উপাংশ হইলাম। এখানে একটি দ্বাখের বহাও বলিতে হইল। জেলের ভিতরটী যেমন পরিষ্কৃত করেদিগের কুটি তাঁহার দশাংশ পরিষ্কৃত নয়। বোধ হয় জেলের উত্তরাংশের করেদিগের অপেক্ষা বৃক্ষগুলির প্রাতি অধিক ঘন আছে। কুটিগুলি যেমন পুরু হেমন্ত ক্রমবর্গ। দেখিলে ঘৃণা উপাধৃত হয়। করেদিগকে পরিষ্কৃত কুটি দিব্য কি গবর্ণমেন্টের নিবেদন আছে? কদম্বা প্রভা তখন করিয়া করেদিগা পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করুক, গবর্ণমেন্টের এরূপ অভিপ্রায় নহে।

নূতন পুস্তক।

আমরা যজুর্বিদ্যায় হইল নিম্নলিখিত পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। নানা কারণবশতঃ এত দিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই, গত বরেরও জন্ম ক্রমে ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই, লেখক সত্যজ্ঞান আমোদগিরের উপর বিরক্ত হইবেন না।

প্রমোদিনী ১ম খণ্ড। এখানি পাণ্ডিত্য প্রমোদিনী সভা কর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয় বিধ দেখাই দ্রষ্টব্য। কবিগণ অধিকাংশ বটে কিন্তু অল্প কালের মতঃচর সেরণ অমিএ) কর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রমোদিনীর কবিতাগুলি সে খাতের ন্যায়। এগুলি কোমল মিত্র ও বিলম্বিত ভাববিশিষ্ট হইয়াছে। প্রমোদিনীর পদ্যগুলি পাঠ করিয়া আমরা যেকোন সন্তুষ্ট হইলাম, গদ্যভাগটী পাঠ করিয়া কিন্তু সেরণ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। তবে স্থানীয় রচনা মন্দ হয় নাই। বাংলা হইল

আমেরিনির কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা এরূপ প্রতীতি জাগিয়াছে, যে কবি সাধারণতঃ পরিভাগে না করেন, তিনি যাহা একজন লোককে দিতে পারিলেন।

বিবিধ সংবাদ।

১ লা পৌষ সোমবার।

ভারতেশ্বরের মহা শুভে লইয়া এত দিনের পরে যে ভয়ানক মাটিকের অগ্নির ভাঙা হইল অথবা তাহার যবনিকা পানন হইল। তাহাকেই মহাশয় যে আশীনা কবিতা লেন, সিঁচারণতি বার্তা ও মার্জিত পত্র অত্যন্ত করিয়াছেন, পূর্ণ রায়টী তাহা লিখিয়াছেন। জটিল বার্তা এ শিখরে একটা চন্দ্র রায় লিখিয়াছেন। এতদিন যে মহা শুভ অজ্ঞা লইয়া লোকের ভারতেশ্বরের মিকট কবিতা দিয়া আপনাবিগের যক্ষ্মা শূল প্রভৃতি ভয়ানক পীড়া সঞ্চা করিয়াছে, এক্ষণে সিঁচারণতিগণ অন্যান্য লোকের বিশেষতঃ দর্শ মন্দিরের অধ্যক্ষগণের লাম্পট্যে গণ উৎকট পীড়া আরোপ করিয়া অন্য সেই মহাশয়কে হত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আমরা হুগলী জেলের অধ্যক্ষগণকে একটা কথা বলিয়া রাখি, তাঁহারা যদি মহাশয় ঠাকুরকে এই ভিন বৎসর কাল কেবল ঘানি গাছে ঘুরাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পান, হিন্দুধর্ম যতঃ ওকতর পাঁপে পতিত হইবে।

আমরা তঁহারা আক্রান্ত হইলাম তাঁহার অন্তরেবল খাজে অবস্থল গণ ও গাজে আশানউল্লা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক-গণকে বিতরণ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে টাইল জর করিতেছেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, কলিকাতার যেমন বাথগেজ, জিপুরার টাইল তেমন তাঁহার জীবন। কিন্তু এবার জিপুরাতে বাটে আমাদের অধিক শস্য জন্মে নাই। তাহা হইলেই তাহাতে তাড়াতাড়ি লোকদিগের চাউল পাইবে। অন্য স্থানে প্রচুর চাউল পাইবে। এমন অবস্থায় কিভাবে এই ক্ষতি পূরণ করিবে?

সমুদ্রোত্তীর্ণ হইলে, ডিফেন সাহেব ইংরেজের মত যে সাফের আইন প্রণয়ন

করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করি নাই। তবে এ নিমিত্ত তিনি যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা তাহাকে ১০ হাজার টাকা বেওয়া হইয়াছে।

উক্ত পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, হুগলীর এক জন তালুকদারের বিপদের সময় প্রজাদিগের মিকট গাফলানি বুদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা এতদিনে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বহুবেশেরমন জয়ন্তী জমীদার হইতে আমদের এমন সংস্কার নাই। পক্ষান্তরে আমরা জানিরাছি অনেক জমীদার এই সময় প্রজাদিগের অথবা বুদ্ধি সযুবার দ্বারা কিরূপ পরিমাণে যাকনা যাপ করিতেছেন।

২ রা পৌষ মঙ্গলবার।

শ্রী হুরেজনাথ বন্দোপাধ্যায় ও মন্টি ও সাহেব সিনেট হইতে কলিকাতার উপনীত হইয়াছেন।

কিছু দিন হইল আদালতের লেফটেনেন্ট গবর্নর কামেল সাহেব জজদিগের সহিত মা'জেষ্ট্রেটদিগের সম্মেলন পদোন্নতির বৈশিষ্ট্য করেন, সেটসেক্রেটারি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। অনুমোদন না করিলেই আশ্চর্যের হইত।

কেন্দ্র অব ইণ্ডিয়া বলেন, হুগলীর ন্যায় সিরাজগঞ্জের লোক সাংক্রমিক জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। প্রায় তৃতীয়াংশ লোক জ্বরজনিত কষ্টে কষ্টভোগ করিতেছে। এ নিমিত্ত স্থল সকল বন্ধ হইয়াছে।

৩ রা পৌষ বুধবার।

উক্ত পত্র বলেন, সীওতাল প্রভৃতি আদিমবাসিনীগের শিক্ষার কাশেল সাহেব ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য দানে দীর্ঘত করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম গবর্নমেন্ট সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার প্রতি এই তার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

২২ নবেম্বর লিগটরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ভয়ানক মার্কিট বাজার প্রাচীরের এক অংশ পতিত হইয়া কাছারী বাসীর অধিক স্থান ফাঁটিয়া যায়।

এতদূর সাহেবের আগামী শনিবার শিকার হইতে বাজিলিতে প্রত্যাপন করিবার কথা আছে।

উক্ত পক্ষমালিকের গবর্নমেন্ট আর্কিসে ও স্থল সমুদ্রে দেবদারাকর এটলমের বৈশিষ্ট্য কর সালাবিগণের কতকগুলি স্থল দান তাহার প্রতিবার করিবার মানস করিয়াছেন। পক্ষান্তরে এই অক্ষর প্রচলিত হয়, ভয়ানক কিছু সমাজের প্রধানদিগের এই ইচ্ছা।

কেন্দ্র অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল বারগণীতে গমের যে ছোট ছোট চারা পানির হইয়াছে, উহাতে পোকা লাগিয়াছে, কিন্তু এখনও বড় আনষ্ট করিতে পারে নাই। বুদ্ধির জন্য সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে।

গবর্নর জেনারলের বৈশিষ্ট্য ট্রেন কানপুর হইতে আসিতেছিল, উহা এক-খানি আরোহী ট্রেনের উপর পতিত হইয়াছে দুই জন আরোহী হত ও ৮ জন আহত হয়। আমরা অন্যান্য সংবাদ পত্র দেখিলাম, দুই বালক হত ও অধিক এক তরুণ আহত হইয়াছে। পূর্ণ ভারতবর্ষের রেলওয়ে কোম্পানি এবিষয়ে ক্রমে ইংলণ্ডের রেলওয়ে কোম্পানিদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতেছেন।

পাট ও শোণের একটা কল দুনিবার জন্য বোম্বাইয়ে এক কোম্পানি হইতেছে। ইহাদের মূল ধন ছয় লক্ষ টাকা।

মাস্তোজের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য অন-রেন্স গজপতি রায় কুর্নোর রাজপুত্রী নিরাপাকে বিবাহ করিবার জন্য বারগণীতে যাইতেছেন।

এবার কেবল টাইলের নয়, জেলেরও দুর্ভিক্ষ কষ্টের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মহিষের শীত অলকট হইবে, মদীর তে জলকট আসিত হইয়াছে।

৪ রা পৌষ বৃহস্পতিবার।

বারিটার সিগিল জ্যাকসন সাহেব উকীল ও মে'জারদিগের পরীক্ষার সভার সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা নিত্য দুর্ভিক্ষ চিতে প্রকাশ করিতেছি বিচারপতি আরকানাথ মিত্রের পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে। পীড়ার

অবস্থা বর্ণনায় সকলেই ভীত হইয়াছেন। ডাক্তার চিহ্ন ও শেইন সাহেব চিকিৎসা করিতেছেন, তাহারিও ক্রমে হতাশাস হইতেছেন। আমরা অক্লান্ত সত্বিত ইশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি হারকানাথ যিহা নীত্র এই উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করুন।

মাস্ত্রাজ মেইল বলেন, ইহার মধ্যেই তথা হইতে বঙ্গদেশে প্রায় ২০ হাজার মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে, তন্নিম্ন অসুস্থারি ও কেজারিতে রপ্তানী করিবার জন্য ৬ লক্ষ মণ কট্টাই করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার মধ্যে লক্ষ মণেরও অধিক বঙ্গদেশীয় প্রবর্তকর্তৃক ক্রয় করা হইয়াছে।

১০ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় কলিকাতা বর্তমান হুগলী মহারাজা মুরসিদাবাদ রত্নপুর পাবনা ঢাকা করিমপুর ত্রিপুরা গয়া সাহরন পূর্ণিয়া কটক এবং কামরূপে লসোর দুলা কতক কমিয়াছে। ১৫ টী বিভাগে দুলা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশিষ্ট বিভাগে সকলে দুলা পূর্ণের ন্যায় সমান রহিয়াছে।

সিদ্ধিহাস বলেন, গোয়াড়র হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, মন্ডাটের তুতপূর্ণ ইমামের পুত্র সারদা সিলিঙ্গ তত্ত্বজ্ঞা দুর্গ অধিকার করিয়াছে। সিলিঙ্গ কিছুদিন হইল পুলিষের চক্ষে ধূলি দিয়া করাচি হইতে পলায়ন করে। উহাকে ধরিবার জন্য করাচি হইতে গোয়াড়রে একদল পুলিষ বৈদ্য গিয়াছে।

ইওরান চর্চ গেজেট বলেন, সম্রাতি পূর্ব বাঙ্গালার একজন এদেশীয়ের উদ্যোগে একটা সুতন সম্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে, উহার পীড়া হইলে ঐযৎ সেবন না করিয়া যীশু খৃষ্টের নিকট কেবল উপাসনা করিয়া পীড়া শান্তির চেষ্টা পায়। ইউরোপে এই প্রকার একটা সম্রাট আছে, উহাকে (শিকিউলিয়ার পিপল) “আশ্চর্য্য লোক বলে”। বস্তুতঃ ইহার আশ্চর্য্য লোকই বটেন।

গত মঙ্গলবার শ্যামপুত্রের নগেন্দ্রচন্দ্র অক্সোপাথার নামক একটা যুবক অধিকেন

খাইরা আত্ম হত্যা করে। অধিকেন খাইরাছে আনিতে পারিবা মাত্র উহাকে যেতি কল কালেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ডাক্তারেরাও তৎক্ষণাত্ চিকিৎসা আরম্ভ করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, গত কলি পাঁজ চারিটার সময় হত ভাগ্য যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। আত্মহত্যার কারণ এ পর্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই

একজন হিন্দু মেটির পাবলিক ওপিনিয়নে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের জল বায়ু এদেশীয়দের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ইহার প্রমাণার্থ তিনি দুইজন লণ্ডনস্থ মাস্ত্রাজী যুবকের বিবরণ লিখিয়াছেন, উহাদের এক জনের বয়স ১৮ ছিল, ইংলণ্ডে গিয়া কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তাহার সে পীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। আর এক ব্যক্তিও শৈব ও পীড়িত শরীরে ইংলণ্ডে গিয়া অল্পে বিলম্ব করিয়া ও সবলকায় হইয়াছেন। ইংলণ্ডের গণ অনেক আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা পাঠাইবার সময় বাঙ্গালি পাঠক, তিনি সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার সময় সতর্ক করিয়া পাঠান, এই উদ্ভাষ দোষ।

৫ ই পৌষ শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যিত হইয়া, মহা রাণী বর্ধমণী বর্তমান দুর্ভিক্ষে কষ্ট না হয় এ জন্য নিজ কর্তৃত্বাধিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এ সময় অন্যান্য জমীদার ও বনবান ব্যক্তিদিগের এবং গবর্ন মেন্টেরও কিছু দিনের জন্য নিজ নিজ কর্তৃত্বাধিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

বহু দিন হইল কলিকাতার সর্কেয়া পত্রিকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই আজও তাহার কল প্রকাশিত হইল না।

কেও অব ইওরা বলেন, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ এক প্রকার আরম্ভ হইয়াছে। গত সপ্তাহে ১৬ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে জিরাদপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ সপ্তাহেও পুলিষ চণ্ডীতলা হইতে একটা পুরুষ ও একটা স্ত্রীলোককে

গরর গাড়ি করিয়া পাঠাইয়া দেন ইহারি করে ক্রয় কিছুই আকার করে নাই। স্ত্রীলোকটির পথের দুত্বা ৩০০ হইয়াছে।

সম্রাতি কলিকাতা বহু বাজারের হিন্দু একাডেমির সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস্ট্র তুলের একজন শিক্ষকে অন্য এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন “একজন শিক্ষকের প্রয়োজন, মাসিক বেতনে ১৫ টাকা বাঁহারা বি, এ, পরীক্ষা দেন নাই, তাহাদের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই”। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ক্রমে হাল গক কিনিবার চেষ্টা দেখুন।

গত মঙ্গলবার কলিকাতার বাণ্ড ওকলাস দস্তের পুত্র মাণিকলাল দস্ত অধিকেন খাইরা আত্ম হত্যা করিয়াছে। বাতীর কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাহ হওয়াতেই এইরূপ হইয়াছে।

৬ ই পৌষ শনিবার।

অন্য কলিকাতার গবর্ন পাঠে প্রকাশিত বাজির দুওনের বাজী ৫৫০০। ১৭৭ বাজী কলিকাতার কখন হয় নাই। দুওন বলিয়াছেন তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা দিলে তিনি দাঁড় উপর দিয়া গঙ্গা পার হইতে প্রস্তুত আছেন।

বহু দিন উপলক্ষে আগামী বৃহস্পতি বার অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় ছোট আদালত বন্ধ রহবে।

লেখকজি সাহেবকে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের পদ দিবার যে কথা শু্য, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। এটা প্রেসিডেন্সি কলেজের সোভাগ্যের বিষয় বলিতে রহবে। গবর্নট সাহেব এ পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

২১ এ নবেম্বর পর্যন্ত মধ্য প্রদেশের শাসনকারী অবস্থা যেমন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ একান্ত প্রয়োজন যে সকল রবি শস্যের অবস্থা এক্ষণে ভাল দৃষ্ট দ্বিনের পূর্ব পর্যন্ত বৃদ্ধি না হইলে সেগুলি নষ্ট হইবে। রাষ্টপুরের অনেক স্থানে ধান এককালে নষ্ট হইয়াছে, রাষ্টপুর ময়লপুর ও বিলাসপুর হইতে রপ্তানী চলিতেছে দুলাও বৃদ্ধি হইতেছে। জ্বরের প্রাদুর্ভাব কতক কমিয়াছে।

সে দিন গবর্নর জেনারল যে এক বিশেষ ট্রেনে কলিকাতার আইসেন উদ্ভাতে অন রেল মিস বেরিডের একজন ইউরোপীয় পরিচালকের একটী অর্থ ব্যক্তি হারাইরা যান। গবর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ উহার বিশেষ যত্নসম্পন্ন করিতেছেন যখন বিশেষ ট্রেনে এই ঘটনা ঘটয়াছে তখন দ্বিটী অন্য লোকে লইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

ন ভির্ক বিষয়ক সংবাদ।

সুযোগ্য মাইট সাহেব ইণ্ডিয়ান ইকনমিক নামক পত্রে ভারী দুর্ভিক্ষ সময়ে নিম্ন লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

“যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত রূপে নিবারণের পক্ষে একটী বিশদ প্রাণীয়া বোধ হয়, তাহা এই—গবর্নমেন্ট দেশীয় লোকদিগকে নিজের ভারের অংশী করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা করিতে যেন সকলে অস্বীকৃত হন। একজন প্রজ্ঞান্বিত ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, সমস্ত শাসন গোপালীর লক্ষণ এই যে তাঁহারই এমন দাবী করিতে পারেন যে যেন বিপদ পাত হইলে লোকের আশা তিনি হইতে পারে না।” শিশু আঁত হুত ও দুর্দল মিগের মত যোগ্যবীর জনা গবর্নমেন্ট দেশের লোকদিগকে নিজের ভারের অংশী হইতে যে সজ্ঞান করেন তাহা কখনই স্বীকার করা উচিত নহে। কারণ এই কার্য নিজে করা হইলে গবর্নমেন্টের লক্ষণ। যখন বড় টুকু সংগ্রহ্য করিবে গবর্নমেন্ট ও তাহাঁই গ্রহণে এ প্রকার সাহায্য বিনিময় প্রার্থনা করা হইবে সে উদ্দেশ্যেই প্রজ্ঞান্বিত সন্তোষ মাতৃ কিছু ইচ্ছাতেই নিম্ন যোগে অনবধানতা প্রকাশ করিবে অন্য অংশেও অনেক ইচ্ছা হইয়াছে। যে পরিপূর্ণে প্রকাশ লোকে সন্তোষ করিবে, গবর্নমেন্ট সেই পরিমাণে তার প্রকাশ করিবে, একথা বলাও সাধা আর এরূপ বিচারের সময় অবর্তব্য অনুভব না করা

ও তাহা। কারণ একপ প্রজ্ঞাবের অর্থ এই যদি গবর্নমেন্টের প্রজ্ঞাবের প্রতি লোকে উদানীয়া প্রকাশ করেন, তাহা করিবার বিশেষ সম্ভাবনা, গবর্নমেন্টেও প্রজ্ঞাবীগকে অনাচারে মরিতে দিতে পারেন। ইহার উত্তরে আশাভের বক্তব্য এই যে যদি গবর্নমেন্ট কি হুত কি গীড়িত এক প্রাণীকেও অনাচারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন তাহার জন্য গবর্নমেন্ট ইহারও মনুষ্যের নিকট দায়ী। অতি অল্প লোকেই এরূপ আত্মান শুনিয়া থাকে একথাকি আশিও আশাভের জন্য আশাভ ১০ এই কারণেই আশাভ দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের অর্থ লইবার ক্ষমতা গবর্নমেন্টের হস্তে দিয়া থাকি, যদি হুত বিএক উপস্থিত হয় তাহা হইলে গবর্নমেন্ট কি এরূপে সাধারণের আত্মকুল্য প্রার্থনা করেন ১০০০০

এখনো ক্ষেত্র যে সকল দান্য আছে তাহা যদি আশাভ জমিদার কিম্বা মহাজন মিগের হস্তগত হইতে দি প্রজ্ঞাবীগের হুত আশাভ সীমা থাকিবে না। ১০০০০ যদি আশাভ প্রজ্ঞাবীগকে দান উঠাইয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা দি তাহাদের নিকটে নাশি বক্ত করিও দি ১০০০০ তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা হইতে পারিবে।

বেচার পরিবর্তন করিয়া গবর্নর জেনারলের মনে করণ সংস্কার হইয়াছে বাস্তবায়ন গবর্নমেন্টকে তাহা অবগত করিবার জন্য ভারতসর্গীয় গবর্নমেন্ট গত মঙ্গলবার বাস্তবায়ন গবর্নমেন্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন, আশাভ পাঠকগণের গোচর্য্য তাহার আর সমগ্র নিম্নে উক্ত করিয়া দিলাম।

“আশাভ পরিচালনা করিয়া গবর্নর জেনারল মঙ্গল সন্ধ্যাইএ গমন করেন, সেখানে হইতে যে সকল স্থানে পৌণ খালের প্রথম কার্য সকল চলিতেছে সেখানে বান তৎপরে বিদ্যা কৌশলে পৌছিয়া তিনি কলিকাতার আগমন করিয়াছেন। আসিবার সময় নিম্ন লিখিত কর্মচারিগণের সহিত তাঁহার দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কথা বর্তা হইয়াছে। পাটনার কমিশনার বেলি সাহেব সাহাবাদের এবং গঙ্গার কালেক্টর আলেক

জাওয়ার এবং পাটার সাহেব, সালিসারের তেলুগী মাজিষ্ট্রেট আবার সাহেব, পৌণ খালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার লেডিঞ্জ সাহেব, বিহারের উয়লন এবং কক্স সাহেব, রাজসাহী এবং আগলপুরের কবি সনর মলিন এবং বালী সাহেব প্রভৃতি। লেটনটে গবর্নর ১৭ ই নবেম্বরে যে তথ্য কার সাক্ষ্যের প্রচার করিয়াছেন এবং যে প্রকারে সেই সাক্ষ্যের অনুসারে কার্য হইতেছে, লাভ মর্জুক আশাভের সহিত এ উক্তের অনুমোদন করেন। কর্মচারিগণ গবর্নমেন্টের আদেশ প্রতিপালন করিতে এবং সকল প্রকার বিপদ নিবারণ করিতে যে সমর্থ হইবেন তাহা তাঁহার মনে বিশেষ প্রতীতি হইয়াছে।

লেডিঞ্জ সাহেব জল সেচন দ্বারা ৩৬০০০০ বিঘা ভূমি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদে পাত্র হইয়াছেন। লেটনটে গবর্নরের ১৭ ই নবেম্বরে আবেদনপত্রে যেন স্থানে বিশেষ দুর্ভিক্ষ প্রস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে সাধারণতঃ তাহাদের অবস্থা পূর্বের ন্যায় আছে। কেবল বিহারের যে ভূমিতে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে তাহার নিম্নত পূর্বে বেকরণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল তদপেক্ষা এখন অধিক বলিয়া পুর হইয়াছে। এবং যে রবিশস্য বপন করা হইয়াছে তাহারও অবস্থা পূর্বাণেক্ষা উত্তম এই সকল দেখিয়া যৌন কর একমাস পূর্বে বক্ত আশাভ করা গিয়াছিল এখনকার অবস্থা তত মন্দ নহে। ১০০০০০০০০ গবর্নর জেনারল যখন উক্তভাবে ছিলেন তখন র গণিত বেঙ্গাল ক্যান্টালারিয়ার সেনাপতি কর্নেল হাকিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সেনা দল সিগৌলি হইতে চম্পারন জিলার মধ্য দিয়া আসিয়াছে। তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্যিত হইলেন যে যে সকল স্থানে এখনও বিশেষ কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। পাটনার কমিশনার গবর্নমেন্টের আবেদন সকল বিবেচনা এবং সম্ভাব্য সত্কারে পালন করিয়াছেন। যে যে স্থানে ইতি মধ্যে শস্য সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা অনেক এবং বেলি সাহেবের বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন হইলেই এই সকল জেলার কোন স্থানেই গবর্নমেন্টের গোলা হইতে অধিক দূরে থাকিবে না, এবং সেখানে হইতে

পবলিকওয়ার্কের ক্রি বিলিকের লোকেরা
পন্যাদি লইয়া বাইতে পারিবে। ● ● ●
সবরের অর্থাৎ তিনি ভাগলপুর এবং
রাজসাহীর কমিশনারদিগের সহিত এবিষয়ে
অধিক আলোচনা করিতে পারেন নাই, যে
কিছু অংশ কখনো কখনো হইয়াছিল, তাহা
তেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহা
রও বেশি সাহেবের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতে
ছেন।

পাটনাবিভাগে আজিও কোন একর
রিলিকের কার্য আরম্ভ করা আবশ্যিক হয়
নাই, কিন্তু যখন আবশ্যিক হইবে তখন
সাহায্যে কার্য আরম্ভ হইতে পারে, এরূপ
উদ্যোগ করিয়া রাখা হইয়াছে। পোখালে
নে সকল লোক এখনে কার্য আরম্ভ করে,
স্নান কাটা আরম্ভ হওয়াতে তাহার মধ্যে
অনেকে চলিয়া গিয়াছে। গবর্নর জেনেরল
সেখানে যাত্রা করিতে গিয়া কট্টারদিগের
মজুর। বতদিন না শস্য আমদানীও গোলা
মাত করার কার্য সম্পন্ন হইতেছে, ততদিন
রিলিক কমিটী প্রস্তুত করা প্রকৃত কার্য
আরম্ভ হইতেছে না। সাহাবাদ জেলার
স্থানীয় কর্মচারিরা বলেন, যে আরও অধিক
পরিমাণে ইউরোপীয় লোক না থাকিলে
রিলিক কমিটী কার্যের উপযুক্ত হইবে
কি না সম্ভব। ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষের
গবর্নমেন্ট কর্মচারিরা সংখ্যা বৃদ্ধির যে আজ্ঞা
দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অর্থাৎ
দূর হইতে পারিত, কিন্তু বহি তাহাও না
হয় সেলেক্টে গবর্নর রিলিক কার্যের তত্ত্বা-
বধানের জন্য অধিক কর্মচারিরা প্রার্থনা
করিলে গবর্নর জেনেরল সে বিষয় বিবে-
চনা করিবেন। গবর্নর জেনেরল দেখিয়া
আজ্ঞাদিত হইয়াছেন যে ইতি মধ্যেই
সাহাবাদ জেলার অনেক জমিদার টাকা
কজ্ঞা লইতেছেন এবং নীলকরেরা
বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

ভাগলপুরের কমিশনার লর্ড নর্থ ক্রককে
বলিয়াছেন যে এমন কয়েক জেনীর ক্রক
জাছে, বাহারা কোন স্থানে এই কর্মমা-
সের ব্যয় নির্ভরযোগ্য নীতি প্রয়োগ করিতে

না, অর্থগবর্নমেন্টের কার্য কিম্বা রিলিক কমি-
টীর গোলাতে উপস্থিত হইতে পারিবে না।
সুতরাং তিনি তাহাদিগকে শুধে অর্থ কিম্বা
ধানাদি বিহার প্রস্তাব করেন। যে
সকল জমিদারের অধীনে এই জেনীর
ক্রক করা বাগ করে, তাহাদের নিত্য
কর্তব্য যে এই বিপদের সময় কিছু দিনের
জান্য তাহাদিগকে সাহায্য করেন। এই
উদ্দেশ্যে কোন জমিদার যদি কজ্ঞা চান
তাহা গবর্নমেন্ট হইতে পাঁতে পারেন।
ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট হইতে জমিদারদি-
গকে কজ্ঞা দিবার যে আদেশ ইতিপূর্বে
দেওয়া হইয়াছে এ বন্দোবস্তও তাহার অন্ত
র্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইতে পারে।
যেখানে যেখানে এই জেনীর লোকদিগের
বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা সেই স্থানেই স্থানীয়
কর্মচারিরা জমিদারদিগকে এই বিষয়
জানাইবেন। ● ● ● একথা জানিতে
পারিলে জমিদারেরা যে আশা হইতে
তাহাদিগকে কজ্ঞা দিবেন কিম্বা আঞ্জা-
দের সহিত গবর্নমেন্টের নিকট হইতে কজ্ঞা
করিবেন তাহাতে লাভ নব্বজকের সম্ভব
নাই। কিন্তু যদি এ আশা পূর্ণ না হয়, তাহা
হইলে সেজেনীর ক্রকদিগকে সাফল্য সহ
কজ্ঞা দেওয়া হইতে পারে, কিন্তু সে অর্থ
আবহের পক্ষে আমিন হয় কে? গবর্নর
জেনেরল ভাবিয়া দেখিবেন এমন কোন
আইন করা যায় কি না যদ্বারা জমিদা-
রদিগকেই তাহাদের আমিন করিতে পারা
যায়।

গবর্নর জেনেরল যখন উত্তর পাশ্চিমা-
কলে ছিলেন তখন সে সকল প্রদেশে
ইহমন্তিক শস্যের অবস্থা কিরূপ এবং রপ্তা-
নীর উপযুক্ত কত শস্যই বা পাওয়া হইতে
পারে এই সকল বিষয় ঠিক এবং বিস্থান
যোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে বহুই চেষ্টা
করিয়াছেন। ইহমন্তিক শস্য সম্বন্ধে বক্তব্য
এই যে উত্তর পাশ্চিমাকলের অনেক স্থানে
তাঁহা প্রচুর পরিমাণে জমিদার সম্ভাবনা।
যদিও কত শস্য রপ্তানী করিতে পারা
হইবে, তাহার ঠিক পরিমাণ দেওয়া কঠিন
কিন্তু সাধারণ বাহ্যিক দৃষ্টি এই বিষয়ে

পরিদর্শন করিয়াছেন। (এমনকি সার উইলি-
য়ম মুরর পর্যন্ত,) সকলেরই বিশ্বাস যে বিহার
রেল লোকদিগের সাহায্যের জন্য অনেক
শস্য রপ্তানী করা হইতে পারে।

তিনি যেসকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া
ছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে
বাণিজ্য উত্তম চলিতেছে, এবং উত্তর পাশ্চি-
ম ও পূর্বাঞ্চল প্রকৃত স্থান হইতে প্রচুর পরি-
মাণে শস্য হুর্ডিক-গাড়িতে স্থান সকলে
প্রেরিত হইয়াছে এবং হইতেছে। গবর্ন
মেন্টের নিজের চাউল আমদানী করিয়া
যাহাতে সাধারণ ব্যবসায়ীদিগকে নিকট
সাধ করা না হয় সে চেষ্টা সর্বত্রই কর্তব্য।
এবং পাটনার কমিশনার ও অন্যান্য স্থানীয়
কর্মচারিরা সকলেই তাঁহাকে বলিয়াছেন
যে খীর সুবিধামত যাজির মনোনীত
করা বিষয়ে ব্যবসায়ীদিগের যে অধী-
নতাও বিশ্বাস আছে তাঁহা নষ্ট করা কোন
ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। শস্যের আমদানী
সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট কিভাবে কার্য করেন
তাঁহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। গবর্নমেন্টের
গোলাতে যেসকল শস্য সঞ্চয় হইতেছে
তাঁহা অপর ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় বিক্রয়
দার্থ বাজারে উপস্থিত করা তৎপরে না।
কিন্তু তদ্ব্যতীত গবর্নমেন্টের মজুরদিগের
বেতন দেওয়া হইবে এবং যদি ভবিষ্যতে
রিলিক কমিটী স্থাপিত করা আশা করা
সেই সকল স্থানে প্রেরিত হইবে, কত
লক্ষ লক্ষ লোকের সাহায্য আবশ্যিক এবং
যে যে স্থানে অল্পকষ্ট হইবে তাহার অধি-
কংশ রেলওয়ে স্টেশন হইতে কিরূপ দূরে
অবস্থিত, সেই সকল স্থানে কতক শস্যাদি
প্রেরণ করা কিরূপ কঠিন এবং অসাধ্য
আলাপের স্বরূপে চূড়ান্ত হয় সেজন্য
গবর্নমেন্টের কিরূপ সতর্ক ও গভীর উদ্ভি-
ষ্ট এই সকল কথা মনে করিয়া গবর্নর জেনে-
রল এ সংখ্যক গবর্নমেন্ট আদেশে এই আভি-
প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে সমগ্র বিহার
নিবারকের জন্য কেবল মাত্র বাণিজ্য ও
ব্যবসায়ের কার্যের উপর নির্ভর করা হইবে
না। তদনুসারে ভবিষ্যতে কত লোক
কার্যের জন্য কিম্বা সাহায্যের জন্য উপ-

দ্বিতীয় হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া।
 "সিদ্ধান্তেরও প্রতিপালনের উপযুক্ত অধিক
 শস্য সঞ্চয় করিবার উপায় ও অর্থসংস্থান
 করিয়াছে।

সকলেই দেখিতেছেন যে এক প্রদেশের
 রপ্তানী দ্বারা অপর প্রদেশের কষ্ট দূর করা
 বিষয়ে গবর্ণমেন্ট সাধারণ বাসিন্দাদেরিগের
 উপর অধিক নির্ভর করিতেছেন, কিন্তু ব্যব
 সাধীরা অশক্ত হইলেও সাধারণে বিপদ না
 পড়ে, লোকসমূহ গবর্ণমেন্ট দ্বারাও শস্য জর
 করিয়া কষ্টে রাখিতেছেন, তদ্বারা সাধারণ
 অবশেষে গবর্ণমেন্টের কিছা তিলিক কমিটী
 হিগের শরণাপন্ন হইবে তাহাদিগের তক্ষা
 হইবে। এত সকল সাক্ষিত শস্যের কিছু কিছু
 দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকলে এখনও প্রেরিত
 হইতে পারে, এবং অবশিষ্ট অংশ যখন
 আবশ্যিক বেধ হইবে তখন ছাড়া যাইবে।
 ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের সময় সচরাচর যে জল
 হয় এখন ও তাহার উপর দেশের ভবি
 বাতের অবস্থা অনেক অংশ নির্ভর করি
 তেছে। যদিও সময়ে কার্যারম্ভ করাতে
 দুর্ভিক্ষ কষ্টের অনেক লাঘব হইবে তাহাণি
 যে সকল উপায় নির্ধারিত হইরাছে তাহা
 শীঘ্র সুসম্পন্ন করা উচিত এবং সতর্ক হইরা
 প্রকৃত দুর্ভিক্ষ কখন আরম্ভ হয় তাহা দেখা
 উচিত, কারণ নুতন অবস্থার জন্য যদি নুতন
 উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা করিতে
 হইবে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশপ্রসারী

নির্বাহ।

১. কলকাতা সাধারণ বিভাগ।

২. ওর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার কার্ভের
 এগেন্সি বক্স সাহেব লেপ্টেনেন্ট
 এম. প্রোহম সাহেবের অধীনস্থিত
 ওর ডেপুটী কমিশনারের অধীন
 ন।

৩. ওর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটী
 কমিশনার ট্রাষ্ট অফিসার
 পরগণা এইতে প্রাপ্য হইতে বদলী

সি, ডি. ফীল্ড এম. এ. এল, এল, ডি. সাহেব
 পরগণা ও জগন্নাথ এডিশনাল
 ডি. ডি. সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

৪. ডি. সি. ট্রাষ্টম্যান সাহেব ২৪ পরগণার
 মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের আসিস্ট্যান্টের পদে
 নিযুক্ত হইলেন, ইহা ভিন্ন তাঁহাকে ঐ জেলার
 ম্যাজিস্ট্রেট জেনারেল জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী
 কালেক্টরের কার্য করিতে হইবে।

৫. এম. এ. সাহেব সেক্টরাল একজামিনেশন
 কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬. চতুর্থ শ্রমীর মাজিস্ট্রেট কালেক্টর জে. জি.
 গগান সাহেব নীচত্বমে স্থাপিত হইলেন।

৭. চতুর্থ শ্রমীর মাজিস্ট্রেট কালেক্টর সি. বি.
 গগান সাহেব নীচত্বমে স্থাপিত হইলেন।

৮. চতুর্থ শ্রমীর মাজিস্ট্রেট কালেক্টর ইমাস
 গগান সাহেব নীচত্বমে স্থাপিত হইলেন।

৯. চতুর্থ শ্রমীর মাজিস্ট্রেট কালেক্টর জে. বি.
 ওরগান সাহেব জগন্নাথে স্থাপিত হইলেন।

১০. জে. বেল্ট এম. এ. সাহেব প্রেসিডেন্সি
 কালেক্টরের একজন প্রোসেসর নিযুক্ত হইলেন।

এটস, এল ডাম্পিয়ার
 বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
 সেক্রেটারি।

আইন বিভাগ।—পাটনা বিভাগের নিম্নলি
 খিত সব ডেপুটী কালেক্টরেরা তৃতীয় শ্রমীর
 মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাটগাছেন। মুন্সী আবুল
 রেজাক। পাটনা। বাবু হারিকা প্রসাদ। পাটনা।
 বাবু মহানন্দ রায়। সাহাবাদ। বাবু শ্যামচরণ
 দাস। সাহাবাদ। বাবু রামচরণ লাল। গয়া।
 মুন্সী মহম্মদ আলী নবী। গয়া। বাবু রঘুনন্দন
 প্রসাদ। বিহর। বাবু মৌদীনচন্দ্র মিত্র। বিহর।
 মুন্সী নন্দক। আলী। বিহর। মুন্সী আতর
 হুসেন। উম্মারগ।

নিম্নলিখিত কর্মচারিরা নুতন জিমিনাল
 পোসিডেন্স কোডের অঙ্গসারে দ্বিতীয় এবং
 তৃতীয় শ্রমীর মাজিস্ট্রেটদিগের বিভাগের আলীল
 শ্রমিবাস ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১. প্রাকসারীর প্রথম শ্রমীর আফিসিএটিং
 জাইন্ট মাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর জে.
 ওরগান সাহেব।

২. বিনোদপুরের প্রথম শ্রমীর আফিসিএটিং
 জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. সি.
 ব্রেট সাহেব।

৩. পারনার প্রথম শ্রমীর আফিসিএটিং জাইন্ট
 মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. এ. পোর্ট
 সাহেব।

৪. দুবসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় শ্রমীর আফিসিএটিং
 জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি. ডি.
 ব্রেট সাহেব।

৫. মুন্সেবের প্রথম শ্রমীর আফিসিএটিং জাইন্ট
 মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ. জে. বিট
 বার। এ. গগান সাহেব।

এ. যেকেনি।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
 সেক্রেটারি।

আমাদিগের বাইটসহ সংবাদদাতা
 লিখিয়াছেন:—

১। দিতান্ত আফিসার সহকারে জানি
 ইতেছি, গত ১লা ডিসেম্বর হইতে তেও
 দ্বার একটি সুবর্তিনেট পোষ্ট অফিস সংস্থা
 পিত হইরাছে। আমরা এতদিন ইহার
 নিমিত্ত চীৎকার করিয়া আসিতেছিলাম,
 এক্ষণে কর্তৃপক্ষের ওণে আমাদিগের চির
 সিন্ধিত আশাশ্রিতা অকুরিত হইল, এতী
 অমঙ্গল আফিসার বিষয় সন্দেহ নাই।
 এই প্রদেশের মধ্যে তেওঁরা একটি প্রধান
 উজ্জ্বলানাকীর্ণ স্থান। এই স্থান বাসিগণ
 সর্বদাই সখ্য পত্রাদি গ্রহণ ও চিঠিপত্র
 প্রেরণ করিয়া থাকেন। পোষ্ট অফিস
 হইয়াতে তাহাদিগের বিশেষ সুবিধা
 হইল। পোষ্ট অফিস আশ্রিততঃ চারি
 বাসের নিমিত্ত পরীক্ষাধীন হইরাছে।
 এই জরিমানার পর আরম্ভের সুবিধা স্থায়ী
 হইবে। এক্ষণে তেওঁরা পোষ্ট অফিস
 প্রধান হইরা অফিস গল্প তাহার শাখা
 হইল।

তেওঁরা প্রধান পোষ্ট অফিস হও
 রাতে অফিসগঞ্জের নিকটবর্তী নাথপুর
 নামক স্থানের নীলকূটী দূর সাহেব বিশেষ
 অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। পূর্বে অফিসগঞ্জে
 প্রধান অফিস থাকিতে দূর সাহেবের
 অনেকটা সুবিধা ছিল। এক্ষণে সেই অফিস
 অপেক্ষা কৃত দূরবর্তী স্থানে নীত হইল।
 এক্ষণে অধ্যক্ষ যোঁতাহিগের দিতান্ত অস
 ধনীর। তানিতেপাই তিনি নাকি এখিবারে
 নিমিত্ত পোষ্ট অফিসের জেনরলের নিকট
 নীতাই অভিযোগ করিবেন। চিঠিপত্র
 পাইতে এক বটা বিলম্ব হইয়াতেই দুঃ

লাটহই এই রূপে যোগ বাঁধাইতেছেন।
কিন্তু জাকরগঞ্জ প্রধান আফিম হইবে সাধ
রূপে যে ২। ৩ রিম বিলবে চিঠি পত্র পাঠবে
তাঁহা কি অভিযোগের বিষয় নহে? আমরা
আপা কুরি পোন্টী স্ট্রাইটের জেরারেল মনো-
সহ একজনের নিমিত্ত কয়েকটি সাধারণের
অনুবিধা করিবেন না।

কেহ কেহ জাকরগঞ্জ প্রধান পোন্টী
আফিম রাখিয়া তেওথার তাহার সাধা
স্থাপন করিতে চাৰ্জিত্বেছেন। এটা পিরো-
বেটে মালিকা স্পার্শের তুল্য উপহাসকর।
কলিকাতা ও ঢাকা সকল হইতে শিবালয়
সামক স্থানে ডাকের প্যাকেট উপস্থিত হয়,
এই শিবালয় জাকরগঞ্জ অণেকা তেওথার
অধিক নিকটবর্তী। তাহার শিবালয় হইতে
জাকরগঞ্জ যায়, তাহার তেওথার কিয়দি
মাইয়া থাকে। জাকরগঞ্জ প্রধান আফিম
হইলে প্যাকেট একবার সেক্সনে লইয়া
গিয়া পুনরায় তেওথার আনিতে, জনগণ
সময় নষ্ট হইবে এবং পুরের নায় প্যাকেট
বাছনি করিতেও মাসিক ১০ টাকার বেতনে
একজন ডাকঘরীয় আবশ্যকতা উপস্থিত
হইবে, তেওথার পোন্টী আফিম করিতে
এরূপ হইবে না। তজ্জন্ত আফিমের কর্ফ-
চার্জীট শিবালয়ে মাইয়া প্যাকেট বাছনি
করিতে পারিবেন। হুতরাং গবর্নমেন্টের
মাসে দশ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। একপে
বিভাগীয় ইনস্পেক্টিং পোন্টীমাইটার বাবু
রামচন্দ্র মিত্র তেওথার ডেপুটী পোন্টী
মাইটারকে শিবালয়ের প্যাকেট বাছনি
করিতে আবেশ দিরাছেন। আমাদিগের
বিবেচনার করাল মেনেজারের প্রতি এই
ভার অর্পণ করাই উচিত। স্থানীয় লোকেও
ইহার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। আমরা
ভরসা করি রামচন্দ্র বাবু তাঁহাদিগের প্রার্থনা
গ্রাহ্য করিবেন।

২। আমরা অজ্ঞতা কূলের মার্টিন
স্কলসিগ প্রাপ্ত যে ছাত্রের বিষয় পূর্বে এক
বার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম,
অনুগ্রহে প্রকাশ পাইয়াছে সেই ছাত্র
সমুদয় বৎসর কূলে উপস্থিত ছিল না।
কূলের রেজেষ্টরীতে তাহার নাম ও ছিল

নাই। হুতরাং সে স্কলসিগ পাঠ্যার বেগা
নহে। আমরা অনুগ্রহ করিয়াছিলাম। স্কল-
সিগ প্রাপ্ত ছাত্র যে কূলে বহির্গত
হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের জানিতে পারি-
না। পুরোধকারী ও এবিষয় আমাদিগকে
বিত্তি দেন নাই। যিনি এই বিষয় লিখিতে
অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত
কূলের বিশেষ বনিম্ব সম্বন্ধ আছে। হুতরাং
আমরা তাঁহার বাক্যে অনাস্থাবাসি না হইয়া
এই সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অনু-
রোধকারী যে জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে
জমে পাত্তিত করিবেন, তাহা আমরা মনেও
ভাবি নাই। এক্ষণে ঘটনা সপ্রমাণ না হও-
রূপে আমরা পিশুর লজ্জিত ও দুঃখিত
হইয়াছি। ডে. ইনস্পেক্টার মহাশয় যেন
এ বিষয়ে কিছু মনে না করেন। কূল
সংক্রান্ত কর্তৃত্বারী হোমেই এই রূপ হই-
য়াছে। বাস্তবিক আমরা অনুরোধকারী
মহাশয়কে নির্ভর্য সহকারে বলিতেছি,
যে ন যেন সংগর সাধন হইয়া কোন
বিষয়ে অনুগ্রহ করেন।

৩। সম্প্রতি এখানে জরের আভ্যন্তিক
প্রভুত্ব হইয়াছে। বাজারে খানা গোনে
৬ পনারি, চাউল মোট ২০ সের ও মক
১৬ সের টাকার বিক্রীত হইতেছে।

আমাদিগের কাটোয়ায় সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন:—

মহাশয়! কতিপয় দিবস গত হইল
হুর্জিক নিবারণোদেশে গবর্নমেন্ট কর্তৃক
কএক সহস্র যুত্ৰা কাটোয়া আসিয়া পৌছ
ছিরাছে। কিন্তু হুর্জিয়া জমে তাহাদের
কেহই নিরমানুযায়ী তাহা গ্রহণে অসম্মত
নহে।

চাউলের হর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে,
এবং তদ্বিবন্ধন সকলেই ভাবী হুর্জিকের
ভয় করিতেছে। এদিক এপ্রদেশে খানা
ছয় খানা উৎপন্ন হইয়াছে, রবি শস্য একে
বারেই হর নাই, আবার মাঠে জলাভাব
প্রচুর গোকুল নির্মূল হইবার সম্ভাবনা

ক্রিয়ায় নিবাসী করেক জন ভ্রাতৃলোক
সকলকে একত্রিত হুর্জিয়া মেমারী হইতে
কাটোয়া পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত জন্য
মহামনা লো. গবর্নর মহোদয়ের নিকট
আবেদন করিয়াছেন, তরঙ্গ করি ভদ্রীর
সম্পাদকীরন্তে প্রস্তাবিত বিষয়ের অবজা
রণা করিয়া নিম্নোক্ত প্রস্তাবের জীবন
রক্ষা করিবেন এবং বর্তমান গবর্নমেন্ট ও
খীর বিজ্ঞপিত বিষয়, কাং, পরিণত করিয়া
প্রকৃত প্রজ্ঞা সংসলতার পরিচয় দিবেন।
কলতঃ এই রাস্তাটী নীত খারত হইলেই
বর্তমান জেলার পূর্বাংশ-বাসী যাবতীয়
লোকের হুর্জিকাশঙ্কা একবারেই নিকা
পিত হয়। গবর্নমেন্টও সমধিক লাভবান
হইবেন, এবং পোন্টী বিভাগের যথেষ্ট
উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ
নাই।

এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
নিকে একটি বিষয় হুর্জিয়া দিতে
হইল। তাঁহার কি বিবেচনা? এত
বেলা প্রস্তাবিত রাস্তা ব্যবহারী হইয়া
প্রস্তুত করিয়া নতুন, মেমারী হইয়া
কাটোয়া পর্যন্ত একটি যুত্ৰ রেলওয়ে সাধা
বার্তার একন। মেমারী হইতে সাত
মাইয়া পর্যন্ত ছয় মাইল রাস্তা ও
আছে এবং কাটোয়া হুর্জিয়া দক্ষিণে দাঁড়ি
হাট পাক্সের মাইল ২০ খা গবর্নমেন্টের
দ্বারা নির্মিত হইয়া আছে কেবল মনো ২
বাহন মাইল পথ প্রস্থ হইলেই একটি
লাভের দ্বার উল্লখিত হয় কলিনা, নান্দন
ঘাট, মাত্ৰম্বর, ক্রিয়াটী হুর্জিয়া, পোন্টী,
বেগমসিগর প্রভৃতি পথের দাঁড়ি
এই সমস্ত বাণিজ্য স্থান হইতে কলিকাতা
এবং কলিকাতার
পাথে।

ক্রিয়াটী বাসী বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী
ও বাবু কালীচন্দ্র বসু মহোদয়দের হস্তমার
ক্রিয়াটী শিক্কা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,
বিভাগের হইতে বাহির করিয়া দেশীয় যুবক
গণ চতুর্ভুজ অধ্যকার মত দৃষ্টি করেন, ইহা
ভ্রমবারণোদেশের স্থাপিত হইয়াছে। বার
গোছের চক্র ও বাবু গিরীজনাথ চক্র মহা
শয় ছাড়া ইহার সত্যপ্তির তার লক্ষ্য হইল।

ভাষাকরিত হইয়া দ্বিতীয় দ্বিতীয় উজোরোত্তর
প্রবীণ কল্যান বিধান করিতে থাকুক।

ক্রীঃ পীঃ
১২৮০ }

প্রেরিত পত্র।

ক্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে যু।

মানব জীবনের অভাব-লিঙ্গ সংস্কার
এই যে নাগের পুরস্কার এবং অনাগের
তিরস্কার না করিয়া, শির থাকিতে পায়ে-
না। স্থান বিশেষে অনাগেরাচারী প্রিয় বজ্-
কে ও তিরস্কার করিয়া, তাঁহাকে তৎপথ
হইতে বিনম্রিত করি ও নাগ কান্তি
অন্তঃসারীক ও নানা প্রকারে প্রাশংসা
করিয়া, উৎসাহিত করি। যাহি মৌখিক
প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু অন্তরে
সদা আগ্রহ থাকে।

কৌটুভ্যারস্থ বর্তমান ডেপুটী কমিস
নার ক্রীযুক্ত টি শিখ সাহেব, রাজাবাসী
প্রজা পুঞ্জের চিত্তসাধনে এরূপ কৃত সঙ্গত,
যে এইরূপ আর দুই একটী লোক থাকিলে,
অস্থানের উন্নতি অচিরে সম্পন্ন হইত।
ইনি কর্তব্য কর্মসম্পাদন বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক
যে যখন কার্য কার্য তৎক্ষণাৎ সম্পাদন
করিতে একান্ত মনোযোগী ও অভিলষী।
এমন কোন বিষয়ই নাই, যে তিনি প্রতি
দিন হুটাক-রূপে পর্যবেক্ষণ না করিয়া
কাত থাকেন। আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ
করি, তাহাতে তাঁহার কার্যোপযুক্ত সময়
কখন ঘটে না। দিবা রাত্রি কেবল রাজ
কাব্যেই পর্যাবসিত হয়, ইহার মধ্যে
যদি কোন ব্যক্তি সাফল্য করিবার জন্য
উপস্থিত হয়, তবে তাহার সহিত যথা
যত খালাপাদি করিয়া, তাহাকে সমস্ত
করিয়া দিবার করেন। অধীনস্থ কর্তব্য
বর্ণের প্রতি এরূপ সদর ও সন্তোষ ব্যবহার
আমি অল্প যাত্রা যাত্র-পুঙ্খ দৃষ্টি করি-
য়াছি। যখন যে কার্য সমাধা করেন, তাহা
অত্যন্ত হৃদয়ঙ্গম সম্পন্ন হয়, যে তাহাতে
কোন দোষেরই অসম্ভব কারণ থাকে না।
বিশেষতঃ অজ্ঞানোচ্ছন্ন দুর্ভ প্রজাদের বিদ্যা

প্রকার জনা, এরূপ সচেতন যে অবসর
পাইলেই বিদ্যালয় সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া,
সমস্ত পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া কুলের
সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় ও অপর-
পর মেধারিগের সহিত উন্নতির পরামর্শ
করিয়া থাকেন। এতজ্যে বত গুলি কুল
আছে, বৎসরে অতান একবার পরিদর্শন
করিয়েনই করিয়েন। বর্তমান বর্ষে সমগ্র
কুল গুলি দেখিয়া যে গুলির কার্য দুষ্কার
রূপে নির্ধারিত হইতেছে বোধ করিয়েন,
তাহার শিক্ষককে অর্থ পুরস্কার এবং সম্ভা
দককে ধন্যবাদ প্রদান করিয়েন, এরূপ
অকৌকার করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার বিচার
প্রণালীও অতি উৎকৃষ্ট, কখন কোন দণ্ড-
প্রাপ্ত ব্যক্তি ও বিচারে অসন্তুষ্ট হয় নাই।

পারিশেষে বক্তব্য এই যে, সাহেব বাহা
দুই বেরূপ সঙ্গত-সম্পন্ন, উদার-প্রকৃতি,
প্রজাবৎসল এবং সংবিচারক তাহাতে
তিনি অমতি বিলম্বে অন্য কোন উন্নত পথে
প্রতিষ্ঠিত হউন, অথবা এই অন্ধ-কারাচ্ছন্ন
বুঢ়বিত্তরে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া,
রাছোর অবশিষ্ট উন্নতি সম্পন্ন করেন।
দীন দীন প্রজারা তাঁহার প্রতি নিত্য
অনুরক্ত। বত আশা করি, তাহাদের
প্রস্তুত ধন্যবাদ রাশি অবশ্যই সাদরে গ্রহণ
করিয়েন।

গোবিন্দচন্দ্র স্কুল ক্রীঃ পুঃ ভূষণ
১৮৭০ ভট্টাচার্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ক্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র বাগচি	
সিরাঙ্গগঞ্জ	১০
" " ক্রীকট মল্লিক—ভবানীপুর	১০
" " রসময় দাস—ভারমণ্ড হারবার	৫০
" " লাইজের মেং রাতি	১০
" " কালীনাথ বিশ্বাস—টাকাইল	১০
" " গোবিন্দ নারায়ণ দে	
কোনাবাড়ি	১০
" " রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী	
বাকইপুর।	৫০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত করেকটা বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা, যতখালে যাহুল সময়ে
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক ৫০ টাকা। ছয়
মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। নোট, ছড়ি, বরাত চিঠি, যদি অর্ডার,
ইহার অন্যতর বাঁহাতে বাঁহার সুবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য নিশ্চেষ্ট হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা যেন রেজিষ্ট্রি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও অগণনার নাম স্পষ্টাকরে
লিখিয়া ক্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের
নামে পাঠাইয়া দেন। আর বাঁহারা যদি
অর্ডার পাঠাইবেন তাঁহারা ক্রীযুক্ত কেশর-
নাথ চক্রবর্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

বাঁহাংগিরের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পুর্বে তাঁহাংগিরের নামোক্ত করিয়া তাঁহা-
ংগিকে অর্থন করাইয়া দেওয়া হইবে। সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
শীঘ্র পাইব।

বাঁহারা যাহুল না দিরা পত্রাদি প্রেরণ
করিয়েন, তাঁহাংগিরের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পংক্তি ৮-১২ই আনা তাহার পর ৮-১০
বেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিয়েন, তাঁহার
সহিত যতন্ত বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার হকিমপুর
সোণাপুর ডাকঘরে হকিম চাকড়িপোতার
ক্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাসিতে
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

“ প্রবক্তৃতাং প্রজ্ঞাং তথায পার্থিবঃ সৰস্বতা অতিমহনী ন হ্যেতান্। ”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫১ টাকা।

সম ১৯৮০, ১৫ ই পৌষ, ইং ১৮৭৩। ২৯ এ ডিসেম্বর

মকসলে মাসুলসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০১ বঙ্গ টাকা এবং
সাপ্তাহিক ৫১০ টাকা।

বিবরণ।

গ্রাহকগণকে বিনয়সহকারে জানান
যাইতেছে বাঁহারা সোমপ্রকাশের মূলা
মণিষভর পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদা
রনাথ চক্রবর্তীর নামে রেজিষ্টারি করিয়া
পাঠাইয়া দেন

অধ্যক্ষ্য।

সে.ল.রিয়াশনক পুরিয়া
অব্যর্থ ঐক্য।

উক্ত ঐক্য দ্বারা মেমে রিয়ার্জনিভ স্ত্রী
যক্ল, পুরাতন, বিধম, সংক্রামক পাণাঘর
এবং অযথা কুইন ইন ব্যবহার ঘটত ঘর
রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ
করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ১০ আট আনা।
বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং
হুবরবন মেডিকেলহাল
ডুবানিপুর, কলিকতা।

তীর্থ মহিমা

তীর্থস্থানের অনাচার ও মোহপ্লেব
চবিত্র সম্বন্ধে নাটক।

ত্রিনিদাদিয়ার শ্রীমতী

মূল্য ১/ ৫৪ টাকা। চিত্রকর্ম বেঙ্গল
ম্যাগাজিন আপিসে এবং কলিকাতায় ১৫নং
গোওয়া বাগানে ট্রীটে হুতন স অফ রজা-
লারি ও ৩০ নং নেচু চার্টার্ড ট্রাডে ন হুত
ব্রহ্মের গুপ্ত কাণ্ডের পাঠ্য বাইবে।

বাসনা এনট্রান্স কুলার প্রথম এবং
দ্বিতীয় ধর্মের পর শূন্য আছে। প্রথম
মাস্টারের বেতন মাসিক ৫০ টাকা এবং
দ্বিতীয় মাস্টারের ৩০ টাকা। পদাঙ্কীয়গণ
উপযুক্ত তার পরিচয় সহ ডিসেম্বর মাস মধ্যে
নিম্ন স্বাক্ষর কীর্তি নিকট আবেদন প্রেরণ
করবেন। দ্বিতীয় ধর্মের ইঞ্জিনিয়ারিং
জানা আবশ্যক।

১৮৭৩। } বিজ্ঞ চক্রে সেন সম্পাদক
৩১ এপ্রিলের } বাসনা, পোর্ট আফিস
মহারাজগঞ্জ জেলা ব্রিটিশাল

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
অরুণেব চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রণেতা
অরুণেব গোখামীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ১০
ডাকমাছল /০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তব্য।

লালবাজার হিন্দু } শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর
বটেল কলিকাতা } মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়
এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষায় প্রকা-
শিত নিম্নলিখিত ডাককারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাকমাছল ১০।
ই দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাছল
১০ এবং তৃতীয় ১৮ ডাক মাছল ১৮
মাত্র। ১২০ বানি উত্তম ছবি সমেত এনট্রান্স
প্রথম খণ্ড মূল্য ৫১০ ডাক মাছল /০ আনা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাছল ১০ আনা
ইক প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহারা
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই-
য়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অধ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া যাইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা বেন টাকা ও ডাক মাছল কিবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া বান।

ডাককার করিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বাসচিকিৎসা মূল্য ৫, ডাক
বরচ ৮, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিদ্ধ ডাককার ৬ চূর্ণাদাস কর মহাশ-
য়ের কৃত মেট্রিয়া মেডিকা অর্থাৎ ঔষধ্য
রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাছল ১০ উক্ত
কৃত ভিত্তিতে ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি-
বেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাছল ১০।

ডাককার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত
মহাশয়ের কৃত হুতন সার্জারি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা ঐতিহাসিক সচিত্র মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাছল প্যাকিং বরচ ৬০। বাবু খেত্র-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের করিপ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাছল /০।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর
বটেল কলিকাতা } মুখোপাধ্যায়

বিল হুয়ার আকর্ষণ যান্ত্রিক
চক্রের তিনি পরবর্ত্ত-জ্ঞানে রত্নাকর ও
মহা বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয় বা-
অধ্যাপকগণের সাধন কার্যে যত্নবান হই

উক্ত পুস্তকে সাধনের ভবন বৃত্ত আছে ।
এতৎক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাছল
হই আনা । ঈদামপূরে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য ।

ত্রিবেশবচস্ রায় কর্মকার ।

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহারো প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার
স্বা আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগুলি শুধুমাত্র বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে ।

গেজ করা প্রস্তর নির্মিত নর্দমা পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও
সেট ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ।
মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট ।

কারার ব্রিক ।

কারার স্টে ।

বাণীর নর্দমা ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উহার উক্ত গেজ করা
পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রস্তুতি
নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে ।

কম্বাডা

৭ নং হেজিঙ্কস স্ট্রীট

বরণ এণ্ড কোং

—০—

আগামী ১ নং জানুয়ারি জিহুজ বাবু
রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বারুই-
পুর দ্বাতব্য হাঁসপাতালের চতুর্থ ও রাজপুর
দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাপ্তাহিক
সভাদিবেশন বারুইপুর অভিনব উদ্যানে
হইবেক । দেশহিতৈষী মহোদয়গণ অত্র উ-
দ্যানে উপস্থিত হইয়া সাপ্তাহিক কার্য বি-
বরণ শ্রবণ ও উৎসাহদান করিয়া বাধিত ক-
রিবেন ।

৩০ এ নবেম্বর
১৮৭৩
বারুইপুর

জিতারকনাস বহু
মেনেকার

ডব্লু লাইব্রেরী গ্রন্থালয় ।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকর্ণেলেন প্রেসি-
ডেন্সী কালেক্টর উত্তর পূর্ব মুখ
দ্বিতীয় গাল

ইং সন ১৮৫০ সালে স্থাপিত ।

এই গ্রন্থালয়ে আর অনেক রকম বাঙ্গলা
গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত
গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে
পারে । ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত
রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমা-
দের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা
উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যত এবং যে যে
স্থানে মগর টাকার যে আদেশের কমিশন
পাওয়া যায়, আমরাও সেই অনুসারে সক-
লকে কমিশন দিয়া থাকি ।

মানুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মানুল
পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে ।
অগ্রণে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে
কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না ।

জ্ঞানচরণ শ্রুত—কর্মধ্যাক ।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বদের আদা-
লত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার
অভিপ্রায়ে বাহারী পরীক্ষার্থী হইয়াছেন
উহাদিগের পরীক্ষা কার্য সম্পাদন করিবার
জন্য যে বোর্ড অব এক্সামিনাস নিযুক্ত
হইয়াছেন তাহারাই এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করিয়াছেন ।

২৯ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের
কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেফটেনেন্ট
গবর্নর যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন
তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা
দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাহার
যদি হাইকোর্টের ১১ ই সেক্টরের একা-
শিত নিয়মানুসারে আজিও সার্টিফিকেট
প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে
১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে ইচ্ছা বোডে
সেক্রেটারির নিকট এই সার্টিফিকেট প্রেরণ
করিবেন । আসল হইলে ভাল হয় । তথা
কোন বিচার সংক্রান্ত কর্মচারির স্বাক্ষর
সম্মত নকল পাঠাইলেও চলিবে ।

যে লোকফাতে সার্টিফিকেট থাকিবে
তাহার পক্ষে যেম প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপ-

নার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে
ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া
দেন ।

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রহণ
করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলি-
কাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা
প্রকাশিত হইবে ।

এবং এডভোকাট মিঃ জেনার ওকালতি
ও মেজবানি পরীক্ষার্থী হইলে স্বাক্ষর করিয়া
বাইতেছে যে তাহারিগকে বোর্ড অব এক
ক্সামিনারের নিকট হইতে তাহাদের আবেদন
দন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক একখান
সার্টিফিকেট এবং জেলা টেক্সি হইতে
জাহাঙ্গীর যে কি জমা দিয়াছেন তাহা ও এক
একটি সার্টিফিকেট হইয়া পরীক্ষা স্থানে
উপস্থিত হইতে হইবে । এক এক খানি
স্টাম্প সহিত আমি লেফাফা পাঠাইলে
উহাদিগের সার্টিফিকেট খুলি পুনর্বার
ফরিয়া দেওয়া যাইবে । যে সকল পরীক্ষার্থী
উক্ত জেনার ওকালতি পরীক্ষা দিবার অধি-
কৃত পাইবেন তাহারাই কলিকাতার গবর্ন-
মেন্ট টেক্সি হইতে ফি জমা দিবার এক
এক খানি সার্টিফিকেট হইয়া ও একখান
মার দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা
হইলেই উহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ
করা হইবে ।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের : ৫ : ১৩ ।
২৭ । ২৮ শে নিকমে পরীক্ষা হইবে ।

সির্দাস জ্যাকসন
বোর্ডের সেক্রেটারি ।

সোমপ্রকাশ ।

১৫ ই পৌষ সোমবার ।

আমাদের সুযোগ্য মহোদয়গণি শিল্প
পেট্রিট গভবারে বাবু সুজেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার সম্বন্ধে সুজেন্দ্র
বাবুর উকীল গণ্টি ও গায়েবের একটি
বক্তৃত্তা প্রকাশ করিয়াছেন, যত্নতাল
পাড়িয়া আমরা যে কিরূপ আনন্দিত
হইলাম তাহা প্রকাশ করা যায় না ।
কমিশন নিযুক্ত হওয়ার ভয়ে অ্য-

শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন যে সুপ্রভাত বায়ু একে
এবেশীত তাহাতে মৃত্যু লিখিলিখান
বোধ হয় তিনি হতভিত্ত হইবেন; কিন্তু
মৃত্যুও নাহেব ও সেই আশঙ্কা প্রকাশ
করায় সুপ্রভাতের জন্য অনুরোধ করিয়া
লেন। তিনি এক একটা করিয়া সকল
দোষগুলিই অস্বীকার করিয়াছেন এবং
উনার অপরাধ অতি সামান্য বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। এই বক্তৃত্যে
মৃত্যুও নাহেব ওকেনলি নাহেবের
যে 'অসুচর' ব্যবহারের উল্লেখ
করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা
অত্যন্ত মুগ্ধ হইলাম। দেখিলে
বোধ হয় সুপ্রভাত বায়ুকে বিপন্ন করা
বিষয়ে ওকেনলি নাহেবের মতঃ
পরতঃচেষ্টা। তিনি সকল মাফীকে উপ
স্থিত হইতে দেন নাই; সকল কথা
প্রকাশ করেন নাই। একথা যদি মতঃ
হয় ইহা অপেক্ষা অসুচর ব্যবহার আর
আর হইতে পারে না। তবে মৃত্যুও
নাহেব প্রতিবাদীর পক্ষে উকীল,
বিপক্ষ উকীলের দোষ প্রদর্শন বিষয়ে
তিনি যদি অসুচর করিয়া থাকেন
আমরা সে কথা বলিতে পারি না। অপর
রাষ্ট্রীকে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া
উন্নত শাসন প্রণালীর মত; কিন্তু ওকেন
লি নাহেবের ব্যবহারে তাহা প্রকাশিত
হয় নাই

-১০২-

এতৎপক্ষে মালেরিয়া জ্বরের
প্রসূতিঃ।

বহুদিন হইতে রাজপুর, হরিনাতি,
চাকড়িগোতা, কোলাগিরা, প্রভৃতি
স্থানে পুষ্কান্ত জ্বরের অত্যন্ত প্রসূতিঃ
হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা অনেকবার
লিখিয়া লিখিয়া পরিভ্রম্য হইয়াছি।
পাঠকগণকে বিরক্ত করিবার ভয়ে আর
এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে প্ররুতি
হয় না। কিন্তু চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রামিণী

লোকের কষ্ট অস্বীকার হয় না। একে
পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক বহিঃ
তাহাতে চাকারি চিকিৎসার ব্যবস্থা
মতঃ, লোকে চিকিৎসাতত্ত্বে যতদূর ও
অবদান। আমাদের নিজবাসগ্রামের
দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষের জল সঞ্
চর করা যায় না। কয়েকবৎসর এই প্রকার
দৌরাষ্ট্র্য গ্রাম সূন্যপ্রায় হইয়াছে।
গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বৈরা
গ্যের উদয় হয় এবং বৈরাগ্যশতকের
কালমন্দির বর্ণনাটী বার বার স্মরণ
হয়।

যত্নানেকঃ কুচমপিচ যুগে—

তত্ত্বতঃপার্থক্যে,

যজ্ঞাপেক্ষা স্তব্ধবচন

স্তব্ধ নৈকোপিচায়ে।

ইথাঙ্কোমৌ রজসি নিবনৌ

হোঃগনঃ স্বাবিবাঙ্কো

কালঃ কালঃ কুবনঃকলকে

জীভুতঃ প্রাণিমাটঃ।

যেখানে পূর্বে অনেককে দেখিয়া
ছিলাম সেখানে পরে একটা অবশিষ্ট
রহিতেছে, যেখানে একটা মাত্র ছিল
সেখানে অনেকগুলি আনিতহে, অতএব
বোধ হয় যম যমুনার সঙ্গিত ভূমিরূপ
কলকে দ্রুত জীড়া করিতেছেন। দিবা
রাত্রি তাহার হুই খানি পাউ' এবং
জীবা সকল তাহার দুটি

পূর্বে বারুইপুর প্রভৃতি স্থান গুলি
অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল কিন্তু সম্প্রতি সে
সকল স্থানে উক্ত শত্রুর পূর্ণাঙ্গ হই
য়াছে। বহুদিন এই বিষম জ্বরের নিদান
নির্দিষ্ট না হইতেছে ততদিনে উচ্চনিবার
ণের সম্ভাবনা হইবার ও আশা করা যায়
না। কারণ উ জ্বর করিয়া ইহার আত্ম
শ্রিক নিবারণ যদিও সম্ভব-পর নকে
তথাপি যথাকালে ঔষধদি বিতরণ দ্বা
ইহার আংশিক নিবারণ সাধ্যাতঃ।
আমরা আশ্বাসিত হইলাম যে এতাব

দের পর একে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়ি
য়াছে। কিছুদিন হইল গবর্ণমেন্টে কিঞ্চিৎ
ঔষধসহ একটা মেটিং ডাক্তার প্রেরণ
করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি হরিনাতি
যত দেবীচরণ ঘোষের বাড়ীতে থাকিয়া
প্রতিদিন সমাগত চিকিৎসিকগণের চিকি
ৎসা করিতেছেন। প্রতিদিন সেখানে
শতাধিক লোক সমবেত হইয়া থাকে।
আবার স্তন্যভেদ দাওয়া বাড়িতেছে
ডাক্তার জ্যাক্সন নাচ বর্ডমান হইতে
এই প্রদেশ পরিদর্শনার্থ আগমন করি
তেছেন। জ্যাক্সন নাহেব আসিয়া যদি
এপ্রদেশে মালেরিয়া জ্বরের কোন
কাণে নির্ণয় করিতে পারেন তাহা
হইলে ভাল হয়, আমরা সময়ে একটা
কথা উহার গোচর করিয়া রাখিতেছি
তিনি যদি এবিষয়ে একবার অনুস
ন্ধান করেন তাহা হইলে বোধ হয়
কারণ নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইতে
পারে। রাজপুর, হরিনাতি চাকড়ি
গোতা প্রভৃতি গ্রাম সকলের জল পূর্ব
বিকের বিল ও ধানের জমি প্রভৃতি
বিয়া নির্গত হইত। রেলওয়ের রাস্তা
হওয়া অর্থাৎ বোধ হয় এই জল নির্গমের
ব্যঘাত জন্মিয়াছে। রেলওয়ে
কোম্পানি যে দুই একটা পুল প্রস্তুত
করিয়া দিয়াছেন উদ্ভাৱা সমুদায় জল
নির্গত হইতে পারে না জ্যাক্সন
নাহেব যদি একবার এই বিল ও জমি
গুলি তদারক করিয়া দেখেন তাহা
হইলে এ বিষয়ে যে যে জুটী আছে
জানিতে পারেন।

সংবাদকালিকা

আমাদের পাঠকগণের অনেকে
বোধ হয় অবগত আছেন যে বঙ্গার
রাজ্যের শাসনাবলি বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন
গবর্ণমেন্ট একটা কমিশন নিযুক্ত
করিয়াছেন। এই কমিশন কার্য আরম্ভ

করিয়া অবশিষ্ট কতগুলি অত্যাচারের কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। দিন দিন নানা প্রকারের সাক্ষী উপস্থিত হইতেছে এবং দিন দিন দুই একটী করিয়া অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইতেছে। সত্যার গত অধিবেশনে ৪৬ টী সাক্ষী উপস্থিত হয়। সভাপতি কর্ণেল মীড সাহেব অতি লম্বা প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশে শাসন বিশৃঙ্খলতা সযত্নে আর সম্বন্ধ নাই। এক দিন ১৬ জন স্ত্রীলোক সাক্ষী দিয়াছে যে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া রাজাদেশ-ক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করা হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় স্বামীর অননুগত স্ত্রীদিগকে এবং বিপথ গামিনী বিধবাবিগকে এইরূপে ধৃত করিয়া দাসী করিবার বিধি দেশে প্রচলিত আছে। এই সকল কথা যদি বাস্তবিক সত্য হয় তাহা হইলে বরষা হাজো যে প্রজাদিগকে অত্যাচার লম্বা করিতে হয় তাহাতে আর সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের গুটীকত কথা বক্তব্য আছে।

প্রথম কথা এই— আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে দেশীয় রাজাদিগের অপরাধের বিচারের ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে থাকা উচিত নহে, কারণ এক্ষণে এক পক্ষ রাজগণ অপর পক্ষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট; বাহীর হস্তে প্রতিবাদীর বিচারের ভার দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? কমিশন অঙ্গগতান করিয়া বাহা স্থির করিবেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে লিখিবেন; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা ফেটগেজেটারের নিকট পাঠাইবেন। ফেটগেজেটারি ও ভারতীয় সুযোগ্য অণ্ডর সেক্রেটারি হয় ত হারফু করিয়া তাহা বিচার করিবেন এবং “বরষা ব্রিটিশ রাজ্যস্বর্গত কর” বলিয়া হুকুম পাঠাইবেন। ইংলণ্ডের জন প্রাণী জানিতে পারিবে না কি কাণ্ড

হইল। তবে লর্ড মর্ফ্রক হেজিংস কিয়া ডালহুসির মত লোক নন বলিয়া যদি সুবিচারের আশা থাকে। আমরা পূর্বেই প্রস্তাব করিয়াছি যে এক্সপ্লে প্যালেমেন্ট হইতে কমিশন নিযুক্ত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কথা এই—মহা-প্রকৃতি যাহা পাঠ করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য লই জানেন যে কোন সকল পক্ষ কোন দুর্ব্বল পক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়াছে, জানিলে অনেক লোক সেই সকলের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য তাহার পক্ষাবলম্বন করে। বঙ্গদেশে প্রজারা যখন দেখিতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বিরক্ত হইয়া তাহাদের রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়াছেন তখন গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া কথা কহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কুজিঙ্গ প্রকৃতির সন্তান যোগ করিয়া নন্দকুমার প্রকৃতি যেহিঃ সের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছিল? যেখানে এক্ষণে ঘটনা হইয়াছে সেইখানেই মহাবীর পুংকাজ নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং কমিশন যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সমুদায় বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয় না। তাহার মধ্যে কল্পিত ও অজ্ঞান-পূর্ণ অনেক কথা থাকিবার সম্ভাবনা।

তৃতীয় কথা এই—এই কমিশন যখন নিযুক্ত হয় তখন বহাই প্রেসিডেঞ্জি অনেক সংবাদপত্র অনন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কমিশনের সকল সভার উপর বোধ হয় তাহাদের বিশ্বাস নাই এবং যদি সত্য হয় তাহাদের কথা প্রকৃতি আরও সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। যাহাদের ন্যায় ও ধর্ম্মপ্রাণতার প্রতি লোকের দৃঢ়ভক্তি আছে সেজন্য লোক ভিন্ন আর কাহাকেও এক্ষণে কার্যের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

বাহা হউক যে অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইতেছে আমাদের এক্ষণে ইচ্ছা নয় যে প্রজারা এই সকল কথা লম্বা করিয়া থাকুক। এই সকল মিথ্যার শেষ জন্য সচেষ্ট হইয়া গবর্ণমেন্ট সহায় হুতাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ রাজ্যটি আত্মসাৎ করা যেন গবর্ণমেন্টের চরমলক্ষ্য না হয়; কারণ গবর্ণমেন্ট উপদেশ পরামর্শ প্রকৃতি দ্বারা অনেক সংশোধন করিতে পারেন। বকে বং নয় হইল ক্ষুণ্ণ অবস্থিত। কাম্বী:র হুশাসন সযত্নে কয়েক খানি পত্র প্রকাশ করিয়া কাম্বীর প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকেই পুনঃ পুনঃ সেই কাম্বীর প্রশংসা করিতে হইয়াছে। যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া কাম্বীর সুখ্যাতি লাভ করিতেছে, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিলে বরষা ও যে ভবিষ্যতে সুশাসিত হইতে পারেন তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশের রাজাদের যেরূপ শিক্ষার অস্পৃশ্যতা ও চিন্তা-শূন্যতা তাহাতে তাহাদের অধিকাংশ কার্যই মন্ত্রীদিগের উপর অর্পিত হয়, অতএব মন্ত্রীদের নিযুক্ত করাই সুশাসন করিবার এক মাত্র উপায়। আমরা গবর্ণমেন্টকে এই উপায় অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু এবিষয়ে ও একটী কথা বক্তব্য আছে, তাহা এই; ইংল্যান্ড এজেন্ট ও মন্ত্রী নিয়োগ অপেক্ষা এদেশীয় মন্ত্রী নিয়োগ করা জোরকর; কারণ বিদেশীয়ের উপর যত ঘৃণা ও অবিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা এদেশীয়দিগের উপর তত হইবে না। এবং দেশীয় রাজাদিগকে কিরূপে বশ করিতে হয় তাহা এদেশীয়েরা যেরূপ দৃষ্টিতে পারিবেন একজন ইংরাজ কর্মচারী কখনই তাহা পারিবেন না। যে সকল ইংল্যান্ডের জয়সন সংকীর্ণ তাহারা ইংল্যান্ড

দেশীয় রাজাদের রাজ্যে স্থানিকত
দেশীয়দের পরামর্শ করা সর্বনাশ মনে
করেন? কিন্তু তাহা নিতান্ত জম। জিবা
কুরে নারি মাথবারাও এককাল বালকরি
লেন, তাহারাজন্য কি সর্বনাশ হইয়াছে?
তিনি সিদ্ধিয়ার মন্ত্রী হওয়াতে গবর্ণমেন্টের
কত কতি হইয়াছে? রাজা। সক্ষিপারজ
নের উপস্থিতিতে অবোধার লোকের
রাজ-তান্ত্র বাড়িয়াছে না কমিয়াছে?
জরপুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে দেশীয়
মন্ত্রী থাকিতে কত প্রজা বিস্ত্রোহী হই
রাছে? অতএব সে আশঙ্কা পরিভ্যাগ
করিয়া উপযুক্ত ও স্থানিকত দেশীয়দি
গকে তৎপদে নিযুক্ত করা উচিত।
তাহা হইলে ক্রমে শাসনের বিশুদ্ধতা
চলিয়া যাইতে পারে।

ভূত ও বর্তমান।

স্মৃতিতে পাওয়া যায়, নবাব সারেন্তা
খাঁর সময় টাকার আট মৌণ চাউল
বিক্রয় হইয়াছিল, সে ত বহুদিনের কথা,
এমন কি ১০।১২ বৎসর পূর্বেও টাকার
এক মৌণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়া
ছিল। চাউল এত দুর্খ লা হইল কেন?
অনেকে এই মূল্য বৃদ্ধিকে দেশের দুর্গ
তির লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন।
তাহারা সচরাচর বলেন, যে পূর্বে
কর্তারা ৩০ টাকা বেতনে ধোল দুর্গোৎসব
সব জিন্সা কাণ্ড করিয়া কাটাইয়া গিয়া
ছেন এখন ৮০ টাকা বেতনেও আমা
দের বার চলে না। এই বিষয় একবার
বিচার করিয়া দেখা যাউক।

পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া
দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে বর্ত্তা
দের সময় ও বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে
তিনটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। প্রথম,
মূল্য বৃদ্ধি, দ্বিতীয় ধন বৃদ্ধি, তৃতীয়
ভোগ বৃদ্ধি। পূর্বাশেফা সমুদায় জবাই
দুর্খ লা হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বাশেফা

লোকের যে অধিক অর্থাগম হইতেছে
সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্বে
৫০।৬০ টাকার কর্ণচারি প্রায় দেখিতে
পাওয়া যাইত না এবং তাঁহারা সক-
লেই ধনী জ্ঞেয়ী গণ্য ছিলেন। কিন্তু
এখন ৫০ ৬০ টাকা বেতনভোগীদিগের
সংখ্যা এত অধিক যে তাহারা সামান্য
বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এখন মাসে
২০।২৫ টাকা উপাভক্ষণ করে না এমন
লোক নাই বলিলেই হয়। আর বৃদ্ধির
সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই ধন
বৃদ্ধি ঠঠাৎ অজ্ঞাত করা যায় না। তৃতীয়
লক্ষণ ভোগ বৃদ্ধি। পূর্বে লোকেরা
যে সকল ভোগ্য বস্তু স্বপ্নেও দেখেন
নাই তাহা আমাদের অত্যাবশ্যক হইয়া
পড়িয়াছে। পূর্বাশেফা আমাদের
জীবন যাত্রা সুখের হইয়াছে। পূর্বে
এক ব্যক্তিকে কোন দূর দেশে যাইতে
হইলে ধোলপাতার ছাতা সঙ্গে
করিয়া পদ দ্বয়ের পরণাম হইতে
হইত, এখন দুর্দান্ত বাণীর শকট
সঙ্গে করিয়া সেখানে রাখিয়া আসে।
পূর্বে প্রোষিত বন্ধু বান্ধবের সংবাদ
লালসায় থাকুল হইতে হইত এখন
স্বর্ণের সৌদামিনী এক মুহূর্ত্তে তাহা
তাহার কর্ণে বলিয়া দেয়। এইরূপে
সকল বিষয়েই এই জগতে বাঁচিয়া
থাকা সুখের বিষয় হইয়াছে। কেহ
কেহ বৈরাগীর নাম এ সকলকে
অনাবশ্যক ও অন্তত লক্ষণ বলিয়া
বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা
এই মাত্র বুঝি যদি বাঁচিয়া থাকি আব-
শ্যক হয়, তাহা হইলে যত সজ্জদে
থাকা যায় ভাল। পৃথিবীর যত সুখ
দেওয়া সম্ভব সমুদায় তাহা দৌধন করিয়া
লউন, কারণ এ সময় অল্প দিন। সে
যাহা হউক, এখন এই তিন বৃদ্ধির
কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা
করা যাইতেছে। বাণিজ্য এই তিন

বৃদ্ধির কারণ, প্রথম মূল্য
ও সংস্থান অনুসারে। প্রথম
মূল্য নির্ধারিত হয়, যে জ্বোয়র
অভাব অল্প কিন্তু সংস্থান অধিক তাহার
মূল্য কমিয়া যায় এবং বাহার অভাব
অধিক কিন্তু সংস্থান অল্প তাহার মূল্য
বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাণিজ্য নিবন্ধন
এসবকে ক্রয়কার পরিবর্তন ঘটাইয়াছে
তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা
যাউক। বঙ্গদেশের ভূমি উর্বরা, সুতরাং
পূর্বে এই ভূমিতে চুর পরিমাণে
শস্যাদি জন্মিত। রক্তানীঃ অভাবে এই
সমুদায় শস্যাদি দেশের মধ্যেই থাকিত
অভাব অল্পেই সংস্থান অধিক হওয়াতে
কাজে কাজেই উক্ত শস্যাদির মূল্য
অতি অল্প হইত। বাণিজ্য হইপ্রকার
কাব্য করিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশীয়
শস্যাদি বহু পরিমাণে বিদেশে লইয়া
যাইতেছে, তাহাতে অভাব বৃদ্ধি হই-
য়াছে। দ্বিতীয়তঃ শস্যোৎপাদনোপ-
যোগী ভূমির অনেক নীল পাট প্রভৃতি
অপর জ্বোয়োৎপাদনে নিযুক্ত করিতেছে।
একারণেও দেশের সংস্থান অল্প হইয়া
আসিতেছে। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়-
মেই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। অর্থ বৃদ্ধিরও
কারণ বাণিজ্য। ইহাও হই একারে হই-
তেছে। প্রথম, রক্তানীর জীবিত অনুসারে
বিশেষীয় অর্থ দেশে সঞ্চিত হইতেছে।
দ্বিতীয়তঃ অর্থের মূলীভূত পরিপ্রমের
মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে। জ্বোয়াদির
মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের সাংসারিক
ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে অথচ আবার ব্যয়
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের পরিপ্রমের
মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং পূর্বাশেফা
লোকের অধিক অর্থাগম হইতেছে।
জ্বোয়াদি ক্রমে দুর্খ লা হওয়া অমঙ্গলের
চিহ্ন বলিয়া লোকের যে ভ্রান্ত সংস্কার
আছে তাহা দূর করাই আমাদের এই
প্রসঙ্গ করার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্বেই

সম্রাট ইংল্যান্ডে অশুভ চিহ্ন
না। উপরে বাণিজ্যের
উচিত কাৰ্য্য। উল্লেখ করা গেল ইহা
তিন্ম দেখিবার ও চিত্রা করিবার অনেক
কথাসাধে। যেমন পূৰ্ণাংগে অধিক
পরিমাণে ভূমি অন্য জীবোৎপাদনে
নিয়োজিত হইতেছে তেমন আবার সমু-
দায় জল ও পণ্ডিত ভূমি আবাদ হই-
তেছে। নিবিড় বন্যকীর্তি ও অশাস্ত্র
কর স্থান সকল পরিষ্কারের গুণে সমুদায়
বাণোপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হইতেছে।
জীবন যাত্রা নিরীক্ষা করা পূৰ্ণাংগে
কষ্টকর হওয়াতে লোকের সাধন পরি-
শ্রম ও অধ্যবসায় বৰ্দ্ধিত হইতেছে,
লোকের চিন্তা শক্তি মার্জিত হইতেছে
এবং প্রতি দিন নূতন নূতন কৰ্ম্ম নূতন
নূতন অৰ্থাগমের উপায় উদ্ভাষিত হই-
তেছে। ভাণ্ডার ভূমি অশাস্ত্রালিনী
বলিয়া ভাণ্ডারীয়েরা চিরকাল অলস।
বাণিজ্যের ক্ষেত্রেমনায় সেই আলস্য
জড়তা চলিয়া বাইতেছে। আমাদের
ভাবী-প্রবণতা ভাবী সুকীৰ্তি ভাবী
বিশ্বাবৃদ্ধি ও ভাবী স্বাধীনতা সমুদায়ের
বীজ এই পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত রহি-
য়াছে। এই উন্নতির সঞ্চিত সমুদায়
উন্নতি অনুভূত হইয়া আছে।

—০—

পূণ্য কৰ্ম্ম।

পূৰ্বকালে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করা
খাত পুণ্ডাদি ধনন করা পাঠশালা
নিৰ্ম্মাণ করা গুরু জাগরণ প্রভৃতিকে
দান করা প্রভৃতি পূণ্য কৰ্ম্ম ছিল। যাহা
দের অর্থ সম্বল থাকিত তাঁহারা
প্রায় এই সকল কার্য্যেই অর্থব্যয় করি-
তেন। পূৰ্বকাল লোকে হিন্দুধর্ম
প্রতি ঐকান্তিক আস্থা বান ছিলেন
সুতরাং হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত ঐ সকল
কাৰ্য্যে তাঁহারা অজ্ঞার সহিত প্রবৃত্ত
হইতেন। কিন্তু বিদেশীয় রাজার অধি-

কার এবং ইংরাজী বঙ্গ প্রচার হও-
য়াতে যে যে অণকার হইয়াছে তাহার
মধ্যে একটি এই যে এগুলির প্রতি আর
লোকের সে প্রকার দৃষ্টি নাই। এখন
অন্যপ্রকার কাৰ্য্যে দৃষ্টি পড়িয়াছে।
যে হুই একজন দান ধান করিয়া থাকেন
তাঁহানগকে আর একজন প্রণালী অবল-
ম্বন করিতে দেখা যায় না। আমরা
সংবাদ পত্রে প্রায় দেখিতে পাই অশুক
রাণী অশুক প্রভৃতিতে ১০ টাকা
দিতাছেন, অশুক নাটককর্তাকে এত
টাকা দিতাছেন। সমষ্টি করিলে
এই সকল দানের আয়তন বড় সামান্য
হয় না। এসকল কাৰ্য্য যে অলং কিছা
দানের অনুপযুক্ত তাহা বলা আমা-
দের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু একজন দান
অপেক্ষা সেট অর্থ লোকের অধিক
উপকারজনক এমন কৰ্ম্মে ব্যয় করা যাউতে
পারে এই কথা বলাই আমাদের
উদ্দেশ্য। কেবল এবংসর কেমন প্রায়
প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম কালেই বঙ্গদেশের
অনেক স্থানে জলকট হইয়া থাকে।
কোন স্থানে পূৰ্ণে কোন নদী বহত
ছিল এক্ষণে শুধাইয়া গিয়াছে;
কোথাওবা পূৰ্বকালের কোন দিঘী
ছিল এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে এই-
রূপে অনেক স্থানেই জলকট আরম্ভ
হইয়াছে। আমাদের এদিকের বাসা
অঞ্চলের লোকের কথা বলিবার নয়।
গ্রীষ্মকালে ঐ সকল স্থানের লোকদি-
গকে হুই তিন ফোশ হইতে পানীয়
জল লইয়া আগিতে হয়। আমাদের মধ্যেও
কি ভালজল আছে? যে হুই একটি
পুষ্করিণী লোকের অবলম্বনরূপ হইয়া
আছে তাহাও বহুজনের ব্যবহারে দুর্বৃত
ও পানের অনুপযুক্ত হইয়া আগিতেছে।
প্রায় সকল স্থানেই যে পূৰ্ণাংগে
লোকের সাহায্য হানি হইতেছে পানীয়

জলের এইরূপ বিকৃতি তাহার অন্যতর
কারণ বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের দেশের হানিশীল ব্যক্তি
গণ এইরূপে ১০২০ টাকা করিয়া না সা
বিষয়ে ব্যয় না করিয়া স্থানে স্থানে
অভাব বুঝিয়া যদি এক একটি পুষ্করিণী
ধনন করিয়া দেন তাহা হইলে জাতি
প্রজাদের জলকট মিবারণ হয় তাঁহা-
দেরও কীর্তি থাকে এবং বর্তমান দৃষ্টি
ক্ষের নায় বিপদের সময় অনেক
সাধায়া হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার
অধীনস্থ কর্মচারিদিগের দ্বারা জমিদার
ও ধনিদিগকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন
বিশেষ ফল লাভ হয়। আমরা জানি
যখন বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাটে
ছিলেন তখন তিনি কয়েকটি পুষ্করিণী
ধনন করিয়া চোড়া করিয়াছিলেন।
অন্য কৰ্ম্মচারী এইরূপ চোড়া করিলে
অনেক উপকার করিতে পারেন।

—১১—

হুইতন না নাত মতভেদ।

রপ্তানী বন্ধ করা উচিত কি না এই
কথা লইয়া যেমন এখানে মতভেদ হই
যাচ্ছে ইংলণ্ডেও সংবাদ পত্রদিগের
মধ্যে সেই আন্দোলন চলিতেছে। টাই-
মস প্রভৃতি প্রধান প্রধান কতকগুলি
পত্রিকা রপ্তানী বন্ধ করিবার পরামর্শ
দিয়াছেন। আবার কেহ কেহ লাড'
নর্থক্লেকের সহিত এক মত হইয়া বাণিজ্য
কাৰ্য্যের উপর নির্ভর করিবার পরা-
মর্শ দিয়াছেন। সুদূর বৃদ্ধি হইলে আপনা
আপনি রপ্তানী কমিয়া আনিবার সম্ভা-
বনা বটে, কিন্তু যেসকল সুদূর বৃদ্ধি হইলে
রপ্তানী কমিবার সম্ভাবনা নে অবস্থা
উপস্থিত হইতে দেশের অনেক চাউল
বাহির হইয়া বাইবে। কেও অব ইণ্ডিয়া
বলেন যে এখনো প্রতিদিন ১৮০০
মণ চাউল কলিকাতা হইতে রপ্তানী
হইতেছে এবং গণনা করিয়া বলিয়া

সম্মান অর্জন করে। অতঃপর, ইত্যাদি ১০টি
জেনারেল ১০-১২০০ বর্গ ফুট। এই উপায়ে
উঁচু ১০-১২০০ বর্গ ফুট জাতিকে বন্দী
কৃত করিয়া রাখিতেন। এই উপায়ে
অবস্থান করার জন্য যুদ্ধ বিজ্ঞ
উপাধিত হইলে তাহারা অন্যভাবে
সেই সকল জাতির সাহায্য পাঠ
তেন। মুসলমান রাজারাও তাঁহা
দের ধর্ম্য শিক্ষা দ্বারা সন্তোষ করি
বান জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছি
লেন। বর্তমান মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করি
তেন তাহাদিগকে বিবর্তিতজনক জিজ্ঞাসা
করা হইতে মুক্তি দিয়া রাজহস্তনী
অপর্ণিত করিতেন। যেখানে যেখানে এই
উপায় অবলম্বিত হইয়াছে দেখাযাই
শুধু কলিহাস। এই উপায় ভিন্ন ভিন্ন
বন্দীরা কখন কখনও অশ্রু মুখী ও
হঃস্থে হঃস্থী হইবে না। তবে ভারতবর্ষ
দিগকে অগ্রগত পণ্যে কিছু ক্রেশনাট
হাঁচা ও প্রতীক দেশ সকলের মধ্যে
যে যে বিবর্তে প্রভেদ আছে তাহার
মধ্যে রাজতাজ একটা। কি প্রাচীন
কালের। কখনো কালের সকল সম
য়ে ইতিহাসে এই প্রভেদ লক্ষ্য করা
গোময়। অতীত প্রাচীন ইউরো
পীয় জাতিরা কতকাল যাবৎ তত্ত্ব
প্রণালী অনুসারে রাজ্য শাসন করিয়া
ছিলেন এবং তাহা কত প্রভুত বর্তমান
কালের জাতিরা রাজতাজ প্রণালী পরি
বর্তিত করিয়া কত টেডাই করি
তেছেন। আমিরাৎ কোন জাতি কখন
মে প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন কি না
দেখি; এবং কখনও প্রভুত চেষ্টা করিয়া
হইয়া থাকে কিবা করিতে পারিবে কি
না দেখি। দেখিলে বোধ হয় যেন পরাধীন
তা আমাদেব বিধির নির্বন্ধ। আমাদেব
এই দল রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেছি
এবং বোধ হয় চিরদিন বাস করিবে।
আমাদেব লক্ষ্যইন আমাদেব অতীতের মত

করিয়াছি আরও মধ্য করিতে লাগি।
কিন্তু ইংলণ্ড যদি রাজস্ব চণ্ডকারী
করিতে চান তাহা হইলে একমাত্র উপায়
আছে এবং তাহা আমবা নিশ্চয়
করিয়াছি।

— 242 —

गः ॥ ७ ॥

(୩୫ ଅକାଶରେ ୧୫ ମିନିଟ)

আফিমের কুটী ও লাভ করনওয়ালিসের
কর, এই ভূমিই গান্ধিপুত্রের মধ্যে জাকাল।
আফিমের কুটী ও অনেকগুলি লোক প্রতি
পালিত হইতেছে। আফিমের কুটী না থাকিলে
গান্ধিপুত্রের মনুষ্যদিগের অন্ন মিলিত হইত।
করনওয়ালিসের কর প্রাপ্তবয়স্ক
উই এ উপদ্রুত করপেনিষ্ঠিত হইয়াছে।
এই করখন বিষ্ট হইব দেখিলে এমন বোপ
হইবে। কবরের চারিদিকে চারিটি প্রতিমূর্তি
আছে। একটী প্রাঙ্গণের একটী মুসলমানের
একটী গোঁড় ও একটী নিপাখীর। জাঁতমূর্তি
গুলি দেখিলেই পোঁচ চয় ইহার। সকলেই
লাভ করনওয়ালিস হুত্বাত সমতবে
শে কার্ত্ত হইয়াছে। এরা বেগিয়া আমাদি
গে মনোমধ্যে এই চিন্তা ও ক্ষোভের উদয়
হইয়াছে এক্ষণে একটা সর্জজনপ্রিয় গবর্নর
গেনরল হুত্ব হইয়াছেন।

গাজিপুর নগরের ময়রাজতার বিশেষ
এলাকা এ. ১, ১০, ১২ হাজার টাকার বাঁহর
বার্ষিক আয় তিন : নগরের মক্কোজ দানী
ভাল গাড়ি ঘোড়া আর দেহিতে প'ওয়া
হয় না। এখন একা ও টাণ্ডেমেরই
এবাঁদপত্তা। একবাঁ কেমন স্বচ্ছন্দ পান,
সাঁতারে কখন ডুঁকিয়েছেন, তাঁহা ই বুদ্ধিতে
শারি'াছেন। টাণ্ডেম বাঁহর। গমনাগমন
কেন, তাঁগানিগের রেশের কথা মনে হলে
বিশেষ জ্বা উপস্থিত হয়। ঐআলের
সকল সৌন্দর্য ও স্বর্বার সুখি তাঁগানিগের
মাঝার উপর বির, যায়। কেতা জগ না।
লিয়া গাজিপুরে বাবলারিরা আর
উকুট জ্বা রাখেন না।

একদে গাজীপুর সহরের সীমান্ত ছাড়িয়ে গেছে
টে, কিন্তু যে স্থানে এ্যাটর্নি সহরটি আছে

আজিও তাই সেই নগর নির্মিত থাকে। এ স্থানের রাস্তাগুলি বড় ও উৎকৃষ্ট নয়, অতিশয় আর সমুদায় প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি কঙ্কর নির্মিত। মিনি লোকটির ঘরিতা, এ স্থান উহাতে জল ও আলোক দেওয়া হয় না। জল দিবার ব্যবস্থা না থাকতে এই রাস্তাগুলিতে অতিশয় ধূলি জইয়া যেই কালে যা য় ক্লেপকর হইয়া উঠে।

যাজপুরের হিন্দু ও মুসলমানের
জাতিরও বসতি আছে হিন্দুরা সংখ্যাতে
অধিক। ব্রাহ্মণের রাজপুত লোকে প্রকৃতি হিন্দু
বিশেষ নামে জ্ঞানী আছে। ব্রাহ্মণেরা গ্রাম
মহা মাংস খান না; জালাবিগের মহা মাংস
না খাইলে চলেনা। এখানে ধর্ম্মোত্তি বহু
অতিশয় শিখিল। ব্রাহ্মণ হউন আর অন্য
হিন্দু হ'ন, কিঞ্চিৎ জৈনধর্ম্মালী এইখানে
যবনী গমন করণা থাকেন। এখানেকার
লোকের এই প্রকার জঘন্য স ক্রম আছে
যে, ধনবান এইরা যদি যবনী গমন করা
হইল, ধনবল বিফল হইল।

এখানকার জীকোকেরা অর্থাৎ মাংসভক্ষী
শিয়। ভূত চারিজন এ জাতিইগে গমন
করিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। ইহর
জাতির জীকোকেরা রাস্তার গমন করতেন্দু
সড়গাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

রাসলা বেণে যেমন বার মাসে সের
পার্কিং এখানে সেরা নাই। এখানে সের
দিয়ে দেওয়া গি ও গোলি এবং মুসলমান
দিয়ে মসজিদ এই দিনে মাসে পক্ষি আচ্ছ।
এখানে মুসলমান সংখ্যা তে অল্প বটে কিন্তু
কাজারা জাতাপে ও বলা। এক সময়ে কোর্স
ও মস, ম উপস্থিত হইলে চিন্তুর। গীত বাস
কুঁড়ি আমেদ করিতে পান না।

এখানকার উত্তর লোকদিগের কবর।
অতিশয় শোচনীয়। তাহা।। জীপুত্রব ছেলে
মেরে একত্র কইড়া সাড়াহিন গাঃ প্রেম বলে,
কিন্তু সচ্ছল দিন পাত হুত নাহর।
প্রভুত অতি কবর। ত্রবা বহাঃমের
লাহা।। অঃন।। এক দ্বিম রে বঃঃ বিঃমত
ও বারপা। নাই জাঃবঃ হইলঃম, এঃদী

স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল জুড়েই আছে। জিজ্ঞাসা করি। সীমলাস, যে সেই মানা সিদ্ধ করি। বাহার করবে।

এখানে দুই টংরাভী খুল আছে। একটি মিশ্রনির্মিতের প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়টি গাজপুর বাসিন্দাদের স্বত্বভুক্ত। দ্বিতীয়টির নাম মিত্রোপাখ্যাতন। এটি সারব আশ্রম ও লালো বরবংশ লালের কর্তৃত্ব ভুক্ত। সারব আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্র সংখ্যা লালের সবানাতান উইর জাবনামা হইয়াছে। সারব আশ্রমের দুইটি ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় গাজপুর হইতে ১৮ হাজার টকা সংগ্রহ করেন। খন্য উইর ও অধবসার। একজন অধ্যাপক না হইলে সাধারণের উপকারক এবং সুবৎ কাব্য সম্পন্ন হয় না।

এখানকার অলমারু অতি আশ্চর্য। লোকে বলেন, পূর্বোক্ত বারু অধিবাস্তর আশ্রমের ছিল। ক্রমে মল্ল হইতেছে। কি কারণে মল্ল হইতেছে, উহার কারণ বর্ণিত পারেন না।

এখানকার দুই মন্দিরীয় মন্দির। কিছু অধিক কীর্তি মিজান আছে। ক্রমকালের পরিচালনার গুণে উইর অধিকতর উন্নয়ন লাভ করিয়াছে। ক্রমকালের কুশোদক সেচন দ্বারা ক্রমিক বা নির্মল হইতেছে।

এখানে জল মাটিতে ডেপুটি মাস্টারের সারব আমান দুই সেকের কাছার আছে।

বিবিধ নব্বাদ।

৮ ই পৌষ মোসরার।

আমরা সীমলাস হুগলীর জমীদার ও রাইসভেরা তথ্য এখন রথাকর স্থাপনের প্রতিবাদ করিয়া এবং এবং এর তাৎপর্যকে উচ্চ করে হস্ত হইতে মুক্ত কর। হয় এই প্রার্থনা করিয়া লেপ্টনট গবর্নরের নিকট যে আবেদন করেন কাদের সাহেব তাহা অগ্রাহ্য কালে তাঁহার পুনরায় এবিষয় গবর্নর জেনরলের গোচর করিয়াছেন। কি সাংক্রামিক স্বর কিস, তাহা কিস বিষয়েই হুগলী ও বর্জমান এই উভয় স্থানের অবস্থা সমান। লেপ্টনট গবর্নর যে কি না গবেষণা সনের রথাকর জুগিয়া গিয়া উইর হুগলীর

অন্তঃক্ষেপ করিলেন আমরা বুঝিতে পারি। তেঁহ না। মর্শ্বকর বর্ষ বিশেষ অল্পসংখ্যক করিয়া নেবে, যেহেতু পাঠিবেন, যে কারণে বর্জমানের এখন রথাকর স্থাপন অন্যত্র বলিয়া বোধ হইয়াছে, হুগলীতেও সে কারণে অসম্ভাব্য নাট। অধিবাসীদের উচ্চ লাভ মর্শ্বকর অবস্থার কারণে মনোরম পূর্ণ কারণ।

উপস্থাপনের পদশালিতা যে পা বিশেষকর দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় ভাগের ভারবহন। এখানে ৩ বছরে যেমন নিরুত্ত, সেখানে বিষয়ে যেমন ইংলও অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তার এবার বিগের পদশালিতা নাই বটে কিন্তু পদশালিতা বিলম্বন আছে। এখানকার দ্বিতীয় সেকেরা অন্যতরে আর মরে না। ভিকারি দ্বারা কোম্পোজিটের চলিয়া যায়। নিম্নে যে সংবাদটি লিখিত হইতেছে তাহা ইংলও দ্বিতীয়ের এক প্রকার পরিচয় হইবে। সম্ভ্রতি ইংলও একজন দ্বিতীয় আপসার দুই সন্তানের কণ্ঠ ক্ষেত্র করিয়া পূর্ণবয়সে হস্তে তাৎপর্যমূলক করিয়া গেল, যে সন্তান দুইটির ভরণ পোষণে অক্ষম। ইয়া এই দুর্ভাগ্য করিতে। কি ভয়ানক।

দ্বারা পাঠকগণকে একটী সন্তানের সংবাদ দিতেছি। বিচারপতি ভারতনাথ মিত্রের পীড়ার কণ্ঠ উল্লস হইয়াছে। এই পশম জন্য প্রশাসনীয় করিয়া বিগের ভাগ্যে পতিত হইয়াছে। টবস পেটন প্রকৃতি বড় বড় ডাঙাঘেটা এক প্রকার জন্য দিচ্ছিলেন। পরে করিয়া নিগে। চিকিৎসার কণ্ঠ উপকার হইয়াছে। দ্বারা চিকিৎসার হটক আরোগ্য হওয়াই সকলের প্রার্থনীয়।

উত্তর পাড়ার জমিদার বুদ্ধজয়ন্ত মুখোপাধ্যায়ের যে সন্তান পীড়া হইয়াছিল বাবু সুরা কুমার সর্বাধিকারীর চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য হইবেন একথা আশা করিয়াছে।

৯ ই পৌষ মঙ্গলবার।

প্রশংসা দেউলের এপ্রিমন্ত সংবাদ। নাতা দুই জন বাকীকরের দ্বিতীয় উপরে তরুনক হস্তদুর্ভাগ্যে এইরূপ লিখি।

হুগলী। কোল্টার এবং পাগোউচ নামক দুই জন বাকীকরের দ্বিতীয় উপরে উঠে। দ্বিতীয় ১৯৬ বার দুইজন দুই পীড়িতলা হুগলীর জমিদার দ্বারা উত্তরে দ্বিতীয় দুই জন হইতে গিয়া মঙ্গল্যানে সাফল্য করিয়া পরস্পরের পাশে দিয়া চলিয়া যাইবে এই রূপ স্থির করা। ১২ টা বাজিয়া মাজ উত্তরে দুই জন হুগলী গমন করিতে লাগিল, কোল্টারের বিশেষ পট্টনা জায়ে নাই, সে দ্বারা অস্ত্রে দ্বারা লাগিল। কিন্তু পাগোউচ জরুরেগে অসম্ভাব্য উত্তর সম্মুখভী হুগলী উত্তর কণোনিম্নে সজোরে একটী খুঁস মারিল, কোল্টারের অস্ত্রাঘাত দ্বিতীয় উপরে হইতে গিয়া মারিয়া গেল, কিন্তু সে একেবারে দুর্ভাগ্যে না পড়িয়া এক ভাগে দ্বিতীয় দ্বারা ফেলিল আর এক ভাগে আক্রমণকারীর এক পা ধরিল। ইহাতে পাগোউচও পড়িয়া গেল। কিন্তু বাকীকর দ্বিতীয় অপেক্ষাকৃত দূরত্বে গমন করিল। এক দূরত্বে উত্তরের ঘোর ভয় হুগলী হইল। কোল্টার দ্বারা হস্ত দ্বারা পাগোউচকে দ্বিতীয় ফেলিল এবং বার জনা চোকা করে লাগিল, এদিকে পাগোউচ ডান পা দ্বারা কোল্টারকে পদাঘাত করিলেন লাগিল এবং বামহস্ত দ্বারা দ্বিতীয় হস্তের পাতার ভাগে হস্ত হইল। ফেলিয়া দ্বিতীয় চোকা করিতে লাগিল। পূর্বের উপর এক রূপ উত্তরের দুর্ভাগ্য হইল, উত্তরদিকে ভাঙিয়া দ্বিতীয় কোম উপরে লাগল, এমন অবস্থায় দ্বিতীয় বাকীকর উত্তরের একজনকে অগ্নি দুই জনেরই হস্তা নিশ্চয় করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় মতি ভয়ানক হইয়া উঠিল, দশক গণের মধ্যে অনেক স্থানীয় এই ভয়ানক বাপের দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, অনেক পুরুষকেও কান্নিতে হইল। মোট সমস্ত আশংকা যে না নো দ্বারা কোল্টার দ্বিতীয় উপরে উত্তর দ্বারা দ্বিতীয় হুগলী দ্বিতীয় দ্বারা এই বিপদ হুগলী দ্বারা আহত এবং হুগলী দ্বারা কন্যা করিয়া জনা পাগোউচকে দ্বিতীয় বরুণকর আর জন্ম করিতে লাগিল তাহা এই।

হীছেন তিনি ২০ হাজার টাকা পাউলে
কর্তৃক উপহার দিয়া গয়া পীর হইতে প্রাপ্ত
আছেন বিহারী আমায়ের দেশীয় বাস
বাজী বেধিয়া বিপ্লিত জন, তাহাদের এক
নার এই ইউরোপীয় বাসবাজী দেখা কর্তব্য।
বেধিতে কিছু পরস্য ব্যয় আছে বটে; কিন্তু
সে পরস্য বৃথা নষ্ট হইবে না, যে পরস্য
দেওয়া হইবে তাহা পোকা অধিক আমায়ের
পাওয়া যাইবে।

সম্রাট বোম্বাইয়ে একজন জীলেক
ডাক্তার আনিয়াছেন। আমায়ের জীলো
করা ক্রমে এদেশের পুরুষদিগের প্রতি
আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্মী টাইমস বলেম লর্ড নর্থব্রক
বখন লক্ষ্মী গমন করেন স্বখন অসংখ্য
লোকে তাঁহার নিকট দরখাস্ত করে। তিনি
কলিকাতার সে দরখাস্তগুলি পাঠ করিবেন।

সম্রাট মাজাজে একজন মুসলমান বি
এ, দেহভাগ করিয়াছেন। মাজাজে ইমিই
এই প্রথমে বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
ছিলেন। তত্বে মুসলমান সমাজে প্রথ
মেই এই ব্যক্তি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হইয়া কিছুদিন পরেই দুই আসে পণ্ডিত
হন, ইহাতে তত্বে একজন মুসলমান
সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন; হিন্দুদিগের
মত বলেই এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।
কারণ তাহাদের এগৌরব হিন্দুদিগের সমা
হইবে কেন, তাহারা মস্তাহির সাধাযো
উহাকে হত্যা করিয়া সেই গৌরব নষ্ট করি
য়াছে। হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদিগের
বেদন বিবেচ্য, তাহাতে তাহাদিগের অল্প
সংস্কার জন্ম আশ্চর্যের মত।

১১ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ইংরাজী নববর্ষ দিবসে যে
সকল বাজার হইবে তাহাতে একটা অসংখ্য
অর্থী অন্তিকাল বস্ত্র প্রদর্শিত হইবে। এই
বস্ত্রে মানুষের বরষের দুঃখাদিকা অনুসারে
আকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহা
দেখা যাইবে। বর্ষকগণ নিজ নিজ কাটা
এক সঙ্গে লইয়া গেলে কত বরষে কিরূপ
আকার হয় দেখিতে পাইবেন।

হিন্দু শাস্ত্র পণ্ড বধে আজ্ঞা দেন কি না

তাহার বিচারার্থ আমায়েরা যে বাস্তব
শাস্ত্রী এক সভা করিয়াছেন। কতকগুলি
পণ্ড বধের অনুকূলে ও কতকগুলি প্রতি
কূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

সার গার্নেট উলললি লিখিয়াছেন তিনি
যুদ্ধে আশাশ্রিত্যিগকে পরাজিত করি
য়াছেন। কিন্তু তিনি দেশীয় সেনাবলের
অযোগ্যতার বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়া
ছেন সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্য না
হইলে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করা
যাইবে না।

সিংহলের স্থানে স্থানে গত লোক
সংখ্যা নিবন্ধন লোকের এই এক আশ্চর্য্য
সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, গত করাসী প্রাচীর
যুদ্ধে অনেক পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, লোক
সংখ্যা করিয়া এদেশে বহু অবিরাহিত
পুরুষ পাওয়া যাইবে উহাদিগকে ধরিয়া
কপালে পাঠান হইবে। এই সংস্কার হও
যাতে লোক সংখ্যা আরও হইতে হইতেই
ঐ সকল স্থানে এত বিবাহ হইয়া গিয়াছে
যে আর তথায় অবিরাহিত পুরুষ নাই বলি
লেই হয়।

গত কলা গবর্নর জেনরল শ্যামদেশের
দুইজন রাজদূতকে গবর্ণমেন্ট হাউসে গ্রহণ
করেন।

১২ ই পৌষ শুক্রবার।

পূর্বদিগে রপ্তানী হওয়াতে উত্তর পশ্চি
মাকলে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেন্টপিটসবার্গ হইতে টেলিগ্রাম আসি
য়াছে এডিনবরগের ডিক্টর বিবাহ উপলক্ষে
রাজী বিট্টোরিয়া সেন্টপিটসবার্গে উপস্থিত
থাকিবেন।

সেদিন নিউইয়র্কের একজন পাবলিক
বক্তৃ বিপদ গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা করিতে
করিতে হেনরি ওয়ার্ড বিচার সাহেবের ধর্ম
শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মত সকলের প্রতি ওকতর
রূপে আক্রমণ করেন। কি আশ্চর্য্য! আক্রমণ
করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার মস্তকগুলি
পড়িয়া গেল। পাবলিক সাহেব কি ধর্ম
সম্বন্ধীয় মত দৃষ্টি আক্রমণ করিয়া
ছিলেন?

রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

বিগত কলা এখানে একটি বিবাহ কার্য্য
নির্মাহ হইয়া গিয়াছে। এক বিবাহেই ত্রাণ
বিবাহ, বিধবা বিবাহ, এবং সস্ত্র বিবাহ
এই ত্রিবিধ বিবাহ সংসাধিত হইয়াছে।
পাত্তের নাম ত্রিযুক্ত স্বরনাথ বাস। ইনি
ঢাকা অঞ্চল নিবাসী জৈনক কুলীন শ্রমীর
ঔর্য্য। এখানে নাইব জেলরের কর্ম করিয়া
থাকেন। ইহার পূর্বে একবার বিবাহ হই
য়াছিল, কিন্তু কাল হইল সেই স্ত্রী পর
লোক গমন করিয়াছেন তাহার গর্ভজাত
একটি কন্যা যার নাম আছে। পাত্তের বয়স
অনুমান ৩০-৩২ বর্ষ হইবেক। পাত্তের নাম
জৈমন্তী ভুবনময়ী বাদী। ইনিও উক্ত অঞ্চল
নিবাসী কায়স্থ বংশসত্ত্ব ত্রিযুক্ত কালী
শস্ত্র দাসের ভাগিনেরী, বয়স অনুমান
১৩-১৭ বৎসর হইতে পারে। পাত্তী কস্তা
এখানে নিধান সম্বন্ধ চিকিৎসা ব্যবসায়
করিয়া থাকেন। শৈশবাবস্থার ভুবনময়ীর
পূর্ব বিবাহ হইয়াছিল; দুইদুই বৎসর পণ্ডি
মহালা জ্ঞান জগিতার পূর্বে বিধবা করেন।
জ্ঞানদর্শ প্রচার ও এই মাস্ট্রিক কার্য্য
নির্বাহের জন্য ভারতবর্ষীয় ত্রাণ সমা
জের কটনক প্রচারক ত্রিযুক্ত বাবু গৌর
মোহন রাই এখানে আগমন করিয়াছি
লেন তিনিই প্রাথমিক আচার্য্য ও উপদে
ষ্টার কার্য্য নির্মাহ করিয়াছেন। অত্বে
জৈনক ডেপুটি মাস্ট্রেট ত্রিযুক্ত বাবু
কৃষ্ণ কুমার সেন কেবল বর পাত্তীকে
প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সম্রাট
প্রাক্কালে আইনানুসারে পাত্তের বাসী
তেই নিবাহ রেজিস্ট্রি হয়, এবং তাহার
কিঞ্চিৎ পরে ত্রাণ দর্শনানুসারে বিবাহ
কার্য্য নির্মাহ হয়। বিবাহ সভার হাকিম
পুলিষ কর্মচারী, উকিল মোক্তার ও আমলা
প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান প্রধান ব্যক্তি
উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন
করিয়াছেন।

১৩ ই পৌষ শনিবার।

গুনা বাহাতেই তারকেশ্বরের মহাত্মার
মকদমার ৭২ হাজার টাকা পরত হইয়াছে।
আমায়ের বোধ হয় এটি প্রকৃত হিগাব
নহে, অনেক কম করিয়া থায়া হইয়াছে।

বাঁকা হটক, এ টাকা কোথা হইতে আসিল ? এ টাকা যদি ভারতবর্ষের সম্পত্তি হয়, মহাত্মার তাহা বিক্রি মকদ্দমার জন্য ব্যয় করিবার অধিকার আছে কি না, তাহার বিচার করা কর্তব্য ।

কলিকাতার হুজুর মিউনিসিপাল বাজার লইয়া বর্ধমানের বাজারের অধ্যক্ষ বারু হীরালাল শীলের বড় গোলযোগ চলিতেছে । হীরালাল বারু জমিদারিগের বিপক্ষে নালিশ করিবেন শুনা যাইতেছে । তিনি নালিশ করিতে পারেন অনেক ভাল ভাল উকীল তাহাকে এ পরামর্শ দিয়াছেন । তিনিও কলিকাতার প্রায় স্বাভাবিক ভাল কাউন্সিলকে হস্ত গত করিয়াছেন । এক একটা এপিডেমিক ডাক্তারিগের পক্ষে যে কথা উপায়ে হয়, জমিদারিগের সহিত হীরালাল শীলের মকদ্দমা কলিকাতার বারিষ্টার ও উকীলগিরের পক্ষে সেই রূপ উপায়েই হইবে ।

৩০ এ অবধির পর্যন্ত এক পক্ষের মধ্যে অযোগ্য হইতে ১১৮৫৭২ মণসম্য রপ্তানী হইয়াছে ।

দারজমিন্ড নিউস বলেন, বর্ধমানের রাজা ও ঠা জাহুরারি কসিও হইতে কলনা যাত্র করিবেন ।

বিংহলের স্থানে স্থানে শস্য এককালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । স্থানে স্থানে ইহার মধ্যেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, উহার নিবারণার্থ পাবলিকওয়ার্ড আরম্ভ করা হইয়াছে । বণিকেরা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিবার আশয়ে চাউল জর করিয়া গোলাবাত করিয়া তাখাতে বহুসংখ্যক লোক বন্দি প্রভৃতি লইয়া এই সকল চাউলের গোনা জাহিবার জন্য সমবেত হয় । কিন্তু পুলিশের বস্ত্রে কোন গোলযোগ হয় নাই ।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ ।

ইংলণ্ডের একখানি সংবাদ পত্র “হোমি মডিস” ভারী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— লণ্ডনের লর্ডমের বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ প্রীকৃত প্রজাতিগের সাহায্য করিবার জন্য

ইচ্ছুক হইয়া ডিউক অব আর্গাইলের নিকটে ভারতবর্ষের প্রাক্ত অর্থসচিব বিখ্যক সংবাদ প্রার্থনা করিয়াছেন । ডিউক এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সেই সংবাদ দিয়াছেন । সেই পত্র মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু সে পত্রে এমন অংশ বিবর আছে বাহা আমরা অন্য উপায়ে পূর্বে জানিতাম না । যতদিন না ভারতবর্ষ হইতে আরও সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়, ততদিন আমাদের পক্ষে বিলম্ব করিতে হইতেছে, কোন প্রকার নির্দিষ্ট কার্য আরম্ভ করা যাইতেছে না । পৌষ মাসে যদি বৃষ্টি হয় এবং ক্রীতিমত শস্যের আমদানী যদি হইতে থাকে, তাহা হইলে বিপদ হইতে কতক-কতক উপায় হয় এবং তদনুযায়ী আমরা আনন্দিত হইলাম যে চৈত্র মাস হইতে যে কষ্ট আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা তাহা নিবারণের জন্য বিধিমতে উদ্যোগ করা হইতেছে । লর্ডমেরর যতদিন না ইণ্ডিয়া অফিস হইতে বিপদের সংবাদ পান ততদিন এই গুরুতর কার্য আরম্ভ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন । যেখানেই অনেকই কার্যারম্ভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন এখনও তাহার কার্যের সময় উপস্থিত হয় নাই । যদি বিপদ উপস্থিত হয় ইংলণ্ডে অর্থ সাহায্য করিতে ও সাধু ইচ্ছা দেখাইতে কঠী করিবেন না । লর্ডমেরর রপ্তানী বন্ধ করিতে অধীকার করিয়া বৃদ্ধির কর্ত্ত করিয়াছেন কি না, সম্প্রতি আমরা এই বিচারে নিযুক্ত আছি । টাইমস পত্রিকা সার জজ কায়েল ও জমিদারিগের সহিত একমত প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু সার বার্লি ক্রিয়ার ও সার চারলস টু ডিলিয়াম প্রভৃতি গবর্নর জেনেরলের সিদ্ধান্ত সুক্ষ্মযুক্ত মনে করিতেছেন । বাস্তবিক বাহারা ভবিষ্যত দৃষ্টি করিয়া চলে তাহারা সকলেই দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিবে । ক্রমে মূল্য বৃদ্ধি হইলেই পুখিরী অদান্য স্থান হইতে বাঙ্গলা দেশে লগিয়া আসিত হইবে, যত অধিক সংখ্যক দেশ হইতে জাহাজী নীত হইবে সেই পরিমাণে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ছড়িয়া পড়িবে । কয়েক মাস ধরিয়া অন্য দেশের

শস্যে বন্ধবন্দীরাধিককে আহার দিতে হইবে, এবং ব্যবসায়ের বাধিত না করিয়া নিজে জ্বর পরিমাণে শস্য জর করিয়া ব্যবসায়িগকে উৎসাহিত করাই সেই কর্ত্তব্য। ক্রীতিমত শস্য পাইবার এক মাত্র উপায় ।

অন্যদিকে এটি ।

টান ঘানি বাছুরি ।

অবলারে বলি দিলে, নবীনেরে তাড়াইলে
বিদ্যাদে পুরিল বন্ধ, সকলে অবাচ্ ।
রাজস সমান হয়ে, সতীর সতীত্ব লয়ে
ভূবারেছ পাণে দেশ, তার পরিপাক
টান ঘানি বাছুরি রস মরে যাক ।
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে মুখ পাচ্ ।
হার কল অবলার, প্রাণান্তিক যাতনার
কারণ হয়েছ তুমি, ভাবিলে ক্ষম
ক্রোধে উঠে উল্লসিয়া, ইচ্ছা হয় পোড়াইয়া
ভস্ম করি, দুঃখিনীরা যদি তৃপ্ত হয় ।
টান ঘানি বাছুরি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে মুখ পাচ্ ।
সতীর সতীত্ব মণি, যার কাছে তুচ্ছ গণি
ইচ্ছের রাজ্য পদ—এ তিন তুবন,
সে ঘনের চোর তুমি, জনমে কি বন্ধতুমি
তুলিবে ও পাণ নাম ? টান বাছুরি,
টান ঘানি বাছুরি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে মুখ পাচ্ ।
অমূল্য সতীত্বনিধি ক্ষুণ্ণ সমান বিধি
দিয়াছেন রমণীরে করিতে উৎসাহ ।
ধিক সেই সুলভার, অগণিত হস্ত যার
সে শোভা হরণ করে, তেমন নির্দল,
টান ঘানি বাছুরি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে মুখ পাচ্ ।

যেহে কি বন্ধবাসি, হস্তত্যাগী তুমি আসি
বাঁছুরি করিলে বলি দেশের ভিতরে ।
চক্ষু থাকে দেখ চেয়ে, বাল বৃদ্ধ আসে পেয়ে
তোমারে নরক কুণ্ডে তোমাবার তরে ।
টান ঘানি বাছুরি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ দেখে মুখ পাচ্ ।
হুত প্রায় জাতি বটে, একথাও সবে রটে
পড়িলে সতীত্ব হাত মরা উঠে যায়—

বর্ষের বীড়ের মত, মুখে ছিলে অবিরত
এইবারে নরাধম কেলোছে তোমার।

টান ঘানি বাঁহুঘণি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ বেধে দুখ পাক।

নিফলক ফুলবালা, নিফলক পুষ্পমালা
সে ফুলে ফলন্ত দেয় চেন সাধ্য কার
শত শতী ব্যতিশাণে, পুতুক সে মনস্তাণে
কলোছে দৃষ্টান্ত তার জীবনে তোমার।
টান ঘানি বাঁহুঘণি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ বেধে দুখ পাক।

সতীর পবিত্র মুখ, নরপনে অর্ঘ্যমুখ
সে জীযুখে কালি বিলে কার প্রাণে সর,
শত শত অন্তঃপুরে, তোমার দণ্ডের তরে
উঠিছে প্রাণনা ধানি পাখিও নির্ধর।
টান ঘানি বাঁহুঘণি রস মরে যাক
সতীর ব্যথিত প্রাণ বেধে দুখ পাক।

ভাষাতে যে কথা নাই, বাহিরা জানাতে পাই
স্বপ্নের ক্রোধ তার। ক্ষমতা থাকিলে
নবীনের হাটাকার, তনে এক জন আর—
বাঁচিতে কি দিত ভোরে? এত কাকি দিলে।
টান ঘানি বাঁহুঘণি রস মরে যাক।
সতীর ব্যথিত প্রাণ বেধে দুখ পাক।
টান ঘানি টান ঘানি, কেঁরা কট কট ধানি
কর্ণভরে শোন বাবা কেমন সুন্দর।
কুরেছ যে ছুরাচার, প্রারম্ভিত কর তার,
তেল দিলে তেল দার হওনা কাতর।

টান ঘানি টান ঘানি, পার না কি আর?
ওই এলোকেশী কীদে পাবে না নিস্তার।
টান ঘানি টান ঘানি, দুখাইল দুখধানি
ভাতে কিছু দুখ নাই, রস মরে যাক।
সতীদের মনস্তাপ, এখনো মেটেনি বাণু
আরো টান, রস টুকু পাক পরিপাক।
ওই কীদে এলোকেশী পাবে না নিস্তার,
শত শতী কীদে ওই টান আর বার।

ফুললক্ষ্মী সতীগণ! করি আমি আবেদন
দেও যেরে ফুলধনি দমা কাজ থাক।
মগ্ধ টানিছে ঘানি, কি বা কেঁরা কটধনি
তেলে তেল কাটে দেখ, পাকে পরিপাক।
ঘানি গাছে ধর্মরাজ ঘুরে ঘুরে বার,
দেখিবি কি বহুবাণি! আর ছুটে আর।

বড়জাঙলি হইতে এক ব্যক্তি

লিখিয়াছেন।

মহাশয়! এবার শসোর যে শোচনীয়
অবস্থা হইয়াছে তদ্ব্যতীত চিন্তাশীল ব্যক্তি
মাত্রেরই মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছে যে
অবশ্যতাবী অল্পকষ্টে নিবারণের উপায় কি?
আপনারাও ইহার ইতি কর্তব্যতা বিষয়ে
দেশীয় সমাজ লোক ও গবর্নমেন্টকে পরামর্শ
দান দ্বারা উত্তেজিত করিতে চেষ্টা
করিতেছেন না। এবং গবর্নমেন্টও যতকর্তব্য
সাধনে বিশেষ প্রয়াস। এসময়ে যখন
প্রবেশে কি কি কার্য্যসূচন করিলে বর্ত-
মান ও ভবিষ্যতে বিশেষ উপকার সাধিত
হয় এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও লাভবান হইতে
পারেন, তাহা রূপকর্ম্মবিগের গোচর
করা একান্ত সমরোচিত হইতেছে বিবেচ-
নার অদ্য আমরা লেখনী ধারণ করিতে
বাধ্য হইলাম।

১। সুতী নদীর জীর্ণ সংস্কার করিলে
কৃষি ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ও সুবিধা
হয়, জলকষ্ট কমিয়া আইসে, মেলেরিয়া
জ্বরের লাঘব হয়, এবং অনুষ্ঠান কর্ত্তাও
লাভবান হইতে পারেন, ইহা প্রতিপন্ন
করিতা আমরা করেকবার সংবাদ পাত্রে
একাশ করিয়াছিলাম এবং আপনিও
সময়ে সময়ে ইহা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া
আবেদন করেন, কিন্তু কিছুতে কিছু না
হওয়াতে আমরা এতদিন নিশ্চেইট হিলাম
এবারকার বাৎসরিক গতি আমাদিগকে
সচেইট করতে পুনরায় রাজপুকুরবিগের
গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা
আমরা যে সময়ে প্রস্তাব করিয়াছিলাম
সেই সময়ে যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইত
তাহা হইলে কখনই এক পরিমাণে শসোর
হানি হইত। শত শত দুখী প্রাণীর প্রাণ
বিশালের আশ্রয় হইত না। যাহা শুদ্ধ
গতানুশোচনীয় কিছুফল নাহি। এত ক্ষণে
আমরা কৃতজ্ঞানী সহকারে নদীয়া ও ২৪
পরগণার কার্ণ-সুন্দর প্রজাবৎসল রাজি
শ্রীট মহোদয়বিগের দিকটে প্রাণনা ক্রি-
তেছি তাহারা এই সময় কিপ্র-বৃত্ত হইয়া

বাধ্যতে সুতীর জীর্ণ সংস্কার কর তাহার
উপায় বিধান করুন। এতদ্বারা আপ্রাণতঃ
নিকশার দুর্ভিক্ষ ঐহ দুখী প্রজা-বর্গের
জীবিকার একটা দ্বার উন্মোচিত হইবে তাহি
যাতে এরূপ টনব মিঞা মিহজন শস্যহানি
হওয়াতে অন্নাত্মনে অসুখ্য প্রাণীর প্রাণ
বিশালের আশ্রয় হয় হইবে, কৃষি
বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা দেশ অপূর্ব
জীবারণ করিবে এবং তীতিমত জল নিকাল
হইয়া সংক্রামক জ্বরেরও অনেক লাঘব
করিবে।

আমাদের উপরি লিখিত প্রস্তাবটী শুনি
বামাজ যত বৃহৎ ও দার সাধা বলিয়া
প্রতীতি হয় বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ
ইহা পূর্বে বহুতা নদীই ছিল এখনও ইহার
অনেক পরিমাণে জল বিদ্যমান আছে;
কেবল কতকগুলি বার্ষিক লোক ইহাতে
পুকুরিনী করিয়া কোন কোন স্থান সঙ্গীর্ন
ও কষ্ট করিয়াছে। কতকটুকু নিশ্চিইট স্থানে
যে একটা অবস্থা হইয়াছে একটা মতে;
উতার মিলন স্থান নোপাখাল পযায় সকল
স্থানের অবস্থাটী প্রায় এইরূপ; কেবল
কোণা, হাজীনগর বা ঐরূপ কোন স্থান
হইতে মরিচার বিল পযায় সুতন খান
কাটাওয়াত পসে বরাবর নোপা খাল
পযায় জীর্ণ সংস্কার করিলেই হইবে।
ভোগ্যকরী অণেচ্ছকৃত এই অপব্যয় সাধ্য
অথচ সম্পূর্ণ ও সমস্ত কল দ্বারা কস্য
সম্পাদনে কষ্টাট ওবাগীয়া এদর্শন করি-
বেন না।

২। বারাসত হইতে বহরমপুর পযায়
“ইম্পিরিয়াল রোড” নামে একটা স্থান
স্বত রাই আছে; ইহা প্রজা সাধারণের
অনেক ভিত্তি সাধক। পাট তামাক ও
প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য সর্বদাই এই রাস্তা
দ্বারা গাড়ীযোগে যাতায়াত করিয়া থাকে
কিন্তু যথাকালে ইহা কর্ম্মকারী হওয়াতে
ঐসকলের এক গণিকবিগের গতি বিধির
অতিশয় অসুবিধা ও কষ্ট হয় প্রাণপণে
চেষ্টা করিয়াও তখন গাড়ী ইত্যাদি চালান
ভার হইয়া উঠে, সুতরাং এবেশীয় বাণি-
জ্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হয়। এক্ষণে উল্লেখ্য

রোড সেস আদিত হইতে চলিল। আর এমের
শীতকাল বাণিজ্যাদির বর্ধন উন্নতি
এ সুবিধা হয় তাহাি রোড সেস স্থাপনের
উদ্দেশ্য। অতএব আমরা বর্তমানের মিকট
সংসদে গণনা করিতেছি উৎসাহ বিশেষ
মনোযোগী হইয়া রাস্তাটী যতদূর পাওয়া
হয় তাহার চেষ্টা করিম। এতদ্বারা অন্তর্গত
বিভাগের বিশেষ উন্নতি হইবে এবং অগ্নি
জন্য নিকটস্থ দুই প্রাচীরের জীবিত
কার্য ও উন্নতি হইবে।

৩। ৭। অষ্টমী হইতে দশমী পর্যন্ত
“উৎসব সংস্কার” নামে একটি উৎসব
রাস্তা বাহা। মাজি পাড়া মিনারী ত্রিভুজ
বাড়ী কোলাসনাম দাস এমতঃ উদ্দেশ্যী
হইয়া ১২ “কছু অধিক সাহায্য করিয়া
ছিলেন বলিয়া রাস্তাটী উন্নতির নামে অভি
যুক্ত করিয়া থাকে। বাস্তবিক উহা ফেরা
ফেরার অন্তর্ভুক্ত। এই স্থান গাড়ী ঘোড়া
পাশা প্রভৃতির উক্ত হারে যাহা অসহ্য
হইয়া থাকে, তদ্বারা লোহ করি অনেক
অর্থ সাঞ্চিত আছে, এই সময়ে এই সাঞ্চিত
অর্থ না থাকিলেও যদি অন্য অর্থদ্বারা রাস্তাটী
পাকা করিতে আরম্ভ করা হয় দুই নিকটস্থ
প্রাচীরের জীবিত উপায় হইবে এবং
বর্ষা জমিত দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হইয়া প্রে
শীর বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ও উন্নতি
হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা কর্তৃ
পক্ষ একটি সম্মত হইয়া কার্যসম্পন্ন প্রকৃতি
কুলের প্রকৃত ভিত্তি সাধন করুন। আমরা
প্রদেশীয় সাধারণের অভিনিবেশ করিয়া
বিলম্বিত হইবে, আমরা উপরে যে ৩ টি
কার্যের প্রস্তাব করলাম এইগুলি সম্পা
দিত হইলে, কবি বাণিজ্য ও বাস্তব প্রকৃতি
উন্নতির সহিত অসহ্য প্রকৃতির বর্তমান
ও ভবিষ্যৎ প্রকৃতি উপকার সাধিত হইয়া
রোড সেস উদ্দেশ্য সফল করিবে তখন
আর কিছুই নাই। অতএব আমাদিগের
প্রার্থনা উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ যেন উদ্যোগ না
করেন।

৪। রোড সেস রোডে কোম্পানি চাকর
বা চাকর হইয়া অসহ্য হইবে
যদিও গাড়ী একটি যান রেলওয়ে করি

বার কম্পনা করিয়াছেন, আমরা পূর্বে এই
কথা শুনিয়াছিলাম, বাস্তবিকও হওয়া আব
শ্যক। উক্ত কোম্পানির এই সময়েই
কাম। আর করা উচিত কেন না ইহাতে
উৎসাহেরও সমস্ত কার্য নির্মাণ হইবে
অতএব কোম্পানি যে দেশে সাধারণ করিয়া
অর্থ লাভ করিতেছেন তদ্বারা অধিবাসীদি
গের অসহ্য বিশেষ উপকার সাধিত
হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা
কোম্পানি কার্যসম্পন্ন যেন আর বিলম্ব
না করেন। এই সঙ্গে আমাদের আরও
একটি অনুরোধ এই যে, উৎসাহ যে দুই
অসহ্য হইবে তাহা করিয়া করিয়া
কম্পনা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে উৎসাহ
পাড়া উন্নত হইতে যশোরের আশা রেল
ওয়ে করিলে সুবিধা হইতে পারে কি না
তাহাও একবার বিশেষভাবে তদন্ত করুন।

আমাদিগের একজন প্রমথকারী
সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

অন্য প্রায় ৪ বছর অতীত হইতে
চলিল, ইটালি রেলওয়ে রেলওয়ের যৌন
হালনা হইতে গোয়ামী দুর্গাপুর পর্যন্ত যে
একটি রাস্তা প্রকৃত হইবার সম্পন্ন হইয়া
প্রায় অর্ধেকাধিক কার্য শেষ হইয়া গি
রাছে, তাহার দ্রুতগতি বশত আমরা আর
পর নাই, বাধিত হইয়াছি। এই রাস্তাটী
কুষ্টিয়ার তৃত্বপূর্ণ জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মে
ডরসন সাহেবের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে
প্রকৃত হইয়া এবং তদনন্তর তৎপরকার্য বার
বীন্দনা আচীর সময়েও উহার কার্য
চলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে আর
কোন মহাশয়ের তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হয় না,
দুর্ভিক্ষ যে কার্যগুলি অর্থদ্বারা হইয়াছিল
তাগ ও উহার যে কার্যকাণ্ড কার্য সম্পা
দিত হয় তাগা ক্রমে তিনবারের বর্ষান্তেই
পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা চিত্ত
করিয়া দেখিলাম এক্ষণে ও আর করিলে
ই রাস্তাটীর কার্য সম্পন্ন হইবে শেষ
শেষ হইতে পারে। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব
করিলে তাগা হইবে না, আমাদিগের বিশেষ
জন্য দুর্গামী বর্ষের মধ্যে উহার কার্য

শেষ না হইলে উহার যে আর কিছু অর্থদ্বারা
বাধিত না তাহাতে আর কোন সম্ভাব
নাই।

এ প্রদেশীয় লস্যাধির অর্থদ্বারা বিষয়
আমরা পূর্বেই জ্ঞাত করিয়াছি। বাস্তবিক
দর ক্রমেই বৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। দশ দিন
পূর্বে যে ধানের ১/৫ এক মন পণ্ডনের
টাকার ও ২০২০/০ যে চাউলের মন দ্বিতের
হইত এক্ষণে সেই ধান্য ১/ এক মন ও
২৪। ২৪/ সেই চাউলের মন দ্বিতের হই
তেছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে
আগামী ষোল্ল টাকার্তে যে মোকদ্দম জি
কট হইবে তাহা বলা যায় না। তবে এটির
গবর্নমেন্ট পূর্ণ হইতেই সর্বত্র চাউলের আদা
দ্বিগের অনেক আশার সঞ্চার হইতেছে।
সে যাহা হউক এবারে আমাদিগের এতদ
বিত্ত রাস্তাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে
গবর্নমেন্টের দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথ
মতঃ এই রাস্তাটীই এ প্রদেশের রেলওয়ে
কেন্দ্রে হইবার সাধারণ পথ হুতরাং উহার
সংস্কার হইলে সাধারণের এবং বাণিজ্য
দ্বিগের বিশেষ সুবিধা হয়। উহার কার্যসম্পন্ন
হইলে এই দুর্ভিক্ষের সময় তৎকাল্য দুই
মাসেরদ্বিগকে একত্র হইতে এতদপালন করা
হয়। উপসংহারে আমাদিগের প্রার্থনা এই
যে, আমাদিগের রিপসন সাহেব দয়া
করিয়া যেন উহার অনুদান করিয়া গবর্নমেন্টের
গোচর করেন।

২। কুষ্টিয়ার উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট সাহে
বের আশ্রয় ব্যবহারের কথা শুনিয়া আমরা
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তিনি না কি,
বাহী প্রতিবাদী ও তৎপত্নকীয় উকীল
মোকদ্দম তদন্ত অন্য কোন লোককে
কাছারী করে প্রবেশ করিতে দেন না,
যদি কেহ মজাভসারে কিম্বা স্বাধীনতার
অনুপস্থিতকালে কাছারীতে প্রবেশ করে,
অনতি বিলম্ব তাগাকে গৃহ হইতে বহি
রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গোলামগ হই
বার তরে না মাজিষ্ট্রেটের পক্ষের গোচর
প্রদর্শন, অন্য এরূপ করা হয়, তাগা আমরা
বিলম্বিত পারি না। যদি এতদমতের কার
ণের মিমিত্তই এরূপ করা হয়, তাহা হইলে
মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমরা বালক ভিন্ন

আর কি বলিতে পারি ? তিনি মাজিষ্ট্রেট হইয়া যদি সাধারণের গোলামগণ নিবারণ করিয়া কার্য সম্পাদন করিতে না পারেন, তবে তাঁহার চাকরি করা না করা উত্তরই জ্বল্য। কুটিরায় কি আর কখন মাজিষ্ট্রেট ছিল না, উপস্থিত সাহেবই কোন হুতন হইয়া আসিয়াছেন ? যদি পূর্বেও মাজিষ্ট্রেট থাকিয়া থাকেন তবে কি তাঁহার প্রাণযোগ নিবারণার্থ কাছারীতে কাছাকে ও প্রবেশ করিতে দিতেন না ? না গৃহ হইতে সকলকে তাড়িয়া বাহির করিয়া দিতেন ? আর যদি দ্বিতীয় কারণের নিমিত্তই এরূপ করা হয়, তবে তাঁহাকে আর্ম-বিগের কাছেল বাহাদুরের অসম্পর্কীয় জিয় আর কি যথেষ্ট করিতে পারি ? তাহা না হইলে সাধারণ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে আর কিহর সাধা ? বাহাইউক দুই একজন অসম্পর্ক সম্পন্ন ইংরাজ বাকালি দিগকে নিভাস্ত সইমান্য মনে করিয়া যে কতরূপ অন্যায়চরণ করিয়া থাকেন তাহা বলা যায় না, তাহাই আমাদিগের নিভাস্ত হুখের বিষয় ! বিশেষ গবর্নমেন্টে বাহির হইয়া আরও আর্মবিগের সন্মুখ করিতেছেন। পিতামাতা, সন্তানের বেহনা না বুঝলে আর পৃথিবীতে সন্তানের বহন কে ?

৫। গত ২৭ এ অগ্রহায়ণ কলিকাতা নগরীতে যে একগল্লা বুদ্ধি হয় এ প্রদেশে তাহার বিমুণ্ডিতও হয় নাই। চাউলের দরও সমতাব ; অর্থাৎ ২৪০ টাকার জ্বান হয় নাই। বরং যেজন ভবি তহিকে সন্তরেই পস্যাবির মূল্য বুদ্ধি হইবার তাই সকলের অন্তঃকরণে উন্নত হইতেছে। সে বাহাইউক আজিকালি এপ্রদেশে আর পূর্বেকর কয়েক বিংশের ব্যায় হাফাকার নাই। বস্তুতঃ কিছু দিন পরে যে এরূপ হস্তাকার সদ উদ্ভিত হইবে তাহার আর সন্দেহ বোধ হইতেছে না। এসময়ে একে অন্ন কষ্ট তাহাতে আবার রেলওয়ে ত্রিভুজ উৎপাতে জলকষ্ট হইবার সজাবনা হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মাহইতে বর্ধিগতা হাউলিয়া নান্দী নদীতীর ছুরবহা দুইে আদ্যায় মরিপার সাই তীক হইয়াছি। এই নদীতী বার ডাকার

যোহানা হইতে নির্গত হইয়া হাট বোওরা : লিয়া, আলমডাকা, গোখামী দুর্গাপুর প্রভৃতি বহুতর জনগণের মবাদিয়া চল-তেছিল। কয়েক বৎসর হইতে উহার যোহানা বহু হইয়া বাওরার অগ্রহায়ণ হইতে জীবন পর্যন্ত উহার জল অনেক স্থানে একেবারে শুষ্ক হইয়া বাহিতেছে। পূর্বে যথো যথো যে এক একটা বৃহৎ বৃহৎ দামস হইয়া উহা জলে পরিপূর্ণ থাকিত এক্ষণে আলম ডাকার একটা রেলওয়ে ত্রিভুজ হওয়ার তাহা আর হইতেছে না। যে যে স্থলে এরূপ দামস হইত তাহা প্রায়ই বর্ধিকালে তরটি হইয়া গিয়া একেবারে চড়া পাড়িয়া বাই-তেছে, হুতরাং তত্ত্বীরের অধিবাসিদিগের বর্ধার কয়েক মাস পরেই জল কষ্ট লভ্য করিতে হইতেছে। এপ্রদেশে জুণ খনন করাও বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য হুতরাং ধনী ঐশ্বর্যশালী ত্রিভুজ কাছাকেও বাটীতে জুপানি খনন হারা জলকষ্ট নিবারণে সমর্থ দেখা যায় না। বিশেষ শুক্তিরদীর অভাবে এপ্রদেশের লোকদিগকে কেবল অন্নকষ্ট নয় জলকষ্ট পাটিতে হইতেছে। এবার গবর্নমেন্ট প্রজার কার্য নানা স্থানে নানা প্রকার কার্যাদিষ্ঠান করিতেছেন। এপ্রদেশে দীর্ঘদিগের জীবন রক্ষার্থ এযাং কোন কাছারই অনুষ্ঠান করা হয় নাই। আর্মরা সাহুনয়ে অনুষ্ঠান করিতেছি, আর্মদিগের আজিকার প্রস্তাবিত হাউলিয়া নদীতীর যোহানা, কণ্টীয়া দিলে ভাল হয়।

প্রেরিত পত্র ।

ঐযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপে যু।

হুজুক জিলঐযুক্ত সেক্টরেন্ট গবর্নর সাহেব বাহাদুর প্রজা রক্ষার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উত্তর বঙ্গলা রেল ওয়ে ও স্থানে স্থানে হুতন রাস্তা এবং নানাপ্রকার সাধাযা বান করিতে কৃত লক্ষণ্য হইয়াছেন। অত্রস্থ সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ঐযুক্ত মেঃ জেলি সাহেব বাহাদুরও এবিষয়ে উদ্যোগী নছেন।

প্রধান প্রধান লোককে জেমে পারচনা হারা সসক করিয়াছেন ও ১০ টা হুতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য করিতেছেন। প্রায় ২০০ শত শিকপার মজুর রাখিয়া জেলার মধ্যস্থ গর্ত্তাধি পুরণ করিতেছেন ; এবং ২০০ টাকার সঙ্গে দিহা পুলিমের লব ইম্পেটর গোবিন্দ বাবাকে মফসসে পাঠ হইয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন যে ত্রিভুজ হারিজেরা যেন অন্ন কষ্টে না মরে। তাহা হইলে কি হয়, এই জেলা বহু লোকের বাস-ভাম। মজুর করিয়া কৃত লোক জীবন সংরণ করিলে ? এক এক ব্যক্তিকে ৫। ৭ টা পরিবার গোপন করিতে হয়, আর্মোদর গোপন করিয়া যাক বাঁচিবে জাহা হইলেই ত পরিবারকে দিবো। বিশেষ এরূপ অনেক লোক আর্ম যাহারা প্রাণান্তেও মজুর করিলে না তাহাদের উপায় কি ? জমীদার ও তলুকদারদিগকে ভূমির উন্নতি ও অন্য স্থান হইতে বান্য আর্মিয়া হাফারানী করিবার জন্য গবর্নমেন্ট হইতে বণ লওরি আদেশ করা হইয়াছে, তাহা কায্যে পরিণত হইবে না। প্রজারা বাজনা দিতে পারিতেছে নী। এমন কি কোন কোন মফসসে ও জাহা ল্পষ্টাভদ্রানে বলিতেহে যে, তাহারা বাজনা দিতে পারিলে না। বাস্তবিক তাহারাও যথার্থই দিতে আসক্ত। ইত্যতেহ জমীদার তলুকদারগণ চিত্তবুল হইয়াছেন। নিজ হইতে বাজনা দিহা জমীদার রক্ষা করিতে পারে এরূপ জমীদার এ জেলায় অতি বিরল। ১৮৮৩। ১১ আইনের নিলামের নিয়ম যদি শিখিল করা না হয় তবে আগত জমিদারি মালের কীল্ড তেই অনেক জমিদার ও তলুকদারের ভূমি মলমল হইয়া যাবে।

উক্তারা নিজেই অস্থির প্রভৃতির কি সাহায্য করিবেন ? বেশে বৃহত বৃহত মফসসে জনও যাই যে জাহাতিচ দুরদেশ হইতে আসা আমদানী করিলে, দেশীয় লোক এতা দূর ভীক যে সাহস করিয়া কেহই রাজ কোষ হইতে টাকা চাইয়া কোন কাছ করিতেছে না ও কেহ যে করিলেন তাহারও

কৃত জিহদকৃত ইত্যাদি বহুতর ব্যবস্থাপত্র সমি
বেশিত চাইতে। মূল্য ২ ডাকমাসুল।

ডাক্তার ঈশ্বর বাবু কানীচন্দ্র শুভ
মহাশয়ের কৃত হুতন সাক্ষরিত অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিমূর্ত্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাসুল প্যাকিং খরচ ৫০। বাবু কেত্র-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জরিপ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাসুল/০।

কলিকাতা
লালবাজার } ঈশ্বরদাস চট্টোপাধ্যায়।
১০ নুহরেন

—:—:—

যিনি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে
চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পর
মার্থ বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুত্তর পুস্তকের
মর্ধ্যমাধ্যমে সাধন করিতে স্বত্ববান হইবেন।
উত্তর পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে।
এতোক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল
ছই আনা। ঈরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য।

ঐকেশবচন্দ্র রায় কর্তৃক।

—:—:—

গুপ্ত বস্ত্র ছাপা খান।

কলিকাতা ২৪ নং নির্জীকর্ষ সেন

প্রেনিডালী কালেকের ওস্তর

পূর্ণা দুই দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানার উত্তম বাজালী ও
ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে।
ছাপার সুখ্য উচিত সময় দিতে পারিলে
এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম অতি
শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেরূপ কর্ম চাহেন
উহার কর্ম যদি সেইরূপ না হয় তন্মিহিত
অত্যন্ত দারী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম দাতাগণকে
ছাপার নমুনা পাঠান হইতে পারে এবং
খরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা
হইতে পারে; মাসুল দিয়া কর্মাদাতার
নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যুত্তরের কারণ
উঠান্স পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভি-
প্রায় সিদ্ধ হইবেক।

ঐশ্বর্যচরণ শুভ কর্মাদাতা।

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদা
লত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার
অভিপ্রায়ে বাহারা পরীক্ষার্থী হইয়াছেন
উহাদিগের পরীক্ষা কার্য সম্পাদন করিবার
জন্ম যে বোর্ড অব একজামিনাস নিযুক্ত
হইয়াছেন উহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করিয়াছেন।

২২ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের
কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের মেপটনট
গবর্নর যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন
তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা
দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন উহারা
যদি হাইকোর্টের ১২ ই মেপেটখরের প্রকা
শিত নিয়মামুসারে আজিও সার্টিফিকেট
প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে
১৮৭৪ ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে উক্ত বোর্ডের
সেক্রেটারির নিকট ঐ সার্টিফিকেট প্রেরণ
করিবেন। আসল চটলে ভাল হয় :তুবা
কোন বিচার সংজ্ঞাস্ত কর্মচারির স্বাক্ষর
সহিত সকল পাঠাইলেও চলিবে।

যে লেকফাতে সার্টিফিকেট থাকিবে
তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপ
নার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে
ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া
দেন।

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রহণ
করা হইবে জানুয়ারি মাসের শেষে কলি
কাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা
প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্বারা নিম্ন জেনারী ওকালতি
ও মে জুরি পরীক্ষার্থীদিগকে স্মরণ করান
হইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক
জামিনারের নিকট হইতে তাহাদের আবে
দন যে গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার এক একখানি
সার্টিফিকেট এবং জেলা ট্রেজারি হইতে
তাহারা যে কি জমা দিয়াছেন তাহাও এক
একটা সার্টিফিকেট লইয়া পরীক্ষা দ্বানে
উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানি
ট্রান্স লিখিত খানি লেকফা পাঠাইলে
উহাদিগের সার্টিফিকেটগুলি পুনর্বার
ফিরিয়া দেওয়া হইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী

উক্ত জেনারী ওকালতি পরীক্ষা দিবার অধি
কার পাইবেন তাহারা কলিকাতার গবর্ন
মেন্ট ট্রেজারি হইতে কি জমা দিবার এক
এক খানি সার্টিফিকেট লইয়া একজামি
নার দিগের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা
হইলেই তাহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ
করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের :৫। ২৬।
২৭। ২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

সিলি জ্যাকসন্
বোর্ডের সেক্রেটারি।

—:—:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।
যদি কাহারো প্রস্তুত নির্মিত কোন প্রকার
দ্রব্য আবশ্যক হয় আবেদন করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি অনামে বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

গ্রেজ দরা প্রস্তুত নির্মিত নর্দীমার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন অংশন ও
বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেক্সিকোতে বসাইবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ
টাইল ইট।

ফারার ব্রিক।

ফারার স্ট্রো।

বাটার নর্দীমা ও অন্যান্য যে সকল
কাথোর নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্রেজ দরা
পাইপ, টাইল এবং ফারার ব্রিক প্রয়োজিত
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন-
লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবেন।

কলিকাতা

৭ নং হেভিওল স্ট্রীট } বরন এন্ড কোং।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ পৌষ ১২৮০।

ধর্মতলার বাজার লইয়া বড় খোল
যোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার অতি
শল্পিকটে কলিকাতার মিউনিসিপালিটি
একটি স্বতন্ত্র বাজার প্রস্তুত করিয়াছেন।

উপস্থিতবৎসরের প্রথম দিবস অবধি এই বাজার খোলা হইয়াছে। গত বুধবার লেপ্টানেন্ট গবর্নর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মিউনিসিপালিটির উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। সম্প্রতি বাবু হীরালাল শীলের সহিত মিউনিসিপালিটির সভাপতি হুগ সাহেবের মত বিরোধ চলিতেছে। এই বাজারটি খোলাতে ধর্ম্মতলার বাজারের যে ক্ষতি অনিষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্ড কেন? সে বাজারটি উঠিয়া যাইবারও সম্ভাবনা। উক্ত বাজারটিতে শীলবাবুদের যথেষ্ট লাভ হইত। তাহার। সুতরাং বাজার দ্বারা যেই লাভে বঞ্চিত হইবেন। মিউনিসিপালিটি জানিয়া শুনিয়া একজন ভদ্রলোককে এত ক্ষতি প্রস্তুত করিতেছেন কেন? সহজেই এই প্রশ্ন জন্মেরে উদ্ভিত হয়। ধর্ম্মতলার বাজারের দ্বারা ত কার্য চলিতেছিল। ভূস্বামীদিগের বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে অমনোযোগ একটা প্রধান কারণ হইতে পারে; কিন্তু সে বিষয়েও শীল বাবুদিগকে যথেষ্ট মনোযোগী দেখা গিয়াছে। তবে যতদূর বাজার কেন? হুগ সাহেব কি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন? তাঁহার ত কোন স্বার্থ নাই। তিনি মিউনিসিপালিটির সভাপতি মাত্র; যদি বাজার দ্বারা কোন লাভ হয়, তাহাতে তাঁহার উপকারের প্রত্যাশা নাই। কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে চলেয়া যাইবেন। মিউনিসিপালিটির বাজার মিউনিসিপালিটিরই স্বার্থকে; কিন্তু এই বাজারটি স্থায়ী হইলে মিউনিসিপালিটির একটি দ্বারী আয়ের স্বত্র চমুস্ত হইবে। তবে হুগ সাহেবের প্রত্যাশার আশা করিতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা এই মিউনিসিপালিটির নিজের বাজার থাকিলে তাঁহার। অপেক্ষা

কাকূত অধিক বাধীনভাবে তাহার স্বাধীন প্রভুত্বের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, এবং বাজারে আনীত দ্রব্যাদির তদারক করিতে পারেন। তৃতীয় কথা এই, মিউনিসিপালিটি অন্য স্থানে বাজার করিলেন না কেন? তাহাতে বোধ হয় এত লাভের আশা নাই। পোর্টক্যানিং কোম্পানি একবার শিগালদহে বাজার কবিরার চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মতলা ইংরেজটোলার নিকটবর্তী; সুতরাং এই স্থানই ইংরেজদিগের বাজারের একান্ত স্থান। যাহা হউক তথাপি যে শীল বাবুদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিশেষ এ পুথি তাঁহার। বহুকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন, মিউনিসিপালিটি নিজের লাভের আশায় তাঁহাদিগকে একদিনের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে সন্তদের ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত হইবেন। সহজে যে এটি বাদের মীমাংসা হয় একরূপ বোধ হয় না। শীল বাবুর। যে সহজে এতদিনেব লাভের আশা ছাড়িয়া দিবেন একরূপ বোধ হয় না। তাঁহার। একবার যথাসাধ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যে দুইএর অন্যতরকে কালক্রমে পতিত হইতেই হইবে। বর্ষ ধর্ম্মতলার বাজার নষ্ট হয় শীল বাবুদের এত। বার বিফল হইবে। আবার যদি মিউনিসিপালিটির বাজারটি নষ্ট হয় মিউনিসিপালিটির এতবার বিফল। কিন্তু শীলবাবু। যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে তাঁহাদেরই ক্ষতি, হুগ সাহেব বিরোধ করিতে গিয়া যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাতে মিউনিসিপালিটির অর্থ ও কলিকাতার টাকদাত।দেরই ক্ষতি হইবে।

এই পুথোপে বাবলাচীরা লাভ করিবার বিলম্ব চেষ্টা করিবে। শীল বাবুর। অর্থপ্রলোভন দ্বারা বাবলাচীদিগকে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ করিতে সক্ষম করিবেন না; সুতরাং বাজার রক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটি কেত সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহাতে মিউনিসিপালিটির অনর্থক ব্যয় বাহ্য হইবে। তবে ইউরোপীয় ফ্রেজদিগের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটির বাজারে যাইতে পারেন, এবং ধর্ম্মতলার বাজারে এই শ্রেণীর ফ্রেজার সংখ্যাই অধিক। ফ্রেজার সংখ্যা যে বাজারে অধিক হইবে দেখা নাই বাবলাচীরা আপন। আপন। আকৃষ্ট হইবে। হুগ সাহেবের ন্যায় কলিকাতার সমুদায় ইউরোপীয় যদি শীল বাবুদের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হন, তাহা হইলে নাচার। আমাদের বিবেচনার একরূপ বিরোধের উদ্বেক ও ব্যক্তি বিশেষকে ক্ষতি প্রস্তুত না করিয়া মিউনিসিপালিটি যদি আয়ের অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দেখিতে ও শুনিতে ভাল হইত। তাঁহার। ট্রামওয়ার কোত কি অবশেষে শীল বাবুদের দ্বারা মিউনিসিপালিটি হইলেন?

—১১—
উকীল না ২০।

(এডুকেশন গেজেট ১৩ কালকাল)

কিছু দিন হইল আমরা পুর্বে প্রকাশিত নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি এবং মহাদিপত্র সম্পাদকের। উকীল না ২০। এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমুদায় সহযোগীর মত প্রার্থনা করি, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে আমাদের প্রদেয় সচিব। এডুকেশন গেজেট ও ডাকা প্রকাশ এতদ্ব্যতীত আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এডুকেশন গেজেট না পাওয়াতে আমরা পুর্বে তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারি

নাই। কিছু বিবরণ ইহা গিয়াছে। অপর মত জানিবার পূর্বেই আমাদের মত প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যুক্তি-যুক্ত বোধ হইল; কিন্তু আমরা তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে সম্যক-রূপে এই প্রশ্নটির মীমাংসা করা আমাদের হৃদয় মত ইচ্ছা, কারণ সংবাদ পত্রদিগের পক্ষে তাহা একটী অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন। যদি কোন সহযোগী আমাদের মতের কোন ভ্রম প্রদর্শন করেন, আমরা ক্রুদ্ধতার সহিত তাহা স্বীকার করিব ও বিশেষ লাভবান হইলাম বলিয়া মনে করিব। সহযোগী যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সকল কথা স্বীকার করিতে পারি আর না পারি, তিনি যে প্রশ্নটি আমাদের অগণ্য পরিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেছি।

অবশেষে এক একটী করিয়া সহযোগীর কথাগুলির বিচার করা যাইতেছে। তাঁহার প্রথমটী 'সুদীর্ঘ' ও অনেক উপহাস বিজ্ঞপ্তি পরিপূর্ণ। আমরা সেগুলি অনাবশ্যক বলিয়া পরিষ্কার করিতেছি এবং তাঁহার ভ্রমতা ও ক্রটির হস্তে তাহাদের বিচারের ভার অর্পণ করিয়া একতরফা প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

তাঁহার বহু-বিস্তৃত প্রস্তাবটি সার নিষ্কর্ষ করিলে এই কর্তী কথাতে পরিণত হয়। (১ম) সহাদ পত্রের স্বত্তি কিরূপে হয়? আমরা দেখিতে পাই সমাজের লোকেরা নানা মত অঙ্গীকরণ করিয়া নানা প্রেক্ষিতে বিভক্ত হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষার মত সাধারণ গোচর করিবার জন্য এবং তাহাদের শক্তি সমর্থন করিবার জন্য সংবাদ পত্রের জন্ম হয়। সুতরাং সংবাদপত্রদিগকে অজবলা ও আত্মহত্যা করা সমান। (২য়) একতরফা সম্পাদক কে?

যে ব্যক্তির হৃদয় প্রোৎসাহকের হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ, স্বীকার লেখনী প্রোৎসাহকের অন্তর্নিহিত ভাব ও কামনা সকল ভাবের প্রকাশ করিতে পারেন তাহার হৃদয়ের ভাবে প্রোৎসাহকের সহিত এক বাধা বাজে, তিনিই একতরফা সম্পাদক। (৩য়) যদি প্রোৎসাহকের হৃদয়ের কথা বলা না যায় তাঁহার কাগজ লইবেন কেন? এই কর্তী আপাততঃ আমাদের আরও হৃদয়ে, এবং যথাসাধ্য এইগুলির বিচার করা যাইতেছে।

প্রথম কথা।—কোনো প্রেক্ষা বিশেষের সুপস্থাপন হওয়াই কি সংবাদ পত্রের স্বত্তির উদ্দেশ্য? ইংলণ্ডের ন্যায় যে যে দেশে দখলি ও প্রেক্ষা বিরোধ আছে, সে সমুদায় স্থানে একরূপ অনেক সংবাদ পত্র আছে তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু উহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমরা দুইটুকু দ্বারা এই প্রশ্নটি আরও পরিষ্কার করিতেছি, পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন। আমাদের দেশে শান্তি ও বৈফল্য এই দুইটী সমুদায় আছে। বৈফল্যের দেখিলে যে তাঁহাদের যে সকল অভাব ও ক্রেশের কারণ আছে তাহা গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিতেছেন না; সুতরাং এক প্রাণি সংবাদ পত্রের স্বত্তি করিলেন। সেখানে বৈফল্যবিরোধের কাগজ হইল। বৈফল্যবিরোধের কষ্ট বিদিত করা, বৈফল্যবিরোধের মত প্রকাশ করা অর্থাৎ বৈফল্যবিরোধের ওকালতি করা তাহার লক্ষ্য, তাহাই তাহার প্রধান কার্য। এইরূপ প্রেক্ষা বিশেষের কার্য সাধন করাই কি সকল সংবাদ পত্রের স্বত্তির নিয়ম? আমাদের ত একরূপ বোধ হয় না; বরং একরূপ সংবাদ পত্রদিগের উপর লোকের অপ্রত্যাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। একরূপ পত্রদিগকে ইংরাজীতে পার্টিপেশপার্স বলে। সহযোগী ভাবিয়া দেখিবেন সে একরূপ

পত্রের উপর লোকের এত অবিশ্বাস যে তাঁহারা য য প্রেক্ষার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যে যে কথা বলেন লোকে সচরাচর তাহার অনেক প্রেক্ষা ও অত্যাতি পূর্ণ বলিয়া লয়। বিশেষতঃ একরূপ ওকালতির উপর আমাদের বিশ্বাস নাই এবং সংবাদপত্রদিগকে যে সময় বিশেষে একরূপ ওকালতি করিতে হয় তাহাও আমরা স্বীকার করিতেছি; কারণ ইহাতে (সহযোগী কমা করিবেন আমাদের পক্ষে আবার তাঁহার অপ্রত্যাশিত কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইল) সত্য ও ন্যায়-প্রিয়তার কোন ব্যাঘাত হয় না। যে কোন প্রেক্ষাই হউক না কেন যদি তাঁহাদের কোন একতরফা কড়ের কারণ থাকে তাহা সাধারণের গোচর করিতে আমরাও একতরফা আছি। আমরা যেসকল ওকালতির সিন্দা করিয়াছিলাম তাহা এই, যখন কোন বিবাদের স্থল উপস্থিত হয়, যখন কোন কথার উত্তর পত্রের মীমাংসা করা আবশ্যক হয়, তখন কেবল উক্তির সার্য এক পক্ষের দ্বারা মীমাংসা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তখন প্রত্যেকের ন্যায় উত্তর পক্ষের দ্বারা মত স্থির করা কর্তব্য কারণ তদ্বিতীয়া অসত্য ও অন্যায় আচরণের সম্ভাবনা। আমরা একটী দুইটুকু দ্বারা এই কথাটিও পরিষ্কার করিতেছি; মনে কর প্রচলিত বাস্তব কথা উপস্থিত হইরাছে। তাঁহার অন্তর্কালে বলিবার দশটী কথা আছে কিন্তু মনে কর তাঁহার প্রতি কূলে বলিবারও ১৫ টী যুক্তি আছে এতলে যদি আমরা তাঁহার দোষগুলির দিকে দৃষ্টি পাত না করিয়া কেবল অন্তর্কূল যুক্তিগুলি মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করি তাহা হইলেকিন্তু ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার হয়? সহযোগী বিজ্ঞপ্তি করিতে চান করুন, আমরা একরূপ ওকালতি যুগ্মত লিখিত

পরিহার করি। কারণ ইহাতে সত্য ও
ন্যায় বিসর্জন করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। সম্পাদকের হৃদয়
পাঠক দিগের হৃদয়ের দর্পণ, স্বরূপ
হওয়া সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা
আরও একটু বিস্তারিত রূপে বিচার
করা উচিত ছিল। এই কথাটির দুই
প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথম, গ্রাহক
গণের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া
দ্বিতীয় গ্রাহকগণের মনের সচিত্র এক
মত হওয়া। প্রথমটী সম্পাদকের পক্ষে
অত্যাশঙ্ক্য তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে
স্বীকার করি। সে বিষয়ে যে ব্যক্তির
অজ্ঞান আছে তিনি সম্পাদক হইবার
উপযুক্ত নন। কিন্তু গ্রাহকদিগের মতে যে
মত দিতে হইবে তাহার ও কোন অর্থ
নাই। বরং যে ব্যক্তির গ্রাহকদিগের
মতের অতিরিক্ত উৎকৃষ্ট মত দিবার
ক্ষমতা নাই, তিনি সম্পাদকীয় পদের
অনুপযুক্ত। দেশের লোকে লেপ্টন-ট
গবর্ণরের উপর বিরক্ত, সচযোগীর মতে
প্রকৃত সম্পাদকও সেই সঙ্গে বিরক্ত হই
বেন; ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়া নয়, কিন্তু স্বাভা
বিক হইবেন। আমরা বলি প্রকৃত সম্পা
দক বিরক্ত প্রকাশ করিবার পূর্বে
লেপ্টন-ট গবর্ণরের দোষগুণ বিচার
করিবেন এবং যদি তাঁহাকে নির্দোষ
বলিয়া বোধ হয় মুক্তি প্রদর্শন করিয়া
গ্রাহকদিগকে সেই মতে আনিবার
চেষ্টা করিবেন। ইহাকে ইংরাজীতে
“পাবলিক ওপিনিয়ন ড্রিফট” করা
অর্থাৎ মত স্থিতি বলে। সুমত স্থিতি
সংবাদ পত্রদিগের সর্কপ্রান্ত কাব্য।
এই জন্যই সভা সমাজে সংবাদ পত্রের
এত গাধার। সংবাদ পত্রেরা যে মত
স্থিতি করেন তাহা দ্বারা শত শত ব্যক্তি
নিরাশ হইয়া, শত শত ব্যক্তির বুদ্ধি
পরিষ্কৃত হয় এবং শত শত ব্যক্তি
অপথ্য হইতে পারে। সংবাদ পত্রেরা

যদি এই উন্নত কার্য না করে সংবাদ
পত্রের প্রয়োজন নাই। মত স্থিতি জন্মের
কার্য, কারণ উভয় পক্ষ না দেখিলে
সুমত স্থিতি হইতে পারে না। এই কার্য-
ণেই আমরা সংবাদ পত্রদিগকে জন্মের
আদান দিতে ইচ্ছা করি।

তৃতীয় কথা। একবার উক্ত দিতে
পারিলাম না। গ্রাহকদিগের মনের মত
কথা বলিতে না পারিলে গ্রাহকেরা
ছাড়িয়া দিতে পারেন, এ বিপদ আমরা
স্বীকার করি, কিন্তু ইহার উত্তরে আমি
দের এই মাত্র বক্তব্য যে সকল গ্রাহক
একশ্রেণী অবিরোধক মন, যে তাঁহাদের
বিরুদ্ধে যদি কোন যুক্তিযুক্ত ও ন্যায্য
সম্পত্ত মত প্রকাশ করা যায় তাঁহারা
বিরক্ত হইবেন। নিজের মতের হুর্দ্বলতা
প্রতিপন্ন হইলেও তাঁহারা অপরের
স্বাধীন মত শুনিতে প্রস্তুত নন, তাহাঁ
দের ঐক্য নাই। আমাদের গ্রাহকদি
গকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা
কি আমাদের স্বাধীন মত শ্রবণ করিতে
প্রস্তুত নন, তাঁহারা কি আমাদেরকে
নিরাস্ত্র সামান্য করিয়া রাখিতে চান?

আমাদের প্রজ্ঞান্বেষ সচযোগী ঢাকা
প্রকাশকে বলিবার আশি অঙ্গীকার
আছে। আমরা যে শ্রেণীর প্রতি কঠোর
ভাষ্য ব্যবহার করিয়াছি তাঁহারা যেন শ্রেণী
তুল্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।
কায়েল সাহেবের পদভাগ সম্বন্ধে তিনি
যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা
প্রজ্ঞার সহিত পাঠ করিয়াছি এবং তাহা
তিনি সরল ভাবেই বলিয়াছেন
বিশ্বাস করি। আমরা শুধী হইলাম যে
তিনি উকীল না জগ এ সম্বন্ধে আমাদের
সহিত এক মত হইয়াছেন। আমরা
তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করি নাই। তিনি
দুঃখী হইয়া বসেন। পরে কেন আমরা
এখনি বক্তৃতাবে আলিঙ্গন দিতে এবং
আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি।

গাঁজাতে হৃদয়ের সংখ্যা

বুঝি হয় কি না?

কিছু দিন হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-
মেন্ট সমুদায় স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে এই প্রস্তাব
করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে অনুমত্যান
করিতে বলিয়াছিলেন। সপ্রতি গেলোটে
একটী মন্তব্য পত্র প্রকাশ হইয়াছে।
তদ্বারা গবর্ণর জেনারেল এ বিষয়ে স্থানীয়
গবর্ণমেন্টদিগকে সতর্ক থাকিবার জন্য
অনুরোধ করিয়াছেন এত দিন লোকে
সুরাশান মিথ্যারূপে জন-বাক্তি ছিলেন।
গাঁজা আফিম সিঁড়ি প্রভৃতি মাদক
দ্রব্য সেবনের উপর তাহারও দৃষ্টি
পড়ে নাই। চীৎকার এ বিষয়ে দৃষ্টি কেন
পাড়িল তাহা আমরা বুঝিতে পারি-
তেছি না। যাহা হউক, এই অবসরে আমি
দিগের ও দুই এক কথা বলা আবশ্যিক
বোধ হইতেছে।

সুরা বেজগ বিলাতি মদ্যতর সহ-
চর হইয়া দেশে পদার্পণ করিতেছে
গাঁজা সেবকার নয়। দেশে ইহার ব্যব-
হার বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে।
আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ
কৃষক মজুর প্রভৃতি, মদ্যচর ইহা ব্যব-
হার করিয়া থাকে। সে জন্য যে হৃদয়ের
অধিক স্রীকৃষ্ণ হয় একশ্রেণী বোধ হয় না;
কারণ সে যে শ্রেণীর মধ্যে ইহা বহুল
প্রচার তাহারা অপরাধের শ্রেণী অপেক্ষা
অধিক হৃদয়শীল নহে। গাঁজাখোর
দিগের নিজের শারীরিক ও মানসিক
ক্ষতি যে প্রকারেই হউক না কেন তাহারা
সুরাশানীদিগের ন্যায় আমাদের উপদ্রব
দিয়া লাভভয়ের কারণ নয়।

এ প্রবন্ধ শেষের শীল ও মনের
ভাবের ভিতরকার বাস্তব করে তাহাও
আমরা জানি না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-
মেন্ট এ সম্বন্ধে তাহা দিগের মত
গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না জানা
বাইতেছে না। যেউকল কায়েলের

ভূতপূর্ব অধ্যাপক প্রবাসী ডাক্তার ওমানসি সাহেব একবার বহুদিন ধরিয়া গাঁজার ঘোষ গুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। দেশের লোকের সংস্কার যে এই দ্রব্যে লোকদিগকে কোপন স্বত্ব করে এবং অতিরিক্ত সেবন করিলে উদ্ভাততা উৎপাদন করে। প্রথম কথা সত্য কি না বলিতে পারি না; দ্বিতীয় কথা ও ইংলি সম্মান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে গাঁজার অন্য বাহারী উপাত্ত হয় তাহাদের সংখ্যা সমগ্র উদ্ভাত সংখ্যার তিন শত ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং কেহ কেহ যে বলেন যে গাঁজা দ্বারা উদ্ভাত হইলে তাহার প্রতীকভাবে সত্তা বনা থাকে না তাহাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

কল কথা এই, পুরা মস্তুরের যেকোন বিবেচনা শক্তিকে কলুষিত করে, অসৎ প্রভৃতি সকলকে উত্তেজিত করে এবং অশান্তি প্রভৃতি করে গাঁজাতত দূর করে না। কিন্তু ইহাতে যে বুদ্ধির জড়তা ও মান্দা উপস্থিত করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্বিধ হইতে যে শরীরের কোন কোন ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাও দেখিতে পাই। অধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তমাশর প্রভৃতি উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। পুরাপান নিবারণের চেষ্ঠার ন্যায় চহার নিবারণের চেষ্ঠাও যে কর্তব্য তাহাতে আর কথা কি?

উপসংহারকালে আমরা আর এক দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাহা বাস্তবিক সমাজের সুফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকে জালি খাওয়া বলে; এই নেশাটীর দিন দিন অভ্যস্ত জিরাজি হইতেছে। পূর্ব পুরুষদি

গের এনেশার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। পুরার ন্যায় ইহা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নিজ অধিকার স্থাপন করিতেছে। তবে কি ইহা পুরার ন্যায় নব্য গত? কাব্যের সঙ্গে আসিল? আমরা দেব রাজারা ত জালিখোর নন। তবে কোথা হইতে আসিল? আমাদের বোর হরচীন দেশীরাগের দুর্ভাগ্যে ইহার এক জিরাজি হইয়াছে। চীনদেশের মধ্যে ইহা বহু-প্রচার। এই নেশাতে লোকের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি এবং সমাজের অশান্তি এই উভয় বিধ অপকারই করিয়া থাকে। জালিখোর বলিলেই কদাকা; বিবর্ণ শুষ্ক প্রায় একটি অকৃতি বুকুইয়া যায়। এবং ইহা হইতে জুরির জিরাজি হইতেছে; কারণ মুখ ও পরিজ-শ্রোণী-ভুক্ত লোকেই সচরাচর এই নেশা করিয়া থাকে। ইহা একবার অভ্যস্ত হইলে অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং ইহার অন্যান্য উপকরণ ও অভাব শাক হইয়া উঠে। ইহার জমা প্রতি দিন কিছু কিছু বার অবশ্য কর্তব্যে মধ্যে হইয়া পড়ে। দরিদ্র লোকের গৃহে সকল দিন সমান সমাবেশ হয় না। সুতরাং তাহার চুরি বিধা প্রবন্ধনা করিয়াও এই অভাবটী পূরণ করিতে বাধ্য হয়। স্থানে স্থানে এইরূপ লোকের এত প্রাচুর্য হইয়াছে যে লোকদিগকে বটী বাটী খালা লইয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। গবর্ণমেন্ট কি ইহার সমস্যা কোন উপায় করিতে পারেন? আমরা যখন এই নেশার জিরাজিতে গবর্ণমেন্টের আয়ের জিরাজি দেখিতেছি তখন গবর্ণমেন্টকে সে অসুরোধ করাই যথ্য।

—২২—

পেচাদার করায়।

মেকলে সাহেব তা আমাদের জাতীয় চরিত্র বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিতে জরি করেন নাই। তিনি সত্য প্রকাশ

অধিক অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি এই—বালগি বাহা করে হুর্জল ভাবে করে। আমরা ইহার টীকা করিয়া বলিতেছি বালগীরা বাহা করেন পেচাদার করায়। আমরা সহজে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হই না। যত কণ না দেখিতে পাই সে সে কার্যে জিরাজি প্রাণাচ্ছাদন চলে না, কিম্বা সংসারে সুখ সন্ধান লাভের আশা নাই, ততক্ষণ তাহাতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। অল্প কট বস্ত্র কট কিংবা অন্য কোন প্রকার সাংসারিক কটের কশাঘাত পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ না হইলে আমরা যে অবস্থায় আছি তাহার পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হই না এবং যদিও চলিতে আরম্ভ করি যতটুকু গেলে সেই কশাঘাত হইতে নিস্তার পাই ততটুকু গিয়াই আবার পুনরায় দণ্ডায়মান হই। মিরারের ন্যায় আমরা স্বজাতীয়দিগকে গালি দিতেছি না কিম্বা খেতকার বহু দিগকে সতর্ক করিতে আসিতেছি না। কিন্তু এই উপলক্ষে আমরা গবর্ণমেন্টকে গুটিকত কথা বলিব মনে করিয়াছি। যে যাহা চড়ক, আমরা কতকগুলি দুর্ভাগ্য প্রদর্শন করিতেছি। এদেশের ইংরাজেরা যখন প্রথমে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন; আসিয়া দেশের স্থানে স্থানে কুঠী স্থাপন করিলেন এবং ক্রম বিক্রয় প্রভৃতির কার্য আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাদের দিগাব পত্র রাখা চালান, ইনভটস লেখা প্রভৃতি কার্যের জন্য লোক আবশ্যক হইতে লাগিল। তাঁহারা ইংলণ্ড হইতেই ক্রী সকল কার্যের জন্য অনেক লোক আনি তেন বটে; কিন্তু তাঁহারা ক্রম দেখিলেন যে তাহাতে ব্যয় বাহুল্য ও কার্যের অসুবিধা হয়, তদনুসারে এদেশী লোক রাখলে অল্প ব্যয়ে হইতে পারে এবং কার্যের সুাবস্থা হয়; সুতরাং তাঁহারা

এদেশের কেরানী নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। বেশের লোকে দেখিলেন কেরানীগিরিতে আর বৃত্তি হয়, অমনি তাঁহারা দলে দলে কেরানী একত্র করিতে লাগিলেন। দুই চারি খানি পুস্তক পাঠ করাইয়াই সন্ধানদিগকে হাত পাখান কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমে ইংরাজেরা বণিক বেশ ছাড়িয়া রাজবেশ পরিধান করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার শালমের ভার রক্ষার ভার প্রভৃতি সকল ভারই এক একটী করিয়া ইংরাজের হস্তগত হইতে লাগিল। কোম্পানি দেখিলেন যে দেশকল কার্যের জন্য ইংলণ্ড হইতে লোক আনয়ন করিতে গেলে চলে না। সুতরাং এখানে হইতে লোক সংগ্রহ করা আবশ্যক হইল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় অল্প শিক্ষায় আর চলিল না। বাঙ্গালিদিগকে শিক্ষিত করা আবশ্যক হইল। লাভ কর্তৃগণালিগের সময় চিরছায়া বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল; কিন্তু তখনও উচ্চ শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। এই আবশ্যকতা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া লাভ বেকিঙ্কের সময় মূর্ত্ত পরিগ্রহ করিল। ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল খোলা হইল। প্রথমে লোক এখানে পুত্র পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিতে চান নাই। বৃত্তি দিয়া ছাত্রদিগকে আকর্ষণ করিতে হইত। কিছুদিন গত হইলে এই সকল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রেরা বড় বড় পদ পাইতে লাগিলেন ও অনেক উপার্জন করিতে লাগিলেন। তখন দেশের লোকে দলে দলে সন্ধানদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ আইনবিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সকল বিভাগই হইতে লাগিল। উচ্চ শিক্ষা না হইলে উচ্চ পদ

পাওয়া যায় না ও অধিক উপার্জন করিতে পারা যায় না এই জন্যই উচ্চ শিক্ষার এত আদর।

এইরূপে পুরুষদিগের শিক্ষা চলিতে লাগিল অবশেষে স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষার আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। অশিক্ষিত স্বামী ও অশিক্ষিত স্ত্রী এ অবস্থা কটকট হইতে লাগিল। সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিরা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও লোকের সে বিষয়ে বিশেষ প্ররুতি জন্মিল না; কিন্তু এখন আর কন্যাস্বামিগণ শিক্ষিত না হইলে শিক্ষিত স্বামীর বিবাহ করিতে চাহে না সুতরাং কন্যাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে কোন কার্যই আমরা প্রায় পেরাদায় না করাইলে করিতে চাহি না। সুবিখ্যাত টাইমস পত্রিকাও এই কথাই উল্লেখ করিয়া গবর্নমেন্টকে রপ্তানী বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সংযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা নেটিব সিবিল সার্কিস সহজে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহারও মূলে এই কথা। গবর্নমেন্ট যদি উচ্চশিক্ষাকে উচ্চপদের দ্বারপ্রদ্বার না রাখেন উচ্চশিক্ষার আর আদর থাকিবে না। প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা হইবে। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর যখন নেটিব সিবিল সার্কিসের কৃতি করেন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে একবার দেখিয়া তিনি এই খেতাল পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু এবার দেখা যাউতেছে যে তিনি ইহার আরো উন্নতির চেষ্টায় আছেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি উপার্জনের দ্বার বলিয়াই দেশের লোকের নিকট শিক্ষার এত আদর। যদি ছয়মাস কাল একটু পরিচর্য করিয়া এক জনের ১০০ এক শত টাকা বেতন

লাভের সম্ভাবনা থাকে, কে আর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টা করিবে? সিবিল সার্কিসের লোকদিগকে শিক্ষা বিভাগে অধিকার বেত্তাতে শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মচারিরা দুঃখিত হইয়াছিলেন, নেটিব সিবিল সার্কিসের কৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের কি দুঃখের কোন কারণ নাই? আমাদের একটী কবিতা মনে শক্তিতেছে।

হেমচন্দ্রন চূত চন্দ্রকবনে

রক্ষাচ শাকোটকে,

হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিল কূলে ;

কাকের নিত্যাদর ;

মাতঙ্গেন খব জরঃ সমুদ্রা

কপূর কার্পাসরোঃ ;

এবা যত্র বিচারনা উপগণে

দেশার তটৈর সমঃ ।

যে দেশে চন্দ্রন চূত চন্দ্রক প্রভৃতি জন্তু ছেদন করে কিন্তু সজিনা বৃক্ষ যত্রের সঞ্চিত রক্ষিত হয়; যেখানে হংস ময়ূর কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণের হত্যা হয়, কিন্তু কাকের আদরের সীমা নাই, হস্তীর পরিবর্তে যেখানে গর্দভ জন্তু করিতে হয়, যেখানে কপূর এবং কার্পাসের মূল্য সমান; যে দেশে গুণিদিগের প্রতি এইরূপ বিচার। সে দেশকে নমনকার, কাঁবেল সাহেব দেখিবেন অবশেষে ছাত্রেরা যেন এই কথা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ না করে।

—:১২—

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ও হিন্দুপেট্রিট।

এই মনোবহরের কলিকাতা গেজেটে প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিশনরের রিপোর্টের উপর লেপ্টেনেন্ট গবর্নর একটী মন্তব্য-পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মত প্রকাশিত হয়।

“লেপ্টেনেন্ট গবর্নর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে” হিন্দুপেট্রিট এবং

অনুভবাব্দার পত্রিকা " এতৃতি উচ্চ
হরের বেশীর সংবাদ পত্রেরা গবর্ণমেন্টের
প্রতি বৈরপ বিদ্বেষ প্রকাশ করে নিম্ন
শ্রেণীর পত্রেরা গল্প করে না। "

হিন্দু পেট্রিয়ারের প্রতি পূর্বোক্ত
দোষারোপ করাতে তাহার সম্পাদক
বাবু কৃষ্ণদাস পাল জুজু হইয়া নিজের
নির্দোষিতা প্রমাণার্থ লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে
এক পত্র লেখেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণরও
সংক্ষেপে তাহার একটী উত্তর দিয়াছেন।
কৃষ্ণদাস বাবুর পত্রটী যেমন দীর্ঘ লেপ্ট
নন্ট গবর্ণরের পত্রটী তেমন সংকীর্ণ;
হিন্দু পেট্রিয়ারে যে গবর্ণমেন্ট-বিদ্বেষী
নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কৃষ্ণ
দাস বাবু নানা জনের নানা কথা উদ্ধৃত
করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এত
কথা বলিবার ও এত পরের প্রশংসা
উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন ছিল না।
তিনি সর্বশেষে লেপ্টনন্ট গবর্ণরকে বোস
সম্মান করিবার জন্য যে অমুরোধ
করিয়াছেন তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে
হইত। তাহার পূর্বে তিনি যে সকল
কথা বলিয়াছেন তাহাতে যে লেপ্টনন্ট
গবর্ণরের সংস্কার দূর হইয়াছে একপ্রকার
বোধ হয় না; বিশেষ তাহার উদ্ধৃত কথা
গুলিতে প্রকৃত প্রস্তাব উত্তর তত হউক
আর না হউক হিন্দু পেট্রিয়ারের এবং
নিজের যশ ও ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া
হইয়াছে। এই জন্য আবার দেখানি
কিঞ্চিৎ অক্লান্তিকর হইয়া পড়িয়াছে।
লেপ্টনন্ট গবর্ণর বুদ্ধিতে পারেন আর না
পারেন দেশের লোকের নিকটে হিন্দু পে
ট্রিয়ারের ভাব বিদিত আছে। আমাদের
ও হিন্দু পেট্রিয়ারে গবর্ণমেন্ট বিদ্বেষী
একপ্রকার সংস্কার নাই। তবে তিনি বর্ত
মান বাঙালী গবর্ণমেন্টকে সময়ে সময়ে
অবধিভূষণে আক্রমণ করিয়াছেন। সেই
সংস্কারেই যদি তাহার প্রতি এই
আমাদের আরোপ করা হয়, তাহা হইলে

ত আর সম্পাদকদিগের স্বাধীনতা
মত প্রকাশ করা হয় না। দেশের শাসন
কার্য্য হইতে বঞ্চিত ও সকল প্রকার
উন্নত পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, যদি
আমরা একটু মন খুলিয়া গবর্ণমেন্টের
দোষ গুণের বিচার করিতেও না পারি
তবে আমরা যাকে জীত দানের মত
করিয়া রাখিলেই হয়। রাজত্ব ও স্বাধী
নতা এতই কি একত্রে বাগ করিতে
পারে না? লেপ্টনন্ট গবর্ণর না এবে
শীয়াবগকে আত্মশাসন

জনা বাস্তব? বাহাদুর ন... মত
প্রকাশ সহ্য হয় না তাহা...
মন কিরূপে সহ্য করবে... গবর্ণমে
ন্টের প্রজ্ঞার স্বাধীনতা শুনিবার
সাধ নাই, তাহা দেশ শাসনের প্রয়োজন।
যথেষ্টাচারী রাজারাই প্রজ্ঞার কিরূপে
নিরীক্ষা করিয়া রাখিতে চায়, লেপ্টনন্ট
গবর্ণর কি সেই সুযোগটি গ্রহণ করেন?
তিনি দেশের মতক স্বত্বপূর্ণ, তিনি কি
জানেন না যে তাঁহার একটী কথা শত
শত ব্যক্তির কথার সমান। বিশেষ
বিবেচনা না করিয়া সহসা একজন সম্পা
দকে রাজবিদ্বেষী বলিলে যে সম্পাদক
দিগের স্বাধীনতা কত লোপ করা হয়
তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন না?
অগ্রমানে বোধ হয় গেডিস সাহেবের
ন্যায় কৃষ্ণদাস বাবু যদি তাহার স্বাধীনত
একজন কর্মচারী হইতেন, তাহা হইলে
এতদিনে তাঁহাকে সাত সমুদ্র ও তেরদীর
জল পান করিতে হইত। সংবাদ পত্র
সম্পাদক দিগকে স্বাধীনতা না দিলে অস
ভ্যক্ত প্রকাশ পাও, দিলে আবার স্বাধীন
ভাবে মত প্রকাশ করে, মহা বিপদ!!
কাহেলা সাহেব কি করেন? আমরা
পাশ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, বিদেশী
রাজার শাস্তি কোথায়!! কারণ রাজা
প্রজ্ঞার স্বার্থ এক হইলে স্বাধীন মত
শুনিয়া এত সন্দেহ হইত না।

সমালোচনা ।

হরিশ্চন্দ্রের ম্যাগাজিন। এখানি মাসিক
পত্রিকা। কাশীর বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র ইহার
সম্পাদক। অক্টোবর ও নবেম্বর এই দুই
মাসের পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।
ইহাতে হিন্দীভাষার বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয়
সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পরিশেষে ইংরা
জীত করেকটি প্রবন্ধ লিখিত ও উদ্ধৃত হই
য়াছে, কলদর্শন ও জ্ঞানাজ্ঞার আমাদের
বেশে যে কাব্য করিতেছে; হরিশ্চন্দ্রের
ম্যাগাজিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সেই কাব্য
করিতে পারে। আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে
উৎসাহিত করিতেছি।

যুত জটিল অক্ষুণ্ণচন্দ্র যুগে পাখ্যায়ের
জীবন চরিত। কলিকাতা ট্রেণিং একাডেমির
একজন শিক্ষক, মহেন্দ্রনাথ যুগোপাধ্যায়ের
প্রণীত। মহেন্দ্র বাবু তাহান একজন জাতীয়।
এই জীবনচরিত যিনি সংগ্রহ করিয়া তিনি
প্রকৃত আত্মীয়ের কার্য্য করিয়াছেন।

ইউরোপে তিন বৎসর। এখানি ইংরাজী
পুস্তক ইন্সটিটিউট করোপ নামক ইংরাজী
পুস্তকের অধ্যাপক। বাঙালী যদিও হিন্দুর
হয় নাই, বাঙালী ইংরাজী জানেন না
তাঁহার এখানি পাঠ করিলে ইংরেজ
ও ইউরোপের অনেক কথা জানিতে পারি
বেন।

ভীর্ণ মহিমা। বাবু নিমাইচাঁদ শীল
প্রণীত। আমরা আজিও ইহার সন্মুখ
পড়িবার সময় পাই নাই। বত ইচ্ছা পড়ি
মন্দ লাগে নাই।

—
স্থানীয় সংবাদ।

হরিনাতি স্কুল হইতে এবৎসর তিনটী
বালক এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত
হয়। আমরা আশ্বাসিত হইলাম তিনটিই
উত্তীর্ণ হইয়াছে। একটী প্রথম শ্রেণী
একটী দ্বিতীয় শ্রেণী ও একটী তৃতীয়
শ্রেণীতে স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকবৎসর
ম্যালেরিয়া জ্বরের দৌরাত্ম্যে এই স্কুলটীর
বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছে। হাজি সংখ্যার
সম্পন্নতা ও শিক্ষার্থীর ব্যাঘাত এতৃতি
সকল অসুবিধা ঘটিতেছিল। বর্তমান বর্ষ

হইতে ইহার সম্পাদক হুতন বসুকে
করিয়াছেন এবং হুতন উপযুক্ত শিক্ষক
বিশুদ্ধ করিয়া কুলীকে আরও উন্নত
করবার আশিষ্য দেওয়া করিতেছেন।
জামরা আশা করি আগামী বারে আরও
অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হইবে এবং
সারও অধিক হুকম দেখা হইবে।

আমরা কিছুদিন হইল হুতন পুস্তক
নামক পুস্তকটির পরিচয়ের কথা বলি
রাছিলাম। তদনুসারে আশীষ্য হইলাম যে
কুমারী শ্রী তাহার পরিচয় করিয়া
দিবেন। আমরা সেবারে যে বলিয়াছিলাম
যে বসন্তকুমার ইহার পরিচয় করা বিষয়ে
আপত্তি করিতেছেন, এখন শুনিতে পাঈ
এপুস্তকটির সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি নাই।
ইহাতেও আমরা সুখী হইলাম।

কিছুদিন হইল নেতামতলার কাঁড়ীর
উপায়সমূহ হরিমণ্ডি ও মালকের জন্ম
মৃত্যুর হিসাব রাখিবার তার আঁশিত হই-
রাছে। কয়েকমাস এই হিসাব রাখা হই-
তেছে। গত ডিসেম্বর মাসে এই কাজ শেষে
১৫ জনের জন্ম হইয়াছে এবং ১৫ জনের
মৃত্যু হইয়াছে।

এদেশের ম্যালেরিয়া পীড়িত নরিত্র
নিগের সাহায্যার্থে একজন নেত্রি ডাক্তার
প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি একাকী সকল
দেখিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া সার্নি-
টার কমিশনার জ্যাকসন সাহেব আর এক
জন কম্পাউন্ডার প্রেরণ করিতে বলিয়া
যান। সে জন্য আরও কিছু ভ্রম সহিত
আর একজন নেত্রি ডাক্তার প্রেরিত হই-
রাছেন। ইহাকে রাজপুত্র রাখিয়া দিলে
ভাল হয়। দুই স্থানে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে
এক স্থানে রোগীর সংখ্যা এক অধিক হইবে
না। গত সপ্তাহে সর্বমমেত ৪৮১ জন হুতন
রোগী উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে উন্নয়ন
১৪, রক্তাক্ত ৬ আর ২২০ ফুসক্স
প্রবাহ ১ বড় প্রবাহ ১৩ গ্রীষ্ম ২২৭।
ইহা ডি. পূর্ণ সপ্তাহের ৩০৬ জন অবশিষ্ট
ছিল। এই ৭৮৭ জনের মধ্যে ৩০২ জন
স্বাস্থ্যে সংস্থিত হইয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

করানী বেনার একখানি সংবাদ পত্রে
লিখিত হইয়াছে, রেশমী জামা ব্যবহার
করিলে ওলাউতার ভয় থাকে না। প্রথমে
রেশমী জামা পরিয়া তাহার উপর অন্যান্য
জামা পরিতে হইবে। অনেক ভ্রম
লোক রেশমী জামা ব্যবহার করিতে আরম্ভ
করিয়াছেন।

এবার বেংগালি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৫
জন শিক্ষক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫৫
মাত্র ৫০ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

১৬ ই পৌষ সোমবার।
১৬ ই পৌষ সোমবার।
১৬ ই পৌষ সোমবার।

১৬ ই পৌষ সোমবার।
১৬ ই পৌষ সোমবার।
১৬ ই পৌষ সোমবার।

—কলিকাতার কলিকাতা উপায়ক
রাজেশ্বরী রণজিত সর্বাঙ্গী কলিকাতার
রাজেশ্বরীকে ১০ হাজার টাকা উপঢৌকন
প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

—আমাদের গবর্নর জেনারেলের পুত্র
ডাক্তার ৩ কোটি টাকা রাখিয়া পরলোক গমন
করিয়াছেন। ইহার এক কোটি ৭৫ লক্ষ
উত্তরাধিকারী যথেষ্ট লক্ষ নথক প্রাপ্ত হই-
রাছেন।

২৬ ই ডিসেম্বর কলিকাতা প্রচুর পরি-
মাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মহারাজ হোলকর ২২ ই হাজার লক্ষের
সমভিব্যাহারের পুনর নিকটস্থ ইন্দো-
র প্রদেশে গিয়া পিবিতে আসিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান কন্ট্রোল বোর্ড, জামশেদপু-
র কলিকাতা জেনারেল কার্কে সাহেব সম্মতি ৩০০
কোটি মার্কেন্টে হুজ করিয়াছেন।

কলিকাতার ট্রান্সপোর্ট করিবার ও চালা-
ইবার তার বিটলিপালিটির হুক হইতে

ম্যাকলিটার সাহেবের কক্ষে গিয়াছে।
ম্যাকলিটার সাহেব যথেষ্ট দয়া এই বিষয়ে
কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

১৬ ই পৌষ সোমবার।

এদিনবরাতে একটা ঘূষে একটা জী
পুস্তক শয়ন করিয়াছিল। এই ঘূষের খায়ে যে
গায়েলের পাইপ ছিল তাহা অকস্মৎ কাটির
যাওয়াতে পুস্তকটির খালক হইয়া ঘূড়া
হয়। জীলোকটা অচেতন হইয়া পড়িয়া
ছিল, অনেক শুক্রা ছাড়া তাহার উত্তম
লাভ হয়।

অনুভবজার পত্রিকার লিখিত হই-
য়াছে, লক্ষ্মীতে সম্রাট একজন সাহেব
উপস্থিত হন। তিনি তাহার নাম বেজা
মিন গল বলিয়া পরিচয় দেন, এবং বলেন
যে তিনি এডভোকেট, পুল সাহেবের আঁতা।
কিছুদিন হইল তিনি জোহান্না নামক
একজন সাহেবের সন্তান দেখা করিতে গিয়া
তাহার মেয়ের হার দেখিয়া বলেন যে,
তিনি তাহার তপ্তির নিমিত্ত ঐরূপ এক
ছড়া হার প্রস্তুত করিবেন এবং কারিগরকে
আদর্শ দেখাইবেন বলিয়া উহা চাফিরা
লইয়া আইসেন। কিছুদিন পরে তাহার
পুল সাহেবের নিকট হার চাফিরা পাঠাই-
লেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কণপাত করি-
লেন না। ইহাতে সন্দেহ হওয়ার জোহা
নিজ সাহেব পোলিসে সংবাদ দেন এবং
বেজামিন গলের তিন মাস কার্টক ও ৫০
টাকা জরিমানা হইয়াছে। এখন শুনা যাই-
তেছে যে ইহার প্রকৃত মান বাগরাম এবং
ইনি কলিকাতার একজন প্রধান বণিকের
পুত্র। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার এটরপ
আর একটা ঘটনা হয়। একজন পাণ্ডিত চাকু-
রির অধিবনে কলিকাতার উপস্থিত হন।
অনেক অনুসন্ধান করিয়া কেথায় কিছু
করিতে পারেন না। ইহাৎ তাহার সঙ্গে
একজন উত্তরার দেখা হয় এবং তাহার
নিকট শুনে যে একজন সাহেবের পাণ্ডিতের
প্রয়োজন আছে। তিনি উত্তরার সঙ্গে সাহে-
বের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। সেখান
সাহেব ও তাহার মেয় বলিয়া আঁজন
পাণ্ডিতকে সাহেব মাসে দুই টাকা বেতন

সাব্যস্ত করিয়া নিযুক্ত করেন। পণ্ডিতকে প্রতি দিন সকালে সাহেবকে পড়াইতে বাইতে হইত। পণ্ডিত চাকুরি পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মিঠাই খাওঁতে চাহিল। পণ্ডিত খার করিয়া তাহাকে দুইটা টাকা দিলেন। কর্তৃক হইয়াছে, একটু ভাল বস্ত্রের প্রয়োজন। এক জন বয়স্ক নিকট হইতে ওটি পাঁচেক টাকা কর্তৃক করিয়া দুটি চাদর আনা বিনামা ইত্যাদি ক্রয় করিলেন। কিছু দিন যায়, পণ্ডিত ক্রমেই সাহেবের নিকট প্রিয় পাতি হইয়া উঠিলেন। সাহেব শেষে পণ্ডিতের আর ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। উক্ত আবার কিছু বকসীল চাহিল। তিনি তাও লাভ করিয়া আবার তাহাকে একটি টাকা দিলেন। একদিন যেম সাহেব বলিলেন "পণ্ডিত তুমি রাছিস তোমাদের দেশের বাজু, বালা, ফার অঙ্গুরি ইত্যাদির গঠন অতি উত্তম। আনাকে একবার এসময় দেখাইতে পার?" পণ্ডিত যে আজ্ঞা বলিয়া তাহার পর দিন আশ্রমের আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির নিকট হইতে অনেক গুলি বহু মূল্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া যেমকে আনিয়া দিলেন। যেম অলঙ্কারগুলি দেখিয়া তারি খুশী হইলেন এবং পণ্ডিতকে বলিলেন যে এগুলি অবা আধি রাখিলাম। আমার কর্তৃকারকে দেখাইয়া কলা ফেরত দিব। পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। পর দিন প্রাতে আসিয়া দেখেন যে সাহেবও নাই, যেমও নাই, সে উড়েও নাই।

—ডাক্তার বালফোর ৬৪ জন সর্প দ্বৈত ব্যক্তিকে এম্বোয়সিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করেন; তদ্বশে ৫২ জন আরোগ্য হইয়াছে। তিনি বড় জনকে আশ্রম করিয়াছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বিবাক্ত সর্পের দ্বারা দ্বৈত হয় নাই, তবে জন কয়েক আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইয়াছে।

১৭ টি পৌর বৃদ্ধবার।

ডাঃ এডওয়ার্ড হাজারের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা বলেন, প্রাপ্ত আর্থর আপাটি হুডের জন্ম বলপ্টিভার হইয়াছেন।

গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্য

এক, এ, কফেল সাহেবের বিহারকাল শেষ হওয়াতে তিনি কলিকাতার প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

মাস্ত্রাজ হাইকোর্টের প্রধানতম বিচার পতি সর ওয়ালটার বর্গান ও তাঁহার পুত্র কোন রাজস্বীয় উপলক্ষে কলিকাতার আসিয়াছেন।

রতনপুরা এবং আর তিনজন যৌক সর্দার কলিকাতার আসিয়াছেন।

সেহিন বোখাইয়ে দুই জন পারসি একটি পারসী ঘুরতীকে মিতাক্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে। ইহাদের বিচারের শেষ হয় নাই।

মগদালার লর্ড নেশিয়র বোখাইয়ে উপনীত হইয়াছেন।

নিম্নে কাষ্ট আটস ও এন্টাগ দক্ষিণ ফল প্রকাশিত হইল:

কাষ্ট আটস।

বিদ্যালয়ের নাম	১ জে	২ জে	৩ জে
জেনিভেল কলেজ	১৭	৪২	৩৪
হুগলি কলেজ	৩	৩	৪
কুফনগর	১	৩	২
সেন্ট পিটার	১	১	০
আমা কলেজ	১	১	৪
বেরিলি	২	৪	১
এল. এম. এস. ইনষ্টিটিউশন জবানী পুর	২	১	৩
হারি কলেজ	১	৬	৪
কাথিডাল হিগল	১	৪	৪
সংস্কৃত	১	১	৪
লাহোর	১	২	২
ক্যানিং	৪	৫	৩
বেনারস	১	৪	২
মিহর সেন্ট্রেল	২	২	১
জেনারেল এসেবি ইনষ্টিটিউশন	১	২	৮
পাটনা	১	৬	৮
ডাকা	৮	১০	১০
কির্কি ইনষ্টিটিউশন	৬	৬	৬
সেন্ট জে বর কলেজ	২	৩	৩
আজমির	১	১	১
মেডনাল	২	২	২
সেন্ট জে	৩	৩	৩
সেন্ট মাস	৩	৩	৩
সাধর হাই স্কুল	৩	৩	৩
লামাটিন কলেজ	৩	৩	৩
এল. এম. এস. কলেজ	২	২	২
কাথী ইনষ্টিটিউশন	২	২	২
মুজাপুর	২	২	২

জবানী ইনষ্টিটিউশন	১	১	১
বহরমপুর	১	১	১
জিহানপুর কলেজ	১	১	১
কটক হাই স্কুল	১	১	১
জাইট চর্চ কলেজ	১	১	১
এ. এ. এ. কানপুর	১	১	১
মিকক	১	১	১

এন্টাগ

বিদ্যালয়ের নাম	১ জে	২ জে	৩ জে
হোয়ার স্কুল	৭	১৩	৫
হিন্দু স্কুল	৮	১১	৭
মেটপলিটান ইনষ্টিটিউশন	৩	৬	১৩
সংস্কৃত কলেজ	৩	৭	২
হুগলি কলেজ	২	১	১
সংস্কৃত স্কুল	২	১	১
বেরিলি কলেজ	২	১৪	৩
মন্তুগী স্কুল	২	১	০
হারনাথ স্কুল	১	১	১
সেন্ট জেনিভারস কলেজ	৮	৪	০
লাহোর জেলা স্কুল	১	১	০
কাশিপুর কালি	২	০	০
নাথ স্কুল	২	০	০
কির্কি মগপুর	২	৩	৮

১৮ ই পৌর বৃদ্ধবার।

ওডিসবরার ডিউক সেন্টপিটার্স বর্গে

বাজা করিয়াছেন।

অবা জীহুজ বার রাজেন্দ্রসুয়ার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংস্থাপিত বাকইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের চতুর্থ সাংসদসরিক ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১ ম সাংসদসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জীহুজ বাবু ঠাকুরলাল রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত দুইটি চিকিৎসালয় লক্ষ্য স্থির বার এবং রোগ ও রোগীর বিবরণ পঠিত হইলে ইংরাজী ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা হয়। তৎপরে সভার মর্ম্ম আদি সাধারণ লোকের বোধগম্য হেতু বঙ্গ ভাষায় বিবৃত হইলে, এবং সিদ্ধি সাধন জাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি জাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় লক্ষ্যে যেরূপ বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বুঝা ইয়া দিলে সভা তত্ত্ব হইল।

বাকসে'রে ইলদাবিগের যে শিক্ষা পিথি হইয়াছে তৎপরে চতুর্থিক হইতে সৈন্য গমন করিতে পাশ্চাত্যী আমবাণীরা ইহার একত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া

উল্লম্ব সমাপনের ক্ষেত্রে হইয়া যে বাল্যশিক্ষার বিস্তার পূর্বক স্থানান্তরে উঠিয়া আইনগত উদ্যোগ করিতেছে। পূর্বের সাবেক এনিমিত্ত প্রকৃতি বোঝা পত্র প্রচার করিয়াছেন এবং ক্রীড়ার মাঝে ক্রিকেট এই গল্প পড়িতে গিয়া উল্লম্ব সমাপনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক মানসিক সংস্কার পত্র প্রচারিত হইয়াছে, সংবাদ পত্রের সম্পাদক হিসেবে জীবনের প্রথম অংশ অন্যান্য ব্যক্তিকে সম্মান দানেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজের কোন সম্মান প্রাপ্তি নন না। তথা বড় অবদান নহে।

ডাকপুত্রের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্নমেন্টের অনেক সাহায্য করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্নমেন্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎ সিংহকে “রাজা বাহাদুর” উপাধি প্রদান করিয়াছেন। আমানিগের গবর্নমেন্টের কোন বিষয়ে জ্ঞান নাই, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতাপ সিংহ যে উপকার করিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা তথা তুলিয়া মান্য নাই, ১৯ বৎসর পরেও তাঁহার পুরস্কার দেওয়া হইল, তবে দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার পুরস্কার তিনি জীবিতাবস্থায় তথা ভোগ করিতে পারিলেন না।

সিদ্ধিয়ার রাজার সে দিন যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহ দিবস অবধি তিনি প্রতিদিন ১০ হাজার আশ্বিনকে উত্তরমন্ডির ভোজন ও প্রত্যেককে ৫ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিতেছেন। তন্নিমিত্ত দরিদ্রসংগকে কবল ও অন্যান্য শীতবস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। এ সংঘর্ষে এদেশীয় আশ্রয়ালয়ের বহুসংখ্যক প্রতি মনে মনে একটু বিরাগ জন্মিবে সন্দেহ নাই।

টাইমস অব ইন্ডিয়া লন্ডনস্থ সংবাদ পত্রিকা বলেন, বহুসংখ্যক আশ্রয়িত দুর্ভিক্ষের লাহারিয়ার লন্ডনের লাভ মের ডিউক অব আর্গাইলের নিকট যে আবেদন করেন, আর্গাইল তাহার এতদুত্তরে বলিয়াছেন, যে সকল স্থানে বাসী উক্ত দুর্ভিক্ষের লাহারিয়ার স্থানের উক্ত লাহারিয়ার স্থানে তালা আছে

সাই তথ্যের প্রেরণ করিলেই দুর্ভিক্ষের নিবারণ হইবে, অন্য সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আর্গাইল সমুদ্র পারে বসিয়া যে লিফট করিতেছেন বহুসংখ্যক আশ্রয়িত লাহারিয়ার বহুসংখ্যক দর্শন করিলে তাহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বাত্ত বাবতীর বহুসংখ্যক এক ব্যক্তি বলিতেছেন উক্ত লাহারিয়ার দুর্ভিক্ষে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল আর্গাইলের এই ব্যক্তিও সেই অর্থ দেখা দিতেছে। বাহা হউক, এক ব্যক্তির অর্থে ২০ কোটি লোকের প্রাণনাশ হওয়া অনস্ব আশ্রয়িতের বিষয় লক্ষ্য নাই।

মাস্ত্রাজ্জ ঐশ্বর্য বলেন, তথ্য হইতে অনেক চাউল কলিকাতার রপ্তানী হইতেছে গত বৃহস্পতিবার সিদ্ধিয়ার নামক কীমত ১০ দশ ডাকার বস্তা চাউল লইয়া আইসে। তাহারা যে সকল কীমত কলিকাতায় বিক্রি হইতেছে তাহাতেও চাউল আইবে, দেশীয় বহুসংখ্যক কলিকাতার রপ্তানী করিবার জন্য ১ লক্ষ ৫০ পাকান হাজার বস্তা চাউল জমা করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত আর ৩ লক্ষ বস্তা চাউল পাওয়া যাইবে।

আমেরিকাবাসের সভ্য তথ্যের একটুকরো খুলিবার জন্য গবর্নমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছেন। স্থানীয় লোকের দ্বারা এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

১৭ ই পৌষ শুক্রবার।

অর্থের সমষ্টি উইলিয়ামের পীড়া ক্রমে হ্রাস হইয়াছে। সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আজম গজের ধনপত সিংহ বাহাদুর লক্ষ্মীপত সিংহ বাহাদুরের ন্যায় নিজ জমিদারীর মধ্যে দরিদ্রসংগের সাহায্যার্থ কার্যাদি আরম্ভ করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিবার অঙ্গীকার দিয়াছেন। তথ্য ইহার মধ্যেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত রাইসভাগের জন্য রক্ষপুরে ১০ দশ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত বরদাস বরদাসী কোর্টের কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাগানদার

পরিভ্রমণ করিয়া দিন কত লক্ষ্যেই বজ্রপাত করিলেন, কিছু হইল না দেখিয়া এক্ষণে আবার কংক্রিটের বাড়ী করিয়াছেন।

আগামী মার্চমাসে ডাক্তার ফেরারের বিদায়কাল শেষ হইবে। তথা বহুসংখ্যক, তিনি আর দূর মাস বিদায়ের জন্য গবর্নমেন্টে আবেদন করিয়াছেন।

২৪ এ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাস্ত্রাজ্জ হইতে কলিকাতায় সর্বশুদ্ধ ২৪১৪৫ বস্তা চাউল প্রেরিত হইয়াছে।

রাজস্ব বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল এডওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট গণ্ড সন্তোষে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন হইয়া বীরকার্যে তার প্রেরণ করিয়াছেন।

গত শনিবার পুণ্ডিরাতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ইংলিসমান শুনিয়াছেন, বরদা কমিশনের সভ্যগণ গুইলুমারের নিকট শীতের গমন করিয়াছেন। কমিশনদের কংক্রিটের লোক বটেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, অত্র প্রদেশীয় জীবিত এন, পি, গোয়েল সাহেব, একটি জমিদার আজিম চৌধুরীর সন্তান মকদমার বিলাত আশীলে জরাজীর্ণ করিয়াছেন। এতদ্বারা গোয়েল সাহেব ৩।৪ লক্ষ টাকা ওয়াশীলাত ও বাৎসরিক বিনোদন করিয়া এক জমিদারি লাভ করিলেন। যদিও ইহাতে একজন জমিদারের সম্পত্তি আর একজন জমিদারের গৃহে আসিল এই মাত্র বহুসংখ্যক ইহাতে দেশান্তরে হানি বৃদ্ধি হয় নাই এবং সাধারণের ইহাতে আনন্দ বা বিবাহেরও কোন কারণ নাই, তথাপি ইহাতে অনেকেই আজিম প্রকাশ করিতেছেন। কারণ গোয়েল সাহেবের অর্থ শীতের জমিদার মনেন। তাঁহার অর্থ ঢাকা গোয়েল ফুল প্রভৃতি সাধারণের একান্ত মঙ্গলার্থ কার্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাঁহার অর্থ রক্ষা দূর হওয়াতে সাধারণের শুভপ্রার্থনা আরো অনুষ্ঠিত হইবে। আমরাও এই আশায় সন্তুষ্ট হইলাম। মধ্য মধ্য মূল্যমান জমিদারেরা কদিন সন্তোষে ধর্মপত্নীকে বাঙ্গালীর

হাতির মত রাখিলেও পারেন না রাখিলেও পারেন এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই মকদ্দমার ফল দর্শনে সে সংস্কার অনেক-ক'ংশে নিবৃত্তি হইবে বিবেচনারও আমরা সুবিশেষ সম্বন্ধে উৎসাহিত।

১৮ ই শৌখ শনিবার।

ফিরুজগড়কা পল্লেন, আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, চারখাট কৈশোরের মোতালক দুইটী গুরুত্ব করেকটি পরিবার সহ আশীর্বাদে দুই দিবস যাবৎ কষ্ট গাথিয়া কটুপক্ষপক্ষকে অবগত করায়, তঁহাদের মনোবলকে উদ্ভিত বিধান করার অভিপ্রায় হইয়াছে।

হুমানিওর ১০ লক্ষ গিল্লি পৃথিবীর সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তথ্যে ইউরোপে ৭৫ লক্ষ হইবার আর ৩০ লক্ষ কাসিয়া ও পোণ্ডে অস্ত্রায় ১০ লক্ষেরও অধিক জর্জবিতের ৪ লক্ষ, তুরস্কে ৩ লক্ষ, রোমানিয়ার ৪৪ হাজার, ফ্রান্সে ১ লক্ষ, এবং আশীট ইংলণ্ড, হলণ্ড, ইটালি এবং অন্যান্য দেশে। আশিয়ায় ৫ লক্ষেরও অধিক। আফ্রিকায় ১০ লক্ষেরও অধিক। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতিতে ৪ লক্ষের কম নহে।

দুর্ভিক্ষ বিবরক সংবাদ।

উত্তর গোড়ার বিখ্যাত জমিদার বাবু জয়রাম সুযোগীদাস জগদীশ কলেইর সাহায্যে নিম্নলিখিত পত্রাংশ লিখিয়াছেন। “আমরা অসীমদেব যে যে গ্রামে শস্যের অভাব হেতু লোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, আমাদের যতদূর সাধ্য সেই কষ্ট নিবারণে চেষ্টা করি। মকসলসহ কর্তৃ-চারিদিকে বর্ণিত পত্রাংশ হইয়াছে যে তঁহারা দোহাবাসিনী হসনানি এবং অন্যান্য স্থলের নিমিত্তে খাজনার অর্ধেকের অধিক লোক হেতু। যদি পরবৎসরে আহার্য্য দান্য উৎপাদন হইবে অর্ধেক অর্ধেক খাজনা কাহার জন্য, কিন্তু যে অর্ধেক অর্ধেক খাজনা হইবে তঁহাদের জমায়। তঁহাদের মনোবল এলোকা পুষ্টিসহায়ী অনেক

বিশ্বাসী কর্তব্যচারী প্রেরণ করিয়াছে। ইহারা নিতান্ত দরিদ্র প্রজাতিরের খাজনা একেবারে বন্ধ করিবেন। ও সাহাদের অল্প সংস্থান নাই তাহাদিগকে সাহায্যার্থ টাকা দিবেন। যদি পর বৎসরে উত্তম শস্য জন্মে তবৈ এই টাকা বিদ্যা শুধে আহার্য্য হইবে। আমি এমন ও সংকল্প করিয়াছি, যে অনেক ক্ষণে জয় করিয়া রাখিব এবং যে যে গ্রামে দুর্ভিক্ষের তু বিশেষ কষ্ট হইবে তঁহাদের কেনা দরে প্রজাদিগকে দিব। আমার এই শেখাঙ্গ সংকল্প ফেল-য়ারি মাসের পূর্বে কার্য্যে পরিণত করা আব-শ্যক বোধ হইতেছে না, কিন্তু উত্তর পর যাঁহাতে প্রজারা মার্জ ম'সে আউন্স দানের চাল করিতে পারে, তাহার জন্য উক্ত ত-তুলের সহিত বিশেষ অর্থের ও আবুজুলা করিব।

রপ্তানী বন্ধ করা উচিত কি না এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান সংবাদপত্র নিম্নলি-খিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

“বহুদেশে সম্রাতি কি করা কর্তব্য এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা করিতে গেলে একটী কথা সর্বাঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত। তাহা এই যে উহারা এমন জাতি যে আপনাদের রক্ষা করিতে অক্ষম এবং বাণিজ্য ও তাহাদের সাহায্য করিতে পারে না। কেবল এই মাত্র নয়, পূর্ব দেশে অভিশয় বলিষ্ঠ ও দুশটু গবর্নমে-ন্টের পক্ষেও দুর্ভিক্ষীকৃত ব্যক্তিদিগের প্রশংসা করা অনেক সময় ভার হইয়া উঠে। অব্যাহি প্রেরণের উপায় এত অল্প ও এত অসুবিধা পূর্ব যে হরত ২৫ কোশের মধ্যে বিস্তরণযোগ্য দান্য সামগ্রী থাকি তেও একটী গ্রামের সমুদয় লোকের মৃত্যু হইতে পারে। পশ্চিম বেলীর দুশজল গবর্নমেণ্ট সকলের কার্য্যদি যে রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এরূপ অবস্থাপন্ন দেশের পক্ষে তাহা যে ঘটে না, সে কথা স্মরণ করিতে পারা যাইতেছে। গবর্নমেণ্ট পু-দিগের মধ্যে পিতা স্বরণ, সুতরাং পিতার কর্তব্য প্রতিপালনে সুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। ১০০০০০০ আট বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে পশুপক্ষ উপস্থিত হয়

সে বিপদ ইহার সহিত তুলনা করিলে অতি লঘু বলিতে হইবে, কিন্তু সে সময়েও অনেক বিবেচনার পর গবর্নমেণ্ট অস্ত্রায়লও পশু প্রেরণ বন্ধ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে সকলেই বলিয়াছিলেন যে লর্ড পামারি উইনের সংবিবেচনা ব্যক্তিরেকে সে বিপদ উদ্ধার হইত না। আমাদের বোধ হইতেছে কলিকাতাতেও সেই রূপ সংবিবেচনা ও পুষ্টিপিত্ত মন্তের বিবাহ উপস্থিত হই-য়াছে। ১০০০০ আমরা শুনিয়াছি সার জর্জ কায়েল ও জমিদারদিগের এসোসি-এশন রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য যে অনু-রোধ করিয়াছিলেন লর্ড মর্ফ্রেক তাহা গ্রহণ করেন নাই। সার বাটল ফিরার গবর্ন জেনেরলের মত সমর্থন করিয়া আমা-দিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু সার বাটল উহাদের প্রস্তাবের যেক'র অর্থ করিয়াছেন তাহা আমরা সহসা প্রকৃত ও সংগত বলিয়া মনে করিতে পারিতে ছিনা। কেহ যদি প্রস্তাব করেন যে কোন জাজ কিবা নৌকা শস্য লইয়া গঙ্গা দ্বারা বাহির হইতে পারিবে না সে সমুদায় বোকাই বাড়িয়া যাইতে হইবে। আর যদি এরূপ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয় আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারি। পূর্ব হইতেই যে সকল শস্যাদি প্রেরণের জন্য নিষিদ্ধ আছে, তাহার রপ্তানী বন্ধ বোধ হয় সার জর্জ কায়েলের অভিপ্রায় নহে। এখনো দেশের মধ্যে যে শস্য আছে বাহাতে আর তাহা বিশেষ প্রেরিত না হয় তাহাও উত্তর উদ্দেশ্য। কেহ কেহ প্রস্তাব করিতে পারেন এরূপ রপ্তানী নীর কি আর সম্ভাবনা আছে? বহুদেশে এখনো যে কিছু চাউল আছে এরূপ আশয় দুর্ভি-ক্ষের সময় নিশ্চয় কেহ তাহা ছাড়িবে না। কিন্তু এরূপ মুক্তি বাহারা করেন, তাহারা কিছুকের প্রকৃতি বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। “দুই দিন মাস পরে” কিছুকের পক্ষে ইহা অতি সুবন্দী কাল ও সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তাহারা যতদিন না বিপদে পড়ত ততহাংগক্ষে, তত দিন আশা অবলম্বন করিয়া চলো। আমাদের সময়ে সিংহল ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দীপের অধিকাংশ চাউল পশুদেশে রপ্তিতে যাবৎ, যদি গবর্নমেণ্টের আজ্ঞা দ্বারা বন্ধ না করা হয় সেই বাঁধন্য সম্ভাব্যভাবে চলিবে, এখনো পল্লের দর দুর্ভিক্ষের দর অপেক্ষা হীন

আছে এবং মরিষশের প্রাণীরেরা এখনো বধেই শস্য লুণ্ঠন করিতেছে, হুতরাং ক্রমে ভাঙার প্রচুর লুণ্ঠন করিয়া লইবে এবং বহুবেশে শস্য শূন্য হইয়া যাইবে, বহুবেশে শস্য ক্রম করিতে নিবেশ করিলে অধিক ক্ষতি কি হইবে? কেবল ভাঙা-গকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে অপর স্থান হইতে সেই শস্য ক্রম করিতে হইবে। অথচ বহুবেশে ক্রমকগুলি শস্য থাকিলে সেজন্য দুর্ভিক্ষ কটোর লাভ হইবে। ০০০০

ইংলিশমানের ইংলণ্ডের সংবাদদাতা বলেন, যে “একটি শুনিতে পাওয়া যায় ক্রীমীমতী মহারানী বহুবেশের দুর্ভিক্ষ সহ-ক্রীমীমতী সংবাদ দাতার আশ্রয়ের সহিত প্রবেশ করেন। ডিউক অব জার্গি-লের সহিত ভাঙার টৈবাহিক সম্বন্ধ হও-রাতেই ভাঙার সহিত মহারানীর এ বিষয়ের চিঠি পত্র প্রায় চলিয়া থাকে।”

—

পত্রপ্রেরকবিগের প্রতি।

ক্রীমীমতী সুযোগাধ্যায়। আপনাদ প্রেরিত সংবাদগুলি আবশ্যিক বোধনা হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

ক্রীমীমতীমোহন রত্ন, গোকনী সার্কেল পাঠশালা। আপনাদ পত্রাঙ্গী কটকপিত্ত বোধ হওয়াতে প্রকাশ করা গেল না।

কন্যাচন্দ্র দর্শক বৃন্দ, যগদীশ। আপনাদের সংবাদগুলিও বিশেষ আবশ্যিক বোধ হইল না।

—

আমাদিগের পত্রাবস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আদি কার্ঘ্যোপলক্ষে ২রা ডি-শের তারিখে ডেরা এন্ডএল খাঁ হইতে নৌকা বোলে যাত্রা করিয়া ৬ই ডি-শের তারি-খের সারংকালে ডেরা গান্ধীঘাটে পৌঁছি-য়াছি। এ সময়ে সিদ্ধনদের গভীরতা ও রিক্তি অনেক কম হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে অনেক স্থানে বাসুকায়র চড়া বহির্গত হই-রাছে, জলের গভীরতা এক এক স্থানে এত-কণে যে নৌকার তলা হুতিকা পূর্ণ করে।

কলিকাতা হইতে নৌকারোপে ছগলি বা টাঁকী হাইবার সময় গভীর ও নদীর উত্তর পাশে বেঙ্গল বন উপদান ও নগর সকল সরন গোচর হয় এবং প্রায় সর্বত্র নৌকার গতা-রাত ও মনুষ্য সারগ্ৰাম দেখা যায়, সিদ্ধনদের উত্তর পাশে বেঙ্গল কিছুই দেখা যায় না। কোন স্থানে বা জনশূন্য বাসুকায়র প্রান্তর কোথায় ও বা বনজাতি প্রভৃতির ক্ষু-ক্ষু বন এবং দূরে সলিমান পাছাড় মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। আছে দেখা যায়, ও নদের উপর দিয়া আসিতে আসিতে প্রায় দ্বিতীয় নৌকার সমাগম দেখা যায় না। সিদ্ধনদের অসংখ্য কুস্তীর বেধিলায়, একটা একটা চড়াতে রবিকরণে ২০। ২৫ টা ক্ষু-ক্ষু মধ্যম ও বৃহৎ কুস্তীর শরন করিয়া আছে দেখা গেল। এই রূপ ৪। ৫ দিন ক্রমাগত বেধিলায়। সিদ্ধনদের গভীরতা, মির্জানতা ও সৌন্দর্যে অনেক সময় মনকে বিমোহিত করিয়াছে, এবং নিম্নলিখিত সংগীতটী-জবরে আণনা হইতেই উদয় হইয়াছে।

কি বদেলে কে বিবেশে মবার তবার থাকি, ভাঙার রচনামধ্যে ভাঙাকে বেধিয়া তাকি, দেশভেদে কালভেদে রচনা অলীয়া প্রতি-কণে সাক্ষ্য দেয় ভাঙার সচিব।

বাস্তবিক যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য কলিকা-তায় গগনান্বীতে বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব-ব্যাপী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য এই পঞ্জাব সীমার মধ্যবর্তী সিদ্ধগর্ভেও বিরাজ করিতেছে। আমরা এতদূরে থাকিয়াও যে এক রাজ্যে অবস্থিত ইহা একটা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। পূর্বে এ সকল স্থানে উজ্জীৱী প্রভৃতি নররাক্ষসগণের অত্যাচারে সকলে সশঙ্কিত থাকিত, এখন ইংরাজ রাজপুত্রবিগের বোধিও প্রভাবে এ সকল স্থানেও শান্তি রাজ্য করিতেছে।

এখানে পৌঁছিয়াই বেধিলায় পঞ্জা-বের লেপ্টেনান্ট গবর্নর আসিবেন বলিয়া রাজপথ ও অটালিকা সমস্ত হুণ্ডিকৃত ও হুলজিত হইতেছে, অত্রস্থ সিবি-ল ও মিলিটারী ইংরাজ আফিসারগণ উৎসবোপ-যোগী আয়োজন করিতেছে, নিকটস্থ রইল ও সর্দারগণ একে একে উপস্থিত হই-

তেছে। এই কণে সমস্ত প্রস্তুত হইলে ১২ ই ডি-শের তারিখে ৩। ৪ মণ ঘটিকার সময় ডেবিস সাহেব সজ্জীক ও যোগন সহিত সিদ্ধ-নদ পার হইয়া এখানে পৌঁছিলেন। নদের উপকূল হইতে রাজপথের উত্তর পাশে অত্রস্থ সমস্ত দেশীয় সেনা ইহঁকে সসম্মানে গ্রহণ করিবার জন্য দাঁড়ায়মান হইয়াছিল। এই রূপ সমারোহের মধ্য দিয়া লেপ্টেনান্ট গবর্নর খীর শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বিজ্ঞানবিদ পর বেলা তিন ঘটিকার সময় ইহার শিবিরে লেডি ও তৎপরেই রতবার হয়, লেডিতে সমস্ত সাহেবেরা এবং দরবারে রইল ও সর্দার গণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩ ই ডি-শের তারিখে প্রাতে অত্রস্থ সৈন্য গণের প্রদর্শন হয়। এই সময়ে পঞ্জাব সীমার ত্রিগেতিয়ার জেমারেল সাহেব সেনা পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে আসিয়া-ছেন, হুতরাং প্রদর্শনটী সজ্জা হুন্দর হইয়াছিল, এবং ছোট লাট সজ্জাও প্র-কাশ করিয়াছেন। অত্র সারংকালে সা-হেববিগের মেলুকোটে মধ্য সময়ের হইয়াছিল, মেলুকোটের বাংলার চারিদিকে আলোক হালার দৃষ্টিভিত্ত করা হইয়াছিল এবং মধ্য দুই ঘণ্টার সহিত (বল) সাহেব-বিবির অদ্ভুত নৃত্য গীত, ও বাঁদা হইয়া-ছিল। মহাশয়, আপনাদ পাঠকগণের মধ্যে অনেকে আমাকে অসত্যই ভাবুন আর হাই ককন্, ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত এই বল কেন বহু সমাজে প্রবেশ না করে। অর্জবুদ্ধবক্ষা যেম সাহেববিগকে লইয়া এক এক জন পুত্র্য নানা কৌশলে নৃত্য করিতে থাকে ও সাহেবেরা এবং দর্শকেরা করতালি ও বাঁদা দেয়। দুর্জল মনুষ্য যুবতী বিগের সহিত হাত ধরা ধরি করিয়া একরূপ নৃত্য করিয়া ও মিশ্রিত হইয়া কত দূর অবিচলিত থাকিতে পারে আমি বলি-তে পারি না, এই নৃত্য দেখিয়া আমাদ এই প্রভৃতি হয় যে এই বলের মধ্যে শততান নিশ্চরই অধিকাংশ নর্তক নর্তকীর দ্বারা নৃত্য করিতে থাকে। বাঁদা হটক মেলুকোটে এই রূপ আয়ের অজ্ঞান করিয়া রাজী এক ঘটিকার পর ডেবিস সাহেব সজ্জীক শিবি প্রান্তরগমন করিলেন।

১৯৪৫ খ্রিঃ ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে সাত্তীক অধ্যবেশণে আরও একটা সৈনিক এ বিদ্যালয় সঙ্কেতের সম্মিলিতভাবে অত্র গার্লস্কেট বিদ্যালয় ও নগর ঘেষিতে গিরাজ্জান। অত্র গার্লস্কেট বিদ্যালয় মূলতঃ নৈরাজ্য লয় অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। একজন বিশুদ্ধ স্বামী প্রধান শিক্ষক। এখানে বিশেষ শাসন প্রণালী সহিত শিক্ষাদান করিতেছে। ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের প্রসারিত পড়ানো পড়ানো হইতেছে, লেটিনও পড়ানো হইতেছে।

[illegible]

১১ ই ডিসেম্বর শুভ্রিখে সাংবাদিকদের

(পাণ্ডী) নিমন্ত্রণ কর এবং এই দিনের
 টিকালে বিশেষ সন্মান কর। এই সন্মানে
 যাত্রার ব্যয় আনন্দ করবার ছিল অনেক
 আবেগন পূর্ণ প্রদান করিল। শুধুমাত্র অনেক
 মূল আবেগন সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া-
 ইন্দ্র প্রস্তার পণ্ডিতমহোদয় বাজীর
 মুখের দরজা ছিল এইরূপে পাণ্ডী দিন মাস
 ১৭২০ অব্দে অভিষিক্ত করিয়া ১৭ ই ভৈশাখ
 তারিখের বেলা ৯ ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন
 করিলেন।

মহাপুত্র কএক বৎসর দইতে রাজ শ্রুতি
নিধিরে মধ্যে দরবারের মহাপুত্র পড়িয়া
গিয়াছে, এদিকে বড় লাঠি সাহেব এদিকে
ছোট লাঠি লেহেবগন দরবার করিয়া বেড়া
ইতেছেন। আমি আপনাদের সহিত একএক
হইরা স্বীকার করি যে দরবারে বিশেষ উণ
কার নাই, স্থানীয় রাজকর্মচারিগণ এরূপ
আমোদে লিপ্ত হন যে কএকদিন আর ক'জ
কর্ম মনে থাকে না। নাচ তামসা লেভি মোড়
দৌড় ইহাতেই তো সময় যায়, আসন কাজ
হয় কি না আমরা চর্যচক্ষে দেখিতে পাই
নাই, শু'নলাম মজকরগড়ে ত মহাপুত্র হই
গাছিল ডেবিস সাহেব ডাওলপুর শ্রুত
স্থান দেখিতে বাইবেন।

অন্য এই পর্বাস্ত। এখন এখানে লোটের
বিলকুণ প্রাদুর্ভাব আছে।

শ্রেণিত পত্র ।

শ্রীযুক্ত মোহনপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সম্মুখে।

কীটাদিদিগ্নাণাং গর্ভসংলব্ধত্বাৎ গোল
সত্রস্থত্বব্যাং বংশধরগণ কোষায় কিং তাবে
বাণী করিবেম, তিন বংশের কাল যাংহ সেই
চিন্তা করিতেছিলেম। কিন্তু আমিরা দুই
চন্দ্রাম, তঁ'তারা সকলে এক মাতৃ হইয়া এক
স্থানে বাণী করায় ইচ্ছা করিয়াছেন তঁ'কা
দের মধ্য কেহ কেহ বাণী করিয়াছেন এবং
কেহ তঁ'কার উল্লেখ করিতেছেন। আমিরা
মূল ঐশ্বর্যশক্তি প্রভৃতি নহী তাহার ইতি
হাস মালে চন্দ্রি জামি মদী তাহার লোক
সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নানা স্থান বাসী
হয়। কীটাদিদিগ্নার বৈব্যাং বংশধরগণের এই
কথ্য তাহার বিপরীত। আমিরা উদ্ভিদে

এই একা দেখিয়া আশ্চর্য লাভ করিয়াছি।
উহার একশে যে স্থানে আসিয়া বাস করি
তেছেন তাহার নাম স্বর্ণপ্রোবা এই স্থান
মুন্সিগঞ্জ হইতে ৭৮ মাইল দক্ষিণ এই স্থান
এত দিন অজ্ঞানপূর্ণ ছিল—বিক্রমপুরের
সকল ব্যক্তি ও শূকরের রাজধানী এখানে
ছিল। দিনের বেলায়ও রাজিষ্ঠর গন্ত সকল
রাজবীর ন্যায় বিচরণ করিত। কিন্তু সকলই
পরিবর্তনশীল। দেখিতে দেখিতে এস্থান
স্বর্ণপ্রোব হইয়া পড়িতেছে। যেখানে গত
বৎসর এমন দিনে ব্যক্তি শূকর, এতুতি
হিংস্র জন্ত সকল হিংস্রাক্রিয়ায় ইতস্ততঃ
বিচরণ করিত, অদ্য সেখানে বসিয়া স্বদেশ
হিতৈষী মহাত্মগণ কোথায় পথ প্রাপ্ত,
কোথায় কোন জলাশয় খনন, কোথায় সেতু
বহন, কোথায় হাট বাজার বসান, কোথায়
বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা
বাইবে তাহার কথোপকথন করিতেছেন।
কিন্তু একটা বিষয় বক্তব্য আছে। উক্ত
গ্রামের মধ্যদিয়া একটি খাল চলিয়া
গিয়াছে। মুন্সিগঞ্জ হইতে যে মেঘনার
শাখা প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে রাজাবাড়ীর
নিকট দিয়া পদ্মার মিশিয়াছে, সেই মেঘ
নার শাখার সহিত এই খালটি পূর্বদিকে
বেঙ্গনাল নামক গ্রামের মধ্যদিয়া গিয়া
মিলিয়াছে, এবং উহার পশ্চিমমুখে হালি
ইল হইয়া সহরের খালের সহিত গিয়া
মিশিয়াছে। ইহা বাতীত এই স্বর্ণপ্রোবের
খালের দক্ষিণ পার হইতে একটি পুরাতন
৩২। ৩৩ হাত প্রসঙ্গ রাখা আরজ হইয়া
তাঁহা উক্ত গ্রাম হইতে হকিগাতিমুখী
হইয়া ঠাণ্ডান বাড়ী নামক এলিছ স্থানের
নিকট দিয়া পদ্মাপার পর্যন্ত চলিয়া
গিয়াছে, এটি কীর্ষে প্রায় ৩ মাইল দূরে।
উক্ত খালে জোয়ারের সময় বারমাস লৌকা
গমনোপযোগী জল থাকে, কিন্তু তটীর
সময় বৌকানি চলে না। যদি উক্ত খালটী
আর কিছু খনন করিয়া তৎক্ষণাত্বে ইহা
উহার উত্তর পাড় দিয়া পারের পারের একটি
রাঙা বাঁহাইয়া দেওয়া হয়, এবং যে পুরা
তন রাঙাটির কথা বলিয়া আসিলাম তাহার
সংস্কার করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হই
উক্ত গ্রামের কথা বুঝে থাকুক নন্দা।

নন্দুর, পাঁচালী, কামারখায়া, বেলবাঁল, ডাউপাড়া, পুন্ডুরা, ফুলচর, ধোপরাপালা, বরাইল, চাট্রভাঙ্গা প্রভৃতি অনেক ঠালি এখানেই একত্রে বর্ণপ্রদান হইয়া গতে । আমরা জানিরাছি, উক্ত বর্ণপ্রদান নিবাসী কেহ কেহ উক্ত রাজ্য ও ঠাল সংস্কার মানসে দুপিগ জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু পার্শ্বতীচরণ রায়ের নিকট রোজসেসের কও হইতে উহা সাধন উদ্দেশে কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ডেপুটি বাবু নাকি বলিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহা ব্যাধি কতক টাকা সংগ্রহ করিলে সেই পরিমাণে টাকা তিনি ঐ কও হইতে দিয়া উক্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন । পরন্তু বাবুর এ প্রস্তাবটি মন্দ নহে । উক্ত বর্ণ প্রদান নিবাসী মহাশয়গণ ব্যতীত উপরে যে সকল প্রার্থনার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছে তদ্ব্যতীত কেহ উক্ত কার্য এক পরসাদ সাহায্য করিবেন, আমাদের এমতভরসা নাই, কারণ তাহা হইলে এতদিন এতবড় একটি ভাল রাজার এমত দূরত্ব কেন হইবে ? তবে বর্ণপ্রদানে সহায়ত ব্যক্তিরা সকলে একা হইয়া কিছু টাকা উক্ত দেশভিত্তিক কার্যে দিলে হিতে পারেন । আমরা বহুদূর জানি, তাহাতে পার্শ্বতী বাবুর প্রস্তাবানুসারে কাজ হইবে কি না সম্ভব নহে । কারণ আমাদের দেশের করজম লোকে এইরূপ ১২ ক্রয়ার একত্রে মর্ষ আত আছে ? তাহাতে আবার উক্ত মহাশয়গণ নদী জাহার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন । বাহারা নদীজাহার পড়েন নাই, তাঁহারা কখনই তাহা হুঁকিতে পারিবেন না । এখন ইহাদের এক একখানি ভ্রাসন করাই কষ্ট কর হইয়াছে । একখানি ভ্রাসন করিতে অনেক মাল লাগে, সেই জন্য আমরা উক্ত সেম মহাশয়দিগের নিকট সহসা তত প্রার্থী না হইয়া পার্শ্বতী বাবুর নিকট ব্যাধি মনে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি উক্ত কার্য দুটি রোজ সেসের কও হইতে করিয়া দিয়া বিক্রমপুরের মলিন ভাগকে সমুদ্রস্থ ককন । আমরা জানি পার্শ্বতী বাবু বড় সংকর্ষা

রানী । তিনি একজটি করিয়া গেলে সাধা রণের চিরশ্রমবীর হইবেন । দুপিগজের দুই জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দুই সাধারণ মদল জনক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সে সাহেবের জিনগরের রাজ্য ও বিমলা বাবুর কালী পাড়ার ভিসপেপার । সে দুটি কাজের সঙ্গে উপমা করিতে গেলে একজটির সাহায্য অধিক হয় ।

১১ ই পৌষ }
১২৮০ } কলিকাতা বিক্রমপুর বাসী
বর্ণপ্রদান }

মহাশয় ! এই দুর্ভিক্ষের বৎসর জমিদার গণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রসার কষ্ট নিবারণ জন্য প্রাপ্য রাজস্ব না লইয়াও চাউল খরিদ করিয়া রাখিতেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যে জমিদারের হস্তে নাস্ত হইয়াছি ইনি মনুষ্য কি দেবতা তাহা আমরা এণ্যাক্সি দ্বিষ্ট করিতে পারি না । ইনি বেওয়ানজী দ্বারা বলেন তাহা করেন । সে বাহাইউক সম্প্রতি পানিহাটীর বাজারে আলু, কলা, লেবু, ইক্ষু, নারিকেল পান, তামাক, ও কুমড়াদির ইজারা দিয়াছেন তাহাতে প্রজা ও চাষী উভয়ের যন্ত্রণ কষ্ট হইয়াছে তাহা লেখনীর নহে । চাষীরা খেছা ক্রমে উক্ত ব্যবসার বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন না । সুতরাং প্রজা-নিগণকে এক চেটরিয়ারদিগের নিকটে বিক্রয়, কখন ক্রিগন দরে ক্রয় করিতে হয় ১ পরসার আলু, ২ পরসার কখন ৩ পরসার ইয় লইতে হয়, তাহাতে হুংখী প্রজাদিগের কিণ্বাঙ্ক কষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে । পূর্বে বারাকপুরের জমোয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবিষয় নিবারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি বাওয়ার পুনর্জার ইজরা হইয়াছে এ বিষয় গোপনে তত্ত্ব করিলে গবর্নমেন্ট আমাদের সঙ্গে সপ্রমাণ করিতে পারিবেন উক্ত বেওয়ানজী কিয় প্রার্থনাসী অন্য কোন ভ্রাসনকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন ।

১২৮০ } জিতারকনাথ দাস
পানিহাটী

১ । বালেস্বর জেলার অন্তর্গত বালিয়া পাল থানা হইতে বর্তমান পর্যন্ত যে সরকারী রাজ্য হইয়াছে, বর্ষাকালে তাহাতে বনও গমনাগমন করিতে পারেন না । উক্ত রাজ্য গমনাগমন না করিলে, লম্বাক কষ্ট স্ববরস্বয় হয় না । আমরা মানাবর জিহুক সর জর্জ কাঁধেল সাহেব ও বালেস্বরের জিহুক কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব মধোবিষয়গণের নিকট লিখনে প্রার্থনা করি, তাঁহারা সদয় হইয়া পথিক গণের দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হউন । জীবন সংস্কার করিয়া প্রতিবৎসর বহুল অর্থ বিনষ্ট করা দুর্ভিক্ষজনক নহে, একবারে পাকা করিলেই কোন কষ্ট থাকিবে না ।

২ । উক্ত জেলার অন্তর্গত কামাধা আউটপোস্ট হইতে জলেস্বর পর্যন্ত যে রাজ্য হইয়াছে, তাহাও বর্ষাকালে পথিক গণের কষ্ট এব হইয়াছে । রাজ্যের মধ্যে যেসকল স্থান দিরা খাল প্রবাহিত হইয়াছে তাহাদের উপরে পুল না হওয়ার, পথিক গণের বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে । বাঁশভিহার ডাক উক্ত রাজ্যদিয়া জলেস্বরের যাত্রা রাত করে । বর্ষাবিকা হইয়া নদ্যাউপাধিত হইলে, কোন কোন সময়ে ডাকও বন্ধ হইয়া যায় । খালে নৌকাও নাই, সুতরাং ডাক হরকরকে কোন কোন সময়ে নীতায় দিরা খাল পার হইতে হয় । অতএব সেই কয়েক স্থানে পুল করিয়া রাজ্য পাকা না করিয়া দিলে পথিক গণের কষ্ট নিবারণ হইবে না ইহাও আমাদের প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ।

৩ । উক্ত স্থিত বালিয়াপাল থানার অধীন কামাধা আউটপোস্ট হইতে বাঁশভিহার বিহালয় পর্যন্ত একটা রাজ্য প্রস্তুত অন্য দরখাস্ত হওয়ার জিহুক কমিসনার সাহেব মহোদয়, অনেক দিনব্যয় যত্ন করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এণ্যাক্সি কার্গো পরিণত হয় নাই । অতএব প্রার্থনা এই, এবৎসর ইহাও বেন কার্গো পরিণত করিয়া মহোপকার সাধন করা হয় ।

৪ । দুসলমানদের সবল হই উল্টা । আদা

সোমপ্রকাশ

১৩ নং ভাগ।

৯ সংখ্যা।

“প্রবক্তাঃ প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ সমস্কলো অনিন্দনীয়ঃ স হৌতম্।”

প্রতিবৎসিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বার্ষিকিক ৫ টাকা।

সম ১২৮০। ২৩ এপ্রিল। ১৮ ১৮৭৪। ১২ ই আগস্ট।

বকসলে বাহুল্যসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মূল টাকা ৫০
বার্ষিকিক ৫০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণকে বিদ্যে সহকারে জ্ঞান
লাভিত্তে হাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
সহি অর্ডার অবধা বরাতে চিঠি পাঠাইবেন,
তাহারা জীবুত কোমরনাথ চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইয়া যেন।

অধ্যক্ষ,।

—১—

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম, পাণ্ড
মহাশয় স্বাম কাশ্যাপি রোগের অব্যর্থ ঔষধ
জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচুত
আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি
হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐস-
কল যোগের অর্থাৎ স্বাম কাশ্য, ক্ষরদাশ শূক
এ মেহ যোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ ঔষধ
উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেহনো
পুর ও দুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা
করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি।
তাঁহাদিগের পত্রমূল আমর নিকট আছে।
আমি এক্ষণে মেহনো পুর গবর্ণমেন্ট মেলা
ফলের গুণপূর্ণ ঔষধ লিখক এবং মাছি
ত্রাস সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি
জীবুত বাবু রামন রায়ণ বহু মহাশয়ের
বাগাতে প্রবর্তিত করিতেছি। ঐ বাক্য-
কাতা মূল্যপূরের ফকিরচাঁদ-মিজের ষ্টাটে
১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসা
করিতে হইতে বাসনা করেন তিনি ১০০ টিকা-
মাত্র তত্ত্ব করলে, আমার বেখ পাইবেন
ইতি।

জীবেন্দ্রনাথ পাল।

জীবুত বাবু কালীন্দ্র বটক প্রণীত
দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ১০ আনা ডাক
মাগুন ৮০। ইহাতে এসেনীয় প্রথম প্রথম
খাট অনেক জীবন চরিত আছে। বেচু চাই
যেঁর টিউ ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা
নগে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—২—

প্রাচীন বিদ্বদ্ভিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান
যুক্ত নামক গ্রন্থ বাহা কলিকতা বহন-
কার কিতোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া
বহু খণ্ড বাহির হইতেছে তাহার মূল্য
স্বাক্ষরকার পক্ষে প্রতি ফরমা ১০ এক
আনার হিসাবে; একখণ্ডের মূল্য ১০ টারি
আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার
১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য
৮০ তিন আনা। মফস্বল গ্রাহকগণকে মূল্য
অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি খণ্ডে
১০ এক আনা করিয়া ডাকমাগুন দিতে
হইবে।

জীবুত অধিকাচরণ শর্মা।

—৩—

বাবু রজনীকান্ত শুল্ক কর্তৃক প্রণীত
করদের চরিত অর্থাৎ গীতগোবিন্দ প্রভেদ
করদের মোদাসীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৮০
ডাকমাগুন ১০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তবা।

লালবাজার হিন্দু জীবুত বাবু চট্টোপাধ্যায়
হট্টেন কলিকতা।

মে.মরির নামক পুরিমা

অবধা ঐবর্ষ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা মেহে রিহাঅনিত স্রীষা,
বক্তক, পুরাতন, বিদ্যে, সংক্রামক পালাবর
এবং অবধা কুইন ইন ব্যবহার হইতে হর
রোগাক্রান্ত বহনখাক লোক আরোগ্যলাভ
করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিমা ১০ আট আনা।

বিহারিলাল বোষ এণ্ড কোং

হুবারহু মেডিকেলহাল

তথানিপুত্র, কলিকতা।

জীবুত বাবু গঙ্গাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এম্ বি—মহাশয়ের কৃত বহু ভাষার একা-
নিত নিম্নলিখিত ভাষার পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাগুন ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাগুন
৮০ একত্রে মটমে ১৮ ডাক মাগুন ১৮
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাগুন ১০ আনা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২ ডাক মাগুন ১০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহাজ
উত্তি পূর্ণ প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে মট
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যিক
হইলে অধ্য হইতে হর মাত্রেব মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে দেওয়া হইবেক। বাঁহাদের আরোজন
হর তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাগুন কিয়
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাকার করিসারার ২০ আশাখার মহা-
শয়ের কৃত বাসভিৎসা মূল্য ৫, ডাক
খরচ ১, আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এসিড ডাকার ৬ হুগাঁওর মহাশ-
য়ের কৃত মেট্রিগা মেট্রিকা অর্থাৎ তৈরিক
রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০ টাকার
কৃত ভিত্তিক ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপন সহি
বেলিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০।

ডাকার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র অশ্ব
মহাশয়ের কৃত হুতন সার্জিকি অর্থাৎ অস্ত্র
চিকিৎসা প্রতিভূর্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা
ডাকমাহুল প্যাকিং খরচ ১০। বাবু কেশ-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের করিণ ও পরিমি-
তির অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল ১০।
কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীশ্রীমদাস চট্টোপাধ্যায়
হিসাবখতি

বিনি তুরার আশ্রয়ান লাভ করিতে
চাহেন তিনি পরমাধ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পর
সার্ববিজ্ঞান-রত্ন কর এতদুভয় পুস্তকের
সম্মুখপারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন,
উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে।
এতদ্যক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাহুল
চুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্তব্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্তৃক।

—১০১—

হাইকোর্টের অধীনস্থ মফস্বলের আদা-
লত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার
অভিপ্রায়ে বাহারা পরীক্ষার্থী হইরাছেন
উদ্ভাষিতের পরীক্ষা কার্য সম্পাদন করিবার
জন্য যে বোড অব এক্সামিনাস নিযুক্ত
হইরাছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ
করিয়াছেন।

২১ এপ্রিলের এবং ২৬ এ মে মাসের
কলিকাতা গেজেটে বন্ধবেশের লেন্ডটমন্ট
সবধর যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন
ত তার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা
দিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা
স্বি হাইকোর্টের ১১ ই সেপ্টেম্বরের একা

ধিষ্ঠিত নির্দেশানুসারে আজিও সার্টিফিকেট
প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে
১৮৭৪ ১৫ ই জা-রার মধ্যে উক্ত বোডের
সেক্রেটারির নিকট এই সার্টিফিকেট প্রেরণ
করিবেন। আসন্ন হইলে ডাল হর জুবা
কোন বিচার সংক্রান্ত কর্মচারির থাকর
সম্মত নকল পাঠাইলে চলিবে।

যে লোকাকান্তে সার্টিফিকেট থাকিবে
তাহার পৃষ্ঠে যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপ
নার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে
ইচ্ছা করেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া
যেন

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রাহ্য
করা হইবে তাহাদের নামের শেষে কলি
কাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা
প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্বারা নিম্ন সেনীর ওকালতি
ও সেজারি পরীক্ষার্থীদিগকে প্রত্যেক
হইতেছে যে তাহাদিগকে যে ডাকমাহুল
জামিনারের নিকট হইতে তাহাদের নাম
দন যে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার এক এক
সার্টিফিকেট এবং জেলা মেজরির এক
তাহারা যে কি জমা দিয়াছেন তাহা ও
একটি সার্টিফিকেট লইয়া পাঠান
উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক ব্যক্তি
টম্প সহিত আসি লোকাকান্ত পাঠাইলে
উদ্ভাষিতের সার্টিফিকেট স্থলি পুনর্জা
করিয়া দেওয়া হইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী
উক্ত সেনীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার আশ
কার পাইবেন তাঁহারা কলিকাতার গবর্ন
মেন্ট হোজরি হইতে কি জমা দিবার এক
এক বাসি সার্টিফিকেট হইয়া একজাম
নার হিসের নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা
হইলেই তাঁহাদের সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ
করা হইবে।

আগামী কেজারি মাসের ২৫। ২৬।
২৭। ২৮ মে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

সিসিল জ্যাকসন
বোর্ডের সেক্রেটারি

রাণীমহা পট্টাচার্য কর্তৃক।

বহিরাহার্যে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কোম প্রকার
ত্রয় আবশ্যিক হর আবেদন করিলেই উক্ত
প্রাপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত ত্রয়স্থলি তদ্ব্যবসে বিজ্ঞপ্তি
প্রাপ্ত আছে।

রেল ওরা প্রাপ্ত নির্দিষ্ট সর্ভানার পাইপ
এবং উহার নির্দিষ্ট সাইকন জলসন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
যেকিরাতে বলাইবার নির্দিষ্ট চতুর্কোণ
টাইল ইট।

কারার ত্রিক।

কারার ক্রে।

বাঙ্গীর সর্ভানার ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নির্দিষ্ট উপরি উক্ত রেল করা
পাইপ, টাইল এবং কারার ত্রিক প্রাপ্তি
নির্দিষ্ট হইয়াছে আবশ্যিক হইলে নিম্ন-
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রাপ্ত
পািতা যিবেন।

কলিকাতা

হেভিওয়ে ট্রাষ্ট } বরং এও কোং

কলিকাতা জুজ এজেন্সী

প্রতিনিধিত্ব কাযালয়।

এই কার্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে
যত প্রকার কর্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে
সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত ব্যয়
হর না অথচ বরং উপস্থিত থাকিয়া কার্য
করলে যে এলাভজনক হর ইহা দ্বারাও
সেইকণ হওয়া সম্ভব বরং কর্মচারীগণের
পারদর্শিতার কারণে কোন কোন বিষয়ে
কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে।
ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধা-
রণ সকলেরই সকল কর্ম সমাধানে নির্ভর
হইতে পারে। যথা প্রযোজ্য পরিদর্শন বিজ্ঞ
করা, আনাত্তের প্রযোজ্য প্রেরণ করা এবং
কোন কিছু তৈয়ারি কি মোহামত করান,
টাকা প্রাপ্তি গচ্ছিত রাখা, আত্মীয় বর্গের
ও বিবর সম্পত্তির ওদ্ভাষারণ করা, সামলা
মোকদ্দমার তার গ্রহণ করা, সবল বিবর

সংসারান্তর্গতেরা, কি সংসারান্তর্গতের দ্বারা বিবাহভঙ্গকর। অর্থাৎ বিবাহে পরস্পর বিবাহ করিয়া অন্তর্গত বার ও কষ্টে পতিত না হইয়া প্রায় স্ত্রীকে আশ্রয় করি তাহার উপায় করা প্রকৃতি উচিত সত কাব্য সমস্তই এই এজেন্সীর দ্বারা সংস্থাপন হয়। এতদ্বিধা বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে হইবেক, বাহা আবেশকসমস্ত সকলকেই পাঠান হইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক খানি জবাবির বাজার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ কর তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার জবাবীর খালার দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয় বিক্রয়ের ভারপূর্ণ করিতে পারেন, কলিকাতার অনেক আড়তদার প্রকৃতি সহাজন লোক আছেন, কিন্তু কাহার একপ কোম সুনিয়ম নাই সেট নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের তালিকা অবশ্যক হইলে এরপের খরচ ডাক মাছল পাঠাইলে উত্তরই পাঠান হইতে পারে।

স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও গৃহ কর্মসম্বন্ধ

সোমপ্রকাশ ।

২৯ এ পৌষ সোমবার ।

উত্তর পশ্চিমাত্মের অধিকাংশ ইউরোপীয় বাসগৃহে চলা ভাল বাসেন না।

অনেকে বলেন, যে সকল ইউরোপীয় ভারতবর্ষের মফস্বলে বাস করেন, তাঁহাদিগের জুলা হত তাগ্য ও অসুস্থিত আর নাই। তাঁহারা একে ত স্বদেশ ও বহু-বাৎসর পরিচয় করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই জুঃবেগই শান্তি-হতয়া কঠিন, তাহার পর তাঁহারা ভারতবর্ষের মফস্বলের যে যে স্থানে বাস করেন সেখানে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় দিগের

সহায়ণ পুর্বে লাভ ও তাহাদিগের সহিত সুভাবিত-গোষ্ঠী-পুর্বে অনুভব করা জুরে থাকুক, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় এক ব্যক্তি রও পুর্বে বেধিতে পান না। এ অবস্থা শোচনীয় লক্ষ্যে নাই। কিন্তু আমরা বেধিতে পাই, মফস্বলবাসী ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় যে এক পুর্বে ভোগ করেন, উহা সমুদায় হুঃখকে পরাভব করিয়াছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনরল সে পুর্বে পুর্বে নন, ডেউসেক্রেটারি নন, ইংলণ্ডেশ্বরীও নন। গবর্ণর জেনরল প্রকৃতিতে কোঁকানুরাগ পরবশ, ধর্ম-নীতি-পরতন্ত্র ও আইনের পরাধীন হইয়া চলিতে হয়, অতএব তাঁহাদিগের সে পুর্বে ভোগের সম্ভাবনা কি? আমরা যে পুর্বে কথ্য কহিতেছি, তাহার নাম ঘেচ্ছাচারিতা। ঘেচ্ছাচারি দিগের পক্ষে ইহার জুলা পুর্বে আর নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ইউরোপীয় এই পুর্বে ভোগ করিয়া থাকেন স্বদেশ ও বহুবাৎসর পরিচয় হুঃখ কি ইহার সমীপত্তর বর্তী হইতে পারে? আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ঘেচ্ছাচারিতা প্রিয় থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, একেমন অনির্ভরচনীয় পুর্বে। অন্য কোন পুর্বে ইহার বোড়শ কলা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এই ঘেচ্ছাচারিতার প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অনেক জলি উদাহরণ আছে। বোকা হত্যা কালে ধর্ম-নীতি ন্যায় ও রাজনীতির সন্তকে ক্রিয়ণ পদাঘাত করা হইরাছিল, তাহা কাহার অবিদিত নাই। একই অপ্রসিদ্ধ উদাহরণও প্রদর্শিত হইতেছে। এক মালিকের এক জন প্রিয় পাত্র জবদা কোন কারণ প্রকৃতঃ একজন পুলিশ কনষ্টেবলকে নিহা

রণ প্রহার করেন। পুলিশ কর্মচারী মালিশ করিলেন। মালিকের প্রিয় পাত্রের মৃত্যু হওয়া জুরে থাকুক, অভিযোগ কর্তী কর্মচারী হইলেন।

এইরূপ কতক জলি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া প্রধানতম রাজপুত্রের কাণ্ডারী করিবার নিমিত্ত আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটা বড় অনায়াস কাব্য চলিতেছে, তাহা নিমিত্ত অনেককেই একান্ত বিরক্ত হইয়া আছে। যদি তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় হয়, তদর্থেই আমাদিগের বড়। সে অনায়াস কাব্য এই, প্রিয় পাত্র প্রতিপালন। অমুক জল অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে বদলী হইয়া আইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি আপনায় প্রিয় পাত্র জলিকে সেই স্থানে আনয়ন করেন। এক একটা চল করিয়া নূতন স্থানের কর্মচারী জলিকে কর্মচারী করিবেন এবং প্রিয় পাত্র জলিকে সেই সেই কর্মচারীলেন বাহারা একাজ, করিতে পারেন, তাঁহারা না পারেন এসম্ম কি কাজ আছে। এরূপ লোকের উপরে বিচার কার্য প্রকৃতি গুরুতর কার্যের ভার সমর্পণ কি বিধের হয়? আমাদিগের সহায়িত অর্জ কাহেল সাধেব এই সব লোকের হস্তে বিচার কার্যে অবি সংস্থাপিত কসতা প্রধান করিয়াছেন!! বাহা হউক, আমরা যে অনায়াস কার্যের প্রতিবাদ করিলাম, ইহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া প্রধানতম গবর্ণমেন্টের অবশ্য কর্তব্য। কর্মচারী কর্মচারী আবেদন করিলে গবর্ণমেন্ট প্রায়ই তাহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রধান কর্মচারীর আজ্ঞা বলবর্তী রাখেন, তাহাতেই উপরি লিখিত অনায়াস কার্যটি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেন্ট এরূপ না করিয়া যদি কর্মচারী কর্মচারিগণের আবেদন প্রাপ্ত হইয়া

ব্যাপ্তিক কাকার দোষ তন্ন তন্ন করিয়া
কাকার অনুসন্ধান করেন, সহজে উল্লি-
খিত দোষের নিবারণ হইতে পারে।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধের উপায় কি?

পত্নবৎসরের শেষ দিন রাতে লেপ্ট-
নট গবর্নরের আলিপুরস্থিত ভবনে
একটী “বল” অর্থাৎ বিবির নাচ হয়।
তাহাতে এদেশীয় কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত
হন নাই। এই প্রস্থ গইরা সংবাদ পত্র
সম্পাদকেরা বিচার আরম্ভ করিয়াছেন।
যে ক্ষতিবিশেষ কিংবা প্রতীকবিশেষকে নিম-
ন্ত্রণ করা না করা নিমন্ত্রণ কর্তার ইচ্ছা,
তাহা গইরা বিচার কেন? কেহ কেহ
এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। নিমন্ত্রণ
কর্তা যদি লেপ্টনট গবর্নর না হইতেন,
তাহা হইলে এ বিষয়ে কাগজ ও কোন
কথা থাকিত না। কর্তৃপক্ষাদিগের সকল
কর্ম ও কথা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার
করিবার অধিকার থাকাতোই সংবাদ
পত্রেরা এ বিষয় আলোচনা করিতে
সাধনী ও অগ্রসর হইয়াছেন। আমরাও
এ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ
করিতেছি।

লেপ্টনট গবর্নর এদেশীয়দিগকে
নিমন্ত্রণ করিলেন না কেন? এ
প্রশ্নের উত্তর কোথায়? ইহার ভাল মন্দ
কয়েকটী উত্তর দেওয়া হইতে পারে।
প্রথম, আমোদ করিবার এবং আমোদ
দিবার জন্যই বহুদিগকে মৃত্যু গীতা-
দিকে নিমন্ত্রণ করা। এদেশীয়েরা ইউরো-
পীয় মৃত্যু প্রণালীকে এরূপ ভয়-রীতি
বিরুদ্ধ ও নিলজ্জতার কার্য বলিয়া
বিবেচনা করেন যে ইহাতে তাঁহাদের
ক্লেশ ভিন্ন আমোদ পাইবার সম্ভাবনা
নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ
করাই বিফল। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয়েরা
সভ্যতার অংশে নিকট। তাঁহারা স্ত্রী
জাতিকে অতি দুঃখিত চক্ষেই দেখিয়া

থাকেন, সুতরাং যে স্থানে অনেক যুবক
যুবতী স্বাধীন ভাবে আমোদ প্রমোদ
করিয়া থাকেন সেস্থানে তাঁহাদিগকে
আনিতে না দেওয়াই ভাল। তৃতীয়তঃ,
এদেশীয়েরা সভ্যসমাজে চলিতে বলিতে
জানেন না, তাঁহারা অনেক সময় ইউ-
রোপীয় নর নারীদিগের অসন্তোষ ও
ক্লেশের কারণ হন; সুতরাং ইউরোপীয়
দিগের গোষ্ঠীতে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ
না করাই ভাল। এতদ্ভাতিরিজ্ঞ আর
কোন সমুত্তর দেওয়া সম্ভব কি না আপা-
ততঃ বোধ হইতেছে না। ইহার কোনটী
অবলম্বন করিয়া লেপ্টনট গবর্নর
করিয়াছেন বলিতে পারা যায়।
যেটীই চুক্তি চকার কোনটী না
বোধ হয় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চুক্তি
সম্বন্ধে যে ভাষার অনায়াসে সংক্ষেপে অনু-
ভূত হয়। যে প্রণীত ইউরোপীয়েরা
এরূপ সম্মান ও অনুদায় মত অবলম্বন
করিয়া বলেন তাহাদের সংখ্যা যতও
অল্প মতে, তথাপি আমাদের লেপ্ট-
নট গবর্নর বোধ হয় সে প্রণীত অগ্র-
হন নন। তিনি বোঝেন প্রথম যুক্তি অব-
লম্বন করিয়া থাকিবেন এবং ডেলিন
উল সেট যুক্তি অবলম্বন করিয়াই তাঁহা-
পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এক দিগে বিবেচনা করিতে গেলে
দেখা যায় যে এদেশীয়েরা যখন ইউ-
রোপীয়দিগকে আপন আপন পরিবা-
রের সহিত থাকিতে দেন না তখন
যেখানে তাঁহাদের সহিবারা স্বাধীনভাবে
বিচরণ করেন সেখানে উপস্থিত হইবার
ইচ্ছা করা অসম্ভব। একথা বর্ধা
কিছু প্রমাণ প্রদান করা প্রজার প্রীতি
ও প্রভা আকর্ষণ করা যদি রাজার পক্ষে
আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কি রাজ
কার্যে কি আমোদ প্রমোদে কোন বিঘ-
য়েই প্রজাদিগকে অতিক্রম করা উচিত
নয়। আমরা বলের পক্ষপাতী নহি।

এবং এই সমস্যায়া গোষ্ঠীস্থল আমি বৈর
সমাজে প্রবর্তিত করিবার জন্য যত্নও
নহি, এবং সেই শিক্ষা দিবার সজ্জায়
এদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিবার পরী-
ক্ষা দিতেছি না; কিন্তু নিমন্ত্রণ না
করাতে এদেশীয়দিগের প্রতি যে অন্য-
দর প্রকাশিত হয় তাহার বিরুদ্ধে অতি
যোগ করিতেছি। একেত রাজা ও প্রজা
ভিন্ন-দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয়, আচার
ব্যবহারে চিন্তা ও প্রকৃতিতে উভয়ের
বহু প্রভেদ, সম্পূর্ণ সঙ্গিলনের আশা
নাই। তাহার উপর যদি এইরূপ অন্যায়
অপ্রত্যাশিত প্রকাশ দ্বারা তাহার
পেষ প্রবন্ধকে আরও অশ্রুত করা হয়
তাহা অশেফ। অববিবেচনার কার্য আর
কি হইতে পারে? লেপ্টনট গবর্নর
সম্মান সম্বন্ধে কার্য করিয়া একবার
সভ্যসমাজে ভিত্তি হইয়াছিলেন।
পরে প্রমাণ করেন কি প্রকার যুক্তি দ্বারা
অবলম্বন করিয়া কার্য করিয়াছেন তাহা
জানি না। কিন্তু তিনি যখন দেশের রাজা
এবং তাঁহার একটু আদরে সত সত
প্রচার করিয়া আকৃষ্ট হন তখন এ প্রকার
প্রজাদিগকে অতিক্রম করা যুক্তি-যুক্ত
কার্য বলিয়া বোধ হয় না।

আর একটী কথা।

পাঠকগণের উৎসাহ ও আমোদ-
জনক সকল কথায় ত পুরাতন হইয়া
গেল। এক রূপাপাত্র মহাশয়, সে ত সক-
লের ঘৃণা ও ক্রোধের ভার মস্তকে লইয়া
কারাগারে গমন করিয়াছে। দ্বিতীয়
হুর্ভিক্ষ, সে বিষয়েও আমরা লিখিয়া
লিখিয়া পরিচীত হইয়াছি, পাঠকগণও
পড়িয়া পড়িয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। এত
বাক্যব্যয় এত অতিযোগ অহুযোগ এত
ভয় ও আশার পর আমরা জানি-
য়ে “হুর্ভিক্ষ হইবে কি না জানি না”
সুতরাং এখন কিছু দিন হুর্ভিক্ষের কথা

বন্ধু রাণিরা বিষয়ান্তর চিন্তা আরম্ভ করি-
বোধ হইতেছে। তৃতীয় পুঞ্জের কাহ্ন-
উহার বিষয়েরও অধিক লেখা উচিত
বোধ হয় না; কারণ কেহ তাঁহাকে এক
বার নির্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দেন কেহ
বা আবার অপরাধী বলিয়া ধরিয়া
আনেন; সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি
কমিশনারদিগের বিচারে কি হয় না
দেখিয়া কিছু লেখা কর্তব্য নয়।
এখন আমরা কি করি? এক লেপ্টে-
নন্ট গবর্নর আমাদের বন্ধু ছিলেন।
কোথায় কিছু না পাইলে তাঁহারই
উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া,
আক্ষালন করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে
পারিতাম, লাঠকগণ পড়িয়া “খুব
তেজকলম” বলিয়া কত প্রশংসা করি-
তেন। হুঁতরাগবলতঃ সে পুথও বুকি আর
থাকে না। তিনিও স্বদেশে প্রস্থান
করিতে ক্লান্তসংকল্প হইরাছেন। এখন
আমরা কি করি? এখন ঘরাঘরি বিবাদ
ভিন্ন পড়াশুনা নাই। সহযোগিদিগের
সহিত বাকযুদ্ধ আবৃত্ত করা যাউক।
সংবাদপত্রেরা উকীল না জন্ম, এই প্রশ্ন
উত্থাপন করিয়া আমরা বরেকটী প্রভৃতির
সহযোগীর মত আনিতে পারিয়াছি।
এবং অনেক গালি ও বিজ্ঞপ্তি সহ্যও
করিয়াছি। তাহাতে কিছু মাত্র হুঃখ
নাই। যে প্রশ্নটি করিয়াছি তাহা সংবাদ
পত্র দলের পক্ষে একটী গুরুতর ও
অভাবশ্যক প্রশ্ন। সকলে মিলিয়া
ইহার মীমাংসা করা কর্তব্য।

অন্য আমরা আর একটী প্রশ্ন উত্থা-
পন করিতেছি। এটীও একটী গুরুতর
প্রশ্ন এবং এটীও আমরা সহযোগীদি-
গের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি। প্রশ্নটি
এই, সংবাদ পত্রদিগের অসঙ্গতি ভয়
করা কতদূর কর্তব্য? পূর্বের মত এবং
পরের মত, পূর্বের কথা এবং পরের
কথার অমিশ্রণের নাম অসঙ্গতি। এই

অসঙ্গতি পরিহারের জন্য সংবাদপত্র
দ্বিগুণ কতদূর সচেতন হওয়া উচিত?
আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের
মনোগত ভাব আরও পরিষ্কৃত করি-
তেছি। মনে কর এক খানি সংবাদ পত্র
প্রকাশিত হইলেন। সেই পত্র প্রথমে
ক্লবকমিটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া জাতি
দায়িত্বের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ
করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহাকে
অমিয়ার বিরোধী পত্র বলিয়া আনিল।
মনে কর কিছুদিন পরে জিটিশ ইণ্ডিয়ান
এসোসিয়েশন একটী সম্মেলন করিয়া
দেশের মহত্বপূর্ণতার সাধন করিলেন।
এখানে সেই পত্রের কর্তব্য কি? যদি ক্লবক
দিগের উকীল হইয়া অমিয়ারদিগের
গুণগান করেন, তাহা হইলে তাঁহার
অমিয়ার বিরোধী নাম থাকে না।
লোকে অসঙ্গতি ঘোষ প্রদর্শন করে
আবার ইহাও বলে যে পত্রের মত ও
কার্যের সঙ্গতি নাই তাহার প্রতি
লোকের আস্থা হয় না। তাহাকে ইংরা-
জীতে “অনপ্রজিগলত” পত্র বলিয়া
থাকে। সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য
কিন্তু তদুদার কতদূর আবদ্ধ হওয়া
উচিত? আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে
পাই কোন কোন পত্র যেন সংকল্প
করিয়াছেন যে তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের
কিন্তু শ্রেণী বিশেষের দোষকীর্তন ভিন্ন
গুণানুবাদ করিবেন না। যখনই সেই
ব্যক্তি বিশেষ কিবা শ্রেণী বিশেষের
কথা উপস্থিত হয় তখনই তাঁহারা
সমস্ত হইয়া বিগতি হন। একদল সঙ্গতি
থাকার একটী কল এই যে কোন পত্রের
মত বিরূপ কোন পত্রের কুচি বিরূপ
তাহা স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন হয়। সুচা
সম্মুখে যেরূপ কোন ব্যক্তির নাম করিলে
তাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির
বর্ণনা করা বাইতে পারে সেইরূপ তাঁহা-
দের প্রত্যেকের মতের পরিচয় দেওয়া

বাইতে পারে। এই জন্যই সংবাদ-
পত্রেরা আর সঙ্গতি রাখার জন্য ব্যস্ত
হন, এবং অসঙ্গতি দর্শন করিলে ঘোষ
প্রদর্শন করেন। আবার কেহ-কেহ
সঙ্গতি অসঙ্গতি প্রোৎসাহ করেন না।
প্রসিদ্ধ লেখক এমারসন বলিয়াছেন
“সঙ্গতি নিবোধদিগের জুজুড়ু”।
সকলে একদূর স্বীকার করিবেন কি না
বলা যায় না। যাহা রটক বাঙ্গালা
সংবাদপত্রদিগের মধ্যে এ বিষয়ের
মীমাংসা হওয়া উচিত। কারণ এবিষয়ে
একটী পরিষ্কার সংস্কার না থাকিলে
অনেকে অনেক সময় সত্যও ন্যায়ের
মীমাংসাক্রম করেন।

—
কানীতে অভ্যাস।

কানীতে অনেকগুলি অভ্যাচার
আছে। যাহারা চিরকাল সেখানে বাস
করিতেছেন, সময়ে সময়ে সেগুলি তাঁহা-
দিগেরও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে।
আর যাহারা নূতন যান তাঁহারা যে
কেমন বিরক্ত বিজ্ঞত ও আলাতন হন,
যাহারা ভুক্তভোগী না হইরাছেন তাঁহা-
দিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সম্ভব
নহে। প্রদেশীয় গবর্ণমেন্টের কর্তব্য অল্প
সম্ভান করিয়া সেগুলির নিবারণ করেন।
আমরা হুঃখিত হইয়া কহিতেছি, প্রদেশ-
ীয় গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পৌঁছিয়াছে অথ-
হইয়া আছে। এ পর্যন্ত তাঁহারা উপর
প্রতীকারে কোন উপায় করিলেন না।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের গোচর কালে
যদি উহার প্রতিবিধানের কোন সম্ভাবনা
হয় এই আশায় আমরা এই প্রবন্ধে তহ-
জেবে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধ কর এক ব্যক্তি পূর্বের কানী
দর্শন করেন নাট, বঙ্গদেশ হইতে নূতন
গেলেন। রেলপাঙ্কি হইতে নাহিয়া
মৌকা ভাড়া করিলেন। দশ আনা ভাড়া
হইল। আমরা আশ্বিন মাসের প্রথমে

কথা কহিতেছি। তখন গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত মল। সমান পাড়ি দিবার যো নাই। তিনি রাজঘাটে নৌকার উঠিলেন, নাবিকেরা রামনগরের দিকে চলিল। যখন ভাড়া হয়, কথা ছিল, নাবিকেরা অন্য লোক লইতে পারিবে না; কিন্তু তাহারা দুই একজন কবির। লোকজুলিতে লাগিল। রাজঘাটে আর রামনগরে আর এক ক্রোশ অন্তর। এই এক ক্রোশ পথ নাবিকেরা দুই একজন করিয়া ১০। ১২ জন লোক জুলিয়া লইল। অনন্তর রামনগর হইতে পাড়ি দিয়া দশাশ্বমেধের পাটে উপনীত হইল। ভাড়া দিবার সময়ে উহার বিষম গোলযোগ আরম্ভ করিল। শেষে ১০ আনা অধিক লইয়া ফাস্ত হইল। গবর্ণমেন্ট দেখুন নাবিকদিগের কত অত্যাচার। প্রথমতঃ লোক লইবার কথা ছিল না, লোক লইল। দ্বিতীয়তঃ একরূপ ভাড়া করিয়া বলপূর্বক অন্যরূপ লইল।

আগন্তুক ব্যক্তি এইরূপে নাবিক দিগের চম্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইয়া ভীরে উঠিলেন। মুটিয়ার সাধার দ্রব্য সামগ্রী দিয়া গঙ্গার স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘাট হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া মুটিয়ার দিগের প্রতিরোধ করিয়া কহিল, ঘাটওয়ারার পরমা না দিলে মোটে ছাড়িয়া দিব না। পণ্ডনাও দুই একটা নয়। চারি আনা চাহিয়া বলিল। শেষে দুই আনার রফা হইল। আগন্তুক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্তবাক হইলেন। উহার বিষয়ের বিশেষ কারণ এট, তিনি কলিকাতার একরূপ ঘাটওয়ালার দেখেন নাই, কেহ একরূপ বলপূর্বক তখন উহার নিকট হইতে পরমা লইতে পারে নাই। তিনি পূর্বে কাশীর কেবল প্রশংসাই শুনিয়াছিলেন, কাশীতে যে এ প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা কখন উহার শ্রবণ গোচর হয় নাই

একশ্রেণী আমরা উল্লিখিত আগন্তুক ব্যক্তির পক্ষ হইয়া গবর্ণমেন্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এই অত্যাচারগুলি কি চিরকাল এইরূপ থাকিবে? গবর্ণমেন্ট কি ইহার নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? যদি বলেন, আদালতের দ্বার খোলা আছে, জানাইলে ত প্রতীকার হয়। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে ব্যক্তি দুই দিবস বাড়ির মধ্যে থাকিয়া নিত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া কাশীতে উপনীত হইল, মালীশ করিয়া এই অত্যাচারের প্রতীকার করা কি তাহার পক্ষে সম্ভব? মালীশ করিয়া মাত্র কি কোন বিষয়ের প্রতীকার হয়? সাক্ষী লইয়া দুই তিন দিবস আদালতে গত্যাত করা আর দুই আনা দিয়া নিকৃতি লাভ করা উহার কোন জী সন্ধান? কান্ত ব্যক্তির ইহার অন্যতর কোন পক্ষের অবলম্বনে সমস্ত প্রকৃত জ্ঞেয়? কাশী যাত্রিদিগের মধ্যে একরূপ লোকও অনেক আছে, তাহারা কোনটী অত্যাচার চায় ও কোনটী অত্যাচার নয়, তাহা বুঝিতে পারে না। যে যাত্রাচার, ভাণ্ডাট দিয়া থাকে। তাহারা বুঝিতে পারিল না বলিয়া কি বাস্তবিক অত্যাচারগুলি অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইবে না? উহার নিবারণে উদাসীন হওয়ার ভেদ কি গবর্ণমেন্ট অধর্মভাগী হইবেন না? উল্লিখিত অত্যাচার দুটী নিবারণের সম্ভব উপায় আছে, তবে কেন গবর্ণমেন্ট উদাসীন হইয়া উহার প্রস্তর বৃদ্ধি করিতেছেন? প্রতি ঘাটে এক একটা সাইন বোর্ড এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হউক, ঘাটওয়ালার প্রতীতি যদি কোন ব্যবহারিগা কাহার নিকটে কিছু লয়, ৫০ টাকা দণ্ড হইবে। যাত্রিগা এই সাইন বোর্ড দেখিয়া সতর্ক হইবেন, ঘাটওয়ালার প্রতীতিও অত্যাচার পরিভ্যাগ করিবে। কলিকাতার যেরূপ আছে, সেইরূপ ভাড়া

ও লোক প্রহরের নিয়ম করি। বিশেষ অত্যাচারের সমস্ত নিবারণ হইয়া আসিবে।

পুলিষের উৎকর্ষ সাধন।

পুলিষের বর্তমান শোচনীয় ও অসহ্য অবস্থা দর্শন করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধিত ও বিরক্ত হইয়া থাকেন। আর এমন সত্ত্বাহ আর না থাকিতে পুলিষের কোন না কোন বোঝা প্রদর্শিত না হয়। এমন সংস্কার পত্র নাই যাহাতে বার বার পুলিষের স্বেচ্ছাতার ঘোষণা করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি এসবক্ষে বিশেষ কিছু করা হইতেছে না। আমরা এবিষয়ে অনেকবার প্রস্তাব করি। রাছি কিছু তথাপি পুনর্বার এবিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যিক বোধ হইতেছে। বর্তমান পুলিষের মনুষ্য হীনাবস্থার কারণ কি এবং তাহা দূর করিবার কোন উপায় আছে কিনা এই চিন্তা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত লোকের অভাবই প্রধান একটা প্রধান কারণ। পুলিষের মধ্যে যেরূপ গুরুতর কাহার ভার সে অসুস্থার বিবেচন করিতে গেলে ইহার বর্তমান কর্মচারীরা যে সম্পূর্ণরূপে মেই তারের অসুপযুক্ত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এবিভাগে যেরূপ অসুপযুক্ত নের ব্যবস্থা আর কোন বিভাগে আর যেরূপ নহে। এত অসুপযুক্ত বেসনে উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাহাদের আর অন্য বিভাগে কিছু করিবার উপায় নাই তাহারা এই বিভাগে আনিয়া প্রবর্তিত হয়। এই অসুপযুক্ত মাত্র বেসনে অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে বিদেশে নিজ বার নির্বাহ করিতে হয় এবং বিদেশে পরিবার প্রতীতিও সাহায্য করিতে হয়। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে

এরূপ অবস্থার উৎকোচ এবং এক প্রকার অস্বাভাবিকি কি না? অধিক উৎকোচ লাভের আশায় স্বত্বাধী ও নিজস্ব প্রদান করিতে আবশ্যক হয়। এই কারণেই পুলিশের স্বার্থনীতি এত সিক্কেট হইয়া আছে। যে সকল মোকদ্দমা চালান করিলে ও বিশেষরূপ তদারক করিলে গবর্নমেন্টের গোচর হইবার এবং শাস্তি দেওয়ার সম্ভাবনা পুলিশ কর্মচারিরা সেইগুলিকেই তদারক করিয়া অন্য একটু যত্ন করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অন্য সমুদায় ছোট ছোট মোকদ্দমার কিছু কিছু লইয়া ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং পুলিশদ্বারা সম্যকরূপে দৃষ্টি হিগের দমন হয় না। আমরা মধ্যে মধ্যে পুলিশের সংশোধনের জন্য অনেক প্রস্তাব করিয়াছি, অর্থাৎ একটি প্রস্তাব করিতেছি, গবর্নমেন্ট এবিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করেন এই আমাদের প্রার্থনা। সে উপায় এই, প্রত্যেক পুলিশ ডেপুটী এক একজন পুলিশিক্ত কর্মচারি রাখিবার বিধান করা হউক এবং তাঁহাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার অর্পিত হউক। তাহা হইলে দুইটা উদ্দেশ্য লাভিত হইবে। প্রথম পুলিশিক্ত ও তত্ত্বলোক থাকিলে পুলিশের মধ্যে যে সকল স্বার্থনীতি বিরুদ্ধ কার্যের আচরণ হইয়া থাকে তাহা হইতে পারে না; দ্বিতীয় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা পুলিশ পর্য্যাপ্ত দ্রুতই শেষ হয়, বারিহিগের দ্রুততা প্রভৃতি কারণে বিচারালয় পর্য্যাপ্ত উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদেরও বিচার হওয়ারই সমা- জের অনেক উপজা নিবারণের উপায় হয়।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুতন লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় না। গবর্নমেন্টের অধীনে যে সকল কর্মচারি আছেন তাঁহাদিগকেই বিবেচনা পূর্বক

করিতে পারিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। কিছু দিন হইল আমাদের সুযোগ্য সহযোগী কেও অব ইন্ডিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা না হয় সুতন নেটিব সিভিল সার্জিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্য হইতে এই সকল লোক মনোনীত করিলে চলিতে পারে। সেই ত গবর্নমেন্ট নব ডেপুটীদিগের তৃতীয় শ্রেণীর সার্জেন্টের কমতা দিতেছেন এবং তাহাও বেতন আবশ্যক। তাঁহাদের একজনকে নেইরুপ কমতা দিয়া যদি প্রত্যেক পুলিশ ডেপুটীকে রাখিয়া দেন আমাদের প্রার্থিত সুকল চলিতে পারে। বিশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচারের ভার পুলিশের হস্তে থাকিলে আদালত সকলের মোকদ্দমার ভাগও অনেক কমিয়া আসে। আমরা কয়েকটি দুটো প্রদর্শন করিতেছি, পাঠ করিলেই আমাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হইবে। মনে কর প্রামের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্য লোক আছে। সে কোন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে এক দিন প্রহার করিল, প্রহার ব্যক্তি পুলিশে সংবাদ দিল। পুলিশ একটু হাঁক তাঁক করিয়া হয় কিঞ্চিৎ উৎকোচ লইয়া সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিল, নতুবা রীতিমত একাধার প্রভৃতি লইয়া আইনগত কার্য করিল। বাদীর অরহা যদি ভাল হয় সে মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইল। তাহার পর সাক্ষী পূজা উকীল পূজা পাথের প্রভৃতি বহুবিধ ব্যয়ের পর হয় ত প্রহারকারী মুক্তিলাভ করিল। নতুবা তাহার ৫ কি ১০ টাকা জরিমানা হইল। ইহাতে কি দুটোর দমন হইয়া থাকে। আর সামান্য বিবয়ের জন্য এত ব্যয় করাই বা কর অনেক সাধ্য? যদি পুলিশ ডেপুটী একজন শিক্ষিত কর্মচারি থাকিতেন এবং তাহার হস্তে বিচারের

ভার থাকিত তাহা হইলে এই ৫ টাকা, ১০ একদিনেই হইয়া যাইত।

বিশ্ব প্রয়োগ দ্বারা গোহত্যা

আমরা আর শুনিতে পাই যে মুচিরা চর্কের লোভে এক প্রকার বিশ্ব প্রয়োগ দ্বারা গোহত্যা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের সকল লোকের গোখাল নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। উন্নতের অর্থাৎ গরু ছাড়িবার সময় হইলে অনেকে গরু ছাড়িয়া দিয়া থাকে। গরু সকল সমস্ত দিবস মাঠে চরিতা সাপেক্ষে আপন আপন গৃহে আগমন করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্য মুচিরা এই সুযোগে এক প্রকার বিশ্ব লইয়া মাঠে গমন করে এবং কদলী পত্রের মধ্যে বাঁধিয়া গাভী দিগকে আহ্বান করিতে দেয়। উক্ত বিশ্ব উদরস্থ হওয়ার পর দুই এক দিবসের মধ্যে আর সেই গাভী প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপ সংবাদ অনেক বার আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। সত্যি আমাদের প্রামের নিকট এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তির একটি গাভী এক স্থানে বাঁধা ছিল, ইতাবসরে দুইজন মুচী গাভীটির সন্নিহিত হইয়া উহাকে পাতে বাঁধিয়া কি একটি খাইতে দিল। সেই গরুর রাখাল তখন দিছু দূরে ছিল, দুর্ভাগ্য তাহা দেখিতে পার না। সে ব্যক্তি পূর্বে এরূপ বিশ্ব প্রয়োগের কথা শুনিয়াছিল সুতরাং সে "বিশ্ব খাওয়াইল" বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগকে পুলিশে দেওয়া হয়, পুলিশ কর্মচারিরা গরু মরিলে পুনরায় সংবাদ দিবার কথা বলিয়া অপর্য্যাপ্ত গকে তখন ছাড়িয়া দেয়। তাহার এক দিনের মধ্যেই গরুটি সাঁঝ পড়িয়াছে। গোহত্যা পুনরায় পুলিশে সংবাদ দিয়াছে। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়

পুলিস কর্মচারীরা আর যা বের না। ইহার কারণ কি? শুনিতে পাওয়া যায় যে: যাতকেরা গোদামীদ্বীপকে ১০ টাকা দিতে চাহিতেছে। পুলিশেও যে কিছু পূজা করে নাই কে বলিতে পারে? এক্ষেপে গো যাতকদিগের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা বাতিল হইতে আর উপায় নাই। কিন্তু তাহার ব্যয় ও কষ্ট কত সকলেই জানেন। গোদামীরা যদি তাহাতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে আর এই ছায়ায় মুচিহীন শাস্তি হইবে না। পুলিশের উচ্চতম কর্মচারীরা শীঘ্র এবিষয়ের অনুসন্ধান করেন। আমরা পুলিশের উৎকর্ষ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছি এই ঘটনাজিহ্নাত যৌক্তিকতা আরও সমর্থন করিতেছে।

—১০২—

সরাসরী বিচার।

মৃত্যু ফৌজদারি কাযা বিধির আইনের মধ্যে সরাসরী বিচার বলিয়া একটী প্রকল্প আছে। যখন এই আইন প্রথম প্রচলিত হয় সকলেই এই ধারাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। এই ধারা অনুসারে জেলার মাজিস্ট্রেটেরা অথবা উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকেরা কতকগুলি অশরাদ্ধের সরাসরী বিচার অর্থাৎ লিখিত পঠিত না করিয়া বাচনিক বিচার করিতে পারেন। তাহার কোন রেকর্ড রাখিতে হয় না কেবল একখানি রেজিষ্টারিতে মালীশের তারিখ, বাদী ও প্রতিবাদীর নাম দেওয়ার আজ্ঞা প্রদত্ত ও উক্তিকৃত বিষয় লিখিয়া রাখিতে হয়। একবৎসর কাল এই মৃত্যু আচর্যমত বিচারাদি হইয়া আসিলে, এক্ষেপে তাহাতে ইহা কি অনিষ্ট ঘটনা হইল তাহা জানি বাব জনা গত মে মাসে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর অধীনে কংগ্রেসিদিগকে ছয় মাসের কাযা প্রণালী রিপোর্ট করিবার জন্য আদেশ

করেন। তাহার প্রত্যেক যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্নর গতবারের কলিকাতা মেজেন্ট দ্বারা অভিজ্ঞ প্রকাশ করিয়াছেন। হুঃখের বিষয় এই তাহার মন্তব্যটি এক সংকীর্ণ যে-আমরা রিপোর্টগুলির মোহন্য কিছুই জানিতে পারিলাম না, কেবল এই মাত্র দেখা গেল যে সকল রিপোর্ট এই প্রণালীর ইচ্ছা কলের উল্লেখ করিয়াছে। এসময়ে আমাদের জটীকত বক্তব্য আছে। প্রথম, যে সকল মকদ্দমার আপীল নাই এবং যাহার সাফ্য প্রভৃতির রেকর্ড রাখিতে হয় না তাহাতে কোন প্রকার বিচার হইল কি না কমিশনদেরা কিরূপে জানিলেন? দ্বিতীয়তঃ মনের মত কথা বলিলে যখন ধনা বাপের আশা আছে এবং অনতিমত কথা বলিলে যখন জুড়লি সাহেবের ন্যায় কিছা গেডিস সাহেবের ন্যায় ছদ্মবহার ও আশঙ্কা আছে, তখন তাহারা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা কহিতে পারিয়াছেন সে বিষয়েও সন্দেহ। তৃতীয়তঃ জেলার মাজিস্ট্রেটেরা অধিকাংশই সাহেব, যাঁহাদের উপর অনুসন্ধানের ভার হইয়াছিল তাহারাও সাহেব, সুতরাং বিশেষ রূপে অনুসন্ধান হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সে বাহা হউক, আমরা স্বীকার কবিলাম যে কমিশনদেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা কহিয়াছেন এবং তাহারা তত্ত্ব ও উপযুক্ত লোক বটেন, কেন অণক পাতে স্বমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না? কিন্তু তাহাদের কথা অবলম্বন করিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্নর যখন আরও অধিক সংখ্যক হস্তে এই ক্ষমতা অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তখন এবিষয়ের পুনর্বিচার আবশ্যিক হইতেছে। এইরূপ বিচার প্রণালী প্রবর্তিত করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহার একটী যুক্তি

নহলে মনে উদিত হয় এবং সে যুক্তিই প্রবল বটে। সেটী এই, যাহাতে প্রমাণ অল্প রাখে ও অল্প আয়সে পুঁজিচার লাভ করিতে পারে। সত্য গবর্নমেন্ট যাহারই সেই চেড়া কর্তব্য। বিশেষ-যে ক্ষতির জন্য অভিযোগ হয় অভিযোগের ব্যয় সেই ক্ষতি অপেক্ষা কখনই অধিক হয় বা উচিত নহে। কিন্তু আদালত সকল ও আইনের বর্তমান অবস্থাতে সেই অনর্থকি গংঘটিত হইতেছে। একটী সামান্য ক্ষতির জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিলে এক জনকে এক দিন হাঁটিতে হয় এত ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিতে হয় এত লোকের পূজা করিতে হয় যে অনেক সময় অভিযোগের ব্যয় দশগুণ হইয়া পড়ে। এক জনের দশ টাকা চুরি গিয়াছিল কিন্তু চোরকে শাস্তি দিতে কেবল ৩০ টাকা ব্যয় ও ক্লেশ বৃদ্ধি হয় তাহা নহে বিচারকদিগের অনর্থক সময় ব্যয় এবং বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধিত ক্রম আবশ্যক হয়, সুতরাং সেই পরিমাণে মকদ্দমার ব্যয়ও বাড়ে। এতদ্বিস্ত্র সুবিচারে রও অনেক ব্যাঘাত হয় কারণ ছোট ছোট মোকদ্দমাগুলির যথাবিধি শাস্তিদিগের একবার প্রভৃতি লিখিয়া ও উকীলদের ভর্তক বিতর্ক শুনিয়া বিচার করিতে অনেক সময় লাগে। সেই পরিমাণে গুরুতর বিষয়গুলির বিচার সময়ের অপ্রতুল হয় এবং বাস্তবতা নিবন্ধন বিচারপতিগণ অনেক সময় সকল পক্ষ ভাল করিয়া দেখিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ ফৌজদারি মোকদ্দমার কাল বিলম্ব হওয়ার প্রমাণী প্রবর্তিত হইলে যে রূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। কারণ যে কার্যের অন্য কাহারও নিকট হিন্দাব দিতে হয় না, সে কার্যের তার মন্থের হস্তে পড়িলে

যে অনেক অনিষ্টের হেতু হয় এবং অনেক অসুবিধার ও গীড়মের সুলীলুত কারণ হয় তাহাতে বিচিত্র কি ? বিশেষ মকদ্দমাবাদি ইংরাজেরা যেদ্রুপ যথেষ্টাচারী ও এদেশীয়দিগের বিদ্বেষী, তাহাদের হস্তে এই ক্রমতা দেওয়া আর "তাইনের কোলে পো সমর্পণ" করা সমান। যথাবিধি বিচার ও দুই তিন আদালতে আশীলের নিয়ম সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে যেহাচারি ইংরাজদিগের কোণে পড়িয়া এক একজন এদেশীকে যে প্রকার কষ্ট পাইতে দেখা যায়, তাহা আরণ করিলে একপ্রকার ক্রমান্বয়ে কথ্য শুনিয়া হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লেপ্টনেন্ট গবর্নর বলিবেন কেন? বেঙ্গল ম্যাজিস্ট্রেটেরা তাহা করেন? আমরাও স্বীকার করি যে তাহারা আশঙ্কিত অনিষ্টের কতক নিবারণ হইতে পারিত; কিন্তু যে প্রকার বেতনে ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাতে সে আসা বড় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদিগের উপর উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটদিগের নাম প্রেরণ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদের মনোমত লোক মনোনীত করিবেন তাহা কি সন্দেহই বোধ হয় না? বিশেষ মকদ্দমে হাকিমদিগের দেদ্রুপ প্রতাপ তাহাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে কয় জনের সাহস হয়? অতএব অনেক স্থলে তাহাদিগকে সাক্ষীগোপালের ন্যায় রাখা হয় মাত্র।

আমাদের বক্তব্য এই, মোকদ্দমার ব্যয় ও সময় অস্বীকার করিয়া দ্রিষ্ট বিচারার্থিদিগের ক্রেশের শাস্তি করা ও আদালতের ব্যয় অস্বীকার করা উচিত। আবার ব্যক্তি বিশেষ মকদ্দমাবাদি ইংরাজ হাকিমদিগের হস্তে একপ্রকার ক্রমতা অর্পণ করাও অযুক্ত। অতএব

গবর্নমেন্ট যদি সরাসরি বিচারের প্রথা তুলিয়া দিয়া আদালতের জঞ্জাল হুচা ইবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ সেই চেষ্টা করা কর্তব্য, নতুবা নিজ কর্তৃত্বাধিগের দ্বারা বেঙ্গল ম্যাজিস্ট্রেট মনোনীত না করিয়া দেশ বাসিন্দাদের প্রতি লোক মনোনীত করিবার ভার অর্পণ করা উচিত। তাহাদের সকলেরই সুশিক্ষিত ও স্বাধীন লোক হওয়া আবশ্যিক। তাহারা প্রজাতিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বিচার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সহিত বিচার করিবেন। ইহা হইলে সুবিচারের কতক আশা থাকে।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক।

একমাত্র পদার্থে দুই পক্ষের লোক থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মে। ইহা একবার জিজ্ঞাস্য মন্তব্যের জোখ হইল, বিদ্রোহ ঘৃণা প্রভৃতি সকল কু-বৃত্তিই জাগ্রত হয় এবং যতক্ষণ না বিপক্ষের উচ্ছেদ হয় ততক্ষণ কোন ক্রমে সুস্থির হইতে দেয় না। ৪২ উত্তর পক্ষের উচ্ছেদ নতুবা অন্য তর পক্ষের উচ্ছেদ এতদ্ব্যতিরেকে বিবাদের মীমাংসার অন্য উপায় থাকে না। এনিরূপিক মিউজিয়মে যত হরিণ শিশুতী সমীপে রাখিয়া সিংহ ও ব্যাঙের বিবাদের প্রতিকৃতি দেওয়া যায় তাহা এই অবস্থার দৃষ্টান্ত স্থল। জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে ব্যক্তিভেদ ব্যক্তিভেদে এইরূপ বিবাদের কথা ইতি হােসে শুনা যায় এবং বর্তমানে সমগ্র দেশে তাহা দেখা যায়। ভারতবর্ষে উল্লেখ্য, বাণিজ্য যখন প্রথমে আরম্ভ হয় শুনিতে পাওয়া যায় তখন দুইটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইয়াছিলেন। কিছুদিন উত্তর কোম্পানির জুড়ুল সংগ্রাম চলিয়াছিল, পরিশেষে একটীর বিনাশ হইয়া সেই বিবাদের শাস্তি হইল।

সম্প্রতি এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টান্ত উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম স্বর্গত লার ও মিউনিসিপালিটি ব্যাঙ্ক; দ্বিতীয় বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। প্রথমটির বিষয়ে আমরা গত বারে যে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম শুনা যাইতেছে আর তাহা ঘটিতেছে। বঙ্গ সাহেব নাকি পুলিশের লোক নিযুক্ত করিয়া গাথে গাথে ব্যাপারিদিগকে ধরিয়া নিজের রাজারে লইয়া যাইতেছেন। শীল বাবু ও লোক নিযুক্ত করিতে জুটী করেন নাই। এ একপ্রকার মন্দ নয়। আমরা ভাবিতেছিলাম, সকল হাজমা তফুবাইয়া গেল, শেষে নিখিব কি? কিন্তু আবার এই একটা উপস্থিত হইয়াছে, এখন অনেক দিন কাগজের লেখার সংস্থান চটবে। বোম্বাই ব্যাঙ্ক "কাল" হারেকি ধরা হারে।

বোম্বাই ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বিবাদের বিষয় পাঠকগণকে কিছু বলি আবশ্যিক হইতেছে। অনেক দিন হইল বোম্বাই নগরে পুর্নোক্ত নামে একটা ব্যাঙ্ক ছিল। কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্ক কার্যক্রমে সেই ব্যাঙ্কের সহিত এজেন্সী কার্য যুলেম তদবধি উভয়ে উভয়ের এজেন্টের ন্যায় কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৬৭ শালে বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য বন্ধ হইবার কথা হওয়াতে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্নমেন্টের অনুমতি অনুসারে আপনাদের হিসাব পরিচালনা করিবার জন্য একজন এজেন্ট প্রেরণ করেন। তদবধি বোম্বাই প্রবেশে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটা স্বতন্ত্র এজেন্সী আঁকল খোলা হইয়াছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গবর্নমেন্টের সহিত কার্য করিয়া থাকেন ১৮৬৭ শাল হইতে পুরাতন বোম্বাই ব্যাঙ্কের স্থানে একটা নতুন বোম্বাই ব্যাঙ্ক হইয়াছে। তাহারা পুর্নোক্ত ন্যায় গবর্নমেন্টের কার্যাদি পাছবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তাহাতে সন্মত না হইয়া আপনাদের

স্বতন্ত্র এজেন্সী দ্বারা কার্য চালাইতে চান। এর বিষয় লইয়া এই দুই ব্যাক্তের মধ্যে এত কয় বৎসর বিবাদ চলিয়া আসিতে চল। সম্মতি ছেঁটে সেক্রেটারি বেঙ্গল ব্যাক্তকে বোম্বাই প্রবেশ হইতে উত্তীর্ণ। আসিতে আদেশ করিয়াছেন এই আদেশটী যে বেঙ্গল ব্যাক্তের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর হইবে তাহা সন্দেহই বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ বোম্বাইর এজেন্সী কার্যে তাঁহাদের বেলাজ হইতে ছিল তাহার ব্যাঘাত হইতেছে, দ্বিতীয় ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে বেঙ্গল ব্যাক্তের অনেক শাখা ব্যাক্ত আছে, বোম্বাইর কার্য্যালয় উত্তীর্ণ গেলে তাহাদের কার্যের বিশেষ বিপ্লবলা ঘটবে এবং ব্যাক্তের বিশেষ ক্ষতি সম্ভাবনা। এ অবস্থায় বেঙ্গল ব্যাক্তের পক্ষে উত্তর সঙ্কট হইয়া পড়িয়াছে। যদি ছেঁটে সেক্রেটারি আদেশ মতে আস্তে আস্তে উত্তীর্ণ আসেন বিপক্ষদিগের নিকট অপমানিত হইতে হয়, যদি বোম্বাই নগরে থাকিতে দুঃপ্রতিজ্ঞ হন, গবর্ণমেন্টের অপমান করা হয় এবং গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক ছাড়িতে হয়। তাহাতে গবর্ণমেন্টের ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের বিবেচনার বেঙ্গল ব্যাক্তের দ্বারাই হউক আর বোম্বাই ব্যাক্তের দ্বারাই হউক গবর্ণমেন্টের ত কাজ চলিলেই হইল। তবে বেঙ্গল ব্যাক্তকে কতিপয় করবার প্রয়োজন কি? কেবল মাত্র এজেন্সীর কার্য ভিন্ন অন্য কার্য করিতে পারিবেনা এই নিয়ম করিয়া দিলেই হইত। তদা হইলে বোম্বাই ব্যাক্তের অধিক লাভ না হউক কতি হইত না। গবর্ণমেন্ট যখন দানীন তখন বাহাদুরের সহিত চিরদিন কারবার করিতেছেন তাহা হইলে স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

বিবিধসংবাদ।

২২ এ পৌষ সোমবার।

হিন্দু ব্যক্তিগণের বিবাহের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে হাইকোর্ট যে মীমাংসা করেন, তাহার নিকটে প্রিন্স কাউন্সিলে আগিল করিবার জন্য হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। বিচারপতি মার্কবি এই বলিয়া উক্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্য করিয়াছেন যে “এই মকদ্দমার যে বিষয়টী মীমাংসার উদ্দেশ্যে করা তাহা নিত্যন্ত গুরুতর, সে সম্বন্ধে উক্ত তম আদালতের অভ্যর্থন জনিবার জন্য সমুদায় হিন্দু সমাজ যাত্রা তাহাও আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু যে মকদ্দমা উপলক্ষে এই প্রার্থনা উত্থাপিত হইয়াছে তাহা ৭৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মকদ্দমা মাত্র। অতএব এ মকদ্দমা আমি প্রতিকটি পিলে প্রেরণ করিতে পারি না।” মার্কবি সাহেব আইন সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন সত্য কিন্তু সকল বিষয়েরই ব্যত্যয় উদ্ভাষণ আছে। মকদ্দমাটী ৭৫ টাকার বটে কিন্তু হাইকোর্ট এ সম্বন্ধে সমুদায় হিন্দুজাতি সম্বন্ধীয় যে গুরুতর প্রার্থনার মীমাংসা করিয়াছেন তাহার দ্বারা অনেক, এ বিবেচনার উক্ত বিবরণ প্রিন্স কাউন্সিলে প্রেরণ করা উচিত ছিল।

২৩ এ পৌষ মঙ্গলবার।

কালেক্টর আমীর সিয়ার আলী পুনরায় পীড়িত হইয়াছেন। আমীরের স্বাস্থ্য ক্রমে ভয় হইতেছে, তিনি বাহুগরিবর্তনের জন্য জেলালাবাহে দাইবেন দ্বির করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম পাতিয়াগার রাজা বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ যদি একটী কণা খোলা আবশ্যক বোধ হয় তহি ১০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আমীরের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জাকুব খাঁর বিবাহ সম্বন্ধে কালেক্টর বড় গোলযোগ চলিতেছে। আমীর পুত্রের উপর এত বিরক্ত হইয়াছেন যে কেহ তাঁহার নাম করিলে সশাস্ত হন। জাকুব খাঁও হিরটে ক্রমে বড়বুল হইতেছেন। তাঁহার বহুগণ যথ সম্পত্তি লইয়া তথায় গমন করিতেছেন।

২৪ এ পৌষ বুধবার।

অনুভবজ্ঞান পরিষদা হাউস, কিছুদিন হইল ২৪ পরগণার কালীমঙ্গল হইতে পাক বের একজন পত্র প্রেরক এক রকম ধান পাঠান, তাহার এক একটা ধানের মধ্যে দুই দুইটা চাউল। বেঙ্গল বুটান হেরালডের সম্পাদক হাঁকুড়া হইতে আর একরকমের ধান পাঠিয়াছেন, তাহার এক একটা ধানের মধ্যে ৩, ৪, ৫ টা চাউল।

—কানসের সহিত প্রিন্সের যুদ্ধ ও কানসের দুর্দশার কথা আমাদের পাঠক বর্গের অগ্নি আছে। যেটুকু নামক কানসের একটী দুর্গ বেঙ্গল নামক করানীক একজন সেমাণ্ডি সৈন্যের রক্ষা করিতে ছিলেন। প্রিন্সেরা এই দুর্গ অগ্র করিয়াই পারিস নগর অধিকার ও করানীককে অবনত করে। যেটুকু দুর্গ অধিকৃত না হইলে কানসের দুর্দশা হইত না। কিন্তু সম্মতি বিচারে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে সেমাণ্ডি বেঙ্গল বিদ্রোহবাস্তবতা করিয়া যেটুকু দুর্গ প্রিন্সের বশে সমর্পণ করেন। এই ভয়ানক অপরাধে বেঙ্গলের প্রতিকৃত্তা বড়োয়া হয়, কিন্তু কানসের বর্তমান অধিপতি মৃত্যু বৃত্তি বিন বৎসরের কারাবাসে পরিবর্তিত করিয়াছেন। বেঙ্গলের বিচারে প্রকৃত বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ হওয়াতে করানীক আর এখন আপনাদিগকে ভুল অপমানিত বোধ করিতেছেন না।

২৫ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

ডেকু আজিও ভারতবর্ষে পরিচয়গ করে নাই। ইহা পুনরায় মাস্ত্র জে খীর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

ভারতবর্ষের ছোট সেক্রেটারি আজা হিরাছেন ভবিষ্যতে আর ভারতবর্ষে কাহান প্রাপ্ত হইবেন না।

লর্ড নর্থব্রক ভারতবর্ষের রাজস্ব কমিটির নিকট যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগের সুবিধার্থ এই বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এপ্রেলের পূর্বে সাক্ষ্য দিতে হইবে না। জাহুরারি কেজুরারিতে ইংলণ্ড হাইতে হলে সাক্ষিগণের অত্যন্ত কষ্ট হইত, লর্ড নর্থব্রক এপ্রেল মাসে সাক্ষ্য দিবার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের পক্ষে

কালই করিরাছেন, কিন্তু ইমার্জিন্সের সাফল্য
 ত্রি ভিত্তক হইবে আমরা সুবিধে পারি
 তেছি না। এদেশের বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিমান ও
 চিন্তাশীল সন্ত্রাস্তার আশানাবিগের প্রতি-
 নিধি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, সাক্ষী
 জীবীর মধ্যে এমন একটী লোক আমরা
 দেখিতে পাই না। ইংলণ্ডের সাধারণে এই
 সকল সাক্ষীকে যেন এদেশের প্রতিনিধি
 বলিয়া মনে না করেন।

কিছুদিন হইল বাম্যাবিবাহ নিবারণার্থ
 আয়েবাংবোঁবে এক সভা হয় সম্প্রতি
 উহাতে আর একদল হিন্দু যোগ দিরাছেন।
 সর উইলিয়াম ওয়ে জ্যামেকার গবর্নর
 হওয়ারতে রাজী তাহার অনুমোদন করিরা
 হেন।

গত শনিবার ঢাকা ও হুজীতে রক্ত
 হইরা গিরাছে।

লণ্ডনের চর্চ বিশবার সোসাইটি বঙ্গদে
 পের চুক্তিকণীভিত ব্যক্তিগণের সাক্ষা-
 মার্গ একটী ফও বুলিরাছেন।

ব্রহ্মের প্রধানতম ক্রিয়াকর্মের অন্তর্গত
 ইডেন সাহেব সীতা কলিকাতায় আসিবেন।

১ লা কানুয়ার হইতে বেরিগিহে ট্রাম
 এরের কার্য আরম্ভ হইরাছে।

সম্প্রতি পোষ্ট অফিসের একটী ফুরি
 প্রকাশিত হইরা পাড়িরাছে। বাহুড়া ও
 নীলগঞ্জের পোষ্ট অফিসের মধ্যে এই ফুরি
 হয়। একপদ টাকার ৮ মানি, ৫০ টাকার
 ২ মানি ২০ টাকার ১১ মানি অর্ধ নোট এবং
 ১০ টাকার ৫ মানি অর্ধ নোট সর্বমুদ ১১৭০
 টাকার নোট ফুরি হয়। চোর ও নোট কিছুই
 হরা পড়ে নাই।

গতকলা বারানসী হইতে সাহেবগঞ্জ
 পর্যন্ত আউড ও রৌহিলখণ্ড রেলওয়ে
 খোলা হইরাছে। সাহেবগঞ্জ হইতে আচার
 পুর পর্যন্ত যে রাস্তা হইতেছে, উহা
 আগামী বের পুর্কে হইতেছে না।

গত শনিবার রাজিতে জিরামপুরের
 নিকটে বোরা এ্যামে একজন চৌকিদার
 মাঠ হইতে ধান্য ফুরি করিতেছিল, এমন
 সময় আর একজন চৌকিদার দেখিতে পাইরা
 বিজ্ঞাপা করাতে সে কোন উত্তর না দেও-

রিতে তাহার বাধ উকতে এক বর্বার
 আঘাত করে, আঘাতের কয়েক ঘণ্টা পরে
 উহার হুত্ব হইরাছে। আসামীকে প্রেষার
 ক ররা হাজত দেওরা হইরাছে। এবিষয়ের
 বিচার হইতেছে।

২১ এপ্রিল শুক্রবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, ঢাকা নগরের
 একজন প্রাচীন অধিবাসী মর্জিন সাহেব
 তত্ত্বা মিটকোড হাসপাতালের জন্য ৫
 হাজার টাকা দিরাছেন

উক্ত পত্র বলেন, একগ ঢাকার উত্তম
 চাউল ২। ২৪০ টাকা মণ বিক্রীত হইরাছে।
 মোটা চাউল ২। ২৮০ মণ বিক্রীত হইতেছে।
 দুতন ধান্য এক টাকা মণ মধ্যবিধ ধান্য
 ৩২ সের এবং উত্তম ধান্য ২৭ সের বিক্রীত
 হইতেছে। পুরাতন মধ্যবিধ ধান্য টাকার
 ২৫ সের বিক্রীত হইতে ছ। বোধ হয় একপ
 মণ্য হই এক মাসের অধিক থাকিবে না।

২৭ এপ্রিলের যে সপ্তাহের শেষ হয়
 সেই সপ্তাহের পূর্বাভাসবহীয়া রেলওয়ে
 কোম্পানির ১১৫৪০০ টাকা আয় হয়। গত
 ব-সর এই সময় ৪২০০০০ টাকা হয়। অক্সল
 পুর লাইনে উক্ত সপ্তাহে ৩৩০০০ টাকা
 এবং গত ব-সর ৩৮১১০ টাকা আয় হয়।

এমনও পর্যন্ত অস্যাটিমিগের সচিব
 ইংরাঙ্গদের ঘোরতর সুচ্চ চর্চিতেছে।
 অস্যাটিমিরা নদী পার হইরা আসিরাছে।

২৭ এপ্রিল শনিবার।

বর্জমানের সাংজামিক আর নিবরে নিমি
 উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেম লাড'
 মর্জকক স্ত্রীহাকে হাজার টাকা পুর-
 স্কার দিবেন বলিয়া পুর্কে যে এক বিজ্ঞাপন
 প্রচারিত হয়, তদনুগারে অনেক প্রস্তাব
 লিখিয়া যথ্য স্থানে প্রেরণ করিরাছিলাম।

প্রস্তাব পরীক্ষার তার বঙ্গদেশের ম্যানি-
 টারি কমিশনার ও মেডিকাল কলেজের
 প্রিন্সিপালের উপরে অর্পিত হয়। উহা-
 বের পরীক্ষার একটী প্রস্তাবও উত্তীর্ণ না
 হওয়ারতে লাড' মর্জকক সুখিত হইরা বলি
 রাছেন, বোধ হয় দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপন
 দিলে কৃতকার্য হওরা যাইতে পারে
 এ নিমিত্ত পুনরায় এই পুরস্কার প্রেরণ

করিরা দেওরা হইরাছে। এবারকার প্রস্তাব
 সুলিও প্রাণ্ড পত্রীককধরের নিকটে
 ১৮৭৪ বছরের ১লা জুলাই পুর্কে প্রেরণ
 করিতে হইবে। আমাদিগের বোধ হয়
 সামান্য পুরস্কারের নিয়ম কাণ্ডে বহুদশী
 বিচক্ষণ ও প্রাচীন সন্ত্রাস্তার এ বিবরে প্রবৃত্ত
 হন নাট, এই জন্যই অস্যাটিমিহি হর নাই।

আমরা শুনিরা সুখিত হইলাম ক'ল-
 কাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ টমসন
 সাহেব আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনকরিতে
 ছেন না। তিনি স্বদেশে বিপুল অর্থের অধি-
 কারী হইরাছেন। ইনি তা ওবর্বে আসিরা
 একজন সামান্য রেলওয়ে ক্লার্ক হন, পরে
 প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এবং পরি
 শেষে ছোট আদালতের জজ হইরা স্বদেশ
 গমন করিরাছেন। উহার অধ্যবসায় ও ক্রেশ
 সফলতাই এই উদ্যোগের মূল।

হাওয়া অফিসে দেশীয় ভাবায় সংবাদ
 পত্র সমুদয়ের উৎসাহী অনুবাদগুলির কি
 র্তে হয় টাটমস অল ইণ্ডিয়ার লণ্ডন এক
 জন সংবাদদাতা তদ্বিষয়ে অতদূর লিপি
 রাছেন। সম্প্রতি দুই একঘণ্টা অনুবাদ
 জন্য উক্ত অফিসে আবেদন করা হয়,
 আবেদনকারীকে এই বলিরা প্রত্যাখ্যান
 করা হয় যে প্রাণ্ড তফ সাহেব অজ্ঞা দিরা
 ছেন, অনুবাদগুলিতে অনেক গোপনীয়
 বিষয় আছে। অফিস হইতে সেগুলিকে
 অন্যত্র লইরা বাইতে দেওরা হইবে না।

অন্যত্র লইরা দেওরা দুই পাণ্ডক অফিসে
 রক্ত কের ভাঙা দেখিতে পান না। সেগুলি
 ভারতবর্ষ হইতে বাইরাতে পেরত অফিসে
 প্রেরণ করা হয়, তথায় সেগুলি বাতিল
 কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যারা ইণ্ডিয়া
 অফিসে দেশীয় সংবাদ পত্রের এই উগতি।

দ্বিতীয় বিষয়ক সংবাদ।

উত্তর পশ্চিমোৎতরের অগের অবস্থা।
 গাজীপুর, দুলা সমান রহিরাছে ২০ এ
 ডি সহস্রের পর আর বৃদ্ধি হয় নাই। নোকেস
 কঠ বৃদ্ধি হয় নাই। বারানসী—বৃদ্ধি হয় নাই,
 হইবারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বরি

শাখা এত জনপ্ৰিয় করা হইয়াছে যে এগ
যাত্রী বৃষ্টির অভাবে কোন কালে হয় নাই।
মুন্সীগঞ্জ, মুল্য সমান রহিয়াছে। বৃষ্টি হয়
না। দক্ষিণ দিকে বৃষ্টির অভাবে রবি
শস্যের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। পবলিকওয়ার্ড
আরও হইয়াছে। পশ্চিম হইতে আমদানী
চলিতেছে। গৌরনগর, ২১ এ ডিসেম্বরের
পর আর বৃষ্টি হয় নাই। এখনও রবিশস্যের
অবস্থা ভাল। যদি ১০। ১৫ দিনের মধ্যে
বৃষ্টি হয় শস্য উত্তম আশেবে। রপ্তানী বন্ধ
হওয়াতে মুল্য কতক কমিয়াছে। বস্ত্র, মুল্য
সমান রহিয়াছে। রবিশস্যের অবস্থা উত্তম।
কুবকেরা গ্রাম পথে জল সেচন করিতেছে।
আজিমগড়, মুল্য সমান রহিয়াছে, বৃষ্টির
একান্ত আবশ্যক, জলসেচন চলিতেছে।
এখন কষ্টকৃত্তি হয় নাই। জোড়ানগর, মুল্য
গ্রাম পূর্বের ন্যায়। রবিশস্যের অবস্থা
এখনও উত্তম আছে, অবোধা হইতে কতক
আমদানী চলিতেছে।

১৯ এ অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই
কর দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে ১২০৫
৮২ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং ৬৮
২১০ মণ মাত্র আমদানী হইয়াছে। পূর্বেক
রপ্তানী ও আমদানী অন্যান্য বণিকদিগের
দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু গবর্নমেন্ট নিজে
প্রায় ১০০০০০০ মণ আমদানী করিয়াছেন।
চট্টগ্রাম হইতে ১ লা মণের অধিক ১৫ ই
ডিসেম্বর পর্যন্ত এত সময়ের মধ্যে প্রায়,
২৬০০০০ মণ শস্য সংকলন কিম্বা অন্যান্য
স্থানে নীত হইয়াছে। আমদানী কিছুমাত্র
হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য
স্থানে অনেক শস্য রপ্তানী হইয়াছে।

৪টি জিও। রেলও, দ্বারা কলিকাতা
হইতে এবং বঙ্গের পাকমার্গ, হইতে
প্রায় ১০,০০,০০০ মণ শস্য
অনীত হইয়াছে।

রেলওয়ে ডিশন কর্তৃক প্রায় ১১০০০
মণ চাউল ডা। জেলায় বিতরণ প্রেরিত
হইয়াছে। বৃষ্টিয়া ও হালধী প্রভৃতি
ইলাহ হইতে ৮৫০০০ মণ চাউল রাজসাহী
জেলায় স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

নৌকার প্রচণ্ডতার সুবিধা না হওয়া
হাতে অধিকাংশ স্থানেই গরুর গাড়ি দ্বারা
বহন করা হইতেছে।

উত্তরাংশে ডিন লক্ষ মণ চাউলের
কণ্ট্রোল বেওয়া হইয়াছে, ভাতিজিরিক
সেখানকার কমিশনার আরও ১২৭০০০
মণ চাউলের বেওয়া কর্তৃত্ব করেন। এই
সমুদায় তওল জাহাজের দ্বারা দেশে না
হওয়াতে বহুক্ষেপ কলিকাতায় অনীত হইবে।
গড় পাকড়া ২৮ আমদানি অধিক হয় পড়িবে

বর্তমান ভিন্ন আর কোন স্থানের আম
দানীর গবর্নমেন্টের নিকট হইতে টাকা
কর্ত্ত করিতেছে না। কিন্তু বিহারের মীল
করেরা বহুক্ষেপ উৎসাহের সহিত শস্যবিধি
আমদানী করিতেছেন। মুরসিদাবাদ পুটীয়া
রাজসাহী এই করস্থানে চাউল ক্রয় করিয়া
জীত মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য সভা
সংস্থাপিত হইয়াছে।

মাস্তাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত
বোখিল নামক স্থানের রানী বঙ্গদেশের
জুর্জফলীভিত্ত ব্যক্তিরিগের সাহায্যে
জনা ৪০,০০০ মণ চাউল দিতে প্রতিশ্রুত
হইয়াছেন।

রাজা বতীজমোহন ঠাকুর তাঁহার একটি
অমিলারী ১০০০০০ হাজার টাকা খাজনার
মধ্যে ৪০,০০০ হাজার টাকা রেহাই দিতে
স্বীকৃত হইয়াছেন।

সর জর্জ কায়েলের মহোদয় চারলস
কায়েল সাহেব ইংলণ্ডের টাচমস পত্র
কাতে নিম্ন লিখিত পত্র প্রেরণ করিয়া
ছেন—

“আমার আভা তার জর্জ কায়েল পত্র
ভাগ করিতেছেন বলিয়া আশঙ্কিত পত্র
আমি সে চুপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা
পড়িয়া আমি মস্তক ঠেকান। এবিষয়ে কাহা
রও মতামত হইতে পারে না। কিন্তু আমি
নিশ্চয় জানি যে নিত্যই বাধ্য না হইলে
তিনি প্রচণ্ড বিপদের সময় তাঁহার গদ
পরিভাগ করিতেন না। প্রচণ্ড বিপদের
সময় তাঁহার মত একজন উৎসাহী এবং

কার্যবদ্ধ লোক যে নীচ স্থানে আছেন
ইহাও অনেক আশার বিষয়।

কল কথা এই, পত্র জুন মাসে বহন
করে কোন কথা ছিল না তখন সার জর্জ
কয়েক মাসের কত পরিবারদ্বিগকে দেখি
বার জন্য ঘরে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি
য়াছিলেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের কাহার
নিয়মাবলীতে তাঁহার একবার প্রচণ্ড চুটী
পাইবার আশা আছে। ইহার কিছুদিন
পরেই তাঁহার স্বাস্থ্যতত্ত্ব হওয়াতে তাঁহার
কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিবার সংকল্প
আরও দৃঢ় হয়। গবর্নর জেনারেলও ইহাতে
সম্মতি প্রদান করেন। তাহার পর বর্ধা
ভাল হইল না, জুর্জফলের আশঙ্কা উপস্থিত
হইল এবং শরীরের সেরণ অবস্থার
কিরণে এমন বিপদ নিবারণ করেন এবং
কিরণেই বা অনারসে ফেলিয়া আনেন
এই চিন্তায় তিনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন।
তাঁহার চিকিৎসকও বলিয়াছেন যে তিনি
আর এক ঐশ্বর্যপূর্ণ কার্য করিলে বীড়ি
হেন না। এই কারণে পূর্বে সংকল্প এক
প্রকার অপরিবর্তিত ছিল। আমি আজ
তাঁহার এক আন পত্র পাইয়াছি তাহাতে
তিনি লিখিয়াছেন—

“ফেজারি মাসে ঘরে থাকিব তাহা
হিলাম! কিন্তু এখন তাহা অনিশ্চিত। বত
হিন কাহা করিবার সাধ্য থাকে ততদিন
এখানে থাকিতে আমি প্রস্তুত আছি, নোকে
রও ইচ্ছা যে আমি থাকি। এখন এইরূপ
বন্দোবস্ত হইয়াছে যে নও আমার বঁওরা
আবশ্যক হইবে শুধুমাত্র আমার উত্তরাধি
কারী কার্য ভার গ্রহণ করিবেন। এই বিপ
দের সময় তাঁর লেখা মর্মেতে হইবে না,
আমি লেখার লোক প্রস্তুত আছি, এই চিন্তা
করিয়াও আমার অনেক কষ্টের লাভ হয়।
আমার বাকি যদি অসন্তুষ্ট হয় ঘরে বাইতে
পারি।”

বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা কিরণ জানা
ইহার জন্য তাঁহার পত্র হইতে নিম্নলিখিত
কয়েক পত্র উদ্ধৃত করা গেল।

এখানে যে কি ঘটনা ঘটিবে, অতিবিক
সে বিষয়ে আমি এখন কোন নিশ্চিত মত

দ্বির করিতে পারি নাই। অনেক অবস্থা
বন্ধ লক্ষ্যে বোধ হয়, এ পতাকাধীনে একপ
মক অবস্থা কখনো হয় নাই, কিন্তু তরুণ
বৎসর উত্তম চাই হইয়াছে। আজিও শস্য
দ্বির মূল্য অতিরিক্ত রূপ লাভে নাই। কত
শস্য জমিয়াছে আমরা এখন জমিতে
পারি নাই। আজিও আমরা বন্ধদেপের এত
অংশই জমি যে অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যবিত্ত
হইতে হয়। হরত একটু হইলে বিপদ উত্তীর্ণ
হইতে পারি অথবা হরত একটুই অত্যধিক
অসমর্থ হইতে পারে। অতএব আমরা
আমাদের সাধো বাধা আছে করিব, এবং
কি হয় দেখা যাইবে।”

সেন্টমন্টে গবর্নরের ই বরন মত এই, তখন
দূর বেশবাসী আমাদের মত ব্যক্তিদের মতের
মূল্য নাই। আমি বহুদিন বঙ্গদেশে বাস
করিয়া এবং অনেক বেশিরা অনিরা বাধা জমি
রাহি তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে কেহ
কেন যে প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন সে রূপ
বিপদ ঘটবে না। আমরা সবচেয়ে বিপদ
উত্তীর্ণ হইতে পারিব এবং কার্য্যসম্পন্ন গবর্ন-
মেন্টের অধীনে থাকিলে কি হয় দেখাইতে
পারিব।

১৮৭১ সালের মার্চ মাসে সারউইলিয়াম
গ্রের নিকট কাব্যাকার লওরা অর্থাৎ সার

কিরূপ শারীরিক ও মানসিক পরি-
শ্রম করিয়াছেন তাহা বিচার্য্য জ্ঞানের
তাহারা আশ্চর্য্য হইবেন যে ইতিপূর্বে
ভীষণ আত্মত্যাগ হয় নাই কেন? বাধা
হটুক আমি আশা করি যে আগামী শীত
কালে ভীষণ কিছু উপকার হইতে পারে
এবং তিনি বহু দিন না বিপদ কাটিয়া যার
অতদিন সুস্থ থাকিয়া কার্য্য করিতে পারি-
বেন।

৮ ই ডিসেম্বর }
১০ ইটনগ্রেন্স। } চার্লস কামেল।

আমাদের মূলতানহু সংবাদদাতা
লিখিয়াছেনঃ—

“১। এখানে একে শীতকালে শীতের
অধিকা অধিক তাহাতে বড়দিনের দিন
হইতে দুই দিন গরিয়া বখেই বারিধর্ম

হওয়াতে শীতটা শুষ্কতর বোধ হইতেছে,
এই সময়ে এখানে বারিধর্ম হওয়াতে
কৃষিকার্য্যে বিশেষ উপকার হইবে।

২। মূলতানহু কমিসারিএট আফি-
সের হেড আফিসটা বাবু মীননাথ ঘোষ,
হাঁহাং বিধর পূর্বে লিখিয়াছিলেন তিনি
এখান হইতে বালি হইয়া গোয়ালিরে
গিয়াছেন, ভীষণ গমনে মূলতানহু বর্ষীয়
সমাজ বন্ধক খুঁচা হইয়াছে। মূলতানের
ম্যার মিলিটারী ছাউনীতে বহু গুলি বাল্যলী
থাক তাহার মধ্যে অধিকাংশই কমিসারি
এট বিনাশে। অন্তর্গত ছতরাং হেড
আফিসটা বাবুকে বিশেষ সন্তুষ্ট করে।
ম্যার মিলিটারী বাবু মীননাথ চক্র চক্র
বর্ষীয় ম্যার গোব নিরুপস্থ বর্ষীয় সমাজের
উপকার করেন এই উদ্ভা।

৩। বাল্যলীর মধ্যে যিনি মনের
মোকাম ও হোটেল করিয়াছিলেন তিনি
সামান্য প্রকারে বন্ধন জাল ভিত্তি হওয়া
পাওক হইয়াছেন, মোকাম ও হোটেল
উত্তীর্ণ গিয়াছেন। এ সকল কার্য্য তরুণ বংশীয়
বাল্যলীর সন্ত হইবে কেন?

৪। লংগা ম রায় হাঙ্গ নামক এক জন
হিন্দুস্থানী এখানে নির্বিল্ কার্য্যের জন্য
এগ জিকিউটিভ এজিনার হইয়া আসিয়া-
ছেন। লোকজী উপযুক্ত ও তরুণ বোধ হয়।
তঁরা যাঁ মন্ত্রণা যাঁ প্রকৃতির বিশেষ
সুখলা ও উন্নতি হইবে। আমার বিশ্বাস যে
ইউরোপীয় এজিনিয়ার অপেক্ষা দেশীয়
এজিনিয়ার দ্বারা অনেক কার্য্য হয়।

৫। লিঙ্গ উপত্যকার রেলওয়ে কার্য্য
সম্বন্ধীয় সহিত চলিতেছে। বোধ হয় এক
বৎসরের মধ্যে ভাগলপুরের নিকটস্থ শতভূ-
মদী পর্য্যন্ত পুর্লিবে, অন্যান্য ডিভিজনও
যুব কার্য্য হইতেছে। মূলতানে টেল ও
পঞ্জাবী কর্মচারী অনেক জমিতেছে। এক
এক ডিভিজে প্রতী মাসে প্রায় লক্ষ টাকা
খরচ হইতেছে। বাধাহটুক রেলওয়ে ও খাল
খননে অর্থ ব্যয় হইলেও ভবিষ্যতে ইহাতে
যে উপকার ও আর হইবে তাহাতে অপ-
ব্যয় বলিয়া বোধ হয় না। বার্ষিক নির্মাণে

যে অসংখ্য অর্থ ব্যয় হয় তাহার উপর ভবি-
ষ্যতে আরের সম্ভাবনা নাই।

৬। ছাউনীতে ইউরোপীয় সৈন্য প্রকৃ-
তির জন্য যে বেশ্যার মহল ছিল কিছু
দূর হইল তথায় একটা হওয়া হওয়াতে
প্রাচীর বেষ্টিত একটা সরাই মণো
সকল বেশ্যাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে
এবং বাহারা তথায় বার তাহাধিগকে কত-
কগুলি নিয়মের অধীনে থাকিতে হয়, রাজি
দণ্ডটার পর তথাকার দ্বার বন্ধ হয়, দ্বার
দেশে একজন পুলিশের লোক থাকে, ইহাতে
তরু লোকদের অনেক শাসন হইয়াছে,
লজ্জার ও প্রকাশের ভয়ে বাইতে পারে না।
সর্বত্র বেশাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও
এইরূপ নিয়ম হইলে বড় উপকার
হয়, তরু লোকেরা আর রাইতে থাকস
করে না।

৭। মূলতানের লোকের বড় ইচ্ছা ছিল
যে কেশব বাবু এখানে একবার আসেন,
না আসাতে অনেকে নিরাশ হইয়াছে। বাবু
কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন সরস
অভিজ্ঞ এখানে থাকেন, তিনি বহুতর প্রকৃ-
তিকে আর মর্ম্ম প্রচারের উপায় খীকার
করেন না, ইহাতে কতকগুলি ইলুবনে দুজা
ছড়াইবার ম্যার হয়, অনেকের বুদ্ধি পরি-
কৃষ্ট হয়, অনেকের স্বর সাময়িক উত্তেজ-
নার উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল হয়
না। স্থায়ীফল উপাদান করিবার জন্য সাধন
প্রকরণ ও পূর্জক মের আধিনিগের আচরিত
উপাসনা প্রণালীর আবশ্যকতা, বহুল পরি-
মাণে প্রচারের চেষ্টা করিলে স্বর আখ্যা-
য়িক ভাবের ভাবুক হইতে পারে ও শুদ্ধতা
চলিয়া যায়, তবে বহুতর যে উপকার নাই
তাহা নকে টালা ও ইউরোপীয় অন্যান্য
দেশে অন্তর্ভুক্ত ও প্রকৃত বোণর যে অভাব
আছে তাহা মর্ম্ম অভাব প্রভেই খীকার
করিবেন। কেশব বাবু যে ইংলণ্ডীয় সভ্যতার
মধ্যে এত আগ্রহ ও মান্য হইয়াছিলেন
তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে কেশব
বাবুকে বাধা আছে তাহা ইংলণ্ডস্থ বহু বড়
গাভী ও ধর্ম্ম প্রচারকদিগের নাই অর্থাৎ

সংস্কার ও "অন্তর্দৃষ্টি" ব্রাহ্ম জগতে ও অন্যান্য অনেক ধর্ম জগতে আজ কাল বৈরাগ্য গুরু? ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব দেখা যায় তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে অসামান্য জন্ম অন্তর্দৃষ্টি গুরু ও দূর্বলক অপর্যাপ্ত হয় । ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে কোর বাবুকে কর্তৃত্বভাষ্য মনে করেন কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম ইহাতে ব্রাহ্ম ধর্মের বিপরীত তকিছুই দেখিলাম না বরং ব্রাহ্মধর্মের সারভাগ ইহাতে অনেক দেখিয়া শাস্তি ও তৃপ্তি অনুভব করলাম ।

প্রেরিত পত্র ।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে যু ।

মহাশয়! আপনকার বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার বিষয় বিষয় প্রকটিত করিয়া বাহিত করিবেন ।

প্রঃ—ওকালতি ব্যবসায় একটি মহৎ প্রসিদ্ধ ব্যবসায় । এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি সর্বত্র জ্ঞানবান দুষ্টিমান ধনবান এবং তত্ত্ব ধারণা উচিত, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের লোক নিরস্ত হইলে, তত্ত্ব থাকিতে পারেন না, দরিদ্রতা সকল গুণকে অশলীশ করে, সুতরাং ওকালতি ব্যবসায়গণের সম্বলতার সহপাঠ নির্ধারণ করা সময়ের কর্তব্য । সম্প্রতি উকিলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে একজন অবিজ্ঞাত উকিলের সৃষ্টি হইলে, মোক্তারি অপেক্ষাও ওকালতি জন্ম ব্যবসায় হইয়া বাড়িবে, এ ব্যবসায়ের যে কিছু গৌরব আছে তাহার লেশ মাত্রও থাকিবে না ।

বিঃ—সকল বিষয়ের একচেটিয়া ভাল নয় বটে, কিন্তু এত বাড়ী বাড়িও ভাল নয় ।

সম্প্রতি কি হাঁটকোট কি মফবল কোট সকল স্থানে উকিলের এত ছড়া ছড়ী হইয়াছে, যে এ ব্যবসয়ে প্রবেশ করা যগর বিষয় হওয়া উচিত। বর্ষও অনেক বলেন, যে ওকালতি খাবীন ব্যবসায়, যুবকের কচির উপর ইহা নির্ভর করে । এত লোক কেন এ ব্যবসয়ে প্রবৃত্ত হইতে চান? গবর্ণমেন্টের ইহার সাহিত্য

কোন সংজ্ঞা নাই । লোকে নিজে বুঝিয়া বুঝিয়া কেন কাজ করেন না? আমি বলি, এটা খাবার দুক্তি, সকল বিষয়ের দুষ্টি লভ্য কি বিশৃঙ্খলতার ভাৱ গবর্ণমেন্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে । কোন বিষয় গবর্ণমেন্টের মনোযোগ বাজিত (বিশেষতঃ রাজকীয় বিষয়) পারিতোষ্য চলেতে পারে না । অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট উদাসীন কেন থাকিবেন? এবং যখন ব্যবহারাজীবগণের দ্বারা দেশের একটি মহৎ গুণকর্ত সাধিত হইতেছে, তখন সে দেশের অঙ্গ সৌক্য পুষ্টিবর্জনও গবর্ণমেন্ট কেন করিবেন না? না করেন গবর্ণমেন্টের দোষ, সম্পূর্ণ দোষ ভাষ্য একশত বার বলিব । আমরা গবর্ণমেন্টকে এরূপ অনুপ্রাণিত করি না যে গবর্ণমেন্ট নিজ ভাৱ হইতে উদ্বিগ্নকে অর্থ সাহায্য করেন, কিন্তু ইহা অবশ্য করিতে পারেন, যে যেখানে যত ব্যবহারাজীবের প্রয়োজন, তাহার অভ্যন্তর লোকের প্রবেশাধিকার থাকিবে না । আমি স্বীকার করিলাম, যে স্বাধীন ব্যবসারে প্রবেশাধিকার রহিত করা, একটু কাঠিন্য হয়, কিন্তু বন সম্বন্ধে যখন রাজা, সকল প্রকার প্রজার ধর্মের রক্ষাকর্তা, তখন তাহারে অবশ্য উৎকর্ষনা করিয়া অপকর্ষ করা রাজার ধর্ম নহে । এত অধিক সংখ্যা লোককে অনর্থক প্রবেশাধিকার দিয়া তাহাদের গুরুণ পোষণ, আর মর্যাদার কোন উপায় উদ্ভাবন না করিতে দেওয়া অপেক্ষা কিছুদিন প্রবেশ দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সমরাসুসারে প্রবেশ করিতে দেওয়া অভিশপ্তন্য দুক্তি, গবর্ণমেন্ট যখন এত কড়াফড়ি করিয়া পরীক্ষা হইতেছেন, ছাত্রাবস্থা হইতে প্রবেশাধিকার পরীক্ষা বৎসরে বৎসরে কি লইতেছেন, তখন তাহাদের ভরণ পোষণের উপায় না করা কোন তত্ত্বজ্ঞান কাজ !!! বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেন্ট ওকালতি ক'লকে একটি বড় কাজ বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা করেন, এবং তত্ত্ব বিজ্ঞান ও বার্ষিক লোককে এ দেশে চান, তখন তাহাদের আর ইচ্ছাযিত গণ্যে দুষ্টি না রাখা, কতদূর অন্যায় কাজ হইতেছে?

যখন স্পষ্ট দেখা দাঁড়িতেছে যে যুগল সেকী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী অপেক্ষা ব্যবহারাজীবের অধিক উপযুক্ত লোক হওয়া অতাবশ্যক, তখন তাহাদের আর তত্ত্বপেক্ষা দিওন, জিওন, চতুর্গণ না হইলে কিরূপে তত্ত্ব লোক ব্যবহারাজীব হইতে পারে? ব্যবহারাজীব যাদেরই সুতন সুতন পুস্তক ও মানচিত্র বার বাছিয়া আছে সেজন্য আর না হইলে, কিরূপে তত্ত্ব রক্ষাকর্তা কার্য করিতে পারে, সুতরাং কাজে কাজেই ব্যবহারাজীবগণকে অঙ্গ পথে পর চালনা করিতে বাধ্য হইতে হয় । এজন্য আমরা সচিবের প্রার্থনা করি, যে গবর্ণমেন্ট বিশেষ আবশ্যক না হইলে, সুতন ব্যবহারাজীবগণকে প্রবেশ বিকার না দেন এবং একটি একটি কোর্টে জন্ম ব্যবহারাজীবগণের একটি সংখ্যা স্থির করেন ।

জিঃ—ওকালতি পরীক্ষার পূর্বে তত্ত্ব বৎস মর্যাদা ইচ্ছাযিত কোন পরীক্ষা হয় না । বর্ষও পরীক্ষার নিয়মে তাহা দুই হয় বটে, কিন্তু কাব্যতঃ তাহা বেধিতে পাওয়া যায় না । এজন্য বাহাদের কোন কাজ কর্তব্য নাই তাহারা ই ওকালতির পরীক্ষা দিয়া বেড়ায় । কোথায় তত্ত্ব বিজ্ঞান গণ ওকালতি পরীক্ষা দিবে, না, তব্ব দুরে খুঁটি খাওরে নিষ্কর্ষা লোক সকল ওকালতি পরীক্ষা দিয়া এ ব্যবসায়কে কলঙ্কিত করিতেছে । আমাদের বিবেচনায় আর কমটির পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, এবং মোক্তারি পরীক্ষাতেও কাজ নাই, দুইটী জেনী করি লেই বখেই হইবেক । একজু নিয়ম, দ্বিতীয়, সিনিয়র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স ক্লাস ডিগ্রি আর কোন ব্যক্তির পরীক্ষা না লওয়া হয় । বাহারা সর্বোৎকৃষ্ট হইবেন তাহারা সিনিয়র হইবেন, এবং বাহারা দ্বিতীয় হইবেন তাহারা জুনিয়র হইবেন, সিনিয়র প্তী ডিগ্রি গণ প্রথমতঃ জেলার ডিগ্রিই জন্ম ও সংজ্ঞার কোর্টে ওকালতি করিয়া ক্রমে হাই-কোর্টে যাইবেন । সেইরূপ জুনিয়রগণ প্রথমে যুগলসেকী ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী ও ক'লেট্টরী অব্যাহী প্রকৃতিতে ওকালতি করিব

মৌলবি এলাহিবক্স (ইন্সপেক্টর) দফ
অলে আছেন। ইনি বখশ বেখানে আসেন
তরফা লোকবিরগের এমনি দিক ও বজু-
রাগের তালিম হইয়া উঠেন যে তাঁহার সহ

সোমপ্রকাশ

১৩ নং ভাগ।

১০ সংখ্যা।

১০ প্রকাশনা পরিনিক্ষিপাত্য পার্শ্বিঃ নম্বন্য নী অনিমন্তনী ন হৌয়না

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।

অগ্রিম বাৎসরিক ৫০ টাকা।

১২৮০। ৭ টি মাঘ। ইং ১৮৭৪। ১৯ এ জানুয়ারি

মকমলে বাইল সমেত অগ্রিম
সামিত ১০, বাক টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা

নিবন্ধনপত্র।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানন
জাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
সহি অর্ডার অথবা বরাণ্ড চিঠি দ্বারা পাঠা
ইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেমারনাথ চক্রবর্তী
নামে পাঠাইয়া যেন।

অধ্যক্ষস্ব।

—৪—

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম পাল
সহায়ের স্বাস কামানি রোগের অব্যর্থ ঔষধ
আনিভেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত
আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি
হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐল-
কল রোগের অব্যর্থ স্বাসকাশ, অরকাশ সুল
ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ এসিদ্ধ ঔষধ
উত্তম স্থানে শিক্ষা করিরাছি। আমি মেদনী
পুর ও হুগলীর কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা
করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিরাছি।
তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে।
অনি এক্ষণে মেদনী পুর গবর্ণমেন্ট জেলা
স্কুলের ডাক্তার্স গ্রন্থ ন শিক্ষক এবং আদি
ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভাপতি
শ্রীযুক্ত বাবু রামেন রায়গ বহু সহায়ের
বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। এই বাসা কলি-
কাতা হুগলীর ফকিরডাঙ্গা মিলের ট্রীটে
১৩ নং বাড়ি। যিনি আমার দ্বারায় চিকিৎ-
সিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ট্রিকা-
নার ভবন করিলে, আমার দেখা পাইবেন
ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

৩ বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত

দ্বিতীয় চরিতার্থক মূল্য ৮০ আনা ডাক
মাণ্ডল ৮০ ইহাতে প্রণীত প্রধান প্রধান
ঘাট প্রবের জীবন চরিত আছে। বহু চাটু
ঘোর ট্রিট ৩০ নং সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকা
নগে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—৫—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান
সম্বন্ধে নামক গ্রন্থ বাহা কলিকাতা বহু-
জার ডিক্টোরিরা যন্ত্রাণে মুদ্রিত হইয়া
বগু বগু বাহির হইতেছে তাহার মূল্য
স্বাক্ষরকারিত পক্ষে প্রতি ফরমা ৮০ এক
আনার হিসাবে; একবস্ত্রের মূল্য ১০ চারি
আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমার
১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি বস্ত্রের মূল্য
৮০ তিন আনা। সফল গ্রাহকগণকে মূল্য
অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, এবং প্রতি বস্ত্র
৮০ এক আনা করিয়া ডাকমাণ্ডল দিতে
হইবে।

শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ শর্মা।

—৬—

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত
অরবেষ চরিত অর্থাৎ বীভসোবিশ্ব প্রণেতা
অরবেষ মোহানীর জীবন বৃত্তান্ত, মূল্য ৮০
ডাকমাণ্ডল ৮০ আনা মাত্র, আমার নিকট
প্রাপ্তব্য।

মালবাজার হিন্দু শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়
হটেল কলিকাতা।

মে.লরিয়ামাসক পুরিরা

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধি দ্বারা মেহে রিভাজনিত রীহা,
বক্তল, পুরাতন, বিঘন, সংক্রামক পালাঙ্কর
এবং অথবা কুইন ইস ব্যবহার ঘটত অর
রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ
করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিরা ৪০ আট আনা।

বিহারিলাল ঘোষ এণ্ড কোং

হুবারন মেডিকেলহাল

ভবানিপুর, কলিকাতা

—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়
এম্ বি—সহায়ের কৃত বহু ভাব্যর এক-
পিত নিবন্ধিগত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম বগু মূল্য
১০ ডাক মাণ্ডল ৪০।

ঐ দ্বিতীয় বগু মূল্য ১০ ডাক মাণ্ডল
৪০ একত্রে জটিলে ১৮ ডাক মাণ্ডল ১৮
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এমার্
প্রথম বগু মূল্য ৪০ ডাক মাণ্ডল ৮০ আনা
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাণ্ডল ৮০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁচাল
ইতি পূর্বে প্রথম বগু ১০ টাকা মূল্যে লই-
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় বগুর আবশ্যক
হইলে অধ্য হইতে ছয় মাসের অধ্য ৮ টাকা
মূল্য দেওয়া হইবেক। যাহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক অগ্রিম দিয়া
যোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার বরিনারায়ণ বাবু পাখ্যার মহোদয়ের কৃত বাণচিৎসন মূল্য ৫, ডাক পরচ ১, আমার নিকটে প্রাপ্তবা।

গুপ্ত বস্ত্র ছাপা খান।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকর্ণ লেন

প্রেনিভঙ্গী কালেকের গুপ্ত

পূর্ণ মুখ দ্বিতীয় গলি।

এই ছাপাখানার উত্তম বালাল ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। চাপার মূল্য উচিত সময় দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার বিষয়, যিনি যেতদুপ কর্ম চেষ্টন তাহার কর্ম যদি সেইরূপন; এর তদ্বিনিত অক্ষর দাতী হইবেন।

আবশ্যক হইলে কর্ম দাতাগণকে ছাপার মমুনা পাঠান যাইতে পারে এবং পরচেরও সময়ের নিয়মাদী অবগত করা যাইতে পারে; মাগুন দিয়া কর্মাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রত্যাহারের কারণ টিপ্পান পাঠাইলে অবিলম্বে সকল প্রকার অতি-প্রায় সিদ্ধ হইবেন।

ক্রিস্তোচরণ গুপ্ত কর্মাধ্যক্ষ।

এসিদ্ধ ডাক্তার ৮ দুর্গাদাস কর মহোদয়ের কৃত মেট্রিগা মেট্রিকা অর্থাৎ তৈবজ্য রত্নাবলী মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল ১০ উক্ত কৃত তৈবজ্য ইহাতে বহুতর ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২ ডাকমাহুল ১০

ডাক্তার ত্রিগুপ্ত বাবু ক.শীচরণ গুপ্ত মহোদয়ের কৃত হৃতন সার্বজিৎ অর্থাৎ অস্ত্র চিৎসন প্রতিমূর্তি সহিত মূল্য ৮ টাকা ডাকমাহুল প্যাকিং পরচ ৫০। বাবু কেজ-মাণ ভট্টাচার্য মহোদয়ের অরিণ ও পরিমিত অর্থ পুস্তক মূল্য ১০ ডাকমাহুল/০।

কলিকাতা
লানবাঙ্গার
হিন্দুহটেল

যিনি দুইয়র আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরদার্থ-জ্ঞান-রত্নাকর ও পর

দীর্ঘ-বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুত্তর পুস্তকের মধ্যস্থানে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উক্ত পুস্তকে সাধনের ভাব বিরক্ত আছে। এতদুত্তর পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাহুল দুই আনা। শ্রীরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্তবা।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার।

হাংকোংয়ের অধীনস্থ মফস্বরের আদালত সকলের উকীল ও মোক্তার হইবার অভিপ্রায়ে হাংকোং পরীক্ষার্থী হইরাছেন তাঁহাদিগের পরীক্ষা কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে বোর্ড অব এক্সামিনাস নিযুক্ত হইরাছেন তাহারাই এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

২২ এ অক্টোবর এবং ২৬ এ নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিরাছেন তাহার মধ্যে যে যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন তাহারাই যদি হাংকোংয়ের ১৭ ই সেপ্টেম্বরের প্রকাশিত নিয়মাবলীসারে আভিভ সাংকিকিট প্রেরণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে ১৮৭৪।১৫ ই তারিখের মধ্যে তাহারা বোর্ডে সেক্রেটারির নিকটে যে পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিবেন, আসল হইবে ডাক ২২, তুবাকান বিচার সংক্রান্ত কর্মারির ব্যাকর সমেত সকল পাঠ্যপুস্তক চকিবে।

যে লেকাকারে সাংকিকিট থাকিবে তাহার পৃষ্ঠে বেস প্রত্যেক পরীক্ষার্থী আপনাবার নাম এবং কি প্রকার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা লিপ্যন্তর করিয়া লিখিয়া যেন।

যে সকল পরীক্ষার্থীর আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে তাহারা দিরা মাসের শেষে কলিকাতা গেজেটে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে।

এবং এতদ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষার্থীদিগকে পরগণ করান যাইতেছে যে তাহাদিগকে বোর্ড অব এক্সামিনাসের নিকটে হইতে তাহাদের আবে

দন যে প্রোভা হইয়াছে তাহার এক একখানি সাংকিকিট এবং জেলা ট্রেজারি হইতে তাহার যে কি জমা দিরাছেন তাহার এক একটা সাংকিকিট লইয়া পরীক্ষা দানে উপস্থিত হইতে হইবে। এক এক খানি ট্রান্স সহিত খানি লেকাকার পাঠাইলে তাহাদিগের সাংকিকিট জলি পুনর্বার কিরিয়া দেওয়া যাইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী উক্ত শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে হইবেন তাহারাই কলিকাতার গবর্নমেন্ট ট্রেজারি হইতে কি জমা দিবার এক এক খানি সাংকিকিট লইয়া একখানি নার দিগের নিকটে উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই তাহাদের সাংকিকিট প্রাপ্ত করা হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫।২৬। ২৭।২৮ শে দিবসে পরীক্ষা হইবে।

সিঙ্গিল জ্যাকসন
বোর্ডের সেক্রেটারি

রাণীপজ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো প্রাক্তর নির্মিত কোন প্রকার ত্রুটি আবশ্যক হয়, আবেদন করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি ক্ষমানে বিজ্ঞার্য প্রস্তুত আছে।

রেল করা প্রাক্তর নির্মিত নর্দানার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইকল অভিশন ও বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীর ছাদের টাইল ইট। যেহিরাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কারার ব্রিক।

কারার স্ট্রো।

বাটী নর্দানাম ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নির্মিত উপরি উক্ত রেল করা পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রকৃতি নির্মিত হইয়াছে আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবে।

কলিকাতা

বরদ এও কোং

৭ নং হেভিওস স্ট্রীট

এদেশীয়াসমূহকে আত্ম শাসন শিক্ষা
দেওয়া আরও জরুরী কার্যেরূপে একান্ত
উচ্চ গুরুত্ব প্রাপ্ত প্রকাশ্য কল্যাণ
কাজেরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির কি বি উপায় অবলম্বন
করিতা' এমন এই প্রশ্ন উত্থিত হইলে নিম্ন
লিখিত কয়েকটি বিষয় স্মরণ হয়। প্রথম
মিউনিসিপাল কমিটি (২য়) রোড
সেব কমিটি (৩য়) বেঞ্চ মাজিস্ট্রেটের
প্রথা। এই কয়েকটিই তাঁহার আতি প্রিয়
পদার্থ। এগুলি দ্বারা বাস্তবিক যে
বেশের কোন উপকার হয় না এবং
হইবে না তাহা বলা আমাদের অভি
প্রেত নয়। এই সকল ভার গ্রাস্ত হইলে
অনেক স্বার্থ-নিরত ও আলসাপরতস্ত্র
ব্যক্তিকে যে বেশের দ্বিত চিন্তাতে
নিযুক্ত হইতে হইবে; বুদ্ধি পরিচালনা
করিতে হইবে এবং তদনুসারে যোগা
ভার ও বুদ্ধি হইবে তাহা আমরা স্বীকার
করি। কিন্তু সমাক স্বাধীনতার অভাবে
এবং উপযুক্ত লোক নিয়োগের অভাবে
এ সকল অধিকাংশ স্থানের জীভার বিষয়
হইয়া পড়ে। কমিটির অনেক সভ্যই প্রায়
সাক্ষীগোপালের মায় বসিয়া থাকেন।
গবর্ণমেণ্ট যতদিন নিজের কর্তৃত্ব
বিগের দ্বারা সভ্য মনোনীত করিবেন
ততদিন এইরূপ ঘটনার সত্তাবনা।
তাহা না করিয়া যদি প্রজাদিগকে লোক
মনোনীত করিতে দেন তাহা হইলে
এদের অনেক নিবারণ হইতে পারে।
এবিষয়ে অস্বাভাবিক বতটুকু পরীক্ষা
করিতা দেখা হইয়াছে তাহাতে স্ফুল
ভিন্ন ফুলস উৎপন্ন হয় নাই। শ্রীমামপুর
মিউনিসিপালিটির সভ্য নিয়োগ করার
যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে
ত বিলম্বন কৃতকার্যতা লাভ হইয়াছে।
শুনিতে পাওয়া যায় জীলোকেরা পর্যন্ত
স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া লোক মনো
নীত করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা
মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই
বিদ্যা বুদ্ধির জন্য পরিচিত হউন আর
না হউন তাঁহারা দেশবাসিদিগের বিশ্বাস
ও প্রভাব পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই

তাঁহারা যে কার্য্য করিবেন বেশের লোক
বিগের মঙ্গলের জন্যই করিবেন এরূপ
বিশ্বাস থাকে। কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে
অস্পষ্ট লোকের বিষয়? আমরা পূর্বে
একবার বলিয়াছি যে লোকে সচরাচর
মনে করে যে পূর্বেই কমিটি সকল
গবর্ণমেণ্টের অধিক টাক্স লইবার উপা
রান্তর মাত্র। কিন্তু এ প্রকার উপায়ে
লোকের সে সংস্কার ক্রমে দূর হইবার
সত্তাবনা। আমরা অনুপ্রেরণা করি অপর
পর স্থানে ক্রমে এই উপায় অবলম্বিত
হউক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে
শ্রীমামপুর মিউনিসিপালিটির অধীমস্থ
স্থান সকল অপেক্ষা কৃত সভ্য ও জ্ঞানী
লোক সম্পন্ন সেখানে সাধারণ লোকের
মত গ্রহণ করিলে কাহা হইতে পারে
অপর্যাপ্ত স্থানে এরূপ উপায় অবলম্বন
করিলে সম্যক ফললাভের সত্তাবনা নাহি,
ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে
যেখানে যেখানে মিউনিসিপাল আইন
প্রচলিত হইয়াছে সেসকল স্থানে প্রায়
ভ্রম ও অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকের
সংখ্যাই অধিক।

দ্বিতীয়তঃ আতি অস্পষ্ট এই সকল
কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী
লোকের জ্ঞানভ্রম করিয়া বেওয়া যাউতে
পারে। তাহাদিগকে একবার বুঝাইয়া
দিলে তাহাদের বিবক্তির অনেক ভ্রাস
হয় এবং তাহারা আপনাদের বিশ্বাস
যোগ্য লোক মনোনীত করিবার জন্য
ব্যগ্র হইতে পারে। শ্রীমামপুর মিউনি
শিপালিটির সভ্য মনোনীত করা
দেখিয়া আমরা আশাবিস্ত হইয়াছি এবং
এই প্রণালী সর্বত্র অবলম্বিত হইলে পর
বেশের বিশেষ মঙ্গলের সত্তাবনা
তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা হইতেছে।

সুতন সবরেজিটার নিয়োগের
প্রণালী।

প্রজাগণের শিক্ষার জন্য রাজ্য দ্বারা

কিনা, এবিষয়ে মতভেদ হইতে পারে,
কিন্তু তাহাদের ধন, মান ও স্বাধীনতা
রক্ষার জন্য রাজ্য যে সম্পূর্ণ দায়ী
তাহাতে আর অস্বাভাবিক ও সন্দেহ নাই
প্রকৃতি পুঞ্জের শিক্ষার উপায় বিধান
করা, গবর্ণমেণ্ট একদিন অনুপ্রেরণার কার্য্য
বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, এবং
সেই জন্য প্রজাদিগকে ব্যয়ের অংশী
হইতে অনুপ্রেরণা করা ও তত যুক্তিবি,
কৃত কার্য্য বোধ হইতে না পারে, কিন্তু
সবলের অভাবের হইতে দুর্বলকে
রক্ষা করা, অন্যায় নিবারণ পূর্নক ন্যায়
প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতি গবর্ণমেণ্টের
অবশ্য কর্তব্য; এবং এই সকল কারণে
প্রজাদিগকে ব্যয়ের অংশী করা কোন
মতেই যুক্তি-সিদ্ধ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য
ক্রমে বর্তমান শাসন প্রণালী অনুসারে
সেই যুক্তিবিহীন কার্য্যটি জুরি পরি
মাণে অস্বীকৃত হইতেছে।

একটি অন্যায় নিবারণের আশায়
বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে
একজনকে এক প্রকার অনর্থক ব্যয় স্বীকার
করিতে হয় যে সে প্রকারে সুবিচার
লাভ করা অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া
পড়ে।

প্রথমতঃ ট্যাক্সের মূল্য এক অধিক
যে তাহা সংগ্রহ করিয়া মকদ্দমা উপ-
স্থিত করাই কঠিন হয়, তাহার উপর
প্রতি পহে সুতন সুতন ব্যয়ের প্রয়োজন
এই কারণে সুবিচার লাভ করা বিজ্ঞের
পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠি-
য়াছে।

বিচার সময়ে বেক্রপ ব্যয় বাহুল্যের
কথা বলা হইল আর একটি বিষয়েও
সেইরূপ অসম্ভব ব্যয় বাহুল্য চলিয়া
আসিতেছে। সেইটি রেজিষ্টারির প্রথা।
কোন লেখা পড়া পাকা করিবার জন্য
রেজিষ্টারির নিচম আছে, এই নিচমটী
বিশেষ উপকার জনক। ইহাতে রাজ্য

প্রজাতিভেদেই সমস্ত প্রথমতঃ রাজ্য
দ্বারা যে সকল বিচার উপস্থিত হয়, এই
প্রথা প্রচলিত থাকিতে সেই সকল
বিচারের বিচার কাৰ্য্য অত্যন্ত সুচারু
রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্বারা
বিচারপতিবিশেষ অনেক প্রকারে লাভ
হয়, এবং ততঃপরের ক্ষতি ও হয় না।
দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলে
উপস্থিত প্রমাণভাবে অনেক সময়
অনেক ব্যক্তিকে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে
হয়। তেহ তেহ এই স্থলে একটা
বলিতে পারেন যে যখন রাজা প্রজা
তিভেদেই লাভের কথা তখন ইহার
ব্যয় রাজা প্রজাতিভেদেই বহন
করা উচিত; সেক্ষণে উত্তরে আমাদের
বক্তব্য এই যে বার প্রজাতি অপেক্ষা গবর্ণ
মেন্টের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে অর্পিত
হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষণে কি নিয়ম
দেখা যায়? ইহার জন্য প্রজাতিগণকে
প্রায় সমগ্র বার নিরীক্ষা করিতে হয়।
এক স্থান পাটী কিবা কঙলা রেজিষ্টার
করিতে হইলে প্রায় ৮-১০ ফ্রাঞ্চ পথ
গমন করিতে হয়। সে ব্যয় ত মুখ্য বস্তু
মাত্র। তাহার পর রেজিষ্টেশনের ফী
ও মোক্তারগণকে দুই এক টাকা ও
কখন কখন রেজিষ্টারি কোর্টার মন্ত
টির জন্য আরও কিছু, এইরূপে নানা
প্রকার ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। যদি
কোন জীলোকের স্বাক্ষর করান আব
শ্যক হয় তাহা হইলে ত কডের কথাই
নাই। তাহার ফীর সংস্থান করিতেই
অনেকের চক্ষু স্থির হয়। আমরা দেখিয়া
সুখী হইলাম যে সার জর্জ কায়েল এবি
ব্যয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তিনি যে
মুতন সব রেজিষ্টার নিয়োগের প্রণালী
অবলম্বন করিয়াছেন তদ্বারা করেচী
কষ্ট দুই হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ
বহুদূরে গমনের ব্যয় ও ক্রেশ স্বীকার
করিতে হইবে না; দ্বিতীয়তঃ দেশবাসি

মোক রেজিষ্টার হইলে ভ্রম পরিহারের
জীলোক বিশেষ স্বাক্ষর করাইবার জন্য
বেতন কষ্ট উপস্থিত হইত তাহা হইবে
না; তৃতীয়তঃ পূর্বে রেজিষ্টারি কারবার
জন্য আদালতে উপস্থিত হইলেই অল্প
লোকেরা অর্থ-পিছাত মোক্তারগণের
চাকুরীর মধ্যে পড়িয়া যাইত; এ প্রণা
লীতে সে বিশেষের আশঙ্কা নাই।

এই প্রণালী প্রবর্তিত করিয়া লেন্ট
নট গবর্ণর এক প্রকার বুদ্ধির কার্য্য করি
রাছেন। যদি রেজিষ্টারি কার্য্যের জন্য
স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করা হয় তাহা
হইলে প্রয়োজন মত ফী সংগ্রহ হউক
আর না হউক জীলোকগণকে মাসে মাসে
নিয়ম মত বেতন দিতে হয়। এ প্রণা
লীতে গবর্ণমেন্টকে সেরূপে ক্ষতি-গ্রস্ত
হইতে হইবে না। কথায় বলে “যা শত্রু
পরের মাড়ে” এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে।
কিন্তু এ সময়ে আমাদের গুটিকত কথা
বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ হাঁহাদের উপর
এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহার
কখনই এক মাত্র ফী অবলম্বন করিয়া
থাকিতে পারিবেন না। জীলোকগণকে
জীবিকা ও লাভের জন্য অন্যান্য বিষ
য়ের চিন্তা করিতে হইবে সুতরাং, যথা
সময়ে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পক্ষে
অনেক ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা।
যদিবল সহকারী নিযুক্ত করিলেই হইবে,
কিন্তু তদ্ব্যতীত বক্তব্য এই ফীর আর
মিতান্ত্র অনিশ্চিত কিন্তু সহকারী নিয়ো
গের ব্যয় নিশ্চিত। সুতরাং সে বিষয়ে
যে লোকের প্ররতি হইবে একটা বোম
হয় না। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মধ্যে
সকলের চক্ষের উপর যখন আদালতের
আমলাগা ঘূষের পথ আবিষ্কার করে,
তখন কর্তৃপক্ষবিশেষ চক্ষের অন্তরালে
এই পথ যে ভূরি পরিমাণে অবল-
ম্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু
না, দিলে সজুর কার্য্য উদ্ধার হইবে।

সুতরাং লোকবিগকে সে ব্যয় স্বীকার
করিতে হইবে। লেন্টনট গবর্ণর কি
ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে
পারিয়াছেন? তৃতীয়তঃ সব রেজিষ্টারি
নিয়োগের সময় একটা কথা বিশেষ-
রূপে আরণ রাখা কর্তব্য। জীলো-
কের সাধারণো পরিচিত, সচ্চরিত্র ও
লোকের প্রচার পাত্র হওয়া উচিত
কারণ ভ্রমপরিহারের জীলোককে সর্বদা
জীলোকের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে
যাহা হউক কায়েল সাহেব এই প্রণালী
অবলম্বন করিয়া একটী বিশেষ বয়দুর
করিয়াছেন।

—১০—

সম্প্রদায়।

বঙ্গদেশের উপকূলবর্তী দক্ষিণ-
বাঙ্গালার সমুদ্রসঙ্গমস্থানে পুন্ড্রবন বলে।
এই সকল ভূভাগের প্রকৃত ইতিহাস
আজিও প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ
বলিয়া থাকেন যে এ সকল স্থান পূর্বে
সাগরের অন্তর্গত ছিল। কালে সাগরের
জল অগত্যা হওয়াতে বন জঙ্গলে পরি
পূর্ণ হইয়াছে। বিখ্যাত রামকমল সেন
ঐকান্ত্যে এই মত প্রকাশ করিয়া
গিয়াছেন। কিন্তু এ সময়ে আমাদের
আর এক প্রকার মত আছে। এ সকল
প্রবেশ পূর্বে ক্রিয় ও বাণিজ্যের আলয়
এবং সুগম্যতার আহার ছিল তাহার
ভূবি ভূরি নিম্নশর্ন পাওয়া যায়। ইতি
মাসে এক দাপন বংশের কথা প্রবণ
করা যায় তাহাদের রাজত্বকালে জায়া
বাণি প্রভৃতি কাম্য সাগরের অন্তর্গত
দ্বীপপুঞ্জের নিকট বাণিজ্য চলিত
করা যাইত। তাহা হইলে প্রথম
শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেশীয় ভ্রমণ
কাণ্ডী প্রভৃতিতে তাহা প্রবর্তন
করেন তিনি বঙ্গদেশের উপকূলে অনেক
হিন্দু বংশবিশেষের অর্থপোত্ত দেখিয়া
ছিলেন। ইতিমধ্যে একটা বর্ণিত আছে যে
সাগর বংশীয় রাজাদের সময় সমুদ্রের

নিজ উপকূলে অনেক মগর ছিল। সুন্দর বনের যতটুকু আবাস হইয়াছে তাহার মধ্যেই অনেক আট্টীন জনস্থানের তথ্য শেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোথাও বা অতি আট্টীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, কোথাও বা আট্টীন মন্দিরের ভগ্ন খণ্ড সকল, কোন স্থানে আট্টীন কালের মুদ্রা, কোন স্থানে খোদিত কলক, কোন স্থানে অতি আট্টীন পুস্ত্রিণী, কোন স্থানে বা বট অশ্বখ প্রভৃতি আট্টীন বৃক্ষ দেখা গিয়াছে। এখনো সমুদ্রের আবাস হয় নাই। হইলে বোধ হয় আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট অনুমান হয় যে এ সকল স্থান পূর্বে লোক জনের বাসভূমি ছিল। মগর কত মহা মারী প্রভৃতি কোন প্রকার দৈব হুঁত-পাক বশতঃ জনশূন্য ও অরণ্য-ময় হইয়া যায়। আমাদের বোধ হয় কোন সময়ে সমুদ্রের জল এই সকল স্থানকে প্রাণিত করে। তাহাতে অধিক সংখ্যক অধিবাসী বিনষ্ট হয়। তাহার পর আর ভূতন সন্তান করিয়া উঠিতে পারে নাই। সমুদ্রের জল নির্গত হইলে ও কোন কোন নিম্নভূমিতে জল বদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপেই বোধ হয় কলিকাতার পূর্বদক্ষিণবর্তী “হাঙ্গার জলা” প্রভৃতি লবণাময় জলার উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বহুদিন হইতে বনাকীর্ণ ও ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস স্থান রহিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ অবধি দেশীয় বাণিজ্যের ত্রিবৃদ্ধি এবং তদনুসারে শস্যাদির মুলা বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের চক্ষু এই সকল স্থানের উপর পতিত হইয়াছে। এবং ক্রমেই আবাস হইয়া আসিতেছে। গত ৯০ বৎসরে পতিত জমির উদ্ধার হইয়া গবর্ণমেন্টের আর চারি লক্ষ টাকা আর বৃদ্ধি হই

যাছে। আরও দিন দিন বৃদ্ধি হইবে এই সকল পতিত বন আবাস করিতে বৈষ্ণব পরিগ্রাম ও বার আবশ্যক হয় তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। প্রথম খাল, বঁধিয়া লোণা জল রক্ষা করাই হুঁকর, তাহার পর বন পরিষ্কার। লোণা জলের সঞ্চিত এই সকল বনের এমনি সহজ যে এক বৎসর লোণা জল প্রবিত্ত হইলে বন পুনরায় পূর্বের আকার ধারণ করে, রক্তবীজের বংশ বধ করা আর সুন্দর বনের বন নিঃশেষ করা হই সমান। কিন্তু একবার নিঃশেষ করিতে পারিলে হুই চারি বৎসরের মধ্যে সমুদায় বার আবাস হয়।

এই সকল স্থানে এমন চমৎকার ধান্য হয় যে দেশে তাহা দেখিতে দেখিয়া ভূমি উদ্ধার পক্ষ দিলে চিহ্না যায়। এই প্রকার ও জমিদার দিগের অভ্যস্ত লাভ গবর্ণমেন্টকে অতি অল্প চারে প্রায় নিতে হয়, কিন্তু এক বার আবাস হইলে তাহার ৭ গুণ মূল্য আদায় হয়। এ প্রকার এই রূপ বিষয়ে জমিদার দিগের এক লোক, এট জমাই তাঁহারা এত ব্যস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আবাস হইতে এত ব্যস্ত হইয়া থাকে যে অনেক সময় অনেক জমিদারকে নিদ্রান হইয়া পড়িতে হয়। মনে কর এক ব্যক্তি ৩০০০০ হাজার টাকা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ৩০০০ হাজার টাকা পয়সাবিন্ধ হইয়া গেল, বিষয়টি এক প্রকার উদ্ধার হইল। আবার হঠাৎ একটী খাল ভাঙ্গিয়া গেল। পুনরায় ১২০০০। ১৫০০০ টাকার ব্যয় আবশ্যক হইল। সেজন্য তাঁহাকে অগ্ন করিতে হইল। এইরূপে অনেকে সর্বস্বান্ত ও বিপর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকে বলে বাঁহাদের অগ্ন্য ধন এ সকল ভূমি

তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা এই উপলক্ষে একটী প্রস্তাব করিতেছি। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা আবাস হইতে গেলে এ সকল ভূমি উদ্ধার হইতে বহুদিন লাগিবে। যদি “সলট লেক রিস্ট্রামেন্টশন কোম্পানি”র নায় এক একটী কোম্পানি এই কার্যে আগ্রহর বন তাঁহারা শীঘ্র কৃত কার্য হইতে পারেন। আরও এই সকল ভূমি সমুদ্রের বাস যোগ্য এবং কৃষি কার্যের উপযুক্ত হইলে দেশের ও বিশেষ মঙ্গল হয়। কলিকাতার মিউনিসিপালিটি লাভের আশায় একবার ট্রামওয়ে খুলিতেছেন, একবার ধর্ম্ম ভাঙ্গার বাজার লইয়া বিবাহ করিতেছেন, একবার এই দিকে কিছু মূল্য ব্যয় করুন না কেন? যদি তাহাতে আশাভর্য্য কলিকাতার বিশেষ লাভ নাইকিন্তু ভবিষ্যতে যে আর হইবে তাহাতে কলিকাতার জুরি জুরি শুভ কথ কথ্য অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

আমাদের অমুবাদক মহাশয়কে
একটী পরামর্শ দান।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে কোন না কোন সহযোগী আমাদের অমুবাদক মহাশয়ের নামে অমুযোগ লইয়া উপস্থিত হন। লকলেই বসেন তিনি একে আর অমুবাদ করিয়া বসেন। সেদিন অমুত বাজার পত্রিকা তাঁহাকে বিস্তারিত তিরস্কার করিয়াছেন, আর একদিন দেখা গেল সমাজ দর্পণ বিরক্ত প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ ত সকলেই মধ্যে মধ্যে হুঁধ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কৃত কথ্য বলিয়া থাকেন। আমরাও মধ্যে মধ্যে আমাদের অনেক কথার অথবা অমুবাদ দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? অমুবাদক মহাশয় যে

এ বিষয়ে একাকী সম্পূর্ণ হোয়ী একুশ ময়।
সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও ততকাল পরি-
মাণে অপরাধী। বর্তমান বাংলা ভাষার
বিশেষ সংবাদ পত্রের ভাষার রচনা
এপাণী বহু হোব মিশ্রিত। অনেক
সংবাদ পত্রে মধো মধো একুশ ভাষা
দেখা যায়, যে অনেক চিন্তার পুরণ
ভাষার প্রকৃত অর্থ উদ্ভেব করা। বঠিন
হইয়া পড়ে। হুদার ভাব অপরের
গোচর করবার জন্যই ভাষার সৃষ্টি।
সুতরাং সে অংশে সুনতা থাকিলে
তাঁহা ভাষার যোগ্য নহে। সে দিন
অহতবাক্যের পত্রিকা যে প্রবন্ধটি লইয়া
অনুবাদক মহাশয়ের সহিত বিবাদ
করিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া যেখি
রাহি সেস্থানটির তাৎপৰ্য্য গ্রহ হওয়া
বাস্তবিক সহজ নহে। আমাদের সহ
যোগীর লচরাচর ভাষার অঙ্গশৌভেবের
প্রতি তত দৃষ্টি নাই। আমরা তাঁহাকে
বলি তাঁহার অঙ্গ মনোযোগে যে বোঝের
সংশোধন হইতে পারে তাঁহার জন্য
পাঠক ও অনুবাদকগণকে অনর্থক ক্লেশ
দেওয়া উচিত নয়। আমরা এক মাত্র
তাঁহাকে নিম্নরূপ বলিয়া ঘোষণা করি-
তেছি একুশ মনে করিবেন না। সূত্র ও
সহৎ সবল সংবাদ পত্রই অঙ্গ কিয়।
অধিক পরিমাণে এই নিম্নর অংশী।
এমন কি এইবধে দোনাগ্রকালকেও
সম্পূর্ণ রূপে ঘোষ সম্পর্ক শূন্য মনে করি
না।

ভাষার এই প্রকার অবিস্তৃত্যতার
দুইটি কারণ আছে। (১ম) ইংরাজী
শিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে দেশের
অধিকাংশ লোকেরই সেই ভাষার
আলাপ, সেই ভাষার লিখন পঠনশ্রদ্ধতি
আরম্ভ করিতেছেন। এমন কি অনেকে
ইংরাজীতে চিন্তা ও কামনা প্রভৃতি
করিয়া থাকেন। সেই কারণেই চিন্তা

ও কামনা দেশীয় ভাষার প্রকাশ করিতে
গেলে সে ভাষা হ্রস্বত ভাষার অল্প-
বাদের মায় হইয়া পড়িত। শুদ্ধ ইংরাজী
বুদ্ধিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অশুদ্ধ
ইংরাজী বুদ্ধি হ্রস্বত (২৪) কারণ
এই, ও লেখকবিশেষের মধ্যে যেন
কেই সংস্কৃত ভাবানভিজ্ঞ। কেহ
যেন মনে না করেন, যে আমরা আত্ম-
জ্ঞাষা করিতেছি। যে সংস্কৃতের রক্ত
মাংসে বঙ্গভাষার শরীরের পুষ্টি, যাচাই
অঙ্গশৌচ ও মুখশ্রী বঙ্গভাষাতে প্রতি-
ফলিত, সেই সংস্কৃত না জানিলেকিহ্নে
বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ অধিকারের আশা
করা যাইতে পারে? মনে কর একটি
ইংরাজী চিন্তা ও ইংরাজী ভাব বাঙ্গা-
লাতে প্রকাশ করা আবশ্যক হইল
তাহার অনুরূপ কথাটী দেশীয় ভাষায়
মচরাচর স্তম্ভিতে পাওয়া যায় না।
এখানে যাঁহারা সংস্কৃত জ্ঞানেন, তাঁহারা
অন্যায়নে হয় একটি তদনুরূপ সুন্দর
কথা মনোনীত করিয়া গইলেন, না হয়
তদনুরূপ একটি সুন্দর কথা গঠন করিয়া
ব্যবহার করিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত
না জ্ঞানেন তাঁহারা হয় সেই বিদেশী
ইংরাজকে কৃতজ্ঞ দেশবাসিদিগের
সভাতে বসাইয়া দিবে, না হয় তাহাকে
দেশীয় বসন ভূষণ পরিধান করাইয়া
সেই সভাতে উপস্থিত করিবেন। হর
উভয় প্রণালীতেই অবমাননা হয়
না কেন, দেশবাসিন্দাদের বিরোধিতা
সহজেই চিনিয়া বেঁচে ওয়া যায়।
চমৎকারিত্ব নষ্ট হয়। যাঁহারা
নাহেব যেন মনে না করেন, যে
তাঁহারা পক্ষে ওকালতি করিতে
তাঁহারা প্রতি ও আমাদের প্রতিরূপ কথা
বক্তব্য আছে। যদিও কিছুদিন চাইতে
তাঁহারা কাষের শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম
দেখিয়া আনন্দিত হইরাছি এবং মধ্যে

মধ্যে তাঁহার কৃত অনুবাদ দেখিয়া
প্রশংসা করিয়া থাকি, তথাপি সময়ে
সময়ে তাঁহার অনাবধানতা দেখিয়া
হুঃখিত হইতে হয়। বোধ হয় তিনি
সম্পূর্ণ সমোযোগের সহিত পত্রগুলি
পাঠ করেন না কিংবা সচকারিদিগের
কৃত অনুবাদ পরীক্ষা করে না। যদি
বলেন সপ্তাহে সপ্তাহে এক লজ পত্রীকা
কিবার সময় কই কিংবা যাহ বলেন এক
খ খঁখা ও অলপার্থ প্রজ্ঞা সমালোচনা
এক পত্রীকার কথায় তাঁহার উত্তরে
বিস্তারিত আশঙ্ক নথ্য নাই; আমরা
কখন কখন দেখিতে পাই আমরা
কৃত বেল যে একটি গবর্ণমেণ্টের
গোচর করা বিশেষ আবশ্যিক মনে করি
রাছিলাম, তিনি তাঁহার উল্লেখ
করেন নাহি যেহেতু অনাবশ্যক বলিয়া
ভাবিয়াছিলাম সে স্থানের এক গদ্য অনু
বাদ করিয়া গিয়াছেন। এমনও কখন
দেখি, কোন কোন পত্রের অসার ও
সামান্য কথাকে তাঁহার রিপোর্ট পরি
পূর্ণ কিংবা অপর এক খানি পত্রের সাংগত
প্রস্তাব সকল লগ্নপ্রণীকী রামায়ণের ন্যায়
হুই কথান্তে গাথিয়াছেন। যদি সময়ের
অভাব এইরূপ বিশৃঙ্খল হয়; আমরা
ইচ্ছা করি যে সম্প্রদায়ের গবর্ণমেণ্টের
অবস্থা আরো করিয়া আরো হুই
একটি পত্রীকা প্রকাশিত করিয়া
সময়ে সময়ে প্রকাশিত তিনি যদি
একটি পত্রীকার প্রকাশিত করিয়া
একটি পত্রীকা প্রকাশিত করিয়া
একটি পত্রীকা প্রকাশিত করিয়া

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

পাঠকগণ স্বয়ং কবিত্বেন। এই
কল্পটি সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের
পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর বর্ণিত। আমরা।

সহজে ইহাকে পরিচালিত করিতেছি না।
শ্রমতক সম্পাদকের হস্তে ইহার একটি
মীমাংসা হইয়া থাকে। সর্বতোভাবে প্রার্থ
নীয়। কারণ আমাদের সংস্কার এই এক
দ্বিবরক মীমাংসার অভাবে সংবাদ পত্র
দিগের পক্ষ ও মধ্যস্থতার অনেক হানি হই
য়াছে। তাইতে পারে—এবং চিরকাল
হইবে। আমরা পুনর্বার বলিতেছি আমা
দের পূর্বোক্ত শীর্ষক প্রবন্ধটি কোন
এক কিছা হই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া
লিখিত হয় নাই। তবে সত্যের অমু
ণোষে এই উকু স্বীকার করি যে কোন
এক কিছা হই সম্পাদকের ব্যবহারের
শিষ্টাচারে। যেহেতু এই প্রবন্ধটি বার বার
হস্তে উপস্থিত হইয়াছে এবং মনে কর
যে আজও তাঁহাদের হস্তে এই প্রবন্ধটির
একটি স্পষ্ট মীমাংসা হয় নাই। আমরা
সম্পাদকদিগের জন্মের ন্যায় কেবল
মাত্র ন্যায় ও সত্যপন্থিত হইয়া, ব্যক্তি
বিশেষ কিছা জেগী বিশেষের সুতাপেক্ষা
না করিয়া চলা উচিত বলিয়াছি বলিয়া
জন্মের অভ্যুত্থান গেজেট সম্পাদক
আমাদিগকে জজ, শিক্ষক, গুরু প্রভৃতি
অনেক প্রকার উপাধি করিয়াছেন।
তিনি তাহা করেন। আমরা যে সকল
প্রার্থা করি নাই। বরং তাঁহাকে ধন্যবাদ
দিতেছি, যে তিনি অপরূপ সহযোগী
দিগকে এই ক্ষেত্রে অবতরণ করাইয়া
ছেন। আসাম মিষ্টার বলিয়াছেন,
সোমপ্রকাশ যাহা বলেন তাহা মনুষ্যের
নাহা নহে। আমরা এতদূর মনে না করি
আমাদের প্রার্থিত পক্ষ যে দুঃখাধা,
তাঁহা স্বীকার করি। তাহা বলিয়া এই
মতটি যে অসার এবং অকিঞ্চিৎকর
তাঁহা বলিতেও প্রস্তুত নহি। আমরা
এই প্রবন্ধটির অবতারণা করিবার সময়
ভয় করিয়াছিলাম যে পাঠকেরা আমা
দের কথাঃ মধ্য বুঝিতে পারিবেন না।

কিন্তু আমাদের একজন পাঠক এবি
য়ে সম্পূর্ণরূপে আমাদের কথার অমু
মোদন করিয়া সে শঙ্কার কতক নিবারণ
করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্রের কিয়
দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“মহাশয়! সেদিনের “উকিল না জজ”
নামক সারসন প্রস্তাবী আজিকার
বেশীর সংবাদপত্র ও তৎপাঠকসমূহের নিকট
আন্দোলনের প্রবাস লাময়ী হইয়া দাঁড়া
ইয়াছে। প্রস্তাবী এমন সময়োচিত ও
মধুর হইয়াছে, যে সোমপ্রকাশের চির
বিপক্ষ হালিসহব পত্রিকা সম্পাদকও এক
দিন সংবাদপত্রে ইহার প্রস্তাবনা না করিয়া
থাকিলে পারেন নাই কিন্তু বিজ্ঞবর অভ্যুত্থা
নন গেজেট বিচারালয় হইয়া পাঠক সমাজে
কি বলিয়া যে একটা ভূতন মত প্রকাশ
করিলেন, তাহা আমি স্থির করিয়া উঠিতে
পারিলাম না। বাক্য: হটক এই রকম
সার করেকজন পারের দুঃখ করিয়া আ
ভ্যুত্থার অভিনয় করিয়াছেন, সে দিনের
“সাম্প্রতিক সমাজ”ে” দেখিলে ম. সম্প
দক অমুদ্রিত করিয়াছেন যে,
তাঁহারই “অপরাধ রূপ চেষ্টা”
রই উত্তর এবং আমার সচি
তগুণার, তিনি আমাকেও এক
কুণ্ডিত হন নাই। যাহা হউক “উকিল
জজ” বেধিতে দেখিতে, কাগজে ২২৭২
ও দুর্ভিত্তির ন্যায় সংক্রামক হইয়া উঠিল।
আপনি প্রাধিকরণের যতাপেক্ষা করিয়া
যাহা লিখিয়াছেন, তদুত্তরে আমাদিগের
কিছু বলা ভাল দেখায় না। কিন্তু সোম
প্রকাশের অধিকাংশ প্রার্থকের প্রতিমূর্তি
হইয়া আমি উল্লেখ্যে বলিতেছি
আপনি প্রাধিকরণের দ্বারা নীত না হইয়া
তাঁহাদের নেতা হন ইহা সর্বতোভাবে
প্রার্থনীয়। ইহার ত সংবাদ পত্রের গৌরব,
এই গুণেই ত সোমপ্রকাশ, চির দিন উজ্জ
বাসন প্রদান করিয়া আছে।”

আমাদের অপরূপ পাঠকগণের
মত জানিতে পারিলে আমরা আরো
সন্তুষ্ট হইব। আমরা এখানেও হই একটি

দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধটি আর একটু পরিষ্কার
করিতেছি। মনে কর (ক) ও (খ) হই
ব্যক্তি কোন বিবাদলইয়া বিচারালয়ে উপ
স্থিত হইল। বাস্তবিক (খ) র পক্ষ প্রকৃত
সত্যপক্ষ। কিন্তু (ক) র পক্ষেও বলি
বার দশটি সারসন, যুক্তি আছে। (ক)
ও উকিল সেই দশটি মাত্র অবলম্বন
করিয়া বিচারপতির নিকট স্বপক্ষ সম
র্থন করিবেন। (খ) র পক্ষে কোন
সারসন কথা আছে কি না তাহা তিনি
দেখিবেন না—দেখিবার অধিকার
নাই এবং দেখিবার প্রয়োজন নাই।
সে কার্য বিচারকের। উকিল ও
জন্মের কার্যের প্রভেদ এই বলিয়া
আমাদের সংস্কার আছে। আমরা সম্পা
দকদিগকে এই পন্থা দিতে ইচ্ছা করি।
আমরা পূর্বের বলিয়াছি মত স্থিতি সংবাদ
পত্রের প্রধান কার্য। পাঠকগণ বলুন
দেশের লোকেও বলুন অগত্যাতে উক্ত
পক্ষ বিচার না করিলে কিনারা ও সত্য
প্রদ মত কেহা যায়? যিনি বলেন
নাও, তাঁহার নিকট আমরা পরাজিত।
তৎ হইলে যে জেগী বিশেষের পক্ষ
যেহা কথা কহা যায় না এক কথা আমরা
অন্যই স্বীকার করি না। বিখ্যাত খোকা
হত্যার সময় ভারতবাসীর ক্রুদ্ধতার
সম্পন্ন রুটেলেজ সাহেব বিদেশী বিধর্মী
বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও বেরগে ঈশ্ব
রের সেই দুঃখাধা জীবদিগের জন্য
বঁ দিয়াছিলেন জীবিতাছিলেন এবং
লিখিয়াছিলেন, কতজন সম্পাদক সেইরূপ
করিয়াছেন? তাহা বলিয়া রুটেলেজ সাহে
বকে খোকাদিগের উকিল মাত্র বলিতে
কাহার সাহস হইবে? তিনি কি আবার
কাওয়ান ও ফাংসিপ সাহেবেব সপক্ষে
কিছু বলেন নাই? তাঁহার মত ন্যায় বিচার
করিতে কয়জন ব্যক্তি ছিল? ঈশ্বাকে
ধন্যবাদ, যে তিনি গৃহে গিয়া টাইমল,

পত্রিকার একজন লেখক কইরাছেন। যে ছবির একবার ভারতবাসিনীগের জন্য সেইরূপ কাঁধিরাছিল, সেই ছবির ই-ল গের নক্সা এখন পত্রিকার মধ্য দ্বারা কথ্য করিবে, ইহা অপেক্ষা সুখের সমাচার আর কি হইতে পারে। আমরা এই মধ্যস্থাকে দণ্ডায়মান করিয়া সমুদায় সংযোগীকে বলিতেছি এই উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত উদাহরণ করিয়া, করণে ইহার অনুকরণ করুন। বিবাহ বিলম্বদের প্রয়োজন নাই।

বিবিধসংবাদ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

গত শনিবার বহরমপুরে একটা স্থানীয় সুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার অধিবেশন হয়। তত্বে মাল্লিষ্ট্রেট ওয়েবেল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তার বসন্ত সিংহ বাহু দুই উক্ত সভার এককালে দুই হাজার টাকা দান এবং মাসিক ১০০ টাকার দান নিতে স্বীকৃত হইরাছেন।

গত বুধবার অটল লুইস জাকসন বিচার করিতে করিতে অকস্মৎ সুস্থিত হইয়া পড়েন। তৎকালে তাঁহাকে বাতীতে লইয়া যাওয়া হয়। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইরাছেন।

কিছুদিন হইল খ্রীষ্মপুত্রের অনতিদূরে সিমলা নামক একটা পাহাড়ের একটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুই জন একতীর ও আর একতীর ৮ বৎসর বয়স বেলা ১১ টার সময় বাতীর নিকটবর্তী একটা মরদান্দে গুলি চরাইতে যায়। উহাদের গায়ে ৮১০ টাকা মূল্যের রূপার অস্ত্র ছিল। ঐকাল পর্যন্ত তাহারা কিরিয়ান আসায়ে উহাদের জোড় আত্মসম্বল হইয়া উহাদের অনুসন্ধানে গমন করে। কিছু দূর গিয়া বেধিল তাহার কমিষ্ট জাতা উর্দ্ধাঙ্গে দৌড়িয়া আসিতেছে, উহার হাত ও গলা দিয়া রক্ত পড়িতেছে, আর একতীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিল অসুখ বাবার মৃত্যু পড়িয়া আছে। পরামর্শ

নামক এক ব্যক্তি এই বাবকের নিকট বলিয়া ছিল, উহার জোড়কে বে ধরাইতে সে নীচ একটু জল আনিতে বসল, কিন্তু জল আনিবার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইল। ঘটনাস্থলের অর্ধ মাইলের মধ্যে এই পরামর্শ দিয়া আর কোন গৃহস্থের বাতী নাই, তাহারও এই সময়ে সেখানে আসিবার কারণ কি তাহার সম্বন্ধের উত্তর না পাওয়ায় তাহাকেই সম্বোধন করিয়া পুলিশ বেড়াইয়াছে। আগামী দুইদিনের মধ্যেই ইহার বিচার হইবে তাহারা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে অশান্ত্যের পরাইয়া একটা ঘরের বাহির হইতে দেন, তাহাদের এই দৃষ্টান্ত দর্শনে সাবধান হওয়া উচিত।

অনুরোধে দায়িত্ব গ্রহণের চিকিৎসা প্রথমে ডাক্তারি এবং পরে কবিরাজী মতে হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার না হওয়ায় এক্ষণে হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তার চিকিৎসা, অসম্মত। ১০ জন মেরামতাল সরকার ও রক্তের ১০০ টাকার কিস্তি করিতেছেন। শুধু ১০ টাকার ডাক্তারি খরচের কোন প্রকার ১০০ টাকার কিস্তি পূর্ণাঙ্গেরা ১০০ টাকার কিস্তি যব হইয়াছে। যাহা হউক ডাক্তার সাহেবের বিষয়ে অনেকই সন্দিহান হইয়াছেন।

মিরর প্রকাশ করিয়াছেন এদিনবারি ডিউকের বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষ হইতে টাকা করিয়া প্রকাশ্যে একটা উপযুক্ত উপঢৌকন দেওয়া কর্তব্য। প্রস্তাব মন্ডল নয় বটে কিন্তু ভারতবর্ষের এখন উপঢৌকন দিবার সময় নয়। ভারতবর্ষ এখন নিজেই ভিক্ষার কুল কাছে করিয়া ধারে ধারে জয়ন করিয়া দেখাইতেছে।

এবার আমেরিকার একতলা জরিয়াছে যে মনেকে আশঙ্কা করিতেছেন ইহা ধরা ভারতবর্ষের তুলার বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে।

এক্সে মীলগিরি পাহাড়ে যে সকল বড় বড় সিঙ্কোনা গাছ আছে সেগুলি উচ্চ ২৪ হাত হইয়াছে। গত বৎসর আর দশ হাজার স্তম্ভ স্থাপন পাওয়া যায়। অতীত

খ্রীষ্টি ১৮৮০ সিন্ডোমারও বিলম্বের উন্নতি লক্ষ্য হইতেছে।

১ লা মাঘ বহরমপুর

কলিকাতার বীডমট্ট্রেট প্রেসে "কলিকাতার থিয়েটার" নামে একটা নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। নাট্যমঞ্চের কান্ডম্বর, কিন্তু অতি মনোহর ও পরিপাটি হইয়াছে। গত ৩১ এ ডিসেম্বরে তাহার "কামা কামন" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু ঐদৃশ দুর্লভকে অভিনয়টি সুসমাপ্ত হয় নাই। রক্তালয়ের উত্তর ভাগে অগ্নি লাগিতে, অর্থাৎ ভিনয় সময়েই সভাগণ ভঙ্গিয়া গমন করেন। বাহা হউক অজ্ঞানের বিষয় এই, অভিনয়ে দুর্বল হইতে তাগোদ্যম না হইয়া গত ১০ ই জানুয়ারিতে পূর্ণাঙ্গেরা অধিকতর উৎসাহের সহিত "বিধবা বিবাহ" নাটক অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গেরা কামা কামনের মতো এ নাটকখানি মীলস মতে চমকিত অভিনয় দৃষ্টে যোগ হয়, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইতে অন্ততঃ একবার সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছিল। দৃশ্য গটগুলি "লুইস অগেরা হাউসের" মতো উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার "কনসার্ট" এদেশীয় সকলেরই নিকট প্রথম অন্তর্মীম হইয়াছে।

হিন্দু গেট্রিষ্ট বলেন মহারানী প্রথমটী কলিকাতার অনেক টাকার চাইল খরচ করিতেছেন। বাহির বন্ধুর সুর্ভিক্ষ প্রণীতি, এইজন্য মহারানী সদর হাতে লোক জনের বেতন পর্যন্ত প্রেরণ করিতেছেন। রক্ত পুরে জীত চাইল প্রেরিত হইবে। দুখের বিষয় এই রাজীব বাবু এ সময়ে অসুখ গত হইয়াছেন।

গত বুধবার তাহার প্রাক্তন লেগে হেস-টিংস জৈরুদামক খাঁসাপুরে পুল ১৪২ ডাকিয়া গিয়াছে। এই পুল গির চার মাস হইল মেরামত হইয়াছিল। বেলা ৯ ঘটিকার সময় লোক যাড়তাত করিতেছে এমন সময় বহন ছিড়িয়া পুল পড়িতেছে বেশ ৩০ হাতে জন কয়েক বৌড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। দুই জন বিশেষ আঘাত পাইয়াছে, এ ২ এক্ষণে হাসপাতালে রাখিয়াছে। আর চারি

६. वे आदि-परिभाषा :

পিরমিটার জীবন কাটিয়েছেন যে তিন-
টির ডি লেসেন্স এবং ইন্টার্ন সাধের
স্বাভিনাও লেসেন্স দ্বারা প্রেরিত
হইয়াছেন। পেসসারে হিন্দুকুল, অক-
শম এবং সুসিয়ারের যথাধিতা রেল
যাইবে তাহার জন্য একটি কোম্পানি আব-
শ্যক। এই কোম্পানির বিষয় বিশেষ কিছু-
দ্রষ্ট হইবার পূর্বে তাহাবর স্তোভারা অনু-
সন্ধান করিতে আসিয়াছেন। সীত কলি-
স্বাতা এবং পন্ডিতকে আসিয়েন।

ইংলিসমান বলেন, গড় সপ্তাহের রবি-
বারে ঢাকা প্রদেশে যাত্রার বাটী নামক স্থানে
১২০০০ টাকার পাট আগুনবাছে নষ্ট হইয়া
গিয়াছে।

এইচ মিলেট সাহেবের স্থানে এক
মার্ক (বারিটর) সাহেব, কলিকাতা হাই
কোর্টের রজিষ্টারের পক্ষে নিযুক্ত হইত।
হেন।

বাংলাদেশ নবাব মাজিদের সেনার
নিযুক্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে।
সমরসল, এক, বকট, মেঘের সেনারস, সি,
এ, বারওয়েল, সি, বি এবং সুখী কমিশন
সি। বাহাদুর উহার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া
ছেন। সত্যাপ্তি বোর্ড সি।

যে: মেলডিল অথবা সেধ
আবদুল রহমান বিশেষ বিপদে পড়িয়া-
ছেন। ইনি খীতাব ও সিরসার ডি:
কমিসনার ছিলেন। এখন মুসলমান
বহিরাছেন। আপনার স্বস্তর স্ত্রীর কাছা
করে দেখিতে জাঃ দেখার না এই জন্য
খিদমতগীরকে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে
আজ্ঞা দেন। স্ত্রীকে এই ডাইভোরসের
দুলা স্বরণ ২ সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।
যখন এই ঘটনা হয় তখন জী লোকী সির
সার গবর্নমেন্টের বালিকা বিদ্যালয়ের
শিক্ষয়িত্রী পদে এবং মেলডিল সাহেব তখন
জিঃ কমিসনারের পদে অতিথিত
ছিলেন। এই জন্য গবর্নমেন্ট তাঁহার কই
কিরাত তলব করিয়াছেন। বর্ষ পরিবর্তন
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এক্ষণে মেল
ডিল সপরিবারের দিল্লির নিকটে অশ্রম
করিতেছেন। তদ্বিধে পাওয়া ব'র জিনি
তিদি দুইবৎসরের জন্য করলো চাহিয়া
ছিলেন গবর্নমেন্ট তাহা অস্বীকার করিয়া-
ছেন।

मन्त्रिभक्त विषयक मन्त्रद्वारा ।

১০ ই অ'বুদুয়ারিতে শস্যের মূল্যের বে
তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে
দেখা যায় যে হুগলী, কলিকাতা, নবীরা,
বালেশ্বর, পাবনা, করিমপুর, জিহতে চট্টগ্রাম
গড়া, সাঁহাবাদ, চন্দ্রাবন, ভাগলপুর, সাঁও
তাল পরগণা, এবং যানডুবে, চাউলের দর
বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু বর্ডমান, বাবড়া, জল
পাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, সওতাখালী, মুন্সের
পুরী, বালেশ্বর, সিংহভূম এবং গোয়াল
পাড়ার কিকিং হাল হইয়াছে। অন্যান্য
জেলায় কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না
বীরভূম হইতে চাউলের রপ্তানী হইতেছে।
হুগলীতে হরর আনা পরিমাণ চাউল জমি
বার সস্তাবনা : এবং রবি ঋতুর অবস্থা উত্তম।
প্রেসিডেন্সি বিভাগে কোন পরিবর্তন নাই।
মুন্সিবাং - রিলিফ কম্বোর অভাব উক্ত
বিভাগে বৃদ্ধি হইতেছে। দিবাচপুর। পরিবা
র এবং মুন্সিবাং রপ্তানি হইয়াছে। মালদহ।
মালদহ এবং যটর অন্যান্য উত্তম রহিয়াছে
রংপুর। গম এবং যটর অবস্থা বন্দ।
বীরভূম মালদহ এবং পরিবা মুন্সিবাং রপ্তানি
জমিয়াতে। রংপুর পরিবার অবস্থা মন্দ
বীরভূম সাধারণতঃ উত্তম। বগুড়া ইক্ষু ১/
আনা হইতে ২/ ১/ আনা জমিবার সস্তাবনা।
কুচবিহার। কোন পরিবর্তন নাই। ঢাকা
সম্প্রতি বৃদ্ধি হওয়াতে শস্যের অবস্থা কতক
পরিমাণে ভাল। করিমপুর কোন কোন
শস্য পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে গম
এবং বর্ডমান বিনা নষ্ট হইতেছে। ইক্ষু
এবং অন্যান্য শস্যের দর অত্যন্ত কমিয়া
গিয়াছে। জিহতে বৃদ্ধি হওয়াতে উত্তর
সীমার অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল হই
য়াছে। কাছাড় চাউল ৫ পরিমাণ জমিবার
সস্তাবনা। চট্টগ্রাম এবং পাক্তীয় প্রদেশে
বৃদ্ধি হওয়াতে কিকিং পরিমাণে উপকার
হইয়াছে। পার্টিনা এক শালনা বৃদ্ধি হইলে
রবি ঋতুর অনেক উপকার হইতে পারে।
গড়া ২৪৫৮৩ বিঘা জমি জল সিক্ত হইয়াছে
রবি ঋতুর অবস্থা উত্তম সাঁহাবাদে
কোরালা হওয়াতে যটর নষ্ট হইয়া
গিয়াছে। জিহতে কোরালায় জন্য অনেক

কতি হইয়াছে। কিছু বৃত্তি হওয়াত দুগ এবং অন্যান্য শস্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ জলসিক্ত ভূমি দেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক। কিছু শরিয়া, মটর এবং আরহর কোয়ালা দ্বারা কিকিৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুণ এবং জলাশয় শুষ্ক হইয়া বাইতেছে, এবং জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। চম্পারিণে রবিবৃন্দের অবস্থা মন্দ। দুসের এবং জাপলপুর। কোন পরিবর্তন নাই। পূর্ণিমা। বৃত্তি দেশের অবস্থা উত্তম হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা। জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উড়িয়া। শস্যের অবস্থা উত্তম। চাউলের দর কমিয়া গিয়াছে। ছেটি নাগপুর বৃত্তি এবং কোয়ালায় বিশেষ কতি করিয়াছে। স্থানে স্থানে জলকষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মান্ডু—১/০ আদা পরিমাণ শস্য অধিক। আদা এবং তাম্বাকটবস্ত্রী পার্শ্বীয় স্থান সমূহের অবস্থা সাধারণতঃ উত্তম।

ହାନୀର ମଂବାନ ।

১০ ই জাঙ্গুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে রাজপুর গবর্নমেন্ট দাঁতখা চাঁদ ২২ সালরে সর্বসমেত ২৩১ জনের চিকিৎসা করা হয়। তাহার মধ্যে পুরুষ ১৩৩ জন ১৮৫ জন এবং সবাগত ৪৪ জন। ইহার মধ্যে উদরাময় ১০ আমাশয় ৮ সিরাময় আর ১৭৫, অবিরাময় আর ২ বরং ১০। গীর্ষা ২৩৫। এবং অন্য একর ১। কিছু দিন হইল, যে আর একজন নেটিব ডাক্তার এখানে প্রেরিত হইরাছিলেন, তাঁহাকে কলিকাতাপুত্রে প্রেরণ করা হইরাছে। সুতরাং এখানকার ডাক্তার বাবু হরকান্ত মুখোপাধ্যায়ের উপর অত্যন্ত কার্যের ভার পড়িয়াছে। ২। ৩ জেলাশয্য হইতে রোগী আসিতেছে। প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা তিন শতেরও অধিক হইতেছে। আমরা যেখানে পাঁচ তাঁহাকে প্রতি প্রাতঃ কালে ছয়টা হইতে ১২টা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিচর্যা করিতে হয়। একজন উপস্থিত কম্পাউণ্ডার না হইলে কোন একরকম

কার্য্য চলে না। বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিটি
সংসদে ভাঙার আকস্মিক একজন কম্পাউ-
টার পাঠ্যক্রমের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়া-
ছেন, আমরা আশা করি অযোগ্য সিভিল
সার্জন মর সাহেব অবিলম্বে একজন উপ-
যুক্ত কম্পাউটার প্রেরণ করিয়া এই
অভাব দূর করিবেন। আরও শুনিতে
পাওয়া যায় কোন কোন ঔষধ কুয়াইয়া
গিয়াছে। তাহা ঘাইবার ও সম্ভাবনা। মর
সাহেব যেন এবিসয়ে ও কিছু মনোযোগী হন।
সংসদ প্রাঙ্গণে—পূর্ব সপ্তাহে রাজপুত্র পরি-
দর্শিত ও মালিক প্রভৃতি স্থানে ৬ জনের
মৃত্যু ও ৩ জনের অঙ্গ হইয়াছে।

১১ ইজারারি রংবার রাজপুত্র সচিব-
রত্ন বঙ্গ বিধানসভার পারিতোষিক প্রদান
কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্তমান
সেক্রেটারি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ
চেষ্টা করিতেছেন। এবং দিন দিন উন্নতি
ও হইতেছে।

আমাদিগের হাইটমরস্ সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন:—

১। এক মাস হইল তেওয়ারি পোষ্ট
অফিস স্থাপিত হইয়াছে। ইহার যথোপ-
যুক্ত হইতে বিলম্ব লাভ হইতেছে। গত
ডিসেম্বর মাসে পোষ্ট অফিসের ব্যয় ২৭৪
৬/১০ হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৩৪০ টাকা
ব্যয় হইয়া অবশিষ্ট ২১১। ১০ টাকা লাভ
হইয়াছে। এক্ষণে আফগঞ্জ পোষ্ট অফিস
তেওয়ারি পাখা হওয়ার উত্তর অফিসের
ব্যয়ই এক হিসাবের মধ্যে যোগ হইয়া
থাকে। হুজুরাং আমাদিগের প্রদর্শিত
অর্থ ব্যয় তেওয়ারি ও আফগঞ্জ উত্তর
১৯২৯ অর্থ ব্যয়ের সমষ্টি বলিয়া মনে
করিতে পার্বে। তাহারই উত্তর পোষ্ট
অফিসের ব্যয় ২৭৪ টাকা হইবে।

২। অনুষ্ঠান সফল নাই।
৩। মনোবল ও বিবরণ উল্লেখ করি-
য়াছে। কখনও কখনও কতৃপক্ষ শীত
শীত এবং অতিশীত হইয়া করিতে সক্ষ-
ম হইতেন না। আমরা বড় চেষ্টা করি

পক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বে-
লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা দৃষ্-
ত করিতে আস্তে আস্তে হওয়া বিধেয়।

২। পূর্ববাঙ্গালার সার্কলের গত মাস
মর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল
প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে অত্যন্ত সুলে-
মাইনর পরীক্ষার ফল বিশেষ সম্বলিত।
যে দুই ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা
উত্তম উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখানকার বিলম্ব
প্রতিপত্তি সহকারে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ
হইয়া উক্ত সার্কলের মধ্যে বিত্তীয় ও
ও ইংরেজী সাহিত্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে,
দ্বিতীয় উত্তীর্ণ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।
আমরা অনেকদিন হইতে হাইটমরস্ সুলে-
মাইনর সন্তোষজনক ফল দর্শন করি নাই।
প্রধান শিক্ষক আমাদিগের মধ্যে সুলে-
মাইনর উত্তম করিয়াছেন বলিয়া আমা-
দিগের বিশেষ বন্যাবাহি। আমরা উহা-
রই অস্বাভাবিক ও পরিচয়ে পরীক্ষার এই
ফল শুকল দেখিয়া পরম মুগ্ধ হইয়াছি।
তদুপায় সুলে-মাইনর পরীক্ষার এই ফল উত্ত-
ম হইতে দেখিয়া আমাদিগের শিক্ষক মহা-
শয়ের একান্ত সন্তোষ-পাতি হইয়াছে।
বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঁচ জন পরী-
ক্ষার্থীর মধ্যে চারিজন উত্তীর্ণ বিভাগে
উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্যত্র শিক্ষক মহাশয়
ও বিলম্ব যত্ন সহকারে অধ্যাপনা কার্য্য
নির্বাহ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি,
মুজিব সম্প্রদায় মহাশয়, উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে
পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করিবেন।
একবার অত্যন্ত সুলে-মাইনর পরীক্ষার
ফল প্রদর্শন করিয়া ভূত পূর্ব প্রধান শিক্ষক
পারিতোষিক লাভ করিয়া ছিলেন। এনা-
রকার ফল তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট
হইয়াছে।

৩। ঢাকা বিভাগের ইনস্পেক্টর পোষ্ট
মাইনর কোন অংশেই অযোগ্য প্রাপ্ত
হইয়া বাকুতার সব ইনস্পেক্টর পোষ্ট
মাইনর হইয়াছেন। আমরা জানি রামচন্দ্র
বাহু একজন সূক্ষ্ম ও কার্য্যক্ষম কর্মচারী,
তাহার এইরূপ পোষ্টমাইনর অবস্থাতে আমরা
একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি। শুনিলাম, একজন

বোম্বাই রামচন্দ্র বাহুর পক্ষে অভিযুক্ত
হইয়াছেন।

৪। পূর্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানীর
এজেন্ট সাহেব বাহু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী
মহাশয়ের নিকট হইতে লিবারেলের নিক-
টস্থ কিরগুণ ভূমি গ্রহণ করিতেছেন।
উহাতে নাকি ভীষ্ম ইত্যাদি বোম্বাই
করিবার নিমিত্ত একটা চক্ করা হইবে।

৫। গত সোমবার রজনীতে এখানে
বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বাজারে
চাউল ও ধানের অবস্থা পূর্ণবৎ।

আমাদিগের কাটোরাহ্ সংবাদ-
দাতা লিখিয়াছেন:—

এপ্রদেশে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ জন্মিত
চৌধুরী প্রভৃতি তাহী আমদার হুজুরাং
হইয়াছে। প্রায়ই শুনিতেছি বাহারিয়ার
বন্দঃ হুমে স্থানে ধানাদি চুরী বাই-
তেছে। এমন কি সেহিম জিহাদীর সান্নিধ্যে
চাঁদুল এঁমে তত্বে জমিদারের ধানার
হইতে কতকগুলি ধান্য অপহৃত হয়, মুচ-
তুর জমিদার বাহু চৌর হুত করিতে গিয়া
আপনার ক্রমকগণকেই ধরিয়াছিলেন।
দুখানলের প্রায় বেওয়া অবস্থায় আমা-
দিগের কাটোরাহ্ ফৌজদারীতে তাহাদিগকে
অপণ করা হয়। শুনিলাম, এই মোকদ্দমা
(দরবার) বড় কোর্টকাজনক হইয়াছিল,
ক্রমকগণ পোষ্টের দ্বারে এই কাব্য করিয়াছি
বলিয়া খীকার করিল, বিচারক তাহাদের
কয়েক ঘা বেত্রাঘাতের আজ্ঞা দিয়াছি-
লেন!!!

সেহিম খাল খননে, দোশে ডেপুটি
মাজিষ্ট্রেট জিহাদীর বিল মাপিয়া গিয়াছেন।
শুনিতেছি তাহার নাকি পূর্বমতের পরি-
তন হইয়াছে। অগতঃ পরিবর্তনশীল,
ইহা তাহার ন্যায় উন্নতিশীল শাস্ত্র রক্ষকের
বিলম্ব প্রভৃতি যাক সত্তব, কিন্তু তিনি
খকীর নাযোণ্ডুল কার্য্যনা করিলে কিরূপে
চলিবে? এরূপ জনরব যে উক্ত কার্য্যের
নিমিত্ত তিন সাত দুই আনীত হই-
য়াছে। ভাল, তবে তিন শত টাকা ব্যয়
করিয়া একটা জুজুমালা কাটোরাহ্ এইত

কারণ বৃদ্ধিওঁহি না । তাঁহার বর্ধমান ইচ্ছার কতগুলি লোকের জীবনোপায় হইবে? তরসা করি আবার তাঁহার মত পুত্র পরিবর্তিত করিয়া সাধারণের প্রার্থিত তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যত উপকারক ভাল খবর করিয়া এপ্রদেশকে রক্ষা করিবে?

বিগত ২০ এ পৌষ অপরীক্ষা জিবাটী পরম সুখ বিদ্যালয়ে জিবাটী বিবিধ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার একটি আতিথিক অধিবেশন হইয়াছিল । তদন্ত বাবু হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বিবিধ সুখকর বাণী দ্বারা সভাকে উপরুত করিয়াছেন । তদুজ্জ্বল মহাশয় গোবিন্দকৃষ্ণ মহাপরমহংস জিবাটীর সৌভাগ্যের নিধান । তাঁহার কলিকাতা গমনে সভা বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছিলেন । পরমসুখ বাবু অনেক কথার পর বলিলেন আমাদের প্রবাসীসকলে জয়বাংলা স্কুলের জয়ধ্বনি পালন করিলে কিপ্রকার সুখকর তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং গোবিন্দ বাবু বিহনে সভা কতদূর দূষণিত হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ।

এতদুপলক্ষে জিবাটী উপাধিনা সমাজেরও অধিবেশন হইয়াছিল । বার্ষিক প্রবর বাবু কার্তিক চন্দ্রস্বায় ও বাবু মহেশচন্দ্র মজুমদার কয়েকটি বিষয় বিবরণ সভাতে উপস্থিত জনগণকে বিমোহিত করিয়া ছিলেন । তাঁহাদের সাধুতাবই এই বিষয় কারিদের মূল কারণ । পরিশেষে বাবুরাম রায় চন্দ্র একটি সংকীর্ণন করিয়াছিলেন ।

জিবাটী পোষ্ট অফিসের কার্য নিম্নোক্ত অংশ নহে । কিন্তু কর্মচারির বেতন শুধিলে কেহই হাল্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না । সুতরাং তাহা অনুজ্ঞেয় । শুনা যায়, হাইকোর্টের পোষ্ট অফিস অপেক্ষা উহার অধিক । এতদ্বারা সন্দেহও কি কারণে হতভাগ্য পোষ্টম্যানদের ভাগ্য লক্ষ্যী বলিয়া রহিয়াছে বলিতে পারি না । আশাকরি অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িবে ।

১৯৮০।

২৪ এ পৌষ ।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আবেশাজুলায়ী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

জে. ডবলিউ. ডালরিমপল ভাগলপুর এবং পের কমিশনারের কার্য পরিচালনা করিলেন ।

সাগাবাদে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এবং ডি. কালেক্টর মোঃ হোসেন আল মাদ্রাসা পল্লী-গার নিযুক্ত হইলেন । মোঃ বুলুমহাট সাহেবেব অস্থগতি কালে সেখানকার সেটেলমেন্ট অফিসারের কাবা করিবেন ।

১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে ডি. কলেটব ডবলিউ. আর. জমিদার সাহেবকে কালেক্টরের ডায়েরী হইল । এবং ডি. চট্টোমারের অন্তরবর্তী কক সবজারের সব ডিবিজনের ডায়েরী গ্রহণের ক্ষমতা পাইলেন ।

মোঃ এল. এম. আলেকজান্ডার জিপুরায় চতুর্থ জেনারী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন ।

বাবু জিলোচন সিংহ বর্ধমান এবং বাবু রাকেশনাথ মুখোপাধ্যায়, জগলীতে অল্পদিনের নিমিত্ত প্রথম জেনারী সব । ডি. কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

মুলিশ আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোঃ এইচ. বি. মনরো ভাগলপুর এবং মোঃ ডবলিউ. বি. সাকি, কাটাতে দ্বিতীয় জেনারী হইতে প্রথম জেনারী একটিন নিযুক্ত হইলেন ।

সব আসিষ্টান্ট সারজন বিনোদ মিত্র, রাজ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা হস্ত কলিকাতা মৌডকাল কালেক্টর আসিষ্টান্ট ডি. মনরো পদে নিযুক্ত হইলেন । বতমিন তাঁহার কাৰ্য্যে নিযুক্ত না হইতেছেন ততদিন সব আসিষ্টান্ট সারজন বর্ডেক্স মন্ত, কলকাতা সেন, মললাল সরকার তাহাদের স্থলে কাবা করিবেন ।

আসিষ্টান্ট আপকিয়ারি টি, ব্যারনের ডায়েরী কালে, কাটী রূপ আসিষ্টান্ট আপকিয়ারি জে. ম্যাকনট, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রতিমিমা হাউস সারজন হইবেন ।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের ই. জে. রবার্টস ডাক্তার রাণীগঞ্জে ডাক্তার ডি. পি. জি. পালের স্থলে নিযুক্ত হইলেন ।

মোঃ টি. এইচ. ওয়াডির পরিবর্তে মোঃ জে. আর. বুলুম সিংহ, কলিকাতার পোষ্ট কমিশনার হইলেন ।

মি. লি. খত বা. অগল মুন্সুর জেলায় অন্য বার মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তৃতীয় জেনারী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ।

বেঙ্গলরাইবেঞ্জের নিমিত্ত—কাজি, কলকাতা হোসেন, জমিদার । বাবু তুলারাম জোত রাই-হুত । চৌধুরী জাহির হোসেন, ঐ ।

মোঃ বা. ই. বকলাও ব্যারাকপুরের কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে জজিস অফিস পিস নিযুক্ত হইলেন ।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সাম্যালের অস্থগতি কালে মুনসেফ মোঃ মহম্মদ জুলল হোসেন পুটনার প্রতিমিমা সব জজ হইবেন ।

বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থানে বাবু প্রমত্তস্বায় সেন এম. এ. বি. এল. যশোর জেলার অন্তর্গত মাগুরার মুনসেফ হইবেন ।

বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় জেনারী আসিষ্টান্ট ইন্ডিয়ান কলিকাতা হইতে মুনসিফ বাদ বদলি হইলেন ।

প্রথম জেনারী সব ওয়ারেন্সার আনন্দকুমার রায় আ'রা ডিবিজনে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

তৃতীয় জেনারী একজিকিউটিভ ইন্ডিয়ান মোঃ এক, এম. উইদন মজিন পশ্চিম বিভাগ হইতে গড়ক বিভাগে বদলি হইলেন ।

বাবু সি. ব্রাহ্মনা নাথ প্রথম জেনারী মোবে-সনারি সর ওয়ারেন্সার হইলেন এবং মোবে-ভাগে নিযুক্ত হইলেন ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

ফরাসী মিন্টরি ক্যা পরিচালনা করি-
য়াছেন ।

ব্যারন মিউটের ইন্ডিয়ানেরা বেস্ট এবং ডি. মনরো মধ্যস্থিত ৮০ মাইল পরীক্ষা করিয়াছেন । রক্তমাংসের দিকে সুরিকার কাবা হইতেছে । কিয়দূর পথকে রেলের কাঠ ফেলা হইয়াছে এবং বেস্টের মিউটবর্জি এনজেলি বাবক । স্থানে টারমিনস হইবে স্থির হইয়াছে ।

ইসনপোত সিংহালাস পোষ্টল মাউথে আসিয়াছে ।

করটেল ভল হইয়াছে এবং গোল না মিউনে পুনরধিবেশন হইবে না মোঃ ক্যালের কমিং দিক লিসেব স্থলে নিযুক্ত না হইয়া । ক. মটিং নিযুক্ত হইয়াছেন ।

ফরাসী বন্দব মিউটেল হয় না ।

মিন্টর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ডাক্তার মন্ত অধিকার এবং জাটন আক্রমণ করিয়াছে । জাটন শীঘ্রই অধিকৃত হইবে । ইন্দোনেশিয়ার বাহু ভাগ হইতেছে ।

না, কখন এই দীঘির উৎসাহ কোথায় " কোক
সেই " নামক একটি পাণ্ডিত্যবৃত্তি পিতৃ
স্থাপন আছে কখন এই ভাষা অর্থৎ এই
বৃহৎ সরোবর কোম প্রাচীন হিন্দু রাজা
কর্তৃক খাত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুধর্ম-
সুসারে এই পিতৃস্থাপন। বহুদায় সজ্ঞত বাক্য
বলিয়া যোগ হইতেছে ।

পূর্বে পূর্বে অনেকের মনেও এমন
বিশ্বাস করিতেন যে বর্তমান কোকসেই
সিহ " বসন্ত " অর্থৎ কাহার স্থাপিত
নহেন, পাঁতাল হইতে উঠিয়াছেন, ইহার
মূল পাঁতালেই আছে, কিন্তু অনেক দিন
হইল আমাদের একদেশীয় রামানন্দ রায়
নামক দুইজন আমিরার সহিত যেহীপুর্ন
জেলার সুতপূর্ণ জল মাজিষ্ট্রেট জিহুক
হারিলাহেবের তর্ক উপস্থিত হইলে এই
আমিরার ভগবৎ হইতে মূলোৎপাটন হইয়া
শিবঠাকুরকে ফুলিয়া বেধাইবার ইচ্ছায়
কিছু পরিমাণে দৃষ্টিকা ধনন করিয়া
উহার মূল বেধাইয়া, স্থাপিত বলিয়াই
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন; তদনন্তর অনেকের
সে সত্যের অগণীত হইয়া গিয়াছে । পূর্বে
এই শিবঠাকুরের একটি প্রস্তর ময় প্রাচীন
মন্দির ছিল, তাহা ভাঙিয়া বাওয়ার একদে
ওঁদের লোক হইতে নির্মিত মন্দির
দিতাছে ।

সে যাহাই হউক, যদি এই বৃহৎ ভাষা
মুখা খাত হইত, তাহা হইলে কোন হিন্দু
রাজা কর্তৃক কতদিন উহার উৎপত্তি হই
গ্রাহ্য, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পর
একটি প্রাচীন বাক্য বহুবেধ বলিয়া জ্ঞান
হয় । এখন পর্যন্ত কোন প্রাচীন কথা
আন্ডোলন হইলে " রাজা কোক সিংহের
জামল বলিয়া লোকে প্রচার করেন " ।
সেই কোক সিংহের সময়েই তদান্য দেয় এই
কোকন দীঘির উৎপত্তি হইয়াছে । কলতঃ
এ কোক সিংহ কোন লোক জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন এবং কোম স্থানেই বা
উহার রাজধানী ছিল এ পর্যন্ত তাহা
কেহ সুপ্ত বলিতে পারেন নাই । কালে
সূর্য হইয়াছে ।

কোন " কোক এবং সন্তোষ রত্নাকর

নামক গ্রন্থে এই এক বিবরণ যাত্র পাও
যার যে, রাজা বিজয়নারায়ণের রাজত্বের
পরেই কোকনদ সিংহ নামে এক মহাশয়
এই ভাষায় ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া
রাজত্ব হেতু উত্তর দৃশ্যের মন্ত্রী
হইয়াছিলেন । এই মন্ত্রীর সন্তান সন্ততি
ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে কোক
সিংহই এই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ।
সেই রণজিত সেন অধুনা রণজিত নামে
বিখ্যাত, এই দীঘির উত্তরাংশেই এই রণ
জিত গ্রাম বর্তমান আছে, কিন্তু এই স্থানে
একদে আর রাজ প্রাসাদের কোন চিহ্ন
নাই ।

" কোক সিংহ " কোক এবং সন্তোষ
রত্নাকর " নামে দুইখনি গ্রন্থ প্রচার করেন;
অন্যাপিত কোক গ্রন্থ হিন্দু স্থানে এবং
সন্তোষ রত্নাকর এই বসন্ত বেদীপায়ান রচি
রাছে । তিনি কাম শাস্ত্রে অধীত পণ্ডিত
এবং যত্ন এই বর্ষাশালী প্রবল প্রতাপা
বিত রাজাধিকারী বহানার রাজা
ছিলেন । তিনি যে আপনায় কোন বার্ষ
নিমিত্ত এত বিখ্যাত জলাশয় বিস্তারিত
এমন নহে, কেবল তাঁহার মঙ্গল বিধানার্থে
এবং মনোভুক্তি নিবন্ধন শস্য রক্ষার্থে এই
যত্নত বৃহৎ ভাষা দিয়া একটি কীর্তি
ভূত স্থাপন করিয়া আপনায়নির্ব্যর্থ পরোপ
কারিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন । আনু
মানিক ১৬০০ বোল সাত বৎসর অতীত
হইল কোকনদ রাজ কর্তৃক এই দীঘির উৎ
পত্তি হয়, সেহ কারণ বসন্তঃ " কোক
নদ " এই শব্দের অপ্রত্যক্ষ কোকনদ বলিয়া
এই সরোবর এবং ওঁদের নামোচ্চ হই
রাছে ।

অনীতি বৎসরের পূর্বে এই সরোবরের
উত্তরাংশে একটি প্রসিদ্ধ হাট এবং দক্ষিণ
দিকে প্রস্তরের বাঁদা হাট ছিল । রবিবার
এবং শুক্রবার এই দুই দিবসে এই হাটে কি
দেশীয় কি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ
উপস্থিত হইয়া প্রবাহি জয় বিক্রয় করিত,
এবং প্রতি বৎসর উত্তর বাকীতে এই স্থানে
মেলা হইত, এখন পর্যন্ত সেই মেলা হইয়া
পাকে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হাটটি

স্বায়া গিয়া একদে তাহাটি সন্মগজে
হাট হইতেছে । দক্ষিণ দিগের প্রস্তরের হাট
এবং এই হাটের নিকট যোগীপাড়া নামক
স্থানে যে একটি প্রস্তর ময় নদীর চিহ্ন ছিল
সেই হাটের এবং বাকীর বৃহৎ বৃহৎ
প্রস্তরগুলি লোকে লইয়া বাওয়ার ক্রমশঃ
সে সকল লগ্ন ভগ্ন হইয়া গিয়া একদে
সামান্য মাত্র লোপান চিহ্ন আছে । সরোবর
যথোপযুক্ত প্রস্তরের মন্দির ছিল নোকে
ভাঙাকে ধন্যগার বলিত, একদে সেই
মন্দির পড়ে মজিয়া গিয়াছে ।

এবেশে কোকনদের জলে বিস্তর ওঁদের
কৃষিকার্য্য নির্মাণ এবং কল রক্ষা হয় ।
এমনকি, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রজাবিগকে
জলের জন্য অগ্ন্যাত্র চিন্তা করিতে হইত
না, বৃষ্টি না হইলে এক দিগের ঘোহানী
ফুলিয়া বিলেই এ সকলের ক্ষেত্র লবুহ
জলপ্রাণিত হইত । একদে সরোবরটি পড়ে
পরিপূর্ণ হওয়ার এবং কাল ধরে লাভের
প্রতাপার আমিরারগণ সরোবর পার্শ্বের এক
এক স্থান প্রজাবিগকে জমা করিয়া বেওয়ার
সেই সকল স্থান আবার হওয়ারও এদিকে
জলের কুস, ওদিকে জলাভাণে প্রজার
সর্বনাশ হইতেছে ।

আহা! যদি পূর্বের মায় এই সরোবরে
জল পরিপূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে এত-
দেলে আমোদ চুক্তির আশঙ্কা থাকিত না
এবং বর্তমান বৎসরে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন
চুক্তির আশঙ্কা কখনই প্রজাবিগকে
এখন হইতে " বা ধর " বা ধর " বলিয়া
চীৎকার ও চিন্তা করিতে হইত না ।
চৌধুরী পড়ে পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ ইহার
গর্ভ এবং তীরস্থান ক্রমে ক্রমে জমি হও-
নাকে এই মহাশয়ের প্রাচীন কীর্তী
লোপ হইবার সত্যবনা হইতেছে ।

হায়! পূর্বে যে সরোবরের একটি ঘোহানী
হইতে অস্তরঙ্গ দুখে বর্ষাকালে জল
বহিষ্কৃত হইয়া একটি খালের উৎপত্তি ও
ভাড়াখালী খালের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে,
যাহাতে চির দিনই জল স্থায়ী হইয়া
থাকিত এবং আবশ্যক হইলে যে জল
হারা প্রজাবিগের কল রক্ষা হইত, সেহ

খাল একশে শুক হইয়া রহিয়াছে ও সেই সরোবরের উপর দূরবর্তী দৃষ্টিগোচর। যদি এই সময়ে অমাবসিয়ার ন্যায়পরায়ণ প্রজাবংশল গবর্ণমেন্টে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক এই প্রাচীন কীৰ্ত্তিদির পঙ্কজকার করেন এবং রাজপুত্রবোরা এনিম্নে সম্পূর্ণ যোনোযোগী করেন, তাহা হইলে এই প্রকল্প লইয়া ইহার সংস্কার আরও দ্রুত হইয়া যুগান্ত পৌঁছিতে পারিবে। অতএব, আশা করি ন্যায় পরায়ণ গবর্ণমেন্টে এই সময়ে ইহার সংস্কার করাষ্টয়া যুগান্ত যুদ্ধের চিত্তসামান করিবেন। গড়বে জার ইতিবৃত্ত পরে প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

১৮৭০-৭১ এ ডিসেম্বর } জিহাতিবনমত।
বদনগঞ্জ, জেলা বর্ধমান।

সম্মানিত নিবেদন বিষয়ঃ—

সম্পাদক মহোদয়। ২২ এ পৌষের সোম প্রকাশ পাঠ করিয়া বর্ন প্রেমিলম্বন্ধে বিক্রম পুর বাসীর প্রেরিত পত্রে “বর্ন প্রেম” নামটী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি যে স্থানের বর্ননা করিয়াছেন উহার কোনও পাখে “বর্ন প্রেম” নামক গ্রন্থ আছে ইহা আমিরা জানি না। সোম ছয় যেমন বিক্রম-পুরের সুও পরিবার সাতরা পাড়ার সুতন রাজী করিয়া আমটাকে ভাগ্যকুল নামে বিখ্যাত করিয়াছেন। আমাদের কাচাঘিয়া বাসী টৈহাগণও কামারখাড়ার অংশ বিশেষকে বর্নপ্রেম নামে অভিহিত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ করিতে আরম্ভ হইলেন। কিন্তু কামার খাড়া সাতরাপাড়ার মাঠে নির্মিত স্থান নহে, ইহা বহুদিনের প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থানটী এখন কীম দশায় পতিত হইয়াছে বটে কিন্তু বর্নপ্রেম উক্ত কামার খাড়া নাম বিখ্যাত কল্যাণগিরিগেহন কাচাঘিয়ার টৈহা; বংশে অব্যাপি উদ্ভিদ ধনী বা বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন লোক অতি বিরল।

এই স্থানটী ব্রাহ্মণ প্রধান। কেবল কল্যাণ গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত বহুপণ্ডিত ছিলেন।

উঁহারা কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নয়, জ্ঞানবানের তুলসীভূত বিলম্ব ছিল। কালে সকল পরিবর্তিত হয়, উক্ত বর্নপ্রেমের সম্ভবতঃ সময়ে হইয়া পড়িয়াছেন, কাচাঘিয়ার টৈহা বংশ বাসীরা উঁহারা উঁহাদের পতনপর ভাঙাচোঁকা অনেক মন্দির ভাঙাচোঁকা পাতাল ভিত্তি উঁহাঘিগের (কাচাঘিয়ার কাচাঘিয়ার) নামে পণ্ডিত-রাষ্ট্রের, কিন্তু কামার খাড়া এই টৈহাগণ অস্তিত্বের নামে পতন উর যেরূপ কামার খাড়ার নামে পতন কল্যাণগঞ্জ করিলেন। আমি উঁহাদের কামার খাড়া করি উঁহারা যেন কামার খাড়া বংশ বাসী হইয়া নিজ সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন।

২২ এ পৌষ } কল্যাণ কামারখাড়া
১৮৮০ সাল } বাসিন্দা।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা সন্তোষ সহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সমাজে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জিহুত বাহু লক্ষ্মীনারায়ণ যুগোপাধ্যায়	
গড়া	১০
১. উত্তরনাচরণ রায়	
বালিরাপাল	১০
পাকপাড়া ওয়াড় জীউচের গবর্ণমেন্টের	
ম্যামেজার	১০
২. গোলোকচন্দ্র সেন	
নিরাজপুর	২০

—১০—

১৮৭০ আশ্বিন জামুয়ারি ও ১৮৮০ সালের
মাস মাসে যে সকল গ্রন্থিক মহোদয়ের সোম-
প্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে উঁহাঘিগের
গবর্ণমেন্ট নাম প্রকাশিত হইল।

১. অজিতচরণ চট্টোপাধ্যায়
কলম ডাঙ্গা।

২. চিত্রবর্ত্ত রত্ন—জামুয়ারপুর।

৩. কালীচরণ মিত্র ভাঙ্গুকা।

৪. উত্তরনাচরণ রায়। বর্ধমান।

৫. উত্তরনাচরণ রায়। পাতালপাড়া।

৬. বনমাল্যকারী সুও। মালহা।

৭. বহাউল্লাহ শীল (মুহুত)।

৮. বাবরচন্দ্র ভাঙ্গুকা। কল্যাণ।
৯. রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।
মাটোয়।

১০. এসকরুয়ার রায়। মফাউল।

১১. মৌলবী মল্ল্য খোদাবাদ জমীদার।
বামনপুত্রিয়া।

১২. মজুমদার সিংহ। দুর্গসিরাবা।

১৩. সারদাকান্ত গুপ্ত। মাটোয়।

১৪. পুর্নচন্দ্র ঘোষ। আগলপুত্র।

১৫. গোবিন্দচন্দ্র সেন। লাহোর।

১৬. রামচন্দ্র সিংহ। সিংমাতি।

১৭. ভেঙ্কট চেরিয়ার। বেলোলোয়।

১৮. রামলাস সেন। বরমপুত্র।

১৯. লামাচরণ রায় চৌধুরী।

বেঙ্কটপুত্র।

২০. পরেশনাথ চৌধুরী। ইয়াপুর।

২১. মৌলগোপাল মণ্ডল। বাঁড়াসী

যোগেন্দ্রনাথ রায়। মনিরামবাড়ী।

আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়। রতনপুর।

২২. রামচন্দ্র মজুমদার চৌধুরী জমীদার।

মহম্মদ সিংহ।

২৩. কালীচন্দ্র সুও। খোজানবৈকুণ্ঠ।

২৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গঙ্গা বন্দুপুর।

২৫. প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায় বাহাদুর।

জমীদার সুচবিহার।

২৬. রঘুনাথ মুন্ডকী। নওবীলা।

২৭. কিশোরচন্দ্র ঘোষাল। মুগকল্যান গ্রাম।

২৮. নরেন্দ্রনারায়ণ কর। গুজরপুর।

২৯. কালীপ্রসন্ন সেন। গোবিন্দপুর।

৩০. ভাট্টাচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। জলপুত্র।

৩১. গবর্ণরচন্দ্র চক্রবর্তী। মুক্তাবল্লভপুর।

৩২. আতিথ্যচন্দ্র আহাশ্ব। মালহা।

আনবিকানীনি সত্কা। গোয়ালন্দ।

৩৩. গোবিন্দলাল রায়। সাহিগঞ্জ।

৩৪. কুলদাল টেকা। মাটোয়।

৩৫. যোগেশ্বর রায়। চকরীবাড়ী।

৩৬. বরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী। জামপুর।

৩৭. দুর্গাবের আচার্য। আগরদাঁড়িয়া।

৩৮. রায় গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর।

মাটোয়।

৩৯. বরিশচন্দ্র পালিত। সিরাঙ্গগঞ্জ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোণাপুত্র টেকনের দক্ষিণ চাকরীপোড়ার
জিহুত বাহাদুর, বিদ্যাভূষণের বাসিন্দা
এতি সোমবার প্রতিকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ নং ভাগ।

১১ নংখ্যা।

১১ প্রবন্ধনা প্রকাশিতমাসে পার্থিব: সমস্ত নী. অনিমেষনী ন হোবনা।

প্রতিষ বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ৫০ টাকা

সন ১২৮০। ১৪ ই মাঘ। ইং ১৮৭৪। ২৩ এ জানুয়ারি

প্রতিষ বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ৫০ টাকা

প্রমোদিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ১০। ইহাতে কাব্যমোদী সহস্র কৃষ্ণ
প্রমোদকর করেকটী ২২৮৪ অমিত্রাকর
পদ্য প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে
কটী গদ্য প্রবন্ধ আছে। অব্যব ৮ গৌড়
করমার অন্যান্য ৩০ করমা। ছাপা ও কাগজ
উৎকর্ষ। বেচু চাটুর্ঘ্যের টীট ৩০ নং সংস্কৃত
বস্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রদেশে দিনী
সত্তার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীনগণকে বিনয় সহকারে জানান
জাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
মনি অর্ডার অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠা
ইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্তীর
নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষসঃ।

ডাকার উদরচাঁদ দত্ত মহাশয়ের অমু
ব দিত বাণিমোদন মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ১০।
মেম্বিশ ট্রাটসেন্ট মার ডাকমাণ্ডল মূল্য ১০।
এসপেশাল ক্রাশের ছাত্রদিগের বিশেষ
অ বশ্যক "নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং" মূল্য
১০ ডাক মাণ্ডল ১০। আমার নিকট
পাওয়া যায়।

শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বিশ্ব মহোদয় কলিকাতা

—১৩—

গুপ্ত গাইত্রেরী গ্রন্থালয়।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকর্ণাধেন প্রেস
হেডপী কালেক্টর উত্তর গুরু মুখ
দ্বিতীয় গলি

ইং সন ১৮৪০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গলা
গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে এবং আবশ্যক মত
গ্রন্থের মুদ্রিত প্রলিখিত পাওয়া যাইতে
পারে। ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত
রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমা
দের গ্রন্থালয়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা
উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে
স্থানে মগব টাকার যে অংশেরে কমিশন
পাওয়া যায়, আমরাও সেই অংশেরে সন্ম
লকে কমিশন দিয়া থাকি।

মাহুল বিদ্যা পত্র লিখিলে ও মাহুল
পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে।
অগ্রিম মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে
কাহাকেও পুস্তকানি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্মধ্যক্ষ।

—১৪—

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম পাল
মহাশয় স্বর্ণ কাশাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ
জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচি
ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্ত
হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে এই
সকল রোগের অব্যর্থ ঔষধ আশ্রয় হইল
ও যেহে রোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তম
উত্তম রূপে শিকার করিয়াছি। আমি মেদিনী

পুর ও হুগলী কোর্স কোন ব্যক্তির চিকিৎসা
করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি।
তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে।
আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্নমেন্ট জেলা
ফুলের স্তম্ভপূর্ণ প্রধান শিক্ষক এবং আদি
ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সত্তার সত্তাপতি
শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ বহু মহাশয়ের
বাসাতে অবস্থিত করিতেছি। এই বাসা কলি
কাতা হুগলীপুরের ফকিরচাঁদ মিত্রের ট্রাটে
১৩ নং বাড়ী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎ
সিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকা
নাগ তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন
ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত
দ্বিতীয় চরিতাষ্টক মূল্য ১০ আনা ডাক
মাণ্ডল ১০। ইহাতে এদেশীয় প্রধান প্রধান
আট জনের জীবন চরিত আছে। বেচু চাটু
ঘ্যের টীট ৩০ নং সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকা
লয়ে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

—১৫—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান
হুগলী নামক গ্রন্থ বাহা কলিকাতা বহুবা
জার ভিক্টোরিয়া বস্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া
১৩ খণ্ড বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য
প্রতি খণ্ডের পক্ষে প্রতি করমা ১০ এক
আনার হিসাবে একখণ্ডের মূল্য ১০ চারি
আনা।

মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি খণ্ডের
১৫ তিন পাই হিসাবে প্রতি খণ্ডের মূল্য

৬০ দিন আনা। মফঃসল গ্রামবগলকে ফুল্য অগ্রিম পাঠাইতে ক বে, এবং প্রতি খণ্ডে ১০ এক আনা করিয়া ডাকমাহুল দিতে হইবে।

ঐযুক্ত অধিকাচরণ শর্মা।

—১১—

মেমোরিয়ালশক পুরিয়া

অব্যর্থ উদ্বেগ।

উক্ত উদ্বেগ দ্বারা মেমোরিয়া জনিত স্রোতা, বক্রতা, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালাঘর এবং অথবা কুইনাইন ব্যবহার ঘটত আর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুরিয়া ১০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং

সুবরবন মেডিকেল হাল

ভদ্রানিপুর, কলিকতা।

ঐযুক্ত বাবু গঙ্গাশ্রম মুখোপাধ্যায়
এম বি—মহাশয়ের কৃত বঙ্গ ভাষার একা-
লিত নিম্নলিখিত ডাক্তারি পুস্তকগুলি
আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিক অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য
১০ ডাক মাহুল ১০।

ঐ দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০ ডাক মাহুল
১০। একত্রে লইলে ১৮ ডাক মাহুল ১৮।
মাত্র। ১২০ খানি উত্তম ছবি সমেত এনাটমি
প্রথম খণ্ড মূল্য ৪০ ডাক মাহুল ১০ অল্প
মাত্র।

মাতৃশিক্ষা মূল্য ২, ডাক মাহুল ১০ আনা
উক্ত প্রাকটিক অব মেডিসিন বাঁহাল
ইতি পূর্বে প্রথম খণ্ড ১০ টাকা মূল্যে লই
রাছেন, তাঁহাদের দ্বিতীয় খণ্ডের আবশ্যক
হইলে অন্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৮ টাকা
মূল্যে বেওয়া বাইবেক। বাঁহাদের প্রয়োজন
হয় তাঁহারা যেন টাকা ও ডাক মাহুল কিংবা
লোক পাঠাইয়া লইয়া যান।

ডাক্তার করিনারার বঙ্গোপাধ্যায় মহা-
শয়ের কৃত বাণিজ্যিকতা মূল্য ৫, ডাক
মাহুল ১০, আমার নিকট প্রাপ্য।

রাণীসঙ্গ পট্টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারো অন্তর নির্মিত কোন একা

রব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই ঐ
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রযোজ্য গুণাবলি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত আছে।

স্নেহ করা অন্তর নির্মিত সর্দার পাউচ
এবং উহার নিমিত্ত সাইকন জটন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইউ।
মেক্সিকো বসাইবার নিমিত্ত চতুর্দিক
টাইল ইউ।

ফ্যারার প্রিক।

ফ্যারার স্কে।

বাসিও নর্দান্স ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্নেহ করা
পাউচ, টাইল এবং ফ্যারার প্রিক প্রস্তুতি
নির্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলিকতা

৭ নং হেভিওস স্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং।

—১২—

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট।

মেমোরিয়ালশকের নিমিত্ত অত্যন্ত
মৌলমিন শালের স্ট্যান্ডিং আবশ্যক হই
য়াছে। বাঁহারা তাহা যোগাযোগ অন্যে
করিতে চান তাহারা নিম্ন লিখিত নিয়মাবলি
সারে করিবেন।

এক দিকে দীর্ঘ ৯ ফুট ১১ ইঞ্চি এবং
প্রস্থ ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি পরিমাণের ৫৪০ খান
আর এক দিকে দীর্ঘ ৯ ফুট ১১ ইঞ্চি এবং
প্রস্থ ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি পরিমাণের ১৫০
খান।

পূর্বেক স্ট্যান্ডিং সকল কন্ট্রোল
তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেমোরি
পুরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। বিকল্পে এবং
কি রীতিতে টেণ্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন
লিখিত ব্যক্তির নিকট হরখাস্ত করিলে
জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা কি জমা
দিতে হইবে। টেণ্ডারকারীগণকে টেণ্ডার
রের সহিত ১০০ একশত টাকা বায়না স্বরূপ
দিতে হইবে।

মেমোরিয়াল } জেমস, কিশোর
২ ই জাপুরার } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৮৭৪ } কলিকতা বিভাগ।

হুতন সুজিত।

কুলের ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী
এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি অল্প দিন
হইতে সুজিত হইয়াছে। এই খানি অপর
পর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে
ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও প্রাকৃতিক ভূগোল
সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত
সমিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা
পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী।
খেকার স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকানে, ফুল
বুক সোসাইটির পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের
পুস্তকালয়ে কিংবা হুতন সংস্কৃত যন্ত্রে অল্প
সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য
১ টাকা মাত্র।

যিনি দুরার আশ্রয় লাভ করিতে
চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান-রসিকর ও পর
মার্থ-বিজ্ঞান-রসিকর এতদুত্তর পুস্তকের
মর্ম্মানুসারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন,
উক্ত পুস্তকে সাধনের ভাব বিবৃত আছে।
প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাহুল
হই আনা। ঐরাবপুরে আমার নিকটে
প্রাপ্য।

ঐকেশবচন্দ্র রায় কর্মকার।

নোমপ্রকাশ।

১৪ ই মার্চ সে.মবার।

ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতির
রাজনীতি।

ইংরেজেরা ইংলণ্ডে রাজনীতি প্রা-
রন করিয়া যে সমধিক কৃতার্থতা লাভ
করিয়াছেন, তাহা অধিবাস্তর আশ্চর্য্য
অথবা প্রশংসার বিষয় নহে; ইংরেজের
ভিন্ন জাতি অধিক নহে, সকলেরই প্রায়
এক ধর্ম্ম একবিধ আচার ব্যবহার, এক
প্রকার মনের ভাব। বাঁহারা রাজনীতি
প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারাও তদ্রূপ
জাত; বিশেষতঃ তাহারা অন্য অন্য
আদর্শ অবলম্বন করেন। ভারতবর্ষে
তাঁহাদের প্রণীত রাজনীতিই তাঁহা-
দিগের বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার যথার্থ
পরিচয় স্থল। এখানে একবিধ জাতির

বাস মতে, আচার ব্যবহার একরূপ নয়, ধর্ম ভিন্ন প্রকার; মনের ভাবও স্বতন্ত্র। রাজনীতি প্রণয়নকারীরা ভিন্ন দেশ জাত। অতএব তাঁহারা এখানে রাজনীতি প্রণয়ন করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহাই তাঁহাদিগের অধিকতর প্রশংসার বিষয়। তাঁহাদিগের এখানে কার রাজনীতির স্বরূপ পর্যালোচনা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাজ্রেই কর্তব্য। ঐ রাজনীতির উপরে ভারতবর্ষের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। উহা আজও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু উহার পর্যালোচনা কালে ইংরাজ জাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঐশ্বর্য্যাদি গুণের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইতে হয়। উহা একান্ত উৎকৃষ্ট ও সর্বতোভাবে নির্দোষ পাঠকগণ একরূপ বিবেচনা করিবেন না। উহাতে ইংরাজ জাতির চিত্ত দৌর্জীব্যতারও বিলক্ষণ পরিচয় হইয়া থাকে। উহার আলোচনা কালে মনোমধ্যে সময়ে ভক্তি সময়ে অভক্তি সময়ে বিস্ময় সময়ে হর্ষ সময়ে ক্ষোভ সময়ে হুঃখ এই প্রকার নানা ভাবের উদয় হয়। কেন যে আমরা একরূপ কহিলাম, নিম্নে জন্মশঃ ব্যক্তি হইতেছে।

পাঠকগণ প্রথমে ইংরাজজাতির বুদ্ধি কৌশল ও ঐশ্বর্য্যাদি গুণের উদাহরণ দর্শন করুন; তাঁহাদিগের এক এক অনুষ্ঠানে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। উহা সামান্য বুদ্ধি কৌশলের কার্য্য নয়; তাঁহারা ভারতবর্ষে মুজা যজ্ঞের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে কতগুলি অভিশ্রুত সিদ্ধ হইতেছে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ উহার গুণে এদেশীয়দিগের অনুভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ হইতেছে। দিন দিন ইহারা উচ্চশিক্ষিতা সাহস বিপর্য্যকরিয়া ও কর্তব্যপরতা দি গুণ শিক্ষা করিতেছেন। নানা বিষয়ের চর্চ্চা বৃদ্ধি হই

তেছে। ক্রিষ্টপে প্রাক্তিষ্ঠাভীক্ষন হইবে, সম্প্রদায়িকদিগের সৌহার্দ্য জন্মিয়াছে। ন্যায়ান্যায় বিবেচনাশক্তির বিলক্ষণ প্রীতি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুজা যজ্ঞের স্বাধীনতা প্রচার মনের ভাব জানিবার একটা উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। বোধ হয় প্রচার মনোগত ভাব জানিবার একরূপ সহজ ও সুন্দর উপায় আর হইতে পারে না। বহুবিধ ব্যয় ও যত্ন পাইয়া গবর্ণমেন্টের যে উদ্দেশ্যসাধনে কৃতার্থতা লাভ হুঃখ হইত, ঐ উপায় দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে; প্রচারও স্বাধীনতা অরুচি বর্জিত হইতেছে। ক্রিষ্টপে স্বাধীন ভাবে স্ববক্তব্য ব্যক্ত করিতে ও স্বকার্য্য সাধন করিতে হয় তাহারা তাহা শিক্ষা করিতেছে। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেন্ট মুজা যজ্ঞের স্বাধীনতা দিয়া অনায়াস ও অবিচার নিবারণ সহজে অনেক বিষয় অন্বেষিত লাভ করিতেছেন। স্বাধীনতা এবত না হইলে ঐ উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হওয়া একান্ত কঠিন হইত সন্দেহ নাই। মানুষ আপনার স্বাধীনতা সন্নিবেশিত ভাল বাসেন, সমূলক ঠিক আর অনুূলক ঠিক পোষের কথা সন্নিবেশিত ভাল বাসেন না। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়া মুজা যজ্ঞের স্বাধীনতা দিয়া আপনাদিগের নিম্মাধার আপনারা সন্নিবেশিত, ইহার কুলা ঐশ্বর্য্য আর কি আছে? এই ঐশ্বর্য্য গুণ দর্শন করিয়া কাহার হৃদয়ে ভক্তির বরষ না হয়? কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাতে মোহিত না হন? বড় বড় সভ্যতম রাজ্যে এই ঐশ্বর্য্য গুণ দর্শন দুর্লভ।

এদেশীয়দিগকে যে প্রশিক্ষণ দান করিতেছেন এই গবর্ণমেন্টের অনঙ্গ ঐশ্বর্য্যের কার্য্য। ইহাতেও অনেকগুলি উদার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ইহাই এদেশের ইদানীং উন্নতির মূল। ইহা

হইতে গবর্ণমেন্টের নিজেরও মহৎলাভ হইতেছে। প্রচার পণ্ডিত না হইলে শাসন কার্য্য সুচারু হয় না। সুধী পরিজন লইয়া কোন্ গৃহস্থ সুখী হইয়া থাকে? গবর্ণমেন্ট এদেশীয়দিগকে যত প্রশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, ততই সুখী হইবেন। ইহাতে গবর্ণমেন্টের কেবল বুদ্ধিমত্তার নয়, ঐশ্বর্য্য গুণেরও সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। যে গবর্ণমেন্টের এই গুণ নাই, তিনি কি প্রচার ও আপনার একরূপ লাভ গণনা করিয়া উদ্বৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? এদেশে ত বহুকাল সুশাসমান রাজত্ব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ বাদসাহ বা নবাব ইংরাজ জাতির ন্যায় প্রচার বিদ্যাদানে এত অনুগ্রহ দর্শন করিয়াছেন? এতদূর দেখিয়া ইংরাজজাতির প্রতি যাহার ভক্তি না হয়, একরূপ লোক বিরল।

এখন পাঠকগণ যাহাতে ইংরাজদিগের বুদ্ধি কৌশল ও চিত্ত দৌর্জীব্যতা এই দুইয়ের পরিচয় পান, এ প্রকার দুই একটি উদাহরণ দর্শন করুন। উহারা ভারতবর্ষ রক্ষার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ইহার উত্তম উদাহরণ। অস্ত্রশস্ত্র ও বর্টি শস্ত্র রাজ্যের দুই প্রকার শস্ত্র। অস্ত্রশস্ত্রের অসঙ্গতি হইলেই রাজ্য মধ্যে বিজ্ঞোহ উপস্থিত করে এবং বর্টিশস্ত্রের বাহির হইতে আক্রমণ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। ভারতবর্ষের পক্ষে একযোগ হইয়া বিজ্ঞোহ উপস্থিত করিয়া রাজ্য হরণ করিয়া লয়, এই শস্ত্রের যে জয়ন্য রাজনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তদ্বিনয়ের আলোচনা করিলে মনোমধ্যে আশ্চর্য্য বৃদ্ধি জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন এদেশীয়দিগের মনে পরস্পরের প্রতি যে ঘৃণা হিংসাদি আছে, রাজপুরুষেরা তাহা বহুসূত্র করিয়া ভাল

যে চিন্তাকাল থাকে সে দিনেই তাঁহাদিগের বিলম্বও চেঁচাও নাহি, তাঁহারা কোন ক্রমে পরস্পরের সংস্রব হইতে বিভক্ত হইল না। আমরা বাঙ্গলাদেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালিরা যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসিদিগের সচিবতামিত্রিত ও তাহাদিগের প্রতি স্নেহস্বাভাবমগ্ন হন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসি রাজপুরুষদিগের কোন ক্রমে এ ইচ্ছা নয়। বাঙ্গালিরা যে বিষয় কর্মের অগ্রগোষে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন ও ভ্রমণ বাস করি যেন সে পথ দিন দিন রুদ্ধ হইতেছে। যিনি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর, তাঁহার ত এই রোগ হইয়া উঠি যাচ্ছে, তিনি যেখানে যান সেইখানে এই ভাবে বন্ধুত্ব করেন, বাঙ্গালিরা এক বন্ধু হইল, হিন্দু স্থানীয়েরা নীচে পড়িয়া রহিল। মিউর সাহেব মনে করেন, তিনি হিন্দু স্থানীয়দিগের উৎসাহ বর্জন করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে উদাহরণের মনে যে হিংসা ছেদাঙ্গিত বৃদ্ধি হইতেছে, তিনি তাহা বুঝেন না, অথবা বুঝিবারে বুঝেন না। মিউর সাহেবের মনের বিরূপ ভাব আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু যাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসিদিগের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি প্ররোচিত করিয়া দেশ রক্ষার চেঁচা গান, তাঁহারা নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয় সন্দেহ নাই। যাহাদিগের মন উন্নত, তাঁহারা অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষার এ প্রকার শিকড় উৎপাদন করেন না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিদিগের পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি আছে, উন্নত শিক্ষাদান দ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া সমুদায় দেশকে গবর্ণমেন্টের প্রতি অগ্রসৃত করা কি অসম্ভব হইতে দেশ রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় নয়? ইহাতেই কি মনের উন্নত ভাবের পরিচয় হয় না? ইহাই কি সাধু মনোশয় ব্যক্তি

দিগের অবলম্বনীয় নহে? ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের মনের অনুমোদনীয় হইতেছে না। এখন ভারতবর্ষের প্রধান বহিঃশত্রু রুশিয়া। রুশিয়ার সহজে ইংরাজেরা যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন পাঠকগণের তাহা অবগিত নাই। ইংরাজ জাতির ভুল্য গর্ভিত ও তেজস্বী জাতি অল্প; কিন্তু প্রবলের সচিব কার্য কালে সেই তেজস্বিতা ও গর্ভিত ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। রুশিয়াকে অবশেষে রাখিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেখানী বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। কিন্তু আমরা জানি, অর্থ দুর্লব ও রাজ্য লুপ্তের দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না। একপাশে অনেক গল্প শুনা আছে অর্থলুপ্তেরা জামাতার বস্ত্র স্বেদ করিয়া অর্থ হরণ করিয়াছে। যাহা হউক এতৎ পর্যন্ত আমাদের অধিক বক্তব্য নাই।

ইংল্যান্ডদিগের স্বদেশে স্থানীয়তা বিরাজমান; সকল প্রকারই রাজ্যে স্বামিত্ব আছে। সকলেই রাজ্যটিকে আপন বাল্য বিবেচনা করেন। সুতরাং সকলেরই রাজ্যের উন্নতি কল্পে সচিব চেঁচা আছে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের অবলম্বিত রাজনীতি ইংরাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। সেই জেতৃত্বাবেই ইংরাজ শাসন করিতেছেন। এখানে তাঁহাদিগের ইচ্ছা মতই সমুদায় কাজ। আইন করিয়াছেন বটে কিন্তু সে আইন ফল ভঙ্গুর। তাঁহাদিগের ইচ্ছামাজে তাহার স্থিতি ও ইচ্ছামাজে তাহার বিনাশ ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টই যে কেবল ইচ্ছাময়, তাহা নহে। তাঁহাদিগের সকলই ইউরোপীয় কর্মচারিরাও ইচ্ছাময়। ইচ্ছা হইলে তাঁহারা আইনকে পদতলে মর্দন

করেন। একপাশে ভারতবর্ষ শাসন করিয়া কৃতার্থতা লাভ বাল্য বিবেচনা সন্দেহ নাই। একপাশে শাসন করিয়া কোন রাজাই দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এপর্যন্ত ভারতবর্ষে একটা রাজত্ব এখানে স্থির হইল না। ইচ্ছা হইলেই রাজপুরুষেরা এক একটা মূতন কর করেন। কেন যে কর হইতেছে, মূতন কর করা উচিত কি না? প্রজাদিগের তাহা বুঝিবার ও বিচার করিবার অধিকার নাই। এ অংশেও ভারতবর্ষ রাজপুরুষদিগের ঘোড়াচা রিতা বিলম্বন প্রবল। এ প্রকার রাজনীতি শোচনীয় সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমাদের মনের প্রার্থনা এই ভারতবর্ষে প্রবর্তিত রাজনীতির যে যে দোষের উল্লেখ করা হইল, ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহার সংশোধনে যত্নবান হউন। যাবৎ এই দোষগুলি সংশোধিত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহাদিগের প্রণীত ভারতবর্ষের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। ইংলণ্ডে যে রাজনীতির ভূগুণ তাঁহারা এত উচ্চতম পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রবর্তিত করুন, তাঁহারা সুখী হইবেন, প্রজারাও সুখী হইবে। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের আধিপত্য বহুদূর ও চিরস্থায়ী হইবে।

মিননরিগন ও দেশীয় ভাষা।

এদেশীয়দিগকে দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য ক্ষুদ্র একটা সভা আছে। গত ডিসেম্বর মাসে তাহার একটা অধিবেশন হয়। সার ক্যাননিস আউটরাম সেই সভার সভাপতি ছিলেন। ভারতবর্ষের পোন্ট্রিফ মাক্টার জেনেরল মাক্টেথ সাহেব বিখ্যাত পাদরী মরে মিচেল সাহেব প্রভৃতি আরও অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতে অনেক অনেক কথা

হইতে পারেন। প্রথম, খ্রীষ্ট ধর্মের শুদ্ধ মত প্রচারের জন্য এক প্রয়াস না করা। খ্রীষ্টের প্রদর্শিত উন্নত ধর্ম নীতি বিষয়ে শিক্ষা দেন তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই—কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের মতগুলি বালকদিগের কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য শীকারীপণ্ডিত করিলে বালকদিগের অল্পকি অল্প শিক্ষকদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। ২য়, তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থগুলির ভাষা আশু ও বোধগম্য করা করিবার চেষ্টা করা। এই বোধের জন্য তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিতে ভুল্ললোকের প্ররুতি হয় না। অধিক কি তাঁহাদের প্রণীত ধর্ম পুস্তকও হাস্যময় করিয়া পাঠ করা যায় না।

—

ওয়াড ইনস্টিটিউশন।

আমাদের পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয় বিদিত আছেন যে যে সকল বড় বড় জমিদার কিম্বা ধনবান ব্যক্তি অগ্রাণ্ড ব্যক্তি পুত্রকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন, গবর্ণমেন্টে তাঁহাদের বিষয় রক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে সেই সকল অগ্রাণ্ড ব্যক্তি বালক বালিকার শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রজাতন্ত্র ধনমানরক্ষার ভারস্বারা হস্তে, সুতরাং গবর্ণমেন্টের এই ব্যবহার তদুপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা মাতার আর্জমানে মিকটজ জাতিরাই কর্তৃপক্ষ বলিয়া গৃহীত হন এবং তাঁহাদেরই উপর সচরাচর সেই শিশুদিগের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার পড়িয়া থাকে; কিন্তু ধনের লোভে নিবারণ পূর্বক নিঃস্বার্থ ভাবে কর্তৃপক্ষের কার্য করা বড় ভুল; সেই কর্তৃপক্ষেরাই অনেক স্থলে আশ্রিত শিশুদিগের নষ্টনাশ করিয়া থাকেন।

একটি স্থানে গবর্ণমেন্ট নিজে সেই তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন তাহা

অশেষ আর্থনীর আর কি হইতে পারে? গবর্ণমেন্ট ওয়াড ইনস্টিটিউশন স্থাপিত করিয়া সেই কার্য করিয়া আসিতেছেন। আমরা বহুদিন হইতে এই অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি, যে এই ইনস্টিটিউশনে যথেষ্ট ব্যয় হয় কিন্তু তদনুসঙ্গ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থান হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা বাহির হন, কই তাঁহারা ত জ্ঞান বুদ্ধি কিম্বা দেশহিতৈষিতার বিশেষ পরিচয় দেন না। এখন হইতে যত লোক বাহির হইয়া যেন তাহার মধ্যে রাজা এমনকি নাথ রায়ই আমাদের ইচ্ছানুসঙ্গ ফল দেখা ইতেছেন। সাধারণের হিতকর বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়।

যেখানে এক অর্থব্যয় হয় সেখানে সফল না দেখিলে লোকের অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অদ্যাবধি এই ইনস্টিটিউশনের কার্য প্রণালী সন্তোষকর হয় নাই। সম্ভ্রান্ত গবর্ণমেন্টে তাঁহার কার্যনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের এখানে কতকগুলি কথা বক্তব্য আছে। গবর্ণমেন্টে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই আপনাদের অধীনস্থ ধনী সন্তানদিগকে স্বাধীনতা দেন এবং তাঁহাদের হস্তে আপন আপন বিষয়ের ভার অর্পণ করেন। আইন অনুসারে তাহারা ১৮ কিম্বা ১৯ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্তু বিষয় রক্ষা ও কার্য নিরীক্ষার উপযুক্ত বুদ্ধির পরিপক্বতা তখনক উপস্থিত হয় না। অপরিপক্বমতি সুবকরণ সচরাচর ইঞ্জিরসেবার কিম্বা ভোবামোদজীবী অনুচরগণের উদর পরিপূরণে অতি অল্প কালমধ্যে সমুদায় ধন পর্যাবসিত করিয়া ফেলে। অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি গবর্ণমেন্ট আর কিছু কাল তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হস্তে রাখেন এবং নিজ অধী-

নস্থ কর্মচারিদিগের দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়া প্রকৃত প্রণালীর ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে আরও সফল ফলিতে পারে। দ্বিতীয় কথা এই—জমিদার প্রধান-বিপক্ষে শিক্ষার অবস্থার কেবল শুধু লে কিম্বা কালেজে পড়িবার নিয়ম না করিয়া এক্ষণ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা কর্তব্য বাহা উত্তরকালে তাহাদের কার্যে লাগিতে পারে। মনে কর, একটা বালককে ৮ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত হিন্দুকুলে বদ্ধ না রাখিয়া জমিদারির বিশেষজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া যদি জমিদারি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে জেলার কালেক্টরের সহিত তাঁহার নিজের জমিদারিতে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে উত্তরকালে তাঁহার একজন উৎকৃষ্ট জমিদার হইবার সম্ভাবনা থাকে। এখনে যাহারা বাস করেন তাঁহাদিগের ৬ আর স্কুল মাফারি করিয়া বিশপাত করিতে হইবে না, তাহা বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপযোগী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? আমাদের বোধ হয় স্কুল একুটিতে প্রেরণ না করিয়া বাজিতে উপযুক্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিলে তাঁহাদের জ্ঞান ও নীতি উত্তর শিক্ষাই সুন্দর রূপে চলিতে পারে। যাহার হস্তে এই গুরুতর ভার অর্পিত তাঁহার যে সচ্চরিত্র ও বিদ্বান হওয়া আবশ্যিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষ সচ্চরিত্র ও দক্ষ লোক না হইলে এতগুলি যুবা পুরুষকে সুপথে রক্ষা করিতে পারা সম্ভবিত্ব নহে।

—

এখনও কি সময় হয় নাই?

লার্ড মর্থলক সর্ক প্রথমে যখন রণানী বন্ধ করিতে অস্বীকৃত হন, তখন বলিয়াছিলেন রণানী বন্ধ না করিলে যঁহ চলি, তিনি রণানী বন্ধ করিবেন না।

অর্ধন আমরা বুঝিয়াছিলাম যে নিত্যক
আবশ্যক বোধ হইলে তিনি তাহাও
করিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি
এখনও কি সময় হয় নাই? এতদিন
বরং একতরফী হইবে কি না সন্দেহ
থাকিতে এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ
না করার কারণ ছিল; এখন আশা সে
সন্দেহ নাই। গবর্ণমেন্ট এবৎসর নিম্ন
গমন বজা রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন;
সারি চিঠাড টেম্পলকে যথা সমাচকার
অর্থ কাহেলের সহকারী নিযুক্ত কর
রাছেন, বিখ্যাত স্কালচ
বকে সভাপতি করিয়া কলিকাতাতে
একটা মূল্যবান কমিটি স্থাপন কা
বার পরামর্শ দিয়াছেন; এবং তিন
ভিন্ন স্থানে স্থানীয় চাঁদা যত টাকা
উঠিবে তাহার দ্বিগুণ অর্থ সাহায্য
করিতে প্রতিশ্রুত হইরাছেন। এখন
কি প্রকাশ পায়? এত দিনের পর কর্তৃ-
পক্ষেরা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে হুর্ভিক
নিশ্চিত। তবে এখনো রপ্তানী বজা করা
হইতেছে না কেন? বাজারে চাউল
মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা আপনি রপ্তানী
কমিয়া আসিবে বলিয়া যে মনে করা
হইয়াছিল সেপক্ষেও ত বাঘাত উপ-
স্থিত হইয়াছে। এক দিকে লার্ড নর্থব্রক
বলিতেছেন বিশেষতর নাই—অপর দিকে
গবর্ণমেন্ট নানা স্থান হইতে চাউল ক্রয়
করিয়া আনিয়া সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা
দেখিয়া মহাজনেরা মূল্যবৃদ্ধির আশা
পরিভ্রাণ করিয়া হস্তান্তর চাউল অল্প
মূল্যে ছাড়িতেছে। এতদ্বারা হই একর
অপকার হইতেছে। প্রথমতঃ, বাজারে
চাউলের মূল্য অবস্থান্তর বৃদ্ধি না
হওয়াতে লোকে হুর্ভিকের আশঙ্কা
পরিভ্রাণ করিয়া অথবা ব্যয় করিতেছে,
সাধন হইয়া চলিলে যে শেষে তিন
মাসের আহার চলিত এক্রণে তাহা
এক মাসে পর্য্যাপ্ত হইবে। অবশেষে

বর্ধিত মূল্য দিলেও চাউল পাওয়া
হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য অল্প হও-
নাতঃ বলাকণ রপ্তানী চলিতেছে। যাহা
কিছু শস্য বেশে ছিল তাহাও বাহির
হইয়া যাঁতেছে। সাধারণ বাণিজ্যের
মুখাপেক্ষা করিতে আর সম্ভব নহে।
কারণ গবর্ণমেন্টকে চাউল ক্রয় ও সংগ্রহ
করা বিষয়ে বাস্তব দেখিয়া তাহারও
কতকানন্দলাভ হইয়া পড়িয়াছে। যে
যে স্থানে হুর্ভিকের অধিক আশঙ্কা
নেই সেই স্থানে লার্ডের অধিক আশা
কিন্তু সেই সকল স্থানেই গবর্ণমেন্টের লিঙ্ক
কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং শস্য
ক্রয় ও সংগ্রহ করিতেছেন সুতরাং
সে স্থানে তাহাদের হাটতে প্রতীতি হইবে
কেন? যাহাও লিঙ্কের কার্য্য করিতে
পারে সেই মজুরিগেরই যেন আশা
রেন তা স্থান হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করি
গবর্ণমেন্ট কি অন্য স্থান হইতে ক্রয় করিয়া
সে সমুদায় স্থানের অপরায়ণ অধিবা-
সিন্দগকে খাওয়াইতে পারিবেন? আমা-
দের ত একর বোধ হয় না। লোকে এক
জন দিলে গবর্ণমেন্ট দ্বিগুণ দিবেন এ
প্রলোভনে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট
হইবে। অবশেষে গবর্ণমেন্টকে সমুদায়
তার নিজের ক্ষেপে লইতে হইবে; মজুরা
নিশ্চয়ই অন্যদ্বারে সাজ্য সহজ প্রকার
হুজু হইবে। লার্ড নর্থব্রক কি এখনো
ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না?

আমরা শুনিয়া শুধী হইলাম যে
লার্ড নর্থব্রক একটা বিশেষ সম্বরণতা
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আদেশ করি-
রাছেন যে সকল জমীদার এই হুর্ভিকের
সময় প্রজাবিগের সাহায্য করিবার জন্য
খণ্ডগ্রহণ হইবেন তাঁহাদিগের রাজস্ব
আদায়ের জন্য গীড়াগীড় করা হইবে
না। ২৮ এ মার্চ ও ২৮ এ জুন এই দুই
কিস্তির টাকা হই এবৎসর আদায় করা

হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিতে
অনেক জমীদারের এবৎসরে প্রতীতি
জন্মিবে সম্ভব নাই।

—০—

দেশীয় রাজগণ ও গবর্ণমেন্ট

প্রাচীন গবর্ণমেন্ট দেশীয় রাজগণকে
অধিকারচ্যুত করিয়া শিল্পবজা পক্ষীর
নার এক প্রকার ভূতিমাত্র ভোগী পর
মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ
নিরম অস্বাভাবিক এবং ন্যায় ও যুক্তি
উত্তর বিরুদ্ধ; সুতরাং এ প্রকার অব-
স্থাতে উত্তর পক্ষের শাস্তি নাই। রাজ-
গণ যথেষ্ট বিহার করিতে পান না,
কারণ যে জন্য নির্দিষ্ট ভূতির অতিরিক্ত
অর্থ পাইবার বিধি নাই। আমার
গবর্ণমেন্টও বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা
কেবল অল্প কথের অনুষ্ঠানে ও অল্প
প্রতিপালনে ব্যয় করিয়া খুসী হন না।
ভূতিভোগী রাজগণ প্রতিপদে গবর্ণমে-
ন্টের প্রতি বিরক্ত হইতেছেন, গবর্ণমে-
ন্টও প্রতিপদে রাজগণের প্রতিবীতরক্ত
ও বিরক্ত হইতেছেন। রাজগণকে অল্প
চ্যুত করিবার সময় তাঁহাদের কতিপূর
বজ্রণ বেরণ বার্ষিক ভূতিদানের ব্যবস্থা
করা হইয়াছিল সেইরূপ তাঁহাদের পুরা-
তন রাজকীয় পদের গৌরব রক্ষার বজ্রণ
তাঁহাদিগকে কতকগুলি অধিকার ও
অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।
মুখের বিষয় দেশীয় রাজারা তাহার
কোনটাই সম্মত হইয়া করিতে পারিতে
ছেন না। এক দিকে ভূতিরূপে এত অর্থ
ভুলির যেমন অধিকাংশই দুর্কর্মে ইঞ্জির
সেবার এবং অল্প প্রতিপালনে ব্যয়িত
হইতেছে। অপর দিকে সেই সকল প্রসন্ন
অধিকার ও ক্ষমতা অপব্যবহার করিয়া
তাঁহারা সাধারণের ক্ষতি ও কষ্টের
কারণ হইতেছেন। তাহাবর্ষের রাজস্ব
হইতে তাঁহাদিগকে ভূতি দেওয়া হয়,

সুতরাং কৃষির অশ্বাচ্ছাদ সাধারণ ধর্মের অশ্বাচ্ছাদ ও সাধারণত্বই কত। সুচিন্তা লার নবাব (ডিপু খুলতানের বংশ) এবং মুরসিদাবাদের নবাব যে কৃষির কি প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

আমরা যে অন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি তাহা এই। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আর্কট নামক প্রদেশের নবাবের অধিকার ও ক্ষমতা প্রভৃতির গবর্ণমেন্ট পুনরায় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ১৮০১ সালে এই প্রদেশের সহিত গবর্ণমেন্টের একটি সন্ধি হয়। সেই সন্ধি পত্র দ্বারা গবর্ণমেন্ট এই প্রদেশীয় নবাব বিগের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও অধিকার অর্পণ করেন। তদবধি আরও কয়েক বার সেই সকল অধিকার কতক পরিবর্তিত ও কতক নিরসিত করা হইয়াছে। আর্কটের নবাব যে সকল অধিকার লাভ করেন তাহার মধ্যে একটী এই যে, তাঁহাকে কোন প্রকার দেওয়ানী কিম্বা কৌজদারী আদালতের অধীন হইতে হইবে না। নবাব যদি নিজের ব্যয়ের জন্য ঋণ করেন সে ঋণের নিষিদ্ধ কেবল কোন দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। এক দিকে যেমন এই নিয়ম আছে অপর দিকে তিনি বাহ্যে অভিযুক্ত ঋণ করিতে না পারেন তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই কারণে একটী বিষয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ঋণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতে নবাব যথেষ্ট ঋণ ক্রয় করিতে পারেন, লোকে গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক আছে দেখিয়া সহজে বিজ্ঞানপূর্বক ঋণ দিয়াছে; কিন্তু তাহারের সে ঋণ আবারের উপায় নাই। গবর্ণমেন্ট নির্দ্ধিষ্ট কৃষির অতিরিক্ত টাকা দিবেন না। উক্ত

মর্গবিধেও অভিযোগ করবার উপায় নাই। সম্ভ্রান্ত গবর্ণমেন্ট এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যের আইন সংক্রান্ত সত্ৰী ও তাড়ম সাহেব বলেন যে, নবাবের এক বিশেষ অধিকার রক্ষা করা আবশ্যিক নহে। আইনের চক্ষে সূত্র ও মর্মে সকলেই সমান; নবাব যদি অবিবেচনাপূর্বক ঋণে অড়িত হন, সে জন্য তাঁহারই দায়ী হওয়া উচিত। সে পক্ষে তাঁহাকে অনুগ্রহ করা বাইতে পারে না। গবর্ণমেন্ট যদি সকল স্থলে এই উদ্যোগ মত অনুসারে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে একথা ভাল শুনাইত। প্রবেশে আইনের চক্ষে কি ইউরোপীয় এবং এংলোয়ের সমান বিচার করা হয়? বাহা ইউক, মঁটার নবাবকে ঋণ দিয়াছেন, তাহারায়দ পূর্বে জানিতেন যে তাহারের সে টাকা আদায় হইবে না, তাহার কখনই কর্তব্য দিতেন না, তাহার সন্তানভাবে এবং গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই কর্তব্য দিয়াছেন, এমন অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যদি তাহারের সেই ঋণ আদায়ের কোন উপায় করিয়া না দেন, যার পর নাই অন্যায় কার্য্য হয় সন্দেহ নাই। কারণ এটি যে কেবল গবর্ণমেন্টের নিয়ম বোঝাই ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনার নবাবের কৃষি হইতে কিছু কিছু কর্তন করিয়া ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করা এবং বাহ্যে ঋণ বাতে আর ঋণ করিতে না পারেন, করিলে তন্নিমিত্ত তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে, এইরূপ একটী ব্যবস্থা করা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য।

বিবিধসংবাদ।

১ ই মার্চ সোমবার।

২১ এপ্রিলের সারি পি ওডহাউসের

বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমনের কথা আছে। আলিরাই আবার পর্যন্ত রাজার বন্দোবস্ত হইবে। এই কয়েক বর্ষের রাজনীতিতে না থাকিলে কি চলে নাই?

লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে নৌজ ও পালি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পাতিয়ালা রাজার স্কুল এবং কান্দিয় কলেজ এই স্কুলে প্রথম পরীক্ষার পুস্তক পর্য্যন্ত অর্জিত হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

পুনা হইতে বোম্বাইয়ে যে রাজস্ব সংক্রান্ত আফিস সকল উঠাইয়া লইয়া যওয়া হইতেছিল, তারতনবীর গবর্ণমেন্ট আশঙ্কিত হইয়া রহিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাধরগঞ্জের জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডে, এক জাতিবির সাহেব বাহাদুর তাহার স্থানান্তরিত প্রদর্শন করিতে হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

বরদার শাসন কায়েদ বিস্ময়কারক সঙ্ঘাতার্থ যে কমিশন নিয়োগ করা হয় তাহাতে শুধুমাত্রের ক্ষতক ইচ্ছা হইয়াছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ওই কমিশনের বিবরণের বরদা হইতে প্রায়শ্চন্দ্রের পরেই এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কোন কর্তৃত্বী কাহারও প্রতি অভিযোগ বা কাহারও নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করেন, আর সেবিষয় যদি উপযুক্ত প্রমাণসহ তাঁহার গোচর করা হয়, তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহার নিবারণ করিবেন। প্রত্যেক প্রজাও যেন তত্ত্ব কৌজদারী ও দেওয়ানী আইন অনুসারে কার্য্য করেন এবং আফিসরিগকে যথোচিত সম্মান করেন।

গত পূর্জ রবিবার গাজীপুরে পুনরায় উত্তম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অধিকেন্দ্র বিশেষ উপকার হইবে।

৮ ই মার্চ মঙ্গলবার।

আমরা অজ্ঞানিত হইলাম, উত্তর পশ্চিমাকলের লেফটমেন্ট গবর্নর লর উইলিয়াম মিউর এবং পঞ্জাবের লেফটমেন্ট গবর্নর ডেবিস সাহেব লাভ মর্জিনের দুটোয়

কলসরণ করিয়াছেন। ইহারও এবংসর
পূর্বক কালের ইচ্ছাপরিচয় করিয়াছেন।
ক্লেত্বে নব ইতিহাস বাবতীর ইউরো-
পীয় ও এসেদীয়েক রপ্তানী বন্ধ করিবার
জন্য ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টকে সীতাপীড়িত
করিয়া অনুরোধ করিতেছেন। রপ্তানী বন্ধ
হইবে এই ইচ্ছা কেবল আদ্যাবধিগের নয়, কেবল
সুদূর অথবা ক্যালেন্ডার তুতপূর্ণ প্রেসিডেন্ট
মুলেন পিথ ও বরে এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট
অবরোধে সহায়তাও লাভেব এবং ভারতব
র্ষের বিশেষজ্ঞ পরিবাহনশীল ও চিন্তাশীল
অনেক ইউরোপীয়ের রপ্তানী বন্ধ হওয়া
কাজিগেত।

সম্প্রতি পুটলডাকার “ভারত নাট্য
সন্ধির” নামে একটি নাট্যশালা খোলা
হইয়াছে। কলিকাতার এক এক সময়ে এক
একটি বিবরের ছল্লুক উঠে, একপে নাট্য-
কের ছল্লুক চলিয়াছে।

রাজা কালীচন্দ্র দেব বাহাদুর ইংলিষ
কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের
অবশিষ্ট কাল বারানসীতে অতিবাহিত
করিবার মানস করিয়াছেন। কালী কবে
চলিয়া হইতে চলিল।

মাদারিপুর উপবিভাগ বাধরগঞ্জ
হইতে ফরিদপুরের পথদ্বিবিষ্ট হইল।

১৮৭৩ অব্দের ২২ জুলাইয়ের বিহুয়া
মুসারে বেনারী সিবিলা সার্জিন্সে প্রবেশার্থী
দিগের পরীক্ষা আখ্যায়ী ২৪৩ নম্বর প্রবীত
হইবে। হুগলী ঢাকা পাটনা কটক এবং
গোহাটীতে পরীক্ষা হইবে।

আমিলা আধাধিত হইলার, আজিম
গজের রায় বনগড় সিংহ বাহাদুর হরিজ
দিগের জন্য দিমাড়পুরে পাঁচ হাজার মণ
চাউল প্রেরণ করিয়াছেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
২১২ জনের মধ্যে ১২ জন বি, এ, পরী
ক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম ১০
মিটার ৫০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে
২৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই ১২ জনের
মধ্যে ৩০ জন প্রেসিডেন্সি কলেজে ১০
জনরল এসেম্বলি ইনস্টিটিউশন ৮ ক্রী
স্টাফ ইনস্টিটিউশন, ৬ কেম্ব্রিজাল মিলন
কলেজ ৬ হুগলী কলেজ ৪ ঢাকা কলেজ

৪ বারানসী কলেজ, ৩ পাটনা কলেজ, ৩
মেরিলি কলেজ ২ মিউনিসিপ্যাল কলেজ
২ মেডিক্যাল কলেজ, ২ রিভী কলেজ, ১
মহুরি স্কুল এবং ১ জন অন্যান্যরূপ কলে
জের ছাত্র অবশিষ্ট করেকজন শিক্ষক।
প্রেসিডেন্সি কলেজের এসেম্বলিয়ার সাহিত্য
সম্মানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইতিহাস টেটস্‌ম্যানের একজন সংবাদ
দাতা লিখিয়াছেন, গত প্রবেশিকা পরী-
ক্ষার একটি হিন্দু বালক পরীক্ষা হিতে
যায়। তাকে প্রবেশের যে করেকটি কাগজ
বেওয়া হয় তাহার সকলগুলিতেই সে নিম্ন
লিখিত ৬৮৮টি কথা লিখিয়া দেয় “আমার
পূর্ব দেবতা আমাকে বলিয়াছেন, আমি না
লিখিলেও পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইব”। পূর্ব
দেবতা যদি অগ্রে পূজা লইয়া এইরূপ
পরামর্শ দিয়া থাকেন হুঁজুর কাজ করিয়া
ছেন।

কলিকাতার চাউলের মূল্য সমান রহি
রাছে। সমুদ্র পথে রপ্তানী চলিতেছে।

এসপ্তাহের প্রাদেশিক চুক্তিক সংক্রান্ত
ফিলিপোর্টে জানা যায়, বাঁকুড়ার অগ্রিম
টাকার জন্য গবর্নমেন্টে ৮০ খানি আবেদন
উপস্থিত হয়। বীরভূমে যে অংশ পরিমাণে
চাউল আছে তাহাও উত্তর পশ্চিমাকলে
রপ্তানী হইতেছে। বেনারীপুরে পুনরায়
চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। নদীস্রোতে
জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের
মূল্য হইতে রপ্তানী হওয়ারতে মূল্য বৃদ্ধি
হইতেছে। মালবহে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।
মিহরভূমে চুক্তিকের বিলকল আশঙ্কা উপ-
স্থিত হইয়াছে। মালবহের লোকে বড়
বিপদে পড়িয়াছে, বাবসারীরা অধিক মূল্যের
প্রয়োজন দিয়া প্রজাতিগের বাহার করে
যে কিছু চাউল থান্য ছিল সমুদায় লইয়া
দিয়াছে। এবার চ'ব উত্তম হইবে এই
তাবিয়া উল্লেখ্য ভবন সমুদায় ধান চাউল
ছাড়িয়াছিল, একপে মহা বিপদে পড়ি-
রাছে। আমন ধান্য ভিন আমির অধিক
অম্মে নাই। বোম্বাইয়ের বেরণ মালবহেরও
সেই হল্য ঘটিয়াছে।

১০২ জন এসেদীর সুবতী ৭ বরিষাল

প্রী শিক্ষা কর্মসূচী” দ্বারা পরীক্ষিত হইবার
জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে
একটি সুমিয়ার এবং ৭৬টি ফরিদপুরের।
এবার গঙ্গাসাগরে বিস্তার বাজী হইয়া
ছিল।

৯ ই মাস দুবহার।

সাহরন বিজ্ঞানের বাতুরার রাজা
(ইহার বিবরণি একপে কোর্ট অব ওয়া-
র্ডের অধীনে আছে) জল সেচন কার্যের
সুবিধা এবং লোকের পানীর জল কষ্ট
নিবারণোদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে পুকুরিণী ও
কুণ্ড খননের আজ্ঞা দিয়াছেন এবং হরিজ
দিগের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার চাউল আদ্য
দানী করিতেছেন।

বোম্বাইর সংবাদ পত্র সমুদ্র বলেন, মস্কো-
লিয়া নামক আফগানে বোম্বাইর জন্য ১০
লক্ষ এবং কলিকাতার জন্য ২৫ লক্ষ টাকার
রোপ্যা আশিত্তেছে। সেহিন ইংলিসমানে যে
টেলিগ্রাম প্রকাশিত হয়, তাহাতে ৩০ ৫
লক্ষ টাকার রোপ্যের কথা উল্লিখিত হয়।
ইহার কোন্‌ সত্য?

লাভ নর্থকক এছাৎসময় কেবল লিমন্য
বাওরা বন্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সৈন্য
দিগের শিক্ষা শিবির তুলিয়া দিয়াছেন,
এবং বলিয়াছেন পীড়িত টিগনাবিগের
স্থানান্তরে গমনাগমন জন্য যে বিপুল অর্থ
ব্যয় হয় আখ্যায়ী বৎসর হইতে সাধ্যানু-
সারে সে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে। কেবল
ইংলণ্ড হইতে সৈন্যগণের আগমন, কিম্বা
এবেশ হইতে কোন রেজিমেন্টের ইংলণ্ডে
প্রত্যাগমন অথবা সৈন্যগণের দিতান্ত আশ্রয়
ভঙ্গ হইলে যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন
কেবল তাহাই করা হইবে। লাভ নর্থককের
এইসকল কার্যের জন্য সকলেই ঊাহার
প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

লাভ নর্থকক আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রত্যেক
গবর্নমেন্ট কর্মচারী সামান্য সামান্য বাজে
খরচের সময় যেন বিশেষ সাবধান হইয়া
এমন কি নিজের পরসামনে করিয়া যেন
ব্যয় করেন। অধিকাংশ কর্মচারী গবর্নমেন্টের
টাকাকে গোপী সেনের টাকা মনে করিয়া
ব্যয় করেন। লাভ নর্থকক এসময় এই ক-

প্রচার করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন, এক্ষণে কাজে ছুটিয়াছেন।

পাণ্ডিত্যপূরে আর এক মহাশয় বেধা বিয়া ছেন। একজন ফকীর একজনের স্ত্রী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাহির স্ত্রী তিনি কবির সাহেবকে আদালতে উপস্থিত করিবার উদ্যোগে আছেন।

বাবু হীরলাল শীল কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং জজিসিঙ্গের সভাপতি হইয়া সাহেবের নামে এক বসিয়া হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন, তিনি খটনিসিঙ্গের কণ্ঠ হইতে ৫ পাঁচ হাজার টাকা আর করিয়া সাধারণকে এক ভোজ দিয়াছেন। এ ভোজ আর ৬০ টী বোতলের উল্লেখ করা হইয়াছে। হীরলাল বাবু মকদ্দমা ঢালাইবার জন্য ভাল ভাল ব্যারিষ্টার সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্রমে আদালত গড়াইতে চলিল।

পানবা বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জ জেলার অভ্যন্তর প্রভুত্ব হইয়াছে। পিগলুস কেন্দ্রের একজন সংবাদদাতা বলেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এক উপাণ্ডিতে ৩৮৬ জনের মৃত্যু হয়।

করাসী দেশীর একজন জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহে যে সরল ত্রাণ আছে তাহা আমাদের পৃথিবীর ত্রাণ অপেক্ষা বহুগুণে লঘু। এখানে যে ত্রাণ ৩ সের মঙ্গলগ্রহে তাহা এক সের ক্ষাত্র হয়। এখানে ২০ মাইল জয়গ করিলে বহু ক্রেশ হয় সেখানে ৫০ মাইল জয়গ করিলে তত ক্রেশ হয় না। এখানে একটি লক্ষ হাজার উর্দ্ধ সংখ্য ছুই হাত বাজি উঠা যায়, সেখানে এক লক্ষ হাজার বহু বহু বহু ডিলাইয়া পড়া যায়। ইনি বলেন, মঙ্গল গ্রহের জ্যোতির্বিদগণ অত্যন্ত রুহৎ। মঙ্গলগ্রহের বণিকেরা এখানে বাণিজ্য বাণিজ্য করিলে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন, কিন্তু এখানকার বণিকগণকে সেখানে গেলে ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে হয়।

একজন করাসী বহুচিৎসক একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে গিয়া স্ত্রীকে জরম দ্বারা তাহার উচ্চতা হরণ করেন, অধিক পরিমাণে স্ত্রীকোষের বাহ্যিক

করাতে স্ত্রীলোকটির আর উচ্চতা হয় নাই। চিকিৎসকের একমাস কারাবাদ ও তারিখাজার জারি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, জরিমানার টাকাগুলি মৃত স্ত্রীলোকের পরিবারবর্গকে দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকটির উচ্চতা হয় নাই বটে, কিন্তু চিকিৎসকের বিলক্ষণ উচ্চতা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের জামশাদ ইমাম বেহিও যে উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমুদায় কৈরানী ও ভূতামিগের জন্য ক্রমে এক হাজার হাজার পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে ৩ তিন লক্ষ টাকা লাভ। জামশাদ ইমামের ভ্রাতৃপুত্র মন-রেবল এসময়টা তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের প্রতি এই প্রশ্ন বসানো প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অমরা পুত্রবান বনিমিগের ক্রতংগের প্রতি অশ্রুপাশান্যাত সুবিশিষ্ট বস দেখিতে পাওয়া।

গাংখর কাটিবার জন্য আমেরিকার এক রূপ হীরার করাসী প্রস্তুত হইয়াছে।

সম্রাট বালিগঞ্জ গবর্নমেন্টের একটি অশ্রুপ্রদর্শনী মেলা হয়। আরবীর অশ্রুর মধ্যে গবর্নর জেনারেলের প্রদর্শিত খোটকী সর্বোত্তম হওয়াতে তিনি পুরস্কার পাইবার যোগ্য হন, কিন্তু তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

কানামোরের একজন বনী মণ্ডলা একটি বালিকাকে বলাৎকার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। পাণ্ডিত্যের পরিজ্ঞানের সত্যিকার বৎসর কারাবাদ হইয়াছে।

বঙ্গদেশের চুক্তিক্রমেই ভীষণ মৃত্তি ধারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে যে রিলিক কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, প্রতি সপ্তাহে তথায় মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্ন লিখিত স্থান সকলে লোকের প্রাপ্ত কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গবর্নমেন্ট খাঁকার করিয়াছেন। চম্পারগের স্থানে স্থানে, সাহরগের উত্তর বিভাগ, ত্রিভুজের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব ভাগ এবং ভদ্রকটনভী ভাগলপুর ও মুন্সের বিভাগ, গরার পূর্বভাগ এবং তরিকটবর্তী মুন্সের বিভাগ, পূর্বগার পূর্ব এবং মালবহের উত্তরাংশ এবং দিনাজপুরের

ভাগ উত্তর পশ্চিমাংশ। বর্তমান বিভাগেই লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তত্ত্বাত্তা কনি শবর বেদিবীপুত্র ভিন্ন ইহার প্রত্যেক বিভাগে ১০ হাজার টীকা করিয়া অধিক বিত্তে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্তমান স্থানী বাহুতা এবং বীরভূমে সাধারণের উপকারার্থে সকল কার্যের অনুষ্ঠান হইবে, গবর্নমেন্ট জাহারবারের তত্ত্বারাংশ দিলে প্রাপ্ত আছেন। নদীরা বিভাগে চুক্তিক এবং রিলিকের কার্যের জন্য একজন বিশেষ সম ডেপুটী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ছোটনাগপুরের লোহারজগার পালাঘাট উপবিভাগে খাঁজ রিলিক ওয়ার্কস আরম্ভ হইবে। কানামনী এবং বাকুস খালের কাষা হারা স্থানীয় লোকদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

অনুভবাজার পত্রিকার লিখিত হইয়াছে, সিনলার তিনটী ইংরাজ কন্যা একত্রে মিল করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ ব্যক্তিভাবক নাই। ইংল্যান্ডের সকলের কনিষ্ঠাতি অভিশর হুজুরী। নিম্ন লিখিত একজন বাঙ্গালী বাবু ইংল্যান্ডে যোগ্য হইয়াছেন—এমন কি একবারে উচ্চত হন। কনিষ্ঠাতি প্রতিদিন অস্বাভাবিক একা কিনি অমণ করিতে বাইতেন, বাঙ্গালী বাবু প্রতি দিনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহরা তাঁহাকে সত্বক নরমে নিরীক্ষণ করিতেন তাঁহাকে অভিযাচন করিতেন—এমন কি তাঁহার বোকার লাগান পশ্চাৎ ধরিতেন। ইংরাজ কন্যা এই বিষয় তত্ত্বাত্তা ডেপুটী কমিশনারের গোচর করেন। ডে কমিশনার একদিন ছুই জন কন্যাকে উক্ত কন্যা সীর পশ্চাতে গোপনে গোপনে বাইতে আদেশ করেন। ইংরাজ কন্যা যেমন অমণে বাহির হইয়াছেন, তখন অমণ সেখানে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ প্রেম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কন্যেকন্যেরা বাবুকে হৃত করে। বিচারে বাবুর তিন মাস কারাবাদ ও একমাস টাকা জরিমানা হইয়াছে। প্রেমের পাশে এত কষ্টকর বাবুতী বোধ হয় আনিতে নাই।

বেঙ্গল হাইলস বেলন, যেমন অজুমান করা গিরাছিল চাকার ক্রমে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। সুতন চাউল আমদানী হওয়াতে মূল্য কতক কমিয়াছিল, কিন্তু মজুত চাউলও জারি হইয়া যাইতেছে, মূল্যও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইতেছে। আর সমুদ্রার জবাই মধ্যম কেবল শুভ সস্তা আছে।

ত্রিছত্তের অন্যতর জবাইর বাব গিরি-ধাতী সিংহ পরিচালিতকৈ বিতরণ করিবার জন্য চাউল ক্রয়ার্ধ মধ্যমীর কালেক্টরের হস্তে দুই হাজার টাকা বিরাহেন। এনিমিত্ত কলিকাতা গেজেটে ইহার প্রকাশ করা হইয়াছে।

কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে আর একটা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একজন কলারি এই অভিযোগ করিয়াছে। সে বলে সে হাবড়ার কয়েকটা পশু বধ করিয়া বর্ষভঙ্গা বাজারে মাংস লইয়া আসে এই অপরাধে জর্জিসনিগের হেলথ আফিসর উনিয়র সাহেব তাকে কারাকদ্ধ করেন, পর দিন প্রাতঃকালে পুলিশের ডেপুটি কমিসনার তাকে মুক্ত করেন। এবারি এক্ষণে অন্যায় করাবরণের জন্য উনিয়র সাহেবের বিরুদ্ধে নালী করিয়াছে। বেরপ জাব বেধা হইতেছে ভাঙাতে বোধ হয় মিউনিসিপাল বাজার সম্বন্ধে গোপনযোগ সম্বন্ধে মিটিতেছে না।

এবার মাল্লাজে ১০০২৮৮৫ একর জুমিতে তুলার চাব করা হইয়াছে। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক চাব করা হইয়াছিল।

মাল্লাজে ইহার মধ্যেই পর্যন্ত বাসের জন্য শাসনকর্তৃগণ বাজু হইয়াছেন। তাঁহারা মার্জমাসের প্রথমেই যাত্রা করিবেন। লাভ হবার উৎসাহে কোন্ বাটীতে থাকিবেন, তাহা স্থির করিয়া লইয়াছেন। ইলানের যদি শাসন কার্যে এত আটা থাকিত ভারতবর্ষ দুখের রাজ্য হইত।

যদিহুরে চন্দন কাঠ বিক্রয় করিয়া বর্ষে বর্ষে ৪ চারি লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয় - ব্রিটিশ রাজ্যে চন্দন বৃক্ষ আছে কি না পরীক্ষা করা কণ্ডব্য।

গত সাত বাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ২০৬০২৮৬৪ টাকা মূল্যের ৩৯১৯৮০০ হান্সর চাউল বিবেশের প্রণালী হয়। গত বৎসর এই সময়ের মধ্যে ৩০১০৬৮১২ টাকা মূল্যের ১২৬১২০০৪ হান্সর চাউল প্রণালী হইয়াছিল। এ হিসাবে এবৎসর কতক কম হইয়াছে।

কাম্বুলের আমীর সিরার আলীর রাজধানীর দিক টাংগী একটি পার্শ্বতে একটি ঘন ঘনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবে দে রুজি হয় তাহাতে শস্যের অনেক উপকার করিয়াছে।

মৌলবী নাজীর আচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি উর্দু ভাষার এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিতে উত্তর পশ্চিমাকলের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

১০ ৪ ৫১২ ১০ ই জানুয়ারি পাটনা ত্রিছত্ত মারা মুন্সীর তাগিলপুর, পুন্নিয়া চাকা কমিশনপুত্র ও গোয়ালপাড়া পুনরায় সামান্য বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। পাটনার অর্ধেক রপি শস্য পাটনা হইবে। পাটনার স্থানে স্থানে লোকের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, মজুরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ত্রিছত্তের কোন কোন পর্যাতে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ১লা নবেম্বর অবধি কলিকাতা হইতে ৫৯০০০ টন খাদ্য শস্য বঙ্গদেশের বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু ২২৯০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছে। উড়িষ্যা তিন কেবল বঙ্গদেশ (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম পরিত্যাগ) হইতে পূর্ণোক্ত ভারিণ অবধি ৭৮৫০০ টন শস্য রপ্তানী হইয়াছে, এবং ১ লা অক্টোবর অবধি ৯০০০ টন হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আশ্চর্যিত হইলাম, আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কায়েল সাহেবের আন্তর্য অনেক উন্নতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশ যত্নশীল পরিচালনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তত শীঘ্র পরিচালনা করিতে হইতেছে না।

১০ ই মার্চ বৃহস্পতিবার।

এবার কেবল বঙ্গদেশে নয়, শস্য স্থান

পৃথিবীর অনেক স্থানেই হইয়াছে। সিংহল জায়া চীন পারস্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে শস্য আমদানির সংখ্যা বাড়িতেছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম খাগামী নবেম্বর মাসে ২৪ পরগণার জজ বোর্ড সাহেব কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কার্তিক কার্জলিক এসিড মাথাইয়া দিলে উই ব্রিডে পারে না এবং কয়েক বিশু উক্ত এসিড দ্বারা বিবধর সর্প বধ করা যায়।

দাশা ভাই নাটোরজী বরদার দেওয়ান হওয়ারে দেখাযির কোন কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক যে চট্টিয়াছেন তাহার কারণ আছে। কতকগুলি ইংরাজ সিভিলিয়নের এই পদ লাভ করা ইচ্ছা। গবর্নমেন্টের উক্ত উক্ত পদগুলি ত ইংরাজেরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন, এবং শীঘ্র রূপান্তরের অবসানে যে দুই একটি আছে আবার তাহার প্রতি লোভ কেন?

উর্দু গাউড বিষয় ত্রুজে প্রণয় করিয়া ছেন কায়েল সাহেব হুরেজনাগ বন্দোপাধ্যায়ের হস্ত হইতে প্রথম শ্রেনীর মাজিষ্ট্রেটের কমতা গ্রহণের জন্য যেট সেজেটোরিকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মতি বিবরে আমাদের সম্মত হইতেছে।

ভারতবর্ষ সংস্কৃত ভাষার মাহিভূমি, একদা এই ভারতবর্ষে ইহার অদ্বিত পূর্ণ জীবিত হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার প্রাত লোকের আর তৃপ্ত আদর নাই, তাহাদের প্রাচ্য থাকে তাহাদের ইহার উন্নতি করবার সম্যক কমতা নষ্ট, সুতরাং ইহা ক্রমে লুপ্ত প্রায় হইতেছে। এখনে ইহার এইরূপ দুর্দশা নষ্ট; কিন্তু ইউরোপে ওয়াশিংটন আদর্শের হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয়রা আজি কালি সংস্কৃতের বিশেষণ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ড আয়ারলণ্ড ও উইল ও কুপের সাবভীর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সরস্বতী পুজা উপলক্ষে হাইকোর্ট অবঃ হইতে দুই দিবস বন্ধ হইবে। শনিবার খুলিবে।

প্রতি একটু সময় হওয়া কর্তব্য। এ অবস্থার তাহারে ধাক্কা দিবার যে কঠোর নিয়ম আছে তাহার কিঞ্চিৎ উপাখ্যাস সম্পাদন করণ কর্তব্য।

উর্দ্ধগাইড বলেন, বশোবেরের অন্যতর জমিদার এবং পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী ওবেয়ুদা কলিকাতা যাত্রা সান্তে তিনটী ছাত্রকে এদান করিয়াছেন। ইনি পূর্বে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

কলীয়েয়া আকগান সীমার প্রতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। ইনি মাধাই বসু এবং ইংরাজেরা মাধাই তাবিরী খাঁজুর, কলীয়েয়া ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে আগ্রসর হইতেছেন।

মার্কিন হোমার নামক কোণ টাউনের এক জন হীরক ব্যবসায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী বৃহৎ হীরক আনিয়াছেন। এটা ওজনে ২৮৮ ক্যারট হইবে। ইহার মূল্য এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা অনুমিত হইয়াছে।

ভাংগার মাকনামার অরণ্যের রাজার চক্রবর্তী আরণ্যে কতকটা রাজ্য শ্রীমার প্রতি নিত্যকৃত কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। তথায় যে একটী ভূতন হাসপাতাল হইয়াছে সেই গ্রুহে মাকনামার একবারি ছবি রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে। অতঃপর এই গ্রুহ “মাকনামার চেম্বার” নামে অভিহিত হইবে।

সেগেলিয়ন দ্বীপ লইয়া কলীয়ার সচিব জাপানীয়াবিরের যে গোপযোগ্য হয় সম্প্রতি সেই উপলক্ষে উক্তর দলে একটী যুদ্ধ হয়। দুইজন কমিশনার দ্বারা বিবাদের তত্ত্বন হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
আদেশাঙ্গসারী
নিয়োগ।

রাজ্য ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই জাহুয়ারি। বাবু হুজলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এম, কর সাহেব মুন্সেরে হইলেন।

১৫ ই জাহুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ, আর জনটন কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত করবাজার উপবিভাগের ভার পাইলেন।

টি, ওয়ালটন বশোবেরের ও বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জজ এবং করিমপুর ও বশোবেরের অতিরিক্ত সেশিয়ন জজের (দ্বিতীয় জেনীতে) কার্য করিবেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু খারকানাথ বে মুন্সিবাধে বদলী হইলেন।

১৬ ই জাহুয়ারি। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি এচ, এল ডাল্পিয়র তাহার অন্যান্য কার্য তির বেবিনডি বোডের অতিরিক্ত সেক্টর কার্য করিবেন।

পুর্নিয়ার প্রথম জেনীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি সেলামত আলী কিছুদিনের জন্য মুন্সেরে সব ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু আশুতোষ সরকার মুন্সী সেলামত আলীর অনুপস্থিত কাল পর্যন্ত পুর্নিয়ার প্রথম জেনীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য করিবেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এক, হারসন সেওয়ানের অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য করিবেন।

সিলেটের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, মাকারিচ সাহেব ত্রিভুতে বদলী হইয়া মধুবনীর অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য করিবেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার জি, ই, ডেম্পস্টার কিছুদিনের জন্য ত্রিভুতে বদলী হইয়া মহতাকার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য করিবেন।

ময়মনসিংহের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সি, রবান কিছুদিনের জন্য চন্দ্রাপুরে বদলী হইয়া বেতিয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য করিবেন।

বশোবেরের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এম, এক, বিমল কিছুদিনের জন্য ত্রিভুতে বদলী হইয়া সীতামার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য করিবেন।

কলকাতার ভার প্রাপ্ত আইন্ট মাজিষ্ট্রেট

ও ডেপুটী বালেউব জে, এডাসন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারামুতাবে কালেক্টরের কমতা পাইলেন।

সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ই, এস, শাউয়ার্স বাখরগঞ্জের ডিউটি পুলিশের ভার পাইলেন।

মাজিষ্ট্রেটের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সি, ই গোলডসবেরি পুর্নিয়ারে বদলী হইলেন।

১৪ ই জাহুয়ারি। সব আর্গিষ্টার্ট সার্জিন চন্দ্রকুমার গুপ্ত কিছুদিনের জন্য আইন দাখ উপবিভাগ এবং তত্রতা হাওয়া চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

১৬ ই জাহুয়ারি। মধুবনী ডিম্পস্টারের দ্বিতীয় জেনীর সব আর্গিষ্টার্ট সার্জিন শিবচন্দ্র বসু হাওয়ার হাওয়া চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সাদারাম ডিম্পস্টারের দ্বিতীয় জেনীর সব আর্গিষ্টার্ট সার্জিন ব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত মধুবনী উপবিভাগের এবং তত্রতা হাওয়া চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

সহকারী কষ্টম কালেক্টর জি, এম গডিক সাহেব কলিকাতার কষ্টমের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ত্রিংশ টমসন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

বিভার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

১২ ই জাহুয়ারি। ত্রিভুতের অন্তর্গত হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এ, সি টিউট প্রথম জেনীর মাজিষ্ট্রেটের কমতা পাইলেন এবং জজদারী সপ্তবিধির ২২২ ধারাতে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আছে, সত্যসি তাহার বিচার করিবার কমতা পাইলেন।

১৬ ই জাহুয়ারি। চট্টগ্রামের দ্বিতীয় জেনীর প্রতিনিধি আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, সি, ভিসি সাহেব কৌজারী সপ্তবিধির ১৪২, ১৪৭, ৪১৭ এবং ৪২১ ধারামুতাবে কমতা পাইলেন।

১৪ ই জাহুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এম কর প্রথম জেনীর মাজিষ্ট্রেটের কমতা পাইলেন।

মৌলবী সাহাব আবদুল্লা কিছুদিনের জন্য ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের হোষ্টআদালতের জজের কার্য করিবেন।

১৬ ই জাহুয়ারি। শিয়ালবাহের হোষ্ট আদা

লনের প্রতিমিমা জজ ডবলিউ এফ. হাইল্যান্ড
প্রথম শ্রেণীর ডাউনহোমের এবং সুবর্ডিনেট
জজের কার্য্য করিবেন।

২৯ এপ্রিল তারিখ। বাবু আব্দুল হাকিম সরকার
যিনি পূর্ববর্তী সব ডেপুটি কালেক্টর হইরাছেন,
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২০ এপ্রিল তারিখ। ডি. এম. ডেম্পস্টার যিনি
কিছু দিনের জন্য ত্রিভুতে স্থানান্তরিত হইরা
ছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা চালন
করবেন।

সি. রবান যিনি কিছু দিনের জন্য ডম্পারনে
স্থানান্তরিত হইরাছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি
স্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

এম. এস. বিমিস যিনি কিছু দিনের জন্য
ত্রিভুতে স্থানান্তরিত হইরাছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

বিবিস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই. অপ্রিল। জুগ জর্জিও
ইটালীর পরম্পর সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
করা হইয়াছে। নিউমারিকা এবং যে সকল
কার্পেজিনা বন্দী মুক্ত হয় তাহারা রেপবলি
কানডিসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।
বিস্তারিতা এলজিরিয়ায় প্রত্যাপন করি-
য়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই. অপ্রিল। জাকোভাইল নামক
রবর্তির চাতিয়াছে।

গ্রিগ অর ওয়েলস সঙ্গীক সেন্ট পিটসবার্গে
উপনীত হইয়াছেন।

ডেচো টোহার রাজ্যে অ-চেংকে কান্ড হইতে
সীকার করিলেও আর একজন বেনীয় সঙ্গীত
এচিনিসের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

ডাউনিগের অধিকাংশ টেনা অগ্রপস্থিত
থাকতে হইলিসরা সম্মুখ হইতে উচ মার
হেড কোরাটার আক্রমণ করে কিন্তু তাড়িত
হয়।

লণ্ডন ১৯ এপ্রিল তারিখ। কলিকাতা ট্রিবিউনে
যে হেটল ২৪ এ এবং গোয়াই হইতে ২৯ এ
অধিকার চাতিয়াছে, অন্য উহা লণ্ডনে উপনীত
হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এপ্রিল তারিখ। বাজারে একশে
অজাতিদের হার লত বরা ৩।

অন্য ব্যক্তি হইতে ১২০০০০ টাকা গ্রহণ
করা হইয়াছে

পারিস ২১ এপ্রিল তারিখ। লামেনোয় যমজ
সম্মান হইতে মুক্ত হইয়াছে

লণ্ডন ২০ এপ্রিল তারিখ। মেল কোর্ট হইতে
সংবাদ আসিয়াছে, অ-চিক টেনা উপস্থিত
হইয়াছে। কান্ডেন রবর্ত উহার সহিত মিলিত
হইয়া অগ্রসর হইতেছেন।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! আজ কালি সম্পাদকদিগের
মধ্যে যে ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে
কয়েকটা কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি,
তরসা করি, মহাশয় স্থানস্থান পক্ষে অনুগ্রহ
করবেন।

সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশিত "উকীল
না জজ" এই প্রস্তাব উত্তরে হুগলীর সম্পা-
দক যে প্রকার উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা
পাঠ করিলে উক্ত সম্পাদকের গাভীরা সহ
জেই উপলব্ধি হয়, কিন্তু তিনি পত্রিকা
বিশেষকে যে কয়েকটা কথা বলিয়াছেন,
সেগুলি পাঠ করিলে বিহব বিজ্ঞপ্তিত এই
অন্য ভাব বোধ হয় না। তিনি উপস্থিত
প্রস্তাব মীমাংসা করিতে গিয়া যে সকল সার
বত্তী মুক্ত পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন
তাঁহারা সকলগুলি কিছু অজ্ঞান
না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী তাহাদের অনেকগুলি
কর্তন করা হইবে পারে। হাণ্ড হটক
হুগলীর সম্পাদকের কথগুলি সকলেই অব-
গতি করিয়া গিয়া করিতেছেন। বর্তমান
লেপ্টনটী গবর্নর বার্লুড, এইরূপ সম্পাদক
দিগের পোষকের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক।
তাঁহাদের শুভাগমনাবধি এইরূপ ঘটনা হই-
রাছে। হুগলীর সম্পাদক নিত্যন্ত অজ্ঞান
পুরুষ, তিনি অজ্ঞানবুদ্ধিতে, বর্তমান লেপ্ট-
নট গবর্নরের সকল মতগুলিই সমর্থন
করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য সুযোগ্য সম্পাদক
(হিম্মুপেট্রিষ্ট প্রভৃতি) স্বার্থ বোধ প্রদ-
র্শন করিয়াছেন। মহাশয় কামেল হুড সমস্ত
বিষয়ের যে সকল দৃষ্টি কর্তব্য বোধ

হইছে, তাহাই সময়ে সময়ে সম্পাদক
সমূহ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিক
সকল নিয়ম অপেক্ষাকৃত বার্ষিকতা বিহু
বিত্ত নয়, লোকানিষ্টকর নয় তাহারাও
উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা হইয়াছে। কেবলই
প্রমাণ বা কেবলই নিম্না করা বহির্গতিকা
সম্পাদকদিগের উদ্দেশ্য হইত তবে এত
দিনে সমস্ত পত্রিকার জন্য অত দর্শন
করিত নব্বই মাই। স্বার্থ পক্ষে থাকা
নিরপেক্ষ হুডকে অবলম্বন করিয়া চলা
গাভী শাস্ত্রে কি বলে, তাহাতে কর্পাস
করা সম্পাদকদিগের কর্তব্য। সে সমস্ত পত্র
সমস্ত পত্রই নয়, বাহা এই সকল নিয়মকে
অবলম্বন করে, বাহা সম্পাদক বিশেষের পক্ষ
সমর্থন করি আত্ম জীবন বিক্রয় করিয়া থাকে।
হিম্মুপেট্রিষ্ট ও সোমপ্রকাশ পত্রিকার সমান
ইহা, সমান গাভীরা অবলম্বন করিয়া সময়ে
উপযুক্ত কথাই বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য
কাহারই মুখাপেক্ষা করেন না, অথচ পাঠক
গণ পরিভ্রষ্ট থাকেন। পোটিট ও
সোমপ্রকাশ তাহারই শত্রু নয়। সুচিত
ও দেখিয়াই উচিত মত উল্লাহ পূর্ণ বাক্য
নির্দেশন করিয়াছেন। এজন্য এত হুলস্থল
কেন? এজন্য সম্পাদকীয় স্বত্ব 'বীথ' বীথ'
প্রদানবর্তারগরি কারণ কি? বাহা হটক
সম্পাদকদিগের মধ্যে এইরূপ মর্টকের অভি-
দয় কখনই প্রীতিকর নয়। সমস্ত এই নাটক
অভিনীত হইয়া শেষ বহনিকা পড়িলেই
সুখজনক হয়।

জমেন্দুক } অসুগত পাঠক।
১২/৩/৩০ }

মহাশয়! বালীগ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ্র
বিদ্যানিধি নামক এক ব্যক্তি বর্তমানাবধি
পতি বাহুরের মহাক্ষরিত সেরস্তার
আসিয়া প্রার্থ্য করিলেন, এবং সমস্ত মুগ্ধসংবৎ
সর হইবে কি না? তাহাতে এতদ্বার
পতিবর্গ সকলেই করিলেন যে মুগ্ধ সংবৎ
সর হইবে। তজ্জ্বল্যে অনেক ভক্ত বিহার্য
করিয়া নিজ পরিচর প্রদানপূর্বক করি-
লেন, প্রতিগ্রস্ত বহন আর্হে যে মীনে
মেবে রুধেচন তথা বিধুন কন্যারো।
অতীচাচারি বোধঃ স্যাতি। ৩৭ বাল

লোণ্য। অন্যতম। কন্যাবিক্রমের বিষয়ে
স্বাধীনতা হবে বুঝে। অতীতের দৃষ্টি কর্তব্য
বিবাহাদি বুঝে। এই বচন দ্বারা
প্রতিপদ্য হইতেছে যে কন্যা বিক্রিতে
ওকর অতীত হইলে সূত্র সংবৎসর হয়
না। তৎপরে এস্থানীয় পণ্ডিতগণ কহিলেন
যে এই বচন অমূলক বলিয়া। স্মৃতি লিখিত
হইলে, তাহাতে বিদ্যানিধি কহিলেন পণ্ডিত
ব্রহ্মাণ্ড অমূলক পুণ্ডরীক অমূলক নহে।
তাহাতে এস্থানীয় পণ্ডিতগণ মল মলি তত্ত্ব
বাহির করিয়া দেখাইলেন যে এই বচনই
অমূলক বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই কথা
জ্ঞাপন করিয়া বচন হইয়া উচিত গমন করি-
লেন।

এস্থান হইতে এক খানি সূত্র সংবৎ-
সরের ব্যবস্থা পরে পাঠাইব তাহাও আপ
সকার সোমবার পত্র প্রকাশ পূর্বক
সাদিক করিবেন।

ঐরাম তত্ত্ব তর্কসিদ্ধান্ত।

বর্জমান।

মহাশয়। পুটীয়া নিবাসিনী বীন
পালিনী রানী শ্রীমতী শরৎচন্দ্রী দেবীর
প্রাচীনতম নায় বোধ হয় কাহারও
অবিদিত নাই, কেবল অদেশের উন্নতি ও
পরিপাকের জন্য ইহার নাম সকলের
জ্ঞান স্থল। জ্ঞান সত্যতা যত জ্ঞান লাভ
করিতেছেন কখন, কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা
পরিপাকার্থ নিয়োজিত না হইবে, সে
পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ আমরা কৃতজ্ঞ নহি, যদি
দেশের একটি লোকেরও তাহাতে উপকার
হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।
উক্ত রানী পরিপাকের যোগ্য মুক্তকণ্ঠ
সেৱণ (কাশিম্বাজার নিবাসিনী বীন
পালিনী মহারানী বর্জমানী ভিন্ন) অতি
অল্প লোক এদেশে আছেন। সত্য
সত্য জানিতে অন্যত্র বাইতে হইলে না,
বেশী দরিদ্রদিগকে, যাহা পিতৃ বীন মিত্র
প্রদত্ত বিদ্যাব্যবসায়িক, দরিদ্র প্রভৃতির অথবা
সংক্ষেপে বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সম্পাদক-
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এখবরের

স্বাধীনতা অবগত হওয়া বাইবে। এমন
সংবাদ পত্রই বিরল বাহাতে ইহার
দুই চারিটি দাঁতবোর বিষয় উল্লিখিত না
আছে। বাঙ্গালা দেশে এমন জেলা বা
বিদ্যালয়ই বিরল বাহাতে ইহার দাঁত-
বোর চিত্র না পাওয়া যায়। ইহার কার্য
লয়ে যিনি এক দিবস উপস্থিত হইয়া
দাঁতব্য সম্বন্ধীয় বাত অবলোকন করেন,
তিনিই ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে
পারেন না। বাঙ্গালা দেশে অনেক ধনী
আছেন, কিন্তু দেশের বন্যার সময় কর জন
ধনী করসী গো-ম'ন'বের জীবন রক্ষা করি-
রাহিলেন? করজন দরিদ্র অজ্ঞপূর্ণ নরনে
ঔষধিগণের ধন্যবাদ করিয়া থাকে? কয়-
জন বিদ্যার্থী ঔষধিগণের রূপায় জ্ঞান
লাভ করে? এবং করজন লোকের সুখাতি
সকল লোকে একবাক্য হইয়া প্রতিপন্নিত
করে?

ইহাকে কোনরূপে সম্মানহীন উপাধি
প্রদান করিবার জন্য প্রায় সকল সংবাদ
পত্রই গবর্নমেন্টকে অস্বস্তি করিতেছেন,
কিন্তু কিছুতেই কর্তৃপক্ষীয়ের করণাত হই-
তেছে না। যদি সংবাদ্যের পুরস্কার করা
গবর্নমেন্টের কর্তব্য হয়, তবে ইনি অপুর-
স্কার করিলেন কেন? বেশী লোকদিগকে
জ্ঞানদান ও অর্থদান দ্বারা সুখী করিবার
জন্য গবর্নমেন্ট প্রায় কতই উপায় উদ্ভাবন
করিতেছেন, এবং বেশী লোকদিগকে
তত্ত্বের কতই উৎসাহ দিতেছেন, যিনি
বিনা উৎসাহে এখনি সংবাদ্যের অগাধ
মিনী হইয়াছেন, অকাতরে দরিদ্রদিগের
ভার বহন করিতেছেন, তাহাকে উৎসাহ
দান করাকি গবর্নমেন্টের অকর্তব্য? দাঁত
দান উৎসাহ সাপেক্ষ নহে, ইহা মান্য,
কিন্তু সদুদ্ভাবের পুরস্কার চির প্রসিদ্ধ,
এবং এই পুরস্কার সংবাদ্যের রাগিদিগের
দ্বারা সম্ভাবিত। ইহাতে কেবল দাঁত
উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এবং উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তি
গণ পরমানন্দ ভোগ করে, এমন নহে।
ইহা দাঁত রূপেরও বহু হস্ত মুক্ত করিয়া
স্বাধীন অস্বস্তি করে এবং তৎক্ষণাৎ কর্তৃক
বর্জমান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব সদুদ্ভাব

কাহো ঔষধিগণ প্রকাশের কোন হেতুই
লক্ষিত হইতেছে না।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, যদি সং-
বাদ্যের উন্নতি করা, সদাশয় ও দয়ালু
ব্যক্তির সম্মান করা, বিদ্যা বিষয়ক উৎসাহ
দাঁতকে উৎসাহ দেওয়া এবং সাধারণের
স্বস্তি বাহির প্রতি অস্বস্তি, তাহাকে তত্ত্ব
করা মুক্তি সত্ত্ব ও কর্তব্য হয়, তবে ইহার
দেওয়ান জিহুজ বাণু এসমুদায় মজুমদার
মহাশয়ও সম্মানহীন উপাধি পাওয়ার উপ-
যুক্ত।

১২৮০
২৪ এ পৌষ } ৩১

মহাশয়। এবার আমাদিগের প্রজা-
বৎসল লেফটেন্যান্ট গবর্নর মহোদয় তাবী দুর্ভিক্ষ
নিবারণার্থে নানা স্থানে নানা প্রকার উপায়
অবলম্বন করিতেছেন ও করিয়াছেন। কোথায়
পুষ্করিণী খনন কোথায় পুষ্করিণীর জীর্ণ
সংস্কার, কোথায় নদনদীর মোহনা কাটার
কোথায় চাউল প্রেরণ প্রভৃতি নানাবিধ
কার্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সমস্ত
পরিজ্ঞাত হইয়া নদীরা জেলার অন্তর্গত
উত্তরব নদ তীরবর্তী প্রজাগণের দুঃস্থতার
বিষয় বখাখবিকি বিবৃত করিবার বাসনায়
নিম্নলিখিত কয় পত্র লিখিতে বাধ্য
হইলাম।

এবার দুর্ভিক্ষ এক বিধ নয়, বিবিধ,
চাউলের দুর্ভিক্ষ ও জলের দুর্ভিক্ষ। আমা-
দিগের লেফটেন্যান্ট গবর্নর বাহাদুর প্রথমে
দুর্ভিক্ষী নিবারণার্থে নানা বিধ উপায়
উদ্ভাবন করিতেছেন কিন্তু শেষোক্তটির বিষয়
কিছু ভাবিতেছেন কি? অস্বস্তি পূর্বে যে
দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা সহচর বিনীত, কিন্তু
তাহাতেই তৎকালে প্রজা পুষ্করের দাঁত
পানিতে পরিপূর্ণ হইয়া জগৎ কি শোচনীয়
বেশ দারণ করিয়াছিল ও কত লোক,
অকালে মৃত্যুর করাল কবলে পতিত
হইয়াছিল তাহা কে বর্ণন করিতে পারে?
এবার দুগল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে যে বর্জমা-
নীত শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইবে
তাহা বুঝিতে অধিক অসম্ভব পাটনায়
প্রয়োজন নাই। বাহা হউক সত্য

পক্ষে শেখোক্তা হুজুরী বাক্ত এমল এখ-
মোক্তা তত নহে । এ অকসে উক্তর নামে
একটী নব আছে, সেটীই আমানিগের জলের
একমাত্র সখল । কিন্তু অনেক দিন হইল
যেহান্না বদ্ধ হইয়া ব'ওয়ার নদীতে জোড়ো
বিশীল যুত নদ রূপে পরিণত হইয়াছে ।
কেনন বনার সময় জলের কিকিৎ গভী-
রতা ও শ্রোতাঃ সযুৎপাদিত হয় । যাঁহা
হুজুর এতদিন তত কষ্ট কর নাই, বিগত
২১০ হুই সিন ২৫সর হইতে গভীরতা
নিভান্ত অংশ ব'ওয়ার ইহার তীরবর্তী
প্রজাবর্গকে বার পর নাই জলকষ্টে লভ্য
ক'রিতে হইতেছে । উক্ত বৈশাখ মাসে
নদীতে জলের গভীরতা এত অংশ হয় যে
অধিকাংশ স্থানেই এক হাট্ট হইতে এক বুক
পর্যন্ত জল দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন স্থানে
তিস হাতের অধিক জল দেখিতে পাওয়া
যায় না । যাঁহাও থাকে তাহাও বরি ভাল
হয় তাহা হইলেও সুখের সীমা থাকে না ।
একে ত এই সস্তীর্ণ জল তাহাতে আবার
হুর্গত ময় গরু, পামা ও কীটে পরিপূর্ণ
হয় । এই সময়ে যে যে পক্ষীতে দুই একটী
পুষ্করিণী আছে ততৎ পক্ষী নিবাসিগণ
সেই পুষ্করিণীর জলে জীবনধারণ করিয়া
থাকে । কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক পক্ষীতে
উক্তরূপ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয় । সুতরাং অধি-
কাংশ লোকেরই অগত্যা মাক কাণ বুজা-
ইয়া সেই হুর্গতময় কীট পরিপূর্ণিত জলে
শ্রোণধারণ করিতে হয় । কিন্তু এহার সখৎ
সর জল হয় নাই ; অতএব এতৎসর উক্ত
যুত নদে কিছুমাত্র জল দৃষ্ট হইবে কি না
সন্দেহ । সুতরাং এই নবতীরবর্তী অধিকাংশ
লোকেরই জলাভাবে অমীর হইতে হইবে,
হর ত অনেককেও ম'নবলীলা মধারণ ক'রিতে
হইবে । এক্ষণে আমানিগের একমাত্র আশা
প্রজাবৎসল গবর্নমেন্টে প্রজার হুৎ দূর
করণে মিয়াক্ত তৎপর ফের্মেন্ট গ'ব'র
মহোদয়ের নিকট প্রত্যাশা পুটে দিন
বচনে নিবেদন এত যে, একটী কার্যদ্বারা
শক্ত শক্ত প্রকার জাঃদূর করা যদি
প্রাকার নিতান্ত যত্ননা কর হয় তবে তাহা
সকলকেই হইয়া ইহার তীরবর্ত

প্রজাপুঞ্জের জনকটী দূরীকৃত করন ।
জেলা নবীরা } কস'টিং উক্তরনয়
২১০৮০ } তীরবাসিনঃ ।

নদীয়ায় নদী ।

সন ১৮৭৪ সাল ১৬ ই জানুয়ারি	স্থানের নাম	সর্বকমতি জল	ইক	কীট
	চৌরাসির নীচে		১০	
	তথা হইতে গুপপুর		১	২
	তথা হইতে জিঃপুঃ			
	৯ মাইলের মধ্যে		২	
	জিঃপুঃ হইতে ব'ওয়ার			
	৪৭ মাইলের মধ্যে		১	৪
	বহরমপুর হইতে কাটোয়া			
	৫০ মাইলের মধ্যে		২	২
	কাটোয়া হইতে নবীরা			
	৪৫ মাইলের মধ্যে		২	

সন ১৮৭৪ সালের ১৯ এপ্রিল জানুয়ারি বহরমপুর
গজ বাটের জলের মাপ ।

কীট ইক

বহরমপুর } টি. এচ. উইলসন, ই.
১৯ এপ্রিল জানুয়ারি } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৮৭৪ } নবীরা রিবার ডিবিজন ।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা প্রত্যাশা সহকারে প্রকাশ করি- তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সংগ্রহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন ।	ঐযুক্ত বাবু বীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য	মনিষাজ্ঞার	১০
	" হুর্গদাল আচ'বা' চৌধুরী	মুকুণ্ডগ'হা	৫৪০
	" " চন্দ্রশেখর সাম্যাল	হুগুবেড়িয়া	১০
	" " বিপ্লব চৌধুরী—পানিহাটি		১০
	" " জগদীশ সাম্যাল—বারানসী		১০
	" " বহুশয় বসু—ব'ওয়ার		১০
	" " উদয়চন্দ্র দাস—ব'ওয়ার		১০
	" " সর্বেশ্বর দোষ—ব'ওয়ার		১০
	ব'ওয়ার পাবলিক লাইব্রেরি		৫৪০
	ব'ওয়ার সুদীপপাড়া এসোসিয়েশন		৫৪০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না ।
ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্গাসিক ৫৪০ টাকা, নকশলে দায়ল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্গাসিক ৫৪০ টাকা । চম
মাসের দ্ব্যনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না । সেটি, হুটি, বরাত চিটি, মনি অর্ডার,
ইহার অন্যতর যাহাতে মাহার স্থবিধা হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন । কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না ।
মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্বে কেহ সোম-
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না ।
যখন বিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা বেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আশানার নাম স্পষ্টাকরে
লিখিয়া ঐযুক্ত কোমরাধ চক্রবর্তী নামে
পাঠাইয়া দেন ।
বাঁহাবিগের হুতন মূল্য দিবার সময় নিকট
হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে তাঁহাবিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-
দিগকে অরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে । সময়
অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বদ্ধ করা
যাইবে ।
সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা
নীতি পাইব ।
বাঁহারা দায়ল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাবিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না ।
কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পত্রিক ৬০ হুই আনা তাহার পর ১০
হুই আনা দিতে হইবে । বিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সহিত অতঃপূর্ব যোগাযোগ হইবে ।
এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব
সোণাপুর টেলের দক্ষিণ চাঁকড়িপোতার
ঐযুক্ত হারকানন্দ বিহাঙ্গবনের বাসিতে
প্রতি সোমবার প্রাত্যহিক প্রকাশিত হয় ।

সোমপ্রকাশ

১৩ নং ভাগ।

১২ সংখ্যা।

“দ্রবস্তুনাং প্রকৃতিত্বিনায়ে পার্থিবঃ সন্নিহিতো অতিমহতী ন হৌয়নাং

প্রতিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা

প্রতিম বাৎসরিক ৫০ টাকা

সম ১২৮০। ২১ এ মাঘ । ইং ১৮৭৪। ২ রা ফেব্রুয়ারি

মকরমে মাহুল সমেত প্রতিম বার্ষিক ১০। ২১ টাকা এবং বাৎসরিক ৫০ টাকা।

নিবৃত্তাপন

এমোনিনী ১ ম ভাগ। মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ৮০। ইহাতে কাব্যমোদী সন্দের কুলের এমোদকর করে কটি ইংলিষ্ট কমিট্রাকর পদ্য এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে কটি গদ্য এবং আছে। অবরব ৮ পেজি ফরমার অনুমান ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বেচু চাইবোর টুট ৩০ নং সন্তত বস্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় এমোনিনী সভার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ঐচ্ছিক চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান দ্বাইতেছে বাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মনি অর্ডার অথবা বরাতে চিঠি দ্বারা পাঠা ইবেন, তাঁহারা ঐচ্ছিক সেনারনাথ চক্রবর্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস্ব।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অস্থ বাসিত মাধবনিবান মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ৮০। ফেরিলি টুটমেট মায় ডাকমাণ্ডল মূল্য ১০। এলপেয়ল ক্রেশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক * মোটেল অন্ ইনজিনিয়ারিং * মূল্য ১০। ডাক মাণ্ডল ৮০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

ঐচ্ছিক চট্টোপাধ্যায়
বিশ্ব হুর্টেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বস্তুভাষার ডাক্তার পুস্তক
গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

মূল্য—ডাকমাণ্ডল		
রোগ বিচার	৩	১০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক ৩		
ধাত্তী শিক্ষা	২	১০
বিহু চিকা রোগের চিকিৎসা	১০	৮০
কুইনাইন এরোগ	১০	৮০
শরীর পালন	১০	৮০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত।

প্রাকৃতিক অবস্থেতিসন	১৮	১০০
এনাটমি	৪৪	৮০
মাতৃশিক্ষা	২	১০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	৮০
------------	---	----

ঐচ্ছিক চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা লালবাজার

বিশ্ব হুর্টেল।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১ জা এপ্রেল অবধি ১৮৭৫ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্যন্ত সময়ের কারখানার গেটী টোত্র প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেঙের সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডারগেটের কমি-সরি আগামী ৩১ এ আগস্টের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

অধিক কিবা অঙ্গসংখ্য (গবর্নমেন্টের কার্যের জন্য যেমন আবশ্যক) টোত্রের টেঙার সরবরাহের নিমিত্ত টেঙের

সকল আবশ্যক হইবেছে, তাহা এবং এপ্রি-মেন্টের ফরম আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার অফিসে রাখিবার এবং চুটীর দিন বাদে প্রতিনিয় বেখান হইবে।

টেঙের গ্রাহ্য হইলে এপ্রিমেন্টের ফরম থাকিবে ও মোহর করিতে হইবে। টোত্রের মূল্য এক টাকা কলিকাতারদিগকে দিতে হইবে।

টেঙেরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলকেট বেঙেরা হয়। যে মূল্যে যে আকার টোত্রের বেঙেরা হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া লেখা এবং অঙ্কে লেখা থাকিবে।

টেঙেরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম ২ টাকার ছই খান এই অফিসে পাওয়া যাইবে।

অত্যন্ত সরবরাহের টেঙের গ্রহণ করা হইবে না, এবং টেঙের প্রগ্রহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অভিনায়ে ইমপেট্রর জেনারেলের টেঙের গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি যেচ্ছামত অত্যন্ত সরবরাহের টেঙের বা অন্য কোন টেঙের অথবা যে টেঙের কোন প্রকার মূল্য বেশি বোধ হইবে তাহা করণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেঙেরের সহিত পূর্ণবর্ষের টোত্রের কাগজেই হইক অথবা প্রাটেই হইক ৫০০ টানা কম দিতে হইবে। এপ্রিমেন্টের পত্র লেখা হইলে

কিছু টেঙার অগ্রাণী হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হইবে

১৮৭৪ অব্দের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডিন্যান্সের কমিশনরি উক্ত কারখানার আফিসে টেঙার সকল খুঁজিবেন বাছারা টেঙার দিরাছেন, তাঁহারা সেই সময়ে তথ্য উপস্থিত থাকেন।

সমস্যা এ, ওয়াকার ক্যাপ্টেন
কারখানা আফিসে } আর, এ,
২৬ এ ফেব্রুয়ারি } কমিশনরি অর্ডিন্যান্স
১৮৭৪।

যিনি তুরার আয়তন লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থবিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুভয়ের পুস্তকের মধ্যস্থারে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উভয় পুস্তকে সাধনের ভাব বিস্তৃত আছে। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাগুল দুই আনা। জীহামপুরে আমার নিকটে আশ্রয়।

জীকেশবচন্দ্র রায় কাম্যকর।

—০—

কলকাতা গুপ্ত এমেলী

(প্রতিনিধি কাব্যালয়।)

এই কার্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সম্বন্ধে বহু প্রকার কর্ম আছে সে সমুদয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত ব্যয় হয় না অথচ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কার্য করিলে যে লাভজনক হয় তাহা দ্বারাও সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্মচারীগণের পারমর্শিতার কারণে কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অধিক লাভ হইতে পারে ইহাতে ছোটবড় ব্যবসায়ী কি অপর সাধারণ সকলেরই সকল কর্ম সমাধা হইয়া নির্বাহ হইতে পারে। যথা জরুরি বরিন বিক্রয় করা, স্থানান্তরে জরুরি প্রেরণ করা এবং কোন কিছু তৈয়ারি কি সেলামত করা, টাকা প্রকৃতি গচ্ছিত রাখা, আশ্রয় জনের ও বিয়ের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, সামলা মোকদ্দমার জার গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া, কি সংশ্লিষ্ট হইবার দ্বারা বিবাদ জটিল করা অর্থাৎ বাছাতে পরস্পর বিবাদ করিয়া অর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত

না হইয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বত্রই হইতে পারে উপায় করা প্রকৃতি উচিত মত কার্য সম্পন্ন হইবে এই এমেলীর দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়। এতদ্বারা বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলি জানিতে ইচ্ছা হইলে এমেলীর মুদ্রিত নিয়মাবলী বেধিতে হইবেক, যাহা আবশ্যিকমত সকলকেই পাঠান হইতে পারে।

এই এমেলীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক বাসি জরুরি বাছার দরের তালিকা মুদ্রিত হইয়া একশ হয়, তাহার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার জরুরি বাছার দর জানিয়া এমেলীর উপর দ্রুত বিক্রয়ের আশ্রয় করিতে পারেন, কলিকাতার অনেক আড়তবাজার প্রকৃতি মহাজন লোক আছেন, কিন্তু বাছার একপ কোল স্থানহীন নাই; সেট নিমিত্ত এমেলী দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

এমেলীর নিয়মাবলী ও বাছার দরের তালিকা আবশ্যিক হইলে প্রেরণের মত ডাক মাগুল পাঠাইলে উভয়ই পাঠান হইতে পারে।

জীঅভ্যুতরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ

আমার ১১ টাকার তিতারাম পান মহাশয়ের হাস কাশ রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বিভিন্ন সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সমস্তি তাঁহার পরমোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল রোগের অব্যর্থ ঔষধ আশ্রয় লইয়া ও যেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি যেদিন পুর ও জুগলী কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পরামর্শে আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে যেদিন পুর গবর্নমেন্ট জেলা শুলের তৃতপুর্ন প্রধান শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সত্যর সত্যপতি জীহুক বাবু রাকনারায়ণ বহু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কলিকাতা হুলাপুরের ফকিরচাঁদ মিঞার স্ট্রীটে

১৩ নং বাসি। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি ঐক টাকার মাত্র তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

জীউপেক্ষনাথ পাল

—০—

জীহুক বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয় চরিতার্থক দুলা ৮০ আট ডাক মাগুল ৮০ ইহাতে এমেলীর প্রথম প্রধান আট জনের জীবন চরিত আছে। বহু চাই যের জিট ৩০ নং সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকা দরে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে

জীচরিতরণ চট্টোপাধ্যায়।

—০—

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বিজ্ঞান তন্ত্র নামক গ্রন্থ দ্বারা কলিকাতা বহু-তার ভিক্টোরিয়া যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া ৪৭ বৎসর বাহির হইতেছে। তাহার মূল্য আশ্রয়কারির পক্ষে প্রতি ফরমা ৮০ আনার হিসাবে একবৎসর মূল্য ১০ চারি আনা।

দুলা অগ্রিম পাঠাইলে প্রতি ফরমা ১৪ তিন পাই হিসাবে প্রতি বৎসর দুলা ৮০ তিন আনা। মফস্বাধিকপণ্ডে দুলা অগ্রিম পাঠাইতে হবে, এবং প্রতি বৎসর ৮০ এক আনা করিয়া ডাকমাগুল হিতে হইবে।

জীহুক অধিকাররণ শর্মা।

মেসিউরিনাশক পুত্রি

অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেসিউরিনাশক জ্বিত হইয়া, বক্রত, পুরাতন, বিগম, সংক্রামক পালান্ডর এবং অযথা কুইন ইন ব্যবহার ঘটত আর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

দুলা ১২ পুত্রি ৮০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এও কোং

হুসরবন মেডিকেল হাউস

কামিপুর, কলিকাতা।

দ্বাদশ পট্টারি ওয়ার্ক।

বহিষ্কারেরো অন্তর নির্দিষ্ট কোন প্রকার
প্রত্যাবর্তন হয়, আবেদন করিলেই উক্ত
প্রত্যাবর্তন দেওয়া যাবে।

নিম্নলিখিত প্রত্যাবর্তন শুধুমাত্র বিক্রয়ার্থ
প্রযোজ্য।

রেল করা অন্তর নির্দিষ্ট নর্থমার পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইকন জটশন ও
বেগ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট।
মেথিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট।

কারার ত্রিক।

কারার স্ক্র।

বাসীর নর্থমার ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেল করা
পাইপ, টাইল এবং কারার ত্রিক প্রযুক্তি
নির্দিষ্ট হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

ক. ল. কাতা

৭ নং বেড্ডিংল ট্রাউট } বরং এও কোং।

—৪৩০—

পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট।

মেদিনীপুরাধার নিমিত্ত অত্যন্ত
মৌলমিন শালের ফাউন্ডিং আবশ্যক হই
য়াছে। বাহীরা তাহা যোগাইবার জন্যে
করিতে চান তাহারা নিম্ন লিখিত নিয়মাবলী
সঙ্গে করিবেন।

একদিকে, দীর্ঘ ৯ ফীট ১১ ইঞ্চি এবং
প্রস্থ ৬ ফীট ৬ ইঞ্চি পরিমাণের ৫৪০ খান
আর এক দিকে দীর্ঘ ৯ ফীট ১১ ইঞ্চি
ও প্রস্থ ৭ ফীট ৪ ইঞ্চি পরিমাণের ১৫০
খান।

পূর্বেকৃত ফাউন্ডিং সকল কন্ট্রাক্টর
ভারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনী
পুরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এ-
কি রীতিতে টেন্ডার করিতে হইবে তাহা নিম্ন
লিখিত শর্তের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত করিলে
জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকার কম
দিতে হইবে। টেন্ডারদারীদিগকে টেন্ডার

রের সহিত ১০০ একশত টাকা ব্যয়না স্বরূপ
দিতে হইবে।

মেদিনীপুর } জেমস, ডিয়ার
৯ ই জুলাই } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৮৭৪ } কশাই ডিবিজন

নুতন মুদ্রিত।

স্কুলের ছাত্রদিগের ব্যবহারোপযোগী
এক খানি ইংরেজি ভূগোল, অতি কম দিন
হইল মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপর
পর ভূগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহাতে
ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও আঞ্চলিক ভূগোল
সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিশেষ যত্নের সহিত
সমিবেশিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা
পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী
থেকার স্পিঙ্ক কোম্পানির হোকানে, স্কুল
বুক সোলাইটর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত যন্ত্রের
পুস্তকালয়ে কিংবা নুতন সংস্কৃত যন্ত্রে অল্প
সময় করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য
১ টাকা-মাত্র।

নোমপ্রকাশ।

২১ এ মাস সোমবার।

যাহা করিবার সমগ্রপে করাই
উচিত।

এখানকার সকল সংবাদ পত্রই
রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ
করিতেছেন এবং টাইমস প্রভৃতি ইংল-
ণ্ডের প্রধান পত্রও সেই পরামর্শ দিতে
ছেন। সকলেই বিপদের আশঙ্কা করিয়া
ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্তু যাহার হস্তে
সেই লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন সূত্রের
ভার সেই লর্ড নর্থব্রুক আজও কেন
সেই অনুরোধ পরামর্শ ও ব্যাকুলতার
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না? তিনি
অন্যবিধি যে যে উপায় অবলম্বন করি-
রাছেন এবং তাহাতে সে যে প্রকার
কার্য হইতেছে পাঠকগণের অনেকে
তাহা বিদিত আছেন। ডাবী জুর্জিক
নিবারণের জন্য তিন প্রকার উপায় অব-
লম্বন করা হইয়াছিল। (১ম) পূর্ণাঙ্গ

ডাবী-কাটাই করিয়া বহিষ্কার ও শ্রমজী
বিধিগণকে শ্রম ও অন্ন যোগান, (২ম)
রেলওয়ে জীয়ার প্রভৃতির ভাড়া কমা-
ইয়া ও অর্থ সাহায্য প্রদত্ত করিয়া
দেশীয় বাণিজ্যের উৎসাহ বর্জন করা
(৩ম) প্রবেশ, কটক প্রভৃতি ভিন্ন
ভিন্ন স্থান হইতে শস্যের আমদানী করা।
লর্ড নর্থব্রুক আপাততঃ এই তিন
প্রকার উপায় অবলম্বন করাই যথেষ্ট
বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। রপ্তানী
বন্ধ করা বিষয়ে তাঁহার মত এই যে,
বাজারে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে আপনা
আপনি রপ্তানী কমিয়া আসিবে। কিন্তু
দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ত্রিবিধ উপায়ের
কোনটাই আশাস্তরূপ ফল প্রদান করি-
তেছেন না। প্রথমতঃ শোণ খাল, গওকের
বাঁধ উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে প্রভৃতি
যে সকল কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে,
তাহা এক প্রবেশে বন্ধ; সুতরাং
তদ্বারা দেশবাণী জুর্জিক নিবারণের
আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণ-
মেন্ট যে সকল শস্য আমদানী করিতে
ছেন তদ্বারাও বিশেষ সাহায্যের সত্তা
বন্দা দেখা যায় না। কারণ গবর্ণমেন্ট
কতই শস্য সঞ্চয় করিবেন? অন্যবিধি
যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহাতে দুই
এক মাসের অধিক চলিবে কি না সন্দেহ।
আবার যে কিছু শস্য আমদানী হই-
তেছে তাহা বন্ধ করিবার উপায়াভাবে
যদি সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত হইতে
অনেক বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। এ দিকে
আবার গবর্ণমেন্টকে শ. সংগ্রহে বাস্তব
দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ
হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেন্ট বাণিজ্যের
স্বাধীনতার ব্যাঘাত করিবার ভয়ে
রপ্তানী বন্ধ করিতে চান না, কিন্তু
প্রকারান্তরে সেই স্বাধীনতার সমুদ্র
ব্যাঘাত ঘটতেছে। এক দিকে যেমন
গবর্ণমেন্ট শস্য সঞ্চয় আরম্ভ করিতে

দেশীয় বণিকেরা অধিক লাভের আশা পরিভাগ করিয়া আপনাদের হস্তক্ষেপ শস্য সকল বর্তমান মূল্যে ছাড়িয়া দিতেছে, অপর দিকে তেমনি খাড়ি নৌকা প্রভৃতি অধিকাংশ যান বাহন গবর্ণমেন্টের শস্য বহন কার্যে নিযুক্ত থাকিতে তাহারা স্থানে স্থানে ইচ্ছামু রূপ শস্যাদি প্রেরণ করিতে পারিতেছে না। অনেক আড়তদারের গোলাতে যথেষ্ট চাউল পড়িয়া রহিয়াছে। উড়িষ্যার হুর্ডিকের সময় এইরূপ শস্য প্রেরণের অন্ত্রবিধা ঘটতে হুর্ডিশার একশেষ হইয়াছিল। অসময়ে যে কিছু শস্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহা গ্রাণ থাকিতে সেই হস্তভাগ্যাদিগের নিকট পৌছিল না। আমাদের বোধ হয় এখন গবর্ণমেন্ট যদি ততঃপ্রদেশীয় গাড়ি নৌকা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া নিজের শস্য প্রেরণের অন্য উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অপর বণিকেরা সেই সেই স্থানে শস্যাদি লইয়া যাইতে পারে।

এ বিকে আবার গবর্ণমেন্ট আপনা আপনি রপ্তানী বন্ধ হইবার যে আশা করিয়াছিলেন তাহাও ঘটিতেছে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেন্টের উদ্যোগ দেখিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীরা বর্তমান মূল্যে শস্য ছাড়িতেছে; পুস্তরাং বাজারে তত মূল্যবৃদ্ধি হইতেছেনা এবং রপ্তানীও বিলম্ব চলিতেছে। বাজারে শস্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াই বেশে কত শস্য আছে তাহার পরিমাণ করা যায়, কিন্তু বর্তমান বাজার সে সহজে প্রত্যক্ষ করিতেছে। লোকে মনে করিতেছেন যখন বাজারে শস্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি হইতেছে না, তখন বোধ হয় যে রূপ হুর্ডিকের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহা হইবে না। ইহা মনে করিয়া সকলে সন্ত-

কতশূন্য হইয়া বার করিতেছেন। এই রূপে হয় ত এবারে যে কিছু শস্য জমা রাখে তাহা স্বরায় শেব হইয়া যাইবে এবং অবশেষে বিপদ উপস্থিত হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় এখন যদি গবর্ণমেন্ট আংশিকরূপে কার্য করেন তাহা হইলে অনিষ্ট ঘটনারই অধিক সত্তাবনা। যদি বাণিজ্যের স্বাধীন কার্যের ব্যাঘাত জন্মান মুক্তিসঙ্গত না হয়, সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যের উপর নির্ভর করা উচিত। অথবা যদি এজাহিরের প্রাণ রক্ষা রাজার কর্তব্য কর্ম বোধ হয় এবং এক মাত্র বাণিজ্য রূপ উপায় যদি সে পক্ষে যথেষ্ট হয় বলিয়া মনে হয়, তবে আর কতক বাণিজ্যের হস্তে কতক নিজের হস্তে একরূপ আংশিকরূপে কার্য করিয়া উত্তর পক্ষের ব্যাঘাত করিবার প্রয়োজন কি? গবর্ণমেন্ট সাহসপূর্বক যাহা করিবার নিজে করুন। আমরা এত লোকের অম্মের সংস্থান করিতেছি, দেশীয় বণিকেরা অবশিষ্ট লোকের অম্মের সংস্থান করুন, দেশের ধনী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা এক ভাগ অর্থ সাহায্য করুন আমরা হই ভাগ দিতেছি একরূপে ভাগভাগি করিয়া কার্য করিতে গেলে কেবল কালবিলম্ব হইবে এবং অবশেষে লক্ষ লক্ষ প্রকার প্রাণ রক্ষার তার সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের শিরে অর্পিত হইবে। যদি জাতি সাধারণ দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা জাতী বিশেষের লাভ বা ক্ষতি গণনা না করা অনুচিত না হয় তবে লাভ মর্নত্রক আর সে গণনা করিবেন না। যখন সমস্ত গমনরহিত করিয়া সেই পাঁচ লক্ষ টাকা হুর্ডিকপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণকে অস্বপ্নে প্রেরণ কার্যে নিরোপ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, যখন গার অর্জ কার্যগকে

অপটু দেখিয়া উহার কার্যভার যথা সময়ে সরিষা টেম্পলের ও নিজের হস্তে লইতে প্ররুত হইয়াছেন, তখন আরও একটু সাহসের সহিত কার্য করুন। বাণিজ্যের সুখাপেক্ষা না করিয়া বাহাতে একটুও প্রজা অনাধারে কালপ্রাণে পতিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন।

বঙ্গালা সাহিত্যের অপর্যবে
কারণ কি?

কোন দেশীয় সাহিত্য যেমন সেই দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি গঠিত করিবার উপায় এমন আর অন্য উপায় আছে। অমনীর স্তনমুখ পরিভাগ্য করিতে করিতে বালক বালিকাদিগের হস্তে বিবিধ প্রকার পাঠ্য পুস্তক অর্পণ করা হয়। অল্পশ্রম গ্রহণ করিয়া শিশুর শরীর যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহার হৃদয় মনও সেই সকল পুস্তক হইতে নীতি ও জীব গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠিত হইতে থাকে। এই কথাটা স্মরণ করিলে দেশের ধর্ম-নীতি ও রুচির সহিত যে সাহিত্যের কি সহজ তাহা কতক হৃদয়ঙ্গম করা যায়, এবং সেই সাহিত্যের উৎসর্গ সাধনের জন্য যে কতদূর সচেষ্ট হওয়া উচিত তাহাও কতক অনুভব করা যায়। সুবিধাত আমরা মনে এক স্থানে বলিয়াছেন “কোন জাতি যে প্রকার লেখকদিগকে অধিক প্রাশংসা করে তাহা দেখিলে তাহার ধর্মনীতির অংগা স্পষ্টরূপে জানা যায়”—বাস্তবিক ইহা অতি সত্য কথা। যেমন লোকের রুচি অনুসারে প্রস্তুতকৃত আহার ও অনাহার হইয়া থাকে সেইরূপ ক্ষমতাশালী প্রস্তুতকৃত রুচির অনুসারে আবার দেশের লোকের রুচি গঠিত হইয়া থাকে। যাহারা আপনাদের চিন্তাশক্তি দ্বারা

পাথে একপ অবস্থা থাকিও উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু কতকগুলি কোচের এবিধে বিশেষ সচেতন হওয়া উচিত। কারণ দেশের সামান্য লোকদিগকে উন্নত করিবার সেই এক মাত্র উপায়।

হাট আলিয়া বেলগের।

ইংলণ্ডে এতদিন নির্দিষ্টভাবে ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়া আসিয়াছেন। কলকাতা শীত ঋতুর পূর্বে ভারতবর্ষের কোন বর্ষে শত্রু ছিল না, ফরাসীদিগের পতনের পর রুশীরা ইংলণ্ডের বর্ষশত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে জন এক্ষণে ইংলণ্ডের আর কাছাকাছি হইতে ভয় নাই, রুশীরাই এক্ষণে ভয়ের কারণ হইয়াছেন। রুশীরা যে ভারতবর্ষের প্রতি লোভ জন্মিত, এ সংস্কার ইংলণ্ডের ও এদেশের অনেকেরই হইয়াছে। একপ সংস্কার জন্মিবার বিলম্ব কারণে আছে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করা যে রুশীরা ইচ্ছা পদে পদে তাঁহার প্রয়াস পাওয়া যাউতেছে। রুশীরা ক্রমে খাট ঘাট বাঁধিয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শিবা ভয় করিবার পর অবশিষ্ট ক্রমে ভারতবর্ষের প্রতি ভয়বশের দিকে চালিত হইতেছে। তাঁহার আফগানিস্তানের সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। তদ্যার বাজী প্রভৃতি নিখোঁপ কাটোয়ানকে প্রস্তুত বৈনা সংস্থাপন রাস্তা ঘাটের সুবিধা একল বন্দোবস্ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে চর প্রেরণদ্বারা দেশের স্বাভাবিক অবস্থার অসুস্থজ্ঞান লওয়া হইতেছে। মধ্যে কাবুলে আমীর এক প্রতিবন্ধক আছেন। কাবুলের নামা খোলযোগ ঘটিতেছে। আমীরের অসুস্থতা ও বর্ষশত্রু রাঙ্ক হইয়াছে, যদিও তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহার বনিফী পুত্র আবদুল মানেক উচ্চ দিকারী ক্রান্তে

জোঁতপুত্র জাকুব খাঁ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি রুশীরাব পক্ষ অবলম্বন করিবেন কি না কে বলিতে পারে? আমীরের রাজ্যের এইরূপ ভাব রুশীরা অতীত সাধনের পক্ষে বিশেষ অসুস্থ লক্ষ্যে নাই। তবে এক্ষণে যেমন রাস্তাঘাটের সুবিধা নাই যে রুশীরা আফগানিস্তানের সীমা হইতে রাস্তা রাস্তা আলিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। যখন যে সুবিধা হইবে তখন রুশীরা হইতে শত গুণে ভয় বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। সেই সুবিধাও নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। বারন্ ডি লেসেপসের পুত্র এম, বিক্টর ডি লেসেপস এসেছে আলিয়ায়। বারন্ ডি লেসেপস পেশোয়ার হইতে একটা রেলওয়ে বাহির করিয়া উহা সমাপ্তগত রুশীরা রেলওয়ের সহিত সংযোগ করিবার যে প্রস্তাব করেন আমাদিগের সামান্যত্ব গণের সমিত তদ্বিবর কথোপকথন দ্বিবার জনা তিনি তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। এই রেলওয়ে দ্বারা গ্রেট ব্রিটনের যে অনেক মঙ্গল হইবে এটা তিনি ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বারনের মনেও কথা কি কে বুঝিতে পারে? ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞদিগের অনেকে এসময়ে অনেক কথা বলিতেছেন। এ রেলওয়েটা হইলে যে আমাদিগকে প্রতিফল রুশীরা আক্রমণের আশঙ্কা করিতে হইবে, ইংলণ্ডের অনেককে এই কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ আবার বলিতেছেন, এই রেলওয়েটা দ্বারা যেমন বিপদ গণনা করা যাউতেছে, ইহাতে লাভেরও বিলম্ব আশা আছে। এ রেলওয়েটা হইলে বাণিজ্যের ঐক্য হইয়া অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে। রুশীরা যে পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া আসিয়াছেন, সে পর্যন্ত তিনি নিজে যে একটা রেলওয়ে করিবেন সে

বিষয়ে সংশয় নাই। তাহাতে ইংল্যান্ড বিগের কোন কথা করিবার ও যো নাই। যদি রুশীরা আফগানিস্তানের অপর পাশে তাঁহার রাজ্যে একটা রেলওয়ে করেন, আমাদিগেরও এদিকে একটা রেলওয়ে। বাস্তবিক রুশীরা আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া বাণিজ্যের একপ প্রতিবন্ধকতা চরণ করা কোনক্রমে যুক্তিসঙ্গত হয় না। যাহা হউক রুশীরা ত এবিধে লেফেঙ্গের উৎসাহ বর্জন করিবেন, আমাদিগের বর্জ্যপক্ষীয়রা এই রেলওয়ের প্রস্তাবটা কিভাবে গ্রহণ করেন বলা যায় না। তাঁহারা যেভাবেই গ্রহণ করুন, যদি জাতি বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং রুশীরা আক্রমণের আশঙ্কা পরিভাগ করিয়া দেখা যায়, এই রেলওয়ের অন্তর্কালে দণ্ডায়মান হইতে হয় সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য সম্বন্ধে দেখিতে গেলেও লেসেপসের এ প্রস্তাবে রুশীরা সম্বন্ধে সন্দেহ হইবেন; তাই তাহাতে তাঁহার লোভ ভিন্ন জন্মিত নাই। মধ্য আমিয়াতে বাণিজ্যের ঐক্য করিবার জন্য রুশীরা বহুদিন প্রয়াস পাত্তেছেন। বাণিজ্যব্যয়্যাত করিবার অপায়েটে শিবার সমিত বিয়োদ। এই রেলওয়ে নির্মিত হইলে তাঁহার সেই বাণিজ্যের মঙ্গল প্রকার অসুবিধা দুটো ঘাইবে। কেবল নাত্র তালা নছে, এখন তিনি ধন ধান্য পরিপূর্ণ রত্ন প্রায় ভারতভূমির অনেক দূরে গড়িয়া আছেন। এই রেলওয়েটা হইলে তিনি উত্তরাদিকরিয়া আমিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অংশী হইতে পারিবেন। যে যে কারণে রুশীরা আশা সেই সেই কারণে ইংলণ্ডের বিরক্তি। প্রথমতঃ এতদিন ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর ইংলণ্ডে একচেটিয়া করা ছিল। উত্তর গণিতমাফলের বিবিধ পণ্য দ্রব্য এতদিন ইংল্যান্ড বাণিজ্যের দ্বারা ইংল্যান্ড

জাহাজে ইংলণ্ডের বাজারে নীত হইত। ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা ইংলণ্ডের বাজারে হইতে উচ্চ মূল্যে সে সকল ক্রয় করিয়া লইয়া যাউতেন। কিন্তু এই রেল ওয়ে রূপ দ্বারা উন্মুক্ত হইলে আর ভারত বর্ষ দূরে থাকিবে না। শিরোবেটন পুর্নক ন্যাসিকা স্পর্শ করার ন্যায় আর উল্লেখ্য বাজারে গিয়া ভারতবর্ষের লব্ধ প্রভা ক্রয় করিতে হইবে না। ক্রাশিয়া জর্জি অট্টো হা ফুজ প্রভৃতি মনলেই এই দ্বার দিয়া ভারতবর্ষে আগিয়া প্রবেশ করিবে এবং ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধভাবে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দের লব্ধ ভিন্ন ক্ষতি নাই, কাণ্ড এখন বাজারে অপর ক্ষেত্রের লব্ধা অধিক না হওয়াতে ইংল্যান্ড বণিকেরা আপনাদের মনোমত মতে ভারতবর্ষীয় লব্ধা সকল ক্রয় করিতেছেন; কিন্তু তখন অন্যান্য জাতীয় বণিকেরা বাজারে উপস্থিত হইলে সেই সকল লব্ধের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং সেই পরিমাণে ভারতবর্ষের ধন ধান্য পরিপ্রম সত্যতা প্রভৃতি বর্জিত হইবে। ইংলণ্ডের দ্বিবার্ষিক কার্য বোধ হয় এই, এক্ষণে ইংলণ্ড আগিয়ার মধ্যে সর্ব প্রথম গণ্য মেটে হিয়া পরিগণিত। অসত্যদিগের সভ্য তিনি এক মাত্র সুভা; সুতরাং তিনি সর্বোচ্চ সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। আগিয়ার অল্প লোকেরা পুথি বীর মধ্যে ইংলণ্ডকেই এক মাত্র সভ্য ও সভ্যশালী জাতি মনে করে; কারণ অন্য কোন জাতির বিষয় তাহারা অধিক জানে না; এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে সে অজ্ঞতা ঘুটিয়া যাইবে; সুভা কান্স পরাক্রান্ত জর্জি ও নরোদীসমান ক্রাশিয়া উভয়ের কথা আগিয়ারদের কর্ণগোচর হইবে এবং তখন ইংলণ্ড যে অজ্ঞা ও ভ্রান্তি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা হারাইতে হইবে।

যে কারণেই হউক ইংলণ্ডের দ্বিবার্ষিক পুর্ণ ও বিদ্যেপূর্ণ ব্যবহার আমাদের কখনই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। যে ব্রিটিশ জাতি ইটাইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া প্রভা উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যকে স্বাধীন ও মুক্ত করিবার জন্য এত ক্রেশ স্বীকার করিয়াছেন তাহাদের উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক্ষণ আগতি উত্থাপন করা ভাল দেখায় না। কেহ কেহ বোধ হয় বলিবেন, ইংলণ্ডের এক্ষণ নীচ দুটি হওয়া অসম্ভব; আমরা তাহা দগকে একটা উত্তীর্ণের কথা স্বপ্ন করাইয়া দিতেছি। ইংল্যান্ডের ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াই ফাশিগকে কিরূপ এক প্রবেশ হইতে অপর প্রবেশে একরাজার আশ্রয় হইতে অপর রাজার আশ্রয়ের অনুসরণ করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত করিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন তাহা কি উচিত জানেন না? কান্স যে সময় গৃহ বিচ্ছেদে ভ্রমগ্রস্ত না হইলে শীঘ্র সে বিবাদের সীমান্ত হইত না। এমন কি লন্ডনে লেনলি বেশীর রাজাদিগের সহিত “সবিস্তারি এলায়েন্স” নামে যে সন্ধি করিতেন তাহাব মধ্যে একটা মূল কথা এই থাকিত যে, তাহারা ফাশিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। এত করিয়া যে একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, আজি তাহার অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলে কি সভ্য হয়? ইংলণ্ডের দ্বিতীয় আগতিও শিশুপ্রলপিতের ন্যায় বোধ হয়। অন্য প্রকার উপযুক্ত লোক আগিলে আমার প্রভা যায়, সুতরাং অন্যদিগকে আগিতে দিব না, ইহা অতি অকীচীন কথা। একজন একবার আমাদেরকে বলি হাভিলেন যে তাহার অপেক্ষা বিদ্যান ভদ্র ও সজ্ঞা লোকের সহিত আগি হইলে তাহার গুণগণী আর উত্তীর্ণে মান্য করিবেন না; সুতরাং ইচ্ছা নয় যে,

তাহা অপেক্ষা উন্নত কোন ব্যক্তি তাহার পরিবারের সহিত পরিচিত হন। আমরা শুনিয়া ও তাঁহা ভয় দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের দ্বিবার্ষিক দ্বিতীয় কার্যনী প্রদর্শন করা গিয়াছে তাহা এইরূপ উপলব্ধির বিষয় নহে। ইউরোপে যেমন “বালান্স অব পাউ” আর “অর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য আছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির অধিকার ও সীমা নির্ণীত হইয়া আছে; তাহার অতিক্রম করিলে সকলের বিস্তার হইবার কারণ আছে, কেহ বলিতে পারেন না যে ক্রাশিয়া অগ্রসর হইয়া আগিয়ার সেই বালান্স অব পাউআর নষ্ট করিতেছেন। আগিয়াতে বিশেষ মত আগিয়াতে ভেদন কোন বালান্স নাই। মত আগিয়ার অজ্ঞতা জাতিরা যুদ্ধ বিগ্রহ বিবাদ হতা প্রভৃতি দ্বারা সেই সকল প্রদেয়কে শান্তিশূন্য ও মনুষ্যের বাণের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদিগকে দমন করিয়া নিয়মিত সীমার মধ্যে আনিয়ন করা ও একটা শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করা মনুষ্য জাতির কল্যাণের পক্ষে অত্যাৱশ্যক। ইংলণ্ড পারেন করুন ক্রাশিয়া পারেন করুন। আমাদের বোধ হয় ইংলণ্ড ও ক্রাশিয়া উভয়ের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। কারণ উভয়েই আগিয়াতে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। এত কথা বলার পর আমরা যে প্রস্তাবিত রেল ওয়ের পক্ষ তাহা বলা বাহুল্য মনে। ইহাতে ভারতবর্ষের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা।

—১০—

বালান্স অব পাউ আর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য?

বালান্স অব পাউ আর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য? বালান্স অব পাউ আর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য? বালান্স অব পাউ আর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য? বালান্স অব পাউ আর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য? বালান্স অব পাউ আর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য?

নার জন্ম জন্মে না, পদবীকর্তব্য বোধ
হয় না, সুখ-কামনা
ও সেই কামনায় পরিচালিত মনো
কোন প্রকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে
পারে না, বাস্তব লইতে ইচ্ছা হইল তাহা
মইব, তাহাতে আমার অধিকার আছে
কি না, লইলে কাহারো ক্ষতির সম্ভাবনা
আছে কি না, শিশু সে বিবেচনা করে না।
কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই স্বার্থপরতা
অবশিষ্ট হইতে থাকে। তখন এই মর্ত্য
লোক বাসি অপর প্রাণিদিগের অধিকার
কামনা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং
মনুষ্য সেই সকল চিন্তা দ্বারা নিজের
কাহনা প্রকৃতি প্রকৃতি নিয়মিত করিতে
থাকে। বালক কালে নিজের পরিতৃপ্তিই
মনুষ্যের শাস্ত্র এবং ঈশ্বরগণ উপদেষ্টা
থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিবেক
দম্ববুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হয়। মনু
ষ্যকে উন্নত শাস্ত্র ও উন্নত উপদেষ্টা
দেখাইয়া দেয়। বালককালে মনুষ্য একটা
সামান্য জীভনকে সুখসুখভোগী জীবের
ন্যায় শ্রীতি ও প্রজ্ঞাপত্র মনে করে; কিন্তু
বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাকে পরিত্যাগ
করিয়া মনুষ্যের শ্রীতি ভক্তি ভগ্নগণ্য
উন্নত পাত্রের দিকে দৃষ্টিত হয়। মনুষ্য
সমাজেও ঠিক এইরূপ। মনুষ্য সমাজের
বাল্যকালে স্বার্থপরতাই মনুষ্য সমাজের
শাস্ত্র ছিল এবং ঈশ্বরগণ উপদেষ্টা ছিল।
কিন্তু যতই মানবজাতির বয়স বৃদ্ধি হইতেছে
ততই সভ্যতা বাড়িতেছে, ততই জ্ঞান
বিবেক দম্ব বুদ্ধি প্রভৃতি বিকশিত হয়।
মনুষ্যকে উন্নত পথ দেখাইতেছে। আর
নীচ নিকৃষ্ট ও ক্ষুদ্র লক্ষ্য মানবজাতির
করার আকর্ষণ করিতে পারে না। যেন
এক এক মুগে এক এক পদ করিয়া অগত
উন্নত ধর্মনীতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।
আদম অসত্য অবস্থার ক্ষমতাশালী
কিবা পোক্তমশালী ব্যক্তি বিশেষের
ইচ্ছা ও মতের দ্বারা সাধারণের ইচ্ছা

ও মত নিয়মিত হইত; কিন্তু এক্ষণে
ক্রমেই সাধারণের মত দ্বারা ব্যক্তি বিশেষ
ধের ইচ্ছা ও মত নিয়মিত হইতেছে।
ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ হয়, যেন মনুষ্য
সমাজ কোন এক অদৃশ্য প্রোভেতার বলে
কোন এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রিত দিকে দৃষ্টিত
হইতেছে। পূর্বে যে জাতি বৈরনির্যাতন
করিতে সমর্থ হইত তাহারই গৌরব
হইত, কিন্তু ক্রমে এমন দিন আগিবে
যখন যে জাতি শত্রুর অত্যাচার নিবারণ
মাত্র করিয়া ক্ষমা করিয়া আগিতে
পারিবে তাহারই বশ অগতে গীত
হইবে। তাহার লক্ষ্য আবিষ্কারের
যুক্তি। যে জাতির বৈরনির্যাতন স্পৃহা
আজও বলবতী তাহার আদম অস
ত্যতা আজও ঘুচে নাই। এ স্পৃহার
উত্তেজনায় ভারতবর্ষের পরিভ্রম হইবে
না, বিশ্বাস্ত এমারলন বলিরাছেন “ যদি
ইংলণ্ডকে পশ্চাতে ফেলিতে চাও তবে
যে সময়ের মধ্যে ইংরাজ কামারেরা
তিন ঘণ্টা গাছুড় মাঝে, সেই সময়ের মধ্যে
তোমরা পাঁচ ঘণ্টা মারিতে শিক্ষা
কর ”। আমরা বলি, ভারতবর্ষ বাসি!
যদি অগতে মান্য গণ্য জাতি হইতে
চাও, উন্নত চিন্তা, উন্নত ধর্মনীতির
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। চরিত্র দ্বারা ইংরাজ
দিগকে লজ্জিত করিতে আরম্ভ কর,
কাহার লক্ষ্য অধিক দিন তোমাদিগকে
স্বাধিকারচ্যুত করিয়া রাখে? কাহার
লক্ষ্য অধিক দিন তোমাদিগকে স্বাধী
নতা বঞ্চিত করিয়া রাখে? তোমাদের
বাহুবল না হয় অন্য অনেক জাতির
বাহুবল সে বিষয়ে সাশঙ্ক্য করিবে।

—
দেশীয় লোক।

গুরুত্ব মাত্রেরই জ্ঞানেন, পরিবা
রের মধ্যে কোন সময়ের প্রলব কাল
আসন্ন হইলে গুরুত্বমিত্তে কত চিন্তিত
হইতে হয়। ডাক্তারেরা মচরাচর

বলেন, বৃক্ক হইতে সুপক্ক ফল পতিত
হওয়া যেমন সহজ প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব
প্রসব করাও তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক।
যুক্তিও এই কথা বলিয়া দেয়। যে
কার্য্য সৃষ্টির প্রবাহ রক্ষার একমাত্র
উপায় সৃষ্টিকর্তা সেই কার্য্যকে কেন
বিশ্রমসঙ্কুল করিবেন? কিন্তু আমরা
প্রতিদিন দেখিতে পাই এই স্বাভাবিক
কার্য্যই কত প্রকৃতির অশেষ ব্যর্থতার
কারণ হয়। ইহার ঘটগুলি কাণে আছে,
অশিক্ষিত বর্ক্কর দাইবিগের দ্বারা প্রসব
করান তাহার মধ্যে প্রধান। চিন্তাশীল
ব্যক্তি মাত্রেরই বহুদিন হইতে এই অভ্যাস
অন্তর্য করিয়া আগিতেছেন। আমাদের
প্রচলিত প্রসব প্রথা ও সৃষ্টিকার্য্য গৃহের
কত সংস্কার আবশ্যিক তাহা বলা যায়
না। আমাদের জাতির কলঙ্কময় শা
রিক ও মানসিক দুর্বলতার কারণ অসু-
সজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলে গর্ভকালে মাতৃ-
গণের অযত্ন ও সৃষ্টিকার্য্যের শোচনীয়
প্রথা আমাদের সৃষ্টিকার্য্যে উদ্ভিত হয়।
সন্তানগুলি জীবন শীর্ণ হইয়া যদ্যও কোন
প্রকারে গর্ভকালবাস হইতে নিকৃষ্ট
পায়, অনেকে সৃষ্টিকার্য্য কারণ
হইতে বাস্তব হইতে পারে না। আমি
দের দুই বিশ্লেষণ গর্ভকালে গর্ভিনীর
নিরম শালনের বাবদ্য ও সৃষ্টিকার্য্য
বন্দোবস্ত ভাগ হইলে দেশের লোক
সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইত।

আমরা সুখী হইলাম যে, গবর্ণ
মেন্ট কতকগুলি দেশীয় স্ত্রীলোককে
এই কার্য্যে শিক্ষিত করা আব
শ্যক মনে করিয়াছেন। সার্জন জেনে
রল জাউন সাহেব এ বিষয়ে এক প্রকার
কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া গবর্ণমেন্টের
গোচর করিয়াছেন। এই কার্য্য সুশিদ্ধ
হইবার পক্ষে জাউন সাহেবের বিশেষ
সম্মত আছে। দেশের বর্তমান অবস্থার
দিকে দেখিলে সকলেরই কিছু কিছু সম্মত

হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে এই কর্তী প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যিক। (১ম) কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোক বিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (২য়) কি শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (৩য়) কিরূপ লোকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইবে—প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্তমানে সময়ে যে শ্রেণী খাজীর কার্য করে সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকবিগকে লইয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিলে স্বরাষ্ট্র ফললাভ করিবার আশা করা যায় না। কারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধ শিক্ষা দিতে হইলে ক্রমবিকাশকে কিছু লেখা পড়া শিক্ষা দিতে হইবে। দুইচারি বৎসর ক, খ, গ্রাডুইতে হইবে। তাহার পরও তাঁহাদের বুদ্ধি মার্জিত হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইহা ভিন্ন ত আর উপায়ও দেখা যায় না। অপেক্ষাকৃত তত্ত্ব অবতঃ হুঃ পরিবারের অনেক নিরুপায় স্ত্রীলোকে এ উপায়ে জীবিকার পথ পাইতে পারেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা শিক্ষার জন্য গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে লজ্জিত হইবেন না। বিশেষ খাজীর কার্য হিন্দুনায়ে অতি নীচকর্ম। বলিয়া গৃহীত হয়। আপাততঃ যে কার্যে বোধ হয় কোন ক্ষতি মর্মেলাই অগ্রসর হইবেন না। করেক বৎসর হইল গবর্ণমেন্ট স্ত্রীলোকবিগের জন্য মধ্যম স্কুল করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বড় বড় বৃত্তি স্থাপন করিয়াও ছাত্রবিগকে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। অতএব দেশের বর্তমান অবস্থা অনুসারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। গবর্ণমেন্ট কলিকাতা গেডিকেল কলেজের মিডওয়াইকরি ও রাড টী একটী স্বতন্ত্র বাটিতে লইয়া যান এবং সেই বাটির

তত্ত্বাবধানের ভার মিস গিলের ন্যায় আধারিকা হইতে মধ্যম কতকগুলি স্ত্রীচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করুন। এই বাটিতে বাইবিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহারা প্রতিদিন ওরাত্রে প্রায় কাব্য এবং প্রকৃতি ও মনোজ্ঞাত শিশুর চিকিৎসা দর্শন করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যত ছুদ সম্ভব বিজ্ঞানসম্বন্ধ শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করা হইবে। এই রূপে কার্যারম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীর উন্নতি হইতে পারে।

বিবিধসংবাদ।

১৪ ই মার্চ সোমবার।

গত ইংলিস মেইল ছাত্রিয়ার পূর্ব সপ্তাহে হোম গবর্ণমেন্ট লণ্ডনে বঙ্গদেশের জন্য ২০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

হাঙ্গেরিয়ার শ্রম করিয়াছেন, লাভ মর্জিতক এবার সময়টা যোগ্য বন্ধ করিবার সংকল্প করিতে মিস গের্ডট প্রৌঢ়কাল কলি কাকার অভিযুক্ত করিতে পারিবেন না বলিয়া ইংলণ্ডে গাইতেছেন। শুধু যাক-তেছে লাভ মর্জিতক সমুদায় প্রৌঢ়কাল কলি কাকার কাটাতে পারিবেন না, দুই এক মাস অন্তঃ নীলগারিতে অভিযুক্ত করিবেন, কিন্তু তিনি একাকী হইবেন, কেবল গবর্ণমেন্টের একজন সেক্রেটারি ও তাঁহার নিজের অনুচরগণ সঙ্গে থাকিবেন। পার্লামেন্ট বাস কি আমাদিগের শাসনকর্তৃগণের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে?

আমাদিগের সময়ান্ত্র সহযোগী বলেন কমন্সের ইন চিফ এবং সের ডি সিমন্স যাইবেন। আজুটাই জেনরলের আফিসও বোধ হয় তথায় থাকিবে। গবর্ণর জেনরলকে এবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কলিকাতার কিছু অধিক দিন থাকিতে হইবে কিন্তু তাঁহার সময়টা না যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। সহযোগী যদি সিমন্স পাঠাইতে হইতে বঙ্গদেশের নিরুদ্ভূত নামিয়া আটকেন কারণ দেখিতে পান।

আমরা শুনিয়া আঞ্জাদিত হইলাম দরজিগকে বিতরণ করিবার জন্য চাউল

ক্রয়ার্থ বরিশালে যে একটি কণ্ড হইয়াছে, তাহার প্রসিদ্ধ কন্ডার অন্তরেবল বাজে মজুল গবর্ণর পুর খানে বাসানুজা উঠাতে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বৃত্তিরা হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমুদ্রে চাউল বোঝাই নৌকা লইয়া যাইবার জন্য নিজ বাণীর তরি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে দরিদ্রবিগকে দিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, যখনসিংহে একটি দরিদ্র চিকিৎসালয় ও একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। বাজে বাসানুজার নার জীবিতের সংখ্যা বৃদ্ধি কর আমাদিগের ইচ্ছা। যেমন পিতা পুত্রও সেরাণ হইয়াছেন।

১২ ই মার্চ মঙ্গলবার।

কোম্বারে প্ৰশস্তি মটকের বাটিতে ভরানিক ডাকার হইয়া গিয়াছে। ডাকার ডেরা আয় ৮ মাইল দাঁড় টাকার সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। সে বাজে অলঙ্কারবি ছিল তাহা মেরে পোম্পানির কাগজও ছিল, কিন্তু কাগজটা লইয়া যার নাহ। যখন তাহারা লণ্ডনে করে তাহারা বেশ দিতে যায় দেখিবার নিমিত্ত গুরুত্বাধী তাহা বের পাশাৎ পাশাৎ গমন করেন, ডাকার ডেরা দেখিতে পাইয়া লাঠিধারা তাহাকে এতপ প্রহার করে যে তাহার মাথা ভাঙিয়া যায়। তিনি একঘণে জীরাপুত্রে হাসপাতালে রাখিয়াছেন, তাঁহার জীবন সংশয়। ভেপুটী মার্জিট্রেট চ, বি, গডফ্রে সাংসেব অনুসন্ধানার্থ প্রাতিঃকালে এ স্থানে গমন করিয়াছেন।

হাজিরের অন্তর্গত উদয় ন্যমক স্থানে একটি স্ত্রীলোক এক কালে সিন্ধী সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তান কর্তী জীবন আছে। ইংলণ্ডে কোন দরিদ্র স্ত্রীলোক এতপ প্রসব করিলে রাজ্যী তাঁহাকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

জীরাপুত্রে ও তৎসম্বন্ধিত স্থান করে-কটি গজার অগ্নিগণ সগণ চরিশান রের মিকট সরস্বতী খাল ধমনের ভিত্তি ব্যবসন করিয়াছেন। এটা করা একান্ত কষ্টসাধ্য। হঠাৎ আপাততঃ দরিদ্রবিগের মাংসা হইবে, এবং পরেও এই বাসস্থান লোকের মরণশীল গর্ভিত হইবে।

বা কোন রূপ উৎসব করিনেন না, এবং
অবির জীবিত থাকিতে তিনি কোন গোল
যোগ করিনেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পর
তিনি আবহুয়া জানিকে সিংহাসনচ্যুত
করিবার জন্য প্রাণপণ করিনেন। অজু-
ব্বার পিতৃভক্তির প্রতীকায় করিতে হয় কিন্তু
ইহার উপর বিশ্বাস করিয়া কাজ করা দুঃ-
সান পিতার কর্তব্য নয়।

১৬ ই মার্চ বুধবার।

সার রিচার্ড টেম্পলের অস্থগৃহিত
কালে অন্তঃকরণ ইলিন সাহেব গবর্ণর
জেনারেলের কাউন্সিলে রাজস্বমন্ত্রীর কার্য
করিনেন। সি, এফ হকলাও সাহেব সার
রিচার্ড টেম্পলে; সেক্রেটারি হইয়া তাঁহার
সহিত বেহার গমন করিয়াছেন। সার
রিচার্ড টেম্পল বঙ্গদেশের লেফটেনেন্ট গবর্ণর
হইলে ইনি তাঁহার এটর্নেট সেক্রেটারি
হইবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনারেলকে
লিখিয়াছেন, পালিয়ারমেন্ট ডল হওয়ার
আপাততঃ দেশীয় সাক্ষিবাদের রাজস্ব
কমিটির নিকট উপস্থিত হইবার আবশ্য
কতা নাই। পালিয়ারমেন্ট ডল হইক না হউক
যে সকল সাক্ষী মনোনীত হইয়াছেন, সাক্ষ্য
দিবার জন্য তাঁহাদের ইংলণ্ডে বাইবার
আবশ্যকতা আমরা দেখিতে পাই না।

সার জও হাওয়ার অযোধ্যা ও নেপালে
সীমার হাতী শীত করিয়া বড়াইতেছেন।
তাঁহার সঙ্গে ৫ শত গোনা গাভী আছে।

১৮৫৭ অব্দের বিখ্যাত বিদ্রোহী সাহস
খাঁরাজপুতনাঃ অস্তগত বান্দুগওয়ারাতে
ধৃত হইয়াছে। গোয়ালিনগরের ভূতপূর্ব
পোলিটিকাল এজেন্ট কর্ণেল ও'চেন্স তাহাকে
ধরিয়াছেন।

এ ফর্মস সাহেব স্বল্পদেশে জুর্জিক
বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য লণ্ডন ডেল
নিউয়ে বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া ভারত
বর্ষে আসিয়াছেন। ইনি ফরাসী অধীনস্থ
সময় উক্ত সংবাদ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা
ছিলেন। ইনি বোধ হয় মঙ্গলবার রাজিতে
কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। জুর্জিক
বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য ইংলণ্ডের

প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সংবাদদাতার
শ্রীজ এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে।

বোধ হয় ভূতপূর্ব ওয়াশিংটন ম্যাককী
মাইরোজীর স্ত্রী মত্‌লি বাই একটি ডিম্পে-
সার করিবার জন্য ৮০ হাজার টাকা
দান করিয়াছেন। ইনি উক্ত ডিম্পেসার
জন্য একটি বাড়িও দিয়াছেন। পারসী স্ত্রীলো-
কদিগের একপু বদান্যতা প্রশংসনীয়
সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান ট্রেডম্যানের ত্রিবাঙ্কুরস্থ
সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নেগাবকোল
নামক একটি পল্লিতে মিশনারি সাহেবদ্বিকে
বাঁইতে না দেওয়ারে তাঁহারা এ বিঘ্ন লাভ
নেপিরের গোড়া করেন, তৎকালে সা-
ন্যবরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; লাভ
নেপির বলিলেন, তিনি মাজাজের গবর্ণর,
এ স্থানটী দেখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু
তিনি জানিয়াছেন দেওয়ান এক আজ্ঞা
হরাছেন উক্ত পল্লী দিয়া কোন ইউরোপীয়কে
বাঁইতে দেওয়া হইবে না, ইহার চতুর্দিকে
একটি রাস্তা করা হইবে। এই কথা শেষ
হইতে না হইতে সান্যবরাও বলিলেন, উক্ত
পল্লিতে উক্ত জেনার ব্রাঙ্ক জাতি আছেন।
ইহাতে লাভ নেপির অজান বঙ্গের উত্তর
করিলেন “ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই
উক্ত জাতি”!! সার সান্যবরাও নিমন্ত্রণ
হইলেন। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়েরাই উক্ত
জাতি, লাভ নেপিরের মুখে এটি শুনিতে
মন্দ নয়।

১৭ ই মার্চ বুধবার।

গত মঙ্গলবার কটক সিলচর এবং ঢাকার
পুনরায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

২০ এ আগুয়ারি মাজাজের অস্তগত
উম্মর নামক স্থানে ভ্রমণিক ভূমিকম্প হইয়া
গিয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস ত'ওলের জমীদার বাবু
কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রাশংসা
করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি নিজ জমীদারী
যে সকল স্থানে প্রজার কষ্ট আরম্ভ হই-
য়াছে, তথায় চারি মাসের খোরাক চলে
প্রজাদিগকে অন্ন খাদ্য দিতেছেন। তাঁহার
‘নিজ পোলা’ ১০ হাজার মণ খাদ্য কুণ্ডে,

যার ১০ হাজার মণ জর করিবার উদ্যোগে
আছেন। জমীদারদের অর্থের সদ্যবহার
এবং বঙ্গদেশের এই প্রকৃত সময় উ-
স্থিত হইয়াছে।

গত সোমবার প্রাতঃকালে আলিগাঁবাহ
রটেতে গবর্ণমেন্টের ৩৩ টী টাকার বাঙ্ক
নোট টেনে আইসে। তথা হইতে
উহা বাঙ্কালয়াঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়।
উহাতে ১০ লক্ষ টাকা ছিল।

ইংলসমান ভাগলপুর হইতে সংবাদ
পাইয়াছেন, মুলতানগঞ্জের মিস্ পেয়ারটন
নামক একজন বিবি একটি খাজে করিয়া
প্রায় ৭ লাখ ৮০ টাকা মূল্যের জাহাজ
লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন,
কলিকাতায় আসিয়া বেছেন খাজটী নাই।
তৎকালে পেয়ারটন সাহেবকে টেলিগ্রাফ
করিলেন, তিনিও অবিলম্বে ডিউটী ও
গবর্ণমেন্টে রেলওয়ে পুলিসে সংবাদ দিলেন।
এ পর্যন্ত অশঙ্কিত জাহাজ কোন সন্ধান হয়
নাই।

১৮ ই মার্চ শুক্রবার।

আগা লক্ষ্মী ও দিল্লীতে প্রচুর পরি-
মাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মেরুপুত্র গাজীপুর বারানসী মিলা
পুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমফলের পূর্ব-
প্রদেশ সচিবের আর সান্দীর শস্যের
কোরাসা হারা কতক ভানি হইয়াছে। মূল্য
সাধারণতঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। দরিদ্র দলে কষ্ট
আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রমে সময় বাঁইতেছে, এখনও সার
রপ্তানী বন্ধ করিবার কিছুই দেখা যাঁইতেছে
না। তাঁহার পর আর বন্ধ করিলে কোন কাজই
হইবে না। কারণ যে সার বাঁইবার প্রায়
ভাগ বিদেশ গিয়াছে। এ সম্বন্ধে কলি-
কাতার লোকের সংস্কার জগিয়াছে যে লাভ
মর্যাদিক আর বিলম্ব করিবেন না। মঙ্গলবার
চাউলের বাজারও কিছু ঢকন হইয়াছিল
কতকগুলি ব্যবসায়ী এতেই হইলে লইয়া
বাণিজ্য দান্য প্রভৃতি পরিমাণে চাউল জর
করিয়াছেন। কলিকাতায় এবং উত্তর পশ্চিম
মহাদেশের অন্যান্য চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হই

কে গ্রাহ্য করিয়া থাকে ১০০ যখন কোন
বিপক্ষ সেনার হস্ত হইতে দেশ ত্যাগ করিতে
হয় তখন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষ
বের আর্থ একেবারে বিন্দু হইতে হয়।
এমন কি বুকের সময় যে ব্যক্তি সে অবস্থা
অনুসারে কার্য না করে তাহাকে রাজস্ব
বলিয়া গণনা করা যায় এবং তাঁহার সহিত
সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিপক্ষ
সেনার আক্রমণও এইরূপ দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা
অধিক বিপন্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।
পোলিটিকাল ইকনমির মত ও নিয়ম সকল
সাধারণতঃ অনেকস্থলে খাটে, কিন্তু এমন
সময় আসিতে পারে যখন তাহাদেরই
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেই মত ও নিয়মগুলি
অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হয়।

লাভ মর্শ্বজনক সংকল্প করিয়াছেন যে
এবার সময়টি গমন রহিত করিয়া সেই
টাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্র প্রজাদিগকে
রক্ষাশেষে প্রেরণ কার্যে নিয়োজ করিবেন।
সম্প্রতি অনেক জাতিজা শস্য আনয়ন
ক্রমশে সর্বদা গভীরত করিতেছে। এই
মুযোগে তাহাদিগকে প্রেরণ করিবার
অবিধা হইবে।

২২ এ জুলারি দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত গবর্ন
মেন্টের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে,
তাছাড়া জানা যায়, ১২ ই এবং ১৩ ই জুলা
রিতে যে বৃষ্টি হয় তাছাড়া রবি শস্যের
কতক উপকার করিয়াছে এবং কৃষি কার্য
আরম্ভ করিবারও সুবিধা হইয়াছে। পাটনা
বিভাগের উত্তরাংশে লোকের কষ্ট আরম্ভ
হইয়াছে। বোধ হয় এই স্থানে সর্ব প্রথমে
দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে। পূর্ববার স্থানে
স্থানে কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বেহারের
তিনটি ভেসনে চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি
হইয়াছে আর সাতটি ভেসনে মূল্য সমান
রহিয়াছে। উত্তর এবং মধ্য বঙ্গদেশের
পাঁচটি বিভাগে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, একটিতে
কমিয়াছে, ছাটীতে সমান রহিয়াছে।
ঢাকা বিভাগে সাধারণতঃ মূল্য বৃদ্ধি
হইয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রামে কমিয়াছে।
উপরে যে সকল স্থানের উল্লেখ করা গেল

উহার দুই একটা তিন্ন আর সকল স্থানেরই
লোকের অবস্থা সন্তোষজনক, টাকার ১২ সের
হইতে ১৪ সের পর্যন্ত চাউল সর্বত্রই
পাওয়া যাইতেছে। পাটনার উত্তরাংশ
এবং মুন্সীর কোম কোম স্থান তিন্ন রিলিফ
ওয়ার্ক কার্য করিবার জন্য লোকের
তৃপ্তি আশ্রয় নাই। যে সকল মজুর কার্য
করিতেছিল ক্রমে তাহাদের সংখ্যাও
কমিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ীরা পাটনা
বিভাগে চাউল আমদানী করিতেছে। গাড়ি
একুতির অল্পবিধা নিবন্ধন বিভাগ সকলের
মধ্য স্থলে ইচ্ছানুরূপ শস্য প্রেরিত হই-
তেছে না। পাটনা বিভাগে এক্ষণে গবর্ন
মেন্টের কার্যের জন্য অনেক গাড়ি নিযুক্ত
হইতেছে, এই কার্য শেষ হইয়া গেলে এই
সকল গাড়ি পাওয়া যাইবে, তখন বণিকেরা
প্রচুর পরিমাণে চাউল লইয়া যাইতে
পারিবে, সেই সময় মূল্য কমিবার সম্ভাবনা
ভাগলপুর ও রাজশাহী তিন্ন অন্য স্থানে
রিলিফ ওয়ার্কের বড় অনুষ্ঠান হইতেছে না।
১১ এ জুলারি পাটনার যে এক সভা হয়
তাছাড়া ৩১ জুলাই তাহার টাকার চাঁদা
প্রাকৃতিক হইয়াছে। ১ লা মনেষর অবধি
বঙ্গদেশের বাহিরে ১১৪০০ টন শস্য
রপ্তানী হইয়াছে কিন্তু ৩০০০০ টন মাত্র
আমদানী হইয়াছে। ১ লা মনেষর অবধি
পূর্বাঞ্চলের খাল দিয়া কলিকাতায় ৬১০০০
টন চাউল আসিয়াছে। ২০ এ জুলারি
পর্যন্ত তিন সপ্তাহের মধ্যে ভারত হইতে
বেহারের তিন্ন তিন্ন ভেসনে ৬ ছয় লক্ষ
মণেরও অধিক চাউল পাঠান হইয়াছে।
১৭ ই জুলারি পর্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে
মিজাপুরের পরবর্তী ভেসন সকল হইতে
১৬১৯৪ মণ চাউল আসিয়াছে। যে সকল
স্থানে রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ হইতেছে
তথায় চাউল গোলমাল করিয়া রাখিবার
জন্য গবর্নমেন্ট অধিক পরিমাণে গাড়ি
প্রদত্ত লইতেছেন, তাছাড়াই বৈদ্যগণের
দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে চাউল লইয়া যাই-
বার অসুবিধা হইতেছে, গবর্নমেন্ট বর্ন
সমুদায় না লইয়া এই সকল গাড়ি একুতির
কতক ছাড়িয়া দেন, ব্যবসায়িদিগের দ্বারা

অধিক পরিমাণে শস্য আমদানী হইয়া মূল্য
কমিয়া যাইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৩ এ জুলারি। অ্যাং ইংল্যান্ডে সেন্টপি
টনবর্গের সশীল সন্ধ্যা কন্যা মেটির সহিত আমা
দিগের রাজপুত্র এডিনবারার ডিউকের পরিণয়
কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।
প্রথমে গ্রীক তৎপরে ইংলণ্ডের রাজত্বস্বানে
উৎসব হয়। সেন্টপিটসবর্গ নগর তিন দিবস
উৎসবময় হইয়াছিল—নগর আলোক মালায়
সুশোভিত এবং টেমপলারের কাণ্ডাজ হইয়া
ছিল। রাজদম্পতী মণ্ডাউ চর্শন করিয়া মাত্র
মাসে ইংলণ্ডে আগমন করিবেন।

লাড চিফ জর্জিন কক বান গোয়ালি সাহে
বেয় আফ্রাই হাভার টাকার পরিমাণ করেন,
জরিমানা দিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহাকে
হলওয়ে কারাগারে ৭৫ দিন ৭৫১ হইতে

লোশ পুনরায় পাড়িত হইয়াছেন।
গবর্নর জর্জ ব্রিগেট ইন্সপেক্টর জেনারেল
করিয়া এবং বন্দীকৃত ৩০ ওয়ালক বালি
কাদিগের উদ্ধার সাধন ৩০০ পিরাক হইতে
মিজাপুরে প্রত্যাবর্তন ক যাত্রেন। লাকটেন
এবং সমুদ্র গণ্ডে যে শস্য বোম্বায়া চলে
তিনি তাহাদের দমন কামরা আসিয়াছেন।

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের
আদেশশাস্ত্রমারী
নিয়োগ।

বাজপ ও বাহারন বিভাগ।

২২ এ জুলারি লিলেটের ১০০ টী মার্জিট
ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু করকানী ১০০০০০
এবং বাখরগঞ্জের জি.মি. ডেপুটী মার্জিট
ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু করকানী সেন ১০০

পুনে বদলী হইলেন। ই. ক. ১৯৭০ অব্দের ১৭
আগস্ট তারিখে কালেক্টর করকানী পাঠলেন।

কটকের ডেপুটী মার্জিট ও ডেপুটী কালেক্টর
বাবু করকানী ১০০ টী মার্জিট কিছু দিনের
জন্য রিজার্ভ হইলেন। তথায় ১০০ মণের
আইডাক ডেপুটী মার্জিট ও ডেপুটী কালেক্টর
বাবু করকানী ১০০ টী মার্জিট

এ জুলারি। ডেপুটী মার্জিট ও
ডেপুটী কালেক্টর বাবু করকানী সেন ২৩ পরগ
নার সন ইনাম বদলী হইলেন।

তেছে। যনকে যেন মুক্ত করিতে উত্তেজনা করে। বীরের স্বর সূতা করিতে থাকে, এবং ভরাসিক জনের হৃৎকম্প হইতে থাকে। স্থান অতিক্রম প্রকৃত মুক্ত বর্ননার স্বীকৃতি প্রদত্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠকগণকে মুষ্টি অতিক্রম বর্ননা শুনিয়া পরিভূক্ত হইতে হইলেক।

(অজয় নদীতে বাণ আসিয়াছে)

প্রায় বাক্য বাণ আছিল হেন কালে।
কুল কুল কমল চুকলে কানে কান।
বেধিতে বেধিতে বড় বেড়ে গেল বাণ।
যোর রবে মুকণি ঘুরিছে যেন ঘন।
এতদ্বি পড়েছে পুরে প্রায় পবন।
হুত হুত হুতম দুনিগে নদীর তালে কুল।
ভটিনী ভটের তরঙ্গ সংহারে সমূল।
বাণে বড় ব্যাঙুল যেন যেন বাজে হেরি।
তিন তাল তরঙ্গ তরালে তল তরি।
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেল।
শেখি সচিবিত বড় রাজা নাউসেন। "

অকৌশল সর্গ।

(গৌড় সহরে হাতী দৌড়িতেছে)

জানি হাত হলো হাতী ছুটিল সহরে।
হুগার হুগার গিঠে মাছিত ফুকারে।
সট সট সঘন ভাঁড়ের শুনি সাদা।
হুপাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খেলোতা।
একে যত যাতক মদিরা মুখে ম'তে।
বশ করে বশ বশ অঙ্গুল আঁততে।
দুড় দুড় হুপাশে দেয়াল পাড়ে হাঁতে।
পারিসর স্থান মিলে সেমেরে জুঝাতে।
হুপ হুপ মালিকা নিখাসে বহে রুড়।
বড় বৃক্ষ তাল জ্বলে শুনি মড় মড়।
বেধিতে চলিল রাজা চতুরঙ্গ বলে।
মাগে মাগে ঘর্ষের সেবক হুট চলে। "

জয়দাম সর্গ।

ইহাতে আদিরস ছটা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে আদিরস অর্থাৎ ~~কবিতা~~ হস্ত দিতে হয়, তাহাতে লেখকের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, তাহাতে নারক নারিকার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়, যে আদিরস শুধু ভাষাতত্ত্ব বন্ধ বিজ্ঞান করিয়াছেন ইহাতে সে আদিরস নাই। এ আদিরস অর্থাৎ করিলে স্বর

এমন পুলকিত হয়, ইহাতে ঐদার্য্য ও গাভীরা আছে।

"খ্রিষ্ট মঙ্গল" কাব্য উপদেশময়। ঘর্ষের অর এবং অঘর্ষের কর—এই সার মাধ্য ইহাতে বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নে কিকিৎ উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত করা গেল।—

"খ্রিষ্ট সত্যের সনে বল করি করি।
পাপরাশি নাশি সনে যথেষ্টে তরি।
অসার সংসার তায় বাণক মারি।
তত্ত্ব তাজি চিত্ত কেন সদা মত্ত তারি।
কর্যকলে কণালে কেবল মুখ ছাখ।
কেহ লক্ষ্যগতি কেহ নাচের তিফুক।
অহঙ্করি বর কেহ কেহ চণ্ডে বন্ধে।
যত কিছু ভক্তগুণ সব কর্য বন্ধে।
হুধ হুধ সংসারে সমান রশা ছুটা।
পক্ষতেনী সেমন চক্রিমা নাড়া টুটা।
লাভ আশে আসি কেহ মূল নাশি যায়।
তরে বাবে ভবসিদ্ধ করণ উপায়। ইত্যাদি।

উদ্ধৃত করিতে হইলে অনেক উদ্ধৃত করিতে হয়, কিন্তু স্থানান্তর প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হইল না। অ'ক্ষেপের বিষয় এই যে আদিরসের মাতৃ ভাষার এমন একজন উৎকৃষ্ট কবি সকলের অজ্ঞাত রচিত হইলেন। ১১ ই মাস ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গল আছে। কিন্তু তাহা অনেক স্থানে খণ্ডিত। অনেক স্থান উয়ে খণ্ডিতের জন্য পড়িতে পাঠা যায় না। আর একখানির জন্য অন্বেষণ করিতেছি কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না।

১১ ই মাস ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গল বহু।
জগলী

আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানি-
রাছি যে এপ্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই
বহিঃ প্রজাবর্ণের ভাষাকার উদীয়িত।
আবার তাহার উপরে রাজস্ব লইয়া অধি-
কাংশ প্রজা সমূলে নির্মূল হইবার উপক্রম
হইয়াছে। আমরা প্রায় সমস্ত সংসার
পক্ষে পাঠ করিতেছি যে সেবারকার ২০
কোটি দুর্ভিক্ষপোষা এবার উপযুক্ত সময়ে
গবর্ণমেণ্ট দান্য উপায় অবলম্বন করিয়া-

ছেন, কিন্তু সে সমস্ত দান্য কি সংসার পক্ষেই
পরিবেশিত হইবে? কত, এ প্রদেশে ত
তাহার কোনই অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে
না। গবর্ণমেণ্ট ও তৎপ্রতিনিধিবর্গ কোন
কোন সংসার পক্ষে উদ্ধৃতবে বলিতেছেন যে,
"যত গোল শুমা যাইতেছে প্রকৃত পক্ষে
তত নহে, সময় হইলে উপযুক্ত উপায়
অবধারণ হইবেই হইবে।" কলতঃ এই
আপাতঃ মধুর কথাগুলি শুনিয়া
গবর্ণমেণ্ট সহজে আদিরসের একটী হাস্য
জনক ঘটনা স্মরণ হইল, ঘটনাটী এই।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় তুলা
গুদামে এক বার খণ্ডন লাগিয়াছিল, তদু-
ক্ত কয়েকজন মহাজন তাহা বেড়ের গোচর
করিয়াছিলেন। বেড়ের অধ্যক্ষ মহোদয়
তৎকালে কি করিতেছিলেন তাহা আমরা
অবগত নহি, কিন্তু তখন মাস পরে তদা
হইতে একটি ছদ্ম বার হইল যোঁ উন্মু-
খানী বেও।।। সেতরুণ এবারও সমস্ত
প্রজাঙ্গুল আহারাতবে হুতু মুখে নিগতিত
হইলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত উপায় অবলম্বন
করিবেন!!! এলা রক্ষা যদি গবর্ণমেণ্টের
একমাত্র জ্ঞেত হয় তবে অবিলম্বে স্থানে
স্থানে পূর্ত কার্য্য আরম্ভ হউক।

১১ ই মাস
খ্রিষ্টাব্দ }

জি—

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

মহাশয়। পূর্ণরূপে ভদ্রমণ্ডল একদিন
বাসায় আসিয়া বসিয়া আ'ই'এবং চিত্তা
করিতেছি এবার কোথায় যাক। জন্মে জন্মে
বিনকর বেধিতে বেধিতে অস্ত্রচলের
গজরে আসীন হইলেন। তৎপক্ষা জন্মে
প্রজ্ঞিত সত্যী যেন আধুনিক নিশাচরদিগের
দৌরাহা তরে ক্ষান্ত্রণ অন্তর্ভুক্তন অবশ
গমন্য হইলেন। রাজি প্রায় ১ টা।
আমি বাসায় বসিয়া কোথায় বাইব চিত্তা-
করিতেছি এমন সময়ে হটকে লৌচ আ'বা
ডের নায় একটা। শব্দ আমার কর্ণগোচর
হইল। এক রাজে কিসের শব্দ? আমার
কৌতুহল জ্বলিল। বাসা হইতে বহির্গত
হইলাম এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই

হু'নে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটা বেঁটে মোটা মোটা মানুষ একজন গৃহস্থের বাটীতে পুঙ্খমুখে বসিয়া কি করিতেছে, আমার সম্মুখে আরও বৃদ্ধি হইল। এটি-যের উপর বসিলাম। কিরূপে গণ্ডে জানিতে পারিলাম যে এই ব্যক্তি সিঁধে বসিয়া বসিতেছে। মনে করিলাম শব্দ করিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া দি। কিছুক্ষণ পরে আমার কৌতুহল আরও বৃদ্ধি হইল। গৃহস্থ নিজে চোর!! ইহার কারণ কি? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে চোর (বা গৃহস্থ) ঘর হইতে দুইটা বাজর বাধির কঁাড়া নিকটবর্তী বাগানের ভাঙা ডাঙ্গিয়া ফেলিও তাহাতে বাধা কিছু ছিল সব ছুড়াইয়া ফেলিল। এইরূপ করিয়া পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসিল। কিরূপে গণ্ডে “চোর পালালো” “চোর পালালো” “আমার সর্বনাশ করিয়া লইয়া গেল ইত্যাদি মানা প্রকার কান্ড রোজি করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল!! আমি বেঁধ্যা শুনিয়া অবাক। ক্রমে লোকের ভিড় হইতে লাগিল। আমি বাসায় গেলাম। পরদিন পুলিশে সংবাদ গেল যে ৩৩৩ বাটীতে চুরি হইয়াছে। পুলিশ আসিলেন। কিন্তু ঘরো চোর ধরা বড় সহজ নয়। এবিষয়ে পুলিশ ত ছেলে মানুষ, পুলিশের জখবাতা আইলেও বেশ রক্ত-রক্তকার্য হইতে পারেন না। বাধা হউক পুলিশ খানিক দম দাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাশয়! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পূর্বদেশ হইতে আসিলাম। আমার এতদূর বোঁ! দেখিয়া পাত্রে একেবারে উদ্ভিগ্না যাই এত এত আমার পায়ে শৃঙ্খল দেওয়া হইল। সে মোটা নির্ভিত্ত শৃঙ্খল নছে, পবিত্র শৃঙ্খল। তাহাৎ ব্যক্তি বুঝিয়া লইবেন। মনোহর! হ্যাঁ এই পর্যন্ত। কাণ্ডামী বারে ১০০ এত বিঘ্ন আশনার গণ্ডার করিব।

ক্রিয়ারস।

হাং সাং সেই

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭৪ সাল ২০ এ. আশ্বিনয়ার

ভাগিরথী।

স্থানের নাম সর্বকর্মিত জল
ইক কীট

চৌরাসির নীচে	১০
তথা হইতে হুরপুর	১ ১০
তথা হইতে অসিপুর	
৯ মাইলের মধ্যে	২
অসিপুর হইতে বহরমপুর	
৪৭ মাইলের মধ্যে	১ ৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৪০ মাইলের মধ্যে	১ ৮
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	২

সন ১৮৭৪ সালের ১০ এ. আশ্বিনয়ার বহরমপুর
গজ ঘাটের জলের মাণ।

কীট ইক

বহরমপুর } টি. এচ. উইলসন, ই.
২৬ এ. আশ্বিনয়ার } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৮৭৪ } নদীয়া রিবার ডিভিশন।

মূল্য প্রাপ্তি

আমরা রক্তজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করি-
তেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সম্বন্ধে
সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বোগীধর সিংহ রায়	
চকদীঘী	১০
" " হারকানাথ রায়—ধন্য	১০
" " ককুমার চৌধুরী—ঘাটেশ্বর	৪৪
" " কদরনাথ দাস—মহিনীপুর	১০
" " মিতাই-প্রসাদ বসু—মাধিগঞ্জ	১০
" " বোগীজনাথ রায়	
মহিরাংবাড়ী	১০
" " ললিতমোহন রায়—চকদীঘী	১০
" " ককগোপাল ঘোষ—কাশীপুর	১০
" " পরেশনাথ চৌধুরী—ইছাপুর	১০
" " প্রসন্নচন্দ্র বসু—ভাঙ্গার	

গোবর্ডাঙ্গা	৪১০
" " বিহারীলাল শীল—চুচুড়া	১০
" " গোলবন্দুজ লাহিড়ী	
রাহমতল	১০
মুরগিদাংগ ডিবেটীং রুব	৪১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ
কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বার্শালিক ৫১০ টাকা, বর্ষকালে মাহুল সম্বন্ধে
অগ্রিম বার্ষিক ১০, বার্ষালিক ৫১০ টাকা। ছর
মাসের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায়
না। মোট, ছাতি, বরাত চিঠি, যদি অর্ডর,
ইহার অন্যতর বাহাতে ইহার স্থিতি হয়,
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি-
বেন। কিন্তু কেব বেনটিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না।
মূল্য বিশেষিত হইবার পূর্বে কেব সোম-
প্রকাশ গ্রহণে যদিচ্ছ হইলে অবশিষ্ট মূল্য
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠা-
ইবেন, তাহা বেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং
গ্রাম, জিলা ও আশনার নাম স্পষ্টাক্ষরে
লিখিয়া শ্রীযুক্ত কেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামে
পাঠাইয়া দেন।

ইহাদিগের স্মৃতি মূল্য বিবার সময় নিকট
হইয়া আসিলে, সোমপ্রকাশের সর্বশেষ
পৃষ্ঠে ইহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহা-
দিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। সময়
অভীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা
করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা
হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে টিটি আসিলে আমরা
নীজ পাইব।

ইহারা মাহুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা হইবে না।

কেব সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পৃষ্ঠিক ৬০ ছই আনা তাহার পর ১০
দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার
সচিত্র খত ১০ দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার হুগলীপুর্বে
সোণাপুর ডাকঘরের বন্ধিচক্রবর্তীপোতার
শ্রীযুক্ত হারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে
এতি সোমবার প্রাত্যহিক প্রকাশিত হয়।

রেজিস্টার করা।

৩৮ নং ১৯৭৩।

সোমপ্রকাশ

১৬ নং ভাগ।

১৩ সংখ্যা।

“মহাসত্তা প্রকৃতিস্থিতায় পার্থিবঃ নরসত্তা অনিমিত্তনী ন হ্যযমা”

গ্রন্থম বাবিক মূল্য ১০ টাকা।
গ্রন্থম বাবাসিক ৫১ টাকা।

১২৮০। ২৮ এ মাঘ । ইং ১৮৭৪। ৯ ই ফেব্রুয়ারি

মকমলে মাহুল সমেত গ্রন্থম
বাবিক ১০। ৫১ টাকা এবং
বাবাসিক ৫১০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগের
প্রকৃত উপযোগী “রচনাসার” নামে এক
খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, অত্র
প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা,
রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচ-
নার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রিন্টিং কালেক্টর } ইংলিশ স্কুল।

প্রমোদিনী ১ মতাপ। মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল
৮০। ইহাতে কাব্যমোদী সমস্ত কুলের
প্রমোদকর করেকটি উৎকৃষ্ট অমিত্রাকর
পদ প্রবন্ধ, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে
কটি গদ্য প্রবন্ধ আছে। অবয়ব ৮ পেজ
করমার অন্তর ৩০ করম। ছাপা ও কাগজ
উৎকৃষ্ট। খেচু চাটুর্ঘের ট্রুট ৩০ নং স. স. স. স.
বস্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং পাকুড় প্রমোদিনী
সভার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

প্রিন্টিং কালেক্টর } ইংলিশ স্কুল।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান
হইতেছে যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য
মনি অর্ডার অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠা
ইবেন, তাঁহারা প্রকৃত কেহারা নাহি চক্রবর্তী
নামে পাঠাইয়া যেন।

অধ্যক্ষ।

ফেন্সি ট্রাটসেন্ট দার ডাকমাণ্ডল মূল্য ১০।
এনসেবাল ক্রাশের ছাত্রদিগের বিশেষ
আবশ্যক “নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং” মূল্য
১০। ডাক মাণ্ডল ১০। আমার নিকট
পাওয়া যায়।

প্রিন্টিং কালেক্টর } ইংলিশ স্কুল।

মিহ্মনিষিড বহুভাবার ডাকারি পুস্তক
গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাকার বহুভাব মূল্য—ডাকমাণ্ডল

রোগ বিচার	৬	১০
চিকিৎসা দর্শন বাৎসরিক	৬	১০
দ্বিতী শিকা	২	১০
বিহু টিকা রোগের চিকিৎসা	১০	১০
কুইনাইন প্রয়োগ	১০	১০
শরীর পালন	১০	১০

ডাকার গলাপ্রসার মূল্য—ডাকমাণ্ডল

প্রকৃষ্টিত অবস্থেডিসিন	১৮	১০
এনোটিন	৪০	১০
মাতৃশিকা	২	১০

ডাকার হরিনারায়ণ কৃত
বালচিকিৎসা ৮ ১০

প্রিন্টিং কালেক্টর } ইংলিশ স্কুল।

কারখানার পেটী টোর প্রকৃতি সরবরাহ
করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেওর সকল
উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনারের কমি-
টির আগামী ৩১ এ জুলাইর মধ্যে প্রেরণ
করিবেন।

অধিক কিবা অজসংখ্য (গবর্নমেন্টের
কার্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) টোরের
লিপি, বাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেওর
সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রি-
মেন্টের ফরম আবেদনকারিগণকে উক্ত
কারখানার অফিসে রবিবার এবং ছুটির
দিন বাবে প্রতিনিয় দেখান হইবে।

টেওর প্রাচ্য হইল এগ্রিমেন্টের ফরম
স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। টোম্পার
মূল্য এক টাকা কল্টারিগণকে দিতে
হইবে।

টেওরগুলি বেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত
হয় এবং ডবলকেট খেওরা হয়। যে মূল্য
সে একার টোমস দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত
পত্রে বিশেষ করিয়া লিখে এবং অফিসে
লেখা থাকিবে।

টেওরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ
করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফরম
১ টাকা জুই খান এই অফিসে পাওয়া
হইবে।

অত্র মতে টেওর হইলেই বে প্রেরণ করা
হইবে এমন মতে ৩ ৬ কোম টেওর ১৪ প্রেরণ
করিবার কারণ দেখান হইবে না।

অর্ডনারের উনস্পেক্টর জেনারেল টেওর
প্রাচ্য ও অগ্রাচ্য করিবার ক্ষমতা আছে।
তিনি যেহেতু অত্র মতে টেওর

ডাকার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অত্র
বাহিত মধুমিহ্মান মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ৮০।

১৮৭৪ খ্র অক্টোবর ১ মা এপ্রেল অবদি
১৮৭৪ অক্টোবর ৩১ এ মার্চ পর্যন্ত বহুভাব।

বা অন্য কোন টেওর অথবা যে টেওরে কোন জবের দুনা স্পষ্ট দেখা যায় হইবে তাহা করণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেওরের সহিত গবর্নমেন্টের কাগজেই হইক অথবা প্লাটেই হউক ৫০০ টাকা কমা দিতে হইবে। এগ্রিমেন্টের পত্র লেখা হইলে কিবা টেওর অগ্রাহ্য হইলে সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭৪ অব্দের ২৬ এ কেম্‌ব্রিজি তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় অর্ডিন্যান্সের কন্স-লরি উক্ত কারখানার আফিসে টেওর সকল খুলিবেন। বাহারা টেওর দির ছেন, তাহারা সেই সময়ে তথ্য উপস্থিত থাকেন।

মমদমা এ, ওরাকার ক্যাপ্টেন
কারখানা আফিস } আর, এ.
২৬ এপ্রিলি }
১৮৭৪। কমিসরি অর্ডিন্যান্স

যিনি সুবার আয়তান লাভ করিতে চাহেন তিনি পরমার্থ-জ্ঞান রত্নাকর ও পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর এতদুত্তর পুস্তকের মর্মজ্ঞানে সাধন করিতে যত্নবান হইবেন, উত্তর পুস্তকে সাধনের ভাব বিরূত আছে। এতদুত্তর পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাকমাণ্ডুল দুই আনা। জিরামপুরে আমার নিকটে প্রাপ্য।

ঐকেশবচন্দ্র রায় কর্তৃক।

আমার পিতা ঠাকুর তিতারাম পাল মহাশয় হাস কাখাদি রোগের অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত আছেন। সম্রাট তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে এই সকল রোগের কথ্য হাস কাশ, ফরকাশ মূল ও মেহ রোগের উক্ত অব্যর্থ ঔষধ উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি। আমি মেদিনীপুর ও হুগলী কোন কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোধ্য করিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রসকল আমার নিকট আছে আমি এক্ষণে মেদিনীপুর গবর্নমেন্ট জেলা কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক এবং আমি

ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয় 'সত্যপতি' জিগুজ বাবু রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেছি। এই বাসাকলিকাতা হুগলীর ফকিরচাঁদ মিঞার ঠুটে ১৩ নং বাটী। যিনি আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে বাসনা করেন তিনি উক্ত ঠিকানায় তত্ত্ব করিলে আমার দেখা পাইবেন ইতি

জিউপেন্সনাথ পাল।

—১১—

মেলিরিয়ামাশক পুট্রিয়া
অব্যর্থ ঔষধ।

উক্ত ঔষধ দ্বারা মেলিরিয়া জনিত জীবা, বক্স, পুরাতন, বিষম, সংক্রামক পালান্ডর এবং অথবা কুইন ইন ব্যবহার ঘটত ঘর রোগাক্রান্ত বহুসংখ্যক লোক আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

মূল্য ১২ পুট্রিয়া ১০ আট আনা।

বিহারীলাল ঘোষ এণ্ড কোং

জুরবন মেডিকেল হাল

ভানিপুর, কলিকাতা।

গুপ্ত বস্ত্র ছাপা খানা।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাপুর লেন

প্রেসিডেন্সী কলেজের ঈশ্বর

পূর্ণ মুখ দ্বিতীয় মলি।

এই ছাপাখানায় উত্তম বালা ও ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে। ছাপার মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে এখানে সকল প্রকার ছাপার কর্ম অতি শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে পাওয়া যায়।

ছাপার ব্যবসায়, যিনি যেরূপ কর্ম চাহেন তাঁহার কর্ম যদি সেইরূপ না হয় তদ্বিত্ত অক্ষম দাঁড়াইবেন।

আবশ্যিক হইলে কর্মবাহাতাগকে ছাপার মনুনা পাঠান যাইতে পারে এবং খরচের ও সময়ের সিম্মাদি অবগত করা যাইতে পারে; মাণ্ডুল দিয়া কর্মপ্রাপ্তের নামে পত্র লিখিলে এবং প্রকৃতত্বের কারণ প্রাপ্ত পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অভ্যর্থনা সিদ্ধ হইবেক।

ঐসত্যচরণ গুপ্ত—কর্মপ্রাধ্যক্ষ।

—১২—

রাণীগঞ্জ পট্টারি ওয়ার্ক।

বদিকাহারো প্রস্তর নির্মিত কোন প্রকার জব্য আবশ্যক হয় আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত জব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

স্নেহ দ্রব্য প্রস্তর নির্মিত মন্ডার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাচের টাইল ইট, মেক্সিকোতে রুমাইবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ টাইল ইট।

ফারাব ব্রিক।

ফারাব স্লে।

বাণী মর্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত স্নেহ দ্রব্য পাইপ, টাইল এবং ফারাব ব্রিক প্রকৃত নিমিত্ত হইয়াছে, আবশ্যিক হইলে নিম্ন লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

জ.লক্ষাতা

৭ নং হেভিওন স্ট্রীট } বরং এণ্ড কোং

১৮৮০

পাবলিক ওয়ার্ক, কুয়াটমেট।

মেদিনীপুরাধের নিমিত্ত অত্যাধিক মৌলসিন শপের ফাটলি আবশ্যিক হইয়াছে। যাহারা তাহা যোগাইবার জন্য টেওর করিতে চান তাহারা নিম্ন লিখিত নিয়ন্ত্রণাগারে করিবেন।

এক দিকে দীর্ঘ ৯ ফীট ১১ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৬ ফীট ৪ ইঞ্চি পরিমাণের ৫৪০ পান আর এক দিকে দীর্ঘ ৯ ফীট ১১ ইঞ্চি পরিমাণের ১৫০ পান।

পূর্বেক ফাটলিং সকল কন্ট্রোলার তারিখের এক মাস কালের মধ্যে মেদিনীপুরে পৌছাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এখানে কি রীতিতে টেওর করিতে হইবে তাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট পরামর্শ করিলে জানা যাইবে। কিন্তু এক টাকা ফি কমা দিতে হইবে। টেওরকারীদিগকে টেও

রেকর্ড সহিত-১০৮-একশত টাকা ধারনা স্বত্বপূর্ণ
বিভাগে হইবে।

মেদিনীপুর } জেলায়, কলিকাতা
২ টি জেলায় } এককালীন উত্তর ইণ্ডিয়ান
১৮৭৪ } কলিকাতা বিভাগ

সুতর সুত্রিত ।

কলিকাতা হাজারিগঞ্জ বাবহারোপযোগী
এক খানি ইংরেজি ফুগোল, অতি অল্প দিন
হইল সুত্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি অপর
পর ফুগোল গ্রন্থের ন্যায় নহে, ইহা
তারতর্ষ্য সখ্যকীর ও প্রাকৃতিক ফুগোল
সখ্যকীর অনেক কথা বিশেষ বস্তুর সহিত
সম্মিলিত হইয়াছে। এই খানি প্রবেশিকা
পরীক্ষার্থী বালকদিগের বিশেষ উপযোগী।
খেকার স্পিঙ্ক কোম্পানির দোকানে, সুল
ক সোসাইটির পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত বস্তুর
পুস্তকালয়ে কিংবা সুতর সংস্কৃত বস্তুর
সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য
১ টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ ।

২৮ এ মার্চ সোমবার ।

রঞ্জানী বন্ধ করা বিষয়ে লাভ নর্থ-
ক্রেতার মত ।

তারতর্ষ্য এবং ইংলণ্ডে অনেকের
রঞ্জানী বন্ধ করিবার জন্য বার বার অহু
রোধ করিতেছেন; এমন সময়ে লাভ
নর্থক্রকের নিরুত্তর হইয়া থাকে উচিত
নহে। যদি তাঁহার অবলম্বিত রাজনী
তির কোন সুচ-যুক্তি থাকে তাহা
প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। নতুবা তিনি
যে রূপে মীথারগের শাস্তা ও ভক্তির
পাত্র হইয়া আছেন তাহা রক্ষা হওয়া
দুষ্কর। পোপটনকে গবর্ণর হুজিঙ্কের সুচ-
নার সমগ্রই রঞ্জানী বন্ধ করিবার অহু
রোধ করিয়া নিজ দোষ কালন করিয়া
রাখিয়াছেন। যদি বাস্তবিক হুজিঙ্ক
উপস্থিত হয় লোকের ক্ষোভ ও
আন্দোলন গবর্ণর জেনারেলের উপর
পতিত হইবে। আমরা যথেষ্ট অত্যন্ত

সুখী হইলাম যে লাভ নর্থক্রক এইগুলি
অহুত্ব করিয়া একটী মিনিটে রঞ্জানী
সহজে আপনায় মত প্রকাশ করিয়াছেন।
আমরা তাঁহার অহুত্ব হুজিঙ্ক বিবরণ
সংগ্রহ নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম।
তাঁহার মিনিটের মর্ম এই। (১) বঙ্গ
দেশের লোকসংখ্যা ও তাঁহারের প্রাণ
রক্ষার্থ যত শাস্ত্র আবশ্যিক, তাঁহার সহিত
তুলনা করিলে বর্ষে বর্ষে যত চাউল
রঞ্জানী হয় তাহার পরিমাণ অতি অল্প
বলিয়া বোধ হয়, (২) বর্ষে বর্ষে যত
শস্য রঞ্জানী হয় তাহার মধ্যে অতি
অল্প পরিমাণ ৮ টেবল রাইস।
এদেশের লোকে সে প্রকার চাউল ব্যব-
হার করে না; সুতরাং তাহার রঞ্জানী
বন্ধ করা বৃথা। যে সকল শস্য লিঙ্কল
প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
প্রেরিত হয় তাহাও বন্ধ করা উচিত
বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ
শস্য মরিসল দ্বীপ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া
দ্বীপ জৈনী প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় কুলা
দিগের উপনিবেশ স্থানে প্রেরিত হয়
এবং অবশিষ্ট কিছু ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে
স্থানে প্রেরিত হয়। মরিসল প্রভৃতি
স্থানে যে সকল শস্য প্রেরিত হয় তাহার
শত শত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়া
থাকে; সুতরাং তাহারিগকে সংগ্রহ না
দিয়া হঠাৎ রঞ্জানী বন্ধ করিলে তাহা-
দের বিপদ ঘটতে পারে। এই সকল
কারণে তিনি রঞ্জানী বন্ধ করা আবশ্যিক
বিবেচনা করেন নাই। বিশেষ রঞ্জানী
দ্বারা যত শস্য দেশ হইতে বাহির
হইয়া যাইবার সজাবনা তদপেক্ষা অধিক
পরিমাণে শস্য আমদানী করা যাউতে
পারে। বাণিজ্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাত
না করিয়া যদি এই উপায়ে দেশের ক্ষতি
পূরণ করা যায় তাহাই শস্য যুক্তিযুক্ত
বোধ হয়। (৩) হুজিঙ্কের সময় জায়া
বির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া বাস্তবিক। মূল্য

বৃদ্ধি হইলে রঞ্জানী কমিয়া আসে এবং
লোকেরও ব্যয় কমিয়া আসে। কিন্তু
রঞ্জানী বন্ধ করিলে দেশের মধ্যে যে
পরিমাণে শস্য রক্ষিত হইবে, মূল্য বৃদ্ধি
না হওয়াতে তদপেক্ষা অধিক শস্য ব্যয়
হইবার সজাবনা; সুতরাং তাহাতে ক্ষতি
ভিন্ন লাভ নাই। তিনি এইরূপ আরও
কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

লাভ নর্থক্রক এরূপ সময়ে যৌর মত
প্রকাশ করিয়া প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য
করিয়াছেন এবং তিনি যে রূপ মরল ও
প্রশাসনভাবে মিনিটটী লিখিয়াছেন তাহা
তাঁহার পরমমর্জিয়া ও সুখ্যাতির অমূল্যই
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু
তাঁহার অবলম্বিত যুক্তি সম্পূর্ণরূপে
জমশূন্য বোধ হয় না। যখন আব-
শ্যক হইলে সমুদায় শস্য আমদানী
করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করা উচিত,
তখন যত শস্য বাহিরে যাইতেছে সেই
পরিমাণে শস্য আমদানী করিয়া ক্ষতি
পূরণ করিতেছি একথা বলা শোভা পায়
না। এখন এক সের পরিমাণ চাউলও
দেশে রাখিতে পারিলে লাভ। যত চাউল
রঞ্জানী হইয়া থাকে তাহাতে সমুদায়
বঙ্গদেশের ১৭ দিনের ব্যয় চলিতে পারে।
এমন সময় এতাবস্থা চাউলও ঘরে থাকা
লাভ তাহাতে কি সম্ভব আছে? এই
শস্য ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণরমেন্ট যে আর
১৭ দিনের উপযুক্ত চাউল আমদানী
করিবেন তাহা হইতে যোগ করিলে
এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইতে পারে।
২। ও মাপ অস্বাভাবিক হইবার সজাবনা;
তাঁহার এক মাসের ব্যয়ের সংস্থান হইয়া
থাকিতে পারে। ইহা কি অল্প লাভের
কথা? ১৮৭২-৭৩ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে
১৪৭:৮০০ মণ চাউল রঞ্জানী হয়, ইহা
পূর্বে ৯ বৎসরের মধ্যে কোন বৎসর
এত চাউল রঞ্জানী হয় নাই, বঙ্গদেশের
লোক সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটি, ইহাদি

বৎসরে যেকোন ফর দেখা ঘাইতেছে তাহাই সংশোধন করিয়া প্রাচীন ও প্রাচীন হইলে দেশের লোকের বাস্তবিক আত্মশাসন শিক্ষা করিবে।

দেশীয় লোকের দেশ চাইতবন্দার

কাজ বের করুক কি?

রাজ্য ও রাজার স্বার্থ তিস্ত তিস্ত হইলে দেশের যে অনেক প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে, আমরা মধ্যে মধ্যে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। আজ আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিদেশীয় বিপদের অধীন হইয়া বাল করিতে করিতে দেশের লোকের একতা প্রকৃতি নষ্ট হইয়া যায়, সাধারণের উন্নতিজনক বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। দেশের কোন কার্য উপস্থিত হইলে প্রজারা তাহা রাজার কর্তব্য বলিয়া উদাসীন্য অবলম্বন করে। ভারতবর্ষবাসিরা দেশ হিঁত যথা সম্বন্ধে চীন বলিয়া যে সাধারণ্যে পরিচিত তাহার কারণ কি? বহু দিন বিদেশীয় ও বিবর্মী রাজাদিগের অধীন হইয়া থাকি তাহার প্রধান কারণ নহে? দেশের সুখ সফলতার অংশ যখন পরে গ্রহণ করে তখন দেশের কষ্ট ও বিপদের অংশ গ্রহণ করিতে কি দেশ বাসিন্দাদের প্রকৃতি হয়? এই কারণেই ভারতবর্ষবাসিরা ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের প্রতি এত উদাসীন। কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষীয়েরা অলসপ্রকৃতি বলিয়া কোন বিষয়ে তাহাদের আগ্রহ বা যত্ন নাই। সে কথা সম্পূর্ণ ভুলযুক্ত বোধ হয় না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এবং মানকের শিখাদিগের একতা উৎসাহ ও দেশহিতবশত দুটো এই কথা অস্বার্থতা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদের পক্ষে হয় এ সম্বন্ধে শুশাসিত ও প্রবল গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা দুর্বল গবর্ণমেন্ট এবং প্রার্থনীর। মুগলশাসন রাজ

দের সময় যদিও বিদেশীয় এবং বিবর্মী দেশের অধিকার ছিল, কিন্তু শাসনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন প্রজাদিগের উন্নত অবনতি এবং সুখ দুঃখের ভার অনেক অংশে প্রজাদিগের হস্তেই থাকিত। মুগলশাসনেরা হিন্দুদের নিকট হইতে নিয়মিত কর মাত্র আদায় করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, দেশ শাসন ও অন্যান্য নিবারণ প্রকৃতি অপর সকল কার্যে এক প্রকার উৎসাহ করিতেন; সুতরাং হিন্দুরা তাহাদের চিরপিতৃ প্রাণী অনুসারে সেই সকল কার্য করিতে পারিতেন। পরাক্রম দ্বারা তাহাদের বিবাদের নিষ্পত্তি হইত, অন্যান্য নিবারণ হইয়া যায় স্থাপিত হইত এবং সামাজিক ও পারিবারিক সকল প্রকৃতির মৌলিক হইত। এই প্রাণী ও ভিলেজ মিউনিসিপালিটি "গ্রাম শাসন প্রাণী" বলিয়া পরিচিত। সে সময়ে যদিও শাসনের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত এবং বিচার কার্যে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না, কিন্তু দেশবাসিন্দাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে একতা ছিল। দেশের বিপদে সকলে বিপদ জ্ঞান করিত; একজনের কষ্ট উপস্থিত হইলে সকলে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইত। বর্তমান রাজাদের পরাক্রম অধিক। শাসনকার্য এবং বিচার কার্যেও অনেক সুশৃঙ্খলা, কিন্তু সেই পরাক্রম হৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদিগের দেশহিতবশত প্রকৃতির হইয়াছে। সাধারণের বিপদে আর সকলে সে প্রকার নিজের বিপদ মনে করে না; দেশের শ্রেণী বিশেষের কষ্ট সমুপস্থিত হইলে আর সকলে সাহায্য করিবার জন্য সেরূপ অগ্রসর হন না। বর্তমান দুর্ভিক্ষই তাহার দুটো উদাহরণ। দেশের মধ্যে কি এমন ধনী কিবা সম্পত্তিশালী লোক নাই বাহারা এই সময়ে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সাহায্য

করিতে পারেন? আমাদের ত এরূপ বোধ হয় না। স্বাধীনতার ক্ষমতা আছে তাহারও সেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না কেন? আমাদের বিবেচনার রাজ্য ও প্রজার স্বার্থ তিস্ত তিস্ত হওয়া ইহার প্রধান কারণ। প্রজারা মনে করিতেছেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে হইবে তাহা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। সুতরাং তাহারা এক প্রকার উদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন। ইংলণ্ড প্রকৃতি স্বাধীন দেশে এরূপ বিশদ উপস্থিত হইলে দেশের সুখ ও সফল সকল লোকেই বিপদ মনে করে এবং সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে ভারতবর্ষীয়েরা যতই অসুভব করিবেন যে গবর্ণমেন্টের সহায়তা করায় তাহাদিগের মঙ্গল এবং উন্নতি, ততই তাহারা দেশের হিতাহিত চিন্তায় নিযুক্ত হইবেন, ততই দেশের মঙ্গল সাধনে কৃন্তনশক্তি এবং উৎসাহশালী হইবেন, এবং যে গুণে অপর সভা জাতিরা এত সুখ সফল সুখ দর্শন করিয়াছেন সেট গুণে ভারতবর্ষীয়রাও সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবেন।

"মর্ত্তে দিব না।"

লোকের মন সন্দেহ ও বিবাদের পরিপূর্ণ, আজও সন্দেহ দুই হইতেছে না। ভাবী দুর্ভিক্ষে কত লোকের প্রাণের আশঙ্কা তাহা স্থির হইতেছে না। লাভ নর্থকর পুঙ্খানুপুঙ্খ করেন যে যে সকল ডিক্টিটে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার আদিবাসীর সংখ্যা ২৫০০০০০, ইহার মধ্যে শতকরা দশ জনের অস্বাভাব্যে মরিবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ২৫০০০০ লোকের ৭ মাসের আহারের ভার গবর্ণমেন্টের গুণ্য আবশ্যক হইবে। প্রতিদিন এক একজন

অর্ডারের হিসাবে হারিয়ে ৭ মাসে ৬৫ ৬২৫.০০ মণ চাউল আদায়। তবু-সারে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট প্রথমে যে মাস পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ১৩৭৬০০০ মণ চাউল আনাওয়ার পরামর্শ করেন। পূর্বের অনুমান যদি প্রকৃত অনুমান হইত তাহা হইলে ১৩৭৬০০০ মণে সকল অর্থাৎ পূর্ণ হইত। ২৮১৩৫০০ মণ চাউল উদ্ধৃত থাকিত; কিন্তু পূর্বের অনুমান ঠিক যোগ হয় না, কারণ লেপ্টনট গবর্ণর পরে আরও চাউল আনা আদেশ দেন করিয়াছেন, তবুসারে আরও ৫৬০০০০ মণ চাউল আনাওয়ার পরামর্শ দিইয়াছে।

আগন্তুক যোগ হয় যখন এত লম্বা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তখন এবার জুর্জিক জমিত কটে অধিক সংখ্যক লোককে হত্যা মুখে পতিত হইতে হইবে না। গবর্ণমেন্টের চাউলের আমদানী বেধিয়াও অনেক লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু যে বিশ্বাস আবার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ জানেন সার রিচার্ড টেম্পল এক্ষণে জুর্জিক নিবাসের উপায় বিধান করিবার জন্য বিহার প্রদেশ বাস করিতেছেন তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন “ইতিমধ্যেই উত্তর বিহারের লোকেরা এক বেলা অনশনে থাকিতেছে, এবং যথা সময়ে বিশেষ নাটকীয় করিতে না পারিলে অনেকে হত্যা মুখে পতিত হইবে, এমন কি কোম কোম দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে।” এই সংবাদ শুনিয়া কাহার জবাবে না আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহা শুনিয়া কে আর গল্পে মুখে অশ্রুর প্রাণ জ্বলিয়া দিতে পারে? এই সংবাদে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনারেল লেপ্টনট গবর্ণর প্রভৃতি গত বুধবার কলিকাতার টাউন হালে একটা সভা করিয়াছিলেন।

উদ্যোগ হলেন, কেবল মাত্র গবর্ণমেন্টের মুখাণেকা করিলে আর চলিতেছে না। কত লোকের প্রাণের আশঙ্কা দেখা জানেন; কিন্তু অপর সাধারণ অগ্রসর হইয়া সাহায্য না করিলে রক্ষা নাই। জিঞ্জিমাটী মহারানী আপনাতঃ নিজের ব্যয় হইতে ১০,০০০ টাকার টাকা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনারেল ১০,০০০ ভরপূরের মহারাজা ২০,০০০ বর্ডমানের মহারাজা ১০,০০০ বেঙ্গল কাউন্সিলের সভাপতি এক একজনে ৫০০ শত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন রাজা কমলকৃষ্ণ ১০০০০ এবং অনেক অনেক দিয়াছেন। এই সকল অর্থ দ্বারা যথা সময়ে চাউল আনাওয়া যাইতে পারে।

যেদূর দেশবাসী জুর্জিকের আশঙ্কা তাহাতে এক্ষণে দুই এক লক্ষ টাকার কি হইবে? এ সময়ে যখনই মধ্যবিত্ত কেহ যেন উদ্যোগী থাকেন না, যাঁহার যথাযথ এই সময়ে সাহায্য করা উচিত “কিঙ্গন হাঁড়ায় দেখি” একথা বলিবার আর সময় নাই, এখন হইতেই চাউল আনাতে আরম্ভ করিতে হইবে। নজুবা উদ্দীয়ার জুর্জিকের ন্যায় দেশে চাউল থাকিতে লোকদিগকে অনাচারে মরিতে হইবে। যাঁহার যাহা দিবার ইচ্ছা আছে এই সময়ে অগ্রসর হউন। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৬৬০০০০০০। যদি প্রতিজনে এক পয়সা করিয়াও দেয়া তাহা হইলে ১০ লক্ষ টাকা হয়। বঙ্গ দেশে যত স্কুল আছে তাহার প্রত্যেক কক্ষ হইতে অন্ততঃ গড়ে ৫ টাকা করিয়া জুলিয়া দিলেও ৫-০০০০ টাকার টাকা উত্তিতে পারে। যাঁহাদের জন্ম আছে তাঁহারা এই সময়ে নিজ নিজ গ্রাম ও পরগণা হইতে যাহা পাবেন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার মেট্রোপলিটন বিল্ডিং কমিটির সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করুন। আমাদের পাঠকগণ কেহ যদি কিছু

সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা উক্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবার ভার লইতে পারি। অগত্যা যাঁহাদিগকে অপেক্ষা কৃত সুখ শৌভাগ্য দিয়াছেন তাঁহারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন “অত্যাচারে দরিদ্র দিগকে মরিতে দিব না” আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলে এক প্রাণীও মরিবে না।

—১০১—

নাগা বুধ।

পাঠকগণ! আপনারা সকলেই জুর্জিক ভয়ে ভীত হইয়া কেবল “আম দানী রপ্তানী” এই কথা অগম্য করিয়া দিবারাত্র বাস্তব আছেন। ইতিমধ্যে অনীম পরাজয়শালী তেজস্বী-কুলাগ্রগণা ব্রিটিশ জাতি অস্তুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া এক অস্তুত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন তাহার সংবাদ কেহ রাখেন না। ইতি বৃহত্তী এই, কাশ্মির বটলার নামক এক জন গবর্ণমেন্ট কর্মচারি মাথা পুরুত এবং তৎসম্বন্ধিত প্রদেশ সকলের জরিপ কার্যে নিযুক্ত আছেন। কিছু দিন হইল তিনি যৌর দল বঙ্গ সম্মতি ব্যাহারে উক্ত পুরুত শিবরহিত একটা গ্রামের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার প্রার্থনা করিবার জন্য এবং আমদানিগণ তাঁহার অনুচর গণের আহ্বার যোগাইবে কি না, জানিবার জন্য কয়েকজন কন্ডেবল প্রেরণ করেন। কন্ডেবলগণ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয় যে, আমদানিগণ যে প্রস্তাবে সম্মত নহে। এ সংবাদ শুনিতে জন বুলের শোণিত কি উষ্ণ না হইয়া থাকিতে পারে? পাঠকগণ! বিশেষ বিবেচনা করিবেন, সেখানে মহারানী যাহা, ব্রিটিশ জাতি যাহা, কাশ্মির লারও তাহা, তাঁহার জাতি

মাত্র অশেষ্য না করিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা
করিলাম। 'অমৃত'র মাঝে কিছু সে
কালে, কাগজের মাঝেবো 'অমৃত'
আবশ্যক হয় নাই, বোধ হয় কাগজের
খট্টারেরও সেই কারণে 'অমৃত' আ-
শ্রয় হইয়া না চালাইয়া। যুদ্ধের পর
শত্রু বা সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ
করিয়া 'ভাণসেব' ২২ জন চ'ত এবং
অনেক আকত হইয়াছিল কাগজের খট-
টার মাঝেই স্থায়ী পরাক্রম ও শৌর্য্য
স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করিতে আগ্রহ হই-
লেন এবং আমে প্রবেশ করিলেন।

আমরা এতক্ষণ উপভোগ করিতেছিলাম। গবর্ণমেন্টের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা উচিত। সাধারণের অবগতির জন্য হকার অংশপূরক বিবরণ প্রকাশ করা বর্তব্য। নাগারা ভারতবর্ষের আত্মকার শত্রু নহে। ঐতিহাসিক ইহাদের দৌরাশ্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুদিন ধর্মিতে ইহাদের উপভূতের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহারা জনবুলের পরাক্রমে ভীত হইয়া নিজের পর্কিত শিখরে রাজত্ব করিতেছিল, সেখানেও নিস্তার নাই। পুরোক্ত বিবরণে কখনো বট্‌মারের অনুচরণ অধিক দোষী কিবা নাগারা অধিক দোষী তাহা জানিতে পারা যাচিতেছে না। কিন্তু সফলভাবে ইহাদের অসত্য কথার ভিত্তি জীবন যাত্রা অপরাধের ন্যায় বিবেচনা করেন তাহা অরণ্য করিলে ক্রমে আর এক প্রকার সংস্কার উপস্থিত হয়। গবর্ণমেন্ট থোকা ভত্যার পর কাঙরান ও ফরগিথ সাহেবের দণ্ড বিধান করিয়া যে ন্যায়পরতার পরিচয় দিরাডেন পুরোক্ত ঘটনায় বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রকৃত দোষীর বিচার করিয়া সেই ন্যায়পরতার পরিচয় দেন

ଆମାତ୍ୟମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ଆମରା ହିକାର
 ଶାନ୍ତିନିଧାନ ଧନୀ ଆମାତ୍ୟ !

আমরা দুঃখের সহিত পাঠকগণের
গোচর করিতেছি যে ৩১ এ আগস্টার
শনিবার মেনিডে'জ কলেজের ছুট
পূর্বে প্রোফেসর রামচন্দ্র মিত্র কলেজের
পরিভাগ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরদিন
পূর্বে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত
হন, সেই রোগেই তাঁহার জীবন পর্য্যব
সিত হইয়াছে।

ইনি স্বতন্ত্র মহাত্মা ডেভিড হোয়ারের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাহার পর বহুদিন হিন্দু কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রোফেসরদের পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদাক্রান্ত থাকিয়া তিনি বঙ্গবাসীদের জায় দুই তিন পুরুষের শিক্ষা বিধান করিয়াছেন। যখন বেগুন পোস্টাফিসে প্রাপ্ত হইত তখন সে সময়ে রামচন্দ্র মিত্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তদবধি জীবনের শেষদশা পর্য্যন্ত সমান উৎসাহের সহিত এই পোস্টাফিসে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপীয় এবং এদেশীয় সকল জ্ঞানীর লোকের মধ্যেই ইহার বহুবাক্যব অনেক ছিল এবং সকলেই ইহার অমায়িকতা ও নিরীহতা শুনে আকৃষ্ট হইত। তিনি পৌরুষের সহিত বহু দিন কার্য করিয়া শেষদশায় পেশ্বন লইয়া গুরুত্বাঙ্গের সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

३३३ = अक्षरः ।

১। একেই কি বলে বাঙালি স্নাতক? (১)
এখনি প্রকলন। এখনক আপনাকে বিদ্যা-
শূন্য ভট্টাচার্য। গিরা পরিচয় দিরাছেন
বটে। কিন্তু আমরা পাঠ কবিয়া দেখিলাম
যেভাবে টাইটার মক্ষ বিদ্যা প্রকাশ পাব
নাই। হাস্য রসের উদ্ভীষণ করা হ'ল এত
(১) কল ও ব বিদ্যালয়। ভট্টাচার্য প্রবীত, যল-
সে ভূমি। অথক শ্রুতক বাবু শরচ্চর যোদ
কর্তৃক প্রকাশিত, বঙ্গোজার প্রামোদন মণ্ডে
মুদ্রিত, ঢাকা। ১০ আ. - থানা মণ্ডে।

সনের মুখা উদ্দেশ্য হইল, লেখক অনেকাংশে
কৃতকার্য হইয়াছেন। পাঠক'লে অনেক
সময় আশ্রয় স্থাপ্য সম্বরণ করিতে পারি
নাই। আত্মবিগের পাঠকগণের মধ্যে যাহারা
হাসিতে ভালবাসেন তাঁহাদের একবার
এখনি পাঠ করা উচিত, বাস্তব সাহেবের
এখনি পাঠ করেন আত্মবিগের ইচ্ছা।
যাহা হউক আমরা দেখিতেছি, বাস্তব
বিগের যেমন আত্মবিগ সরকার, আত্ম
কালিকার কাব্য নাটক'র প্রযুক্তির পাশ্বে
নব্য জগৎগণ তেমনি হঠাৎ পড়িয়াছেন।
বিজ্ঞান'র ভাট'কার্য যদ্যপি "বিশ্বাসি
সাভেব" লিখিতে গিয়া প্রমাণগত নইয়া
বিলক্ষণ টানাটানি করিয়াছেন। শত-
নাথের বিবরণী পাঠ করিয়া আত্মবিগের
বৃক্ক বলিয়া দাড়ি উপভাষার কথা
স্বরণ হইল।

विश्वम्भवादः

১১ এ মাসি সোমবার ।

সর রিচার্ড টেম্পলস সীমান্তারি (উজ্জর
বিহার) এইতে নিধনিবিত লোমসুর্ধন টেলি-
গ্রাম ধোরণ করিয়াছেন—

“কেবল দ্বাত্রিংশতে ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮ লক্ষ লোককে অনেক মাস পরিত্যাগ করার দিতে হইবে। দ্বিংশত ফোয়ার ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশের জন্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এক তৃতীয়াংশের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। চম্পারও ৩০ লক্ষ এবং সাঁচুরও প্রায় ১০ লক্ষ লোকের অল্প বোগাইতে পাইবে। উহা ভিন্ন গয়া এবং সাঁচুরের অনেক লোক জুটবার সম্ভাবনা। সমগ্র প্রায় ১৫০০০ লোকের আগের সংস্থান আছে। পূর্বাশীমা এবং ত্রিংশত ভিন্ন স্থানে এখনও বিশেষ দুর্দশা লক্ষিত হইতেছে না। সকল দিকেই দেবিতের দ্বারা সতরাচর খাটিয়া যায় না এমন মত লোক আমাদের রিলিফ কার্যে আসিতেছে। কোন কোন স্থানে আমি বেথিয়াহী প্রায় ২০ হাজার লোক খাটিতেছে। মিশর দেশ হইতেছে সর্বদেশের এবং বেশের মোকদ্দ

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের
সামর্থ্যার্থে রায়পুরের মহান ১ হুই ভাঙ্কার
টাকা দান করাতে উক্ত পশ্চিমবঙ্গের
লেপ্টেনেন্ট গবর্নর তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ
করিয়েছেন ।

টেনিসের গোয়েটে লিখিত হইয়াছে,
অনিবার বারানসী সর্ভ বাকীপুর চাকার
সামান্য এবং পূর্ণিয়ার প্রচুর পরিমাণে
রুটি হইয়া গিয়াছে । অনিবার কায় সমস্ত
রাতি একলে বর্ষার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে
রুটি হইয়া গিয়াছে ।

২২ এ জানুয়ারি রাত্রে রাউলপিণ্ডিতে
হুইয়ার তরানক ভূমিকম্প হয় ।

গত মংসের মাসে ত্রিটিশ জন হইতে
৪৪৪২৭ টাকা মূল্যের ৩৮১২ মণ তুলা
বিদেশে রপ্তানী হয় ।

দিল্লী গোয়েটের কাবুলস্থ সংবাদবাহী
লিখিয়াছেন ১৮ ই জানুয়ারি আদীর সিরার
আলী কয়েকজন সর্দারকে লইয়া এক সভা
করিয়া কীরাতের গবর্নর সর্দার মহম্মদ
জাকুব খাঁকে (উহার জ্যেষ্ঠ পুত্র) পদ-
চ্যুত করার পরামর্শ করেন । সর্দারেরা
হুতাতে সম্মত না হইয়া আদীরকে এত ভাড়া
ভাড়ি করিতে নিষেধ করেন । আদীর আঁক
সরবিগকেও চটাইতেছেন, তাহাদের বেতন
বন্ধ করিয়াছেন, আত্মা দিয়াছেন তাহারা
ভুতন ভিলসদি যে পর্য্যন্ত না শিখিবেন ও
ঈমানগণকে শিখাইবেন সে পর্য্যন্ত বেতন
পারিবেন না । এতদ্ব আদীরের বিলাসি-
তাও কিছু বাড়িয়াছে ।

গত শনিবার আলাহাবাদ হইতে গবর্ন
গেটের ৩৩০ টী টাকার নাজ হাওড়ার
আগে । তথা হইতে উহা করোপ্পি আঁসিসে
লইয়া যাওয়া হয় । উহাতে ২০ লক্ষ টাকা
ছিল ।

রাজা মন্ডীজমোহন ঠাকুর এই দুর্ভিক্ষ
নিবন্ধন উহার মেন্দনীপুর ডিক্রিটোর
একটি মেন্দনী প্রজাতিগকে ৪০ টাল্লিশ
চাকার টাকা খাজনা বাপ করিয়াছেন ।
হুইতে লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সমস্ত হইয়া
করিয়েছেন ।

আমেরিকার বালক বালিকারা একত্র এক
শ্রেনীতে বিদ্যা অন্বেষণ করিতেছে । সে
বেশে বিদ্যার উঠাইয়া বিদ্যা খাটান প্রেমে
(কীলক) বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে
বেশে বালক বালিকা দুই বাতুক দুই
হুইতারাও একত্র এক শ্রেনীতে পাঠ করিতে
পারেন । ইহার আশাশ্রিত্য আমেরিকার
সভ্যতা হইতে রক্ষা কখন ।

পারিসে অটোমশবীয়া একটা হুইতীর
এক আশ্রয় পাড়া উপস্থিত হইয়াছে ।
হুইয়ার অনেক ইহার সহ্য হয় না,
এ নিমিত্ত নিবাতাগে ইনি চক্ষে কার্শি
বাঁধিয়া রাখেন । ইনি দিনে কিছুই
বেশিতে পান না, কিন্তু রাত্রে ঘোর অন্ধ
কারে অনায়াসে নিশিতে পড়িতে পারেন ।
ইনি চৌধুরিদিয়া বিলাস করিলে অবিচার
হইতে পারেন ।

ইংলিসমান প্রবণ করিয়াছেন তার উই
নিরম হাসেল ২৪ পরগণার জজ
হইবেন ।

১ মা হইতে ১৫ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত
অন্যোধ্য হইতে ১৩৭৭২৫ মণ শস্য রপ্তানী
হইয়াছে, কিন্তু ১৭২৯৪ মণ মাত্র আমদানী
হয় ।

মিলেট সাহেব দারজিলিঙ পর্জীর নিয়
বেশে পশ্চিমবঙ্গের নিকট করবার বসি আবি
ষ্কার করিয়াছেন ।

একখানি ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে লিখিত
হইয়াছে অধ্যাপক ওয়েন লণ্ডনে একটা দস্ত
বিশিষ্ট পক্ষী দেখিয়াছেন । হুইয়ের ন্যায়
ইহার পার পাড়া জোড়া, পক্ষীটা মন্য
খাইতে ভালবাসে ।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদ-
বাহী লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের
সংবাদে ইংলণ্ডের সর্কসাধারণে চকল হই-
য়াছেন । সমুদ্রের ইউরোপের চকল লাভ লব্ধ
ক্রাকর উপর পতিত হইয়াছে । এ সময়ে
তিনি বেকপ কার্য প্রণালী অবলম্বন করি-
বেন তাহাতে উহার বিলাস ও রাননীত
জতার পরিচয় হইবে ।

ত্রিটিশ ব্রাক্স প্রদানতম কমিশনার

অনরেন্দ্র আলপি ইংলেন সাহেব রেপু
হইতে বাত্মা করিবার পূর্বে ব্রাক্সবেশে চাইল
ক্রাক্স গবর্নমেন্ট হইতে ১১ এগার লক্ষ
টাকা গ্রহণ করেন । ইতি পূর্বে ভারতবর্ষের
গবর্নমেন্ট চাইল ক্রাক্স করিবার জন্য রেপু
৩৯ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন ।

এবার মধ্য ভারতবর্ষে তুলা ভাঙ্গ জন্মে
নাই ।

২৩ এ মার্চ হুইয়ার ।

আমেরিকানদেরা অর্ধোপার্জন বিষয়ে
কিছুপাটু নিয়ন্ত্রিত হুইতারাও লিখিয়া
উহার পরিচয় হইবে । মনসলসবার্ল নামক
এক ব্যক্তির দল লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে,
কিন্তু ইহার বয়স মাত্র ১৫ বছর তখন
ইহার হুইতে ১০০ টাকাও ছিল না । অর্জ ল্য
পূর্বে একজন অযোগ্যজীবী হুইক ছিলেন,
একণে তিনি দুই কোটিরও অধিক টাকার
সম্পত্তি করিয়াছেন । আলেকজান্ডার উইটি
নামক একব্যক্তি এখানে কিছু জোরি
কিনিয়া একখানি জুই দোকান খুলেন,
একণে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী
হইয়াছেন । ড্যানিয়েল বাল্যকালে এক
জন বেকপালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি একণে
৬ কোটিরও অধিক টাকা কিয়া একটা জমী
দারী কিনিয়াছেন । হোরেল স্কোকন নামক
এক ব্যক্তি আবার ঘোট করিয়া তিনি
বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন, এখন তিনি ৩।৪
কোটি টাকার অধিকারী হইয়াছেন । কার্ল
হাস' রেটারবিল্ট এখানে তরকারী
বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করি-
তেন, ক্রমে বাৎসরিক করিয়া একণে দল
কোটি টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন ।

মাত্রাজ দেইল বলেন, ত্রিটিয়ের এক
জন প্রসিদ্ধ গণিত তিন মাস ধরিয়া একটা
বক্তৃতা করিয়াছেন, ইহাও লোকের সম্ভ্রম
সাধনে পর্য্যাপ্ত হয় নাই, তিন মাসের পর
বক্তৃতা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিয়া
সকলে হুইতে হইয়াছেন ।

সম্প্রতি লণ্ডনের কতকগুলি কবি
ডিউক অব আর্গিলের নিকট এই বলিয়া
আবেদন করে, দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বঙ্গদেশের

স্থানে স্থানে অবৈধ পাবলিক ওয়ার্ক আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিষিদ্ধ বিধির কৌশলিগ। এয়ারোজন, তাহারিগকে বলিলে তাহারিগ অতি লম্বা উহা এতদ করিয়া বিতে পায়ে। কেট সেক্রেটারি ডায়ালগে আসিয়া গিলেন। একটি কারখানায়ই ৫০ পঞ্চাশ হাজার কোম্পানির জন্য আয়োজিত হইয়াছে। টেলিফোনের সুবিধা হওয়াতে এক্ষণে অতি অস্পষ্ট মধ্য ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সংযোগ আদায় প্রদান চলিতেছে, কেট সেক্রেটারি এমনিই কার্যাত্মক যে কোম্পানির এয়ারোজন আছে কি না তাহা জানিবার জন্য এই অস্পষ্ট অণেকা করিতে পারিলেন না। আদায়ের টাঙ্কা এইরূপেই সায়িত হয়।

দাখাতাই নাউরোজী বরদার গুইকুমারের মন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন বাইতেছে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট নাউরোজীকে সন্তোষ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আদায় ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

বরদার গুইকুমার মূলতঃ রাওয়ের দুই চৌপা কামান আছে, লক্ষ্যিত তিনি দুই সোণার কামান প্রস্তুত করিবার জন্য আসিয়া দিয়াছেন। গুইকুমার যদি চাওয়া হইয়া এই রূপ ঐচ্ছ্য লাভ করিতেন, এক্ষণি সোণার কাতে গড়াইতেন সন্দেহ নাই।

রাজ্যের গবর্নমেন্টের আদেশ অনুসারে নিয়ম হইয়াছে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সৈন্য গণ এখন অবধি যেমন ভিন্ন অর্ধ সের মাংস অর্ধ সের কচী এবং দেড় সের আলুস কাট পাঠায়।

প্রশ্ন বোরিস জেটিবাটি ওল্ড এবং কশী হার অটো অনেকগুলি বড় লোক গড মেইল কীমারে বোঝাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। ইহারি ব্যাখ্যা শীকারের জন্য মধ্য ভারতবর্ষে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহাতে নেপালে গমন করিবেন, কি উদ্দেশ্যে তাহার সাওরা তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ব্যাখ্যা শীকার তাহারিগের কথা, মনের কথা কি? ব্যাখ্যা শীকার, না, সিংহ শীকার?

আদায়িগের মধ্যম রাজকুমার এমীর

সৈনিক হলের একজন কর্নেল হইয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন রাজপুত্র আর কখন এমীর হার সৈনিক পদ গ্রহণ করেন নাই।

২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার।

৩১ এপ্রিল আরি পর্যন্ত আহারীয় পস্যের দুস্যের সেটিগেট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বর্ধমান হাবড়া ২৪ পরগণা পস্যের রত্নপুর পাবনা ঢাকা কতিবপুর পাটনা গয়া সাহাবাদ পূর্ণিয়া সাওতাল পরগণা মামতুম এবং কামরূপে সাধারণ লোকের আহারোপযোগী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা মালবাহক অলপাইওড়ি ত্রিভুত সাধারণ চন্দ্রারণ কটক বালেশ্বর হাজারিবাগ লোহারডগা গোয়ালপাড়া ছুতও এবং কশীপর্জতে মূল্য কমিয়াছে। রিপোর্টে আর যে ১৫ টা বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মূল্য সমান রহিয়াছে। বিভাগীয় রিপোর্টে দেখা যায় চট্টগ্রাম ভিন্ন সকল বিভাগেই বৃদ্ধি হইয়াছে। সাধারণে বৃদ্ধি হারা উপকার হইয়াছে, তবে কামক সরিষা প্রভৃতির কটক অনিষ্ট হইয়াছে, শিলাবৃদ্ধি হওয়াতেও স্থানে স্থানে কটক অনিষ্ট হইয়াছে। বর্ধমানে আর কমিতেছে, বাঁকুড়ার বসন্তের বৃদ্ধি হইয়াছে। বীরভূম হইতে এখনও রপ্তানী চলিতেছে। বৃদ্ধি হারা মেনিনীপুর হাবড়া ও জয়নীরে পস্যের উপকার হইয়াছে, ভূমি কর্তব্য কার্য বিলক্ষণ চলিতেছে। ২৪ পরগণা আরিও আরের প্রাচুর্য কমেন নাই। মুরসিবাগে ভূমি কর্তব্যযোগ্য হইয়াছে এবং মহাক্ষেত্রের ব্রাহ্মতদিগকে অগ্রিম বীজ বিতেছে। মালবাহকের স্থানে স্থানে লোকের কটোর কথা শুনা বাইতেছে। বৃদ্ধি নিবন্ধন রাজসাহী রত্নপুর বগুড়া এবং পাবনার পস্যের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে, বাখরগঞ্জ বৃদ্ধি হয় নাই কিন্তু পস্যের অবস্থা উত্তম। ময়মনসিংহ সিলেট ও কাছাড়ের সংযোগ বন্ধ নয়। বিল টিপারি স্থানে স্থানে বাজারে অল্প পরিমাণে চাউল ব্যাঙতে কট হইয়াছিল। দরভাঙ্গার অরুণ দশ আনা জমিয়াছে, সরিষা উত্তম জমিয়াছে, কিন্তু গম ভাল জমেন নাই। চন্দ্রারণ পস্যের

অবস্থা মন্দ, মূল্য ও বৃদ্ধি হইতেছে। ভাগলপুরের মূল্য এবং মাদপুরা উপবিভাগে কট হইয়াছে, উডিয়ার সাংবাদ ভাল। সিংহভূমে রিলিফওয়ার্কে লোকহিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। এখানে বৃদ্ধি হয় নাই। মানভূমে বৃদ্ধি হারা অব ও গমের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। আশাম এবং তাম্রকটী পর্যন্ত প্রদেশের পস্যের অবস্থা উত্তম। ২৩ এপ্রিল আরি গোয়ালপাড়ার ভূমিকম্প হয়।

ভাঙ্গোর হইতে এক ব্যক্তি মাজাজ বেইলে লিখিয়াছেন, তথ্যের অনাবৃদ্ধি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইয়াছে। দিন দিন মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। বর্ধমান বিভাগে ইহার মধ্যেই লোকের কট আরম্ভ হইয়াছে। তিনবেলিতে পস্য দুর্ভিক্ষ সময়ের মাত্র অগ্নিবল্য হইয়াছে। এখনও এক পসলা বৃদ্ধি হইলে অনেক উপকার হয়।

পিরানির বলেন, মেলবিল সাংঘেব মূল্যমান বর্ধ প্রণে করিয়া যে গোলাযোগে পাড়িয়াছেন, এখানে তাহার মীমাংসা হইল না, এবিধে কেট সেক্রেটারির নিকট গিয়াছে। মেলবিল সাংঘেব এক মূল্যমানীর কলকে পাওয়া দরবারে প্রণে দ্বারা কি বিপদেও পাড়িয়াছেন। এখন ভালর ভালর তেজুল গাছটি পাটলে হয়।

মগধবার লর্ড নেপিরের মাজাজ হইতে বরাবর কলিকাতার আসিতেছেন। বোধ হয় ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে উপনীত হইবেন।

পিরানির বলেন, নীচাপুরের কমিশনার হত্যাপরোধে অযোগ্যতার ঠাকুর জোরাহি সিংহের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দেন, অর্পণ করিতে অযোগ্যতার সুভিসমাল কমিশনার তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। বনি ২০ লক্ষের অধিপতি। এক্ষণে হত্যা লক্ষ্যের জেলে ৭ বৎসর থাকিতে হইবে।

১৮৭৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে লওনে ১১০৬৭০০০ পাউণ্ড চা প্রেরিত হয়। গত বৎসর ইহা অণেকা কিছু কম গিয়াছে।

বর্ধমান ১৭৩৭ সাংঘেব আলহাবাদ

২৬ এ মার্চ শনিবার

গত সপ্তাহে হেরেও ভবলিট বার্লিন নামক একজন মিশনারি যাজ্ঞান হাইকোর্টে এই বলিয়া আবেদন করেন, সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সন্তান সূচকর্ম প্রেরণ করে, তাহার শিশু সন্তান সূচকর্ম এই বালককে তাঁহার বাতী হইতে লইয়া গিয়াছে, অতএব এই আন্তর্জাতিক সন্তান সূচকর্ম উপস্থিত করিবার জন্য তালব করা হয়। হাইকোর্ট তাহার আবেদন গ্রহণ করিলেন। বালক উপস্থিত হইয়া বলিল, তাঁহার শিশু তাঁহাকে বালপূর্ণক লইয়া যান নাই, তিনি ইচ্ছাপূর্ণক শিশুর সহিত বাতীতে গিয়াছেন এবং বাতীতে থাকাই তাঁহার ইচ্ছা। যক্ষমদা ডিসমিস হইয়াছে। মিশনারিরা তবে ছেলে সন্তান ব্যবসার পরিচালনা করিবেন।

ফ্রান্সের ডুডপূর্ণ সম্রাট লুই নোপোলিয়নের ছবিতে শিরায়ী বোমাশাট্রির অবস্থার বিষয় শুনিলে চক্কে জল আইসে। তিনি এক্ষণে উত্তরাদেশের জন্য লণ্ডন নগরে একটি কাপড়ের বোকা দুলিয়াছেন। কিছু দিন হইল তিনি পারিলে কাপড় জর করিতে গিয়াছিলেন। এটি করানী আভির সামান্য লজ্জার বিষয় নহে। বাবা হটক, মজুরের ভাগ্য কি ঢকল, বদন্যার কি আশ্রয় পরি-মন্তন !!

—১০১—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশাঙ্গুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ জ্যুয়ারি। বাবু হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজস্বী বিভাগের ডেপুটি কালেক্টর হইবেন এবং ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারী ক্ষমতা লাভ হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই. বি. গডকে কিছুদিনের জন্য জিয়ামপুরের ভার পাইলেন।

বাবু বিবেকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪/৭৫ অব্দে মেদিনীপুরে সেটলমেন্ট কার্যের জন্য প্রথম জেণীর অতিরিক্ত সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য

মুন্সীফের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন এবং জম্মুতে রহিলেন।

২০ এ জ্যুয়ারি। সহকারী কমিশনার ক্যান্টনমেন্ট ই. জি. লিলিওটন চতুর্থ জেণীর ডেপুটি কমিশনারের কার্য করিবেন, আগাত্তরঃ হিল ট্রিয়ার পোলিটিকাল এজেন্ট হইবেন।

৩০ এ জ্যুয়ারি মেসারী আবহুল মজিদ দ্বিতীয় জেণীতে পূর্ণিয়ার সব ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ. উইল পাটনা বিভাগে রহিলেন।

৩১ এ জ্যুয়ারি। পূর্ণিয়ার প্রথম জেণীর প্রতিনিধি সব ডেপুটি কালেক্টর এই পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় জেণীতে মুন্সীফের সব ডেপুটি কালেক্টরের কার্য করিবেন।

চট্টগ্রাম পোর্ট প্রদেশের দ্বিতীয় জেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনার লেফটেনেন্ট এ. ই. গডন উক্ত পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন।

জগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ. এম. ডাবাও দ্বিতীয় জেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এ জ্যুয়ারি। জুল ইনস্পেক্টর বাবু বিদ্যাবাস টপারার ডিউটি জুল কমিটির সেক্রেটারি হইলেন।

লালগোলায় রায় বোদীজনারায়ণ রায় মুর সিদাবাদের ডিউটি জুল কমিটির সভ্য হইলেন।

৩০ এ জ্যুয়ারি। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে. বারলো গয়ার মিউনিসিপাল কমিশনারসিসের বাইল চেম্বারমান হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সন্নাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জ্যুয়ারি। হোরেল সাহেবের যে জরিমানা হয় এবং বাবা দিতে অস্বীকার করিতে ক্রিয়াকারক হন, সেই জরিমানা দিয়া তিনি কারাদন্ড হইয়াছেন।

মার্শাল গ্যাংলোওট আত্মহত্যা করিয়াছেন।

৩১ এ জ্যুয়ারি। কালিটরা এখনও বল বোঝা অবরোধ করিয়া বাইরাছে।

সার গার্বট উলসলি ১ লা হাতে উপনীত হন।

বিলকলিয়ার হুতমণ পত্র সলক লইয়া আইসেন, সে সকল পত্রের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই সকল পত্রের মর্ম কি তাহা ও পত্রের প্রকাশিত হয় নাই।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। ডিউক অব অর্গিল ২৩ এ জ্যুয়ারি গবর্ণর জেনরলকে যে এক পত্র লিখেন তাহাতে তিনি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ লাভ নর্থককের অবলম্বিত উপায় সকলের অনুমোদন করিয়া রপ্তানী বন্ধ করার বিষয়ে তাঁহার যে সকল আপত্তি আছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। যে সকল মেইল কলিকাতা হইতে ৯ ই জ্যুয়ারি এবং বোম্বাই হইতে ১২ ই জ্যুয়ারি হাতে উঠা অধ্যাপকাকালে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ রা ফেব্রুয়ারি। ফরাসী গবর্ণমেন্ট রেলমালিকান মেরামিগকে পদচ্যুত করিতে চেন।

জর্জিন পালিয়ামেন্টের জন্য আলপাক ও লোরেন্স হইতে ১২ জন ফরাসী মনোনীত হইয়া চেন।

শোভেনের আর্টবিশপকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদন্ড করা হইয়াছে।

১৯ এ জ্যুয়ারি কেম্ব্রিজ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আশাশুনিগের রানা সাক্ষ্য প্রার্থনা করিয়া একজন জর্জিন মিশনারিকে সার গার্বট উলসলির নিকট পাঠাইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

লাউ নর্থকক রপ্তানী বন্ধ করা বিষয়ে যে মিনিট লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া বাইতেছে।

• • • • •

“ বঙ্গদেশ হইতে সাধারণ লোকের ব্যবহার্য গোপোষাণী চাউল রপ্তানী হইতে দেওয়া উচিত ছিল কি না? এইটাই প্রকৃত আলোচনার বিষয় এবং এই প্রশ্নাব সম্বন্ধে আমার বাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিব। ১৮৫৫-৫৬

১৮৭২/৭৩ সালে বড় চাউল রপ্তানী হইয়াছে, ১৮৬৪ সাল অবধি এই সমসাম সময়ের মধ্যে

১৮৬৪ সালে

ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦିକ କୁହେ ନା ଏକମ ବିଦ୍ୟା
କି ଯେ ମାତ୍ରା କୁହେ ନାହିଁ ।

১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গদেশে বর্ষা-
ঋতু ১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গদেশে বর্ষা-
ঋতু।

ইহার মধ্যে প্রায় ২২৪.০০০ মণ টেবল
চাউন ইহার মূল্য অধিক এবং ইহার অণ্ড
স্বতন্ত্র প্রকার; সুতরাং ইহা এদেশের
সাধারণ লোভের ব্যবহারের উপযুক্ত নয়।
এককাল চাউনের রপ্তানী বন্ধ করা বোধ হয়
কাহারও অভিপ্রেত নহে। কারণ তাহা
ক'রিলে কলকাতনগের এই চাউন বিক্রয়
করিত। সেই অর্থে তাহারই ব্যবহারের
গবেষণা অন্য চাউন ক্রয় করিবার সম্ভাবনা
থাকিত না।

অতএব ১৯৪৮-৪৯ সনের রপ্তানীর
নিয়ম বিচার করা অবশ্যক হইতেছে। ইহার
মধ্যে ১৯২০-২১ অব. বিক্রি হইবার স্থানে
স্থানে প্রেরিত হয়, ৪৪১-৪৪২ অব. মগ মসিনার
চীপ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া চীপ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া স্থানে
নীত হয়। এই সকল চীপে ভারতবর্ষের যে
সকল সুদীর্ঘা গিরা মাস করিয়াছে প্রত্যেক
উদ্যোগের আদ রক্ষা হইয়া থাকে। অবশিষ্ট
১৯১৬-১৭ অব. প্রেরিত হইতে ও পারদা উপ
সাগর প্রকৃত অবস্থানের স্থানে নীত হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই জারিত্ববর্ণের ভিত্তি
ভিত্তি বন্ধের রপ্তানী নিষেধ করি। আত্ম-
স্বত্বিক বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ করা নিত্য
মুক্তবস্ত্র কাপড় এবং উপযুক্ত বস্ত্র সংগ্রহ
না দিয়া উপনিবেশবাসি সুশীলগণের আচার
বন্ধ করাও পণ্ডিত কার্য। যদি সকল প্রকার
চাউলের রপ্তানী বন্ধ করাও হয় তাহা হইলে
সে চাউলে অল্পই লাভ বেধ হইবে; কারণ
যখন সপ্তদশের ৬০০০০০ লোকের আত্ম
স্বার্থ প্রতিদিন ৮০০০০ মণ চাউলের প্রয়ো
জন তখন কে অল্পমাত্র চাউলের রপ্তানী
বন্ধ করিলে তাহাদের মূল্যের অতি অল্পই
লক্ষ্য হইবে; বলা।

কেন্দ্র থেকে আসেন, যে গভর্নমেন্ট স্থাপন।

• ગામને આશીર્વાદ રૂપ એવું :

১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন।
 তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদে অধ্যাপনা করেছিলেন।
 ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন।
 তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদে অধ্যাপনা করেছিলেন।
 ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন।
 তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদে অধ্যাপনা করেছিলেন।

কি আরও হবে কিম্বা আরও কিছুকি
নিবারণের একটি আরও উপায় এই—চাউ-
লের দুলা হুজি হইলেই লোকে আর
করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করে।
আহার বিবেচনার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় সময়
সম্পন্নেষ্টী গুণকেন করিয়া যদি দুলা কথা
ইহা হেঁ, তাহা অপেক্ষা সুকিরিত্ত কাণ্য
কিছু হইতে পারে না। রত্নালী বন্ধ করিলে
বে আর পরিমাণ শস্য নষ্ট হইত, মূল্যের
হাস নিবন্ধন আবাদিত্ত এইজ গোচক আর
দিনের মধ্যে তাহা আহার করিয়া কেবলত।
তাস আদি খীকার করিলাম হে, আমি
মূল্যের হাস সবজো বে অনুমান করিয়াছি
তাহা ঠিক হবে। রত্নালী বন্ধ করিলে চাউ
লের মূল্য এক অধিক পরিমাণে কমিত না।
এবং গোচক বার বাড়িত না। কিন্তু ইহা
খীকার করিয়াও আমি লোভিত্তি বে
তাহাতে আশ্রিততঃ যদিও কিছু উপকার
হয়, উত্তরকালে বিশেষ অনিষ্ট কল কলিয়ার
সত্যবনা।

আনার বোঝা বর আহারীয় শস্যের
রপ্তানী প্রথা এক্ষেপণের দ্বারা নষ্ট হইলে দেশের
পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর কারণ এই প্রথা
প্রচলিত থাকিতে সম্রাটের দেশের প্রয়োজন
অপেক্ষা অধিক লব্ধ উৎপন্ন করিতে হয়।
হুজুরের সময় প্রচলিত সূচ্য বৃদ্ধি হইলে
সেই শস্যের অধিকাংশ দেশে বিক্রয় হইত।

• • • • •

শ্রেণীভিত্তিক ।

শ্রী ৬ সোম প্রকাশনসংস্থা

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୀକ୍ଷା

সম্পাদিত যজ্ঞাশ্রম ! চাওঁতে কথা আপ-
নাকে কখন জানাই নাই, প্রাণের পণ্ড
কখন হয় নাই। চাওঁতে কথা আপন-
গোড়র করিতেছি নাই, ইচ্ছা করিত নাই
হলি। আপনাই বিচার কর, তাই জানাই

[illegible]

५४ वैश्याय

1999

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 103-114.

বিশ্বাস! নিজস্ব স্থাপিত চক্রে আপ-
স'কে বাস্তবায়ন করার দিকে বাধা
হইল। কিন্তু বাধা সোমপ্রকাশ সম্পা-
দকে উত্তীর্ণের ন্যায় সাক্ষী সাক্ষ্যইতে
দেখিলে সুখী হইব না, আপনি জন্মের
জালনে থাকিয়াই উত্তীর্ণের ভারী সন্ধ্যা
হন করেন ইহাই আমাদের ম'
খোকা হত্যার নির্ভর ব্যাপার বসনে রেখণ
জ্যোতিষ নিরপেক্ষ কটিলে সাধেব ব্যক্তি
হইয়া সারগর্ভ বাক্য দ্বারা সাধারণের চিত্তে
জ্যোতিষ সাধেবের নির্ভরচরণ প্রতিকলিত
করিয়াছিলেন সেইরূপ ওকালতী লইতে
সাধা হউন।

আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ
বাস্তবতা ভাষার বহুসাধনে সঙ্গপরিচর হই-
য়াছেন। এখন নীরব থাকি বেশীর ভাষার
পত্রিকা সম্পাদকবিগের নিরপেক্ষতার নয়
কাপুরুষতার লক্ষণ। যেসকল সম্পাদক কর্তৃ-
পক্ষের দুখাপেক্ষী তাঁহারা নীরব থাকুন,
কিন্তু সোমপ্রকাশের যৌনাবলম্বন পেজা
পারি না। কয়েক দিন গত হইল বাস্তবতা
ভাষার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবিগের ২৪
শ্রেণির ওকালতী পরীক্ষার অধিকার রহিত
হইয়াছে, বাকীর পত্র সম্পাদকগণের অনেকে
শুল বিশেষ এক খানা ছেড়া কাঁথা লইয়া ও
আপনাদের পরিচর কলেবর পূর্ণ করিয়া
আসেন কিন্তু এই অধিকারহানতির বিষয়টী
(হুই একজন সম্পাদক বোধ এতনের মন
হুই এক কথা বলিয়াছেন) ক'হারা পত্রি-
কার স্থান পারি না, সে মপ্রকাশ কি
এ সময়ে কিছু বলিয়াছিলেন?

এইজন মাতৃভাষার মূলোৎপাটনের
চেষ্টা চলিতেছে, বাস্তবতার লে: গবর্নর
সরজজ' কেবল নর্থলক্ষ্মীর পাঠ্য হইতে
বাস্তবতা ভাষার পুস্তিকাধিকা সংস্কৃত
ভাষাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, এবার
ডাইরেক্টর সাধেব (বোধ হয় প্রকৃত মন-
স্কৃতির জন্য) বাস্তবতাকে একগলে বিনাশ
করিলেন।

ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার বাস্তবতা সাধিতোর
পত্রিকা হইবে না, ইহা সার জজ' কেবল

সাধেবের আদেশ। এক মাত্র নর্থলক্ষ্মী
বাস্তবতা শিক্ষা হইত, এবার তাহাও রহিত
হইল। বিশেষ সংক্ষেপে ১৮৭৪ খৃ: অবের জন্য
নর্থলক্ষ্মীর পাঠ্যের উল্লেখ করা গেল।
১৮৭৪ ও ৩৪ বর্ষীর শ্রেণিতে চাকপাঠ ১ম, ২য়
ও ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ সঙ্ঘ, কারক, এবং
সহজ সমাস। অলঙ্কার মাই, গণিত এক
কালে পাঠ্যগণিত হইতে আরম্ভ করিয়া
বীজগণিতের এতটুকী পর্যন্ত, ক্ষেত্রভাষ্য
১১ম পুস্তক, ত্রিকোণ মিত্তি, জ্যোতিষ বাত
প্রকার সম্বন্ধ, বিজ্ঞান রসায়ন, ভূগোল
কেন্দ্র মাস'টর ও গ্লোব হইতে, প্রাকৃতিক
ভূগোল ইংরাজী পুস্তক হইতে, শিক্ষা
প্রণালী কেবল আদর্শ শ্রেণিতে, ইতিহাস
৪'বলায় ২৪ ভাগ, ভারতবর্ষের ১ম ও ২য়
ভাগ, ইতিহাসমার (সমুদয় পৃথিবীর
ইতিহাস)। আমি সংক্ষেপে আপনাদের
গোচরীভূত করিলাম, এখন হয় আপনি
কর্তৃপক্ষের ওকালতী গ্রহণ করুন, না হয়
আপনাদের চিরভাষ্য নিরপেক্ষতা সহকারে
আপনাদের মত ব্যক্ত করুন। ছাত্রেরা এত
গণিত লইয়া কি করবে? ত্রিকোণমিত্তি
লইয়া আমাদের বি, এ, এমেরাই বাধা
করিতেছেন তাহাই যথেষ্ট হইতেছে।
আমি এক দিনস একজন বি এর দিকট
ত্রিকোণমিত্তি বুঝিতে গিয়াছিলাম। তিনি
উজ্জ্বল রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে কলেজ
ছাত্রের পর আর উচ্চ ক'হারা মনে
থাকে না, তবে যদি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে
হয় চেষ্টা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া বাহিতে
পারে।

১৮৭৪

জর্জন ছাত্র

২৪ই জানুয়ারি।

বিশ্বাস! বসবেশ অপেক্ষা উত্তরপশ্চি-
মাকল প্রদেশ সকল অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক
বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু
যেসকল স্থান বহুজনাকীর্ণ ও রাজধানী
রূপে পরিণত হইয়াছে উচ্চবিগের মধ্যে
অধিকাংশ স্থান অভিশয় করিয়া হইয়া
পড়িতেছে। উত্তরপশ্চিমাকলের মধ্যে

অজিত কালি ক'লা: একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ
ও ত্রিভুজবিগের সর্ব-খান গোষ্ঠীম তাঁরস্থান,
অধিকতর বাণিজ্যের ক্ষুদ্রতর নানা স্থান
হইতে নানা জাতির বহুল পরিমাণে সমা-
গম হওয়ার জল বাধু জগে সুবিত হইয়া
অবাধ্যকর হইয়া উঠিতেছে। পূর্বে কালী
এতুতি স্থানসকল বাধু পরিবর্তনের ও
বাস্তবতা লাভের স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল
এবং বাহারা এই সকল স্থানে আসিতেন
তাঁহারা শীঘ্রই তাহার কল প্রাপ্ত হইতেন,
কিন্তু এখন সহজে বাস্তবতা লাভ করা দুঃস্বপ্ন।
পূর্বাগোক্ষা এই স্থানটী সুবিত হইবার অনেক
কারণ আছে। প্রথমতঃ এখানকার রাজ্য
গুলি অভিশয় সংগে এবং সহরের বাত
প্রকার ঘরলা উচ্চের নিম্ন দ্বারা নিগত হইয়া
গভীর অভিশয়ে দাবিত হয়। তাহাতে
মধ্যে মধ্যে একটা দুর্ভিক্ষের বাধা নিম্নভূত
হয় যে গুরু মধ্যে বান করা দুঃস্বপ্ন হইয়া
উঠে। পশ্চিমবঙ্গ ও মগধবাসিনীর যে
কিণবাঁহ দুর্ভিক্ষ তাহা বর্জনী নহে।
দ্বিতীয়তঃ রাজ্যের দুইপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ
প্রান্তরময় অট্টালিকা সকল উর্ধ্বে উর্ধ্বিত
হওয়ার জেসকল বাধা ততাক্রমে পরিণত
হইতে পারে না। এতদ্বা বাধু কোন কালে
বহনবহন করে কি না সন্দেহ। যদি রাজ্য
গুলি উত্তমরূপে পরিণত হইত তাহা হইলে
পশ্চিমবিগের তরঙ্গুর কট সন্ধ্যা কটিতে
হইত না। এখানকার রাজ্যগুলি বড় বড়
প্রান্তর দ্বারা সজলীভূত ও বিশৃঙ্খলরূপে
আবদ্ধ। তাঁহাদের নিম্ন স্থান হইতে দুর্গন্ধ
উৎপন্ন হইবার আশংকা কি? তৃতীয়তঃ উপ-
রিউক্ত রাজ্যগুলির সর্ভিত স্থানবিশেষের
একটা শতভাগ যে বৎসরের মধ্যে তিনি
একবার আসন করিয়া নিম্নভূত করিতে পারেন
কি না সন্দেহ। চতুর্থতঃ এখানকার অধি-
কালস লোকে গভীর জন সর্জন্য বাস্তবতার
করে। সহরের খালা সকল গভীর দিকে
বাওয়ার ও অনিচ্ছামতরূপে চতুর্দিক হইতে
প্রোত আসার তাঁর দ্বারা জল এতদূর
করয়া ও সুবিত হইতেছে যে অস্পষ্ট
মধ্যে তথাকার অধিবাসিনীর নানা বর্ন
ভেদ করণ হইবে সন্দেহ নহে।

সোমপ্রকাশ

১৬ নং ভাগ।

১৪ সংখ্যা।

“প্রবক্তা প্রকৃতিস্থিত্যে পার্থিবঃ নরস্বতী অতিমহতী ন হৃদিতা”

প্রতিবৎ বার্ষিকমূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম বাৎসরিক ৪৫ টাকা।

সম ১২৮০। ৫ ইকাদশন। ইং ১৮৭৪। ১৬ ই. ফেব্রুয়ারি

সমগ্রমূল্যে যাচালনযুক্ত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৪৫ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ছাত্রবৃত্ত পরীক্ষার্থী বাসকবিপেক্ষ
প্রকৃত উপযোগী “রচনাসার” নামে এক
খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, যার
প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানা বিধ রচনা,
রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচ-
নার বিধ। সরিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ } অধঃস্থত শ্রী।

প্রমোদিনী ১ মভাগ। মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল
৮০। ইহাতে কাব্যমোদী সহস্র কুলের
প্রমোদকর করেকটি উৎকৃষ্ট অমিত্রাকর
পদ, এবং, এবং মধুর উপন্যাসপূর্ণ করে
কটি পদ্য এবং আছে। অবয়ব ৮ পেজ
ফরমার অনুমান ৩০ ফরমা। ছাপা ও কাগজ
উৎকৃষ্ট। বেচু চাটুর্ঘ্যের টীট ৩০ নং স স্ত
যত্নের পুস্তকালয়ে এবং পাকু প্রমোদিনী
সভার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীচৌচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান
যাইতেছে যে হারা সোমপ্রকাশের মূল্য
মনি অর্ডার অথবা ব্যাংক চিঠি দ্বারা পাঠা
ইবেন, তাহার। শ্রীযুক্ত ক্ষেদারনাথ চক্রবর্তী
নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষঃ।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অধু
বারিত বাববন্দিন মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ১০।

ফেরলি টুটমেট মার ডাকমাণ্ডল মূল্য ১০।
এসপেবাল ক্রাশের ছাত্রবিপেক্ষ বিশেষ
আবশ্যক * নোটস অন্ ইনজিনিয়ারিং * মূল্য
১০০ ডাক মাণ্ডল ১০। আমার নিকট
পাওয়া যায়।

শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হিন্দু বর্ডেন কলিকাতা।

নিম্নলিখিত বস্তুভার ডাক্তারি পুস্তক
গুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার বহুনাথ মুখোপাধ্যায়কৃত।

মূল্য—ডাকমাণ্ডল

রোগ বিচার	৬	১০
চিকিৎসা দর্পণ বাৎসরিক	৬	
দ্বাত্রী শিক্ষা	২	১/০
বিহু চিকা রোগের চিকিৎসা	১০	১/০
কুইনাইন প্রয়োগ	১০	১/০
শরীর পালন	১/০	১/০

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত
প্রাক্টিক অব মেডিসিন ১৮ ১০/০
এনাটমি ৪৫ ১/০
মাতৃশিক্ষা ২ ১০

ডাক্তার হরিনারায়ণ কৃত

বালচিকিৎসা	৫	১০
------------	---	----

শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা মালবাজার
হিন্দু বর্ডেন।

কারখানার পেটী ঠৌর অক্ষুতি সরবরাহ
করিবার নিমিত্ত মোহর ৪৩ টেঙর সকল
উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনারের কমি-
সরি আগামী ৩১ এ জামুয়ারির মধ্যে গ্রহণ
করিবেন।

অধিক কথা। অল্পসংখ্য (পর্বণমেন্টের
কার্যের জন্য যেমন আবশ্যক হয়) ঠৌরের
মিষ্টি, বাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেঙর
সকল আবশ্যক হইতেছে, তাহা এবং এগ্রি-
মেন্টের ফর্ম আবেদনকারিদিগকে উক্ত
কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটীর
দিন বাবে প্রত্যদিন দেখান হইবে।

টেঙর গ্রাহ্য হইল এগ্রিমেন্টের ফর্ম
স্বাক্ষর ও মোহর করিতে হইবে। ঠৌরের
মূল্য এক টাকা কট্টাক্তরদিগকে দিতে
হইবে।

টেঙরগুলি বেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত
হয় এবং ডবলকেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে
যে প্রকার ঠৌর দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত
পত্রে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য এবং অঙ্কেতে
লেখা থাকিবে।

টেঙরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ
করা হইবে। আবেদন করিলে ঐ ফর্ম
২ টাকার ছই খান এই আফিসে পাওয়া
যাইবে।

অল্প দরের টেঙর ৩ টেনেই যে গ্রহণ করা
হইবে এমনতর নহে এবং কোন টেঙর ৭ গ্রাহ্য
করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনারের ইন্সপেক্টর জেনারেলের টেঙর
গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে।
তিনি যেহেতু অল্প দরের টেঙর

১৮৭৪ খৃঃ অক্টোবর ১ তা এপ্রেল অবধি
১৮৭৫ অক্টোবর ৩১ এ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা

হইয়াছে। আত্মা দেহ মধ্যে সর্বদা থাকে।
লিত ভাবে বিজ্ঞানমান আছে। এই
আত্মাতে যখন সংযোগ করিয়া যাত্রা করিলে
বিজ্ঞানে চলিতে চলিতে আমি এক অনি-
শ্চিন্তের আনন্দ ভোগ করিতেছি; এক্ষণে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ পরমেশ্বরের নিকট এই
প্রার্থনা করি যে ত্রিযুক্ত কেশব বাবু যেন
দীর্ঘায়ু স্বাস্থ্য জ্ঞান শলাকা দ্বারা বজ্রাঘাত
জননের জ্ঞান চক্ষু কণ্ঠাধারে নিরন্তর জ্বলি
থাকেন।

১৯৮০ } অধ্যাপনা করণ সন্থক
১৯ এম.এ. } যে ২ বাজারি বাগ।

পারাইপুর নিবাসী ত্রিযুক্ত বাবু রাভেন্দ্র
কুমার ার চৌধুরী করিনাথি নামে যে
স্বাতন্ত্র্য চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি
লেন। তাহা করিনাথির ঠাকুর চন্দ্র সন্থক
নগরের বাণী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজ
পুরের বাজারে গিয়াছে।

বালুপুত্র } ঐতরকরাস বহু
মেমেনজার

গোনপ্রকাশ।

৫ ই কাল্পন সোমবার।

সব বেজিটার নিয়োগ।

লেপ্টেনেন্ট গবর্নর যে নুতন সব বেজি
টার নিয়োগের প্রণালী উদ্ভাবন করি-
রাছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের কাহা বলিয়া
ছিল তাহা আমরা ইতিপূর্বেই বলি-
তাম। আমরা এ বিষয়ে যতগুলি কথা
বলিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটী এই,
যাঁহাদিগকে এই পদে নিযুক্ত করা হইবে
তাঁহাদিগের সাধারণের বিশ্বাসভাজন
ও সচ্চরিত্র হোক ওয়া উচিত। গবর্ন
মেন্টে যেমনতোপী রেজিষ্টার নিযুক্ত
থাকার সুবিধা এই যে তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে রেজিষ্টেশন
করিতে হইবে। কিন্তু নুতন অধিবাসিক
রেজিষ্টারের গবর্নমেন্টের দৃষ্টির বাহিরে
থাকিলেও সুতরাং তাঁহারা সচ্চরিত্র
লোক না হইলে লোকদিগকে অনর্থক

অনেক ক্লেশ দিতে পারেন। ইবরমান
মানসে বাস্তবিকের কার্যে ভ্রমশীল
করিয়া বহুদিন হাঁটাচলা পারেন এবং
অন্যান্য প্রকারে কষ্ট দিতে পারেন।
আমরা বেজিটা চুখিত হইলাম যে এই
দুইটী বিষয়ে স্তুতিপাত না করিতে অনেক
স্থানে অধিবাসিদিগের বিশেষ ক্লেশের
কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এস-
বন্ধ দুই খানি পত্র পাঠিয়াছি। তাহা
সম্পাদনে প্রকাশ করা গেল। এক খানি
খড়মতের সব রেজিষ্টারের বিরুদ্ধে;
আর এক খানি খানাকুল কৃষ্ণনগরের
সব রেজিষ্টারের বিরুদ্ধে। খানাকুলের
সব রেজিষ্টারের বিষয়ে সেখানকার
অধিবাসিদিগের মন্য কোন অভিযোগ
নাই। কেবল এই মাত্র যে তিনি সুসল
মান। সেখানকার অধিবাসিদের আধ
কাংশ হিন্দু হইলেও একজন সুসলমানকে
উক্ত কার্যে নিযুক্ত করাতে তাঁহাদের
বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা উপস্থিত হই
য়াছে। এসবন্ধে আমাদের বক্তব্য এই,
গবর্নমেন্ট আজি কালি সুসলমানদিগকে
যেত্রণ উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন
করুন তাহাতে আনন্দের কিছুমাত্র
আপত্তি নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজের
মধ্যে একজন সুসলমান রেজিষ্টার
নিযুক্ত করা অত্যন্ত যুক্তিবিহীন কার্য।
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হরত রেজি
ষ্টারকে অস্থপূরের মধ্যে আনিতে হইবে
না হরতর পরিবারের জ্রীলোকদিগকে
রেজিষ্টারের নিকট উপস্থিত হইতে
হইবে। এক্ষণে হলে একজন সুসলমান
উক্ত পদাতিবিল হইলে কিরূপ অসু-
বিধ ঘটিলার সম্ভাবনা তাহা সহজেই
বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় খড়মতের সব রেজিষ্টার
আমরা ইহার বিষয় সুবিশেষ জানি
না। ইহার প্রতি যে সকল দোষের
আরোপ করা হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ

সে সকল অপরোধে অপরোধী কি না
তাঁহাও জানি না, কিন্তু যখন সকল সম্বন্ধ
পত্রের ইহার বিশেষ কোন না কোন
অভিযোগ দেখা যায় তখন তিনি যে
সাধারণের বিশ্বাস ভাজন নহেন তাহাতে
আর সন্দেহ নাই। গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে
অসুস্থজ্ঞান করুন। যদি প্রদর্শিত দোষ
সত্য হয়, তাঁহার ন্যায় অযোগ্য লোকের
হস্তে এক্ষণ কার্যেব ভার দেওয়া উচিত
নহে।

—১০১—

বর্তমান চুক্তি কালিকা দিতেছে?

বর্তমান চুক্তি আমাদের কাছে দুইটী
বিষয় বিশেষ রূপ লিখা দিল। প্রথম,
জলাশয়ের অভাব; দ্বিতীয়, বাস্তব অভাব
যে সকল দেশকে শস্যের জন্য নৈবব
সুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় তাহা
দিগের চুক্তির অংশ। কোন কাণ্ডে
চুক্তি নাই। বঙ্গদেশ নিম্নতল এবং বহু
নদীসমাকীর্ণ। অতি অল্প বর্ষান্তেই
প্রায় সমুদ্রের দশ অগম্যবিত হইয়া
থাকে, সুতরাং অনাবৃষ্টি কিবা অল্পবৃষ্টি
নিবন্ধন সচরাচর শস্য কৃষ্ণ উপস্থিত
হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সকল বাণে
সে সমান বৃষ্টি হইবে কে তাহা বলিতে
পারে? বর্তমান বর্ষের সময় মধ্যে মধ্যে
অনাবৃষ্টি হইবার কি সম্ভাবনা নাই?
যদি থাকে, গবর্নমেন্ট তাঁহার নিবারণের
কি উপায় স্থির করিতেছেন? আজি
লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রাণ রক্ষার চিন্তায়
মস্তক ঘুরিয়া যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ মণ
চাউল আমদানী করিয়া, কোটি কোটি
অর্থ ব্যয় করিয়া ও গবর্নমেন্ট কিছু করিয়া
উঠিতে পারিতেছেন না। যথা সময়ে
ইহাব এক তৃতীয়াংশ অর্থব্যয় করিয়া
জল লাভের সুগত উপায় করিয়া
রাখিলে কি এক্ষণ বিপদ
নাই?

বহু দিন হুইস অগাধান্ন নীচপায়ে
 ত্রুতা চাপকা বলিয়া মিথ্যাহেন—
 মাঝা পক্ষণ শিখা ইকী
 মনে বাকি নাকি জিহা—
 যে মাঝা শিখা পিঠা উগদুক
 লিখা বৈদ্য নো মে মাঝা পক্ষণ ও মে
 শিখা ইকী নীচ হুইস অগাধান্ন
 লিখা পক্ষণ ও মে মাঝা পিঠা

কর্তব্য করিতেছে। কিন্তু কর জন হুইট
এই উপদেশের অনুসারে কর্তব্য
প্রতিপালনে দুট সৎকর্ম হইয়াছেন।
“পুত্রার্থে ক্রিান্তে ভার্য্য।” পুত্র না
জন্মিলে একবার হুইটার না হইত তখন
পর্যন্ত দারাদার গ্রহণের রীতি আছে।
কিন্তু সেই পুত্রেরা যাহাতে সুশিক্ষিত
এবং সচ্চরিত্র হয়, যাহাতে ভবিষ্যতে
তাঁহাদেরকে সমাজে হীন দরিদ্র ও দুঃখ
মান হইয়া না থাকিতে হয় সেজন্য
সকলে সেরূপ ব্যস্ত মন। সন্তান সংখ্যা
অধিক হওয়া পুণ্যের লক্ষণ; কিন্তু সেই
সন্তান দিগের শিক্ষার্থে ব্যয় করা সকলে
সেরূপ পুণ্য কথ্য মনে করেন না। দেশ
শুদ্ধি বালক যে দুর্ভাগ্য হইয়া বসিয়া আছে
কিন্তু দেশ শুদ্ধ পিতা মাতা যে এবি
সরে উদাসীন, সে কথা বলা আমা
দের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু এই কার্য্যটী
যত গুরুতর ও কর্তব্য বলিয়া অনুভব
করা উচিত আজিও সকলে সেরূপ অনু
ভব করিতে শিক্ষা করেন নাই। বাহারা
ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন নাই, প্রতীচা
সভ্যতার চিন্তা ও তাহা সকলের সহিত
পরিচিত হন না, সে সকল পিতা মাতার
কথা দূরে থাকুক যাহারা নিজে
ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এবং
শিক্ষার আবশ্যিকতা তঁহারা শিখিয়া
ছেন, তাঁহারা ও এবিষয়ে সম্পূর্ণ মনো
যোগীন নন। মানুষ তিন ভাবে এই
কর্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইতে পারে।
প্রথম, কর্তব্যবুদ্ধিতে; দ্বিতীয়, বার্ষ
লাভের আশায়, তৃতীয়, দ্বারে পড়িয়া।
বালাকে জন্ম দান করিয়া এই কষ্ট হুইট
পূর্ণ সংসারে মানিরাছি, তাহাকে সুশি
ক্ষিত করিয়া সেই কষ্ট হুইটের হস্ত
হইতে মুক্ত হইবার উপায় বিধান করা
আমার কর্তব্য; এই ভাবে যে শিক্ষা
দেওয়া যায় তাহাকে কর্তব্য বুদ্ধিব্যবস্থা
বলা গিয়া থাকে। এই সন্তান সুশিক্ষিত

হইলে উত্তর কালে উপার্জনশীল হইবে
এবং আহার দরিদ্রতানির্মুক্ত ও সুখ সম্বন্দ
বৃদ্ধির হেতু হইবে, এ প্রকার ভাবে যে
শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বার্থের কার্য্য।
আর এই সন্তান সুশিক্ষিত না হইলে
চির দিন প্রতিপালন করিতে হইবে;
অশেষ অনর্থ ও উপদ্রবের কারণ হইবে;
এবং হস্ত বিবাহোপযুক্ত পাত্রী কিম্বা
পাত্র লাভ করা হুইট হইবে, একজন
বুদ্ধিতে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা
দ্বারে পড়িয়া করা। সকলেই বুঝতে
পারিতেছেন প্রথম ভাবটী অতি উচ্চ
এবং প্রকৃত ভাব, কিন্তু আমাদের
বিশ্বাস অতি অস্পষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি সেই
উচ্চ ভাব দ্বারা প্রদোষিত হইয়া কার্য্য
করিয়া থাকেন। অধিকাংশ লোকেই
অবশিষ্ট হুইটী ভাব দ্বারা চালিত হন।
এই জন্যই আমরা পুত্র কন্যার শিক্ষার
জন্য লোকের সেরূপ আগ্রহ দেখিতে
পাই না এবং সেরূপ ব্যয় ও আয়াস
স্বীকার করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাই না।

ইংরাজদিগের ব্যবহার এ অংশে
অনেক উৎকৃষ্ট। পুত্র কন্যার বিবাহ
যেমন আমাদের পক্ষে একটী বিশেষ
ভার তাঁহাদের পক্ষে তাহা নহে। পুত্র
কিন্তু কন্যা আজীবন অববিবাহিত
থাকিলে এচিন্দ্রায় তাঁহারা আমাদের
নাগ বিঘ্ন হন না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের
দেশে একাগ্রবর্তিতা ও এক গৃহবাস
এবং প্রচলিত থাকিতে পিতা মাতা
ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতিপালনের ভার
পুত্র কন্যার উপর পড়িয়া থাকে; তাঁহা
দেখ সমাজে সন্তানের উপার্জনে দুঃখ
পেছা করিয়া থাকা দূরে থাকুক অনেক
পিতা মাতা সন্তান সাহায্য করিতে চাহি
লেও গ্রহণ করেন না। তৃতীয়তঃ পুত্র
কন্যার শিক্ষার জন্য তাঁহারা ব্যয়
করেন তাহার অধিকাংশ কর্তব্যবুদ্ধিতে
করিয়া থাকেন। তবে একথা বার্থ, যে

আমাদের সমাজের এক ব্যক্তিকে এরো
জন্য হুইট উপার্জন করিবার উপযুক্ত
শিক্ষা দিতে হইলে যত ব্যয় আবশ্যিক
ইংলণ্ডের সমাজে তদপেক্ষা আটগুণ
ব্যয় করিতে হয়। কারণ ইংলণ্ড ধনীদেশ
ও ইংলণ্ডের সকল পদার্থের ন্যায়
শিক্ষাও দুর্গুণ্য। কিন্তু একথা স্বীকার
করিয়াও দেখিতে পাওয়া যে একটী
ইংরাজ পরিবারের সমুদায় মানিক
প্রোপাচ্ছাদনের ব্যয়ের সহিত তুলনা
করিলে পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় আর
অর্ধেকেরও অধিক হয়। পুত্র কন্যার
শৈশবাবস্থা হইতেই এত প্রকার চিত্র,
এত প্রকার পুস্তক; এত প্রকার খেলনা
সংগ্রহ করিয়া থাকেন যে সে ব্যয়ে
আমাদের একটী পরিবারের প্রোপাচ্ছা
দন চলিয়া যায়। অধিক কি ইউরোপীয়
হুইট দিগকে সন্তানার্থে এত ব্যয় করিতে
হয় যে হুইট চারিটীর অধিক সন্তান হওয়া
অর্থের ভোগ বলিয়া পরিগণিত।
এই কারণে অনেক পিতা মাতা গর্ভাব
স্থাতেই জগৎত্যাগ করিয়া থাকে।
সন্তানের শিক্ষার ব্যয় যে কার্য্য অবশ্য
কর্তব্য তাহার অন্য এত ব্যয় বাহুল্য
করা যে সমাজে অপরিহার্য্য সে সমাজ
স্বাভাবিক অবস্থাত হুইট সভ্যতার
বিকার প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ
নাই। কিন্তু সন্তানদিগের শিক্ষাও ভাবী
কলাপের জন্য ইউরোপীয় হুইটেরা
যেদূর ব্যস্ততা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন
তাহা আমাদের অনুকরণীয়, আমাদের
এই মাত্র বক্তব্য। সন্তানার্থে কোন ব্যয়
অপব্যয় নহে, এটী যেন সকলের দুট
সংস্কার থাকে।

মহা আশিষ্যার প্রতিপত্তি পক্ষে
আবশ্যক কি?

একটী প্রবাদ থাকে বলে “দশ
জন কবির এক শব্দে গুণে নিজা

বাইতে পারে, কিন্তু দুই জন রাজা বহু দেশ ব্যবধান থাকিলেও বিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না। সংস্কৃত রাজনীতি শাস্ত্রে ও সামন্ত-চক্রের বর্ণনা স্থলে অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী রাজাকে অগ্নি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। লেখিলে বোধ হয় “রাজা” “রাজা” “গবর্ণমেন্ট” এ সকল কথা না থাকিলে যেন এ অগ্নিতে সকল জীবের নিকির্বাসে স্থান সমাবেশ হইত। ক্রমিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যে ঐক্যবোধ অল্পে অল্পে প্রাচুর্য হইতেছে, তাহা ইহার দুটোই স্থল। এক দিকে ক্রমিয়ার অধিকার, অন্য দিকে ইংলণ্ডের অধিকার মধ্যে আক্রমণ স্থান, পারস, বোখারা প্রভৃতি দেশ সংস্কৃত ভাষায় আসিয়াতে এই দুই জাতির স্থান সমাবেশ হইতেছে না। অনেক বিবাদ বিবাদ, অনেক সন্ধি বিগ্রহের পর ইংলণ্ড সমুদায় আশ্রিত প্রবিশেষীকরণ সহিত নিজের সহজ স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রভৃতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে এক ভ্রম রাজত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাঠিয়াছিলেন, ক্রমে তাহার হৃদয় হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে ক্রমিয়া মধ্য আসিয়াতে পদার্পণ করিয়া সেই শাস্তিভঙ্গ করিয়া দিলেন। ক্রমিয়া যে বিবাদ আক্রমণ করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। আবার সংস্কৃতি ক্রমিয়া বোখারার খাঁর সহিত একটা সন্ধি করিয়াছেন। তদ্বারা বোখারা পাকিস্তানে এক প্রকার করম ও আশ্রিত রাজার ম্যার করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার শুনিতে পাওয়া যায় অতি অল্পকালের মধ্যে নাকি তুর্কোমান দেশের রাজধানী মার্ত নগর আক্রমণের সংকল্প করিতেছেন। মার্ত অতি প্রাচীন নগর। ইহা তিব্বতিয় সময়ে তিব্বতিয়

রাজার অধিকৃত হয় সংস্কৃতি এরি বিংশতি বৎসর গত হইল ইহা এক প্রকার স্বাধীন অবস্থায় আছে। খুবদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি ইহার বর্তমান অধিপতি। ক্রমিয়া ইহাদিগকেও হস্ত গত করবার চেষ্টায় আছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে।

ক্রমিয়া মধ্য আসিয়াতে কতদূর অগ্রসর হইতে চান তাহা বুঝিতে পারা যায় হইতেছে না। ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবার আর আশিষ্ট কি? মধ্যে কেবল আক্রমণস্থান। সেখানে যেরূপ গোলাঘোর শিয়ার আলির হস্তার পর ক্রমণ ঘটনা হয় বুঝিতে পারা যায় হইতেছে না। এই রূপে এক ক্রমিয়া আসিবার সকলকে শাস্তিভূনা করিয়া তুলিয়াছেন, এবং যতদিন না তাঁহার আক্রমণের একটা সীমা নির্ধারিত হইবে ততদিন শাস্তির আশাও নাই। তিনি এক একটা সন্ধি করিবেন, এক একটা যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন, অমনি লোকের মনে এই পুরাতন সন্দেহও পুরাতন আন্দোলন উপস্থিত হইবে। “ক্রমিয়া কি করিতে চান” এই পুরাতন প্রশ্ন বার বার উদিত হইবে। আমাদের বোধ হয় ইউরোপের দায় আসিয়াতে ও শীঘ্র একটা “ব্যালাঙ্গ অব পাউয়ার” অর্থাৎ শক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করা উচিত। আসিয়ার অন্যান্য রাজাদিগকে হস্তন করিবার জন্য চিন্তা নাই, প্রতি বেশীকি রাজ্য আক্রমণ করা দূরে থাকুক তাহা যদি নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাহাদিগকে আর মারিতে হইবে না; ভগবান তাহাদিগকে মরিয়া রাখিয়া তেন। এক্ষণে ইংলণ্ড ও ক্রমিয়া আপন আপন সীমাও সহজ নির্ণয় করিয়া লই লেই সেই ব্যালাঙ্গ স্থাপিত হইতে পারে। এরূপ সীমা নির্ণয় ব্যতিরেকে মধ্য আসিয়ার শান্তির আশা দেখা যায়

না। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ক্রমিয়াতে নিজের সীমাও সহজ নির্ণয় করিবার জন্য অসুযোগ করুন। আমরা যদিও সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহের বিরোধী ভাষা এলসে ইংলণ্ডের যে দুটো প্রতিজ্ঞা ও তেজস্বিতার সহিত কার্য্য করা উচিত তাহা বুঝিতে পারি; কারণ ক্রমিয়া দিন দিন যেরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন এসময়ে ইংলণ্ড দুর্বল ভাবে থাকা করিবেন তাহা করা না করা সমান হইবে। তাহা লোকে ইংলণ্ডের কীৰ্ত্তি ও তেজস্বিতার চিত্র বলিয়া লইবে। ক্রমিয়া নিজের কোন অসুবিধা দূর করিবার জন্য কিম্বা কতি পুরণের জন্য কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত করেন তাহা তাঁহাকে করিতে দিতে পারা যায় কিন্তু যদি কেবল মাত্র স্বার্থ—পরায়ণ হইয়া মধ্য আসিয়ার শান্তি ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হন তাঁহাকে করিতে দেওয়া উচিত নহে।

—৩৩—

আশ্রিত হইল লভ মর্জির এবং
সর জর্জ কায়েল।

ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকার মার জর্জ কায়েলের নিজের কতকগুলি নোট অর্থাৎ মন্তব্য কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই নোটগুলির তারিখ ২৫ এ নবেম্বর। এই নোটে সর জর্জ কায়েল দেশের সেই সময়ের অবস্থা ও ভদ্রানীত্বন কর্তব্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। রণানী বক্ত করা বিষয়ে লভ মর্জিরের সহিত তাঁহার যে মত ভেদ হইয়াছে এই নোটে তাহার ও উল্লেখ আছে। এরূপ সময়ে এই মত ভেদ প্রকাশ করাতে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন ইংলণ্ডীয় সংবাদদাতার সর জর্জ কায়েলের প্রতি গুরুতর দোষের আরোপ করিয়াছেন এবং তাঁহার কোনরূপ দণ্ডবিধান করা আবশ্যক বলিয়া অসুযোগ করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দু

পেটিট্টও সেই সঙ্গে পোষকতা করিয়া
হেন। আমরা এবিষয়ে স্বাধীন ভাবে
বিচার করিতে ইচ্ছা করি; সুতরাং সেই
কয়েক শক্তি অনুবাদ করিয়া দিতেছি
পাঠকগণ স্বাধীনভাবে ন্যায় শব্দ
নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন। * * *
এই আখ্যায়িকা আছে যে দুইটী উপায়
বর্তমান বর্ষের অর্থাৎ ১৮৭৩-৭৪ সালের
অন্যুদ্বিগত নিবারণ হইতে পারে
* * * * * প্রথম শীত মালের ব্যক্তি দ্বারা;
দ্বিতীয়, শস্যের আমদানী দ্বারা। প্রথম
মুঠী ঐশ্বরের হাত, দ্বিতীয়টী আমাদের
হাত, আমি প্রথমাবধি ব্রিটিশ ভারত
বর্ষের শস্যের দেশ সকল হইতে
বিশেষের গুণী বন্ধ করা এবং সেই সকল
শস্য বঙ্গদেশে আমদান করিবার পরা-
মর্শ দিয়াছি। আমার প্রথম অনুদ্বিগত
যুক্তি বোধ করা হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয়
অনুদ্বিগত আমি আজ্ঞা করিতেছি এবং
আমার বিশ্বাস এই সকল আমদানী
অবিগড়ে আরম্ভ করা উচিত। * * * *
ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত কয়েক শক্তি প্রচার
করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্নর কিরূপ অপরাধ
করিয়াছেন তাহা একবার বিচার করিয়া
দেখা যাউক। প্রথম প্রশ্ন এই, যদি ইহা
বাস্তবিক লেপ্টনন্ট গবর্নরের লিখিত নোট
হয়, টাইমস পত্রিকাতে পেল কিরূপে ?
যদি সাধারণের অবগতির জন্য
লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে
ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে এখানে প্রকা-
শিত হওয়া উচিত ছিল, যদি তাহার
নিজের গোপনীয় নোট হয়, তাহা
কিরূপে টাইমসের প্রস্তুত হইল ? কাহেল
সাধারণের কোন অস্তিত্ব লোক কি পাঠ
ইলেন ? না তিনি নিজেই প্রেরণ করি-
য়াছেন। যদি অপর কে পাঠাইয়া থাকে
তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না যদি

তিনি পাঠাইয়া থাকেন তাহার আভ
প্রায় কি ? আমরা সমুদায় নোটটি
দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং তাঁহার
অভিপ্রায় সহজে কিছু স্থির করিতে
পারা কঠিন। যদি সমুদায় নোটটির ভাব
এইরূপ হয় তাহা হইলে ইহার একমাত্র
অর্থ সত্য। তাহা এই; ইংলণ্ডের টাইমস
প্রভৃতি অনেকের রপ্তানী বন্ধ করিবার
অনুরোধ করিতেছেন এবং ভারতবর্ষের
গবর্নমেন্টকে সে বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া
বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন এসময়ে মার
জর্জ কাহেল ইংলণ্ডের লোকদিগকে
জানাইতেছেন, যে রপ্তানী বন্ধ না করার
জন্য যদি কোন বিশেষ ঘটিতিনি তাহার
জন্য দায়ী নন। সে সমুদায় বোঝ লাভ
মর্শব্রূণের। এক্ষণে অভিপ্রায়ও
অত্যন্ত নিম্নার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।
প্রধানতঃ গবর্নমেন্টের অন্তর্ভুক্ত
একটি স্বতন্ত্রতা দেখান রাজনীতির
ক্ষেত্র হইবে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি
এবং ইহা সত্য কথা যে এসময়ের
লোকের চক্ষে লেপ্টনন্ট গবর্নর এবং
গবর্নর জেনারেল একই। লেপ্টনন্ট গবর্নর
যদি গবর্নর জেনারেলের প্রতি মোহাবোপ
করিবার জন্য এবং তাঁহাকে সাধারণের
নিকট অপদস্থ করিবার জন্য অগ্রসর হন
তাহা হইলে প্রজাতিগণকে অব্যাহতা
শিক্ষা দেওয়া হয়। লেপ্টনন্ট গবর্নর যে
এ কথার যুক্তি বোঝেন না এক্ষণে নয়,
কারণ তিনি এই অপরাধেই ত্রুটি
সাধারণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।
ত্রুটি সাহেব নূতন কোম্পানির কার্য
বিধির আইন সহজে প্রকাশ্য সভায়
নিজের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া
তাঁহা কোপে পড়িয়াছিলেন। আমরা
দের বিবেচনায় গবর্নমেন্টের সমস্ত
কর্মচারীদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত থাকে
যাযুক, এবং যাক্য আবশ্যক। তাঁহার

যদি স্বীয় মতানুসারে গবর্নমেন্টের কার্য
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন করুন, কিন্তু সে
অংশে বিকল প্রযুক্ত হইলে অপর অল্প
দিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া
লোকের চক্ষে গবর্নমেন্টকে দুর্বল করিয়া
ফেলা কর্তব্য নহে। এসময়ে লন্ডন
লোকের ব্যবহার আমাদের প্রকৃত ব্যব-
হার বলিয়া মনে হয়। যখন অযোগ্য
ব্রিটিশ রাজ্যপূর্ণ করিবার প্রস্তাব
উপস্থিত হয় তখনই পাওয়া যায় তিনি
প্রথমে তাহাতে আপত্তি উত্থাপন
করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন কর্তৃপক্ষের
তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অযোগ্য
প্রস্তাবের সংকল্প করিলেন তখন তিনি
সমুদায় অপবাদ ও আক্রোশের নিজের
মস্তকে লইয়া অযোগ্য ব্রিটিশ রাজ্যপূর্ণ
গত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন।
যদি গবর্নমেন্টের সকল কর্মচারি স্বতন্ত্র
স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়া নির্দোষ হই
বাব চেষ্টা পান, তাহা হইলে দুই দিনে
গবর্নমেন্টের কার্য বন্ধ করিতে হয়।

—

স্বাধীন সংবাদ।
পাঠকগণ সকলেই জানেন যে
ইংলণ্ডে রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে দুইটী
দল আছে। এক দলকে কনসারভেটিভ
অপরদলকে লিবারেল বলে। উভয়েই
প্রথম দলের দলপতি এবং গ্লাডস্টোন
সাহেব দ্বিতীয় দলের দলপতি। ইংল-
ণ্ডের রাজকার্য্য একটী কোডুকা একটা
নীতিতে নির্বাহিত হয়। তাহা এই, পাল-
মেন্টে বসিবার পূর্বে ইংলণ্ডের সকল
কাউন্টি অর্থাৎ প্রদেশ হইতে নির্বাচিত
মনোনীত হইতে আরম্ভ হয়, সেই নির্বাচিত
নিধিরা পালমেন্টের সভ্যরূপে প্রেরিত
হন। দেশের লোকের মতানুসারে কোন
বারে বা কনসারভেটিভ বা লিবারেল
লিবারেলদিগের অনুকূল থাকে। দেশের

রূপ লোকের বস বেষ্টিত ভরসার মালিঙ্গা বিজ্ঞান
 আছে। বেঁধা তরু কিছুই বোধ হইল না।
 মনস্ত্রে সত্যক হইয়া নির্ভয়ে কাষ্ঠারি আনয়ন
 ও বন্যস্ত জাগ্রত বনন করিয়া আলিতে
 পারিবার। যে সকল হোতবের এই সমস্ত
 বনে কাঠ কাটিতে আসিয়া ধাত্তাধি কতক
 তকিত ও পথ আকৃষ্ট হইয়া কথ্য অবন করি
 বার, তাহার প্রকৃত কারণ অনেক সময়ে
 তাহাদের নিজের অনন্তকর্তব্য। তাহারা
 অজ্ঞানগণ, মন্ত্রাবিতে বিশেষ অভ্যাস।
 তাহারা তাহদের পথ প্রদর্শক বাঁলের
 লতুর উপর ও তরীর সুব নির্গত বৈবানেশের
 উপর আপনদের রক্ষার ভার দিয়া বৃক্ষাধি
 ছেননে প্রবৃত্ত হয়, এবং সময়ে সময়ে তাহা
 দের এই অজ্ঞতার ফল ও ফলিত হয়।
 কাঠরিয়ারা সাহসী নহে এমন নয়। যদি
 তাহারা ৪.৫ মনে কুস কুস তীক্ষ্ণধার
 কুয়ারাধি হস্তে নিকটে চারি রিকে থাকিয়া
 প্রবৃত্তি করিয়া করে ও অবশেষে প্রয়োজন
 সামনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বন প্রবেশের সময়
 বিশেষ রূপে পথ চিহ্নিত করিয়া যায়, তাহা
 হইলে রস হস্তে কাষ্ঠারণ এত বিপদ জনক
 হয় না এবং কাষ্ঠের জন্য লোকের এত
 কষ্ট ও থাকে না। অত্যা দর্শনে মনে
 কতই ভাব ও কল্পনার উদয় হয়। বৃক্ষ শ্রেণির
 শিরোভাগ সকল একপ সংযুক্ত যে, বোধ
 হয় শাখার শাখার শূন্যে নিরাপত্তে বস
 জমণ করিয়া আলিতে যা। যায়। দূর হইতে
 এই মকলনিবিত রস ক্রমোন্নয়ন হুৎ প্রচীরবৎ
 পরিবৃষ্ট হয়। মাঝিরা বারাতল নদীর পূর্ব
 পায়ে ২ দো আঁকড়া বসিয়া একটা স্থান
 নির্দেশ করে, সেই স্থানটী বড় 'রোমান্টিক',
 (পাঠকগণ কমা করিহেন ইহার ঠিক
 রাজ্যনা প্রতিশব্দ জালি না) এই বৃহৎ বন
 খণ্ডের সম্মুখ ভাগে দীর্ঘাকার আউগাছ
 শ্রেণি দেখিলেই তৎক্ষণ মনুষ্যের আশাস
 রলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিকও তথ্য মনুষ্যের
 সমাগম ছিল। মাঝিরা বলে, এখনও তথ্য
 ইটক নির্গিত অট্টালিকার ভগ্নাংশের
 আছে। কোন ইটরেণীয় না কি তথ্য বস
 রাস্তা কুস কুস নদী দিয়া ভিয়ার যোগে

কিছু ছাঁবে বাবলার করিবার ম'নে সে বুঝি
নির্ধীর করিয়াছিলেন। কালে যমুনা-বর
বিকল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবীঃ উদা-
নের চিত্র বরণ তাঁহার হস্তরোপিত আঁট
গ'ছ শ্রেণ বর্সকদের মনকে নিরন্তর তদতি
দুখে আকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ এস্থানটী
নে'বেলে তথার অয়ণ করিয়া আসিবার
কৌতুহল এক প্রকার ছুনিবায়া হইয়া উঠে।
হাঁহারা রোহাঙ্গ লিখিতে ভুলি বাসেন
এই স্থানটী পরিদর্শন করিলে তাঁহারা
অনেক উপকার পাঁহিতে পারেন।

৩৪:—গঙ্গাসাগরের মেলা। এই মেলা
চীরস্থান সগরবীণের দক্ষিণ তীরের উপ-
কূল। এখানে নানা প্রদেশীয় লোকের সমা-
গম হয়। তথ্যে দক্ষিণ বেনীয়া (উড়িষ্যা)
লোকের সংখ্যা সর্বাধিক। তৎ-
পরে পর্যায়ক্রমে বাঙ্গাল, হিন্দুস্থানী ও
কলিকাতা অঞ্চলের লোক। নৌকা সংখ্যা
এর সত্ত্ব, তথাভীত তিন খানি ত্রিমার
যাত্রী লইয়া গিয়াছিল। সেই হিসাবে
লোক সংখ্যা দুানাদিক ত্রিশত সত্ত্ব
হওয়া সম্ভব। সমাগত যাত্রীদের (অনুম-
ত) এক শত লোক; সেই শ্রীলোকদের
ব্যক্তি বিহবা, অবাশিত সত্ত্বা ও বালিকা।
বিক্রয় ব্যবসায়ীরা এখানে আপনাপন গণ্য
জব্য আনিয়া বিক্রয় করে। তথ্যে বাঙ্গা-
লোয়া হুন্দরীর কাইল ও হাইল ও অন্যান্য
হাকমর গাহ হু জিনিস, বালেশ্বর বাসিয়া
এস্তর নির্মিত হুন্দরী, কলিকাতার
দোকানদারেরা মিকি হু প্রকৃতি বস্ত্র ও নানা
বিধ পেলনা। তথাভীত নানা প্রকার সায়ু-
ত্রিক কাঁচ ও শঙ্খ ও বিস্তর বিক্রয় হয়। এখানে
সর্বাধিক হুন্দরীর ফাল প্রকৃতির বিক্রয়
অধিক। দোকানগুলি মেলার মধ্যে ওধারে
সারি বিরা বসে। উত্তর পার্শ্ব বিপার
নধ্য দিয়া লোক গমনাগমনের পথ সর্জনা
একপ জনাকীর্ণ যে সত্ত্ব চলিতে পারা যায়
না। প্রথম কুইতে এখানে বেঙ্গল পুলিশ,
জিয়ার পুলিশ ও ডায়মণ্ড হাকর সাজি
ষ্টেট উপস্থিত থাকেন। পূর্বে সনিতাম গঙ্গা
সাগরে জুয়াচুরি রত প্রাহুর্বা, কিন্তু পুলি

বের হুহুস্ববে তাহার কিছুই দেখিতে পাই
 নাই । পুলিশ প্রহরীরা চতুর্দিকে নতক
 থাকিয়া শাস্তিরক্ষা ও সৈন্যসংরক্ষণ বিধান
 করিয়া ছিল । গবর্ণমেন্ট হুহুস্ববে একজন মেট্রিক
 ডাক্তার উৎসবস্থ তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
 এবংসর লোকের অন্য কোন পীড়া ঘটে
 নাই, করতল মাত্রেয় ওলাউটার দ্বারাও
 সন্নিহিত ছিল । এখানে কপিল মুনির পুকুর
 নামে পানীয় জলের দুইটা ছোট ছোট
 পুকুরও আছে । যদিও পুলিশ তথ্যে কাহা
 কেও জানিতে বেন না, তথাপি বহু লোকের
 আলোড়নে তীব্র জল একেবারে বর্ধমান
 হইয়া গিয়াছিল, বাজিরা সাগরে নামিয়া
 গমনা করে । তাহা এমন জলে দাঁড়াইয়া
 মগ্নক এবংত করিয়া থাকে, ইচ্ছা তাহা
 না। শিরোপরি দিয়া গড়াইয়া যায় । মেলা
 মধ্যে থাকিলে লোকের কল্যাণে কর্তব্য
 পূর্ণ হইয়া যায়, আবার সাগরের তীরসী
 হইলে অবিস্তৃত তরঙ্গতল জানিতে লোকের
 কোলাহল বিন্দু হইয়া যায় । সন্নিহিত, এখানে
 পূর্বে কপিল মুনি এক মন্দির ও বৃহৎ সরো
 বস ছিল, কালে তাহা সাগরগর্ভে নিমজ্জ হই
 রাহে । এক্ষণে সেই সগর বংশ সংহারকারির
 এক প্রস্তর মূর্তি মগ্নস্থেরা হোগলার
 ঘরে রক্ষিত করিয়া রে, বাজিরা তথ্য মহা
 মন্দির পুজাদি প্রদান করে । এখান মহাত্মার
 দুই বানিস্বামী পুত্র আছে মহাত্মা ইন্দ্র, মন্ত
 কেব লোণিত জটাকার সীমেশ পবাস্ত
 আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে । ইহার নামে
 বাজির মৌকা ও বোকা হইতে অনেক
 টাকা কর আদায় হয়, অল্প লোকে ইহা
 অবশ্য বের বলিয়া জানে, সাগরের মেলাটি
 সম্পূর্ণ ভাঙিতে ৩-৭ দিন লাগে । অনেক
 জন ইংরাজ ও দেশীয় খুঁড়িয়ান নিম্নলি
 প্ত প্রচারাৎ এখানে আসি গিয়াছেন ।

অনেকের গল্পাংগর গানকে নিত্যস্থ
 দুঃসাহসের কাজ এবং তথ্য বাইরে পথকে
 নিশ্চয় বিপদজনক বলিয়া সংস্কার আছে।
 অনেক ব্যক্তির নাম শুনিতেই চমকিয়া
 যেতেন। কিন্তু বাঁসারা একবার এই সঙ্গ
 প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর বে

[illegible][illegible]

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট রাতে
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে
 অংশগ্রহণ করেছেন।

[illegible]

अथ-विशेषः

২৫ এপ্রিল
১৯৮০।

६३-

द्विविधनन्दान् ।

২৯-এ ছবি দেখানো।

‘সমর’-উল্লিখিত অর্থ/অর্থ-বিশেষিত বই-
ল’ম-যে এই ভরসিক বিশেষের সমস্ত অর্থ
দিয়েছে। নিজেই লেখক।

বিশ্রামপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত দাদু
রামচন্দ্র চক্রবর্তী অনেক শস্য সঞ্চয় করি-
তেছেন সময় বুঝিয়া বার করিলেন। তিনি
৪০০০ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়া
ছেন।

ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବ ନାହିଁ କାରଣ
 ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
 ହିସାବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ

কলিগোলার জমিদার হুসেন আলি
কলিগোলার জমিদার হুসেন আলি
কলিগোলার জমিদার হুসেন আলি
কলিগোলার জমিদার হুসেন আলি
কলিগোলার জমিদার হুসেন আলি

सविनाशिक कर्मिणः विदुः शत्रु मनीष
 जल विष भुक्त्वा मनीष शत्रु विनाश
 विदुः शत्रु मनीष विनाश कर्मिणः
 विदुः शत्रु मनीष विनाश कर्मिणः

[illegible]

১৯৭১-৭২ সালের অর্থনৈতিক বিজ্ঞাপন
 প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কলকাতা প্যাসেজ
 বিচার দপ্তর কর্তৃক বিবেচিত। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক
 প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কলকাতা (বিবেচনা
 প্রাপ্ত) বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে।
 এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক
 আবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

● ● ● ● ● ● ●

পীঠস্থিত বসন্তে সপ্তাহে সপ্তাহে
২০০,০০০/১০০০ সপ্তাহে ১০০০/১০০০
কর দান কর্তৃক দেশে দেশে
বসন্তের উদ্ভব হইতেছে। ইহা
ইসলামের বিরুদ্ধে অন্য
কিছুই নহইত। ইহা
কর দান কর্তৃক দেশে দেশে
বসন্তের উদ্ভব হইতেছে। ইহা
ইসলামের বিরুদ্ধে অন্য
কিছুই নহইত। ইহা

বোম্বে গোল্ডেট হলেন সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি
জের দ্বিতীয় কর্তব্যাক যে জনশ্রুতি বর
আপলি বকর দ্বারা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ
করিতে ছিলেন। তৎকালীন প্রকৃত শাস্ত্রী
তৎকালে কোন প্রাণ না করিয়াই প্রকৃত
কর্তব্য প্রদান করে। এই অবস্থাতে প্রকৃত
কর্তব্য হল জাতিতে গিয়াছে। এবং জাতির
নিজ জাতি জাতি হইয়াছে। ২. দেশান্তরে
জাতির জিহবা হইতেছে। শাস্ত্রী
জাতিতে পদ্ধতি এবং শাস্ত্রী হইয়াছে। সে
কর্তব্যগারে জাতি হইতেছে। বিচারে
সবর হইবে। বিশেষ দৃষ্টি দিয়া হইবে।

५. अथ मन्त्रः दृष्टव्यः ॥

১৮৮৪ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গোপসাগর
কম্পানীর লেন্ডার্স-গেনারালের আদেশ করিয়া
কোম্পানীকে বঙ্গোপসাগর জাহাজের
স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে।

শ্রী ৬. ৬৮, বিজ্ঞান, কলিকাতা ডি. ৬৮-
৩৬ (কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল)

মেট্রিক সার্টিফিকেট প্রাপ্তি কার্যে
২০০০ সালে মেট্রিক সার্টিফিকেট প্রাপ্তি কার্যে
২০০০ সালে মেট্রিক সার্টিফিকেট প্রাপ্তি কার্যে
২০০০ সালে মেট্রিক সার্টিফিকেট প্রাপ্তি কার্যে

कृपया ध्यान दें: १. केवल एक ही प्रतिलिपि स्वीकार की जाएगी।

কলিকাতা বিত্তীয় জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি
হইবে।

তুলনা করিয়া দেখা যেন গত বৎসরের
জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইউ বেল
রেলওয়ে কোম্পানির যে আর হইয়াছিল
এবংসর তৎপক্ষে বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু
জলপুত্র লাইন এবং যাতনা টেট রেল-
ওয়ে কোম্পানির ক্ষতি এক হইতে হইয়া
ছে। ইউ ইওরা রেলওয়ে কোম্পানির
লাভ হইয়াছে। নিম্নে ক্ষতি লাভের
তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইউরন বেল রেলওয়ে।

গত বৎসরের জানুয়ারী মাসের তৃতীয়
সপ্তাহে মোট আর ৪৭২১০ টাকা বর্তমান
বৎসরের মোট আর ৩১১৭০ টাকা।

ইউইওরা রেলওয়ে।

গত বৎসর মোট আর ৪৭২২০ টাকা।
বর্তমান বৎসরের মোট আর ৩৭৩০৫০
টাকা।

কলিকাতা ও সাউথ ইউরন টেট
রেলওয়ে।

গত বৎসর মোট আর ১২৫০ টাকা বর্ত-
মান বৎসর ১৮২০ টাকা।

জলপুত্র লাইন।

গত বৎসর মোট আর ৩৩৭৭০ টাকা বর্ত-
মান বৎসর ৩১৫০ টাকা।

রামগতি বাহুর তত্ত্বাবধানে কই কিছুই
উন্নত দেখিতে পাই না। টেট রেলও-
য়ের ৬ টাকা আর কমিয়া গিয়াছে।

মাজিলাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে
লড' নেরির খোটক হইতে পড়িয়া গিয়া
ছেন। বিশেষ কোন আঘাত প্রাপ্ত হন
নাই।

স্পেনের অঙ্গরাজ বিলভোরা প্রদেশের
অধিবাসীগণকে কার্লিউরা ৮ দিন অব-
সর দিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তাহাদি-
গকে নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে।
তাহারপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

২ রা কালগুন শুক্রবার।

হারাজিলিং নিউস বলেন গত বৃহস্পতি
বার ও শুক্রবার তথায় এক পশলা
হইয়া পস্যের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে।

আজি হইতে সবার পাওরাগিরাছে যে
সেপ্টেম্বর জাজি তাহার রাজ্য হইতে পলা-
য়ন করিয়া হইতে পারে এই জন্য ডেটা
করিতেছেন।

তদা গেল কপুঁর তলার রাজার জাতি
কানওয়ার হারদান সিংহ বড় ধর্ম অবল-
ম্বন করিয়াছেন।

রিলিফ কার্ভার জন্য সারণে ৩০,০০০,
টম্পারবে ১২৭৮০ ত্রিহুতে ১৭১০০, দিনাজ
পুরে ১৪০০০, ফুলোর এবং গলপুরে
৮০০০, এবং পুর্নিরাতে ৮০০ লোক নিযুক্ত
হইয়াছে।

গত বুধবার বর্ডমানের কমিশনরের
পার্সনাল অসিষ্টাণ্ট বাবু কেদারনাথ মিত্র
সপরিবারে এক ঘনি মৌকর উলুবেড়িয়া
হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন পথি
মধ্যে জলে নিমগ্ন হইয়া মারা গিয়া
যাওয়াতে একেবারে সকলেই নদীগর্ভে
পতিত হন। একটী ভৃত্য ভিন্ন আর কেই
জীবিত নাই।

বিখ্যাত বাজিকর হুগুন সাহেব এক্ষণে
বধে গিয়াছেন।

তদা গেল মহিষের রাজ পুরগণ কলা
কলিকাতা হইতে মহিষের যাত্রা
করিলেন।

হরিনাতি ঐশ্বর মধ্যমতী কোন যুগ
দেহ বাসিতে গত সোমবার রাত্রিতে চুরি
হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে ভোরের
আর কিছুই না করিয়া কেবল ৩। ৫ মণ
চউল লইয়া গিয়াছে। গৃহস্থের এই সময়ে
অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

১ লা কালগুন হইতে দুলাপুর পাসি-
বাগানে হিন্দু মেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে
এবংসর একটী অন্যান্য কার্য অবলোকন করিয়া
অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া গেল। হিন্দু মেলা না
জানি সাধারণ মেলায় সবার টিকিট কি ?
সকলেরই হাইবার অনুমতি থাকা উচিত
তাহা যদি না হইল তবে হিন্দু মেলা নাম
তুলিয়া উহার পরিবর্তে আর একটী নাম
রাখা হউক। হিন্দু মেলায় সম্প্রদায় ও সভা
গণ একটু বিবেচনা করিয়া রেখিবেন সংস্কার
হিত সমুদায় ধর্ম দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি

দিগের জন্য সাহায্য করা উচিত। তাহা না
হইলে সকলেই বলিব নিজের পার্শ্বের জন্য
এতদূর করা হইয়াছে। তাহা করি অগাধী
বৎসরে এরূপ হইবে না।

৩ রা কালগুন শনিবার।

অযোধ্যার গত সপ্তাহে অত্যন্ত বৃষ্টি
হইয়া গিয়াছে।

ডিউক অব অর্গাইল হাত রোগে আক্রান্ত
হইয়াছেন। লাড সাওহর্ট ও অত্যন্ত
পীড়িত হইয়াছেন।

আলাহাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের
সাহায্য জন্য যে সভা করা তাহাতে মিমর
সাহেব, ডিওরাই সাহেব বাবু মিল কমল
মিত্র প্রভৃতি বড় লোকগণ উপস্থিত হন।
তাহারা ভৃত্যিক হইতে টানা আদায় করি-
বার জন্য ডেটা করিতেছেন।

চাষার ও আজমিরের মধ্যে যে বাসি
ডাক বাসিতেছিল তাহা পথি মধ্যে দখা
হারা আক্রান্ত হয়। ডাক পেরিয়া দখা
হতে পতিত হইয়া ব্যাগ পরিত্যাগ
পূর্বক সাহেব থানার সহায় জমাদার তৎ-
ক্ষণে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া দখাকে
ধৃত করিল। আজমিরের বিষয় এই যে
ব্যাগ হইতে কিছুই নষ্ট হয় নাই।

গত শুক্রবার বেলা ৪ ঘটিকার সময়
মিস্টারিং বরাহ নগর বাসিকা বিদ্যালয়ে
পরিবর্তনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

ঢাকা প্রকাশ বলেন " হরিত্রিগকে
বিতরণ করবার জন্য চট্টল জরায় বরি-
শালে যে একটী কণ্ড হইয়াছে ঢাকার প্রসিদ্ধ
জমীদার অন্তরবল বাজে আবদুল গণির
পুত্র বাজে আসাফুজা উহাতে পাঁচ হাজার
টাকা দিয়াছেন। এক ভিন্ন তিনি বৃষ্টিয়া
হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ সমুদয় চট্টল
বোঝাই নৌকা লইয়া হাইবার জন্য নিজ
খাজীর তরি বঙ্গদেশীয় গরীবদের হাতে
প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজে হরিত্রি-
গকে বিহার জন্য প্রচুর পরিমাণে চট্টল
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। মায়ন সিংহ
একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী স্কুল
স্থাপন করিয়াছেন। বাজে আসাফুজার
নায়ে জমীদার সংঘা বৃদ্ধি করা আদায়
গের একান্ত কষ্ট। যেমন পিতা পুত্রও সেই

১. ক্ষিত্ত বন্যবীর গণনা ২. তৃতীয় শীতল
 ৩. মঙ্গল লক্ষ্য ৪. ১৯৩০-৩১
 ৫. টাউন প্রেরিত বর্ষিক ৬. ইক্সার যথো কলি
 ৭. কাতা বর্ষিক ৮. ১৯৩০-৩১
 ৯. উত্তর পাশ্চাত্য
 ১০. ১৯৩০-৩১
 ১১. ১৯৩০-৩১
 ১২. ১৯৩০-৩১
 ১৩. ১৯৩০-৩১
 ১৪. ১৯৩০-৩১
 ১৫. ১৯৩০-৩১

পৌছিয়াছে অবশিষ্ট সমুদায় শস্য এখনো পৌছিতে নাই।

ক্রিষ্টের রিলিক সংক্রান্ত কর্মচারি মাগে ৩৫০০০ মণ বহন করিবার ভার লইয়াছেন। পাটিনার কমিশনার বিবেচনা করেন যে তিনি সপ্তাহে ৪৫০০০ কিষা ৫০০০০ মণ টাইল চম্পারণে লইয়া বাইতে পারিবেন।

২৪ এ জুলারি পর্য্যন্ত টাইলের মূল্য বেগুন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং গত বৎসরে উক্ত সময়ে বেগুন বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার তুলিকা।

স্বানের নাই। ১০ জু ২৪ জু ২৪ জু

	১৮৭৪	১৮৭৪	১৮৭০
বর্জমান	১৭৪	১৪	২২৪০
কলিকাতা	১২৪০	১২৪০	১৭৪
বাথরগঞ্জ	১১১০	১১১০	২০
ঢাকা	১৭	১৪	৩২
দিমাজপুর্	৩১০	১৩১০	২৮
পাবনা	১৫	১৪	২৮
গয়া	১০	২৪০	১৮৪০
জিহুত	১০৪০	১০	২২
ভাগলপুর	১২৪০		
পুর্নিয়া	১১	২	২৮
জামারিবাগ	১০	১০৪০	১৭
চম্পারণের মধ্য বিহা	পাটিনা	৪৫তে	

মতিহারি পর্য্যন্ত সে টেলিগ্রাফ লাইন প্রস্তুত করিবার আদেশ ডিগেখর মাসে প্রচার করা হয় সেই লাইন প্রস্তুত হইতেছে। এই মাসের মধ্যেই খোলা হইবে।

একমেন্টে বিজ্ঞাপন।

আদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশানুসারে

নিজোগ।

একমেন্টে বিজ্ঞাপন।

হাকিম মাসের একমেন্টে আসিষ্টাণ্ট কমিশনার বন্যায় বন্যোপাধায় এম. এ. বি. এল. হুজুর রহমান পুরে বদলী হইবেন।

রহমান পুরের একমেন্টে আসিষ্টাণ্ট কমিশ-

নার বাবু মনমুখার আধিকার লোহারডাগার অধিকারী হইলেন।

মহম্মদ সিংহের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ মল্লিক ক্রীড়ে বদলী হইয়াছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বরদাকান্ত মজুমদার বালেশ্বরে বদলী হইয়াছেন।

বাবু আমলদাস বড়ুয়া সি. এল. বাগের ডাবলউ. জি. মেট্রোপলিটন পরিষদে আসা মের তৃতীয় জেরী সহকারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিষ্ট লিখিত কর্মচারিরা বাঙ্গালী গবর্নমেন্টে পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেকশন ব্রাক্সের অধীন হইলেন এবং ১৮৭০ মাসের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বনবিভাগের ডেপুটী মাজিষ্টেট বাবু বামোফর চট্টোপাধ্যায় মদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার সি. এ. বেঙ্গল গবর্নমেন্টের আইন সেক্রেটারি এইচ. এল. জনসন সাহেব ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টে সেক্রেটারি হইয়াছেন।

লিফট্যান্ট চার্লস অর্থাৎ সাহেব লেফটেন্যান্ট গবর্নমেন্ট সেক্রেটারি হইয়াছেন।

মিষ্ট লিখিত কর্মচারিরা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য উর্দাদের নামের পার্শে লিখিত স্থান সকলের ডেপুটী মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এ. এইচ. ওয়াড কোল। ক্রীড়।

বাবু হর্ষী প্রসাদ। সাহেব।

বাবু মুনমুদা প্রসাদ। চম্পারণ।

বাবু গঙ্গানাথ রায়। সাহেব।

রাক্ষসীর পুলিশ ইনস্পেক্টর জি. জে. যেগুলি সাহেব মেট্রি সি. বি. মাসিস পান করিয়া আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন এবং কতিপয় পরে স্থাপিত হইলেন।

মদীয়ার সহডেপুটী ও একজন পিয়স সাহেব আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী মাজিষ্টেটের ক্ষমতা পাইলেন এবং কতিপয় পরে স্থাপিত হইলেন।

বালেশ্বরের সব ডেপুটী বাবু শর্মাভরণ মল্ল আপাততঃ ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়া পুর্নিয়া জেলায় আসিয়াছেন।

যত দি এইচ. লউ জে. সাহেব

সাহেব নিজ কাঁচি আনয়ন করিতেছেন, ততদিনেই, এম. সাহেবের সাহেব বাবু গজেন্দ্র সিংহী পুর্ন পদে আসিয়াছেন। কাঁচি কাঁচি।

বাবু কলকাতা মিষ্ট্র মৃত্তা মল্ল পুর্ন পদে আসিয়াছেন। অধিকারী পাণ্ডের হাট ন মক স্থানের সবরোজটার নিযুক্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সন্যাস

যে: মাত্র ঐন্দ্রিয় শব্দ পাঠ্যগ করায় বিদ্যামঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু তিন পরাকাশে করিতে যায় হইলেন। পঞ্চম ও সাত মনোনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। ৭৪ জন অনসারভেদিত সভা মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন। ২৭ জন লিটাল স্থানীয় শাসন কল্যাণের মাত্র হইতে অধিকাংশ সভা মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন। অধিকাংশ সভা মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন।

টপল হইতে প্রথম প্রকারে মূল্য ১২৪০০ টাকা। গত বৎসরের মূল্য হইতে ৮৭৪০০ টাকা কম হইয়াছে। আনন্দান প্রকারে মূল্য ৩১২৪০০০ টাক। গত বৎসরের মূল্য হইতে ৩২২৪০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইউরোপীয় মনোনিষ্ঠ ইন্দ্রিয় শব্দ পাঠ্যগ করায় বিদ্যামঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যায় নাই।

হাবমান মে বর্জমান এবং জেনারেল ফেল পাঠ লি মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন।

পাস ডি কেলেশ এবং ডাউট সেগুলি মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন।

মঙ্গলবার—১৮৭০ জন সভা মনোনিষ্ঠ হইয়াছে। কলকাতা ডেপুটী মাজিষ্টেট ৮ জন আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কলকাতার বর্জমান মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন। গাংখা পো নামক গ্রামে। অধিকাংশ এক জন সভা মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন।

ইসে নামক জামানেশের বর্জমান এবং জুল সাহেবের নামক হাকুরবন্দার মৃত্যু হইয়াছে।

পাঠ্যগ করায় বিদ্যামঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যায় নাই। কাঁচি কাঁচি। এম. সাহেবের সাহেব বাবু গজেন্দ্র সিংহী পুর্ন পদে আসিয়াছেন। কাঁচি কাঁচি।

হাবমান মে বর্জমান এবং জেনারেল ফেল পাঠ লি মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন।

ব্যবস্থা, কিন্তু কদাচিত্ত নববৎসরের কিকিৎস
অধিককাল ও ভোগ হইয়া থাকে এবং যশ
স্বাস বা একাবশ্য হাস ভোগ হইলেও সম্পূর্ণ
ভোগ বলিয়া পাঞ্জে বিধিত আছে।

যথা। হাসান নটপকাদেশা ঐতুজা
রাশেরদাশিষ্যুপ্তি জীবা। তুতেনন
পূর্ণক পুনস্তথাপি নলুপ্ত সত্বসর যাহ
কৃত্যায়।

দশমাস বা একাবশ্য হাস ভোগ করিয়া
বৃহস্পতি যদি এক রাশি হইতে অপররাশি
গমন করেন এবং বক্রী হইয়া পূর্ণরাশিকে
পুনর্বার ভোগ না করেন, তাহা হইলে পতি
তেরা লুপ্ত সত্বসর করেন না।

মলমাসতত্ত্বে তখনমদন্তুচ'ব'নুত
লুপ্ত সত্বসর সাধক বচন। যথা ব্যবহার
লম্বতরে কৃত্যচিহ্নাংগৌচ হারীতঃ। কৃত্যতি
চ'রং যদি পূর্ণ রাশিঃ নাসাতিমন্ত্রী বিবুধা
ধিপানিঃ। য'নং বিবাহং ত্রত-বন্ধ-গেহং
সর্মংতদাধিত্ব মতঃসুখীনাং। বরাহ সংহি
তায়ঃ। অতিচারং যতোজীবন্তত্রেবকুলতে
স্থিতিং। তদাযহাতিচারঃ স্যাৎ লুপ্তসত্বং
সর জিহঃ। অতিচারেণ বোরাশিলজিতো
বেদমন্ত্রিণা। তদাযোৎসরো লুপ্তো যোহ
নহঃ।

ব্যবহার লম্বতর এবং কৃত্য চিহ্নমণি
এতদ্ব্যুত হারীতবচন। যথা মলমাসতত্ত্বে হুত
হইরাছে এবং মলমাসতত্ত্বত বরাহ সংহি
তোক্তবচন, উক্ত বচনসকলের অর্থ। দেব
মন্ত্রী বৃহস্পতি যদি অতিচার করিয়া পূর্ণ
রাশি গমন না করেন তবে রাজ্য বিবাহ,
উপনয়ন, গৃহকরণ এই সকল কার্য্যকে বিলম্ব
করেন ইহা যুগনিগের মত। বৃহস্পতি যে
রাশিতে অতিচারী করেন যদি সেই রাশি
তেই নিয়মিত ভোগ কাল থাকেন তবে সেই
অতিচারকে মহাতিচার কহে। সেই সময়
সরে বিবাহাদি ক্রিয়া লুপ্তায়।

অতিচার হারী ওক কর্তৃক যে রাশিটি
লগ্নিত হয় অতিচার দিবসাবধি সেই বৎস
রটী সকল কর্ম্মানহ হইয়া লুপ্ত হয়।

সময়প্রদীপে উক্ত হইরাছে

যত্রাতিচারগো জীবাঃ পূর্ণরাশিঃ ন
গচ্ছত। লুপ্ত সত্বংসরোজ্যেয় সর্ম কর্তৃক

হিঁত। বেদুলে অতিচার গত বৃহস্পতি পূর্ণ
রাশিকে গমন না করেন সেই স্থলে অতিচার
দিবসাবধি এক বৎসরকে লুপ্ত সত্বসর
জানিবে। এই বৎসরটি সকল কর্ম্ম
নিষিদ্ধ।

যে যে রাশিতে বৃহস্পতি অতিচারী
হইলে লুপ্ত সত্বসর হয় না তাহার ব্যবস্থা।
মলমাস তত্ত্বত হারীতবচন।

অতিচারং গতে জীবে বুধে বৃশ্চিক
কৃত্যয়োঃ। যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কৃত্যায় তত্র
কালেনলুপ্ততে।

বৃহস্পতিক কৃত্যরাশিতে বৃহস্পতি অতি
চারী হইলে কাললোপ হইবে না, তাহাতে
যজ্ঞ বিবাহাদি কার্য্য করিবে।

সময় প্রদীপত বচন। যথা।

যেযেবো যবে কুত্ৰ যত্রাতিচারগো
ওকঃ। মতত্র কাললোপোঃস্যানিত্যাহ ববনো
দুর্নামঃ। যকং ভবনমাস্রিত্য যদাচং ক্রমতে
ওকঃ। তদাযন্ত নলুপ্তোয়াৎ সর্মং কর্য্য শুভা
বহং। যতীচ'রং জীবো যদিভুলি'ন বুধাদ
লিবি বা। বুধে যৌনে কুত্রে ত্রতমধ'নবাণৌ
ধর্ম ভবনং। প্রবেশং গেহানামভিনব গৃহা-
রত্ননবিধিঃ তদাকৃত্যায় সর্মং সকলমণি
কার্য্যক শুভবং।

যেব বুধ যৌনে কুত্রে যদি বৃহস্পতি অতি
চারী করেন তবে সে স্থলে কাল লোপ
হইবে না। ইহা বচন দুনি কহিয়াছেন। নিজ
ভবন (অর্থাৎ বহুওযীন রাশিকে) আশ্রয়
করিয়া বৃহস্পতি যদি অতিচারী করেন, তবে
সেই বৎসর লুপ্ত হইবে না। প্রত্যুত সকল
কর্ম্ম শুভ জনক হইবে। তুলা বৃশ্চিক বৃশ
যৌন কুত্ৰ রাশিতে বৃহস্পতি যদি অতিচারী
হয়েন তবে উপনয়ন বিবাহ দেব ভবন গৃহ
প্রবেশ নবগৃহারত্ন এই সকল কার্য্য করিবে,
করিলে সকল কার্য্য শুভজনক হইবে।

ক্রেহ কহেন কুমাররাশিতে বৃহস্পতি
অতিচারী হইরাছেন, ইহাতে লুপ্ত সত্বসর
হইতে পারেনা, তাহাযে এই প্রতি-প্রসব
বচন প্রমাণ দিয়া থাকেন। যথা মাসে যেযে
বুধ উচর অধাধিগুন কনাঃ। অতিচ'র
বোধ্যঃ স্যাঃস্বিরতঃ কাললোপজঃ।

জীব যোব বুধ যিগুন কুমাররাশিতে অতি

চারনশচ কাললোপজনা যোব নিয়তই
হইবে না। এই কথাটি অতি অজ্ঞদের, কারণ
কৃত্যকাল্পিতা গ্রন্থে এবং টীক'বর্নন গ্রন্থে
বাচস্পতিমিত্র এই বচনটিকে এবং অপররাশি
বচনকে অমূলক বলিয়াছেন, ইহা মলমাস
তত্ত্বে তখনমদন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন।

যথা। কৃত্যকাল্পিতায়াং বাচস্পতি মিত্রঃ।
পূর্ণরাশিঃ যদাত্যক্ত'হাপূর্নবৎসরোওকঃ।
লুপ্তকালঃ সবিজ্ঞেরঃ পরগেহং গতেযবা।
যৌনে যেযে বুধেচ'ব তথা যিগুনকনাঃ।
অতিচ'রাদোষঃ স্যাঃস্বিরতঃ কাললোপজঃ।
টীক'বর্ননে কন্যাবৃশ্চিক যেযেবু মযথেচ
কযে বুধ অতিচ'রেবু কর্তব্যং বিবাহাদি
বুটোংসবা। ইতি অমূলক মিত্রাক।

পূর্ণরাশি ভাগ করিয়া অপর সত্বসরে
যদি বৃহস্পতি পরগৃহে গমন করেন তবে
সেই কালকে লুপ্তকাল জানিবে। মিত্রযেব
বুধ যিগুন কুমাররাশিতে অতিচারীহীন নিয়
তই কাল লোপজনা হোয় হইবে না।
কন্যা বৃশ্চিক যেয যিগুন যৌন বুধ রাশিতে
অতিচার হইলে বিবাহাদি কর্ম্ম করিবে ইহা
পণ্ডিতেরা উক্ত করিয়াছেন। কৃত্যকাল্পিতা
গ্রন্থে ও টীক'বর্ননগ্রন্থে বাচস্পতি মিত্র
এই বচন কঠোরটিকে অমূলক বলিয়া উক্ত
করিয়াছেন।

কুমাররাশিটি বুধের গৃহ, তাহাতে অতি
চারীহীন কাল-লোপ হইতে পারে না।।
মলমাসতত্ত্বে স্য'ওদ্ব্যুত বচন যথা। শুভ-
ভবনমাসাদা যদাচং ক্রমতে ওকঃ। তত্রসব
ধিতাকন্যা গুণংওতঃ প্রমোহতে।

শুভগ্রহের ভবন আশ্রয় করিয়া যদি
ওক অতিচারী করেন তবে তাহাতে কন্যা
প্রদত্তা হইলে কঠোর গৃহে গুণে সমধিকতা
হইয়া প্রমোহিতা হয়। এই বচনটি সময়
প্রদীপের বচনভুলারে বিবাক্য'এ ওক্তি
প্রসব বলিতে হইবে। সময় প্রদীপ বচন।
যথা। অতিচ'রং গতে জীবে বুধে বৃশ্চিককু-
জ্যোঃ। শুভগেহে যকং দাপি নবিবাহো
বিলুপ্তে।

বুধ বৃশ্চিক ও কৃত্যরাশিতে এবং
এহভবনে বা নিজভবনে বৃহস্পতি অতি
চারী হইলে বিবাহ লুপ্ত হইবে না। এই
সময় প্রদীপের বচনের সাহিত একব্যাক্য

সোমপ্রকাশ

১৬ নং কলিকাতা

১৫ সংখ্যা ।

প্রবক্তা প্রতিনিধিতায় পার্থিবঃ নরকন্তী অনিমেষী ন হোয়তা ।

প্রতিদিন প্রকাশ ১০ টাকা
প্রতিবৎসরিক ১১ টাকা

সন ১২৮০ । ১২ ই ফাল্গুন । ইং ১৮৭৪ । ২৩ এ কেজুয়ারি

মকমলে দায়িত্ব সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০০ টকা এবং
বাৎসরিক ১১০ টকা ।

বিজ্ঞপন ।

ইতিপূর্বে কলিকাতা এবং জোত জমা
বিক্রয় ।

উপরোক্ত বিষয়াদি ১৮৭৪ সালের ৭ ই
মার্চ মাসের বেলা ১ টা অপরাহ্নে বিক্রয়
হইবে । বিক্রয় মেকেরি লারাল এবং
কোম্পানি, ব'দ আপনো বিক্রয় হইয়া না
বার, তাহা হইলে বন্ধকী মহাজনের আজ্ঞা
মুতাবেক কলিকাতার কমারশিয়াল লেন্ডারস্
নামক দ্বানে নিলাম দ্বারা উক্ত স্থানের বিক্রয়
করিবেন ।

পুলীয়া, দিনাজপুর, মালদহ জেলার
অন্তর্গত আদীরাবদ পরগণা স্থিত ক্ষুদ্র
মারী গলারানপুং এবং নিম্নলিখিত নামক
তিনটি নিলকুন্ডী একত্রিত করিয়া লিখিতোক্ত
ইতিপূর্বে কলিকাতা নহে ।

এতদ্ব্যতীত এই কলিকাতা সংলগ্ন কিংবা
অন্যান্য বেসমুদ্র মৌজা ও অন্যান্য
জোত জমা আছে তাহাও ঐ সঙ্গে বিক্রয়
হইবে ।

পুনশ্চ, নিজ লিখিতোক্তার নীলকুন্ডী
এবং তৎপকার বসতবাগী তৎসম্বন্ধীয় জমিও
জোত উপরোক্ত বিষয়ের সহিত বিক্রয়
হইবে না । অষ্টম মাসে ১২৭০০ ছুই সহস্র
সাত সত্ত বিঘা জমি বুননি হইয়াছে । বুনানি
নিমিত্ত আর ৫০০ শত বিঘা জমি প্রাপ্ত
হইতে পারে ।

বিক্রয়ের সময় দেখা গিয়া হইবে । সেই
রূপ উপরোক্ত বিষয় বর একত্রে মজুদা ভিন্ন
ভিন্ন লাই করিয়া বিক্রয় হইবে । বিক্রয়ের

সময় বেসমুদ্র সর্জ রেখান হইবে সেই
অনুসারে বিক্রয় হইবে । অন্যান্য বিশেষ
সংবাদ জানিতে হইলে ১ নং হোর্টমেন স্ট্রীট
চনট্রেল মলেন এবং রবার্টস নামক লিঙ্গি
ট্রাভিসের নিকট অহুসজ্ঞান করিলে
জানিতে পারিবেন ।

চল্লানে এবং ত্রিহত জেলার স্থানিক-
সংক্রান্ত কার্যের নিমিত্ত খল্লকালের জন্য
২০ জন ওবরসিয়ারের প্রয়োজন আছে ।
প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৭০ টাকা । উক্ত
গণ্যাকালী ব্যক্তির স্ব স্ব কার্যদলতার
নিদর্শন পত্র সহজিত আবেদন পাটনা ডিবি
জনের কনিষ্ঠমর সাহেবের নিকট পাঠাই
বেন । ২৪ পুণ্ডিগে ডারিগের পরে আবে-
দন পত্র লওয়া যাইবে না ।

শ্রীহর্গতি বন্দোপাধ্যায়
কনিষ্ঠমর সাহেবের পারসোনেল
আসিষ্টান্ট ।

বিজ্ঞপ্তির পত্রিকা
এবং বালা ডাইরেটরি ।
সন ১২৮১ শাল ব' ১৮৭৪ । ২৫
শ্রীবিহারীলাল নন্দী কর্তৃক সংগৃহীত
অতি ক্ষুদ্র চিত্রপট সহজিত মুদ্রিত হই-
তেছে । অত্র প্রকাশিত হইবে । বিভিন্ন
স্ট্রীট ৬৬ নং বিভিন্ন প্রেসে আমার নিকট
প্রাপ্য । মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক
টাকা ডিস্কন্ট ১০ পুণ্ডিগে ডারিগে ১০
কেছ উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ কর

বার মানস করিলে সংগ্রাহকে জানাই-
বেন ।

কলিকাতা }
১২৮০ } শ্রীহর্গতি বন্দোপাধ্যায়

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বালকদিগের
একত উপযোগী "রচনাসার" নামে এক
খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, অত্র
প্রকাশিত হইবে । ইহাতে নানাবিধ রচনা,
রচনা বিবিধ প্রণালী ও ১০০ । ২০০ রচ-
নার বিধ পরিবেশিত হইয়াছে ।

প্রেনিডেন্সি কলেজ } শ্রীহর্গতি বন্দোপাধ্যায়

প্রাক্ষণিক বিদ্যার সহকারে জ্ঞান
বাইতেছে বাহার । সোমপ্রকাশের মূল্য
মনি অর্ডার অথবা বরাত চিঠি দ্বারা পাঠা
ইবেন, ডাকার শ্রীহর্গতি বন্দোপাধ্যায় চক্রবর্তীর
নামে পাঠাইয়া দেন ।

অধ্যক্ষ ।

ডাকার উদয়চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অহু
বাসিত মাধবদেবান মূল্য ১ ডাকমাস ১০ ।
ফেমিলি ট্রীটমেন্ট মার ডাকমাস মূল্য ১০ ।
এসপেবাল রোগের ছাত্রদের বিশেষ
আবশ্যক "নোটসঅন্ ইনজিনিয়ারিং" মূল্য
১০ ডাক মাস ১০ । আমার নিকট
পাওয়া যায় ।

শ্রীহর্গতি বন্দোপাধ্যায়
বিশ্ব বোর্ড কলিকাতা

অব্যবস্থাপন করিয়া আদেশ করিলেই উহা
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত প্রকৃতিতে গুণাবলি বিক্রয়ার্থে
প্রস্তুত আছে।

সেইকরণ প্রস্তুত করিয়া সর্বদা পাইপ
এবং উহার নিমিত্ত সাইফন কলম ও
বোতল ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছানের টাইল ইট।
সেমিয়ারে বলাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ
টাইল ইট।

ফারাব প্রিক।

ফারাব প্রিক।

বাটী: ১৫০০ ও অন্যান্য যে সকল
কার্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রকৃতি করা
পাইপ, টাইল এবং ফারাব প্রিক প্রস্তুত
নিমিত্ত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্ন
লিখিত কোম্পানি এই সকল কার্য প্রস্তুত
করিয়া দিবে।

কলিকাতা

৭ নং হেভি ১৫ টীট

পাল্লইপুর নিবাসী জিহুজ বাবু হাঃমুহম্মদ
কুমার হার চৌধুরী করিমাজ এমসে যে
দাতব্য চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন
সেই। তাহা করিমাজের তাঁরাচাঁদ সর
কারের বাটী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজ
পুরের বাজারে গিয়াছে।

বাল্লইপুর } জিহুজ বাবু হাঃমুহম্মদ
মেনেজার

কলিকাতা প্রকৃতি এমসে

(প্রতিনিধি কার্যালয়।)

এই কার্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সহজে
যত প্রকার কার্য আছে সে সমুদয় অনায়াসে
সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অভিপ্রায়
হইত না অথচ প্রায় উপস্থিত পানিকার কার্য
করিলে যে পানিকারক হইত তাহা ঘাটত
সেইকরণ হইত। সত্ত্বেও বরং কর্মচারীগণের
পারদর্শিত্বের কারণে কোন কোন বিষয়ে
কর্ম কর্মসম্পাদন অধিক লাভ হইয়া পাও
ইহা হইতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অগত্যা

রূপ সকলেরই সকল কার্য সমান পাইয়া
হইতে পারে। যথা প্রযোজ্য বিক্রয়
করা, স্থানান্তরে প্রযোজ্য প্রেরণ করা এবং
কোন কিছু তৈয়ারি কি মেরামত করা,
টাকা প্রকৃতি প্রস্তুত রাখা, আশ্রয় কলমের
ও বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করা, মামলা
মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করা, সবল বিয়ে
সংস্কারমর্শ দেওয়া, কি সংস্কারমর্শের দ্বারা
বিবাদ ভাঙনকরা অর্থাৎ বাহ্যতে পরস্পর
বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত
না হইয়া প্রথা সূত্রে শাস্তি সহ তাহার
উপায় করা প্রকৃতি উচিত মত কার্য সমস্ত
এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্বিধা
বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা
হইলে এজেন্সীর সুপ্রতি নিয়মাবলী দেখিতে
হইবেক, যাহা পাই ক্রমস্ত সকলকেই পাঠান
যাইতে পারে।

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক
খানি প্রস্তুত করা হইয়া দলের তালিকা
দ্রুত হইয়া প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা
ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ কলিকাতার প্রযোজ্য
বাজারের দর জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয়
বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতে পারেন, কলিকা
তার অনেক আড়তালীর প্রকৃতি সমস্ত
লোক আছে, কিন্তু কাহারওরূপ কোন
স্থানস্থান নাই; সেহ নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা
ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বিশেষ উপকারের
সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দলের
তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের বর
ডাক মাগুন পাঠাইলে উভয়ই পাঠান
যাইতে পারে।

জিহুজ বাবু হাঃমুহম্মদ

আমার সাহায্যে এবং জিহুজ বাবু হাঃমুহম্মদ
দলের অধিকাংশ ভ্রমণকারীদের সত্ত্বে জিহুজ
অপেরা নামক একটা ব্যবসায়িক ব্যক্তির দল
জিহুজ বাবু হাঃমুহম্মদ হইয়াছে।

জিহুজ বাবু হাঃমুহম্মদ হইয়াছে।

নোবপ্রকাশ

১২ই ফালগুন ১২৮১।

সেপ্টেম্বর ১২ বাঙ্গালী

সংবাদ ১২৮১।

অনেক দিন অধি এই বিবরণ লিখা

আজ্ঞালন চলিতেছে। আমরা যে
প্রাচীর অধুনা তৈরি প্রাক্তি আক্রমণ
হইলে কাজেই আমাদের কথার
কাজে হয়। আমাদের দ্বারা বক্তব্য
তাহার অনেক বার বলিয়াছি। বিবেচনা
করিয়াছিলাম, যে সেপ্টেম্বর গবর্নর আর
এবংয়ের প্রসঙ্গ করিবেন না; কিন্তু তিনি
উহার বর্তমান রিপোর্টে লিখবার সময়
আমাদের কথা বিস্মৃত হন নাই;
সুতরাং এবিষয়ে আরও কয়েকটা কথা
এবং আবশ্যক বোধ হইতেছে। সেপ্টেম্বর
গবর্নর দেশীয় সংবাদপত্র দিগের প্রতি
হুইটী বোঝা আরোপ করিয়াছেন। প্রথম,
দেশের সাধারণ লোকের রাজ ভক্তির
প্রকাশ করা, দ্বিতীয়, সুবিচারের বাবায়
কল্যাণ। তাহাও বোধের অধিকৃত সাধা-
র্যে ব্যক্তিদের প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত শান্তি
এবং তাহাও বোধের অন্তর্ভুক্ত; রাজ-
ভক্তির পরিপূর্ণ, কিন্তু দেশীয় সংবাদ
পত্রবিধে তাহা ভক্তির অভাব ক্রমশঃ
সংক্রামক রোগের দ্বারা সেই সকল
অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদিগকেও বিকৃত
করিতেছে। উত্তরোত্তর ব্রিটিশ গবর্ন-
মেন্টের প্রতি তাহাদের বিরক্তি উৎ-
পাদন করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ দেশীয় সংবাদপত্রদিগের
কটাক্ষের ভয়ে গবর্নমেন্টের কর্মচারীরা
সংপূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য করিতে
পারেন না; একজন বহুদশী কর্মচারী
বলিয়াছেন; মনে হয় কোন ব্যক্তি
কোন সম্বন্ধমতে প্রাজ্ঞিত হইল; হুইটী
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোন সংবা-
দপত্রে নান দাম নিষেধ পূর্বক সেই
বিচারকে প্রাণে আশ্রয় করিয়া যত
এই মাত্র হুইটী দাঁড়, তাহা হইলেও
বিশেষ ক্ষতি হইত না; কিন্তু সেই প্রাণে
স্বাধীন পত্রিকা হইতে অস্বাভাবিক মনো-
নিবেশের রিপোর্টে উৎসাহ করিলেন। কত
পত্রিকার চক্ষে জ্বলিয়া মাত্র সেই

এই ৩ জনের নাম
১. ...
২. ...
৩. ...
৪. ...
৫. ...
৬. ...
৭. ...
৮. ...
৯. ...
১০. ...
১১. ...
১২. ...
১৩. ...
১৪. ...
১৫. ...
১৬. ...
১৭. ...
১৮. ...
১৯. ...
২০. ...
২১. ...
২২. ...
২৩. ...
২৪. ...
২৫. ...
২৬. ...
২৭. ...
২৮. ...
২৯. ...
৩০. ...
৩১. ...
৩২. ...
৩৩. ...
৩৪. ...
৩৫. ...
৩৬. ...
৩৭. ...
৩৮. ...
৩৯. ...
৪০. ...
৪১. ...
৪২. ...
৪৩. ...
৪৪. ...
৪৫. ...
৪৬. ...
৪৭. ...
৪৮. ...
৪৯. ...
৫০. ...
৫১. ...
৫২. ...
৫৩. ...
৫৪. ...
৫৫. ...
৫৬. ...
৫৭. ...
৫৮. ...
৫৯. ...
৬০. ...
৬১. ...
৬২. ...
৬৩. ...
৬৪. ...
৬৫. ...
৬৬. ...
৬৭. ...
৬৮. ...
৬৯. ...
৭০. ...
৭১. ...
৭২. ...
৭৩. ...
৭৪. ...
৭৫. ...
৭৬. ...
৭৭. ...
৭৮. ...
৭৯. ...
৮০. ...
৮১. ...
৮২. ...
৮৩. ...
৮৪. ...
৮৫. ...
৮৬. ...
৮৭. ...
৮৮. ...
৮৯. ...
৯০. ...
৯১. ...
৯২. ...
৯৩. ...
৯৪. ...
৯৫. ...
৯৬. ...
৯৭. ...
৯৮. ...
৯৯. ...
১০০. ...

যেটা বিবরণ হইবে? এখন অনুবাদক মবলগের অনুবাদ লক্ষ্যে ঘেঁষিতে গান বসিয়া অনেক উপকার হইতেছে। প্রথমতঃ যিনি যিনি দেশীয় সংবাদ পত্র বিধের উৎসর্গে বুদ্ধি হইতেছে এবং সকলেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাশীলদের পত্রগুলি সারসংক্ষেপে চিত্তাঙ্গীল লোকের পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিবরণ লক্ষ্যে করা গাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ দেশের অভ্যন্তর প্রদেশে এমন অনেক অভ্যন্তরীণ আঁচ, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের লোকসঙ্গে এমন অনেক কষ্টের কথা যাতে, ইংরেজী পত্রেরা বাহার লক্ষ্যের অবগত নন। দেশীয় পত্রেরা সেই সকল সংবাদগণের গোচর করিবার দ্বারদ্বার। সে দ্বারদ্বার হইলে সে সকল কথা আর কাহারও কণ্ঠ গোচর হইবে না এবং সে সকল কষ্ট নিবারণ হইবারও আশা থাকিবে না। আমাদের বিবেচনায় লেপ্টনট গবর্নরের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। তিনি কি প্রাপ্তবয়স্কের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন? আমাদের এ বিষয়ে ভিন্ন প্রকার মত। দেশীয় সংবাদ পত্র দ্বারা রিপোর্ট গোপনে রাখা দূরে থাকুক আরও অধিকপরিমাণে সাধারণের গোচর করা উচিত। সাধারণের মত দ্বারা খান্য ও অভ্যন্তরীণ বিবরণ করা সংবাদ পত্র-স্বর্গ। এক প্রধান উদ্দেশ্য। এ উপায়ে যে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইতেছে। অত্যাচারী রাজারাষ্ট্র প্রজাতিরকে কষ্টের কথা কাছকেও জানা হইতে দেয় না; আমাদের রাজারা কি সেই সুযোগটির প্রার্থী হইরাছেন।

মিউনিসিপালিটি

কলিকাতার মিউনিসিপালিটি এই বাজার বৃদ্ধির উপস্থিতি করিয়া আপনাকে বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা করিয়াছেন। লোকের হস্তগত করণ উপস্থাপনা

হয় না। বৃদ্ধির উপস্থিতি এই মত কষ্টে সন্তান বাক্যের করিবার লক্ষ্য হইবার সময় তাহাদের বিবরণে দেখা উচিত ছিল, যে তাহাতে শ্রীমদ্বাণীধরের সন্তান প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য। অতীতেরা কেবল যে এ আশঙ্কা করেন নাই তাহাও নহে; সে সময়ে এই আশঙ্কা করা হয় এবং একবার বৃদ্ধির উপস্থিতি করিয়া গাইবার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে সে অন্তর্ভুক্ত আশঙ্কা করিয়া একটা দৃষ্টান্ত বাজার নিশ্চয় করাই দিরা হয়। একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাজার বসাইতে কতবার আবশ্যক তাহাও তাহারা জানিতেন না যদি জানিতেন এরূপ হয়, এখন সেই ব্যয় কখনো কখনো হইতেছেন কেন? হয় সাধারণের অপরাধ কি? তাহাকে অনর্থক অন্তর্ভুক্ত কেন করিলেন? তিনি যে প্রকার ব্যয় করিতেছিলেন তাহা মিউনিসিপাল আইন বিরুদ্ধ হইত আর ফলাই হইত, সেজন্য ব্যয় ভিন্ন সন্তান বাজার বসিতে পারে না।

সম্প্রতি বাজার দ্বিতীয় দেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটি উপায় ভিন্ন উপায়ের নাই। এই তিনের অন্যতম অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রথম, বর্ধন বাজার বসান হইয়াছে, একটা অট্টালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তখন সভাপতিত্ব আরও কিছু ব্যয় করিতে অনুমতি করিয়া বাজার বসান করা; দ্বিতীয়, বর্ধন বাজার বসান করা করিয়া লওয়া; তৃতীয় মিউনিসিপাল বাজার বন্ধকরা এবং তৎসংলগ্ন মণ্ডলার স্থান ও অট্টালিকা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ফেলা। বাজারের বিঘ্ন বর্জন করা বর্ধন করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন কবাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শুনিত্তে পাওয়া যায় শ্রীমদ্বাণীধর নাকি সাতলক্ষ টাকার বর্ধন বাজার

হস্ত বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইরাছেন, এবং মিউনিসিপালিটি ১৪ লক্ষ টাকা বর্ধন করিবার পরামর্শ করিতেছেন।

তৃতীয় উপায়টি অবলম্বিত হইল না কেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাতে মিউনিসিপালিটিকে লোকের নিকট উপস্থাপনা হইতে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলে অধিক টাকা বর্ধন করিতে হইত না এবং সম্ভাব্যি যত ব্যয় হইয়াছে তাহাও অনেক উচিত। এই ভুক্তির বৎসরে এই ১৪ লক্ষ টাকা বর্ধন করিতে হইবে। সে স্থান পরিশোধ কে করিবে? কেন কলিকাতার টাকার হাতারা। টাকার দাতাধিকার মতো এদেশীয়ের সংখ্যাই অধিক। মিউনিসিপালিটির স্বতন্ত্র বাজার থাকিলে তাহাদের বিশেষ উপকার নাই—জনকত ইংরেজের সুবিধা। সাধারণের অর্থ অনিচ্ছাসমূহে ব্যয় করা উচিত নয় বলিয়া অতীতেরা হয় নাহে-বের হস্তগত বন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রেনী বিশেষের সুবিধার জন্য সাধারণকে এত ক্ষয়প্রস্তুত করা কি ন্যায়সঙ্গত কার্য? —

লেপ্টনট গবর্নরের শাসন

সংক্রান্ত রিপোর্ট

এপ্রেল মাস না পাড়িতে পড়িতে কায়েল নাহেব দেশে পরিচয় করিয়া যুক্তিসিদ্ধে যাত্রা করিবেন। লেপ্টনট গবর্নরের পদের নিয়মিত কাল ৫ পাঁচ বৎসর; কিন্তু তিনি ৩ দিন বৎসরের অধিক কার্য করিতে পারিলেন না। তিনি যেসকল পত্রিকায় উৎসাহ ও উদ্যোগের সহিত এই তিন বৎসর কাটা কাটা হইয়াছেন, আর অধিককাল যেসকল বসে করা গড়ব মতে। তিনি যে এই তিন বৎসরও সুস্থ থাকিয়া কবাই করিতে পারিয়াছেন এমন তাহারা অসম্ভব ও একান্তই অশংক্য করিতে হয়।



উপরোক্ত অর্থ বিলাসী ছুট, পুস্তকঃ পিতা
মাতার বালক, বালিকাধিককে বিলাস
করে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেই
পর্যন্তই যথেষ্ট। আর সে বিষয়ে চিন্তা
করেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও চিন্তা
শক্তি বিহীন হইয়া গড়িতের জার বহ
নৈঃ সত্ৰ উল্লাসের ক্ষোভ উত্তেজিত
জার অর্পণ করিতে থাকেন। এক পাশে
কতকগুলি নীচ ও আকর্ষণ বিহীন
পাঠ্য বিষয় অপর পাশে শিক্ষকের
অকৃতী ও বেজায়াত ইত্যাদি মধ্যে নির্ভীক
শিশু। ভীত ও বিবর্ত হইয়া দিনপাত
করে। এক্ষণ শিক্ষাবিষয় সতাই তাহা
দের উদ্দেশ্য হইতে তাহাদের চিত্ত
ভ্রম ও দুর্ভাগ্য হইয়া আসে। এইরূপে
বর্তমান সময়ের বিদ্যালয়গুলি শিশুদি
গকে বিকৃত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ পাঠ্য পুস্ত
কের আয়োজন পাঠ করিলেই প্রস্থ
কঃেরা শিশুদিগের একুত্ত্ব বিচু
মাত্র অগত আহুতেন কি না সন্দেহ
আছে। বালিকা বিদ্যালয় সকলের ছাত্র
গুলির যেন রক্ষা কর্তা নাই। যিনি ছাত্র
মনে করেন তাহাই পড়াইয়া থাকেন
যিনি যে পুস্তক রচনা করেন তাহাদের
পাঠোপযোগী হই একটি বিষয় থাকি
লেই পুস্তকঃ ও তাহা মোদের বলে
সেই হস্ততঃের পাঠ্য পুস্তক হইয়া
যায়। অসম্মিত, অসিগ, অসিবারি
দর্শন, ভূগোল, খগোল, তারিখচিত্রের
ইতিহাস ক্রমবৃত্তির ইতিহাস, বেকনের
এসে, ইত্যাদি বিশ্ব জন্মাতের পুস্তক
একটি হস্ততঃের বালকের পুস্ত
অর্পিত হয়। অসিগা শপথ করিয়া
কলিতে পারি এক্ষণ তার লটলে মনুষ্য
বর্ত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

এই সকল বেচিরা স্তম্ভিতা পুত্র কন্যা
দিগকে আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে
ইচ্ছা হয় না এবং ঘরের অনেক বিদ্যা

শীল ব্যক্তিও আর প্রেরণ করেন না।
হুই বসিয়া যে শিক্ষা দেওয়া যাইবে
তাহারও সুবিধা নাই। শিশুদিগের
পাঠোপযোগী গ্রন্থের নিত্যই অন্ত্য।
শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন
মনোভূতি বিবর্তিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাব
জন্মে আবির্ভূত হয় সেই সেই সময়ে
তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের
মনকে ধারণ করা উচিত, তাহা
হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ
হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও
লাভ করে। মনে কর একটি ছাত্র
মদের বালকের হস্তে নীতার কিয়া
সাবিত্রীর সত্যিক বিবর্তক এক ছাত্র
পদ্য দিলে। তাহাতে তাহার লাভ কি?
তাহাতে তাহার অর্গবিহীন কথামাত্র।
এই জন্য জন টুয়ার্ট লিক বলিয়াছেন
কবিতা বালকদিগের জন্য নহে। তবে
সদি কবিতা পড়াইতে হয় উপন্যাস
কিবা আখ্যায়িকা পূর্ণ কবিতা পড়িতে
দেওয়া উচিত। আমাদের দেশের
লোকের ইহার বিপরীত সংস্কার অনেক
মনে করেন কবিতা শিশুদিগেরই জন্য
বয়োজ্যোতঃের জন্য নয়; কিন্তু বাস্তব
বিক জীবন; দেখিলে কতকগুলি একুত্ত
বর্ণনা ও কতকগুলি ভাবোচ্চীর্ণক
কবিতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কবিতা
শিশুদের পাঠোপযোগী বলিয়া বোধ
হয় না। একটি চতুর্দশবর্ষীয় বালক
জারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য খেদ
লিখিতেছে ইহা আমাদের
অস্বাভাবিক বিকৃত বলিয়া মনে হয়
কারণ জারতবর্ষ কি? এবং স্বাধীন
মতা কি? সংস্কার তাহার জন্মগ্রহে
কি না সন্দেহ।

শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময়
হইলী কথা অর্পে রাধা উচিত (১ম)
পাঠ্য বিষয়গুলি যেন তাহাদের আনন্দ

অনেক (২য়) সেগুলি পাঠিত হইয়া
যেন তাহাদের মনোভূতির বিকাশের
সাধায়া করে। যে শিক্ষার ইহার অন্য
তরো প্রতি উদাহার্য্য তাব সে শিক্ষা
অস্বহীন ও দুঃখীরা। আমরা যদি শিশু
দিগের একুত্ত্ব, তার কিছুমাত্র সুখিয়া থাকি
তাহা হইলে জানি যে শৈশবকাল
কেবল জ্ঞান সঞ্চয়ের সময়। তখন মন
জন্মাতের তাবৎ পদার্থের স্বরূপ ও স্বর্ম
প্রভৃতি নির্ণয় করিতে ও পরস্পরের
সহজ নিয়ম করিতে বাস্তব থাকে।
সেই সকল সাফল্য জ্ঞান অবলম্বন করিয়া
চিন্তা ও বিচার করার শক্তি তখনও
আছে না। পুস্তকঃ সে সময়ে যদি প্রাক্-
তিক বিজ্ঞানের স্থল স্থল বিষয়গুলি
তাহাদের গোচর করা যায় তাহা হইলে
তাহারা ভবিষ্যতের জন্য অনেক জ্ঞান
সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে—এবং
আনন্দও লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ দেখা
যায় বাল্যকালে কল্পনা শক্তি এবং
থাকতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যা-
য়িকা অর্পণ করিতে ভাল বাসে; পুস্তকঃ
সে সময়ে খণ্ডের আকারে ইতিহাসের
স্থল স্থল বিষয় পুস্তকাদিগের
স্থল স্থল বর্ণনা বিখ্যাত মহাত্মাদিগের
জীবন চরিত্রে স্থল স্থল ঘটনা অতি
অল্প আয়ালেই তাহাদের জন্মে সুত্রিত
করিয়া দেওয়া হইতে পারে। আর এবং
সেই আকারে তাহাদিগকে স্বর্মনীতি
বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়। কবি
তার মধ্যে সাত্ত্বিক, পিতৃভক্তি, সৌ-
ভ্রাত, সৌভাগ্য, নীচ প্রাণীদিগের প্রতি
দয়া, একুত্ত্ব শোভা দর্শনে অপরূপ
অর্জিত ভাব উদ্ভীর্ণন করিবার চেষ্টা
করা উচিত। আবার কেবল মাত্র জ্ঞান
সঞ্চয় করিয়া দিয়াই জন্মে তাবোচ্চী-
র্ণন করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের
জিহ্বা উত্তীর্ণ দিবে ও দুটি পাঠ করা

[illegible]

আমলাচন্দ্র সান্নিধ্য হইতে পারে? আমরা অনেক মুসল্লিকে এই বলিয়া সুধী করিতে উদ্যোগ করি। আমলাচন্দ্রের ভয়ে করে তাহার মনস্তাত্ত্বিক করিয়া উল্লিখিত হয়। এ কোথাকার কথা? এই স্থানে আর একটা কথা স্মরণ হইতেছে। মুসল্লি আমলাচারী মধ্যে ২ মুসল্লি-মণ্ডল বিধিকে অঙ্গ নাহেবের নিকট নামাযীন পত্র প্রেরণ করিয়া থাকে। কোন কোন অঙ্গ নাহেব তাহা অবলম্বন করিয়া মুসল্লি-মণ্ডলকে আত্মগত কর্মমণ্ডলের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। আমলাচন্দ্রের একটা অবস্থা আশিষ্টতা সীমিত বিনাশ করা উচিত। আপনাদের অধীনস্থ আমলা প্রকৃতিক নিয়োগ ও শাননের ভাষা সম্পূর্ণরূপে মুসল্লি-মণ্ডলের উপরেই দেওয়া উচিত। নতুবা তাহার স্বাধীনভাবে বিচার কার্য্য নির্বাহ করিবার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

বিবিধসংবাদ

১৫ ই কালভন সেসবার।

রেকর্ড মেন বলেন, যে তথাকথিত মণ্ডলের ক্রয় ক্রয় গিয়াছে। ১০০ কোড়া টাকার দুলা ৭২ টাকা মাত্র। এত সত্য দর আর হইবে না। বর্ধ গণমণ্ডলের ক্রয় করার ইচ্ছা থাকে তবে এই সুসময়।

চিকিৎসকগণ বলেন যে বাবুজীর মত ডাক্তার বাড়িতে কাননদীর প্রান্ত বক্তৃতা গিয়াছে। যে ছোট ফিল্ড বাঁধে প্রান্ত করিতেছেন।

মিঃ বলেন সম্রাতি একজন মুসলমান জীপকার রোগে আক্রান্ত হইয়া ডাক্তারের হস্তাধিতা বিতে গিয়াছিল। কয়েক দিবস পরে তাহার মৃত্যু হইল যে উন্নতশীল রোগ বিগের আক্রান্ত মরণ, তার নিকট গমন করি সেই রোগ আরাম হইবে। মুসলমান বিশ্বাস করিয়া জাহাজ করিল, কিন্তু ফল

কি? আরও বড়ই কালে কালে

বাবু হুজুরাণ বন্দোপাধ্যায়ের বিচারালয়ে কাগজপত্র লুপ্ত মন্তব্য অনুরোধ আর্থিক হব হুজুরের নিকট প্রদান করিয়াছেন। অন্য বার সেক্রেটারি অবজেক্টের নিকট বিচারার্থ আর্পিত হইয়াছে। সুধী সবার উৎসাহে অসাধারণতা দেখে দোষী করিয়াছেন।

সাইব ইণ্ডিয়া টাইমস বলেন ওয়ারি-রোরে একটা মরিচা ছুটী গিয়া হুজুর প্রদান করিয়াছে। ইন্ডিয়ান লীল্য বোঝা ভার।

মাজার টাইমসের একজন সাংবাদিক বলেন সিলেট জেলার একজন কৃষক তাহার স্ত্রীর উপর সন্দেহ করিয়াছিল। এক দিন সে তাহার স্ত্রী এবং উপহার উপস্থিতি হুজুরকে এক স্থানে দেখিতে পায়। উভয় দ্বিগের হুজুরকে এক ক্রিয়ার মনসে এক বার মত লইবার জন্য সুখে প্রত্যাগমন করে। পরে সেই স্থানে পুনরায় গমন করিয়া দেখে যে সেই উপস্থিতি পুনরায় করিয়াছে। এবং তাহার স্ত্রী একাকী বসিয়া আছে। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া এক আঘাতেই স্ত্রীর মস্তক ভেদন করে। তৎক্ষণাৎ নিজেই পুলিশে সংবাদ দিয়া আবার বিচার স্থলে সে সমুদায় প্রকাশ করে। হাজেট সাংবাদিক তাহার যাবজ্জীবন জীপান্তর বাসাব অনুমতি দিয়া হেন। অনেকে হস্তচর্চা মণ্ডলের দশা প্রাপ্ত হইবেন।

৬ ই কালভন মঙ্গলবার।

ইংলিশমান বলেন যে সুমন টেলিগ্রাফের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র আবেদন হইবে। সব বুদ্ধিমান মনোবিরত এ কাজে পুরো কয় লক্ষ খোলা বন্দাছে।

বহু হইতে বহু তাহা দেখে পাঠ্য মত্রে যে টেলিগ্রাফ আটকে তাহা দেখে কান করে যে সচরাচর নিশ্চয় ছিল। পুরো হইতে ইংরাজি পদাতিক এবং পুনরায় পদাতিক টেনার বিগকে আক্রান্ত হইতেছে। মত্রে উপলক্ষে যে ক্ষমতা হয় তাহা হইতে প্রাতিবে কি সাংবিবেচনামূলক চর্চা হইবে।

মন্ত্রিসংঘে মিলে মিলে ডাক্তার গণিত হুজুর মন্ত্রিত্ব গুরুত্বপূর্ণ এক প্রমাণ ইতি

হয় যে কোন অবস্থায় বিখ্যাত হুজুর উচিত নিম্নাং অবস্থায় বোঝে উচিত বলিয়া হেন।

ভারতবর্ষীয় কাগজপত্র মণ্ডল সাক্ষাৎ সংগ্রহ করিবার জন্য মেজর হুজুর সাংবাদিক এখানে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু সেক্রেটারি অবজেক্ট তাহাকে পাঠ্য হইতে অধীকার করিয়াছেন।

বিগত হুজুরের মধ্যে মধ্য প্রদেশে ৭১১ টী বন্য জন্ত দশ মত হইয়াছে। ইন্ডিয়ান গণমণ্ডলের ৭৭০০ টাকা মাত্র হইয়াছে। ৭১১ টীর মধ্যে মাত্র ৫৮ টী, ভারতীয় এবং ভারতীয় শাক্ত ১০৫ টাকার ১১৮ এবং অন্যান্য ১।

মসৌল বেজান, মিন মণ্ডল প্রান্তে জীপে কার্য্যকর ছিলেন, মেজরকে নামক সমস্ত পলিগ্রন করিয়াছেন। তাহার উপর স্ত্রীর কিংবদন্তি আছে।

চিকিৎসক মণ্ডল বলেন, ভারতবর্ষীয় আশিষ্টতা কয়েক দিগে হুজুর ডাক্তার সাংবাদিকের আত্মগত করিয়াছেন যে পত্রিকা হইতে করাট পত্রিকা যে রোগের চর্চা করা হইতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গণমণ্ডল ব্রাহ্ম কল্লোসিত করিয়া উচিত। ইণ্ডিয়া আফিস হইতে উক্ত রূপ প্রস্তাব গণমণ্ডল হলের নিকট আশিষ্টতা আমতা আশা করি। এই প্রস্তাবটি সাংবাদিকের কার্য্য হয়।

৭ ই কালভন বুধবার।

১০ ই ভারিখে যে মেজর কলিকাতা হইতে চাকরিয়াছে তাহা দেখে পলিগ্রন হুজুর মত্রে বক্তৃতা আক্রান্ত হইবে। অন্য মেজর মত্রে কণ্ঠস্বর পত্রিকা হুজুর হুজুর।

মন্ত্রিসংঘে মিলে মিলে ডাক্তার গণিত হুজুর মন্ত্রিত্ব গুরুত্বপূর্ণ এক প্রমাণ ইতি

আগ্রা বালক মন্ত্রিত্ব তাহা দেখে মত্রে হুজুর।

পত্রিকার উপরেই মত্রে পলিগ্রন হুজুর মন্ত্রিত্ব গুরুত্বপূর্ণ এক প্রমাণ ইতি



১৯৩৬
১৯৩৭
১৯৩৮
১৯৩৯
১৯৪০
১৯৪১
১৯৪২
১৯৪৩
১৯৪৪
১৯৪৫
১৯৪৬
১৯৪৭
১৯৪৮
১৯৪৯
১৯৫০
১৯৫১
১৯৫২
১৯৫৩
১৯৫৪
১৯৫৫
১৯৫৬
১৯৫৭
১৯৫৮
১৯৫৯
১৯৬০
১৯৬১
১৯৬২
১৯৬৩
১৯৬৪
১৯৬৫
১৯৬৬
১৯৬৭
১৯৬৮
১৯৬৯
১৯৭০
১৯৭১
১৯৭২
১৯৭৩
১৯৭৪
১৯৭৫
১৯৭৬
১৯৭৭
১৯৭৮
১৯৭৯
১৯৮০
১৯৮১
১৯৮২
১৯৮৩
১৯৮৪
১৯৮৫
১৯৮৬
১৯৮৭
১৯৮৮
১৯৮৯
১৯৯০
১৯৯১
১৯৯২
১৯৯৩
১৯৯৪
১৯৯৫
১৯৯৬
১৯৯৭
১৯৯৮
১৯৯৯
২০০০
২০০১
২০০২
২০০৩
২০০৪
২০০৫
২০০৬
২০০৭
২০০৮
২০০৯
২০১০
২০১১
২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫
২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
২০২০
২০২১
২০২২
২০২৩
২০২৪
২০২৫
২০২৬
২০২৭
২০২৮
২০২৯
২০৩০

লাই যে রকালরে ধুমপান যিবেব বৃহৎ ইংরেজী বকরে স্থানে স্থানে এই কথাটি চিত্রিত রহিয়াছে তখন আশিরা সাভিনর সন্তাই হইল। কাল রকালরে ধুম পান নিত্যই বিরক্ত জনক এবং ইহাতে বিপদ পরিত সস্তাবনা। সকল বৃত্তি মিলিত করি চারিগণই এই নিয়মে বিশেষ সতর্ক করেন। কিন্তু আশিরা কয়েকটি ইংরেজ নিকটে এই নিয়ম লক্ষ্য করিতে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছে।

কালিকা } প্রচলিত
৫ ই কালিক } বখোপাখ্য

—১০১—

মহাপর। বিশদ বিবরণের এবং সম্পূর্ণ অনুগমন করে, এই প্রচলিত প্রকারটি সম্পূর্ণ সত্য। একেতো এবং সহ চুক্তি রূপ রাখসের ভীষণ পুরাতন প্রভাবে সমুদায় ভারতবর্ষ জলিত হইতেছে। প্রতিদিন লোম হরণ জলিত পাত শত শোরণীর সংখ্যা আশিরাের জ্বর ব্যক্তি ও প্রাণ অস্থির করিতেছে। জ্বরিতের গর্ভে যে ক্রিয়াময় কল সঞ্চিত আছে, তে বাপনে পারে? মাথায় বেশ জেই দিন নিকটবর্তী জাণ করিতেছি (জঘারিলা কখন) যেদিন বৃহৎ সন্তান নর নারী বালক বৃদ্ধের অস্বাস্থ্য জীবন হারা করি যিনি আশিরাের জ্বরে বিবরে প্রবর্তি হইয়া অধিক তর কাতর করিবে। এ প্রদেশীর জীন বয়সে বিগের জীবন রক্ষা উপায়ে কি? মন এই চিন্তা আশিরাের জ্বরে বলবর্তী হয়, তখন তে মোকাজ্জ-সংবরণে সর্মগ হইতে পারে? সেই সকল নিয়ম বরিত হয় মাথারা গবর্ণমেণ্টের অধ্যাক্ষত দৃষ্টি পথে নিপতিত হইতেছে। কিন্তু আশিরাের জ্বর-দুই বলতঃ সঞ্চিত শস্য অথবা বহান্য ধনধান লোকের নিত্য জীবন। আশিরাের বিপদ দ্বিতীয় কারণ গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে। আশিরাের বহাশীল দুটি গবর্ণমেণ্ট প্রকার প্রাণ রক্ষার্থে নানা প্রকার সমুদায়ের পুত্র পালিত করিয়া দাতব্য ওপের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিতেছেন। এই উপায়ে বিপদ নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার প্রতী লক্ষিত হইতেছে না।

গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৎসলতা পরিতর দ্বারা নানা প্রকার হিতকর কার্য সম্পাদন করি তেছেন। কোন প্রদেশে যাঁহা প্রকার প্রকারের অস্বাস্থ্য কোথাও নাগরিক কর্তৃক প্রচলিত ব্যক্তি কর্তৃক উহা প্রবাস করিয়া ছিলকীতি অনুগোপন করি তেছেন। জ্বর আশিরা যে জ্বর বিমোচন মাফলে গবর্ণমেণ্ট সমীপে অবস্থিত করি- তেছি, অস্বাস্থ্য কর্তৃক প্রচলিত বহা প্রদর্শন করিতে দৃষ্টি হইবে না।

বসীরহা উপবিজ্ঞান অধ্যাপক, বাহু চিন্তা জেনের অধীন এই "পুতা" গ্রাম সহজ-সহজ ইত্যর ও জলোকে বসতি। এই গ্রামে জলোকে অশোকা এতদূর জল- কট উপস্থিত হইয়াছে, যে তাহা একত- রূপে বর্ণনা করা যায় না। এখানে এমন একটা জলাশয় নাই, যে সেই জল পান করিয়া অধিবাসীগণ জীবন রক্ষা করে। যে কয়েকটা পুরাতন জলাশয় আছে, তাহা পানি ও আর্দ্র পরিপূর্ণ। তাহার বিধিমালা পান করিয়া কেহোম বারণ করিতে পারে? আর্দ্র ও মাংসের শেষ হয় নাই, ইহার দ্বারা এক বিলু বিলু- ব্যক্তি পরিবার সংবনা নাই। কিন্তু দিন গড়ে যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হইবে কেহলিতে পারে? লবণাক্ত নীচ জলময় জল নিত্য পানিত অযোগ্য, বিশেষতঃ শস্য জলিত জল পরিপূর্ণ। গ্রামের মধ্যস্থল অস্বাস্থ্য হইতে প্রায় সত- কোশ অধিক ব্যাপন। যদি গবর্ণমেণ্ট কোন উপায়ে এই অস্বাস্থ্য বিপদ হইতে অজ্ঞ অধিবাসিগণকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে জলাভায়ে জীবন নাশের সম্পূর্ণ সস্তাবনা। অত্যাধিক কিবা জলা- ভাবে মন একটা প্রাণীর প্রাণমাশ হয়, তাহা হইলে কি ভয়ঙ্কর লোক দৃষ্টান্তে জ্বর বৎ হয়, তাহা বিনি উভয় বিগত দুর্ভিক্ষ অংলোকন করিয়াছেন, তিনিই প্রচুররূপে অনুভব করিতে পারিষে।

শামের জ্বর প্রকার গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বের মত কাহারে এতদূর অস্বাস্থ্য জীবন শেষ করিতে হয় তাহা হইলে গবর্ণ

মেণ্ট সম্পূর্ণ প্রজাবৎসর ভাগী। এবং গবর্ণমেণ্টের নির্ভল দল জোড়ি কল- কারি হইলকীতি করিবে।

১০১ } একত্ব বসন্ত
২০১ কালিক } চিত্রনাথ শর্মা।
১২৮০ }

গোবরডাসা বসীরহাট মহত্মার এক প্রজাপ্রাণে অবস্থিত। ইহার নিকটে যখন মনী, সমুদায় পরপারেই বসীরহাট উপ- কাগের আরক্ত। সুতরাং গোবরডাসা বসীরহাট নিকটে উহার সমীপবর্তী বসীরহাট ও বসীরহাট মহত্মার কিয়ৎকাল পুত্র। এই অস্বাস্থ্য কারণে স্থানে স্থিত যে ইহার অধিবাসীগণের বসীরহাট মন প্রকৃত- রূপে ও জেণ পরম্পরা সত্য করিতে হয়। মহত্মার সমুদায় বসীরহাট ও বসীরহাট উভয়ই এ অঞ্চলের দুর্ভবর্তী। সুতরাং দুই প্রকারে অনুভব উপস্থিত হইয়াছে। প্রজাবৎসর জলোকে আশিরাের কটের কল জল- কটে প্রবর্তি না, বসীরহাটের অত্যাধিক জল- দেয় অজ্ঞে তার জ্বর রহিয়াছে। মন- বিস্তার অস্বাস্থ্য ও সন্তোষক মনে। তাহা- রও প্রায় অধিকতর কটের কল দুর্ভবর্তী মহত্মার আশিরাের পত্রাওমুখ আছে।

১৮৭০ সালের জুন মাসে গবর্ণ- মেণ্টের একটা সমুদায় জলোকে আশিরাের জল- পান করা সমুদায় বসীরহাট ও বসীরহাট মহত্মার জলোকে আশিরাের জলোকে- মন গোবরডাসা বসীরহাট জলোকে করিবার অনুভব পায়। ইহাতে অস্বাস্থ্য অত্যাধিক নিমিত্ত না হইক বেনা পাইনা ও পানী করণিত সংজ্ঞা অস্বাস্থ্যের মনোবশে জল হইয়া পানি। যে সময় জলোকে সঞ্চিত অত্যাধিক বসীরহাটের আশিরাের জলোকে না বহৎ মহত্মার হাইতেও সজ্ঞা যোগ করে তাহা হইতে মনিকটবর্তী জল অস্বাস্থ্য জলোকে বসীরহাটের জলোকে না পানি। যে সময় অত্যাধিক জলোকে না পানি অজলের লোকেরা চিত্রনাথ শর্মা



সোমপ্রকাশ

১২

প্রথম পত্রিকা
প্রথম পত্রিকা

সং ১২৮৫। ১৯-এ কাঙ্ক্ষিত তারিখ ১৮৭৪। ২ রা অঙ্ক

মাসিক মূল্য ১০ টাকা এবং
বার্ষিক ৫০ টাকা।

পত্রিকা

ই-ওয়েল সন্মতন এবং মোত মত
বিক্রয়।

উপরিউক্ত সন্মতন ১৪ সাংগের কই
মার্জ শিকার বেল ১ টা অপরাধে বিক্রয়
হইবে। মিহুলাস মেজেরি লারাল এবং
কোম্পানি, বর্ন আপনে বিক্রয় হইয়া সা
বার, ডালা এইসে বহুলাই মহাভারত আতা
হুসারে কলিকাতার কলারসিডাল সেলুল হার
নামক কান বিলাস-এ রা ইচ্ছা বিক্রয়
করিবেন।

পুখুরা, বিনোয়পুর, মালদহ জেয়ার
অন্তর্গত আদৌরাকর পরমা পিত হুত
মারী গলারানপুর এবং পিসুরারি মামক
শিনলী নীলকুঠী একত্রিত করিয়া বিক্রয়
ইতিগো কনসারম হইবে।

এতদ্ব্যতীত এই কনসারম সংকট কিংবা
অধীনঃ যে সমুদয় মোকদমী ও অন্যান্য
তাৎক্ষণিক আছে তাহাও ঐ সঙ্গে বিক্রয়
হইবে।

পুন্ড, বিম সিঙ্গিতোলাই নীলকুঠী
এবং তৎকাল বসতগাতি তৎকালীয় জমি ও
মোট উপরিউক্ত বিষয়ের সম্বিত বিক্রয়
হইবে না। অক্টোবর মাসে ২৭০০ দুই সহস্র
সাত সত বিঘা জমি কানি হইয়াছে। বুনী
মির মিস্ত্রি আর ৪০০ সাত বিঘা জমি ক্রীত
হইতে পারে।

বিক্রয়ের সময় বেকপ স্থির হইবে, সেই
কাল উপরিউক্ত বিষয় হয় একত্রে নতুন ির
ক্রীড়া ট করিয়া বিক্রয় হইবে। বিক্রয়ঃ

হুসার বেকপাতি এই সোমপ্রকাশে সেই
কলিকাতা বিক্রয় করিয়া কানো বিশেষ
লারাল কানি হইবে ১৭০০ টাকার হুট
কলিকাতা মেল এবং কলিকাতা মামক মিলি
টারিয়ার নিকট অহুসজান করিলে
মামলার পারিবে।

চন্দ্রাপ এবং জিহত জেয়ার হুতক
সংক্রান্ত কার্যের মিস্ত্রি পত্রকালের জন্য
১৫ জন পত্রা কলিকাতা এলাকা আছে।
এতদ্ব্যতীত মিস্ত্রি কেবল ৭৫ টাকা। উক্ত
পত্রাকালী কলিকাতা বর্ন কার্য হুতক
মিস্ত্রি পত্রা কলিকাতা আবেদন পাটনা ডিবি
কলিকাতা মামলার সাইবের নিকট পাঠাই
বেন ২৫৫ পাটনা জারি হইবে পরে আবে
দন পত্র লওয়া হইবে না।

জিহত পত্রি বন্দোপাধ্যায়
কলিকাতা সাইবের পারসোনা
আসিষ্টাণ্ট।

বিক্রয়িরা পত্রিকা
এবং বালা ডাইরেটরি।
সং ১২৮৫ মাল ৮: ১৮৭৪। ২৪
ক্রীড়াগালাল নন্দী কর্তৃক সংগৃহীত
অতি হুসার ডিগ্রিট মহলিত বৃত্তিত হুত
তেছে। দ্বার এক পিত হইবে। বিভিন্ন
টীট ৬৬ নং বিভিন্ন ক্রমে আবার নিকট
প্রাপ্য। মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক
টাকা, তদ্বিধা ১০ পাঁচ শিকা, ডাকমাণ্ডল ১০
কেহ উক্ত পত্রিকার বিক্রয়পন একাংশ করি

বার মানস করিলে সংগ্রাহককে জানাই-
বেন।

কলিকাতা }
১২৮৫ } জিহতচরণ বন্দোপাধ্যায়।

হাওয়ার পত্রিকা বালকবিগের
প্রথম উপযোগী "রচনাসার" নামে এক
খানি পুস্তক বৃত্তিত হইবে, দ্বার
এক পিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ বচন,
রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০। ২০০ রচ-
নার বিধা পরিবেশিত হইয়াছে।
প্রোসডোফ কলেক } জিহতচরণ শর্মা।

গ্রাহকগণকে বিদ্য সহকারে জানান-
হাইতেছে বাহার সোমপ্রকাশের মূল্য
মনি অর্ডার অথবা বর্ত্ত চিঠি দ্বারা পাঠা
ইবেন, ডালা জিহত কেশবনাথ চক্রবর্ত্তার
নামে পাঠাইরা দেন।

অধ্যক্ষঃ।

ডাকার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অল্প
বাহিত মাধবনিধান মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ১০।
ফেসিলি টীটনেট মায় ডাকমাণ্ডল মূল্য ১৪০
এসপেছাল তাশের জাহাঙ্গিরের বিশেষ
আবশ্যক "গেটস অ-উনজিনিয়ারিং" মূল্য
১১০ ডাক মাণ্ডল ১০। আমার নিকট
পাওয়া যায়।

জিহত হাস চটোপাধ্যায়
হিন্দু চর্চের কলিকাতা

সোমবার

১৯ এপ্রিল সোমবার

রাত্ৰি।

উপস্থিত দুর্ভিক্ষ সময়ে

বিগকে কথ্য দিয়া রাখা করি

জেনাতেই স্থানে স্থানে রাখি

স্বাধীন খনন প্রকৃতি কাঁচের আরম্ভ করা

আরম্ভ করি, একথা সোমবারে বার বার

উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ শোণখাল

কালনাখাল নর্থ ডেট রেলওয়ে প্রকৃতি

স্থানে কার্যারম্ভ করিতে এসেছেন

সকল জেনার স্মরণীয় লোক যে সেই

সেই দুইতর স্থানে বাইরা কার্য প্রক

করিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

এদেশের স্মরণীয় লোকেরা গ্রামে বা

গ্রাম হইতে ২।১ কোশ দূরবর্তী স্থানে

কথ্য পাইলেই তথ্য বাইতে পারে, কথ্য

প্রাপ্তির জন্য বাসস্থান ত্যাগ করিয়া

দূরদেশে যাওয়া এদেশের (বন্য আতি

ত্বিত) লোকের স্বভাব নহে। তাহার

বাসগ্রামে কথ্য কার্য না পাইয়া অন্য

ভাবে প্রাপ্ত্যর্গ করিবে সেও স্বীকার

তথাপি বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্থান

স্থরে বাইবে না। সেই নির্বোধ প্রজা

বিগকে এই বিপদের সময় রাখা করার

জন্য সকল জেনারই স্থানে স্থানে কথ্য

রক্ত করা নিত্য আবশ্যিক, তাহা

দেশের সকল লোকেই বুঝতে পারে,

কেবল দুর্ভিক্ষাক্রমে গর্ভমেণ্ডের কোন

কোন কর্মচারী তাহা বুঝিতে সক্ষম

করেন না। এবিষয়ে দুর্ভিক্ষবরণ আমরা

অন্য একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেনার মধ্যস্থ মগরা ও পাণ্ডু

হার মধ্যবর্তী খনন গ্রামস্থ রেলওয়ের

কৌণ হইতে কালনা বাইবার পথ একে

বারে নাই বলিলেও হয়, নাটের স্মরণ

আইল দিয়া যে পথ আছে, তাহা স্বা

কালে এরূপ দুর্ভিক্ষ হয় যে, তাহার সাধ

পথ প্রকৃতিবাহু তাহার তাহার

গমনাগমন করিতে পারেনা আর

কালনা একটা প্রধান গলি। ক

ত রেলওয়ে তথ্য

গইরা বাইতে হলে একপে যে সকল

জাতি পাওয়া যায় তাহা এক এবং

তথ্য হইতে ইলছোবা কালনা

গইরা বাইতে হয়, কিন্তু প্রথম কিরণ

সকল তাহা বাইরা। লিখোবেটেমে

মাগিকা স্পর্শক এই ম্যানেজার বুকেন

উহারাই বুঝতে পারিবেন। কিন্তু

খনন হইতে ইলছোবার মধ্য দিয়া

কালনা পথ দ্বারা একটা রাস্তা করা

হয়, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে

কালনা এবং কালনা হইতে কলিকাতা

গমনাগমনের পথ সুগম হয় কেবল

তাহা মাত্র নহে। কালনার মায় মগরাও

একপে একটা প্রধান গলি হইয়াছে, কিন্তু

এ গলির সাহিত কালনার গলির রাস্তার

যোগ নাই। খনন কৌণ হইতে ইলছো

বার মধ্য দিয়া কালনা পথ একটা

রাস্তা হইলে এই দুই গলির যোগ হইয়া

বাঁকিয়া কার্যকর বিলকণ উন্নতি

ও তৎসঙ্গে লোকের স্মরণ সুবিধা

হইতে পারে। আমরা শুনিয়া হুগলী

হইলাম এই খনন কৌণ হইতে ইলছো

বার মধ্য দিয়া (পাশ্চাত্য হইলে সরল

হইবে না) কালনা পথ একটা রাস্তা

হইয়া লোকের গমনাগমনের সুবিধা

হয় এবং সেই সুযোগে দুর্ভিক্ষপীড়িত

প্রজাতি স্মরণীয় লোকেরা কর্মকাণ্ড

পাইয়া উহারায় উপায় করিতে পারে

এই প্রার্থনা জানাইয়া ইলছোবা মোড়

লাই গোলাপড় তাঁরা দাগপুর দেপাড়া

প্রকৃতি কর্তৃক আমের তত্ত্বলোকেরা

হুগলীর মাজিটেট মাঠের ও তথাকার

একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার মাঠের

মিকট এক এক ব্রখাস্ত প্রাণ হুট মাল

অভ্যন্তরীণ প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু

উহার কেহই এ পর্যন্ত তাহাতে মনো

যোগ করেন নাই। সমস্ত রহিত্য বার,

এ প্রদেশে ভরস্বরূপে

স্থল বাস্থান করিতেছে, অতএব

আমরা বিশেষরূপে অনুরোধ করি

হুগলীর মাজিটেট ও একজিকিউটিব

নিয়ার মাঠের ম্যানেজার খনন

কৌণ হইতে ইলছোবার মধ্য দিয়া

কালনা পথ একটা রাস্তা নির্মাণের

কার্য আতি দ্রুত্রে আওত করুন এবং

এ প্রদেশস্থ দুর্ভিক্ষজন্য নিরুপার

স্মরণীয় লোকবিশেষ অত্যন্ত এক

সম্মত নিমিত্ত ও উহারায় উপায়

করিয়া দিয়া উচ্চনিমিত্ত কালের কাল

দর্শন হইতে রাখা করুন।

আমুক রক্তকর্ম।

X কর্তৃক বৎসর অধিক দেশে রক্ত

ভূমির বড় জিহ্বা দেখা বাইতেছে।

মান্য বিবে মান্য সম্মান উৎসাহের

মতিত অভিনয় কাব্য আরম্ভ করিয়া

ছেন। বেঙ্গাল প্রদেশের নাটক লেখা

যেন দেশীয় প্রেক্ষাগৃহের এবং

নাটক অভিনয় করা ও অভিনয় দর্শন

করাই যেন সুবর্নবিশ্বের প্রধান কার্য

হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যুবকগণ

যখন যে দিকে গমন করেন তখন বিগবি

দিক জ্ঞানশূন্য হইয়াই সে দিকে দ্বিধিত

হন। দেখিতে দেখিতে এক কলিকাতা

তেই তিনটা প্রকাশ্য রক্তভূমি নির্মিত

হইয়াছে। তিন সম্মানীয় অন্য কর্ম পরি

ত্যাগ করিয়া কেবল এই কার্যে বাস্ত

হইয়াছেন। এমন কি এক সম্মানীয় রক্ত

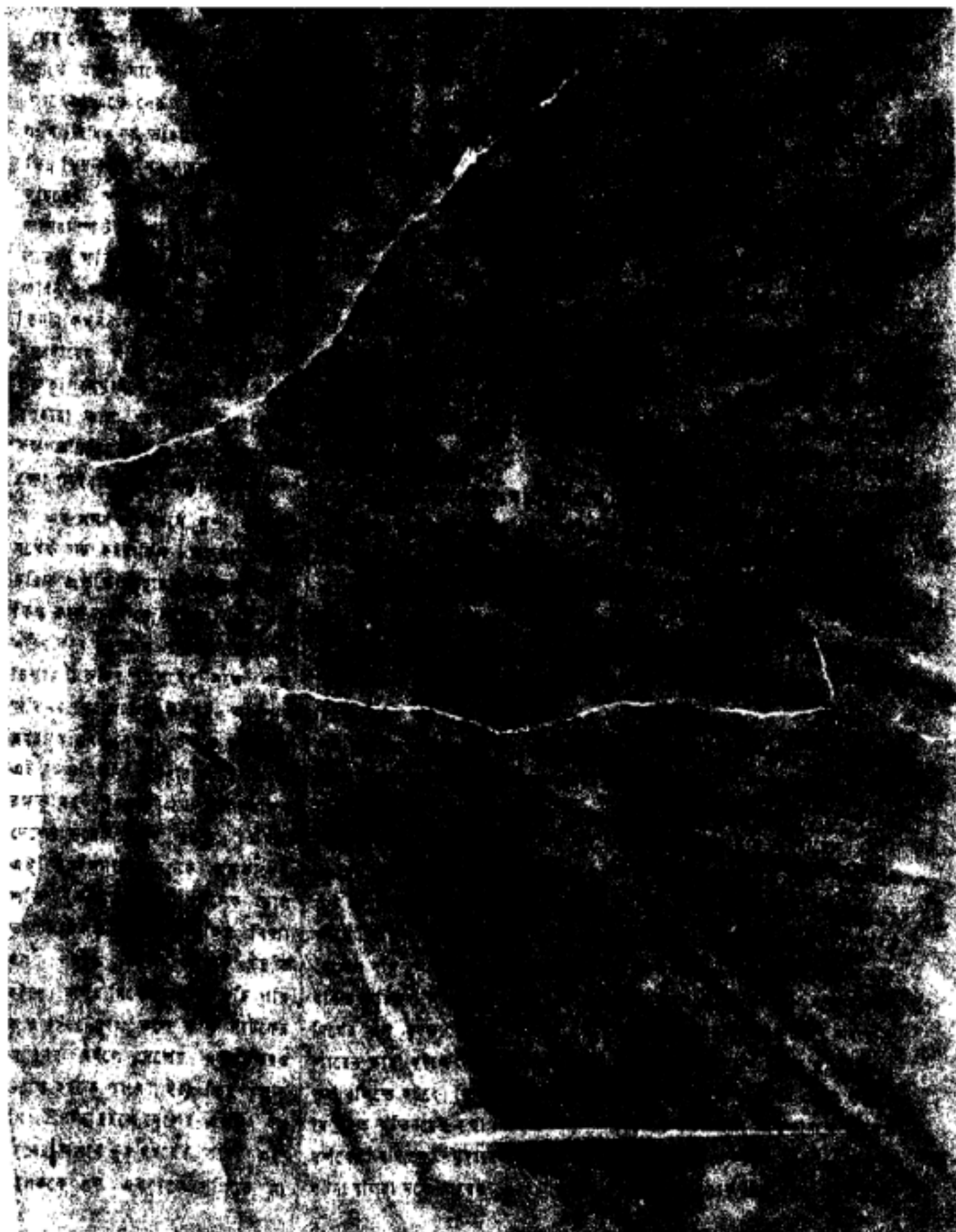
ভূমিতে দুইটা অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়া

সকলগণকে বাস্তবিক দেখাইয়াছেন।

তিন সম্মানীয় রক্তভূমিকে বাস্তবিক

দ্বা করিয়াছেন। তাহা মন্দ নহে, কি

তাঁহারা লাভবান হইতে পারিবেন।



নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের কাজকর্মের নিশ্চয়
উন্নতি হইবে।

কালীঘাটের নিকটে একটি উচ্চ
শেখার ইংরাজীক লস্কপের
অবশ্যকতা।

কলিকাতার উপনগর হিউজেন
পার লকনের মধ্যে ভবানীপুর কালীঘাট
আলিপুর এবং খিদিরপুর প্রভৃতি স্থান
গুলি বহুজনসম্পন্ন ও অশেফাকৃত
সহাবাসিনী। হাইকোর্ট এবং আলিপুরের
কাজারিগুলি নিকটে থাকতে এই
সকল স্থানে নানা প্রকারের লোকের
সমাগম হইয়া থাকে এবং দেখিতে
দেখিতে লোক সংখ্যাও যথেষ্ট বর্ধিত
হইয়াছে। এমনকি ১০:১৫ বঙ্গবন্ধুর মধ্যে
হুই তিন গুণ বর্ধিত হইয়াছে বলিলে
অস্বীকার হয় না। এখানে প্রায়শ্চন্দ্র লোক
সংখ্যা তদুপযুক্ত বালকদিগের শিক্ষণ-
যোগ্য নাই। বাহ্যিক সন্তানদিগকে
উচ্চ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন
তাঁহাদিগকে কলিকাতার কোয়ার্টার স্কুল
হিন্দু স্কুল প্রভৃতিতে তাঁহাদিগকে
প্রেরণ করিতে হয়। তাহাতে অত্যন্ত
ব্যয় বাধ্য। প্রতি দিন ভবানীপুর
কালীঘাট কিংবা খিদিরপুর হইতে যাত্রা
হ্রাস করিতে বালকদিগের নিত্যম অসু-
বিধা হয়। প্রায়শ্চন্দ্র রোডে ও বর্ধার জলে
গাড়ি, অন্য লালারিত হইয়া পথে
পথে ভ্রমণ করিতে হয়; চরিত কোন
চোন দিন গাড়ি জুটাই উঠে না। বহু
দিন এই সকল স্থানের অধিবাসীরা এই
অসুবিধা সহ্য করিয়া আসিতেছেন।
আন্তর্গত বিদ্যা এই আশি পর্যন্ত কি
গবর্ণমেন্ট কি স্থানীয় লোক কেহই এই
কষ্ট নিবারণ করার চেষ্টা করা আব-
শ্যক মনে করেন নাই। ভবানীপুরে
মিশনারি মহাশয়দিগের একটি স্কুল
আছে, বটে কিন্তু তাহার উপর যেকোন

সেতপ জাতি নাই এবং তাহাতে
লোকের ইচ্ছানুসৃত উত্তম শিক্ষার উপায়
নাই। ইহা ভিন্ন ইতস্ততঃ আরও কয়েক
কটি স্কুল স্কুল স্থাপন আবেগবশত লেই
সকল স্থানে বাধ্য। করিয়া থাকেন।
বিদ্য সে সকল স্থানের অবস্থাও ভাল
নয়। এই স্কুল স্কুল স্কুল স্থাপন বিবেক
থাকতে সেই গবর্ণমেন্টের অর্থায়
হইতেছে সেই স্থানীয় লোকদিগকে ব্যয়
শীকার করিতে হইতেছে অর্থাৎ কোন
কিছ বিবেচনা কার্য করিতেছেন। আমরা
শুনিয়া আসিতে হইলাম, যে ২৪ পর-
গণার স্কুল কমিটি এই রূপ কয়েকটি
স্কুল স্থাপন করিয়া একটি উচ্চশ্রেণীর
স্কুল স্থাপন করার চেষ্টা করিতেছেন।
সম্প্রতি উপনগরীয় মিউনিসিপালিটি
শিক্ষার যে কয়েক সংগ্রহ টাকা ব্যয় করি-
বার প্রস্তাব করিয়াছেন, শুনিতে পাওয়া
যায় তাহা হইতে কয়েক শত টাকা
এই স্কুল স্থাপন প্রদর্শন করার সংকল্প
আছে। অবশিষ্ট যদি কিছু ব্যয় আর-
শ্যক হয় স্থানীয় কমিটির সংগৃহীত টাকা
দ্বারা সে ব্যয় নিরূপিত হইবে। এই প্রস্তাব
বর্তী মন্দ নহে, কিন্তু ইহাতেও অধিবাসী
দিগের সম্পূর্ণ সন্তোষ ও বিশ্বাস অর্জিবে
কি না সম্ভব। আমাদের বিবেচনায়
গবর্ণমেন্টের এই ভার নিজের হস্তে
গ্রহণ করা কর্তব্য। গবর্ণমেন্ট হস্তে
লইলে তাহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি সম্বন্ধে
আর লোকের আশঙ্কা থাকেনা, সুতরাং
লোকে সহজে সন্তানদিগকে প্রেরণ
করিতে সম্মত হয়। আমাদের বোধ
হই উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলে এবং
পাঠনার উত্তম শীত ও নিয়ম প্রবর্তিত
করিলে অল্প দিনে ছাত্রসংখ্যা এক হুই
হইতে পারে যে নিউজর আয়ে নিজের
ব্যয় চলিয়া যাওয়া দূরে, থাকুক
স্কুলী লাভবান হইতে পারে। একটি

গবর্ণমেন্টের জেলা স্কুল হইলে প্রায়
৪০০ শত বালক ছুটিতে পারে। গড়ে
ছুই টাকার করিয়া বেতন গইলেও ৮০০
শত টাকা উঠিবে; ইহার মধ্যে ৬ শত
টাকাতো উত্তমরূপ স্কুল চলিতে
পারে, অতি উপযুক্ত লোক মিলিতে
পারে এবং পাঠনাকার্যও সুস্বয়ং
চলিতে পারে। প্রথম শিক্ষকের বেতন
২০০ শত টাকা করিলে একজন উত্তম
লোক পাওয়া যায়।

এই স্কুল সম্বন্ধে আরও দুই একটি
কথা বিবেচ্য আছে। দ্বিতীয় এই, কোন
স্থানে স্কুলটি স্থাপিত করা উচিত?
ভবানীপুরে স্থাপিত করিলে মিশনারি
দিগের কিছু ক্ষতি হইতে পারে এবং
টালিগঞ্জ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানের বালক
দিগের পক্ষে অসুবিধা ঘটে। আমাদের
বোধ হয় কালীঘাটের দক্ষিণভাগে প্রতি-
ষ্ঠিত করিলে সকল দিকের বালকদিগের
সুবিধা হইতে পারে। একদিকে রায়পুর
দ্বিতীয় টালিগঞ্জ অপর দিকে ভবানী-
পুর; এক দিকে খিদিরপুর ও আলি-
পুর এবং অপর দিকে ডাকুরিয়া ও বালি-
গঞ্জ এই সকল স্থানের বালকদিগকে
পাওয়া যাইবে। আমরা এই
প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য গবর্ণ-
মেন্টকে অনুরোধ করি। এই কার্যটি
করিলে কে সকল স্থানের বালকদিগের
শিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে। গবর্ণ-
মেন্ট নিজে প্রচেষ্টা সচল রাখা নিত্যম
অবশ্যক মনে করেন, প্রথম প্রস্তাব
জুগারে মিশনারিদিগের টাকা লইয়া
এবং স্কুল স্থাপন করিয়া একটি
অশেফাকৃত স্কুল স্থাপন করা
তাহা আমাদের পাওয়া যায় ভবানী-
পুরে স্থাপিত স্থানীয়দের এই প্রস্তাব
এই প্রস্তাবকে প্রচেষ্টা করিতেছেন।
প্রস্তাবটি করিতে পারেন। প্রস্তাবটি



শ্রীমতী সখী কান্তি অংশই বেধা যাইতে
মেশচক্র বিশেষ কনিষ্ঠ ক্রিয়
অত্যধ পরিচর্য্য ও আশ্রয়। বাবু
জিন্দাবাদ বুদ্ধ ও বক্তব্য বিষয়ে সুবি
খ্যাত। বাবু কানীসোমন দাস বুদ্ধি
ও বক্তব্যে অসুপযুক্ত নয় বটে, কিন্তু
বিচারপতির নিত্য প্রকাজনীয় হীতো
বিষয়ে তাঁহার কিছু জ্ঞান আছে। আমা
দের বিবেচনার অনুরোধ বাবু মশে
বাবু ও মেশ বাবু এই তিন জনের
যোগে। অধিক এবং উভয়ের মধ্যে
আবার অনুরোধ বাবুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি
হওয়া উচিত। আমাদের বিবাহ তিনি
এক পক্ষে অন্তত চইলে ইহার পৌরস
রক্ষা করিতে পারিবেন।

বোধ হইল যে পানস ও মুলসমানদিগের
এই মত।

আমরা মনে করিতাম, বঙ্গদেশেই
বুজ পুলিষের চরমস্থা; তাহা
না, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও
সেইরূপ। নতুনত হুদায়াই মধ্যে
পারসি ও মুলসমানদিগের মধ্যে তাহার
বিবাদ চইয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার
লগ্নি প্রমাণ। আমরা লক্ষ্যে এক
বিবাদীর কারণ উল্লেখ করিতেছি,
একজন পারসী ওপরীটি ভাষায় এক
খান গ্রন্থ প্রচার করেন, সেই গ্রন্থের
মধ্যে এক স্থানে মহম্মদের লাপাটায়
উল্লেখ ছিল। সুনিতে পাণ্ডুরা যার
এই স্থানেই গ্রন্থ উত্তীর্ণ হইয়া
গিানের কথার অনুসরণ মাত্র এবং গ্রন্থ
খানিক অলপ ভাবে লিপ্যন্তর মাত্র;
তথাপি বঙ্গীয় মুলসমানেরা যৎসামান্য
মারিত ক্রোধিত হইয়া পারসিদিগের
প্রতি অত্যাচার করিতে। এই পুস্তক
খান আনু এক বৎসর হইয়া গিয়াছে
কিন্তু, এক দিনের পর এই বঙ্গদেশ
ফেন উপস্থিত হইল বুকেতে পারসি

বুকেতেই না। বোধ হয় ইহাই এক
মাত্র কারণ নয় অন্য কোন কারণ
থাকিতে পারে। সুনিতে পাণ্ডুরা যার
এক দিনের মধ্যে মুলসমান এক পুস্তক
আমাদের সম্মুখিত করিবার জন্য মুল
মান সম্মুখিত জানে গমক করে। সেই
মত নাকি পাণ্ডুরা পানসদিগে উপ
স্থান করিয়াছিল যে কারণেই বঙ্গ
মুলসমানেরা পারসিদিগের প্রতি অত্যা
চার প্রকট হইল এবং স্থানে স্থানে
প্রত্যা করিতে আরম্ভ করে। পারসিদি
গে তাহারা প্রতিশ্রুতি বুকেতে পারিরা
যা সময়ে পুলিশ কমিশনার সাউটার
মহোদয়ের নিকট তাহাদের আশ্রয় স্থান
পানস আবেদন করে। সাউটার স্যার
গুরুকারের অনুমতি ক্রমে সেই পুস্তক
খানি বঙ্গ করিয়া ফেলেন এতদ্বারা অন্য
কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।
কিন্তু তাহা বিচারিলেন তাহাদের জোয়ার
হীনীকৃত কারণ বরণ গ্রন্থখানি নষ্ট করিলে
তাঁহারা লাভ হইবে, কিন্তু তাহা হইল
না। পুলিশ কমিশনারের এই কার্যে
ঘিণ্ডণ্ডের উৎসাহিত হইয়া মুলসমা
নেরা একদা দিনের বেলা পুলিশের
মধ্যে পারসিদিগের বাট লুণ্ঠ করিতে
আরম্ভ করিল। যে বিবদ তাহারা যে
সকল অত্যাচার করিয়াছিল তাহা
সুনিতে শ্রী কটকিত হই, অধির
গতী কোথায় আশ্রয়িত হই।
কেননা মাত্র বঙ্গদেশেই হুদেয় হু
লুণ্ঠন করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইল না,
পারসিদিগের সম্মুখিত প্রবেশ করিয়া
তাহাদের বঙ্গদেশে বাক্ত অষ্ট
সকল নির্জন করিয়া ফেলিয়াছে।
একজন বীতশ্রম আচার্য্য দ্বারা সেই
সকল পবিত্র স্থান অপবিত্র করিতে
পারিতামহ আপনাদের বঙ্গ মুলসমান
জনহিতায়মান না হইয়া কি করিতে

পারে, তাহাতে পূর্ব হইতেই কমিশ
নারকে জানাইয়াছিল এবং প্রতীতি সাং
রক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া
ছিল। গবর্ণমেন্ট যখন বাক্তিরাও না
থাকার সময়ে চইলেন তখন আশ্রয়
ভাব আপনাদের হস্তে গ্রহণ করি।
এ উপায়ায়র মধ্যে ৭ কমিশনার সাউ
টার মহোদয় প্রত্যা পারসিদিগের প্রতি
বিশ্রু হইয়াছেন; আমা ত তাহা
দের বক্ত অপরায় দেখিতেছি না।
তাঁহারা যদি যথা সময়ে উপস্থিত হইত
প্রতিটি দিভেন তাহা চইলে ৮। ১০
জনের পক্ষ, লম্বা লোক আরও
অসংখ্য হুদয় ক্রিয় হইত না।
পারসিদিগের দিবালাকে প্রকাশ্য রাজপা
শত শত বাক্তিরা সম্মুখে এই সক
অন্যায় আচার্য্য চইয়া গেল, তাহা
নাগারেই মরণ ইত্যাদি বিদ্য নিদ্রা যাই
চাইলেন। জন কত মর্দ্য মুসলমান
যদি অগাধে এত অত্যাচার করিতে
পারে তাহা হইলে ত আরও কিছু
অধিক সংখ্যক বাক্তি একত্র হইবে।
গবর্ণমেন্ট শুদ্ধ পশ্চাৎ করিতে পারে
একপাশে বিবাহ বিব্রমবল জুড়া
ইলে পুলিশ বীত প্রকাশ্য করিয়া ২০০
বাক্তিকে ধৃত করিয়াছেন, তাহাদের
বিচার চইবে। বিচারে কি হয় দেখা
যাইবে।

বঙ্গদেশে পুস্তক লিপ্যন্তর।

আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক ও
পত্রিকা কলকাতা পানসদিগে, মনসাতাবে
এতাবদ সমালোচনা করিতে পারি নাই।

১. জনসমী: প্রভৃতির নামোল্লেখ
নাই। বাক্তিরাও বঙ্গ হুদেয়: মুল
টকা: এখানি পানসদিগে, উত্তীর্ণ হইয়া
সুনিতে মধুর। বঙ্গ বিবর্ত পানস
কম্যা: বিবর্তাদিগে ত মশেয় বক্ত
পানসদিগে হইয়া য: নাকি বিবর্তাদিগে

[illegible]

অতঃপর দু'জনকেই বন্দী রাখা হইল।
 তিন লক্ষের বৃত্তি হওয়াতে অনেক কল
 কার বহুসংখ্যে

[illegible]

কমবেশের দুইটি বিহারগামী সাহায্য
করি নিম্নে সাধারণের মত আশির্বাদ জন
গণক সেমিটারে রেখেন এক সাধারণ সুখ
হইবার কথা ছিল।

ভাগলপুর বিভাগে দুইজন নিহত এবং
০৯৩৪ টাকার ক্ষতি হওয়াতে বড়ো হৈ।
ইহাঙ্গ যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে ১০ জন নিহত
হওয়ায় নিহত হইবে, এ তিন মাসিক ২ দুই
সাত টাকা হইবে।

ভারতবর্ষ আঁকি কালি ক্রয় লিপ্স
সেই প্রকৃতি প্রকৃতির দুই পাত্রায়ে,
সম্প্রতি আর একটা হুতম বিধ প্রকাশ
সম্রাট হইয়াছে। দিল্লী সেক্রেটারী একজন
সংসদীয়া লিখিয়াছেন, মোরোহে একটা
বালিকা প্রায়শ্চক হইয়া গিয়াছে। কিছু
আমরা দুঃখিত কইলাম বাহানের উপর
বালিকা হিগের যোগে ওপ নিচর করিয়া গু
ফার দাবের আর ছিল ক্রোহা। সকল
অনিবারিত, হুতরাং উদার। বালিকার
বের বিবরণে কাল বিচার করিতে পারেন
নাই, যে সকল বালিকা হুতধারিণী। মিক
নিক শিরিহুদ ও কোশল। হুত। উদার
তিজ্ঞাকর্ষণ করিতে পারি। হুত। হুত। সেই
সকল বালিকা কেই পুরস্কার দেওয়া হই
য়াছে।

রসপুর ডিষ্ট্রিক্ট হিষ্টরিক্যাল সোসাইটির
কার্য বিবরণ-প্রকাশিত হইবার পর যখন
আমরা গেল প্রায় লক্ষ যুগের সিংহাসন
এবং প্রায় মনপুর সিংহাসন হইতে
উদ্ধৃত হইতে হইবার চেষ্টা করি

[illegible]

১৪ ই অ'লগুন শুক্রবার ।
 লন্ডনের বেলেন " ডোরের ২য়ময় ব'হ
 কইতেছে, টোর ব'হবার উপায় ও ভেদনি
 মিম মিম বাড়িতেছে । অ'ম'হোর বেশ
 পুরে মলভ'লা; বাটীচালা, টামলভা ত'ফ'ক
 হে'ক'k'
 র'জ'তি মার একটা কুতন কইডাছে । অ'স'গ
 ক'ল'k'
 মালা কইতে নেট ও নগদ ১৫০০ টকা
 চুরি বাটী-বাটীরের ডের মা'গ' । ১১
 ল'k'
 মহা'ল'k'
 মাসকে মাসকে মের । হ'ক'ক'ক'ক'ক'ক'k'
 জন সা'ম'স'ক'ক'ক'ক'k'
 করিয়া ম'স'স'ক'ক'k'
 তিনি মহাজনের বাস'র গিরা, বা'স'র সমক
 লোক'ক'ক'ক'k'
 লেন । ঠ'ক'ক'k'
 কইলেন । তিনি মহাজনকে বলিলেন টোর
 খুত ব'লে ড'ক'ক'k'
 গারে ক'ক'k'
 নজক গ'ক'k'
 অ'ম'ন গ'ক'k'
 হইল । ম'ক'k'
 ও ট'ক'k'
 ই'ক'k'
 বা । এ উপায় ম'ক'k'

[illegible]

হিন্দুস্তানী কুতামিগের একটি হাস্যকর
কথিত হইয়াছে। বাগবাক প্রকৃষ্টাভিগের
শেষ যোষণা এই যে, গুহায় যে সেতু ১০০
ফেটে উচ্চিতে ১০০ জন হিন্দুস্তানী ক
নরপলি দিতে হইবে। গুহা গমের জেনর
লকে যথেষ্ট জামাইয়াছেন যে ১০০ বালি না
দিলে সেতুটা পুরী হইবে না। একজন
জমিদার ও লীচ কাল কনট্রোল গট মিষ্ট
প্রতি রাতে রাজধানী ও উগমগত লোক
করিতেছে। হিন্দুস্তানীরা ভ্রাম্যমাণ
জাতিতে হারীর মাগরা আর এক কর্তৃক
ছেন।। কত কালে সে এই সকল কুসংস্কার
মাটির তাগা বলা হয় না।

ଶତ୍ରୁତ୍ୱାପତ୍ତି ଓ ଡାକ୍ତର କଲୋକାଳ ସମ୍ପର୍କ
 ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର : କିନ୍ତୁ ଏହି
 ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନର ସମ୍ପର୍କରେ ହାଜିରା ଶାସ୍ତ୍ରୀ
 ଲାଭ କରିବା ପରେ ଲାଭ : ଉଚ୍ଚତା ବ୍ୟାପକ
 ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
 କିନ୍ତୁ, ଏହା ଶତ୍ରୁତ୍ୱା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା
 ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ଡାକ୍ତର
 ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ।

কটকের দুই এলাকা জেলের আর একটি কলেটর সব অফিসের বোম্ব ১৬৪৭ কলের ৩ আইসিও-৩ খারাপ করে কলেটরের ক্ষমতা পাইলেন।

সি. জি. মেক্সিকো-মারিটাইমবিভাগের একটি অফিসের কমিশনার হইলেন।

২৪ ই ফেব্রুয়ারি জেমস হাটেল কুচবিহার বিভাগের সার্কিট ও রেবেলিওর কমিশনার হইলেন।

সাহাবায়েদ সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেটর বি. আর মারিটাইম উত্তর ত্রিভুজ বন্দী হইলেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি বরিশালের বিশেষ সব রেজিষ্টার সব ডেপুটি কলেটরের ক্ষমতা পাইলেন।

জলপাইগুড়ির প্রতিমিদি পুলিশ সুপারি ক্টেডেট ডবলিউ বি মার্জগয়েল অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারের ক্ষমতা পাইলেন।

প্রথম জেনার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেটর জে. টুইডি দিনাজপুরে রহিলেন।

তৃতীয় জেনার সব আর্গিষ্টার সার্জন শ্যামা চরণ মজুমদার সাধারণ উপবিভাগের ভার গ্রহিলেন।

রিবল টমসন
সহদেশীয় গবর্নমেন্টের
সেক্রেটারি

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ইত্যাদি একই বিভাগের জটিলকীর্ণ স্থানে রিলিক কার্যে নিযুক্ত আছেন। জেজারী সও বিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধের বিচারে বিশেষ মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং প্রথম জেনার মাজিষ্ট্রেট ও ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

কাল্পনিক আর এচ. এক. রেলিক, বি. এস সি।

মেজর সি. এ. ডিকাষ্ট্রো, বি. এস সি।

কাল্পনিক রেলিক যিনি কাল্পাঘাটে রহিলেন, ত্রিভুজ এবং মুন্সীর বিভাগে এই সকল ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন, মেজর ডিকাষ্ট্রো ত্রিভুজ এবং গঙ্গার উত্তর বঙ্গার সার্কিট ৪০ মাইল পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি মানসুখের অতিরিক্ত

সহকারী কমিশনার আর ডি মেজর প্রথম জেনার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি বাবু গোবিন্দচন্দ্র পট্ট কুচবিহার জেলা ট্রিবিয়ালের অন্তর্গত মন্দিরের মুখোফ হইলেন।

জলপাইগুড়ির প্রতিমিদি ডি. টি. টুলি সুপারি ক্টেডেট ডবলিউ বি মার্জগয়েল তৃতীয় জেনার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেটর জে. টুইডি যিনি দিনাজপুরে রহিলেন, প্রথম জেনার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ত্রিভুজের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেটর জি. জে. বি. টি ডবলিউ সাহেব প্রথম জেনার মাজিষ্ট্রেট এবং জেজারী সও বিধির ২২২ ধারায় উল্লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রিবল টমসন
সহদেশীয় গবর্নমেন্টের
সেক্রেটারি।

আমাদের বাইটমার্স মহাবলদাতা
নিখিরাছেনঃ—

১। সর্বজ্ঞেই জড়িতের কল্পমূর্তি বৃষ্ট হইতেছে। ইহারে অশীম করুণা ব্যতীত ইহার ভরসার কবল হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। এবার দীন ছাখী ও অনাথ দুইয়ের কি দশা হইবে, ভাবলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল লোক ইহার মধ্যেই উদ্বাসের সংস্থানার্থ ব্যাকুল হইবে পড়িয়াছে। বিশ্বত স্তরে অবগত হইলাম, দিনাজপুর জেলার হুন্দর-পুর নামক স্থানের জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি উপাভাস্তরভাবে খীর দুবতী গ্রীকে অপরের নিকট নর টাকা দুগুণ বিক্রয় করিয়াছে হতভাগ্য পেটের আলার এই গর্হিত কার্যের অসুভাবনাও কুণ্ঠিত হয় নাই। কি শোচনীয় ব্যাপার!

এই হুন্দরপুর প্রকৃতি স্থানে খ্রীষ্টক বাবু শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের জমী বারী আছে। শ্যামাশঙ্কর বাবু উপস্থিত ছিলেন হইতে প্রজাতিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেকগুলি সংকল্পের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অনেকের খাজনা সাপ করা হই-

রাছে। রিলিকের কার্যের জনও পুত্রবিনী ইত্যাদি হইতেছে। এসময়ে জমীদারগণের এইকণ সমুদ্রতীরের বয়স শুনিলে হৃদয় অনেক আশ্রয় হয়।

২। শিবালয়ের নিকট রেলওয়ে কোম্পানির প্রস্তাবিত ডাক প্রকৃত হইরাছে। আপা শুভ্য একখানি জীমার ও একখানি ক্রাউ মেসামত হইতেছে। রেলওয়ে কোম্পানির অনেকগুলি কর্মচারী এখানে একে গুণজার করিয়া তুলিয়াছে। শুনিতে পাই ইহাদের হোরাখো নাকি নিশটবস্ত্রী গ্রাম উল্লীড়িত হইয়া থাকে। এবিধের কোম্পানির মনো-বোম বিধান করা কঠব্য।

৩। কয়েক দিন হইল ঢাকার সব ইন-স্পেক্টিং পোষ্টে মার্টার খ্রীষ্টক বাবু সূর্য্যকান্ত হিত মহাশয় এখানে আসিয়াছেন। তেওঁরা পোষ্টে আফিসের কথ্য প্রণালী ও উহা গত হই মাগেব আর মেথিরা বিশেষ সচেতন লাভ করিয়া গির-ছেন। সূর্য্যকান্ত বাবু নিরবিশেষ সাধু ও কৃত-ও মিষ্টভাষী সকলেই তাঁহার সন্তো-আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইরাছেন।

পোষ্টে আফিসের কয়েক মাসের সূর্য্য কান্ত বাবুর ন্যায় আমাও অভ্যস্ত সন্তুষ্ট হইরাছি। গত বারে সোমবারে ডি. জে. মাসের যে আয়ের সমষ্টি লিখা হইয়াছিল, তাহাতে কিছু তুল ছিল। উক্ত মাসের বাস্তবিক আর ২৭২ ৬০০ এবং কাল্পনা ৩ মাসের ২৪৯ ১০ হইয়াছে। মাসিক বাকের সমষ্টি ৩০০ টাকা মাত্র। একপ আর পোষ্টে আফিসের বিলক্ষণ পরিপোষক মনেল নাই। আসসা-ভরসা বরি, আগামী মার্চ মাসের পবেই তেওঁরা পোষ্টে আফিসে স্তারী বজিয়া পরিগণিত হইবে।

৪। কয়েক দিন হইল, মণিষগঞ্জের ডেপুটি ইনস্পেক্টর মহাশয় আরো কয়েক পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তা মেথিরা এবার সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

৫। এখানে একটি বাঘ নিহত হইয়াছে। শিকারী গ্রামের অনেক টাংকার করিল।

ସବୁ ସାମାଜିକ ଶକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠି ସା-
କ୍ଷିତେ କି ଡାକ୍ତର କାନ୍ତକୃଷ୍ଣ ସିଂହ ଶୁଣି ଶୁଣି
ସାକ୍ଷି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ବୃନ୍ଦ ଶାନ୍ତିରେ ।

ପ୍ରେମିତ ୨୩

শ্রীযু ক্ত মোহনচন্দ্র কল্যাণদেব

महाभारतसंस्कृतम् ।

গত ১০ ই ফাল্গুন শনিবার আমি
বহুজাতিক বঙ্গাটোকারে প্রিয়তম বাবু
মনোমোহন বসু রক্ত লতীনাটকের অভিনয়
দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় শুধু
প্রবেশ করিয়া বেঁধেলায় স্থান অতি সংকীর্ণ
কেদেড়াগুলি এ প্রকারে সাজান হইয়াছে
যে তাহাতে বসিয়া পা উপরে তুলিয়া না
রাখিলে কোনরূপে চলে না। কেদেড়া সকল
এ প্রকারে সাজানিতে দশকমবেল অত্যন্ত
কষ্ট হইয়াছিল। আমার মতে যেরূপ স্থান,
অল্প পারমাণে টিকিট করিলে অর্গামী
বারে আর একবার কষ্ট না হইবার লক্ষ্যবশত।

রসকুন্মি সাংগাম উক্তম হইয়াছে।
অভিনেয়গণ অথ ক'রা সম্পাদনে সম্যক
রূপ যত্ন ক'রা দর্শকগণের চিত্তে অনিশ্চ
বিতরণে তত্পার হইলেও বিশেষ রূপ রক্ত
কাল্য হইতে পারেন নাই। কারণ নটিক
শ্রামি লেখার স্থানে স্থানে বিশেষ দোষ
সাক্ষ্যে কোন কোন অভিনেতার যত্ন
বিফল হইয়াছে। এমন কি এক এক স্থানে
ছড়ি কাটানর ন্যায় কএকটি জোড়গণের
মিত্রস্থ বিরাজকর হইয়া উঠিয়াছিল।

অভিনেতৃগণের মধ্যে যক্ষ নারদ, দৈব,
বৈষ্ণব ও শাক্তরাগ এবং প্রজ্ঞাত ও সত্যীন
অভিনয় নিভান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু নার-
দের মধ্যে সংস্কৃত কথোপলি ও উচ্চারণের
বিশেষ ঘোষ লক্ষিত হইরাছিল। আসা
করি বারমধ্যে উক্ত সংশোধন করিতে যত্ন
বান চহলেন। শাক্তরাগের সঙ্গে যদিও নটি
দের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তিনি অভিনয়
কাষে বিলক্ষণ দিপুণ্ডা প্রদর্শন করিয়া
ছেন। বন্দীর গান অতি উত্তম হইরাছিল,
এমন কি যে সময়ে শক্তিগণের কলরবে
সারি ছক্কাটার সময় তঁহি সেন তৈর কই-
রাছে এ প্রকার বোধ হইরাছিল। সময়ে

বিশ্ববাসী, কয়েক ডাঙর গল্পের অঙ্ক। দুটি
কবিতা ছিল। শ্রীমুক্ত বাণী চন্দ্রনাথ দাস এক
জন সুবিজ্ঞ বাঙালির ছাত্র। সে কবে
সংগঠনে যত করেই সাধ এটি নিত্য
আশঙ্ক্যের বিষয়। অনেক নীতি, বোধ তা
বাস্তবের তিন এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি
রাখিলেন।

१७ वै क'सू तुम
१७००

संस्कृत-संस्कृतम् ।

Y “এটো মাসমান নিঃসৃত।”

বিগত ১০ ই জানুয়ারি শনিবার "গ্রেট
 মাসলমান লিগেটের" বক্তব্য বার্তার বিখ্যাত
 "মুখলিসী" অভিনয়, ছবি, গিটার, জে.
 জামজা উপস্থাপিত আনন্দা বহা মতা
 মেসার্স ডাক্তার বেসুপ্রণ বর্মা কর্তৃক
 জড়ী করিয়া গা।

অভিনয়ের বিষয়ে নিজ মন্তব্য প্রকাশ
করিবার পূর্বে একটী বিষয় মনে রাখা করা
অবশ্যক। তথ্য এই, যে পুস্তক সংগ্রহ
করিয়া যুগলিনী নাটক প্রস্তুত করিতে
তাঁহাতে সেই পুস্তকের কৃতদ্রুত লেখক
তথ্যকর হইয়াছেন এবং তাঁহাতে পাঁচ
বোলা উচিত। পূর্বাংশের সে রূপ বৈশিষ্ট্য,
তাঁহাতে বলিতে পারি যে এষ্টে মাসমালা
গিটের কোম্পানির অধ্যক্ষগণ এই বিষয়ে
চতুর্ভাবী হইয়াছেন। বলিব বাক্য যে তাঁর
দ্বিতী বাধ্যবাধিতা বন্ধ করিবার জন্য
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, অভিনয়ের সে
চরিত্রটির রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস
পূরিত হইয়াছে। এই নাটকের প্রধান
অভিনেতা হেমচন্দ্র, পশুপতি মায়
পাঠারী এবং বকসিয়ার শিল্পী। স্ট্রীট-
দের মধ্যে যুগলিনী, মনোরমা এবং গাও
জায়া এই তিনটী প্রধান। সামান্য সামান্য
অভিনেতা ব্রিগেডের অভিনয় সংক্ষেপে বলি-
বোম পাঠারী প্রভৃতি। এখানে দেখা
সাইট দ্রষ্টব্য নটিকা দর্শকদের চিত্ত
আকর্ষণ করিবার পরিচালিত। কি
না? নটিকা দেখেই সকলের হৃদয়ে আনন্দ
হিগের উদ্ভব করিয়াছে। নটিকা
দর্শকের হৃদয় পরিপূর্ণ নহে।

কৈশোর যুগে ম'বহালিনীর নিকট যখন আসে
 তখন শব্দ কানে ক্রমশ ক'রতাইছিলে সেই
 ল'লিনী'র আ'কাশ ক'রন ল'লিত হ'ল।
 ম'বহা যখন অভিনেতা হ'লেন তখন
 এবং যখন ম'বহা (কেন জানি) ল'লিত
 দিতে হ'ত। ব'লি হ'ল এই জ'ন্য
 যিউ ল'লিত ন'হ।

[illegible][illegible]

সামগ্রিক

১৬ সংখ্যা ।

“ প্রথমোক্ত মহাপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক চরিত্র নীচ আনুলিখিত হইল। ”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা ।
অগ্রিম বাৎসরিক ৫০ টাকা ।

সন ১৯৮০ । ১৬ এ মার্চ ১৯৮১ । ১৬ ই মার্চ

মকসদে বাৎসরিক অগ্রিম
বার্ষিক ১০ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা ।

বিজ্ঞপন

“ অর্থী আর্থিক শিল্প চাকুরি ” (সংগ্রহ)
সংস্কৃত বস্তুর পুস্তকালয়ে, আর্থিক শিল্প
সমাজে এবং কলিকাতা পঞ্চায়েত শিল্প
বিদ্যালয়ে প্রাপ্য ; মূল্য ১০ টাকা মাত্র
৬০ আনা মাত্র ।

পাঠাইতে তাঁহাদের আর্থিক শিল্প
হইবে এবং মধ্য সময়ে পুস্তক প্রেরিত
হইবে ।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান লেন
কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান লেন
কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান লেন

এছাড়াও আর্থিক শিল্প ১০ টাকা । উক্ত
পদার্থাদি ব্যক্তিরা স্ব স্ব কার্যাবলীর
নিমিত্ত পত্র সম্বলিত আবেদন পাঠনা ডিবি
কমিশনের সাহেবের নিকট পাঠাই
বেন । ২৫ পিচিলে তারিখের পরে আবে-
দন পত্র লওয়া যাইবে না ।

ঐচ্ছিকগতি বন্ধোপাধ্যায়
কমিশনের সাহেবের পারসোনেল
আসিষ্টেট ।

“ ভারত সার ”

বঙ্গভাষার মহাপ্রতিষ্ঠানের যে দুই এক
খানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও
মূল্যের দ্বারা অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষার
লিখিত এবং বহুমূল্য । কালী কালের মহা-
ভারত মূল্যের অনুগামী নহে । আর্মি মূল
সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া “ ভারত সার ”
নামে মহাপ্রতিষ্ঠানের একখানি সার গ্রন্থ
সংকলন করিতেছে । ইহাতে ভারতীয় সকল
কথাই কথিত থাকিবে । মূল ভারতে পুন-
রুৎপাদিত হইবে সকল যোগ আছে, ভারত
সারে তাহা থাকিবে না । ইতিহাস এছ বে
কপ হওয়া উচিত ইহা সেইংপই হইবে ।
পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে
অনুবাদিত হইবে একটা সবিস্তার নির্বচন
অর্থাৎ ইন্ডেক্স কেওরা থাকিবে ।

“ ভারত সার ” উত্তম কাগজে উত্তম
অক্ষরে বস্ত্র বস্ত্রে প্রকাশিত হইবে । প্রতি
খণ্ডে ২০ ফলি (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া
থাকিবে । মূল্য : বাৎসরিক প্রাপ্য
১০ আনা মাত্র । অগ্রিম প্র-
দেয় হইবে । গ্রন্থের মূল্যের দ্বারা
শিল্পী নিম্ন লিখিত কার্যের প্রকল্প

গুপ্ত বস্ত্র প্রকাশনা ।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জাকান লেন
প্রিন্টিং প্রেসের দ্বারা
পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া গেল ।

এই প্রকাশনার উত্তম বালা ও
ইংরাজী নানা প্রকার অক্ষর প্রস্তুত আছে ।
প্রাপ্য মূল্য উচিত সময়ে দিতে পারিলে
এখানে সকল প্রকার প্রাপ্য কর্ম অতি
শীঘ্র ও অল্প খরচে পাওয়া যায় ।

প্রাপ্য বিধি, বিশিষ্ট বস্ত্র কর্ম চত্বন
তাঁহা কর্ম যদি সেইংপ না হয় তদনুসারে
অধ্যক্ষ কর্তী হইবেন ।

অধ্যক্ষ হইলে কর্মদাতাগণকে
প্রাপ্য মূল্য পাঠান হইতে পারে এবং
খরচের ও সময়ের নিয়মাদি অবগত করা
হইতে পারে ; মাগুল দিয়া কর্মদাতাদের
নামে পত্র লিখিলে এবং প্রাপ্যের কারণ
প্রাপ্য পাঠাইলে অবিলম্বে সকলের অতি-
প্রায় সিদ্ধ হইবেক ।

ঐচ্ছিকগতি গুপ্ত-কর্মদাতা ।

উপরে এবং প্রাপ্য জেয়ার উত্তম-
কর্মদাতাদের নিমিত্ত প্রাপ্যের জন্য
১০ আনা প্রাপ্যের প্রাপ্য আছে ।

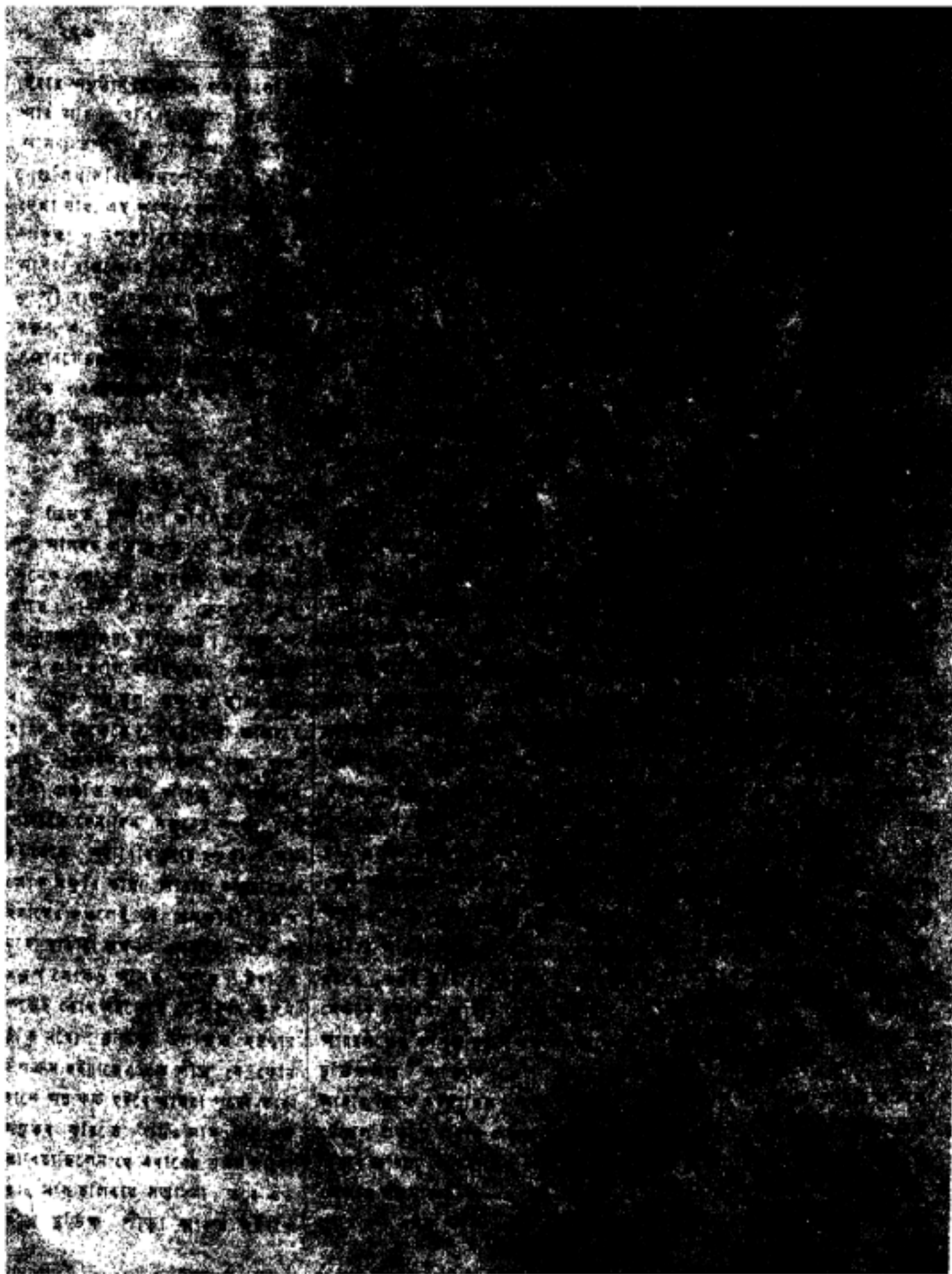
বিক্রয়িতা পত্রিকা

এবং বাৎসরিক ডাইরেটরি ।
সন ১৯৮১ খাল নং ১৮৭৪ । ১৫
ঐচ্ছিকগতি নম্বর গুপ্ত সংগৃহীত,
অতি প্রসারিত প্রাপ্য সম্বলিত মুদ্রিত হই-
তেছে দ্বারা প্রকাশিত হইবে । বিভিন্ন
স্ট্রিট ৬৬ নং বিডিন রোডে আমার নিকট
প্রাপ্য । মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে এক
টাকা, তদ্বিধা ১০ পিচিলে, ডাকমাগুল ১০
কেউ উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি-
বার মানস করিলে সংগ্রাহককে জানাই-
বেন ।

কলিকাতা ১৯৮০ } ঐচ্ছিকগতি বন্ধোপাধ্যায় ।

প্রাপ্য পত্রিকা বাৎসরিক
প্রাপ্য উপযোগী “ রচনাসার ” নামে এক
খানি পুস্তক মুদ্রিত হইবে । দ্বারা
প্রকাশিত হইবে । ইহাতে নানা বিবরণ
রচনা লিখিত প্রাপ্য ও ১০ । ১০০ বট
নার বিধি । সরিবেশ ১৫ টাকা ।
প্রিন্টিং প্রেসে } ঐচ্ছিকগতি শর্মা ।





কোটি টাকা উঠে ভাড়া হইবেই যথেষ্ট। জানিতে কতই সাধ্য। ইহাও গবর্ণ-
মেন্টের লক্ষ্যপথে রাখা প্রথম শর্ত।
করিতে অসম্ভব। ৬ কোটি টাকা ব্যয়
হইবে, তাহার পর সেই সকল আদায়
করিতেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ
করিতে, অসম্ভব হইবে না। যে সকল
কর্মচারী শস্য বিতরণ কার্যে নিযুক্ত
থাকিবেন তাঁহাদের বেতন পাথের
প্রভৃতি দিতে হইবে। এতদ্বারা আরও
কয়েকটা কারণে গবর্ণমেন্টকে সন্তোষিত
হইতে হইবে। প্রথমতঃ চুক্তিগত
ব্যক্তিগণের সন্তোষের জন্য যে সকল
গ্রাস্তপ্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, সে সকল
নির্মাণ করা আবশ্যিক ছিল। সুতরাং
সে জন্য যে ব্যয় হইতেছে তাহাও চুক্তি
নিবন্ধন ব্যয় বলিয়া গণনা করা যাইতে
পারে। দ্বিতীয়তঃ অনেক জেলার জমি-
স্বামীগণকে রাজস্ব প্রদান হইতে অব্য-
াহতি দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বারিতক এবং
অধিকের চাহ ভাল হয় নাই। সুতরাং
সে অংশও গবর্ণমেন্টের রাজস্বের ক্ষতি
হইতেছে। ফেণ্ডসব ইণ্ডিয়া বলেন, সর্ব-
শুদ্ধ ১৮ কোটি টাকা ক্ষতি হইবার
সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের বাৎসরিক রাজস্ব
আর ৫২.৫৩ কোটি টাকা। তাহার
সমগ্র ব্যয় হইয়া গিয়া বর্ষে বর্ষে ঋণ
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ঋণ পরিশোধের
জন্য সার্বভিট্রাটের ইনকমট্যাক্স করি-
বার প্রস্তাব, সেই ঋণের জন্যই পালে-
মেন্টের সাক্ষ্য গ্রহণ। আবার এক
বৎসরে ১৮ কোটি ঋণ বৃদ্ধি, কিন্তু ঋণ
বৃদ্ধির ভয়ে এ সময়ে গবর্ণমেন্ট সঙ্কুচিত
হইতে পারেন না। কারণ যুদ্ধ বিগ্রহ
প্রভৃতি ব্যতীত সাধারণ বিপদের সমস্ত
গবর্ণমেন্ট ঋণ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য
করেন। আর্থিসিনিয়ার সুদের সঠিক
ভারতবর্ষবাসিনীদের স্বার্থের আতি-
অসম্ভব সংগ্রহ ছিল, তাহা গবর্ণমেন্ট

ভারতবর্ষের জনসাধারণ হইতে। কোটি
কোটি অর্থায়ন করিয়াছিলেন। যে জন্য
এত অর্থায়ন করা বর্ষ মাস কিংবা দুই
সপ্তাহ হা বর্তমান চুক্তির জন্য সেবার
খীকার করা যে মাস ও দুই সপ্তাহ
তাহাতে আরও সন্তোষ কিংবা কিছ্র এখন
এই ঋণ উপস্থিত হইতে পারে, এই ঋণ
পরিশোধের উপায় কিংবা তাহার উত্তর
এই, গবর্ণমেন্ট যদি সে জন্য অসম্ভব
মাগে কোন প্রকার টাক্স করেন তাহা
হইলেও অনায়াসেই হয় না। কারণ
সুদের ব্যয় নিজস্বের জন্য এরূপ টাক্স
করা গীতি আছে। এতগুলি লোকের
প্রাণ রক্ষার জন্য যদি পরিশোধকে
কিছুকিছু ক্ষতি খীকার করিতে হয়
তাহাতে বিশেষ অনায়াস দেখা যায় না।
কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে, ইংল-
ণ্ডের যে রাজস্ব উত্তৃত হইয়াছে তাহা
হইতে এই কয়েক কোটি টাকা দিলে
ভাল হয়। এ প্রস্তাব অতি উৎকৃষ্ট
তাহাতে সন্তোষ নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের
লোকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি না
সন্দেহ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের শাসনকার
মন্তকে লইয়া যে গুরুতর কর্তব্যপুত্রে
আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন এই কার্য
তাহার উপযুক্ত। ভারতবর্ষ যখন
বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন বিশল নিবারণ
করিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন ইংল-
ণ্ডের সেই বিশল নিবারণের জন্য অগ্র-
সর হওয়া উচিত। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট
যে কখনও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে
এরূপ সাহায্য করেন নাই এরূপ নয়, উই
ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারকালে
পালেমেন্ট কর্তব্যের কোম্পানির ঋণ
পরিশোধ করিবার জন্য টাকা দিয়া
ছিলেন। ভারতবর্ষ মহাপ্রাণীর হস্তগত
হওয়া অবধি প্রজাতি নানা প্রকার ইদর
নিগ্রহ সহ্য করিতেছে। অধিকের বিশাল
কোম্পানির সমস্ত অগ্নিকা এখন লোকের

কর্তৃ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট
যদি এই সমস্ত এই মহৎ উপকার করিতে
পারেন তাহা হইলে লোকের যে সংস্কার
দূর হয় এবং প্রজাতির রাজতন্ত্র
বৃদ্ধি হয়।

বিলক কমিটির কার্য প্রণালী।

চুক্তিগত সন্তোষ প্রজাতির সন্তোষ
যের জন্য স্থানে স্থানে যে সকল বিলক
কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, কি প্রণালী
অনুসারে তাহার কার্য করিবেন তাহা
জানাইবার জন্য গত শুক্রবার গব-
র্ণর জেনারেল ইণ্ডিয়া গেজেটের এক
খানি ফ্রাঙ্কপত্র প্রকাশ করিয়াছেন।
ইহাতে কমিটি সকলকে তিন শ্রেণীতে
বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ
“সেন্ট্রাল কমিটি”। এই কমিটি কাং-
কাতার থাকিবে এবং সেন্ট্রাল গবর্ণর
ইহার সভাপতির কার্য করিবেন। চীনা
আদায় করা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় কমিটির
কার্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা
এই কমিটির কার্য। দ্বিতীয়তঃ ডিষ্ট্রিক্ট
কমিটি অর্থাৎ জেলা কমিটি; জেলা
ম্যাজিস্ট্রেট এবং কাংকটের সাংসদ ইহার
সভাপতির কার্য করিবেন। চীনা সংগ্রহ
করা, প্রত্যেক মহকুমাত্ত কমিটির নিকট
অর্থায়ন প্রেরণ করা এবং তাহাদের
কার্য বিবরণ সংগ্রহ ও সমালোচনা করা
এই কমিটির কার্য। তৃতীয়তঃ
“সবডিভিজনাল কমিটি” অর্থাৎ মহ-
কুমাত্ত কমিটি, মহকুমা হিত
কমিটিয়া প্রয়োজনমত সভা সমন্বিত
করিয়া এই সকল কমিটি স্থাপন করি-
বেন এবং তাহারাই ইহার সভাপতির
কার্য করিবেন। ইহাদের কার্যক্ষেত্র
সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং কমতঃ
অধিক, উহার আবশ্যিক মনে করিলে
আপনাদের ভাদের কিরকশ ব্যক্তি
বিশেষের প্রতি অণুণ করিতে পারেন

[illegible]

সময়ে বলিয়ারেন। দুজন ক্রীলোক ক্রীলোক
অধিবাসনের পুরেই গবর্নমেন্টে নিকট
হইতে এরূপ একটি পল্লী স্থাপিত করিয়া
উক্ত স্থানে পালিয়ারেন ও সমুদায়
ইংলও বুঝতে পারেন যে আবারের ভার-
তবর্ষের লোক লক্ষ প্রায় দুর্ভিক্ষ শমন
শমনে আবারের নিকটবর্তী হইতেছে, গব-
র্নমেন্টে আবারের প্রতি বিজ্ঞতা ও যথো-
চিত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন। কি না?
আমাদেরকে বলা হইয়াছে, এই প্রকারে পূর্বে
একতরু দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু
আবার শুনিতোছি যে-আবারের একমুখে
স্থানে স্থানের বহুসংখ্য লোকের মারা
করাইয়া গিয়াছে, কাহারও বুকের পাত ও
চুলাদি মাখা। জীবন-হারণ করিতেছে।
আবারের প্রতি ইংরাজ গবর্নমেন্টের ও
ইংরাজ জাতির একটি কৃত্রিম আছে,
তাঁহার পাশে না করিলে ইংরাজ জাতির
একটি চিরস্থায়ী কলঙ্ক হইবে। উক্তবার
দুর্ভিক্ষে ৭৫০০০০ লোক মনোহারা প্রাপ্ত্যগ-
ত্রে, সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ গবর্নমেন্ট
সমুদায় ৭৫০০০০ টাকা ব্যয় করেন মাত্র।
প্রাসন্ন প্রদেশীয় শাসনকর্তার একটি বাকী
নির্মাণে ইহা অপর্যাপ্ত অধিক ব্যয় পড়ে।
ইহা দ্বারা এই বোঝাইতেছে, পর্যাপ্ত পরি-
মাণে সাহায্য না করাতেই অসংখ্য লোকের
মৃত্যু হয় এবং অনেককে দাক্ষিণ দুর্ভিক্ষ কটে
ভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্তমান দুর্ভিক্ষে
ও যেন সেরূপ অল্প উপস্থিত না হয়।
সমুদায় জিউষ জাতির ইচ্ছা, যখন উপ-
স্থিত দুর্ভিক্ষ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা
করিতে হইবে, তখন ইহাতে কত টাকা
ব্যয় হইবে সে চিন্তা অতি সামান্য।

এক ব্যক্তি হিন্দু গেট্রিয়েটে লিখিয়া
ছেন, "পশ্চিম বর্তমান হইতে প্রায় ২০
জন ক্রীলোক মজুরীর জন্য বেলজিয়ামে
আসিয়াছে। যতদূর পর্যন্ত জানা যায়
সকল হইতে ১০ জন গেরালা দুর্ভিক্ষ কটে
পীড়িত হইয়া কর্ণের জন্য আসিয়াছে।
পশ্চিম বর্তমান হইতে প্রায় হাজার লোক
আসিয়া উত্তর পাড়ার জমিদার বাহু জর
ক্ক সুখোপাধ্যায়ের অধীনাগীতে পুষ্করিণী

করিতেছে। পেরিট ভ্রমরাহীন,
পাশ্চাত্য প্রায় ৩০ জন ক্রীলোক ক্রীলোক
হইতে আসিয়া গবর্নমেন্টে বাণী বৃত্তি
অবলম্বন করিয়াছে।

ইংলিসমান দুর্ভিক্ষে, সত্য হিউম্যান টেম্পল
বিহার করিলে কতদূর করিয়া আসিলেন
জাহা মণিবার এবং মেলবোর্ন গবর্নমেন্টের
সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতার
প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র পুনরায়
কার্য্য স্থলে এবং সীমিতকালে সঙ্গে করিয়া
আইবেন, বকলাত ল্যাংগে কামেল সাংকেবের
নিকট থাকিবেন।

সিংহলের একজন প্রাক্তন সিলোন অব
সার্গারে লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার ক্ষেত্রের
জন্য একতরু বাগানি স্থাপিত হইতে প্রস্তুত
আছেন। আশ্চর্য্যজনক ভাৱে যে সকল স্থান
মাটিতেই উষ্মার অধিকাংশই মাজিয়া
হইতে আসিয়াছে।

শস্য লইয়া বাইবার জন্য এবং শস্য
বোঝাই নৌকা টানিয়া লইয়া বাইবার জন্য
আর ১০ খানি ক্ষুদ্র জাহাজ বেওয়া হইবে।
ইহার মধ্যে ৫ খানি কলিকাতার নির্মিত
হইবে আর ১০ খানির জন্য ইংলও টেলি
গ্রাফ করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, বেলি
সাংকেবের সাহায্যার্থ পাটনার আর একজন
কমিশনার নিযুক্ত হইবেন।

পুনরায় চারিটি বস্তী প্রেরণের জন্য
আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে উত্তর বিহারের
সিবেল আফিসর এই সকল বস্তী দ্বারা
বেশের মধ্যস্থলে শস্য প্রেরণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ অপর্যাপ্ত বর্তমানে
৬৯২৩৪ টাকা মাত্র চাঁদা উঠিয়াছে।

হারজিলিঙের প্রাক্তরবিগের ডাব
সেখিয়া বোধ হইতেছে, নেপালের যত স্থান
আসিবে, তাঁহারা ভাষ্যদগকে কর্তৃক দিতে
প্রস্তুত আছেন।

আগস বলেন, শস্যের প্রাপ্তি বহু না
করার বিষয়ে একমত। একাশ করিয়া উক্ত
অবস্থাপ্রতি গবর্নর জেনরলকে যথোচিত
ইচ্ছা ইংরাজী সাংবাদ পত্র সকলে প্রকাশিত
হইয়াছে। হোম গবর্নমেন্ট সকল অবস্থাতে

এমতের অনুমোদন করেন না। কিন্তু বলি
য়ারেন, বর্তমান আবারের প্রাপ্তি দ্বারা
সমুদায় বিশেষভাবে চাইয়া আসিবে এটি
নিশ্চয় না জানিলে প্রাপ্তি বহু করা উচিত
হয় না। কোন কোন অবস্থাতে প্রাপ্তি বহু
করা যে উচিত যে বিষয়ে সকলে একমত
হইয়াছেন।

উক্ত পত্রের কলিকাতায় সংবাদদাতা
লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্ট দুর্ভিক্ষ
পীড়িত প্রদেশ সকলে নিযুক্ত করিবার
জন্য তত্ত্বতা করেকজন উপযুক্ত সিবেল
সাংকেট চাওয়া পাঠাইয়াছেন

এ পর্যন্ত প্রকাশে ২৬০ জন উপনি
বেশী পাঠান হইয়াছে, শীঘ্র আর ৩০০
জনকে পাঠান হইবে।

উক্ত জিহতে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে এক
কোডুকার জন্মগ্রহিত হইয়াছে। এই
সকল স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি
গকে বিতরণার্থ গবর্নমেন্টে যে সকল শস্যের
গোলা করিতেছেন, তৎ সমস্ত লোকের
এই এক দাপ্তর্য সাংসার জগৎ। গবর্ন
মেন্ট লোকের সাহায্য করিবেন যে কথা
অমূলক, নেপালের সহিত একটি যুদ্ধ হইবে,
তদ্বিমুখই গবর্নমেন্ট শস্য সঞ্চয় করিয়া
রাখিতেছেন।

লওনের লাভখের কলিকাতার ফাখিম
জিলিফ কণ্ডে আর ১ লক্ষ টাকা পাঠাই
য়াছেন। এই তৃতীয় বার টাকা পাঠান
হইল।

গত ৩রা মার্চ ইংলিসমান মাস্ত্রাজ
হইতে এই টেনিগ্রাম পান, ২রা মার্চ
তথায় দুর্ভিক্ষ নিবারণক্ষেত্রে টেনিগ্রাম
হার্ণ এক সভার আয়োজন কর। গভর্নমেন্ট
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেন্ট জ
কমিটির সাহায্যার্থ এক সভা স্থাপিত কর।
সভাপতি ৭০ হাজার টাকা চাঁদা উঠে।
গবর্নর নিজের আড়াল কাঁচার ৫০ হাজার টাকা
বেরির রাজ্য ২০ হাজার টাকা প্রদান।

কম্প্রাইয়ের প্রজা আফিম রোলফ
কণ্ডে ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সাহাবাব বিভাগে রাখা ২০০০ মিছা-
নের জন্য গবর্নমেন্ট টানি গ্রাফ করিয়া-
ছেন।

গত দুপনার কলিকাতা গেজেটে

ইই সকল দেশেই যেখানে যেখানে যেখানে
উজ্জ্বল হয়। আমরা এখনও সেই
ক'রেছি যে দেশে যেখানে যেখানে
সকল দেশেই যেখানে যেখানে
কাল থাকে। নতুন নতুন দেশে
কর্মেই হুঁ কিম্বদন্তি সত্যের কর্মেই
সত্যের বিষয় দিয়া শিল্পের দ্বারা
গিরাছেন।

গৌরাঙ্গী
১২৮০ সাল } কল্যাণে বৈষ্ণবধর্ম
১২৮০ সাল

—:—

মহাপ্রভু! সাতকিয়া মহাপ্রভুর পূর্ণাঙ্গে
ও জ্ঞান ব্যবধান ইচ্ছাড়া, আগোরহাতি,
গোবিন্দাটী, কামার কুড়া, রাধাবিরা, নীল
বাঁটা, মাধবকাটা, এই কএক খামি গ্রাম
আছে। এগুলি পূর্ণ হইতে আতি এগিছ তত
পল্লী কিংবা কোম ফুল কি ডাকার
খামি অথবা কুড়া ও কাল জলাশয় কি নদী
না থাকার বেলের যে কি পর্যন্ত দুর্ভাষা
হইরাছে তাহা বর্ণনাতীত। শুনা যাই
তেছে তারতবর্ষবাসিগণের উন্নতি নিমিত্ত
এজারিউত্বী গবর্নমেন্ট স্থানে স্থানে ফুল
ও ডাকারখামি স্থাপন করিলেন এবং
রাখা প্রস্তুত ইত্যাদির দ্বারা গ্রাম সমূহের
উন্নতি করিতেছেন। কিন্তু এই কএকখামি
গ্রামখামি হতভাগী ভ্রাতৃগণের ভাগ্যে
তাঁহা ঘটে নাই। গবর্নমেন্ট হইতে যখন
যে দুতন কর দায় হইতেছে তাহা আমরা
প্রাণপণে মন্থন করিতেছি, তাহাতে উপ
কার হওয়া দূরে থাকুক উক পল্লি সমূহ
ক্রমে বিলুপ্ত হইবে ও নদী রাসা অভাবে
অরণ্যময়ী হইতেছে। বিশেষতঃ এই কএক
খামি গ্রামের মধ্যে নৌখালি নামক যে একটি
দুত খাল আছে এক্ষণে উহার প্রায় ব্রিটিশ
ও নামে পরিপূর্ণ হইরাছে। বৎসর বৎসর
উচর যাসের মধ্যেই উহার জল প্রায় শুক
হয়, স্থানে স্থানে যে এক একটু কর্দম
মিশ্রিত জল থাকে তাহা পানীয়ের পান্যে
পসোণী হয় কিন্তু আমরাগকে তাহাই
ব্যবহার করিতে হয়। বর্ষা প্রভাবে খালটী
প্লাবিত হইলে নিম্নস্থিত দুর্গা ও গ্রাম
ইত্যাদি পড়িয়া জল বিবর্ন হয় ও ভরসা

হইতে হইতে হইতে হইতে হইতে হইতে
বিধি রেগের প্রচুর হইয়া এখন
সকল দেশেই যেখানে যেখানে
হইয়া এই দুত খালের পান্য বাসিগণের মধ্যে
প্রীর কাছাকাছি হুঁশলার কল্যাণের নীতি
স্বাক্ষরী পল্লী মধ্যে এখন বসি এক ব্যক্তি
নাই যে এই দুত খালটীর জীবন সংহার করিয়া
বেশের হিতসাধন করেন। বৎসর বৎসর
ইহাখ ইচ্ছা করিয়া যেরূপ জল কট হইয়া
থাকে এবং বৎসর এক্ষণেই তরুণ ঘটনা হই
রাছে, বেশান্তর বাসিগণের কেবল দুর্ভিক্ষ
বশতঃ অল্পকিছু ভিক্ষা আশ্রয়গের অদৃষ্টে
উত্তর কটে যে ভিক্ষণ পোড়নীর দশা উপ
স্থিত হইরাছে তাহা সজ্জন ব্যক্তিগণ বিবে
চনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি
যেন। আমরাগের প্রার্থনা এই যে দেশ
বিত্তবী লেপটমেন্ট গবর্নর বাহাদুর
এবিধে দুটি নিক্ষেপ করিয়া রোড সেল
কও হইতে উল্লিখিত খালটীর সাতকিয়ার
কাটা খাল হইতে তাতু খালি গ্রামের নিম্ন
স্থিত সোমাই নদী পর্যন্ত ৩ মাইল পল্লী
দ্বার করিয়া দিয়া তৎপার্শ্ববাসি কএক
খামি ভ্রাতৃ পল্লীর রাজি সমূহের জলকট
নিবারণ করিয়া জীবন রক্ষা করুন। এই
খালটীর জীবন সংহার করিলে প্রায় ৩ সহস্র
লোকের জল কট নিবারণ, উহারের শস্য
রক্ষা, উপস্থিত দুর্ভিক্ষ দরিদ্রগণের
সৌখ্যমান এবং ভবিষ্যতে সশিক্ষিত জন
দ্বারা এই সকল পল্লীর উন্নতি সাধন, এই
কষ্টটী যথোপকার সাধিত হইবে।

নৌখালি ভীরাণী

হতভাগ্য ভ্রাতৃগণ।

কানীর স্থানে স্থানে বহু, গজ,
প্রভৃতিগণের নিমিত্ত অরপু, বিজয়নগর
পুটুরি, রাণী ও কানীর রাজ্য প্রভৃতি
কর্তৃক করেকটী হত প্রতীতি হইরাছে।
উহার কার্য হুঁশলার জন্য অর্থ ও
নিরুপক আছেন। কিন্তু খাজি কালি ও
কাব্য প্রাণী দেখিলে যথেষ্ট
হুঁশলার হুঁশলার হুঁশলার হুঁশলার
দিগের আশ্রয় স্থান না হইয়া অকর্মণ্য ব্যক্তি

দিগের আশ্রয় স্থান না হইয়া অকর্মণ্য ব্যক্তি
দেখিলে গণের দমন প্রাপ্ত হইতেছে। পান্য
কল হইতে বহু অর্থ খরচা লাগে। উহার
বাত উচ্চাটীত থাকে। প্রায় সকল দেশেই
উক নিম্ন আছে। বাঁহারা উজের দুখা
শেখী ভীরাগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি
উপবীত বারীসবলকার পুরুষ। ইহা দিগের
মধ্যে অনেক প্রভাবক উপবীত বারীও আছে।
ইহারা যখন সময়ে উপস্থিত হইলে নিকটে
দুতাকরণে উহর পূর্ণ করিয়া ছুটে যেন
চলিয়া যায়, পরে সমস্ত বহল প্রভাবনা ও
ভিক্ষা করণে সিল্প থাকে। সন্ধ্যার পরে
বিশেষতঃ প্রসাধন প্রদান করিয়া বেশালায়ে
নিজামুলিয়। প্রভাবনা প্রভৃতিতে মাথা
কিছু অর্জন করে তাহা দৌগণের পদ
সেবার নিমিত্ত হয়। এইরূপে যে
তাঁহারা কানী ধর্মকে সমুদ্রে কল্যাণ
পাত করিতেছে তাহা বর্ণনীর মধ্যে।
কেবল উপবীত বারী হইলেই যদি উজের উপ
দুত হয় তাহা হইলে ছত্র বালিয়া নিক্ষেপ করা
উচিত হয় না।

সম্রাতি কোন বিদেশীয় কার্যে নিরু
পারা বুদ্ধা জীলেক কীপিকা নির্মা
হের নিমিত্ত আশ্রয় অবস্থা কোন ভ্রাতৃগণের
গোচর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা
সে প্রার্থনাকে কোন ফল হয় নাই। ইহাশে
আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইরাছি। উজের
প্রতিভা ও তৎকার অধ্যক্ষগণের নিকটে
সংজ্ঞায় নিবেদন করি, কতগুলি অকর্মণ্য
ব্যক্তির উদর পূর্ণ না করিয়া যে সকল
অনাথ দরিদ্র বহু বহু প্রভুত দারিদ্র্য
তাঁহাগণের আহার দান বিষয়ে মনো
যোগী হন।

কানী } অরুণ
১২৮০ }
১২৮০ সাল } জি. উ. কু. চ

—

মহাপ্রভু! হুঁশলার কানী অতি দুর্ভাগ্য
রোগ, উহার প্রভাবকদের কোন উপায় আছে
কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না, অনেক
এইরূপ ভর করিয়া থাকেন। আমরা কেন
আমাদের ব্যক্তি এই পীড়াতে অভিভূত হই

[illegible][illegible]

১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

[illegible]

The image is a high-contrast, black and white scan of a textured surface, likely a book cover or endpaper. The texture is grainy and mottled, with a dark, almost black background and lighter, speckled areas. In the center, there is a faint, illegible title or text that appears to be "The Great Gatsby". The overall appearance is that of a heavily worn or aged document.

[The page contains extremely faint, illegible markings.]

১৯৪৭
 ১৯৪৮
 ১৯৪৯
 ১৯৫০
 ১৯৫১
 ১৯৫২
 ১৯৫৩
 ১৯৫৪
 ১৯৫৫
 ১৯৫৬
 ১৯৫৭
 ১৯৫৮
 ১৯৫৯
 ১৯৬০
 ১৯৬১
 ১৯৬২
 ১৯৬৩
 ১৯৬৪
 ১৯৬৫
 ১৯৬৬
 ১৯৬৭
 ১৯৬৮
 ১৯৬৯
 ১৯৭০
 ১৯৭১
 ১৯৭২
 ১৯৭৩
 ১৯৭৪
 ১৯৭৫
 ১৯৭৬
 ১৯৭৭
 ১৯৭৮
 ১৯৭৯
 ১৯৮০
 ১৯৮১
 ১৯৮২
 ১৯৮৩
 ১৯৮৪
 ১৯৮৫
 ১৯৮৬
 ১৯৮৭
 ১৯৮৮
 ১৯৮৯
 ১৯৯০
 ১৯৯১
 ১৯৯২
 ১৯৯৩
 ১৯৯৪
 ১৯৯৫
 ১৯৯৬
 ১৯৯৭
 ১৯৯৮
 ১৯৯৯
 ২০০০
 ২০০১
 ২০০২
 ২০০৩
 ২০০৪
 ২০০৫
 ২০০৬
 ২০০৭
 ২০০৮
 ২০০৯
 ২০১০
 ২০১১
 ২০১২
 ২০১৩
 ২০১৪
 ২০১৫
 ২০১৬
 ২০১৭
 ২০১৮
 ২০১৯
 ২০২০
 ২০২১
 ২০২২
 ২০২৩
 ২০২৪
 ২০২৫
 ২০২৬
 ২০২৭
 ২০২৮
 ২০২৯
 ২০৩০
 ২০৩১
 ২০৩২
 ২০৩৩
 ২০৩৪
 ২০৩৫
 ২০৩৬
 ২০৩৭
 ২০৩৮
 ২০৩৯
 ২০৪০
 ২০৪১
 ২০৪২
 ২০৪৩
 ২০৪৪
 ২০৪৫
 ২০৪৬
 ২০৪৭
 ২০৪৮
 ২০৪৯
 ২০৫০

The page contains extremely faint and illegible text, likely due to poor scan quality or fading. The visible fragments suggest a document discussing various topics, possibly related to health or social issues, but no specific details can be discerned.

সোমপ্রকাশ

১৭ নং ১৯৮৭ত

১৭ নং ১৯৮৭ত

"সমস্ত প্রকাশিত পত্রিকার মূল্যের অধিকারী ন হইবে।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫৫ টাকা

১৯৮৬। ৪ টা টিকিট। ১৮ ১৮৭৪। ১৬ ই মার্চ

মূল্যের অধিকারী ন হইবে।
বার্ষিক ১০, ৫৫ টাকা এবং
বাৎসরিক ৫৫ টাকা।

"অর্থী আর্থিক শিল্প চাকরি" (সচিত্র)
সংকলিত বস্ত্রের পুস্তক, আর্থিক শিল্প
সমাজ এবং কলিকাতা গবেষণা শিল্প
বিদ্যালয়ে প্রাপ্য মূল্য ১০০ ডাক মাস্তুল
১০ আনা মাত্র।

"ভারত সার"।

বঙ্গ ভাষার মহাকাব্যের যে দুই এক
খানি অল্পবয়স্ক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও
মূল্যের দ্বারা অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষার
লিখিত এবং বহুল। তাহা দ্বারা মহা-
ভারত মূল্যের অল্পবয়স্ক নহে। আমি মূল
সংকলিত অবলম্বন করিয়া "ভারত সার"
নামে মহাভারতের একখানি সারি গ্রন্থ
ল কলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল
কথাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুন-
রুক্তি প্রকৃত বৈ সকল বোধ আছে, ভারত
সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস এবং
কল্প হওয়া উচিত ইহা সেই উপায় হইবে।
পাঠকদের বিধিবার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে
অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটা পরিচয় নির্দিষ্ট
অর্থী হইতে প্রেরণা থাকিবে।

"ভারত সার" উক্ত কাগজে উক্ত
অকারে বহু বহু প্রকাশ হইবে। প্রতি
বহু ২০ কর্ণা (১৩০ পৃষ্ঠা) করিয়া
থাকিবে। মূল্য প্রাক্করকারীকে প্রাপ্য
১০ আনা মাত্র। অল্পবয়স্ক বহু গ্রন্থ
শেষ হইবে। গ্রন্থের মহাভারত নাম খান
লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আমার নিকট

পাঠ্যক্রম উপস্থাপনের নাম তালিকা প্রকৃত
হইবে এবং বহু সময়ে পুস্তক প্রেরিত
হইবে।

গুরু বহু মূল্য
২৪ মার্চ/১৯৮৬ সালে
কলিকাতা

কেন্দ্রমোহনসেন
গুরু বিদ্যালয়

গুরু বহু মূল্য প্রাপ্য।

কলিকাতা ২৪ নং মার্চ/১৯৮৬ সালে
প্রেরিত পত্রিকার কলিকাতা
পূর্ণ মূল্য প্রাপ্য।

এই প্রাপ্যের উক্ত বহু প্রাপ্য।
ইংরেজী নাম প্রকার অকার প্রাপ্য আছে।
প্রাপ্যের মূল্য উক্ত সময়ে দিতে পারিলে
এখানে সকল প্রকার প্রাপ্যের কর্ম অতি
শীঘ্র ও অল্প মূল্যে প্রাপ্য।

প্রাপ্যের বিধি, বহিঃ প্রাপ্য কর্ম প্রাপ্য
উপস্থাপন করি সেই উপায় না হয় তামিত
অধ্যক্ষ হইবে।

আবশ্যিক হইলে কর্মপ্রাপ্য প্রাপ্য
প্রাপ্যের মূল্য প্রাপ্য হইতে পারে এবং
প্রাপ্যের ও সময়ের নিয়মাদি বহু প্রাপ্য
হইতে পারে। মূল্য দিয়া কর্মপ্রাপ্যের
মানে প্রাপ্য প্রাপ্য এবং প্রাপ্যের প্রাপ্য
প্রাপ্য প্রাপ্য হইবে।

প্রাপ্যের ও প্রাপ্যের

প্রাপ্যের ও প্রাপ্যের
প্রাপ্যের ও প্রাপ্যের

খানি পুস্তক প্রাপ্য হইতেছে। প্রাপ্যের
প্রাপ্যের হইবে। প্রাপ্যের নাম বহু প্রাপ্য,
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের ও ১০ ২০০ প্রাপ্য-
নার বিধি প্রাপ্যের হইতেছে।
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের

—১৩—

প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের

অধ্যক্ষের।

প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের

প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের

—১৪—

প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের

প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের
প্রাপ্যের প্রাপ্যের প্রাপ্যের

জৈষ্ঠী ও মৈত্রীমাণ কলিকাতার প্রধান
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এইগুলি বিদ্যার
বিভিন্ন কার্যকর করিতে পারেন। সকল
তার অনেক ক্ষেত্রেই এইগুলি সহায়ক
লোক আছে। কিন্তু কলিকাতা-এর
মহানদী নাই, সেখানে নদী নাই।
কেন্দ্র ও বিভাগগুলির বিশেষ উপকারের
সম্ভাবনা।

একেশ্বর নিরসাবলী ও বাজার মতের
আমিষ্য অবশ্যক হইলে এরূপের খরচ
ডাক মাফল পাঠাইলে উত্তরই পাঠান
হইতে পারে।

শ্রীঅমরকরণ গুপ্ত—কর্মাব্যাক

১৯৭৮ সালের ১০ ই আঘাতে যে
খানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ও অর্থে
অগ্র প্রকল্প-জামল নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত
গ্রন্থের চৈতন্য করণ পর্যন্ত সংকলন পূর্বক
প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার মূল্য ১ টাকা
ও ডাকমাফল ১/০ আনা।

মহিমাপুর
বঙ্গীবাড়ি
শ্রীঅমরকরণ
গুপ্ত বাবু অধিকাচরণ
দেনের বাসায়

শ্রীঅমরকরণ
দেব।

—১:১—

নীলামী ইশতিহার।

বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের ব্যবস্থা
সত্তার ১৮৬৮ সালের ৭ ও ১৮৭১ সালের
২ আইনের বিধানমতে সংবাদ দেওয়া হই-
তেছে যে নীচের লিখিত মহাল ১২৭২
সালের বাকী মালগুজারি আদায় জন্য
আগামী ইংরাজি ১৮৭৪ সালের ২০ মার্চ
তারিখে মোতাবেক বাজলা ১৮৮০ সালের
১১ চৈত্র—তারিখে সোমবারে আলিপুরের
কালেক্টরি কাছারিতে বেলা দুই প্রহরের
পর বিলা সন্ধ্যা ১৮৪২ সালের ১১ আইন।
মুসারে নিলাম করা হইবেক, ইতি ১৮৭৪
সাল তারিখ ৪ মার্চ মোতাবেক ১৮৮০ সাল
তারিখ ২১ ফাল্গুন।

খাস মহাল পঞ্চাঙ্গ গ্রন্থের

ভিত্তিকানের অন্তর্গত

মহাল

ভিত্তিকান সব মৌজার হোলডিং
ভিত্তিকান নাম নম্বর

১ চাষ গোপা পাড়া ১০০

ভিত্তিকান	সব	মৌজার হোলডিং
ভিত্তিকান	নাম	নম্বর
১	চিতপুর	৩৬
২	পূর্বসিঁড়ী	৩৪ ১৭৪
		১৮২ ১২৪
		২০৭ ২২৩
৩	উত্তর সিঁড়ী	৩২
		১৪১
৪	মিজসিঁড়ী	৩৪ ৩৭ ৪৬
		৩৭ ১২৪ ১২৭
		১২৩ ১৬৩ ১৮০
		১২৬ ১২৭২
৫	পূর্ববর্তিগ দাড়ি	১৫ ১৬
৬	নরায়ণ	৫০
		৬৪ ৭২ ১৫৪
৭	দক্ষিণ দাড়ি	২৪
		৬৩
৮	বেলগেছা	১৭
৯	মতের আবাদ	২
		৩০ ৪২
১০	মজীকের আবাদ	২
১১	উত্তর বালিয়াঘাটা	২১১২
১২	দক্ষিণ বালিয়াঘাটা	২০
১৩	পূর্ব জুড়া	১৫২
১৪	গোদাগড়	৭
১৫	কাকুড় গাছ	৪৭
১৬	তিনজলা	২ ৪৪
		১২৬ ২৩১
১৭	বি. ইটালী	২০ ৪১ ৪২ ৪৩
		২৮২ ৩২১
		৪২২ ৪৪১
১৮	ই. পশ্চিম ইটালী	৩
		৪০ ১১৮ ২৪২ বি
১৯	এ. পরাল নগর	৪৮
২০	এক কড়িয়া	১৫ ৬২
২১	জি. দক্ষিণ কড়িয়া	৩১ ৪
২২	সি. কঁসারি পাড়া	১৪৭
		১৮৮ ৪
২৩	ডি. জবানী পুর	১৭২
		২১৩ ৩১০ ৩৩৩
২৪	ই. উত্তর কালিয়াটা	১০২
২৫	জে. উত্তর চক্রবেড়া	১০০
		১১২ ১৬৬

শ্রীঅমরকরণ নুখোপাধ্যায়।

মৌজীবিশ

আলিপুর
৬ ই মার্চ
১৮৭৪

শ্রীকালীচরণ ঘোষ
ডে. টি. কালেক্টর

নীলামী ইশতিহার।

বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের ব্যবস্থা
সত্তার ১৮৬৮ সালের ৭ ও ১৮৭১ সালের
২ আইনের বিধান মতে সংবাদ দেওয়া
হইতেছে যে নীচের লিখিত মহাল
১২৭২ সালের বাকী মালগুজারি আদায়
জন্য আগামী ইংরাজি ১৮৭৪ সালের
২০ মার্চ তারিখে মোতাবেক বাজলা ১২৮০
সালের ১৮ চৈত্র তারিখে সোমবারে আলি
পুরের কালেক্টরি কাছারিতে বেলা দুই
প্রহরের পর বিলা সন্ধ্যা ১৮৪২ সালের
১১ আইন। মুসারে নিলাম করা হইবেক
ইতি ১৮৭৪ সাল তারিখ ৪ মার্চ মোতাবেক
১২৮০ সাল তারিখ ২১ ফাল্গুন।

খাস মহাল পঞ্চাঙ্গ গ্রন্থের

ভিত্তিকানের অন্তর্গত

মহাল।

ভিত্তিকান	সব	মৌজার হোলডিং
ভিত্তিকান	নাম	নম্বর
১	উত্তরপাড়া	১০২২৩
২	গুপ্তবাস	২১৩৭৭৮
৩	কালিদহ	৪০১০৪২০৪
		২৬৪৩২৪৫
৪	বিরাপাড়া	২৮৩০৩২১৪৪
৫	বাতিরদীঘাটা	৩২৩৭৭৭১
		১৪০
৬	দেবালদহ	৫১
৭	এম. পূর্বতপস্যা	৩২১১২
৮	এম. দক্ষিণ চৈত্রী	৩৩৫০
৯	এম. পূর্ব গোবরা	৩৪
১০	এম. ইলু	৮৬ ৮৭ ১১১১১১
		১১৩ ১২৪ ১২৭
১১	আর. কুর্বে নাজের	৪৭৪৮১
		১১৩ ৮৭১
১২	এম. মোনা	৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১
		৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫
		১০৬ ১০৭
		১০৮ ১০৯
		১১০ ১১১ ১১২
		১১৩ ১১৪ ১১৫
		১১৬ ১১৭ ১১৮
		১১৯ ১২০ ১২১
		১২২ ১২৩ ১২৪
		১২৫ ১২৬ ১২৭
		১২৮ ১২৯ ১৩০
		১৩১ ১৩২ ১৩৩
		১৩৪ ১৩৫ ১৩৬
		১৩৭ ১৩৮ ১৩৯
		১৪০ ১৪১ ১৪২
		১৪৩ ১৪৪ ১৪৫
		১৪৬ ১৪৭ ১৪৮
		১৪৯ ১৫০ ১৫১
		১৫২ ১৫৩ ১৫৪
		১৫৫ ১৫৬ ১৫৭
		১৫৮ ১৫৯ ১৬০
		১৬১ ১৬২ ১৬৩
		১৬৪ ১৬৫ ১৬৬
		১৬৭ ১৬৮ ১৬৯
		১৭০ ১৭১ ১৭২
		১৭৩ ১৭৪ ১৭৫
		১৭৬ ১৭৭ ১৭৮
		১৭৯ ১৮০ ১৮১
		১৮২ ১৮৩ ১৮৪
		১৮৫ ১৮৬ ১৮৭
		১৮৮ ১৮৯ ১৯০
		১৯১ ১৯২ ১৯৩
		১৯৪ ১৯৫ ১৯৬
		১৯৭ ১৯৮ ১৯৯
		২০০ ২০১ ২০২
		২০৩ ২০৪ ২০৫
		২০৬ ২০৭ ২০৮
		২০৯ ২১০ ২১১
		২১২ ২১৩ ২১৪
		২১৫ ২১৬ ২১৭
		২১৮ ২১৯ ২২০
		২২১ ২২২ ২২৩
		২২৪ ২২৫ ২২৬
		২২৭ ২২৮ ২২৯
		২৩০ ২৩১ ২৩২
		২৩৩ ২৩৪ ২৩৫
		২৩৬ ২৩৭ ২৩৮
		২৩৯ ২৪০ ২৪১
		২৪২ ২৪৩ ২৪৪
		২৪৫ ২৪৬ ২৪৭
		২৪৮ ২৪৯ ২৫০
		২৫১ ২৫২ ২৫৩
		২৫৪ ২৫৫ ২৫৬
		২৫৭ ২৫৮ ২৫৯
		২৬০ ২৬১ ২৬২
		২৬৩ ২৬৪ ২৬৫
		২৬৬ ২৬৭ ২৬৮
		২৬৯ ২৭০ ২৭১
		২৭২ ২৭৩ ২৭৪
		২৭৫ ২৭৬ ২৭৭
		২৭৮ ২৭৯ ২৮০
		২৮১ ২৮২ ২৮৩
		২৮৪ ২৮৫ ২৮৬
		২৮৭ ২৮৮ ২৮৯
		২৯০ ২৯১ ২৯২
		২৯৩ ২৯৪ ২৯৫
		২৯৬ ২৯৭ ২৯৮
		২৯৯ ৩০০ ৩০১
		৩০২ ৩০৩ ৩০৪
		৩০৫ ৩০৬ ৩০৭
		৩০৮ ৩০৯ ৩১০
		৩১১ ৩১২ ৩১৩
		৩১৪ ৩১৫ ৩১৬
		৩১৭ ৩১৮ ৩১৯
		৩২০ ৩২১ ৩২২
		৩২৩ ৩২৪ ৩২৫
		৩২৬ ৩২৭ ৩২৮
		৩২৯ ৩৩০ ৩৩১
		৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪
		৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭
		৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০
		৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩
		৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬
		৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯
		৩৫০ ৩৫১ ৩৫২
		৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫
		৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮
		৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১
		৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪
		৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭
		৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০
		৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩
		৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬
		৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯
		৩৮০ ৩৮১ ৩৮২
		৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫
		৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮
		৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১
		৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪
		৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭
		৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০
		৪০১ ৪০২ ৪০৩
		৪০৪ ৪০৫ ৪০৬
		৪০৭ ৪০৮ ৪০৯
		৪১০ ৪১১ ৪১২
		৪১৩ ৪১৪ ৪১৫
		৪১৬ ৪১৭ ৪১৮
		৪১৯ ৪২০ ৪২১
		৪২২ ৪২৩ ৪২৪
		৪২৫ ৪২৬ ৪২৭
		৪২৮ ৪২৯ ৪৩০
		৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩
		৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬
		৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯
		৪৪০ ৪৪১ ৪৪২
		৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫
		৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮
		৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১
		৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪
		৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭
		৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০
		৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩
		৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬
		৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯
		৪৭০ ৪৭১ ৪৭২
		৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫
		৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮
		৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১
		৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪
		৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭
		৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০
		৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩
		৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬
		৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯
		৫০০ ৫০১ ৫০২
		৫০৩ ৫০৪ ৫০৫
		৫০৬ ৫০৭ ৫০৮
		৫০৯ ৫১০ ৫১১
		৫১২ ৫১৩ ৫১৪
		৫১৫ ৫১৬ ৫১৭
		৫১৮ ৫১৯ ৫২০
		৫২১ ৫২২ ৫২৩
		৫২৪ ৫২৫ ৫২৬
		৫২৭ ৫২৮ ৫২৯
		৫৩০ ৫৩১ ৫৩২
		৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫
		৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮
		৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১
		৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪
		৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭
		৫৪৮ ৫৪৯ ৫৪৯
		৫৫০ ৫৫১ ৫৫২
		৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫
		৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮
		৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১
		৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪
		৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭
		৫৬৮ ৫৬৯ ৫৬৯
		৫৭০ ৫৭১ ৫৭২
		৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫
		৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮
		৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১
		৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪
		৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭
		৫৮৮ ৫৮৯ ৫৮৯
		৫৯০ ৫৯১ ৫৯২
		৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫
		৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮
		৫৯৯ ৬০০ ৬০১
		৬০২ ৬০৩ ৬০৪
		৬০৫ ৬০৬ ৬০৭
		৬০৮ ৬০৯ ৬১০
		৬১১ ৬১২ ৬১৩
		৬১৪ ৬১৫ ৬১৬
		৬১৭ ৬১৮ ৬১৯
		৬২০ ৬২১ ৬২২
		৬২৩ ৬২৪ ৬২৫
		৬২৬ ৬২৭ ৬২৮
		৬২৯ ৬৩০ ৬৩১
		৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪
		৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭
		৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০
		৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩
		৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬
		৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯
		৬৫০ ৬৫১ ৬৫২
		৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫
		৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮
		৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১
		৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪
		৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭
		৬৬৮ ৬৬৯ ৬৬৯
		৬৭০ ৬৭১ ৬৭২
		৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫
		৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮
		৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১
		৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪
		৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭
		৬৮৮ ৬৮৯ ৬৮৯
		৬৯০ ৬৯১ ৬৯২
		৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫
		৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮
		৬৯৯ ৭০০ ৭০১
		৭০২ ৭০৩ ৭০৪
		৭০৫ ৭০৬ ৭০৭

আমরা একজন চিকিৎসক প্রেরণ করিতেছেন যাতে তারা যাতেই না। আমরা পরামর্শকে একজন চিকিৎসক প্রেরণ করিতে অনুরোধ করি।

এই ক্ষেত্রে আমাদের আর একটি কথা বলতে হবে। কিছু দিন হইল গবর্ণমেন্ট এখানে যে এপিডেমিক ডিসপেনসারি স্থাপন করিয়াছেন তাহারা এসকল স্থানের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। যে সকল গ্রাম ও নিম্ন বাক্তি অর্থাৎ বৈ চিকিৎসা করাতে পারিত না তাহারা এই ডিসপেনসারি স্থাপনা বহিঃস্থেই সাহায্য লাভ করিয়াছে। এক এক দিন ৫০০। ৬০০ রোগী সমবেত হইত। এক্ষণে এপ্রদেশে যেরূপ জাহাজ অনেক কমিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এখনো যে সম্পূর্ণরূপে চলাইয়াছে এরূপ বলা যায় না। এখনো লোকে মধ্যে মধ্যে আর দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

আমরা এখানে গবর্ণমেন্টের প্রেরিত মেট্রিক ডাক্তার কর্তৃক সুখোপাধায়ের প্রাথমিক না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। এই ব্যক্তি যেরূপ প্রতিশ্রমে সহিত কার্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ইনি এক এক দিন প্রায়ঃকাল ৬ টা হইতে ১ টা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রোগী দেখিয়াছেন। এখন ইনি একাকী আইলেন, কিন্তু দিন দিন রোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় যে আর একজন সহকারী নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনের আকস্মিক সাহেব বর্ষন এপ্রদেশে আগমন করেন তখন তিনি স্বয়ং ডিসপেনসারিতে উপস্থিত হইয়া একজন সহকারী জন্ম রিপোর্ট করিয়া যান। তৎপূর্ব্বক এক জন

সহকারী প্রেরিত হইয়াছেন। এক্ষণে রোগীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সকলে আশঙ্ক করিতেছেন যে গবর্ণমেন্ট ডিসপেনসারি উঠিয়া লইবেন। আমাদের আশা হয়, কারণ এখনও সকলে সম্পূর্ণরূপে যোগসুস্থ হয় নাই এবং কয়েক বৎসর যেরূপ দেখা যাইতেছে, বর্ষাকালে যেরূপ পুনরায় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ডিসপেনসারি উঠিয়া গেলে এখানকার স্যানিটারি পুনরায় পূর্বের ন্যায় কষ্ট উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেন্ট যদি কোন প্রকারে ডিসপেনসারি এখানে স্থায়ী করেন তাহা হইলে লোকের বিশেষ উপকার হয়। আমরা নীচা লেখন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি।

—০০০—

মহা রাণীর রাজ্যে বাঙ্গালিদের
অসন্তোষের কারণ কি?

বাহিরের ঘটনা মাত্র দেখিয়া যাঁহারা বিচার করেন তাঁহাদের মতে মহারাণীর রাজত্ব কালে সন্তোষ এবং অসন্তোষ উভয়েরই কারণ আছে। মহারাণী খীর হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করা অবধি একমিকে যেমন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানা প্রকার উন্নতি সূচক কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং পূর্বাশ্রমক অনেক বন বৃদ্ধি হইয়াছে অপর নিকে তেমন এই অল্পকালের মধ্যে স্বতন্ত্র হৃদয়, সংক্রামক আর প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ দেখা দিতেছে যাঁহারা পুনরায় সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা বলেন, স্বতন্ত্র দিন যাইতেছে ততই দেশের উদ্ভিদ বৃদ্ধি হইতেছে; কারণ সমুদায় জল দুর্ঘ হইয়া আসিতেছে। অরুণাণি ব্যক্তির প্রভৃতি গাণ্ডা প্রভৃতি সমাজে প্রবেশ করিতেছে এবং ক্রমেই জিরা কাণ্ড

বৃদ্ধ হইতেছে। যাঁহারা নবীন সম্রাটের ভুক্ত তাঁহারা বলেন, দেশের মৌড়া গাই বাড়িতেছে; কারণ জলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বন বৃদ্ধি হইতেছে; দিন দিন সম্রাটের আলোক বিস্তৃত হইতেছে এবং সকল প্রকার কৃষকতার চলিয়া যাইতেছে। পাঠকগণ কোন সম্রাটের কথা বিদ্যমান করিবেন? আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন তাঁহারা বোধ হয় প্রাচীন সম্রাটের মতেই মত দিবেন এবং যুবকগণ শেখোক্ত মত প্রকৃত মত বলিবেন, কিন্তু দিন দিন দেশের লোকের অসন্তোষ এবং নিরাশা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই স্বীকার করিবেন। গবর্ণমেন্টও প্রাচীন সম্রাট না অসম্রাট আনিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত, দেশবাসীরা যে গবর্ণমেন্টের প্রতি সম্পূর্ণ সম্রাট মত তাহা কর্তৃপক্ষের অনুভব করিতেছেন এবং তাহার কারণসমূহা নেও প্রকৃত হইয়াছেন। অন কত সুখদমতি কমিশনের এবং কাহেলি প্রভৃতি হস্তগত দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই এই অসন্তোষের সুনীভূত কারণ স্থির করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রগণ যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ তাহা বর্ণিত হইয়া না। আমরা পূর্বেই আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কেবল এক মাত্র দেশীয় সংবাদ পত্রদিগকেই দোষী করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। ইহার আরও সুদ আছে। সে সুদ কোথায়, আমরা যথাসাধ্য তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

গত শত বৎসর ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে একটি প্রধান এই যে, যে পরিমাণে লোকের প্রকৃত কামনা

কিছু কিছু কাজ শেষ হইয়াছে।
সেই সময়েই যে সকল কাজ
সেই সময়েই যে সকল কাজ
সেই সময়েই যে সকল কাজ

আলামেব রাজধানী।

সকলেই বোধ করি জানেন যে
আলাম বঙ্গদেশী গবর্ণমেন্টের
হইতে একজন চিক কমিশনারের
অধীন ন।
সকলেই বোধ করি জানেন যে
আলাম বঙ্গদেশী গবর্ণমেন্টের
হইতে একজন চিক কমিশনারের
অধীন ন।
সকলেই বোধ করি জানেন যে
আলাম বঙ্গদেশী গবর্ণমেন্টের
হইতে একজন চিক কমিশনারের
অধীন ন।

অনেকে ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন
যে বঙ্গদেশের নহিত তাঁহাদের
সম্পর্ক থাকিল না, কিন্তু অস্বাভাবিক
প্রণীতে তাঁহাদের দেশ যে অশেষ
কষ্ট পুনর্জন্ম হইবে হিন হিন দুঃখ
সহ্য হইবে তাঁহাতে সন্দেহ নাই।
চিক কমিশনার যদি একজন
জরুরি লোক হন তাহা হইলে যে
একজন চিক কমিশনারের
সম্পর্ক থাকিল না, কিন্তু অস্বাভাবিক
প্রণীতে তাঁহাদের দেশ যে অশেষ
কষ্ট পুনর্জন্ম হইবে হিন হিন দুঃখ
সহ্য হইবে তাঁহাতে সন্দেহ নাই।
চিক কমিশনার যদি একজন
জরুরি লোক হন তাহা হইলে যে
একজন চিক কমিশনারের
সম্পর্ক থাকিল না, কিন্তু অস্বাভাবিক
প্রণীতে তাঁহাদের দেশ যে অশেষ
কষ্ট পুনর্জন্ম হইবে হিন হিন দুঃখ
সহ্য হইবে তাঁহাতে সন্দেহ নাই।

আলামেব চিক কমিশনার কর্ণেল
কিটিং সাহেবের পুথ্যটি আছে। তাঁহার
পদ গ্রহণে সেখানকার লোকেরা
সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।
এত দিন গোঁড়া
আলামেব নগর ছিল।
এই নগরটি আজকার নয়, বহুদিন
অবধি ইহা ইতিহাসে গ্রাসিত।
সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।
এত দিন গোঁড়া
আলামেব নগর ছিল।
এই নগরটি আজকার নয়, বহুদিন
অবধি ইহা ইতিহাসে গ্রাসিত।

সুখ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়া
ছেন। সিলেটে জলপথে বাইবার
উপায় নাই, সল পথেও বাইবার
অসুবিধা। গোঁড়ার জলবায়ু
সিলেটের মার উৎকৃষ্ট নহে একথা
উহার বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা
বলেম যে গবর্ণর জেনারেল
যেমন করেকমাল সিলেট
পক্ষে গমন করেন, কর্ণেল
সাহেব না হয় অসুখ করে
কমাল পার্শ্ববাস করিবেন
কিন্তু তাহা পি ছোঁড়া হইতে
বাজধানী স্থানান্তরিত করা
উচিত নয়

এ সেই পুরাতন প্রশ্ন। রাজা ও
প্রজাতিগণের মতামতই এই
প্রশ্নটি উঠিয়াছে। এক মাত্র
শাসনকর্তার পুত্র
অন্য দেশে গিয়া থাকিলে
অসুবিধা জন্মিত কিনা, বিশেষ
বিবেচনা করা কর্তব্য।
আলামেব রাজধানী
উত্তর করা যদি আবশ্যিক
হয় তাহা হইলে প্রজাদের
মতামত জানিয়া তাহা
সহিত কর্তৃত্ব করিলে
ফলপাতের মতামত
এক পত্র লিখিয়া
ছেন। সিলেটে জলপথে
বাইবার উপায় নাই,
সল পথেও বাইবার
অসুবিধা। গোঁড়ার
জলবায়ু সিলেটের
মার উৎকৃষ্ট নহে
একথা উহার বীকার
করেন, কিন্তু তাঁহারা
বলেম যে গবর্ণর
জেনারেল যেমন
করেকমাল সিলেট
পক্ষে গমন করেন,
কর্ণেল সাহেব না
হয় অসুখ করে
কমাল পার্শ্ববাস
করিবেন কিনা
কিন্তু তাহা পি
ছোঁড়া হইতে
বাজধানী
স্থানান্তরিত
করা উচিত
নয়।

১৯৩৬

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একজন
ইতিহাসের নাম 'বিশ্বকোষ'। এটি
বৃহৎ উপর একটি সমগ্র। এটি
অতি কঠিন, এবং এটি একটি বড়
পুস্তক। এটি লিখিত ছিল, এটি
লাগিয়া এই ব্যক্তির বাক্যগুলি
কখনও উহার উচ্চ। হয়। যিহায়ে
বোম্ব হর পাঠকসমূহ বুঝিতে পারিতেছেন
ই ইতিহাসের চক্রে একজন একেবারে
বিশ্বকোষ পুস্তক জীবন অংশে
বান মনে।

মাগালার লাক্স মেলির আলিও
সম্মুখে আবেদন লাভ করিতে পারেন
নাই।

কেন্দ্র অব ইতিহাস বলেন, জনশ্রুতি এই
রায়গীর জমিদারীতে জমিদার
বাঁ। সি. এস. আই. হাইকোর্টের বৃত্ত
পাতি হারকানার মিত্রের পদাধিকার
হইবে। জামরা লহনা এসময়ে
করিতে পারিতেছি না; কিন্তু
সম্মুখ সাহেবের হস্তে পর
জমিদারী দেওয়া
জমিদারী হইতেছে। তাহাকে
দিতান্ত অবস্থান করাও
হইবে।

বোম্বাইর ৬২ জন মুসলমান
রিক মেলিরনে পাঠান হইয়াছে।
আরও
অনেককে প্রেরণ করা হইতেছে।

কেন্দ্র অব ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া
গেল, নাইসারি জেলে একজন
করেদী ছিল, উহার পদবর
আবদুল হুসেইন। উহার
হঠাৎ একটি ব্যক্তি বাহির
হওয়াতে এই ব্যক্তি এক
তরবার দ্বারা তাহাকে
হত্যা করিয়াছিল। তাহাকে
করাবুজ করিয়া একটি
কন্ড দিয়াছেন। এবার
এক দিবসের মধ্যে দুইজন
পারী ও ২ জন হিন্দুকে
হত্যা করিয়া
করাবুজের জন্য
করাবুজ হইয়াছিল।

১ লা টক্স ওয়াশ।

কিন্তু বাহ্যে, তারিখের
কিন্তু বাহ্যে, তারিখের
কিন্তু বাহ্যে, তারিখের

গত বছরের রা'জতে
করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক

করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক

করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক

করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক

করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক

করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক
করাবুজ হইয়াছে। অনেক

২ লা টক্স শনিবার।

কেন্দ্র অব ইতিহাস বলেন, প্রতিদিন
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ।

সম্রাট ইংলেণ্ডে ভ্রমণের
কিন্তু বাহ্যে, তারিখের
কিন্তু বাহ্যে, তারিখের

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস
কলিকাতা পোষ্ট অফিস

[illegible]

পারিলেন না। উহা বিভাজ্য পরিভাষার
বিষয়। পূর্ণ কালের জীবনের আভ্যন্তর
গতকে ইতি সাধনের প্রথম পদ বলেন
। পিতা-মাতার অনুমতি প্রাপ্তি বিহীন
করিয়া উহা ও মীতল হইতেছেন। ইহাতে
সন্দেহ নাই। ইনি কখনো কখনো পুণ্ডলও
বৈষ্ণব পুণ্ডল স্বর্ণ পুণ্ডলও লেই রূপ পুণ্ডল।
স্বামী আশী বসিয়া হিন্দুর হৃদয়াংশে থাকিব
না, কেবল ত্র্যম্বকগের সহিত আচীর বাস
হারাই করিব, অপর সন্তানবর্গের ভক্ত
লোকের ভক্তির সাধু তাব লইব না, এ
প্রকার কি ভাল? বাস্তবিক যে প্রকৃত ত্র্যম্বক
হইবে সে যেন কাহাকে সামান্য মনে না
করে। পারস্য কবি হাকেম আলি সরলভাবে
রাসকের ন্যায় বিবীত ভাবে ইশ্বরকে ডাকি
ছেন, 'কেহবা তীহাকে রাজা ভাবে ডাকে
কেহ বা সখা ভাবে ডাকে কেহ বা মামী,
যে যে ভাবে ডাকে তাহাতেই তাহার শাস্তি
ও দুঃখ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।' তীকে
পেতে কি বিলম্ব হয়? যদি ডাকা সত্য হয়,
সেই চিত্ত শুভ হয়।" বেবেঞ্জ বাবুকে
জুকে বড় আঁড়া করেন, অনর্গল হাকেমের
কণিতা মুগ্ধ হইলেন। বেবেঞ্জ বাবু শুভ
এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ১২ ই
মাস তারিখে এখান হইতে বাইরা লাহোরে
১১ ই মাসের উৎসব করিবার সংকল্প
করিয়াছিলেন। কেবল বাবুর অনুমোদনে মূল
তানেই সাংঘাতিক উৎসব সম্পন্ন করিতে
সমর্থ হইলেন, মূলতানই সমগ্র বাঙালীকে
উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সকলে
বেবেঞ্জ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলে
প্রথমে সকলে হাঁড়িরা অর্জনা হয়, উপ
নিবন্ধ হইতে অনেক সংস্কৃত পত্র উচ্চারণ
করিয়া অর্জনা করেন পরে কলিকাতা
আশ্রম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত
উপাসনা হয়, তাহুল দর্শক উপস্থিত না
হওয়াতে পৃথক উপবেশ বেওয়া। অংক
বোধ করেন নাই। অর্জনার পর একটি বাবু
একটি ত্র্যম্বক সজ্জা করেন। তৎপরে জামা-
বের কেবল বাবু একটি গান করেন, শেষেও
দুই তিনটি সজ্জা হইয়া উৎসব শেষ হইল।
ইহার মধ্যে মূলতানি এক হল কখন গরু

দুই গান গাইয়াছিল। সকলের সহিত
বেবেঞ্জ বাবু নিউজলাপ করিলে সকলে
যে স্থানে চলিয়া গেলেন। ১১ ও ১২ মাসের
দিন বেবেঞ্জ বাবু মীন পরিভাষার জন্য
২-৩ মাসের বাবুর কিছুটা বৈষ্ণব এবং
একটি পুণ্ডল। বেবেঞ্জ বাবুকে সংস্কৃত
একটি পরিভাষা দেওয়াতে তাহাকে ১০
টাকা বৈষ্ণব। বেবেঞ্জ বাবু ২৫ পে. অংক
রিয়া টুপে মূলতান হইতে যাত্রা করিয়া
অনুভবাত্মক গমন করিলেন। অংক-
বৈষ্ণব একটি সজ্জা এই রূপ বলেন, বলা
লেই সাধু হিন্দুসেবেজ বাবুর ন্যায় মহাবীর
সহিত চিরকাল থাকিতে পান, আমার
মাত বেবেঞ্জ বাবুকে ছাড়িলে আশ্রম সমা-
জের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। যদি জীবন্ত
আশ্রম সমাজ করিতে হয় তবে বেবেঞ্জ বাবুর
মতে চল। ভাল। প্রকৃত কথা এই অংকে
নিজের সখ্য না করিয়া অন্যকে উপবেশ
বেওয়া মিথ্যা, নিজে সাধু হইলে অগত্যা
সাধু করা যায়, নিজে ইশ্বরকে দেখিতে
পাইলে অগত্যা কেহ না যায়, চক্ষু মুগ্ধ
করিয়া যে কেবল অন্ধকার বেখে, আর ইন্দ্রি-
য়ের বিষয়ে ভাবে, যে কিরূপে অন্ধকার প্রচার
করিবে? "ইশ্বর পাণ্ডার সন্তোষকথা হন"
ইত্যাদি কথা কেবল বাবুর উপবেশে শুনি
রাছি। বাস্তবিক জ্ঞান করনা মতে, ইহা
সাধকগণের প্রত্যক্ষ সত্য কথা। বেবেঞ্জ
বাবু একটা কেবল দুঃখ পান করিয়া জীবন
ধারণ করেন। একে ইনি অশুভ, তাহাতে
প্রায় পঞ্চাঙ্গ, ঠিক ভাষা ন্যায় বোধ হয়,
ধর্ম যে কল্যাণের মতে, ইশ্বর যে কথার কথা
মহেন, তাহা বেবেঞ্জ বাবুর ভাবপূর্ণ মুক্তি ও
কথাকে প্রকাশ পায়। ইহার বিশ্বাস করতল
নাম আমলক ফলের ন্যায়। ইহার প্রমত্ত
বেহিমান্তিক পামও সরল হয়। ইহার
অনুভব পদ্ধতি উত্তমভাবে মনোমত
না হইলেও কেবল বৈষ্ণব ন্যায় হিন্দুসী
ও তত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের
আচার সর্জন্য না করেন। সে বৎসর ১১ ও
১২ মাসের পত্র বর্ষান্তে বেবেঞ্জ বাবুর উপর
আক্রমণ প্রকাশ করিয়া অনেকের মনে
বেবেঞ্জ বাবুর প্রতি অসন্তোষ উৎপাদন

করিয়া দিয়াছিল। এবং সাংলোকে প্রতি
দিন অংক: ২৫ পত্র করিয়া বৈষ্ণব তীর্থা
রও বর্ষান্তে। বাবু বর প্রত্যেক দুঃখ
ভার জন্য বেবেঞ্জ বাবু হিন্দু সে বৎসর
বাহ্যবৎসবের সময় কিছু আট বছর মাঝে
প্রকাশ্য সংঘর্ষ কাগজে আশ্রম ওকালত
করিয়া প্রকাশ করা যে কত অন্যায্য হইয়া
ছিল তাহা বলিতে পারি না। পর বিদ্যা
পত্র পীড়া এ দুঃখ কেন অজানা? এই পত্র
ভিন্ন ত্র্যম্বক সজ্জা যেন আনুগত্য আশ্রম
স্বরণ করেন। বেবেঞ্জ বাবু বেবেঞ্জ কঠিন
কঠিন পত্রিকার মধ্যে পাড়িয়াও ইশ্বরকে
বর্ষা থাকিরছেন, পৃথিবীতে এমন দুঃখ
অতি বিরল। ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন
বেবেঞ্জ বাবু আরও দীর্ঘকাল জীবিত
থাকিয়া আশ্রমের জগৎ দোষণা জীবনে
প্রকাশ করিতে পারেন।

মূলতানে কেবল বাবু আসেন না, তাহাতে
অনেকে নিরাশ হইয়াছিল, বেবেঞ্জ
বাবুর লগ্নমানে সে ক্ষোভ মিটিয়াছে, কিন্তু
বাসনাশ্রম মূলতানই বাবুর কোন স্বামী
কল হইয়াছে কি না জামি না।

বড় দিনের পর মূলতানে যথেষ্ট ব্যক্তি
বর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে কল্যাণের
বিশেষ উপকার হইয়াছে।

ডেরাগাজী বা—বড়দিনের পর ডেরা
গাজী বাবু যথেষ্ট ব্যক্তি বর্ষ হইয়াছে। ১১ ও
১২ মাসের উৎসবের দিন এখানে দুইটি বাঙালী
আশ্রম হিন্দু আশ্রম করিয়া সমগ্র দিন
উপাসনা স্বামী পাঠ চতুর্থা দিতে পাবিত
তবে বিন আতিথ্যিত করিয়াছিলেন,
মধ্যে মধ্যে এক এক দিন এতদূর পাবিত
তবে ইশ্বরের সহায়সে সকলেরই, অংক
উচিত, তাহাতে শাস্তি ও কল্যাণ হয়। সকল
ধর্ম সন্তানবর্গের উৎসব আছে, আশ্রম
বাক্যের আশ্রম। বিগত সর্জন্যে সত্য
ধর্মের অনুগামী বসিয়া আশ্রম তীর্থা যে
উৎসব বর্ষান্তে বিগত বছর থাকিবেন ইহা
কখনও ভুলে পারেন না। উৎসবে আশ্রম
অত্যা গিয়া সজ্জা হয় মীন ভাব
গিয়া সরল ভাব হয়, এই জন্য সকল ধর্ম
সন্তানবর্গের অংক হিন্দুধর্মকে অধিক

[illegible]

ভেদে ভেদে কালি পড়িয়াছে।
আরো-...
কইন...
পাশে...
এ...
গেল...
র...
মানিক...
স্বাক্ষর...
কোন...
জির...
হরিণ...
যখন...
সৌ...
প্রাণ...
র...
উদ্ভিদ...
ডঃ...

ডেরা গাজী খাঁ পূর্ববঙ্গের ইন্দো-ইরানীয়
 ৩য়ী জাতির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
 এবেলিকা পত্রিকা সম্পাদক। তিনি বলেন, 'এ
 প্রমাণে, কিন্তু তাৎপরে কিয়ং এই, যে ছাত্রী
 'হের কলেজে নঃ সাহিত্য কলেজ 'বঃ গাজ
 'গেজে' : গাজ'বের ছাত্রগণ ২০ ইং
 'গাজ' কলি পাঠেলে 'গাজ' গাজ' গাজ'
 'গাজ'।

ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট-সি—এখানেও বড়
 পুরের পর যথেষ্ট বারিষর্ষ্য চাইরাছে।
 জিও এখানে যথেষ্ট শীত অনুভূত হই
 ছে। স্বাস্থ্যের বেশে যুগ শক্তির সার্থক
 যোগ্য এক শীত বোধ করনা। বিশেষতঃ
 রোগের ডেরাজিতে যথেষ্ট শীত চাইরাছে,
 রোগের যথেষ্ট শীত যথেষ্ট বোধ করনা।
 এখনকার মিশনারি মিউজিয়ামের একটি
 প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে এখানে ভাল স্থান
 আছে। এখানে অনেক দ্রব্যাদি আছে।
 এখানেও প্রায় তিন আশ হাজি স্থান

১০
 ১১
 ১২
 ১৩
 ১৪
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

সম্প্রতি এই প্রকারেই হওয়া উচিত।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED
JAN 10 1968

FROM THE
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1155 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1967 O - 348-100

50c

[illegible]

বাড়িতে বসেই আছে, কাল লিপিবদ্ধ।
বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক প্রাণ বার বার।

“হিরাবীরে” মনোরম—সত্যিকার জীবন
একটা পক্ষে ক’ম করি জীবন,
হিরে মনে বহু জ্বালা বাল। তবু জীবনালী
সকালে বহিরা ছিল, সংসার কি তার ?
অজীবনে কিছ প্রাণ বার নাগি কারে।

এবার পড়েছে কাল অর্থাৎ বিবর্তন,
হুইতে বহুদৈর্ঘ্যে আশ্রয়ের খুব,
ইচ্ছামতী নদী তটে আশ্রয়ের নাস বটে,
দুর্ভাগ্যে ডাঙার জল লেগে। অতিথির
কৃতান্ত সমান জীবন মজোর আলির।

হুইটী একটী যেই আছে জলাশয়,
পরি জল। নাহি জোবে শুষ্ক অতিথির
কতকে টেনেও তার কতকে আঁবিলম্বর
এই রূপ নশা তার হার হার হার।
নিরপনে অজীবনে প্রাণ বার বার।

অনাবৃষ্টি যেইবার বহুতুয়ে হয়
সেই বার আশ্রয়ের জীবন সংসার।
হলে দীর্ঘ সন্তোষের থাকে দীর্ঘ নিরন্তর
তা হলে করিয়া সবার জীবন জীবন ;
করিতে হয় না কতু অন্ধ বরষণ।

রাজহায়ে বহুতর করি আবেদন
দীর্ঘদমে চিরকটী কখন যে’চেন।
সম্বন্ধিত কলেবর দিহে এক সন্তোষের
হক্ক সারিজা হুখ, খরি রাজ পাঠ।
অজীবনে একীকর বার বার বার

২৪। মর্চ } বসন্ত
পূজা } অস্বাভাবিক যুথোপাধ্যায়।

(১)

বহুতর। দুইখ্যাত কবিতাজগৎ,
সেপের আলোকময় হীণ জুলা সারা
ক্রমে ক্রমে সবাকারে করিলে নিধন।
তাবি শোকে দুখে সারা চোকে বহে সারা
হাটিকোটে ছিল জল, হারকানিধি। মিত্র
তারেও নাশিতে কি মা টেল এত খুঁটা ?

৩। কান বসেবে কান্য সন্তোষে হুখ পত-
কাদি মোহ বটিকায়ে।

(২)

বহুতর বহু বার কিম্বদন্তি লকলে,
প্রাণবন্তে বহু সময়ের না’র বার,
হিরাবীরে মনোরম আশ্রয় বারিকাল,
মিত্র অস্বাভাবিক প্রাণ বারিকাল,
ভাঙেও না করে তুই, তার এক হুতুই,
মিত্র অস্বাভাবিক প্রাণ বারিকাল।

(৩)

প্রাণবন্তে উজ্জ্বল নিম্নক না বহু;
জিহ্বা প্রসারিত করে নিম্নক,
তার পরে বিমলি পাণ্ডিত লভ্য নাবে,
অনুভব যুগে প্রতি বলে প্রাণবন্ত,
বহু বহুতর পাণ্ডিত, জিহ্বা প্রসারিত,
এবার কি নিতে তাঁরে না’র টেল জুল।

(৪)

তব দেব নাহি মাগো কালে সন করে,
কালের নিয়ম কেবা করিবে লভ্যন,
কে বাঁচতে পারে, কাল প্রাপ্তি হলেপরে,
কালের দৌরাখ্য কেবা করিবে শাসন।
নাহি তার বহিষ্কার, কি বিধান গুণী জামী
স্বাকারে সমস্তকে করিছে ভক্ষণ।

(৫)

বিশেষতঃ ভাল তব ভাল মতে যাভা,
ভাট বহু ভাল ভাল তব হুতগণে,
দীর্ঘ জীবী বহুতর না বহু কনভা,
অস্বাভাবিক প্রাণ বহু কালের সংসার,
মতুবা কি ভয়ঙ্কর, বিদ্যাবুদ্ধি গুণাকর,
বেশ মিত্র মিত্র কেন মর্ষবে জীবনে ?

(৬)

হাট রে। হাকণ কাল হয় কি উচ্চত,
হালা মুখে বেম রত্নে করবারে আস ?
দর্শ্যবর্ষ কিছুই না মানি ভিত্তিহিত,
কোন উচ্চপথে তব নাহি হয় জাল ?
কিহাজা বিচরণতি, কি দীন কি দৌরমতি,
অন্যাসে সবাকার কর সর্বনাশ।

(৭)

বহুতর। তব পাণে হুইল পাণিণী,
মতুবা ভাঙার মনে বেম সাধ মতে,
আপন লাভক ভকে যেহুত সাণিণী,
একবারে জলাঞ্জলি দিয়া সারা যেহে,
তাঁর জুগুপ্সা মত, সবার হুইতে মত,
তাঁই ত হাকণী লোকে জননীকে কহে ?

(৮)

পুত্রপে প্রাণ বহু মিত্র সাণিণী,
সমস্ত বহুতর মিত্র সাণিণী,
জিহ্বা কোণে লভা টলে তস্মাৎ,
সন্তোষে জিহ্বা লভে না টেল মনভা,
দীর্ঘ জীবী বহুতর, মাগে বহু অত্যাচারে,
একা বিজয় করে পোকেস সমতা।

(৯)

অস্বাভাবিক বহু লোকে যে বহু কাতর,
হাকণ আছে মিত্র নাহি বহু উচ্চ কথা,
পাণ্ডিত অর্থাৎ শোক সে বহু পাণ্ডিত,
সদৃশ জিহ্বা, মর্ষে নাহি অযো বাখা,
বহুতর মিত্রবহি, হুখ টমা বটে মর্ষ,
তার জমা পাঠ শোক চিত্ত করা বুঝ।

(১০)

ওহে কাল জোম’র গতিক বুঝা তার,
অজালে হুইতে রত্ন বহু এই বো’দ,
উচ্চগতি তব গতি অতি চমৎকার,
উচ্চ কর অযো গতি এই আশ্রয়বহু,
কি’ত বারি জ্যোতিসব গল্পবহু মিলিত,
অহরহঃ শূন্য দিতে শূন্য তে গজো’ব।

(১১)

নাথ বহু প্রতিবাদী অদেখী বিনোদী,
সমস্ত পত্রিকা সবে করিছে বিলাপ,
হুত জল মিত্র বহু জন অর্থবাসী,
ভাজি বহু পীড়া কষ্ট সংসার প্রলপ,
পঞ্চদশ ক’লমেতে, বহুতরিতবার প্রাণে,
প্রাপ্তি হরি পরিহার অক’মা কলাপ।

(১২)

অস্বাভাবিক দুনিয়ায় পক্ষতর দক্ষ,
বেশীল ব্যবস্থা বহুতরিতর দক্ষ,
জুগুপ্সাতে ছিল দিতে প্রাণ পাণ্ডিত,
পক্ষপাত জীবন হুজু’র বহুতর,
তর্কে পটু হু প্রবীন, চাটুখোজা ক’লমে,
সত্যপ্রিয় সত্যপ্রিয় ভাঙত মতন।

(১৩)

অস্বাভাবিক ছিল তাঁর প্রাণের প্রাণে,
হুগলি জেলার চৌকি সাংসার মাঝেতে,
জনক জোম’র বিদ্যাবাহু মিত্র মাগে,
দিশাভাগ করাইল হুজু’র সাংসার মতে,
বহুতর সমস্তকে, বাবুলা পটীকা পুতে,
উত্তীর্ণ হারকানিধি লভ্য মিত্র সাণিণী।

সোমপ্রকাশ

১৭ নং। ১৯৭৩।

১৮ নং। ১৯৭৩।

বঙ্গদেশ প্রতিনিধিত্ব পত্রিকা: নবমস্তম্ভে নবমস্তম্ভে নবমস্তম্ভে।

প্রতিদিন প্রকাশিত হয়।

প্রতিদিন প্রকাশিত হয়।

১৯৭৩। ১১ই ডিসেম্বর। ১৯৭৩। ১১ই ডিসেম্বর।

প্রতিদিন প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞাপন।

"ভারত সার"।

বঙ্গদেশ প্রতিনিধিত্ব পত্রিকা: নবমস্তম্ভে নবমস্তম্ভে নবমস্তম্ভে।

ভারত সার।

ভারত সার।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা; যাতে

২৪ পরগণা বাওরানি।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাই

হরিকৃষ্ণ কল্যাণ প্রকাশক

হরিকৃষ্ণ কল্যাণ প্রকাশক

যদি পুস্তক ক্রয়িত হইতেছে, তদ্বারা

প্রকাশিত হইবে।

অধ্যক্ষ।

ভারত সার।

ভারত সার।

ভারত সার।

ভারত সার।



कथं वा शिखरी आहं ननु ।

कलिकाठा-२६ म.१. विद्याकर्मणिना, ८३३६

ভেদে সীমিত উদ্ভিদ-প্রাণী জীব

पिडीत तण्डि

[illegible]

এই প্রকৃতিতে প্রথম আমের রকম বাঁধানো
এই বিচারার্থে আছে এবং আবশ্যিক মত
প্রদেয় সুস্বাদু কালিমাও পাওয়া যায়
পারে। ই-রাজী এই তত্ত্বমিত প্রদেয়
রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে বেশুত্ব কালি
দের প্রকৃতিতে উপস্থিত না থাকে, তাই
উচিত যুগে সরবরাহ করা যায় এবং সে
স্থানে মগর টাকার বে-অপারে কলিন
পাওয়া যায়, আমেরাও সেই অনুসারে মক
লকে কলিন দিয়া থাকি।

মাছুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাছুল
পাঠাইলে তালিকা পাঠান বইতে পারে।
অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচ না পাঠাইলে
কাহাকেও পণ্ডকারি পাঠান বার না।

1994 年 6 月 1 日

সৌম্যপ্রকাশ ।

১১ ই চৈত্র মোক্ষদা ৮

विष्णुदा त्वां रक्षति किं वा ?

ইংরাজেরা আর সহ্যকার করিয়া
 থাকেন যে স্বাধীনতা বিষয়ে কেহই তাঁহা
 হের অপেক্ষা আগ্রহের নহে। বিশদ্ব ব্যক্তি
 বিগকে সাহায্য করিবার সময় তাঁহার
 অবশেষ বিবেচনা কিহা আত্মীর পর বিচার
 করেন না। যে কোন দেশ হটক না কেন
 যে কোন শ্রেণী হটক না কেন, অর্থ
 সাহায্য দ্বারা তাহাদের দুঃখ মিথ্যার
 আবশ্যক বোধ হইলে ইংলণ্ড আর কাল
 বিলম্ব করেন না। একবার প্রমাণিত
 পাওয়া গিয়াছে। ফ্রান্স এবং জার্মানির
 যুদ্ধের পর ইংলণ্ডবাসীরা ক্রাফ্ট এবং
 জার্মানির বিশেষজ্ঞ পরিবারবিগকে
 সাহায্য করিবার জন্য সমস্ত সমস্ত টাকা
 চান্দা করিয়া পাঠাইলেন। সেদিন ভরা
 নক অগ্নিকান্ডে চিকেনো নষ্ট হইয়া

করিয়া গেলেন ইংলণ্ডে বসিতে এতদূর অর্থ
সাধায়া প্রয়োজিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের
মুসলিম সমস্ত প্রজাবিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ড
প্রাসীরা যেকোন অর্থ সাহায্য করিতেছেন
তথাও তাঁহাদের বদান্যতার সামান্য
নিদর্শন নহে। তৎপক্ষী লোকেরা জিজ্ঞাসা
করিলেন কই ভারতবর্ষবাসি হিন্দুরা
ও বিপ্লবদিগের বিপ্লবধারণে এতদূর
অগ্রসর নহে? তাঁহারা দাবীপূর নীচ প্রকৃতি
ও মনুষ্য নীচের আখ্যাণা। অধিকার
ইংরাজ এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া
আমাদিগের জাতির অপবাদ দোষণ
করিয়া থাকেন। এই অপবাদটী কতদূর

১৩ জুলাই বিচার করা হয়েছে।
নিম্নের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রকাশ্য চীৎকার দ্বারা যে বহানাতার
প্রকাশ পায় সে সহজে ইংরাজদিগের
সহিত আলাপিতের কারণ। গত এতদ
আছে। দেখা যাউতেছে, কিন্তু এই ব্যবহার
গত এতদেবের মূল কোথায় তাহাই এখন
বিচার্য। এই এতদেবের দুইটা মাত্র
কারণ নির্দেশ করা যাউতে পারে।
প্রথম, অর্থের অসচ্ছলতা; দ্বিতীয়, জন
গণের সংকীর্ণতা অর্থাৎ প্রকৃত বর্ষ
পরতা। প্রথম এতদেবের বিচার করিতে
গিয়া দেখা যায় যে অর্থ সহজে ভারত
বর্ষ ইংলণ্ডের অনেক শক্তিতে পড়িয়া
আছে। কৃষি ও বাণিজ্য এই দুইটা কোন
বিশেষ অর্থগমেব প্রধান দ্বার; দুর্ভাগ্য
ক্রমে ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থা আজও
উন্নত হয় নাই এবং যে কিছু বাণিজ্য
আছে ও দিন দিন হইতেছে তদ্দ্বারা
এদেশবাসিদিগের অপেক্ষা বিদেশীয়ে
এই সমৃদ্ধিক লাভবান হইরা থাকে।
উপার্জনের পরিমাণ এবং উপার্জকের
সংখ্যা অল্প কিন্তু বায়ের পরিমাণ
অল্প নহে। কিন্তু সমাজের গঠন প্রণালী
যেদ্বারা তাহাতে সমস্যার আবশ্যক বয়

বাহ্যে অতি অল্প পরিমাণ অর্থ উদ্ধৃত
হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অন্যের
বিপদ উপস্থিত হইলে অর্থ সাহায্য করা
সুকল ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষের দিগের
বঙ্গমতা বিষয়ে যে ক্রুটি লক্ষিত হয়
এই অর্থের অসম্মল ভারত এক প্রধান
কারণ। ভারতবর্ষের মধ্যে পারসিরা
বাণিজ্য বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং
সর্বাপেক্ষা ধনবান সুতরাং সর্বাপেক্ষা
দানশীল যে দেশেই অধিক সংখ্যক
নোককে অতি কটে দিন ব্যাপন করিতে
হয় তাহাদের দান-ধ্যান করিবার অবসর
কোথায়?

একশ্রেণী হিন্দুরা স্বার্থপর কিনা, বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্বেই বলি
রাছি কুলদর্শী লোকেরা হিন্দুদিগকে
স্বার্থপর মনে করিতে পারেন কিন্তু একটু
দৃক্সমূলে দর্শন করিলে আর সে সংস্কার
স্থান পায় না। বাঁহারা স্বার্থপর, নিজের
কর্তৃক বৃদ্ধি গণনা করাই বা তাদের প্রকৃতি,
তাহাদের স্ববয়ের সেই সংকীর্ণতা জীব
নের সকল কার্যেই প্রকাশ পায়। অগ
বীর্ষের বহি হিন্দুদিগকে স্বার্থপর জীব
করিয়া স্থষ্টি করিতেন তাহা হইলে হিন্দু
সমাজের প্রত্যেক বিভাগে স্বার্থপরতা
লক্ষিত হইত। কিন্তু আমরা বরং তাহার
বিপরীত ব্যবহার দেখিতে পাই আমরা
দুঃখান্ত স্বরূপ করে কত বিবয়ের উল্লেখ
করিতেছি। প্রথম, একান্ত-প্রথা। এই
প্রথার আনুষঙ্গিক অনেক দোষ আছে
কিন্তু ইহাতে মেরুপ নিঃস্বার্থতার পরিচয়
পাওয়া যায়। মেরুপ নিঃস্বার্থতা একরূপে
অতি সম্পদই দেখা যায়। আমানিশের
বেশে পিতৃ পুত্র এবং শ্রেষ্ঠ হাত
পূরুষদের সম্পদের সঞ্চিত যে পণ্ডি
সম্পদ বংশধরদের জাতীয় জাতীয়
মেরুপ আছে কিনা সন্দেহ। এবং জন
গুহ্য মানে ৫০০ শত টাকা উপার্জন

[illegible]

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

শুধু কংগ্রেস নাহবে কেন, সকলে
এমন অনেক হুঁচকি আছে। দেখাওনা

সাঁউৰ মূৰবৰন মিটনি সগালিটী ।
উপস্থিত সাক্ষীগণ শেব হইবে, আফিফাল বহুদৰ শেব হইবে, আবার
এংগ হইতে সমুদায় সাক্ষীগণ

কৃষ্ণি আশ্রয়িতা হইয়া
সুখের আশ্রয়িতা হইয়া
সুখের আশ্রয়িতা হইয়া

পদার্থের শুদ্ধ পদ করা ও তাঁকা মাজ, কোন কোন পদার্থের মাজের কইতে

পদার্থ অধিক পদার্থে প্রস্তুত হয়, গবর্ণমেন্ট মাজের বাসিন্দাদের অনুযোযে সেই সকল পদার্থের শুদ্ধ অংশ করিয়াছেন। এই আবিষ্কারটি যে দেশের লোকের বিরক্ততা ও অসন্তোষ তিনটি মাণে হ্রাস করিতেছে তাহা বলা যায় না। অল্পে পরই বস্ত্র বস্ত্র বস্ত্র কাঁচা অনেক লোককে নিযুক্ত রাখিত, তাহারা কর্মবিরহীন কইত। প... মাজের উত্তরবাসিন্দা একদুর অধিকার পাইয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। তাহারা না

টেট সেক্রেটারি মাকুইল অর্থাৎ মালিক বরির নিকটে প্রতিনিধি দ্বারা আবেদন করিয়াছেন যে তিনি যেন তাঁহার কাজে জিন্দে বণিক সন্তোষ হইতে হই একজন লোক গ্রহণ করেন। টেট সেক্রেটারির কাউন্সিলে সকল সন্তোষের প্রতিনিধি থাকা উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাজের বাসিন্দা যে দুর্ভাগ্যবশত এই প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহাদের লোকের আরও সুবিধা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমরা টেট সেক্রেটারিকে সতর্ক করিতেছি তিনি যেন সেই স্বার্থপর প্রস্তাবে কর্ণপাত না করেন। বরং বিদেশীয় জিহোর শুদ্ধ বুদ্ধি করা উচিত। সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অধিকার আছে। ইংলেণ্ডে ভূমির রাজস্ব নাই, এক শুদ্ধে হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকা আদায় হয়। বিদেশীয় বাণিজ্যের শুদ্ধ বুদ্ধি করিলে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বাড়িতে পারে, আমরা অনেক ট্যাক্সের ভার কইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি এবং দেশীয়দিগের পরিভ্রম শক্তির বিকাশেরও অবসর থাকে।

উপস্থাপনার কালে আমরা বেশীদূর যত্ন বাণিজ্যের অগ্রগতি করিতেছি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমরা আইনকটক কোম্পানির মত সমবেতভাবে বিলাত কইতে যত্নবান। আমরা কখন, এবং এদেশে তাহার সাহায্যে যত্নবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন তাহা কইলে অনেক লোকের অগ্রগতি কইবে এবং তাহারা এক লাভবান হইতে পারিবেন।

কেও অব ইতিহাস ও ইতিহাস। আমাদের জিহামপুরের সন্তোষী দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্য অধিকারি বিজীথিকা দেখাইয়া আনিতেছেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলি শুদ্ধিতে শুদ্ধিতে মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্ভাগ্যের আগ্রহ কইতেছে। ইংলিসমান প্রভৃতি করেব্বারি সংবাদ পত্রের মত যে, কেবল দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হইয়াছে ততদুর ঘটনার সত্যতা নাই। ইংলিসমানের এক জন পত্র প্রেরক দুর্ভিক্ষের মৌলযোগ কেবল কতকগুলি লোকের মনঃকল্পিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই উত্তর পক্ষকেই অস্বীকারি যোযে দুর্ভিক্ষ মনে করি। দেশবাসী অগ্রগতির উপস্থিত না হইক—কোন কোন জেলীর যে অভ্যন্তর অগ্রকট উপস্থিত কইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া কেও অব ইতিহাস আশঙ্কা বৈশুর্গ কইবে এক্ষণ বোধ হয় না। অস্বীকার জন্য কেওের সম্পাদক অনেক উপহাস বিজ্ঞপ্তি সহ্য করিয়া অবশেষে বিরক্ত কইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল স্রষ্টকে দেখিবার জন্য গমন করিয়া ছিলেন। চতুর্দশ দিবসের মধ্যে দুই তিন জেলাভ্রমণ করিয়াছেন এবং স্বচক্ষে যাতা দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে যাতা শুনিয়াছেন, গত বারের কেও অব ইতিহাস তাহার একটা সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আনোপ্লাস্ত তাহা

পাঠ করিলাম। সম্পাদক ভ্রমণ বেরূপ তাড়াতাড়ি করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনা তেও সেই রূপ তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি জিন্দে অকলের লোকের দুর্ভিক্ষের বেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমাদের ত সন্তোষ ভরানক বোধ হইল না। তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টা দুর্ভিক্ষের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১ মতঃ এক এক স্থানে ৫ সহস্র ১ সহস্র লোক পরিভ্রম করিতে আনিয়াছে, বিন দিন চলিবার উপায় থাকিলে তবে এক লোকে মজুরি করিতে আনিবে কেন? দুর্ভিক্ষের মজুরিদিগের মধ্যে স্রীলোকের ও হালকের সংখ্যা অংশ নয়; বিশেষ ক্রেশ না কইলে ইহার খাতিতে আসে নাই। তৃতীয়তঃ যে সকল স্রীলোক পরিভ্রম করিতেছে তাহার মধ্যে জাহাঙ্গীর কন্যাও আছে। নিম্নলিখিত প্রাণের দার উপস্থিত না হইলে তাহারা প্রকাশ্য স্থানে কাজ করিতে আসে নাই। দ্বিতীয়তঃ যে সকল সাহায্যপ্রার্থী সংখ্যা হ্রাস কইতেছে। এগুলি দেখিলে বোধ হয় বাস্তবিক দুর্ভিক্ষ দ্বারা উপস্থিত কিন্তু আমরা আমাদের দেশের বিরক্তদিগের অবস্থা ও প্রকৃত বিশেষ জানি, বেবেলীয়েরা ইহা দেখিয়া বড় ভীত হন, আমরা তত ভীত হই না। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ত দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই; এবং এখনও সাহায্য দান আবশ্যক হয় নাই কিন্তু আমরা মিশর দিলিতে পারি আজ যদি গবর্ণমেন্ট এদিকে কয়েক গাড়ি চালন পাঠাইত। যেন এবং এক্ষণ ঘোষণা করা হয় যে, সেই চালন যাত্রা ও নিঃস্রবণকে বিতরণ করা কইবে তাহা হইলে রাজনী প্রত্যন্ত কইতে না কইতে মন্ততঃ ২। ও সহস্র ভিক্ষার্থী জুটিবে। তাহাদেরও শ্রীর অগ্রগতি



এখন যে ডিরিগেবল আছে
সেই ডিরিগেবল পাঠ্যক্রম
২০ নং অধ্যায়ের উপর
কিভাবে যে ডিরিগেবল পাঠ্যক্রম
ব্যাখ্যা করেন :

[illegible][illegible]

ক'পে'নহাগেনের বন্দর ডাক আছে
ব'র মাঝে মাঝে ক'ব'ি'গ'র শ'ব্দ
ক'ব'ি'গ'র ক'ব'ি'গ'র ক'ব'ি'গ'র
ক'ব'ি'গ'র ক'ব'ি'গ'র ক'ব'ি'গ'র

[illegible]

The following information was obtained from a review of the records of the Federal Bureau of Investigation, Department of Justice, and the Central Intelligence Agency, Office of Security, regarding the activities of the Central Intelligence Agency, Office of Security, during the period from January 1, 1961, to December 31, 1961.

অন্য পথেও অনেক পলাইতেছে। নাকি
কাজে কাঁধে ত্রুণ ত্রুণ খাতিয়ে
কিন্তু কালের বাবদ্য করিতেছে।
অন্য হুঁতুকাঁড়িত পুঁইস কোঁকর
বইতে বইতেই জাহাজ নিখার
করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের লোক
সকল সাধারণে অনেক স্থানেই বহু
লোকের মৃত্যু হইত।

মধ্যরাতে এক হুঁতুকাঁড়িত পুঁইস
হইতে ১০ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

মিররের লক্ষ্যেই সংবাদদাতা লিখিয়া
ছেন, গণ্ডা পেরিট এবং ফিফারদের স্থানে
স্থানে হুঁতুকাঁড়িত উপক্রম হইয়াছে। এক
মিত্র এই সকল স্থানে রিলিফ কার্যের অনু
ষ্ঠান হইতেছে। ইহাতে সাধারণ সমাজের
হইতে আর ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।
সকল দেশের মারি দেশেও হুঁতুকাঁড়িত
তথ্য হইতে বহু সংখ্য লোক কাজ ও খায়া
পাইবার আশার সিকারিবে আসিতেছে।

বিলাতের হোম মিউস বলেন “মহারা-
ণীর নামের সম্পর্ক থাকিতে লণ্ডনের রিলিফ
কণ্ডের আরও প্রসার হইবে। দিন দিন
চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। গত মঙ্গল
বার সন্ধ্যার মধ্যে ২০ হাজার টাকা জমা
হইয়াছে। আর ১ লক্ষ টাকা নীতি পাইবার
কথা আছে। বুধবার ২১০০০ টাকা চাঁদা
উঠে। তাবৎ টাউন কাউন্সিল ও মেয়রের
নিকট এক এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হই
য়াছে। কেহ কেহ ইংলণ্ডের তাবৎ বর্ষ
সম্রাটকে উক্ত কমিটিভুজ করবার জন্য
প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রত্যেক বর্ষ সম্রাট
য়ের সম্বন্ধগণ বক্তৃতা করিবেন এবং উক্ত
কণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবেন। ডিস
রেলি সাহেব ইংলণ্ডের রাজ্যের উক্ত
টাকা বক্তৃতা হইতে হুঁতুকাঁড়িত ব্যক্তি
গের সাহায্যার্থে ব্যয় করিবেন যে প্রস্তাব
করেন। তাহদের লইয়া তর্ক বিতর্ক হই
তেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, ভারতবর্ষের
নিজের তার নিজেই বহন করা উচিত।
অনেকে কিন্তু ডিসরেলির মতে মত
দিয়া বলেন, তাহা অসমর্থদের প্রতি আশা
দিগের প্রত্যেক সাধারণ লোক প্রদর্শন হই

কর্তব্য হয়, তাহার উপযুক্ত সময়
উপস্থিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যেই লিখিত ও শিল্পিত বলেন,
কিন্তু এই হুঁতুকাঁড়িত পুঁইস হইয়াছে
কিন্তু ইহাতে কমিটিভুজ রাজী ২
হাজার এবং বংশীলি ও রায় রতন রায়
হাজার ১ হাজার টাকা দিয়াছেন।

সম্রাট রেখনে বুলক আদর্শ কোম্পা
নির চাউলের কলে আশ্রম লাগিয়া বিস্তার
কতি হইয়া গিয়াছে। ১ জন হুঁতুকাঁড়িত এবং
অনেকে লিখিত হইয়াছে।

মিউজিকাল বেলম, পাটনা হইতে
হুঁতুকাঁড়িত পুঁইস সকল পলা পঠা
ইবার জন্য বোম্বাইয়ের উক্ত টেসন সকল
হইতে বহু সংখ্য পুঁইস আনিবার বন্দো
বস্ত হইতেছে। কলি হারাও পলা লইয়া
আনিবার জন্য বহু সংখ্য এক বর্ণ বন্দা
প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে হুঁতুকাঁড়িত ক্রমে
ভীষণ হুঁতুকাঁড়িত করিতেছে। দক্ষিণ আর
কতি হইতে বোম্বাই সংবাদ আসিতেছে
তাহাতে লাভ হবার ভীত হইয়া সেখান
কার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য
বামবার সাহেবকে তথ্য পাঠাইয়াছেন।
এক কয়েকজনে ২৮৪৮০ লোকের বাল,
এখানে অধিকতর পলা নষ্ট হইয়াছে।
ইহা নিগের এপ্রেল হইতে জুলাই পর্যন্ত
খাদ্যের অভাব হইবে। অন্যান্য স্থানেও
পলা বানি বিবস্ত্রন হুঁতুকাঁড়িত উপক্রম
হইয়াছে।

সংবাদ সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ। ২২ এ ফ্রেব্রুয়ারি কে
কোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে। ১০ হাজারের
কি আর বাবদীর টেন্ডা পুঁইস তাহাতে
ব্যয় করিয়াছে। সার গার্বিট টেন্ডা গবর্ণমে
ন্টের সাধারণ কয়েকটি কেস প্রাপ্ত হইয়া
ছেন।

গত কল্য লণ্ডনের রাজ্যের অনেকগুলি
হুঁতুকাঁড়িত হইয়া গিয়াছে। সার আলবার্ট সেলুন
পাতিত হইয়া দক্ষিণ বর্ত্ত জাগিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ। মালবার হাউস ফ্যামিলি
রিলিফ ফণ্ডে ৪৬০০০ টাকা উঠিয়াছে।

১৮৯১ খ্রী কোম্পানির প্রার্থনামতে মা
য়ে মের ১০ ই মার্চ এক সভা আহ্বান
করেন।

লিডস, মালকোড ডবলন পাউথাম্পটন
অন্য অন্যান্য নগরে রাজ্য প্রদেশীও বহুশ্রেণে।
বালি ১৮ ই মার্চ। বিলম্বিত বাত রোগা
ক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন।

—৪০—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আবেশাস্থ্যসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই মার্চ। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী
কালেক্টর মোদী আবদুল জব্বার মুন্সীর বিজ্ঞা
পের রিলিফ কার্যের জন্য জু ম প্রমাণ ১৮৭০
অক্টোব ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্ট
রের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু দোসাই দাস বক্তৃতা কিছুদিনের জন্য
ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং মেদিনীপুরে
রাহলেন।

বাবু জীবান চন্দ্র বর্মা কিছুদিনের জন্য মেদিনী
পুরে সর্গের কার্যের জন্য প্রথম জেনারেল সব
ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ডেপুটী কালেক্ট
রের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের সর্গের ডেপুটী কালেক্টর বাবু
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৭২ অক্টোব ৯ আইন এবং
১৮৭২ অক্টোব ৭ আইন অনুসারে বালেশ্বর
বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডবলিউ, বি. গুলডহাম সি. এস রিলিফ
কার্যের জন্য চম্পারনে রহিলেন।

এ. ফর্দস সি. এস. নীত্যাধিব পুণবা উপ
বিভাগের ভার পাইলেন।

১০ ই মার্চ। পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও
ডেপুটী কালেক্টর মোদী জাহানউদ্দীন বোমেন
জিহুকে বদলী হইলেন।

প্যালামো উপ বিভাগের ডায়রাপ্ত প্রতি-
মিহি সহকারী কমিশনার এল, আর, ফার্স ১৮৭১
অক্টোব ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের
ক্ষমতা পাইলেন।

১৩ ই মার্চ। হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট
ও কালেক্টর এ. সি. টি টি ১৮৭১ অক্টোব ২৬
আইনের ৩ ধারানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা
পাইলেন।

জমদীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর
বাবু নীত্যাধিব মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের
জন্ম ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

যদি শত্রু আক্রমণ চেষ্টা করে তবে
শিল, ছোট গাউন, সাদা রঙের
পট, কুমড়া, কাঁচা, পাকা, সবুজ
কুমড়া, এই সবই শিলের রঙের

[illegible][illegible]

সোমপ্রকাশ

৩৪৪

তারিখ:

১৯ নংখ্যা।

“সকলি প্রকলিখিতা। পার্থিব: নরম্মনো অসিমম্বনী ন হ্যোয়না।”

প্রথম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা

প্রথম সাপ্তাহিক ১১ টাকা

সম ১২৮০-১৯ ই চৈত্র । ইং ১৮৭৪। ৩০ এ মার্চ

মকমলে মাতুল সমেত প্রথম বার্ষিক ১০০ মূল টাকা এবং সাপ্তাহিক ১১০ টাকা।

“ভারত সার”।

বঙ্গ মহাভারতের যে দুই এক খানি অমূল্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও মূল্যের ন্যায় অতি প্রকাশ্য কঠিন ভাষায় লিখিত এবং বহুদূর। কালী নামের মহাভারত মূল্যের অল্পগামী নহে। আমি মূল সংস্কৃত অমূল্য করিয়া “ভারত সার” নামে ইংরেজিতে একখানি সার গ্রন্থ সংকলন করিতেছি। ইহাতে ভারতীয় সকল কিছাই কথিত থাকিবে। মূল ভারতে পুনর্ভুক্ত প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য যোব আছে, ভারত সারে তাহা থাকিবে না। ইতিহাস এছ যে রূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই হইবে। পাঠকদের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে অকারাদি বর্ণ ক্রমে একটি সবিস্তার নির্ঘণ্ট অর্থাৎ ইন্ডেক্স দেওয়া হইবে।

“ভারত সার” উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষর প্রণেত প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ডে ২০ ফর্ম (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া থাকিবে। মূল্য প্রাক্করকারীদের প্রতি ১০ আনা মাত্র। অমূল্য ৮ খণ্ডে গ্রন্থ শেষ হইবে। গ্রন্থেই মহাশরপণ নাম খানি লিখিয়া নিম্নলিখিত স্থানে আনার নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের নাম ডাকিকা জুড় হইবে এবং যথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত হইবে।

শ্রী ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়
২৪, বীর্জা ফসলেন
কলিকাতা

কেন্দ্রসংলগ্ন
শ্রী ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কালী খণ্ডের মূল টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১০ আনা, ডাকমা-তুল ১০ আনা। নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তৎ করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা বাওরালি
আচিপুর্ ডাকঘর।

লিখিত মত।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞান হইতেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে “হরি ভক্ত কল্লক্রম” নামে একখানি গ্রন্থ মূল সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বলিত প্রকাশ হইবে। অগ্রিম মূল্য ১০ আনা ডাক মাছল সমেত নির্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রন্থেই মহাশরপণ কলিকাতা বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে চাটখোঁড় ফ্রেণ্ড এণ্ড কোম্পানির নিকট অমূল্য প্রকৃতি করিলে পাওবেন এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা ও তাহার ইংরাজী অর্থ রুট। ডমাই বারপেণী করবার ৬ ফরমা করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।

হরিভক্ত কল্লক্রম প্রকাশক

শ্রী ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়

বাওরালী নিম্নলি

হাটখোঁড় পরীক্ষার্থী বালকদিগের প্রকৃত উপযোগী “২৪ নং সার” নামে এক

খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। ইহাতে নানাবিধ রচনা, রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০ ২০০ রচনার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ } শ্রী ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়

—৩৪৪—

গ্রন্থকরণকে বিনয় সহকারে জ্ঞান হইতেছে বাহার। সোমপ্রকাশের মূল্য ননি অর্ডার গণনা বরাত চিঠি যারা পাঠা ইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে পাঠাইয়া দেন।

অধ্যক্ষস।

—৩৪৫—

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অমূল্য বাদিত মণ্ডলিন্দান মূল্য ১ ডাকমাগুল ১০। ফেমিলি ট্রীটমেন্ট মার ডাকমাগুল মূল্য ১১০। এসপেয়াল ক্রাশের ছাত্রদিগের বিশেষ আবশ্যক “নোটস অন ইনজিনিয়ারিং” মূল্য ১১০ ডাক মাগুল ১০। আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রী ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু স্টেট কলিকাতা

—৩৪৬—

নিম্নলিখিত বঙ্গভাষার ডাক্তারি পুস্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া যায়।

ডাক্তার ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়ের

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন

এণ্ড ক্লিনিক্যাল ডায়াগনসিস

ক্যানিং সাইন্সেরিতে কিম্বা বামর্ডি ব্রান্ডের
এও কোম্পানির বোকারে অধ্যয়ন কর
পাইবেন। মূল্য ৫০ আন। মাত্র।

১৮ ই বর্ষ } জিনিয়রসহ তীর্থাচার্য
১৮৭৪ সাল }

সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে,
ক্যানিং বহু বসে এবং অর্থব্যয়ে পুরাতন ও
নতুন আমদানি রক্তমাংশর শুদ্ধ পেটের
পীড়া গ্রহণী ও হৃৎকিয়া এবং আমদানি হুয়ে
হস্তপদাদি শরীর ফুলা ইত্যাদি মিথ্যারূপের
এক মহৎ ঔষধ স্থির করিয়াছি। ইহা ঘারা
১০ : ১ : ১ টী রোগীর বহু দিবসের প্রবলী ও
রক্তমাংশর ১ মাসের মধ্যে ঐক্যমতপে
আরোগ্য করিয়াছি। ঐক্য পীড়াক্রান্ত
কোন যোগী আমার নিকট আসিলে ব্যক্তি
বিবেচনায় নান কিম্বা অর্থ গণনা রাইবে।
এই ঔষধ সাধারণে জানিবার জন্য আমাকে
পুরস্কার প্রদান করিলে সকলের গোচর
করিয়া দিতে পারি। যিনিপীড় কোন ব্যক্তি
এই পীড়াক্রান্ত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলে
ও ১০ আনা ডাকমাছল পাঠাইলে ব্যবস্থা
সহিত ঔষধ পাঠাইতে পারি, আরোগ্যলাভ
করিয়া আমাকে পুরস্কার প্রদান ক'বেন।

জিলা নদীরা }
গোবরডাঙ্গা }
২২ এ ফালগুন }
১২৮০ সাল }

১২৮০ সাল

১২৭৮ সালের ১৩ ই আশাঢ়ে বে ৬
বানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ওঅধো
অগ্রে ব্রজ-জামল নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত
গ্রন্থের চৈতন্য করণ পর্যন্ত সংকলন পূর্ণক
একাল করা হইয়াছে। ইহার মূল্য ১ টাকা
ও ডাকমাছল ৫ আনা।

মেসারীপুত্র
সকলিবাগার }
জিগুত বাবু অধিকাড়ন }
দেনের বাসার }

জিগুতগোবিন্দ
দেব।

সোমপ্রকাশ ।

১৮ ই চৈত্র সোমবার ।

নিজ নবদ্বীপ এতদিন নদীয়া জেলার
অধুগত ছিল, কিন্তু কিছুদিন হইল নগর

নগর নদীর আশ্রয়ে করিয়াছেন যে নব
নগর নদীর জেলার অধুগত না
বাকিরা বর্জমান জেলার অধুগত হইবে
এই আবেশে নবদ্বীপবাসী আপামর
সাধারণ সকলেই স্থাধিত হইয়াছেন।
স্থাধিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।
যে নগরের নামে জেলার নাম তাকে
জেলার অধুগত করিবার চেষ্টা করা উপ-
স্থান জনক। বঙ্গভূমির যদি কোন ইতি
বৃত্ত থাকে নবদ্বীপকে লইয়াই সেই ইতি
বৃত্ত। বঙ্গভূমির যদি গৌরব কিম্বা স্লামার
বিষয় কিছু থাকে নবদ্বীপে সেই সকল
ঘটনা হইয়াছে। এই স্থান মহাত্মা চৈত-
ন্যের জন্মভূমি; ইহা ভারতবর্ষের সন্ত
সংস্কৃত বৈষ্ণবের তীর্থস্থান; এই স্থানেই
মহাসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সন্ধ্যা ছিল, বঙ্গ
দেশের প্রায় কবি ভারতচন্দ্র এইখানেই
নিজ শক্তির পরিচয় দেন। বৈষ্ণব
শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে এই নগর কৃষ্ণ-
গর শান্তিপুর ও ভূতি স্থান সকলের
সহিত আবদ্ধ, আজি ইহাকে স্বসম্পর্কীয়
দিগের মধ্য হইতে হিন্ন করিয়া স্থানা
স্থির করা বিধেয় নয়। বোধ হয় গঙ্গা
প্যর হইয়া কৃষ্ণনগরে মোকদ্দমাদির
নিমিত্ত যাতায়াত করা অপেক্ষা কাল
নাতে গমন করা অধিক সহজ বলিয়া
কাহেল সাহেব একপ আবেশ করিয়া-
ছেন, কিন্তু প্রজাদিগের চিরক্রমাগত
সংস্কারের অনুরোধে এবং ইতিবৃত্ত
অনিত সত্যের অনুরোধে এবিধে হস্ত
ক্ষেপ না করা হই ভাল।

পাঠকগণ বিদিত নাহেন যে কিছু
দিন হইল বোম্বাই নগরীর পারলীদিগের
সহিত তত্ত্ব মুসলমানদিগের ভয়ানক
বিবাদ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা
পারলীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যা-
চার করিয়াছে; তাহাদের যুৎ

মুঠন বখালয়ের পরিভ্রমণ নষ্ট করি
রাছে, অশেষ একারে তাহাদের
বেরূপ ক্রোধ ও অগম্য করিয়াছে
তাহা স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত
উষ্ণ হয় এবং বোম্বাই গবর্ণমেন্টের প্রতি
অত্যন্ত অসন্তোষ ও দুঃখ উপস্থিত হয়।
তাহারা সকল চুকিয়া গেলে কতকগুলি
সৈন্য আনিয়া রাখিয়াছেন এবং এক
এক বার পারলী ও মুসলমানদিগকে
ডাকাইয়া মিষ্টকথায় মিলন করিয়া দিবার
চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা বৃথা
চেষ্টা যতদিন না সার বিচার হইবে
এবং অগরাধীকর সমুচিত নগ্ন হইবে
ততদিন পারলীদিগের মনের ক্ষোভ
মিটিবে না। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সাধ্য
কত এবং তাহা কি প্রকার তাহা তাহারা
জানিয়াছে; তাহাদের উপর যে অসন্তোষ
অস্থিবার তাহা অস্বীকার; এখন তাহারা
একবার উচ্চতর কর্তৃপক্ষদিগের নিকট
আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছে।
তাহারাও সার বিচার করেন কি না
দেখিবার ইচ্ছা আছে। ইতি মধ্যে
বোম্বাইএর পুলিশ কমিশনার সাহেব
সার জেমসেটজী জিজী তাটকে এক
পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে তিনি
এবং তাহার বঙ্গুগণ স্বয়ং এই বিষয়ের
বিচারার্থ এক সভা করেন সেই সভা
জেলার মধ্যে বহুক এবং যে সকল লোক
দাদার জন্য করদ আছে তাহাদের
সাক্ষাৎ গ্রহণ করা হউক; কিন্তু একজন
পুলিশ কর্মচারী তাহাদের সভাতে উপ-
স্থিত থাকে আবশ্যিক। সার জেমসেটজী
জিজী তাই এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া-
ছেন। তাহারা আপনাদের মকদ্দমা
আপনাদের বিচার করিতে প্রস্তুত নহেন,
তাহারা মহারাজার নিকট আবেদন
করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন।
স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বিদ্যাভিজ্ঞ য

নতা স্পৃহা বলবতী হইল। হাঙ্গারি-
গো বাহ্য কিছু উন্নতি হইয়াছিল
বাহ্য কিছু উন্নতি ও কেবল তাই এই
কারণেই; এবং বাহ্য কিছু কাজ সমক-
কতা এই কারণেই; এই সমস্যাই বাঙ্গা-
লিরা সাহেবদিগের চক্ষুশূল হইয়াছেন।
যে সকল ইউরোপীয় উত্তর পশ্চিম-
বাঙ্গালিগকে উন্নত করিবার জন্য বাস্তব
এবং সেই জন্য বাঙ্গালিদিগের উপর
জাতক্রোধ হইয়াছেন আমরা তাঁহা
দিগকে বলি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষা
বিহার প্রথা প্রবর্তিত না করিলে তাঁহা-
দের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। অথবা
বলবলে যে অর্থ প্রয়ুক্ত করিয়া
তাঁহারা অনুভূতি করিতেছেন আর
গোধ হই উত্তর পশ্চিম-
বাঙ্গালিগকে উন্নত করিতে ইচ্ছুক হইবেন না।

লাভ নর্থক্রকের পদত্যাগের
জনক।

এইরূপ জনশ্রুতি যে আগামী শত-
কৃত্তে লাভ নর্থক্রক পদত্যাগ করি-
বার সঙ্কল্প করিয়াছেন। লেপ্টেন-
গার্টের পদত্যাগ করিয়া চলিলেন
গবর্নর জেনারেলও পদত্যাগ করিবেন,
এই বিশেষের সময় এই সংবাদ শুনিয়া
আরও ভয়ের সঞ্চার হয়। কাহেল নাচে
বের পদত্যাগের কারণ শরীরের
অস্বাস্থ্য, লাভ নর্থক্রকের পদত্যাগের
কারণ কি? কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি
সার টমাস ব্যারিঙের প্রচুর বিতর্কের
অধিকারী হইয়াছেন সেখানে না
থাকিলে যে সকল বিষয় রক্ষা হইয়া
হুতরা কেবল বাবলেন, তাঁহার মনো-
বিশেষের পদত্যাগ ও মন্ত্রপরিবর্তনই এই
সংকল্পের কারণ। আবার কাহারও মতে
বর্তমান হুঁতক সমাজে তিনি যেভাবে
কার্য্য করিতেছেন ইংলণ্ডের অনেকে
তাঁহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন

এক *Review* লোকের যে
ছিল তাঁহার প্রশংসা করিয়া দিতেছেন
তাঁহাই তাঁহার মনোভবের কারণ। এই
সমুদায় কার্য্যই অনুমান মাত্র, বাস্তবিক
তিনি এ প্রকার সংকল্প করিয়াছেন কিনা
জানি নাই। এসংবাদ বর্ষ বাস্তবিক হয়
তাঁহা হইলে ভারতবর্ষ বাসিন্দে বিশেষ
হুঁতকা বলিতে হইবে। যতজন গবর্নর
অস্বাস্থ্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়া
ছেন তাঁহার মধ্যে লাভ নর্থক্রক ভিন্ন
আর কোন ব্যক্তিই বোধ হয় একরূপ
সকল শ্রেণীর প্রতি ও প্রজ্ঞার ভা-
ন হইতে পারেন নাই। বিধাতা তাঁহার
প্রতি বিশেষ অনুকূল, তিনি ভারত
ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই যেন প্রজা-
দিগের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র
হইয়াছেন। তিনি এই দুই বৎসর কালের
মধ্যে যতগুলি কথা করিয়াছেন, কিংবা
যতগুলি কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সকল
গুলিতেই তাঁহার প্রজা বৎসলতা প্রকাশ
পাইয়াছে। এক ইনকম ট্যাক্স বন্ধ করিয়া
তিনি সকল শ্রেণীর প্রশংসা ও আশী-
র্বাদপাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত
উপস্থিত হুঁতকে তাঁহার আর একটা
বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।
তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর ও শান্ত।
হুঁতক নিবন্ধন বেশমধ্যে যেরূপ শঙ্কা
ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এরূপ
সময়ে বাঁচার হস্তে সেই সকল লোকের
জীবন যত্নের ভার তাঁহার পক্ষে ধীরতা
রক্ষা বড় কঠিন; কিন্তু লাভ নর্থক্রকের
অবলম্বিত কার্য্য প্রণালী, তাঁহার প্রত্যেক
কথা ও আদেশ পাঠ করিলে তাঁহার
ধীরতা অথচ মৃদুতা দেখিয়া চমক-
কৃত হইতে হয়। তিনি লাভ নর্থক্রক
কিংবা লাভ মেসোর মত প্রজাদিগের
অস্পৃশ্য এবং অগম্যমন, আবার কাহেল
সাহেবের মত ঠটকারীও নন। তিনি
যে পরিচয় প্রজাদিগের কথা প্রবণের

অযোগ্য বিবেচনা করেন না ইনকম
ট্যাক্স বন্ধ করা এবং নিম্নলিখিত
নিবেদন করিতেই তাঁহা প্রকাশিত হই-
য়াছে, তিনি যে বাস্তব হইয়া হঠাৎ একটা
কার্য্য করেন না তাঁহা তাঁহার হুঁতক
সমুদায় কার্য্য প্রণালীতে জানা গিয়াছে।
কোথায় আসা প্রস্তাব করিতেছিলাম
যে তাঁহার নিয়মিত রাজস্ব কাল শেষ
হইলেও তাঁহাকে এদেশে থাকিতে অনু-
রোধ করা হয়, না, তাঁহার পদত্যাগ। এ
সংবাদ শুনি বলিয়া মনে হয় না এবং
সত্য হইয়াও কাজ নাই।

এখানে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা
হইতেছে। টেম্পল পত্রিকার ভারতব-
র্ষীয় সংবাদদাতার নায় কতকগুলি
অবিবেচক ও অবিদ্যাকারী লোকের
দোষে লাভ নর্থক্রক অকারণ ইংলণ্ডের
লোকের নিকট নিম্নাভ্যাস হইতে
ছেন। এনিকে লাভ নর্থক্রক বিপদ নিবা-
রণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন
নিম্নলিখিত গমন রহিত করিয়াছেন, দিন দিন
সমস্ত সমস্ত মন চাউল আমদানী করি-
তেছেন, তথাপি পুঁজোনিষ্ঠিত ব্যক্তি
দের অত্যাচার দোষে বিলাতের লোকের
নিকট তাঁহার অসুস্থিত কার্য্য সকল
বৎসমানা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।
একজনের অত্যাচার দোষে যদি অপর
একজন প্রকৃত প্রজ্ঞার উপযুক্ত ব্যক্তিকে
অপ্রজ্ঞাভাবান হইতে হয় তাহা অপেক্ষা
অবিচার আর কি হইতে পারে?

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় পৌর-
দ্বন্দ্ব উপর্য্যুক্ত

পূর্বে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় রাজনীতি
জগৎপের নিকট যেরূপ অপ্রিয়তাছিল
এখন আরও পেরাকার নাই। গত কয়েক
বৎসর অধি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের
দিগের চিত্ত সমধিকরূপে আকর্ষণ করি-
য়াছে এবং দিন দিন সেই আকর্ষণ বৃদ্ধি

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

উ—হাজিপুরের কাছারিতে কোর্সে গিয়ে
প্র—তাহার কবির কবিতা

উ—হাজিপুরের কাছারিতে কোর্সে গিয়ে
জাইন্ট সার্ভিসের এক সমিতিতে
কাছারিতে ১০ টাকা করিয়া টাকা
বেতন পায়।

প্র—তাহার কবির কবিতা

উ—আমি নানী থাকি আর চাখ করি।

প্র—এবার কসল কেন?

উ—আমাদের যে ১০ টাকা আমি আছে
তাতে কিছুই হয় না। তাহাদের চাকরী
আছে তাহাদের একরূপ চলিতেছে, তাহা
দের টাকা নাই তাহারা আদর্শেই থাকি
তেছে। যে পূর্বে এক সের খাতিত এবার সে
আর সের খাতিতেছে।

প্র—তুমি বলিতেছ কিছুই হয় নাই এই
যে বেখিলার অরহর উভয়টি রবিশস্য
দুন্দর করিতেছে?

উ—রবিশস্য মাত্রই অর্ধেক হইয়াছে।
জল হইলে শস্য বিগুণ পুরাতা উঠিত।
মান হইতে নাই, রবিশস্য কিছু হইয়াছে
আর গোদুন অর্ধেক হইয়াছে। তাই রবিশস্যের
কসল বেটে নাই হইলে কসলগের প্রাণ
নষ্ট হইবে।

কথোপকথনে কলিকাতা একে একে
জুর্জর হইয়াছে, হইবার সম্ভাবনা। গণ
যেট এই ভাবী জুর্জর নিষারণ করিবার
জন্য বহুটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি
না, গণের বলি। চক্ষে বেখিলার ছোট
ছোট বাক্য করিয়া ১৬ লক্ষ টাকা গণা পায়
করা হইল। ইহার ১০ লক্ষ মোজাকর পুরে
বাঁটবে আর ৬ লক্ষ হাজিপুরে থাকিবে।
কলিকাতা ৬০ লক্ষ টাকা মতিহারিতে
গিয়াছে। চক্ষে বেখিলার অগণ্য গরুর গাড়ী
শ্রেণী বাক্য হইয়া বেতিয়া বাঁটতেছে। মনে
করিলাম বেতিয়াতে, এত শস্য কি হইবে?
এবার এই পরীক্ষা।

বিবিধসংবাদ।

১১ ই চৈত্র সোমবার।

আমরা আত্মসম্মতি হইয়া পাঠকগণকে
একটি শুভ সংবাদ দিতেছি, বাবু রমেশচন্দ্র

মজ হুত বিচারপতি আরকানার মিত্রের পা
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মিত্রর বলেন, আরকানার
মিত্র রমেশ বাবুকে অত্যন্ত প্রভা করিতেন।
মজ বিচারপতি একদা এক ব্যক্তির সহিত
কথোপকথন কালে এই বলিয়া আক্ষেপ করি
য়াছিলেন যে, উকীল শ্রেণীর মধ্যে মিত্র কেবল
অবদর সময়ে পুস্তকাধি পাঠ করেন না
কেবল আর্থোপার্জন করেন মাত্র। নিজ
মিত্র শিকার উন্নতি বিষয়ে যত্ন করেন না,
কিন্তু রমেশ বাবু সেজন্য করিতেন না। তিনি
পড়িতে বড় ভাল বাঁটিতেন এবং সর্বদা
পড়িতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রমেশ
বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃতপূর্ব সমর
কোর্টের পেয়ার বাবু রামচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ
পুত্র। রমেশ বাবু অতি শৈশবাবস্থায় গিফ
ট্রী হইয়াছিলেন, ইহারে মিত্র প্রার্থনা
এই মজ বিচারপতি আরকানার মিত্র যেমন
অসম্পত্তিত। ও ধীরতা সহকারে বিচারকার্য
করিয়া বদলী হইয়াছিলেন, রমেশ বাবুও
সেইরূপ হাইকোর্টের আসনের গৌরব
বক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

১২ ই চৈত্র বুধবার অশুভ প্রায়
৪১ টার সময় অরুণোদয় হইয়া ও মথুরাপুর
হানার অধীন, বাটশাটী, রাণাঘাটা,
বড়াশী, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থানে বড় ও
অসংখ্য শিল্পজিহা গিয়াছে, বড়
সামান্য সামান্য বড় পড়িয়া গিয়াছে, এ
রূপ শিল্পজিহা বড়, বড়কা, অসংখ্য। শিল
গুলি বড় গোল আকৃতি, অসংখ্য ওজনে
প্রায় এক গোড়া হইলে এবং অতি অধিক
পড়িয়াছিল, যে, এক এক স্থানে তালীকৃত
হইয়াছিল। শিল পড়িয়া অনেক মজুর,
গরু, ছাগল, জরখ হইয়াছে, কিন্তু মারা
বার নাই। বড় কাল হইল কোদালিয়াতে
বেরু হইয়াছিল, তাহাও প্রায় সেইরূপ,
বিশেষ এই, উহাতে বড় অধিক হইয়াছিল,
উহাতে বড় অগ্নি, শিল্পজিহা সেইরূপ।

এত, জি ওজালপোল সাহেব আমাদি
গের নুতন ছোট সেক্রেটারি মার্কিন্স অব
মালিসবার প্রাচ্যবেট সেক্রেটারি হইয়া
ছেন।

কো টনের বাবা এই মজুর করিয়াছেন,
তাহার কবিতা নিম্নের একটুকুর এক
মজুরের বাক্য করিয়া উকীল বড়
দেশের চুক্তি করিয়া মজুরের প্রদান
করিতেন।

১২ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

কলিকাতার হইতে এক ব্যক্তি এডুকে
শন গেজেটে লিখিয়াছেন, "গত মহররের
দিন একটা ঘোরতর গাড়ীর গাড়ন হইয়া
ছিল। গাড়নটা গুরু গুরু শব্দ করিয়া গুরু
গুরু শব্দ করিয়া উঠিল। পর দিন তাহা
হইলে বড় হইল যে ২ বাসি এডুকে মোটাল
পুস্তক পড়িত হইয়াছে। আমি কোর্সের
ভিত্তিক পত্র আমদান করিলাম, এবং দেখি
লাম যে, তাহার উপরিভাগ উত্তম বাৎস
করা কৃষ্ণবর্ণ, অসংখ্যমণ্ডী প্রভৃতির দ্বারা
আচ্ছাদিত করিলাম, বোধ হইল যে ২ বাসি
গাড়ী। মোটালপুস্তকের লোকে বলে, গান
উকীল পড়িত হইয়াছিল উহাতে মোট
এল তুতলে পড়িত হইলে আর মোট
বুট হইত নাই। একদা ইহা কৃষ্ণবর্ণে গোঁজ
হইয়াছে লোকে অসংখ্যমণ্ডী, ইহার এক
বড় বড় মণ্ডল হইবে।" একদা মোটাল
সংকুল শব্দ জলপাই গুঁড়িতে অসংখ্য হই।
ছিগ বলিয়া একজন পত্রলেখক লিখিয়াছেন

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল
পারিসে একটা আশ্চর্য ঘটনা হইয়া
গিয়াছে। এক ব্যক্তি কুস্তুর ও বিকালের
মাংস বড় ভাল বাঁটিত, সে একদিন এ. টি
বিকালের মাংস ভক্ষণ করে। মাংস আহার
কালে পর তাহার বদন ও আত্মা খারিজীক
কষ্ট আরম্ভ হয়। তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার
আনা হইল। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিলেন
বটে কিন্তু কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা
করিতে পারিলেন না। অবশেষে ডাক্তার
তাহার মৃত্যুর এই কারণ স্থির করেন, এই
ব্যক্তি যে বিকালের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল
সেই বিকালটা একটা উজ্জ্বল বাতাস
ইহুদী আবার ইতিপূর্বে কোন বদ্যাক
প্রাণ খাটাইয়া তাহাতেই এই ব্যক্তি মৃত্যু
হইয়াছে। আমাদের বোধ হইতেছে যে

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশাবলী

নিয়োগ।

স্বাক্ষর ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এপ্রিলের তারিখ। বঙ্গদেশের ডেপুটি কালেক্টর আর, সি নিবেটের ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ খণ্ড অনুসারে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

১২ ই মার্চ। ডবলিউ এচ, বেঙ্গলসন ক্রমিক প্রথম জেনারি জাইন্ট মার্জিটেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

১৮ ই মার্চ। এস, জে কিলি ১৮৭১ অব্দের ২৬ আইনের ৩ খণ্ড অনুসারে ডপ্পারনে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

ম্যাকলিন সাহের কলিকাতার কষ্টমের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

২১ এ মার্চ টি, টি এলেন কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগনার প্রতিনিধি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জজ এবং অতিরিক্ত সেনিটর জজ হইবেন।

বাবু কালীন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিরন্তর শাসন কার্যের দ্বিতীয় জেনারি জাইন্ট করিয়াছেন এবং বঙ্গ হানি মিত গোব কর্মসূচির পালসাল জাতি ট্রান্স হইবেন কিন্তু ১৮৭৫ অব্দের কলেক্টর নাসে দেশীয় সিবিল সার্জিস পরীক্ষা দিতে হইবে।

জে, এ বোডলিন, এচ, বি, বীমস এবং বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গা বিভাগে রিলফ ডায়েরী জেনারি জাইন্ট ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

২৩ এ মার্চ। মদীয়ার সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু সুর্যকুমার সেন কিছুদিনের জন্য উক্ত বিভাগে ডেপুটি মার্জিটেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, জে, বি, টি ডালটন প্রথম জেনারি জাইন্ট মার্জিটেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

মডাইল বিভাগের তার প্রাপ্ত সহকারী মার্জিটেট ও কালেক্টর জে কেলিয়ার গঙ্গার বদলি হইলেন।

ডেপুটি মার্জিটেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মদীন্দ্র কুমার সন্ন্যাসী উত্তরবিভাগের তার পাইলেন।

বাবু তারিণীচরণ সান্যাল কলিকাতার অতিরিক্ত সব রেজিষ্টার হইয়াছেন।

কলিকাতার প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার বাবু বিপ্রদাস উক্ত পদে স্থায়ী হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই মার্চ। রেবেরেণ্ড ডাক্তার জে কিলি পল বালেগের একজন আইনজীবী মার্জিটেট হইলেন এবং তৃতীয় জেনারি মার্জিটেটের কর্মতা পাইলেন।

তৃতীয়ের ডেপুটি মার্জিটেট মৌলবী আবুল জব্বার কোজলারী ইণ্ডিয়ান ২২২ খারার উল্লিখিত অপরাধ সকলের পরামর্শ বিচার করিবার কর্মতা পাইলেন।

বেণ্ড সরাইর সহকারী মার্জিটেট সি, এ, ট্রিইলকিন প্রথম জেনারি মার্জিটেটের কর্মতা পাইলেন।

১৮ ই মার্চ। তারজিলিঙের ডবলিউ বাবু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুগ্গেফের কর্মতা পাইলেন।

২০ এ মার্চ। বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য মদীয়ার প্রতিনিধি সুবডিনেট জজ হইবেন।

বাবু রাধাচরণ রাই কিছুদিনের জন্য বরিশালের প্রথম সদর দুগ্গেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু বিহারিলাল মল্লিক মডাইলের প্রতিনিধি দুগ্গেফ হইলেন।

তারিখের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার বাবু তারিণীচরণ সান্যাল তৃতীয় জেনারি মার্জিটেটের কর্মতা পাইলেন।

সংক্রান্ত পরগনার আসপট্রান্সমিটেড আফিসর মৌলবী হোসেন আলী দ্বিতীয় জেনারি মার্জিটেটের কর্মতা পাইলেন।

বীরভূমের সহকারী মার্জিটেট ও কালেক্টর এচ, এফ, ম্যাথিউ প্রথম জেনারি মার্জিটেটের কর্মতা পাইলেন।

সমুদ্র রাইট পুর্বিয়ার সুবডিনেট জজ হইলেন।

রিবস টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ মার্চ। অন্য পুনরায় পালিতা মেষ্ট খুলিয়াছে।

রাজনী বঙ্কতা কালে বিদেশীয় রাজগণের সহিত বঙ্কতা আছে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন।

এডিংবর্গের ডিউকের বিবাহ দুই প্রধান সাম্রাজ্যের মন্ত্রণার লিডার বঙ্কতা হইয়াছে।

রাজনী বঙ্কতা এখন আশাঙ্কি বাণীর সহিত যেসকল হইয়াছে তাহাতে আশঙ্কি পশ্চিমোপ কুলের কাব্য দ্বারা বঙ্কতা ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের হইবে। এবং এই মুহুর্তে সৈন্যদল বঙ্কতা কাব্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে, রাজনী তারিখের তাহা বিগত বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের হস্তিক লঙ্ঘন রাজনী এডিংবর্গ বলি হইলেন। আমি আশঙ্কি হইলাম গতবর্ষে অন্যত্র নিবন্ধন ভারত সাম্রাজ্যের বঙ্কতা কর্তৃক প্রদর্শন সমুদ্রের স্থানে স্থানে প্রবাহিত এড হিম্মাং হইয়াছে, যে তাহাকে প্রত্যেক হস্তিক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। আমি গবর্নর জেনারলকে আশাঙ্কি এই বিপর্যয় নিবারণার্থ বঙ্কতা প্রয়োজন তিনি যেন তাহা ব্যয় করিতে সক্ষম হন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ। গত তারিখে কর্মকা ব্যক্তি বঙ্কতের হস্তিক লঙ্ঘন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের জন্য মার্ক হুইস অব সালিসবার যাহাতে ইংলণ্ডে টাকা তুলিতে পারেন তার মিত লাভ জর্জ হামিলটন এচ আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ। গত তারিখে মার্ক হুইস অব সালিসবার হস্তিকের জন্য ১০ কোটি টাকা কর্তব্য উদ্দেশ্য করেন। ইহার মধ্যে ৩ কোটি আশঙ্কি আবশ্যক।

লণ্ডন ২১ এ মার্চ। মার্ক হুইস অব সালিসবার হস্তিক লঙ্ঘন কাব্যপত্র উপস্থাপ্ত করিবার সমুদ্র লাভদক্ষতার প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, তিনি এসময়ে বঙ্কতা দুইভাষা কাব্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, তারিখের বাঙ্গালী দেশ উদ্ধার নিকট বঙ্কতা কাব্য।

কর্মকা ব্যক্তি লাভ মিত হামিলটন হস্তিক লঙ্ঘন বলিয়াছেন, আমি এড ৩ কোটি টাকার আশঙ্কি কাব্যের প্রয়োজন দেখা যায় না, কিন্তু ইংলণ্ড বঙ্কতা যেন সকল প্রকার বঙ্কতা লঙ্ঘনের জন্য লঙ্ঘন কাব্য প্রদর্শন করিয়া।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ। রাজনী গবর্নর সাহেব গিয়ে ডায়ালকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ। কর্মকা ব্যক্তি হস্তিক বিবরণ লঙ্ঘন পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। লাভ জর্জ হামিলটন বলিলেন, তারিখের গবর্নমেন্ট অনুমান করেন গবর্নমেন্ট ৩০ লক্ষ লোককে আহার দিতে হইবে। তারিখের কাব্য অনুমান করিয়াছেন, ইংলণ্ডে ৬২২৫০০০ টাকা ব্যয় পড়িবে। ইহার মধ্যে

চিকিৎসালয় স্থাপন করা কলকাতা হতে
সকল কর্তৃপক্ষ একত্র বিবেচনা করিয়া
নেহুনি।

২। এখনও নীলকর হাঙ্গারী একবারে
মিটিয়া যায় নাই। বহু দিন হইতে বাচরা
গ্রামের জমিদারের সঙ্গে একজন নীলকর
সাথেবের দিবার চমিতেছে। শুনিলাম,
বিহারী সংক্রান্ত একটি বিশেষ গুরুতর
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যায়ে বা এক
পক্ষের পতন হইয়া যায়। জমিদারি এখানে
লাটালী পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। বাচরা
গ্রাম খানি বসন্তারী আবাদ হইতে ৪ ফ্রোশ
দূরে অবস্থিত।

৩। কাটোয়া হইতে বোলপুর পর্যন্ত
একটা রাস্তার কার্য আরম্ভ হইয়াছে।
একপ একটা রাস্তার আরোজনীয়তা লব্ধ
সোমপ্রকাশে আমরা অনেকবার চীৎকার
করিয়াছিলাম।

৪। বীরভূম জুড়িক বিহারী সন্তার
হেতমপুরের জমিদার রামরঞ্জন বাবু ১১০০০
এগার হাজার টাকা দান করিয়া বিলম্ব
দেশবৈতনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। রাম
রঞ্জন বাবুর দিকে আমাদের বরাবর দৃষ্টি
আছে। তিনি অকুল ঐশ্বর্যের অধিকারী।
তিনি বীরভূমের জুঁর উপকার করিবেন
তিনি আবারের আশা আছে।

৫। রাইপুরের দক্ষিণ পাশ দিয়া অজয়
নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বাঁধ (পুল)
অতি ভয়াবহ ভাঙ্গন হইয়াছে। এতদ্বিবন্ধন
গ্রামে বন্যা প্রবেশ করিয়া কত যে কতি
করিয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা জ্ঞানার্থী।
এ বাঁধটি এই দুর্ভাগ্যের সংস্কৃত হওয়া
নিজান্ত আবশ্যিক। শুনিলাম সে দিন বীর
ভূমের মাজিষ্ট্রেট অফিসজান অন্য গিয়াছি
লেন। অফিসজানের কল কি হইল এখনও
জানা যায় নাই।

৬। কীর্ত্তবের শিবচন্দ্র বাবু এ দুঃসময়ে
অনেক কাজ করিতেছেন। শুনিয়াছি, তিনি
আপন জমিদারী তির তির স্থানে ২১ টি
পুকুরী খনন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া
ছেন। এখন ৫। ৭ টির কার্য আরম্ভ হই

১। তাহাতে অনেকগুলি দরিদ্র লোক
অতিশয়িত হইতেছে। তাঁহার জমিদারীর
এক স্থান বিরা মরুর জী নদী বক্রিয়া বাই
তেছে বাঁধের জীর্ণবস্থা নিবন্ধন বৎসর
বৎসর প্রকার্য কতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, এই
বেতু তিনি সেই বাঁধটির সংস্কার আরম্ভ
করিয়া দিয়াছেন। তাহাতেও অনেকগুলি
জমদীবি লোকের আহাির সংস্থান হইয়াছে
আরো শুনিলাম, তিনি ৩। ৪ হাজার টাকার
খানা মজুক রাধিয়াছেন। ট্যাক্ট আবার
মাসে দুর্ভিক ভরস্কা দুর্ভিক বারণ করিলে
আপন খানগ্রামে একটা অন্নভূত খুলিবেন।

২২ এ মার্চ
১৮৭৪

পুঁরিত পত্র।

জীযুক্ত গোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে।

সম্পাদক মহাশয়। সকলেই যে ধর্মের সং
বার করিতে জানেন একপ নয়। ধর্ম ব্যক্তি
দিগের মধ্যে অধিকাংশই রাজসিক ও স্ত্রাম
সিক কাব্যে বিশ্লবর্ষব্যয় করিয়া থাকেন।
কিন্তু সাত্তিক কাব্যে অর্ঘ্যব্যয় করেন একপ
লোক অতি অস্পষ্টই নয়ন পথের পথিক
হন। আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মাল-
রক গ্রাম নিবাসী গুণরাশি জীযুক্ত বাবু
গৌরী প্রসাদ ঈশ্বরের মহাশয়ের ধার্মিকতা
বহান্যতা ও অশেষ হিতৈষিতা প্রভৃতি
সহগুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার যশো
বর্ধনা না করিয়া চিত্তকে পরিভ্রম করিতে
পারিতেছি না। তাঁহার পরোপকারিতা
গুণে মালরক নিবাসী গ্রাম সকল ব্যক্তিকেই
অন্নসংস্থান করিয়াছেন। ঐ মহাশয় অগ্রীমে
বিশ্বব্রাহ্মী অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা
করিয়া প্রতিদিনের বহুসংখ্য অন্নাত্ম নিরা-
শ্রয় দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিতেছেন।
একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে
অনেক অন্নাত্ম বালককে শিক্ষাদান করি-
তেছেন। দাতব্য ঔষদালয় স্থাপনপূর্ব্বক
পঞ্জীকৃত বাবতীর দরিদ্রদিগের চিকিৎসা
কাব্য সম্পাদন করিয়া অনেক অকালমৃত্যু
নিবারণ করিতেছেন। একটা রমণীর দাতব্য

উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তদুৎপন্ন ফলফুলদি
পুণ্ড্রাঙ্গ পোষাশু পথিকদিগকে অক-
তরে বিতরণ করিতেছেন। একটা সামান্য
ক্রিয়া উপলক্ষে সমাজস্থ ব্রহ্মণ পণ্ডিত
দিগকে বহুঅর্থ প্রদান করিতেছেন। তত্ত্ব
কলিকাতা বাহিরিটোলায় বহীর একটা
অন্নভূত আছে। তথায় প্রতিদিন বহুসংখ্য
উপাধীন ব্যক্তি অন্নভোজন করিতেছেন।
রাজসিক বা স্ত্রামসিক কাব্যে ইনি এক
কপর্দকও ব্যয় করেন না। ফলতঃ তাঁহার
তুলা ধার্মিক ও সাত্তিক কাব্যে ব্যয়শীল
পুরুষ এ প্রদেশে অতি অস্পষ্ট আছে।
একপে অন্নদাতার নিকট প্রার্থনা এই
তিনি ইহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিলে
ইহাওয়া এ সমাজের বহু উপকার সাধিত
হইতে পারে।

১৯৮০ সাল } জিঃ—
১২ ই টেব্রু }

—১০—

মহাশয়। সন্ততি আমি সন্মোহনলক্ষে
মেদিনীপুরে আগিয়া উপস্থিত হইয়াছি।
মেদিনীপুর বঙ্গদেশের একটা প্রধান নগর,
এই স্থানের বিবরণ অবগত হইতে পারিলে
অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিবেন।

এই নগরটী কংসাবতী (কংসাই)
নদীর তীরে সংস্থাপিত, এই নদীর জল
অতি নির্মল সুস্বাদু এবং পরিশ্রমক ক্রিয়ার
পক্ষে সাত্তিক অল্পকূল। ইহাতে চিংগ্র-
প্রাণী কিছুমাত্র নাই বলিতেও হয়, হুতরাং
লোকে নির্ভীকচিত্তে অন্নাদি করিতে পারে।
এ সময়ে কংসাবতীর তীর্থ তরঙ্গ অথবা
অবল জোড় নাই, কিন্তু শুনিলাম বর্ষাগমে
অতি প্রবল হয়। সেই সময় মধ্যে মধ্যে
বাণ আলিয়া অববাসীদিগের সমুদ্র
কতি করে। জলও অণেকাক্রান্ত মলিন ও
অস্বাদ্যকর হইয়া উঠে। ভাগীরথির
সলিল অণেকা কংসাবতীর জল গ্রাস
৫০ ফিট উর্দ্ধে স্থাপিত। এই স্থানটী প্রস্তর
ময়, সেই জন্য এখানে প্রশস্ত সরোবরাদি
নাই, সামান্য সামান্য পুকুরটী এবং অনেক
গুলি কুণ দৃষ্ট হইল, তাহার অধিকাংশের
জল পানের অনুপযুক্ত। এখানকার

সোমপ্রকাশ

ভাগ ।

২০ সংখ্যা ।

“ প্রবাসীরা প্রতিনিধিত্ব পাবিঃ নগরসনা অনিমম্বনী ন হোয়না । ”

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম বাৎসরিক ৫০ টাকা

সূত্র ১২৮০ । ২৫ এ টেজ । ইং ১৮৭৪ । ৬ ই এপ্রেল

মকমলে মাহুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) মূল টাকা এবং
বাৎসরিক ৫০ টাকা ।

বক্তাপ্রদান ।

ভারত সার ।

বঙ্গ ভাষার মহাকীর্তনের যে দুই এক
খানি অমূল্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও
মুনের শ্রান্ত অতি প্রকাণ্ড কঠিন ভাষার
নির্মিত এবং বহুবল্য । কাশী দাসের মহা-
ভারত মূলের অনুগামী নহে । আদি মূল
সংস্কৃত অবলম্বন করিয়া “ ভারত সার ”
নামে মহাকীর্তনের একখানি সার গ্রন্থ
সংকলন করিতেছি । ইহাতে ভারতীয় সকল
কথাই ধর্মত থাকিবে । মূল ভারতে পুন-
রুক্তি প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারত
সারে তাহা থাকিবে না । ইতিহাস গ্রন্থ যে
কণ হওয়া উচিত ইহা সেইকণই হইবে ।
পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত গ্রন্থের শেষে
অকরোচি বর্ণ ক্রমে একটী সবিজ্ঞার নির্ঘণ্ট
অর্থাৎ ইন্ডেক্স দেওয়া যাইবে ।

ভারত সার উত্তম কাগজে উত্তম
অক্ষরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে । প্রতি
খণ্ডে ২০ কর্মা (১৬০ পৃষ্ঠা) করিয়া
ধাকিবে । মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি
১০ আনা মাত্র । অমূল্য ৮ খণ্ডে গ্রন্থ
খণ্ড হইবে । গ্রন্থেচ্ছ মহাশয়গণ নাম খান
লিখিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে আনার নিকট
পাঠাইলে তাঁহাদের নাম তালিকা ভুক্ত
হইবে এবং কথা সময়ে পুস্তক প্রেরিত
হইবে ।

গুপ্ত মহালয়
২৪, সীর্জা কলসেন
কলিকাতা

কেন্দ্রমোহনসেন
গুপ্ত বিজ্ঞান

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হই
তেছে যে কানী খণ্ডের মূল টিক : ও বাসল
অমূল্য ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে
আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ হইবে ।
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১০ আনা, ডাকমা-
মূল ১০ আনা । নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট
তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে ।

২৪ পরগণা বাওরালি }
আচিপুত্র ডাকঘর । } শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান হাই-
তেছে যে, আগামী বৈশাখ মাসে “ হরি
ভক্ত কল্পদ্রুম ” নামে একখানি গ্রন্থ মূল
সংস্কৃত টিকা ও বালাজি অনুবাদ সম্বলিত
প্রকাশ হইবে । অগ্রিম মূল্য ১০ আনা
ডাক মাহুল সমেত নির্জারিত করা হই
রাছে । গ্রন্থেচ্ছ মহাশয়গণ কলিকাতা
বহুবাজার কপালী টোলা ৩৯ নং ভবনে
চাটুর্ঘ্য ছেও এণ্ড কোম্পানির নিকট অমূল্য
সজ্জান করিলে পাইবেন এবং ইংরাজী
হইতে বাঙ্গলা ও তাহার ইংরাজী অর্থ
রুট ডিমাই বারপেচী ক্রমার ৬ করমা
করমা মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে ।

হরভক্তি কল্পদ্রুম প্রকাশক

শ্রীমদ্রাম মণ্ডল

বাওরালী নিখামী ।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকদিগে
প্রকৃত উপযোগী “ বচনাসর ” নামে এক

খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, তদ্বারা
প্রকাশিত হইবে । ইহাতে নামাবিধি রচনা,
রচনা লিখিবার প্রণালী ও ১০০ । ২০০ রচ-
নার বিধির সমিবেশিত হইয়াছে ।

জ্যোতির্ভোগি কালেন্দ্র }
শ্রীহরিশঙ্কর শর্মা ।

প্রাকগণকে দ্বিতীয় সহকারে জানান
হাইতেছে যে, আগামী সোমপ্রকাশের মূল্য
মনি অর্ডার অথবা বর্তমান চিঠি দ্বারা পাঠা
উবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী র
নামে পাঠাইয়া দেন ।

অধ্যক্ষ ।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয়ের অমূল্য
বান্ধিত মাপবনিধান মূল্য ১ ডাকমাণ্ডল ১০ ।
ফেমিলি ট্রীটমেন্ট মায় ডাকমাণ্ডল মূল্য ১০
এসপেয়াল ক্রাশের ছাত্রদিগের বিশেষ
আংশিক “ নোটস অন ইনজিনিয়ারিং ” মূল্য
১০ ডাক মাণ্ডল ১০ । আনার নিকট
পাওয়া যায় ।

শ্রীশ্রীদাস চট্টোপাধ্যায়

৬০ নং হাটেল কলিকাতা

নিম্নলিখিত বক্তব্যের ডাক্তার পুস্তক
গুলি আমার নিকট পাওয়া যায় ।

ডাক্তার বহুল্য মুখোপাধ্যায়ের
ক্লিনিক্যাল মেডিসিন
এণ্ড ডিজিটাল ডায়গনসিস

সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকালয়ে, ঠাকুরের
ক্যানিং মাইনেসে ক্রিমা বংশধরী প্রদান
এও কোম্পানির বোর্ডে অধুনাক্রম করিলে
পাইবেক। মূল্য ৫০ আনা মাত্র

১৮ ই ফাল্গুন
১৮৭৬ সাল

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী
(প্রতিনিধি কার্যালয়)

২৪ নং মির্জাকান্দো লেন।

এই কার্যালয়ের দ্বারা কলিকাতা সমস্ত
বস্ত্র প্রকারে কার্য আছে লম্বুর অনায়াসে
সম্পন্ন হইতে পারে, কাহার অতিরিক্ত ব্যয়
হয় না অগতঃ ইহা উপস্থিত থাকিবে। কার্য
করিলে যে প লাভ হয় ইহা দ্বারাও
সেইরূপ হওয়া সম্ভব বরং কর্তৃপক্ষগণের
পারদর্শিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে
কখন কখন অধিক লাভই হইতে পারে।
ইহাতে ছোট বড় ব্যবসায়ী অপার সাধা
রূপ সকলেরই সকল কার্য সমান পণে নির্বাহ
হইতে পারে। বহা জবাবদি বরিশ বিক্রয়
করা, স্থানান্তরে জবাবদি প্রেরণ করা
কোন কিছু তৈয়ার কি দেয়ামত করান,
টাকা প্রকৃতি গচ্ছিত রাখা, আখীর জেনের
ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, মামলা
দোকানদার দ্বারা গ্রহণ করা, সকল বিষয়ে
সংস্কারামর্শ দেওয়া, কি সংস্কারামর্শের দ্বারা
বিবাদ ভঙ্গনকরা স্বার্থে বাহাতে কেহ পরস্পর
বিবাদ করিয়া অনর্থক ব্যয় ও কষ্টে পতিত
না হইয়া এবং স্বার্থে আবদ্ধ হন তাহার
উপায় করা এইরূপ উচিত মত কার্য সমস্তই
এই এজেন্সীর দ্বারা সংসাধিত হয়। এতদ্বিধ
বিশেষ বিশেষ নিয়মাদি জানিতে ইচ্ছা
হইলে এজেন্সীর মুদ্রিত নিয়মাবলী দেখিতে
হইবেক, ১০ এক আনন্দের টিকিট পাঠাইলে
ইহা সকলকেই প্রেরণ করা যাইতে পারে

এই এজেন্সীর দ্বারা প্রতি সপ্তাহে এক
খানি জবাবদির বাজার দরের তালিকা
মুদ্রিত হইয়া একশ হস্ত, তাহার দ্বারা
ক্রোতা ও বিক্রোতাগণ কলিকাতার জবাবদির
বাজারের জানিয়া এজেন্সীর উপর ক্রয়
বিক্রয়ের কার্যনির্বাহ করিতে পারেন, কলিকাতা

দ্বারা অনেক আকৃষ্টতার প্রকৃতি মহাজন
লোক আছেন, কিন্তু কাহার একল কোন
হুনিরম নাই; সেই নিমিত্ত এজেন্সী দ্বারা
ক্রোতা ও বিক্রোতাগণের বিশেষ উপকারের
সম্ভাবনা।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বাজার দরের
তালিকা আবশ্যক হইলে প্রেরণের পর
ডাক দাপ্তর পাঠাইলে উত্তরই পাঠান
যাইতে পারে।

গুপ্ত—কর্মাব্যবস্থা

আর্থদর্শন।

মাসিক পত্র।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশ্য।

ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস,
পুরাতত্ত্ব, বাণিজ্য, জীবনতত্ত্ব শাস্ত্র, শাস্ত্র,
শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র,
এবং সমালোচন প্রকৃতি লম্বু ও গুরু বিষয়
সমূহ সন্নিবেশিত থাকিবে।

“আর্থদর্শনের” কলেবর আপাততঃ
রায়াল ৮ পেজি ছয় কইমা (অর্থাৎ ৪৮
পৃষ্ঠা) হইবে। আজিম মূল্য—বাৎসরিক ৩,
মাধ্যমিক ১৫০, মাসিক ১০০। মফসলের
গ্রাহক ইগকে বৎসরে ডাকদাপ্তর সমেত
২৫/০ আনা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ “আর্থদর্শনে”
নিয়মিতরূপে লিখিতে স্বীকার করিয়াছেন।

মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

শ্রীযুক্ত ববু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
বিদ্যাবূধি বি, এল,

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বি, এল,

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার
এম, ডি,

কনাইলাল দে রায়
বাহাদুর

রাজশ্রীশ্রীমোহন ঠাকুর

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, এ, বি, এল,

সারদাচরণ মিত্র এম,
এ, বি, এল (ইন্ডেন্ট)

ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র মিত্র; এম,
এ, বি, এল (ইন্ডেন্ট)
বেণীমাধব দে, এম এ।
শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম,
এ, বি, এল।

প্রাণনাথ পাণ্ডিত এম, এ।

উপেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল।

কৈলাশচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।

রাধা সেন গুপ্ত বিদ্যাক্ষয়ণ
বি, এ।

ব্রজেন্দ্রকুমার সেন
কবিরাজ কণ্ঠভরণ।

সোলাচন্দ্র শাস্ত্রী এম,
এ, বি, এল।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এম, এ, বি, এল।

উমেশচন্দ্র ঘটাব্যাল এম, এ।

কেদ্রমোহন সেন গুপ্ত
বিদ্যারত্ন।

নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম
এ, বি, এল।

অনন্তকুমার শাস্ত্রী বি, এল

নুসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন এম,
এ, বি, এল।

হরিশচন্দ্র কবিরাজ।

ইমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কীরোরনাথ সিংহ শাস্ত্রী
এম, এ।

শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।

চুর্ণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা
নং ৩ রমানাথ
মজুমদারের হুট
পটলডাঙ্গা।
চতুর্থ ভারতবর্ষ
১৮৮০ সাল
৮ ই চৈত্র

সোমপ্রকাশ।

২০ এ চৈত্র সোমবার।

বিদ্যালয়ে নীতিবিকাশ।

ইংলিশ এডুকেশন

[illegible][illegible]

১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

শিক্ষাবিগের চরিত্রে বাসকবিগের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শিক্ষাবিগের স্বর্ণনীতি উৎকৃষ্ট হইলে বাসকবিগের স্বর্ণনীতি প্রায় উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের কিছু বক্তব্য বোধ হইতেছে, গবর্ণমেন্ট লায়ান লায়ান কর্তৃক বিবাহ সময় কর্তৃক আর্থিকবিগের চরিত্রে সার্টফিকেট লইয়া থাকেন। শিক্ষকের অপেক্ষা আর কোন শ্রেণীর অধিক চিত্তার বিবাহ, লেপ্টনট কর্নেল আইবন্টে ডাড়াইয়া গবর্ণমেন্ট তাহার অনাধার করেন। আমরা লম্বার স্কুলের কর্তৃপক্ষদিগকে এবিষয়ে সতর্ক হইবার জন্য অনুরোধ করি। যাহাদের চরিত্রে কল্যাণ আছে কিবা যাহাদের দুর্ভাগ্যে ছাত্রদের অপকারের সম্ভাবনা তাহাদিগকে বখনি নিযুক্ত করা উচিত নয়।

আমাদের গ্রামগুরুর সহযোগী অবিস্ময়কারিতা দোষে বেশ শুদ্ধ লোকের অগ্রিম হইয়া পাড়িয়াছেন। তাঁহার অভূতপূর্ণ টেলিগ্রামে ইংলণ্ডের লোকের মনে অনর্থক আর এক প্রকার ভাব জন্মিতেছে বিবেচনা করিয়া ইংলিসমান প্রকৃত তাহার দোষনাশার পের পোটার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই তাহাকে উপহাস বিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেবল লেপ্টনট গবর্ণর তাঁহার প্রতি নয়; কারণ তাঁহার মায় কাহেল সাহেবের ভক্ত ও মোসাহেব কেও নাই। আমরা যে কয়েকবার কাহেল সাহেবের প্রশংসা করিয়া সাধারণের অশ্রীভাজন হইয়াছি আমরাও সেগুলি গোঁড়া নই। অনুগত প্রতিপালন সমুদায় কর্তৃক কাহেল সাহেব সেখানে চীন হইবেন কেন? তিনিও ডাক্তার অর্জ স্বধকে আশ্রয় পেজিনেটিব কাউন্সিলের

মেম্বর করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু স্মৃতিতে পাওয়া যায় গবর্ণর জেনরল তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন। স্বতঃ সাহেব ইতি মধ্যে তাঁহার নিয়োগের কথা বিলাতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে ভ্রমমোহন হইয়া লোকের নিকট মুখ দেখান হুজুর হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনাতে কেহ কেহ ডাক্তার স্বধকে উপহাস ও বিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি এবং স্বধ সাহেবের অবস্থা কতক কতক অনুভব করিতে পারি। তাহাকে যিনি যাহাই বলুন তিনি যে একজন দক্ষ ও উপযুক্ত লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এবার বিবেচনার কিছু জটিল হইয়াছে; সেজন্য বোধ হয় তাঁহার মত কেহ অনুগত করিতেছেন না।

কাহেল সাহেব যাইবার সময় এক কীর্তি রাখিয়া গেলেন। কয়েকমাস পূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন বাটীর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এই অল্পকাল মধ্যে কাহেল সাহেবের উৎসাহ ও ত্রাণে সেই বাটীর নির্মাণে কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। গত সম্মেলনের লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং সভাপতি হইয়া গৃহপ্রবেশ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কাহেল সাহেবের এই শেষ কথা এবং শেষ কার্য। আর কয়েকদিন গত হইতে না হইতে তিনি সাগরের জলে ভাসিবেন। যাইবার সময় কাহেল সাহেব যে নিজের শিক্ষাসহকারী মত ও কার্য প্রণালীর লক্ষ্যে কিছু বলিবেন তাহা পূর্বেই আশা করা গিয়াছিল। তিনি উচ্চশিক্ষার বিদেশী বলিয়া লোকের যে সংস্কার আছে তিনি তাহা প্রাথমিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন বাটীকেই বাংলার 'প্রথম' 'বজ্রপ

মেঘাউয়া' দিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড প্রতিগমনের বিবরণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাইতে তাঁহার জন্মের ইচ্ছা নয়, কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে বাইতে হইতেছে। লর্ড নর্থব্রুকও ছুই চারিটা কথা প্রেসিডেন্সি গবর্ণরের উৎসাহ অধাবনারও কার্য সম্পন্ন প্রশংসা করিলেন। কাহেল সাহেব বাস্তবিক এই কাণ্ডটি করিয়া একটা মহৎকীর্তি সাধন করিয়া গেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মায় একটা সুবিধাত বিদ্যালয়ের একটা গৃহ না থাকা এক প্রকার কলঙ্ক। কাহেল সাহেব সেই কলঙ্ক দূর করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। তাঁহার শিক্ষাসহকারী মত ও তাঁহার অবলম্বিত কার্য প্রণালী সহজে আমাদের বাহ্যিক কিছু বক্তব্য অনেক দূর তাহা বলা হইয়াছে। তিনি দেশের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার আবশ্যকতা সহজে ঘাটা বলেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু এক দিকে স্বাধিকার অংশের দিকে সে অর্থ ব্যয় বিষয়ে লক্ষ্যের আপত্তি এবং অসাব্যর্থ নিম্ন শ্রেণীবিগের শিক্ষার যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কল্যাণের অতি অল্পই আশা আছে। সে অংশে ঘাটা বার করা হইবে তাহা আমাদের অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। শিক্ষা সহকারী কর্মচারীদের কার্য তার সহজে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে গোলযোগ ভিন্ন আর কোন বিশেষ লাভ বোধ হয় না। তদ্বারা কতকগুলি লোককে কর্মবিহীন করা হইয়াছে এবং কতকগুলি অব্যবসায়ী লোকের কার্য তার অনর্থক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নতুন নতুন শাসনকর্তার সময় নতুন নতুন পরিবর্তন হইয়া থাকে। সাধারণ টেম্পল বোধ হয় এই প্রকার শিক্ষাসহকারী

১২০
১২১
১২২

১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০

২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮
২০৯
২১০
২১১
২১২
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬
২১৭
২১৮
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪
২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪
২৪৫
২৪৬
২৪৭
২৪৮
২৪৯
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩
২৫৪
২৫৫
২৫৬
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৬০
২৬১
২৬২
২৬৩
২৬৪
২৬৫
২৬৬
২৬৭
২৬৮
২৬৯
২৭০
২৭১
২৭২
২৭৩
২৭৪
২৭৫
২৭৬
২৭৭
২৭৮
২৭৯
২৮০
২৮১
২৮২
২৮৩
২৮৪
২৮৫
২৮৬
২৮৭
২৮৮
২৮৯
২৯০
২৯১
২৯২
২৯৩
২৯৪
২৯৫
২৯৬
২৯৭
২৯৮
২৯৯
৩০০

৩০১
৩০২
৩০৩
৩০৪
৩০৫
৩০৬
৩০৭
৩০৮
৩০৯
৩১০
৩১১
৩১২
৩১৩
৩১৪
৩১৫
৩১৬
৩১৭
৩১৮
৩১৯
৩২০
৩২১
৩২২
৩২৩
৩২৪
৩২৫
৩২৬
৩২৭
৩২৮
৩২৯
৩৩০
৩৩১
৩৩২
৩৩৩
৩৩৪
৩৩৫
৩৩৬
৩৩৭
৩৩৮
৩৩৯
৩৪০
৩৪১
৩৪২
৩৪৩
৩৪৪
৩৪৫
৩৪৬
৩৪৭
৩৪৮
৩৪৯
৩৫০
৩৫১
৩৫২
৩৫৩
৩৫৪
৩৫৫
৩৫৬
৩৫৭
৩৫৮
৩৫৯
৩৬০
৩৬১
৩৬২
৩৬৩
৩৬৪
৩৬৫
৩৬৬
৩৬৭
৩৬৮
৩৬৯
৩৭০
৩৭১
৩৭২
৩৭৩
৩৭৪
৩৭৫
৩৭৬
৩৭৭
৩৭৮
৩৭৯
৩৮০
৩৮১
৩৮২
৩৮৩
৩৮৪
৩৮৫
৩৮৬
৩৮৭
৩৮৮
৩৮৯
৩৯০
৩৯১
৩৯২
৩৯৩
৩৯৪
৩৯৫
৩৯৬
৩৯৭
৩৯৮
৩৯৯
৪০০

জোয়ারদোর পান, বাবুদিগের নিকট
তারা প্রার্থনা করেন কিন্তু বাবুরা কৃপণে
ইংরেজী শিবির ইংরেজদিগেরই স্বামী
নত্যা ও আত্মপৌরুষ লিখা করিয়াছেন
সুতরাং সেরূপ কৃষ্ণ সন্ধান তোমা-
মোককে দূরী কৰে। সেই জন্যই সেই
লকল ইংরেজের বাবুদিগের উপর এত
আক্রোশ। এই জাতীয় ইংরেজদিগকে
আমরা নীচাশয় বলিয়া বিবেচনা করি
এবং তাঁহারা যখন এদেশীদিগকে
নীচাশয় মিথ্যাবাদী প্রভৃতি বলিয়া
দূষণ করেন, তখন মনে মনে হাসি করি
এবং বলি “ভগবান এই কুলাপাত্ত
বাস্তিদিগকে আশীর্বাদ করুন। এদেশী
যেহা ইংলণ্ডেব অধীন, অতএব একজন
ইংরেজ মেথরও আপনাকে রাজজাতি
অথবা ভারতবর্ষের রাজকুমার মনে করে
ইহা দেখিলে কি হাস্যমহরণ করা যায়?

মার্কেট বিল।

লেন্টনটে গবর্ণমেন্টের লেজিসলেটিভ
কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশনের
দিন লক সাহেব মার্কেট বিল নামক
একখানি বিল উপস্থিত করেন। জটিমদি-
গকে বাবসার বাণিজ্য করিবার এবং
বাজার প্রভৃতি বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া
এই বিলের উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে একটী
ধারা আছে যদ্বারা ৪৭ সাহেব বাজার
রক্ষার জন্য এতদিন যে ব্যয় করিয়াছেন
তাহা মিউনিসিপালিটির ব্যয় বলিয়া
স্বীকার করা হইয়াছে এবং জটিমদিগকে
খর্যতলার বাজার জমা করিবার জন্য
৭ লক্ষ টাকা কর্তৃত্ব করিবার অধুমতি
দেওয়া হইয়াছে। ইহা সাহেব জটিমদি-
গের কমিটিতে বলিয়াছিলেন যে “তোমরা
ত টাকা ব্যয় কর, আইন করাইরা লইতে
বড় বিলম্ব হইবে না”। উপস্থিত বিল
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এখন অধি-

অভিসেরা বাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন,
তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐ ৭ লক্ষ টাকা
তলার বাজার জমা করিতে পারিবেন
এবং শীল বাবুরা যদি বিক্রয়ে
সম্মত না হন তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
করিয়া বাজার চালাইতেও পারেন।

এই বিল দ্বারা জটিমদিগের হস্তে অতি
জরুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। জটিম
দিগের মধ্যে ইউরোপীয়ের সংখ্যা অধিক,
মিউনিসিপাল বাজার তাঁহাদের মনে
মত, ইহার রক্ষার বিষয়ে তাঁহাদের
লক্ষ্যই বস্তু হইবে সুতরাং তাঁহারা যেরূপে
পারেন ইহার রক্ষা করিবেন। ইটী
বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তর শব্দের
কিরূপ ব্যয় হইতে পারে তাহা লকলেই
জানেন। এই সমুদয় টাকা কোথা হইতে
আসিবে? মিউনিসিপালিটির টাকাট
ব্যয়িত হইবে। মিউনিসিপাল বাজার
থাকানা থাকার এদেশী টাকদাতাদি-
গের কোন স্বার্থ নাই; কিন্তু তাঁহাদি-
গকে ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ বহন করিতে
হইবে। এই বিল যেদিন উপস্থিত করা
হয় সেদিন বাবু জর্জার্ডন লাভাসভার উপ-
স্থিত ছিলেন, এদেশীদিগের প্রতিনিষি-
দ্রূষণ হইয়া তাহাতে আপত্তি উত্থাপন
করেন কিন্তু তাঁহার কথা গ্রাহ্য হয় নাই।
আপাততঃ ইহার বিচারের ভার একটী
বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইয়াছে,
তাহারা যেরূপ রিপোর্ট করিবেন তদনু-
সারে কার্য হইবে। ফলে কি নীড়াইবে
তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে।
আমরা যদি ইহাকে লক্ষ্যপাত্ত বলা নিষ-
যথেচ্ছ ব্যবহার বলা তাহা হয় ত অনেক
ইংরেজের কর্ণে ভাল লাগিবে না কিন্তু
মন যাচা বলে মুখ তাহার পনাক্রকার
কিরূপে বলিবে, লেখনীই বা অন্য প্রকার
কিরূপে লিখিবে।

উপলব্ধ হারকালে আমরা মিউনিসিপালি-
টিকে একটী পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা

যদি বাবসার বাণিজ্য করিবার অধুমতি
পাইলেন তাহা হইলে কেন এক কর্তৃ
করুন না। আজও সুন্দরবনের অনেক
ভূমি পতিত ও অজলাকীর্ণ পড়িয়া
আছে। বিশেষ ধনধান না হইলে এক-
জনের কর্তৃ নয় যে তাহা উদ্ধার করেন।
তাঁহারা এক একটী লাট কিনিয়া আবাদ
করুন। একবার আবাদ করিতে পারিলে
বাহা ব্যয় হইবে তাহার দশভাগ লাভ
হইবার সম্ভাবনা; এবং তাহা হইলে
তাঁহাদের একটী চিরস্থায়ী লাভের দ্বার
হইয়া থাকিবে। জমিদারেরা কর্তৃ চারীর
ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারেন না
বলিয়া অনেক ক্ষতি হয়, তাহারা সে
কাযাও উত্তমরূপ চালাইতে পারি-
বেন

রুজী লাইন।

আমরা ইতি পূর্বে “কুপ্পি ব্রাঞ্চ
রেলওয়ে” এই শিরোনাম দিয়া যে
একটী প্রস্তাব লিখি, সে বিষয়ে আন্দো-
লন চলিতেছে। আমরা উক্ত প্রস্তাবে
লিখিয়াছিলাম, দক্ষিণ অঞ্চলের বহুসংখ্য
ভ্রমলোক বাহাতে এই রেলওয়েটী কর
তদ্রিমিত প্রার্থনা করিয়া গবর্ণমেন্টে
আবেদন করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এই
রেলওয়েটী খুলিবার পক্ষে মত জিজ্ঞাসা
করিয়া ডায়মণ্ড হারবারের আগিডান্টে
মালিট্রের নিকট এই আবেদন পত্র
খানি প্রেরণ করেন। আগিডান্টে মালিট্রের
এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ
করিয়া গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট প্রেরণ করি-
য়াছেন তাঁহার রিপোর্টের স্থল তৎ-
পর্য্য এই—আরোহিত সংখ্যা বাণিজ্য
গামান্য মাত্র হইবে। যে সকল দ্রব্য
এদেশে উৎপন্ন হয় তাহা নৌকা ভোগ
ও পাড়ি দ্বারা কলিকাতার নিকট
থাকে। বাণিকগণ যে দ্রব্য
সুবিধার জন্য অধিক



পাঠ করিতে পারেন তাহাদের ভাষায় তাহা যত না তাহাদের লেখাশাও থাকে না, তাহাদেরকে কান্ট্রি আর্টস পরীক্ষা দিাই পাঠ লাভ করিতে হইবে। ইহাকে কি প্রকারভেদে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকসমূহকে উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা যলেনা?

দ্বিতীয়তঃ ওকালতি। দিন দিন উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এবং অনেক অগাধ এই বংশে প্রবেশ হইতেছেন। এই অনিষ্টের নিবারণ করিবার জন্য হাইকোর্টে যে পরীক্ষা প্রভৃতির নিয়ম করিয়াছেন তাহার প্রতি পদে ব্যাচ আবশ্যিক। পরীক্ষা দিবার অতি দীর্ঘ প্রকাশ করিবার সময় ব্যাচ, পরীক্ষা দিবার সময় ব্যাচ, পরীক্ষা দিবার উকীল শ্রেণীভুক্ত হইবার সময় ব্যাচ, আবার কোন উকীল কিম্বা আর্টিগার নিকট কল্লি শিখিবার সময় অন্য কোন কাছা করিতে নিবেদ। এত ব্যাচ স্বীকার করিয়া কাছা রক্ত করা কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সাধা, কখনই নয়। আদালতের কর্তৃপক্ষেরা প্রকৃত ওনী ও বিদ্বান লোক চান কিন্তু ইহাতে যে শ্রেণীর লোক শশ্রুতে গাড়িয়া থাকিবেন এবং অকথ্য ধনী সম্মানে রাই প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবেন। ধন অপেক্ষা বিদ্বানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

বিবিধসংবাদ।

১৮ ই এপ্রিল সোমবার।

অমরা "উদ্দেশ্যসমূহ প্রভৃতি" আকর্ষিত এক মানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। পত্র প্রেরকগণ লিখিয়াছেন "বাকুপুত্রের বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এই দুর্ভিক্ষ সময়ে দরিদ্রসমূহকে যে চাউল বিতরণ করিতেছেন, ডিজিট পুঁজি হুপরিটেণ্টেণ্ট কমিশনার অফিসে বাকুপুত্রের পুঁজি-ধর প্রতি আবেদন দেন। সব ইনস্পেক্টর

সহকারী এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এই রূপ পাঠাইয়াছেন। "কমি ৩রা মার্চ উচ্চ ব্যাচের বাগান হাট" পরা। যেখান ১৮ জন বয়স্ক তথ্য উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু উদ্দেশ্যের প্রত্যেক এক সের করিয়া চাউল বিতরণ করিলেন। রাজেন্দ্র বাবু ১লা জুলাইর বইতে এই রূপ দান করিতেছেন। সব ইনস্পেক্টর চাউলের ওরামে গিয়া দেখিয়াছেন ৭ ১৮ মণ চাউল মজুত আছে। ৩রা মার্চের পর ২০ এ মার্চের মধ্যে প্রায় ১৮০০ মণ দরিদ্রকে প্রতিদিন এক সের করিয়া চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এখনও তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই।" পুলিশ জরুরি করিয়া গেলেন, তখন সিংহের কি হয় নলা বার না। বাবা ৩০ক আমরা রাজেন্দ্র বাবুর বরা-ম্যতা বিষয়ে বেরূপ ভবিষ্যতে পাই এবং সেই বরাবর্তা হুচক পত্রাদি বেরূপ উপস্থাপন ও রাশি রাশি আমানিগের হস্তগত হইতেছে, তাহাতে তাহাকে একটি সম্মান হুচক উপাধি দান, না হয়, আশা করা গেল যেটে মেম্বেরে তাহার প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করিবার জন্য গণমেম্বেরে অনু-রোধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা দ্বারা কেবল তাহাকে উৎসাহ দান নহে, আমানিগকেও উপকৃত করা হইবে।

২২ এ মার্চ বন্ধ এবং গোরক্ষপুরে ৩০ হাজারেরও অধিক লোক রিলিক কার্ভে নিযুক্ত ছিল। অল্পহস্ত সকল লোকে পরি-পূর্ণ ছিল। শেখের দক্ষিণে লোকের কটের উপক্রম হইয়াছে।

বৈঠক ডি লেসপেন্স ও তাহার সচর ইউনিট ল্যাবরে আসিয়া প্রাথমিক মধ্য আসিয়ার রেলওয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন।

১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার।

বাবু গুরুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টেট-সেক্রেটারি নিকট আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ হাংলও হইতেছেন।

একটি এমেন্ডার প্রীলোক বরাহমগর হইতে মণ ৭৫০০ বরফ একটি বালিকাকে

হুটি করিয়া লইয়া যাইতে তাহার কঠিন পরিজ্ঞানের সাক্ষ্য ডারি বৎসর করিয়াও হইয়াছে।

শুনা হইতেছে, ২২ এপ্রিল ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে বারিউরের ডিগনিট পবিত্র ইতিহাস যেডিকল সার্জিসের একজন বাকী লির বিবাহ হইবার কথা হইতেছে।

কেবল যাত্রা ফিলাবার ডিট্রি হইতে বদায় অবোধ্যার কমিশনার রিলিক কার্ভের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বেন, ১০০ ১০০ মণ শস্য সম্প্রতি দুই মণের মধ্যে রপ্তানী হইয়াছে। এমন অবস্থায় তথ্য হুর্ভিক্ষ না হইবে কেন? ২৮ এ প্রেসবুরি পর্যন্ত দুই মণের মধ্যে অবস্থায় ২০০ ৫০০ মণ শস্য আমদানী বিত ১০০-১০০ মণ রপ্তানী হয়।

২০ এপ্রিল বুধবার।

মাজাজে দুই মালক ভূত সাক্ষ্য এক ক্রমকে ভর দেখায়। ক্রমক ভীত হইয়া আশ্রয়ার্থ অন্য কোম উপায় না পাইয়া হস্ত স্থিত হইয়া হারা একজনকে আশ্রয় করে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রক্তপুরে লোকে আত্মতার জন্য গুল সামগ্রী সকল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করি-রাছে। শুনা গেল বর্তমান অকলে সম্প্রতি কেব কেব উদ্বাসের অম্ম পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে লগ্ন হইয়াছে।

পিনাও এডেন পুন্ডা নাগপুর এবং পুঁজি মকেটাতে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

২১ এপ্রিল বুধবার

আমানিগের লেন্টনট গবর্নর বাঘেন সাহেব আগামী ১০ ই এপ্রিল ভারতবর্ষ হইতে বোম্বাইর জীমারে অবশেষে বাজা করি বেন। উত্তরপ্রদেশমন্ত্রকের লেন্টনট গব-র্নর সাহেব উদ্দেশ্য মিত্র উচ্চ জীমারে সাহিবেন।

বেঙ্গল কামিন ফণ্ডের কলকাতা কমিটি এ শস্য সন্মানে হাংলও ও কলকাতা হইতে ২ ১০০০ টাকা সংগ্রহ করেন। ডিট্রি পীডিত পুঁজি যে ডায়াল করিয়া

[illegible]

আগামী দুই-তিন দিনেও লোক হুই
পারিত বাত্মা করিবেন। লাভ মর্যাদা বিমলা
গমন করাতে আশ্রয় আশ্রয়স্থল
অন্যান্য পল্লবভূমিও এই দুইদিনের মধ্যে
কর করিবেন। কিন্তু আশ্রয়ের সে অনুমান
হুইয়াছিল।

মাস্তাঙ্গ বেইল বলেন, লক্ষ্যভীত এবং
গতিভীত নগর হইতে করানী রাজ্যের
লীমা পথান্ত একটী রেলওয়ে করিবার জন্য
এক কোম্পানি হইয়াছে।

গত দুইবার জমিদারদের এক সভা
হইয়াছিল। মর্জতলা বাজারী জর করাই
অধিকাংশের মত হইয়াছে।

গত শুক্রবার মার উইলিয়ম মিউর
আলাহাবাদে গবর্নমেন্ট হাইকোর্টের দ্বারা
ভৌমিক বিতরণ করিয়াছেন।

বহুবিধে একটা দুইজন বিহ মর্জতলা উপ
স্থিত হইয়াছে। এক জাপুকর্বে পূর্বক হয়,
জী এক দিন তাহার দ্বারী বাতীতে গমন
করাতে দ্বারী অনধিকার প্রবেশ বলিয়া
জীর বিকল্পে সমন বাহির করিয়াছে।

ইতিহাস টেটসমান বলেন, চারিটী
জী সহিত একজন ছাত্র প্রায় কোন শিক্ষ
কৃত্র ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু কাগজের দটের
ভাড়াই হইয়াছে। ইনি ভাউনগরের অশ্রান্ত
নরক ঠাকুরের শিক্ষক হইয়াছেন। ঠাকুর
প্রায় বয়স্ক হইলে কি করিবেন বলা
যায় না।

বোম্বাইর চারিটোরে বিচারপতি মেল
বিলের অনুশাসিত কাল পথান্ত বিচার
পতি মনোভাই হরিবাস ভাচার কাম্য কর
বেন।

দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সংবাদ

বোম্বাইর একখানি সংবাদ পত্রের লও
সহ সংবাদদাতা বহুবংশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে
লিখিয়াছেন 'মাকৈউরের বয়স এই দুর্ভিক্ষ
জন্ম চন্দা সংগ্রহার্থ একটা সভা আহ্বান
করেন, সভা স্থলে অতি অল্প লোক উপ
স্থিত হইয়াছিলেন। বালি ও মাকৈউরের
বিলুপ এই অভ্যর্থনা প্রকাশ করিলেন যে

বহুবংশের যে বিপন্ন উপস্থিত হইয়াছে,
জীহার নিবারণার্থ কেবল গবর্নমেন্টের
অগ্রসর হওয়া উচিত, এবং এর সাধারণ
লোকের নিকট টাকা গ্রহণ করিবার চেষ্টা
করা উচিত নয়। ইহা শুনিয়া অনেক
কর্তব্য বিতর্ক হইয়া মেরুকে 'মুজি' মার
দ্বারা এক সভা আহ্বান করি '৩০' মধু
রোধ করেন। বালি বিলুপ ও তাহারের
বহুগণ যখন উপস্থিত হইল তখন একাংশ
করেন, লাক্সেলিয়ার কটন কাম্যন কণ্ডে
বিলে হইতে যে ১৮ লক্ষ টাকা প্রেরিত
হয়, তন্মধ্যে ১০ লক্ষ লক্ষেরও অধিক টাকা
ভারতপথে হইতে গিয়াছিল, তখন তাহার
বোধ হয় সেটা বিস্তৃত হইয়াছিল। লোকের
কই সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট সকল
সভা প্রকাশ করিতেছেন না অনেকের এই
সংস্কার জন্মিয়াছে। ইতিহাস আকিল যে
সকল সংবাদ বেন, তথ্যেই ডেলিমিউসের
বিশেষ কমিশনার যে সকল টেলিগ্রাম প্রেরণ
করিয়াছেন তাহাতে লোকের অবস্থা আরো
মন্দ বলিয়া প্রকাশ হয়। কিন্তু উক্ত কমিশন
রের প্রেরিত টেলিগ্রাম সকল যে অত্যন্ত
দোষে দুর্বৃত্ত লাভ স্যালিসবারি সেটা সমস্ত
ধারণকে বিলম্ব হুইয়াইয়া নিয়াছেন।

ইতিহাস মিরাতের মওদাদ (গরী)
সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, তথ্যে তিনটী
অবস্থায় খোলা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ১ এক
লক্ষ লোককে আহার দেওয়া হয়। ইহা দিগকে
দ্বিবসের মধ্যে একবার ভাল ভাত দেওয়া
হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এত দুর্বল
ও নীরবে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট উদ্যোগকে
হাসপাতালে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।
দুই রিলিফ ওয়ার্ক আরম্ভ করা হইয়াছে।
লোকে বলে বলে তথ্য কার্য করিতে
হাইতেছে। দিন দিন উদ্ভাবের সংখ্যা বৃদ্ধি
হইতেছে। অনেক অমোদার রিলিফ কণ্ডে
টাকা দিয়াছেন। এই অনুরণ হইয়াছে গবর্ন
মেন্ট লোকের দুর্ভিক্ষ কই নিবারণার্থ সন্ধ্যা
সংগ্রহের ভণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন
করিতেছেন। যে সকল সভা লইয়া যাত্রা
হইতেছে, উহাতে বাস্তবিক অঙ্গা নং,
কেবল গোলা ওলিতে পূর্ণ।

ভাকার কাম্যন রিলিফ সভার যে কার্য
বিলুপ কর, ক'তা গে, জেটে প্রকাশিত হই
হইতে তাহাতে জনা য'র, কার্যক দ্বিবসের
মধ্যে ২০০০০ টক চ'না সংস্থাপিত হই
হইতে। ইহার মধ্যে খাজে খাণ্ডুল গণি ও
উদ্যোগ পুত্র ১০ মণ হাজার টাকা দিয়া
ছেন।

দুইকণের দুইজা এবং উদ্যোগ পুত্র কাম্যন
রাখা প্রসার সিংহ এই দুর্ভিক্ষ সময়ে বিল
ক্ষণ দুর্ভবত হইয়াছেন। উদ্যোগ যজ্ঞার উপবি
ভাগী রিলিফ কণ্ডে ৩৫০০ টাকা দিয়া
ছেন, রিলিফ কার্যে ২ হাজার টাকা ব্যয়
করিবেন এবং ভূতা ও প্রজা'দিগের জন্য
১২ হাজার টাকার শস্য জর করিয়াছেন।
এই সকল সমস্তের জন্য বহুবংশের
গবর্নমেন্ট তাঁক দিগকে ধন্যবাদ দিয়া
ছেন।

২৮ এ মার্চ বহুবংশে শস্যবিহীন মূল্যের
বেতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে
জানা যায়, উক্ত সমস্তের বর্জমান বাত্মা
যশোবর মুরসিদাবাদ দিমা'জপুর মাসমহ
রাজসাহী বণ্ড ১১ পাংমা টাকা বিতরণ
ক্রিষ্ট চন্দ্রারণ এবং কাহারিগবে মাসারণ
চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। মার
মধ্যে মল্লবহ যশোবর ও পাংমা'র মূল্য
অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। যশোবরে ১৫ সের
মালদহে ২ সের এবং পাংমারে ১০ সের
চাউল টাকার বিক্রীত হইতেছে। কলি
কাতার মুরপুর দারজিলিঙ চট্টগ্রাম মাহাবাদ
এবং কটকে মূল্য কমিয়াছে। কটকে ৩০
সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। অব
শেষে ২৫ টী বিভাগে মূল্য সমান হই
য়াছে।

২৯ এ মার্চ যে সমস্তের শেষ হয় সেই
সমস্তের বহুবংশের ডিষ্ট্রিক্ট রিপোর্টে
লিখিত হইয়াছে, তবুও লোকের কই
ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। আজান কাহার
লোক রিলিফ কার্যে খাটিতেছে এবং ২০
হাজার লোককে (অধিকাংশ :—
ভূমি আচার দেওয়া করা
ওড়ির অধ্বগত বেদা
হইতেছে। জিহ'ত

[illegible][illegible][illegible]

গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

আদেশসমূহ।

নিম্নোক্ত।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ মার্চ। ডেপুটি কালেক্টর বাবু বহুমাখ বসু ১৮৭০ আখের ১০ আইন অনুসারে সাহা-
য্যে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

৩০ এ মার্চ। কুচবিহারের প্রতিমিথি কমি-
শনার ডবলিউ জে. এচ হাসেল উক্ত বিভাগের
কমিশনার হইলেন।

ডবলিউ ম্যাককাসন দ্বিতীয় জেনীর ডিউটি
ও সেলিয়ন জজ হইলেন।

এচ. এফ. জে কীস দ্বিতীয় জেনীর মাজি-
স্ট্রেট কালেক্টর হইলেন।

ডবলিউ কেদার দ্বিতীয় জেনীর মাজিস্ট্রেট
কালেক্টর হইলেন।

এচ. বেবরাজ দ্বিতীয় জেনীর মাজিস্ট্রেট
কালেক্টর হইলেন।

টি. এক বিগনোল্ড দ্বিতীয় জেনীর মাজি-
স্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। কিন্তু আপাততঃ
রেজিষ্ট্রেশনের প্রতিমিথি ইনস্পেক্টর জেনরল
থাকিবেন।

এফ ওয়াইর প্রথম জেনীর জাইন্ট মাজি-
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

এচ. মোসলি দ্বিতীয় জেনীর জাইন্ট মাজি-
স্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

কুচিয়ার সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এচ.
গিলন ব্রিডজে বদলী হইলেন।

সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জে. কেলি
তার কুচিয়া উপবিভাগের ভার পাইলেন।

৩১ এ মার্চ। ডবলিউ এচ. কেশাবসন কিছু
দিনের জন্য দ্বিতীয় জেনীতে গরার প্রতিমিথি
ডিউটি ও সেলিয়ন জজ হইলেন।

এ. এচ. কামাগাড বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গব-
র্নরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে একজন
কমিশনার হইলেন।

টি. বি. লেন কুচবিহারের জন্য কলিকাতার
কর্তৃপক্ষের প্রতিমিথি কালেক্টর হইলেন।

২৩ এ মার্চ। এস. এস. বগলি, এস. বসু
বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের কাউন্সিলের একজন
সভ্য হইলেন।

২৮ এ মার্চ। বাবু মিথালাল দে বাবুতার
বিশেষ সব রেজিষ্টার হইলেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন ভৌমিকার বিশেষ সব
রেজিষ্টার হইলেন।

৩০ এ মার্চ। মৌলবী বশীরাউল মাহমুদ
২৪ পরগনার বেদীপুরের সব রেজিষ্টার হই-
লেন।

মৌলবী মাহমুদ মাহমুদ উত্তর পাখার
সাহাজানপুরের সব রেজিষ্টার হইলেন।

২৫ এ মার্চ। নিম্ন লিখিত রাজস্ব মাল-
বের ডিউটি জুল কমিটী সভ্য হইলেন-

জে. শেলডন, একাউন্ট্যান্ট জজ নয়া
বাবু বিকরুজ হক, ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাস্টার
বাবু অক্ষর কুমার বসু, সব ডেপুটি কালেক্টর
বাবু যোগেন্দ্রজি মিত্র, বি. এল. মুগোফ।

২৬ এ মার্চ। জি. কে. গণেশচাঁদ লোহার
ডগার ডিউটি জুল কমিটীর একজন সভ্য
হইলেন।

দ্বিতীয় জেনীর আসিস্ট্যান্ট সার্জন রামচন্দ্র
গুপ্ত সাহসেব রহিলেন।

তৃতীয় জেনীর আসিস্ট্যান্ট সার্জন কৃষ্ণকাস
সেন বেজিয়া উপবিভাগের এবং তরত্ব দাতব্য
চিকিৎসালয়ের ভার পাইলেন।

তৃতীয় জেনীর আসিস্ট্যান্ট সার্জন মোহন
লাল বসু মজিহারীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের
ভার পাইলেন।

তৃতীয় জেনীর আসিস্ট্যান্ট সার্জন সেনেত্র
নাথরায় কিছুদিনের জন্য বর্তমান বিভাগের
প্রতিমিথি ইনস্পেক্টর মেডিকাল অফিসার
হইলেন।

সার্জন ডবলিউ টি ওয়াই বর্তমানের প্রতি-
মিথি সিবিএল সার্জন হইলেন।

মুগোফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং সিবিএল
কেটি আমীন মৌলবী আজহার উলীন পাখ-
বার ডিউটি রোড কমিটীর সভ্য হইলেন।

রিবল টমসন

বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ মার্চ। অন্য রাজ্যে কমল
এ লাভস এই উক্ত্য বারিতেই সত্য গাণ্ডেট টেল
লিলিকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইবে। আশা
হুকে জরুরীত করিয়া আসতে রাজী ভারতকে
ব্যবহারের পর লন্ডন করিয়াছেন এবং একটি
সম্মান জরুরী উপাধি ও পদমর্যাদা দিয়াছেন।

সান্তির সময় ৪.১০.০০ টেমস রাবিয়ার
ব্যবস্থা লেনাঙ্গল সংক্রান্ত আইনের পাঠ্যলিপি

যে অংশে আত্ম সেই অংশে অধ্যায়না
লিখিলে বিধান ক'রিতে পারিবে বলিয়া-
ছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ। ১৯৮০ টি ব'আর
চার্লস চামউনিট নিউকাসল বিজ্ঞান হইল
পলারন করিয়া নিউ সাউথ ওয়েলসের নিউ
কাউন্সে উপনীত হইয়াছে।

আমাদিগের মরমনসিংহ সংবাদ
হাতা লিখিয়াছেন:

আমরা কিশোরগঞ্জ ডেপুটি মাজিস্ট্রেট-
টির বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতেছি। তিনি
অবিলম্বে স্থানান্তরিত হন, সকলেরই ইচ্ছা
ডেপুটি বাবুর এখন হইতে সাবধান হওয়া
কষ্টসাধ্য।

আমিকালি মরমনসিংহ সংবাদে জুনা
গোলায় দাতব্য প্রাণত্যাগ হইয়াছে। অনেক
মহাত্মা ইচ্ছাতে সংবাস্ত হইয়া থাকেন।
একটি সম্মান পেলে একাধিক বৈ
এই পথের পাবক হইতে দেখিয়া আমরা
অত্যন্ত আশ্চর্যচিত হইলাম। পুলিশের
ডাব দেখিয়া মোহ হর গবর্নমেন্টের যেন
হত্যাতে অনুমোদন আছে। বাহনে কি
জুরাংলার হত্যা নাই?

এই মহাত্মার স্মরণে প্রায় সকল
স্থানের জমিদারগণই আমাদিগের নিকট
হইতে কর আদায় করিতে করিয়াছেন ও
করিতেছেন, কিন্তু আজ স্থানীয় কৃষাধি-
কারী মহাপ্রভুরা এত দূর নির্দিষ্ট বেতীদ্বারা
নিয়মিত কর আদায় করিয়াও ক্ষান্ত
হন না। আমাদিগের নিকট হইতে কর
মানা ও সেলামি আদায় করিয়া আমাদি-
গকে যত্নপরোক্ষিত উৎপাদিত করিয়া
থাকেন।

কোন এক অপর দেশীয় লোক বহুকিঞ্চিৎ
দ্রব্য সংগ্রহ পূর্বক সপরিবারে মাহাজীরা
ভীর্ণে বাস করিবার জন্য কানৌজ বাহরে
বলিয়া চুকানাজা নামক পল্লীতে উপনীত
হয়। এই স্থানে উত্তরা সূর্য ও তদনু-
যত্নে কতিপয় হইয়া রাজপথের ধর্ম-
বর্তী কোন জলাশয়ের তীরে
রাখি ক'র্য সম্পন্ন করি-
জোড়ে গুবে বিভ্রাট

[illegible]